শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ

প্রথমার্দ্ধঃ

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভা-সভাজনগণ-পূজাভাজনেন শ্রীচৈতন্যমনোঽভীষ্টসংস্থাপকবরেণ

শ্রীল-সনাতনগোস্বামিপাদেন প্রণীত-

স্বদ্বিরচিতদিগ্‌দর্শিনীটীকা-সমলঙ্কৃতশ্চ

তদনুজ্ঞয়া শ্রীল-গোপালভট্টগোস্বামিপাদেন-সমাহৃতপ্রমাণাবলী-সম্বলিতঃ

নবদ্বীপ রাজকীয় সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়াধ্যাপক প্রাক্তন অধ্যক্ষ
পণ্ডিত শ্রীকানাইলাল অধিকারী-পঞ্চতীর্থকৃত-মূলানুবাদঃ

শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয়মঠ-প্রতিষ্ঠানস্য প্রতিষ্ঠাতা ওঁ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত-মাধব-গোস্বামি-মহারাজ-
বিষ্ণুপাদস্য অধস্তনেন বর্ত্তমানাচার্য্যেণ
ত্রিদণ্ডিস্বামি-শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভতীর্থ-মহারাজেন সম্পাদিতঃ

প্রথম-সংস্করণম্

৫১৩-শ্রীগৌরাব্দ

নদীয়া, শ্রীধামমায়াপুর, ঈশোদ্যানস্থিত "শ্রীচৈতন্যবাণী"-ইত্যাখ্য-মুদ্রাযন্ত্রে
ত্রিদণ্ডিস্বামি-[illegible]-মহারাজেন মুদ্রিতঃ প্রকাশিতশ্চ

শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ

প্রথমার্দ্ধঃ

শ্রীল-সনাতনগোস্বামিপাদেন প্রণীত-

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ (রেজিঃ)
ঈশোদ্যান
পোঃ- শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ

প্রথমার্দ্ধঃ

শ্রীল-সনাতনগোস্বামিপাদেন প্রণীত-

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ (রেজিঃ)
ঈশোদ্যান
পোঃ-শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ প্রথমার্দ্ধঃ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ

প্রথমার্দ্ধঃ

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভা-সভাজনগণ-পূজাভাজনেন শ্রীচৈতন্যমনোঽভীষ্টসংস্থাপকবরেণ

শ্রীল-সনাতনগোস্বামিপাদেন প্রণীত-

স্বদ্বিরচিতদিগ্‌দর্শিনীটীকা-সমলঙ্কৃতশ্চ

তদনুজ্ঞয়া শ্রীল-গোপালভট্টগোস্বামিপাদেন-সমাহৃতপ্রমাণাবলী-সম্বলিতঃ

নবদ্বীপ রাজকীয় সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়াধ্যাপক প্রাক্তন অধ্যক্ষ

পণ্ডিত শ্রীকানাইলাল অধিকারী-পঞ্চতীর্থকৃত-মূলানুবাদঃ

শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয়মঠ-প্রতিষ্ঠানস্য প্রতিষ্ঠাতা ওঁ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত-মাধব-গোস্বামি-মহারাজ-

বিষ্ণুপাদস্য অধস্তনেন বর্ত্তমানাচার্য্যেণ

ত্রিদণ্ডিস্বামি-শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভতীর্থ-মহারাজেন সম্পাদিতঃ

প্রথম-সংস্করণম্

৫১৩-শ্রীগৌরাব্দ

নদীয়া, শ্রীধামমায়াপুর, ঈশোদ্যানস্থিত "শ্রীচৈতন্যবাণী"-ইত্যাখ্য-মুদ্রাযন্ত্রে

ত্রিদণ্ডিস্বামি-শ্রী[illegible]-মহারাজেন মুদ্রিতঃ প্রকাশিতশ্চ

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভাব-তিথি

২৭ মাধব, ৫১৩ শ্রীগৌরাব্দ
৪ ফাল্গুন, ১৪০৬ বঙ্গাব্দ
১৭ ফেব্রুয়ারী, ২০০০ খৃষ্টাব্দ

প্রাপ্তিস্থান ঃ—

১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
ঈশোদ্যান
পোঃ শ্রীমায়াপুর, জেলা নদীয়া
পিন্-৭৪১৩১৩

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড
কলিকাতা-৭০০০২৬

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
মথুরা রোড
পোঃ বৃন্দাবন, মথুরা
(উত্তরপ্রদেশ)

৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
গ্র্যাণ্ড রোড
পোঃ পুরী-৭৫২০০১ (ওড়িষ্যা)

৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
শ্রীজগন্নাথ মন্দির
পোঃ আগরতলা-৭৯৯০০১
(ত্রিপুরা)

৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
পল্টন বাজার
পোঃ গৌহাটী-৭৮১০০৮
(আসাম)

৭। শ্রীগৌড়ীয় মঠ
পোঃ তেজপুর-৭৮৪০০১
(আসাম)

নিবেদন

প্রারম্ভে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেব নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজের শ্রীপাদপদ্মে অসংখ্য সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণতি জ্ঞাপন-পূর্ব্বক তাঁহার কৃপাশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিতেছি।

"স্মার্ত্ত-পরমার্থভেদে বৈদিক আর্য্য-শাস্ত্র দুই ভাগে বিভক্ত। যাঁহারা স্মার্ত্ত-বিভাগের অধিকারী, তাঁহারা স্বভাবতঃ পরমার্থ-শাস্ত্রে রুচি প্রাপ্ত হন না। নিজ নিজ রুচিঅনুসারেই মানবের বিচার-সিদ্ধান্ত-ক্রিয়া ও জীবনের উদ্দেশ্য গঠিত হয়। স্মার্ত্তগণ নিজ নিজ রুচিসম্মত শাস্ত্রে অধিকতর বিশ্বাস করেন। পারমার্থিক-শাস্ত্রে তাঁহাদের সেরূপ অধিকার না থাকায় সেরূপ অবস্থাও প্রকাশ করেন না। এরূপ বিভাগের কর্ত্তা—বিধাতা। সুতরাং ইহাতে জগৎপাতার একটী গূঢ় উদ্দেশ্য আছে, সন্দেহ নাই। আমরা যতদূর জানিতে পারিয়াছি, সে উদ্দেশ্য এই যে, স্বীয় স্বীয় অধিকারে স্থির থাকিতে পারিলেই জীবের ক্রমোন্নতি হয়। অধিকারচ্যুত হইলেই পতন হয়। মানবগণ স্বীয় স্বীয় কর্ম্মানুসারে কর্ম্মাধিকার ও ভক্ত্যধিকার বলে দ্বিবিধ অধিকার লাভ করিয়া থাকেন। যে-পর্য্যন্ত মানবের কর্ম্মাধিকার থাকে, সে-পর্য্যন্ত তাঁহার স্মার্ত্ত-পথই শ্রেয়ঃ। কর্ম্মাধিকার অতিক্রম-পূর্ব্বক যখন তিনি ভক্ত্যধিকারে প্রবেশ করেন, তখন তাঁহার পারমার্থিক-পথে স্বভাবতঃ রুচি জন্মে। এতন্নিবন্ধন বিধাতা স্মার্ত্ত-পরমার্থ-ভেদে দ্বিবিধ শাস্ত্র করিয়াছেন।

স্মার্ত্তশাস্ত্র মানবগণকে সর্ব্বদা কর্ম্মাধিকার নিষ্ঠা লাভ করাইবার চেষ্টায় অনেক প্রকার বিধি-বিধান করিয়াছেন। এমন কি সেই সকল বিধি-বিধানে বিশেষ নিষ্ঠা দিবার জন্য পরমার্থ-শাস্ত্রের প্রতি অনেক স্থলে ঔদাসীন্য প্রকাশ করিয়াছেন। বস্তুতঃ শাস্ত্র এক হইলেও লোকের নিকট ইহার দুই প্রকার ভাব। অধিকার-নিষ্ঠা ব্যতীত জীবের মঙ্গল হয় না। তাই শাস্ত্র স্মার্ত্ত-পরমার্থ-ভেদে দ্বিবিধ বলিয়া প্রতীত।"

—শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

নির্ব্বিণ্ণানাং জ্ঞানযোগো ন্যাসিনামিহ কর্ম্মসু। তেষ্বনির্ব্বিণ্ণচিত্তানাং কর্ম্মযোগস্তু কামিনাম্॥
যদৃচ্ছয়া মৎকথাদৌ জাতশ্রদ্ধস্তু যঃ পুমান্। ন নির্ব্বিণ্ণো নাতিসক্তো ভক্তিযোগোঽস্য সিদ্ধিদঃ॥

—শ্রীভাঃ ১১।২০।৭।৮

শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলিতেছেন—'যাঁহাদের কর্ম্ম ও কর্ম্মফলে নির্ব্বেদ জন্মিয়াছে, তাঁহারা জ্ঞানযোগের অধিকারী। আর যাহাদের কর্ম্মভোগ-বাসনা দূর হয় নাই, সেই সকল কামিগণই কর্ম্মযোগের অধিকারী।

পূর্ব্ব-সুকৃতিফলে আমার কথায় যাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছে, অথচ সংসারে অত্যধিক বিরক্তি বা অত্যাসক্তি নাই, তাঁহার পক্ষেই ভক্তিযোগ সিদ্ধিদায়ক।'

ভক্ত ভোগও করেন না, ত্যাগও করেন না। 'মালিক'—এই মিথ্যা অভিমানে ভোগ ও ত্যাগের বিচার আসে। ভক্ত সেবা করেন। হরিসম্বন্ধি বস্তুকে প্রাপঞ্চিক মনে করিয়া ত্যাগ—ফল্গুবৈরাগ্য। যুক্তবৈরাগ্য—আসক্তিরহিত, সম্বন্ধ সহিত, বিষয়সমূহ সকলি মাধব।

'পরোক্ষবাদো বেদোঽয়ং বালানামনুশাসনম্।' —শ্রীভাঃ ১১।৩।৪৪

'বেদ স্বয়ং পরোক্ষবাদ এবং অজ্ঞ, অশান্ত, বাল-স্বভাবতুল্য জীবগণের অনুশাসন। পিতা যেরূপ রোগগ্রস্ত সন্তানের আরোগ্য জন্য তাহাকে মিষ্টান্নের প্রলোভন দেখাইয়া ঔষধ সেবন করান, শাস্ত্রও সেইরূপ কর্ম্মনিবৃত্তির উদ্দেশ্যেই কর্ম্মবিধানের ফলে প্রলোভন দেখাইয়া কর্ম্মমূঢ় জীবসকলকে কর্ম্মে প্রবৃত্ত করান।'

যাঁহারা পঞ্চমপুরুষার্থ 'কৃষ্ণপ্রেম' লাভের জন্য আকাঙ্ক্ষাযুক্ত, তাঁহাদের ভক্ত্যনুকূল ব্রতাদি পালনের জন্য পরম করুণাময় কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীগৌরহরি নিজপার্ষদ শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদকে বৈষ্ণব-

স্মৃতি শ্রীহরিভক্তিবিলাস রচনার জন্য নির্দ্দেশ দিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর নির্দ্দিষ্ট বিষয়সমূহের প্রমাণ সংগ্রহের দায়িত্ব শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামীর উপর অর্পিত হয়। এই জন্য শ্রীল সনাতন গোস্বামী হরিভক্তি বিলাসে প্রত্যেক অধ্যায়ে গোপালভট্ট গোস্বামীর নাম সংযোজিত করিয়াছেন। শ্রীল সনাতন গোস্বামী শাস্ত্রের সুমীমাংসার জন্য দিগ্‌দর্শনী-টীকা লিখিয়াছেন।

নবদ্বীপ রাজকীয় সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়ের বৈষ্ণবদর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক ও প্রাক্তন অধ্যক্ষ পণ্ডিত শ্রীকানাইলাল অধিকারী, পঞ্চতীর্থ-কৃত মূল শ্লোকের অনুবাদ প্রদত্ত হইল। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের অস্থায়ী যুগ্ম-সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ, কলিকাতা মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান হৃষীকেশ মহারাজ এবং শ্রীমঠের বিশিষ্ট সদস্য শ্রীনৃত্যগোপাল ব্রহ্মচারী এই গ্রন্থ মুদ্রণে আনুকূল্য করিয়া অস্মদীয় পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেবের আশীর্ব্বাদ ভাজন হইয়াছেন ও বৈষ্ণবগণের আনন্দবর্দ্ধন করিয়াছেন।

শুদ্ধভক্তিলাভেচ্ছু ভক্তগণের গ্রন্থটীর অত্যাবশ্যকতা হওয়ায় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবারিধি পরিব্রাজক মহারাজ শ্রীধাম মায়াপুর, ঈশোদ্যানস্থ মূল শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে সংস্থাপিত শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস হইতে উক্ত গ্রন্থ মুদ্রণ এবং প্রুফ সংশোধনের যত্ন করিয়া শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের আশীর্ব্বাদ ভাজন হইয়াছেন।

ভক্তিবল্লভ তীর্থ

শ্রীল সনাতন গোস্বামীর সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত

"যা রূপমঞ্জরীপ্রেষ্ঠা পুরাসীদ্রতিমঞ্জরী। সোচ্যতে নামভেদেন লবঙ্গমঞ্জরী বুধৈঃ॥
সাদ্য গৌরাভিন্নতনুঃ সর্ব্বারাধ্যঃ সনাতনঃ। তমেব প্রাবিশৎ-কার্য্যান্মুনিরত্নং সনাতনঃ॥"

—গৌরগণোদ্দেশ ১৮১ শ্লোক

কৃষ্ণলীলায় যিনি রূপমঞ্জরীপ্রেষ্ঠা রতিমঞ্জরী অথবা লবঙ্গমঞ্জরী, তিনিই গৌরলীলায় গৌরাভিন্নতনু শ্রীসনাতন গোস্বামীরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। চতুঃসনের অন্তর্গত 'সনাতন' যাহাতে প্রবিষ্ট আছেন।

'শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধানে' এইরূপ লিখিত আছে যে শ্রীল সনাতন গোস্বামী আনুমানিক ১৪১০ শকাব্দে (১৫৪৪ সম্বৎ, ১৪৮৮ খৃষ্টাব্দে) আবির্ভূত হইয়াছিলেন। শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুর রচিত শ্রীভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে শ্রীল সনাতন গোস্বামীর ঊর্দ্ধতন সাতপুরুষের কথা জানা যায়। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের অনুভাষ্যে শ্রীল সনাতন গোস্বামীর বংশপরিচয় সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন—"ভরদ্বাজগোত্রীয় জগদ্‌গুরু 'সর্ব্বজ্ঞ' নামক এক মহাতপা দ্বাদশ শক শতাব্দীতে কর্ণাটদেশে ব্রাহ্মণ রাজবংশে সমুদিত হন। তাঁহার পুত্র অনিরুদ্ধের রূপেশ্বর ও হরিহর নামক তনয়দ্বয় জন্মে। কিন্তু তাঁহারা উভয়েই রাজ্য হইতে বঞ্চিত হইলে জ্যেষ্ঠ রূপেশ্বর শিখরভূমিতে বাস স্থাপন করেন। রূপেশ্বরের পুত্র পদ্মনাভ গঙ্গাতীরে নৈহাটী নামক গ্রামে বাস করিয়া পাঁচটী পুত্র লাভ করেন। তন্মধ্যে সর্ব্বকনিষ্ঠ মুকুন্দের পুত্র মহাসদাচারী কুমারদেব—সনাতন, রূপ ও অনুপমের জনক। কুমারদেব বাক্‌লা চন্দ্রদ্বীপে বাস করেন। তদানীন্তন যশোহর প্রদেশের অন্তর্গত ফতেয়াবাদ নামক স্থানে তাঁহার আলয় ছিল। তাঁহার কতিপয় পুত্রের মধ্যে তিনটী পুত্র বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণ করেন। শ্রীবল্লভ চন্দ্রদ্বীপ হইতে নিজজ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতনের সহিত গৌড়ে রামকেলি গ্রামে কর্ম্মোপলক্ষে বাস করিয়াছিলেন। এখানেই শ্রীজীব গোস্বামীর জন্ম হয়। নবাব সরকারে কার্য্য করায় তিনজনেই মল্লিক উপাধি লাভ

করেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু যে-কালে রামকেলিতে গিয়াছিলেন, সেই সময়ে অনুপমের সহিত তাঁহার প্রথম সাক্ষাৎ হয়। শ্রীরূপ গোস্বামী বিষয়কার্য্য ত্যাগ করিয়া শ্রীমহাপ্রভুর চরণোদ্দেশ্যে শ্রীবৃন্দাবনে যাইবার কালে বল্লভ তাঁহার সঙ্গী হন।" —চৈঃ চঃ আ ১০।৮৪ অনুভাষ্য। এতদ্ব্যতীত তদতিরিক্ত নির্ভরযোগ্য কোনও বর্ণন পাওয়া যায় না। প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে গবেষকগণ এতদ্বিষয়ে সম্পাত করিতে পারেন।

শ্রীল সনাতন গোস্বামী অল্পবয়সে অধ্যাপক শিরোমণি বিদ্যাবাচস্পতির নিকট সর্ব্বশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতশাস্ত্রে তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। তিনি শ্রেষ্ঠ ভরদ্বাজগোত্রীয় ব্রাহ্মণবংশে আবির্ভূত হইলেও ম্লেচ্ছের চাকুরী করিয়া ছিলেন বলিয়া বৈষ্ণবোচিত দৈন্যবশতঃ নিজেকে সর্ব্বদা দীন হীন জ্ঞান করিতেন।

"শ্রীসনাতনের গুরু বিদ্যাবাচস্পতি। মধ্যে মধ্যে রামকেলি-গ্রামে তাঁর স্থিতি ॥
সর্ব্বশাস্ত্র অধ্যয়ন করিলা যাঁর ঠাঁই। যৈছে গুরুভক্তি কহি ঐছে সাধ্য নাঞি ॥"
—ভক্তিরত্নাকর ১।৫৯৮-৫৯৯

"যবন দেখিলে পিতা প্রায়শ্চিত্ত করয়। হেন যবনের সঙ্গ নিরন্তর হয় ॥
করি' মুখাপেক্ষা যবনের গৃহে যান। এ হেতু আপনা মানে ম্লেচ্ছের সমান ॥
যৈছে মনোবৃত্তি তাহা কিছু নাহি হয়। ইথে অতি দীন হীন আপনা মানয় ॥
যবে মগ্ন হ'ন দৈন্য-সমুদ্র-মাঝারে। ম্লেচ্ছাদিক হৈতে নীচ মানে আপনারে ॥
নীচজাতি-সঙ্গে সদা নীচ ব্যবহার। এই হেতু নীচজাত্যাদিক উক্তি তাঁ'র ॥
বিপ্ররাজ হৈয়া মহাখেদ-যুক্তান্তরে। আপনাকে বিপ্র-জ্ঞান কভু নাহি করে ॥"
—ভক্তিরত্নাকর ১।৬০৯-৬১৪

"রামানন্দ-দ্বারে কন্দর্পের দর্পনাশে। দামোদর-দ্বারে নিরপেক্ষ পরকাশে ॥
হরিদাস-দ্বারে সহিষ্ণুতা জানাইল। সনাতন-রূপদ্বারে দৈন্য প্রকাশিল ॥"
—ভক্তিরত্নাকর ১।৬৩০-৬৩১

'শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধানে' শ্রীল সনাতন গোস্বামীর পিতামহ কিভাবে মুসলমান বাদশাহের রাজকার্য্যে নিয়োজিত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার অধস্তনক্রমে শ্রীল সনাতন গোস্বামী আসিয়াছিলেন তাহার সংক্ষিপ্ত বর্ণন পাওয়া যায়, যথা—সুলতান বার্‌বকশাহের সময়ে (১৪৬০-১৪৭০ খৃঃ) শ্রীল সনাতনের পিতামহ মুকুন্দ গৌড়ে রাজসরকারে প্রবেশ করিয়া ছিলেন। বার্‌বকশাহ রাজ্য ও অন্তঃপুর রক্ষার জন্য আবিসিনীয়া হইতে বহু ক্রীতদাস ও খোজাকে আনিয়া চাকুরী দিয়াছিলেন—ইহাদিগকে 'হাব্‌সি' বলে। বার্‌বকশাহের মৃত্যুর পরে তাহার পুত্র ইউসুফ, ইউসুফের মৃত্যুর পর ফতেশাহ রাজা হইলেন। ফতেশাহের সময়ে হাব্‌সিরা চক্রান্ত করিয়া ফতেশাহকে হত্যা করিয়া পাঁচ-ছয় বৎসর পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিল। শেষ হাব্‌সিরাজার উজীর বা মন্ত্রী ছিলেন হুসেনশাহ। তিনিই পরে গৌড়ের বাদশাহ হইলেন। ফতেশাহের সময়ে মুকুন্দ স্বধাম প্রাপ্ত হইলে তাঁহার স্থলে সনাতন নিযুক্ত হইলেন। হাব্‌সীদের অত্যাচার সনাতন সহ্য করিয়া পরে হুসেনশাহের সময়ে নিজ যোগ্যতাবলে উচ্চ রাজপদবী লাভ করিলেন এবং ক্রমশঃ প্রধানমন্ত্রী হইলেন। শ্রীরূপগোস্বামী উপমন্ত্রী, (বা অর্থমন্ত্রী) হইলেন।' শ্রীসনাতনের মুসলমান রাজপ্রদত্ত নাম ছিল 'সাকর মল্লিক' এবং শ্রীরূপের নাম 'দবরীখাস'।

"রাজা কহে, শুন, মোর মনে যেই লয়। সাক্ষাৎ ঈশ্বর, ইঁহা নাহিক সংশয় ॥
এত কহি রাজা গেলা নিজ-অভ্যন্তরে। তবে দবিরখাস আইলা আপনার ঘরে ॥
ঘরে আসি দুই ভাই যুকতি করিঞা। প্রভু দেখিবারে চলে বেশ লুকাঞা ॥
অর্দ্ধরাত্রে দুই ভাই আইলা প্রভু-স্থানে। প্রথমে মিলিলা নিত্যানন্দ-হরিদাস সনে ॥
তাঁরা দুইজন জানাইল প্রভুর গোচরে। রূপ, সাকরমল্লিক আইলা তোমা দেখিবারে ॥"
—চৈঃ চঃ মধ্য ১।১৮০-১৮৪

শ্রীকৃষ্ণলীলার পার্ষদগণই শ্রীগৌরলীলাপুষ্টির জন্য অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু তদীয় পার্ষদগণের দ্বারা জগদ্বাসীকে বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন।

"হরিদাসদ্বারা নাম-মাহাত্ম্য-প্রকাশ। সনাতনদ্বারা ভক্তিসিদ্ধান্ত বিলাস॥
শ্রীরূপদ্বারা ব্রজের রসপ্রেমলীলা। কে কহিতে পারে গম্ভীর চৈতন্যের খেলা?"
—চৈঃ চঃ অন্ত্য ৫।৮৬-৮৭

"সনাতন কৃপায় পাইনু ভক্তির সিদ্ধান্ত। শ্রীরূপ-কৃপায় পাইনু ভক্তিরসপ্রান্ত॥"
—চৈঃ চঃ আদি ৫।২০৩

শ্রীল সনাতন গোস্বামী শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তাচার্য্য সম্বন্ধ-জ্ঞানপ্রদাতা।

বিশ্বব্যাপী শ্রীচৈতন্য মঠ ও শ্রীগৌড়ীয় মঠসমূহের প্রতিষ্ঠাতা অস্মদীয় পরম গুরুপাদপদ্ম নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ তাঁহার অনুকম্পিত শিষ্যগণের প্রতি কৃপা-পরবশ হইয়া "বৈষ্ণব কে?" স্বরচিত গীতিতে যে উপদেশামৃত প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের 'সনাতনশিক্ষাপ্রসঙ্গ' মাত্র উল্লিখিত হইয়াছে। তিনি লিখিয়াছেন—

"তাই দুষ্ট মন, নির্জ্জন ভজন,
প্রচারিছ ছলে কুযোগী-বৈভব।
প্রভু সনাতনে, পরম যতনে,
শিক্ষা দিল যাহা, চিন্ত সেইসব॥"

শ্রীমন্মহাপ্রভু সনাতন গোস্বামীকে বা সনাতন গোস্বামীকে অবলম্বন করিয়া জগদ্বাসীকে যে শিক্ষা দিয়াছেন তাহা পরম যত্নের সহিত চিন্তা করিতে শ্রীল প্রভুপাদের উপদেশ।

শ্রীমন্মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণের পর শান্তিপুর হইয়া পুরীতে এবং তথা হইতে দক্ষিণ ভারতে গিয়াছিলেন। দক্ষিণ ভারত হইতে পুরীতে ফিরিয়া গৌড়দেশ হইয়া বৃন্দাবনযাত্রাকালে যে সময়ে শ্রীমন্মহাপ্রভু কানাইর নাটশালা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন, সেই সময় কুলিয়া হইতে যাত্রাকালে মহাপ্রভুর সহিত লক্ষকোটি লোক ছিল। শ্রীমন্মহাপ্রভু মালদহে রামকেলি গ্রামে পৌঁছিলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সহিত শ্রীরূপ-সনাতনের প্রথম সাক্ষাৎকার হয়। শ্রীমন্মহাপ্রভুর সহিত অসংখ্য হিন্দু দেখিয়া যবনরাজা বাদশাহ প্রথমে সন্দেহ করিয়াছিলেন। বাদশাহ যাহাতে মহাপ্রভুর সহিত শত্রুতা না করে, ক্ষত্রিয় কেশব বাদশাহকে সেইভাবে প্রবোধ দিলেন। শ্রীরূপগোস্বামীও (দবীরখাসও) মহাপ্রভুর মহিমা কীর্ত্তন করতঃ বাদশাহের সৌভাগ্যের কথা বলিয়া তাঁহাকে উৎসাহিত করিলেন। ক্ষত্রিয় কেশব গোপনে ব্রাহ্মণ পাঠাইয়া মহাপ্রভুকে শীঘ্র অন্যত্র চলিয়া যাইতে পরামর্শ দিলেন। শ্রীরূপ সনাতন যুক্তি করিয়া উভয়ে মহাপ্রভুর পাদপদ্মে উপনীত হইয়া অত্যন্ত দৈন্যোক্তি জ্ঞাপনপূর্ব্বক বলিলেন—

"জগাই মাধাই হৈতে কোটি কোটি গুণ। অধম পতিত পাপী আমি দুইজন॥
ম্লেচ্ছজাতি, ম্লেচ্ছসঙ্গী, করি ম্লেচ্ছকর্ম্ম। গো-ব্রাহ্মণ-দ্রোহি-সঙ্গে আমার সঙ্গম॥
মোর কর্ম্ম, মোর হাতে-গলায় বান্ধিঞা। কুবিষয়বিষ্ঠা-গর্ত্তে দিয়াছে ফেলিয়া॥
আমা উদ্ধারিতে বলী নাহি ত্রিভুবনে। পতিতপাবন তুমি—সবে তোমা বিনে॥"
—চৈঃ চঃ মধ্য ১।১৯৬-১৯৯

"আপনে অযোগ্য দেখি' মনে পাঙ ক্ষোভ। তথাপি তোমার গুণে উপজায় লোভ॥
বামন হঞা চাঁদ ধরিতে ইচ্ছা করে। তৈছে মোর এই বাঞ্ছা উঠয়ে অন্তরে॥"
—ঐ ২০৪-২০৫

শ্রীমন্মহাপ্রভু রূপ-সনাতনের দৈন্যোক্তি শুনিয়া কৃপার্দ্র চিত্ত হইয়া বলিলেন—"তোমরা আমার পুরাতন দাস, আজি হইতে তোমাদের নাম 'রূপ', 'সনাতন'। গৌড়ে—রামকেলিগ্রামে আমি আসিয়াছি তোমাদের সহিত মিলিবার জন্য। অচিরেই কৃষ্ণ তোমাদিগকে উদ্ধার করিবেন।"

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্যলীলা প্রথম পরিচ্ছেদের ২০৮ পয়ারের স্বকৃত অনুভাষ্যে এইরূপ লিখিয়াছেন—"শ্রীমহাপ্রভু প্রসাদদানে দবির-খাসের নাম 'রূপ' এবং সাকর-মল্লিকের নাম 'সনাতন' রাখিয়াছিলেন। বৈধ কনিষ্ঠাধিকারে, নামকরণ—একটী সংস্কার। যাহারা নামপ্রসাদ অবজ্ঞা করে, তাহাদের হরিভক্তির সম্ভাবনা নাই; জড়প্রতিষ্ঠায় তাহারা মত্ত থাকে। 'শঙ্খচক্রাদ্যূর্দ্ধ্বপুণ্ড্রধারণাদ্যাত্মলক্ষণম্। তন্নামকরণঞ্চৈব বৈষ্ণবত্বমিহোচ্যতে।' প্রাকৃত সহজিয়াগণের মধ্যে বিষ্ণুদাস্যপর নামকরণের অভাব থাকায় বর্ত্তমানকালে তাহারা 'গৌড়ীয় বৈষ্ণব'-শব্দবাচ্য নহে। অবৈষ্ণবগণ বৈষ্ণবগুরুপ্রদত্ত নামের অপ্রাপ্তিতে দেহাত্মবুদ্ধিক্রমে আপনাদের হরিসম্বন্ধ না জানিয়া প্রাগ্‌বর্ণোচিত নামাদিসংরক্ষণে প্রমত্ত থাকে।"

রামকেলিতে মহাপ্রভুর সঙ্গী নিত্যানন্দপ্রভু, হরিদাস ঠাকুর, শ্রীবাস পণ্ডিত, গদাধর পণ্ডিত, মুকুন্দ দত্ত, জগদানন্দ পণ্ডিত, মুরারি গুপ্ত এবং বক্রেশ্বর পণ্ডিত আদি ভক্তগণের দ্বারা শ্রীমন্মহাপ্রভু রূপসনাতনের উপর আশীর্ব্বাদ করাইলেন। বিদায়কালে সুবিচক্ষণ সনাতন গোস্বামী মহাপ্রভুর পাদপদ্মে এই বলিয়া নিবেদন করিলেন—

"ইহা হৈতে চল, প্রভু, ইহা নাহি কাজ। যদ্যপি তোমারে ভক্তি করে গৌড়রাজ ॥
তথাপি যবনজাতি, না করিহ প্রতীতি। তীর্থযাত্রায় এত সংঘট্ট ভাল নহে রীতি ॥
যাঁহা সঙ্গে চলে এই লোক লক্ষকোটি। বৃন্দাবন যাইবার এ নহে পরিপাটী ॥"

—চৈঃ চঃ মধ্য ১।২২২-২২৪

শ্রীমন্মহাপ্রভু কানাইর নাটশালা পর্য্যন্ত যাইয়া সনাতনের পরামর্শের কথা চিন্তা করিয়া বৃন্দাবন না যাইয়া প্রত্যাবর্ত্তন পথে শান্তিপুর হইয়া পুরী যাত্রা করিলেন।

"গণসহ সনাতন-রূপে কৃপা করি। রামকেলি হৈতে যাত্রা কৈলা গৌরহরি।"

—ভক্তিরত্নাকর ১।৬৩৫

শ্রীকৃষ্ণলীলার পার্ষদদ্বয় শ্রীরূপ-সনাতন শ্রীগৌরলীলার পুষ্টির জন্য অবতীর্ণ হইয়া সাধক-লীলাভিনয়কালে রামকেলিতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর দর্শন লাভের পরে তীব্র বৈরাগ্য ও ব্যাকুলতা প্রকট করিলেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পাদপদ্ম শীঘ্র লাভের আশায় তাঁহারা কৃষ্ণমন্ত্রে দুইটী পুরশ্চরণ করাইলেন।

শ্রীরূপগোস্বামী চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া সনাতন গোস্বামীর জন্য গৌড়দেশে মুদিখানায় দশ হাজার মুদ্রা রাখিয়া নিজের সঞ্চিত সমস্ত ধন লইয়া বাক্‌লা চন্দ্রদ্বীপে গেলেন, ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব ও কুটুম্বগণকে অর্থ বণ্টন করিয়া দিলেন এবং এক চৌথি বিভিন্ন বিশ্বাসভাজন ব্যক্তির কাছে স্থাপ্য রাখিলেন। তৎপরে, মহাপ্রভু বনপথে কবে বৃন্দাবন যাত্রা করিবেন—তাহা জানিবার জন্য রূপগোস্বামী দুই ব্যক্তিকে পুরুষোত্তমধামে প্রেরণ করিলেন।

বাদশাহ হুসেনশাহ সনাতন গোস্বামীকে ছোট ভাইরূপে দেখিতেন এবং খুবই প্রীতি করিতেন। সনাতন গোস্বামী চিন্তা করিলেন, রাজার প্রীতি—বিষয়ী ব্যক্তির প্রীতি বন্ধনের কারণ। কোনও প্রকারে রাজা ক্রুদ্ধ হইলে বিষয়ের বন্ধন হইতে রেহাই পাওয়া যায়। বিষয়ী ব্যক্তির ক্রোধ ও অনাদর হইতে হিত সাধিত হয়। এইজন্য শ্রীল সনাতন গোস্বামী অস্বাস্থ্যের ছলে রাজকার্য্য না করিয়া নিজগৃহে পণ্ডিতগণকে লইয়া ভাগবতচর্চ্চা করিতে লাগিলেন। হঠাৎ সনাতন রাজকার্য্য ত্যাগ করায় বাদশাহ চিন্তিত হইলেন। সনাতনের অসুস্থতা সংবাদ পাইয়া তিনি বৈদ্য পাঠাইলেন। বৈদ্য দেখিয়া আসিয়া বাদশাহকে সনাতন সুস্থ এবং তাঁহার পণ্ডিতগণের সহিত ভাগবত আলোচনার কথা জানাইলেন। তচ্ছ্রবণে বাদশাহ নিজেই সনাতনের নিকট আসিয়া তাঁহাকে অনেক প্রীতিপূর্ণ বাক্যের দ্বারা বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু সনাতন রাজকার্য্য করিতে স্বীকৃত হইলেন না এবং ওড়িষ্যার বাদশাহের সঙ্গে যুদ্ধে যাইতেও অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন। বাদশাহ চিন্তিত হইয়া সনাতনকে কারারুদ্ধ করিয়া যুদ্ধে গেলেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু বনপথে বৃন্দাবন যাত্রা করিয়াছেন সংবাদ পাইয়া শ্রীরূপগোস্বামীর ছোট ভাই অনুপম মল্লিককে সঙ্গে লইয়া বৃন্দাবনাভিমুখে যাত্রা করিলেন এবং যে কোনও প্রকারে কারাগার হইতে মুক্ত হইয়া আসিবার জন্য সঙ্কেতে 'যদুপতেঃ ক্ব গতা মথুরা পুরী, রঘুপতেঃ ক্ব গতোত্তর কোশলা। ইতি বিচিন্ত্য কুরুস্ব মনঃ স্থিরং, ন সদিদং জগদিত্যবধারণ' লিখিয়া সনাতন গোস্বামীর নিকট পত্র পাঠাইলেন।

পত্রের সঙ্কেত বুঝিয়া সনাতন গোস্বামী আনন্দিত হইলেন। সুবুদ্ধিমান সনাতন কি করিয়া কারাগার হইতে মুক্ত হইবেন চিন্তা করিয়া কারারক্ষককে—যাহাকে তিনিই পূর্ব্বে উক্ত চাকুরীতে নিয়োজিত করিয়াছিলেন—প্রথমে অনেক প্রশংসামুখে 'একজন মুক্ত করিলে ঈশ্বর তাহাকে উদ্ধার করেন' ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা উৎসাহিত করিলেও যবনকারারক্ষকের মন দ্রবীভূত হইল না। তখন তিনি প্রত্যুপকার প্রার্থনা করিলেন অর্থাৎ তিনি তাহাকে চাকুরী দিয়াছিলেন সেই উপকারের বিনিময়ে প্রত্যুপকার চাহিলেন। তৎসত্ত্বেও কারারক্ষক উক্ত কার্য্য করিতে স্বীকৃত না হইলে সনাতন গোস্বামী তাহাকে তদ্বিনিময়ে পাঁচ সহস্র মুদ্রার প্রলোভন দেখাইলেন। মুদ্রার কথা শুনিয়া যবন কারারক্ষকের কঠোর মনোভাব শিথিল হইল, কিন্তু মুক্তি দিলে বাদশাহের দ্বারা দণ্ডিত হওয়ার আশঙ্কা প্রকাশ করিল। সনাতন তাহাকে বুঝাইলেন—'বাদশাহ যুদ্ধে গিয়াছেন—যদি ফিরিয়া আসেন বলিতে হইবে সনাতন বাহ্য-কৃত্যে গিয়াছিল, গঙ্গা দেখিয়া ঝাঁপ দিল কোথায় চলিয়া গেল দেখিতে পাইলাম না। তিনি আরও বলিলেন তিনি এখানে থাকিবেন না, দরবেশ হইয়া মক্কায় যাইবেন, সুতরাং তাহার চিন্তা নাই। এইভাবে বহু প্রকার স্তোকবাক্যে ও মিষ্টবাক্যে বুঝাইলেও যবনমন প্রসন্ন না হইলে সনাতন গোস্বামী মুদিখানায় রক্ষিত অর্থ হইতে সাত হাজার মুদ্রা আনিয়া যবন কারারক্ষকের সম্মুখে রাশি করিলেন। মুদ্রা দেখিয়া যবনের লোভ হইল, বেড়ী কাটিয়া সনাতনকে গঙ্গা পার করাইয়া দিল।

যখন আত্মার অহৈতুকী ভক্তি প্রকটিত হয়—যখন যথার্থতঃ ভগবানের জন্য হৃদয়ের ব্যাকুলতা আসে, তখন জগতের সমস্ত সুখস্বাচ্ছন্দ্যের বিচার বিসর্জ্জিত হয়। অহৈতুকী ভক্তির আনুষঙ্গিক ফলরূপে বৈরাগ্য প্রকাশিত হয়। প্রধানমন্ত্রী সনাতন গোস্বামী রিক্তহস্তে জেল হইতে মুক্ত হইয়া রাজপথ পরিত্যাগ করতঃ গ্রাম্য পথ দিয়া দুর্ব্বারগতিতে চলিতে চলিতে পাতড়া পর্ব্বতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পর্ব্বত পার হওয়ার রাস্তা খুঁজিয়া না পাইয়া সনাতন গোস্বামী একজন ভূম্যধিকারীর (দস্যু-দলপতির) সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। সনাতন গোস্বামীর পুরাতন ভৃত্য ঈশান সঙ্গে ছিলেন। ভূম্যধিকারী হাতগণিতার মাধ্যমে জানিতে পারিয়াছিল ঈশানের নিকট আটটী মোহর আছে, এজন্য সনাতনকে খুব আদর যত্ন করিতে লাগিল। সুবুদ্ধিমান্ রাজমন্ত্রী সনাতন চিন্তা করিলেন, অপরিচিত ব্যক্তির এত আদর যত্নের কারণ কি, সন্দেহ হওয়ায় ঈশানকে জিজ্ঞাসা করিলেন তাহার নিকট কিছু আছে কি না। ঈশান একটী মোহর গোপন করতঃ সাতটী মোহরের কথা বলিলেন। সনাতন গোস্বামী 'সঙ্গে কেনে আনিয়াছ এই কালযম ?' এই বাক্যের দ্বারা ঈশানকে মৃদু ভৎর্সনা করতঃ তাহার নিকট হইতে সাতটী মোহর লইয়া ভূম্যধিকারীকে দিলেন এবং পর্ব্বত পার করিয়া দিতে অনুরোধ করিলেন। ভূম্যধিকারী তখন ঈশানের নিকট আটটী মোহর থাকার কথা এবং রাত্রিতেই তাহাদিগকে হত্যা করার সঙ্কল্পের কথা জানাইয়া প্রসন্ন চিত্তে মোহর ফেরৎ দিতে চাহিলেও সনাতন গোস্বামী তাহা গ্রহণ করিলেন না। কারণ বিচক্ষণ ব্যক্তি সর্ব্বদা জানেন—'অব্যবস্থিত-চিত্তস্য প্রসাদপি ভয়ঙ্করঃ'; 'ধূর্ত্তস্য বচনে ক্বাস্থা, কচিৎ সত্যং কৃচিৎ মৃষা, কৃচিৎ রৌদ্রং, কৃচিৎ বৃষ্টিঃ শ্রাবণস্য ঘনো যথা।' ধূর্ত্তের বচনের কোনও স্থিরতা নাই।

পর্ব্বত পার হওয়ার পর সনাতন গোস্বামী ঈশানকে অবশিষ্ট মোহর লইয়া দেশে ফিরিয়া যাইতে বলিলেন। 'মোহর' রক্ষা করিবে এইরূপ জড়নির্ভরশীলতা থাকিলে তাহার সংসার ত্যাগের অধিকার হয় না। অনধিকারী ব্যক্তি সংসার ত্যাগ করিলে ত্যক্তাশ্রম দূষিত হয়। সনাতন গোস্বামী তাঁহার ভৃত্য ঈশানের মাধ্যমে এই শিক্ষা দিলেন। ঈশানকে বিদায় দিয়া চলিতে চলিতে পাটনার অপর পারে

হাজিপুরে আসিয়া পৌঁছিলেন। সেখানে ভগিনীপতি শ্রীকান্তের সহিত সনাতন গোস্বামীর সাক্ষাৎকার হইল। শ্রীকান্ত সনাতন গোস্বামীকে বিশ্রামের জন্য কএকদিন থাকিতে অনুরোধ করিলেও মহাপ্রভুর দর্শনে ব্যাকুল সনাতন গোস্বামী অপেক্ষা করিতে অস্বীকার করিলেন। তখন শ্রীকান্ত একটী মূল্যবান্ ভোটকম্বল দিলেন। সনাতন গোস্বামী বারাণসী পৌঁছিয়া শ্রীচন্দ্রশেখর বৈদ্যের গৃহে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবস্থিতির কথা জানিতে পারিয়া পরমানন্দিত হইলেন। প্রথমে শ্রীচন্দ্রশেখরের গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ না করিয়া বহির্দ্বারে বসিয়া থাকিলেন। অন্তর্য্যামী শ্রীমন্মহাপ্রভু ভক্তের আগমন জানিতে পারিয়া চন্দ্রশেখরের মাধ্যমে তাঁহাকে গৃহাভ্যন্তরে আসিতে বলিলে সনাতন গোস্বামী গৃহে প্রবিষ্ট হইলেন। মহাপ্রভু ছুটিয়া গিয়া আলিঙ্গন করিলেন। ভক্ত ও ভগবানের অপূর্ব্ব মিলনে উভয়ের অদ্ভুত প্রেমবিকার প্রকটিত হইল। মহাপ্রভু সনাতনকে নিজ পার্শ্বে বসাইয়া অত্যন্ত স্নেহাপ্লুত হইয়া তাঁহার অঙ্গ মার্জ্জন করিতে লাগিলেন। সনাতন গোস্বামী সঙ্কুচিত হইয়া তাঁহাকে স্পর্শ করিতে নিষেধ করিলে মহাপ্রভু বলিলেন—

(প্রভু কহে)—"তোমা স্পর্শি আত্ম পবিত্রিতে। ভক্তিবলে পার তুমি ব্রহ্মাণ্ড শোধিতে॥
তোমা দেখি, তোমা স্পর্শি, গাই তোমার গুণ। সর্ব্বেন্দ্রিয়-ফল—এই শাস্ত্রের নিরূপণ॥"

—চৈঃ চঃ মধ্য ২০।৫৬, ৬০

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নিজে পবিত্র হইবেন এবং ব্রহ্মাণ্ডকে পবিত্র করিবেন, এইজন্য সনাতন গোস্বামীকে স্পর্শ করিতেছেন ; এইকথা বলিয়াই পুনঃ সঙ্গে সঙ্গে বলিতেছেন—শুন সনাতন, 'কৃষ্ণ কৃপার সমুদ্র, পতিতপাবন, তোমাকে মহারৌরবরূপ নরক হইতে উদ্ধার করিলেন।' অর্থাৎ এখানে সনাতন গোস্বামী শ্রীকৃষ্ণের নিত্যপার্ষদ শুদ্ধভক্ত—ইহা জানাইয়া পুনঃ তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া জগদ্বাসীকে শিক্ষা দিতেছেন —জগতে প্রতিপত্তি—বিষয়-বৈভবলাভ সৌভাগ্যের কথা নহে, উহা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের পরিচয়। স্থূল সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়তর্পণের জন্য সাংসারিক বৈভব-লাভ নরক-প্রাপক। মায়ামোহিত বদ্ধজীব ন্যায়-অন্যায় উপায়ে অর্থ ও জাগতিক প্রতিপত্তি-লাভের জন্য প্রয়াস করিয়া থাকে। কদাচিৎ এইরূপ আদর্শ গৃহস্থভক্ত পাওয়া যায়, যিনি কৃষ্ণকেই একমাত্র ভোক্তা জানিয়া তাঁহার সেবাতেই সম্পূর্ণ বিষয় নিয়োজিত করেন, বিষয়কে ভোগ্যরূপে দর্শন করেন না।

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীচন্দ্রশেখরের গৃহে থাকিতেন এবং শ্রীতপন মিশ্রের গৃহে ভিক্ষা নির্ব্বাহ করিতেন। শ্রীমন্ মহাপ্রভুর নির্দ্দেশে সনাতন গোস্বামী শ্রীচন্দ্রশেখর বৈদ্য এবং শ্রীতপন মিশ্রের সহিত মিলিত হইলেন। তপন মিশ্রের নিমন্ত্রণে সনাতন গোস্বামীও তাঁহার গৃহে মহাপ্রভুর অবশেষ প্রসাদ পাইতে লাগিলেন। বহুদিন কারাগারে থাকায় সনাতন গোস্বামীর কেশ-শ্মশ্রু অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছিল। মহাপ্রভু তাঁহাকে ক্ষৌরকার্য্য করিয়া ভদ্র হইয়া আসিতে বলিলেন। বৈষ্ণবগণের পক্ষে দাড়ি-মোচ রাখা বিধি নহে। চাতুর্ম্মাস্য ব্রতাদি পালনের জন্য নখরোম রক্ষা করিলেও অন্য সময়ে ক্ষৌরকার্য্য করিয়া ভদ্রভাবে থাকা বৈষ্ণবসদাচার। তবে বৈষ্ণব সন্ন্যাসীর প্রতি পূর্ণিমায় ক্ষৌর বিহিত। প্রতিদিন ক্ষৌর-কর্ম্মদ্বারা বিলাসিতার প্রশ্রয় দেওয়াও কর্ত্তব্য নহে।

সনাতন ক্ষৌরকার্য্যের পর গঙ্গাস্নান করিয়া আসিলে শ্রীচন্দ্রশেখর নূতন বস্ত্র দিতে চাহিলেন, সনাতন উহা গ্রহণ করিলেন না। পরে তপন মিশ্র নূতন বস্ত্র লইয়া আসিলে সনাতন উহা গ্রহণ না করিয়া তাঁহার পরিধেয় পুরাতন বস্ত্র চাহিয়া লইলেন। যিনি হাজার হাজার লোককে বস্ত্র দিতে পারেন, আজ তিনি নূতন বস্ত্র লইতে সংকোচ বোধ করিতেছেন। ভগবদ্ভজনের জন্য যখন নিষ্কপট আর্ত্তি জাগে, তখন ভাল পোষাক, ভাল আহারের প্রতি রুচি থাকে না। বৈষ্ণবপ্রদত্ত দ্রব্য বা বৈষ্ণবগণের ব্যবহৃত বস্তু প্রসাদরূপে গ্রহণ করিলে বিষয়ের বিষদোষ থাকে না। সনাতন গোস্বামীর প্রতিটি আচরণের মধ্যে নিঃশ্রেয়সার্থী সাধকের অপূর্ব্ব শিক্ষণীয় বিষয় আছে। সনাতন গোস্বামীর বৈরাগ্য দেখিয়া মহাপ্রভু খুবই প্রসন্ন হই-

লেন। 'মহাপ্রভুর ভক্ত যত বৈরাগ্য প্রধান। যাহা দেখি তুষ্ট হন গৌর ভগবান্ ॥' জাগতিক ভোগ-বিলাসে প্রমত্ততা ও প্রতিযোগিতা আসিলে পারমার্থিক জীবনের পতন ঘটে।

একজন মহারাষ্ট্রীয় বিপ্র, সনাতন গোস্বামী যতদিন কাশীতে থাকিবেন, ততদিন তাঁহার গৃহে ভিক্ষা গ্রহণার্থ নিমন্ত্রণ করিলে সনাতন গোস্বামী বলিলেন,—'তিনি একস্থানে প্রত্যহ ভিক্ষা গ্রহণ না করিয়া মাধুকরী-ভিক্ষার দ্বারাই জীবিকা নির্ব্বাহ করিবেন।' শুদ্ধ হরিভজনকারী ব্যক্তির দেহারাম-স্পৃহাও থাকে না।

সনাতন গোস্বামীর পুরাতন বস্ত্রের বহির্বাস ও উত্তরীয়ের সহিত মূল্যবান্ ভোটকম্বলের প্রতি মহাপ্রভু বার বার দৃষ্টি দিতে থাকিলে সনাতন গোস্বামী বুঝিলেন মহাপ্রভুর উহাতে সুখ হইতেছে না। সনাতন গোস্বামী গঙ্গাতটে যাইয়া একজন গৌড়ীয়বাবাজীকে ঐ ভোটকম্বলটি দিয়া তাঁহার ব্যবহৃত কাঁথা পরিধান করিয়া আসিলেন। মহাপ্রভু তাহা দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলেন।

"প্রভু কহে—ইহা আমি করিয়াছি বিচার। বিষয়-রোগ খণ্ডাইল কৃষ্ণ যে তোমার ॥
সে কেনে রাখিবে তোমার শেষ বিষয়ভোগ। রোগ-খণ্ডি সদ্বৈদ্য না রাখে শেষ রোগ ॥
তিন মুদ্রার ভোট গায়, মাধুকরী গ্রাস। ধর্ম্মহানি হয়, লোকে করে উপহাস ॥"

—চৈঃ চঃ মধ্য ২০।৯০-৯২

শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ং ভগবান্ হইয়াও সর্ব্বোত্তম আচার্য্যের লীলা করিতেছেন। তিনি যেমন স্বয়ং আচরণ করিয়া জগদ্বাসীকে শিক্ষা দিয়াছেন, তাঁহার পার্ষদগণও তদ্রূপ।

"আপনি করিমু ভক্তভাব অঙ্গীকারে। আপনি আচরি' ভক্তি শিখামু সবারে ॥
আপনি না কৈলে ধর্ম্ম শিখান না যায়। এই ত' সিদ্ধান্ত গীতা ভাগবতে গায় ॥"

—চৈঃ চঃ আ ৩।২০-২১

শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যেরূপ আচরণ করেন, তদিতর ব্যক্তিগণ তাহাকে প্রমাণ মনে করিয়া তাহার অনুকরণ করেন।

"যদ্‌যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ। স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে ॥"

—গীতা ৩।২১

শ্রীমন্মহাপ্রভু সনাতনের প্রতি প্রসন্ন হইয়া তাঁহাতে শক্তি সঞ্চার করিলে তাঁহার সদ্ধর্ম্ম-বিষয়ে প্রশ্ন করিবার যোগ্যতা হইল। ভগবৎকৃপা ব্যতীত তত্ত্ববিষয়ে পরিপ্রশ্ন বা নিষ্কপট জিজ্ঞাসারও উদয় হয় না। নিজে যাহা বুঝিয়াছি তাহাই ঠিক—এইরূপ মনে করিয়া অথবা নিজের পাণ্ডিত্য জাহির করিবার জন্য যে প্রশ্ন, তাহাকে তর্কপন্থা বলে, তাহাতে বস্তু লাভ হয় না। প্রপত্তির দ্বারা তত্ত্ববস্তু জানিবার জন্য নিষ্কপট ইচ্ছা হইতে যে প্রশ্ন, তাহাকে পরিপ্রশ্ন বলে।

"তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া। উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ ॥"

—গীতা ৪।৩৪

যখন মানুষের সংসার ক্ষয়োন্মুখ হয়, সংসার হইতে মুক্তিলাভের দিন আসে, তখন গুরুপাদপদ্মে কি প্রশ্নের উদয় হয়, তাহা নিত্যসিদ্ধ পার্ষদ শ্রীসনাতন গোস্বামী অজ্ঞ সাধকাভিমানে শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট প্রশ্ন করিয়া জগদ্বাসীকে জানাইতেছেন—

"নীচ-জাতি, নীচ-সঙ্গী, পতিত অধম। কুবিষয়-কূপে পড়ি' গোঙাইনু জনম ॥
আপনার হিতাহিত কিছুই না জানি। গ্রাম্য-ব্যবহারে পণ্ডিত, তাই সত্য মানি ॥
কৃপা করি' যদি মোরে করিয়াছ উদ্ধার। আপন কৃপাতে কহ কর্ত্তব্য আমার ॥
'কে আমি কেনে আমায় জারে তাপত্রয়'। ইহা নাহি জানি—'কেমনে হিত হয়' ॥
'সাধ্য'-'সাধনতত্ত্ব' পুছিতে না জানি। কৃপা করি' সব তত্ত্ব কহ ত' আপনি ॥"

—চৈঃ চঃ মধ্য ২০।৯৯-১০৩

সনাতন গোস্বামীর প্রথম প্রশ্ন 'আমি কে' ? সর্ব্বাগ্রে নিঃশ্রেয়সার্থী সাধকের এই প্রশ্ন হৃদয়ে উদিত হইবে। স্বরূপ নির্ণয়ে ভুল হইলে, প্রয়োজন-নির্দ্ধারণে ভুল হইবে; প্রয়োজন-নির্দ্ধারণে ভুল হইলে, সমস্ত পরিশ্রম, সাধন-প্রচেষ্টা বৃথা হইবে। স্বরূপ-নির্ণয়ের উপর কর্ত্তব্য, ধর্ম্ম, স্বার্থ নির্ণীত হইয়া থাকে। দেহকেই ব্যক্তি মনে করিলে নিজের দেহের প্রয়োজন এবং দেহসম্বন্ধযুক্ত অপর দেহের প্রয়োজনেতেই স্বার্থবুদ্ধি হইবে, তৎসম্বন্ধীয় করণীয় কার্য্যকে কর্ত্তব্য বলিয়া মনে হইবে এবং তাহার অনুকূল বিচারেতে নীতি-দুর্নীতি বা ধর্ম্ম নির্ণীত হইবে। সূক্ষ্মদেহকে ব্যক্তি মনে করিলে তাহার সমৃদ্ধিতেই স্বার্থবুদ্ধি এবং অপর ব্যক্তিগণকে তদ্বিষয়ে সহায়তাকেই কর্ত্তব্য বা ধর্ম্ম বলিয়া বোধ হইবে। যাঁহারা স্থূল সূক্ষ্মদেহ-দ্বয়ের অতিরিক্ত আত্মাকেই ব্যক্তি বলিয়া জানেন, তাঁহাদের আত্মার সমৃদ্ধিতে বা আত্মার প্রয়োজন প্রাপ্তিতে স্বার্থবুদ্ধি এবং অপর ব্যক্তিগণের আত্মার সমৃদ্ধিতে সহায়তাকেই কর্ত্তব্য বা ধর্ম্ম বলিয়া বিবেচনা করেন। পারমার্থিক সুবিচক্ষণ ব্যক্তিগণ যতদিন স্থূল-সূক্ষ্ম দেহধারণরূপ অবাঞ্ছিত অবস্থায় থাকেন, ততদিন তিনি আত্মার প্রকৃত স্বরূপের স্বার্থের অনুকূলে উক্ত দেহদ্বয়ের সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করিয়া থাকেন, তৎপ্রতিকূলে নহে।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সনাতন-শিক্ষায় জীবের স্বরূপনির্ণয়ে—জীবকে পরমেশ্বর কৃষ্ণের নিত্যদাস, তাঁহার তটস্থাশক্তি এবং তাঁহার ভেদাভেদপ্রকাশ বলিয়াছেন। তিনি সাধ্য-সাধন নির্ণয়ে বা সম্বন্ধ-অভি-ধেয়-প্রয়োজন নির্দ্ধারণে যে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে 'কৃষ্ণ'ই সম্বন্ধ, কৃষ্ণভক্তি অভিধেয় বা সাধন এবং কৃষ্ণপ্রেম প্রয়োজন বা সাধ্যরূপে নির্ণীত হইয়াছে।

"বেদশাস্ত্র কহে—সম্বন্ধ, অভিধেয়, প্রয়োজন। 'কৃষ্ণ'—প্রাপ্যসম্বন্ধ, 'ভক্তি'—প্রাপ্যের সাধন ॥
অভিধেয়-নাম ভক্তি, 'প্রেম' প্রয়োজন। পুরুষার্থ-শিরোমণি প্রেম—মহাধন ॥"

—চৈঃ চঃ মধ্য ২০।১২৪-১২৫

উপরি উক্ত বিষয়টী শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে মধ্যলীলা বিংশ পরিচ্ছেদ হইতে ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ পর্য্যন্ত এই তিনটি পরিচ্ছেদে বহু শাস্ত্রপ্রমাণ ও যুক্তির সহিত বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছেন। সনাতন গোস্বামীর চরিত্রলিখন বিস্তার আশঙ্কায় উহার বিচার-বিশ্লেষণ এখানে সংক্ষিপ্ত করা হইল। মূল কথা এই—ঈশ্বর-জীব সম্বন্ধে ভেদপর শ্রুতি ও অভেদপর শ্রুতি আছে। আচার্য্যগণ অদ্বৈতবাদ, দ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, শুদ্ধাদ্বৈতবাদ এবং দ্বৈতাদ্বৈতবাদ প্রভৃতি মত প্রচার করিয়াছেন। শাস্ত্র মানিতে হইলে শাস্ত্রের সবটাই—শাস্ত্রের ভেদপর ও অভেদপর প্রমাণসমূহ মানা সুসমীচীন এবং তাহাদের মধ্যে কি সামঞ্জস্য, তাহা অবধারণের চেষ্টা করা উচিত। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সবটার সামঞ্জস্য প্রদর্শনার্থ 'অচিন্ত্যভেদাভেদ' সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন—যাহা পৃথিবীর সর্ব্বত্র সমাদৃত হইয়াছে এবং আলোড়নের সৃষ্টি করিয়াছে।

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীল সনাতন গোস্বামীকে চারিটী বিশেষ সেবাভার প্রদান করিয়াছিলেন—(১) শুদ্ধ-ভক্তিশাস্ত্র প্রচার—শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত সংস্থাপন, (২) লুপ্ততীর্থ উদ্ধার, (৩) বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণসেবা প্রকাশ, (৪) বৈষ্ণব আচার, বৈষ্ণব-স্মৃতিগ্রন্থ সঙ্কলনপূর্ব্বক বৈষ্ণবসদাচার প্রবর্ত্তন ও প্রচার এবং বৈষ্ণবসমাজ সংস্থাপন।

"তুমিহ করিহ ভক্তিশাস্ত্রের প্রচার। মথুরায় লুপ্ততীর্থের করিহ উদ্ধার ॥
বৃন্দাবনে কৃষ্ণসেবা, বৈষ্ণব আচার। ভক্তিস্মৃতিশাস্ত্র করি' করিহ প্রচার ॥"

—চৈঃ চঃ মধ্য ২৩।৯৭-৯৮

শ্রীল সনাতন গোস্বামী শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত সংস্থাপন এবং বৈষ্ণবসদাচার প্রবর্ত্তনের জন্য চারিটী গ্রন্থরত্ন রচনা করেন—(১) হরিভক্তিবিলাস টীকা—'দিগ্‌দর্শিনী', (২) দশম স্কন্ধের টিপ্পনী বা বৃহদ্ বৈষ্ণবতোষণী, (৩) লীলাস্তব বা দশমচরিত, (৪) বৃহদ্ ভাগবতামৃত (টীকাসহ ভাগবতামৃত খণ্ডদ্বয়)।

লেন। 'মহাপ্রভুর ভক্ত যত বৈরাগ্য প্রধান। যাহা দেখি তুষ্ট হন গৌর ভগবান্ ॥' জাগতিক ভোগ-বিলাসে প্রমত্ততা ও প্রতিযোগিতা আসিলে পারমার্থিক জীবনের পতন ঘটে।

একজন মহারাষ্ট্রীয় বিপ্র, সনাতন গোস্বামী যতদিন কাশীতে থাকিবেন, ততদিন তাঁহার গৃহে ভিক্ষা গ্রহণার্থ নিমন্ত্রণ করিলে সনাতন গোস্বামী বলিলেন,—'তিনি একস্থানে প্রত্যহ ভিক্ষা গ্রহণ না করিয়া মাধুকরী-ভিক্ষার দ্বারাই জীবিকা নির্ব্বাহ করিবেন।' শুদ্ধ হরিভজনকারী ব্যক্তির দেহারাম-স্পৃহাও থাকে না।

সনাতন গোস্বামীর পুরাতন বস্ত্রের বহির্বাস ও উত্তরীয়ের সহিত মূল্যবান্ ভোটকম্বলের প্রতি মহাপ্রভু বার বার দৃষ্টি দিতে থাকিলে সনাতন গোস্বামী বুঝিলেন মহাপ্রভুর উহাতে সুখ হইতেছে না। সনাতন গোস্বামী গঙ্গাতটে যাইয়া একজন গৌড়ীয়বাবাজীকে ঐ ভোটকম্বলটি দিয়া তাঁহার ব্যবহৃত কাঁথা পরিধান করিয়া আসিলেন। মহাপ্রভু তাহা দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলেন।

"প্রভু কহে—ইহা আমি করিয়াছি বিচার। বিষয়-রোগ খণ্ডাইল কৃষ্ণ যে তোমার ॥
সে কেনে রাখিবে তোমার শেষ বিষয়ভোগ। রোগ-খণ্ডি সদ্বৈদ্য না রাখে শেষ রোগ ॥
তিন মুদ্রার ভোট গায়, মাধুকরী গ্রাস। ধর্ম্মহানি হয়, লোকে করে উপহাস ॥"

—চৈঃ চঃ মধ্য ২০।৯০-৯২

শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ং ভগবান্ হইয়াও সর্ব্বোত্তম আচার্য্যের লীলা করিতেছেন। তিনি যেমন স্বয়ং আচরণ করিয়া জগদ্বাসীকে শিক্ষা দিয়াছেন, তাঁহার পার্ষদগণও তদ্রূপ।

"আপনি করিমু ভক্তভাব অঙ্গীকারে। আপনি আচরি' ভক্তি শিখামু সবারে ॥
আপনি না কৈলে ধর্ম্ম শিখান না যায়। এই ত' সিদ্ধান্ত গীতা ভাগবতে গায় ॥"

—চৈঃ চঃ আ ৩।২০-২১

শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যেরূপ আচরণ করেন, তদিতর ব্যক্তিগণ তাহাকে প্রমাণ মনে করিয়া তাহার অনুকরণ করেন।

"যদ্যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ। স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে ॥"

—গীতা ৩।২১

শ্রীমন্মহাপ্রভু সনাতনের প্রতি প্রসন্ন হইয়া তাঁহাতে শক্তি সঞ্চার করিলে তাঁহার সদ্ধর্ম্ম-বিষয়ে প্রশ্ন করিবার যোগ্যতা হইল। ভগবৎকৃপা ব্যতীত তত্ত্ববিষয়ে পরিপ্রশ্ন বা নিষ্কপট জিজ্ঞাসারও উদয় হয় না। নিজে যাহা বুঝিয়াছি তাহাই ঠিক—এইরূপ মনে করিয়া অথবা নিজের পাণ্ডিত্য জাহির করিবার জন্য যে প্রশ্ন, তাহাকে তর্কপন্থা বলে, তাহাতে বস্তু লাভ হয় না। প্রপত্তির দ্বারা তত্ত্ববস্তু জানিবার জন্য নিষ্কপট ইচ্ছা হইতে যে প্রশ্ন, তাহাকে পরিপ্রশ্ন বলে।

'তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া। উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ ॥"

—গীতা ৪।৩৪

যখন মানুষের সংসার ক্ষয়োন্মুখ হয়, সংসার হইতে মুক্তিলাভের দিন আসে, তখন গুরুপাদপদ্মে কি প্রশ্নের উদয় হয়, তাহা নিত্যসিদ্ধ পার্ষদ শ্রীসনাতন গোস্বামী অজ্ঞ সাধকাভিমানে শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট প্রশ্ন করিয়া জগদ্বাসীকে জানাইতেছেন—

"নীচ-জাতি, নীচ-সঙ্গী, পতিত অধম। কুবিষয়-কূপে পড়ি' গোঙাইনু জনম ॥
আপনার হিতাহিত কিছুই না জানি। গ্রাম্য-ব্যবহারে পণ্ডিত, তাই সত্য মানি ॥
কৃপা করি' যদি মোরে করিয়াছ উদ্ধার। আপন কৃপাতে কহ কর্ত্তব্য আমার ॥
'কে আমি কেনে আমায় জারে তাপত্রয়'। ইহা নাহি জানি—'কেমনে হিত হয়' ॥
'সাধ্য'-'সাধনতত্ত্ব' পুছিতে না জানি। কৃপা করি' সব তত্ত্ব কহ ত' আপনি ॥"

—চৈঃ চঃ মধ্য ২০।৯৯-১০৩

সনাতন গোস্বামীর প্রথম প্রশ্ন 'আমি কে' ? সর্ব্বাগ্রে নিঃশ্রেয়সার্থী সাধকের এই প্রশ্ন হৃদয়ে উদিত হইবে। স্বরূপ নির্ণয়ে ভুল হইলে, প্রয়োজন-নির্দ্ধারণে ভুল হইবে; প্রয়োজন-নির্দ্ধারণে ভুল হইলে, সমস্ত পরিশ্রম, সাধন-প্রচেষ্টা বৃথা হইবে। স্বরূপ-নির্ণয়ের উপর কর্ত্তব্য, ধর্ম্ম, স্বার্থ নির্ণীত হইয়া থাকে। দেহকেই ব্যক্তি মনে করিলে নিজের দেহের প্রয়োজন এবং দেহসম্বন্ধযুক্ত অপর দেহের প্রয়োজনেতেই স্বার্থবুদ্ধি হইবে, তৎসম্বন্ধীয় করণীয় কার্য্যকে কর্ত্তব্য বলিয়া মনে হইবে এবং তাহার অনুকূল বিচারেতে নীতি-দুর্নীতি বা ধর্ম্ম নির্ণীত হইবে। সূক্ষ্মদেহকে ব্যক্তি মনে করিলে তাহার সমৃদ্ধিতেই স্বার্থবুদ্ধি এবং অপর ব্যক্তিগণকে তদ্বিষয়ে সহায়তাকেই কর্ত্তব্য বা ধর্ম্ম বলিয়া বোধ হইবে। যাঁহারা স্থূল সূক্ষ্মদেহ-দ্বয়ের অতিরিক্ত আত্মাকেই ব্যক্তি বলিয়া জানেন, তাঁহাদের আত্মার সমৃদ্ধিতে বা আত্মার প্রয়োজন প্রাপ্তিতে স্বার্থবুদ্ধি এবং অপর ব্যক্তিগণের আত্মার সমৃদ্ধিতে সহায়তাকেই কর্ত্তব্য বা ধর্ম্ম বলিয়া বিবেচনা করেন। পারমার্থিক সুবিচক্ষণ ব্যক্তিগণ যতদিন স্থূল-সূক্ষ্ম দেহধারণরূপ অবাঞ্ছিত অবস্থায় থাকেন, ততদিন তিনি আত্মার প্রকৃত স্বরূপের স্বার্থের অনুকূলে উক্ত দেহদ্বয়ের সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করিয়া থাকেন, তৎপ্রতিকূলে নহে।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সনাতন-শিক্ষায় জীবের স্বরূপনির্ণয়ে—জীবকে পরমেশ্বর কৃষ্ণের নিত্যদাস, তাঁহার তটস্থাশক্তি এবং তাঁহার ভেদাভেদপ্রকাশ বলিয়াছেন। তিনি সাধ্য-সাধন নির্ণয়ে বা সম্বন্ধ-অভি-ধেয়-প্রয়োজন নির্দ্ধারণে যে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে 'কৃষ্ণ'ই সম্বন্ধ, কৃষ্ণভক্তি অভিধেয় বা সাধন এবং কৃষ্ণপ্রেম প্রয়োজন বা সাধ্যরূপে নির্ণীত হইয়াছে।

"বেদশাস্ত্র কহে—সম্বন্ধ, অভিধেয়, প্রয়োজন। 'কৃষ্ণ'—প্রাপ্যসম্বন্ধ, 'ভক্তি'—প্রাপ্যের সাধন ॥
অভিধেয়-নাম ভক্তি, 'প্রেম' প্রয়োজন। পুরুষার্থ-শিরোমণি প্রেম—মহাধন ॥"

—চৈঃ চঃ মধ্য ২০।১২৪-১২৫

উপরি উক্ত বিষয়টী শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে মধ্যলীলা বিংশ পরিচ্ছেদ হইতে ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ পর্য্যন্ত এই তিনটি পরিচ্ছেদে বহু শাস্ত্রপ্রমাণ ও যুক্তির সহিত বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছেন। সনাতন গোস্বামীর চরিত্রলিখন বিস্তার আশঙ্কায় উহার বিচার-বিশ্লেষণ এখানে সংক্ষিপ্ত করা হইল। মূল কথা এই—ঈশ্বর-জীব সম্বন্ধে ভেদপর শ্রুতি ও অভেদপর শ্রুতি আছে। আচার্য্যগণ অদ্বৈতবাদ, দ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, শুদ্ধাদ্বৈতবাদ এবং দ্বৈতাদ্বৈতবাদ প্রভৃতি মত প্রচার করিয়াছেন। শাস্ত্র মানিতে হইলে শাস্ত্রের সবটাই—শাস্ত্রের ভেদপর ও অভেদপর প্রমাণসমূহ মানা সুসমীচীন এবং তাহাদের মধ্যে কি সামঞ্জস্য, তাহা অবধারণের চেষ্টা করা উচিত। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সবটার সামঞ্জস্য প্রদর্শনার্থ 'অচিন্ত্যভেদাভেদ' সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন—যাহা পৃথিবীর সর্ব্বত্র সমাদৃত হইয়াছে এবং আলোড়নের সৃষ্টি করিয়াছে।

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীল সনাতন গোস্বামীকে চারিটী বিশেষ সেবাভার প্রদান করিয়াছিলেন—(১) শুদ্ধ-ভক্তিশাস্ত্র প্রচার—শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত সংস্থাপন, (২) লুপ্ততীর্থ উদ্ধার, (৩) বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণসেবা প্রকাশ, (৪) বৈষ্ণব আচার, বৈষ্ণব-স্মৃতিগ্রন্থ সঙ্কলনপূর্ব্বক বৈষ্ণবসদাচার প্রবর্ত্তন ও প্রচার এবং বৈষ্ণবসমাজ সংস্থাপন।

"তুমিহ করিহ ভক্তিশাস্ত্রের প্রচার। মথুরায় লুপ্ততীর্থের করিহ উদ্ধার ॥
বৃন্দাবনে কৃষ্ণসেবা, বৈষ্ণব আচার। ভক্তিস্মৃতিশাস্ত্র করি' করিহ প্রচার ॥"

—চৈঃ চঃ মধ্য ২৩।৯৭-৯৮

শ্রীল সনাতন গোস্বামী শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত সংস্থাপন এবং বৈষ্ণবসদাচার প্রবর্ত্তনের জন্য চারিটী গ্রন্থরত্ন রচনা করেন—(১) হরিভক্তিবিলাস টীকা—'দিগ্‌দর্শিনী', (২) দশম স্কন্ধের টিপ্পনী বা বৃহদ্ বৈষ্ণবতোষণী, (৩) লীলাস্তব বা দশমচরিত, (৪) বৃহদ্ ভাগবতামৃত (টীকাসহ ভাগবতামৃত খণ্ডদ্বয়)।

তিনি শ্রীব্রজমণ্ডলের লুপ্ততীর্থ উদ্ধার এবং বৃন্দাবনে শ্রীরাধামদনমোহন বিগ্রহসেবা প্রকাশিত করিয়াছেন। বৈষ্ণবস্মৃতি—বৈষ্ণবের লৌকিক আচারবিষয়ক ব্যবহারশাস্ত্র শ্রীহরিভক্তিবিলাস গ্রন্থ রচনাসম্বন্ধে শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ং সূত্র করিয়া সনাতন গোস্বামীকে দিগ্‌দর্শন করাইয়া দিয়াছিলেন।

"আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে। কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ॥"

—ভাঃ ১।৭।১০

শ্রীমন্মহাপ্রভু বাসুদেব সার্ব্বভৌমের নিকট ভাগবতের এই শ্লোকের ১৮ প্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট উক্ত শ্লোকের ব্যাখ্যা শুনিবার জন্য সনাতন গোস্বামী প্রার্থনা করিলে শ্রীমন্মহাপ্রভু উহার ৬১ প্রকার ব্যাখ্যা করেন।

অতঃপর শ্রীমন্মহাপ্রভু মায়াবাদী শ্রীপ্রকাশানন্দাদি কাশীবাসী সন্ন্যাসিগণকে বৈষ্ণব করিয়া সনাতন গোস্বামীকে উত্তমরূপে সংস্কার করতঃ বৃন্দাবনে যাইতে আদেশ করিলেন, নিজে নির্জ্জন বনপথে পুরী যাত্রা করিলেন। শ্রীল সনাতন গোস্বামী রাজপথ দিয়া মথুরায় পৌঁছিলে সুবুদ্ধি রায়ের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎকার হয়। সেই সময় সুবুদ্ধি রায় মহাপ্রভুর উপদেশে হরিনামসংকীর্ত্তনরূপ প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা গ্রহণ করতঃ শুষ্ক কাষ্ঠ বিক্রয় করিয়া বহু কষ্টে জীবিকা নির্ব্বাহ ও বৈষ্ণবসেবার ব্যবস্থা করিতেন।

শ্রীল সনাতন গোস্বামী শ্রীসুবুদ্ধি রায় ও সনোড়িয়া বিপ্রের সহিত শ্রীব্রজমণ্ডলের দ্বাদশবন ভ্রমণ করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহাদের নিকট জানিতে পারিলেন—শ্রীরূপ গোস্বামী ও অনুপম দ্বাদশবন পরিক্রমান্তে গঙ্গাতীরপথে বঙ্গদেশে যাত্রা করিয়াছেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর পরিক্রমাকালে আরিট্ গ্রামে রাধাকুণ্ড ও শ্যামকুণ্ডের আবিষ্কার পূর্ব্বক গোবর্দ্ধনে হরিদেব দর্শনের পর ইচ্ছা হইল গোবর্দ্ধনধারী গোপালদেব দর্শন করিবেন। গোপাল গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের উপর বিরাজিত আছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু গোবর্দ্ধনের উপরে উঠিয়া দর্শন করিবেন না, কিন্তু কিভাবে তিনি গোপাল দর্শন করিবেন চিন্তা করিতেছেন, সেই সময়ে গোপাল ম্লেচ্ছভয় উঠাইয়া গাঁঠোলী গ্রামে আসিলে মহাপ্রভু গোপালের দর্শন লাভ করিলেন। মাঝে মাঝে শ্রীগোপালদেব গোবর্দ্ধন হইতে এইভাবে গাঁঠোলি গ্রামে আসিবার লীলা করিতেন। শ্রীল সনাতন গোস্বামীরও সেইভাবে গাঁঠোলীতে গোপাল দর্শনের সৌভাগ্য হইয়াছিল।

শ্রীরূপগোস্বামী বৃন্দাবন হইতে যাত্রা করতঃ বাংলাদেশে পৌঁছিতে বিলম্ব হওয়ায় গৌড়ীয় ভক্তগণের সহিত একত্রে নীলাচলে যাইতে না পারিয়া কিছুদিন বাদে নীলাচলে পৌঁছিয়া শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের সহিত মিলিত হইলেন এবং তাঁহার নিকট অবস্থান করিতে লাগিলেন। সেই সময় শ্রীমন্মহাপ্রভু রূপ গোস্বামীকে সনাতন গোস্বামী সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে রূপ গোস্বামী জানাইলেন তিনি প্রয়াগ হইতে গঙ্গাপথে আসায় সনাতন গোস্বামীর সহিত সাক্ষাৎকার হয় নাই।

শ্রীল সনাতন গোস্বামী শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমার পর মাথুরমণ্ডল হইতে একাকী ঝারীখণ্ডপথে নীলাচল যাত্রা করিলেন। পথে জলের দোষে তাঁহার শরীরে কণ্ডুরসা হইল। তিনি দৈন্য ও নির্ব্বেদযুক্ত হইয়া পথে চিন্তা করিলেন—তিনি নীচজাতি, তাঁহার শরীর ঘৃণ্য, জগন্নাথ মন্দিরে যাওয়ার, জগন্নাথ দর্শনের এবং মহাপ্রভু জগন্নাথ মন্দিরের নিকট থাকায় তাঁহারও দর্শন-সৌভাগ্য হইবে না, জগন্নাথের সেবকগণের সহিত স্পর্শ হইলেও অপরাধ হইবে, সুতরাং রথাগ্রে শ্রীমন্মহাপ্রভুর নৃত্যকালে তাঁহার শরীর ত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ—এইরূপ বিচার করিলেন। পুরীতে পৌঁছিয়া হরিদাস ঠাকুরের নিকট আসিয়া তাঁহার চরণ বন্দনা করিলেন। হরিদাস ঠাকুর তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। তিনি হরিদাস ঠাকুরের সঙ্গে অবস্থান করিতে লাগিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু হরিদাস ঠাকুরকে দর্শন দিতে আসিলে সনাতন গোস্বামী মহাপ্রভুর দর্শন লাভ করিয়া কৃতকৃতার্থ হইলেন। মহাপ্রভু প্রেমাবিষ্ট হইয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিতে গেলে সনাতন গোস্বামী নিজেকে অপবিত্রজ্ঞানে দূরে সরিতে লাগিলেন, কিন্তু মহাপ্রভু জোর করিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন

করিলেন। মহাপ্রভুর শ্রীঅঙ্গে পাঁচড়া ঘা-এর রস লাগিয়া গেল। তাহা দেখিয়া সনাতন গোস্বামীর হৃদয় বিদীর্ণ হইল। শ্রীমন্মহাপ্রভু সনাতনকে রূপ গোস্বামী ও অনুপমের সংবাদ জানাইয়া অনুপমের ইষ্টনিষ্ঠা ও রঘুনাথধাম প্রাপ্তির কথা জানাইলেন। একদিন অন্তর্য্যামী মহাপ্রভু সনাতন গোস্বামীর হৃদ্‌গত ভাব বুঝিয়া অকস্মাৎ সনাতন গোস্বামীকে লক্ষ্য করতঃ বলিতে লাগিলেন—

"সনাতন, দেহত্যাগে কৃষ্ণ যদি পাইয়ে। কোটি দেহ ক্ষণেকে তবে ছাড়িতে পারিয়ে॥
দেহত্যাগে কৃষ্ণ না পাই, পাইয়ে ভজনে। কৃষ্ণপ্রাপ্তের উপায় কোন নাহি ভক্তি বিনে॥"

—চৈঃ চঃ অন্ত্য ৪।৫৫-৫৬

এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীমন্মহাপ্রভু সনাতন গোস্বামীকে অবলম্বন করিয়া শিক্ষা দিলেন দেহত্যাগরূপ তমো-ধর্ম্মের দ্বারা ভগবান্‌কে পাওয়া যায় না। ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নববিধা ভক্তি, আবার তন্মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাম-সংকীর্ত্তন। সর্ব্বশেষে শ্রীল সনাতন গোস্বামী তাঁহার কত প্রিয়, তাহা জানাইবার জন্য বলিলেন—

(প্রভু কহে)—"তোমার দেহ মোর নিজ-ধন। তুমি মোরে কৈরাছ আত্মসমর্পণ॥
পরের দ্রব্য তুমি কেনে চাহ বিনাশিতে? ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচার কিবা না পার করিতে?
তোমার শরীর—মোর প্রধান সাধন। এ শরীরে সাধিমু আমি বহু প্রয়োজন॥"

—চৈঃ চঃ অন্ত্য ৪।৭৬-৭৮

চাতুর্ম্মাস্যকালে গৌড়দেশের ও ওড়িষ্যার ভক্তগণ পুরুষোত্তমে আসিলে সনাতন গোস্বামীর সহিত সকলের মিলন হইল। রথযাত্রায় রথাগ্রে শ্রীমন্মহাপ্রভুর নৃত্য দর্শন করিয়া সনাতন গোস্বামী বিস্মিত হইলেন। শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ চাতুর্ম্মাস্যান্তে গৌড়দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে সনাতন গোস্বামী পুরীতেই অবস্থান করিতে লাগিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু জ্যৈষ্ঠমাসে কিছুদিন যমেশ্বর টোটায় অবস্থান করিয়াছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু সনাতনকে তথায় মধ্যাহ্নে আসিবার জন্য আহ্বান করিলে সনাতন গোস্বামী হৃষ্টমনে জগন্নাথ মন্দিরের সম্মুখে সিংহদ্বারের পথে না যাইয়া দ্বিপ্রহরে সমুদ্রের তপ্ত-বালুকারাশির উপর দিয়া চলিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট উপনীত হইলেন। দেহস্মৃতি না থাকায় পায়ে ফোস্কা পড়িল, তাহাও অনুভব করিলেন না। সিংহদ্বারের পথে না আসার কারণ মহাপ্রভু জিজ্ঞাসা করিলে সনাতন গোস্বামী বলিলেন—

"সিংহদ্বারে যাইতে মোর নাহি অধিকার। বিশেষ ঠাকুরের তাঁহা সেবক-প্রচার॥
সেবক গতাগতি করে, নাহি অবসর। তাঁর স্পর্শ হৈলে, সর্ব্বনাশ হবে মোর॥"

—চৈঃ চঃ অন্ত্য ৪।১২৬-১২৭

শ্রীমন্মহাপ্রভু সনাতনের দৈন্যোক্তিপূর্ণ এবং মর্য্যাদাপ্রদানরূপ বাক্য শ্রবণ করতঃ সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন—

"যদ্যপিও তুমি হও জগৎপাবন। তোমা-স্পর্শে পবিত্র হয় দেব মুনিগণ॥
তথাপি ভক্ত-স্বভাব—মর্য্যাদা-রক্ষণ। মর্য্যাদা-পালন হয় সাধুর ভূষণ॥
মর্য্যাদা-লঙ্ঘনে লোক করে উপহাস। ইহলোক, পরলোক—দুই হয় নাশ॥
মর্য্যাদা রাখিলে, তুষ্ট হয় মোর মন। তুমি ঐছে না করিলে করে কোন্ জন?"

—চৈঃ চঃ অন্ত্য ৪।১২৯-১৩২

শ্রীমন্মহাপ্রভু সনাতন গোস্বামীকে বার বার আলিঙ্গন করিলে সনাতনের শরীরের কণ্ডুরসা পুনঃ পুনঃ মহাপ্রভুর অঙ্গে লাগায় একদিন সনাতন জগদানন্দ পণ্ডিতকে ইষ্টগোষ্ঠী প্রসঙ্গে দুঃখ করিয়া উক্ত অসুবিধার কথা নিবেদন করিলেন এবং উক্ত অপরাধ হইতে নিষ্কৃতির উপায় জিজ্ঞাসা করিলেন। শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিত তাঁহাকে বৃন্দাবন যাইবার পরামর্শ দিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু পুনরায় হরিদাস ঠাকুরের স্থানে আসিয়া সনাতনকে জোর পূর্ব্বক আলিঙ্গন করিলে সনাতন অত্যন্ত নির্ব্বেদযুক্ত হইয়া মহাপ্রভুকে তাঁহার হৃদয়ের দুঃখ এই বলিয়া নিবেদন করিতে লাগিলেন যে—তাঁহার পুরীতে আসা গুরুতর অপরাধের কারণ

হইয়াছে, পুনঃ পুনঃ তাঁহার কদর্য্য কণ্ডুক্লেদযুক্ত শরীরের স্পর্শ মহাপ্রভুর অঙ্গে লাগিতেছে। তিনি বৃন্দাবন যাইতে মহাপ্রভুর আদেশ প্রার্থনা করিলেন এবং পণ্ডিত জগদানন্দও ঐরূপ পরামর্শ দিয়াছেন তাহাও জানাইলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু উহা শুনিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন—

"কালিকার বটুয়া জগা ঐছে গর্ব্বী হৈল। তোমা-সবারেহ উপদেশ করিতে লাগিল ?
ব্যবহারে-পরমার্থে তুমি—তার গুরুতুল্য। তোমারে উপদেশ করে, না জানে আপন মূল্য ?
আমার উপদেষ্টা তুমি—প্রামাণিক আর্য্য। তোমারেহ উপদেশে বালকা—করে ঐছে কার্য্য ॥"

—চৈঃ চঃ অন্ত্য ৪।১৫৮-১৬০

শ্রীজগদানন্দের প্রতি মহাপ্রভুর শাসন বাক্য শ্রবণ করিয়া শ্রীল সনাতন গোস্বামী জগদানন্দের সৌভাগ্য প্রক্ষাপণ করতঃ বলিলেন—

"জগদানন্দে পিয়াও আত্মীয়তা-সুধারস। মোরে পিয়াও গৌরবস্তুতি-নিম্ব-নিশিন্দা-রস ॥"

—ঐ ৪।১৬৩

উহা শুনিয়াও শ্রীমন্মহাপ্রভু পণ্ডিত জগদানন্দের কার্য্যের অসমর্থন জানাইলেন। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ অনুভাষ্যে এইরূপ লিখিয়াছেন—"যাহার যে মর্য্যাদা, সেই মর্য্যাদা অতিক্রম পূর্ব্বক নিজের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া সম্মানের পাত্রকে পরামর্শ-প্রদান-কার্য্যে মহাপ্রভু উৎসাহ দেন নাই, অধিকন্তু জগদানন্দসদৃশ বয়ঃকনিষ্ঠের তাদৃশ ব্যবহারের অনুমোদন করিলেন না।" শ্রীমন্মহাপ্রভু সনাতনের অপ্রাকৃত শরীরকে প্রাকৃতবুদ্ধিতে দর্শন নিষেধ করিলেন।

"তোমার দেহ তুমি কর বীভৎস-জ্ঞান। তোমার দেহ আমারে লাগে অমৃত-সমান ॥
অপ্রাকৃত দেহ তোমার প্রাকৃত কভু নয়। তথাপি তোমার তাতে প্রাকৃত-বুদ্ধি হয় ॥"

—চৈঃ চঃ অন্ত্য ৪।১৭২-১৭৩

শ্রীহরিদাস ঠাকুর তাহাদের প্রতি মহাপ্রভুর প্রশংসাবাক্য অস্বীকার করিলে মহাপ্রভু হরিদাস ঠাকুরকে পুনরায় বুঝাইয়া বলিলেন—

"তোমারে লাল্য আপনাকে লালক-অভিমান। লালকের লাল্যে নহে দোষ পরিজ্ঞান ॥
আপনারে হয় মোর অমান্য-সমান। তোমা-সবারে করোঁ মুঞি বালক-অভিমান ॥
মাতার যৈছে বালকের 'অমেধ্য' লাগে গায়। ঘৃণা নাহি জন্মে, আর মহাসুখ পায় ॥
প্রভু কহে—বৈষ্ণবদেহ প্রাকৃত কভু নয়। অপ্রাকৃত দেহ ভক্তের চিদানন্দময় ॥
দীক্ষাকালে ভক্ত করে আত্মসমর্পণ। সেইকালে কৃষ্ণ তারে করে আত্মসম ॥
সেই দেহ করে তার চিদানন্দময়। অপ্রাকৃত-দেহে তাঁর চরণ ভজয় ॥
সনাতনের দেহে কৃষ্ণ কণ্ডু উপজাঞা। আমা পরীক্ষিতে ইহা দিলা পাঠাঞা ॥
ঘৃণা করি' আলিঙ্গন না করিতাম যবে। কৃষ্ণ-ঠাঞি অপরাধী হইতাম তবে ॥
পারিষদ-দেহ এই, না হয় দুর্গন্ধ। প্রথম দিবসে পাইলুঁ চতুঃসম-গন্ধ ॥"

—চৈঃ চঃ অন্ত্য ৪

এইবার শ্রীমন্মহাপ্রভু সনাতনকে আলিঙ্গন করিলে সঙ্গে সঙ্গে সনাতনের দেহ কণ্ডু অন্তহিত হইয়া সুবর্ণের ন্যায় হইল।

শ্রীমন্মহাপ্রভু সনাতনকে পুরীতে সেই বৎসর অবস্থান করতঃ পর বৎসরে বৃন্দাবন যাইতে আদেশ প্রদান করিলেন। দোলযাত্রান্তে শ্রীল সনাতন গোস্বামী মহাপ্রভুর নিকট বিদায় গ্রহণ করতঃ বনপথে বৃন্দাবনে পৌঁছিলেন, পরে শ্রীরূপগোস্বামীও বৃন্দাবনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

পরবর্ত্তিকালে শ্রীল জগদানন্দপণ্ডিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনুজ্ঞা লইয়া মথুরাতে সনাতন গোস্বামীর সহিত মিলিত হইলে সনাতন গোস্বামী আনন্দিত হইলেন। তাহাকে সঙ্গে লইয়া দ্বাদশবন ভ্রমণ করিলেন।

গোকুলে অবস্থান কালে সনাতন গোস্বামীর চেষ্টায় জগদানন্দ পণ্ডিত অবস্থান করিলেও উভয়ে পৃথক্‌ভাবে আহার করিতেন। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর অমৃতপ্রবাহ ভাষ্যে লিখিয়াছেন—'সনাতন তখন মাধুকরী ভিক্ষায় প্রাপ্ত রুটির টুক্‌রা খাইয়া জীবন নির্ব্বাহ করিতে অভ্যাস করিয়াছিলেন। ভাত না খাইলে নিজের প্রতিদিন চলিবে না বলিয়া জগদানন্দ-পণ্ডিত দেবালয়ে গিয়া পাক করিতেন। ব্রজের দেবালয়ে ভাত-ডাল প্রসাদ হইত না।' একদিন জগদানন্দ-পণ্ডিত সনাতনকে প্রসাদ পাইতে নিমন্ত্রণ করিলেন। সনাতন-গোস্বামী শ্রীজগদানন্দ-পণ্ডিতের অদ্ভুত চৈতন্য নিষ্ঠা প্রদর্শনের জন্য নিজে 'মুকুন্দ সরস্বতী' নামক একজন সন্ন্যাসীপ্রদত্ত রক্তবস্ত্র মস্তকে পরিধান করিয়া জগদানন্দের নিকট পৌঁছিলেন। জগদানন্দ পণ্ডিত যখন জানিলেন যে উহা মহাপ্রভুর প্রদত্ত নহে, তখন ভাতের হাড়ি লইয়া সনাতনকে মারিতে উদ্যত হইলেন এবং বলিলেন—

"তুমি মহাপ্রভুর হও পার্ষদ-প্রধান। তোমা সম মহাপ্রভুর প্রিয় নাহি আন॥
অন্য সন্ন্যাসীর বস্ত্র তুমি ধর শিরে। কোন্ ঐছে হয়—ইহা পারে সহিবারে॥"

—চৈঃ চঃ অন্ত্য ১৩।৫৬-৫৭

শ্রীসনাতন গোস্বামী জগদানন্দ পণ্ডিতের গৌরপ্রেমনিষ্ঠার প্রশংসা করিয়া বলিলেন—

(সনাতন কহে) এ "সাধুপণ্ডিত মহাশয়। তোমা সম চৈতন্যের প্রিয় কেহ নয়॥
ঐছে চৈতন্য নিষ্ঠা যোগ্য তোমাতে। তুমি না দেখাইলে ইহা শিখিমু কেমতে?
যাহা দেখিবারে বস্ত্র মস্তকে বান্ধিলুঁ। সেই অপূর্ব্ব প্রেম এই প্রত্যক্ষ দেখিলুঁ॥
রক্তবস্ত্র বৈষ্ণবের পরিতে না যুয়ায়। কোন প্রবাসীরে দিমু, কি কাজ উহায়?"

—চৈঃ চঃ অন্ত্য ১৩।৫৮-৬১

এই প্রকারে ব্রজে দুই মাস থাকার পর শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিরহ সহ্য করিতে না পারিয়া শ্রীজগদানন্দ-পণ্ডিত সনাতন গোস্বামীর নিকট বিদায় লইয়া পুরী যাত্রা করিলেন। শ্রীল সনাতন গোস্বামী বিদায় কালে ব্যাকুল হইলেন, মহাপ্রভুকে দিবার জন্য ব্রজের রাসস্থলীর বালু, গোবর্দ্ধন শিলা, শুষ্ক পাকা পীলুফল ও গুঞ্জামালা দিলেন। শ্রীজগদানন্দপণ্ডিত পুরীতে পৌঁছিয়া সনাতন গোস্বামীর প্রদত্ত দ্রব্যসমূহ মহাপ্রভুকে দিলেন। মহাপ্রভুর ভক্তগণ বৃন্দাবনের পীলুফল পরম আদরের সহিত আস্বাদন করিয়া সুখ লাভ করিলেন।

শ্রীল সনাতন গোস্বামী বৃন্দাবনে দ্বাদশ-আদিত্য টীলায় মঠ স্থাপন নিশ্চয় করিয়া তথায় পরে শ্রীরাধা-মদনমোহন মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। এইরূপ কথিত হয় যে, মুলতানের ধনাঢ্য ক্ষত্রিয় শ্রীকৃষ্ণদাস কপূর শ্রীমদনমোহন মন্দির, ভোগশালাদি নির্ম্মাণ এবং নিত্য রাজসেবার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি পরে শ্রীল সনাতন গোস্বামীর চরণাশ্রিতও হইয়াছিলেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর নির্দ্দেশক্রমে শ্রীরঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী বৃন্দাবনে আসিয়া শ্রীরূপ-সনাতনের সহিত অবস্থান করিয়া ছিলেন এবং তাঁহাদিগকে প্রত্যহ সুমধুর কণ্ঠে শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করাইতেন।

গোকুল-মহাবনে থাকাকালে শ্রীল সনাতন গোস্বামী রমণরেতিতে অন্যান্য গোপবালকগণের সহিত ক্রীড়ায়ও মদনগোপালকে দর্শন করিয়াছিলেন। শ্রীভক্তিরত্নাকরে শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুর উহা সুন্দররূপে বর্ণন করিয়াছেন—

"অহে শ্রীনিবাস! স্থান করহ দর্শন। এইখানে ছিলেন গোস্বামী সনাতন॥
মহাবনবাসী যত লোক ভাগ্যবান্। সনাতনে দেখিলেই সবে পায় প্রাণ॥
সনাতন মদনগোপাল দরশনে। মহাসুখে পাইয়া রহয়ে মহাবনে॥
'রমণক'-বালু এই যমুনার তীরে। এথা রঙ্গে মদনগোপাল ক্রীড়া করে॥
একদিন মহাবনবাসী শিশুসনে। গোপশিশুরূপে আইলা এই দিব্য পুলিনে॥

নানা খেলা খেলয়ে—তা' দেখি সনাতন। মনে বিচারয়ে এ সামান্য শিশু নন।
খেলা সাঙ্গ করি শিশু গমন করিতে। সনাতন চলিলেন তাহার পশ্চাতে॥
মন্দিরে প্রবেশে শিশু, তথা সনাতন। শিশু না দেখিয়া দেখে মদনমোহন॥
সনাতন মদনগোপালে প্রণমিয়া। আইলেন বাসাঘরে কিছু না কহিয়া॥
গোস্বামীর প্রেমাধীন মদনগোপাল। ব্যাপিল জগতে যাঁ'র চরিত্র রসাল॥"

—ভক্তিরত্নাকর ৫।১৭৭-১৮৬

শ্রীল সনাতন যখন গোবর্দ্ধনে ছিলেন তখন অজাচিতভাবে প্রত্যহ গিরিরাজ পরিক্রমা করিতেন। ক্রমশঃ বৃদ্ধ হইলে তিনি গোবর্দ্ধন পরিক্রমা করিয়া পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িতেন। তাঁহার পথশ্রম দেখিয়া একদিন গোপীনাথ গোপবালকরূপে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া হাওয়া করিয়া তাহার শ্রম দূরে করিলেন। সেই গোপবালক গোবর্দ্ধনে চড়িয়া শ্রীকৃষ্ণের চরণচিহ্নাঙ্কিত শিলা আনিয়া সনাতন গোমীকে দিয়া—'আপনি বৃদ্ধ হইয়াছেন, এত পরিশ্রম করেন কেন ? এই গোবর্দ্ধন শিলা দিতেছি, ইহাকে প্রত্যহ পরিক্রমা করিলেই আপনার গিরিরাজ পরিক্রমা হইবে।'—এইরূপ বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন। গোপবালককে দেখিতে না পাইয়া সনাতন ব্যাকুল হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। প্রসঙ্গটী ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে পঞ্চম তরঙ্গে বর্ণিত আছে। এই স্থানটির নাম চক্রতীর্থ। মানসী গঙ্গার উত্তরতটে চক্রেশ্বর মহাদেব (বা চলিত ভাষায় চাক্‌লেশ্বর মহাদেব) অবস্থিত। তথায় সম্মুখে একটী প্রাচীন নিম্ববৃক্ষ। এই নিম্ববৃক্ষের নীচে শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুর ভজন কুটীর। তাহার উত্তরে একটী মন্দিরে গৌর-নিত্যানন্দের শ্রীমূর্ত্তি আছেন। বর্ত্তমানে শ্রীসনাতন গোস্বামীর সেবিত গোবর্দ্ধন শিলা বৃন্দাবনে শ্রীরাধাদামোদর মন্দিরে বিরাজিত আছেন। এখানকার মহিমা এইরূপে শুনা যায়। সনাতনগোস্বামী যখন সেখানে অবস্থান করিয়া ভজন করিতেন তখন সেখানে প্রথমদিকে মশার খুব উপদ্রব ছিল। মশার উপদ্রবে হরিনাম করা এবং গ্রন্থ লিখার খুবই বিঘ্ন হওয়ায় সনাতন গোস্বামী অন্যত্র যাইবেন স্থির করিলেন। সেইদিন রাত্রিতে চক্রেশ্বর মহাদেব সনাতনকে স্বপ্নে বলিলেন,—তাঁহার কোন চিন্তা নাই, তিনি নিরুপদ্রবে ভজন করুন, মশা আর থাকিবে না। অদ্ভুত ঘটনা পরদিন সেখানে কোনও মশা ছিল না।

শ্রীল সনাতন গোস্বামী নন্দগ্রামে পাবনসরোবরের তটে কুটীরে অবস্থান করতঃ ভজন করিয়াছিলেন। এখানেও শ্রীকৃষ্ণ গোপবালকরূপে সনাতন গোস্বামীকে দুগ্ধ এবং কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া থাকিতে নির্দ্দেশ দিয়াছিলেন। এখানেই শ্রীরূপগোস্বামী সনাতনকে দুগ্ধান্ন (পরমান্ন) ভোজন করাইতে ইচ্ছা করিলে শ্রীমতী রাধারাণী গোপবালিকার বেশে পরমান্নের সামগ্রী-ঘৃত-দুগ্ধ-চাল-চিনি সব দিয়াছিলেন। শ্রীরূপ-গোস্বামী উহা রন্ধন করিয়া ভোগ দিয়া সনাতন গোস্বামীকে প্রসাদ দিলে সনাতন গোস্বামী উহা সেবন করিয়া পরম তৃপ্তি লাভ করিলেন। শ্রীরূপ গোস্বামীকে সনাতন গোস্বামী জিজ্ঞাসা করিলেন দ্রব্যগুলি কোথা হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। শ্রীরূপগোস্বামী সব বৃত্তান্ত বলিলে শ্রীল সনাতন গোস্বামী বুঝিলেন শ্রীমতী রাধারাণীকে কষ্ট দেওয়া হইয়াছে, ঐরূপ কার্য্য করিতে পুনঃ নিষেধ করিলেন।

শ্রীল সনাতন গোস্বামী সম্বন্ধে এইরূপ একটী কাহিনীর কথা শুনা যায়—একজন অত্যন্ত দরিদ্র শিবভক্ত ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি দারিদ্র্য দুঃখে কষ্ট পাইয়া শিবের নিকট ধন প্রার্থনা করিলেন। শিব তাহাকে স্বপ্নে আদেশ করিলেন বৃন্দাবনে সনাতন গোস্বামীর নিকট ধন আছে, তাঁহার নিকট গেলে ধন পাওয়া যাইবে। দরিদ্র ব্রাহ্মণ স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া বৃন্দাবনে গেলেন এবং সনাতন গোস্বামীর নিকট পৌঁছিলেন, কিন্তু সনাতন গোস্বামীর পরিধেয় মলিন বসন এবং কৃশ দেখিয়া তাহা অন্তরে বিশ্বাস হইলে না যে উনি ধন দিতে পারেন। তথাপি স্বপ্নাদেশের কথা সনাতন গোস্বামীকে নিবেদন করিলেন। সনাতন গোস্বামী উহা শুনিয়া আকাশ হইতে পড়িলেন, বলিলেন তিনি মাধুকরী ভিক্ষা করিয়া কোনও প্রকারে জীবন ধারণ করেন, কোথায় ধন পাইবেন। দরিদ্র ব্রাহ্মণ দুঃখিত হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন, মনে মনে

চিন্তা করিলেন শিবের স্বপ্নাদেশও ভুল হইল। সনাতন গোস্বামী ভাবিয়া বিস্মিত হইলেন, শিব তাঁহার নিকট ব্রাহ্মণকে কেন পাঠাইলেন, অনেক চিন্তার পর তাঁহার মনে পড়িল একটি স্পর্শমণির কথা, যাহা ময়লা আবর্জ্জনার মধ্যে প্রোথিত আছে। মনে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি লোক পাঠাইয়া ব্রাহ্মণকে ডাকাইয়া আনিলেন এবং আবর্জ্জনার ভিতর হইতে স্পর্শমণিটী লইতে বলিলেন। স্পর্শমণিটী পাইয়া ব্রাহ্মণ খুবই আনন্দিত হইলেন। মনে করিলেন এখন তাহার মত ধনী পৃথিবীতে আর কেহই থাকিবে না। কিন্তু কিছু দূর যাওয়ার পর আবার চিন্তা হইল এত বড় একটা মূল্যবান জিনিষের কথা সনাতন গোস্বামীর মনেই ছিল না, তাহা হইলে তাঁহার নিকট আরও কিছু মহামূল্যবান্ ধন রহিয়াছে, আমি বোধহয় বঞ্চিত হইয়াছি। তিনি কি ধনে ধনী হইয়া মূল্যবান্ মণিকে অগ্রাহ্য করিলেন। এইরূপ চিন্তা করিয়া ব্রাহ্মণ পুনঃ প্রত্যাবর্ত্তন করতঃ সনাতন গোস্বামীর নিকট নিজ সন্দেহের কথা ব্যক্ত করতঃ বলিলেন,—তাহার নিকট নিশ্চয়ই আরও বহু মূল্যবান্ ধন আছে, যেজন্য তিনি স্পর্শমণিকে অগ্রাহ্য করিলেন। তখন সনাতন গোস্বামী ব্রাহ্মণকে কৃষ্ণপ্রেমধনের সর্ব্বোত্তমতা এবং পার্থিব সম্পদের অকিঞ্চিৎকরতা ও দুঃখ-প্রদত্ব বুঝাইলেন, ব্রাহ্মণ সনাতন গোস্বামীকে এইরূপ প্রার্থনা জ্ঞাপন করিয়াছিলেন—যে ধনে হইয়া ধনী, মণিরে মান না মণি, তার এক কণ মাগি নত শিরে, সনাতন গোস্বামী তাহাকে কৃপা করতঃ কৃষ্ণপ্রেমধন প্রদান করিলেন।

পুরাতন শ্রীরাধামদনমোহন মন্দিরের পার্শ্বেই শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভুপাদের সমাধি মন্দির অবস্থিত।

শ্রীল সনাতন গোস্বামী ১৪৮০ শকাব্দ (১৬১৫ সম্বৎ, ১৫৫৮ খৃষ্টাব্দে) আষাঢ়ী পূর্ণিমা তিথিতে তিরোধান লীলা করেন।

শ্রীরূপ সনাতন শ্রীব্রজমণ্ডলে কিভাবে ভজন করিতেন তাহা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে এইরূপ বর্ণিত আছে—

"অনিকেত দুঁহে, বনে যত বৃক্ষগণ। এক এক বৃক্ষের তলে এক এক রাত্রি শয়ন ॥
বিপ্রগৃহে স্থূলভিক্ষা, কাঁহা মাধুকরী। শুষ্ক রুটী-চানা চিবায় ভোগ-পরিহরি ॥
করোঁয়া-মাত্র হাতে, কাঁথা, ছিঁড়া-বহির্বাস। কৃষ্ণকথা, কৃষ্ণনাম, নর্ত্তন-উল্লাস ॥
অষ্টপ্রহর কৃষ্ণভজন, চারিদণ্ড শয়নে। নাম-সংকীর্ত্তন-প্রেমে, সেহ নহে কোন দিনে ॥
কভু ভক্তিরসশাস্ত্র করয়ে লিখন। চৈতন্যকথা শুনে, করে চৈতন্য-চিন্তন ॥"

—চৈঃ চঃ মধ্য ১১।১২৭-১৩১
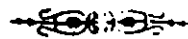
শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামীর সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত

"অনঙ্গমঞ্জরী যাসীৎ সাদ্য গোপালভট্টকঃ। ভট্টগোস্বামিনং কেচিৎ আহুঃ শ্রীগুণমঞ্জরীম্ ॥"

—গৌরগণোদ্দেশদীপিকা

কৃষ্ণলীলায় যিনি অনঙ্গমঞ্জরী, কাহারও মতে গুণমঞ্জরী, তিনি শ্রীগৌরলীলা পুষ্টির জন্য শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামীরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামী ১৪২২ শকাব্দে, ১৫০০ খৃষ্টাব্দে, (মতান্তরে ১৪২৫ শকাব্দে, ১৫০৩ খৃষ্টাব্দে) দক্ষিণ ভারতে শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে শ্রীব্যেঙ্কট ভট্টের পুত্ররূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। শ্রীরঙ্গমের নিকটে কাবেরী নদীর তীরে বেলগুণ্ডীগ্রামে তাঁহাদের নিবাস ছিল। শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামী শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপায় স্বপ্নে শ্রীমন্মহাপ্রভুর নবদ্বীপলীলা সম্পূর্ণই দর্শন করিয়াছিলেন, ইহা ভক্তিরত্নাকরে ১ম তরঙ্গে গোপাল ভট্ট-চরিত্র বর্ণন হইতে আমরা জানিতে পারি। তিনি কৃষ্ণলীলার পার্ষদ হইয়া গৌরলীলা পুষ্টির জন্য বহু দূরদেশে দক্ষিণ ভারতে আবির্ভূত হইলেও নন্দনন্দন কৃষ্ণ শচীনন্দন

গৌরহরিরূপে আবির্ভূত হইয়াছেন এবং সন্ন্যাসগ্রহণ করিয়াছেন, ইহা পূর্ব্বেই জানিতে পারিয়াছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর সন্ন্যাসবেষ গোপাল ভট্ট গোস্বামীর ভাল লাগে নাই। নির্জ্জনে খেদে তিনি বিস্তর ক্রন্দন করিতে থাকিলে মহাপ্রভু তাঁহাকে স্বপ্নযোগে নদীয়ালীলা সম্পূর্ণ দর্শন করাইলেন এবং প্রেমাবিষ্ট হইয়া তাঁহাকে ক্রোড়ে করিয়া অশ্রুজলে সিক্ত করিলেন।

"এত কহি গোপালেরে করি প্রভু কোলে। গোপালের অঙ্গসিক্ত কৈল নেত্রজলে ॥
কহিল এসব কথা রাখিহ গোপনে। হইল পরমানন্দ গোপালের মনে ॥"

—ভক্তিরত্নাকর ১।১২৩-১২৪

১৪৩৩ শকাব্দে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে শুভ পদার্পণ করিলে রামানুজীয় বৈষ্ণব শ্রীব্যেঙ্কট ভট্ট শ্রীমন্মহাপ্রভুকে চাতুর্ম্মাস্যকালে তাঁহার গৃহে অবস্থানের জন্য প্রার্থনা জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহাকে নিষ্ঠাবান্ বৈষ্ণব জানিয়া তাঁহার নিমন্ত্রণ স্বীকার করিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর পার্ষদ শ্রীগোপাল ভট্টের আবির্ভাবের কথা জানিয়া গোপাল ভট্টকে এবং তৎসম্বন্ধে তাঁহার পরিজনবর্গকে কৃপা করিবার জন্যই শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীরঙ্গমে শুভাগমনলীলা এবং ব্যেঙ্কট ভট্টের গৃহে অবস্থান-লীলা।

যে সময়ে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীব্যেঙ্কট ভট্টের গৃহে অবস্থান করিয়াছিলেন, সেই সময়ে গোপাল ভট্ট অল্প-বয়স্ক বালক ছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাদসম্বাহনাদি সাক্ষাৎ সেবার তাঁহার সৌভাগ্য হইয়াছিল। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীব্যেঙ্কট ভট্ট এবং তাঁহার পরিজনবর্গের সেবায় সন্তুষ্ট হইলেও লক্ষ্য করিলেন, ব্যেঙ্কট ভট্টের হৃদয়ে কিছু অভিমান আছে। ব্যেঙ্কট ভট্টের মনোগত ভাব এইরূপ ছিল—শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণই সর্ব্বোত্তম আরাধ্য; শ্রীনারায়ণ অবতারী, কৃষ্ণ, রাম, নৃসিংহাদি তাঁহারই অবতার, কারণ নারায়ণের জন্ম নাই, নারায়ণ অজ; কৃষ্ণ রামাদি অবতারের জন্ম আছে, সুতরাং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নারায়ণের অবতার কৃষ্ণের আরাধনা করেন, তাঁহারা অবতারী নারায়ণের আরাধনা করেন। দর্পহারী মধুসূদন সকলের দম্ভ নাশ করিয়া থাকেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীব্যেঙ্কট ভট্টের দর্পহরণের জন্য একদিন ভঙ্গী করিয়া ব্যেঙ্কট ভট্টকে পরিহাসচ্ছলে বলিলেন,—দেখ ব্যেঙ্কট ভট্ট তোমার আরাধ্য নারায়ণের সমান ঐশ্বর্য্য কাহারও নাই, তোমার আরাধ্যা লক্ষ্মীদেবীরও ঐশ্বর্য্যের তুলনা নাই। পক্ষান্তরে আমার আরাধ্য কৃষ্ণের কোন ঐশ্বর্য্য নাই, বনফুলমালা, ময়ূরপুচ্ছাদি ধারণ করিয়া থাকেন, নন্দগোয়ালার ছেলে, রাখাল বালকগণের সঙ্গে জঙ্গলে বাছুর চরায় এবং আমার আরাধ্যা গোপীগণেরও কোন ঐশ্বর্য্য নাই, তাঁহারা দরিদ্রা গোয়া-লিনী। তোমার নিকট আমার প্রশ্ন এই,—'তোমার আরাধ্যা লক্ষ্মীদেবী কৃষ্ণসঙ্গ-লালসায় কৃষ্ণের রাস-লীলায় প্রবেশাধিকার লাভের জন্য বৃন্দাবনে (শ্রীবনে) কেন তপস্যা করিয়াছিলেন? শ্রীব্যেঙ্কট ভট্ট সঙ্গে সঙ্গে তদুত্তরে বলিলেন—"ইহাতে কি দোষ হইয়াছে, লক্ষ্মীপতি নারায়ণ যিনি, রাধাপতি কৃষ্ণও তিনি। 'সিদ্ধান্ততস্ত্বভেদেঽপি শ্রীশ-কৃষ্ণস্বরূপয়োঃ রসেনোৎকৃষ্যতে কৃষ্ণরূপমেষা রসস্থিতিঃ ॥' কৃষ্ণেতে রসের আধিক্য থাকায় লক্ষ্মীদেবী কৃষ্ণসঙ্গ লালসায় তপস্যা করিয়াছিলেন।" শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিলেন,—"আমি দোষের কথা বলিতেছি না। কৃষ্ণে ও নারায়ণে তত্ত্বে কোনও ভেদ নাই। একই তত্ত্বে মাত্র রসগত ভেদ। মাধুর্য্যলীলায় যিনি কৃষ্ণ, ঐশ্বর্য্যলীলায় তিনি নারায়ণ। কৃষ্ণলীলায় যিনি রাধিকা, নারায়ণলীলায় তিনি লক্ষ্মীদেবী, সুতরাং কৃষ্ণসঙ্গ লালসায় লক্ষ্মীদেবীর তপস্যাতে সতীত্বের হানি হয় নাই, তথাপি কৃষ্ণ-সঙ্গলালসায় তিনি বৃন্দাবনে তপস্যা করিয়াছিলেন। তোমার নিকট আমার এই দ্বিতীয় প্রশ্ন, লক্ষ্মীদেবী তপস্যা করিয়াও কেন কৃষ্ণের রাসলীলায় প্রবেশাধিকার পান নাই?" শ্রীব্যেঙ্কট ভট্ট তাহার কোন উত্তর দিতে না পারায় অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। শ্রীমন্ মহাপ্রভু ব্যেঙ্কট ভট্টের দুঃখ দেখিয়া তাঁহার দুঃখ অপনোদনের জন্য প্রবোধ দিয়া বলিলেন,—"তুমি নিজেই পূর্ব্বে বলিয়াছ সিদ্ধান্ততঃ লক্ষ্মীপতি নারায়ণ ও কৃষ্ণে কোনও ভেদ নাই, তবে কৃষ্ণের রসোৎকর্ষতা আছে। নারায়ণে আড়াইটি রসের অভিব্যক্তি আছে। নন্দনন্দন কৃষ্ণে পঞ্চ মুখ্য রস, সপ্ত গৌণ রস—এই দ্বাদশ রসের পূর্ণ অভিব্যক্তি। ঐশ্বর্য্যলীলাময়বিগ্রহ

নারায়ণের লীলাপুষ্টির জন্য ঐশ্বর্য্যময়ী আশ্রয়বিগ্রহ শ্রীলক্ষ্মীদেবী। সেই লক্ষ্মীদেবী মাধুর্য্যলীলা পুষ্টির জন্য রাধিকা। শ্রীরাধিকা বা তাঁহার বিস্তার গোপীগণের—কৃষ্ণের আশ্রয়বিগ্রহের আনুগত্য ব্যতীত বিষয়বিগ্রহ কৃষ্ণের মাধুর্য্য আস্বাদন হয় না। লক্ষ্মীদেবী গোপীগণের আনুগত্য করেন নাই, ঐশ্বর্য্যভাব লইয়া তপস্যা করিয়াছিলেন, এইজন্য পুনঃ পুনঃ তাঁহার নারায়ণেরই সঙ্গলাভ হইয়াছে, কৃষ্ণসঙ্গ হয় নাই। পক্ষান্তরে শ্রুতিগণ গোপীগণের আনুগত্য করায় রাগমার্গে কৃষ্ণসেবা লাভ করিয়াছিলেন। ঈশ্বরবুদ্ধি থাকাকাল পর্য্যন্ত রাগানুগ ব্রজভজন সম্ভব হয় না।

"প্রভু কহে, কৃষ্ণের এক সজীব লক্ষণ। স্বমাধুর্য্যে সর্ব্বচিত্ত করে আকর্ষণ ॥
ব্রজলোকের ভাবে পাইয়ে তাঁহার চরণ। তাঁরে ঈশ্বর করি নাহি জানে ব্রজজন ॥
কেহ তাঁরে পুত্রজ্ঞানে উদুখলে বান্ধে। কেহ সখাজ্ঞানে জিনি' চড়ে তাঁর কান্ধে ॥
ব্রজেন্দ্রনন্দন বলি তাঁরে জানে ব্রজজন। ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে নাহি কোন সম্বন্ধ মানন ॥
ব্রজলোকের ভাবে যেই করয়ে ভজন। সেই ব্রজে পায় শুদ্ধ ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥"

—চৈঃ চঃ মধ্য ৯।১২৭-১৩১

আমার আরাধ্যা গোপীগণ কৃষ্ণ রাসলীলাকালে অন্তর্দ্ধান করিলে ব্যাকুলভাবে কৃষ্ণের দর্শনের জন্য ক্রন্দন করিতে থাকিলে কৃষ্ণ তাঁহাদের নিকট চতুর্ভুজ নারায়ণরূপে প্রকটিত হইয়াছিলেন। গোপীগণ নারায়ণের সঙ্গ করা ত' দূরের কথা, তাঁহাকে প্রণাম করিয়া চলিয়া গেলেন। কিন্তু রাধারাণী তথায় উপস্থিত হইলে কৃষ্ণের দুইভুজ শ্রীঅঙ্গে প্রবিষ্ট হইয়া গেল, দ্বিভুজ মুরলীধররূপে তিনি প্রকাশিত হইলেন। ঐ স্থানকে এইজন্য পৈসধাম বা পৈঠধাম বলে। উহা গোর্দ্ধনের নিকটে অবস্থিত। নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণই অবতারী। নারায়ণ, রাম, নৃসিংহাদি তাঁহারই অবতার। কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্।

"যাঁর ভগবত্তা হইতে অন্যের ভগবত্তা। স্বয়ং ভগবান্ বলিতে তাঁহাতেই সত্তা ॥
এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্। ইন্দ্রারিব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে ॥"

—ভাঃ ১।৩।২৮

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপায় ও সঙ্গপ্রভাবে শ্রীব্যেঙ্কট ভট্ট, তাঁহার ভ্রাতা শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী, ব্যেঙ্কট ভট্টের পুত্র গোপাল ভট্ট গোস্বামী, পরিজনবর্গ লক্ষ্মীনারায়ণের উপাসনা পরিত্যাগ করতঃ সর্ব্বতোভাবে রাধাকৃষ্ণের উপাসনায় নিয়োজিত হইলেন, তাঁহারা রাধাকৃষ্ণের ঐকান্তিক ভক্ত হইলেন। শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামী তাঁহার পিতৃব্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীহরিভক্তিবিলাস গ্রন্থে এই বিষয়ে প্রমাণ পাওয়া যায়।

"ভক্তেবিলাসাংশ্চিনুতে প্রবোধানন্দস্য শিষ্যো ভগবৎপ্রিয়স্য।
গোপালভট্টো রঘুনাথদাসং সন্তোষয়ন্ রূপ-সনাতনৌ চ ॥"

"গোপালের মাতাপিতা মহাভাগ্যবান্। শ্রীচৈতন্যপদে যে সঁপিল মনঃপ্রাণ ॥
বৃন্দাবনে যাইতে পুত্রেরে আজ্ঞা দিয়া। দুঁহে সঙ্গোপন হইলা প্রভু সঙরিয়া ॥
কতদিনে গোপাল গেলেন বৃন্দাবন। রূপ-সনাতন সঙ্গে হইল মিলন ॥"

—ভক্তিরত্নাকর ১ম তরঙ্গ

শ্রীরূপগোস্বামী ও শ্রীসনাতন গোস্বামী নীলাচল ধামে শ্রীমন্মহাপ্রভুকে বৃন্দাবনে গোপাল ভট্টের আগমনসংবাদ পত্রে লিখিয়া জানাইলে শ্রীমন্মহাপ্রভু রূপসনাতনের নিকট পত্রোত্তরে পরমানন্দ প্রকাশ করতঃ গোপাল ভট্টকে নিজ ভ্রাতার ন্যায় স্নেহ করিতে লিখিলেন। শ্রীল সনাতন গোস্বামী শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামীর নামে শ্রীহরিভক্তিবিলাস গ্রন্থ প্রণয়ন করিলেন। শ্রীল রূপ গোস্বামীও গোপাল ভট্টকে প্রাণসম প্রিয়জ্ঞানে শ্রীরাধারমণ সেবায় নিয়োজিত করিলেন। শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামী ষড়্‌গোস্বামীর অন্যতম হইলেন। শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামী নিজেকে অত্যন্ত দীনহীন জ্ঞান করিতেন। তিনি শ্রীল কবিরাজ

গোস্বামীকে শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে তাঁহার প্রসঙ্গ বর্ণন করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। এইজন্য কবিরাজ গোস্বামী তাঁহার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে না পারিয়া তাঁহার নামমাত্র উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামীও ষট্‌সন্দর্ভে শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামীর লিখিত গ্রন্থের সহায়তায় ষট্‌সন্দর্ভ লিখিয়াছেন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামী সৎক্রিয়াসার দীপিকা গ্রন্থের রচয়িতা, হরিভক্তিবিলাস গ্রন্থের সম্পাদক ও ষট্‌সন্দর্ভের পূর্ব্ব লেখক। ইনি বিল্বমঙ্গলের কৃষ্ণকর্ণামৃতের টিপ্পনী লিখিয়া বৈষ্ণবগণের পরমানন্দ বর্দ্ধন করিয়াছেন। শ্রীনিবাস আচার্য্য ও শ্রীগোপীনাথ পূজারী ইঁহার শিষ্য। শ্রীগোপীনাথ পূজারী শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামীর শিষ্য হওয়া সম্বন্ধে এইরূপ একটি বৃত্তান্ত শুনা যায়—হরিদ্বারের নিকটবর্ত্তী সাহারাণপুরে শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামী শুভবিজয় করিলে একজন সরল ভক্তিমান্ ব্রাহ্মণ নিষ্কপটভাবে গোস্বামিপাদের বহু সেবা করিয়াছিলেন। সেই ব্রাহ্মণ অপুত্রক ছিলেন। শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামী তাঁহার হৃদ্‌গতভাব জানিয়া হরিভক্তিপরায়ণ সুপুত্র হইবে বলিয়া তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ প্রদান করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ তখন তাঁহার প্রথম পুত্রকে শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামীর সেবায় সমর্পণ করিবেন বলিয়া বাক্য দিয়াছিলেন। সেই পুত্রই শ্রীগোপীনাথ পূজারী।

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামীর প্রতি স্নেহাবিষ্ট হইয়া তাঁহার নিকট স্বীয় ডোর, কৌপীন, কৃষ্ণবর্ণের কাঠের আসন প্রেরণ করিয়াছিলেন এইরূপ জানা যায়। শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীরাধারমণ মন্দিরে মহাপ্রভুর ডোর, কৌপীন ও আসন পূজিত হইতেছেন। শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামী যখন উত্তর ভারতে তীর্থভ্রমণে ছিলেন তখন গণ্ডকী নদীর তীরে একটি শালগ্রামশিলা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি সেই শালগ্রামশিলাকে ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণরূপে নিত্য আরাধনা করিতেন। একদিন তাঁহার মনে এইরূপ ভাবনা হইল যদি শালগ্রাম শ্রীবিগ্রহরূপে প্রকাশিত হইতেন তিনি তাঁহাকে পোষাকাদি পরাইয়া সজ্জিত করিতে পারিতেন। পরদিনই ভক্তবাসনা পূর্ত্তির জন্য শ্রীশালগ্রাম শ্রীরাধারমণ বিগ্রহরূপে প্রকটিত হইলেন। শ্রীবিগ্রহের বামপার্শ্বে শ্রীমতী রাধিকা নাই। তৎপরিবর্ত্তে সিংহাসনের বামপার্শ্বে শ্রীমতীর প্রতিভূরূপে একটি রৌপ্য মুকুট সংরক্ষিত আছে। এইরূপ কথিত আছে যে শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামী দ্বাদশটী শালগ্রামের সেবা প্রত্যহ করিতেন। তাঁহার মনে এইরূপ ইচ্ছা হইল যদি শালগ্রাম শ্রীবিগ্রহরূপে প্রকটিত হইতেন, তাহা হইলে তিনি উত্তমরূপে সেবা করিতে পারিতেন। অন্তর্য্যামী ভগবান্ তাঁহার হৃদ্‌গতভাব বুঝিয়া একজন শেঠের মাধ্যমে অনেক উপকরণ ও বস্ত্রালঙ্কার প্রেরণ করিলেন। শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামী শালগ্রাম শ্রীবিগ্রহরূপে প্রকটিত না হইলে কিরূপে বস্ত্রের দ্বারা সজ্জিত করিবেন চিন্তা করিলেন। তিনি রাত্রিতে শালগ্রামকে শয়ন দিলে পরদিন প্রাতে উঠিয়া দেখিলেন বারটি শালগ্রামের মধ্যে একটি শালগ্রাম শ্রীরাধারমণ বিগ্রহরূপে প্রকটিত হইয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের অদ্ভুত প্রাকট্য ও করুণার কথা শুনিয়া শ্রীরূপ গোস্বামী ও শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভৃতি বৈষ্ণবগণ রাধারমণবিগ্রহ দর্শন করিতে আসিলেন এবং দর্শন করিয়া প্রেমাপ্লুত হইলেন। বৈশাখী পূর্ণিমাতিথিতে শ্রীরাধারমণের অভিষেক কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। বৃন্দাবনে শ্রীরাধারমণ মন্দিরের বিশেষ প্রসিদ্ধি আছে।

১৫০৭ শকাব্দে আষাঢ়ী কৃষ্ণা-পঞ্চমী [মতান্তরে শুক্লা পঞ্চমী, মতান্তরে ১৫৮৮ খৃষ্টাব্দ (১৫০০ শকাব্দ) শ্রাবণ কৃষ্ণা-ষষ্ঠী তিথিতে] তিথিতে শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামী তিরোধানলীলা করেন। শ্রীরাধারমণ মন্দিরের পশ্চাতে তাঁহার সমাধি মন্দির আছে। শ্রীনিবাস আচার্য্য রচিত 'ষড়্‌গোস্বাম্যষ্টক' পাঠে আমরা গোস্বামিগণের মহিমা সম্যক্ অবধারণে সমর্থ হইব।

বিষয়-সূচী

ষষ্ঠ-বিলাস

সপ্তম-বিলাস

শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ

মাতৃকাক্রমে প্রথম ও তৃতীয় চরণের শ্লোক-সূচী

[প্রথম সংখ্যাটিতে বিলাস এবং দ্বিতীয় সংখ্যাটিতে শ্লোক বুঝিতে হইবে]

ব

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ

প্রথম-বিলাসঃ

শ্রীশ্রীরাধারমণায় নমঃ

অথ মঙ্গলাচরণম্

চৈতন্যদেবং ভগবন্তমাশ্রয়ে
শ্রীবৈষ্ণবানাং প্রমুদেঽঞ্জসা লিখন্।
আবশ্যকং কর্ম্ম বিচার্য্য সাধুভিঃ
সার্দ্ধং সমাহৃত্য সমস্তশাস্ত্রতঃ ॥ ১ ॥

অনুবাদ—শ্রী—ষড়্‌বিধ ঐশ্বর্য্যপূর্ণ, শ্রী—শ্রীরাধা-সম্বলিত, হরি—আদ্যহরি শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার বিলাস পরব্যোমপতি শ্রীনারায়ণ এবং পরাবস্থ শ্রীনৃসিংহ ও শ্রীরামচন্দ্র বিষয়ে যে ভক্তি জীবের পরমপ্রয়োজন—"লাভো মদ্‌ভক্তিরুত্তমঃ" শ্রীমদ্ভাগবত একাদশ স্কন্ধে অর্থাৎ শ্রীনারায়ণাদিতে যে ভক্তি তাহা জীবের 'লাভ' এবং শ্রীকৃষ্ণে যে ভক্তি তাহা 'পরম লাভ' ঐভক্তিদেবীর লক্ষাধিক যে বিচিত্র মহিমা সমন্বিত শ্রদ্ধাদি সাধন-ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তির অঙ্গসমূহের লীলা-নিকেতন—এই শ্রীগ্রন্থখানির নাম—শ্রীশ্রীহরিভক্তি-বিলাস। "হরিরেব সদারাধ্য সর্ব্বদেবেশ্বরেশ্বরঃ। ইতরে ব্রহ্মরুদ্রাদ্যা নাবজ্ঞেয়া কদাচন॥" অর্থাৎ ব্রহ্মাদি সকল দেবতার ঈশ্বর শ্রীনারায়ণ তাঁহারও ঈশ্বর আদ্যহরি শ্রীকৃষ্ণ, তিনিই সর্ব্বদা আরাধ্য। পরন্তু ব্রহ্মরুদ্রাদিদেবগণ কখনই বৈষ্ণবের অবজ্ঞার পাত্র নহেন। সেইরূপ 'যস্মিন্ শাস্ত্রে পুরাণে বা হরিভক্তির্ন দৃশ্যতে। তচ্চ শাস্ত্রং ন দ্রষ্টব্যং যদি ব্রহ্মা স্বয়ং বদেৎ॥" যে শাস্ত্রে বা পুরাণে শ্রীহরি-ভক্তির উপদেশ বা মহিমা কীর্ত্তিত না হয়, ঐ শাস্ত্র স্বয়ং ব্রহ্মাকর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইলেও তাহা বৈষ্ণবগণের দর্শনীয় নহে॥ অতএব এই গ্রন্থের নামটি বিশেষ তাৎপর্য্য পূর্ণ॥ এইগ্রন্থখানি বিংশ বিলাসে সম্পূর্ণ।

তন্মধ্যে এই প্রথম বিলাসটির নাম—"গৌরব"। কারণ এই বিলাসে উপাসকের শ্রীগুরু পাদাশ্রয়ের প্রয়োজন, নিত্যতা, শ্রীগুরুদেবের বিশেষ বিশেষ লক্ষণ, শিষ্যলক্ষণ, শ্রীগুরুশিষ্যপরীক্ষা, শ্রীগুরুসেবা-বিধি, শিষ্যপ্রার্থনা, শ্রীভগবানের মহিমা, শ্রীভগবদভিন্ন বৈষ্ণব মন্ত্র মহিমাদি বর্ণিত হইয়াছেন। অতএব ইহার নাম—গৌরব বিলাস। অথ—অনন্তর গ্রন্থ-কার এই সুদুষ্কর গ্রন্থ প্রণয়ন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া প্রথমতঃ আরাধ্যদেব শ্রীশ্রীরাধারমণের শ্রীচরণে প্রণাম ও তদভিন্ন পরমগুরু ও শ্রীমৎ ইষ্টদেব ভগ-বান চৈতন্যদেবের শ্রীচরণাশ্রয়রূপ মঙ্গলাচরণ করিতেছেন—নির্ব্বিঘ্নে গ্রন্থ সমাপ্তি ও সদাচার শিক্ষা-দানের জন্য। যিনি 'চৈতন্য'—বিশুদ্ধ জ্ঞানস্বরূপ ও 'দেব'—জগৎপূজ্য অর্থাৎ সর্ব্বদেবময় হইয়াও জ্ঞানঘনমূর্ত্তি, অথবা চিত্তের অধিষ্ঠাতৃদেব শ্রীবাসু-দেব, অথবা শ্রীচৈতন্যদেব—প্রাণনাথ, তাঁহার শ্রীচরণ আশ্রয় করি। কারণ, শ্রীমদ্‌বৈষ্ণবগণের অবশ্যকৃত্য যে সকল ভক্তি অঙ্গ তাহা সদাচার পরায়ণ বৈষ্ণব-গণের সহিত বিচারপূর্ব্বক লিখিবার জন্য, তাহাও বৈষ্ণবগণেরই পরমানন্দ বর্দ্ধনের জন্য।

আমি ক্ষুদ্র হইলেও সর্ব্বৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবান্ যিনি কারুণ্যাদি অনন্তকল্যাণ গুণবান্ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, তাঁহার শ্রীচরণ আশ্রয়ে কিছুই

অসিদ্ধ থাকে না। তাঁহার শক্তিতেই সমর্থ, তাঁহার প্রেরণাতেই, তাঁহার শ্রীচরণাশ্রয় মহিমাতেই অনায়াসে আমি এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি, স্বতন্ত্রভাবে আমি কিছুই করিতেছি না, ইহাতে আমার কোন ঔদ্ধত্যাদি নাই। স্বমতে ব্যাখ্যা—সর্ব্বজনপ্রসিদ্ধ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রীচরণাশ্রিত আমি, আমার পক্ষে কিছুই দুষ্কর নহে, সকলই সুখসাধ্য।

ভক্তি অঙ্গসমূহ সমস্ত শাস্ত্রত শ্রুতি স্মৃতি পুরাণ পঞ্চরাত্রাদিতে সর্ব্বত্র বর্ণিত থাকিলেও সকলশাস্ত্র হইতে সমাহৃত্য সম্পূর্ণ আহরণ করিয়া আনিয়া যথাযোগ্য বিচারপূর্ব্বক এই শ্রীগ্রন্থে প্রমাণ পদ্যসমূহ একত্র সাজাইয়া লিখিতেছি ॥ ১ ॥

শ্রীল-সনাতনগোস্বামি-পাদ-কৃতা
'দিগ্দর্শিনী-টীকা'

শ্রীশ্রীমদনমোহনঃ কৃষ্ণো জয়তি

ব্রহ্মাদিশক্তিপ্রদমীশ্বরং তং,
দাতুং স্বভক্তিং কৃপয়াবতীর্ণম্।
চৈতন্যদেবং শরণং প্রপদ্যে,
যস্য প্রসাদাৎ স্ববশেহর্থসিদ্ধিঃ ॥
লিখ্যতে ভগবদ্ভক্তি-বিলাসস্য যথামতিঃ।
টীকা 'দিগ্দর্শিনী' নাম তদেকাংশার্থবোধিনী॥

সুদুষ্করে কর্ম্মণি প্রবর্ত্তমানো গ্রন্থকারস্তৎসংসিদ্ধয়ে প্রথমং পরমগুরুরূপং শ্রীমদিষ্টদৈবতং শরণত্বেনাশ্রয়তি—চৈতন্যেতি, চৈতন্যং বিশুদ্ধং জ্ঞানং তদ্রূপো যো দেবো জগৎপূজ্যস্তং, দেবেষু মধ্যে যো জ্ঞানঘনস্তমিত্যর্থঃ; যদ্বা, চৈতন্যস্য চিত্তস্য দেবোহধিষ্ঠাতা যঃ শ্রীবাসুদেবস্তম্; অথবা চৈতন্যং চেতনা জীবনহেতুস্তস্য দেবো নাথস্তং প্রাণেশ্বরমিত্যর্থঃ, আশ্রয়ে শরণং যামি। কিমর্থম্? শ্রীমতাং বৈষ্ণবানামাবশ্যকমবশ্যকৃত্যং যৎ কর্ম্ম তৎ সাধুভিঃ সদাচারপরৈর্বৈষ্ণবৈরেব সমং বিচার্য্য লিখন্ লিখিতুং, হেতৌ শতৃঙ্। তচ্চ কিমর্থম্? তেষামেব প্রকৃষ্টমুদে পরমহর্ষায়। ননু তব নীচস্য কথমেতৎ সিধ্যতু? তত্রাহ—ভগবন্তমিতি, সর্বৈশ্বর্য্যযুক্তং কারুণ্যাদ্যখিল-ভজনীয়গুণবন্তং বা, শ্রীকৃষ্ণমিতি বা, 'কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়মি'তি শ্রীভাগবতোক্তেঃ। এবং পক্ষত্রয়ে ক্রমেণ সম্বন্ধনীয়ম্। তাদৃশস্য মহাপ্রভোরাশ্রয়ণেন ন কিমপ্যসাধ্যমিতি ভাবঃ। কিঞ্চ, তচ্ছক্ত্যৈব তন্নিয়োজনেন বা তন্মাহাত্ম্যেন বা অহমত্র প্রবৃত্তোঽস্মি, ন তু স্বাতন্ত্র্যাদিনেতি নিজৌদ্ধত্যাদিপরিহারঃ। স্বমতে চ শ্রীচৈতন্যদেবেতি—প্রসিদ্ধসংজ্ঞং ভগবন্তং মহাপ্রভুং, তৎকারুণ্যমহিম্না তদাশ্রিতস্য মম ন কিমপি দুষ্করং, সর্ব্বমেব সুখসাধ্যমিত্যর্থঃ। ননু তৎ সর্ব্বং শ্রুতিস্মৃতিপুরাণাগমাদিষু সর্ব্বত্র বর্ত্তত এব কিং তল্লিখনেন? তত্রাহ—সমস্তেভ্যঃ শাস্ত্রেভ্যঃ সম্যক্ আহৃত্য আনীয়, তত্র তত্র স্থানে স্থিতমহমত্র যথাযোগ্যং সঙ্গময্য তত্তৎ-পদ্যজাতমেকত্রীকৃত্য লিখিষ্যামীত্যর্থঃ ॥ ১ ॥

———

ভক্তেবিলাসাংশ্চিনুতে প্রবোধানন্দস্য শিষ্যো ভগবৎপ্রিয়স্য।
গোপালভট্টো রঘুনাথদাসং
সন্তোষয়ন্ রূপসনাতনৌ চ ॥ ২ ॥

অনুবাদ—শ্রীভগবান্ যাঁহার প্রিয় বা শ্রীভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের প্রিয়পার্ষদ শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের শিষ্য শ্রীগোপাল ভট্ট আমি শ্রীভক্তির বিলাস—পরমমহিমাযুক্ত বিচিত্র অঙ্গ ভেদসমূহ বিংশ বিলাসে আহরণ করিতেছি। এই জন্য এই গ্রন্থের নাম শ্রীহরিভক্তিবিলাস বা শ্রীভগবদ্ভক্তিবিলাস। (শ্রীগোপাল ভট্ট পাদও শ্রীশ্রীরাধারমণ দেবের ও শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের অতিপ্রিয়)। বিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার সভাপতিদ্বয় শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতন গোস্বামিকে এবং নিজসঙ্গী শ্রীরঘুনাথদাস গোস্বামীকে সন্তোষ দান করিবার নিমিত্ত এই গ্রন্থ আহরণ করিতেছি ॥২

টীকা—বিলাসান্ পরম-বৈভবরূপান্ ভেদান্, চিনুতে সমাহরতি; ভক্তিবিলাসানাং চয়নেনাস্য গ্রন্থস্য ভক্তিবিলাসেতি সংজ্ঞায়াং কারণমেকমুদ্দিষ্টম্; ভগবৎ-প্রিয়স্যেতি—বহুব্রীহিণা, তৎপুরুষেণ বা সমাসেন, তস্য মাহাত্ম্যজাতং প্রতিপাদিতম্; এবং তচ্ছিষ্যস্য শ্রীগোপালভট্টস্যাপি তাদৃক্ত্বং বোদ্ধব্যম্। শ্রীরঘুনাথদাসো নাম গৌড়কায়স্থ-কুলাব্জভাস্করঃ পরমভাগবতঃ শ্রীমথুরাশ্রিতস্তদাদীন্ নিজসঙ্গিনঃ সন্তোষয়িতুমিত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

———

মথুরানাথপাদাব্জপ্রেমভক্তিবিলাসতঃ ।
জাতং ভক্তিবিলাসাখ্যং তদ্ভক্তাঃ শীলয়ন্ত্বিমং ॥৩॥

অনুবাদ— শ্রীমথুরানাথ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের চরণ-কমলে যে শ্রীগোপালভট্টের প্রেমভক্তি, তাহার উল্লাস হইতে জাত এই শ্রীহরিভক্তিবিলাস নামক গ্রন্থ, এই গ্রন্থ ভক্তিক্ষেত্র শ্রীমথুরামণ্ডলের অধীশ্বর শ্রীগোবিন্দ দেবের শ্রীচরণকমলের ভক্তভ্রমরগণ অভ্যাস করুণ, শ্রবণ করুণ ও প্রচার করুণ ॥ ৩ ॥

টীকা—শ্রীমথুরানাথস্য শ্রীকৃষ্ণস্য ভগবতঃ পাদাব্জে বিষয়ে যা গোপালভট্টস্য প্রেমভক্তিস্তস্যা বিলাসতঃ উল্লাসাৎ ; যদ্বা, মথুরায়াং যো নাথস্তস্য প্রভোঃ শ্রীকৃষ্ণস্য পাদাব্জয়োর্ভক্তিবিলাসঃ ভক্তিক্ষেত্রত্বাৎ তস্মাজ্জাতমিতি গ্রন্থস্য ভক্তিবিলাসেত্যাখ্যায়াং কারণান্তরং জ্ঞেয়ম্ । ইমং গ্রন্থং তদ্ভক্তাঃ শ্রীমথুরানাথপাদাব্জে ভ্রমরাঃ শীলয়ন্ত অভ্যস্যন্ত্বিত্যর্থঃ । শোভয়ন্ত্বিতি পাঠে দোষাপকরণেন নিরন্তর-শ্রবণ-প্রচারণাদিনা বা অলঙ্কুর্বন্ত্বিতি বিনয়বিশেষঃ ॥ ৩ ॥

জীয়াসুরাত্যন্তিকভক্তিনিষ্ঠাঃ
শ্রীবৈষ্ণবা মাথুরমণ্ডলেঽত্র ।
কাশীশ্বরঃ কৃষ্ণবনে চকাস্তু
শ্রীকৃষ্ণদাসশ্চ সলোকনাথঃ ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—এই মথুরামণ্ডলে অবস্থানকারী শ্রীগোবিন্দচরণকমলে অতিশয় ভক্তিরসিক শ্রীবৈষ্ণবগণ শ্রীভগবদ্ভক্তি প্রবর্ত্তনরূপ নিজ নিজ উৎকর্ষ আবিষ্কার পূর্ব্বক বিরাজ করুন । শ্রীলোকনাথ গোস্বামীর সহিত শ্রীকৃষ্ণদাস ও শ্রীকাশীশ্বর গোস্বামী শ্রীবৃন্দাবনে শ্রবণ কীর্ত্তনাদি ভক্তির সহিত সুখে অবস্থান করুন । অর্থাৎ ইঁহাদের শ্রীবৃন্দাবনে অবস্থানকালেই এই শ্রীগ্রন্থ রচিত হইয়াছিল ॥ ৪ ॥

টীকা—শোভাপাদনঞ্চাস্য গ্রন্থস্য শ্রীমথুরানাথচরণারবিন্দভক্তিরসিকানাং শ্রীমথুরায়াং সুখনিবাসেন স্বতএব সম্পদ্যত ইত্যাদ্যভিপ্রায়েণাশাস্তে—জীয়াসুরিতি । শ্রীভগবদ্ভক্তিপ্রবর্ত্তনাদিলক্ষণ-নিজোৎকর্ষমাবিষ্কুর্বন্ত্বিত্যর্থঃ,—মথুরামণ্ডলে শ্রীমথুরানগরমধ্যে প্রায়স্তত্রৈব তেষামবস্থিতেঃ । কৃষ্ণবনং বৃন্দাবনং, তাপনীয়শ্রুত্যুক্তানুসারাৎ ; তস্মিন্ ক্রীড়ত্বু শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি-ভক্ত্যা সুখং নিবসন্ত্বিত্যর্থঃ । লোকনাথেন সহ বর্ত্তত ইতি তথা সঃ, ইত্যন্যোঽন্যং তয়োঃ প্রীতিঃ বিশেষঃ সূচিতঃ ; এবঞ্চ যদৈষাং তত্র তত্র নিবাসস্তদানীময়ং গ্রন্থো জাত ইত্যাদ্যপি সূচিতম্ ॥ ৪ ॥

তত্র লেখ্যপ্রতিজ্ঞা

আদৌ সকারণং লেখ্যং শ্রীগুর্ব্বাশ্রয়ণং ততঃ ।
গুরুঃ শিষ্যঃ পরীক্ষাদির্ভগবান্ মনবোঽস্য চ ।
মন্ত্রাধিকারী সিদ্ধাদি-শোধনং মন্ত্রসংস্ক্রিয়া ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—এই শ্রীহরিভক্তিবিলাসে প্রথম হইতে বিংশ বিলাসে বর্ণিত বিষয় সমূহের সংক্ষিপ্ত সূচীপত্র —প্রথম বিলাসে শ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয়, প্রয়োজন সহ, শ্রীগুরুলক্ষণ, শিষ্যলক্ষণ, উভয়ের পরীক্ষাদি, শ্রীভগবৎতত্ত্ব, শ্রীবৈষ্ণবমন্ত্র মাহাত্ম্যাদি, মন্ত্রের অধিকারী নির্ণয়, সিদ্ধাদি শোধন, মন্ত্রসংস্কার ॥ ৫ ॥,

টীকা—লিখনিতি, যল্লিখিতং তল্লেখ্যমেব প্রতিজানীতে—আদাবিত্যাদি-ত্রয়োবিংশতিভিঃ । কারণসহিতং শ্রীগুরোরাশ্রয়ণম্ উপসত্তিরাদৌ লেখ্যং ; লেখ্যমিত্যস্য লিঙ্গবচনব্যত্যয়েন যথাযথং সর্ব্বত্রান্বয়ঃ । ততস্তদনন্তরং গুরুঃ কীদৃশ ইতি তস্য লক্ষণং লেখ্যমিত্যর্থঃ । অস্য ভগবতো মনবো মন্ত্রাশ্চ তন্মাহাত্ম্যাদিকঞ্চ লেখ্যমিত্যর্থঃ ॥ ৫ ।

দীক্ষা নিত্যং ব্রাহ্মকালে শুভোত্থানং পবিত্রতা ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—দ্বিতীয় বিলাসে দীক্ষাবিধি । তৃতীয় বিলাসে সদাচার—নিত্যকৃত্য—[দশমবিলাসে শরণাগতি পর্য্যন্ত] প্রতিদিন ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে ৪ দণ্ড (১ ঘণ্টা ৩৬ মিঃ) শুভকর্ম্মের জন্য কৃষ্ণ কৃষ্ণ কীর্ত্তন করিয়া শয্যাত্যাগ । মুখপ্রক্ষালন দন্তধাবন, শুদ্ধবস্ত্রপরিধানাদি পবিত্রতা ॥ ৬ ॥

টীকা—দীক্ষা তদ্বিধির্লেখ্যেত্যর্থঃ । এবমগ্রেঽপি সর্ব্বত্র মূলগ্রন্থানুসারেণ যথাযথমূহ্যম্ । নিত্যমিত্যস্য শরণাগতিরিত্যন্তমনুবৃত্তিঃ, শরণাগতেরপি নিত্যকৃত্যেঽন্তর্ভাবেন তদবধি নিত্যকৃত্যানামেব লিখনাৎ, অত এব তদন্তরং নিত্যকৃত্যব্যবচ্ছেদার্থং পক্ষেষ্বিতি লেখ্যম্ । ব্রাহ্মকালে ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে, শুভং শুভকর্ম্মার্থং

কৃষ্ণ কৃষ্ণেতি কীর্ত্তনাদিনা মঙ্গলাবহং বা যদুত্থানং শয্যাত্যাগস্তৎ। পবিত্রতা পাণিপাদ-প্রক্ষালন-দন্তধাবনাচমনাদিনা শুচিত্বম্ এতদাদি সর্ব্বং যদ্যপ্যগ্রে স্বত এব তত্তৎপ্রকরণতো ব্যক্তং ভাবি, তথাপি সুখবোধার্থমধুনাত্র কিঞ্চিদভিব্যজ্যতে ॥ ৬ ॥

প্রাতঃ-স্মৃত্যাদি কৃষ্ণস্য বাদ্যাদ্যৈশ্চ প্রবোধনম্।
নির্ম্মাল্যোত্তারণাদ্যাদৌ মঙ্গলারাত্রিকং ততঃ ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—প্রাতঃকালীয় শ্রীকৃষ্ণের লীলা শ্রবণ কীর্ত্তনাদি, বাদ্যাদি সহ শ্রীভগবৎ প্রবোধন, নির্মাল্য উত্তারণাদি মঙ্গল আরত্রিক ॥ ৭ ॥

টীকা—প্রাতরিতি, নিত্যমিতবৎ মধ্যাহ্ন-কৃত্যং যাবদনুবর্ত্তত এব ; এবং মধ্যাহ্নাদিকং চোহ্যম্। স্মৃতিঃ স্মরণম্, আদিশব্দেন প্রাতঃকীর্ত্তন-প্রণমন-বিজ্ঞাপনাদি ; প্রবোধনং বাদ্যৈঃ, আদিশব্দাৎ স্তুতি-পাঠাদিভিঃ ; নির্ম্মাল্যোত্তারণম্, আদিশব্দেন শ্রীমুখ-প্রক্ষালনদন্তকাষ্ঠার্পণাদি, আদাবিতি প্রথমং নির্ম্মাল্যোত্তারণস্যাবশ্যকত্বাৎ ॥ ৭ ॥

মৈত্রাদিকৃত্যং শৌচাচমনং দন্তস্য ধাবনম্।
স্নানং তান্ত্রিকসন্ধ্যাদি দেবসদ্মাদিসংক্রিয়া ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—অনন্তর মলত্যাগাদি কৃত্য, শৌচ, আচমন, দন্তধাবন—শয্যাত্যাগের পর করাই উত্তম। প্রাতঃ স্নান, তান্ত্রিক সন্ধ্যাদি, আদি-পদে জলে ভগবৎপূজা। চতুর্থ বিলাসে ভগবন্মন্দির সংমার্জনাদি, স্বস্তিকনির্ম্মাণ ধ্বজপতাকাদি আরোপণ, পীঠপাত্র বস্ত্রাদিসংস্কার ॥ ৮ ॥

টীকা—নিজদন্ত-ধাবনং যদ্যপ্যুত্থানানন্তরমেব কৃত্যমিতি পবিত্রতান্তঃ পূর্ব্বং প্রবিষ্টমেব, তথাপি শৌচাদিবিধিপ্রসঙ্গতোহত্র তদ্বিধিমাত্রলিখনম্। তান্ত্রিকী সন্ধ্যা তদুপাস্তিঃ, আদিশব্দেন জলে ভগবৎপূজা। দেবসদ্মনঃ ভগবদালয়স্য সংক্রিয়া সংমার্জনাদিনা তথা স্বস্তিকনির্ম্মাণ-ধ্বজপতাকাদ্যারোপণেন চ আদিশব্দাৎ পীঠপাত্রবস্ত্রাদিসংস্কারঃ ॥ ৮ ॥

তুলস্যাদ্যাহৃতির্গেহ-স্নানমুষ্ণোদকাদিকম্।
বস্ত্রং পীঠং চোর্দ্ধ্বপুণ্ড্রং শ্রীগোপীচন্দনাদিকম্ ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—তুলসীচয়ণ, পুষ্পাদি আহরণ, নিজ-গৃহে মধ্যাহ্ন স্নান, তাহার বিধি, তাহাও নিকটে গঙ্গাদি তীর্থস্নানের সুযোগ না থাকিলে বা মন্দির সংস্কারাদির পর পূজার জন্য পুনরায় উষ্ণজলে স্নান ব্যবস্থা, স্নানের পর নিজ পরিধেয় বস্ত্র, পীঠ-অর্থাৎ নিজ বসিবার আসন। ঊর্দ্ধ্বপুণ্ড্র তিলক ধারণ, শ্রীগোপীচন্দনাদিদ্বারা ॥ ৯ ॥

টীকা—তুলস্যাঃ, আদিশব্দাৎ পুষ্পাদীনাঞ্চাহরণম্, গেহে নিজগেহে স্নানং তদ্বিধিঃ, তচ্চ বহিস্তীর্থাভাবেন কিংবা শ্রীভগবদালয়সংস্কারাদ্যনন্তরমেব পূজার্থং পুনঃ স্নানাপেক্ষয়া জ্ঞেয়ং, তত্রৈবোষ্ণোদকামলকাদি-স্নানব্যবস্থা চ ; বস্ত্রং স্নানানন্তরং নিজপরিধেয়ম্, পীঠম্ আচমনাদ্যর্থং নিজাসনম্ ॥ ৯ ॥

চক্রাদিমুদ্রা মালা চ গৃহসন্ধ্যার্চ্চনং গুরোঃ।
মাহাত্ম্যঞ্চাথ কৃষ্ণস্য দ্বারবেশ্মান্তরার্চ্চনম্ ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—তিলক ধারণের পর চন্দন দ্বারা বিধিমার্গে চক্রাদি মুদ্রাধারণ এবং তুলসীমালা ধারণ, গৃহে বসিয়া নিজ আহ্নিক পূজা। শ্রীগুরুদেবের পূজা ও মাহাত্ম্য কীর্ত্তন, অষ্টকপাঠ ইত্যাদি। কারণ শ্রীগুরুপূজার পরই শ্রীভগবৎ পূজার বিধান। অতঃপর পঞ্চম বিলাসে শ্রীকৃষ্ণ মন্দিরের দ্বারপূজা ॥১০॥

টীকা—গুরোরর্চনং মাহাত্ম্যঞ্চ ; অথেতি—গুরুপূজানন্তরমেব ভগবৎপূজায়া বিধেয়ত্বাৎ। দ্বারং, বেশ্মান্তরঞ্চ গৃহমধ্যং তয়োরর্চনম্ ॥ ১০ ॥

পূজার্থাসনমর্ঘ্যাদি-স্থাপনং বিঘ্নবারণম্।
শ্রীগুর্ব্বাদিনতির্ভূতশুদ্ধিঃ প্রাণবিশোধনম্ ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—পূজার নিমিত্ত আসন, নিজ বসিবার জন্য নহে। অর্ঘ্যাদি পাত্র যথাস্থানে স্থাপন ও পাদ্যাদি পাত্রে প্রয়োজনীয় দ্রব্যস্থাপন, মঙ্গলঘট স্থাপন ও বিঘ্ননিবারণ, শ্রীগুরুদেবাদির প্রণতি ভূতশুদ্ধি প্রাণায়াম ॥ ১১ ॥

টীকা—পূজার্থেতি—পূর্ব্বলিখিতাৎ নিজপীঠাদ্ভে-

দার্থম্, অর্ঘ্যপাত্রাদীনাং স্থাপনমিতি তত্তদ্দ্রব্যাণাং তত্তৎপাত্রে চ, তত্তৎপাত্রাণাঞ্চ তত্তৎস্থানেষু ধারণং, তথা মঙ্গলঘটস্থাপনঞ্চেত্যর্থঃ ; প্রাণবিশোধনং প্রাণায়াম ইত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥

ন্যাসা মুদ্রাপঞ্চকঞ্চ কৃষ্ণধ্যানান্তরর্চ্চনে ।
পূজাপদানি শ্রীমূর্ত্তি-শালগ্রামশিলাস্তথা ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—মাতৃকাদি ন্যাস, অঙ্গন্যাস, করন্যাস, ঋষ্যাদি স্মরণ। মুদ্রাপঞ্চক বেণুমুদ্রা, বনমালা মুদ্রাদি, শ্রীকৃষ্ণধ্যান, মানসপূজা, পূজাস্থান সমূহ শ্রীঅর্চ্চামূর্ত্তি, শ্রীশালগ্রাম শিলা ॥ ১২ ॥

টীকা—ন্যাসাঃ মাতৃকাদীনামৃষ্যাদ্যন্তনাম্ ; মুদ্রাপঞ্চকম্—বেণুবনমালাদি-মুদ্রাঃ পঞ্চ ; কৃষ্ণস্য ধ্যানম্—অথ প্রকটসৌরভেত্যাদ্যুক্তম্ ; অন্তরর্চনঞ্চ—ধ্যানানন্তরমন্তর্যাগঃ। পূজায়াঃ পদানি স্থানানি—শ্রীশালগ্রামশিলাদীনি সূর্য্যাগ্ন্যাদীনি চ ; শ্রীমূর্ত্তয়ঃ শ্রীভগবৎপ্রতিকৃতয়ঃ শ্রীশালগ্রামশিলাশ্চ তত্তল্লক্ষণাদি ॥ ১২ ॥

দ্বারকোদ্ভবচক্রাণি শুদ্ধয়ঃ পীঠপূজনম্ ।
আবাহনাদি তন্মুদ্রা আসনাদিসমর্পণম্ ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ—দ্বারকাচক্র, শুদ্ধি—সর্ব্ববিধ উপকরণ ক্ষালনাদি। ষষ্ঠবিলাসে—পীঠপূজা, শ্রীদেবতার আবাহনাদি ও তাহার মুদ্রা প্রদর্শন, আসনাদি সমর্পণ, আদিপদে—স্বাগত, পাদ্য, অর্ঘ্য আচমনীয়, মধুপর্ক, পুনরাচমনীয় সমর্পণ ॥ ১৩ ॥

টীকা—শুদ্ধয়ঃ ক্ষালনাদিনা, শ্রীমূর্ত্ত্যাদীনামাবাহনম্, আদি-শব্দাৎ সংস্থাপন-সন্নিধাপনাদিসপ্তকম্ ; তন্মুদ্রাঃ—আবাহনাদি-মুদ্রাঃ, আসনস্য, আদিশব্দাৎ স্বাগতানন্তরমর্ঘ্যপাদ্যাচমনীয়-মধুপর্ক-পুনরাচমনীয়ানাঞ্চ সমর্পণম্ ॥ ১৩ ॥

স্নপনং শঙ্খঘণ্টাদিবাদ্যং নামসহস্রকম্ ।
পুরাণপাঠো বসনমুপবীতং বিভূষণম্ ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ—শ্রীমূর্ত্তিস্নান, শঙ্খবাদ্যাদি, সহস্রনাম-পাঠ, পুরাণপাঠ, পরিধেয় ও উত্তরীয় বসন দান, উপবীত ও বিভূষণ দান ॥ ১৪ ॥

টীকা—স্নপনেঽভ্যঙ্গদ্রব্যপঞ্চামৃতোদ্বর্ত্তনাদীনি ন পৃথক্ লিখিতানি, তেষাং স্নপনাঙ্গত্বাৎ, এবমন্যদপ্যূহ্যম্ ; ভগবতঃ স্নানে শঙ্খ-স্নপনস্য ঘণ্টাবাদ্যস্য চ ফলবিশেষোক্তেঃ, শঙ্খঘণ্টয়োর্মাহাত্ম্যম্, আদি-শব্দাত্তত্রৈব শঙ্খাদিবাদ্যস্য চ মাহাত্ম্যং লেখ্যমিত্যর্থঃ ; বসনাদিকং স্নপনানন্তরং ভগবতেঽর্পণম্ ॥ ১৪ ॥

গন্ধঃ শ্রীতুলসীকাষ্ঠ-চন্দনং কুসুমানি চ ।
পত্রাণি তুলসী চাঙ্গোপাঙ্গাবরণপূজনম্ ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ—গন্ধ চন্দন, শ্রীতুলসীকাষ্ঠ চন্দন দান। সপ্তম বিলাসে—বিবিধ সুগন্ধি পুষ্প, পত্র, তুলসী প্রদান এবং অঙ্গ—মন্ত্রবর্ণ, উপাঙ্গ-বেণু প্রভৃতি, আবরণ-গোপসখাদির পূজন ॥ ১৫ ॥

টীকা—গন্ধান্তর্গতস্যাপি শ্রীতুলসীকাষ্ঠচন্দনস্য পৃথক্ লেখো মাহাত্ম্য-বিশেষতঃ, এবমন্যদপ্যূহ্যম্, পত্রাণি বিল্বাদীনাং ; অঙ্গানাম্ মন্ত্রবর্ণাদীনাম্, উপাঙ্গানাঞ্চ বেণ্বাদীনাম্, আবরণানাঞ্চ গোপকুমারাদীনাং পূজা ॥ ১৫ ॥

ধূপো দীপশ্চ নৈবেদ্যং পানং হোমো বলিক্রিয়া ।
অবগণ্ডুষাদ্যাস্যবাসো দিব্যগন্ধাদিকং পুনঃ ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ—অষ্টম বিলাসে—ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, পানীয়দান, হোম, বলিক্রিয়া-পার্শ্বদেবগণকে ভগবৎ প্রসাদাংশ প্রদান, মুখপ্রক্ষালন, তাম্বূলাদি মুখবাসদান, দিব্যগন্ধাদি লেপন ॥ ১৬ ॥

টীকা—বলিক্রিয়া—বিষ্বক্সেনাদিভ্যো ভগবদুচ্ছিষ্টাংশপ্রদানম্। অবগণ্ডুষং গণ্ডুষার্থজলম্। আদি-শব্দেন দন্তশোধন-পুনরাচমন-শ্রীমুখমার্জনাদি, আস্যবাসঃ লবঙ্গ-তাম্বূলাদি-মুখবাসঃ ॥ ১৬ ॥

রাজোপচারা গীতাদি মহানীরাজনং তথা ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—ছত্রচামরাদি রাজোপচার, গীতবাদ্য নৃত্যাদি সহ মহা আরত্রিক ॥ ১৭ ॥

কৃষ্ণ কৃষ্ণেতি কীর্ত্তনাদিনা মঙ্গলাবহং বা যদুত্থানং শয্যাত্যাগস্তৎ। পবিত্রতা পাণিপাদ-প্রক্ষালন-দন্তধাবনাচমনাদিনা শুচিত্বম্ এতদাদি সর্ব্বং যদ্যপ্যগ্রে স্বতএব তত্তৎপ্রকরণতো ব্যক্তং ভাবি, তথাপি সুখবোধার্থমধুনাত্র কিঞ্চিদভিব্যজ্যতে ॥ ৬ ॥

প্রাতঃ-স্মৃত্যাদি কৃষ্ণস্য বাদ্যাদ্যৈশ্চ প্রবোধনম্ ।
নির্ম্মাল্যোত্তারণাদ্যাদৌ মঙ্গলারাত্রিকং ততঃ ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—প্রাতঃকালীয় শ্রীকৃষ্ণের লীলা শ্রবণ কীর্ত্তনাদি, বাদ্যাদি সহ শ্রীভগবৎ প্রবোধন, নির্ম্মাল্য উত্তারণাদি মঙ্গল আরত্রিক ॥ ৭ ॥

টীকা—প্রাতরিতি, নিত্যমিতবৎ মধ্যাহ্ন-কৃত্যং যাবদনুবর্ত্তত এব ; এবং মধ্যাহ্নাদিকং চোহ্যম্। স্মৃতিঃ স্মরণম্, আদিশব্দেন প্রাতঃকীর্ত্তন-প্রণমন-বিজ্ঞাপনাদি ; প্রবোধনং বাদ্যৈঃ, আদিশব্দাৎ স্তুতি-পাঠাদিভিঃ ; নির্ম্মাল্যোত্তারণম্, আদিশব্দেন শ্রীমুখ-প্রক্ষালনদন্তকাষ্ঠার্পণাদি, আদাবিতি প্রথমং নির্ম্মাল্যোত্তারণস্যাবশ্যকত্বাৎ ॥ ৭ ॥

মৈত্রাদিকৃত্যং শৌচাচমনং দন্তস্য ধাবনম্ ।
স্নানং তান্ত্রিকসন্ধ্যাদি দেবসদ্মাদিসংক্রিয়া ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—অনন্তর মলত্যাগাদি কৃত্য, শৌচ, আচমন, দন্তধাবন—শয্যাত্যাগের পর করাই উত্তম। প্রাতঃ স্নান, তান্ত্রিক সন্ধ্যাদি, আদি-পদে জলে ভগবৎপূজা। চতুর্থ বিলাসে ভগবন্মন্দির সংমার্জনাদি, স্বস্তিকনির্ম্মাণ ধ্বজপতাকাদি আরোপণ, পীঠপাত্র বস্ত্রাদিসংস্কার ॥ ৮ ॥

টীকা—নিজদন্ত-ধাবনং যদ্যপ্যুত্থানানন্তরমেব কৃত্যমিতি পবিত্রতান্তঃ পূর্ব্বং প্রবিষ্টমেব, তথাপি শৌচাদিবিধিপ্রসঙ্গতোহত্র তদ্বিধিমাত্রলিখনম্। তান্ত্রিকী সন্ধ্যা তদুপাস্তিঃ, আদিশব্দেন জলে ভগবৎপূজা। দেবসদ্মনঃ ভগবদালয়স্য সংক্রিয়া সংমার্জনাদিনা তথা স্বস্তিকনির্ম্মাণ-ধ্বজপতাকাদ্যারোপণেন চ আদি-শব্দাৎ পীঠপাত্রবস্ত্রাদিসংস্কারঃ ॥ ৮ ॥

তুলস্যাদ্যাহৃতির্গেহ-স্নানমুষ্ণোদকাদিকম্ ।
বস্ত্রং পীঠং চোর্দ্ধ্বপুণ্ড্রং শ্রীগোপীচন্দনাদিকম্ ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—তুলসীচয়ণ, পুষ্পাদি আহরণ, নিজ-গৃহে মধ্যাহ্ন স্নান, তাহার বিধি, তাহাও নিকটে গঙ্গাদি তীর্থস্নানের সুযোগ না থাকিলে বা মন্দির সংস্কারাদির পর পূজার জন্য পুনরায় উষ্ণজলে স্নান ব্যবস্থা, স্নানের পর নিজ পরিধেয় বস্ত্র, পীঠ-অর্থাৎ নিজ বসিবার আসন। উর্দ্ধ্বপুণ্ড্র তিলক ধারণ, শ্রীগোপীচন্দনাদিদ্বারা ॥ ৯ ॥

টীকা—তুলস্যাঃ, আদিশব্দাৎ পুষ্পাদীনাঞ্চাহরণম্, গেহে নিজগেহে স্নানং তদ্বিধিঃ, তচ্চ বহিস্তীর্থাভাবেন কিংবা শ্রীভগবদালয়সংস্কারাদ্যনন্তরমেব পূজার্থং পুনঃ স্নানাপেক্ষয়া জ্ঞেয়ং, তত্রৈবোষ্ণোদকামলকাদি-স্নানব্যবস্থা চ ; বস্ত্রং স্নানানন্তরং নিজপরিধেয়ম্, পীঠম্ আচমনাদ্যর্থং নিজাসনম্ ॥ ৯ ॥

চক্রাদিমুদ্রা মালা চ গৃহসন্ধ্যার্চ্চনং গুরোঃ ।
মাহাত্ম্যঞ্চাথ কৃষ্ণস্য দ্বারবেশ্মান্তরার্চ্চনম্ ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—তিলক ধারণের পর চন্দন দ্বারা বিধিমার্গে চক্রাদি মুদ্রাধারণ এবং তুলসীমালা ধারণ, গৃহে বসিয়া নিজ আহ্নিক পূজা। শ্রীগুরুদেবের পূজা ও মাহাত্ম্য কীর্ত্তন, অষ্টকপাঠ ইত্যাদি। কারণ শ্রীগুরুপূজার পরই শ্রীভগবৎ পূজার বিধান। অতঃ-পর পঞ্চম বিলাসে শ্রীকৃষ্ণ মন্দিরের দ্বারপূজা ॥১০॥

টীকা—গুরোরর্চনং মাহাত্ম্যঞ্চ ; অথেতি—গুরু-পূজানন্তরমেব ভগবৎপূজায়া বিধেয়ত্বাৎ। দ্বারং, বেশ্মান্তরঞ্চ গৃহমধ্যং তয়োরর্চনম্ ॥ ১০ ॥

পূজার্থাসনমর্ঘ্যাদি-স্থাপনং বিঘ্নবারণম্ ।
শ্রীগুর্ব্বাদিনতির্ভূতশুদ্ধিঃ প্রাণবিশোধনম্ ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—পূজার নিমিত্ত আসন, নিজ বসিবার জন্য নহে। অর্ঘ্যাদি পাত্র যথাস্থানে স্থাপন ও পাদ্যাদি পাত্রে প্রয়োজনীয় দ্রব্যস্থাপন, মঙ্গলঘট স্থাপন ও বিঘ্ননিবারণ, শ্রীগুরুদেবাদির প্রণতি ভূতশুদ্ধি প্রাণায়াম ॥ ১১ ॥

টীকা—পূজার্থেতি—পূর্ব্বলিখিতাৎ নিজপীঠাদ্ভে-

দার্থম্, অর্ঘ্যপাত্রাদীনাং স্থাপনমিতি তত্তদ্দ্রব্যাণাং তত্তৎপাত্রে চ, তত্তৎপাত্রাণাঞ্চ তত্তৎস্থানেষু ধারণং, তথা মঙ্গলঘটস্থাপনঞ্চেত্যর্থঃ ; প্রাণবিশোধনং প্রাণায়াম ইত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥

ন্যাসা মুদ্রাপঞ্চকঞ্চ কৃষ্ণধ্যানান্তরর্চ্চনে।
পূজাপদানি শ্রীমূর্ত্তি-শালগ্রামশিলাস্তথা ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—মাতৃকাদি ন্যাস, অঙ্গন্যাস, করন্যাস, ঋষ্যাদি স্মরণ। মুদ্রাপঞ্চক বেণুমুদ্রা, বনমালা মুদ্রাদি, শ্রীকৃষ্ণধ্যান, মানসপূজা, পূজাস্থান সমূহ শ্রীঅর্চ্চামূর্ত্তি, শ্রীশালগ্রাম শিলা ॥ ১২ ॥

টীকা—ন্যাসাঃ মাতৃকাদীনামৃষ্যাদ্যন্তনাম্ ; মুদ্রাপঞ্চকম্—বেণুবনমালাদি-মুদ্রাঃ পঞ্চ ; কৃষ্ণস্য ধ্যানম্—অথ প্রকটসৌরভেত্যাদ্যুক্তম্ ; অন্তরর্চনঞ্চ—ধ্যানানন্তরমন্তর্যাগঃ। পূজায়াঃ পদানি স্থানানি—শ্রীশালগ্রামশিলাদীনি সূর্য্যাগ্ন্যাদীনি চ ; শ্রীমূর্ত্তয়ঃ শ্রীভগবৎপ্রতিকৃতয়ঃ শ্রীশালগ্রামশিলাশ্চ তত্তল্লক্ষণাদি ॥ ১২ ॥

দ্বারকোদ্ভবচক্রাণি শুদ্ধয়ঃ পীঠপূজনম্।
আবাহনাদি তন্মুদ্রা আসনাদিসমর্পণম্ ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ—দ্বারকাচক্র, শুদ্ধি—সর্ব্ববিধ উপকরণ ক্ষালনাদি। ষষ্ঠবিলাসে—পীঠপূজা, শ্রীদেবতার আবাহনাদি ও তাহার মুদ্রা প্রদর্শন, আসনাদি সমর্পণ, আদিপদে—স্বাগত, পাদ্য, অর্ঘ্য আচমনীয়, মধুপর্ক, পুনরাচমনীয় সমর্পণ ॥ ১৩ ॥

টীকা—শুদ্ধয়ঃ ক্ষালনাদিনা, শ্রীমূর্ত্ত্যাদীনামাবাহনম্, আদি-শব্দাৎ সংস্থাপন-সন্নিধাপনাদিসপ্তকম্ ; তন্মুদ্রাঃ—আবাহনাদি-মুদ্রাঃ, আসনস্য, আদিশব্দাৎ স্বাগতানন্তরমর্ঘ্যপাদ্যাচমনীয়-মধুপর্ক-পুনরাচমনীয়ানাঞ্চ সমর্পণম্ ॥ ১৩ ॥

স্নপনং শঙ্খঘণ্টাদিবাদ্যং নামসহস্রকম্।
পুরাণপাঠো বসনমুপবীতং বিভূষণম্ ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ—শ্রীমূর্ত্তিস্নান, শঙ্খবাদ্যাদি, সহস্রনামপাঠ, পুরাণপাঠ, পরিধেয় ও উত্তরীয় বসন দান, উপবীত ও বিভূষণ দান ॥ ১৪ ॥

টীকা—স্নপনেঽভ্যঙ্গদ্রব্যপঞ্চামৃতোদ্বর্ত্তনাদীনি ন পৃথক্ লিখিতানি, তেষাং স্নপনাঙ্গত্বাৎ, এবমন্যদপ্যূহ্যম্ ; ভগবতঃ স্নানে শঙ্খ-স্নপনস্য ঘণ্টাবাদ্যস্য চ ফলবিশেষোক্তেঃ, শঙ্খঘণ্টয়োর্মাহাত্ম্যম্, আদি-শব্দাত্তত্রৈব শঙ্খাদিবাদ্যস্য চ মাহাত্ম্যং লেখ্যমিত্যর্থঃ ; বসনাদিকং স্নপনানন্তরং ভগবতেঽর্পণম্ ॥ ১৪ ॥

গন্ধঃ শ্রীতুলসীকাষ্ঠ-চন্দনং কুসুমানি চ।
পত্রাণি তুলসী চাঙ্গোপাঙ্গাবরণপূজনম্ ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ—গন্ধ চন্দন, শ্রীতুলসীকাষ্ঠ চন্দন দান। সপ্তম বিলাসে—বিবিধ সুগন্ধি পুষ্প, পত্র, তুলসী প্রদান এবং অঙ্গ—মন্ত্রবর্ণ, উপাঙ্গ-বেণু প্রভৃতি, আবরণ-গোপসখাদির পূজন ॥ ১৫ ॥

টীকা—গন্ধান্তর্গতস্যাপি শ্রীতুলসীকাষ্ঠচন্দনস্য পৃথক্ লেখো মাহাত্ম্য-বিশেষতঃ, এবমন্যদপ্যূহ্যম্, পত্রাণি বিল্বাদীনাং ; অঙ্গানাম্ মন্ত্রবর্ণাদীনাম্, উপাঙ্গানাঞ্চ বেণ্বাদীনাম্, আবরণানাঞ্চ গোপকুমারাদীনাং পূজা ॥ ১৫ ॥

ধূপো দীপশ্চ নৈবেদ্যং পানং হোমো বলিক্রিয়া।
অবগণ্ডূষাদ্যাস্যবাসো দিব্যগন্ধাদিকং পুনঃ ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ—অষ্টম বিলাসে—ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, পানীয়দান, হোম, বলিক্রিয়া-পার্শ্বদেবগণকে ভগবৎ প্রসাদাংশ প্রদান, মুখপ্রক্ষালন, তাম্বূলাদি মুখবাসদান, দিব্যগন্ধাদি লেপন ॥ ১৬ ॥

টীকা—বলিক্রিয়া—বিষ্বক্সেনাদিভ্যো ভগবদুচ্ছিষ্টাংশপ্রদানম্। অবগণ্ডুষং গণ্ডুষার্থজলম্। আদি-শব্দেন দন্তশোধন-পুনরাচমন-শ্রীমুখমার্জনাদি, আস্যবাসঃ লবঙ্গ-তাম্বূলাদি-মুখবাসঃ ॥ ১৬ ॥

রাজোপচারা গীতাদি মহানীরাজনং তথা ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—ছত্রচামরাদি রাজোপচার, গীতবাদ্য নৃত্যাদি সহ মহা আরত্রিক ॥ ১৭ ॥

টীকা—রাজোপচারাঃ ছত্রচামরাদয়ঃ, গীতম্ আদিশব্দাৎ বাদ্যং নৃত্যঞ্চ, শঙ্খাদীনাং বাদনং পূর্ব্বং স্নানসম্বন্ধি, অধুনা চ মহানীরাজনবিষয়কমিতি ভেদঃ ॥ ১৭ ॥

———

শঙ্খাদিবাদনং সাম্বু-শঙ্খনীরাজনং স্তুতিঃ।
নতিঃ প্রদক্ষিণা কর্ম্মাদ্যর্পণং জপযাচনে।
আগঃক্ষমাপণং নানাগাংসি নির্ম্মাল্যধারণম্ ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ—শঙ্খধ্বনি, সজলশঙ্খনীরাজন, স্তব-স্তুতিপাঠ, প্রণাম, প্রদক্ষিণ, কর্ম্মার্পণ, জপ, প্রার্থনা, পাপ অপরাধাদি ক্ষমাপণ, নির্ম্মাল্যধারণ ॥ ১৮ ॥

টীকা—জলযুক্তশঙ্খেন নিরাজনং, জপঃ যাচনঞ্চ প্রার্থনা, আগসামপরাধানাং ক্ষমাপণং, নানা—নানা-বিধান্যাগাংসি। নির্ম্মাল্যস্য শ্রীভগবৎপাদাব্জোত্তীর্ণস্য তুলস্যাদেনিজমস্তকে ধারণম্ ॥ ১৮।

———

শঙ্খাম্বু তীর্থং তুলসীপূজা তন্মৃত্তিকাদি চ।
ধাত্রী স্নাননিষেধস্য কালো বৃত্তেরুপার্জ্জনম ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ—নবমবিলাসে—শঙ্খজল মস্তকে ধারণ, শ্রীচরণামৃত পান, তুলসীবনপূজা, তুলসীমৃত্তিকা ও কাষ্ঠমালাদি ধারণ মাহাত্ম্য, ধাত্রী মাহাত্ম্য। উৎসবাদিতে আগত অস্পৃশ্য ব্যক্তির স্পর্শে বা উৎসবান্তে স্নান নিষেধ। অতঃপর নিজনিজ শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন অধ্যাপনদ্বারা শুক্লবৃত্তি জীবিকা উপার্জন ॥ ১৯ ॥

টীকা—শঙ্খাম্বু—শ্রীভগবন্নীরাজিত-শঙ্খজলং তীর্থং শ্রীচরণোদকং, তুলসীবনে শ্রীভগবতস্তুলস্যাশ্চ পূজনং, তস্যাস্তুলস্যা মৃত্তিকা-কাষ্ঠাদি, ধাত্রী আমলকী তন্মাহাত্ম্যমিত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥

———

মধ্যাহ্নে বৈশ্বদেবাদি শ্রাদ্ধং চানর্প্যমচ্যুতে।
বিনার্চ্চামশনে দোষাস্তথানর্পিতভোজনে ॥ ২০ ॥
নৈবেদ্যভক্ষণং সন্তঃ সৎসঙ্গোঽসদসঙ্গতিঃ।
অসদ্গতির্বৈষ্ণবোপহাস-নিন্দাদি-দুষ্ফলম্ ॥ ২১ ॥

অনুবাদ—মধ্যাহ্নে বৈষ্ণব-শ্রাদ্ধবিধি, (শ্রীভগবানে অর্পণের অযোগ্য বস্তুদান নিষেধ,) শ্রীভগবানকে অর্পণ না করিয়া ভোজনে দোষ, প্রসাদী নৈবেদ্য ভক্ষণ বিধি ॥ ২০ ॥

অনুবাদ—দশমবিলাসে—শ্রীভগবদ্ভক্তগণ সাধু, সৎসঙ্গ করণীয়, অসৎসঙ্গ বর্জ্জনীয়, অসদ্গণের গতি, বৈষ্ণবগণের উপহাসনিন্দাদি দ্বারা যে কুফল ॥ ২১ ॥

টীকা—বৈশ্বদেবাদিকং শ্রাদ্ধঞ্চ বৈষ্ণবৈর্যথা কার্য্যং তদ্বিধিরিত্যর্থঃ, বৈষ্ণবকৃত্যানামেব লিখনাৎ; অচ্যুতে শ্রীভগবতি, অনর্প্যম্ অর্পণাযোগ্যম্, অর্চাং ভগবৎ-পূজাং বিনা ভোজনে দোষাঃ; তথেতি—ভগবত্যনর্পিতস্য দ্রব্যস্য ভোজনে চ দোষাঃ; সন্তঃ শ্রীভগবদ্ভক্তাঃ, অসদ্ভিরসঙ্গতিঃ অসৎসঙ্গপরিত্যাগ ইত্যর্থঃ; অসতাং গতির্নিষ্ঠা, বৈষ্ণবানামুপহাসাদিনা যদ্দুষ্টং ফলং ভবতি তৎ, যদ্যপ্যসদ্গত্যন্তর্গতমেব তৎ স্যাৎ, তথাপি বিশেষতো বৈষ্ণববিষয়কাপরাধলক্ষণ-পরমাসাধুত্বপরিহারার্থং পৃথগ্ লিখিতম্ ॥ ২০-২১ ॥

———

সতাং ভক্তির্বিষ্ণুশাস্ত্রং শ্রীমদ্ভাগবতং তথা।
লীলাকথা চ ভগবদ্ধর্ম্মাঃ সায়ং নিজক্রিয়াঃ ॥ ২২ ॥
কর্ম্মপাতপরীহারস্ত্রিকালার্চ্চা বিশেষতঃ।
নক্তংকৃত্যান্যথো পূজাফলসিদ্ধ্যাদিদর্শনম্ ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ—সাধুগণের প্রতিভক্তি—অভিগমন ও স্তুতিদ্বারা সম্মান প্রদর্শন, বৈষ্ণবশাস্ত্রপাঠ শ্রবণাদি, শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ কীর্ত্তনপূজনাদি, লীলাকথা শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি, ভগবদ্ধর্ম্ম সমূহ ও তাহার মাহাত্ম্য। একাদশ বিলাসে—সন্ধ্যাকালে নিজক্রিয়া সন্ধ্যা উপাসনাদি, বৈষ্ণবগণের কর্ম্মপাতে দোষ নাই। বিশেষতঃ বৈষ্ণবগণের ত্রিকাল অর্চ্চন। রাত্রিকৃত্য, গীতবাদ্যাদিসহ শ্রীভগবানের শয়ন উপচার দান। অনন্তর পূজাফল প্রাপ্তির উপায়, আদি পদে পূজাতে অশক্ত ব্যক্তির পূজা দর্শনে বা শ্রীমূর্ত্তিদর্শনে পূজাফল প্রাপ্তি হয় ॥ ২২-২৩ ॥

টীকা—ভক্তিঃ অভিগমনস্তুত্যাদিনা সম্মাননং, লীলাকথেতি—ভগবল্লীলা-কথায়াঃ শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি, তত্ত্যাগে দোষশ্চ, নিজক্রিয়াঃ সন্ধ্যোপাস্ত্যাদি-কর্ম্মাণি; বৈষ্ণবানাং কর্ম্মপাতস্য পরীহারঃ—তদ্দোষনিরাকরণ-সিদ্ধান্ত ইত্যর্থঃ; বিশেষতস্ত্রিকালার্চনম্—কালত্রয়-

পূজাবিধিবিশেষ ইত্যর্থঃ ; নক্তং-কৃতানি—গীতবাদ্যাদিপূর্ব্বক-শ্রীভগবচ্ছয়নোপচারকল্পনাদীনি, পূজাফলস্য সিদ্ধিঃ যথা সম্পূর্ণতা স্যাৎ, তৎপ্রকার ইত্যর্থঃ ; আদি-শব্দেন অশক্তস্য পূজাফলপ্রাপ্ত্যুপায়ঃ দর্শনম্—পূজায়াঃ শ্রীমূর্ত্তের্বা অবলোকনম্ ॥ ২২-২৩ ॥

———

বিষ্ণ্বর্থদানং বিবিধোপচারা ন্যূনপূরণম্ ।
শয়নং মহিমার্চ্চায়াঃ শ্রীমন্নাম্নস্তথাদ্ভুতঃ ॥ ২৪ ॥
নামাপরাধা ভক্তিশ্চ প্রেমাথাশ্রয়ণাদয়ঃ ।
পক্ষেষ্বেকাদশী সাঙ্গা শ্রীদ্বাদশ্যষ্টকং মহৎ ॥২৫॥
কৃত্যানি মার্গশীর্ষাদি-মাসেষু দ্বাদশস্বপি ।
পুরশ্চরণ-কৃত্যানি মন্ত্রসিদ্ধস্য লক্ষণম্ ॥ ২৬ ॥
মূর্ত্ত্যাবির্ভাবনং মূর্ত্তিপ্রতিষ্ঠা কৃষ্ণ-মন্দিরম্ ।
জীর্ণোদ্ধৃতিঃ শ্রীতুলসীবিবাহোঽনন্যকর্ম্ম চ । ॥ ২৭॥

অনুবাদ—শ্রীভগবদুদ্দেশ্যে কপিলা গাভীদান, বিবিধ উপচার, উপচার বিশেষের অভাবে তাহার সমাধান, নিজ শয়নবিধি, শ্রীভগবৎ পূজনের মহিমা, শ্রীভগবন্নামমহিমা অদ্ভুত ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ—পদ্মপুরানোক্ত দশবিধ নামাপরাধসমূহ, শ্রীনামসেবাদ্বারা নামাপরাধ ক্ষয় । শ্রীভগবদ্ভক্তির সুদুর্লভতা, মাহাত্ম্য, লক্ষণ প্রেমা-প্রেমসম্পত্তির লক্ষণ, শরণাগতি, আদিপদে উচ্চনীচ—আচার সমূহ ॥ এই পর্য্যন্ত নিত্য দৈনন্দিনকৃত্য, অতঃপর দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ বিলাসে—পক্ষকৃত্য শ্রীএকাদশী ব্রত, অঙ্গসমূহ—দশমী একাদশী ও দ্বাদশী পালন নিয়মসমূহ । অষ্টমহাদ্বাদশী ব্রতনিয়ম, মাহাত্ম্য জাগরণ ইত্যাদি ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ—চতুর্দ্দশ ও পঞ্চদশ বিলাসে—অগ্রহায়নাদি একাদশ মাসকৃত্য বিধি ।

ষোড়শ বিলাসে—কার্ত্তিকমাস ব্রত-বিধি মাহাত্ম্য ।

সপ্তদশ বিলাসে—ইষ্টমন্ত্রের পুরশ্চরণ বিধি, মন্ত্রসিদ্ধের লক্ষণ ॥ ২৬ ॥

অষ্টাদশ বিলাসে—শ্রীমূর্ত্তির আবির্ভাব প্রকার ।

ঊনবিংশ বিলাসে—শ্রীমূর্ত্তিপ্রতিষ্ঠা বিধি ।

বিংশ বিলাসে—শ্রীকৃষ্ণমন্দির নির্ম্মাণ বিধি মাহাত্ম্য ।

জীর্ণমন্দির সংস্কার, শ্রীতুলসীবিবাহ পদ্ধতি, অনন্যভক্তের লক্ষণ ॥ ২৬-২৭ ॥

পূর্ব্বোক্ত বিষয় সমূহের বিচারপূর্ব্বক শাস্ত্রীয়-প্রমাণ সহ বিস্তৃত বর্ণন করিতেছেন । তন্মধ্যে শ্রীগুরু চরণাশ্রয়ের কারণ বলিতেছেন—

টীকা—বিষ্ণ্বর্থং কপিলাদি-দানং, তদ্দুগ্ধাদিনা নিত্যপূজাসিদ্ধের্নিত্যপূজার্থদ্রব্যদানাভিপ্রায়তো বা নিত্যকৃত্যমধ্যে লিখিতম্ ; ন্যূনপূরণমলব্ধোপচার-সমাধানং, শয়নং নিজশয়নবিধি অর্চ্চায়াঃ শ্রীভগবৎ-পূজায়া মহিমা মাহাত্ম্যং, শ্রীমন্নাম্নশ্চ মহিমা অদ্ভুত ইতি শ্রীভগবন্নাম-মাহাত্ম্যেঽর্থবাদকল্পনা পরমদোষাবহা, নামসেবয়া নামাপরাধক্ষয়শ্চেত্যপি সূচয়তি ; ভক্তিঃ শ্রীভগবদ্ভক্তের্দৌর্ল্লভ্যাদি-মাহাত্ম্যং লক্ষণঞ্চেত্যর্থঃ ; প্রেমা প্রেমসম্পত্তিলক্ষণমিত্যর্থঃ ; আশ্রয়ণং শরণাগতিস্তস্য কাদাচিৎকত্বেঽপি নিত্যকৃত্যান্তর্লেখো নিত্যং শ্রীভগবৎস্থানাশ্রয়ণাদিলক্ষণতয়া নিত্যানুকূল্যস্য সঙ্কল্পাদিলক্ষণতয়া চ নিত্যকৃত্যান্তরেব পর্য্যবসানাৎ ; আদি-শব্দেন উচ্চাবচসদাচারাঃ ; এবং লেখ্যনিত্যকৃত্যানি ক্রমেণ প্রতিজ্ঞায় পক্ষকৃত্য-মাস-কৃত্যাদীনি লেখ্যানি প্রতিজানীতে—পক্ষেষ্বিত্যাদিনা । অঙ্গানি—দশম্যাদি-দিনত্রয়নিয়মাঃ, জাগরণং, দ্বাদশ্যপেক্ষণাদীনি চ, তৈঃ সহিতমেকাদশীব্রতং তত্তন্মাহাত্ম্যং তত্তদ্ব্রতদিন-নির্ণয়াদি চেত্যর্থঃ, এবমন্যদপূহ্যম্ ; সাঙ্গেতি—লিঙ্গবচনব্যত্যয়েন অগ্রেঽপি সর্ব্বত্র যথাযথং যোজ্যম্ ; সিদ্ধস্য পুরশ্চরণাদিনা সিদ্ধমন্ত্রস্যেত্যর্থঃ ; মূর্ত্তীনাং শ্রীভগবৎপ্রতিমানামাবির্ভাবনং শিল্পাদিদ্বারা নিষ্পাদনমিত্যর্থঃ ; কথঞ্চিদ্বৈগুণ্যে শ্রীমূর্ত্তেঃ পুনঃ সংস্কারঃ প্রতিষ্ঠাবিধান্তর্গত এবেতি পৃথক্ নোল্লিখিতঃ ; এবং প্রকারাদিনির্ণয়-বৃক্ষরোপণাদিকমপি মন্দিরানুষঙ্গিকতয়া পৃথক্ নোল্লিখিতম্ ; জীর্ণানাং প্রাসাদাদীনাম্ উদ্ধৃতিরুদ্ধারঃ, অনন্যানামেকান্তিনাং কৃত্যম্ ॥ ২৪-২৭ ॥

———

তত্র শ্রীগুরূপসত্তি-কারণম্

কৃপয়া কৃষ্ণদেবস্য তদ্ভক্তজনসঙ্গতঃ ।
ভক্তের্ম্মাহাত্ম্যমাকর্ণ্য তামিচ্ছন্ সদ্গুরুং ভজেৎ ॥২৮

অনুবাদ—শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের কৃপাহেতু তাঁহার ভক্তজনগণের সঙ্গলাভ হয়, ঐ ভক্তসঙ্গফলে শ্রীভক্তির

মাহাত্ম্যশ্রবণ করিয়া মোক্ষলঘুতাকৃদ্ ভক্তিলাভেচ্ছু সদ্‌গুরুচরণাশ্রয় করিবেন ॥ ২৮ ॥

টীকা—অধুনা প্রতিজ্ঞাতং তত্তদেব বিস্তার্য (বিচার্য) লিখতি—তত্রেত্যাদিনা যাবৎসমাপ্তি ; তত্র তেষু শ্রীগুরূপসত্তেঃ প্রপদোত উপাসীত সংশ্রয়ীত্যেতা-দিনাহগ্রে লেখ্যায়াঃ কারণমিদং লিখ্যত ইতি শেষ ; এবমগ্রেহপি সর্ব্বত্র ; তদেব লিখতি—কৃপয়েত্যাদিনা পুরুষো বেদেত্যন্তেন। কৃষ্ণদেবস্য কৃপয়া যন্তস্য ভক্তজনৈঃ সঙ্গস্তস্মাৎ, মাহাত্ম্যং মোক্ষাদপ্যাধিক্যাদি, তাং ভক্তিং, সন্তং লেখ্যলক্ষণৈরুত্তমং গুরুমাশ্রয়েৎ ॥ ২৮ ॥

অত্রানুভূয়তে নিত্যং দুঃখশ্রেণী পরত্র চ।
দুঃসহা শ্রূয়তে শাস্ত্রাত্তিতীর্ষেদপি তাং সুধীঃ ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ—সুধীব্যক্তি ইহলোকে প্রতিদিন দুঃখ-পরম্পরা অনুভব করিয়া এবং শাস্ত্র হইতে পরলোকেও দুঃসহ দুঃখ সমূহ শ্রবণ করিয়া তাহা হইতে উদ্ধার-লাভের ইচ্ছায় ও ভক্তিমাহাত্ম্য শ্রবণকারী সদ্‌গুরু-চরণাশ্রয় করিবেন। অন্যথা আত্মঘাতী ব্যাধের ন্যায় কুধী ॥ ২৯ ॥

টীকা—ননু বিষয়সুখাসক্তানাং তাদৃশজ্ঞানং দুর্ঘ-টমেবেতি কুতো ভক্তীচ্ছাহস্ত ? সত্যং, দুঃখসাগর-তরণেচ্ছয়াপি ভক্তিং বাঞ্ছন্ সদ্‌গুরুমপেক্ষেতৈবে-ত্যাশয়েন লিখতি—অত্রেতি ; দুঃখস্য শ্রেণী-পরম্পরা শাস্ত্রাচ্ছ্রূয়ত ইতি বেদবাক্যে বিশ্বাসাৎ সাপি প্রত্যেত-ব্যৈব, ন ত্ববিশ্বসনীয়েত্যর্থঃ ; অতস্তাং দুঃখশ্রেণীমপি তরীতুমিচ্ছেৎ, মা তাদৃশ-মাহাত্ম্যং ভক্তিমিচ্ছত্বিত্যহো বত শোচ্যতেত্যপি-শব্দার্থঃ ; সুধীশ্চেৎ, অন্যথা বিচারাভাবেন পশুবন্নির্বুদ্ধিরেবেত্যর্থঃ ; যদ্বা, মিথ্যা-দুঃখাবলীসহনেন ব্যাধাদিবৎ কুধীরেবেত্যথঃ ॥ ২৯ ॥

তথা চোক্তমেকাদশস্কন্ধে (শ্রীভাঃ ১১।৯।২৯) ভগবতা শ্রীদত্তেন—

লব্ধ্বা সুদুর্ল্লভমিদং বহুসম্ভবান্তে,
মানুষ্যমর্থদমনিত্যমপীহ ধীরঃ।
তূর্ণং যতেত ন পতেদনুমৃত্যু যাব,-
ন্নিঃশ্রেয়সায় বিষয়ঃ খলু সর্ব্বতঃ স্যাৎ ॥৩০॥

অনুবাদ—এ বিষয়ে শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।৯।২৯) শ্রীদত্তাত্রেয়—বলিয়াছেন বহু জন্ম ভ্রমণের পর এই সংসারে মনুষ্যজন্ম অনিত্য হইলেও অর্থদ নিত্য পরমমঙ্গলপ্রদ, সুদুর্ল্লভ এই মনুষ্যদেহ ভগবদনুগ্রহে পাইয়া ক্ষণভঙ্গুর এই শরীর পতনের পূর্ব্বপর্য্যন্ত বিবেকী ব্যক্তি সত্বর পরমমঙ্গল লাভের জন্য যত্ন করিবেন। বিষয়—জাগতিক ভোগ্য বস্তু নিশ্চয়ই পশু আদি নিকৃষ্ট জন্মেও সর্ব্বত্র সুলভ। কিন্তু মনুষ্যদেহ ব্যতীত নিত্যসত্যের সন্ধান লাভ হয় না ॥ ৩০ ॥

টীকা—স্বলিখিতমেতদেব মহাপুরাণোক্তপদ্যদ্বয়েন প্রমাণয়তি—তথা চোক্তমিতি ; 'যে শ্রীভাগবতাদীনাং শ্লোকার্থা বিদিতা হি তে। সুদুর্গমস্তথাপ্যর্থস্তেষু কশ্চিদ্বিশিষ্যতে (বিশদ্যতে) ॥' তথাহি—মৃত্যোরনু পশ্চাৎ যাবন্ন পতেৎ তাবদেব নিঃশ্রেয়সায় তূর্ণং যতেত ; যদ্বা, অনু নিরন্তরং মৃত্যবো মরণানি যস্য ; যদ্বা, মৃত্যুহেতবো রোগাদয়ো মৃত্যব ইব বিবিধবহুল-মহাদুঃখানি বা যস্মিন্ তৎ, বিষয়স্তু সর্ব্বতঃ পশ্বাদি-যোনিষ্বপি স্যাদেব ॥ ৩০ ॥

স্বয়ং শ্রীভগবতা চ (শ্রীভা ১১।২০।১৭)—

নৃদেহমাদ্যং সুলভং সুদুর্ল্লভং,
প্লবং সুকল্পং গুরুকর্ণধারম্।
ময়ানুকূলেন নভস্বতেরিতং,
পুমান্ ভবাব্ধিং ন তরেৎ স আত্মহা ॥৩১॥

অনুবাদ—স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও বলিয়াছেন (১১।২০।১৭)—যে ব্যক্তি এই মনুষ্যদেহ প্লব—ভব সমুদ্রপারের নৌকা, আদ্য—এই দেহদ্বারা উপার্জ্জিত সর্ব্বফলপ্রাপ্তির মূল, সুদুর্ল্লভ হইলেও যদৃচ্ছাক্রমে সুখলভ্য সুযোগ্য এবং গুরুকর্ণধার নাবিকযুক্ত, আর স্মরণমাত্র আমার ন্যায় অনুকূল পবন প্রেরিত হইয়াও ভবসমুদ্র পার না হয়, সে ব্যক্তি আত্মঘাতী। অর্থাৎ এই মনুষ্যদেহকে গুরুপদাশ্রয়রূপ কর্ণধার যুক্ত করিয়া, কর্ণধার পরিচালিত নৌকাকে আশ্রয় করিয়া, শ্রীগুরু কর্ত্তৃক ভগবদুন্মুখী করিয়া অনুকূল-বায়ুপ্রেরিতের ন্যায় স্মরণ মাত্রেই শ্রীকৃষ্ণ অধিষ্ঠিত এই মনুষ্যদেহ দ্বারা ভবসাগর উত্তীর্ণ না হয়, হে উদ্ধব সেই ব্যক্তি আত্মঘাতী—আত্মার শত্রু ॥ ৩১ ॥

টীকা—স্বয়মিতি — নিজেষ্টদৈবত - শ্রীকৃষ্ণাভিপ্রায়েণ ; যদ্বা, 'কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্' (শ্রীভা ১।৩।২৮) ইত্যভিপ্রায়েণ ; চকারাদুক্তমিতি পূর্বগতপদেনান্বয়ঃ, এবমগ্রেঽপি বোদ্ধব্যম্ ; নৃদেহং প্লবং নাবং প্রাপ্যেত্যধ্যাহারঃ, আদ্যং সর্ব্বফলানাং মূলম্, এতদুপাজিতকর্ম্মভিঃ সর্ব্বফলাবাপ্তেঃ ; সুদুর্লভমৃদ্যমকোটিভিরপি প্রাপ্তুমশক্যং, তথাপি সুলভং সৎ, যদৃচ্ছয়া লব্ধত্বাৎ ; সুকল্পং পটুতরং, গুরুঃ সংশ্রিতমাত্র এব কর্ণধারো নেতা যস্য তৎ, ময়া স্মৃতমাত্রেণানুকূলেন মারুতেন প্রেরিতম্ ; যদ্বা, অত্রাপি কৃত্বেত্যধ্যাহার্য্যং, বক্তুর্গাম্ভীর্য্যেণ তদুক্তৌ স্বভাবত উন্নেয়-শতাপাতাৎ। ততশ্চায়মর্থঃ —নৃদেহমিদং গুরুকর্ণধারং কৃত্বা কর্ণধারনীয়মান-প্লববদাশ্রয়মাত্রেণ গুরুণা সংকৃত্যাভিমুখং প্রবর্ত্ত্য তথানুকূলবাত-প্রেরিতবৎ স্মৃতিমাত্রেণ ময়াধিষ্ঠিতং সৎ কৃতার্থং কৃত্বা যো ন তরেৎ, স আত্মহৈবেতি ॥ ৩১ ॥

———

অথ শ্রীগুরূপসত্তিঃ

তত্রৈব (শ্রীভাঃ ১১।৩।২১) শ্রীপ্রবুদ্ধ-যোগেশ্বরোক্তৌ—

তস্মাদ্গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উত্তমম্।
শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ম্ ॥ ৩২॥

অনুবাদ—এইভাবে শ্রীগুরু চরণাশ্রয়ের কারণ উল্লেখ করিয়া শ্রীগুরুচরণাশ্রয় কার্য্যটি লিখিতেছেন—শ্রীভাগবতে (১১।৩।২১) শ্রীপ্রবুদ্ধ যোগেশ্বরের উক্তিতে—সুতরাং যিনি উত্তম কল্যাণ জানিবার ইচ্ছা করেন, তিনি শ্রীগুরুচরণাশ্রয় করিবেন, যিনি শব্দব্রহ্ম বেদতত্ত্বজ্ঞ ও পরব্রহ্মের সাক্ষাদনুভব যুক্ত এবং শ্রীকৃষ্ণে মোক্ষলঘুতাকৃদ্ ভক্তিযোগাশ্রিত—সর্ব্বদা শ্রবণকীর্ত্তনাদি পরায়ণ, তিনি বৈষ্ণবপ্রবর ॥ ৩২ ॥

টীকা—এবং কারণমুল্লিখ্য কার্য্যং লিখতি—তস্মাদিত্যাদিনা। শাব্দে ব্রহ্মণি বেদাখ্যে ন্যায়তো নিষ্ণাতং তত্ত্বজ্ঞম্, অন্যথা সংশয়নিরাসকত্বাযোগ্যত্বাৎ ; পরে চ ব্রহ্মণি অপরোক্ষানুভবেন নিষ্ণাতম্, অন্যথা বোধসঞ্চারাযোগাৎ ; পরব্রহ্ম-নিষ্ণাতত্বদ্যোতকমাহ - উপশমাশ্রয়ং পরমশান্তমিতি ; যদ্বা, পরে ব্রহ্মণি শ্রীকৃষ্ণে শমো মোক্ষস্তদুপরি বর্ত্তত ইত্যুপশমো ভক্তিযোগস্তদাশ্রয়ং, সদা শ্রবণকীর্ত্তনাদিপরং শ্রীবৈষ্ণববরমিত্যর্থঃ। অন্যৎ সমানম্ ॥ ৩২ ॥

———

স্বয়ং শ্রীভগবদুক্তৌ (ভাঃ ১১।১০।৫)—
মদভিজ্ঞং গুরুং শান্তমুপাসীত মদাত্মকম্ ॥ ৩৩ ॥

অনুবাদ—স্বয়ং শ্রীভগবানের উক্তিতে (ভাঃ ১১।১০।৫)—শ্রীগুরুচরণাশ্রয়—যিনি সর্ব্বভাবে আমার স্বরূপ ও ভক্তবাৎসল্যাদি গুণসমূহ ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য অনুভব পূর্ব্বক আমাকে জানিয়াছেন, অতএব আমাতে যাঁহার চিত্ত আবিষ্ট এবং শান্ত একনিষ্ঠ—এইরূপ শ্রীগুরুদেবকে অতিশয় আগ্রহের সহিত সেবা করিবে ॥ ৩৩ ॥

টীকা—মাম্ অভিতো ভক্তবাৎসল্যাদি মাহাত্ম্যানুভবপূর্ব্বকং জানাতীতি তথা তম্, অতএব ময়ি আত্মা চিত্তং তং, বহুব্রীহৌ কঃ ; অস্য পদ্যস্য পূর্ব্বার্ধম্—'যমানভীক্ষ্ণং সেবেত নিয়মান্ মৎপরঃ কৃচিৎ' ইত্যত্রানুপযুক্তত্বান্ন লিখিতম্, এবমন্যত্রাপ্যগ্রে জ্ঞেয়ম্ ॥ ৩৩ ॥

———

ক্রমদীপিকায়াঞ্চ—

বিপ্রং প্রধ্বস্তকামপ্রভৃতি-রিপুঘটং নির্ম্মলাঙ্গং গরিষ্ঠাং
ভক্তিং কৃষ্ণাঙ্ঘ্রিপঙ্কেরুহযুগল-রজোরাগিণীমুদ্বহন্তম্।
বেত্তারং বেদশাস্ত্রাগমবিমলপথাং সম্মতং সৎসু দান্তং
বিদ্যাং যঃ সংবিবিৎসুঃ প্রবণ-
তনুমনা দেশিকং সংশ্রয়েত ॥ ৩৪ ॥

শ্রুতাবপি (মু ১।২।১২, ছা ৬।১৪।২)—
তদ্বিজ্ঞানার্থং সদ্গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ
সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্।
আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ ॥ ৩৫ ॥

অনুবাদ—শ্রীকেশবাচার্য্য রচিত ক্রমদীপিকা গ্রন্থেও বর্ণিত হইয়াছে—যিনি বেদজ্ঞ, কাম-ক্রোধলোভ-মোহ-মদ-মাৎসর্য্য-প্রভৃতি ষড়্রিপুজয়ী ব্যাধিহীন, শ্রীকৃষ্ণচরণকমলরেণুতে উত্তমা রাগভক্তিমান, বেদাদি পঞ্চরাত্র শাস্ত্রোক্ত বিশুদ্ধ ভক্তিপথের বিধিনিষেধ বেত্তা, সৎসমাজে আদরণীয়, যাঁহার ইন্দ্রিয়বর্গ

বশীভূত—এইরূপ আচার্য্যকে কায়মনোবাক্যে আশ্রয় করিবেন, যিনি ভক্তিবিদ্যা জানেন ॥ ৩৪ ॥

অনুবাদ—শ্রুতিতেও (মুণ্ডক ১।২।১২, ছান্দোগ্যে ৬।১৪।২) উক্ত হইয়াছে—ব্রহ্মবিদ্যা জানিবার জন্য উপায়ন হস্তে বেদাদি শাস্ত্রজ্ঞ ও উপাসনারত সদ্‌গুরুর নিকট গমন করিবে। সদ্‌গুরুচরণাশ্রিত ব্যক্তিই শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব জানিতে পারেন ॥ ৩৫ ॥

টীকা—নির্ম্মলাঙ্গং ব্যাধিরহিতং, বেদশাস্ত্রাগমানাং যে বিমলাঃ পন্থানো মার্গা স্তেষাং বেত্তারং, সৎসু সতাং মতং সম্মতং, বিদ্যাং সংসারদুঃখতরণাদ্যুপায়ং মন্ত্রং, প্রবণা নম্রা বিনীতা দেশিকৈকপরা বা তনুর্মনশ্চ যস্য তথাভূতঃ সন্, দেশিকং গুরুম্, এবং প্রবণ-তনুমনস্ত্বাদি শ্রুত্যুক্তসমিৎপাণিত্বাদি চ গুরূপসত্তেরাদ্যপ্রকারো জ্ঞেয়ঃ ॥ ৩৪-৩৫ ॥

———

অথ গুরূপসত্তি-নিত্যতা

শ্রীভাগবতে দশমস্কন্ধে (৮৭।৩৩) শ্রুতিস্তুতৌ—

বিজিতহৃষীক-বায়ুভিরদান্তমনস্তুরগং
য ইহ যতন্তি যন্তুমতিলোলমুপায়খিদঃ।
ব্যসনশতান্বিতাঃ সমবহায় গুরোশ্চরণং
বণিজ ইবাজ সন্ত্যকৃতকর্ণধারা জলধৌ ॥ ৩৬ ॥

অনুবাদ—সদ্‌গুরু চরণাশ্রয়ের নিত্যতা—শ্রীভাগবতে (১০।৮৭।৩৩) বেদস্তুতিতে—ইন্দ্রিয়বর্গ ও প্রাণবায়ুকে জয় করিয়াও যাঁহারা অতিচঞ্চলমনরূপ অশ্বকে দমিত করিতে ইচ্ছা করিয়া বহুবিধ সাধন ক্লেশ ভোগ করিতেছেন এবং বহুবিঘ্নসঙ্কুল হইয়াছেন—শ্রীগুরুচরণাশ্রয় ব্যতীত হে ভগবন্—তাঁহারা যেমন সমুদ্রে কর্ণধার বিহীন নৌকাশ্রিত বণিক শ্রেণীর ন্যায় ॥ ৩৬ ॥

টীকা—বিজিতেন্দ্রিয়প্রাণৈরপি অদমিত-মনোঽশ্বং যে নিযন্তুং প্রযতন্তে, গুরোশ্চরণমনাশ্রিত্য তে উপায়েষু খিদ্যন্তে ক্লিশ্যন্তীত্যুপায়খিদঃ সন্তো বহুব্যসনাকুলা ইহ সংসারসমুদ্রে সন্তি তিষ্ঠন্তি পুনঃপুনর্দুঃখমেব প্রাপ্নুবন্তীত্যর্থঃ। হে অজ ভগবন্! অকৃতকর্ণধরা অস্বীকৃত-নাবিকা বণিজো যথা তদ্বৎ ॥ ৩৬ ॥

———

শ্রুতৌ চ (কঠ ১।২।৯)—

নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া
প্রোক্তান্যেনৈব সুজ্ঞানায় প্রেষ্ঠা ॥ ৩৭ ॥

অনুবাদ—কঠোপনিষদেও (১।২।৯) ধর্ম্মরাজ নচিকেতাকে বলিতেছেন—উত্তম জ্ঞানলাভের পরমযোগ্যা তোমার এই সুকোমল মতিটি নিজ কুতর্কদ্বারা বা অন্যের প্ররোচনা দ্বারা কুপথগামী করিও না॥৩৭

টীকা—শোভনজ্ঞানায় প্রেষ্ঠা পরমযোগ্যত্বেন প্রিয়তমা এষা মতিস্তর্কেণ নিজন্যায়েন হেতুনা প্রোক্তোদনেন বিধিনা কৃত্বা নাপনেয়া অপমার্গে ন প্রবেশনীয়েত্যর্থঃ ॥ ৩৭ ॥

———

অথ বিশেষতঃ শ্রীগুরোর্লক্ষণানি

মন্ত্রমুক্তাবল্যাম্—

অবদাতান্বয়ঃ শুদ্ধঃ স্বোচিতাচারতৎপরঃ।
আশ্রমী ক্রোধরহিতো বেদবিৎ সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ ॥৩৮॥
শ্রদ্ধাবাননসূয়শ্চ প্রিয়বাক্ প্রিয়দর্শনঃ।
শুচিঃ সুবেশস্তরুণঃ সর্ব্বভূতহিতে রতঃ ॥ ৩৯ ॥
ধীমাননুদ্ধতমতিঃ পূর্ণোঽহন্তা বিমর্শকঃ।
সগুণোঽর্চাসু কৃতধীঃ কৃতজ্ঞঃ শিষ্যবৎসলঃ ॥ ৪০ ॥

অনুবাদ—অনন্তর শ্রীগুরুদেবের বিশেষলক্ষণ সমূহ—মন্ত্রমুক্তাবলীতে—পাতিত্যাদি দোষরহিত সদ্‌বংশজাত, স্বয়ংও নির্দ্দোষ, নিজ আশ্রমোচিত আচারনিষ্ঠ, আশ্রমী অক্রোধ, বেদাদি সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ, ভক্তিপথে শ্রদ্ধাবান, অন্যের গুণে দোষারোপকারী নহেন, মিষ্টভাষী, সুদর্শন, পবিত্র, সুবেশধারী তরুণ, সর্ব্বজীবের হিতাকাঙ্ক্ষী ॥ ৩৮-৩৯ ॥

অনুবাদ—বুদ্ধিমান্, অনুদ্ধত স্বভাব, আকাঙ্ক্ষা শূন্য, অহিংসক, তত্ত্ববিচারক, বাৎসল্যাদি গুণযুক্ত স্থিরচিত্ত, শ্রীভগবৎ শ্রীবিগ্রহ পূজাতে কৃতনিশ্চয় প্রত্যুপকারক, শিষ্যবৎসল ॥ ৪০ ॥

টীকা—শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতম্' (শ্রীভা ১১।৩।২১) ইত্যাদিনা প্রাক্ সামান্যতঃ সংক্ষেপেণ গুরুলক্ষণান্যুক্তিখ্যাধুনা তান্যেব বিশেষতো বিস্তার্য্য, কিংবা পূর্ব্বং গুর্ব্বাশ্রয়ণানুষঙ্গেন গৌণতয়া লিখিত্বেদানীং মুখ্যত্বেন লিখতি—অবদাতে ত্যাদিনা, অবদাতঃ শুদ্ধঃ পাতি-

ত্যাদিদোষরহিতোঽন্বয়ো বংশো যস্য, সদ্বংশজাত ইত্যর্থঃ ; শুদ্ধঃ স্বয়মপি পাতিত্যাদিদোষরহিতঃ, অহন্তা অহিংসকঃ ; যদ্বা, অহন্তায়া বিমর্শকস্তত্ত্ব-বিচারকঃ, গুণা বাৎসল্যাদয়স্তদ্‌যুক্তঃ, অর্চাসু ভগবৎ-পূজাসু, পাঠান্তরে সগুণস্য সত্ত্বগুণাধিষ্ঠাতুঃ কারু-ণ্যাদিগুণযুক্তস্য বা ভগবতঃ অর্চাসু প্রতিমাসু কৃতধীঃ তৎপূজায়াং কৃতনিশ্চয় ইত্যর্থঃ ॥ ৩৮-৪০ ॥

নিগ্রহানুগ্রহে শক্তো হোমমন্ত্রপরায়ণঃ ।
উহাপোহ-প্রকারজ্ঞঃ শুদ্ধাত্মা যঃ কৃপালয়ঃ ।
ইত্যাদিলক্ষণৈর্যুক্তো গুরুঃ স্যাদ্‌গরিমা-নিধিঃ ॥ ৪১ ॥

অনুবাদ—যিনি শিষ্যকে শাসন ও কৃপা করিতে সমর্থ, হোমমন্ত্রে নিপুণ, গ্রহণ বর্জ্জনের প্রকারজ্ঞ, শুদ্ধচিত্ত এবং কৃপালুতাদি লক্ষণযুক্ত গৌরবগুণনিধি তিনি গুরুদেব হইবেন ॥ ৪১ ॥

টীকা—গরিমেত্যাকারান্তত্বমার্ষত্বাৎ সোঢ়ব্যম্ ; যদ্বা, গরিম্ন আ সম্যক্ নিধি-নিধানং, যদ্বা, সাক্ষাদ-গরিমরূপো নিধিরূপশ্চেতি পদদ্বয়ম্ ; গরিমাম্বুধিরিতি পাঠস্তু স্পষ্ট এব ॥ ৪১ ॥

অগস্ত্যসংহিতায়াঞ্চ—

দেবতোপাসকঃ শান্তো বিষয়েষ্বপি নিস্পৃহঃ ।
অধ্যাত্মবিদ্‌ব্রহ্মবাদী বেদশাস্ত্রার্থকোবিদঃ ॥ ৪২ ॥
উদ্ধর্ত্তুং চৈব সংহর্ত্তুং সমর্থো ব্রাহ্মণোত্তমঃ ।
তত্ত্বজ্ঞো যন্ত্রমন্ত্রাণাং মর্ম্মভেত্তা রহস্যবিৎ ॥ ৪৩ ॥
পুরশ্চরণকৃদ্ধোমমন্ত্রসিদ্ধ প্রয়োগবিৎ ।
তপস্বী সত্যবাদী চ গৃহস্থো গুরুরুচ্যতে ॥ ৪৪ ॥

অনুবাদ—অগস্ত্য সংহিতাতেও শ্রীগুরুলক্ষণ সমূহ দৃষ্ট হয়—শ্রীবিগ্রহোপাসক, শান্ত, বিষয়স্পৃহা-হীন, আত্ম-অনাত্মবিৎ বেদধ্যাপক, বেদাদি শাস্ত্রার্থ বক্তা, মন্ত্রোদ্ধার ও মন্ত্রসংস্কারে নিপুণ, ব্রাহ্মণোত্তম, যন্ত্রমন্ত্রসম্বন্ধে তত্ত্বজ্ঞ, সংশয় গ্রন্থি ভেদকারী, শাস্ত্রের গূঢ়ার্থ বেত্তা, মন্ত্রপুরশ্চরণকারী, হোমমন্ত্রে সিদ্ধ, মন্ত্র-প্রয়োগে সিদ্ধ, তপস্বী ও সত্যবাদী গৃহস্থ (আশ্রম-বাসী) গুরুরূপে কথিত হন ॥ ৪২-৪৪ ॥

টীকা—ব্রহ্মবাদী—বেদাধ্যাপকঃ, মর্ম্মভেত্তা—সংশয়গ্রন্থিচ্ছেত্তা ॥ ৪২-৪৪ ॥

বিষ্ণুস্মৃতৌ—

পরিচর্য্যাযশোলাভলিপ্সুঃ শিষ্যাদ্‌গুরুর্নহি ।
কৃপাসিন্ধুঃ সুসম্পূর্ণঃ সর্ব্বসত্ত্বোপকারকঃ ॥ ৪৫ ॥
নিস্পৃহঃ সর্ব্বতঃ সিদ্ধঃ সর্ব্ববিদ্যাবিশারদঃ ।
সর্ব্বসংশয়সংছেত্তাঽনলসো গুরুরাহৃতঃ ॥ ৪৬ ॥

অনুবাদ—বিষ্ণুস্মৃতিতে উক্ত হইয়াছে,—পূর্ব্বোক্ত লক্ষণ যুক্ত হইলেও গুরু কেবল নিজপরিচর্য্য, যশ-ও ধনাদি লাভেচ্ছায় শিষ্য করিবেন না। পরন্তু পরম-দয়ালু লোকহিতার্থ শিষ্য করিবেন। স্বয়ং শ্রীভগ-বৎকৃপায় সুসম্পূর্ণ সুতরাং সর্ব্বপ্রাণীর উপকারক, নিস্পৃহ, সর্ব্বভাবে সিদ্ধ, সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ, সকল সংশয় ছেদনকারী অনলস এই সকল গুরুর লক্ষণ ॥ ৪৬ ॥

টীকা—তত্তদগুণযুক্তোঽপি কেবলং নিজপরি-চর্য্যাদ্যর্থং শিষ্যানুবন্ধকো গুরুরুপেক্ষ্য ইতি লিখতি —পরিচর্য্যেতি। লাভো ধনাদিঃ, শিষ্যাৎ দীক্ষয়েৎ শিষ্যং কুর্য্যাদিত্যর্থঃ ; যদ্বা, শিষ্যাৎ শিষ্যতঃ সকাশাৎ পরিচর্য্যাদিলিপ্সুর্যঃ, স গুরুর্ন ভবতীত্যর্থঃ ; তর্হি কিমর্থং গুরুঃ স্যাৎ ? ইত্যপেক্ষায়াং লিখতি—কৃপাসিন্ধুরিতি ; পরমদয়ালুতয়া লোকহিতার্থমেবেতি ভাবঃ ; অত্রোক্তানাং সুসম্পূর্ণ ইত্যাদীনাং বিশেষণানাং হেতুহেতুমত্তোহ্যা ; আহৃতো ব্যাহৃত উক্তো বা, গুরু-রাড়য়মিতি পাঠঃ ক্বচিৎ ॥ ৪৫-৪৬ ॥

শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে শ্রীভগবন্নারদসংবাদে—

ব্রাহ্মণঃ সর্ব্বকালজ্ঞঃ কুর্য্যাৎ সর্ব্বেষ্বনুগ্রহম্ ।
তদভাবাদ্দ্বিজশ্রেষ্ঠ শান্তাত্মা ভগবন্ময়ঃ ॥ ৪৭ ॥
ভাবিতাত্মা চ সর্ব্বজ্ঞঃ শাস্ত্রজ্ঞঃ সৎক্রিয়াপরঃ ।
সিদ্ধিত্রয়সমাযুক্ত আচার্য্যত্বেঽভিষেচিতঃ ॥ ৪৮ ॥
ক্ষত্রবিট্‌-শূদ্রজাতীনাং ক্ষত্রিয়োঽনুগ্রহে ক্ষমঃ ।
ক্ষত্রিয়স্যাপি চ গুরোরভাবাদীদৃশো যদি ॥ ৪৯ ॥
বৈশ্যঃ স্যাত্তেন কার্য্যশ্চ দ্বয়ে নিত্যমনুগ্রহঃ ।
সজাতীয়েন শূদ্রেণ তাদৃশেন মহামতে ।
অনুগ্রহাভিষেকৌ চ কার্য্যৌ শূদ্রস্য সর্ব্বদা ॥ ৫০ ॥

অনুবাদ—শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে শ্রীনারদের প্রতি শ্রীভগবদুপদেশে—পঞ্চরাত্রোক্ত পঞ্চ কালজ্ঞ ব্রাহ্মণ সকল বর্ণের প্রতি মন্ত্রাদি উপদেশ দ্বারা অনুগ্রহ করিবেন। উপযুক্ত ব্রাহ্মণের অভাবে হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ নারদ! ক্ষত্রিয় শান্তস্বভাব ভগবন্ময়, শুদ্ধচিত্ত, সর্ব্বজ্ঞ, শাস্ত্রজ্ঞ, সৎক্রিয়াপরায়ণ, সিদ্ধিত্রয়—পুরশ্চরণাদি দ্বারা মন্ত্র গুরু দেবতা এই তিনের সাধনযুক্ত, মন্ত্র-পুরশ্চরণের পর নিজগুরু কর্ত্তৃক মন্ত্রোপদেষ্টা রূপে অভিষিক্ত, অন্যথা মন্ত্রদানের অধিকার হয় না, আচার্য্যপদে অভিষিক্ত ক্ষত্রিয় গুরু ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র জাতীয় সাধকগণকে অনুগ্রহরূপ মন্ত্রদানে সমর্থ। এইরূপ ক্ষত্রিয় গুরুর অভাব যদি হয়, ঐরূপ গুণযুক্ত বৈশ্যগুরু বৈশ্য ও শূদ্র সাধককে অনুগ্রহ করিতে নিত্য সমর্থ। হে মহামতি শ্রীনারদ। ঐরূপ গুণযুক্ত শূদ্র গুরুও সজাতীয় শূদ্রের প্রতি সর্ব্বদা অনুগ্রহরূপ মন্ত্রদান ও গুরুকার্যের জন্য শিষ্যকে অভিষিক্ত করিবেন ॥ ৫০ ॥

টীকা—এবং বিপ্র এব গুরুঃ স্যাদিত্যায়াতং, তদভাবে কিং কার্য্যমিতি লিখতি—ব্রাহ্মণ ইতি সার্দ্ধৈশ্চতুর্ভিঃ; সর্ব্বে পঞ্চরাত্রবিধানোক্তাঃ পঞ্চ কালাস্তান্ জানাতীতি তথা সঃ, সর্ব্বেষু বর্ণেষু অনুগ্রহং মন্ত্রপ্রদানাদিকং, তদভাবাচ্চ ক্ষত্রিয়ঃ, ক্ষত্রাদীনামনুগ্রহে ক্ষম ইতি দ্বাভ্যামন্বয়ঃ; হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ শ্রীনারদ! শান্তাত্মা শান্তস্বভাবঃ, ভাবিতাত্মা শুদ্ধচিত্তঃ, সর্ব্বং দীক্ষাবিধানাদিকং জানাতীতি তথা সঃ; সিদ্ধিত্রয়ং পুরশ্চরণাদিনা-মন্ত্র-গুরু-দেবতানাং যৎ সাধনং তেন সংযুক্তঃ; আচার্য্যত্বে মন্ত্রোপদেষ্টৃত্বে, পুরশ্চরণানন্তরং নিজগুরুণাভিষিক্তঃ, অন্যথোপদেশেঽধিকারানুপপত্তেঃ; তচ্চোক্তং তত্রৈব পুরশ্চরণানন্তরমভিষেকান্তে—'ততোঽভিসিচ্য বিধিনা স্বাধিকারে নিযোজয়েৎ। গৃহীত্বা তেন কর্ত্তব্যং গুরুত্বমিতরেষু চে॥' ইতি। অস্যার্থঃ—স্বাধিকারে উপদেষ্টৃত্বাদিকে নিযোজয়েদ্‌-গুরুঃ তেন শিষ্যেণেতি, ঈদৃশঃ—উক্তলক্ষণক্ষত্রিয়-সদৃশঃ, দ্বয়ে বৈশ্যশূদ্রয়োরিত্যর্থঃ; অন্যত্র প্রাতিলোম্য-দোষাপত্তেঃ, তচ্চাগ্রে নিষিদ্ধমেব, তাদৃশেন উক্তলক্ষণ-ক্ষত্রিয়সদৃশেন ॥ ৪৭-৫০ ॥

কিঞ্চ—

বর্ণোত্তমেঽথ চ গুরৌ সতি যা বিশ্রুতেঽপি চ।
স্বদেশতোঽথ বান্যত্র নেদং কার্য্যং শুভার্থিনা ॥ ৫১ ॥

অনুবাদ—আরও বর্ণোত্তম লক্ষণাক্রান্ত গুরু স্বদেশে বা অন্যত্র আছেন জানিয়া শুভার্থী ব্যক্তি অন্য বর্ণকে গুরু করিবেন না ॥ ৫১ ॥

টীকা—তত্রৈবাপবাদমাহ—বর্ণোত্তম ইতি, ইদম্—অনুগ্রহাদিকম্ ॥ ৫১ ॥

বিদ্যমানে তু যঃ কুর্য্যাৎ যত্র তত্র বিপর্য্যয়ম্।
তস্যেহামুত্র নাশঃ স্যাত্তস্মাচ্ছাস্ত্রোক্তমাচরেৎ।
ক্ষেত্রবিট্‌শূদ্রজাতীয়ঃ প্রাতিলোম্যং ন দীক্ষয়েৎ ॥ ৫২॥

অনুবাদ—বর্ণোত্তম গুরু বিদ্যমান থাকিতে যিনি ইহার বিপর্য্যয় করেন তাঁর ইহলোকে ও পরলোকে সর্ব্ববিষয়ের ক্ষতি হয়। অতএব শাস্ত্রোক্ত বিধি আচরণ করিবেন। ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র জাতীয় ব্যক্তি ব্যতিক্রমে অর্থাৎ শূদ্র বৈশ্যকে, বৈশ্য ক্ষত্রিয়কে এবং ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণকে দীক্ষা প্রদান করিবেন না ॥৫২

টীকা—ইহ লোকেঽমুত্র চ তস্য নাশঃ সর্ব্বার্থহানিঃ স্যাৎ ॥ ৫২ ॥

পাদ্মে চ—

মহাভাগবতশ্রেষ্ঠো ব্রাহ্মণো বৈ গুরুর্নৃণাম্।
সর্ব্বেষামেব লোকানামসৌ পূজ্যো যথা হরিঃ ॥ ৫৩॥

অনুবাদ—পদ্মপুরাণেও কথিত আছে—মহাভাগবত শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ অশেষ বৈষ্ণবধর্ম্মরত ও শ্রীভগবৎ মাহাত্ম্যাদি জ্ঞানবান ব্রাহ্মণই সর্ব্ববর্ণের গুরু এবং ইনিই সর্ব্বলোকের পূজ্য, যেমন শ্রীহরি সকলের পূজ্য ॥ ৫৩ ॥

টীকা—মহাভাগবতশ্রেষ্ঠোঽশেষবৈষ্ণবধর্ম্মরতঃ শ্রীভগবন্মাহাত্ম্যাদিজ্ঞানবাংশ্চ, অস্য লক্ষণমগ্রে ভগবদ্ভক্তলক্ষণে বিশেষতো ব্যক্তং ভাবি ॥ ৫৩ ॥

মহাকুলপ্রসূতোঽপি সর্ব্বযজ্ঞেষু দীক্ষিতঃ।
সহস্রশাখাধ্যায়ী চ ন গুরুঃ স্যাদবৈষ্ণবঃ ॥৫৪॥ ইতি।

এখন **বিশেষ বিধি** বলিতেছেন—

অনুবাদ—অবৈষ্ণব ব্যক্তি মহাকুলে জন্মগ্রহণ করিলেও, সর্ব্বযজ্ঞে দীক্ষিত হইলেও এবং বেদের সহস্র শাখা অধ্যয়ন করিলেও বৈষ্ণবের গুরু হইবেন না ॥ ৫৪ ॥

টীকা – ব্রাহ্মণোঽপি সৎকুলধর্ম্মাধ্যয়নাদিনা প্রখ্যাতোঽপি অবৈষ্ণবশ্চেত্তর্হি গুরুর্ন ভবতীতি সর্ব্বত্রাপবাদং লিখতি—মহাকুলেতি, কুলে মহতি জাতোঽপীতি ক্বচিৎ পাঠঃ; অতএবোক্তং পঞ্চরাত্রে—'অবৈষ্ণবোপদিষ্টেন মন্ত্রেণ নিরয়ং ব্রজেৎ। পুনশ্চ বিধিনা সম্যগ্‌গ্রাহয়েদ্‌বৈষ্ণবাদ্‌গুরোঃ ॥' ইতি। ইতিশব্দ-প্রয়োগোঽত্রোদাহৃতানামন্যত্র বচনানাং প্রায়ো নিজগ্রন্থবচনতো ব্যবচ্ছেদার্থম্, এবমগ্রেঽপ্যন্যত্র, যদ্যপি প্রতিপ্রকরণান্তে উদাহৃত-তত্তচ্ছাস্ত্রবচনান্তে চ সর্ব্বত্র-ইতিশব্দো যুজ্যেত, তথাপি তত্তদ্ব্যবচ্ছেদঃ প্রকরণাদীনামভেদাদ্ ব্যক্ত এবেতি গ্রন্থবাহুল্যভয়ান্ন লিখিতঃ ॥ ৫৪ ॥

———

গৃহীত-বিষ্ণুদীক্ষাকো বিষ্ণুপূজাপরো নরঃ।
বৈষ্ণবোঽভিহিতোঽভিজ্ঞৈরিতরোঽস্মাদবৈষ্ণবঃ ॥৫৫॥

অনুবাদ—এখন প্রশ্ন হইল অবৈষ্ণব কে, ইহার উত্তরে সামান্যভাবে বৈষ্ণবের লক্ষণ বলিতেছেন যিনি বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত এবং বিষ্ণুপূজা পরায়ণ ব্যক্তিই বৈষ্ণব নামে কথিত, ইহা অভিজ্ঞগণ বলিয়া থাকেন। ইহার বিপরীত অবৈষ্ণব জানিবেন। অতএব পঞ্চরাত্রে কথিত হইয়াছে—অবৈষ্ণব উপদিষ্ট মন্ত্রসাধনদ্বারা নরকগামী হইতে হয়। তজ্জন্য পুনরায় বৈষ্ণবশাস্ত্রবিধি অনুসারে বৈষ্ণব গুরু হইতে বিষ্ণুমন্ত্র গ্রহণ করিবেন ॥ ৫৫ ॥

টীকা—অবৈষ্ণব ইত্যুক্তং, তত্রাদৌ সামান্যতো বৈষ্ণবলক্ষণং লিখন্ তদিতরত্বেনা-বৈষ্ণবং লক্ষয়তি—গৃহীতেতি; অস্মাদ্বৈষ্ণবাদিতরো ভিন্নঃ ॥ ৫৫ ॥

———

অথ অগুরুলক্ষণম্

তত্ত্বসাগরে—

বহ্বাশী দীর্ঘসূত্রী চ বিষয়াদিষু লোলুপঃ।
হেতুবাদরতো দুষ্টোঽবাগ্‌বাদী গুণনিন্দকঃ ॥ ৫৬ ॥
অরোমা বহুরোমা চ নিন্দিতাশ্রম-সেবকঃ।
কালদন্তোঽসিতৌষ্ঠশ্চ দুর্গন্ধি-শ্বাসবাহকঃ ॥ ৫৭ ॥
দুষ্টলক্ষণসম্পন্নো যদ্যপি স্বয়মীশ্বরঃ।
বহু-প্রতিগ্রহাসক্ত আচার্য্যঃ শ্রী-ক্ষয়াবহঃ ॥ ৫৮ ॥

অনুবাদ —তত্ত্বসাগরে—বহুভোজী দীর্ঘসত্রী অর্থাৎ অলস, বিষয়াদিতে লোভযুক্ত, হেতুবাদরত অর্থাৎ শাস্ত্র বিরুদ্ধ তর্ককারী, দুষ্টবুদ্ধি সম্পন্ন অপরের অকথ্য পাপাদি বক্তা এবং গুণের নিন্দা কারী, শরীরে লোমহীন অথবা বহুলোম যুক্ত, নিন্দিত আশ্রমের সেবাকারী, কৃষ্ণদন্ত, কৃষ্ণবর্ণ ওষ্ঠ যুক্ত দুর্গন্ধী শ্বাসবাহী, দুষ্ট লক্ষণ যুক্ত, যদিও স্বয়ং সমর্থ তথাপি বহু দান গ্রহণ কারী এই প্রকার আচার্য্য স্বীকার করিলে সর্ব্ববিধ সম্পদ ক্ষয় হয় ॥ ৫৬-৫৮ ॥

টীকা—ঈশ্বরঃ দানাদিষু সমর্থস্তথাপি চেদ্ বহু-প্রতিগ্রহাসক্তঃ ॥ ৫৬ ॥

টীকা—অবাগ্‌বাদী — অবাচ্য - পরপাপাদিবক্তা, ॥ ৫৮ ॥

গুরুর লক্ষণ-সম্বন্ধে বিশেষ দ্রষ্টব্য

গুরুর লক্ষণ-সম্বন্ধে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীমহাপ্রভুর উক্তি—

"কিবা বিপ্র, কিবা ন্যাসী, শূদ্র কেনে নয়।
যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা, সেই গুরু হয় ॥"

—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ম ৮।১২৭

উক্ত পয়ারের 'অমৃতপ্রবাহ'-ভাষ্যে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর লিখিয়াছেন,—"প্রভু কহিলেন,—আমি ব্রাহ্মণঘরে জন্ম গ্রহণ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছি, সুতরাং শূদ্রদিগের নিকট ধর্ম্মশিক্ষা আমার অনুচিত, এরূপ মনে করিও না; কেননা বর্ণাশ্রম-রূপ ধর্ম্মশিক্ষা ও দীক্ষাতেই ব্রাহ্মণ-গুরুর প্রয়োজনীয়তা। কিন্তু কৃষ্ণতত্ত্ব জ্ঞান—সর্ব্বজীবের পরমার্থ; এই তত্ত্বজ্ঞানের 'গুরু' হইবার অধিকার-বিচারে এইমাত্র সিদ্ধান্তিত আছে যে, বিপ্রই হউন বা শূদ্রজাতিই হউন, গৃহস্থই হউন বা সন্ন্যাসীই, হউন, কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তাই 'গুরু' হইতে পারেন। শ্রীহরিভক্তি-বিলাসে উচ্চবর্ণে যোগ্যপুরুষ থাকিতে, হীনবর্ণ ব্যক্তির নিকট হইতে কৃষ্ণমন্ত্র লওয়া উচিত নয়, এরূপ যে কথা আছে, তাহা লোকাপেক্ষি-বৈষ্ণবপর; অর্থাৎ সংসারে যাঁহারা প্রচলিত-বিধিমতে কথঞ্চিৎ

পরমার্থের উদ্দেশ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের পক্ষে। পরন্তু যাঁহারা বৈধী ও রাগানুগা ভক্তির তাৎপর্য্য জানিয়া বিশুদ্ধ কৃষ্ণভক্তি পাইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে উপযুক্ত কৃষ্ণতত্ত্ব-বেত্তা যে কোন বংশে বা যে কোন আশ্রমেই পাওয়া যা'ন, তাঁহাকে 'গুরু' বলিয়া বরণ করাই বিধি।' শ্রীহরিভক্তিবিলাস-ধৃত পদ্মপুরাণ-বচন,—"ন শূদ্রাঃ ভগবদ্-ভক্তাস্তেঽপি ভাগবতোত্তমাঃ। সর্ব্ববর্ণেষু তে শূদ্রাঃ যে ন ভক্তাঃ জনার্দ্দনে॥ ষট্‌কর্ম্মনিপুণো বিপ্রো মন্ত্রতন্ত্রবিশারদঃ। অবৈষ্ণবো গুরুর্ন স্যাদ্বৈষ্ণবঃ শ্বপচো গুরুঃ। মহাকুলপ্রসূতোঽপি সর্ব্বযজ্ঞেষু দীক্ষিত। সহস্রশাখাধ্যায়ী চ ন গুরুঃ স্যাদবৈষ্ণবঃ॥ বিপ্রক্ষত্রিয়বৈশ্যাশ্চ গুরবঃ শূদ্রজন্মনাম্। শূদ্রাশ্চ গুরবস্তেষাং ত্রয়াণাং ভগবৎপ্রিয়াঃ॥"

প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা, ২৪শ পরিচ্ছেদের ৩২৫ পয়ারের অনুভাষ্যে গুরুর লক্ষণ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিচার লিখিয়াছেন।

গুরু-লক্ষণ, (পাদ্মে)—"মহাভাগবতশ্রেষ্ঠো ব্রাহ্মণো বৈ গুরুর্নৃণাম্। সর্ব্বেষামেব লোকানামসৌ পূজ্যো যথা হরিঃ॥ মহাকুলপ্রসূতোঽপি সর্ব্বযজ্ঞেষু দীক্ষিতঃ। সহস্রশাখাধ্যায়ী চ ন গুরুঃ স্যাদবৈষ্ণব॥" যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং পুংসো বর্ণাভিব্যঞ্জকম্। যদন্যত্রাপি দৃশ্যেত তত্তেনৈব বিনির্দ্দিশেৎ॥ ভা ৭।১১। ৩৫ শ্লোকোক্ত লক্ষণানুসারেই ব্রাহ্মণাদি 'বর্ণ' নির্দ্দিষ্ট হন। ঐ শ্লোকের শ্রীধরস্বামিপাদের টীকা—"শমাদিভিরেব ব্রাহ্মণাদিব্যবহারো মুখ্যঃ, ন জাতিমাত্রাদিত্যাহ—যস্যেতি। যদ্ যদি অন্যত্র বর্ণান্তরেঽপি দৃশ্যেত তদ্বর্ণান্তরং তেনৈব লক্ষণনিমিত্তেনৈব বর্ণেন বিনির্দ্দিশেৎ, ন তু জাতিনিমিত্তেনেত্যর্থঃ।" মহাভারতটীকায় নীলকণ্ঠ বলেন,—"শূদ্রোঽপি শমাদ্যুপেতো ব্রাহ্মণ এব। ব্রাহ্মণোঽপি কামাদ্যুপেতঃ শূদ্র এব।" ব্রাহ্মণ বলিয়া আপনাকে পরিচয় দিলেই বা অনভিজ্ঞগণের দ্বারা তাদৃশ পরিচয় লাভ করিলেই যে কোন ব্যক্তি গুরুপদে যোগ্য 'ব্রাহ্মণ' বলিয়া বিবেচিত হইবেন, এরূপ নহে। শ্রীঠাকুর নরোত্তম, শ্যামানন্দ প্রভৃতি সদ্‌ব্রাহ্মণগুরুগণ আপনারা প্রকৃত-প্রস্তাবে শুদ্ধ ব্রাহ্মণ ছিলেন বলিয়াই শ্রীগঙ্গানারায়ণ-রামকৃষ্ণাদি শৌক্র ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদিগকে গুরুপদের যোগ্য বিশুদ্ধ 'ব্রাহ্মণ' বলিয়া নিরূপণ করিয়াছিলেন। 'মহাভাগবত' বলিলে তাপ, পুণ্ড্র, বিষ্ণুদাস্যপর নাম, মন্ত্র ও উপাসনা-বিশিষ্ট পঞ্চসংস্কারসম্পন্ন, অর্চ্চন, মন্ত্রপঠন, যোগ, যাগ, বন্দন, নাম-সঙ্কীর্ত্তন, সেবা-চিহ্নদ্বারা গাত্রাঙ্কন, বৈষ্ণবারাধন-সম্পন্ন,—এই নবেজ্যা-কর্ম্মকারক এবং উপাস্য ভগবান্, তৎপরম-পদ, তদ্‌দ্রব্য ও জীবাত্মা;—এই অর্থপঞ্চকজ্ঞ অর্থাৎ পঞ্চতত্ত্বার্থবিদ্ ব্রাহ্মণকেই জানিতে হইবে। "তাপাদি-পঞ্চসংস্কারী নবেজ্যা-কর্ম্মকারকঃ। অর্থ পঞ্চকবিদ্ বিপ্রো মহাভাগবতঃ স্মৃতঃ॥" এইরূপ মহাভাগবতগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠতা লাভ করিয়া যিনি মানবগণের মধ্যে হরিতুল্য পূজনীয় হন, তিনিই 'গুরু'-পদলাভের যোগ্য। আবার মহাকুলজন্মা, সর্ব্বযজ্ঞে দীক্ষিত ব্যক্তি এবং বেদের সহস্রশাখাধ্যয়নে পারঙ্গত ব্যক্তিও 'অবৈষ্ণব' হইলে কখনও 'গুরু' হইতে পারেন না। যেখানে বৈষ্ণবতা হইতে ব্রাহ্মণতা—'ভিন্ন' অর্থাৎ যেখানে ব্রাহ্মণ—বৈষ্ণবের আনুগত্যবিহীন, সেখানে তাদৃশ ব্রাহ্মণের গুরুযোগ্য ব্রহ্মণ্য নাই; আবার যেখানে বৈষ্ণবতা আছে, তথায় লৌকিক-দৃষ্টিতে শৌক্র-বর্ণান্তর দৃষ্ট হইলেও যথার্থ শুদ্ধব্রাহ্মণতার অভাব নাই। আচার্য্যকৃত্য অধ্যাপন প্রভৃতি আচার অপরবর্ণের সম্ভাবনা না থাকায় গুরু-পদের যোগ্যতায় ব্রাহ্মণতা—স্বতঃসিদ্ধ। বৈষ্ণবমাত্রেই জগতের গুরু, সুতরাং তাঁহাদের ব্রাহ্মণাচার ও ব্রাহ্মণত্ব সর্ব্বদাই সঙ্গে সঙ্গে বর্ত্তমান। বাহিরে নিজ-দৈন্য জ্ঞাপন করিতে গিয়া, অনেকে লৌকিকদৃষ্টিযোগ্য ব্রাহ্মণাচার গ্রহণ করেন নাই, তাহাতে বৈষ্ণবের ব্রাহ্মণতার কোন দিনই অভাব হয় না।"

অথ শিষ্যলক্ষণানি

মন্ত্রমুক্তাবল্যাম্—

শিষ্যঃ শুদ্ধান্বয়ঃ শ্রীমান্ বিনীতঃ প্রিয়দর্শনঃ।
সত্যবাক্ পুণ্যচরিতোঽদভ্রধীর্দম্ভবর্জিতঃ॥ ৫৯॥
কামক্রোধপরিত্যাগী ভক্তশ্চ গুরু-পাদয়োঃ।
দেবতা-প্রবণঃ কায়মনোবাগ্‌ভির্দিবানিশম্॥ ৬০॥

অনুবাদ—মন্ত্রমুক্তাবলীতে কথিত আছে—শাসন যোগ্য শিষ্য শুদ্ধবংশজাত, রূপবান্, বিনীত, সুন্দর দর্শন, সত্যবাদী, পবিত্র আচার সম্পন্ন, মহাবুদ্ধি, দম্ভ রহিত, কামক্রোধপরিত্যাগী শ্রীগুরুচরণে ভক্তিমান ও দেবতার প্রতি কায়মনো বাক্যে দিবানিশি শ্রদ্ধাবান্ ॥ ৫৯-৬০ ॥

টীকা—অদভ্রধীঃ মহাবুদ্ধিঃ ॥ ৫৯ ॥

নীরুজো নির্জিতাশেষপাতকঃ শ্রদ্ধয়ান্বিতঃ।
দ্বিজদেবপিতৄণাঞ্চ নিত্যমর্চ্চাপরায়ণঃ ॥ ৬১ ॥
যুবা বিনিয়তাশেষকরণঃ করুণালয়ঃ।
ইত্যাদিলক্ষণৈর্যুক্তঃ শিষ্যো দীক্ষাধিকারবান্ ॥ ৬২॥

অনুবাদ—নীরোগী, অশেষ পাতক শুন্য, শ্রদ্ধাবান্, দেব, দ্বিজ ও পিতৃগণের নিত্য পূজা পরায়ণ, যুবা, সকল ইন্দ্রিয়জয়ী করুণাবান ইত্যাদি লক্ষণযুক্ত শিষ্য দীক্ষার অধিকারী ॥ ৬১-৬২ ॥

একাদশস্কন্ধে চ (শ্রীভাঃ ১১।১০।৬)—
অমান্যমৎসরো দক্ষো নির্ম্মমো দৃঢ়সৌহৃদঃ।
অসত্বরোঽর্থজিজ্ঞাসুরনসূয়ুরমোঘবাক্ ॥ ৬৩ ॥

অনুবাদ—শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশ স্কন্ধে বর্ণিত আছে যথা—অমানী, মাৎসর্য্যহীন, অনলস, দেহাদিতে অহং মমতা শূন্য শ্রীগুরুদেবে ও ইষ্টদেবে দৃঢ় প্রীতিযুক্ত, অব্যগ্র তত্ত্বজ্ঞানে ইচ্ছুক, অসূয়া রহিত, ব্যর্থ আলাপ শূন্য ইত্যাদি ॥ ৬৩ ॥

টীকা—দক্ষঃ অনলসঃ, নির্ম্মমঃ জায়াদিষু মমতাশূন্যঃ, গুরৌ তু দৃঢ়সৌহৃদঃ, অসত্বরঃ অব্যগ্রঃ, অমোঘবাক্ ব্যর্থালাপ-রহিতঃ ॥ ৬৩ ॥

অথোপেক্ষ্যাঃ

অগস্ত্যসংহিতায়াম্—
অলসা মলিনা ক্লিষ্টা দাম্ভিকাঃ কৃপণাস্তথা।
দরিদ্রা রোগিণো রুষ্টা রাগিণো ভোগলালসাঃ ॥ ৬৪॥
অসূয়া-মৎসরগ্রস্তাঃ শঠাঃ পরুষবাদিনঃ।
অন্যায়োপার্জ্জিতধনাঃ পরদাররতাশ্চ যে ॥ ৬৫ ॥
বিদুষাং বৈরিণশ্চৈব অজ্ঞাঃ পণ্ডিতমানিনঃ।
ভ্রষ্টব্রতাশ্চ যে কষ্টবৃত্তয়ঃ পিশুনাঃ খলাঃ ॥ ৬৬ ॥
বহ্বাশিনঃ ক্রূরচেষ্টা দুরাত্মানশ্চ নিন্দিতাঃ।
ইত্যেবমাদয়োঽপ্যন্যে পাপিষ্ঠাঃ পুরুষাধমাঃ ॥ ৬৭ ॥

অনুবাদ—অগস্ত্য সংহিতায় বলিতেছেন—শিষ্য সৎগুণহীন হইলেও ভক্তিযুক্ত, আর্ত্ত বা শরণাগত ব্যক্তিকে শিষ্যরূপে স্বীকার করিলেও শ্রীগুরুদেব শাস্ত্রোক্ত দোষযুক্ত ব্যক্তিকে উপেক্ষা করিবেন। যেমন—অলস, মলিন চিত্ত, বৃথা ক্লেশকারী, দাম্ভিক, কৃপণ, দরিদ্র, রোগী, রুষ্ট, বিষয়াসক্ত, লুব্ধ (ভোগ লালসাযুক্ত), অসূয়া ও মৎসর, শঠ, রুক্ষভাষী অন্যায় ভাবে ধন উপার্জ্জনকারী, পরদার রত, বিজ্ঞ ব্যক্তির বিরোধী, অজ্ঞ হইয়াও পণ্ডিত অভিমানী, ব্রত নিয়ম ভঙ্গকারী, কষ্টে জীবিকা সংগ্রহকারী, পরের দোষ কীর্ত্তন কারী, পর দুঃখদায়ী, বহুভোজী ক্রূরকর্ম্মা দুরাত্মা, নিন্দিতস্বভাব, পাপিষ্ঠ, পুরুষাধম ইত্যাদি অন্যান্য দোষযুক্ত ব্যক্তিকে বর্জ্জন করিবেন ॥ ৬৪-৬৭ ॥

টীকা—তত্তদ্গুণহীনানপি ভক্ত্যার্ত্ত্যা বা প্রপন্নান্ স্বীকুর্ব্বতাপি শ্রীগুরুণা লেখ্যদোষবন্তোঽবশ্যমুপেক্ষ্যা ইত্যাশয়েন তান্ লিখতি—অলসা ইতি প্রঞ্চভিঃ; ক্লিষ্টাঃ বৃথাক্লেশকা রিণঃ, রাগিণো বিষয়াসক্তাঃ, ভোগলালসা লুব্ধা ইত্যর্থঃ ॥ ৬৪ ॥

টীকা—পিশুনাঃ পরদোষসূচকঃ, খলাঃ পরদুঃখদাঃ ॥ ৬৬ ॥

অকৃত্যেভ্যোঽনিবার্য্যাশ্চ গুরুশিক্ষাসহিষ্ণবঃ।
এবম্ভূতাঃ পরিত্যাজ্যাঃ শিষ্যত্বে নোপকল্পিতাঃ ॥ ৬৮॥

অনুবাদ—যাহাদিগকে অকার্য্য হইতে নিবারণ করা যায় না এবং শ্রীগুরুদেবের শিক্ষাতে অসহিষ্ণু তাহারা শিষ্য হইবার অনুপযুক্ত, শ্রীগুরুদেব ইহাদিগকে পরিত্যাগ করিবেন ॥ ৬৮ ॥

টীকা—গুরুশিক্ষায়া অসহনশীলাঃ শিষ্যত্বে ন কেনাপ্যুকল্পিতা ন বিহিতাঃ, শিষ্যা ন কৃতা ইত্যর্থঃ; যদ্বা, উপকল্পিতা ন ভবন্তি, শিষ্যত্বং নার্হন্তি, শিষ্যা ন কার্য্যা ইত্যর্থঃ ॥ ৬৮ ॥

যদ্যেতে হ্যপকল্পেরন্ দেবতাক্রোশভাজনাঃ।
ভবন্তীহ দরিদ্রাস্তে পুত্র-দার-বিবর্জ্জিতাঃ॥ ৬৯॥
নারকাশ্চৈব দেহান্তে তির্য্যঞ্চঃ প্রভবন্তি তে॥ ৭০॥

অনুবাদ—শ্রীগুরুদেব লোভাদির বশবর্ত্তী হইয়া ঐরূপ ব্যক্তিকে শিষ্যত্বে স্বীকার করিলে শ্রীগুরুদেবে মহাদোষসমূহ পর্য্যবসিত হয়—ইহলোকে দেবতার আক্রোশ ভাজন, দরিদ্র ও পুত্রদার বর্জ্জিত হইবেন এবং দেহান্তে নরক ভোগ ও পরে পশু-পক্ষী জন্ম গ্রহণ করিতে হইবে॥ ৬৯-৭০॥

টীকা—লোভাদিনা তেষাং স্বীকারেণ শ্রীগুরৌ মহাদোষাঃ পর্য্যবস্যন্তীত্যাহ—যদ্যেত ইতি সার্দ্ধেন॥ ৬৯-৭০॥

———

হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে—

জৈমিনিঃ সুগতশ্চৈব নাস্তিকো নগ্ন এব চ।
কপিলশ্চাক্ষপাদশ্চ ষড়েতে হেতুবাদিনঃ॥ ৭১॥
এতন্মতানুসারেণ বর্ত্তন্তে যে নরাধমাঃ।
তে হেতুবাদিনঃ প্রোক্তাস্তেভ্যস্তন্ত্রং ন দাপয়েৎ॥ইতি ৭২

অনুবাদ—হয়শীর্ষ পঞ্চরাত্রে কথিত আছে—জৈমিনি, সুগত, নাস্তিক, নগ্ন, কপিল, অক্ষপাদ (গৌতম) ইঁহারা ছয়জন হেতুবাদী অর্থাৎ তার্কিক,। যেসকল নরাধম ইঁহাদের মত অনুসারে চলেন তাহারা যুক্তিবাদী বা তার্কিক বলিয়া গণ্য হয়। ইঁহাদিগকে উপাসনা বিধি শিক্ষা দান করিবেন না॥ ৭১-৭২॥

———

তয়োঃ পরীক্ষা চান্যোঽন্যমেকাব্দং সহবাসতঃ।
ব্যবহার-স্বভাবানুভবেনৈবাভিজায়তে॥ ৭৩॥

অনুবাদ—অন্ততঃ এক বৎসর গুরু-শিষ্য একত্র বাস করিয়া পরস্পর ব্যবহার ও স্বভাব জানিয়া পরে গুরু-শিষ্য সম্বন্ধ করিবেন॥ ৭৩॥

টীকা—তয়োঃ গুরুশিষ্যয়োঃ, অন্যোঽন্যমিত্যস্য পরার্দ্ধেনাপ্যন্বয়ঃ, ব্যবহারঃ চেষ্টা, স্বভাবঃ শীলং, তয়োরনুভবেনৈব জায়তে॥ ৭৩॥

———

অথ পরীক্ষণম্

মন্ত্রমুক্তাবল্যাম্—

তয়োর্বৎসরবাসেন জ্ঞাতাঽন্যোঽন্যস্বভাবয়োঃ।
গুরুতা শিষ্যতা চেতি নান্যথৈবেতি নিশ্চয়ঃ॥ ৭৪॥

অনুবাদ—মন্ত্রমুক্তাবলীতে উক্ত হইয়াছে—গুরু-শিষ্য এক বৎসর একত্রে বাস দ্বারা পরস্পরের স্বভাব জানিয়া গুরু ও শিষ্য নিশ্চয় করিবেন। অন্য প্রকারে সম্ভব নহে॥ ৭৪॥

———

শ্রুতিশ্চ—

নাসম্বৎসরবাসিনে দেয়াৎ॥ ৭৫॥

অনুবাদ—শ্রুতিতেও উক্ত হইয়াছে—শিষ্য এক-বৎসর নিকটে বাস না করিলে মন্ত্র দান করিবেন না॥ ৭৫॥

———

সারসংগ্রহেঽপি—

সদ্গুরুঃ স্বাশ্রিতং শিষ্যং বর্ষমেকং পরীক্ষয়েৎ॥৭৬॥

অনুবাদ—সারসংগ্রহে ও উক্ত হইয়াছে—সদ্-গুরু নিজ আশ্রিত শিষ্যকে এক বৎসর পরীক্ষা করিবেন॥ ৭৬॥

———

রাজ্ঞি চামাত্যজা দোষাঃ পত্নীপাপং স্বভর্ত্তরি।
তথা শিষ্যার্জ্জিতং পাপং গুরুঃ প্রাপ্নোতি নিশ্চিতম্॥

অনুবাদ—যেমন মন্ত্রীবর্গের দোষসমূহ রাজাতে বর্ত্তিত হয় এবং পত্নীর পাপ নিজ স্বামীতে, সেইরূপ শিষ্যের অর্জ্জিত পাপ গুরু নিশ্চয় পাইয়া থাকেন॥৭৭

টীকা—গুরুণা ত্ববশ্যমেব শিষ্য-পরীক্ষা কার্য্যে-ত্যত্র হেতুমাহ—রাজ্ঞীতি॥ ৭৭॥

———

ক্রমদীপিকায়াস্তু—

সন্তোষয়েদকুটিলার্দ্রতরাত্মা
তং স্বৈর্ধনৈঃ স্ববষাপ্যনুকূলবাণ্যা।
অব্দত্রয়ং কমলনাভধিয়াতিধীর-
স্তুষ্টে বিবক্ষতু গুরাবথ মন্ত্রদীক্ষাম্॥ ৭৮॥

অনুবাদ—ক্রমদীপিকাতে উক্ত হইয়াছে—শ্রীগোপালমন্ত্র দীক্ষাতে তিন বৎসর শ্রীগুরুসেবার পর দীক্ষা দান করা তত্ত্ববিদ্গণের সম্মত—অকুটিল চিত্তে নিজধন, নিজ শরীরও অনুকূল বাক্যের দ্বারা তিন বৎসর শ্রীগুরুদেবের সেবা করিয়া তাঁহার সন্তোষ বিধান করিবে, শ্রীভগবৎ বুদ্ধিতে অতিধীর ব্যক্তি। শ্রীগুরুদেব সন্তুষ্ট হইলে মন্ত্রদীক্ষা প্রার্থনা করিবে ॥ ৭৮ ॥

টীকা—এবং 'বর্ষমেকং পরীক্ষা চ ততো দীক্ষেতি নিশ্চিতম্'। তত্র শ্রীগোপালমন্ত্রবরদীক্ষায়াং বর্ষত্রয়-গুরুসেবানন্তরমেব দীক্ষেতি তত্ত্ববিদাং মতং লিখন্ দীক্ষাপ্রাক্তনগুরুসেবাবিধিঞ্চ সংক্ষেপেণ দর্শয়তি—সন্তোষয়েদিতি ; তং গুরুং, বিবক্ষতু বক্তুমিচ্ছতু, দীক্ষার্থং প্রার্থনাং কুর্য্যাদিত্যর্থঃ ; অব্দত্রয়মিত্যত্র বিশেষো গ্রন্থান্তরাদ্দ্রষ্টব্যঃ ; তথাহি—'ত্রিষু বর্ষেষু বিপ্রস্য ষট্সু বর্ষেষু ভূভৃতঃ। বিশো নবসু বর্ষেষু পরীক্ষা তু প্রশস্যতে ॥ সমাস্বপি দ্বাদশসু তেষাং যে বৃষলাদয়ঃ' ইতি। যচ্চ শারদাতিলকাদাবুক্তম্—'একাব্দেন ভবেদ্বিপ্রো ভবেদব্দদ্বয়ান্নৃপঃ। ভবেদব্দ-ত্রয়ৈর্বৈশ্যঃ শূদ্রো বর্ষচতুষ্টয়ৈঃ ॥' ইতি, তদত্যন্তপূর্ব্ব-পরিশীলিতবিষয়মিতি বিবেচনীয়ম্ ॥ ৭৮ ॥

অথ বিশেষতঃ শ্রীগুরুসেবাবিধিঃ

কৌর্ম্মে শ্রীব্যাসগীতায়াম্—

উদকুম্ভং কুশান্ পুষ্পং সমিধোঽস্যাহরেৎ সদা।
মার্জ্জনং লেপনং নিত্যমঙ্গানাং বাসসাং চরেৎ ॥ ৭৯ ॥
নাস্য নির্ম্মাল্যশয়নং পাদুকোপানহাবপি।
আক্রামেদাসনং ছায়ামাসন্দীং বা কদাচন ॥ ৮০ ॥
সাধয়েদ্দন্তকাষ্ঠাদীন্ কৃত্যং চাস্মৈ নিবেদয়েৎ ॥ ৮১॥

অনুবাদ—অনন্তর বিশেষরূপে শ্রীগুরুসেবাবিধি বলিতেছেন কূর্ম্মপুরাণের শ্রীব্যাসগীতাতে—শিষ্য সর্ব্বদা শ্রীগুরুদেবের জলপাত্র, কুশ, পুষ্প ও যজ্ঞকাষ্ঠ আহরণ করিবেন। শ্রীগুরুদেবের গৃহ নিত্য মার্জ্জন ও লেপন, এবং শ্রীঅঙ্গসেবা ও বস্ত্র প্রক্ষালনাদি করিবেন ॥ ৭৯ ॥

অনুবাদ—শিষ্য শ্রীগুরুদেবের নির্ম্মাল্য, শয্যা, কাষ্ঠপাদুকা ও চর্ম্মপাদুকা, আসন, ছায়া ও আসন্দী অর্থাৎ ভোজনপাত্রের আধার ত্রিপদী প্রভৃতি কখনও লঙ্ঘন করিবে না ॥ ৮০ ॥

অনুবাদ—শ্রীগুরুদেবের দন্তকাষ্ঠ প্রভৃতি সমাধান করিবে এবং কর্ত্তব্য বিষয় জিজ্ঞাসা করিবে ॥ ৮১ ॥

টীকা—সন্তোষয়েদিত্যাদিনা সামান্যতঃ সংক্ষেপেণ লিখিতং শ্রীগুরুসেবাবিধিং বিশেষতো বিস্তার্য্য লিখতি—উদকুম্ভমিত্যাদিনা ; অস্য গুরোর্মার্জনাদিকং গৃহস্য অঙ্গানাং চেত্যর্থঃ ; তত্রাঙ্গানাং লেপনং চন্দনাদিনেতি জ্ঞেয়ম্। পাদুকোপানহোশ্চর্ম্মকাষ্ঠাদিভেদেনাবান্তরভেদঃ, আসন্দীং—ভোজনপাত্রাধারত্রিপদিকাম ॥ ৭৯-৮১ ॥

অনাপৃচ্ছ্য ন গন্তব্যং ভবেৎ প্রিয়হিতে রতঃ।
ন পাদৌ সারয়েদস্য সন্নিধানে কদাচন ॥ ৮২ ॥
জৃম্ভাহাস্যাদিকঞ্চৈব কণ্ঠপ্রাবরণং তথা।
বর্জয়েৎ সন্নিধৌ নিত্যমথাস্ফোটনমেব চ ॥ ৮৩ ॥

অনুবাদ—শ্রীগুরুদেবের আদেশ না লইয়া কোথাও যাইবে না। তাঁহার প্রিয় হিতকর কার্য্যে নিযুক্ত থাকিবে। কখনও তাঁহার নিকটে পাদ-প্রসারণ করিয়া বসিবে না ॥ ৮২ ॥

অনুবাদ—শ্রীগুরুদেবের নিকট হাইতোলা, উচ্চ-হাস্য, উচ্চভাষাদি বলা, বস্ত্রদ্বারা কণ্ঠ আবরণ, এবং অঙ্গুলী ফোটান ইত্যাদি করিবে না ॥ ৮৩ ॥

টীকা—সারয়েৎ প্রসারয়েৎ, আদিশব্দাদুচ্চৈর্ভাষাদি, আস্ফোটনমঙ্গুল্যাদীনাম্ ॥ ৮২-৮৩ ॥

কিঞ্চ—

শ্রেয়স্তু গুরুবদ্বৃত্তির্নিত্যমেব সমাচরেৎ।
গুরুপুত্রেষু দারেষু গুরোশ্চৈব স্ববন্ধুষু ॥ ৮৪ ॥

অনুবাদ—আরও, গৃহী গুরুদেবের পুত্র পরিবার ও বন্ধুজনের প্রতি ব্যবহার শ্রীগুরুসম্বন্ধীয় হিসাবে মঙ্গলকর কার্য্য আচরণ করিবে ॥ ৮৪ ॥

টীকা—নিত্যং গুরুপুত্রাদিষু শ্রেয়ঃ হিতং সম্যগাচরেৎ ; গুরুবদ্বৃত্তিঃ গুরাবিব গুরুপুত্রাদিষ্বপি বৃত্তি-র্ব্যবহারো যস্য তথাভূতঃ সন্, স্বা জ্ঞাতয়ো, বন্ধবঃ

সম্বন্ধিনস্তেষু ; পাঠান্তরে শ্রেয়ো যথা স্যাত্তথা গুরাবিব তদ্ধিয়াচরেৎ ; যদাচরেৎ, তৎ শ্রেয় ইতি বা ॥ ৮৪ ॥

উৎসাদনং বৈ গাত্রাণাং স্নাপনোচ্ছিষ্টভোজনে ।
ন কুর্য্যাদ্‌গুরুপুত্রস্য পাদয়োঃ শৌচমেব চ ॥ ৮৫ ॥
গুরুবৎ পরিপূজ্যাশ্চ সবর্ণা গুরুযোষিতঃ ।
অসবর্ণাস্তু সংপূজ্যাঃ প্রত্যুত্থানাভিবাদনৈঃ ॥ ৮৬ ॥
অভ্যঞ্জনং স্নাপনঞ্চ গাত্রোৎসাদনমেব চ ।
গুরুপত্ন্যা ন কার্য্যাণি কেশানাঞ্চ প্রসাধনম্ ॥ ৮৭ ॥

অনুবাদ—গুরুপুত্রের গাত্রমর্দ্দন, স্নান করান, উচ্ছিষ্ট ভোজন ও পাদপ্রক্ষালন নিষিদ্ধ ॥ ৮৫ ॥

অনুবাদ—সবর্ণা গুরুপত্নী গুরুবৎ পূজ্যা, অসবর্ণা প্রত্যুত্থান ও অভিবাদন দ্বারা পূজনীয়া ॥ ৮৬ ॥

অনুবাদ—গুরুপত্নীর গাত্রে তৈল মর্দ্দন, স্নান করান, উদ্বর্ত্তন ও কেশ প্রসাধন শিষ্যের কর্ত্তব্য নহে ॥ ৮৭ ॥

টীকা—তত্রাপবাদমাহ—উৎসাদনমিতি ত্রিভিঃ। গাত্রাণামুৎসাদনম্ উদ্বর্ত্তনম্, শৌচং প্রক্ষালনম্, অসবর্ণা ইতি পূর্ব্বং ব্রাহ্মণানাং ক্ষত্রিয়াদিকন্যাপরিগ্রহাৎ ; যদ্যপ্যেতৎ সর্ব্বং শ্রীব্যাসদেবেন বেদাধ্যাপকগুরু-সেবামধিকৃত্যোক্তং, তথাপি সাঙ্গবেদাধ্যাপনে মন্ত্রোপ-দেশশ্চ স্বত এব সিধ্যতীত্যেবং মন্ত্রগুরু-বেদগুর্ব্বোর-ভেদাৎ, বিশেষতশ্চ সেবাবিধিসাম্যাদত্র লিখিতমিতি দিক্। এবমন্যত্রাপ্যূহ্যম্ ॥ ৮৫-৮৭ ॥

দেব্যাগমে শ্রীশিবোক্তৌ—

গুরুশয্যাসনং যানং পাদুকে পাদপীঠকম্ ।
স্নানোদকং তথা ছায়াং লঙ্ঘয়েন্ন কদাচন ॥ ৮৮ ॥

অনুবাদ—দেবীতন্ত্রে শ্রীশিবের উক্তি—শ্রীগুরু-দেবের শয্যা, আসন, যান, পাদুকা, পাদপীঠ স্নানজল ও ছায়া শিষ্য কখনও লঙ্ঘন করিবে না ॥ ৮৮ ॥

গুরোরগ্রে পৃথক্‌পূজামদ্বৈতঞ্চ পরিত্যজেৎ ।
দীক্ষাং ব্যাখ্যাং প্রভুত্বঞ্চ গুরোরগ্রে বিবর্জ্জয়েৎ ॥ ৮৯॥

অনুবাদ—গুরুদেবের অগ্রে পৃথক্ পূজা, অভেদোক্তি, দীক্ষা, শাস্ত্রব্যাখ্যা ও প্রভুত্ব বিশেষভাবে বর্জ্জন করিবে ॥ ৮৯ ॥

টীকা—অদ্বৈতমভেদোক্তিম্ ; দীক্ষামন্যস্মৈ দীক্ষা-প্রদানম্ ॥ ৮৯ ॥

শ্রীনারদোক্তৌ—

যত্র যত্র গুরুং পশ্যেৎ তত্র তত্র কৃতাঞ্জলিঃ ।
প্রণমেদ্দণ্ডবদ্ভূমৌ ছিন্নমূল ইব দ্রুমঃ ॥ ৯০ ॥
গুরোর্বাক্যাসনং যানং পাদুকোপানহৌ তথা ।
বস্ত্রং ছায়াং তথা শিষ্যো লঙ্ঘয়েন্ন কদাচন ॥ ৯১ ॥

অনুবাদ—দেবর্ষি শ্রীনারদের উক্তিতে—যেখানে যেখানে শ্রীগুরুকে দর্শন করিবে, সেখানে সেখানে করযোড়ে ছিন্নমূল বৃক্ষের ন্যায় ভূমিতে দণ্ডবৎ প্রণাম করিবে। শ্রীগুরুর বাক্য, আসন, যান, কাষ্ঠপাদুকা, চর্ম্মপাদুকা, বস্ত্র ও ছায়া শিষ্য কখনও লঙ্ঘন করিবে না ॥ ৯০-৯১ ॥

টীকা—পাদুকোপানহোশ্চর্ম্মকাষ্ঠাদিভেদেনাবান্তর-ভেদঃ পূর্ব্বমেব লিখিতঃ ॥ ৯০-৯১ ॥

শ্রীমনুস্মৃতৌ—

নোদাহরেদ্‌গুরোর্নাম পরোক্ষমপি কেবলম্ ॥
ন চৈবাস্যানুকুর্ব্বীত গতিভাষণচেষ্টিতম্ ॥ ৯২ ॥

অনুবাদ—মনুস্মৃতিতে উক্তি আছে—বিশেষণ ও শ্রীশব্দ ব্যতীত কেবল শ্রীগুরুর নামাক্ষর মাত্র অসাক্ষাতেও উচ্চারণ করিবে না। সেইরূপ শ্রীগুরু-দেবের গতি ভাষণ ও চেষ্টার অণু করণ করিবে না ॥ ৯২ ॥

টীকা—কেবলং শুদ্ধং নামাক্ষরমাত্রকমিত্যর্থঃ ॥ ৯২ ॥

গুরোর্গুরৌ সন্নিহিতে গুরুবদ্‌ বৃত্তিমাচরেৎ ।
ন চাবিসৃষ্টো গুরুণা স্বান্ গুরূনভিবাদয়েৎ ॥ ৯৩ ॥

অনুবাদ—শ্রীগুরুর গুরু পরমগুরু নিকটস্থ হইলে শ্রীগুরুর ন্যায় ব্যবহার করিবে। পারমার্থিক

গুরু কর্ত্তৃক আদিষ্ট না হইয়া নিজ পিত্রাদি গুরু-বর্গকে প্রণামাদি করিবে না ॥ ৯৩ ॥

টীকা—স্বান্ গুরূন্ পিত্রাদীন্ ॥ ৯৩ ॥

শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে—

যথা তথা যত্র তত্র ন গৃহ্ণীয়াচ্চ কেবলম্ ।
অভক্ত্যা ন গুরোর্নাম গৃহ্ণীয়াচ্চ যতাত্মবান্ ॥ ৯৪ ॥
প্রণবঃ শ্রীস্ততো নাম বিষ্ণুশব্দাদনন্তরম্ ।
পাদ-শব্দসমেতঞ্চ নতমূর্ধাঞ্জলীযুতঃ ॥ ৯৫ ॥

অনুবাদ—শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে উক্ত হইয়াছে—শ্রীগুরুদেবের কেবল নাম—যেমন তেমন ভাবে যেখানে সেখানে অভক্তিভাবে উচ্চারণ করিবে না। সংযতচিত্তে অবনত মস্তকে করযোড়ে প্রথমতঃ প্রণব ওঁ শ্রী অমুক বিষ্ণুপাদ—এইভাবে নাম গ্রহণ করিবে ॥ ৯৪-৯৫ ॥

টীকা—তর্হি কুত্রচিৎ কথং গৃহ্ণীয়াদিত্যপেক্ষায়া-মাহ—গৃহ্ণীয়াচ্চেত্যাদিনা ; অঞ্জলীতি দীর্ঘত্বমার্ষম্ ; ওঁ শ্রীঅমুকবিষ্ণুপাদা ইত্যেবং, তচ্চ নতমূর্ধাঞ্জলিযুক্তঃ সন্ গৃহ্ণীয়াদিত্যর্থঃ ॥ ৯৪-৯৫ ॥

কিঞ্চ—

ন তমাজ্ঞাপয়েন্মোহাত্তস্যাজ্ঞাং ন চ লঙ্ঘয়েৎ ।
নানিবেদ্য গুরোঃ কিঞ্চিদ্ভোক্তব্যং বা গুরোস্তথা ॥৯৬॥

অনুবাদ—আরও, উক্তি আছে—মোহবশতঃ কখনও শ্রীগুরুকে আদেশ করিবে না এবং তাঁহার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিবে না। শ্রীগুরুদেবকে নিবেদন না করিয়া তাঁহার দ্রব্য কিছুই ভোজন করিবে না। দীক্ষা গ্রহণের পর এই সকল নিয়ম শিষ্য কর্ত্তৃক পালনীয় ॥ ৯৬ ॥

অন্যত্র চ—

আয়ান্তমগ্রতো গচ্ছেদগচ্ছন্তং তমনুব্রজেৎ ।
আসনে শয়নে বাপি ন তিষ্ঠেদগ্রতো গুরোঃ ॥ ৯৭ ॥
যৎ কিঞ্চিদন্নপানাদি প্রিয়ং দ্রব্যং মনোরমম্ ।
সমর্প্য গুরবে পশ্চাৎ স্বয়ং ভুঞ্জীত প্রত্যহম্ ॥ ৯৮ ॥

অনুবাদ—অন্য শাস্ত্রেও কথিত আছে—শ্রীগুরু-দেবকে আসিতে দেখিয়া আগাইয়া যাইবে, যাইবার সময় তাঁহার পশ্চাৎ গমন করিবে। শ্রীগুরুদেবের অগ্রে আসনে বা শয়নে থাকিবে না ॥ ৯৭ ॥

অনুবাদ—যাহা কিছু ভোজ্য ও পানীয় মনোহর প্রিয় দ্রব্য শ্রীগুরুকে সমর্পণ করিয়া পরে নিজে প্রত্যহ ভোজন করিবে ॥ ৯৮ ॥

শ্রীবিষ্ণুস্মৃতৌ—

ন গুরোরপ্রিয়ং কুর্য্যাৎ তাড়িতঃ পীড়িতোঽপি বা ।
নাবমন্যেত তদ্বাক্যং নাপ্রিয়ং হি সমাচরেৎ ॥ ৯৯ ॥

অনুবাদ—শ্রীবিষ্ণুস্মৃতিতে উক্তি আছে—শ্রীগুরু-দেব কর্ত্তৃক তাড়িত বা পীড়িত হইয়াও শ্রীগুরুর অপ্রিয় কার্য্য করিবে না। তাঁহার বাক্যের অব-মাননা এবং তাহার অপ্রিয় আচরণ করিবে না ॥৯৯॥

আচার্য্যস্য প্রিয়ং কুর্য্যাৎ প্রাণৈরপি ধনৈরপি ।
কর্ম্মণা মনসা বাচা স যাতি পরমাং গতিম্ ॥ ১০০ ॥

অনুবাদ – প্রাণ ও ধন দ্বারা আচার্য্যের প্রিয়কার্য্য করিবে, কায় মনোবাক্যে এইরূপ সেবা করিলে সেই সেই শিষ্য পরমা গতি লাভ করে ॥ ১০০ ॥

টীকা—মোহাদপি গুরোঃ কিঞ্চিন্ন ভোক্তব্যং, তচ্চাজ্ঞাং বিনেতি বোদ্ধব্যম্, অন্যথাজ্ঞালঙ্ঘনদোষা-পত্তেঃ ; এতচ্চ সর্ব্বং দীক্ষানন্তরমপি শিষ্যস্য কৃত্যং জ্ঞেয়ং, সদৈব গুরুভক্তেরনুষ্ঠেয়ত্বাৎ ; অতএবৈতৎ দীক্ষানন্তরমপি কৃচিদুক্তমস্তি ॥ ৯৬-১০০ ॥

অন্যথা দ্বয়োরপি মহাদোষঃ—

শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে—

যো ব্যক্তি ন্যায়রহিতমন্যায়েন শৃণোতি যঃ ।
তাবুভৌ নরকং ঘোরং ব্রজতঃ কালমক্ষয়ম্ ॥ ১০১ ॥

অনুবাদ—শ্রীনারদ পঞ্চরাত্রে বর্ণিত আছে—পূর্ব্বোক্ত শাস্ত্রবিধি অনুসারে গুরুশিষ্য পরীক্ষা এবং শ্রীগুরুসেবাদি ব্যতীত দীক্ষা দানে ও শিষ্য কর্ত্তৃক

দীক্ষা গ্রহণে মহা অনর্থ—সম্ভাবনা যিনি শাস্ত্রবিধি ব্যতীত মন্ত্র উপদেশ করেন এবং শ্রীগুরুসেবা ব্যতীত মন্ত্রগ্রহণ করেন, তাহাদের উভয়ের দীর্ঘকাল ভয়ঙ্কর নরক ভোগ হয় ॥ ১০১ ॥

টীকা—পরীক্ষাং বিনা গুরুসেবাদিং বিনা চ মন্ত্রস্য কথনে গ্রহণে চ মহাননর্থ ইতি লিখতি—যো বক্তীতি ; ন্যায়ঃ দ্বয়োরন্যোহন্য-পরীক্ষণপূর্ব্বক-গুরু-সেবাদি-প্রকারস্তদ্রহিতম্ ॥ ১০১

অথ শিষ্যপ্রার্থনা

বৈষ্ণবতন্ত্রে—

ত্রায়স্ব ভো জগন্নাথ গুরো সংসারবহ্নিনা ।
দগ্ধং মাং কালদষ্টঞ্চ ত্বামহং শরণং গতঃ ॥১০২॥ইতি

অনুবাদ—বৈষ্ণবতন্ত্রে—এইরূপে শ্রীগুরুসেবা দ্বারা শ্রীগুরুর সন্তোষ বিধানের পর মন্ত্রদীক্ষার জন্য শিষ্যপ্রার্থনা করিবেন—হে শ্রীগুরুদেব আপনি জগতের প্রভু সংসারের ত্রিতাপজ্বালা হইতে আমাকে রক্ষা করুন, কালরূপ সর্পের দংশনে বিষের জ্বালায় দগ্ধ আমাকে উদ্ধার করুন, আমি আপনার শরণাগত ॥ ১০২ ॥

টীকা—এবং সেবয়া গুরুসন্তোষণানন্তরং মন্ত্র-দীক্ষার্থং যথা শিষ্যেণ প্রার্থয়িতব্যং তদ্বিজ্ঞাপয়িতুং লিখতি—ত্রায়স্বেতি ॥ ১০২ ॥

তত্র শ্রীবাসুদেবস্য সর্ব্বদেবশিরোমণেঃ ।
পাদাম্বুজৈকভাগেব দীক্ষা গ্রাহ্যা মনীষিভিঃ ॥ ১০৩॥

অনুবাদ—মনীষীগণ কর্ত্তৃক শ্রীগুরুদেবের নিকট সর্ব্বদেব শিরোমণি শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের শ্রীচরণ কমল ভজনরূপ মন্ত্রদীক্ষাশ্রয় কর্ত্তব্য অন্য দীক্ষা গ্রহণে নির্ব্বুদ্ধিতা প্রকাশ পায় ॥ ১০৩॥

টীকা—তত্র তস্যাং গৃহ্যমাণায়াং দীক্ষায়াং পাদা-ম্বুজমেকমেব ভজতি আশ্রয়তীতি তথা সা ; মনীষি-ভিরিতি, অন্যথা নির্ব্বুদ্ধিতৈবেতি ভাবঃ ॥ ১০৩ ॥

অথ শ্রীভগবন্মাহাত্ম্যম্

প্রথমস্কন্ধে (শ্রীভাঃ ২।২৩)—

সত্ত্বং রজস্তম ইতি প্রকৃতেগু‍র্ণাস্তৈ-
র্যুক্তঃ পরঃ পুরুষ এক ইহাস্য ধত্তে ।
স্থিত্যাদয়ে হরিবিরিঞ্চিহরেতিসংজ্ঞাঃ
শ্রেয়াংসি তত্র খলু সত্ত্বতনোর্নৃণাং স্যুঃ ॥ ১০৪ ॥

অনুবাদ—শ্রীমদ্ভাগবতে ১ম স্কন্ধে ২য় অধ্যায়ে ২৩ শ্লোকে—সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ প্রকৃতির গুণত্রয় যুক্ত হইয়া একমাত্র পরমপুরুষ বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয় কার্য্যের জন্য ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বর এই তিন নাম ধারণ করিয়াছেন, তন্মধ্যে সত্ত্বমূর্ত্তি শ্রীবাসুদেব বিষ্ণুই নিশ্চয় মানবগণের শুভফল দান করেন ॥১০৪

টীকা—তত্র হেতুং দর্শয়ন্ শ্রীবাসুদেবস্য ভগবতো মাহাত্ম্যং লিখতি—সত্ত্বমিত্যাদিনা ; তত্র ব্রহ্মাদীনাং ত্রয়াণামপীশ্বরত্বেহপ্যেকাত্মত্বেহপি চ শ্রীবাসুদেবস্যা-ধিক্যমাহ—সত্ত্বমিতি ; ইহ যদ্যপ্যেক এব পরঃ পুমান্ ঈশ্বরঃ অস্য বিশ্বস্য স্থিতিসৃষ্টিলয়ার্থং হরি-বিরিঞ্চি-হরেতিসংজ্ঞা ধত্তে, তথাপি তত্র তেষাং মধ্যে সত্ত্বতনোঃ শ্রীবাসুদেবাদেব শ্রেয়াংসি শুভফলানি স্যুঃ ॥ ১০৪ ॥

কিঞ্চ (শ্রীভাঃ ১।১৮।২১)—

অথাপি যৎপাদনখাবসৃষ্টং
জগদ্বিরিঞ্চোপহৃতার্হণাম্ভঃ ।
সেশং পুনাত্যন্যতমো মুকুন্দাৎ
কো নাম লোকে ভগবৎপদার্থঃ ॥ ১০৫ ॥

অনুবাদ—আরও প্রথমস্কন্ধের অষ্টাদশ অধ্যা-য়ের একবিংশ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে—যদিও এই তিন মূর্ত্তিই ঈশ্বর, তথাপি ব্রহ্মা কর্ত্তৃক প্রদত্ত অর্ঘ্যজল যাঁহার শ্রীচরণ নখ হইতে নিঃসৃত হইয়া শ্রীশিবের মস্তকে পতিত হইয়া তাঁহার সহিত জগৎ পবিত্র করিতেছেন, সেই ভগবান্ মুকুন্দ ব্যতীত অন্য কে ভগবৎ পদবাচ্য হইবেন ? অর্থাৎ শ্রীব্রহ্মা ও শিব যাঁহার উপাসক, সেই সর্ব্বেশ্বর বিষ্ণুই একমাত্র উপাস্য ॥ ১০৫ ॥

টীকা—অথাপি যদ্যপি ত্রয় এবৈতে ঈশ্বরাস্তথা-

পীত্যর্থঃ ; যদ্বা, অথেত্যর্থান্তরে ; বিরিঞ্চিনোপহৃতং সমর্পিতমর্হণাম্ভঃ অর্ঘ্যোদকং যস্য পাদনখাদবসৃষ্টং নিঃসৃতমপি, যদ্বা, পাদনখেনাবক্তয়া তাক্তমপি ঈশ-সহিতং জগৎ পুনাতি ; বিরিঞ্চোপহৃতং শেষমিত্যনেন শ্রীব্রহ্ম-শিবয়োরপ্যুপাসকত্বমুক্তম্। তস্মান্মুকুন্দাদ্ব্যতিরিক্তঃ কো নাম ভগবৎপদার্থোঽভিধেয়ঃ, সর্ব্বেশ্বরঃ স বিষ্ণুরেক এবেত্যর্থঃ ॥ ১০৫ ॥

———

শ্রীদশমস্কন্ধে (৮৯।১৪)—

তন্নিশম্যাথ মুনয়ো বিস্মিতা মুক্তসংশয়াঃ।
ভূয়াংসং শ্রদ্দধুর্বিষ্ণুং যতঃ ক্ষেমো যতোঽভয়ম্ ॥১০৬

অনুবাদ—শ্রীদশমস্কন্ধে ৮৯ অধ্যায়ে ১৪ শ্লোকে—জগদীশ্বর ত্রয়ের মধ্যে কোন মূর্ত্তি উপাস্য এই সংশয় মীমাংসার জন্য প্রেরিত ভৃগুমুনি পরীক্ষা করিয়া ফিরিলে পর তাঁহার নিকট ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর মহিমা শ্রবণ করিয়া সরস্বতী তীরবাসী মুনিগণ বিস্মিত ও সংশয় মুক্ত হইয়া তাঁহাতে অতিশয় শ্রদ্ধাযুক্ত হইলেন। কারণ, শ্রীবিষ্ণু হইতেই পরমমঙ্গল ও অভয় লাভ হয় ॥ ১০৬ ॥

টীকা—তদ্ ভৃগুবর্ণিতং শ্রীভগবন্মাহাত্ম্যং বিস্মিতা তাদৃশাপরাধেঽপি নির্ব্বিকারত্বেন, যদ্বা, অবিস্মিতাস্তস্য স্বতএব তথা সম্ভাবনয়া ; ভূয়াংসং মহত্তমং ; শ্রদ্দধুঃ নিশ্চিতবন্তঃ ॥ ১০৬ ॥

———

পাদ্মে বৈশাখমাহাত্ম্যে যমব্রাহ্মণ-সংবাদে—

ব্যামোহায় চরাচরস্য জগতস্তে তে পুরাণাগমাস্তাং তামেব হি দেবতাং পরমিকাং জল্পন্তু কল্পাবধি।
সিদ্ধান্তে পুনরেক এব ভগবান্ বিষ্ণুঃ সমস্তাগম-ব্যাপারেষু বিবেচনব্যতিকরং নীতেষু নিশ্চীয়তে ॥১০৭

অনুবাদ—পদ্মপুরাণে বৈশাখ মাহাত্ম্যে যম-ব্রাহ্মণ সংবাদে উক্ত হইয়াছে—সৃষ্টির আদি হইতে অন্ত্যপর্যন্ত সেই সেই ও আগম শাস্ত্র সমূহ জগদ্বাসীর মোহ উৎপাদনের জন্য নিজ নিজ বর্ণিত দেবগণকে শ্রেষ্ঠ বলিলেও সমস্ত শাস্ত্রের সম্মিলিত প্রয়োজন তত্ত্ব—বিচারস্থলে সিদ্ধান্তে উপনীত হইলে জানা যাইবে একমাত্র ভগবান বিষ্ণুই সর্ব্বেশ্বর ও উপাস্য—ইহাই নিশ্চিত হয় ॥ ১০৭ ॥

টীকা—জল্পন্ত্বিত্যুপহাসে, 'জানন্ত এব জানন্তু' ইত্যাদিবৎ, সমস্তানামাগমানাং শাস্ত্রাণাং ব্যাপারেষু প্রয়োজনেষু বিবেচনস্য ব্যাপারস্য দূষণত্বেন তদেব স্কন্দপুরাণাদিবিচারস্য ব্যতিকরমাসঙ্গং প্রাপিতেষু সৎসু সিদ্ধান্তে বিষয়ে বিষ্ণুরেক এব ভগবান্ সর্ব্বেশ্বর ইতি নিশ্চীয়তে ॥ ১০৭ ॥

———

নারসিংহে—

সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যমুৎক্ষিপ্য ভুজমুচ্যতে।
বেদাচ্ছাস্ত্রং পরং নাস্তি ন দেবঃ কেশবাৎ পরঃ ॥১০৮

অনুবাদ—শ্রীনৃসিংহ পুরাণে উক্ত হইয়াছে—বাহু উত্তোলন পূর্ব্বক ত্রিসত্য করিয়া মৎকর্ত্তৃক উক্ত হইতেছে—যেমন বেদ হইতে শ্রেষ্ঠ শাস্ত্র নাই, সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণ হইতে পরম ঈশ্বর নাই ॥ ১০৮ ॥

———

যতঃ পাদ্মে—

অরিমিত্রং বিষং পথ্যমধর্ম্মো ধর্ম্মতাং ব্রজেৎ।
সুপ্রসন্নে হৃষীকেশে বিপরীতে বিপর্য্যয়ঃ ॥ ১০৯ ॥

অনুবাদ—যেহেতু পদ্ম পুরাণে কথিত হইয়াছে—হৃষীকেশ শ্রীকৃষ্ণ সুপ্রসন্ন হইলে শত্রু—মিত্র হয়, বিষ—পথ্য হয় এবং অধর্ম্ম—ধর্ম্ম হয়, আর তিনি অপ্রসন্ন হইলে তদ্বিপরীত মিত্র—শত্রু, পথ্য—বিষ, ধর্ম্ম—অধর্ম্ম হইয়া যায় ॥ ১০৯ ॥

———

তত্রৈব শ্রীভগবদ্বাক্যম্—

মন্নিমিত্তং কৃতং পাপমপি ধর্ম্মায় কল্পতে ॥
মামনাদৃত্য ধর্ম্মোঽপি পাপং স্যান্মৎপ্রভাবতঃ ॥১১০॥

অনুবাদ—শ্রীপদ্ম পুরাণেই শ্রীভগবদ্‌বাক্য—আমার নিমিত্ত কৃত চৌর্য্যাদি পাপও আমার প্রভাবে ধর্ম্ম হয়, আমাকে অনাদর করিয়া ধর্ম্মানুষ্ঠান করিলেও তাহা পাপে পরিণত হয় ॥ ১১০ ॥

টীকা—বেদাচ্ছাস্ত্রং পরং পরমং নাস্তীতি দৃষ্টান্তত্বেনোক্তম্ ॥ ১০৮-১১০ ॥

———

অতএবোক্তং স্কান্দে শ্রীব্রহ্মনারদসংবাদে—

বাসুদেবং পরিত্যজ্য যোঽন্যদেবমুপাসতে।
স্বমাতরং পরিত্যজ্য শ্বপচীং বন্দতে হি সঃ ॥ ১১১॥

অনুবাদ—এই কারণে স্কন্দপুরাণে শ্রীব্রহ্ম নারদ সংবাদে উক্ত হইয়াছে—শ্রীভগবদ্‌ভজন পরিত্যাগ করিয়া অন্যদেবতার ভজনে দোষ—শ্রীবাসুদেব শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা ত্যাগ করিয়া যে ব্যক্তি অন্য দেবকে উপাসনা করে, সেই ব্যক্তি নিজ মাতাকে পরিত্যাগ করিয়া চণ্ডালিনীকে বন্দনা করে ॥ ১১১॥

টীকা—এবং ব্রহ্মাদিভ্যোঽখিলদেবেভ্যো মাহাত্ম্যং বিলিখ্যাধুনা তৎপরিত্যাগেনান্যদেবতাভজনস্য দূষণত্বেন তদেব স্কন্দপুরাণাদি-বাক্যৈর্দ্রঢ়য়তি—বাসুদেবমিত্যাদিনা। উপাসত ইত্যার্ষম্, উপাস্তে ॥ ১১১ ॥

তত্রৈবান্যত্র—

বাসুদেবং পরিত্যজ্য যোঽন্যদেবমুপাসতে।
ত্যক্ত্বামৃতং স মূঢ়াত্মা ভুঙ্‌ক্তে হালাহলং বিষম্ ॥১১২

অনুবাদ—স্কন্দ পুরাণে অন্যত্র উক্ত হইয়াছে—যে ব্যক্তি বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য দেবকে উপাসনা করে, সেই মূঢ়চিত্ত অমৃত ত্যাগ ত্যাগ করিয়া হলাহল বিষ পান করে ॥ ১১২ ॥

মহাভারতে—

যস্তু বিষ্ণুং পরিত্যজ্য মোহাদন্যমুপাসতে।
স হেমরাশিমুৎসৃজ্য পাংশুরাশিং জিঘৃক্ষতি ॥ ১১৩॥
অনাদৃত্য তু যো বিষ্ণুমন্যদেবং সমাশ্রয়েৎ।
গঙ্গাম্ভসঃ স তৃষ্ণার্তো মৃগতৃষ্ণাং প্রধাবতি ॥ ১১৪ ॥

অনুবাদ—মহাভারতে কথিত আছে—যে ব্যক্তি শ্রীবিষ্ণুকে পরিত্যাগ করিয়া মোহহেতু অন্যকে উপাসনা করে, সেই ব্যক্তি সুবর্ণরাশি ত্যাগ করিয়া ভস্মরাশি পাইতে ইচ্ছা করে। শ্রীভগবান্ বিষ্ণুকে অনাদর করিয়া যে ব্যক্তি অন্যদেবকে আশ্রয় করে, সেই তৃষ্ণাতুর গঙ্গাজল ত্যাগ করিয়া মরুভূমি স্থিত মরীচির প্রতি ধাবিত হয় ॥ ১১৩-১১৪ ॥

টীকা—গঙ্গাম্ভসঃ সকাশাৎ, তৎপরিত্যজ্যেত্যর্থঃ ॥ ১১৩-১১৪ ॥

পঞ্চরাত্রে—

যো মোহাদ্বিষ্ণুমন্যেন হীনদেবেন দুর্ম্মতিঃ।
সাধারণং সকৃদ্ব্রূতে সোঽন্ত্যজো নান্ত্যজোঽন্ত্যজঃ ॥১১৫

অনুবাদ—পঞ্চরাত্রে—মোহহেতু যে দুর্ম্মতি শ্রীবিষ্ণুকে অন্য ক্ষুদ্রদেবতার সহিত (সাধারণ) একবার সমান বলে, সেই অন্ত্যজ ও জাতি অন্ত্যজ—অন্ত্যজ নহে ॥ ১১৫ ॥

বৈষ্ণবতন্ত্রে—

ন লভেয়ুঃ পুনর্ভক্তিং হরেরৈকান্তিকীং জড়াঃ।
একাগ্রমনসশ্চাপি বিষ্ণুসামান্যদর্শিনঃ ॥ ১১৬ ॥

অনুবাদ—বৈষ্ণবতন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—শ্রীবিষ্ণুর সহিত অন্য দেবতার সমানদর্শী কর্ম্মজড় স্মার্ত্তগণ যোগী হইলেও শ্রীহরিতে ঐকান্তিকী ভক্তিলাভ করিতে পারিবে না ॥ ১১৬ ॥

টীকা—অস্তু তাবৎ পরিত্যাগে ন দোষঃ, অন্যদেবসামান্য-দৃষ্ট্যৈব মহাননর্থ ইতি লিখতি—য ইতি; মোহাদপি হীনেন বিষ্ণবপেক্ষয়া নিকৃষ্টেন দেবেন; জাতাবেকত্বম্; সাধারণং তুল্যং; সকৃদপি, অন্ত্যজঃ অত্যন্তনীচঃ স এব, ন তু চণ্ডালাদিরিত্যর্থঃ ॥ ১১৫-১১৬ ॥

অন্যত্র চ—

যস্তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্মরুদ্রাদিদৈবতৈঃ।
সমত্বেনৈব বীক্ষেত স পাষণ্ডী ভবেৎ সদা ॥১১৭॥ইতি

অনুবাদ—অন্যত্রও উক্ত হইয়াছে—ব্রহ্ম-রুদ্রাদি দেবগণের সহিত শ্রীনারায়ণকে যে ব্যক্তি সমভাবে দর্শন করে, সে সর্ব্বদা পাষণ্ডী থাকিবে। ভাবার্থ এই যে—শ্রীব্রহ্ম ও রুদ্র গুণাবতার, ইন্দ্রাদি দেবগণ বিভূতি, ভগবান্ শ্রীনারায়ণ অবতারী পরমেশ্বর—ইহাই শাস্ত্র সিদ্ধান্ত। শাস্ত্র অনাদর কারী পাষণ্ডী—পাষণ্ডিনস্তু বিজ্ঞেয়াঃ সৎশাস্ত্র পরিপন্থিনঃ ॥ ১১৭ ॥

টীকা—কিঞ্চ, যস্ত্বিতি, আদিশব্দেন ইন্দ্রাদয়ঃ; অয়ং ভাবঃ,—শ্রীব্রহ্মরুদ্রৌ গুণাবতারৌ, ইন্দ্রাদয়ো বিভূতয়ঃ, ভগবান্ শ্রীনারায়ণোঽবতারী পরমেশ্বর ইত্যেতৎ শাস্ত্রৈঃ প্রতিপাদ্যতে, অতোঽন্যৈঃ সহ তস্য

সাম্যদৃষ্ট্যা শাস্ত্রানাদরেণ পাষণ্ডিতা নিষ্পাদ্যত ইতি ; অতএবোক্তং বৃহৎসহস্রনামস্তোত্রে শ্রীমহাদেবেন—নাবৈষ্ণবায় দাতব্যং বিকল্পোপহতাত্মনে। ভক্তি-শ্রদ্ধাবিহীনায় বিষ্ণুসামান্য-দর্শিনে ॥' ইতি। তদন্তে শ্রীদুর্গাদেব্যা চ—'অহো সর্ব্বেশ্বরো বিষ্ণুঃ সর্ব্বদেবোত্তমোত্তমঃ। জগদাদিগুরুর্মূঢ়ৈঃ সামান্য ইব বীক্ষ্যতে ॥' ইতি ॥ ১১৭ ॥

সহস্রনামস্তোত্রাদৌ শ্লোকৌঘাঃ সন্তি চেদৃশাঃ।
বিশেষতঃ সত্ত্বনিষ্ঠৈঃ সেব্যো বিষ্ণুর্ন চাপরঃ ॥১১৮॥

অনুবাদ—শ্রীভগবন্মাহাত্ম্য প্রতিপাদক পূর্ব্বোক্ত-রূপ বহু শ্লোক সহস্রনাম স্তোত্রাদিতে আছে। বিশেষতঃ সত্ত্বগুণ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক শ্রীবিষ্ণুই আরাধ্য, অন্যদেবগণ নহে ॥ ১১৮ ॥

তথা চ হরিবংশে শ্রীশিববাক্যম্—
হরিরেব সদারাধ্যো ভবদ্ভিঃ সত্ত্বসংস্থিতৈঃ।
বিষ্ণুমন্ত্রং সদা বিপ্রাঃ
পঠধ্বং ধ্যাত কেশবম্ ॥ ১১৯ ॥ ইতি।
ঈদৃঙ্মাহাত্ম্যবাক্যেষু সংগৃহীতেষু সর্ব্বতঃ।
গ্রন্থবাহুল্যদোষঃ স্যাল্লিখ্যন্তেঽপেক্ষিতানি তৎ ॥১২০॥

অনুবাদ—সেইরূপ হরিবংশেও শ্রীমহাদেবের বাক্যে—হে বিপ্রগণ আপনারা বেদজ্ঞ ও সত্ত্বগুণ বিশিষ্ট অতএব শ্রীহরি আরাধনাই সর্ব্বদা আপনাদের কর্ত্তব্য এবং বেদপাঠ ও কেশবের ধ্যান করুন। এইরূপে শাস্ত্র সমূহ হইতে কর্ণরসায়ন বহু মাহাত্ম্য বাক্যসংগ্রহ করিতে থাকিলে গ্রন্থ বাহুল্য দোষ হইবে, অতএব একান্ত প্রয়োজনীয় বাক্য সমূহ এখন হইতে লিখিতেছি ॥ ১১৯-১২০ ॥

টীকা—ঈদৃশাঃ শ্রীভগবন্মাহাত্ম্যপরা ইত্যর্থঃ ; তথা চ তত্রৈব শ্রীমহাদেববাক্যম্—'ন যান্তি তৎপরং শ্রেয়ো বিষ্ণুং সর্ব্বেশ্বরেশ্বরম্। সর্ব্বভাবৈরনাশ্রিত্য পুরাণং পুরুষোত্তমম্ ॥ তমেব তপসা নিত্যং ভজামি স্তৌমি চিন্তয়ে। তেনাদ্বিতীয়মহিমা জগৎপূজ্যোঽস্মি পার্ব্বতি ॥' ইতি। তত্রৈব নামমধ্যে—'সর্ব্বদেবৈকশরণং সর্ব্বদেবৈকদৈবতম্। সূর্য্যকোটিপ্রতীকাশো যমকোটিদুরাসদঃ ॥ ব্রহ্মকোটিজগৎস্রষ্টা বায়ুকোটি-মহাবলঃ। কোটীন্দুজগদানন্দী শম্ভুকোটি-মহেশ্বরঃ ॥' ইত্যাদি। তদন্তে চ শ্রীদুর্গাদেবীবাক্যম্—'অহো বত মহৎ কষ্টং সমস্তসুখদে হরৌ। বিদ্যমানেঽপি সর্ব্বেশে মূঢ়াঃ ক্লিশ্যন্তি সংসৃতৌ ॥ যমুদ্দিশ্য সদা নাথো মহেশোঽপি দিগম্বরঃ। জটাভস্মানুলিপ্তাঙ্গস্তপস্বী বীক্ষ্যতে জনৈঃ। ততোঽধিকোঽস্তি কো দেবো লক্ষ্মীকান্তান্মধুদ্বিষঃ ॥' ইত্যাদি। বীক্ষ্যতে জনৈরিতি —ন ত্বেতদপ্রত্যক্ষং, কিন্তু সাক্ষাৎ সর্ব্বলোকৈর্দৃশ্যত এবেত্যর্থঃ। আদিশব্দেন লঘুসহস্রনামস্তোত্রাদিঃ ; তত্র লঘুসহস্রনামস্তোত্রে আরম্ভে—'পরমং যো মহত্তেজঃ পরমং যো মহত্তপঃ। পরমং যো মহদ্ব্রহ্ম পরমং যঃ পরায়ণম্। পবিত্রাণাং পবিত্রং যো মঙ্গলানাঞ্চ মঙ্গলম্। দৈবতং দেবতানাঞ্চ ভূতানাং যোঽব্যয়ঃ পিতা ॥' ইত্যাদি। অন্তে চ—'দ্যৌঃ সচন্দ্রার্ক-নক্ষত্রা খং দিশো ভূর্মহোদধিঃ। বাসুদেবস্য বীর্য্যেণ বিধৃতানি মহাত্মনঃ ॥' ইত্যাদি চ। বিশেষত ইতি তমসা রজসা চোপহতচিত্তাঃ কিল কথঞ্চিদন্যং বা ভজন্তাং নাম, সাত্ত্বিকৈস্ত্ববশ্যং শ্রীবিষ্ণুরেব ভজনীয় ইত্যর্থঃ। অতো যোঽন্যং ভজেৎ, স তমোরজো-দূষিত ইতি ভাবঃ। পঠধ্বং জপত, ধ্যাতেত্যার্ষং, ধ্যায়ত। ননু ঈদৃশানি হৃৎকর্ণরসায়নানি শ্রীভগবন্মাহাত্ম্যপরাণি বচনানি সর্ব্বশাস্ত্রতঃ সমাহৃত্যা-পরাণ্যপি লিখ্যন্তাম্। তত্রাহ—ঈদৃগিতি ; গ্রন্থস্য বাহুল্যং বিস্তরস্তেন তদ্রূপো বা দোষো ভবেৎ, তৎ তস্মাৎ হেতোঃ, যদ্বা, তদিত্যব্যয়ং তানীত্যর্থঃ ; যাবন্তি যত্রাপেক্ষিতানি ভবন্তি, তাবন্ত্যেব তত্র লিখ্যন্তে, ন ত্বধিকানীত্যর্থঃ ; এতেন চেদৃশানি বহুতরাণি বচনানি সন্তীতি বোধিতম্। লিখ্যন্ত ইতি বর্ত্তমান-নির্দ্দেশাদগ্রেঽপ্যেবমেব লেখ্যানীতি জ্ঞেয়ম্ ॥১১৮-১২০

অথ শ্রীবৈষ্ণবমন্ত্রমাহাত্ম্যম্

আগমে—
মন্ত্রান্ শ্রীমন্ত্ররাজাদীন্ বৈষ্ণবান্ গুর্ব্বনুগ্রহাৎ।
সর্ব্বৈশ্বর্য্যং জপন্ প্রাপ্য যাতি বিষ্ণোঃ পরং পদম্ ॥১২১

অনুবাদ—আগম শাস্ত্রে—শ্রীগুরুদেবের অনুগ্রহ রূপ প্রসন্নতা লাভ করিয়া শ্রীমন্ত্ররাজ প্রভৃতি বৈষ্ণব-

মন্ত্রসমূহ জপ করিতে করিতে সর্ব্ব ঐশ্বর্য্যলাভে শ্রীবিষ্ণুর পরমধর্ম্মে সাধক গমন করেন ॥ ১২১ ॥

পুণ্যাং বর্ষসহস্রৈর্যৈঃ কৃতং সুবিপুলং তপঃ।
জপন্তি বৈষ্ণবান্মন্ত্রান্নরাস্তে লোকপাবনাঃ ॥ ১২২ ॥

অনুবাদ—যাঁহারা বহু সহস্র বৎসর হইতে ভূরি ভূরি পুণ্য ও তপস্যা করিয়াছেন তাঁহারাই শ্রীবিষ্ণু-মন্ত্র জপকারী ও জগৎ পবিত্রকারী ॥ ১২২ ॥

বৈষ্ণবে চ—
প্রজপন্ বৈষ্ণবান্মন্ত্রান্ যং যং পশ্যতি চক্ষুষা।
পদা বা সংস্পৃশেৎ সদ্যো
মুচ্যতেঽসৌ মহাভয়াৎ ॥ ১২৩ ॥ ইতি।

অনুবাদ—শ্রীবিষ্ণুপুরাণেও বর্ণিত আছে—বিষ্ণু-মন্ত্রসমূহ উত্তমরূপে জপ করিতে করিতে সাধক যাহাকে দর্শন বা পদদ্বারা স্পর্শ করিবেন, সেই ব্যক্তি সদ্য মহাভয় হইতে মুক্তিলাভ করিবে ॥ ইতি ॥১২৩॥

লিখ্যতে বিষ্ণুমন্ত্রাণাং মহিমাথ বিশেষতঃ।
তাৎপর্য্যতঃ শ্রীগোপালমন্ত্রমাহাত্ম্যপুষ্টয়ে ॥ ১২৪ ॥

অনুবাদ—স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের অষ্টা-দশাক্ষর শ্রীগোপালমন্ত্ররাজের মাহাত্ম্য পুষ্টির জন্য তাঁহার অবতারবৃন্দের মন্ত্রমাহাত্ম্যও বিশেষ ভাবে লিখিতেছি—ইহাই গ্রন্থকারের আশয় ॥ ১২৪ ॥

টীকা—এবং সামান্যতো লিখিত্বা বিশেষতো লিখিতুং প্রতিজানীতে—লিখ্যন্ত ইতি। অথ সামান্যতো লিখনানন্তরমধুনা বিশেষতো লিখ্যতে। ননু অগ্রে শ্রীমদনগোপালদেবস্য সম্মোহনাখ্যাষ্টা-দশাক্ষরমন্ত্রপূজাবিধিরেব লেখ্যস্তৎ কিমন্যমন্ত্রমাহাত্ম্য-লিখনেন? তত্রাহ—তাৎপর্য্যত ইতি। অয়মর্থঃ—শ্রীগোপালদেবোঽয়মবতারী 'কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্' (শ্রীভাঃ ১।৩।২৮) ইত্যুক্তেঃ, বিচিত্রমাহাত্ম্যবিশেষ-প্রকটনাচ্চ, অতোঽবতারাণাং মাহাত্ম্যেন তস্যৈব মাহাত্ম্যবিশেষসিদ্ধেঃ, সাক্ষাত্তন্মন্ত্রস্যাপি মাহাত্ম্যং স্বতঃ পুষ্টমেব স্যাৎ, অতস্তদর্থমেব লিখ্যত ইতি ॥১২৪॥

তত্র দ্বাদশাক্ষরাষ্টাক্ষরয়োর্মাহাত্ম্যম্—

পদ্মপুরাণে দেবদূতবিকুণ্ডলসংবাদে—
সাঙ্গং সমুদ্রং সন্ন্যাসং সঋষিচ্ছন্দদৈবতম্।
সদীক্ষাবিধি সধ্যানং সযন্ত্রং দ্বাদশাক্ষরম্ ॥ ১২৫ ॥
অষ্টাক্ষরঞ্চ মন্ত্রেশং যে জপন্তি নরোত্তমাঃ।
তান্ দৃষ্ট্বা ব্রহ্মহা শুধ্যেত্তে যতো বিষ্ণবঃ স্বয়ম্ ॥১২৬
শঙ্খিনশ্চক্রিণো ভূত্বা ব্রহ্মায়ুর্বনমালিনঃ।
বসন্তি বৈষ্ণবে লোকে বিষ্ণুরূপেণ তে নরাঃ ॥১২৭॥

অনুবাদ—পদ্মপুরাণে দেবদ্যুতি-বিকুণ্ডল সংবাদে—যে সকলব্যক্তি দ্বাদশাক্ষর ও অষ্টাক্ষর মন্ত্র-রাজকে মুদ্রা, অঙ্গ, ন্যাস, ঋষি, ছন্দ, দেবতা দীক্ষা-বিধি, ধ্যান ও যন্ত্রাদি সহ জপ করেন তাঁহারাই নরোত্তম, তাঁহাদের দর্শনে ব্রহ্মঘাতী মহাপাতকীও শুদ্ধ হয়, যেহেতু তাঁহারা বিষ্ণু সম ॥ ১২৫-১২৬ ॥

অনুবাদ—সেই সকল সাধক ব্রহ্মার ন্যায় আয়ুষ্কাল প্রাপ্ত হইয়া শঙ্খচক্র ও বনমালা ধারণ করিয়া পার্ষদের ন্যায় বিষ্ণুলোকে বাস করেন ॥১২৭

টীকা—তত্র শ্রীবৈষ্ণবতন্ত্রেষু মধ্যে; ছন্দোত্য-দন্তত্বমার্ষং ছন্দোভঙ্গভয়াৎ। বিষ্ণব ইতি বিষ্ণু-সারূপ্যপ্রাপ্তেঃ; বিষ্ণো রূপেণেত্যনুক্তবর্ণাকারাদি-গ্রহণার্থম্ ॥ ১২৫-১২৭ ॥

তত্রৈব দ্বাদশাক্ষরস্য চতুর্থস্কন্ধে (৮।৫৩) শ্রীধ্রুবং প্রতি শ্রীনারদোক্তৌ—
জপশ্চ পরমো গুহ্যঃ শ্রূয়তাং মে নৃপাত্মজ।
যং সপ্তরাত্রং প্রপঠন্ পুমান্ পশ্যতি খেচরান্ ॥১২৮॥

অনুবাদ—তন্মধ্যে দ্বাদশাক্ষর মন্ত্রের মহিমা শ্রীমদ্ভাগবত চতুর্থ স্কন্ধে (৮।৫৩) শ্রীধ্রুবের প্রতি শ্রীনারদের উক্তিতে—হে রাজকুমার! পরম গোপ-নীয় জপ্য মন্ত্র আমার নিকট শ্রবণ কর, যে মন্ত্র সপ্তরাত্র জপ করিলে মনুষ্য আকাশচারী দেবগণের দর্শন পায় ॥ ১২৮ ॥

টীকা—সামান্যতো দ্বয়োরপি লিখিত্বাধুনা বিশেষতো লিখতি—তত্রেতি। তত্র দ্বয়োর্দ্বাদশাক্ষরাষ্টা-ক্ষরয়োরেব মধ্যে। শ্রীনৃপাত্মজ! হে শ্রীধ্রুব ॥১২৮॥

শ্রীবিষ্ণুপুরাণে—

গত্বা গত্বা নিবর্ত্তন্তে চন্দ্রসূর্য্যাদয়ো গ্রহাঃ।
অদ্যাপি ন নিবর্ত্তন্তে দ্বাদশাক্ষরচিন্তকাঃ ॥ ১২৯ ॥

অনুবাদ—শ্রীবিষ্ণুপুরাণে—চন্দ্র সূর্য্যাদি গ্রহগণ পুনঃ পুনঃ ভ্রমণ করিতেছেন কিন্তু দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র চিন্তাকারীগণ আজপর্য্যন্ত বিষ্ণুলোক হইতে ফিরিয়া আসেন নাই ॥ ১২৯ ॥

———

অষ্টাক্ষরস্য যথা,—নারদপঞ্চরাত্রে—

ত্রয়ো বেদাঃ ষড়ঙ্গানি ছন্দাংসি বিবিধাঃ সুরাঃ।
সর্ব্বমষ্টাক্ষরান্তঃস্থং যচ্চান্যদপি বাঙ্ময়ম্ ॥ ১৩০ ॥
সর্ব্ববেদান্তসারার্থঃ সংসারার্ণবতারণঃ।
গতিরষ্টাক্ষরো নৃণাং ন পুনর্ভবকাঙ্ক্ষিণাম্ ॥১৩১॥
যত্রাষ্টাক্ষরসংসিদ্ধো মহাভাগো মহীয়তে।
ন তত্র সঞ্চরিষ্যন্তি ব্যাধিদুর্ভিক্ষতস্করাঃ ॥ ১৩২ ॥
দেবদানব-গন্ধর্ব্বাঃ সিদ্ধ-বিদ্যাধরাদয়ঃ।
প্রণমন্তি মহাত্মানমষ্টাক্ষরবিদং নরম্ ॥ ১৩৩ ॥
ব্যক্তং হি ভগবানেব সাক্ষান্নারায়ণঃ স্বয়ম্।
অষ্টাক্ষরস্বরূপেণ মুখেষু পরিবর্ত্ততে ॥ ১৩৪ ॥

অনুবাদ—ষড়ঙ্গ সহ বেদত্রয়, বিবিধ ছন্দ ও দেবগণ এবং আরও যাহা কিছু বাঙ্ময় শাস্ত্র সকলই অষ্টাক্ষর মন্ত্রমধ্যে আছেন। সর্ব্ববেদান্তের সারার্থ, সংসার সমুদ্রের পারদর্শী অষ্টাক্ষর মন্ত্র মোক্ষলাভেচ্ছু মনুষ্যগণের গতি। অষ্টাক্ষর মন্ত্রসিদ্ধ মহাভাগ্যবান্ ব্যক্তি যেস্থানে বিরাজ করেন, সেস্থানে ব্যাধি দুর্ভিক্ষ ও চোরসকল গমন করিতে পারে না। দেব দানব গন্ধর্ব্বগণ ও সিদ্ধ বিদ্যাধরাদি দেবানুচরগণ অষ্টাক্ষরবিদ্ মহাত্মাকে প্রণাম করেন। শাস্ত্রসকলে প্রসিদ্ধি আছে—সাক্ষাৎ-নারায়ণ ভগবানই স্বয়ং অষ্টাক্ষর মন্ত্ররূপে সাধকগণের মুখমধ্যে পুনঃ পুনঃ উচ্চারিত হইতেছেন ॥ ১৩০-১৩৪ ॥

টীকা—ন পুনর্ভবেত্যত্র সমাসেঽপি মকার-স্থিতিরার্ষত্বাৎ। মুখেষু পরিবর্ত্ততে আবির্ভবতীতি বাঙ্ময়স্বরূপত্বাৎ ॥ ১২৯-১৩৪ ॥

———

পাদ্মোত্তরখণ্ডে—

এবমষ্টাক্ষরো মন্ত্রো জ্ঞেয়ঃ সর্ব্বার্থসাধকঃ।
সর্ব্বদুঃখহরঃ শ্রীমান্ সর্ব্বমন্ত্রাত্মকঃ শুভঃ ॥ ১৩৫ ॥

অনুবাদ—পদ্মপুরাণের উত্তর খণ্ডে—অষ্টাক্ষর মন্ত্র ধর্ম্ম অর্থ কামমোক্ষপ্রদ, সর্ব্বদুঃখহর, সর্ব্বশোভা ও সম্পৎপ্রদ এবং স্বরূপতঃ মঙ্গল কর ॥ ১৩৫ ॥

টীকা—শ্রীঃ সর্ব্বশোভাসম্পত্তির্বা তদ্বান্, সেবকস্য শ্রীপ্রদ ইত্যর্থঃ, স্বতশ্চ শুভঃ মঙ্গলস্বরূপঃ ॥১৩৫

———

লিঙ্গপুরাণে—

কিমন্যৈর্বহুভির্মন্ত্রৈঃ কিমন্যৈর্বহুভির্ব্রতৈঃ।
নমো নারায়ণায়েতি মন্ত্রঃ সর্ব্বার্থসাধকঃ ॥ ১৩৬ ॥
তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু নমো নারায়ণেতি যঃ।
জপেৎ স যাতি বিপ্রেন্দ্র বিষ্ণুলোকং সবান্ধবঃ ॥১৩৭

অনুবাদ—লিঙ্গপুরাণে—অন্য বহুমন্ত্র জপের কি প্রয়োজন? অন্যান্য বহু ব্রতের কি প্রয়োজন—নমো নারায়ণায়—এই মন্ত্রই সর্ব্বার্থপ্রদ। অতএব সর্ব্বকালে নমো নারায়ণায় এই মন্ত্র যিনি জপ করেন, হে বিপ্র শ্রেষ্ঠ! সবান্ধবে তিনি বিষ্ণুলোকে গমন করেন ॥ ১৩৬-১৩৭ ॥

———

ভবিষ্যপুরাণে—

অষ্টাক্ষরো মহামন্ত্রঃ সর্ব্বপাপহরঃ পরঃ।
সর্ব্বেষাং বিষ্ণুমন্ত্রাণাং রাজত্বে পরিকীর্ত্তিতঃ ॥১৩৮॥

অনুবাদ—ভবিষ্যপুরাণে—অষ্টাক্ষর মহামন্ত্র সর্ব্বপাপহর, শ্রেষ্ঠ, সকল বিষ্ণুমন্ত্রের রাজা বলিয়া পরিকীর্ত্তিত ॥ ১৩৮ ॥

———

শ্রীশুকব্যাসসংবাদে চ—

নমো নারায়ণায়েতি মন্ত্রঃ সর্ব্বার্থসাধকঃ।
ভক্তানাং জপতাং তাত স্বর্গমোক্ষ-ফলপ্রদঃ ॥ ১৩৯ ॥
এষ এব পরো মোক্ষ এষ স্বর্গ উদাহৃতঃ।
সর্ব্ববেদরহস্যেভ্যঃ সার এষ সমুদ্ধৃতঃ ॥ ১৪০ ॥
বিষ্ণুনা বৈষ্ণবানান্তু হিতায় মনুনা পুরা।
কীর্ত্তিতঃ সর্ব্বপাপঘ্নঃ সর্ব্বকামপ্রদায়কঃ ॥ ১৪১ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুক-ব্যাস-সংবাদেও কথিত আছে হে পুত্র! শুক শ্রবণ কর—নমো নারায়ণায়—এই মন্ত্র সর্ব্বার্থ সাধক, জপকারী ভক্তগণের স্বর্গ ও মোক্ষ ফলপ্রদ অথবা—ইহাই পরমমোক্ষ, ইহাই স্বর্গ। সর্ব্ববেদের সার গোপনীয় ইহা শ্রীবিষ্ণুকর্ত্তৃক উদ্ধৃত বৈষ্ণবগণের মঙ্গলের জন্য পুরাকালে মনুকর্ত্তৃক কথিত সর্ব্বপাপহর সর্ব্বকামপ্রদ ॥ ১৩৯-১৪১ ॥

নারায়ণায় নম ইত্যয়মেব সত্যং
সংসারঘোরবিষ-সংহরণায় মন্ত্রঃ।
শৃণ্বন্তু সত্যমতয়ো মুদিতাস্তরাগা
উচ্চৈস্তরামুপদিশাম্যহমূর্দ্ধ্ববাহুঃ ॥ ১৪২ ॥

অনুবাদ—ভয়ঙ্কর সংসার বিষ নাশের মন্ত্র—নারায়ণায় নমঃ—ইহাই সত্য। সংসারে বৈরাগ্যবান্ সত্যনিষ্ঠ শিষ্যগণ আনন্দে শ্রবণ কর—আমি উর্দ্ধ্ববাহু হইয়া উচ্চৈঃস্বরে উপদেশ করিতেছি ॥১৪২॥

ভূত্বোর্দ্ধ্ববাহুরদ্যাহং সত্যপূর্ব্বং ব্রবীমি বঃ।
হে পুত্রশিষ্যাঃ শৃণুত ন মন্ত্রোঽষ্টাক্ষরাৎ পরঃ ॥১৪৩

অনুবাদ—উর্দ্ধ্ববাহু হইয়া অদ্য আমি সত্য করিয়া বলিতেছি—হে পুত্র ও শিষ্যগণ শ্রবণ কর—অষ্টাক্ষর মন্ত্র হইতে শ্রেষ্ঠ আর কিছু নাই ॥১৪৩॥

টীকা—হে তাত! হে শ্রীশুক! বিষ্ণুনা সমুদ্ধৃতঃ, মনুনা কীর্ত্তিতঃ জপ্তঃ লোকেষু বা কথিতঃ মুদিতাশ্চ তেঽস্তরাগাশ্চ বিরক্তাশ্চ, হে শিষ্যাঃ ॥ ১৩৬-১৪৩ ॥

অতএবোক্তং গারুড়ে—

আসীনো বা শয়ানো বা তিষ্ঠানো যত্র তত্র বা।
নমো নারায়ণায়েতি মন্ত্রৈকশরণো ভবেৎ ॥ ১৪৪ ॥

অনুবাদ—অতএব গরুড় পুরাণে উক্ত হইয়াছে—বসিয়া শুইয়া বা দাঁড়াইয়া যেখানে সেখানে থাক—নমো নারায়ণায়—এই মন্ত্রের একমাত্র আশ্রিত হও ॥ ১৪৪ ॥

টীকা—তিষ্ঠান ইত্যার্ষং তিষ্ঠন্ ॥ ১৪৪ ॥

অথ শ্রীনারসিংহানুষ্টুভ-মন্ত্ররাজস্য মাহাত্ম্যম্

তাপনীয়শ্রুতিষু—

দেবা হ বৈ প্রজাপতিমব্রুবন্—তস্য আনুষ্টুভ-মন্ত্ররাজস্য নারসিংহস্য ফলং নো ব্রূহীতি। স হোবাচ প্রজাপতিঃ—য এতং মন্ত্ররাজং নারসিংহমানুষ্টুভং নিত্যমধীতে, স আদিত্যপূতো ভবতি, সোঽগ্নিপূতো ভবতি, স বায়ুপূতো ভবতি, স সূর্য্যপূতো ভবতি, স চন্দ্রপূতো ভবতি, স সত্যপূতো ভবতি, স ব্রহ্মপূতো ভবতি, স বিষ্ণুপূতো ভবতি, স রুদ্রপূতো ভবতি, স সর্ব্বপূতো ভবতি ॥ ১৪৫ ॥

অনুবাদ—তপনীয় শ্রুতিতে—দেবগণ নিশ্চিতরূপে প্রজাপতিকে বলিলেন—হে ব্রহ্মন্ সুপ্রসিদ্ধ অনুষ্টুভছন্দে পঠিত মন্ত্ররাজ নৃসিংহদেবের মন্ত্রের ফল আমাদিগকে বলুন। প্রজাপতি বলিলেন—যে ব্যক্তি এই মন্ত্ররাজ নারসিংহ মন্ত্র নিত্য পাঠ করেন, তিনি—দিব্যস্নান, আগ্নেয়স্নান, বায়বীয় স্নান, সৌরস্নান, চান্দ্রস্নান, সত্যস্নান, ব্রাহ্মস্নান, বিষ্ণুস্মরণ রূপ মান্ত্রস্নান, ভস্মস্নান, এবং সর্ব্ববিধ স্নানের ফল পান ॥ ১৪৫ ॥

তত্রৈবান্তে—

অনুপনীতশতমেকমেকেনোপনীতেন তৎসমম্ উপনীতশতমেকমেকেন গৃহস্থেন তৎসমং, গৃহস্থশতমেকমেকেন বানপ্রস্থেন তৎসমং, বানপ্রস্থশতমেকমেকেন যতিনা তৎসমং, যতীনান্তু শতং পূর্ণরুদ্রজাপকেন তৎসমং, রুদ্রজাপকশতমেকমেকেনাথর্বাঙ্গিরসশাখাধ্যাপকেন তৎসমম্, অথর্ব্বাঙ্গিরসশাখাধ্যাপকশতমেকমেকেন মন্ত্ররাজাধ্যাপকেন তৎসমং, তদ্বা, এতৎ পরং ধাম মন্ত্ররাজাধ্যাপকস্য যত্র ন দুঃখাদি যত্র ন সূর্য্যো ভাতি, যত্র ন বায়ুর্বাতি, যত্র ন চন্দ্রমাস্তপতি, যত্র ন নক্ষত্রাণি ভান্তি, যত্র নাগ্নির্দহতি, যত্র ন মৃত্যুঃ প্রবিশতি, যত্র ন দোষঃ। তৎ সদানন্দং শাশ্বতং শান্তং সদাশিবং ব্রহ্মাদিবন্দিতং যোগিধ্যেয়ং, যত্র গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে যোগিনঃ। তদেতদৃচাভ্যুক্তং—তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম্। তদ্বিপ্রাসো বিপন্যবো জাগৃবাংসঃ সমিন্ধতে, বিষ্ণোর্যৎ পরমং পদম্ ॥১৪৬॥

অনুবাদ—উক্ত শ্রুতির পরিশেষে লিখিত আছে—উপনয়ন বিহীন শত ব্যক্তি একজন উপনীত ব্যক্তির সমান, শতজন উপনীত ব্যক্তি একজন গৃহস্থের সমান, শতজন গৃহস্থ একজন বানপ্রস্থের সমান, শতজন বানপ্রস্থীর সমান একজন সন্ন্যাসী, শত সন্ন্যাসী সম একজন শৈব, শত শৈব সম একজন অথর্ব্ববেদ ও আঙ্গিরস শাখাধ্যায়ী, শত অথর্ব্ববেদ ও আঙ্গিরস শাখাধ্যায়ী সম একজন মন্ত্ররাজাধ্যাপক, ইহার পরম ধাম প্রাপ্তি, যিনি মন্ত্ররাজের অধ্যাপক (উপদেষ্টা) যে ধামে দুঃখাদি নাই, যেখানে প্রাকৃত সূর্য্য আলোক দেয় না, যেখানে বায়ু প্রবাহিত হয় না, যেখানে চন্দ্র আলোক দেয় না, যেখানে নক্ষত্রসমূহ প্রকাশ পায় না, যেখানে অগ্নি দাহ করে না, যেস্থানে মৃত্যুপ্রবেশ করে না, যেখানে কোন দোষ নাই। তাহা সদানন্দ, শাশ্বত, শান্ত, সদাশুভ, ব্রহ্মাদির বন্দিত, যোগীগণের ধ্যেয়। যেস্থানে ভক্তিযোগিগণ গিয়া আর ফিরে না। তাহাই এই ঋক্‌মন্ত্রদ্বারা কীর্ত্তিত হইয়াছে—তাহাই বিষ্ণুর পরমপদ, দিব্যসূরিগণ সর্ব্বদা বিস্ফারিত নেত্রেদর্শন করিতেছেন ॥ ১৪৬ ॥

অথ শ্রীরামমন্ত্রাণাং মাহাত্ম্যম্

আগস্ত্যসংহিতায়াম্—

সর্ব্বেষু মন্ত্রবর্গেষু শ্রেষ্ঠং বৈষ্ণবমুচ্যতে।
গাণপত্যেষু শৈবেষু শাক্তসৌরেষ্বভীষ্টদম্ ॥ ১৪৭॥

অনুবাদ—অগস্ত্য সংহিতাতে উক্ত হইয়াছে—মন্ত্রবর্গ সমূহের মধ্যে বৈষ্ণবমন্ত্র শ্রেষ্ঠ—গাণপত্য, শৈব, শাক্ত ও সৌরসম্প্রদায়ের মন্ত্র হইতে বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের মন্ত্র শ্রেষ্ঠ ও অভীষ্ট ফলপ্রদ ॥ ১৪৭ ॥

বৈষ্ণবেষ্বপি মন্ত্রেষু রামমন্ত্রাঃ ফলাধিকাঃ।
গাণপত্যাদিমন্ত্রেষু কোটিকোটিগুণাধিকাঃ ॥ ১৪৮ ॥
বিনৈব দীক্ষাং বিপ্রেন্দ্র পুরশ্চর্য্যাং বিনৈব হি।
বিনৈব ন্যাসবিধিনা জপমাত্রেণ সিদ্ধিদাঃ ॥ ১৪৯ ॥

অনুবাদ—পুনঃ বৈষ্ণবমন্ত্র সমূহের মধ্যে শ্রীরামমন্ত্র অধিক ফলপ্রদ। গাণপত্যাদি মন্ত্রসমূহ হইতে শ্রীরামমন্ত্র কোটি কোটি গুণে অধিক। হে দ্বিজবর। দীক্ষা পুরশ্চর্য্যাদি ব্যতীতই এবং ন্যাসবিধি ব্যতীতই শ্রীরামমন্ত্র জপমাত্রেই সিদ্ধিদ ॥১৪৮-১৪৯॥

মন্ত্রেষ্বষ্টস্বনায়াস-ফলদোঽয়ং ষড়ক্ষরঃ।
ষড়ক্ষরোঽয়ং মন্ত্রস্তু মহাঘৌঘনিবারণঃ ॥ ১৫০ ॥

অনুবাদ—অষ্টবিধ শ্রীরামমন্ত্রমধ্যে ষড়ক্ষর মন্ত্র অনায়াসে ফলপ্রদ। 'ওঁ নমো রামায়' এই ষড়ক্ষর মন্ত্র মহাপাতক সমূহ নিবারক ॥ ১৫০ ॥

মন্ত্ররাজ ইতি প্রোক্তঃ সর্ব্বেষামুত্তমোত্তমঃ।
দৈনন্দিনন্তু দুরিতং পক্ষমাসর্ত্তুবর্ষজম্ ॥ ১৫১ ॥
সর্ব্বং দহতি নিঃশেষং তূলাচলমিবানলঃ।
ব্রহ্মহত্যাসহস্রাণি জ্ঞানাজ্ঞানকৃতানি চ ॥ ১৫২ ॥
স্বর্ণস্তেয়-সুরাপান-গুরুতল্পযুতানি চ।
কোটিকোটিসহস্রাণি হ্যপপাপানি যান্যপি।
সর্ব্বাণ্যপি প্রণশ্যন্তি রামমন্ত্রানুকীর্ত্তনাৎ ॥ ১৫৩ ॥

অনুবাদ—রামমন্ত্র সমূহের মধ্যে এই ষড়ক্ষর মন্ত্র শ্রেষ্ঠ হওয়ায় ইহাকে 'মন্ত্ররাজ' বলা হইয়াছে। দৈনন্দিন কৃত পাপ, পক্ষ, মাস, ঋতু ও বর্ষজাত পাপ সকলই নিঃশেষে দগ্ধ করেন—যেমন অগ্নি তুলা-পর্ব্বতকে নিঃশেষে দগ্ধ করে। অসংখ্য ব্রহ্মহত্যা-পাপ, জ্ঞানকৃত ও অজ্ঞানকৃত পাপ, স্বর্ণ চৌর্য্য, সুরাপান, গুরুতল্পগতপাপ এবং কোটি কোটি সহস্র সহস্র যে সকল উপপাতক সকলই রামমন্ত্র নিরন্তর কীর্ত্তন ফলে প্রনষ্ট হয় ॥ ১৫১-৫৩ ॥

তাপনীয়শ্রুতিষু চ—

য এতত্তারকং ব্রাহ্মণো নিত্যমধীতে স পাপ্মানং তরতি, স মৃত্যুং তরতি, স ভ্রূণহত্যাং তরতি, স সর্ব্বহত্যাং তরতি, স সংসারং তরতি, স সর্ব্বং তরতি, স বিমুক্তাশ্রিতো ভবতি, সোঽমৃতত্বঞ্চ গচ্ছতি ॥১৫৪॥

অনুবাদ—শ্রীরামতাপনিশ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে—যে ব্রাহ্মণ এই তারকব্রহ্ম রামমন্ত্র নিত্য অধ্যয়ন করেন, তিনি পাপমুক্ত হন, তিনি মৃত্যুকে অতিক্রম করেন, তিনি ভ্রূণ ইত্যাদি সর্ব্ববিধ হত্যা পাপ

হইতে মুক্ত হন, তিনি সংসার মুক্ত হন, তিনি সর্ব্ববিধ দোষ হইতে উত্তীর্ণ হন, তিনি ভক্তের আশ্রিত হন, তিনি মোক্ষ প্রাপ্ত হন ॥ ১৫৪ ॥

অথ শ্রীগোপালদেবমন্ত্রমাহাত্ম্যম্

মন্ত্রাস্তু কৃষ্ণদেবস্য সাক্ষাদ্ভগবতো হরেঃ।
সর্ব্বাবতারবীজস্য সর্ব্বতো বীর্য্যবত্তমাঃ ॥ ১৫৫ ॥

অনুবাদ—স্বয়ং ভগবান্ সর্ব্ব অবতারের অবতারী শ্রীকৃষ্ণদেবের মন্ত্রসকল অবতার সকলের মন্ত্রসমূহ হইতে অধিক বীর্য্যশালী ॥ ১৫৫ ॥

টীকা—সর্ব্বতঃ সর্ব্বেভ্যঃ শ্রীনৃসিংহ-রঘুনাথাদি-মন্ত্রেভ্যোঽপি বীর্য্যবত্তমাঃ পরমপ্রভাববন্তঃ। তত্র হেতুঃ—সর্ব্বাবতারবীজস্য, 'কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্' (শ্রীভাঃ ১।৩।২৮)—ইত্যবতারিত্বোক্তেঃ ॥ ১৫৫ ॥

তথাচ বৃহদ্গৌতমীয়ে শ্রীগোবিন্দ-বৃন্দাবনাখ্যে—
সর্ব্বেষাং মন্ত্রবর্য্যাণাং শ্রেষ্ঠো বৈষ্ণব উচ্যতে
বিশেষাৎ কৃষ্ণমনবো ভোগমোক্ষৈকসাধনম্ ॥১৫৬॥

অনুবাদ—সেইরূপই বৃহদ্গৌতমীয়-তন্ত্রের শ্রীগোবিন্দ-বৃন্দাবন-নামক খণ্ডে উক্ত হইয়াছে—অন্য সকল মন্ত্র হইতে বৈষ্ণবমন্ত্র শ্রেষ্ঠ। বৈষ্ণবমন্ত্র সকল হইতে বিশেষগুণযুক্ত শ্রীকৃষ্ণমন্ত্র সকল ভোগ ও মোক্ষের একমাত্র সাধক ॥ ১৫৬ ॥

যস্য যস্য চ মন্ত্রস্য যো যো দেবস্তথা পুনঃ।
অভেদাত্তন্মনূনাঞ্চ দেবতা সৈব ভাষ্যতে ॥ ১৫৭ ॥
কৃষ্ণ এব পরং ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
স্মৃতিমাত্রেণ তেষাং বৈ ভুক্তিমুক্তিফলপ্রদঃ ॥১৫৮॥ইতি

অনুবাদ—যে যে মন্ত্রের সেই সেই দেবতা নির্দ্দিষ্ট থাকিলেও অবতারীতে সর্ব্ব অবতারের সমন্বয় হেতু এবং সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণই পরব্রহ্ম বলিয়া তিনিই সকলমন্ত্রের দেবতা আরাধ্য ভগবান্ এবং স্মরণমাত্রেই সাধকসকলের ভুক্তি ও মুক্তিফল প্রদান করেন ॥ ১৫৭-১৫৮ ॥

তত্রাপি ভগবত্তাং স্বাং তন্বতো গোপলীলয়া।
তস্য শ্রেষ্ঠতমা মন্ত্রাস্তেষ্বপ্যষ্টাদশাক্ষরঃ ॥ ১৫৯ ॥

অনুবাদ—তথাপি ব্রজে গোপলীলায় অশেষবিশেষে নিজ ভগবত্তা প্রকট করায় শ্রীবৃন্দাবন বিহারীর মন্ত্র সকল শ্রেষ্ঠতম, তাহা হইতেও অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্র শ্রেষ্ঠতমোত্তম ॥ ১৫৯ ॥

টীকা—তত্র তেষু শ্রীদ্বারকানাথদৈবতাদিমন্ত্রেষ্বপি মধ্যে তস্য শ্রীকৃষ্ণদেবস্যৈব গোপলীলয়া নিজাং ভগবত্তাং তন্বতঃ বিস্তারয়তঃ সতো যে মন্ত্রাস্ত এব শ্রেষ্ঠতমাঃ ; তেষ্বপি মধ্যেঽষ্টাদশাক্ষরঃ সম্মোহনাখ্যয়া প্রসিদ্ধঃ শ্রেষ্ঠ ইত্যর্থঃ ॥ ১৫৯ ॥

অথ অষ্টাদশাক্ষরমন্ত্রমাহাত্ম্যম্

তাপনীয়শ্রুতিষু—
ওঁ মুনয়ো হ বৈ ব্রাহ্মণমূচুঃ। কঃ পরমো দেবঃ, কুতো মৃত্যুর্বিভেতি, কস্য জ্ঞানেনাখিলং জ্ঞাতং ভবতি, কেনেদং বিশ্বং সংসরতীতি। তানু হোবাচ ব্রাহ্মণঃ—কৃষ্ণো বৈ পরমং দৈবতম, গোবিন্দান্মৃত্যুর্বিভেতি, গোপীজনবল্লভজ্ঞানেনাখিলং বিজ্ঞাতং ভবতি, স্বাহয়েদং সংসরতি। তমু হোচুঃ—কঃ কৃষ্ণ, গোবিন্দঃ কোঽসাবিতি, গোপীজনবল্লভঃ কঃ, কা স্বাহেতি। তানুবাচ ব্রাহ্মণঃ—পাপকর্ষণো গোভূমিবেদবিদিতো বেদিতা গোপীজনাবিদ্যাকলাপ্রেরকস্তন্মায়া চেতি সকলং পরং ব্রহ্মৈব, তদ্যো ধ্যায়তি রসতি ভজতি সোঽমৃতো ভবতীতি। তে হোচুঃ—কিং তদ্রূপং, কিং রসনং, কথং হো তদ্ভজনং, তৎ সর্ব্বং সুবিবিদিষতামাখ্যাহীতি। তদু হোবাচ হৈরণ্যঃ—গোপবেশমভ্রাভং তরুণং কল্পদ্রুমাশ্রিতমিত্যাদি ॥ ১৬০ ॥

অনুবাদ—শ্রীগোপাল তাপনীশ্রুতিতে—সনকাদি মুনিগণ প্রকাশ্যে পরব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মাকে প্রশ্ন করিলেন—পরমারাধ্যদেব কে ? মৃত্যু কাঁহা হইতে ভয় পায়, কাঁহার জ্ঞান দ্বারা সর্ব্ববিজ্ঞান লাভ হয় ? কাঁহাকর্ত্তৃক এই উচ্চ নীচ গতিতে প্রবাহিত হইতেছে ?

তাহাদিগকে ব্রহ্মা বলিলেন—কৃষ্ণই পরমব্রহ্ম পরমারাধ্যদেব, গোবিন্দ হইতে মৃত্যু ভয় পায়, গোপীজনবল্লভজ্ঞান দ্বারা সর্ব্ববিজ্ঞান লাভ হয়, স্বাহাকর্ত্তৃক এই সংসার প্রবাহ চলিতেছে।

তাঁহাকে মুনিগণ পুনরায় প্রশ্ন করিলেন—কৃষ্ণ কে ? এই গোবিন্দ কে ? গোপীজন বল্লভ কে ? তাঁহাদিগকে ব্রহ্মা বলিলেন—পাপকর্ষণকারী কৃষ্ণ, গো-ভূমি-বেদবিদ্ গোবিন্দ, তাঁহাকে যাহারা জানেন —গোপীজন, তাঁহারাই সর্ব্ববিদ্যা, গোবিন্দের প্রাপ্তির উপায় শক্তিবিশেষ, তাঁহাদের প্রেরক বল্লভ। তাঁহার মায়াশক্তি স্বাহা—এই সকলই পরব্রহ্ম শক্তি-শক্তিমান অভেদহেতু। তাঁহাকে যিনি ধ্যান করেন, কীর্ত্তনাদিদ্বারা রস আস্বাদন করেন, ভজন-সেবা করেন তিনি অমৃত হন। ইতি। মুনিগণ প্রশ্ন করিলেন-- তাঁহার ধ্যেয় রূপ কি ? কি আস্বাদন, তাঁহার ভজন কি ? সেই সকল সুষ্ঠুভাবে জানিতে ইচ্ছুক আমাদের নিকট বলুন।

হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মা তাঁহাদিগকে বলিলেন—গোপ-বেশ, ঘনশ্যামবর্ণ, তরুণ, কল্পদ্রুমতলবাসী ইত্যাদি ॥ ১৬০ ॥

কিঞ্চ, তত্রৈবাগ্রে—

ভক্তিরস্য ভজনং তদিহামুত্রোপাধি-নৈরাশ্যেনা-মুষ্মিন্মনঃকল্পনমেতদেব চ নৈষ্কর্ম্ম্যম্ ; কৃষ্ণং তং বহুধা বিপ্রা যজন্তি, গোবিন্দং সন্তং বহুধা আরাধয়ন্তি, গোপীজনবল্লভো ভুবনানি দধ্রে, স্বাহাশ্রিতো জগদেজ-য়ৎ স্বরেতাঃ ॥ ১৬১ ॥

অনুবাদ—আরও ঐতাপনীর কিছু অগ্রে কীর্ত্তিত আছে—ইঁহার ভজন—ভক্তি, সেই ভজন ইহপর-লোকের ভোগপিপাসা রহিত হইয়া এই শ্রীকৃষ্ণেই মনের পরম আবিষ্টতা, ইহাই নিষ্কামভাব। সেই কৃষ্ণকে বেদজ্ঞ ঋষিগণ শান্ত-দাস্যাদি বহুভাবে যজনা করেন, গোবিন্দকে বহুভাবে নবধা ভক্তিতে আরাধনা করেন, গোপীজনবল্লভ ভুবনসমূহকে ধারণ করেন, স্বাহাতে আশ্রিতজন আত্মসমর্পণ পূর্ব্বক প্রেমভাব বিকার অশ্রুকম্প আদিপ্রকাশে মহা ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করেন ॥ ১৬১ ॥

বায়ুর্যথৈবাপঘনং প্রবিষ্টো
জন্যে জন্যে পঞ্চরূপো বভূব।
কৃষ্ণস্তথৈকোঽপি জগদ্ধিতার্থং
শব্দেনাসৌ পঞ্চপদোঽবভাতি ॥ ১৬২ ॥ ইতি।

অনুবাদ—একই বায়ু প্রাণিগণের প্রতি শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যান— এই পঞ্চরূপ ধারণ করিয়াছেন, সেইরূপ একই পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ জগতের মঙ্গলের জন্য অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রমধ্যে শব্দব্রহ্ম পঞ্চপদী গোপালবিদ্যারূপে প্রকাশ পাইয়াছেন ॥ ১৬২ ॥

কিঞ্চ। তত্রৈবোপাসনবিধিকথনানন্তরং—

একো বশী সর্ব্বগঃ কৃষ্ণ ঈড্য
একোঽপি সন্ বহুধা যোঽবভাতি।
তং পীঠস্থং যেঽনুযজন্তি ধীরা-
স্তেষাং সুখং শাশ্বতং নেতরেষাম্ ॥ ১৬৩ ॥

অনুবাদ—এক—অসমোর্দ্ধ স্বয়ং ভগবান্, বশী —সর্ব্ববশয়িতা, সর্ব্বগ—সর্ব্বব্যাপক, শ্রীকৃষ্ণ ঈড্য —সর্ব্বস্তুত্য, অচিন্ত্য অনন্ত শক্তি মান হেতু এক হইয়াও তিনি বহুমূর্ত্তিতে প্রকাশিত থাকেন। শ্রীশুক-দেব, লীলাশুক বিল্বমঙ্গলাদি ধীর ব্যক্তিগণ শ্রীবৃন্দা-বনাদি যোগপীঠে নিরন্তর ভজন করেন, তাঁহারাই নিত্য সুখ লাভ করেন অন্যে সে সুখ পায় না ॥ ১৬৩ ॥

নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানা-
মেকো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্।
তং পীঠগং যেঽনুযজন্তি বিপ্রা-
স্তেষাং সিদ্ধিঃ শাশ্বতং নেতরেষাম্ ॥ ১৬৪ ॥

অনুবাদ—শ্রীগোবিন্দ নিত্য আরাধ্যহেতু তাঁহার আরাধকগণও নিত্য এবং নিত্য চেতন জীবগণেরও নিত্যচেতয়িতা শ্রীকৃষ্ণ, তিনি এক হইয়াও বহু সাধ-কের বাসনা পূরণে, রাসে শতকোটি গোপীর প্রেম বিনিময়ে সমর্থ। তাঁহাকে যে ধীর সাধকগণ শ্রীবৃন্দাবন যোগপীঠে নিরন্তর ভজন করেন, তাঁহা-দেরই নিত্যানন্দসিদ্ধি লাভ হয়, অন্যের নহে ॥১৬৪॥

এতদ্ধি বিষ্ণোঃ পরমং পদং যে
নিত্যোদ্যুক্তাঃ সংযজন্তে ন কামাৎ।
তেষামসৌ গোপরূপঃ প্রযত্নাৎ
প্রকাশয়েদাত্মপদং তদেব ॥ ১৬৫ ॥

অনুবাদ—যে সাধকগণ এই শ্রীকৃষ্ণের মন্ত্রাত্মক মন্ত্ররূপ পরমপদ নিষ্কাম ভাবে সযত্নে নিত্য আরাধনা করেন, তাঁহাদের সমক্ষে ইনি গোপরূপ প্রযত্ন-সহকারে প্রকাশ পূর্ব্বক সদ্য গোলোকে স্থান দেন ॥ ১৬৫ ॥

যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্ব্বং যো
বিদ্যাস্তস্মৈ গোপয়তি স্ম কৃষ্ণঃ।
তং প্রেমাত্মবৃত্তিপ্রকাশং
মুমুক্ষুর্বৈ শরণমনুব্রজেৎ ॥ ১৬৬ ॥

অনুবাদ—যে পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ সৃষ্টির প্রাক্-কালে ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করিয়াছেন, যিনি সেই ব্রহ্মাকে অষ্টাদশাক্ষর গোপালবিদ্যা দান করিয়াছেন, সেই আত্মজ্ঞান প্রেমভক্তি দাতাকে মুমুক্ষুগণ নিরন্তর শরণ প্রার্থনা করিবেন ॥ ১৬৬ ॥

ওঁকারেণান্তরিতং যে জপন্তি
গোবিন্দস্য পঞ্চপদং মনুং তম্।
তস্মৈ চাসৌ দর্শয়েদাত্মরূপং
তথা মুমুক্ষুরভ্যসেন্নিত্যশান্ত্যৈ ॥ ১৬৭ ॥

অনুবাদ—অগ্রে ও শেষে ওঁকার সম্পুটিত করিয়া যাঁহারা শ্রীগোবিন্দের এই পঞ্চপদ মন্ত্র জপ করেন, শ্রীগোবিন্দ প্রীত হইয়া তাঁহাকে আত্মরূপ প্রদর্শন করান। অতএব নিত্যশান্তির জন্য মুমুক্ষু এই মন্ত্র যথাবিধি পুনঃ পুনঃ অভ্যাস করিবেন ॥ ১৬৭ ॥

তস্মাদন্যে পঞ্চপদাদভূবন্
গোবিন্দস্য মনবো মানবানাম্।
দশার্ণাদ্যাস্তেঽপি সংক্রন্দনাদ্যৈ-
রভ্যস্যন্তে ভূতিকামৈর্যথাবৎ ॥ ১৬৮ ॥

অনুবাদ—ইহা হইতে শ্রীগোবিন্দের অন্য দশাক্ষরাদি মন্ত্রসকল মানবগণের হিতার্থে ইন্দ্রাদিদেবগণ ঐশ্বর্য্য কামনায় যথাবিধি অভ্যাস করিতেছেন, সনকাদি মুক্তি কামনায় ও শ্রীনারদাদি ভক্তি কামনায় জপ করিতেছেন ॥ ১৬৮ ॥

কিঞ্চ। তত্রৈব—

তদু হোবাচ ব্রাহ্মণোঽসাবনবরতং মে ধ্যাতঃ স্তুতঃ পরার্দ্ধান্তে সোঽববুধ্যত, গোপবেশো মে পুরুষঃ পুরস্তাদাবির্বভূব। ততঃ প্রণতেন ময়ানুকূলেন হৃদা মহ্যমষ্টাদশার্ণং স্বরূপং সৃষ্টয়ে দত্ত্বান্তর্হিতঃ; পুনঃ সিসৃক্ষা মে প্রাদুরভূৎ। তেষ্বক্ষরেষু ভবিষ্যজ্জগদ্রূপং প্রাকাশয়ৎ। তদিহ কাদাপো, লাৎ পৃথিবী, ঈতোঽগ্নির্বিন্দোরিন্দুস্তন্নাদাদর্ক ইতি ক্লীংকারাদসৃজম্। কৃষ্ণাদাকাশং খাদ্বায়ুরিত্যুত্তরাৎ সুরভিং বিদ্যাং প্রাদুরকার্ষম্। তদুত্তরাত্তদুত্তরাৎ স্ত্রী-পুমাদি চেদং সকলমিদমিতি ॥ ১৬৯ ॥

অনুবাদ—আরও উক্ত তাপনীতে উক্ত হইয়াছে—পুনরায় ব্রহ্মা জিজ্ঞাসিত হইয়া বলিলেন—যথাবিধি অনবরত আমাকর্ত্তৃক ধ্যাত ও স্তুত হইয়া আমার আয়ুর পরার্দ্ধকাল অর্থাৎ পঞ্চাশ বৎসর গত হইলে পর শ্রীগোবিন্দ প্রীত হইয়া আমার সম্মুখে গোপবেশ-পুরুষ আবির্ভূত হইলেন। আমি প্রণাম করিলে পর সদয়-হৃদয়ে আমাকে অষ্টাদশাক্ষর-স্বরূপ মন্ত্ররাজের অর্থ ও শক্তি ভবিষ্যৎ জগৎ সৃষ্টির নিমিত্ত প্রদান করিয়া অন্তর্হিত হইলেন। অতঃপর আমার সৃষ্টি বাসনা পুনরায় জাগরিত হইল। ঐ অষ্টাদশাক্ষর-মন্ত্র-বর্ণ সকল হইতে পরিদৃশ্যমান জগৎ প্রকাশিত করাইলেন।

মন্ত্রের বীজাক্ষর—'ক' হইতে জল, 'ল' হইতে পৃথিবী 'ঈ' হইতে অগ্নি, ০ বিন্দু হইতে আকাশ, নাদ হইতে সূর্য্য আবির্ভূত হইলেন। ইহাই সূক্ষ্ম সৃষ্টি। পরে স্থূল জগৎ কৃষ্ণ হইতে আকাশ, য়— হইতে বায়ু, গোবিন্দ হইতে সুরভি, গোপীজনবল্লভ হইতে বেদাদি চতুঃষষ্টি কলাবিদ্যা প্রাদুর্ভূত হইলেন। স্বাহা হইতে স্ত্রী-পুরুষাদি প্রাকৃত জগৎ সৃষ্ট হইলেন ॥ ১৬৯ ॥

তথা চ গৌতমীয়তন্ত্রে—

ক্লীংকারাদসৃজদ্বিশ্বমিতি প্রাহ শ্রুতেঃ শিরঃ।
লকারাৎ পৃথিবী জাতা ককারাজ্জলসম্ভবঃ ॥১৭০॥
ঈকারাদ্বহ্নিরুৎপন্নো নাদাদ্বায়ুরজায়ত।
বিন্দোরাকাশসম্ভূতিরিতি ভূতাত্মকো মনুঃ।
স্বা-শব্দেন চ ক্ষেত্রজ্ঞো হেতি চিৎপ্রকৃতিঃ পরা।
তয়োরৈক্যসমুদ্ভূতিমুখবেষ্টন-বর্ণকঃ।
অতএব হি বিশ্বস্য লয়ঃ স্বাহার্ণকে ভবেৎ ॥ ১৭১॥

অনুবাদ—সেইরূপই গৌতমীয়তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—ব্রহ্মা ক্লীংকার হইতে বিশ্ব সৃজন করিলেন—ইহা শ্রুতিশির তাপনী বলিয়াছেন। যথা লকার হইতে পৃথিবীজাত হইলেন, ককার হইতে জল উৎপত্তি, ঈকার হইতে অগ্নি উৎপন্ন, নাদ হইতে বায়ু, ০ বিন্দু হইতে আকাশ সম্ভূত হইলেন এই কারণে মন্ত্রকে পঞ্চভূতাত্মক বলা হয়। স্বা—শব্দ হইতে আত্মা ও পরমাত্মা ক্ষেত্রজ্ঞ, হা—পরা চিৎশক্তি। উভয়ের মিলনে সৃষ্টি। মুখবেষ্টিন বর্ণ-প্রণব। যাহাতে বিশ্বের লয় ॥ ১৭০-১৭১ ॥

———

পুনশ্চ সা শ্রুতিঃ—

এতস্যৈব যজনেন চন্দ্রধ্বজো গতমোহমাত্মানং বেদয়িত্বা ওঁকারান্তরালকং মনুমাবর্ত্তয়ৎ। সঙ্গরহিতোঽভ্যানয়ৎ। তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ। দিবীব চক্ষুরাততম্। তস্মাদেনং নিত্যমভ্যসেৎ ॥ ১৭২ ॥ ইত্যাদি।

অনুবাদ—পুনরায় ঐ শ্রুতি—এইমন্ত্র যজন দ্বারা চন্দ্র ধ্বজ রাজা মোহত্যাগ পূর্ব্বক আত্মতত্ত্ব জ্ঞান লাভ করেন। প্রণব পুটিত মন্ত্র অষ্টাদশাক্ষর জপ করেন। জড়সঙ্গ ত্যাগপূর্ব্বক শ্রীবিষ্ণুর পরমপদ লাভ করেন। অতএব এই মন্ত্র নিত্য জপ করিবেন ॥ ১৭২ ॥

———

অত্রৈবাগ্রে, তদত্র গাথা—

যস্য পূর্ব্বপদাদ্ভূমির্দ্বিতীয়াৎ সলিলোদ্ভবঃ।
তৃতীয়াত্তেজ উদ্ভূতং চতুর্থাদ্গন্ধবাহনঃ ॥ ১৭৩ ॥
পঞ্চমাদম্বরোৎপত্তিস্তমেবৈকং সমভ্যসন্।
চন্দ্রধ্বজোঽগমদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদমব্যয়ম্ ॥ ১৭৪ ॥

অনুবাদ—এই শ্রুতির অগ্রে—যে মন্ত্রের পূর্ব্ব-পদ হইতে ভূমি, দ্বিতীয় পদ হইতে জল, তৃতীয় পদ হইতে তেজ, চতুর্থ পদ হইতে বায়ু, পঞ্চম পদ হইতে আকাশ উৎপত্তি। একমাত্র সেই মন্ত্র জপ করিয়া চন্দ্রধ্বজ রাজা নিত্য-শাশ্বত শ্রীবিষ্ণুর ধাম গমন করিয়াছেন ॥ ১৭৪ ॥

———

ততো বিশুদ্ধং বিমলং বিশোক-
মশেষলোভাদিনিরস্তসঙ্গম্।
যত্তৎ পদং পঞ্চপদং তদেব
স বাসুদেবো ন যতোঽন্যদস্তি ॥ ১৭৫॥

অনুবাদ—অথ বিশুদ্ধ সত্ত্বময়, অতএব বিমল—রজস্তমোগুণশূন্য, অতএব বিশোক, অতএব লোভ-মোহাদির সঙ্গরহিত, যে শ্রীগোলোকাখ্যধাম, তাহাই পঞ্চপদ মন্ত্রময়, শ্রীবাসুদেবাত্মক। একই তত্ত্ব ত্রিধা আবির্ভূত মন্ত্র ধাম ও অধিষ্ঠাতৃ দেবরূপে। অচিন্ত্য ভেদাভেদ তত্ত্ব। সেই বাসুদেবের বৈভব স্বরূপশক্তি বিলাস ধাম, তাঁহা হইতে অত্যন্ত ভিন্ন নহে তাঁহারই অন্তর্ভূত অন্তরঙ্গ বৈভব ॥ ১৭৫ ॥

———

তমেকং গোবিন্দং সচ্চিদানন্দবিগ্রহং পঞ্চপদং বৃন্দাবনসুরভূরুহতলাসীনং সততং সমরুদ্গণোঽহং পরময়া স্তুত্যা তোষয়ামি ॥ ১৭৬ ॥ ইতি।

অনুবাদ—সর্ব্বশেষে ব্রহ্মা নিজ আরাধ্য তত্ত্বের উপদেশ করিতেছেন—সেই একমাত্র অসমোর্দ্ধ্ব সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ শ্রীগোবিন্দদেব পঞ্চপদ মন্ত্রাত্মক শ্রীবৃন্দাবনে কল্পতরুতলে বিরাজিত, সর্ব্বদা মরুদ-দেবগণের সহিত আমি মনে মনে ধ্যানে স্তব দ্বারা তাঁহার সন্তোষ বিধান করি ॥ ১৭৬ ॥

———

কিঞ্চ, স্তুত্যনন্তরম্—

অমুং পঞ্চপদং মন্ত্রমাবর্ত্তয়েদ্যঃ, স যাত্যনায়াসতঃ কেবলং তৎ। অনেজদেকং মনসো জবীয়ো, ন যদ্দেবা আপ্নুবন্ পূর্ব্বমর্শাৎ ॥ ১৭৭ ॥

অনুবাদ—আরও স্তুতির পর—এই পঞ্চপদ অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্র যিনি জপ করেন, তিনি অনায়াসে

নির্ম্মল সেই ধামে গমন করেন। তিনি একত্র স্থির থাকিয়াও মন হইতেও দ্রুতগামী ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতৃ দেবগণ তাঁহাকে পাইতে পারে না, যেহেতু তিনি অনাদির আদি ॥ ১৭৭ ॥

টীকা—হ স্ফুটং, বৈ প্রসিদ্ধং, ব্রাহ্মণং ব্রহ্মবেত্তারং ব্রহ্মাণমিত্যর্থঃ। তদ্ব্রহ্ম দৈবতমিতি পূর্ব্বপ্রক্রান্তং বা; পাপকর্ষণ ইতি। দ্বিতীয়স্য পদস্যার্থঃ—গোঃ স্বর্গঃ, গো-ভূমি-বেদেষু বিদিতঃ, তেষাঞ্চ বেদিতেতি। তৃতীয়স্যার্থঃ—গোপীজনোঽবিদ্যায়াঃ কলাঃ স্ত্রীত্বাৎ অংশাস্তৎপ্রেরকঃ; যদ্বা, গোপীজনা এব আ সম্যক্ বিদ্যা, প্রাপ্ত্যুপায়ত্বাৎ সৈব কলা শক্তিবিশেষস্তস্যাঃ প্রেরক ইতি। চতুর্থস্য—তন্মায়া চেতি পঞ্চম স্যেতি দিক্। রসতি আস্বাদয়তি কীর্ত্তনাদিনা, এজয়ৎ ঐজয়ৎ চেষ্টাং কারয়ামাস, গোপীজনবল্লভ এবেত্যর্থঃ। স্বরেতাঃ স্বস্মাদুদ্ভূতমিত্যর্থঃ। অপঘনং শরীরং, জন্যে জন্যে প্রতিশরীরং, পঞ্চপদঃ অষ্টাদশাক্ষরোঽয়ং মন্ত্রঃ। প্রেম্নৈবাত্মবৃন্তেঃ প্রকাশো যস্য তং, পাঠান্তরং সুগমম্। নিত্যশান্ত্যৈ নিত্যায়ৈ অবিনশ্বরায়ৈ শান্ত্যৈ সুখায়, অবুধ্যত প্রবোধং প্রাপ্তঃ, পুনশ্চ স্বতঃ সন্ প্রাকাশয়দ্ ভগবানেব; যদ্বা, ণিপ্রত্যয়স্যাত্রানধিকার্থত্বং প্রাকাশতেত্যর্থঃ; প্রকাশয়মিতি বা পাঠঃ। কাৎ ককারাৎ, আপো জলং, লকারাৎ পৃথিবী, ঈকারাদগ্নিঃ, বিন্দোঃ সকাশাচ্চন্দ্রঃ, তস্য নাদাদর্কঃ, যাৎ যকারাৎ বায়ুরভূদিতি শেষঃ। উত্তরাৎ গোবিন্দায়েত্যস্মাৎ, সুরভিং গোজাতিং, তদুত্তরাৎ গোপীজনেত্যস্মাৎ বিদ্যাশ্চতুর্দ্দশ, তদুত্তরাৎ বল্লভেত্যাদিতঃ। বেদয়িত্বা বিদিত্বা, অন্যাভ্যো বা বিজ্ঞাপ্য। ওঁ কারান্তরালকং প্রণবপুটিতমিত্যর্থঃ। অভিত আনয়ৎ সাধয়ামাস। যস্য পূর্ব্বপদাদিত্যাদি চ কল্পান্তরে প্রকারান্তরাভিপ্রায়েণ। পূর্ব্বমর্শাৎ পরামর্শাৎ; যদ্বা, পূর্ব্বেষাং মর্শাৎ বিচারাদপীতি ॥১৬০-১৭৭ ॥

———

তস্মাৎ কৃষ্ণ এব পরো দেবস্তং ধ্যায়েত্তং রসয়েত্তং ভজেদিতি, ওঁ তৎ সদিতি ॥ ১৭৮ ॥

অনুবাদ—পূর্ব্বোক্ত অশেষ ভগবত্তা প্রকটনপর শ্রীকৃষ্ণই পরমেশ্বর, তাঁহাকেই ধ্যান করিবে, তাঁহাকেই প্রেমানন্দে কীর্ত্তন করিবে, তাঁহাকেই অর্চ্চন করিবে, তাঁহাকেই প্রেমরসাপ্লুত হইয়া ভজন করিবে। তিনিই পরব্রহ্ম ওঁতৎসৎ ইতি ॥ ১৭৮ ॥

———

ত্রৈলোক্যসম্মোহনতন্ত্রে চ, দেবীং প্রতি শ্রীমহাদেবোক্তাষ্টাদশাক্ষরপ্রসঙ্গ এব—

ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণামীশ্বরো জগদীশ্বরঃ।
সন্তি তস্য মহাভাগা অবতারাঃ সহস্রশঃ ॥ ১৭৯ ॥
তেষাং মধ্যেঽবতারাণাং বালত্বমতিদুর্ল্লভম্।
অমানুষাণি কর্ম্মাণি তানি তানি কৃতানি চ ॥ ১৮০ ॥
শাপানুগ্রহকর্ত্তৃত্বে যেন সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতম্।
তস্য মন্ত্রং প্রবক্ষ্যামি সাঙ্গোপাঙ্গমনুত্তমম্ ॥ ১৮১ ॥

অনুবাদ—ত্রৈলোক্য সম্মোহনতন্ত্রেও অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্র প্রসঙ্গেই দেবীর প্রতি শ্রীমহাদেব বলিতেছেন—ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষাদি পুরুষার্থ প্রদানে সমর্থ এইরূপ সহস্র সহস্র জগদীশ্বর শ্রীকৃষ্ণের অবতার মহামহিমবৃন্দ আছেন। সেই সকল অবতারের মধ্যে বাল্যলীলা অতি দুর্ল্লভ। শ্রীকৃষ্ণ বাল্যলীলামধ্যে বহু অত্যাশ্চর্য্য অমানুষিক লীলা করিয়াছেন। ঐ সকল লীলামধ্যে সকলের প্রতি দণ্ড ও অনুগ্রহ প্রকাশ পাইয়াছে। তাঁহারই সর্ব্বোত্তম মন্ত্র, অঙ্গ ও উপাঙ্গ সহ বলিব ॥ ১৭৯-১৮১ ॥

———

যস্য বিজ্ঞানমাত্রেণ নরঃ সর্ব্বজ্ঞতামিয়াৎ।
পুত্রার্থী পুত্রমাপ্নোতি ধনার্থী লভতে ধনম্ ॥ ১৮২ ॥

অনুবাদ—যে মন্ত্রের বিশেষ জ্ঞান ফলে মনুষ্য সর্ব্বজ্ঞতা লাভ করে, পুত্রার্থী পুত্র পায় ধনার্থী ধনলাভ করে ॥ ১৮২ ॥

———

সর্ব্বশাস্ত্রার্থপারজ্ঞো ভবত্যেব ন সংশয়ঃ।
ত্রৈলোক্যঞ্চ বশীকুর্য্যাৎ ব্যাকুলীকুরুতে জগৎ ॥১৮৩॥

অনুবাদ—সর্ব্বশাস্ত্রার্থ তত্ত্বজ্ঞ হয়, ইহাতে কোন সংশয় নাই। ত্রিলোককেও নিজ বশীভূত করিতে পারে, জগৎকে ব্যাকুলিত করিতে পারে ॥ ১৮৩ ॥

———

মোহয়েৎ সকলং সোঽপি মারয়েৎ সকলান্ রিপূন্।
বহুনা কিমিহোক্তেন মুমুক্ষুর্মোক্ষমাপ্নুয়াৎ ॥ ১৮৪ ॥

অনুবাদ—সকলকে তিনি মোহিত করিতে পারেন, শত্রুগণকে বিনাশ করিতে পারেন। অধিক কি বলিব মুমুক্ষু মুক্তি লাভ করে ॥ ১৮৪ ॥

যথা চিন্তামণিঃ শ্রেষ্ঠো যথা গৌশ্চ যথা সতী।
যথা দ্বিজো যথা গঙ্গা তথাসৌ মন্ত্র উত্তমঃ ॥ ১৮৫ ॥
যথাবদখিলশ্রেষ্ঠং যথাশাস্ত্রন্তু বৈষ্ণবম্।
যথা সুসংস্কৃতা বাণী তথাসৌ মন্ত্র উত্তমঃ ॥ ১৮৬ ॥

অনুবাদ—যেমন মণিগণমধ্যে চিন্তামণি শ্রেষ্ঠ, প্রাণিগণমধ্যে গাভী, স্ত্রীগণমধ্যে পতিব্রতা, মনুষ্য মধ্যে দ্বিজ, নদী মধ্যে গঙ্গা, সেইরূপ মন্ত্রগণ মধ্যে এই অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্র শ্রেষ্ঠ। যেমন অখিল শাস্ত্রমধ্যে বৈষ্ণবশাস্ত্র শ্রেষ্ঠ, যেমন সুসংস্কৃত বাক্য শ্রেষ্ঠ, সেইরূপ এই মন্ত্র উত্তম ॥ ১৮৫-১৮৬ ॥

টীকা—বালত্বং শৈশবং চাঞ্চল্যং বা, যেন বালত্বেন হেতুনা সর্ব্বং জগৎ শপনেঽনুগ্রহণে চ প্রতিষ্ঠাং প্রাপ্তম্। তদ্বাল্যচরিতাদি-মহিম্না বিশ্বমেব সর্ব্বার্থ-শক্তিবিশেষযুক্তমভূদিত্যর্থঃ। শ্রেষ্ঠঃ সর্ব্বার্থসাধনে পরমোত্তমঃ। যথা চিন্তামণ্যাদয়ঃ সর্ব্বার্থসাধকাঃ, তথা মন্ত্রোত্তমোঽসৌ অষ্টাদশাক্ষরমন্ত্রোঽপি সর্ব্বার্থ-সাধক ইত্যর্থঃ। যদ্বা, যথা মণিষু চিন্তামণিঃ শ্রেষ্ঠঃ, গোষু গৌঃ কামধেনুঃ, যদ্বা, পশুষু গৌঃ, নারীষু চ সতী, বর্ণেষু বিপ্রঃ, নদীষু গঙ্গা, তথাসৌ মন্ত্রেষূত্তম ইত্যর্থঃ। এবমগ্রেঽপি। যথাবৎ সম্যক্তয়া অখি-লেষু শাস্ত্রেষু শ্রেষ্ঠম্ ॥ ১৮০-১৮৬ ॥

কিঞ্চ—

অতো ময়া পরেশানি প্রত্যহং জপ্যতে মনুঃ।
নৈতেন সদৃশঃ কশ্চিজ্জগত্যস্মিন্ চরাচরে ॥১৮৭॥

অনুবাদ—আরও—হে পরমেশ্বরি! অতএব আমি প্রত্যহ এই মন্ত্র জপ করি, এই চরাচর জগতে এই মন্ত্র সদৃশ আর মন্ত্র নাই ॥ ১৮৭ ॥

শ্রীসনৎকুমারকল্পেঽপি—

গোপালবিষয়া মন্ত্রাস্ত্রয়স্ত্রিংশৎ প্রভেদতঃ।
তেষু সর্ব্বেষু মন্ত্রেষু মন্ত্ররাজমিমং শৃণু ॥ ১৮৮ ॥
সুপ্রসন্নমিমং মন্ত্রং তন্ত্রে সম্মোহনাহ্বয়ে।
গোপনীয়স্ত্বয়া মন্ত্রো যত্নেন মুনিপুঙ্গব ॥ ১৮৯ ॥
অনেন মন্ত্ররাজেন মহেন্দ্রত্বং পুরন্দর।
জগাম দেবদেবেশো বিষ্ণুনা দত্তমঞ্জসা ॥ ১৯০ ॥

অনুবাদ—শ্রীসনৎকুমার তন্ত্রেও—শ্রীগোপালকৃষ্ণ বিষয়ক তেত্রিশ প্রকার মন্ত্র আছেন, তন্মধ্যে ইহাই মন্ত্র-রাজ। সম্মোহন তন্ত্রে ইহাকে 'সুপ্রসন্ন' মন্ত্র বলা হইয়াছে, হে মুনিশ্রেষ্ঠ! আপনি যত্নপূর্ব্বক এই মন্ত্র গোপনে রক্ষা করিবেন। বর্ত্তমান মন্বন্তরে দেব-রাজ পুরন্দর এই মন্ত্র জপদ্বারা মহেন্দ্রপদ প্রাপ্ত হইয়াছেন—শ্রীবিষ্ণুর নিকট হইতে এই মন্ত্র লাভ করিয়া দেবলোকের আধিপত্য লাভ করিয়াছেন ॥ ১৮৮-১৯০ ॥

টীকা—মুনিপুঙ্গব হে নারদ ॥ ১৮৯ ॥

দুর্ব্বাসসঃ পুরা শাপাদসৌভাগ্যেন পীড়িতঃ।
স এব সুভগত্বং বৈ তেনৈব পুনরাপ্তবান্ ॥ ১৯১ ॥

অনুবাদ—পূরাকালে ইন্দ্র দুর্ব্বাসার শাপবশতঃ দুর্ভাগ্য পীড়িত হইলেও মন্ত্ররাজের জপবলে পুনরায় সৌভাগ্যবান্ হইয়াছিলেন ॥ ১৯১ ॥

বহুনা কিমিহোক্তেন পুরশ্চরণসাধনৈঃ।
বিনাপি জপমাত্রেণ লভতে সর্ব্বমীপ্সিতম্ ॥১৯২॥ ইতি

অনুবাদ—এসম্বন্ধে আর অধিক কি বলিব—পুরশ্চরণাদি সাধনসমূহ ব্যতীতও কেবল জপ দ্বারাই এই মন্ত্র সর্ব্ববিধ বাঞ্ছিত প্রদান করেন ॥১৯২॥ ইতি।

প্রভুং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যং তং নতোঽস্মি গুরূত্তমম্।
কথঞ্চিদাশ্রয়াদ্যস্য প্রাকৃতোঽপ্যুত্তমো ভবেৎ ॥১৯৩॥

অনুবাদ—আমার পরমগুরু শ্রীভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য মহাপ্রভুতে প্রণত হই। পরম্পরাক্রমে যাঁহার কিঞ্চিৎমাত্র আশ্রয়ফলে কনিষ্ঠ সাধকও উত্তম হয় ॥ ১৯৩ ॥

টীকা—এবং তত্তন্মাহাত্ম্য-লিখনেঽযোগ্যস্যাপ্যাত্মনো ভগবন্মহামহিম্না যোগ্যতাং সম্ভাবয়ন্ পরমগুরুং শ্রীভগবন্তং প্রণমতি—প্রভুমিতি ॥ ১৯৩ ॥

অথ অধিকারিনির্ণয়ঃ

তান্ত্রিকেষু চ মন্ত্রেষু দীক্ষায়াং যোষিতামপি।
সাধ্বীনামধিকারোঽস্তি শূদ্রাদীনাঞ্চ সদ্ধিয়াম্ ॥১৯৪॥

অনুবাদ—তন্ত্রোক্ত মন্ত্রসমূহের দীক্ষাতে শ্রদ্ধালু দ্বিজাতির অধিকার আছেই, অধিকন্তু পতিব্রতা রমণীগণের এবং শ্রীগুরু সেবাপরায়ণ সৎ শূদ্রাদিরও অধিকার আছে—ইহাই সপ্রমাণ করা হইতেছে ॥১৯৪॥

টীকা—সদ্ধিয়াম্ উত্তমবুদ্ধীনাং বিপ্রসেবাদি-পরাণামিত্যর্থঃ ॥ ১৯৪ ॥

তথা চ স্মৃত্যর্থসারে, পাদ্মে চ বৈশাখমাহাত্ম্যে শ্রীনারদাম্বরীষ-সংবাদে—

আগমোক্তেন মার্গেণ স্ত্রীশূদ্রৈশ্চৈব পূজনম্।
কর্ত্তব্যং শ্রদ্ধয়া বিষ্ণোশ্চিন্তয়িত্বা পতিং হৃদি ॥১৯৫॥

অনুবাদ—স্মৃত্যর্থসারে ও পদ্মপুরাণে বৈশাখ-মাহাত্ম্যে শ্রীনারদ-অম্বরীষ সংবাদে—আগম-শাস্ত্রোক্ত বিধি অনুসারে দীক্ষিত স্ত্রীগণ পতিকে হৃদয়ে চিন্তা করিয়া শ্রদ্ধাসহ ভক্তিরাজ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক এবং দীক্ষিত শূদ্রগণ কর্ত্তৃকও শ্রীবিষ্ণুর পূজন কর্ত্তব্য ॥ ১৯৫ ॥

শূদ্রাণাং চৈব ভবতি নাম্না বৈ দেবতার্চ্চনম্।
সর্ব্বে চাগমমার্গেণ কুর্য্যুর্বেদানুসারিণা ॥ ১৯৬ ॥

অনুবাদ—বেদানুসারি—আগমবিধি অনুসারে দীক্ষালাভ করিয়া সকলেই ইষ্টদেবতার অর্চ্চন করিবেন, বিশেষতঃ অদীক্ষিত শূদ্রগণেরও শ্রীনাম-জপসহ ইষ্টদেবতার অর্চ্চন কর্ত্তব্য—ইহাই বিধি ॥ ১৯৬ ॥

স্ত্রীণামপ্যধিকারোঽস্তি বিষ্ণোরারাধনাদিষু।
পতিপ্রিয়হিতানাঞ্চ শ্রুতিরেষা সনাতনী ॥ ১৯৭ ॥

অনুবাদ—শ্রীবিষ্ণুর আরাধনাদি সেবাকার্য্যে দীক্ষিত স্ত্রীগণেরও অধিকার আছে, বিশেষতঃ পতি-প্রিয় হিতাকাঙ্ক্ষিণী গণের অধিকার আছে—ইহাই সনাতন বেদবিধি ॥ ১৯৭ ॥

অগস্ত্যসংহিতায়াং শ্রীরামমন্ত্ররাজমুদ্দিশ্য—

শুচিব্রততমাঃ শূদ্রা ধার্ম্মিকা দ্বিজসেবকাঃ।
স্ত্রিয়ঃ পতিব্রতাশ্চান্যে প্রতিলোমানুলোমজাঃ।
লোকাশ্চাণ্ডালপর্য্যন্তাঃ
সর্ব্বেঽপ্যত্রাধিকারিণঃ ॥১৯৮॥ ইতি।

অনুবাদ—অগস্ত্য সংহিতাতে শ্রীরামমন্ত্ররাজকে উদ্দেশ করিয়া উক্ত হইয়াছে—ধার্ম্মিক, দ্বিজসেবক ও পবিত্রব্রতধারী শূদ্রগণ এবং পতিব্রতা স্ত্রীগণ, ইহা ব্যতীত অন্যে বর্ণবাহ্য প্রতিলোম বা অনুলোম জাত, অথবা জাতি-চণ্ডাল পর্য্যন্ত ব্যক্তিগণ সকলেই এই ষড়ক্ষর শ্রীরামমন্ত্ররাজের দীক্ষাতে অধিকারী ॥ ১৯৮ ॥ ইতি

গুরুশ্চ সিদ্ধসাধ্যাদিমন্ত্রদানে বিচারয়েৎ।
স্বকুলান্যকুলত্বঞ্চ বালপ্রৌঢ়ত্বমেব চ ॥ ১৯৯ ॥
স্ত্রী-পুং-নপুংসকত্বঞ্চ রাশিনক্ষত্র-মেলনম্।
সুপ্ত-প্রবোধ-কালঞ্চ তথা ঋণ-ধনাদিকম্ ॥ ২০০ ॥

অনুবাদ—অতঃপর শ্রীগুরুদেব সিদ্ধ-সাধ্যাদি মন্ত্রদানে স্বকুল-অন্যকুল, বাল-প্রৌঢ়, স্ত্রী-পুং-নপুংসত্ব, রাশি-নক্ষত্র-মেলন সুপ্ত-প্রবোধ কাল, সেইরূপ ঋণ-ধনাদি বিচার করিবেন ॥ ২০০ ॥

টীকা—রাশিমেলনং নক্ষত্রমেলনঞ্চ। আদি-শব্দেন রাশিশুদ্ধিরিত্যেবমষ্টধা শোধনং জ্ঞেয়ম্ ॥ ২০০ ॥

অথ সিদ্ধসাধ্যাদি-শোধনম্

সারদাতিলকে—

প্রাক্-প্রত্যগগ্রা রেখাঃ স্যুঃ পঞ্চ যাম্যোত্তরাগ্রগাঃ।
তাবত্যশ্চ চতুষ্কোষ্ঠচতুষ্কং মণ্ডলং ভবেৎ ॥ ২০১ ॥

অনুবাদ—শঙ্করাচার্য্যকৃত সারদাতিলকে—প্রথমতঃ পূর্ব্ব-পশ্চিমে পঞ্চ রেখা টানিয়া পরে দক্ষিণ-

উত্তরে পঞ্চ রেখা টানিলে সমচতুষ্কোণ ১৬টি কোষ্ঠ হইবে। উহার মধ্যে আবার ৪টি চতুষ্কোণ কোষ্ঠ হইবে। নিম্নে ঐ যন্ত্র আঁকিয়া দেওয়া হইল। উহাকে অকথহচক্র বা সিদ্ধ্যাদি শোধন যন্ত্র বলা হয় ॥ ২০১ ॥

টীকা—যদ্যপ্যেতৎ সিদ্ধিসাধ্যাদিজ্ঞানং মুদ্রাদর্শন-প্রকারবদ্বিনা গুরুমুখাৎ সম্যগ্ বিজ্ঞাতং ন স্যাৎ, তথাপ্যত্র শব্দার্থ এব কেবলং লিখ্যতে। তথা হি—প্রাঞ্চি পূর্ব্বাণি, প্রত্যঞ্চি পশ্চিমানি অগ্রাণি যাসাং তাঃ, পূর্ব্বপশ্চিমাভিমুখা উর্দ্ধাঃ পঞ্চরেখা লেখ্যা ইত্যর্থঃ। তথা যাম্যোত্তরাগ্রগা দক্ষিণোত্তরমুখান্তাবত্যঃ পঞ্চৈব রেখা উর্দ্ধরেখোপরি সমকোষ্ঠাভিপ্রায়েণ তির্য্যক্ লেখ্যা ইত্যর্থঃ। ততশ্চ, চত্বারি কোষ্ঠচতুষ্কাণি যস্মিন্ তথাভূতং মণ্ডলং ভবেৎ। এবং চতুর্ভিঃ কোষ্ঠৈরেকং কোষ্ঠং জ্ঞেয়মিত্যেবং চত্বারি কোষ্ঠানি মুখ্যানি ভবন্তি। পুনশ্চ এককস্যৈবাবান্তরকোষ্ঠানি চত্বারীত্যেবং ষোড়শ কোষ্ঠানি ভবন্তি। তদ্রূপমেকং চতুরস্রং মণ্ডলং স্যাদিত্যর্থঃ। এতচ্চ দীক্ষামণ্ডলাদিবন্নাম্নৈব মণ্ডলং, ন তু মণ্ডলাকারং, চতুষ্কোণত্বাৎ ॥ ২০১ ॥

ইন্দ্বগ্নি-রুদ্র-নব-নেত্র-যুগেন-দিক্ষু
ঋত্বষ্ট-ষোড়শ-চতুর্দ্দশ-ভৌতিকেষু।
পাতাল-পঞ্চদশ-বহ্নি-হিমাংশুকোষ্ঠে
বর্ণাঁল্লিখেল্লিপিভবান্ ক্রমশস্তু ধীমান্ ॥ ২০২ ॥

অনুবাদ—ঐ যন্ত্রে বর্ণলিপির অকারাদি ১৬টি স্বরবর্ণ এবং ককারাদি হ পর্য্যন্ত ৩৩টি ব্যঞ্জন বর্ণ(১) বুদ্ধিমান ব্যক্তি বিন্যাস করিবেন(২) ॥ ২০২ ॥

---

(১) এস্থলে ক্ষকারান্ত বলিতে ক্ষ পরিত্যাগ করিয়া হ পর্য্যন্ত উনপঞ্চাশদ্ বর্ণ বুঝিতে হইবে। কারণ, ক্ষ এই বর্ণ 'ক, ষ' এই উভয় বর্ণ মিলনে উৎপন্ন।

(২) ইহার তাৎপর্য্য যথা—ইন্দু ১, অগ্নি ৩, রুদ্র ১১, নব ৯, নেত্র ২, যুগ ৪, ইন ১২, দিক ১০, ঋতু ৬, অষ্ট ৮, ষোড়শ ১৬, চতুর্দ্দশ ১৪, ভৌতিক ৫, পাতাল ৭, পঞ্চদশ ১৫, বহ্নি ৩—হিমাংশু ১ অর্থাৎ অঙ্কের গতি বামা বলিয়া ১৩। এইরূপ সাঙ্কেতিক কোষ্ঠে যথাক্রমে অকারাদি বর্ণ বিন্যাস করিবে। অর্থাৎ ১ম কোষ্ঠে অ, ৩য় কোষ্ঠে আ, ১১শ কোষ্ঠে ই, ৯ম কোষ্ঠে ঈ, ২য় কোষ্ঠে (গৃহে) উ, ৪র্থ কোষ্ঠে ঊ, ১২শ কোষ্ঠে ঋ, ১০ম কোষ্ঠে ৠ, ৬ষ্ঠ কোষ্ঠে ঌ, ৮ম কোষ্ঠে ৡ, ১৬শ কোষ্ঠে এ, ১৪শ কোষ্ঠে ঐ, ৫ম কোষ্ঠে ও, ৭ম কোষ্ঠে ঔ. ১৫শ কোষ্ঠে অং, ১৩শ কোষ্ঠে অঃ,

পুনরায় ১ম গৃহে (কোষ্ঠে) ক, ৩য় গৃহে খ, ১১শ গৃহে গ, এই প্রকার ষোড়শ কোষ্ঠে বর্ণ বিন্যাস করিয়া যে পর্য্যন্ত উনপঞ্চাশৎ বর্ণ শেষ না হইবে সে পর্য্যন্ত এইরূপ পুনরায় ১ম হইতে উক্তনিয়মে বর্ণ বিন্যাস করিবে। তাহা হইলে চতুষ্কোষ্ঠচতুষ্ক মণ্ডল হই:ব। ইহাই সিদ্ধাদিশোধন যন্ত্র। সাধারণের সম্যক্ অবগতির জন্য যন্ত্রটীর প্রতিকৃতি নিম্নে প্রদত্ত হইল, যথা—

সিদ্ধাদিশোধন যন্ত্র

[ক] [পূর্ব্ব] [খ]

উত্তর — দক্ষিণ

১ ইন্দু বা হিমাংশু অ ক থ হ	২ নেত্র উ ঙ প	৩ অগ্নি আ খ দ	৪ যুগ ঊ চ ফ
৫ ভৌতিক ও ড ব	৬ ঋতু ঌ ঝ ম	৭ পাতাল ঔ ঢ শ	৮ অষ্ট ৡ ঞ য
৯ নব ঈ ঘ ন	১০ দিক ৠ জ ভ	১১ রুদ্র ই গ ধ	১২ ইন ঋ ছ ব
১৩ বহ্নি-হিমাংশু অঃ ত স	১৪ চতুর্দ্দশ ঐ ঠ ল	১৫ পঞ্চদশ অং ণ স	১৬ ষোড়শ এ ট র

[গ] [পশ্চিম] [ঘ]

টীকা—তস্মিন্ মণ্ডলে চ যৎ কর্ত্তব্যং, তদাহ—ইন্দ্বিতি। লিপিভবান্ বর্ণান্—অকারাদি-ক্ষকারান্ত-পঞ্চাশদক্ষরাণি। যদ্বা, ককার-ষকার-সংযোগসিদ্ধ-ক্ষকার-ব্যতিরিক্তান্ পঞ্চাশদ্বর্ণান্ ইন্দ্বাদি-সংখ্যা-সঙ্কেতিতেষু কোষ্ঠেষু ক্রমশঃ অকারাদিক্রমেণ ইন্দ্বাদি-ক্রমেণ চ লিখেৎ। তত্র ইন্দুশ্চন্দ্র একঃ, তস্মিন্ আদ্যে কোষ্ঠে অকারং লিখেদিত্যর্থঃ; এবং অগ্নৌ তৃতীয়ে অকারং, রুদ্রে একাদশে ইকারম্, ইনে সূর্য্যে দ্বাদশকোষ্ঠে, ভৌতিকে পঞ্চমে মহাভূতপঞ্চকত্বাৎ, বহ্ন্যস্ত্রয়ঃ, হিমাংশুরেকঃ, অঙ্কস্য বামগতিত্বাদ্বহ্নি-হিমাংশুভ্যাং দ্বাভ্যাং ত্রয়োদশেতি জ্ঞেয়ম্, তত্র চ ত্রয়োদশকোষ্ঠে অকারস্য ষোড়শবর্ণম্ অ ইতি বর্ণং লিখেদিত্যর্থঃ। পুনস্তথৈব প্রথমকোষ্ঠে ককার ইত্যেবং যাবদ্বর্ণাবলীসমাপ্তি পুনঃপুনর্লিখেৎ। এবমেব শ্রীকৃষ্ণ-দেবাচার্য্যেণাপি নৃসিংহপরিচর্য্যাগ্রন্থে লিখিতম্—'আদ্যাগ্নীশ-গ্রহাক্ষাব্ধি-সূর্য্যদিগ্রস-দিগ্গজাঃ। কলা-মন্বিষু-সপ্তাহবিশ্বে বর্ণান্ পুনর্ন্যসেৎ ॥'২০২॥ ইতি ॥

জন্মর্ক্ষাক্ষরতো বীক্ষ্য যাবন্মন্ত্রাদিমাক্ষরম্।
চতুর্ভিঃ কোষ্ঠকৈস্ত্বেকমিতি কোষ্ঠচতুষ্টয়ে ॥২০৩॥
পুনঃ কোষ্ঠকোষ্ঠেষু সব্যতো জন্মভাক্ষরাৎ।
সিদ্ধ-সাধ্য-সুসিদ্ধারিক্রমাজ্জ্ঞেয়া বিচক্ষণৈঃ ॥২০৪॥

অনুবাদ—সাধকের জন্ম নক্ষত্রের অনুরূপ (জ্যোতিষ শাস্ত্রোক্ত) নামাদ্যক্ষরের সহিত দীক্ষা মন্ত্রের আদ্যক্ষর মিলাইয়া চারিটি প্রকোষ্ঠের একই-রূপ হয় তবে, পুনরায় জন্মনক্ষত্রের আদ্যঅক্ষর বামাবর্ত্তে সিদ্ধ-সাধ্য-সুসিদ্ধ ও অরি-ক্রমে বিচক্ষণ ব্যক্তি মিলাইয়া বিচার করিবেন(১) ॥২০৩-২০৪॥

টীকা—ততঃ শিষ্যস্য যজ্জন্মক্ষত্রানুরূপ-নামাদ্য-ক্ষরং নামপ্রথমাক্ষরমিত্যর্থঃ; মধ্যদেশাদাবত্র প্রায়ো জন্মনক্ষত্রানুরূপ-নামাদ্যক্ষরকরণাৎ। তস্মাদারভ্য মন্ত্রস্য গ্রাহ্যস্য আদিমাক্ষরমাদ্যবর্ণং যাবদ্ বীক্ষ্যং বিচারয়িতব্যম্; যদ্বা, সিদ্ধাদিগণনয়া গুণদোষাদিকং দ্রষ্টব্যমিত্যর্থঃ। কথং কুত্র? তদাহ—চতুর্ভিঃ কোষ্ঠৈরেকং কোষ্ঠং দ্রষ্টব্যম্, এবং তন্মণ্ডলে কোষ্ঠ-চতুষ্টয়ং স্যাৎ, তস্মিন্ প্রথমং বীক্ষ্য; যদ্বা, সিদ্ধাদি-ক্রমা জ্ঞেয়াঃ, ইত্যনেন পরেণান্বয়ঃ। পশ্চাত্তৎকোষ্ঠ-চতুষ্টয়স্য যান্যবান্তরাণি কোষ্ঠানি ষোড়শ তেষু চ জ্ঞেয়া ইতি প্রকারদ্বয়ম্। তচ্চ জন্মনক্ষত্রাক্ষরাৎ সব্যতঃ বামগত্যেত্যর্থঃ। অতএবোক্তং শ্রীকৃষ্ণদেবা-চার্য্যেণ তত্রৈব—সব্যে নামাদ্যাক্ষরতঃ সিদ্ধাদিক্রম ইষ্যতে। ইতি। এবং সিদ্ধাদিকোষ্ঠস্থানং চ তেনৈব দর্শিতম্—'নবৈকপঞ্চভিঃ সিদ্ধঃ সাধ্যঃ ষড়্দশ-পঞ্চকৈঃ। সুসিদ্ধস্ত্রিসপ্তরুদ্রৈস্তুর্য্যাষ্টদ্বাদশৈ রিপুঃ ॥' ইতি। এবং সারদা তিলকস্য মতং বিলিখ্য শ্রীকৃষ্ণ-দেবাচার্য্যমতং লিখতি—কুচিচ্ছেত্যাদিনা। চতুর্ষ্য পদেষু কোষ্ঠেষু তিষ্ঠতি বর্ত্তত ইতি। তথা তস্যাং লিপৌ চতুষ্কোণমণ্ডলরূপলেখে, সাধকস্য শিষ্যস্য আখ্যা নাম তস্যা আদিবর্ণতঃ প্রথমাক্ষরমারভ্য মন্ত্র-স্যাদ্যাক্ষরপর্য্যন্তং মুহুর্মুহুর্গণনীয়ম্। সাধকানামাদ্যা-ক্ষরতঃ সব্যে বামে ক্রমেণ সিদ্ধাদয়ো জ্ঞেয়া ইত্যর্থঃ। যত্র মন্ত্রস্যাদ্যাক্ষরং তত্র সিদ্ধঃ, ততো দ্বিতীয়ে কোষ্ঠে সাধ্যঃ, তৃতীয়ে প্রসিদ্ধঃ, চতুর্থেঽরিঃ—ইত্যেতদুহ্যম্; অতএব তস্য সব্যত ইত্যুক্তমিতি দিক্ ॥ ২০৩ ॥

সিদ্ধঃ সিধ্যতি কালেন সাধ্যস্তু জপ-হোমতঃ।
সুসিদ্ধো গ্রহমাত্রেণ অরির্ম্মূলনিকৃন্তনঃ ॥ ২০৫ ॥

অনুবাদ—যদি গণনা দ্বারা সিদ্ধের কোটায় মন্ত্র পড়ে, তাহা হইলে, যথাকালে মন্ত্র সিদ্ধ হইবেন, সাধ্যের কোটায় পড়িলে জপহোমাদি পুরশ্চরণ দ্বারা মন্ত্রসিদ্ধ হইবেন, সুসিদ্ধের কোটায় পড়িলে গ্রহণ মাত্র মন্ত্র ফলপ্রদ হইবেন। অরি—শত্রুর কোটায় পড়িলে মন্ত্র সাধনের মূল কাটিয়া দেন ॥ ২০৫ ॥

টীকা—তত্র চ গণনয়া সিদ্ধাদিস্থানং প্রাপ্তে সতি

---

(১) সিদ্ধসাধ্যাদি পরিজ্ঞানের ক্রম এই প্রকার যে—নয়, এক, পাঁচ হইলে সিদ্ধ; ছয়, দশ, দুই সাধ্য; তিন, সাত, এগার, সুসিদ্ধ; চার, আট, বার শত্রু। গণনার দ্বিবিধ নিয়ম উল্লিখিত আছে, প্রথম চারিটি বৃহৎ মণ্ডল হইয়া, দ্বিতীয় মধ্যগত ষোলটি মণ্ডল হইয়া ক্রমবিধানে গণনা করিলে উক্ত সিদ্ধ, সাধ্য, সুসিদ্ধ, অরি পরস্পর মিলিতভাবে ষোল প্রকার এবং সমুদায়ে বিংশতি প্রকার হয়। যথা—১। সিদ্ধ, ২। সাধ্য, ৩। সুসিদ্ধ, ৪। অরি, ৫। সিদ্ধসিদ্ধ, ৬। সিদ্ধসাধ্য, ৭। সিদ্ধসুসিদ্ধ, ৮। সিদ্ধঅরি, ৯। সাধ্যসিদ্ধ, ১০। সাধ্যসাধ্য, ১১। সাধ্যসুসিদ্ধ, ১২। সাধ্যঅরি, ১৩। সুসিদ্ধসিদ্ধ, ১৪। সুসিদ্ধসাধ্য, ১৫। সুসিদ্ধ সুসিদ্ধ, ১৬। সুসিদ্ধঅরি, ১৭। অরিসিদ্ধ, ১৮। অরিসাধ্য, ১৯। অরি সুসিদ্ধ ও ২০। অরিঅরি।

মন্ত্রাদ্যক্ষরে যৎ ফলং স্যাৎ, তদাহ—সিদ্ধা ইত্যাদি-পঞ্চভিঃ। গ্রহঃ গ্রহণং তন্মাত্রেণ অচিরাদেব সিধ্য-তীত্যর্থঃ ॥ ২০৫ ॥

সিদ্ধসিদ্ধো যথোক্তেন দ্বিগুণাৎ সিদ্ধসাধকঃ।
সিদ্ধসুসিদ্ধোঽর্দ্ধজপাৎ সিদ্ধারির্হন্তি বান্ধবান্ ॥২০৬॥
সাধ্যসিদ্ধো দ্বিগুণিকঃ সাধ্যসাধ্যো হ্যনর্থকঃ।
তৎসুসিদ্ধস্ত্রিগুণিতাৎ সাধ্যারির্হন্তি গোত্রজান্ ॥২০৭॥
সুসিদ্ধসিদ্ধোঽর্দ্ধজপাত্তৎসাধ্যস্তু গুণাধিকাৎ।
তৎসুসিদ্ধো গ্রহাদেব সুসিদ্ধারিঃ স্বগোত্রহা ॥২০৮॥
অরিসিদ্ধঃ সুতান্ হন্যাদরিসাধ্যস্তু কন্যকাঃ।
তৎসুসিদ্ধস্তু পত্নীঘ্নস্তদরির্হন্তি সাধকম ॥২০৯॥ইতি।

অনুবাদ—সিদ্ধ-সিদ্ধ মন্ত্র তন্ত্রোক্ত বিধি অনুসারে ফলপ্রদ হন, সিদ্ধ-সাধক মন্ত্র দ্বিগুণ জপ-হোমাদি দ্বারা ফলপ্রদ হয়, সিদ্ধসুসিদ্ধ অর্দ্ধসংখ্যক জপ দ্বারা ফলপ্রদ হন, সিদ্ধারি—বান্ধবাদিকে বিনাশ করে, সাধ্যসিদ্ধ দ্বিগুণ জপদ্বারা ফলপ্রদ, সাধ্য-সাধ্য নিষ্ফল হয়, সাধ্য-সুসিদ্ধ ত্রিগুণ জপাদি দ্বারা ফলপ্রদ, সাধ্য-অরি বংশজাত সকলকে বিনাশ করে, সুসিদ্ধ অর্দ্ধ সংখ্যা জপদ্বারা ফলপ্রদ, সুসিদ্ধ-সাধ্য অধিক গুণ জপে ফলপ্রদ, সুসিদ্ধ-সুসিদ্ধ গ্রহণ মাত্রই ফলপ্রদ, সুসিদ্ধারি নিজ গোত্রকে বিনাশ করে। অরি-সিদ্ধ পুত্রদিগকে বিনাশ করে, অরি-সাধ্য কন্যাগণকে বিনাশ করে। অরি-সুসিদ্ধ পত্নীহা, অরি-অরি সাধককে বিনাশ করে ॥ ২০৬-২০৯ ॥ ইতি ॥

টীকা—এবং চতুষ্কোষ্ঠব্যবস্থয়া ফলমুক্ত্বাধুনা তদবান্তর-ষোড়শকোষ্ঠব্যবস্থয়া পূর্ব্বাপরাভ্যা চতুর্ধা-ন্যোঽন্যসংযোগেন ফলমাহ—সিদ্ধসিদ্ধ ইতি চতুর্ভিঃ। তৎসুসিদ্ধঃ সাধ্যসুসিদ্ধঃ, তৎসাধ্য সুসিদ্ধসাধ্যঃ, তৎসুসিদ্ধঃ সুসিদ্ধসুসিদ্ধঃ, এবমগ্রেঽপি ॥২০৬-২০৯॥

তথা চ তন্ত্রে, অস্য চ মন্ত্রবিশেষেঽপবাদঃ—
ন সিংহার্কবরাহাণাং প্রসাদপ্রবণস্য চ।
বৈদিকস্য চ মন্ত্রস্য সিদ্ধাদীন্নৈব শোধয়েৎ ॥২১০॥
স্বপ্নলব্ধে স্ত্রীয়া দত্তে মালামন্ত্রে চ ত্র্যক্ষরে।
একাক্ষরে তথা মন্ত্রে সিদ্ধাদীন্নৈব শোধয়েৎ ॥২১১॥
সকুলান্যকুলত্বাদি বিজ্ঞেয়ং চাগমান্তরাৎ।
ন বিস্তরভয়াদত্র ব্যর্থত্বাদপি লিখ্যতে ॥ ২১২ ॥

অনুবাদ—শ্রীনৃসিংহমন্ত্র, সূর্য্যমন্ত্র, বরাহদেবের মন্ত্র এবং প্রসন্নতাস্বভাব মন্ত্র এবং বৈদিক মন্ত্রের সিদ্ধাদি শোধনের প্রয়োজন নাই। স্বপ্নপ্রাপ্ত মন্ত্রে, শ্রীগুরুপ্রদত্ত মন্ত্রে, মালামন্ত্রে (বিংশতি অক্ষরাধিক), ত্রিবীজযুক্ত মন্ত্রে, একাক্ষর মন্ত্রে সিদ্ধাদি শোধনের প্রয়োজন নাই। সকুল অকুলাদি শোধনবিচার অন্য আগম শাস্ত্র হইতে জানিবেন। গ্রন্থবিস্তার ভয়ে এবং শ্রীগোপালমন্ত্র উপাসকগণের প্রয়োজনাভাবহেতু লিখি-তেছি না ॥ ২১০-২১২ ॥

টীকা – অস্য এবমুক্তস্য সিদ্ধাদিশোধনস্য ॥ ২১০-২১২ ॥

শ্রীমদ্‌গোপালদেবস্য সর্ব্বৈশ্বর্য্য-প্রদর্শিনঃ।
তাদৃক্‌শক্তিষু মন্ত্রেষু ন হি কিঞ্চিদ্বিচার্য্যতে ॥২১৩॥

অনুবাদ—সর্ব্ববিধ ঐশ্বর্য্য প্রদর্শনকারী শ্রী-গোপালদেবের মন্ত্রে এবং ঐরূপ শক্তিশালীমন্ত্রে শোধ-নাদি বিচারের প্রয়োজন নাই ॥ ২১৩ ॥

টীকা—ব্যর্থত্বে হেতুং লিখতি—শ্রীমদিতি। তাদৃশী শ্রীগোপালদেবসদৃশী শক্তির্যেষাং তেষু ॥২১৩॥

তথা চ ক্রমদীপিকায়াম্—
সর্ব্বেষু বর্ণেষু তথাশ্রমেষু নারীষু নানাহ্বয়জন্মভেষু।
দাতা ফলানামভিবাঞ্ছিতানাং
দ্রাগেব গোপালকমন্ত্র এষঃ ॥২১৪॥

অনুবাদ—প্রমাণ ক্রমদীপিকাগ্রন্থে—সর্ব্ববর্ণে, সকল আশ্রমে, স্ত্রীলোক বিষয়ে নানাবিধ জন্মনক্ষত্রে অভিলষিত অতিসত্বর ফলপ্রদানে সমর্থ এই অষ্টা-দশাক্ষর শ্রীগোপালমন্ত্র ॥ ২১৪ ॥

টীকা—নানাবিধা আহ্বয়া নামানি জন্মভানি চ জন্মনক্ষত্রাণি যেষাং বর্ণাদীনাং তেষ্বপি ; যদ্বা, তেষাং নানাহ্বয়জন্মভেষু সৎস্বপি এষ শ্রীগোপালমন্ত্রোঽভি-বাঞ্ছিতানাং ফলানাং শীঘ্রমেব দাতা ॥ ২১৪ ॥

ত্রৈলোক্যসম্মোহনতন্ত্রে চ, অষ্টাদশাক্ষরমন্ত্রমধিকৃত্য শ্রীশিবেনোক্তম্—
ন চাত্র শাত্রবা দোষা নর্ণস্বাদিবিচারণা।
ঋক্ষরাশিবিচারো বা ন কর্ত্তব্যো মনৌ প্রিয়ে ॥২১৫॥

অনুবাদ—ত্রৈলোক্য সম্মোহন তন্ত্রেও অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রবিষয়ে শ্রীমহাদেব বলিয়াছেন—হে দেবি এই মন্ত্রে শত্রু সম্বন্ধীয় দোষ নাই। ঋণ দোষ নাই, নিজপর-বিচার নাই, অথবা রাশি নক্ষত্র বিচার কর্ত্তব্য নহে ॥ ২১৫ ॥

টীকা—অত্র অস্মিন্ মন্ত্রে শাত্রবাঃ শত্রুসম্বন্ধিনো দোষাঃ সিদ্ধাদিশোধনোক্তাঃ, ঋণঞ্চ স্বং ধনঞ্চ তদাদিবিচারণা চ ন কর্ত্তব্যা ; অন্যমন্ত্রাণাং দোষানাহ—কেচিদিতি ; উক্তঞ্চ ছিন্নাদীনাং লক্ষণং সারদাতিলকে—'মনোর্যস্যাদিমধ্যান্তেষ্বানীলং বীজমুচ্যতে। সংযুক্তং বা বিযুক্তং বা স্বরাক্রান্তং ত্রিধা পুনঃ ॥ চতুর্ধা পঞ্চধা বাথ সমন্তশ্ছিন্নসংজ্ঞকঃ। মায়া নমামি চ পদং নাস্তি যস্মিন্ স কীলিতঃ ॥ একং মধ্যে দ্বয়ং মূর্ধ্নি যস্মিন্নস্ত্রপুরন্দরৌ। ন বিদ্যেতে স মন্ত্রঃ স্যাৎ স্তম্ভিতঃ সিদ্ধিরোধনঃ ॥ আদিমধ্যাবসানেষু ভবেদর্ণচতুষ্টয়ম্। যস্য মন্ত্রঃ স মলিনো মন্ত্রবিত্তং বিবর্জ্জয়েৎ ॥ মন্ত্রো বাপ্যথবা বিদ্যা সপ্তাধিক-দশাক্ষরঃ। ফট্‌কারপঞ্চকাদির্যো মদোন্মত্ত উদীরিতঃ ॥ যস্য মধ্যে দকারো বা ক্রোধো বা মূর্ধনি ত্রিধা (দ্বিধা)। অস্ত্রং তিষ্ঠতি মন্ত্রঃ স তিরস্কৃত ইতীরিতঃ ॥' ইত্যাদি। অয়মষ্টাদশাক্ষরঃ শ্রীগোপালমন্ত্র ॥ ২১৫ ॥

কেচিচ্ছিন্নাশ্চ রুদ্ধাশ্চ কেচিন্মদসমুদ্ধতাঃ।
মলিনাঃ স্তম্ভিতাঃ কেচিৎ কীলিতা দূষিতা অপি।
এতৈর্দোষৈর্যুতো নায়ং
যতস্ত্রিভুবনোত্তমঃ ॥ ২১৬ ॥ ইতি।

অনুবাদ—কোন কোন মন্ত্র ছিন্ন, কোন মন্ত্র রুদ্ধ, কোন মন্ত্র মদোন্মত্ত, কোন মন্ত্র মলিন, কোন মন্ত্র স্তম্ভিত, কোন মন্ত্র কীলিত, কোন মন্ত্র দূষিত—বিভিন্ন মন্ত্র এইসকল দোষে দূষিত হইলেও ত্রিভুবনোত্তম এই অষ্টাদশাক্ষর গোপালমন্ত্র এই সকল দোষযুক্ত নহেন ॥ ২১৬ ॥

সামান্যতশ্চ তথা বৃহদ্‌গৌতমীয়ে—
অথ কৃষ্ণমনূন্ বক্ষ্যে দৃষ্টাদৃষ্টফলপ্রদান্।
যান্ বৈ বিজ্ঞায় মুনয়ো লেভিরে মুক্তিমঞ্জসা ॥২১৭

অনুবাদ—অতঃপর দৃষ্ট ও অদৃষ্ট ফলপ্রদ কৃষ্ণমন্ত্রসমূহ বলিতেছি—যে সকল মন্ত্র জানিয়াও মননশীল সাধকগণ সহজে মুক্তিলাভ করেন ॥২১৭॥

গৃহস্থা বনগাশ্চৈব যতয়ো ব্রহ্মচারিণঃ।
স্ত্রিয়ঃ শূদ্রাদয়শ্চৈব সর্ব্বে যত্রাধিকারিণঃ ॥ ২১৮ ॥

অনুবাদ—যে শ্রীকৃষ্ণমন্ত্রে ব্রহ্মচারি গৃহস্থ বনবাসী ও সন্ন্যাসীগণ এবং স্ত্রীগণ, শূদ্রগণ সকলেই অধিকারী ॥ ২১৮ ॥

নাত্র চিন্ত্যোঽরিশুদ্ধ্যাদির্নারিমিত্রাদিলক্ষণম্।
ন বা প্রয়াসবাহুল্যং সাধনে ন পরিশ্রমঃ ॥ ২১৯ ॥

অনুবাদ—এই মন্ত্রে শত্রুমিত্রাদি লক্ষণ বিচার বা শুদ্ধি প্রভৃতির কথা চিন্তা করিবে না, অথবা সাধনে প্রয়াস বা পরিশ্রম বাহুল্য নাই ॥ ২১৯ ॥

অজ্ঞানতূলরাশেশ্চ অনলঃ ক্ষণমাত্রতঃ।
সিদ্ধসাধ্য-সুসিদ্ধারিরূপা নাত্র বিচারণা ॥ ২২০ ॥

অনুবাদ—তুলারাশিকে ভস্ম করিতে অগ্নির যেমন ক্ষণকালও লাগে না, সেইরূপ অজ্ঞান ধ্বংস করিতে এই মন্ত্রের ক্ষণকালও লাগে না ॥ ২২০ ॥

সর্ব্বেষাং সিদ্ধমন্ত্রাণাং যতো ব্রহ্মাক্ষরো মনুঃ।
প্রজাপতিরবাপাগ্র্যং দেবরাজ্যং শচীপতিঃ।
অবাপুস্ত্রিদশাঃ স্বর্গং
বাগীশত্বং বৃহস্পতিঃ ॥২২১॥ ইত্যাদি।

অনুবাদ—সিদ্ধমন্ত্রসমূহের মধ্যে যেহেতু এই ব্রহ্মাক্ষর মন্ত্র প্রজাপতি ব্রহ্মা প্রথমতঃ প্রাপ্ত হন, ইন্দ্র দেবরাজ্য প্রাপ্ত হন, দেবগণ স্বর্গ এবং বৃহস্পতি বাচস্পতি উপাধি প্রাপ্ত হন ॥ ইত্যাদি ॥ ২২১ ॥

তথাত্রৈবান্তে—
বিষ্ণুভক্ত্যা বিশেষেণ কিং ন সিধ্যতি ভূতলে।
কীটাদি-ব্রহ্মপর্য্যন্তং গোবিন্দানুগ্রহান্মুনে ॥ ২২২ ॥

অনুবাদ—সেইরূপ এই গ্রন্থের শেষে—বিশেষতঃ বিষ্ণুভক্তি দ্বারা এই ভূলোকে কি না সিদ্ধ হয়, হে

মুনিবর শ্রীগোবিন্দের অনুগ্রহে কীট হইতে ব্রহ্মা পর্য্যন্ত সকলেই সিদ্ধ হইতে পারেন ॥ ২২২ ॥

সর্ব্বসম্পত্তিনিলয়াঃ সর্ব্বত্রাপ্যকুতোভয়াঃ ।
ইত্যাদি কথিতং কিঞ্চিন্মাহাত্ম্যং বো মুনীশ্বরাঃ ॥২২৩

অনুবাদ—হে মুনীশ্বরগণ তোমাদের নিকট সর্ব্ব-সম্পদের আশ্রয় ও সর্ব্ববিধ ভয়নিবারক ইত্যাদি কিঞ্চিৎ এই মন্ত্র-মাহাত্ম্য বলিলাম ॥ ২২৩ ॥

আকাশে তারকা যদ্বৎ সিন্ধোঃ সৈকতসৃষ্টিবৎ ।
এতদ্‌বিজ্ঞানমাত্রেণ লভেন্মুক্তিং চতুর্ব্বিধাম্ ॥২২৪॥

অনুবাদ—আকাশে যেমন তারকা এবং সমুদ্রে যেমন বালিসৃষ্টি, সেইরূপ এই মন্ত্রের মহিমা অগণিত। ইহা জানিলে চতুর্ব্বিধ মুক্তিলাভ হয় ॥ ২২৪

এতদন্যেষু মন্ত্রেষু দোষাঃ সন্তি পরে চ যে ।
তদর্থং মন্ত্রসংস্কারা লিখ্যন্তে তন্ত্রতো দশ ॥ ২২৫ ॥

অনুবাদ—এই শ্রীকৃষ্ণমন্ত্র ব্যতীত অন্য মন্ত্রে যে সকল দোষ আছে তাহার শোধন জন্য তন্ত্র হইতে দশবিধ মন্ত্রসংস্কার লিখিতেছি ॥ ২২৫ ॥

টীকা—এবং সম্মোহনতন্ত্রাদ্যুক্তপ্রকারেণ ; অন্যেষু শ্রীগোপালদেবমন্ত্রব্যতিরিক্তেষু ; পরে সিদ্ধাদিশোধনোক্তদোষতোঽন্যেঽপি ছিন্নত্বাদয়ঃ, তদর্থমিতি—যে কেচিদন্যমন্ত্রসাধকা ভবেয়ুস্তেষাং তদ্দোষশোধনার্থমিত্যর্থঃ ; তচ্চ তাৎপর্য্যেণ শ্রীগোপালদেবমন্ত্রমাহাত্ম্যবিখ্যাপনার্থমেবেতি ভাবঃ। তন্ত্রত আগমশাস্ত্রোক্তা ইত্যর্থঃ ॥ ২২৫ ॥

অথ মন্ত্রসংস্কারাঃ

সারদাতিলকে—

জননং জীবনঞ্চেতি তাড়নং রোধনং তথা।
অথাভিষেকো বিমলীকরণাপ্যায়নে পুনঃ ।
তর্পণং দীপনং গুপ্তির্দশৈতা মন্ত্রসংস্ক্রিয়াঃ ॥ ২২৬॥

অনুবাদ—শ্রীশঙ্করাচার্য্যকৃত সারদাতিলকে—জনন, জীবন, তাড়ন, রোধন, অভিষেক, বিমলীকরণ, আপ্যায়ন, তর্পণ, দীপন ও গুপ্তি—এই দশবিধ সংস্কার ॥ ২২৬ ॥

মন্ত্রাণাং মাতৃকামধ্যাদুদ্ধারো জননং স্মৃতম্ ।
প্রণবান্তরিতান্ কৃত্বা
মন্ত্রবর্ণান্ জপেৎ সুধীঃ ॥ ২২৭ ॥
এতজ্জীবনমিত্যাহুর্মন্ত্রতন্ত্রবিশারদাঃ ।
মনোর্বর্ণান্ সমালিখ্য তাড়য়েচ্চন্দনাম্ভসা ॥২২৮॥
প্রত্যেকং বায়ুনা মন্ত্রী তাড়নং তদুদাহৃতম্ ।
বিলিখ্য মন্ত্রং তং মন্ত্রী প্রসূনৈঃ করবীরজৈঃ ॥২২৯
তন্মন্ত্রাক্ষরসংখ্যাতৈর্হন্যাদ্‌যত্তেন রোধনম্ ।
স্বতন্ত্রোক্তবিধানেন মন্ত্রী মন্ত্রার্ণসংখ্যয়া ॥ ২৩০ ॥
অশ্বত্থপল্লবৈর্মন্ত্রমভিষিঞ্চেদ্বিশুদ্ধয়ে ।
সংচিন্ত্য মনসা মন্ত্রং জ্যোতির্মন্ত্রেণ নির্দ্দহেৎ ॥২৩১॥
মন্ত্রে মূলত্রয়ং মন্ত্রী বিমলীকরণং ত্বিদম্ ।
তার-ব্যোমাগ্নি-মনুযুগ্‌দণ্ডী জ্যোতির্মনুর্মতঃ ।
কুশোদকেন জপ্তেন প্রত্যর্ণং প্রোক্ষণং মনোঃ ॥২৩২॥
তেন মন্ত্রেণ বিধিবদেতদাপ্যায়নং স্মৃতম্ ।
মন্ত্রেণ বারিণা মন্ত্রে তর্পণং তর্পণং স্মৃতম্ ॥২৩৩॥
তার-মায়া-রমাযোগো মনোর্দীপনমুচ্যতে ।
জপ্যমানস্য মন্ত্রস্য গোপনং ত্বপ্রকাশনম্ ॥ ২৩৪ ॥

অনুবাদ—(১) মাতৃকা বর্ণমালা হইতে মন্ত্র বর্ণ সকলের উদ্ধার—ইহাই 'জনন', (২) তন্ত্রমন্ত্র বিশারদগণ বলেন—সুধীব্যক্তি আদি ও অন্তে প্রণব পুটিত করিয়া জপ করিলে—ইহাকে 'জীবন' সংস্কার বলে। (৩) মন্ত্রের বর্ণসমূহ লিখিয়া চন্দনজল ও বায়ুবীজ দ্বারা তাড়ন প্রত্যেকটি বর্ণকে—তাহাই 'তাড়ন'। (৪) সাধক মন্ত্রবর্ণ সমূহকে করবীর বীজ দ্বারা লিখিয়া ঐ পুষ্প দ্বারা বর্ণ সংখ্যানুযায়ী তাড়ন করিবে—উহাই 'রোধন'। (৫) সাধক তন্ত্রোক্ত বিধান অনুসারে মন্ত্রবর্ণ সংখ্যানুসারে অশ্বত্থপত্র সমূহ দ্বারা মন্ত্রকে বিশুদ্ধির জন্য অভিষেক করিবে। (৬) মনে মনে সাধক মন্ত্রকে চিন্তা করিয়া বহ্নি বীজ দ্বারা দহন করিবেন—উহাই বিমলীকরণ অথবা—প্রণব, ব্যোমবীজ ও অগ্নিবীজ যুক্ত হইলে উহাকে জ্যোতিঃ-মন্ত্র বলা হয়। (৭) জপ কালে মন্ত্রের প্রতিটি বর্ণকে

কুশজলদ্বারা ছিটা দিলে উহাকে প্রোক্ষণ বা আপ্যায়ন বলে। (৮) যন্ত্রে মন্ত্র লিখিয়া তাহার উপর মন্ত্রপূত জলদ্বারা তর্পণ—উহাই তর্পণ ॥ (৯) প্রণব, মায়া-বীজ ও লক্ষ্মীবীজ যোগ করিয়া জপ করিলে উহাকে মন্ত্রের দীপন বলে। (১০) জপকালে মন্ত্রের অপ্রকাশনকে গুপ্তি বা গোপন বলে ॥ ২২৭-২৩৪ ॥

টীকা—জ্যোতির্মন্ত্রেণেত্যুক্তং, তমেবাহ—তারমিতি ॥ ২৩২ ॥

বলিত্বাৎ কৃষ্ণমন্ত্রাণাং সংস্কারাপেক্ষণং নহি।
সামান্যোদ্দেশমাত্রেণ তথাপ্যেতদুদীরিতম্ ॥ ২৩৫॥

ইতি শ্রীগোপালভট্টবিলিখিতে শ্রীভগবদ্ভক্তিবিলাসে গৌরবো নাম প্রথমো বিলাসঃ।

অনুবাদ—প্রভাবশালী শ্রীকৃষ্ণমন্ত্র সমূহের সংস্কারের অপেক্ষা নাই। তথাপি সাধারণ মন্ত্রের জন্য ইহা বলা হইল ॥ ২৩৫ ॥

ইতি শ্রীগোপালভট্ট বিলিখিত শ্রীভগবদ্ভক্তিবিলাসে 'গৌরব'-নামক প্রথম বিলাস অনুবাদ সমাপ্ত হইলেন ॥ ১ ॥

টীকা—ব্যোমেত্যাদিনা তত্তদ্বীজং বোধ্যতে, এবমগ্রে মায়াদাবপি ॥ ২৩৪-২৩৫ ॥

ইতি শ্রীভগবদ্ভক্তিবিলাস-টীকায়াং দিগ্‌দর্শিন্যাং প্রথমো বিলাসঃ।

দ্বিতীয়-বিলাসঃ

তং শ্রীমৎকৃষ্ণচৈতন্যদেবং বন্দে জগদ্‌গুরুম্।
যস্যানুকম্পয়া শ্বাপি মহাব্ধিং সন্তরেৎ সুখম্ ॥ ১ ॥

অনুবাদ—মদীয় পরম গুরুদেব ও জগদ্‌গুরু স্বয়ং ভগবান্ পরমাত্মা শ্রীমৎকৃষ্ণচৈতন্য দেবকে বন্দনা করি। যাঁহার অনুগ্রহে অতিক্ষুদ্র কুক্কুরও যেমন মহাসমুদ্রকে সুখে সাঁতার দিয়া পার হইতে পারে। সেইরূপ অতিক্ষুদ্র আমিও বিবাদসঙ্কুল এই দীক্ষাবিধি শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপায় অনায়াসে লিখিতে পারিব ॥ ১ ॥

টীকা—

নমঃ শ্রীকৃষ্ণায় ভগবতে ভদ্রবনচন্দ্রায়।
অন্ধঃ পশ্যতি শাস্ত্রাণি শিলা তরতি বারিধিম্।
যস্য প্রভাবতো বন্দে তং শ্রীচৈতন্যমীশ্বরম্ ॥
কর্ত্তব্যাংশস্য বিজ্ঞানমবশ্যং সম্যগিষ্যতে।
অতো যস্তত্র সংক্ষিপ্তো গ্রন্থঃ সোঽয়ং প্রপঞ্চ্যতে ॥

তত্রাদৌ বিবিধমতাকুলিত-দীক্ষাবিধি-লিখনে পরমাশক্তস্যাপ্যাত্মনো ভগবদনুগ্রহেণ শক্ততাং সম্ভাবয়ন্নিব প্রারিপ্সিতসিদ্ধয়ে পূর্ব্ববদ্‌পরমগুরুরূপমিষ্টদেবতং প্রণমতি—তমিতি; শ্রীমান্ কৃষ্ণশ্চাসৌ চৈতন্যদেবশ্চ পরমাত্মেতি তম্; পক্ষে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যেতি বিখ্যাতদেবমীশ্বরম্; সাক্ষাত্তস্যোপদেষ্টৃত্বাসম্ভবেঽপি চিত্তাধিষ্ঠাতৃত্বাদিনা সর্ব্বেষামপি জীবানাং পরমগুরুতয়াত্মনোঽপি স এব গুরুরিত্যভিপ্রেত্য লিখতি—জগদ্‌গুরুমিতি। পক্ষে সর্ব্বত্রৈব ভগবন্নাম-সংকীর্ত্তন-প্রধান-ভক্তি-প্রচারণাজ্জগতাং গুরুত্বেন বিশেষতো দীনজনবিষয়ক-সমগ্রোপদেশানুগ্রহণে গুরুমিতি ॥১॥

অথ দীক্ষাবিধিঃ

দীক্ষাবিধিলিখ্যতেঽত্রানুসৃত্য ক্রমদীপিকাম্।
বিনা দীক্ষাং হি পূজায়াং
নাধিকারোঽস্তি কস্যচিৎ ॥ ২ ॥

অনুবাদ—শ্রীকেশবাচার্য্য বিরচিত প্রাচীন 'ক্রমদীপিকা' অনুসরণ করিয়া দীক্ষা বিধি লিখিত হইতেছে। যেহেতু দীক্ষা ব্যতীত কাহারও ইষ্টদেবের পূজাতে অধিকার হয় না ॥ ২ ॥

টীকা—ক্রমদীপিকামনুসৃত্যেতি শ্রীকেশবাচার্য্যবিরচিতক্রমদীপিকাখ্যগ্রন্থোক্তানুসারেণৈব, ন তু তদুক্তবিরোধেনেত্যর্থঃ। দীক্ষাবিধিলিখনে হেতুঃ—বিনেতি; হি যতঃ ॥ ২ ॥

অথ দীক্ষা-নিত্যতা

আগমে—

দ্বিজানামনুপেতানাং স্বকর্ম্মাধ্যয়নাদিষু।
যথাধিকারো নাস্তীহ স্যাচ্চোপনয়নাদনু ॥ ৩ ॥
তথাত্রাদীক্ষিতানান্তু মন্ত্রদেবার্চ্চনাদিষু।
নাধিকারোঽস্ত্যতঃ কুর্য্যাদাত্মানং শিবসংস্তুতম্ ॥৪॥

অনুবাদ—আগমশাস্ত্রে উক্ত আছে—উপনয়ন বিহীন দ্বিজ বালকগণের যেমন নিজকর্ম্ম ও বেদ অধ্যয়নাদিতে অধিকার নাই, কিন্তু উপনয়নের পর অধিকার হয়ই। সেইরূপ ভক্তিপথে অদীক্ষিত গণেরও ইষ্টমন্ত্রজপে এবং ইষ্টদেবের অর্চ্চনাদিকার্য্যে অধিকার নাই। অতএব শ্রীবিষ্ণু দীক্ষাগ্রহণ দ্বারা নিজেকে শ্রীশিবেরও প্রশংসনীয় করিবে। শ্রীবিষ্ণু-পূজা অবশ্য কর্ত্তব্য বিধায় দীক্ষার নিত্যত্ব সিদ্ধ হইল ॥ ৩-৪ ॥

স্কান্দে কার্ত্তিকপ্রসঙ্গে শ্রীব্রহ্মনারদ-সংবাদে—

তে নরাঃ পশবো লোকে কিং তেষাং জীবনে ফলম্।
যৈর্নলব্ধা হরেদীক্ষা নার্চ্চিতো বা জনার্দ্দনঃ ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—স্কন্দপুরাণে কার্ত্তিকব্রত প্রসঙ্গে শ্রীব্রহ্ম-নারদ-সংবাদে উক্ত আছে—এই জগতে যে সকল মনুষ্য শ্রীগুরুদেবের নিকট হইতে শ্রীহরির দীক্ষা-বিধি অনুসারে মন্ত্র গ্রহণ করে নাই এবং শ্রীজনার্দ্দনের অর্চ্চন করে নাই, তাহারা পশু সম, তাহাদের জীবন নিষ্ফল অতএব ব্রহ্মবাক্যে দীক্ষার নিত্যতা ॥ ৫ ॥

টীকা—অনুপেতানাম্ অকৃতোপনয়নানাম্; উপ-নয়নাৎ যজ্ঞোপবীতদানাৎ অনু অনন্তরম্; তু অধি-কারঃ স্যাদেব; শিবসংস্তুতমিতি দীক্ষিত মিত্যর্থঃ, প্রধানত্বেন শ্রীবিষ্ণুদীক্ষাগ্রহণাৎ শ্রীশিবস্যাপি সম্যক্ স্তুতিবিষয়মিতি ভাবঃ; এবঞ্চ দীক্ষাং বিনা পূজায়া-মনধিকারাৎ। তথা,—'শালগ্রামাশিলাপূজাং বিনা যোঽশ্নাতি কিঞ্চন। স চাণ্ডালাদিবিষ্ঠায়ামাকল্পং জায়তে কৃমিঃ ॥' ইত্যাদি-বচনৈঃ পূজায়াশ্চাবশ্য-কত্বাদ্দীক্ষায়া নিত্যত্বং সিধ্যতি। শ্রীশালগ্রামশিলা-ধিষ্ঠানং বর্গেষু মুখ্যত্বাৎ সর্ব্বাণ্যেব ভগবদধিষ্ঠানান্যুপ-লক্ষয়তি; নিত্যত্বমেব ব্রহ্মবচনেন সাধয়তি—তে নরা ইতি। 'জনার্দ্দনো যৈর্নার্চ্চিতঃ' ইতি দীক্ষাং বিনার্চ্চনাসিদ্ধেঃ ॥ ৩-৫ ॥

তত্রৈব শ্রীরুক্মাঙ্গদমোহিনীসংবাদে বিষ্ণুযামলে চ—

অদীক্ষিতস্য বামোরু কৃতং সর্ব্বং নিরর্থকম্।
পশুযোনিমবাপ্নোতি দীক্ষাবিরহিতো জনঃ ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—সেইরূপ শ্রীরুক্মাঙ্গদ মহারাজ ও মোহিনী-সংবাদে এবং বিষ্ণুযামলে—হে শোভনে অদীক্ষিত-ব্যক্তির সর্ব্বকর্ম্মই নিষ্ফল, দীক্ষাহীন ব্যক্তি মৃত্যুর পর পশুজন্ম প্রাপ্ত হয় ॥ ৬ ॥

বিশেষতো বিষ্ণুযামলে—

স্নেহাদ্বা লোভতো বাপি যো গৃহ্ণীয়াদদীক্ষয়া।
তস্মিন্ গুরৌ সশিষ্যে তু দেবতাশাপ আপতেৎ ॥৭॥

অনুবাদ—বিষ্ণুযামলে বিশেষ বিধি—দীক্ষাবিধি ব্যতীত যে ব্যক্তি স্নেহ বা লোভবশতঃ শিষ্য গ্রহণ করেন, শিষ্যের সহিত সেই শ্রীগুরুদেবের উপর দেবতা সকলের বা মন্ত্রের অধিষ্ঠাতৃদেবের অভিশাপ পতিত হয় ॥ ৭ ॥

টীকা—অদীক্ষয়া দীক্ষাবিধি-ব্যতিরেকেণ। দেব-তানাং সর্ব্বাসামেব, তন্মন্ত্রাধিষ্ঠাতৃদেবতায়া বা শাপঃ; যদ্যপি পূর্ব্বং লিখিতায়াঃ শ্রীগুরূপসত্তেনিত্যতয়া দীক্ষায়া অপি নিত্যতা সিদ্ধৈব, তথাপ্যুপসত্তেরাশ্রয়ণ-মাত্রতা-বিবক্ষয়া দীক্ষায়াশ্চ সবিধি-মন্ত্রগ্রহণাদিরূপ-তয়া পৃথগুল্লেখ ইতি দিক্ ॥ ৭ ॥

বিষ্ণুরহস্যে চ—

অবিজ্ঞায় বিধানোক্তাং হরিপূজাবিধি-ক্রিয়াম্।
কুর্ব্বন্ ভক্ত্যা সমাপ্নোতি শতভাগং বিধানতঃ ॥৮॥

অনুবাদ—শ্রীবিষ্ণুরহস্যেও উক্ত হইয়াছে—যে কোন ভাবে শ্রীভগবদর্চ্চনে শাস্ত্রে মহাফল শুনা যায়, অতএব শ্রীগুরুর নিকট হইতে দীক্ষাগ্রহণের আগ্রহ কেন? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—শ্রীহরিপূজা বিধির অনুষ্ঠান, পূর্ব্ব পূর্ব্ব মহাজনের উপদেশ শ্রীগুরু-দেবের নিকট হইতে না জানিয়া ভক্তিভাবে করিলে

শতভাগের একভাগ ফল পাওয়া যায়। আর শ্রীগুরুদেবের নিকট জানিয়া করিলে সম্পূর্ণ ফল পাওয়া যায়"। ৮ ॥

টীকা—ননু যথাকথঞ্চিদ্ভগবদর্চ্চনেন মহাফলং শ্রূয়তে, অতো গুরোঃ সকাশাদ্দীক্ষাগ্রহণে কোঽয়মাগ্রহঃ? তত্রাহ—অবিজ্ঞায়েতি। হরিপূজাবিধেঃ ক্রিয়ামনুষ্ঠানং বিধানোক্তাং পূর্ব্বপূর্ব্বৈরুপদেষ্টৃভির্যথাবিধ্যেবোপদিষ্টাং শ্রীগুরুমুখাদবিজ্ঞায় বিশেষেণাজ্ঞাত্বা বিধানতো ভক্ত্যা কুর্ব্বন্নপি শতাংশানামেকমংশং লভতে। গুর্ব্বনপেক্ষয়া পূর্ব্ব-পূর্ব্বশিষ্টদর্শিতমার্গানাদরেণ পূজাফলং ন সম্যগ্ভবতীতি ভাবঃ ॥ ৮ ॥

অথ দীক্ষামাহাত্ম্যম্

বিষ্ণুযামলে—

দিব্যং জ্ঞানং যতো দদ্যাৎ কুর্য্যাৎ পাপস্য সংক্ষয়ম্।
তস্মাদ্দীক্ষেতি সা প্রোক্তা দেশিকৈস্তত্ত্বকোবিদৈঃ ॥৯
অতো গুরুং প্রণম্যৈবং সর্ব্বস্বং বিনিবেদ্য চ।
গৃহ্নীয়াদ্বৈষ্ণবং মন্ত্রং দীক্ষাপূর্ব্বং বিধানতঃ ॥১০॥

অনুবাদ—বিষ্ণুযামলে—তত্ত্বজ্ঞ উপদেশকগণ বলেন—যাহা হইতে দিব্যজ্ঞান লাভ হয় এবং পাপের সম্পূর্ণ ক্ষয় হয়, এইহেতু উহাকে দীক্ষা বলা হইয়াছে। অতএব শ্রীগুরুদেবের চরণে সর্ব্বস্ব নিবেদন পূর্ব্বক প্রণাম করিয়া শাস্ত্রবিধি অনুসারে প্রথমতঃ দীক্ষা অনুষ্ঠান করিয়া বৈষ্ণব মন্ত্রগ্রহণ করিবে ॥৯-১০

স্কান্দে তত্রৈব শ্রীব্রহ্মনারদ-সংবাদে—

তপস্বিনঃ কর্ম্মনিষ্ঠাঃ শ্রেষ্ঠাস্তে বৈ নরা ভুবি।
প্রাপ্তা যৈস্তু হরের্দীক্ষা সর্ব্বদুঃখবিমোচনী ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—স্কন্দপুরাণে কার্ত্তিকব্রত প্রসঙ্গে শ্রীব্রহ্ম-নারদ-সংবাদে—এই জগতে তপস্বী, কর্ম্মী ও জ্ঞানী হইতে তাহারাই পরমোত্তম যাঁহারা সর্ব্বদুঃখ বিমোচনী শ্রীহরির দীক্ষা লাভ করিয়াছেন ॥ ১১ ॥

তত্ত্বসাগরে চ—

যথা কাঞ্চনতাং যাতি কাংস্যং রসবিধানতঃ।
তথা দীক্ষাবিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাম্ ॥১২॥

অনুবাদ—তত্ত্বসাগরে—যেমন কাংস্য বা তাম্র রস অর্থাৎ পারদাদি যোগে স্বর্ণতা প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ দীক্ষা বিধান দ্বারা সকল মানুষেরই দ্বিজত্ব—বিপ্রতা লাভ হয় ॥ ১২ ॥

টীকা—নিত্যত্বমেব দ্রঢ়য়ন্ নিত্যত্বেঽপি দর্শ-পৌর্ণমাসাদিবৎ ফলবিশেষঞ্চ দর্শয়ন্ দীক্ষামাহাত্ম্যং লিখতি—দিব্যমিতি ত্রিভিঃ; তপস্বিন ইতি। শ্রেষ্ঠা জ্ঞানাদিনিষ্ঠেভ্যঃ পরমোত্তমাঃ, নৃণাং সর্ব্বেষামেব দ্বিজত্বং বিপ্রতা ॥ ৯-১২ ॥

অথ দীক্ষাকালঃ, তত্র মাসশুদ্ধিঃ

আগমে—

মন্ত্রস্বীকরণং চৈত্রে বহুদুঃখফলপ্রদম্।
বৈশাখে রত্নলাভঃ স্যাজ্জ্যৈষ্ঠে তু মরণং ধ্রুবম্ ॥১৩॥
আষাঢ়ে বন্ধুনাশায় শ্রাবণে তু ভয়াবহম্।
প্রজাহানির্ভাদ্রপদে সর্ব্বত্র শুভমাশ্বিনে ॥ ১৪ ॥
কার্ত্তিকে ধনবৃদ্ধিঃ স্যান্মার্গশীর্ষে শুভপ্রদম্।
পৌষে তু জ্ঞানহানিঃ স্যান্মাঘে মেধাবিবর্দ্ধনম্।
ফাল্গুনে সর্ব্ববশ্যত্বমাচার্য্যৈঃ পরিকীর্ত্তিতম্ ॥১৫॥

অনুবাদ—অথ দীক্ষাকাল নির্ণয়, তন্মধ্যে মাস-শুদ্ধি—আগমশাস্ত্রে-চৈত্রমাসে মন্ত্রগ্রহণে বহু দুঃখ ফলপ্রদ, বৈশাখে রত্নলাভ হয়, জ্যৈষ্ঠমাসে কিন্তু মরণ নিশ্চিত। আষাঢ়ে বন্ধুনাশ, শ্রাবণে ভয়াবহ, ভাদ্রমাসে প্রজাহানি, আশ্বিনে সর্ব্বত্র শুভ, কার্ত্তিকে ধনবৃদ্ধি হয়, অগ্রহায়নে শুভপ্রদ, পৌষে কিন্তু জ্ঞানহানি হয়, মাঘে মেধাবৃদ্ধি, ফাল্গুনে সর্ব্ববশীকরণ আচার্য্যগণ বলিয়াছেন ॥ ১৩-১৫ ॥

ক্বচিচ্চ—

সমৃদ্ধিঃ শ্রাবণে নূনং জ্ঞানং স্যাৎ কার্ত্তিকে তথা।
ফাল্গুনেঽপি সমৃদ্ধিঃ স্যান্মলমাসং পরিত্যজেৎ ॥১৬

অনুবাদ—কোথাও অর্থাৎ অগস্ত্যসংহিতানুসারে শ্রীরামার্চ্চনচন্দ্রিকাতে—শ্রাবণে সমৃদ্ধি নিশ্চিত, সেই-

রূপ কার্ত্তিকে জ্ঞান লাভ হয়, ফাল্গুনেও সমৃদ্ধি হয়, মলমাসে দীক্ষা গ্রহণ করিবে না ॥ ১৬ ॥

টীকা— কৃচিচ্চেতি—অগস্ত্যসংহিতাদ্যনুসারি-শ্রীরামার্চ্চনচন্দ্রিকায়াম্। পূর্ব্বোক্তেনাবিরোধস্তু মন্ত্রভেদেন বিবিধিফলভেদাপেক্ষয়া মতভেদেন বা জ্ঞেয়ঃ; এবমগ্রেহপি ॥ ১৬ ॥

গৌতমীয়ে—

মন্ত্রারম্ভস্তু চৈত্রে স্যাৎ সমস্ত-পুরুষার্থদঃ।
বৈশাখে রত্নলাভঃ স্যাৎ জ্যৈষ্ঠে তু মরণং ধ্রুবম্ ॥১৭
আষাঢ়ে বন্ধুনাশঃ স্যাৎ পূর্ণায়ুঃ শ্রাবণে ভবেৎ।
প্রজানাশো ভবেদ্ ভাদ্রে আশ্বিনে রত্নসঞ্চয়ঃ ॥১৮॥
কার্ত্তিকে মন্ত্রসিদ্ধিঃ স্যান্মার্গশীর্ষে তথা ভবেৎ।
পৌষে তু শত্রুপীড়া স্যান্মাঘে মেধাবিবর্দ্ধনম্।
ফাল্গুনে সর্ব্বকামাঃ স্যুর্মলমাসং পরিত্যজেৎ ॥১৯॥

অনুবাদ—গৌতমীয় তন্ত্রে—শ্রীগোপালমন্ত্রদীক্ষারম্ভ চৈত্রমাসে সমস্ত পুরুষার্থপ্রদ হয়, বৈশাখে রত্নলাভ হয়, জ্যৈষ্ঠে মরণ নিশ্চিত। আষাঢ়ে বন্ধুনাশ হয়, শ্রাবণে পূর্ণায়ু লাভ হয়, ভাদ্রে প্রজানাশ, আশ্বিনে রত্ন সঞ্চয়, কার্ত্তিকে মন্ত্র সিদ্ধি হয়, অগ্রহায়নে তাহাই হয়, পৌষে শত্রুপীড়া হয়, মাঘে মেধাবৃদ্ধিকর, ফাল্গুনে সর্ব্বকামনা পূরণ হয়, মলমাসে দীক্ষা গ্রহণ করিবে না ॥ ১৭-১৯ ॥

স্কান্দে তত্রৈব শ্রীরুক্মাঙ্গদ-মোহিনীসংবাদে—

কার্ত্তিকে তু কৃতা দীক্ষা নৃণাং জন্মনিকৃন্তনী।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন দীক্ষাং কুর্ব্বীত কার্ত্তিকে ॥২০॥

অনুবাদ—স্কন্দপুরাণে রুক্মাঙ্গদমোহিনী-সংবাদে—কার্ত্তিকমাসে দীক্ষানুষ্ঠান করিলে মনুষ্যগণের পুনর্জ্জন্ম হয় না, অতএব সর্ব্বপ্রযত্নসহকারে কার্ত্তিকমাসে দীক্ষা গ্রহণ করিবে ॥ ২০ ॥

শ্রীমদ্গোপালমন্ত্রাণাং দীক্ষায়ান্তু ন দুষ্যতি।
চৈত্রমাসে যদুক্তা তদ্দীক্ষা তত্রৈব দেশিকৈঃ ॥ ২১ ॥

অনুবাদ—অন্যত্র অন্যমন্ত্র সম্বন্ধে চৈত্রমাসে দীক্ষা নিষিদ্ধ থাকিলেও পূর্ব্ব মহাজন শ্রীকেশবাচার্য্য এবং গৌতমীয়-তন্ত্রে শ্রীগোপালমন্ত্র সম্বন্ধে দীক্ষার বিধান আছে, অতএব শ্রীমদ্ গোপালমন্ত্রের দীক্ষায় দোষ নাই ॥ ২১ ॥

টীকা—এবং নিষিদ্ধেহপি চৈত্রে শ্রীগোপালমন্ত্র-দীক্ষামনুজানাতি—শ্রীমদিতি। যদ্‌যস্মাত্তেষাং শ্রী-গোপালমন্ত্রাণাং দীক্ষা চৈত্রে এব উক্তা শ্রীকেশবাচার্য্যাদিভিঃ। তথা চ ক্রমদীপিকায়াম্—চৈত্রে কৃত্বৈব তন্মাসি কর্ম্মেতি। ত্রৈলোক্যসম্মোহনতন্ত্রে চ—'মধুমাসে তু সংপ্রাপ্তে দ্বাদশ্যাং সমুপোষিতঃ। আপূর্য্যমাণপক্ষে তু সংশুদ্ধিং ভাবয়েত্তত ॥' ২১ ॥ ইতি।

অথ বারশুদ্ধিঃ

রবৌ গুরৌ তথা সোমে
কর্ত্তব্যং বুধ-শুক্রয়োঃ ॥ ২২ ॥

অনুবাদ—গৌতমীয় তন্ত্রে—রবি, গুরু, সোম, বুধ ও শুক্রবারে দীক্ষা দান বা গ্রহণ কর্ত্তব্য ॥২২॥

অথ নক্ষত্রশুদ্ধিঃ

নারদতন্ত্রে—

রোহিণী শ্রবণার্দ্রা চ ধনিষ্ঠা চোত্তরাত্রয়ঃ।
পুষ্যং শতভিষশ্চৈব দীক্ষানক্ষত্রম্চ্যতে ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ—নারদতন্ত্রে—রোহিণী, শ্রবণা, আর্দ্রা, ধনিষ্ঠা, উত্তরাষাঢ়া, উত্তর-ভাদ্রপদ, উত্তর-ফল্গুনী, পুষ্যা, শতভিষা—এই সকলকে দীক্ষানক্ষত্র বলা হয় ॥ ২৩ ॥

কুচিচ্চ—

অশ্বিনী-রোহিণী-স্বাতি-বিশাখা-হস্তভেষু চ।
জ্যেষ্ঠোত্তরাত্রয়েস্বেব কুর্য্যান্মন্ত্রাভিষেচনম্ ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ—কোথাও বা—অশ্বিনী, রোহিণী, স্বাতি, বিশাখা, হস্তা, জ্যেষ্ঠা ও উত্তরাষাঢ়া, উত্তর ভাদ্রপদ, উত্তরফল্গুনী—এইসকল নক্ষত্রেই দীক্ষা দান করিবেন ॥ ২৪ ॥

টীকা—অশ্বিন্যাদিনক্ষত্রেষ্বত্র পূর্ব্বোক্তেন বিরোধ-ভাবেঽপি ততো বিশেষলাভেন কুচিচ্চেতি প্রয়োগঃ; এবমগ্রেঽপি। মন্ত্রাভিষেচনং দীক্ষাম্ ॥ ২৪ ॥

অথ তিথিশুদ্ধিঃ

সারসংগ্রহে—

দ্বিতীয়া পঞ্চমী চৈব ষষ্ঠী চৈব বিশেষতঃ।
দ্বাদশ্যামপি কর্ত্তব্যং ত্রয়োদশ্যামথাপি চ ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ—সারসংগ্রহে—দ্বিতীয়া, পঞ্চমী, ষষ্ঠী, বিশেষতঃ দ্বাদশী এবং ত্রয়োদশীতে দীক্ষা দান কর্ত্তব্য ॥ ২৫ ॥

কুচিচ্চ—

পূর্ণিমা পঞ্চমী চৈব দ্বিতীয়া সপ্তমী তথা।
ত্রয়োদশী চ দশমী প্রশস্তা সর্ব্বকামদা ॥২৬॥ ইতি।

অনুবাদ—অন্যত্রও—পূর্ণিমা পঞ্চমী দ্বিতীয়া, সপ্তমী, ত্রয়োদশী ও দশমী সর্ব্বকামদা ও দীক্ষাতে প্রশস্তা ॥ ইতি ॥ ২৬ ॥

এবং শুদ্ধে দিনে শুক্লপক্ষে শুক্রগুর্ব্বদয়ে।
সল্লগ্নে চন্দ্রতারানুকূলে দীক্ষা প্রশস্যতে ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ—কারিকা—এইসকল প্রমাণানুসারে শুদ্ধদিনে, শুক্লপক্ষে গুরু ও শুক্রের উদয়ে, সৎলগ্নে অনুকূল চন্দ্র তারা শুদ্ধি থাকিলে দীক্ষা গ্রহণ প্রশস্ত ॥ ২৭ ॥

টীকা—শুক্রস্য গুরোশ্চ বৃহস্পতেরুদয়ে সতি ন ত্বস্ত-সময়ে ॥ ২৭ ॥

অথ অত্রাপবাদঃ (বিশেষবিধিঃ)

রুদ্রযামলে—

সত্তীর্থেঽর্কবিধুগ্রাসে তন্তুদামনপর্ব্বণোঃ।
মন্ত্রদীক্ষাং প্রকুর্ব্বীত মাসর্ক্ষাদি ন শোধয়েৎ ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ—সৎতীর্থে সূর্য্যচন্দ্র গ্রহণে, শ্রাবণে শ্রীকৃষ্ণের পবিত্রারোপণ দ্বাদশী দিনে, চৈত্রমাসে শ্রীজগন্নাথদেবের দমনক অর্পণ উৎসবে মন্ত্রদীক্ষা দান বা গ্রহণ করিবেন, ঐসময় মাস বার তিথি নক্ষত্রাদির শোধনের অপেক্ষা নাই ॥ ২৮ ॥

টীকা—তন্তুপর্ব্ব শ্রাবণে পবিত্রারোপণোৎসবঃ, দামনপর্ব্ব চৈত্রে দমনকারোপণোৎসবস্তয়োঃ ॥২৮॥

সুলগ্নচন্দ্রতারাদিবলমত্র সদৈব হি।
লব্ধোঽত্র মন্ত্রো দীর্ঘায়ুঃ-সম্পৎ-সন্ততি-বর্দ্ধনঃ ॥২৯॥

অনুবাদ—এই সময়ে উত্তমলগ্ন, চন্দ্রতারাদির বল সর্ব্বক্ষণই থাকে, অতএব ঐ সময় মন্ত্র গ্রহণ করিলে দীর্ঘায়ু, সম্পদ, সন্ততি বৃদ্ধিকর ॥ ২৯ ॥

টীকা—অত্র সত্তীর্থাদৌ ॥ ২৯ ॥

অন্যত্র—

সূর্য্যগ্রহণ-কালেন সমানো নাস্তি কশ্চন।
তত্র যদ্‌যৎ কৃতং সর্ব্বমনন্তফলদং ভবেৎ।
ন মাস-তিথি-বারাদিশোধনং সূর্য্যপর্ব্বণি ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ—অন্যত্র—সূর্য্যগ্রহণ কালের সমান শুভ লগ্ন আর কিছুই নাই। ঐকালে যাহা যাহা করা হইবে তাহাই অনন্তগুণ ফলপ্রদ হইবে। মাস তিথি বার প্রভৃতির শোধন সূর্য্যগ্রহণে প্রয়োজন নাই ॥৩০॥

টীকা—সত্তীর্থাদিষ্বপি মধ্যে সূর্য্যপর্ব্বণঃ প্রাশস্ত্যং দর্শয়তি—সূর্য্যেতি সার্দ্ধেন ॥ ৩০ ॥

তত্ত্বসাগরে চ—

দুর্ল্লভে সদ্‌গুরূণাঞ্চ সকৃৎ সঙ্গ উপস্থিতে।
তদনুজ্ঞা যদা লব্ধা স দীক্ষাবসরো মহান্ ॥৩১॥

অনুবাদ—তত্ত্বসাগরে—সদ্‌গুরু সঙ্গলাভ বড়ই দুর্ল্লভ, সুতরাং একবার সঙ্গ উপস্থিত হইলে, তাঁহার অনুমতি যখনই লাভ হইবে, তখনই দীক্ষালাভের মহাশুভ সময় ॥ ৩১ ॥

গ্রামে বা যদি বারণ্যে ক্ষেত্রে বা দিবসে নিশি।
আগচ্ছতি গুরুর্দৈবাদ্‌যদা দীক্ষা তদজ্ঞয়া ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ—গ্রামে, অরণ্যে বা ক্ষেত্রে, দিবসে বা রাত্রিতে শ্রীগুরুদেব দৈবাৎ যখনই আগমন করিবেন তাঁহারই আজ্ঞাতে তখনই দীক্ষার শুভ সময় ॥৩২॥

———

যদৈবেচ্ছা তদা দীক্ষা গুরোরাজ্ঞানুরূপতঃ ।
ন তীর্থং ন ব্রতং হোমো ন স্নানং ন জপক্রিয়া ।
দীক্ষায়াঃ করণং কিন্তু স্বেচ্ছাপ্রাপ্তে তু সদ্গুরৌ ॥৩৩

অনুবাদ—শ্রীগুরুদেবের ইচ্ছা ও আজ্ঞানুসারে তখনই দীক্ষার শুভকাল। তীর্থ, ব্রত, হোম, স্নান, জপক্রিয়া ইত্যাদি দীক্ষার কারণ নহে, কিন্তু ভাগ্যক্রমে সদ্গুরুদেবের দর্শন ও তাঁহার ইচ্ছাই দীক্ষার কারণ ॥ ৩৩ ॥

টীকা—তত্র তত্রাপি পুনরপবাদং দর্শয়তি—যদৈবেতি সার্দ্ধেন ॥ ৩৩ ॥

———

অথ মণ্ডপনির্ম্মাণবিধিঃ

ক্রিয়াবত্যাদিভেদেন ভবেদ্দীক্ষা চতুর্ব্বিধা ।
তত্র ক্রিয়াবতী দীক্ষা সংক্ষেপেণৈব লিখ্যতে ॥৩৪॥
ভূমিং সংস্কৃত্য তস্যাং চার্চ্চয়িত্বা বাস্তু-দেবতাঃ ।
সপ্তহস্তমিতং কুর্য্যান্মণ্ডপং রম্যবেদিকম্ ॥ ৩৫ ॥
অষ্টধ্বজং চতুর্দ্বারং ক্ষীরপাদপতোরণম্ ।
ত্রিগুণীকৃতসূত্রাঢ্যং কুশমালাভিবেষ্টিতম্ ॥ ৩৬ ॥

অনুবাদ—ক্রিয়াবতী, কলাবতী, বর্ণময়ী ও বেধময়ী ভেদে দীক্ষা চতুর্ব্বিধা। সারদা-তিলকে বর্ণিত আছে। তন্মধ্যে ক্রিয়াবতী দীক্ষা সংক্ষেপেই লিখিত হইতেছে। প্রথমতঃ ভূমিসংস্কার করিয়া তাহাতে বাস্তুদেবতাগণের অর্চ্চন করিয়া সপ্তহস্ত পরিমিত চতুষ্কোণ সুন্দর বেদিযুক্ত মণ্ডপ নির্ম্মাণ করিবেন। মণ্ডপের চতুর্দ্বারে দুইটি করিয়া ৮টি ধ্বজারোপণ এবং ক্ষীরবৃক্ষ অর্থাৎ প্লক্ষাদি বৃক্ষের শাখা ১ হস্ত পরিমিত ভূমিতে পুতিয়া তোরণ—বহির্দ্বার রচনা করিবেন। ত্রিগুণীকৃত কুশরজ্জুদ্বারা চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিবেন ॥ ৩৪-৩৬ ॥

টীকা—আদি-শব্দেন কলাত্মা (কলাবতী) বর্ণময়ী বেধময়ী চ ; তথা চ সারদাতিলকে—'চতুর্ব্বিধা সা সন্দিষ্টা ক্রিয়াবত্যাদিভেদতঃ । ক্রিয়াময়ী বর্ণময়ী বেধময্যপি ॥' ৩৪ ॥ ইতি ।

টীকা—সংস্কৃত্য তুষকেশাঙ্গারাস্থি-শর্করাদিদোষাপসারণেনোপস্কৃত্য, বাস্তুদেবতার্চ্চন-বিধিস্তু প্রসিদ্ধ এব, সারদাতিলকাদি-গ্রন্থসম্মতোঽগ্রে প্রাসাদনির্ম্মাণে লেখ্যো বাহুল্যভয়াদত্র ন লিখ্যতে । সপ্তভির্হস্তৈঃ পরিমিতম্, কেচিচ্চ ষড়্ভিরষ্টভির্দ্দশভিঃ ষোড়শভির্বা হস্তৈর্মিতং মণ্ডপমিচ্ছন্তি ; তথা চ বশিষ্ঠসংহিতায়াম্—'ষড়্দ্বাদশাষ্টভির্হস্তৈঃ ষোড়শৈর্বা সমন্ততঃ' ইতি। রম্যা অত্যন্ত-দৈর্ঘ্যহ্রস্বোচ্চনীচত্বাদিরহিত্যেন শোভনা বেদিকা যস্মিন্ তৎ, তাঞ্চ মণ্ডপমধ্যে রচয়েৎ ; তথা চোক্তম্—'পঞ্চহস্তমিতাং তত্র চতুরস্রাং চতুর্ম্মুখাম্। হস্তমাত্রোচ্ছ্রিতাং রম্যাং মধ্যে বেদীং প্রকল্পয়েৎ ॥' ইতি ; বশিষ্ঠসংহিতায়াঞ্চ—'বায়ব্যে বাথ ঐশান্যে পূজাবেদীং প্রকল্পয়েৎ। হস্তোন্নতাঞ্চ বিস্তীর্ণাং চতুরস্রাং সমন্ততঃ ॥' ইতি । অত্র চ বিরোধো মতভেদাদিনা মণ্ডপভেদেন পরিহরণীয়ঃ ; মণ্ডপানুমানেনৈব মধ্যে বেদীমুত্তমাং রচয়েদিতি স্থিতিঃ ॥ ৩৫ ॥

টীকা—মণ্ডপমেব বিশিনষ্টি—অষ্টেতি । অষ্টদিক্ষু অষ্টৌ ধ্বজা যস্মিন্ তৎ, ক্ষীরযুক্তৈঃ পাদপৈঃ প্লক্ষাদিভির্হস্তমাত্রং ভূম্যন্তর্নিখাতৈস্তোরণং বহির্দ্বারং যস্মিন্ তৎ ; তথা চ মৎস্যপুরাণে—'প্লাক্ষং দ্বারং ভবেৎ পূর্ব্বং যাম্যমৌড়ুম্বরং ভবেৎ। পশ্চাদশ্বত্থঘটিতং নৈয়গ্রোধং তথোত্তরম্ ॥' ইতি । ত্রিগুণীকৃতেন সূত্রেণ আঢ্যয়া যুক্তয়া কুশমালয়া অভিতো বেষ্টিতং, সর্ব্বতো নিবদ্ধ-কুশ-জাতেন ত্রিগুণিতসূত্রেণ পরিবৃতমিত্যর্থঃ ; কেচিচ্চ ত্রিসূত্র্যা কুশময়রজ্জ্বাপবেষ্টিতমিত্যাহুঃ ॥ ৩৬ ॥

———

অথ কুণ্ডনির্ম্মাণবিধিঃ

তস্মিংশ্চ দিশি কৌবের্য্যাং চতুষ্কোণং ত্রিমেখলম্ ।
কুণ্ডং কুর্য্যাচ্চতুর্ব্বিংশত্যঙ্গুলিপ্রমিতং বুধঃ ॥ ৩৭ ॥
খাতং ত্রিমেখলোচ্ছ্রায়সহিতং তাবদাচরেৎ ।
তস্মাৎ খাতাদ্বহিঃ কুর্য্যাৎ কণ্ঠমেকাঙ্গুলং ধ্রুবম্ ॥

অনুবাদ—ঐ মণ্ডপের উত্তর দিকে চতুষ্কোণ ত্রিমেখলাযুক্ত একহস্ত পরিমিত খাত-দৈর্ঘ্য-প্রস্থকুণ্ড

হইবে। সেই খাতের ১ অঙ্গুলি বাহিরে তিনটি মেখলা রচনা করিবে ।। ৩৭-৩৮ ।।

টীকা—তস্মিন্ মণ্ডপে, তিস্রো মেখলাঃ খাতাদ্বহিরুপর্য্যুপরি যথাবিধি নির্ম্মায়মাণা বপ্রা যস্মিন্ তৎ ।। ৩৭ ।।

টীকা— তাবচ্চতুর্ব্বিংশত্যঙ্গুলিপরিমিতং খাতঞ্চ তিসৃণাং মেখলানামুচ্ছ্রায়ো নবাঙ্গুল-পরিমিতস্তেন সহিতমেব কুর্য্যাৎ, ন তু ভূম্যন্তরে চ তাবৎ সর্ব্বং খাতং খনেদিত্যর্থঃ। এবঞ্চ মেখলাত্রয়াদধঃ পঞ্চদশাঙ্গুলানি খনেৎ, তেন চ মেখলাত্রয়োচ্ছ্রায়েণ চ মিলিত্বা চতুর্ব্বিংশত্যঙ্গুলগর্ত্তসম্পত্ত্যা যথোক্তং কুণ্ডং সিধ্যতীতি জ্ঞেয়ম্। কেচিচ্চ মন্যন্তে—ভূম্যন্তরে চতুর্ব্বিংশত্যঙ্গুলিপরিমিতং খাতম্ কুর্য্যাৎ, তস্মাদুপরি মেখলাত্রয়ং পৃথগেবেতি, যৎ খাতং মেখলাত্রয়াধোভূম্যন্তঃ কৃতমস্তি তস্মাৎ ; ধ্রুবমবশ্যমেব ।। ৩৮ ।।

———

তত্রাদ্যমেখলোচ্ছ্রায়বিস্তারৌ চতুরঙ্গুলৌ।
ত্র্যঙ্গুলৌ তৌ দ্বিতীয়ায়াস্তৃতীয়ায়া যুগাঙ্গুলৌ ।।৩৯।।

অনুবাদ—তন্মধ্যে আদ্যমেখলা ৪ অঙ্গুলি উচ্চতা ও বিস্তার, দ্বিতীয় মেখলা ৩ অঙ্গুলি উচ্চ ও বিস্তার, তৃতীয় মেখলা ২ অঙ্গুলি উচ্চ ও বিস্তার—মোট ৯ অঙ্গুলি উচ্চ ।। ৩৯ ।।

টীকা—তত্র কুণ্ডে, আদ্যায়াঃ প্রথমায়া মেখলায়া উচ্ছ্রায় উচ্চতা বিস্তারঃ, দ্বিতীয়মেখলায়াস্তু তৌ উচ্ছ্রায়বিস্তারৌ, যুগাঙ্গুলৌ দ্ব্যঙ্গুলৌ ; এবমাসামুচ্ছ্রায়ো নবাঙ্গুলপরিমিতঃ সিদ্ধঃ ।। ৩৯ ।।

———

যোনিঞ্চ পশ্চিমে ভাগে মেখলাত্রিতয়োপরি।
ষড়ঙ্গুলাঞ্চ বিস্তারে দৈর্ঘ্যে চ দ্বাদশাঙ্গুলাম্ ।। ৪০ ।।

অনুবাদ—পশ্চিমভাগে মেখলা তিনটির উপরে যোনি ৬ অঙ্গুলি বিস্তারে, ১২ অঙ্গুলি দীর্ঘ রচনা করিবে ।। ৪০ ।।

———

একাঙ্গুলাং তথোচ্ছ্রায়ে মধ্যে ছিদ্রসমন্বিতাম্।
গজাধরাকৃতিং কুর্য্যাদ্বিধিবন্মেখলান্বিতাম্ ।। ৪১ ।।

অনুবাদ—১ অঙ্গুলি উচ্চ, মধ্যে ছিদ্রযুক্ত, হস্তির অধরের ন্যায় আকৃতি বিশিষ্ট যথাবিধি মেখলাযুক্ত যোনি রচনা করিবে ।। ৪১ ।।

টীকা—যোনিঞ্চ কুণ্ডস্য পশ্চিমভাগে কুর্য্যাদিতি দ্বাভ্যামন্বয়ঃ ; গজস্য হস্তিনোঽধরস্য ওষ্ঠস্যেবাকৃতিঃ, অগ্রে সঙ্কুচিতাঽধোবিস্তৃতা অশ্বত্থদলসদৃশী যস্যাস্তাম্ ; বিধিবদিতি—সা চ প্রাঙ্মুখী, তস্যাঃ পরিতশ্চৈকাঙ্গুলা মেখলা কার্য্যা, কুণ্ডমধ্যে চ প্রবিষ্টং যোন্যগ্রমেকাঙ্গুলং যোনিমূলে চ গজকুম্ভদ্বয়াকৃতি বৃত্তদ্বয়মর্ঘ্যপাত্রস্যেব কার্য্যমিত্যর্থঃ। তথা চ বশিষ্ঠসংহিতায়াম্—'গৃহস্যৈশানভাগে তু মণ্ডপং কারয়েদ্বুধঃ। ষড়্ দ্বাদশাষ্টভির্হস্তৈঃ ষোড়শৈর্বা সমন্ততঃ ।। চতুর্দ্বারসমাযুক্তং তোরণাদ্যৈরলঙ্কৃতম্। কুণ্ডং তন্মধ্যভাগে তু কারয়েচ্চতুরস্রকম্ ।। বিতস্তিদ্বয়খাতং যৎ কুণ্ডং সচতুরঙ্গুলম্। বিপ্রাণাং ক্ষত্রিয়াণাং তদঙ্গুলত্রয়সংযুতম্ ।। বৈশ্যানাং দ্ব্যঙ্গুলাধিক্যং শূদ্রাণাং হস্তমাত্রকম্। প্রথমা মেখলা তত্র দ্বাদশাঙ্গুলবিস্তৃতা ।। চতুর্ভিরঙ্গুলৈস্তস্যাশ্চোন্নতত্বং সমন্ততঃ। তস্যাশ্চোপরি বপ্রঃ স্যাচ্চতুরঙ্গুলমুন্নতঃ ।।' বপ্রো মেখলা—'অষ্টাভিরঙ্গুলৈঃ সম্যগ্বিস্তীর্ণস্তু সমন্ততঃ। তস্যোপরি পুনঃ কার্য্যো বপ্রঃ সোঽপি তৃতীয়কঃ ।। চতুরঙ্গুলবিস্তীর্ণশ্চোন্নতশ্চ তথাবিধঃ। যোনিশ্চ পশ্চিমে ভাগে প্রাঙ্মুখা মধ্যসংস্থিতা। ষড়ঙ্গুলৈশ্চ বিস্তীর্ণা চায়তা দ্বাদশাঙ্গুলৈঃ। পৃষ্ঠোন্নতা গজোষ্ঠেব সচ্ছিদ্রা মধ্যমোন্নতা ।। কণ্ঠোঽষ্টযবমাত্রঃ স্যাৎ কুণ্ডে চ করমাত্রকে। কণ্ঠো যত্নেন কর্ত্তব্যো ভুক্তিমুক্তিফলেপ্সুভিঃ। নাভিরপ্যথবা কুণ্ডমেকমেখলকং ভবেৎ ।।' ইতি ।। ৪০-৪১ ।।

———

শতার্দ্ধহোমে কুণ্ডং স্যাদূর্দ্ধমুষ্টিকরোন্মিতম্ ।।৪২।।
শতহোমেঽরত্নিমাত্রং সহস্রে পাণিনা মিতম্।
লক্ষে চতুর্ভির্হস্তৈশ্চ কোটৌ তৈরষ্টভির্মিতম্।
চতুরস্রং কুণ্ডখাতং কুর্ব্বীতাধশ্চ তাদৃশম্ ।। ৪৩ ।।

অনুবাদ—অর্দ্ধশতহোমে (৫০) কুণ্ডটি হইবে মুষ্টিবদ্ধ ১ হস্ত পরিমিত উচ্চ, শতহোমে অরত্নি পরিমিত, ১ সহস্রহোমে ১ হস্ত পরিমিত উচ্চ, লক্ষহোমে ৪ হস্ত, কোটিহোমে ৮ হস্ত। কুণ্ডের গর্ত্তটি সম চতুষ্কোণ এবং গর্ত্তও সেই পরিমিত ।।৪২-৪৩।।

টীকা—অপরমপি কিঞ্চিদ্বিশেষং লিখতি—শতার্দ্ধেতি। সহস্রে হোমানাম্, এবমগ্রেঽপি ॥ ৪২ ॥

টীকা—তৈর্হস্তৈঃ, তাদৃশমিতি যাবদ্দৈর্ঘ্যে বিস্তারে চ তাবদধস্তাদপি খাতং কুর্য্যাদিত্যর্থঃ। তচ্চ মেখলোচ্ছ্রায়সহিতমেব জ্ঞেয়মিতি পূর্ব্বং লিখিতমেব ॥ ৪৩ ॥

হোমস্ত্বধিকসংখ্যাকঃ কুণ্ডে বৈ ন্যূনসংখ্যয়া।
কৃতে কার্য্যো ন চ ন্যূন-
সংখ্যাকঃ সংখ্যয়াধিকে ॥ ৪৪ ॥
যথাবিধ্যেব কর্ত্তব্যং কুণ্ডং যত্নেন ধীমতা।
অন্যথা বহবো দোষা ভবেয়ুর্বহুদুঃখদাঃ ॥ ৪৫ ॥

অনুবাদ—ছোট কুণ্ডে অধিক সংখ্যা হোম করা যায়, কিন্তু বড় কুণ্ডে অল্পহোম উচিত নহে। বুদ্ধিমান ব্যক্তি যথাবিধি কুণ্ড করিবেন, তাহা না হইলে বহু দুঃখপ্রদ বহু দোষ হইবে ॥ ৪৪-৪৫ ॥

টীকা—তত্রৈবাপরমপি বিশেষং লিখতি—হোমস্ত্বিতি। ন্যূনয়া হোমসংখ্যাতোঽল্পয়া সংখ্যয়া কৃতে কুণ্ডে অধিকা কুণ্ডসংখ্যাতো বহুলা সংখ্যা যস্য স কার্য্যঃ, ন্যূনসংখ্যয়া হ্যধিকসংখ্যায়ামন্তর্ভাবাৎ। ন চ ন্যূনসংখ্যাকো হোমোঽধিকসংখ্যাকে কুণ্ডে কার্য্য ইত্যর্থঃ। তদুক্তং চাভিযুক্তৈঃ—'ন্যূনসংখ্যোদিতে কুণ্ডেঽধিকো হোমো বিধীয়তে। অনুক্তকুণ্ডো ন্যূনস্ত্বাধিকে শস্যতে ক্বচিৎ ॥' ইতি ॥ ৪৪ ॥

টীকা—যথোক্তবিধিকুণ্ডনির্ম্মাণে গুণং, তদুল্লঙ্ঘনে চ দোষং লিখতি—যথেতি ॥ ৪৫ ॥

তদুক্তং তান্ত্রিকৈঃ—

এবং লক্ষণসংযুক্তং কুণ্ডমিষ্টফলপ্রদম্।
অনেকদোষদং কুণ্ডং যত্র ন্যূনাধিকং ভবেৎ ॥৪৬॥
তস্মাৎ সম্যক্ পরীক্ষ্যৈব কর্ত্তব্যং শুভমিচ্ছতা।
হস্তমাত্রং স্থণ্ডিলং বা সংক্ষিপ্তে হোমকর্ম্মণি ॥ ৪৭ ॥

অনুবাদ—তান্ত্রিকগণ বলেন—যথাবিধি কুণ্ড নির্ম্মিত হইলে অভীষ্টফলপ্রদ হয়, যেস্থলে ছোট বড় কুণ্ড হয় সেস্থলে বহু দোষ প্রদ হয় ॥ অতএব মঙ্গলকামী ব্যক্তি সম্পূর্ণ পরীক্ষা করিয়াই সংক্ষিপ্ত হোম কার্য্যে হস্তমাত্র স্থণ্ডিল নির্ম্মাণ করিয়া থাকেন ॥৪৬-৪৭

হারীতেনাপি—

বিস্তারাধিক্যহীনত্বে অল্পায়ুর্জায়তে ধ্রুবম্।
খাতাধিক্যে ভবেদ্রোগী হীনে তু ধনসংক্ষয়ঃ।
কুণ্ডে বক্রে চ সন্তাপো মরণং ছিন্নমেখলে ॥ ৪৮ ॥

অনুবাদ—স্মার্ত্ত হারীত বলিয়াছেন—বিস্তার বড় ছোট হইলে অল্পায়ু হয়, গর্ত্ত বড় হইলে রোগী হয়, ছোট হইলে ধনক্ষয়, কুণ্ড বক্র হইলে সন্তাপ, মেখলা ছিন্ন হইলে মরণ হয় ॥ ৪৮ ॥

শোকস্তু মেখলোনত্বে তদাধিক্যে পশুক্ষয়ঃ।
ভার্য্যানাশো যোনিহীনে কণ্ঠহীনে শুভক্ষয়ঃ ॥৪৯॥

অনুবাদ—মেখলা ছোট হইলে শোক, বড় হইলে পশুক্ষয়, যোনি না থাকিলে ভার্য্যা নাশ, কণ্ঠ না থাকিলে শুভক্ষয় ॥ ৪৯ ॥

টীকা—মেখলায়া উনত্বে ন্যূনতায়াং সত্যাম্, তস্যা মেখলায়া আধিক্যে ॥ ৪৯ ॥

অঙ্গুলিপরিমাণং চোক্তম্—

তির্য্যগ্‌যবোদরাণ্যষ্টাবূর্দ্ধ্বা বা ব্রীহয়স্ত্রয়ঃ।
জ্ঞেয়মঙ্গুলিমানং তু মধ্যমা মধ্যপর্ব্বণা ॥৫০॥ ইতি।

অনুবাদ—অঙ্গুলিপরিমাণও বলা হইয়াছে—আটটি যব পাশাপাশি রাখিয়া তাহার পেটের উপর দিয়া মাপ দিলে বা তিনটি ব্রীহি উচু করিয়া মাপ দিলে—হস্তের মধ্যম অঙ্গুলির মধ্য পর্ব্বই ১ অঙ্গুলির পরিমাণ জানিবে ॥ ইতি ॥ ৫০ ॥

বিশেষোঽপেক্ষিতোঽন্যত্র স্রুক্-স্রুব-প্রক্রিয়াদিকঃ।
জ্ঞেয়ো গ্রন্থান্তরাৎ সোঽত্রা-
ধিক্যভীত্যা ন লিখ্যতে ॥ ৫১ ॥

অনুবাদ—হোমকার্য্যে স্রুক্স্রুবাদি নির্ম্মাণ প্রক্রিয়াদি বিশেষ প্রয়োজন থাকিলে অন্য গ্রন্থ হইতে

জানিয়া লইবে। গ্রন্থবিস্তার ভয়ে এস্থলে লিখিত হইল না ॥ ৫১ ॥

টীকা—কুণ্ডনির্ম্মাণাদাবপেক্ষ্যমঙ্গুলমানঞ্চ লিখতি—মধ্যমায়া অঙ্গুলের্মধ্যং পর্ব্ব বা ; অন্যত্রাপ্যুক্তম্—'আহর্মন্ত্রবিদোঽঙ্গুলং বসুযবৈস্তির্য্যক্ চ সংস্থাপিতৈ স্তালং দ্বাদশভিশ্চ তৈঃ পরিমিতং হস্তো দ্বিতালঃ পুনঃ। তৌ দ্বৌ কিষ্কুরিমৌ ধনুশ্চ ধনুষাং ক্রোশঃ সহস্রং ভবেত্তৌ গব্যূতিমুদাহরন্তি মুনয়স্তাভিস্ত্রিভির্যোজনম্ ॥' ইতি। বসুযবৈঃ অষ্টভির্যবৈঃ, তৈরঙ্গুলৈঃ, ইমৌ দ্বৌ কিষ্কুঃ, স্রুক্স্রুবয়োর্হোমার্থকপাত্রয়োঃ, প্রক্রিয়া নির্ম্মাণাদিবিধিঃ, তৎপ্রভৃতিকোঽত্র কুণ্ডাদিনির্ম্মাণ-প্রকরণে যোঽন্যো বিশেষোঽপেক্ষিতঃ স্যাৎ, স বশিষ্ঠ-সংহিতাদিগ্রন্থাদ্বিজ্ঞাতব্যোঽভিজ্ঞৈঃ। আদি-শব্দেন অঙ্কুরারোপণবিধ্যাদিঃ, অত্র গ্রন্থে চ আধিক্যভীত্যা গ্রন্থবিস্তারভয়েন স ন লিখ্যতে। স্রুক্স্রুবলক্ষণং চ বশিষ্ঠসংহিতায়ামুক্তম্—'স্রুবং বাহুপ্রমাণেন হোমার্থং বিদধীত বৈ। চতুরস্রং বিধায়াদৌ সপ্তপঞ্চাঙ্গুল-ক্রমাৎ ॥ তৃতীয়াংশেন গর্ত্তং স্যাত্তদন্তর্বৃত্তশোভিতম্। খাত্বা সমং তির্য্যগূর্দ্ধ্বং তদধঃ শোধয়েদ্বহিঃ ॥ চতুর্থাংশং চাঙ্গুলস্য শেষাচ্চার্দ্ধং তদন্ততঃ। রম্যাঞ্চ মেখলাং খাতে শিষ্টেনার্দ্ধেন কারয়েৎ ॥ কুর্য্যাত্ত্রিভাগ-বিস্তারমঙ্গুষ্ঠেন সমাযুতম্। সার্দ্ধমঙ্গুষ্ঠকং চ স্যাত্ত-দগ্রে তু মুখং ভবেৎ ॥ চতুরঙ্গুলবিস্তারং পঞ্চাঙ্গুল-মথাপি বা। ত্রিদ্বয়াঙ্গুলকং তস্য মধ্যান্তস্তু সুশোভনম্ ॥ সুষিরং কণ্ঠদেশে স্যাদ্বিশেদ্যাবৎ কনীয়সী। শেষং দণ্ডং তু কর্ত্তব্যং যথারুচি বিচিত্রিতম্ ॥ চতুষ্কোণসমাযুক্তো হস্তমাত্রঃ স্রুবো ভবেৎ। চতুষ্কং শোভনং বৃত্তং দ্ব্যঙ্গুলং বিদধীত বৈ ॥ যথাল্পপঙ্কে গোঃ পাদং রুচিরং দৃশ্যতে তথা। পলাশপত্রে নিশ্ছিদ্রে রুচিরে স্রুক্স্রুবৌ মুনে। বিদধ্যাদ্বাশ্বত্থপত্রে সংক্ষিপ্তে হোমকর্ম্মণি ॥' ইতি। সারদাতিলকে চ 'প্রকল্পয়েৎ স্রুচং বিদ্বান্ বক্ষ্যমাণেন বর্ত্মনা। শ্রীপর্ণীশিংশ-পাক্ষীর-শাখিত্বৈকতমং বুধঃ ॥ গৃহীত্বা বিভজেদ্ধস্ত-মাত্রং ষট্ত্রিংশতা পুনঃ। বিংশত্যংশৈর্ভবেৎ কুণ্ডো বেদী তৈরষ্টভির্ভবেৎ ॥ একাংশেন মিতঃ কণ্ঠঃ সপ্তভাগমিতং মুখম্। বেদীত্র্যংশেন বিস্তারঃ কণ্ঠস্য পরিকীর্ত্তিতঃ ॥ অগ্রং কণ্ঠসমানং স্যান্মুখে মার্গং প্রকল্পয়েৎ ॥ কনিষ্ঠাঙ্গুলিমানেন সর্পিষো নির্গমায় চ ॥ বেদীমধ্যে বিধাতব্যা ভাগেনৈকেন কর্ণিকা। বিদধীত বহিস্তস্যা একাংশে নাভিতোঽবটঃ ॥ তস্য খাতং ত্রিভির্ভাগৈর্বৃত্তমর্দ্ধাংশতো বহিঃ। অংশেনৈকেন পরিতো দলানি পরিকল্পয়েৎ ॥ মেখলামুখবেদ্যোঃ স্যাৎ পরিতোঽর্দ্ধাংশমানতঃ। দণ্ডমূলাগ্রয়োঃ কুণ্ডী গুণবেদাংশকৈঃ ক্রমাৎ ॥ কুণ্ডী যময়ুগাংশে স্যাদ্দণ্ড-স্যানাহ ঈরিতঃ। ষড্ভিরংশৈঃ পৃষ্ঠভাগো বেদ্যাঃ কূর্ম্মাকৃতির্ভবেৎ ॥ হংসস্য বা হস্তিনো বা পত্রিণো বা মুখং লিখেৎ। মুখস্য পৃষ্ঠভাগে স্যাৎ সুপ্রোক্ষং লক্ষণং স্রুচঃ ॥ স্রুচ তুবিংশতিভির্ভাগৈর্বা রচয়েৎ স্রুবম্। দ্বাবিংশত্যা দণ্ডমানমংশৈরেতস্য কীর্ত্তিতম্ ॥ চতুর্ব্বিংশতিরানাহঃ কর্ষাজ্যগ্রাহি তচ্ছিরঃ। অংশ-দ্বয়েন নিখনেৎ পক্কে মৃগপদাকৃতিম্। দণ্ডমূলাগ্রয়োঃ কুণ্ডী ভবেৎ কঙ্কণভূষিতা ॥' ইতি ॥ ৫০-৫১ ॥

অথ দীক্ষামণ্ডলবিধিঃ

অথোক্ষিতে পঞ্চগব্যৈর্গন্ধাম্ভোভিশ্চ মণ্ডপে।
যথাবিধি লিখেদ্দীক্ষামণ্ডলং বেদিকোপরি ॥ ৫২ ॥

অনুবাদ—উপদেষ্টা আচার্য্য মণ্ডপের উপর পঞ্চগব্য ও গন্ধজল ছিটা দিয়া বেদির উপর যথাবিধি দীক্ষামণ্ডল রচনা করিবেন ॥ ৫২ ॥

টীকা—অধুনা মণ্ডলবিধিং দর্শয়তি—অথেতি ত্রিভিঃ। উক্ষিতে প্রোক্ষিতে পঞ্চগব্যৈঃ সুগন্ধিভির্জলৈশ্চ, যথাবিধীতি সর্ব্বত্রাগ্রেঽপ্যনুবর্ত্তনীয়ম্ ; বেদিকায়া মণ্ডপান্তর্বিরচিতায়া বেদ্যা উপরি ॥ ৫২ ॥

তন্মধ্যে চাষ্টপত্রাব্জং বহির্বৃত্তত্রয়ং ততঃ।
ততো রাশীংস্ততঃ পীঠং চতুষ্পাদসমন্বিতম্ ॥৫৩॥
তস্মাদ্বহিশ্চতুর্দিক্ষু লিখেদ্বীথীচতুষ্টয়ম্।
শোভোপশোভাকোণাঢ্যং ততো দ্বারচতুষ্টয়ম্ ॥৫৪॥

অনুবাদ—মধ্যে অষ্টদল পদ্ম, পদ্মের বাহিরে তিনটি বৃত্তাকার, তাহার পর দ্বাদশরাশিচক্র, অতঃপর চতুষ্পদ সমন্বিত পীঠ, তাহার বাহিরে চতুর্দ্দিকে চারটি বীথি—পথ, দারচতুষ্টয়, দ্বারের পার্শ্বে শোভা, উপশোভা, কোণ রচনা করিবেন ॥ ৫৩-৫৪ ॥

টীকা—তস্য মণ্ডলস্য মধ্যেঽষ্টপত্রং পদ্মং লিখে-

দিতি পরেণ পূর্ব্বেণ বান্বয়ঃ। ততস্তস্মাদম্বজাদ্বহির্বৃত্তত্রয়ং, ততো বৃত্তত্রয়াদ্বহিঃ রাশীন্ মেষাদীন্ দ্বাদশ, তেভ্যো বহিঃ পাদচতুষ্টয়যুক্তং পীঠম্ আসনম্, তস্মাদ্বহিশ্চতস্রো বীথ্যঃ, তস্মাদ্বহিশ্চত্বারি দ্বারাণি, তদুভয়তঃ সর্ব্বত্র শোভাং, তৎপার্শ্বতশ্চোপশোভাং, তৎপ্রান্তেষু চত্বারি কোণানীত্যর্থঃ। তত্রায়ং সন্নিবেশঃ—আদৌ সপ্তদশোর্দ্ধরেখা লিখেৎ, পশ্চাত্তদুপরি সমভাগেন তাবতীস্তির্য্যগ্রেখা লিখেৎ; এবং ষট্পঞ্চাশদধিকং কোষ্ঠানাং শতদ্বয়ং ভবতি, তেষু চ মধ্যে ষোড়শ কোষ্ঠানি মার্জ্জয়িত্বা তত্র পদ্মং তদ্বহির্বৃত্তত্রয়ং চাঙ্কয়েৎ; তদ্বহিঃ পঙ্‌ক্তিদ্বয়স্থান্যষ্টাধিকচত্বারিংশৎ মার্জ্জয়িত্বা তত্র দ্বাদশ রাশীন্ কল্পয়েৎ; তত্র রাশিসন্নিবেশার্থং পদ্মদলাগ্রবর্ত্তিবৃত্তত্রয়স্য পীঠ-সম্বন্ধিবাহ্যপঙ্‌ক্তেশ্চ মধ্যে পূর্ব্বপশ্চিমদক্ষিণোত্তররেখাচতুষ্টয়মঙ্কয়েৎ; তদ্বহিরেকপঙ্‌ক্তিস্থানি ষট্‌ত্রিংশৎ মার্জ্জয়িত্বা পীঠং তত্রৈব কোণেষু তত্র পাদচতুষ্কঞ্চ কল্পয়েৎ; তদ্বহিরেকপঙ্‌ক্তিস্থানি চতুশ্চত্বারিংশৎ মার্জ্জয়িত্বা চতুর্দ্দিক্ষু চতুর্বীথীঃ প্রকল্পয়েৎ; তদ্বহিশ্চ পঙ্‌ক্তিদ্বয়স্থৈর্দ্দশাধিকশতকোষ্ঠৈশ্চতুর্দিক্ষু চত্বারি দ্বারাণি, তদুভয়তঃ শোভাং, তদনন্তরমুপশোভাং তদনন্তরঞ্চ চতুষ্কোণানীতি। তত্রাপ্যয়ং প্রকারঃ বাহ্যপঙ্‌ক্তিস্থমধ্যকোষ্ঠচতুষ্টয়ং তদভ্যন্তরপঙ্‌ক্তিস্থ-মধ্যকোষ্ঠদ্বয়ং চেত্যেবং কোষ্ঠষট্‌কেনৈকং দ্বারং ভবতি। দ্বারস্যৈকস্মিন্ ভাগে তথা পঙ্‌ক্তিস্থমেকং কোষ্ঠং তদভ্যন্তরপঙ্‌ক্তিস্থকোষ্ঠত্রয়ঞ্চ চেত্যেবং কোষ্ঠচতুষ্টয়েনৈকা শোভা ভবতি। তথা বাহ্যপঙ্‌ক্তিস্থং কোষ্ঠত্রয়ং তদভ্যন্তরপঙ্‌ক্তিস্থমেকঞ্চেত্যেবং কোষ্ঠচতুষ্টয়েনৈকোপশোভা ভবতি। কোষ্ঠচতুষ্কেণ কোণমিতি। এবমপরস্মিন্নপি ভাগে শোভোপশোভা কোণানি জ্ঞেয়ানি। এবমেবান্যদিক্‌ত্রয়েঽপীতি মিলিত্বা দ্বাদশাধিককোষ্ঠশতং ভবতীতি দিক্ ॥ ৫৩-৫৪ ॥

———

অথ দীক্ষাঙ্গ-পূজা

প্রাতঃকৃত্যং গুরুঃ কৃত্বা যথাস্থানং ন্যসেত্ততঃ।
শঙ্খং পূজোপচারাংশ্চ পুরোলেখ্যপ্রকারতঃ॥ ৫৫ ॥

অনুবাদ—শ্রীগুরুদেব প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া যথাস্থানে শঙ্খ ও পূজার উপচার-সমূহ যথাবিধি-স্থাপন করিবেন ॥ ৫৫ ॥

টীকা—অধুনা কলসস্থাপনবিধিং দর্শয়তি—প্রাতঃকৃত্যমিত্যাদিনা ভোজ্যার্পণাবধীত্যন্তেন। প্রাতঃকৃত্যং প্রাতঃস্নানমারভ্যাত্মার্পণান্তং ভগবদর্চ্চনং যাবন্নিত্যকর্ম্ম কৃত্বা সমাপ্য; কথং? পুরোঽগ্রে লেখ্যপ্রকারেণ, তৎপ্রকারশ্চাগ্রে মুখ্যপূজাপ্রসঙ্গে ব্যক্তো ভাবীত্যর্থঃ। এবমন্যত্রাপ্যগ্রে সর্ব্বত্র বোদ্ধব্যম্। যথাস্থানমিতি; প্রাঙ্মুখো মণ্ডলস্যাগ্রে স্বাসনোপবিষ্টো দীক্ষাসংকল্পং বিধায় মাতৃকাদি-ন্যাসান্ কৃত্বা স্ববামাগ্রে শঙ্খং পূজোপচারাংশ্চার্ঘ্যাদিদ্রব্যাণি স্বস্বপাত্রে পরিপূর্য্য যথোত্তরং স্থাপয়িত্বা দক্ষিণভাগে চ পুষ্পাদীনি ন্যসেদিত্যাদিকং জ্ঞেয়ম্। এতচ্চাগ্রে মুখ্যপূজা-প্রকরণে প্রপঞ্চ্য লেখ্যমেব ॥ ৫৫ ॥

———

অথ আদৌ কুম্ভস্থাপনবিধিঃ

গুরূন্ গণেশং চাভ্যর্চ্চ্য পীঠপূজাং বিধায় চ।
পদ্মমধ্যে ন্যসেৎ শালীংস্তণ্ডুলাংশ্চ কুশাংস্তথা ॥৫৬॥
বহ্নের্দশকলা যাদিবর্ণাদ্যাশ্চ কুশোপরি।
ন্যস্যাভ্যর্চ্চ্য জপংস্তারং ন্যসেৎ কুম্ভং যথোদিতম্ ॥৫৭

অনুবাদ—নিজগুরু, পরমগুরু ও গুরুপরম্পরা, শ্রীনারদাদি পূর্ব্বসিদ্ধ গুরুবর্গকে, পূর্ব্বসিদ্ধ ভাগবত-গণকে মণ্ডলমধ্যে বায়ুকোণ হইতে ঈশানকোন পর্য্যন্ত সেই সেই নামে গন্ধপুষ্পাদিদ্বারা পূজা করিয়া প্রণাম মুদ্রা দেখাইয়া, আজ্ঞা লইয়া, তাঁহাদের দক্ষিণে বিঘ্নবিনাশন শ্রীগণপতির পূজা করিয়া নির্ব্বিঘ্নে কার্য্যসমাপ্তি প্রার্থনা করিবেন। মণ্ডলের মধ্যভাবে পীঠ-পূজান্তে মণ্ডলের মধ্যভাগে লিখিত পদ্মোপরি শালিধান্য পরিমিত একপালি এবং শ্বেত আতপ তণ্ডুল আট ভাগের এক ভাগ রাখিয়া কুশ পাতিয়া, তাহার উপর বহ্নির দশকলা ও য-আদি বর্ণ সকল ন্যাস করিবেন। কুশত্রয় দ্বারা ব্রহ্মগ্রন্থি বা কুশমুষ্টির উপর প্রণব জপ করিতে করিতে কুম্ভস্থাপন করিবেন ॥ ৫৭ ॥

টীকা—গুরূন্ নিজগুরু-পরমগুর্ব্বাদীন্ শ্রীনারদাদীংশ্চান্যানপি পূর্ব্বসিদ্ধান্ ভাগবতান্ মণ্ডলান্তঃ-

পীঠস্যোত্তরে বায়ব্যকোণাদৈশানকোণপর্য্যন্তমভ্যর্চ্চ্য, চতুর্থীনমোঽন্তৈস্তত্তন্নামভির্গন্ধাদিনা সংপূজ্য প্রণামমুদ্রাং প্রদর্শ্যানুজ্ঞামাদায় গণেশঞ্চ তদ্দক্ষিণভাগে বীথ্যাং যথোক্তক্রমমভ্যর্চ্চ্য নির্ব্বিঘ্নতাং প্রার্থ্য মণ্ডলমধ্যভাগে পীঠস্য পূজাং চ লেখ্যবিধিনৈব কৃত্বা পদ্মস্য মণ্ডলান্তর্লিখিতস্য মধ্যে কর্ণিকোপরি শালীন্ ধান্যানি একাঢ়কপরিমিতানি তথা তদষ্টমাংশ-পরিমিত-শুক্ল-তণ্ডুলান্যপি ন্যস্য তদুপরি দর্ভান্ বিন্যসেদিত্যেবং গ্রন্থান্তরানুসারেণ বিজ্ঞেয়ম্। তত্র চ কূর্চাক্ষতযুতান্ দর্ভানিতি জ্ঞেয়ম্। কূর্চোঽত্র কুশত্রয়ঘটিত-ব্রহ্মগ্রন্থিঃ, কুশমুষ্টিরিতি কেচিদাহুঃ ॥ ৫৬ ॥

টীকা—কুশানামুপরি চ বহ্নের্দশকলাঃ প্রাদক্ষিণ্যেন ন্যস্য গন্ধপুষ্পাদিনা তা এব পূজয়িত্বা তারং প্রণবং জপন্ সন্ তদ্দর্ভোপর্য্যেব কলসং স্থাপয়েৎ। কথম্ভূতাঃ ? যকার আদির্যেষাং তে বর্ণা আদ্যা আদিস্থিতা যাসাং তাঃ যকারাদিক্ষকারান্তদশাক্ষরশিরস্কা ইত্যর্থঃ। যথোদিতং শাস্ত্রবিদ্ভিরুক্তমনতিক্রম্য, অনেন নবং লোহিতমব্রণং ত্রিগুণীকৃত্য কন্যাকর্ত্তিতশোভনকার্পাসসূত্রৈরস্ত্রমন্ত্রেণ ত্রির্বেষ্টিতমগুরুধূপামোদিতমিত্যাদিকং বোদ্ধব্যম্। যথোদিতমিত্যেতদগ্রেঽপ্যনুবর্ত্তনীয়ম্ ॥ ৫৭ ॥

তাশ্চোক্তাঃ—

ধূম্রার্চ্চিরুষ্মা জ্বলনী জ্বালিনী বিস্ফুলিঙ্গিনী।
সুশ্রীঃ সুরূপা কপিলা
হব্যকব্যবহে অপি ॥ ৫৮ ॥ ইতি।

কাদ্যোষ্ঠান্তৈর্য্যুতা ভাদ্যোর্ডান্তৈশ্চার্ণৈর্বিলোমগৈঃ।
সূর্য্যস্য চ কলাঃ কুম্ভে দ্বাদশ ন্যস্য পূজয়েৎ ॥৫৯॥

তাশ্চোক্তাঃ—

তপনী তাপনী ধূম্রা ভ্রামরী জ্বালিনী রুচিঃ।
সুষুম্না ভোগদা বিশ্বা
বোধিনী ধারিণী ক্ষমা ॥ ৬০ ॥ ইতি।

কুম্ভান্তর্নিক্ষিপেন্মূলমন্ত্রেণ কুসুমং সিতম্।
সাক্ষতং সসিতং স্বর্ণং সরত্নং চ কুশাংস্তথা ॥ ৬১ ॥

কুম্ভঞ্চ বিধিনা তীর্থাম্বুনা শুদ্ধেন পূরয়েৎ।
জলে চেন্দুকলা ন্যস্য সম্বরাঃ ষোড়শার্চ্চয়েৎ ॥ ৬২ ॥

তাশ্চোক্তাঃ—

অমৃতা মানদা পূষা তুষ্টিঃ পুষ্টী রতির্ধৃতিঃ।
শশিনী চন্দ্রিকা কান্তির্জ্যোৎস্না শ্রীঃ প্রীতিরঙ্গদা।
পূর্ণা পূর্ণামৃতা চ ॥ ৬৩ ॥ ইতি।

অনুবাদ—অগ্নির দশকলা যথা—ধূম্রার্চ্চি, উষ্মা, জ্বলনী, জ্বালিনী, বিস্ফুলিঙ্গিনী, সুশ্রী, সুরূপা, কপিলা, হব্যবহা, কব্যবহা—এই দশ।

কেহ কেহ কুম্ভের মূলে দশদলকমল চিন্তা করিয়া তৎপত্রে অগ্নির দশ কলা, কুম্ভের হৃদয়ে দ্বাদশদলপদ্ম চিন্তা করিয়া সূর্য্যের দ্বাদশকলা এবং কুম্ভের কণ্ঠে ১৬ দলপদ্ম চিন্তা করিয়া শুদ্ধ গঙ্গাজল দ্বারা কুম্ভপূর্ণ করিয়া ঐ জলে চন্দ্রের ষোড়শ কলার অর্চ্চন করেন। কুম্ভমধ্যে মূলমন্ত্রে সাদাফুল, আতপচাল, পঞ্চরত্ন, স্বর্ণকুশ ইত্যাদি নিক্ষেপ করেন।

সূর্য্যের দ্বাদশকলা—তপনী, তাপনী, ধূম্রা, ভ্রামরী, জ্বালিনী, রুচি, সুষুম্না, ভোগদা, বিশ্বা, বোধিনী, ধারিণী, ক্ষমা। চন্দ্রের ১৬শ কলা যথা—অমৃতা, মানদা, পূষা, তুষ্টি, পুষ্টি, রতি, ধৃতি, শশিনী, চন্দ্রিকা, কান্তি, জ্যোৎস্না, শ্রী, প্রীতি, রঙ্গদা, পূর্ণা, পূর্ণামৃতা ॥ ইতি ॥ ৫৮-৬৩ ॥

টীকা—হব্যবহা কব্যবহা চেতি দ্বে; প্রয়োগশ্চায়ম্—ধূম্রার্চিষে নম ইত্যাদি। কেচিচ্চ দশদলকমলং সঞ্চিন্ত্য তৎকর্ণিকায়াং মং বহ্নিমণ্ডলায় নম ইতি ন্যস্য তদ্দশদলেষু দশ বহ্নিকলা ন্যসেদিত্যাহুঃ। এবমেব হৃদি দ্বাদশদলং ভ্রমধ্যে (কণ্ঠমধ্যে) চ ষোড়শদলং কমলং সংচিন্ত্য অং অর্কমণ্ডলায় নমঃ, উং সোমমণ্ডলায় নমঃ—ইতি ক্রমেণ তত্তৎকর্ণিকয়োর্ন্যস্য তত্তদ্দলেষ্বেব সূর্য্যসোমকলা ন্যসেদিত্যাহুঃ। অন্যে চ আসামষ্টত্রিংশতো বহ্ন্যাদিকলানামন্যাসাঞ্চ পঞ্চাশতঃ প্রণবকলানাং শুদ্ধজলপূর্ণে শঙ্খ এব ন্যাসমাহুঃ ॥ ৫৮ ॥

টীকা—অধুনা তস্মিন্ কুম্ভে সূর্য্যকলানাং ন্যাসাদিকং লিখতি—কাদ্যৈরিতি; ককারাদ্যৈষ্ঠকারান্তৈর্বর্ণৈর্য্যুতাঃ দ্বাদশাপি কলাঃ, চকারঃ সমুচ্চয়ে, ভকারাদৌর্ডকারান্তৈর্বর্ণৈরপি যুতাঃ। ননু ভকারাদীনাং দ্বাদশবর্ণানাং ডকারান্ততা কথং স্যাৎ ? ক্রমেণ ক্ষকারান্ততাপ্রাপ্তেস্তত্রাহ — বিলোমগৈর্ব্যুৎক্রমপ্রাপ্তৈঃ। অয়মর্থঃ — অনুলোমপঠিত - ককারাদ্যৈকৈকমক্ষরং

প্রতিলোমপঠিত-ভকারাদ্যেকৈকাক্ষরেণ সহিতমাদৌ সূর্য্যকলাসু সংযোজ্য ন্যাসাদিকং কুর্য্যাদিতি। প্রয়োগশ্চ কং ভং তপন্যৈ নম ইত্যাদি ॥ ৫৯ ॥

টীকা—ততশ্চোক্তপ্রকারেণাধাররূপমগ্নিং কুম্ভরূপং সূর্য্যঞ্চ বিচিন্ত্য কুম্ভস্য তস্য অন্তর্মধ্যে শুক্লকুসুমাদিকং ক্ষিপেৎ, সসিতং সশর্করম্। তদুক্তম্—'প্রোত্তোলয়িত্বা তন্মধ্যে শুক্লপুষ্পং সিতাযুতম্। স্বর্ণং রত্নঞ্চ কূর্চঞ্চ মূলেনৈব বিনিক্ষিপেৎ ॥' ইতি। যচ্চ মূলগ্রন্থার্থাদধিকং কিঞ্চিল্লিখ্যতে, তৎ পূর্ব্বগতস্য যথোদিতমিত্যস্যানুবর্ত্তনাদিতি জ্ঞেয়ম্ ॥ ৬১ ॥

টীকা—বিধিনেতি—পীঠকুম্ভয়োরৈক্যং বিচিন্ত্য বিলোমপঠিতৈঃ ক্ষকারাদ্যেরকারান্তৈর্মাতৃকাক্ষরৈর্বারত্রয়ং মূলমন্ত্রজপেন কুম্ভং তং কেবলবিমলতীর্থোদকেন পূরয়েৎ। অত্র চ শক্তৌ কর্পূরাদিজলৈঃ গব্যদুগ্ধৈঃ পঞ্চগব্যৈঃ সর্ব্বৌষধিজলৈঃ ক্ষীরদ্রুমাদি-ক্বাথজলৈরন্যৈর্বা মহৌষধিতোয়ৈঃ পূরয়েদিতি। স্বরাঃ অকারাদ্যাশ্চতুর্দ্দশ, সাহচর্য্যাদ্বিসর্গানুস্বারৌ চেতি ষোড়শ, তৎসহিতা ইন্দোঃ কলাঃ ষোড়শ কুম্ভোদকৈর্বিধিনা ক্রমেণ ন্যস্য পুষ্পাদিনা পূজয়েৎ ॥ ৬২ ॥

টীকা—জ্যোৎস্না চৈকা শ্রীশ্চৈকা, পূর্ণা চৈকা পূর্ণামৃতা চৈকা ইতি দ্বে ; প্রয়োগশ্চ—অং অমৃতায়ৈ নম ইত্যাদি ॥ ৬৩ ॥

অথ শঙ্খস্থাপনবিধিঃ

শুদ্ধাম্বুপূরিতে শঙ্খে ক্ষিপ্তা গন্ধাষ্টকং কলাঃ।
আবাহ্য সর্ব্বাস্তাঃ প্রাণপ্রতিষ্ঠামাচরেৎ ক্রমাৎ ॥৬৪॥

অনুবাদ—মূলমন্ত্রে শুদ্ধ গঙ্গাজল দ্বারা শঙ্খপূর্ণ করিয়া তাহাতে অষ্টগন্ধ দ্রব্য নিক্ষেপ করিয়া পূর্ব্বোক্ত অগ্নিকলা, সূর্য্যকলা, চন্দ্রকলা সমূহ ক্রমে আবাহন পূর্ব্বক প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিবেন ॥ ৬৪ ॥

টীকা—অথ শঙ্খপূরণবিধিং দর্শয়তি—শুদ্ধেতি। পূর্ব্বশ্লোকস্থ-বিধিনেত্যনুবর্ত্তত এব। অতো হি মূলমন্ত্রেণ শুদ্ধাম্বুনা পরিপূরিতে, শক্তৌ চ পূর্ব্ববৎ কর্পূরজলাদিনা পূরিত ইতি জ্ঞেয়ম্। তাঃ পূর্ব্বোক্তাঃ, বহ্ন্যর্কেন্দুকলাঃ সর্ব্বাঃ শঙ্খ এব ক্রমাৎ পৃথক্ পৃথগাবাহ্য তাসাং প্রাণপ্রতিষ্ঠাং ক্রমণৈব কুর্য্যাৎ। তত্তৎপ্রাণপ্রতিষ্ঠাপ্রকারশ্চ শ্রীপুরুষোত্তমবনবিরচিতক্রমদীপিকাটীকাদিগ্রন্থান্তরতো বিজ্ঞেয়ঃ ॥ ৬৪ ॥

গন্ধাষ্টকঞ্চোক্তম্—
উশীরং কুঙ্কুমং কুষ্ঠং বালকং চাগুরুর্ম্মুরা।
জটামাংসী চন্দনঞ্চে-
তীষ্টং গন্ধাষ্টকং হরেঃ ॥ ৬৫ ॥ ইতি।

অনুবাদ—অষ্টগন্ধ দ্রব্য যথা—গন্ধ বেণামূল, কুঙ্কুম, কুষ্ঠ, বালক, অগুরু, মুরা, জটামাংসী, চন্দন—এই অষ্টগন্ধ শ্রীকৃষ্ণের অতি প্রিয় ॥ ৬৫ ॥

টীকা—ইত্যেতৎ গন্ধাষ্টকং হরেঃ শ্রীকৃষ্ণস্য ইষ্টং প্রিয়ম্ ॥ ৬৫ ॥

কৈশ্চিচ্চন্দন-কর্পূরাগুরু-কুঙ্কুম-রোচনাঃ।
কক্কোলকপিমাংস্যশ্চ গন্ধাষ্টকমিদং মতম্ ॥ ৬৬ ॥

অনুবাদ—কেহ কেহ—চন্দন, কর্পূর, অগুরু, কুঙ্কুম, গোরোচনা, কক্কোল, শিহলক ও জটামাংসী—এই গন্ধাষ্টক বলেন ॥ ৬৬ ॥

টীকা—কপিঃ শিহলকঃ ॥ ৬৬ ॥

তথৈবাকারজা বর্ণৈঃ কাদিভির্দশভির্দশ।
উকারজাষ্টকারাদ্যৈঃ পকারাদ্যৈর্ম্মকারজাঃ ॥ ৬৭ ॥
চতস্রো বিন্দুজাঃ ষাদ্যৈশ্চতুর্ভির্নাদজাঃ কলাঃ।
স্বরৈঃ ষোড়শভির্যুক্তা ন্যসেচ্ছঙ্খে চ ষোড়শ ॥ ৬৮ ॥

অনুবাদ—অতঃপর পঞ্চাশ প্রণব কলার ন্যাস লিখিত হইতেছে—'অ'কার জাত দশকলা ককারাদি দশটি বর্ণের সহিত যুক্ত হইয়া ঐ শঙ্খে ন্যাস করিবে। উ-কারজ দশকলা টকারাদি দশ বর্ণের সহিত যুক্ত হইবে। ম-কারজ দশকলা প-কারাদি দশ বর্ণের সহিত যুক্ত হইবে। ০-বিন্দুজাত চারিকলা য-কারাদি চারিটি বর্ণের সহিত যুক্ত হইবে। নাদজাত ষোলকলা অকারাদি ষোলটি স্বরের সহিত যুক্ত হইয়া শঙ্খে ন্যাস করিবে ॥ ৬৭-৬৮ ॥

টীকা—অথ পঞ্চাশৎ প্রণবকলানাং ন্যাসং লিখতি—তথৈবেতি। অকারজা দশকলাঃ ককারাদিভি-

র্দশভির্বর্ণৈর্যুক্তাস্তস্মিন্নেব শঙ্খে ন্যাসেদিতি দ্বাভ্যা-মন্বয়ঃ। দশেতি দশভিরিতি চানুবর্ত্তত এব, অত উকারজা দশ টকারাদ্যৈর্দশভির্বর্ণৈর্যুক্তাঃ; দশেতি—মকারজাশ্চ দশ পরকারাদ্যৈর্দশভির্যুক্তা ইতি জ্ঞেয়ম্। যকারাদ্যৈশ্চতুর্ভির্বর্ণৈর্যুক্তাশ্চতস্রো বিন্দুজাঃ কলা ন্যাসেৎ। নাদজাঃ ষোড়শ চ কলাঃ ষোড়শভিঃ স্বরৈঃ অকারাদিভির্যুক্তা ন্যাসেৎ ॥ ৬৭-৬৮ ॥

তাশ্চোক্তাঃ—

সৃষ্টিঋর্দ্ধিঃ স্মৃতির্মেধা কান্তির্লক্ষ্মীর্ধৃতিঃ স্থিরা।
স্থিতিঃ সিদ্ধিরকারোত্থাঃ কলা দশ সমীরিতাঃ ॥৬৯॥
জরা চ পালিনী শান্তিরৈশ্বরী রতিকামিকে।
বরদা হ্লাদিনী প্রীতির্দীর্ঘা চোকারজাঃ কলাঃ ॥৭০॥
তীক্ষ্ণা রৌদ্রা ভয়া নিদ্রা তন্ত্রী ক্ষুৎ ক্রোধনী ক্রিয়া।
উৎকারী চৈব মৃত্যুশ্চ মকারাক্ষরজাঃ কলাঃ।
বিন্দোরপি চতস্রঃ স্যুঃ পীতা শ্বেতারুণাসিতা ॥৭১॥
নিবৃত্তিশ্চ প্রতিষ্ঠা চ বিদ্যা শান্তিস্তথৈব চ।
ইন্ধিকা দীপিকা চৈব রেচিকা মোচিকা পরা ॥৭২॥
সূক্ষ্মাসূক্ষ্মামৃতা জ্ঞানাজ্ঞানা চাপ্যায়নী তথা।
ব্যাপিনী ব্যোমরূপা চ অনন্তা নাদসম্ভবাঃ ॥৭৩॥ ইতি।

অনুবাদ—পূর্ব্বোক্ত প্রণব কলার নাম—অ-কারজাত দশকলা—সৃষ্টি, ঋদ্ধি, স্মৃতি, মেধা, কান্তি লক্ষ্মী, ধৃতি, স্থিতা, স্থিতি, সিদ্ধি। উকারজাত—জরা, পালিনী, শান্তি, ঐশ্বরী, রতি, কামিকা, বরদা, হ্লাদিনী, প্রীতি, দীর্ঘা। ম-কারজাত—তীক্ষ্ণা, রৌদ্রা, ভয়া, নিদ্রা, তন্ত্রী, ক্ষুৎ, ক্রোধিনী, ক্রিয়া, উৎকরী ও মৃত্যু। বিন্দুজাত—চারিকলা—পীতা, শ্বেতা, অরুণা, অসিতা। নাদজাত—ষোলকলা—নিবৃত্তি, প্রতিষ্ঠা, বিদত্রা, শান্তি ইন্ধিকা, দীপিকা, রেচিকা, মোচিকা, সূক্ষ্মা, সূক্ষ্মামৃতা জ্ঞানা, অজ্ঞানা, আপ্যায়নী, ব্যাপিনী, ব্যোমরূপা ও অনন্তা মতান্তরে—অসূক্ষ্মা, অমৃতা, অনন্তা-স্বরযুক্তা ॥ ইতি ॥ ৬৯-৭৩ ॥

টীকা—নিবৃত্ত্যাদয়ো নাদজাঃ ষোড়শ, কৃচিচ্চ সূক্ষ্মাসূক্ষ্মেতি পাঠঃ। ততশ্চ সূক্ষ্মা একা, সূক্ষ্মামৃতা চৈকা পূর্ণা পূর্ণামৃতা চেতিবৎ। কেষাঞ্চিন্মতে চ অনন্তা ইতি বহুবচনান্তং নাদসম্ভবা ইত্যস্য বিশেষণং, তথা চ সারদাতিলকে—'অনন্তাঃ স্বরসংযুতাঃ' ইতি। ততশ্চ সূক্ষ্মা একা, অসূক্ষ্মা চৈকা, অমৃতা চৈকেতি তিস্রঃ ॥ ৭২-৭৩ ॥

ন্যাসং কলানাং সর্ব্বাসাং কুর্য্যাদেকৈকশঃ ক্রমাৎ।
নামোচ্চার্য্য চতুর্থ্যন্তং তত্তদ্বর্ণৈর্নমোঽন্তকম্ ॥ ৭৪ ॥

অনুবাদ—কলা ন্যাসের প্রকার লিখিত হইতেছে যথা—'কং সৃষ্ট্যৈ নমঃ অথবা—'ওঁ কং সৃষ্ট্যৈ নমঃ'—এই ক্রমে পঞ্চাশ কলা নাম উচ্চারণ পূর্ব্বক চতুর্থী বিভক্তি যুক্ত করিয়া সেই সেই বর্ণ সহ শেষে নমঃ যোগ করিয়া প্রথমে প্রণব পুটিত করিয়া ন্যাস করিবে ॥ ৭৪ ॥

টীকা—ন্যাসপ্রকারং লিখতি—ন্যাসমিতি। তৈস্তৈঃ প্রাগুদ্দিষ্টৈর্বর্ণৈঃ সহ, প্রয়োগশ্চ—'কং সৃষ্ট্যৈ নমঃ' ইত্যাদি। কেচিচ্চ প্রণবাদ্যমেব সর্ব্বং তত্তন্ন্যাস-সমাহুঃ, তথান্যে চ অকার-কলানাং পাদদ্বয়সন্ধ্যগ্রেষু, উকার-কলানাঞ্চ করদ্বয়-সন্ধ্যগ্রেষু, মকার-কলানাঞ্চ গুদাদ্যঙ্গেষু দশসু. বিন্দুকলানাঞ্চ কণ্ঠচিবুকভ্রূদ্বয়েষু, নাদকলানাঞ্চ তত্তন্ন্যাসস্থানেষু প্রকারভেদেন ন্যাস-মাহুঃ। তত্তৎপ্রতিষ্ঠাদিবিধিশ্চ শ্রীপুরুষোত্তমবনবির-চিত-ক্রমদীপিকাটীকাদিগ্রন্থতো বিশেষণাবগন্তব্যঃ ॥৭৪

পূর্ব্বং প্রাণপ্রতিষ্ঠায়াস্তাসামাবাহনাৎ পরম্।
ঋচঃ পঞ্চ যথাস্থানং পঠেত্তাশ্চার্চ্চয়েৎ কলাঃ ॥৭৫॥
হংসঃ শুচিষদিত্যাদৌ প্রতদ্বিষ্ণুস্ততঃ পরম্।
ত্রিয়ম্বকং তৎসবিতুর্বিষ্ণুর্যোনিমিতি ক্রমাৎ ॥ ৭৬ ॥

অনুবাদ—প্রাণ প্রতিষ্ঠার পূর্ব্ব পঞ্চাশ কলার আবাহনের পর পাঁচটি ঋগ্‌বেদীয় মন্ত্র পাঠ করিবে—যথা,—শঙ্খজলে অকারজাত দশকলা আবাহনের পর—'হংসঃ শুচিষদ্' (৪।৪০।৫) ইত্যাদি, উকার জাত দশকলা আবাহনের পর—'প্রতদ্বিষ্ণুঃ' (১।১৫৪।২) ইত্যাদি, মকারজাত দশকলা আবাহনের পর—'ত্রিয়ম্বকম্' (৭।৫৯।১২) ইত্যাদি, বিন্দুজাত চারি-কলার পর—'তৎসবিতুঃ' (৩।৬২।১০) ইত্যাদি, নাদজাত ১৬শ কলার পর—'বিষ্ণুর্যোনিম্' (১০।১৮৪। ১) ইত্যাদি মন্ত্র ক্রমে পাঠ করিবেন ॥ ৭৫-৭৬ ॥

টীকা—কিঞ্চ, পূর্ব্বমিতি তাসামকারজাদিক-

লানাং যথাস্থানমিতি—শঙ্খজলেহকারপ্রভবাণাং কলানামাবাহনানন্তরং প্রাণপ্রতিষ্ঠায়াশ্চ প্রাক্ হংসঃ শুচিষদিত্যৃচম্, উকারপ্রভবাণাঞ্চ প্রতদ্বিষ্ণুরিতি, মকারপ্রভবাণাঞ্চ ত্রিয়ম্বকমিতি, বিন্দুপ্রভবাণাঞ্চ তৎস-বিতুরিতি, নাদপ্রভবাণাঞ্চ বিষ্ণুর্যোনিমিতি, ক্রমাৎ পঠেদেতি জ্ঞেয়ম্। কুচিচ্চ ত্র্যম্বকমিতি পাঠঃ ॥৭৫-৭৬ ॥

———

তচ্চ শঙ্খোদকং কুম্ভে মূলমন্ত্রেণ নিক্ষিপেৎ।
পিদধ্যাত্তন্মুখং শক্রবল্লীচূতাদি-পল্লবৈঃ ॥ ৭৭ ॥
শরাবেণাথ পুষ্পাদিযুক্তেনাচ্ছাদ্য তৎ পুনঃ।
সংবেষ্ট্য বস্ত্রযুগ্মেন ততঃ কুম্ভঞ্চ মণ্ডয়েৎ ॥ ৭৮ ॥

অনুবাদ—সেই কল্যান্যাস ও সংস্কৃত শঙ্খজল পূর্ব্বস্থাপিত কুম্ভমধ্যে মূলমন্ত্র উচ্চারণ সহ নিক্ষেপ করিয়া ইন্দ্রবল্লী, আম্রপল্লব পঞ্চপল্লবাদি দ্বারা আচ্ছা-দন পূর্ব্বক শরাব দ্বারা কুম্ভের মুখবন্ধ করিবে, শরা-বের উপর পুষ্প ফল আতপ চাল প্রভৃতি দিয়া ধুতি ও উত্তরীয় দ্বারা কুম্ভকে বেষ্টন করিয়া পুষ্প মাল্য চন্দনাদিদ্বারা অলঙ্কৃত করিবে ॥ ৭৭-৭৮ ॥

টীকা—তৎ কলান্যাসসংস্কৃতঞ্চ শঙ্খস্থমুদকং কুম্ভে প্রাক্ স্থাপিতে তস্মিন্ অর্পয়েৎ, তস্য কুম্ভস্য মুখং শক্রবল্ল্যা ইন্দ্রবল্ল্যা, আম্রাদিপল্লবৈশ্চাচ্ছাদয়েৎ। আদিশব্দাদশ্বত্থাদি ॥ ৭৭ ॥

টীকা—তৎ কুম্ভমুখং পুষ্পাদি-সহিতেন শরাবেণ পুনরুপরি আচ্ছাদ্য, আদিশব্দেন ফলতণ্ডুলাদি, পুনশ্চ তন্মুখমেব বস্ত্রদ্বয়েন বেষ্টয়িত্বা মণ্ডয়েৎ পুষ্পচন্দনা-দিনা ॥ ৭৮ ॥

———

অথ কুম্ভে ভগবৎপূজাবিধিঃ

তস্মিন্নাবাহ্য কলসে পরং তেজো যথাবিধি।
সকলীকৃত্য চাচার্য্যঃ পূজয়েদাসনাদিভিঃ ॥ ৭৯ ॥

সকলীকরণং চোক্তম্—

দেবতাঙ্গে ষড়ঙ্গানাং ন্যাসঃ স্যাৎ সকলীকৃতিঃ ॥৮০॥

অনুবাদ—ঐ কলসে আচার্য্য শ্রীগুরুদেব নরা-কৃতি পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণকে আবাহন পূর্ব্বক যথাবিধি (নিত্যপূজা প্রকরণে লিখিত বিধি অনুসারে) আসনাদি নৈবেদ্য অর্পণ পর্য্যন্ত পূজা করিবেন। ঐ সঙ্গে কলসে শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বাঙ্গ ধ্যান করিয়া ষড়ঙ্গন্যাস করিবেন ॥ ৭৯-৮০ ॥

টীকা—পরং তেজঃ নরাকৃতি পরং ব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণং, যথাবিধীতি মূলমন্ত্রেণ শ্রীমূর্ত্তিং সঞ্চিন্ত্য করাভ্যাং পুষ্পাঞ্জলিমাদায় প্রবহন্নাসাপুটেন হৃদয়াদ্দেবতেজঃ পুষ্পাঞ্জলাবানীয় কলসাদিকল্পিতমূর্ত্তাবাবাহনং তন্মন্ত্রেণ কুর্য্যাদিত্যর্থঃ। আসনাদিভিরুপচারৈঃ, তে চাগ্রে নিত্যপূজাপ্রসঙ্গে বিস্তার্য্য লেখ্যাঃ ॥ ৭৯ ॥

———

কেচিচ্চাহুঃ করন্যাস-পীঠন্যাসৌ বিনাখিলৈঃ।
ন্যাসৈস্তত্তেজসঃ সাঙ্গীকরণং সকলীকৃতিঃ ॥ ৮১ ॥

অনুবাদ—মতান্তরে সকলীকরণ—করন্যাস ও পীঠন্যাস ব্যতীত পরব্রহ্মস্বরূপ তেজকে ধ্যান দ্বারা সাকার চিন্তা করা ॥ ৮১ ॥

টীকা—কিমাহস্তদেব লিখতি—করেত্যাদি; তস্য ব্রহ্মস্বরূপস্য তেজসঃ সাঙ্গীকরণং ধ্যানেন সকারতা-পাদনম্ ॥ ৮১ ॥

———

এবঞ্চ কুম্ভে তং সাঙ্গোপাঙ্গং সাবরণং প্রভুম্।
অগ্রতো লেখ্যবিধিনার্চ্চয়েদ্ভোজ্যার্পণাবধি ॥ ৮২ ॥
নৈবেদ্যার্পণতঃ পশ্চান্মণ্ডলস্য চ সর্ব্বতঃ।
সদীপান্ পৈষ্টিকান্ ন্যস্যেৎ সবীজাঙ্কুরভাজনান্ ॥৮৩

অনুবাদ—এই ভাবে কলসে নরাকৃতি পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণকে সাঙ্গোপাঙ্গ আবরণ দেবতা সহ আসনাদি নৈবেদ্য অর্পণ পর্য্যন্ত অর্চ্চন করিবেন নৈবেদ্য অর্প-ণের পর মণ্ডলের সর্ব্বত্র পিটালি দ্বারা নিৰ্ম্মিত বহু উজ্জ্বল ঘৃতদীপ শোভনীয় পাত্রে অঙ্কুরিত বীজ সহ স্থাপন করিবেন ॥ ৮২-৮৩ ॥

টীকা—তং নরাকৃতি পরব্রহ্মরূপং প্রভুং শ্রীকৃষ্ণম্, এবমাবাহনাদিনা নৈবেদ্যসমর্পণান্তমর্চ্চয়েৎ। কথম্? অগ্রে নিত্যপূজাপ্রসঙ্গে মুখ্যস্থানে লেখ্যেন প্রকারেণ, অতস্তত্রৈব তৎসর্ব্বপ্রকারো বিস্তার্য্য লেখ্যস্তদৃষ্ট্যাহত্রাপি তথৈব পূজা কর্ত্তব্যা। অধুনা তল্লিখনেনাল-মিত্যর্থঃ ॥ ৮২ ॥

টীকা—বীজাঙ্কুরপাত্রসহিতান্ সত উত্তমান্

গব্যঘৃতাদিসাধিতান্ সম্যগুজ্জ্বলিতান্ দীপান্ মণ্ডলস্য পরিতঃ স্থাপয়েৎ, পৈষ্টিকান্ পিষ্টেন যবচূর্ণাদিনা নির্ম্মিতান্ পাত্রানিত্যর্থঃ ॥ ৮৩ ॥

অথ দীক্ষাহোমবিধিঃ

ততো দীক্ষাঙ্গহোমার্থং কুণ্ডলস্য চ সর্ব্বতঃ।
সংমার্জ্জ্য দর্ভমার্জ্জন্যা যথাবিধ্যুপলেপয়েৎ ॥ ৮৪ ॥
বিকীর্য্য সর্ষপাংস্তত্র গব্যৈঃ সংপ্রোক্ষ্য পঞ্চভিঃ।
মধ্যে সংপূজয়েদ্বাস্তুপুরুষং দিক্ষু তৎপতীন্ ॥ ৮৫ ॥

অনুবাদ—অতঃপর দীক্ষাঙ্গ হোম কার্য্যের জন্য কুণ্ডের সর্ব্বদিক কুশনির্ম্মিত ঝাড়ু দ্বারা মার্জ্জন করিয়া যথাবিধি—বায়ু বীজ জপ করিতে করিতে অগ্নি কোণ হইতে আরম্ভ করিয়া প্রদক্ষিণ ক্রমে মার্জ্জন, বরুণ বীজ জপসহ লেপন, অস্ত্রমন্ত্রজপ সহ সর্ষপ বিকীরণ, পঞ্চগব্যদ্বারা ছিটা দিয়া মধ্যে বাস্তু-পুরুষের পূজার পর দশদিকে দশদিকপালের পূজা করিবে ॥ ৮৪-৮৫ ॥

টীকা—দীক্ষাহোমবিধিং লিখতি—তত ইত্যা-দিনা যথোদিতমিত্যন্তেন। যথাবিধীতি—বায়ুবীজ-জপদর্ভমার্জ্জন্যাদিসমমাগ্নেয়ীমারভ্য প্রাদক্ষিণ্যেন সংমার্জ্জ্য তথৈব বরুণবীজেন লেপনং কুর্য্যাদিত্যর্থঃ। যথাবিধীত্যস্যাগ্রেঽপি সর্ব্বত্রানুবর্ত্তনং কার্য্যং, তত্তৎ-প্রকারবিশেষশ্চ গ্রন্থান্তরতো জ্ঞেয়ঃ। সর্ষপান্ অস্ত্র-মন্ত্রজপ্তান্, তত্র কুণ্ডে দিক্ষু চ দশসু তৎপতীন্ দিক্-পালান্ ॥ ৮৪-৮৫ ॥

শোষণাদীনি কুণ্ডস্য কৃত্বা প্রোক্ষ্য কুশাম্বুভিঃ।
উল্লিখ্য চাস্মিন্ যোন্যাদিসহিতং মণ্ডলং লিখেৎ ॥৮৬

অনুবাদ—কুণ্ডকে শোষণ-দহন-প্লাবন-কাঠিন্য সম্পাদন, কুশজল দ্বারা প্রোক্ষণাদি করিয়া তাহাতে যোনি চক্র বৃত্ত সহ মণ্ডল অঙ্কন করিবে ॥ ৮৬ ॥

টীকা—আদি-শব্দেন দহন-প্লাবনকাঠিন্যাদীনি, কুশযুক্তৈরম্বুভিঃ, উল্লিখ্য উল্লেখনঞ্চ কৃত্বা, অস্মিন্ কুণ্ডে, আদি-শব্দাচ্চক্রবৃত্তাদি ॥ ৮৬ ॥

শ্রীবীজং মধ্যযোনৌ চ বিলিখ্যাভ্যুক্ষ্য পূজয়েৎ।
নিধায় তত্র পুষ্পাদিবিষ্টরং সাধু কল্পয়েৎ ॥ ৮৭ ॥
তত্র লক্ষ্মীমৃতুস্নাতাং বিষ্ণুঞ্চাবাহ্য পূজয়েৎ।
তাম্রাদিপাত্রেণানীয়াগ্রতোঽগ্নিং স্থাপয়েচ্ছুভম্ ॥৮৮॥
গন্ধাদিনাগ্নিমভ্যর্চ্চ্য বিষ্ণোঃ সংক্রীড়তঃ শ্রিয়া।
রেতোরূপং বিচিন্ত্যামুং কুণ্ডং তারেণ চার্চ্চয়েৎ ॥৮৯

অনুবাদ—হোমকুণ্ডে অগ্নি প্রতিষ্ঠা বিধি—শ্রীবীজ মধ্যযোনিতে লিখিয়া পবিত্র কুশজল ছিটা দিয়া পূজন করিয়া ঐস্থলে পুষ্প শয্যারূপে কল্পনা করিয়া অক্ষত কুশগাছি স্থাপন করিবে। ঐস্থলে ঋতুস্নাতা লক্ষ্মী-দেবী ও বিষ্ণুকে আহ্বান করিয়া পূজা করিবে। তৎপূর্ব্বে কোন অগ্নিহোত্রীর গৃহ হইতে তাম্রপাত্রে করিয়া আনন্দমনে অগ্নিকে আনিয়া প্রণামপূর্ব্বক রাখিবে এবং গন্ধপুষ্পাদিদ্বারা অর্চ্চনা করিয়া অগ্নিকে শ্রীদেবীর সহিত ক্রীড়ারত বিষ্ণুর রেতোরূপে চিন্তা করিবে। আর ঐঅগ্নিকে ও কুণ্ডকে প্রণব দ্বারা অর্চ্চনা করিবে ॥ ৮৭-৮৯ ॥

টীকা—অথাগ্নিসংস্কারং লিখিষ্যন্নাদৌ তৎপ্রতিষ্ঠাং লিখতি—শ্রীবীজমিতি ত্রিভিঃ। পুষ্পাদিনা যদ্বিষ্টরং শয্যা তৎ ; যদ্বা, পুষ্পাদিকমেব বিষ্টরত্বেন কল্পয়িত্বা তত্র মধ্যযোনাবেব নিধায়, আদিশব্দেন অক্ষতকূর্চ্চৌ ॥ ৮৭ ॥

টীকা—শুভম্ অনিন্দিতম্ ; তথা চোক্তং—'প্রণম্য বিধিনৈবাগ্নিমাহিতাগ্নের্গৃহাদপি। আনীয় চাদধীতাত্র কুশৈঃ প্রজ্বাল্য যত্নতঃ ॥' ইতি ॥ ৮৮ ॥

টীকা—শ্রিয়া সহ সংক্রীড়ত আদ্যরসমনুভবতঃ, অমুম্ অগ্নিং, তারেণ প্রণবেন ॥ ৮৯ ॥

বৈশ্বানরেতি মন্ত্রেণাচ্ছাদ্যাগ্নি তং সদিন্ধনৈঃ।
চিৎপিঙ্গলেতি প্রজ্বাল্যোপতিষ্ঠেদগ্নিমিত্যমুম্ ॥ ৯০ ॥

অনুবাদ—এইরূপে অগ্নি প্রতিষ্ঠার পর অগ্নির উপস্থাপনবিধি—'বৈশ্বানর' ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা পবিত্র কাষ্ঠসহ অগ্নিকে আচ্ছাদন করিবে, 'চিৎপিঙ্গল' ইত্যাদিমন্ত্র বলিয়া প্রজ্বালিত করিবে, অগ্নিম্' ইত্যাদি মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক উপস্থাপন করিবে ॥ ৯০ ॥

টীকা—এবমগ্নেঃ প্রতিষ্ঠাবিধিং লিখিত্বোপস্থান-বিধিং লিখতি—বৈশ্বেতি। বৈশ্বানরেতি মন্ত্রস্যাদ্যাক্ষ-

রাণি, এবমগ্রেঽপি ; সন্তিরুক্তৈর্বিহিতৈরিন্ধনৈরাচ্ছাদ্য, চিৎপিঙ্গলেতি মন্ত্রেণ, অগ্নিমিতি মন্ত্রেণ অমুমগ্নিমুপতিষ্ঠেৎ ॥ ৯০ ॥

জিহ্বা ন্যসেৎ সপ্ত তস্মিন্নপ্যঙ্গেষ্বঙ্গদেবতাঃ।
ষট্সু ষট্ ন্যস্য মূর্ত্তীশ্চ ন্যস্যাষ্টাভ্যর্চ্চয়েচ্চ তাঃ ॥৯১

অনুবাদ—ঐ অগ্নিতে সপ্ত জিহ্বা, ষড়ঙ্গে ছয় দেবতা এবং অগ্নির অষ্টমূর্ত্তি ও সপ্তজিহ্বার মূর্ত্তির প্রত্যেকের নাম উচ্চারণ পূর্ব্বক চতুর্থী বিভক্তি ও নমঃ বলিয়া পূজা করিবে ॥ ৯১ ॥

টীকা—অথ সংস্কারার্থমেব প্রথমং ন্যাসাদিকং লিখতি—জিহ্বা ইতি চতুর্ভিঃ। ষট্সু অঙ্গেষু মূর্দ্ধাদিষু ষট্ অঙ্গদেবতা ন্যস্য অষ্টৌ মূর্ত্তীশ্চ ন্যস্য তাশ্চ জিহ্বাঙ্গদেবতামূর্ত্তীঃ প্রত্যেকং চতুর্থীনমোঽন্তস্তত্তন্নামভিঃ পূজয়েৎ ॥ ৯১ ॥

সপ্তজিহ্বাশ্চোক্তাঃ—
হিরণ্যা গগনা রক্তা তথা কৃষ্ণা চ সুপ্রভা।
বহুরূপাতিরূপা চ সপ্ত জিহ্বা বসোরিমাঃ ॥ ৯২ ॥

অনুবাদ—অগ্নির সপ্তজিহ্বা—হিরণ্যা, গগনা, রক্তা, কৃষ্ণা, সুপ্রভা, বহুরূপা ও অতিরূপা, এই সকল অগ্নির জিহ্বা ॥ ৯২ ॥

টীকা—বসোরগ্নেঃ ; কেচিচ্চ পদ্মরাগা সুপর্ণীত্যাদ্যা সপ্তজিহ্বা অত্র মন্যন্তে ॥ ৯২ ॥

অথ অঙ্গদেবতাঃ

সহস্রার্চ্চিঃ স্বস্তিপূর্ণ উত্তিষ্ঠপুরুষস্তথা।
ধূমব্যাপী সপ্তজিহ্বো ধনুর্দ্ধর ইতি স্মৃতঃ ॥ ৯৩ ॥

অনুবাদ—অঙ্গদেবতা—সহস্রার্চ্চি, স্বস্তিপূর্ণ, উত্তিষ্ঠপুরুষ, ধূমব্যাপী সপ্তজিহ্বা, ধনুর্ধর।—এই ছয় অঙ্গ ॥ ৯৩ ॥

অষ্টমূর্ত্তয়শ্চ

জাতবেদাঃ সপ্তজিহ্বো হব্যবাহন এব চ।
অশ্বোদরজ-সংজ্ঞশ্চ তথা বৈশ্বানরোঽপরঃ।
কৌমারতেজাশ্চ তথা বিশ্বদেবমুখাহ্বয়ৌ ॥৯৪॥ইতি।

অনুবাদ—অগ্নির অষ্টমূর্ত্তি—জাতবেদা, সপ্তজিহ্ব, হব্যবাহন, অশ্বোদরজ, বৈশ্বানর, কৌমারতেজা, বিশ্বমুখ ও দেবমুখ ॥ ৯৪ ॥

টীকা—বিশ্বমুখো দেবমুখশ্চেতি দ্বৌ ; তথা চ সারদাতিলকে—'জাতবেদাঃ সপ্তজিহ্বো হব্যবাহনসংজ্ঞকঃ। অশ্বোদরজসংজ্ঞোঽন্যস্তথা বৈশ্বানরাহ্বয়ঃ। কৌমারতেজাঃ স্যাদ্বিশ্বমুখো দেবমুখস্তথা ॥' ইতি ॥ ৯৪ ॥

ততো বহ্নিং পরিস্তীর্য্য সংস্কৃত্যাজ্যং যথাবিধি।
হুত্বা চ ব্যাহৃতীঃ পশ্চাত্রীন্ বারান্ জুহুয়াৎ পুনঃ ॥৯৫

অনুবাদ—অনন্তর কুশাঙ্কুরাদি দ্বারা অগ্নিকে প্রজ্বলিত করিয়া যথাবিধি ঘৃতসংস্কার পূর্ব্বক তিনবার ব্যাহৃতি হোম করিবে ॥ ৯৫ ॥

ততোঽস্য গর্ভাধানাদীন্ বিবাহান্তান্ যথাক্রমম্।
সংস্কারানাচরেদুক্তমন্ত্রেণাষ্টাহুতৈস্তথা ॥ ৯৬ ॥

অনুবাদ—অতঃপর অগ্নির গর্ভাধানাদি বিবাহান্ত যথাক্রমে সংস্কার-সমূহ অষ্ট আহুতিদ্বারা সমাধান করিবে ॥ ৯৬ ॥

টীকা—পরিস্তীর্য্য কুশাঙ্কুরাদিনা অগ্নেঃ পরিস্তরণং কৃত্বা, যথাবিধীতি সর্ব্বত্রৈব সম্বন্ধনীয়ম্ ; ততশ্চ তাপনাভিদ্যোতনাদিনাজ্যসংস্কারাদিপ্রকারশ্চ যাজ্ঞিকেষু সুপ্রসিদ্ধ এব। অত্রাপেক্ষিতশ্চেৎ শ্রীপুরুষোত্তমবন-বিরচিত-ক্রমদীপিকাটীকাগ্রন্থতো জ্ঞেয়ঃ। পশ্চাৎ প্রণবব্যাহৃতীর্যথাবিধি হুত্বা বৈশ্বানরেত্যাদিনা অগ্নের্মূলমন্ত্রেণ পুনস্ত্রিকৃত্যো জুহুয়াচ্চ। শাস্ত্রোক্তেন মন্ত্রেণ স্বাহান্ত-প্রণবেনান্যেন চ তত্তৎকর্ম্ম-বিষয়কেণ মন্ত্রেণ আহুত্যষ্টকেন চ অস্য বহ্নেঃ সংস্কারান্ ক্রমেণ কুর্য্যাৎ, তত্তদ্বিধিরপি তত্তদ্গ্রন্থত এব বিশেষতো জ্ঞেয়ঃ ॥ ৯৫-৯৬ ॥

ইত্থং হি সংস্কৃতে বহ্নৌ পীঠমভ্যর্চ্চ্য তত্র চ।
দেবমাবাহ্য গন্ধাদিদীপান্তবিধিনার্চ্চয়েৎ ॥ ৯৭ ॥

অনুবাদ—এই ভাবে সংস্কৃত হোমাগ্নিমধ্যে পীঠ-

পূজা করিয়া সেই পীঠে দেবতাকে আবাহন করিয়া গন্ধ পুষ্প ধূপদীপ উপচার দ্বারা অর্চ্চন করিবে ॥৯৭॥

টীকা—তত্র তস্মিন্ পীঠে, গন্ধার্পণমারভ্য দীপার্পণপর্য্যন্তমর্চ্চয়েদিত্যর্থঃ। দীপান্তার্চ্চনঞ্চাগ্নি-জিহ্বায়াঃ পুনর্ভোগাপেক্ষয়া পীঠার্চ্চনদেবাবাহনাদি-বিধিশ্চাগ্রে ব্যক্তো ভাবী ॥ ৯৭ ॥

তঞ্চাগ্নিং দেব-রসনাং সংকল্প্যাষ্টোত্তরং বুধঃ।
সহস্রং জুহুয়াৎ সর্পিঃশর্করাপায়সৈর্যুতৈঃ ॥ ৯৮ ॥

অনুবাদ—সেই অগ্নিকে শ্রীভগবৎ জিহ্বা রূপে ভাবনা করিয়া অষ্টোত্তর শত বা সহস্র বার ধৃত শর্করা পায়সযুক্ত হোম করিবেন ॥ ৯৮ ॥

টীকা—তং সংস্কৃতমগ্নিঞ্চ দেবস্য ভগবতো জিহ্বাত্বেন সংকল্প্য ; যুতৈর্মিলিতৈঃ ॥ ৯৮ ॥

হুত্বাজ্যেনাথ মহতীর্ব্যাহৃতীর্বিধিনা কৃতী।
গ্রহর্ক্ষকরণাদিভ্যো বলিং দদ্যাদ্যথোদিতম্ ॥৯৯॥

অনুবাদ—অনন্তর আচার্য্য মহাব্যাহৃতী বিধি অনুসারে ঘৃতদ্বারা গ্রহ তারা করণ প্রভৃতিকে যথা-শাস্ত্রবিধিমত বলি—ভগবৎ প্রসাদশেষ প্রদান করিবে ॥ ৯৯ ॥

টীকা—অথানন্তরং মহাব্যাহৃতীর্বিধিনা শাস্ত্রোক্ত-প্রকারেণ আজ্যেন হুত্বা। কৃতীতি—এবং হোমং সমাপ্যাত্মানং শিষ্যঞ্চ প্রসাদাম্বুভিরভ্যুক্ষ্য হুতভস্মনা তিলকং কুর্য্যাদিত্যাদিকং কৃতিত্বং জ্ঞেয়ম্। যথো-দিতমিতি মণ্ডলমধ্যে রাশিস্থানেষু তত্তন্মন্ত্রৈস্তত্তৎক্রমেণ হোমাবশিষ্টপায়স-তৃতীয়াংশেন গ্রহাদিভ্যো বলিং দদ্যাৎ ; তত্তৎপ্রকারবিশেষোঽপি তথৈব জ্ঞেয়ঃ। আদি-শব্দাচ্চ মীনমেষয়োরন্তরালে সিংহব্যাঘ্র-বরাহখরগজবৃষভাদীনাং বলির্জ্ঞেয়ঃ। তথা চতুর্থাং-শেন মণ্ডলস্য দক্ষিণভাগে গোময়োপলিপ্তপ্রদেশেঽগ্নয়ে তেজোঽধিপতয়ে বিষ্ণুপার্ষদেভ্যশ্চ সর্ব্বেভ্যো বলির্দেয় ইত্যাদি বোদ্ধব্যম্। তত্র চ সর্ব্বে তত্তন্মন্ত্রা জলগন্ধ-পুষ্পদানে নমোঽন্তাঃ, বলিদানে স্বাহান্তাঃ পুনর্জলদানে তু তৃপ্যতামিত্যন্তা অবগন্তব্যা ইতি দিক্। যথাদিত-মিত্যস্যাগ্রেঽপ্যনুবর্ত্তনং কার্য্যম্ ॥ ৯৯ ॥

অথ হোমদ্রব্যাদি-পরিমাণম্

কর্ষমাত্রং ঘৃতং হোমে শুক্তিমাত্রং পয়ঃ স্মৃতম্।
উক্তানি পঞ্চগব্যানি তৎসমানি মনীষিভিঃ ॥১০০॥
তৎসমং মধুদুগ্ধান্নমক্ষমাত্রমুদাহৃতম্।
দধি প্রসৃতিমাত্রং স্যাৎ
লাজাঃ স্যুর্মুষ্টিসম্মিতাঃ ॥১০১ ॥ ইত্যাদি।

অনুবাদ—কর্ষ (১ তোলা) পরিমিত ঘৃত প্রতি হোমে, ১ ঝিনুক পরিমিত দুগ্ধ, পঞ্চগব্য যথাস্থানে উক্ত হইয়াছে, ঐ পরিমাণ মনীষিগণ কর্ত্তৃক। ঐ পরিমান্ মধু, দুগ্ধান্ন—১ ভরি পরিমাণ, দধি—১ অঙ্গলি, খই ১ মুষ্টি পরিমিত ; ইত্যাদি ॥১০০-১০১॥

অথ নত্বাম্বুপানার্থং প্রদায়াচমনানি চ।
আত্মার্পণান্তমভ্যর্চ্চ্য লেখ্যেন বিধিনাচরেৎ ॥ ১০২ ॥

অনুবাদ—অনন্তর প্রণাম করিয়া পানীয় জল দিয়া আচমন দিবেন, যথাবিধি আত্মসমর্পণ পর্য্যন্ত অর্চ্চন করিবেন ॥ ১০২ ॥

টীকা—অথ বলিদানানন্তরং প্রণামং কৃত্বা পানার্থং সংস্কৃতং জলং পশ্চাদাচমনার্থঞ্চ জলং প্রদায়, তত্তৎ-প্রকারোঽপ্যপেক্ষিতো নিত্যপূজাপ্রসঙ্গে ব্যক্তো ভাব্যেব। অম্বুপ্রদানানন্তরমন্যৎ কৃত্যং বিষ্বক্সেনায় নৈবে-দ্যাংশপ্রদানং ভগবতে চ গণ্ডূষাদ্যর্পণমারভ্য আত্মার্প-ণান্তং সর্ব্বং সমাপয়েৎ। তচ্চাগ্রে নিত্যপূজাপ্রসঙ্গে লেখ্যপ্রকারেণৈবেত্যর্থঃ ॥ ১০২ ॥

অথ গুরুশিষ্য-নিয়মাদিঃ

ব্রতস্থং বাগ্যতং শিষ্যং প্রবেশ্যাথ যথাবিধি।
তদ্দেহে মাতৃকাং সাঙ্গাং
ন্যস্যাথোপদিশেচ্চ তাম্ ॥ ১০৩ ॥

অনুবাদ—অনন্তর উপবাসব্রতধারী মৌন শিষ্যকে পূর্ব্বশিষ্যগণদ্বারা দীক্ষামণ্ডপে প্রবেশ করাইয়া যথা-বিধি শ্রীগুরুদেবকে প্রণাম করাইবে। শ্রীগুরুদেব শিষ্য দেহে অস্ত্রমন্ত্রে গঙ্গাবারি ছিটাইয়া কিঞ্চিৎ পঞ্চ-গব্য পান করাইয়া তাহার দেহে সাঙ্গ মাতৃকা ন্যাস করিয়া ঐ মাতৃকা উপদেশ করিবেন ॥ ১০৩ ॥

টীকা—অথানন্তরমুপবাসপরং মৌনিনং শিষ্যং পূর্ব্বশিষ্যৈঃ প্রবেশ্য, যথাবিধীতি প্রণামং কারয়িত্বা প্রোক্ষণীবারিণাঽস্ত্রমন্ত্রেণ তং সংপ্রোক্ষ্য কিঞ্চিৎ পঞ্চগব্যপ্রাশনং কারয়িত্বা চ তদ্দেহে মাতৃকাঙ্গানি মাতৃকাঞ্চ ন্যস্য ধ্যানপূর্ব্বাং মাতৃকাং তস্মৈ গুরুরুপদিশেদিত্যর্থঃ ॥ ১০৩ ॥

দেবং সাবরণং কুম্ভগতং চানুস্মরন্ গুরুঃ ।
জপ্ত্বাষ্টোত্তরসাহস্রং শয়ীত প্রাশ্য কিঞ্চন ॥ ১০৪ ॥

অনুবাদ—শ্রীগুরুদেব যথাবিধি পূর্ব্বস্থাপিত কুম্ভে সাবরণ শ্রীভগবানকে চিন্তা করিয়া ইষ্টমন্ত্র এক-হাজার আটবার কুম্ভ স্পর্শ করিয়া জপ করিবেন এবং পুষ্পাঞ্জলি দিয়া প্রণাম করিয়া পঞ্চগব্যাদি কিঞ্চিৎ পান করিয়া দীক্ষাসম্বন্ধীয় ক্রিয়া কাণ্ডাদি চিন্তা করিতে করিতে পবিত্র শয্যায় শয়ন করিবেন।১০৪॥

টীকা—যথাবিধীত্যনুবর্ত্তত এব, অতশ্চ অবরণসহিতং ভগবন্তং তৎস্থাপিতকলসগতং চিন্তয়ন্ সন্ তৎকলসজলং স্পৃষ্ট্বাঽষ্টোত্তরসহস্রং জপ্ত্বা পুষ্পাঞ্জলিং কৃত্বাঽভিবন্দ্য পঞ্চগব্যাদিকং কিঞ্চিৎ প্রাশ্য দীক্ষাসম্বন্ধিক্রিয়াকাণ্ডাদিকং চানুসন্দধানঃ পবিত্রশয্যায়াং শয়নং কুর্য্যাদিত্যর্থ ॥ ১০৪ ॥

দর্ভোপর্য্যজিনে ত্বৈণে নিবিষ্টো মাতৃকাং স্মরন্ ।
গুরুঞ্চ শিষ্যো নিদ্রাণং তাং শয়ীত জপন্ ব্রতী ॥১০৫॥
—ইতি পূর্ব্বদিনকৃত্যম্ ।

অনুবাদ—শিষ্যও মাতৃকা উপদেশ লাভ করিয়া কুশের উপর কৃষ্ণ মৃগ চর্ম্ম পাতিয়া উহার উপর বসিয়া মাতৃকা ও শ্রীগুরুদেবের ধ্যান করিতে করিতে উপবাসী থাকিয়া পূর্ব্ব বা উত্তর দিকে মাথা রাখিয়া শ্রীগুরুদেব শয়ন করিবার পর শয়ন করিবে—এই পর্য্যন্ত দীক্ষা পূর্ব্বদিন কৃত্য ॥ ১০৫ ॥

টীকা—শিষ্যোঽপি মাতৃকোপদেশং প্রাপ্য দর্ভোপরি কৃষ্ণাজিনোপবিষ্টঃ সন্ মাতৃকাং গুরুঞ্চ ধ্যায়ন্ মাতৃকাং নিদ্রাবশান্তং জপন্ কৃতোপবাসঃ পূর্ব্বশিরস্ক উত্তরশিরস্কো বা শয়ীতেতি ॥ ১০৫ ॥

অথ তদ্দিনকৃত্যানি

প্রাতঃকৃত্যং গুরুঃ কৃত্বা কুম্ভং চাভ্যর্চ্চ্য পূর্ব্ববৎ ।
হুত্বা দত্ত্বা বলিং কর্ম্মান্যৎ কুর্য্যাৎ স্বার্পণাবধি ॥১০৬

অনুবাদ—শ্রীগুরুদেব প্রাতঃস্নান হইতে আরম্ভ করিয়া আত্মসমর্পণ পর্য্যন্ত প্রাতঃকৃত্য সমূহ সমাপন করিয়া কুম্ভে শ্রীভগবৎ অর্চ্চন করিয়া ঐ স্থানে হোম করিয়া আবরণ দেবগণকে ভগবৎ প্রসাদাবশেষ বলি প্রদান ও আত্মসমর্পণ পর্য্যন্ত পুনরায় কুম্ভে অন্য সকল কর্ম্ম করিবেন ॥ ১০৬ ॥

টীকা—প্রাতঃকৃত্যং প্রাতঃস্নানমারভ্যাত্মার্পণান্তং যাবদশেষং কর্ম্ম সমাপ্য, কুম্ভস্থং ভগবন্তং পূর্ব্ববদভ্যর্চ্চ্য হোমঞ্চ তত্রৈব কৃত্বা বলিঞ্চ দত্ত্বা বলিদানানন্তরং যদন্যৎ পানার্থজলসমর্পণাদি কর্ম্ম আত্মার্পণান্তং সর্ব্বমেব পুনঃ কুম্ভে কুর্য্যাদিত্যর্থঃ ॥ ১০৬ ॥

সংহারমুদ্রয়া কৃষ্ণে সংযোজ্যাবৃতিদেবতাঃ ।
তঞ্চামৃতময়ং ধ্যাত্বা স্বস্মিংশ্চাগ্নিং বিলাপয়েৎ ॥১০৭

অনুবাদ—শ্রীগুরুদেব ও গণেশ ব্যতীত অন্য সকল আবরণ দেবকে সংহার মুদ্রাদ্বারা শ্রীকৃষ্ণে লীন ভাবনা করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে অমৃতময় নিষ্কল পূর্ণানন্দরূপে অবস্থিত ধ্যান করিয়া হোমাগ্নিকেও আত্মমধ্যে লীন চিন্তা করিবেন ॥ ১০৭ ॥

টীকা—আবরণদেবতা গুরুগণেশ-ব্যতিরিক্তা ভবতি। উদ্বাসনেনসংযোজ্য লীনা ইতি বিভাব্য তঞ্চ দেবম্ অমৃতময়ং নিষ্কলপূর্ণানন্দরূপেণাবস্থিতং ধ্যাত্বা বিলাপয়েৎ লীনত্বেন চিন্তয়েৎ ॥ ১০৭ ॥

ধ্বজতোরণদিক্কুম্ভমণ্ডপাদ্যধিদেবতাঃ ।
সর্ব্বা বিভাব্য চিদ্রূপাঃ কুম্ভে সংযোজ্য পূজয়েৎ ॥১০৮

অনুবাদ—ধ্বজ-তোরণ-অষ্টদিক কুম্ভ মণ্ডপাদির অধিদেবতা সকলকে চিৎরূপে ধ্যান করিয়া ভগবৎ কুম্ভে লীন ভাবনা করিয়া পূজা করিবেন ॥১০৮

টীকা—ধ্বজাদীনামধিষ্ঠাতৃদেবতাঃ, আদিশব্দেন মণ্ডলকুণ্ডাদিঃ ॥ ১০৮ ॥

ততো গুরুং গণেশঞ্চ বিষ্বক্‌সেনঞ্চ পূজয়েৎ ।
উদ্বাস্য কলসং স্পৃষ্ট্বা শতমষ্টোত্তরং জপেৎ ॥১০৯॥

অনুবাদ—অতঃপর শ্রীগুরুদেবকে, গণেশকে ও সেনাপতি বিষ্বক্‌সেনকে পূজা করিবেন। শ্রীগুরুদেব এবং কলসকে স্পর্শ করিয়া একশত আটবার ইষ্ট মন্ত্র জপ করিবেন ॥ ১০৯ ॥

টীকা—অত ইতি গুরুং শিরস্যুদ্বাস্যাভ্যর্চ্য গণেশঞ্চাকাশ উদ্বাস্যাভ্যর্চ্য যাগাবশিষ্টদ্রব্যেণ বিষ্বক্‌সেনং চাভ্যর্চ্যাকাশ এবোদ্বাস্যেত্যর্থঃ ॥ ১০৯ ॥

———

কৃতোপবাসঃ শিষ্যোঽথ প্রাতঃকৃত্যং বিধায় সঃ ।
শুক্লবস্ত্রঃ সুবেশঃ সন্ বিপ্রান্ দ্রব্যেণ তোষয়েৎ ॥১১০

অনুবাদ—অনন্তর দীক্ষাপ্রার্থী শিষ্য উপবাসী থাকিয়া প্রাতঃকৃত্য স্নানাদিকর্ম্ম শেষ করিয়া শুক্ল বস্ত্রদ্বয় (পরিধেয় ও উত্তরীয়), সুবেশ অলঙ্কারাদি ধারণ করিয়া হোমকারী ব্রাহ্মণগণকে গো-ভূমি-বস্ত্র-ধান্যাদি দ্রব্য দ্বারা সন্তোষ বিধান করিবেন ॥ ১১০ ॥

টীকা—প্রাতঃকৃত্যং স্নানাদ্যাবশ্যকং কর্ম্ম, স দীক্ষার্থী শুক্লে বস্ত্রে যস্য তথাভূতঃ সন্, সুশোভনো বেশোঽলঙ্কারো যস্য তথাভূতঃ সন্ হোমাদিকৃতো বিপ্রান্ গোভূমি-বস্ত্রধান্যাদিদ্রব্যেণ তোষয়েৎ ॥ ১১০ ॥

———

গুরুঞ্চ ভগবদ্দৃষ্ট্যা পরিক্রম্য প্রণম্য চ ।
দত্ত্বোক্তাং দক্ষিণাং তস্মৈ স্বশরীরং সমর্পয়েৎ ॥১১১

অনুবাদ—শিষ্য দীক্ষার্থী শ্রীগুরুদেবকে সাক্ষাৎ ভগবৎ বুদ্ধি-পূর্ব্বক পরিক্রমা ও প্রণাম করিয়া তাঁহার সন্তোষ বিধানার্থ নিজবিত্তের অর্দ্ধাংশ, চতুর্থাংশ বা দশাংশ প্রথমতঃ দক্ষিণা দিয়া নিজশরীর সমর্পণ করিবেন ॥ ১১১ ॥

টীকা—ভগবদ্দৃষ্ট্যা ভগবানেবায়ং সাক্ষাদিত্যেবং বুদ্ধ্যেত্যর্থঃ । উক্তাং শাস্ত্রেণ ; তথা হি—'স্ববিত্তার্দ্ধং চতুর্থাংশং দশাংশং বাথ শক্তিতঃ' ইতি । এষা চ গুরুসন্তোষণার্থা প্রথমা দক্ষিণা চান্যা মন্ত্রদানানন্তরং জ্ঞেয়া ॥ ১১১ ॥

———

তথা চ দশমস্কন্ধে (১০।৮০।৪১)—
ইয়দেব হি সচ্ছিষ্যৈঃ কর্ত্তব্যং গুরুনিষ্কৃতম্ ।
যদ্বৈ বিশুদ্ধভাবেন সর্ব্বার্থাত্মার্পণং গুরৌ ॥ ১১২ ॥

অনুবাদ—শ্রীমদ্ভাগবত দশমস্কন্ধে (৮০।৪১) এইরূপ উক্ত আছে—সৎশিষ্য কর্ত্তৃক শ্রীগুরুদেবের এইরূপ সেবা করা উচিত—বিশুদ্ধভাবে নিজ সম্পূর্ণ অর্থ ও নিজ দেহ সমর্পণ দ্বারা ॥ ১১২ ॥

টীকা—নিষ্কৃতং প্রত্যুপকারঃ, সর্ব্বেষামর্থানামাত্মনশ্চার্পণম্ ॥ ১১২ ॥

———

অথ অভিষেচনবিধিঃ

যাগালয়াদুত্তরস্যামাশায়াং স্নানমণ্ডপে ।
পীঠে নিবেশ্য তং শিষ্যং কারয়েচ্ছোষণাদিকম্ ॥১১৩

অনুবাদ—শ্রীগুরুদেব যাগগৃহের উত্তর দিকে স্নানমণ্ডপে দীক্ষার্থী শিষ্যকে প্রবেশ করাইয়া পীঠে পূর্ব্বমুখে বসাইয়া স্বয়ং তাঁহার সম্মুখে বসিয়া শোষণ-দহন-প্লাবনাদিরূপ ভূত শুদ্ধি করাইবেন ॥১১৩

টীকা—গুরুকৃত্যং লিখতি—যাগেত্যাদিষড়্‌ভিঃ। আশায়াং দিশি ; অত্র চায়ং বিধি দ্রষ্টব্যঃ । গোময়াদিনোপলিপ্তে বিবিক্তে বিতানাদ্যলঙ্কৃতে মণ্ডপে পদ্মস্বস্তিকাদিকমুদ্ধৃত্য তত্র পীঠং স্থাপয়িত্বা তস্মিংশ্চ শিষ্যং পূর্ব্বাভিমুখমুপবেশ্য স্বয়ঞ্চ তদভিমুখমুপবিশ্য শোষণ-দহনপ্লাবনাদিরূপাং ভূতশুদ্ধিং তস্য কারয়েদিতি ॥ ১১৩ ॥

———

পীঠন্যাসান্তমখিলং মাতৃকান্যাসপূর্ব্বকম্ ।
ন্যাসং শিষ্যতনৌ কৃত্বা পীঠমন্ত্রেণ পূজয়েৎ ॥১১৪॥

অনুবাদ—শ্রীগুরুদেব শিষ্যদেহে প্রথমতঃ মাতৃকান্যাস করিয়া পীঠন্যাস পর্য্যন্ত সকল কর্ম্ম করিয়া শ্রীভগবৎ আসন স্থাপন পূর্ব্বক শ্রীভগবৎ উদ্দেশ্যে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিবেন ॥ ১১৪ ॥

টীকা—পূজয়েৎ-তদ্দেহ এব ভগবন্তমুদ্দিশ্য পুষ্পাঞ্জলিং কুর্য্যাদিত্যর্থঃ ॥ ১১৪ ॥

———

সদূর্ব্বাক্ষতপুষ্পাঞ্চ মূর্ধ্নি শিষ্যস্য রোচনাম্ ।
নিধায় কলসং তস্যান্তিকে বাদ্যাদিনা নয়েৎ ॥১১৫॥

অনুবাদ—শ্রীগুরুদেব শিষ্যের কপালে গোরোচনা দ্বারা বা গোপীচন্দন দ্বারা তিলক রচনা করিয়া তাহার মস্তকে দূর্ব্বা, আতপ চাল, পুষ্প রাখিয়া বাদ্যাদি সহ বিশ্বস্ত সাধুজনের হস্তে মন্ত্রপূত কুম্ভ আনাইয়া শিষ্যের নিকটে রাখিবেন ॥ ১১৫ ॥

টীকা—দূর্ব্বাক্ষতপুষ্প সহিতাং গোরোচনাং তথা তিলকং তস্য কারয়েদিতি কেচিদাহুঃ। তস্য শিষ্যস্যান্তিকে কলসং পূর্ব্বসংস্কৃতকুম্ভং বিশ্বস্তসাধুজনহস্তেন নয়েৎ ; আদি-শব্দেন বিপ্রাশীর্ব্বাদ-মঙ্গল-ঘোষগীত-কীর্ত্তনাদি ॥ ১১৫ ॥

শ্রীকৃষ্ণমথ সংপ্রার্থ্য গুরুঃ কুম্ভস্য বাসসা ।
নীরাজ্য শিষ্যং তন্মূর্ধ্নি ন্যসেত্তৎপল্লবাদিকম্ ॥১১৬॥

অনুবাদ—শ্রীগুরুদেব শ্রীকৃষ্ণকে প্রার্থনা জানাইয়া কুম্ভের বস্ত্রদ্বারা শিষ্যকে নীরাজন করিয়া তাহার মস্তকে কলসের মুখস্থিত পঞ্চপল্লবাদি রাখিবেন ॥১১৬

টীকা—অথানন্তরং হে ভগবন্ মদীয়ান্তঃকরণে সন্নিধিবিশেষং কৃত্বা শিশোরস্য সাধুগুণসম্পন্নস্যানুগ্রহং কর্ত্তুমর্হসীতি সংপ্রার্থ্য, স্বয়মুত্তরাভিমুখো বামহস্তেন কুম্ভং ধারয়ন্, কুম্ভমুখবর্ত্তিবস্ত্রেণ শিষ্যং নীরাজ্য, তৎকুম্ভমুখস্থপল্লবাদিকং শিষ্যস্য মস্তকেঽর্পয়েদিতি বিধিরত্র দ্রষ্টব্যঃ ॥ ১১৬ ॥

তদুক্তম্—

বিধিবৎ কুম্ভমুদ্ধৃত্য তন্মুখস্থান্ সুরদ্রুমান্ ।
শিশোঃ শিরসি বিন্যস্য মাতৃকাং মনসা জপেৎ ॥১১৭

অনুবাদ—এই বিষয়ে শাস্ত্রোক্ত বিধি যথা—শ্রীগুরুদেব উত্তরমুখো হইয়া বামহস্তে কুম্ভ উঠাইয়া কুম্ভ মুখস্থিত অশ্বত্থাদি পল্লব সমূহ শিষ্য মস্তকে স্থাপন পূর্ব্বক মনে মনে মাতৃকা জপ করিবেন ॥১১৭

টীকা—তদেবাভিব্যঞ্জয়তি—বিধিবদিতি। সুরদ্রুমান্—কুম্ভমুখন্যস্তান্ অশ্বত্থপল্লবানিত্যর্থঃ ॥ ১১৭॥

ততঃ কুম্ভাম্ভসা শিষ্যং প্রোক্ষ্য ত্রির্মূলমন্ত্রতঃ ।
বিপ্রাশীর্মঙ্গলোদ্‌ঘোষৈরভিষিঞ্চেন্মনূন্ পঠন্ ॥১১৮॥

অনুবাদ—অনন্তর তিনবার মূলমন্ত্র পাঠ করিয়া কুম্ভজলদ্বারা শিষ্যকে ছিটা দিবেন, পরে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদ ও মঙ্গলধ্বনি সহ মন্ত্রপাঠ করিতে করিতে শিষ্যকে সর্ব্বাঙ্গে অভিষেক করিবেন ॥১১৮॥

টীকা—বারত্রয়ং মূলমন্ত্রেণ প্রথমং প্রোক্ষ্য পশ্চাৎ কুম্ভং তং করাভ্যাং গৃহীত্বা তজ্জলেন শিষ্যস্য সর্ব্বাঙ্গং প্লুয়ন্ মূর্দ্ধন্যভিষেকং কুর্য্যাদিত্যর্থঃ ; মনূন্মন্ত্রান্ ॥ ১১৮ ॥

অথ অভিষেকমন্ত্রাঃ

বশিষ্ঠসংহিতায়াম্—

সুরাস্ত্বামভিষিঞ্চন্তু ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরাঃ ।
বাসুদেবো জগন্নাথস্তথা সঙ্কর্ষণো বিভুঃ ॥ ১১৯ ॥
প্রদ্যুম্নশ্চানিরুদ্ধশ্চ ভবন্তু বিভবায় তে ।
আখণ্ডলোঽগ্নির্ভগবান্ যমো বৈ নির্ঋতিস্তথা ॥১২০॥
বরুণঃ পবনশ্চৈব ধনাধ্যক্ষস্তথা শিবঃ ।
ব্রহ্মণা সহিতা হ্যেতে দিক্‌পালাঃ পান্তু বঃ সদা ॥১২১

অনুবাদ—বশিষ্ঠসংহিতাতে—ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, সহ দেবগণ তোমাকে অভিষেক করুন। বাসুদেব, জগন্নাথ, সঙ্কর্ষণ বিভু প্রদ্যুম্ন অনিরুদ্ধ তোমার বৈভব বিস্তার করুন। ইন্দ্র, অগ্নি, ভগবান্, যম, নির্ঋতি, বরুণ, পবন, ধনপতি কুবের, শিব, ব্রহ্মার সহিত এই দিক্‌পালগণ তোমাকে সর্ব্বদা পালন করুন ॥ ১১৯-১২১ ॥

কীর্ত্তির্লক্ষ্মীর্ধৃতির্মেধা পুষ্টিঃ শ্রদ্ধা ক্রিয়া গতিঃ ।
বুদ্ধির্লজ্জা বপুঃ শান্তির্মায়া নিদ্রা চ ভাবনা ॥ ১২২॥
এতাস্ত্বামভিষিঞ্চন্তু রাহুঃ কেতুশ্চ পূজিতাঃ ।
দেব-দানব-গন্ধর্ব্বা যক্ষ-রাক্ষস-পন্নগাঃ ॥ ১২৩ ॥

অনুবাদ—কীর্ত্তি, লক্ষ্মী, ধৃতি মেধা, পুষ্টি শ্রদ্ধা ক্রিয়া গতি বুদ্ধি, লজ্জা, বপুঃ, শান্তি, মায়া, নিদ্রা, ভাবনা—এই মাতৃগণ তোমাকে অভিষেক করুন। রাহু, কেতু, দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রাক্ষস ও সর্পগণ পূজিত হইয়া তোমাকে অভিষেক করুন ॥১২২-১২৩

ঋষয়ো মুনয়ো গাবো দেবমাতর এব চ।
দেবপত্ন্যো ধ্রুবা নাগা দৈত্যা অপ্সরসাং গণাঃ ॥১২৪
অস্ত্রাণি সর্ব্বশস্ত্রাণি রাজানো বাহনানি চ।
ঔষধানি চ রত্নানি কালস্যাবয়বাশ্চ যে ॥ ১২৫ ॥
সরিতঃ সাগরাঃ শৈলাস্তীর্থানি জলদা নদাঃ।
এতে ত্বামভিষিঞ্চন্তু ধর্ম্মকামার্থসিদ্ধয়ে ॥ ১২৬ ॥

অনুবাদ—ঋষিগণ, মুনিগণ, গাভীগণ, দেবমাতৃগণ, দেবপত্নীগণ, ধ্রুবগণ, নাগগণ, দৈত্যগণ, অপ্সরাগণ, অস্ত্রগণ, শাস্ত্রগণ, রাজগণ, বাহনগণ, ঔষধগণ, রত্নসমূহ কালের অবয়ব সমূহ, নদীগণ, সাগর সমূহ, পর্ব্বতগণ, তীর্থগণ, মেঘগণ, নদগণ—ইহারা তোমাকে অভিষেক করুন, ত্রিবর্গ সিদ্ধির নিমিত্ত ॥ ১২৪-১২৬ ॥

টীকা—দানবাঃ দনোঃ পুত্রাঃ, দৈত্যাঃ দিতেঃ পুত্রা ইতি ভেদঃ। অস্ত্রাণি শরাদীনি, শস্ত্রাণি খড়্গাদীনি ॥ ১২৩-১২৫ ॥

অথ মন্ত্রকথনবিধিঃ

পরিধায়াংশুকে শিষ্য আচান্তো যাগমণ্ডপে।
গত্বা ভক্ত্যা গুরুং নত্বা গুরোরাসীত দক্ষিণে ॥১২৭॥

অনুবাদ—শিষ্য স্নানবস্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়া বস্ত্রদ্বয় পরিধান পূর্ব্বক আচমন করিয়া যাগমণ্ডপে গিয়া ভক্তিসহ শ্রীগুরুদেবকে প্রণাম করিয়া শ্রীগুরুদেবের দক্ষিণে বসিবে ॥ ১২৭ ॥

টীকা—অংশুকে বস্ত্রযুগ্মং, নবং সিতং পরিধায় স্নানবাসোঽস্পৃশন্ কৃতাচমনঃ সন্; ভক্ত্যা নত্বেতি—ভগবদ্বুদ্ধ্যা বহুশোঽষ্টাঙ্গপ্রণামং সপাদগ্রহণং কুর্ব্বেত্যর্থঃ। গুরোস্তস্য পূর্ব্বাভিমুখমুপবিষ্টস্য প্রাগেব কৃতপ্রাণায়াম-ষড়ঙ্গন্যাসাদিকস্য দক্ষিণভাগে তদেকচিত্তোঽভিমুখো বদ্ধাঞ্জলিঃ সন্, উপবিশেদিতিজ্ঞেয়ম্ ॥ ১২৭ ॥

গুরুঃ সমর্প্য গন্ধাদীন্ পুরুষাহারসংমিতম্।
নিবেদ্য পায়সং কৃষ্ণে কুর্য্যাৎ পুষ্পাঞ্জলিং ততঃ ॥১২৮

অনুবাদ—তারপর শ্রীগুরুদেব গন্ধ দ্রব্যাদি অর্পণ করিয়া একজন ব্যক্তির উপর পুত্তির উপযুক্ত পরিমাণ উৎকৃষ্ট পায়স শ্রীকৃষ্ণকে নিবেদন করিয়া তৎপরে পুষ্পাঞ্জলি নিবেদন করিবেন ॥ ১২৮ ॥

টীকা—আদি-শব্দেন পুষ্পধূপাদীন্ ॥ ১২৮ ॥

সাম্প্রদায়িকমুদ্রাদিভূষিতং তং কৃতাঞ্জলিম্।
পঞ্চাঙ্গপ্রমুখৈর্ন্যাসৈঃ কুর্য্যাৎ শ্রীকৃষ্ণসাচ্ছিশুম্ ॥১২৯॥

অনুবাদ—শ্রীগুরুদেব গুরুপরম্পরা সিদ্ধ তিলকমালা ও স্বর্ণাঙ্গুরীয়কাদি দ্বারা ভূষিত, কৃতাঞ্জলিবদ্ধ সেই শিশুকে পঞ্চাঙ্গী প্রমুখ ন্যাস সহকারে শ্রীশ্রীকৃষ্ণকে সমর্পণ করিবেন ॥ ১২৯ ॥

টীকা—সাম্প্রদায়িকং গুরুপরম্পরাসিদ্ধম্, মুদ্রা তিলকমালাদি স্বর্ণাঙ্গুলীয়কাদি চ তেন ভূষিতং, শিশুং নিজশিশুত্বেন বর্ত্তমানমিতি স্নেহবিষয়তা; সূচিতা তং শিষ্যং, শ্রীকৃষ্ণসাৎ কুর্য্যাৎ শ্রীকৃষ্ণায় সমর্পয়েৎ ॥১২৯

ন্যস্য পাণিতলং মূর্দ্ধি তস্য কর্ণে চ দক্ষিণে।
ঋষ্যাদিযুক্তং বিধিবন্মন্ত্রং বারত্রয়ং বদেৎ ॥ ১৩০ ॥
দীর্ঘমন্ত্রঞ্চ শিষ্যস্য যাবদাগ্রহণং পঠেৎ।
গুরুদৈবত-মন্ত্রৈক্যং শিষ্যস্তং ভাবয়ন্ পঠেৎ ॥১৩১॥

অনুবাদ—তারপর তাহার মস্তকে হাত রাখিয়া তাহার দক্ষিণকর্ণে যথাবিধি ঋষ্যাদি-সম্বলিত শ্রীমন্ত্র তিনবার উচ্চারণ করিবেন। মন্ত্র দীর্ঘ হইলে যতবারে শিষ্য সেই মন্ত্র অভ্যাস করিতে পারিবে ততবার উচ্চারণ করিবেন এবং শিষ্য ও গুরু দেবতা ও মন্ত্রের ঐক্য চিন্তা করিয়া তাহা পাঠ করিবেন ॥১৩০-১৩১॥

টীকা—তস্য শিষ্যস্য মূর্দ্ধি স্বকরতলং নিধায়, বিধিবদিত্যত্রায়ং বিধিদ্রষ্টব্যঃ—নিমীলিতনয়নং শিষ্যং পটান্তরিত উপবিষ্টো গুরুরিদং বদেৎ—'দিব্যদৃষ্ট্যা ভগবন্তমবলোকয়' ইতি। ততঃ সুবর্ণশলাকয়া তং বক্ষসি স্পৃশেৎ; অথ শিষ্যো মহাফলমেকং দত্ত্বা বদেদিদম্—'ময়ি প্রসীদ লোচনাভ্যাং বিলোকয়' ইতি; 'অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য' ইত্যাদি পঠেচ্চ। অথোন্মীলিতনয়নস্য শিষ্যস্য তনৌ ভগবন্তমাবির্ভূতং ভাবয়ন্ গন্ধাদিভিরলঙ্কৃত্য পঞ্চোপচারৈশ্চ সংপূজ্য সুমুহূর্ত্তে গীতবাদ্যাদিমঙ্গলঘোষেণ শিষ্যস্য শিরসি করতলং ন্যস্য ঋষিচ্ছন্দোদেবতাদি-

কমুপদিশ্যমূলমন্ত্রং বারত্রয়ং দক্ষিণকর্ণে শ্রাবয়েদিতি। আ সম্যক্ গ্রহণং যাবৎ শিষ্যেণ মন্ত্রো যাবতা ধৃতো ভবেত্তাবদ্বারং পঠেদিত্যর্থঃ। গুরুশ্চ দেবতা চ মন্ত্রশ্চ তেষামৈক্যং চিন্তয়ন্ তং মন্ত্রমুচ্চারয়েৎ ॥১৩০-১৩১॥

সাক্ষতং গুরুরাদায় বারি শিষ্যস্য দক্ষিণে।
করেঽর্পয়েদ্বদন্মন্ত্রোঽয়ং সমোঽস্ত্বাবয়োরিতি ॥১৩২॥
স্বস্মাজ্জ্যোতির্ম্ময়ীং বিদ্যাং গচ্ছন্তীং ভাবয়েদ্গুরুঃ।
আগতাং ভাবয়েচ্ছিষ্যো
ধন্যোঽস্মীতি বিশেষতঃ ॥ ১৩৩ ॥

অনুবাদ তারপর "তোমার এবং আমার উভয়ের পক্ষেই এই শ্রীমন্ত্র সমফলপ্রদ হউন" শ্রীগুরুদেব এই মন্ত্র বলিয়া অক্ষত সহ জল শিষ্যের ডানহাতে দিবেন এবং নিজের দেহ হইতে জ্যোতির্ম্ময়ী মন্ত্রাত্মিকা বিদ্যা শিষ্য শরীরে প্রবেশ করিতেছেন এই প্রকার চিন্তা করিবেন এবং শিষ্যও চিন্তা করিবেন গুরুদেবের দেহ হইতে আগতা বিদ্যা লাভ করিয়া আমি ধন্য হইলাম ॥ ১৩২-৩৩ ॥

টীকা—ইতঃপরময়ং মন্ত্রো মম তব চ সমোঽস্তু তুল্যফলদো ভবত্বিত্যেতদ্বদন্ ॥ ১৩২ ॥

টীকা—স্বস্মাদ্গচ্ছন্তীং মন্ত্রাত্মিকাং বিদ্যাং, ধন্যোঽস্মীতি চ বিশেষতো ভাবয়েৎ ॥ ১৩৩ ॥

মহাপ্রসাদং শিষ্যায় দত্ত্বা তৎ পায়সং গুরুঃ।
নিদধ্যাদক্ষতান্মূর্ধ্নি তস্য যচ্ছন্ শুভাশিষম্ ॥১৩৪॥

অনুবাদ—শ্রীগুরুদেব শিষ্যকে শ্রীভগবানে নিবেদিত উপযুক্ত পরিমাণ মহাপ্রসাদরূপ পায়স দিয়া—তোমার আয়ু, আরোগ্য, ঐশ্বর্য্য, জয়, সৌভাগ্য প্রভৃতি লাভ হোক—এইরূপ শুভাশীর্ব্বাদ উচ্চারণ পূর্ব্বক তাহার মস্তকে অক্ষত প্রদান করিবেন ॥ ১৩৪ ॥

গুরুণা কৃপয়া দত্তং শিষ্যশ্চাবাপ্য তং মনুম্।
অষ্টোত্তরশতং জপ্ত্বা সময়ান্ শৃণুয়াত্ততঃ ॥ ১৩৫ ॥

অনুবাদ—শ্রীগুরুদেব কৃপাপূর্ব্বক যে মন্ত্র দান করিবেন, শিষ্যও সেই মন্ত্র লাভ করিয়া একশত আটবার জপ করিয়া শ্রীগুরু-পাদপদ্ম হইতে আচার, ন্যাস, ধ্যানাদি এবং অন্যান্য বৈষ্ণবধর্ম্ম শ্রবণ করিবে ॥ ১৩৫ ॥

টীকা—তদ্ভগবন্নিবেদিতং পুরুষাহারপরিমিতং মহাপ্রসাদরূপং পায়সং দত্ত্বা; শুভাশিষঃ—আয়ুরারোগ্যমৈশ্বর্য্যমবিনাশঃ স্বয়ং জয়ঃ। সৌভাগ্যঞ্চ—পুনশ্চায়ুর্যুষ্মাকং চাস্তু সর্ব্বদেত্যাদ্যুক্তাঃ। জপ্ত্বা আবর্ত্ত্য, ততস্তস্মাদ্গুরোঃ সকাশাৎ সময়ান্ আচারান্ ন্যাসধ্যানাদীন্ অন্যানপি বৈষ্ণবধর্ম্মান্ শৃণুয়াৎ ॥ ১৩৪-১৩৫ ॥

অথ সময়াঃ

শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে—

স্বমন্ত্রো নোপদেষ্টব্যো বক্তব্যশ্চ ন সংসদি।
গোপনীয়ং তথা শাস্ত্রং রক্ষণীয়ং শরীরবৎ ॥১৩৬॥

অনুবাদ—শ্রীনারদ পঞ্চরাত্রে বর্ণিত হইয়াছে—শিষ্য গুরুদেব হইতে প্রাপ্ত মন্ত্র কাহাকেও উপদেশ করিবে না এবং জন সমক্ষে উচ্চারণ করিবে না। এই প্রকারে শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্র কিংবা পূজাদি বিষয়ক গ্রন্থ গোপন রাখিবে এবং নিজের শরীরের মত সর্ব্বপ্রযত্নে রক্ষা করিবে ॥ ১৩৬ ॥

টীকা—শাস্ত্রম্—শ্রীভাগবতাদি পূজাদিসম্বন্ধি বা ॥ ১৩৬ ॥

বৈষ্ণবানাং পরা ভক্তিরাচার্য্যাণাং বিশেষতঃ।
পূজনঞ্চ যথাশক্তি তানাপন্নাংশ্চ পালয়েৎ ॥ ১৩৭ ॥

অনুবাদ—বৈষ্ণবগণের প্রতি বিশেষতঃ আচার্য্যগণের প্রতি ভক্তি প্রদর্শন, যথাশক্তি তাঁহাদের পূজা এবং আপদ্গত হইলে তাঁহাদের রক্ষণাবেক্ষণ করিবে ॥ ১৩৭ ॥

টীকা—আপন্নান্ আপদ্গতান্ সতঃ ॥ ১৩৭ ॥

প্রাপ্তমায়তনাদ্বিষ্ণোঃ শিরসা প্রণতো বহেৎ।
নিক্ষিপেদপ্সু তো ন পতেদবনৌ যথা ॥ ১৩৮ ॥

অনুবাদ—শ্রীবিষ্ণুর মন্দির হইতে নির্ম্মাল্যাদি প্রাপ্ত হইলে প্রণাম-পূর্ব্বক তাহা মস্তকে ধারণ করিবে

তারপর উহা জলে নিক্ষেপ করিবে, দেখিবে যেন মাটিতে না পড়ে ॥ ১৩৮ ॥

টীকা—প্রাগুক্তং নির্ম্মাল্যাদি, অতএবোক্তং তত্রৈব প্রায়শ্চিত্তপ্রকরণে—'বিষ্ণোর্নিবেদিতং প্রাপ্য নিক্ষেপেৎ যত্র কুত্রচিৎ। অযোগ্যস্যাথ বা দদ্যাৎ সোঽয়-মষ্টশতং জপেৎ ॥' ইতি ॥ ১৩৮ ॥

সোমসূর্য্যান্তরস্থঞ্চ গবাশ্বত্থাগ্নিমধ্যগম্ ।
ভাবয়েদ্দেবতং বিষ্ণুং গুরুবিপ্রশরীরগম্ ॥ ১৩৯ ॥

অনুবাদ—শ্রীবিষ্ণুকে সোমসূর্য্যের মধ্যবর্ত্তী, গো অশ্বত্থ এবং অগ্নির অর্ন্তগত এবং, গুরু ও ব্রাহ্মণের দেহ মধ্যগত রূপে ভাবনা করিবে ॥ ১৩৯ ॥

যত্র যত্র পরীবাদো মাৎসর্য্যাচ্ছ্রূয়তে গুরোঃ ।
তত্র তত্র ন বক্তব্যং নির্য্যায়াৎ সংস্মরন্ হরিম্ ॥১৪০

অনুবাদ—মাৎসর্য্য বশতঃ যদি কখনও শ্রীগুরু-পাদপদ্মের নিন্দা বা সমালোচনাশ্রুত হয় তাহা হইলে শ্রীবিষ্ণুস্মরণ পূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ সেস্থান ত্যাগ করিবে ॥ ১৪০ ॥

যৈঃ কৃতা চ গুরোর্নিন্দা বিভোঃ শাস্ত্রস্য নারদ ।
নাপি তৈঃ সহ বস্তব্যং বক্তব্যং বা কথঞ্চন ॥১৪১॥

অনুবাদ—হে নারদ যাহারা গুরুনিন্দা, ভগবৎ নিন্দা এবং শাস্ত্র নিন্দা করে তাহাদিগের স্কন্দে কখ-নও অবস্থান বা কথোপকথন করিবে না ॥ ১৪১ ॥

টীকা—বিভোর্ভগবতঃ ॥ ১৪১ ॥

প্রদক্ষিণে প্রয়াণে চ প্রদানে চ বিশেষতঃ ।
প্রভাতে চ প্রবাসে চ স্বমন্ত্রং বহুশঃ স্মরেৎ ॥ ১৪২ ॥

অনুবাদ—বিশেষতঃ প্রদক্ষিণ, গমন ও দানকালে, সকালবেলা এবং প্রবাসে থাকিলে নিজের ইষ্টমন্ত্র বারংবার স্মরণ করিবে ॥ ১৪২ ॥

স্বপ্নে বাক্ষিসমক্ষং বা আশ্চর্য্যমতিহর্ষদম্ ।
অকস্মাদ্‌যদি জায়েত ন খ্যাতব্যং গুরোর্বিনা ॥১৪৩

অনুবাদ—স্বপ্নে বা চোখের সামনে কোন অত্যা-শ্চর্য্য আনন্দদায়ক ঘটনা ঘটিলে তাহা গুরুভিন্ন অন্য কাহাকেও বলিবে না ॥ ১৪৩ ॥

পঞ্চরাত্রান্তরে—

সময়াংশ্চ প্রবক্ষ্যামি সংক্ষেপাৎ পঞ্চরাত্রকাৎ ।
ন ভক্ষয়েন্মৎস্যমাংসং কূর্ম্মশূকরকাংস্তথা ॥ ১৪৪ ॥
কাংস্যপাত্রে ন ভুঞ্জীত ন প্লক্ষবটপত্রয়োঃ ।
দেবাগারে ন নিষ্ঠীবেৎ ক্ষুতং চাত্র বিবর্জ্জয়েৎ ।
ন সোপানৎকচরণঃ প্রবিশেদন্তরং ক্বচিৎ ॥ ১৪৫ ॥

অনুবাদ—পঞ্চরাত্রে, যেরূপ বর্ণিত আছে তাহা হইতে সংক্ষেপে আচারসমূহ বর্ণন করিতেছি—মৎস্য, মাংস, কূর্ম্ম এবং বরাহ ভোজন করিবে না। কাংস্য পাত্রে, অশ্বত্থপাত্রে অথবা বটপাত্রে ভক্ষণ করিবে না, দেবালয়ে থুতু ফেলিবে না এবং হাঁচি বর্জ্জন করিবে, পাদুকাপরিয়া কখনও দেবালয়ে প্রবেশ করিবে না ॥ ১৪৪-১৪৫ ॥

টীকা—মৎস্যমাংসে নিষিদ্ধেঽপি পুনঃ কূর্ম্মাদি-নিষেধঃ কদাচিদ্রোগাদিনা মাংসাশিনোঽপ্যবশ্যং তদ্বর্জ্জনায় ॥ ১৪৪ ॥

টীকা—দেবাগার ইত্যগ্রেঽপ্যনুবর্ত্তত এব; ততশ্চ অন্তরং দেবাগারাভ্যন্তরমিত্যর্থঃ। ক্বচিৎ কদাচিদপি, যদ্বা, কস্মিংশ্চিদপি দেবাগারে ॥ ১৪৫ ॥

একাদশ্যাং ন চাশ্নীয়াৎ পক্ষয়োরুভয়োরপি ।
জাগরং নিশি কুর্ব্বীত বিশেষাচ্চার্চ্চয়েদ্বিভুম্ ॥১৪৬॥

অনুবাদ—শুক্ল এবং কৃষ্ণ কোন পক্ষেরই একা-দশীতে আহার করিবে না বিশেষ করিয়া একাদশীর রাত্রিতে জাগরণ ও শ্রীভগবানের পূজা করিবে ॥১৪৬

টীকা—বিশেষাদিতি অন্যতিথিভ্যো বিশেষেণ একাদশ্যাং তত্রাপি বিশেষতো জাগরণেনার্চ্চয়ে-দিত্যর্থঃ ॥ ১৪৬ ॥

সম্মোহনতন্ত্রে চ—

গোপয়েদ্দেবতামিষ্টাং গোপয়েদ্গুরুমাত্মনঃ।
গোপয়েচ্চ নিজং মন্ত্রং
গোপয়েন্নিজমালিকাম্ ॥ ১৪৭ ॥ ইতি ॥

অনুবাদ—সম্মোহন তন্ত্রে বলা হইয়াছে ইষ্টদেব ও শ্রীগুরুদেবকে গোপন করিবে, মন্ত্রও গোপনীয় এবং শ্রীমালিকাকেও গোপনে রাখিবে ॥ ১৪৭ ॥

———

চতুর্মুক্শতসংখ্যেষু প্রাগ্ গুরোঃ সময়েষু চ।
শিষ্যেণাঙ্গীকৃতেষ্বেব দীক্ষা কৈশ্চন মন্যতে ॥১৪৮॥

অনুবাদ—শ্রীগুরুদেবের দেওয়া একশত চারিটি (সময়া) নিয়ম যদি শিষ্য অঙ্গীকার করে তাহা হইলেই দীক্ষা হইতে পারে, কেহ কেহ এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়া থাকেন ॥ ১৪৮ ॥

টীকা—সময়-শ্রবণে মতান্তরং লিখতি—চতুর্যু-গিতি। প্রাক্ প্রথমং গুরোঃ সকাশাদঙ্গীকৃতেষ্বেব ॥ ১৪৮ ॥

———

তথা চ বিষ্ণুযামলে—

গুরু পরীক্ষয়েচ্ছিষ্যং সংবৎসরমতন্দ্রিতঃ।
নিয়মান্ বিহিতান্ বর্জ্জ্যান্ শ্রাবয়েচ্চ চতুঃশতম্ ॥১৪৯
ব্রাহ্মে মুহূর্ত্ত উত্থানং মহাবিষ্ণোঃ প্রবোধনম্।
নীরাজনঞ্চ বাদ্যেন প্রাতঃস্নানং বিধানতঃ ॥ ১৫০ ॥
বিশুদ্ধাহতযুগ্বস্ত্রধারণং দেবতার্চ্চনম্।
গোপীচন্দনমৃৎস্নায়াঃ সর্ব্বদা চোর্দ্ধ্বপুণ্ড্রকম্ ॥ ১৫১ ॥
পঞ্চায়ুধানাং বিধৃতিশ্চরণামৃতসেবনম্।
তুলসীমণিমালাদিভূষাধারণমন্বহম্
নির্ম্মাল্যোদ্বাসনং বিষ্ণোস্তচ্চন্দনবিলেপনম্ ॥ ১৫২ ॥
শালগ্রামশিলাপূজা প্রতিমাসু চ ভক্তিতঃ।
নির্ম্মাল্যতুলসীভক্ষস্তুলস্যাবচয়ো বিধেঃ ॥ ১৫৩ ॥
বিধিনা তান্ত্রিকী সন্ধ্যা শিখাবন্ধো হি কর্ম্মণি।
বিষ্ণুপাদোদকেনৈব পিতৄণাং তর্পণক্রিয়া।
মহারাজোপচারৈশ্চ শক্ত্যাং সংপূজনং হরেঃ ॥১৫৪॥
বিষ্ণুভক্ত্যবিরোধেন নিত্যনৈমিত্তিকী ক্রিয়া।
ভূতশুদ্ধ্যাদিকরণং ন্যাসাঃ সর্ব্বে যথাবিধি ॥ ১৫৫ ॥
নবীনফলপুষ্পাদের্ভক্তিতঃ সংনিবেদনম্।
তুলসীপূজনং নিত্যং শ্রীভাগবতপূজনম্ ॥ ১৫৬ ॥
ত্রিকালং বিষ্ণুপূজা চ পুরাণশ্রুতিরন্বহম্।
বিষ্ণোর্নিবেদিতানাং বৈ বস্ত্রাদীনাঞ্চ ধারণম্ ॥১৫৭॥
সর্ব্বেষাং পুণ্যকার্য্যাণাং স্বামিদৃষ্ট্যা প্রবর্ত্তনম্।
গুর্ব্বাজ্ঞাগ্রহণং তত্র বিশ্বাসো গুরুণোদিতে ॥ ১৫৮ ॥
যথাস্বমুদ্রারচনং গীতনৃত্যাদিভক্তিতঃ।
শঙ্খাদিধ্বনিমাঙ্গল্য-লীলাদ্যভিনয়ো হরেঃ।
নিত্যহোমবিধানঞ্চ বলিদানং যথাবিধি ॥ ১৫৯ ॥
সাধূনাং স্বাগতং পূজা শেষনৈবেদ্যভোজনম্।
তাম্বূলশেষগ্রহণং বৈষ্ণবৈঃ সহ সঙ্গমঃ ॥ ১৬০ ॥
বিশিষ্টধর্ম্মজিজ্ঞাসা দশম্যাদিদিনত্রয়ে।
ব্রতে নিয়মতঃ স্বাস্থ্যং সন্তোষো যেন কেন বৈ ॥১৬১॥
পর্ব্বযাত্রাদিকরণং বাসরাষ্টকসদ্বিধিঃ।
বিষ্ণোঃ সর্ব্বর্ত্তুচর্য্যা চ মহারাজোপচারতঃ ॥ ১৬২ ॥

অনুবাদ—এই বিষয়ে বিষ্ণুযামলে বলা হইয়াছে —শ্রীগুরুদেব মনোযোগ সহকারে এক বৎসর কাল শিষ্যকে পরীক্ষা করিবেন এবং একশত চারিটি পালনীয় এবং পরিত্যাজ্য নিয়ম শ্রবণ করাইবেন।

সেই নিয়মগুলি এক্ষণে বলা হইতেছে—১। ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে শয্যাত্যাগ। ২। মহাবিষ্ণুর জাগরণ। ৩। বাদ্য-সংযোগে নীরাজন। ৪। যথাবিধি প্রাতঃ স্নান। ৫। বিশুদ্ধ নবীন পরিধেয় ও উত্তরীয় ধারণ। ৬। তর্পণাদি দ্বারা জলে স্বীয় ইষ্টদেবতার পূজন। ৭। গোপী চন্দন মৃত্তিকার দ্বারা সর্ব্বদা ঊর্দ্ধ্বপুণ্ড্র-ধারণ। ৮। নিত্য আয়ুধ পঞ্চক অর্থাৎ দেহে যথা-যথ শঙ্খ চক্র গদা খড়্গ ও সশর শরাসন ধারণ। ৯। চরণামৃত সেবন। ১০। প্রত্যহ তুলসী এবং মণিমালাদি অলংকার ধারণ। ১১। শ্রীবিষ্ণুর নির্ম্মাল্য অপসারণ। ১২। অঙ্গে শ্রীবিষ্ণুর নির্ম্মাল্য চন্দন লেপন। ১৩। শ্রীশালগ্রামশিলা এবং প্রতিমা সকলে ভক্তিসহকারে আরাধ্য দেবতার পূজা। ১৪। নির্ম্মাল্য তুলসী ভক্ষণ। ১৫। যথাবিধানে তুলসী চয়ন। ১৬। যথাবিধি তান্ত্রিকী সন্ধ্যার উপাসনা। ১৭। ধর্ম্মকার্য্যে শিখাবন্ধন। ১৮। বিষ্ণু পাদোদকদ্বারা পিতৃগণের তর্পণ। ১৯। সমর্থ হইলে মহারাজোপচারে শ্রীহরির পূজা। ২০। বিষ্ণুভক্তির অবিরোধী নিত্য নৈমিত্তিকী ক্রিয়ার অনুষ্ঠান। ২১।

ভূতশুদ্ধি প্রভৃতি ও ন্যাস-সমূহ যথা বিধানে সম্পাদন। ২২। শ্রীভগবানকে নূতন ফলপুষ্পাদি ভক্তিসহকারে নিবেদন। ২৩। নিত্য তুলসী-পূজা। ২৪। নিত্য ভাগবতপূজা। ২৫। প্রতিদিন ত্রিকাল বিষ্ণুর পূজা। ২৬। নিত্যভাগবতাদি পুরাণ শ্রবণ। ২৭। বিষ্ণুর নিবেদিত বস্ত্রাদি ধারণ। ২৮। শ্রীভগবানের দাস-রূপে সৎকর্ম্মসকলে অংশগ্রহণ। ২৯। শ্রীগুরুদেবের নির্দ্দেশ গ্রহণ। ৩০। শ্রীগুরূপদিষ্ট বাক্যে বিশ্বাস। ৩১। স্বীয় মন্ত্রদেবতানুসারে তিলক ধারণ। ৩২-৩৩। ভক্তিভাবে গীত নৃত্যাদি। ৩৪। শ্রীহরির সম্বন্ধে শঙ্খাদির মঙ্গলধ্বনি। ৩৫। লীলাদির অভিনয়। ৩৬। যথা বিধানে প্রত্যহ হোম। ৩৭। যথা বিধানে নিত্য নৈবেদ্য অর্পণ। ৩৮। সাধুগণের স্বাগত ও অর্চ্চনা। ৩৯। শেষ নৈবেদ্য ভক্ষণ। ৪০। প্রসাদী তাম্বুল গ্রহণ। ৪১। বৈষ্ণবসঙ্গ। ৪২। ভগবৎ-ধর্ম্মের বিষয় জিজ্ঞাসা। ৪৩। দশমী, একাদশী এবং দ্বাদশী এই তিন দিনে বিহিত ব্রত বিষয়ে যথা-বিধানে শ্রদ্ধাসহকারে স্থৈর্য্য অবলম্বন। ৪৪। যে কোন প্রকার অবস্থাতেই সর্ব্বদা সন্তোষ। ৪৫। পর্ব্ব ও যাত্রাদি পালন। ৪৬। যথাবিধি অষ্টমহাদ্বাদশী পালন। ৪৭। বসন্তাদি সমস্ত ঋতুতে মহারাজোপ-চারে শ্রীবিষ্ণুর পরিচর্য্যা ॥ ১৪৯-১৬২ ॥

টীকা—বিহিতান্ বিধেয়ানিত্যর্থঃ ; চতুর্যুক্তশতম্ ॥ ১৪৯ ॥

টীকা—অত্রাদৌ দ্বিপঞ্চাশদ্বিহিতানাহ—ব্রাহ্ম ইত্যাদিনা চিন্তনমিত্যন্তেন ॥ ১৫০ ॥

টীকা—বিশুদ্ধঞ্চ পবিত্রম্, আহৃতঞ্চ নূতনম্, পাঠান্তরে বিশুদ্ধেন জলেনাহৃতমানীতং যৎ যুগ্বস্ত্রং বস্ত্রযুগ্মং তস্য ধারণম্ ; দেবতায়া নিজেষ্টদৈবতস্য অর্চ্চনং তর্পণাদিনা জলে পূজনম্ ; পাঠান্তরেঽপি স এবার্থঃ ॥ ১৫১ ॥

টীকা—শালগ্রামশিলায়াং পূজা প্রতিমাসু চ পূজেত্যেষ একো নিয়মঃ, নির্ম্মাল্যতুলস্যা ভক্ষঃ ভক্ষ-ণম্ ; ভূষেতি বা পাঠঃ ; ভূষণত্বেন মস্তকাদৌ ধারণ-মিত্যর্থঃ ; বিধের্যথাবিধীত্যর্থঃ ॥ ১৫৩ ॥

টীকা—শক্ত্যাং শক্তৌ সত্যাম্, শক্ত্যেতি পাঠেঽপি স এবার্থঃ, এবমগ্রেঽপি ॥ ১৫৪ ॥

টীকা—যা বিষ্ণুভক্ত্যা সহ বিরুদ্ধা ন ভবতী-ত্যর্থঃ ; পাঠান্তরং স্পষ্টম্ ॥ ১৫৫ ॥

টীকা—পুরাণানাং শ্রীভাগবতাদীনাং শ্রুতিঃ শ্রবণম্ ॥ ১৫৭ ॥

টীকা—স্বামিদৃষ্ট্যা ভগবদাজ্ঞাবুদ্ধ্যা ; যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমীতি বুদ্ধ্যা বা ; যদ্বা, স্বামীতি বুদ্ধ্যা দাসভাবেনেত্যর্থঃ ॥ ১৫৮ ॥

টীকা—যথাস্বং নিজমন্ত্রদেবতানুসারেণ মুদ্রাণাং রচনং বন্ধনম্ ; তথা স্বেতি পাঠেঽপি স এবার্থঃ ॥ ১৫৯ ॥

টীকা—স্বাগতং পূজা চেত্যেক এব নিয়মঃ, বিশেষতো ধর্ম্মস্য বৈষ্ণবকৃতস্য ; যদ্বা, বিশিষ্টধর্ম্মস্য ভগবদ্ধর্ম্মস্য জিজ্ঞাসা ; দশম্যাদিদিনত্রয়েষু দশম্যেকা-দশীদ্বাদশীষু যদ্ব্রতঞ্চ ভক্ষণাদিনিয়মস্তস্মিন্ নিয়মেন (নিশ্চয়েন) স্বাস্থ্যং শ্রদ্ধয়া স্থৈর্য্যমিত্যর্থঃ। পর্ব্ব জন্মাষ্টম্যাদিমহোৎসবঃ, যাত্রা দেবালয়াদিগমনম্, আদিশব্দেন তুলসীপুষ্পবাটিকাদি-তত্তদ্বিধানং, বাস-রাষ্টকম্ অষ্ট মহাদ্বাদস্যঃ, তস্য সদ্বিধিঃ সৎকারঃ, যথাবিধি প্রতিপালনমিত্যর্থঃ। সর্ব্বেষু ঋতুষু বসন্তা-দিষুচর্য্যা তত্তৎকালীনপুষ্পাদিভিঃ পরিচর্য্যা দোলান্দো-লনাদি-ক্রিয়া বা ; সা চ মহারাজোপচারতঃ শক্তৌ সত্যামিতি জ্ঞেয়ম্ ॥ ১৬০-১৬২ ॥

সর্ব্বেষাং বৈষ্ণবাণাঞ্চ ব্রতানাং পরিপালনম্।
গুরাবীশ্বরভাবশ্চ তুলসীসংগ্রহঃ সদা ॥ ১৬৩ ॥
শয়নাদ্যুপচারশ্চ রামাদীনাঞ্চ চিন্তনম্ ॥ ১৬৪ ॥
সন্ধ্যয়োঃ শয়নং নৈব ন শৌচং মৃত্তিকাং বিনা।
তিষ্ঠতাচমনং নৈব তথা গুর্ব্বাসনাসনম্ ॥ ১৬৫ ॥

অনুবাদ—৪৮। বৈষ্ণব ব্রতসমূহের পরিপালন। ৪৯। শ্রীগুরুদেবে ঈশ্বর অভিন্নভাব। ৫০। সর্ব্বদা তুলসী সংগ্রহ। ৫১। শয্যাদি উপচার। ৫২। রাম আদির ভাবনা। ৫৩। উভয় সন্ধ্যায় শয়ন পরিত্যাগ। ৫৪। মৃত্তিকা দিয়া সর্ব্বদা শৌচকরণ ৫৫। দণ্ডায়-মান অবস্থায় আচমন না করা। ৫৬। শ্রীগুরুদেবের আসনে না বসা ॥ ১৬৩-১৬৫ ॥

টীকা—শয়নং শয্যা, আদিশব্দাৎ পাদসংবাহ-নাদিঃ, তত্তদ্রূপো বা উপচারঃ ; রামাদীনাং চিন্তনং—

—'রামং স্কন্দং হনুমন্তং বৈনতেয়ং বৃকোদরম্। শয়নে যঃ স্মরেন্নিত্যং দুঃস্বপ্নস্তস্য নশ্যতি ইত্যাদ্যুক্তেঃ ॥ ১৬৪ ॥

টীকা—অধুনা বর্জ্জ্যান্ দ্বিপঞ্চাশন্নিয়মানাহ—সন্ধ্যয়োরিত্যাদিনা সদেত্যন্তেন। তথাশব্দেন নৈবেতি সর্ব্বত্রাগ্রেঽপ্যনুবর্ণ্যতে ॥ ১৬৫ ॥

———

গুর্ব্বগ্রে পাদবিস্তারশ্ছায়ায়া লঙ্ঘনং গুরোঃ।
শক্তৌ স্নানক্রিয়াহানির্দ্দেবতার্চ্চনলোপনম্ ॥ ১৬৬ ॥
দেবতানাং গুরূণাঞ্চ প্রত্যুত্থানাদ্যভাবনম্।
গুরোঃ পুরস্তাৎ পাণ্ডিত্যং প্রোঢ়পাদক্রিয়া তথা ॥১৬৭
অমন্ত্রতিলকাচামো নীলীবস্ত্রবিধারণম্।
অভক্তৈঃ সহ মৈত্র্যাদি অসচ্ছাস্ত্রপরিগ্রহঃ।
তুচ্ছসঙ্গসুখাসক্তির্মদ্যমাংসনিষেবণম্ ॥ ১৬৮ ॥
মাদকৌষধসেবা চ মসূরাদ্যন্নভোজনম্।
শাকং তুম্বীকলঞ্জাদি তথাঽভক্তান্নসংগ্রহঃ।
অবৈষ্ণবব্রতারম্ভস্তথা জপ্যমবৈষ্ণবম্ ॥ ১৬৯ ॥
অভিচারাদিকরণং শক্ত্যা গৌণোপচারকম্।
শোকাদিপারবশ্যঞ্চ দিগ্‌বিদ্ধৈকাদশীব্রতম্ ॥ ১৭০ ॥
শুক্লা-কৃষ্ণা-বিভেদশ্চাসদ্ব্যাপারো ব্রতে তথা।
শক্তৌ ফলাদিভুক্তিশ্চ শ্রাদ্ধং চৈকাদশীদিনে ॥ ১৭১ ॥
দ্বাদশ্যাঞ্চ দিবাস্বাপস্তুলস্যবচয়স্তথা।
তত্র বিষ্ণোর্দিবাস্নানং শ্রাদ্ধং হর্য্যনিবেদিতৈঃ ॥১৭২॥
বৃদ্ধাবতুলসীশ্রাদ্ধং তথা শ্রাদ্ধমবৈষ্ণবম্।
চরণামৃতপানেঽপি শুদ্ধ্যর্থাচমনক্রিয়া ॥ ১৭৩ ॥
কাষ্ঠাসনোপবিষ্টেন বাসুদেবস্য পূজনম্।
পূজাকালেঽসদালাপঃ করবীরাদিপূজনম্ ॥ ১৭৪ ॥
আয়সং ধূপপাত্রাদি তির্য্যক্‌পুণ্ড্রং প্রমাদতঃ।
পূজা চাসংস্কৃতৈর্দ্রব্যৈস্তথা চঞ্চলচিত্ততঃ ॥ ১৭৫ ॥
একহস্তপ্রণামাদি অকালে স্বামিদর্শনম্।
পর্য্যুষিতাদিদুষ্টানামন্নাদীনাং নিবেদনম্ ॥ ১৭৬ ॥
সংখ্যাং বিনা মন্ত্রজপস্তথা মন্ত্রপ্রকাশনম্।
সদা শক্ত্যাং মুখ্যলোপো গৌণকালপরিগ্রহঃ ॥ ১৭৭ ॥
প্রসাদাগ্রহণং বিষ্ণোর্বর্জ্জয়েদ্বৈষ্ণবঃ সদা।
চতুঃশতং বিধীনেতান্ নিষেধান্ শ্রাবয়েদ্‌গুরুঃ ॥১৭৮

অনুবাদ—৫৭-৫৮। শ্রীগুরুদেবের অগ্রে পাদ-বিস্তার ও শ্রীগুরুর ছায়া লঙ্ঘন না করণ। ৫৯। শক্তি বর্ত্তমানে স্নান অকরণ। ৬০। দেবপূজা বিলুপ্ত না করা। ৬১। দেবতা এবং গুরুবর্গের প্রত্যুত্থানাদি অকরণ। ৬২। শ্রীগুরুদেবের সম্মুখে পাণ্ডিত্য প্রকাশ অকরণ। ৬৩। উর্দ্ধজানু হইয়া উপবেশন না করা। ৬৪। মন্ত্রছাড়া তিলকরচনা ও আচমন অকরণ। ৬৫। নীলবস্ত্রধারণ অকরণ। ৬৬। অভক্ত অর্থাৎ ভগবৎ বহির্ম্মুখ জনের সহিত বন্ধুত্ব অকরণ। ৬৭। অসৎ-শাস্ত্র গ্রহণ অকরণ। ৬৮। তুচ্ছসঙ্গে এবং তুচ্ছসুখে অনাসক্ত হওয়া। ৬৯। মদ্যমাংস সেবন অকরণ। ৭০। মাদকৌষধ সেবন অকরণ। ৭১। মসুরডাল এবং দগ্ধ অন্নাদি গ্রহণ অকরণ। ৭২। শাক ভোজন অকরণ। ৭৩। তুম্বী, কলঞ্জ এবং বৃন্তকাদি ভোজন না করা। ৭৪। অবৈষ্ণবজনের নিকট হইতে অন্ন সংগ্রহ অকরণ। ৭৫। বিষ্ণুসম্বন্ধরহিত ব্রতাদির অনুশীলন অকরণ। ৭৬। বিষ্ণুমন্ত্র ব্যতীত অন্যমন্ত্রজপ অকরণ। ৭৭। অভিচারাদি অর্থাৎ উচাটন, বশীকরণ প্রভৃতি না করা। ৭৮। শক্তি থাকিতেও গৌণ উপচার অর্পণ না করা। ৭৯। শোকাদির বশীভূত না হওয়া। ৮০। দশমী বিদ্ধা একাদশী ব্রতপলন না করা। ৮১। শুক্ল এবং কৃষ্ণ উভয় পক্ষীয় একাদশীতে প্রভেদ না করা। ৮২। ব্রতাবলম্বন করিয়া দ্যূতাদি ক্রীড়া না করা। ৮৩। শক্তিবিদ্যমানে ব্রত-দিবসে ফলাদি ভোজন না করা। ৮৪। একাদশী দিনে শ্রাদ্ধ না করা। ৮৫। দ্বাদশীদিবসে দিবাভাগে নিদ্রা না যাওয়া। ৮৬। দ্বাদশীদিবসে তুলসী চয়ন না করা। ৮৭। দ্বাদশীদিনে বিষ্ণুকে দিনের বেলা স্নান না করান। ৮৮। হরিকে অনিবেদিত অন্ন দ্বারা শ্রাদ্ধ না করা। ৮৯। বৃদ্ধিশ্রাদ্ধে তুলসী ব্যতীত শ্রাদ্ধকার্য্য করা। ৯০। অবৈষ্ণবশ্রাদ্ধ না করা অর্থাৎ বৈষ্ণবপুরোহিত রহিত অথবা ভগবদ্-নিবেদিত অন্নাদি রহিত শ্রাদ্ধ না করা। ৯১। চরণা-মৃত পান করিয়াও শুদ্ধির জন্য অন্যজল গ্রহণ করিয়া আচমন না করা। ৯২। কাষ্ঠাসনে বসিয়া বাসু-দেবের পূজা না করা। ৯৩। পূজাকালে অসৎকথা না বলা। ৯৪। গৃহ-করবীর এবং আকন্দপুষ্পাদি-দ্বারা ভগবানের পূজা না করা। ৯৫। লৌহ নির্ম্মিত ধূপপাত্রাদি ব্যবহার না করা। ৯৬। প্রমাদবশেও

বক্র তিলক ধারণ না করা। ৯৭। অসংস্কৃত দ্রব্য দ্বারা ও ৯৮। চঞ্চলচিত্তে ভগবানের পূজা না করা ৯৯। এক হস্ত দ্বারা প্রণাম ও একবার মাত্র প্রদক্ষিণ না করা। ১০০। অসময়ে দেবদর্শন না করা। ১০১। সংখ্যা ব্যতীত মন্ত্রজপ না করা। ১০২। মন্ত্রপ্রকাশ না করা। ১০৩। শক্তি বিদ্যমানে মুখ্য সময়ের লোপ করিয়া গৌণ সময়ের স্বীকার না করা এবং ১০৪। বিষ্ণুর প্রসাদ গ্রহণে অনঙ্গীকার না করা এই একশত চারিটি বিধি ও নিষেধাত্মক বৈষ্ণবকৃত্য শিষ্যকে শ্রীগুরুদেব শ্রবণ করাইবেন ॥ ১৬৬-১৭৮ ॥

টীকা—প্রত্যুত্থানাদীনাম্ অভাবনম্ অকরণমিত্যর্থঃ। প্রৌঢ়পাদলক্ষণমুক্তম্—'আসনারূঢ়পাদস্ত জানুনোর্বাথ জঙ্ঘয়োঃ। কৃতাবসক্থিকো যস্ত প্রৌঢ়পাদঃ স উচ্যতে ॥' ১৬৭ ॥

টীকা—মন্ত্রং বিনা তিলকম্ আচামশ্চাচমনমিতি, দ্বাভ্যামেক এব নিয়মঃ ॥ ১৬৮ ॥

টীকা—আদিশব্দেন দগ্ধান্নাদি, আদিশব্দাৎ বৃন্তাকাদি, অভক্তাৎ অবৈষ্ণবাৎ অন্নস্য সংগ্রহঃ পরিগ্রহঃ, সংগ্রহশব্দেন ক্ষুৎপীড়য়োদরভরণমাত্রান্নগ্রহণমনুজ্ঞাতম্ ॥ ১৬৯ ॥

টীকা—দিক্ দশমী, ব্রতে অসদ্ব্যাপারঃ দ্যূতক্রীড়াদিঃ ॥ ১৬৯-১৭১ ॥

টীকা—তত্র দ্বাদশ্যাম্ ॥ ১৭২ ॥

টীকা—বৃদ্ধৌ বৃদ্ধিশ্রাদ্ধে, তুলসীং বিনা শ্রাদ্ধম্, অবৈষ্ণবং বৈষ্ণবজনরহিতং ভগবদনিবেদিতান্নাদিবিহিতং বা, চরণামৃতপানে সত্যপি শুদ্ধ্যর্থম্ ইতরজলপান-বিহিতাচমনং যথাকথঞ্চিৎ পূর্ব্বজাতশুদ্ধেঃ পাবিত্র্যায়াচমনমিত্যর্থঃ ॥ ১৭৩ ॥

টীকা—করবীরশব্দেন গৃহকরবীরম্, আদিশব্দাচ্চার্কাদি জ্ঞেয়ং, তেন যন্ত্রগবতঃ পূজনং তৎ ॥১৭৪

টীকা—প্রমাদতোঽপি ॥ ১৭৫ ॥

টীকা—আদি-শব্দেন একপ্রদক্ষিণাদি, যদ্যপি এতৎ সর্ব্বমগ্রে লেখ্যতত্তৎপ্রকরণে বিশেষতোঽভিব্যক্তং ভাবি, তথাপি সুখবোধায়াত্র কিঞ্চিদ্বিবৃতম্ ॥ ১৭৬ ॥

টীকা—শক্ত্যাং শক্তৌ সত্যামপি, কদাসক্ত্যেতি পাঠে কুৎসিত-কর্ম্মাদ্যভিনিবেশেন মুখ্যকালস্য লোপঃ, অতএব গৌণকালস্য পরিগ্রহ ইত্যেক এব নিয়মঃ ॥ ১৭৭ ॥

———

অঙ্গীকারে কৃতে বাঢ়ং তন্নীরাজনপূর্ব্বকম্।
দেবপূজাং কারয়িত্বা
দক্ষকর্ণে মনুং জপেৎ ॥ ১৭৯ ॥ ইতি।

অনুবাদ—শিষ্য 'বাঢ়ম্' বলিয়া অঙ্গীকার করিলে গুরুদেব তাহার নীরাজন পূর্ব্বক দেবপূজা করাইয়া তাহার দক্ষিণকর্ণে মন্ত্রজপ করিবেন ॥ ১৭৯ ॥

টীকা—বাঢ়ম্ অঙ্গীকারে শিষ্যেণ তেষাং স্বীকারে কৃতে সতি, তস্য শিষ্যস্য নীরাজনপূর্ব্বকম্ ॥১৭৯॥

———

ততশ্চোত্থায় পূর্ণাত্মা দণ্ডবৎ প্রণমেদ্গুরুম্।
তৎপাদপঙ্কজং শিষ্যঃ প্রতিষ্ঠাপ্য স্বমূর্দ্ধনি ॥ ১৮০ ॥

অনুবাদ—তারপর শিষ্য সানন্দে গাত্রোত্থান করিয়া শ্রীগুরুপাদপদ্ম নিজের মাথার উপর বহু সময় ধরিয়া ভক্তির সহিত রাখিয়া শ্রীগুরুদেবকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিবে ॥ ১৮০ ॥

টীকা—তস্য গুরোঃ পাদপঙ্কজং স্বীয়মূর্দ্ধনি প্রতিষ্ঠাপ্য চিরং ভক্ত্যা নিধায় ॥ ১৮০ ॥

———

অথ ন্যাসান্ গুরুঃ স্বস্মিন্ কৃত্বান্তর্যজনং তথা।
সাষ্টং সহস্রং তন্মন্ত্রং স্বশক্ত্যক্ষতয়ে জপেৎ ॥১৮১॥

অনুবাদ—অতঃপর শ্রীগুরুদেব আপনাতে সকল ন্যাস এবং অন্তর্যজন অর্থাৎ মনোমধ্যে অর্চ্চনা করিয়া নিজের শক্তি রক্ষার জন্য ঐ মন্ত্র একহাজার আটবার জপ করিবেন ॥ ১৮১ ॥

———

শিষ্যঃ কুম্ভাদি তৎ সর্ব্বং দ্রব্যমন্যচ্চ শক্তিতঃ।
দত্ত্বাঽভ্যর্চ্চ্য গুরুং নত্বা বিপ্রান্
সংপূজ্য ভোজয়েৎ ॥ ১৮২ ॥

অনুবাদ—শিষ্যও দীক্ষার নিমিত্ত আনীত মণ্ডপে অবস্থিত সেই কুম্ভাদি সকলদ্রব্য এবং সামর্থ্য অনুযায়ী মন্ত্র দক্ষিণাদিরূপ অন্যান্য দ্রব্য গুরুদেবকে অর্পণ করিয়া পূজা ও প্রণাম পূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণকে সামর্থ্য অনুসারে অর্চ্চন করিয়া ভোজন করাইবেন ॥ ১৮২ ॥

টীকা—তমুপদিষ্টম্ মন্ত্রম্ অষ্টোত্তরসহস্রবারান্

জপেৎ, স্বশক্তেঃ অক্ষতয়ে অহানয়ে স্বসামর্থ্যরক্ষণার্থমিত্যর্থঃ। তৎ দীক্ষার্থানীতং মণ্ডপস্থিতং কুম্ভাদিকং সর্ব্বমেব দ্রব্যম্; অন্যচ্চ মন্ত্রদক্ষিণাদিরূপম্; তদুক্তম্—'প্রকারান্তরমালম্ব্য গুরুং যত্নেন তোষয়েৎ। গুরুপুত্রকলত্রাদীংস্তোষয়েৎ কনকাদিভিঃ ॥' ইতি। বিপ্রান্ ঋত্বিজোঽন্যান্ সদ্‌ব্রাহ্মণান্ শক্ত্যা সম্যক্ পূজয়িত্বা ॥ ১৮১-১৮২ ॥

শ্রীগুরোর্ব্রাহ্মণানাঞ্চ শুভাশীর্ভিঃ সমেধিতঃ।
তাননুজ্ঞাপ্য গুর্ব্বাদীন্ ভুঞ্জীত সহ বন্ধুভিঃ ॥১৮৩॥

অনুবাদ—তারপর শ্রীগুরুদেব এবং ব্রাহ্মণগণের শুভ আশীর্ব্বাদবাক্যের দ্বারা সম্বর্দ্ধিত হইয়া গুরুদেব এবং সেই ব্রাহ্মণগণের অনুমতি গ্রহণ করিয়া বন্ধুগণের সহিত ভোজন করিবেন ॥ ১৮৩ ॥

টীকা—সমেধিতঃ সম্যগ্‌বর্দ্ধিতঃ ॥ ১৮৩ ॥

ইতি দীক্ষাবিধানেন যো মন্ত্রং লভতে গুরোঃ।
স ভাগ্যবান্ চিরঞ্জীবী কৃতকৃত্যশ্চ জায়তে ॥ ১৮৪ ॥

অনুবাদ—এই প্রকার দীক্ষা বিধান অনুসারে শ্রীগুরুদেবের নিকট হইতে দীক্ষা প্রাপ্ত ব্যক্তি ভাগ্যবান চিরজীবী এবং কৃতকৃতার্থ হইয়া থাকেন ॥১৮৪॥

টীকা—ইতি অনেনোক্তেন, গুরোঃ সকাশাৎ ॥১৮৪

তথা চ সম্মোহনতন্ত্রে শ্রীশিবোমাসংবাদে—
এবং যঃ কুরুতে মর্ত্ত্যঃ করে তস্য বিভূতয়ঃ।
অতঃপরং মহাভাগে নান্যৎ কর্ম্মাস্তি ভূতলে।
যস্যাচরণমাত্রেণ সাক্ষাৎ কৃষ্ণঃ প্রসীদতি ॥ ১৮৫ ॥

অনুবাদ—সম্মোহন তন্ত্রে শ্রীশিব-উমা-সংবাদ এই বিষয়ে বর্ণিত হইয়াছে—যে ব্যক্তি এই প্রকার বিধানে কর্ম্ম করে বিভূতি সকল তাহার করতল গত হয়। হে মহাভাগে! পৃথিবীতে ইহা হইতে শ্রেষ্ঠ কার্য্য আর নাই, ইহার আচরণ মাত্রেই স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ সন্তুষ্ট হন ॥ ১৮৫ ॥

টীকা—এবমুক্তপ্রকারেণ, হে মহাভাগে দেবি ॥ ১৮৫ ॥

প্রায়ঃ প্রপঞ্চসারাদাবুক্তোঽয়ং তান্ত্রিকো বিধিঃ।
দীক্ষায়া লিখ্যতে দিব্যো
বিধিঃ পৌরাণিকোঽধুনা ॥ ১৮৬॥

অনুবাদ—দীক্ষাবিধি-প্রপঞ্চসার আদি গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে, অতএব ইহা তান্ত্রিক। এখন পুরাণবর্ণিত দিব্য দীক্ষার বিধি লিখিত হইতেছে ॥ ১৮৬ ॥

টীকা—অয়ং লিখিতো যো দীক্ষাবিধিঃ স প্রায়স্তান্ত্রিকঃ, যতঃ প্রপঞ্চসারাদৌ তন্ত্রোক্তানুসারিণি গ্রন্থে উক্তঃ; তথা চ ক্রমদীপিকায়াম্—প্রপঞ্চসারপ্রথিতাত্র দীক্ষেত্যাদি। দিব্য ইতি পুরাণানাং মাহাত্ম্যবিশেষাৎ। তথা চ পাদ্মে শ্রীশিবপার্ব্বতীসংবাদে—'বেদার্থাদধিকং মান্যং পুরাণার্থঞ্চ ভামিনি' ইতি। যদ্বা, নিজপ্রিয়তমাং শ্রীধরণীং প্রতি পৃথ্বীসমুদ্ধারকেণ শ্রীভগবতা সাক্ষাদুক্তত্বাৎ ॥ ১৮৬ ॥

অথ বরাহপুরাণোক্ত-দীক্ষাবিধিঃ

ইদানীং শৃণু মে দেবি পঞ্চপাতকনাশনম্।
যজনং দেবদেবস্য বিষ্ণোঃ পুত্র-বসুপ্রদম্ ॥ ১৮৭ ॥

অনুবাদ—অতঃপর বরাহ-পুরাণ বর্ণিত-দীক্ষাবিধি বরাহরূপী শ্রীভগবান পৃথিবীকে রসাতল হইতে উদ্ধার করিয়া বলিয়াছিলেন—হে দেবি! অধুনা পঞ্চপাতক (ব্রহ্মহত্যা, সুরাপান, চৌর্য্য, গুরুদার গমন, পাপী সংসর্গ এই গুলিকে পঞ্চপাতক বলা হয়) নাশন পুত্র-ধনপ্রদ দেব দেব শ্রীবিষ্ণুর পূজা পদ্ধতি আমার নিকট শ্রবণ কর ॥ ১৮৭ ॥

ইহ জন্মনি দারিদ্র্য-ব্যাধি-কুষ্ঠাদি-পীড়িতঃ।
অলক্ষ্মীবানপুত্রস্তু যো ভবেৎ পুরুষো ভুবি।
তস্য সদ্যো ভবেল্লক্ষ্মীরায়ুর্বিত্তং সুতাঃ সুখম্ ॥১৮৮॥

অনুবাদ—ইহা দ্বারা এই পৃথিবীতে ইহ জন্মে যে সকল ব্যক্তি দারিদ্র্য, ব্যাধি ও কুষ্ঠাদি দ্বারা প্রপীড়িত, লক্ষ্মীহীন; পুত্রধনে শীঘ্রই তাহারা লক্ষ্মী, আয়ু, চিত্ত এবং সুখ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥ ১৮৮ ॥

টীকা—হে দেবি ধরণি! যজনং পূজাবিধিং, যদ্‌যদি স্বয়মেবায়ং ভগবান্ বিষ্ণুস্তথাপি পরমবিনয়া-

দিনা আত্মানং সাক্ষাদনির্দ্দিশন্ বিষ্ণোরিত্যুক্তবান্। এবমগ্রেঽপি বোদ্ধব্যম্ ॥ ১৮৭-১৮৮ ॥

দৃষ্ট্বা তু মণ্ডলে দেবি দেবং দেব্যা সমন্বিতম্।
নারায়ণং পরং দেবং যঃ পশ্যতি বিধানতঃ ॥১৮৯॥
পূজিতং নবনাভে তু ষোড়শাব্জদলে তথা।
আচার্য্যদর্শিতং দেবং মন্ত্রমূর্ত্তিমযোনিজম্ ॥ ১৯০ ॥

অনুবাদ—যিনি যথাবিধানে সর্ব্বতো ভদ্রমণ্ডলে লক্ষ্মীসমন্বিত দেবাদিদেব নারায়ণকে দর্শন করেন, অথবা নবনাভ ষোড়শার চক্রে কিংবা অষ্টদল পদ্মে আচার্য্যের উপদেশ মত অযোনিজ মন্ত্রমূর্ত্তি সদৃশ দেবকে পূজা করেন তাঁহারাই লাভবান হন ॥১৮৯-১৯০

টীকা—কুতো লক্ষ্ম্যাদিকং ভবতি ? তদাহ—দৃষ্ট্বেতি দ্বাভ্যাম্। মণ্ডলে সর্ব্বতোভদ্রাদৌ দর্শন-প্রকারমেবাহ—নারায়ণমিতি। নবনাভে চক্রে ষোড়শা-রেঽষ্টপত্রে বেত্যর্থঃ। এতচ্চাগ্রে ব্যক্তং ভাবি। আচার্য্যোপদিষ্টং মন্ত্রমূর্ত্তিং দেবং যঃ পশ্যতি মন্ত্রং সম্যক্ জানাতি, তস্য লক্ষ্ম্যাদিকং সদ্য এব ভব-তীত্যর্থঃ ॥ ১৮৯-১৯০ ॥

কার্ত্তিকে মাসি শুদ্ধায়াং দ্বাদশ্যান্তু বিশেষতঃ।
সর্ব্বাসু চ যজেদ্দেবং দ্বাদশীষু বিধানতঃ ॥ ১৯১ ॥
সংক্রান্তৌ চ মহাভাগে চন্দ্রসূর্য্যগ্রহেঽপি বা।
যঃ পশ্যতি হরিং দেবং পূজিতং গুরুণা শুভে।
তস্য সদ্যো ভবেত্তুষ্টিঃ পাপধ্বংসোঽপ্যশেষতঃ ॥১৯২

অনুবাদ—এখন দীক্ষার সময় বলা হইতেছে—বিশেষভাবে কার্ত্তিক মাসের শুক্লপক্ষীয়া দ্বাদশী তিথিতে ও অন্যান্য সমস্ত দ্বাদশী তিথিতেও যথাবিধি শ্রীকৃষ্ণপূজা করিবে। হে কল্যাণি! হে মহাভাগে যিনি সূর্য্য গ্রহণ কালে বা সংক্রান্তিতে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে শ্রীগুরুদেব দ্বারা পূজিত দর্শন করেন তাঁহার সদ্যঃ তুষ্টি লাভ হয় এবং পাপরাশি নিঃশেষে নষ্ট হয় ॥ ১৯১-১৯২ ॥

টীকা—দীক্ষাকালমাহ—কার্ত্তিক ইতি সার্দ্ধেন। শুদ্ধায়াং শুক্লায়াং, সর্ব্বাস্বিতি মার্গশীর্ষ-মাঘাদিচতু-ষ্টয়শ্রাবণাশ্বিনানাং শুক্লদ্বাদশীষু চেতি গ্রন্থান্তরানু-সারতো জ্ঞেয়ম্। তথা সংক্রান্তাবিতি, তত্তন্মাস-সংক্রান্তিষ্বপীত্যর্থঃ। এবমগ্রেঽপি বোদ্ধব্যম্ ॥১৯১-১৯২ ॥

স সামান্যো হি দেবানাং ভবতীতি ন সংশয়ঃ ॥১৯৩

অনুবাদ—তিনি ব্রহ্মাদি দেব বৃন্দের মত হইয়া থাকেন ইহাতে সন্দেহ নাই ॥ ১৯৩ ॥

টীকা–দেবানাং ব্রহ্মাদীনাং সামান্যঃ সদৃশ ইত্যর্থঃ ॥ ১৯৩ ॥

ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং শূদ্রাণাঞ্চ পরীক্ষণম্।
সংবৎসরং গুরুঃ কুর্য্যাজ্জাতিশৌচক্রিয়াদিভিঃ ॥১৯৪

অনুবাদ—শ্রীগুরুদেব ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রদিগের জাতি শুদ্ধাচার এবং ক্রিয়াদি সংবৎসর কাল ধরিয়া পরীক্ষা করিবেন ॥ ১৯৪ ॥

টীকা—দীক্ষাধিকারিণ আহ—ব্রাহ্মণেতি সার্দ্ধ-দ্বয়েন। ভক্তানামিতি পাঠেঽপি সেবকানাং শূদ্রাণা-মিত্যর্থঃ ॥ ১৯৪ ॥

উপসন্নাংস্ততো জ্ঞাত্বা হৃদয়েনাবধারয়েৎ।
তেঽপি ভক্তিমতো জ্ঞাত্বা আত্মনঃ পরমেশ্বরম্।
সংবৎসরং গুরোর্ভক্তিং কুর্য্যুর্বিষ্ণাবিবাচলাম্ ॥১৯৫
সংবৎসরে ততঃ পূর্ণে গুরুঞ্চৈব প্রসাদয়েৎ ॥১৯৬॥

অনুবাদ—অতঃপর উহাদিগকে নিকটে দেখিয়া মনে মনে দীক্ষার যোগ্য কিনা তাহা বিচার করিবেন। তাহারাও প্রীতি যুক্ত হইয়া পরমেশ্বর জ্ঞানে শ্রীগুরু-দেবকে সংবৎসর কাল ভক্তিযুক্ত হইয়া অবস্থান করিবে। অতঃপর বৎসর পূর্ণ হইলে শ্রীগুরুদেবকে প্রসন্ন করিবে ॥ ১৯৫-১৯৬ ॥

টীকা—উপসন্নান্ নিকটাগতান্ প্রতি, ততঃ সংবৎসরানন্তরমেব, জাত্যাদি জ্ঞাত্বা দীক্ষায়া যোগ্যা অযোগ্যা বেতি মনসা বিচারয়েৎ। যদ্বা, সহবাসা-দিনা নিকটবর্ত্তিনঃ সতস্তান্ জ্ঞাত্বা ব্যবহারাদিনা পরীক্ষ্য হৃদয়েন বুদ্ধ্যা অবধারয়েৎ দীক্ষাযোগ্যত্বেন নিশ্চিনুয়াৎ; যদ্বা, উপসন্নান্—কৃতোপসত্তিকান্

দীক্ষাধিকারিণ ইতি দৃঢ়ং জানীয়াদিত্যর্থঃ। উপপন্না-নিতি পাঠেঽপি তথৈবার্থঃ। ভক্তিমতঃ ভক্তিযুক্তান্ আত্মনঃ স্বান্ প্রতি পরমেশ্বরং গুরুং জ্ঞাত্বা; যদ্বা, ষষ্ঠ্যন্তমেব পদদ্বয়ং, ততশ্চ ভক্তিমত ইত্যাত্মনো বিশেষণম্; যদ্বা, ভক্তিমন্তঃ প্রীতিযুক্তাঃ সন্তঃ, গুরু-মাত্মনঃ পরমেশ্বরং জ্ঞাত্বা, ততশ্চ ভক্তিমত ইত্যার্ষম্ ॥ ১৯৫ ॥

টীকা— তেষু যঃ পরীক্ষিতঃ শিষ্যঃ স প্রসাদয়েৎ ॥ ১৯৬ ॥

———

ভগবংস্ত্বৎপ্রসাদেন সংসারার্ণবতারণম্।
ইচ্ছাম্যৈহিকীং লক্ষ্মীং বিশেষেণ তপোধন ॥১৯৭॥

অনুবাদ—এখন কিভাবে শ্রীগুরুপাদপদ্মের প্রসন্নতালাভ হয় তাহাই বলা হইতেছে—হে ভগবন্! হে তপোধন! আপনার অনুগ্রহে ভবসমুদ্র হইতে উদ্ধার এবং ইহ জগতে লক্ষ্মীলাভ করিতে চাহি ॥ ১৯৭ ॥

টীকা—তৎপ্রকারমেবাহ—ভগবন্নিতি। ইচ্ছাম ইতি বহুত্বং নিজপুত্রাদ্যপেক্ষয়া ॥ ১৯৭ ॥

———

এবমভ্যর্থ্য মেধাবী গুরুং বিষ্ণুমিবাগ্রতঃ।
অভ্যর্চ্চ্য তদনুজ্ঞাতো দশম্যাং কার্ত্তিকস্য তু ॥১৯৮॥
ক্ষীরবৃক্ষসমুদ্ভূতং মন্ত্রিতং পরমেষ্ঠিনা।
ভক্ষয়িত্বা শয়ীতোর্ব্যাং দেবদেবস্য সন্নিধৌ ॥১৯৯॥

অনুবাদ—মেধাবী শিষ্য এই প্রকারে বিনীত ভাবে প্রার্থনা করিয়া অগ্রে বিষ্ণুবৎ শ্রীগুরুদেবের পূজা করতঃ তাঁহার অনুমতি গ্রহণ করিয়া কার্ত্তিক মাসের শুক্লা দশমী তিথিতে ক্ষীরবৃক্ষ সমুদ্ভূত মূলমন্ত্রে অভি-মন্ত্রিত দন্তকাষ্ঠ ভক্ষণ করিয়া দেবদেব-সম্মুখে মাটিতে শয়ন করিবে ॥ ১৯৮-১৯৯ ॥

টীকা—অভ্যর্থ্য প্রার্থ্য, অভ্যর্চ্চ্য ধনাদিনা সংমান্য, তেন গুরুণাঽনুজ্ঞাতঃ সন্, কার্ত্তিকস্য দশম্যাং ক্ষীর-যুক্তবৃক্ষোদ্ভূতং দন্তকাষ্ঠং পরমেষ্ঠিনা মূলমন্ত্রেণ মন্ত্রিতং সায়ংসন্ধ্যানন্তরং ভক্ষয়িত্বা দেবালয়ে ভূমৌ শয়ীত ॥ ১৯৮-১৯৯ ॥

———

স্বপ্নান্ দৃষ্ট্বা গুরোরগ্রে শ্রাবয়েত বিচক্ষণঃ।
ততঃ শুভাশুভং তদ্বদালপেৎ পরমো গুরুঃ।
একাদশ্যামুপোষ্যাথ স্নাত্বা দেবালয়ং ব্রজেৎ ॥২০০॥

অনুবাদ—শিষ্য যদি রাত্রিকালে স্বপ্ন দর্শন করেন, তাহা হইলে তাহা শ্রীগুরুদেবকে শোনাইবেন। তার-পর তিনি সেই স্বপ্ন অনুযায়ী শুভাশুভ আলোচনা করিবেন। তারপর শিষ্য একাদশী দিনে উপবাস করিয়া দ্বাদশীতে স্নান করিয়া দেবালয়ে যাইবেন ॥২০০

টীকা—তদ্বদিতি—স্বপ্নানুসারেণেত্যর্থঃ। তদুক্তম্—'ক্রূরস্বপ্নেঽধমা দীক্ষাঽদুষ্টস্বপ্নে তু মধ্যমা। উত্তম-স্বপ্নপূর্ব্বা তু দীক্ষা সর্ব্বোত্তমা মতা ॥' ইতি ॥২০০॥

———

গুরুশ্চ মণ্ডলং ভূমৌ কল্পিতায়ান্তু বর্ত্তয়েৎ।
লক্ষণৈর্বিবিধৈর্ভূমিং লক্ষয়িত্বা বিধানতঃ ॥ ২০১ ॥
ষোড়শারং লিখেচ্চক্রং নবনাভমথাপি বা।
অষ্টপত্রমথো বাপি লিখিত্বা দর্শয়েদ্বুধঃ ॥ ২০২ ॥

অনুবাদ—শ্রীগুরুদেব যদি বিশেষ প্রাজ্ঞ হন তবে সংস্কৃত ভূমিতে মণ্ডল অঙ্কন করিবেন। পরে বিবিধ লক্ষণ দ্বারা ভূমি নির্দ্দিষ্ট করিয়া যথাবিধি ষোড়শার অথবা নবনাভ চক্র রচনা করিবেন অথবা অষ্টদল-পদ্ম অঙ্কন করিয়া দেখাইবেন ॥ ২০১-২০২ ॥

টীকা—কল্পিতায়াং সংস্কৃতায়াং, বর্ত্তয়েৎ বির-চয়েৎ, বিধানত ইতি—পুণ্যাহং স্বস্ত্যাদিকং বাচ-য়িত্বেত্যাদিকং বোদ্ধব্যম্; এবমগ্রেঽপ্যস্য পদস্যানু-বর্ত্তনাদ্বিজ্ঞেয়মিতি দিক্। পঞ্চবর্ণেন রজসা যথা-শোভনং লিখেৎ ॥ ২০১-২০২ ॥

———

নেত্রবন্ধং প্রকুর্ব্বীত সিতবস্ত্রেণ যত্নতঃ।
বর্ণানুক্রমতঃ শিষ্যান্ পুষ্পহস্তান্ প্রবেশয়েৎ ॥২০৩॥

অনুবাদ—অনন্তর শ্রীগুরুদেব সযত্নে সাদা কাপড় দিয়া শিষ্যদের চোখ বাঁধিয়া ও হাতে ফুল দিয়া বর্ণানুক্রমে প্রবেশ করাইবেন ॥ ২০৩ ॥

টীকা—শুক্লবস্ত্রেণ নেত্রবন্ধং শিষ্যাণাং কুর্য্যাৎ, শিষ্যাণাং প্রবেশনঞ্চ মণ্ডলান্তঃস্থাপিতকলসেষু ভগবত ইন্দ্রাদীনাঞ্চ পূজানন্তরমেব জ্ঞেয়ম্ ॥ ২০৩ ॥

———

নবনাভং যদা কুর্য্যান্মণ্ডলং বর্ণকৈর্বুধঃ।
তদানীং পূর্ব্বতো দেবমিন্দ্রমৈন্দ্র্যাং তু পূজয়েৎ ॥২০৪

অনুবাদ—তারপর তিনি যথা সময়ে পঞ্চবর্ণচূর্ণ দ্বারা নবনাভ মণ্ডল রচনা করিবেন এবং সেই সময়ে পূর্ব্বদিকের অধিপতি ইন্দ্রকে পূজা করিবেন ॥২০৪॥

টীকা—বর্ণকৈঃ—পঞ্চবর্ণৈশ্চূর্ণাদিভিঃ; ইন্দ্র-মৈন্দ্র্যাং পূজয়েদিত্যত্র দিঙমণ্ডলে চ বিন্যসেত্যাদিবক্ষ্য-মাণ-বচনতো গ্রন্থান্তরানুসারতশ্চৈবং বিধানং জ্ঞেয়ম্। নবনাভমণ্ডলে প্রাগাদিক্রমেণাষ্টাসু দিক্ষ্বষ্টকলসান্, মধ্যে চৈকমিত্যেবং নবকলসান্ একাকারানব্রণান্ দধ্যক্ষতবস্ত্রযুগ্মপুষ্পমালাগন্ধালঙ্কৃতান্ অন্তঃপ্রক্ষিপ্ত-পঞ্চপল্লবসপ্তমৃত্তিকাতীর্থোদকপরিপূরিতান্ উপরি-স্থাপিতযবশাল্যন্যতরপূর্ণসদীপশরাবমুখান্ যবানাং ব্রীহীণাং চোপরি বিন্যস্যাদৌ মধ্যকলসে মূলমন্ত্রেণ ভগবন্তমাবাহনাদিগন্ধপুষ্পান্তৈরুপচারৈঃ সংপূজ্য পশ্চা-দিন্দ্রং পূর্ব্বস্যাং দিশি অগ্ন্যাদীংশ্চ স্বস্বদিশি ক্রমেণ পূজয়েদিতি ॥ ২০৪ ॥

লোকপালমথাগ্নেয্যামগ্নিং সংপূজয়েদ্দ্বিজঃ।
যমং তদনু যাম্যায়াং নৈর্ঋত্যাং নির্ঋতিং ন্যসেৎ।
বারুণ্যাং বরুণং চৈব বায়ব্যাং পবনং যজেৎ ॥২০৫

অনুবাদ—লোকপাল অগ্নিকে অগ্নিকোণে, যমকে দক্ষিণদিকে, নির্ঋতিকে নৈর্ঋতদিকে, বরুণকে পশ্চিম-দিকে ও পবনকে বায়ুকোণে পূজা করিবেন ॥ ২০৫ ॥

টীকা—দ্বিজো গুরুঃ, ন্যসেদিতি—তত্র স্থাপিত-কলসে আবাহ্য পূজয়েদিত্যর্থঃ ॥ ২০৫ ॥

ধনদং চোত্তরে ন্যস্য রুদ্রমৈশানগোচরে।
সংপূজ্যৈবং বিধানেন দিক্‌পত্রেষু বিশেষতঃ।
অধঃপত্রে তথা বিষ্ণুমর্চ্চয়েৎ পরমেশ্বরম্ ॥ ২০৬ ॥

অনুবাদ—উত্তর দিকে কুবেরকে, ঈশানকোণে রুদ্রকে এই ভাবে দিকপত্র-সমূহে বিশেষরূপে যথা-বিধিতে পূজা করিয়া মধ্যপত্রে পরমেশ্বর বিষ্ণুকে অর্চ্চন করিবেন ॥ ২০৬ ॥

টীকা—সংপূজ্য পূজয়িত্বা, বিধানেনত্যুক্তেরেবং জ্ঞেয়ম্—ব্যাহৃতিভিঃ শুক্লাক্ষতৈঃ ইন্দ্রাগচ্ছেত্যাদি-প্রয়োগেণাবাহ্য প্রণবাদিনা চতুর্থীনমোঽন্তেন তত্তন্নাম-মন্ত্রেণ সশক্তিকান্ সপরিবারান্ সায়ুধান্ সবাহনান্ সগন্ধপুষ্পাদ্যৈরুপচারৈঃ সংপূজ্যেতি বিধানেনেতি পদমগ্রেঽপ্যনুবর্ত্তনীয়ম্ ॥ ২০৬ ॥

পূর্ব্বপত্রে বলং পূজ্য প্রদ্যুম্নং দক্ষিণে তথা।
অনিরুদ্ধং তথা পূজ্য পশ্চিমে চোত্তরে তথা।
পূজয়েদ্বাসুদেবং তু সর্ব্বপাতকশান্তিদম্ ॥ ২০৭ ॥

অনুবাদ—অতঃপর সঙ্কর্ষণকে পূর্ব্বপত্রে, প্রদ্যুম্নকে দক্ষিণপত্রে, অনিরুদ্ধকে পশ্চিমপত্রে এবং সর্ব্বপাতক-নাশক বাসুদেবকে উত্তরপত্রে পূজা করিবেন ॥২০৭॥

টীকা—ততো মধ্যমকলসস্যৈব পরিতঃ পূর্ব্ব-দক্ষিণ-পশ্চিমোত্তর-পত্রেষু শ্রীসঙ্কর্ষণপ্রদ্যুম্নানিরুদ্ধ-বাসুদেবান্ ক্রমেণ তথৈব পূজয়েদিত্যাহ—পূর্ব্বেতি সার্দ্ধেন ॥ ২০৭ ।

ঐশান্যাং বিন্যসেচ্ছঙ্খমাগ্নেয্যাং চক্রমেব চ।
সৌম্যায়ান্তু গদা পূজ্যা বায়ব্যাং পদ্মমেব চ ॥ ২০৮ ॥
নৈর্ঋত্যাং মুষলং পূজ্যং দক্ষিণে গরুড়ং তথা।
বামতো বিন্যসেল্লক্ষ্মীং দেবদেবস্য বুদ্ধিমান্ ॥২০৯॥
ধনুশ্চৈব চ খড়্গঞ্চ দেবস্য পুরতো ন্যসেৎ।
শ্রীবৎসং কৌস্তুভঞ্চৈব দেবস্য পুরতোঽর্চ্চয়েৎ ॥২১০
এবং পূজ্য যথান্যায়ং দেবদেবং জনার্দ্দনম্।
দিঙমণ্ডলে চ বিন্যস্য চাষ্টৌ কুম্ভান্ বিধানতঃ।
বৈষ্ণবং কলসঞ্চৈব নবমং তত্র কল্পয়েৎ ॥ ২১১ ॥

অনুবাদ—ঈশানকোণে শঙ্খ, অগ্নিকোণে চক্র, উত্তরে গদা, বায়ুকোণে পদ্ম, নৈর্ঋতে মুষল, এবং দক্ষিণে গরুড়কে পূজা করিবেন তারপর শ্রীগুরুদেব দেবদেবের বামপার্শ্বে লক্ষ্মীর অগ্রে ধনুর, খড়্গের এবং শ্রীবৎস ও কৌস্তুভের অর্চ্চন করিবেন। এই ভাবে যথাযোগ্য রূপে দেবদেব জনার্দ্দনকে পূজা করিয়া যথা বিধানে অষ্টদিকে অষ্টকুম্ভ স্থাপনপূর্ব্বক বিষ্ণু-সম্বন্ধী নবম কুম্ভ সেইস্থানে স্থাপন করিবেন ॥২০৮-২১১

টীকা—যথান্যায়ং যথোচিতং পূজ্য সংপূজ্য, তচ্চ ক্রমদীপিকাদ্যনুসারেণ দ্রষ্টব্যম্ ॥ ২০৮-২১১ ॥

স্নাপয়েন্মুক্তিকামাংস্তু বৈষ্ণবেন ঘটেন তু।
শ্রীকামান্ স্নাপয়েত্তদ্বদৈন্দ্রেনাথ ঘটেন তু ॥ ২১২ ॥
জয়প্রতাপকামাংস্তু আগ্নেয়েনাভিষেচয়েৎ।
মৃত্যুঞ্জয়বিধানেন যাম্যেন স্নাপনং তথা ॥ ২১৩ ॥
দুষ্টপ্রধ্বংসনায়ালং নৈর্ঋতেন বিধীয়তে।
শান্তয়ে বারুণেনাথ পাপনাশায় বায়বম্ ॥ ২১৪ ॥
দ্রব্যসম্পত্তিকামস্য কৌবেরেণ বিধীয়তে।
রৌদ্রেণ জ্ঞানহেতুস্তু লোকপালঘটাস্ত্বিমে ॥ ২১৫ ॥
একৈকেন নরঃ স্নাতঃ সর্ব্বপাপবিবর্জ্জিতঃ।
ভবেদব্যাহতজ্ঞানঃ শ্রীমাংশ্চ পুরুষঃ সদা ॥ ২১৬ ॥
কিং পুনর্নবভিঃ স্নাতো নরঃ পাতকবর্জ্জিতঃ।
জায়তে বিষ্ণুসদৃশঃ সদ্যো রাজাথবা পুনঃ ॥ ২১৭ ॥

অনুবাদ—অতঃপর কুম্ভভেদে স্নান দ্বারা ফল-ভেদ বলা হইতেছে—বৈষ্ণবকুম্ভদ্বারা মুক্তিকামীগণকে স্নান করাইবেন। সেইরূপ শ্রীকামীগণকে ইন্দ্র-কুম্ভদ্বারা, জয়াভিলাষী ও প্রতাপাভিকামীগণকে আগ্নেয় কুম্ভদ্বারা, মৃত্যুঞ্জয়াভিলাষীগণকে যমকুম্ভদ্বারা, দুষ্ট বিনাশাকাঙ্ক্ষীগণকে নৈর্ঋত কুম্ভদ্বারা, শান্তি-কামীগণকে বারুণকলসদ্বারা, পাতকনাশেচ্ছুগণকে বায়ব্য কলসদ্বারা, দ্রব্য সম্পত্তি কামীগণকে কৌবের কুম্ভদ্বারা এবং জ্ঞানলাভেচ্ছুদিগকে রৌদ্র কুম্ভদ্বারা স্নান করাইলে সেই সেই পুরুষ সর্ব্বদা সর্ব্বপাপ-রহিত, অব্যাহতজ্ঞানী এবং শ্রীমান হইয়া থাকেন। নবসংখ্যা কলসদ্বারা স্নাত হইলে তাঁহার কথা কি আর বলিব? তিনি পাতকশূন্য এবং সদ্যঃ বিষ্ণু-সদৃশ অথবা রাজা হন ॥ ২১২-২১৭ ॥

টীকা—ততো ধূপদীপাদ্যৈরশেষৈরুপচারৈর্ভগবন্ত-মিন্দ্রাদীংশ্চ পূজয়িত্বা শিষ্যায় মণ্ডলং দর্শয়িত্বা পুষ্পাঞ্জলিপূর্ব্বকং প্রণামং কারয়িত্বা বৈষ্ণবাদিভির্নব-ভিরেব কলসৈঃ শিষ্যং স্নাপয়েদিতি জ্ঞেয়ম্; তত্র চ কলসভেদেন ফলভেদমাহ—স্নাপয়েদিতি চতুর্ভিঃ ॥ ২১২-২১৫ ॥

টীকা—পুনশ্চৈকৈকেন স্নানস্য ফলবিশেষং সমু-চ্চিতৈশ্চ তৈ র্মহাফলমাহ—একৈকেনেতি দ্বাভ্যাম্ ॥ ২১৬-২১৭ ॥

অথবা দিক্ষু সর্ব্বাসু যথাসংখ্যেন লোকপান্।
পূজয়েৎ স্বস্বনাম্না তু ষড়্ভিন্নেন বিধানতঃ ॥২১৮॥

অনুবাদ— এখন অর্চ্চন-বিষয়ে পক্ষান্তর বর্ণিত হইতেছে—অথবা দিকসমূহে যথাসংখ্য স্ব-স্ব-নাম-মন্ত্রে লোকপালদিগের হৃদয়াদিক্রমে ষড়ঙ্গভেদে পূজা করিবেন ॥ ২১৮ ॥

টীকা—পূজায়াং পক্ষান্তরমাহ অথবেতি স্ব-স্ব-নাম্না স্ব-স্ব-নাম-মন্ত্রেণ হৃদয়াদিক্রমেণ ষড়্ভিন্নেন ইন্দ্রাদীনাং ষড়ঙ্গপূজা কার্য্যেত্যর্থঃ ॥ ২১৮ ॥

এবং সংপূজ্য দেবাংস্তু লোকপালান্ প্রসন্নধীঃ।
পশ্চাৎ পরীক্ষিতান্ শিষ্যান্
বদ্ধনেত্রান্ প্রবেশয়েৎ ॥ ২১৯ ॥
আগ্নেয়-ধারণাদগ্ধান্ বায়ুনা বিধূতাংস্ততঃ।
সোমেনাপ্যায়িতান্ পশ্চাচ্ছ্রাবয়েন্নিয়মান্ বুধঃ ॥২২০

অনুবাদ—প্রসন্নচিত্ত শ্রীগুরুদেব এইরূপে লোক-পালগণকে পূজা করিয়া পরে পরীক্ষিত, বদ্ধনেত্র শিষ্যদিগকে প্রবেশ করাইবেন। অতঃপর অগ্নি, বায়ু এবং বরুণবীজদ্বারা ভূতশুদ্ধি করিয়াছে, এই-রূপ সেই শিষ্যগণকে নিয়মসমূহ শ্রবণ করাইবেন ॥ ২১৯-২২০ ॥

টীকা—অথ পরিহিতশুক্লনববস্ত্রং তাদৃশুত্তরীয়-মাচান্তমলঙ্কৃতং শুক্লবস্ত্রবদ্ধনেত্রং শিষ্যং মণ্ডলং প্রদ-ক্ষিণেন প্রবেশ্য প্রাঙ্মুখমুপবিষ্টং তং বায়ু-অগ্নি-বরুণবীজৈঃ কৃতভূতশুদ্ধিং প্রণতং প্রহ্বীভূতং সময়ান্ শ্রাবয়েদিত্যাহ—এবমিতি দ্বাভ্যাম্। আগ্নেয্যা, ধার-ণয়া দগ্ধানিতি, তদ্দগ্ধত্বং ধ্যানেনৈবেতি জ্ঞেয়ম্; এবমগ্রেঽপি ॥ ২১৯-২২০ ॥

ন নিন্দেদ্ব্রাহ্মণান্দেবান্ বিষ্ণুং ব্রহ্মাণমেব চ।
রুদ্রমাদিত্যমগ্নিঞ্চ লোকপালান্ গ্রহাংস্তথা।
বন্দেত বৈষ্ণবং চাপি পুরুষং পূর্ব্বদীক্ষিতম্ ॥২২১॥
এবন্তু সময়ান্ শ্রাব্য পশ্চাদ্ধোমং তু কারয়েৎ।
তত্ত্বানি শিষ্যদেহেষু বিন্যস্য চ বিশোধয়েৎ ॥২২২॥
ওঁ নমো ভগবতে বিষ্ণবে সর্ব্বরূপিণে হুঁ স্বাহা ॥২২৩
ষোড়শাক্ষরমন্ত্রেণ হোময়েজ্জ্বলিতানলঃ।
গর্ভাধানাদিকাশ্চৈব ক্রিয়াঃ সর্ব্বাশ্চ কারয়েৎ ॥২২৪

ত্রিভিস্ত্রিভিরাহুতিভির্দেবদেবস্য সন্নিধৌ।
ততোঽপনীয় দৃগ্‌বন্ধং পুরঃ শিষ্যং নিবেশ্য চ।
প্রায়ঃ পূর্ব্বোক্তবিধিনা মন্ত্রং তস্মৈ গুরুর্দিশেৎ ॥২২৫

অনুবাদ—ব্রাহ্মণ, দেবতা, বিষ্ণু, ব্রহ্মা, রুদ্র, সূর্য্য, বহ্নি লোকপাল, গ্রহ ও পূর্ব্ব-দীক্ষিত অর্থাৎ দীক্ষার ক্রমানুসারে জ্যেষ্ঠ বৈষ্ণব—ইঁহাদিগের নিন্দা কখনও করিবে না, বন্দনাদি দ্বারা সম্মান করিবে। এইভাবে শ্রীগুরুদেব নিয়মসমূহ শ্রবণ করাইলে এবং শিষ্য সানন্দে তাহা অঙ্গীকার করিলে হোম করিবেন ও শিষ্যদেহে তত্ত্বসমূহ ন্যাস-পূর্ব্বক শোধন করিবেন। তারপর আগুন জ্বালাইয়া "ওঁ নমো ভগবতে বিষ্ণবে সর্ব্বরূপিণে হুঁ" এই ষোড়শাক্ষর মন্ত্র দ্বারা হোম করিবেন এবং দেবদেবের নিকট তিন তিনটি আহুতিদ্বারা বহ্নির গর্ভাধানাদি ক্রিয়াসমূহ সম্পাদন করিবেন। অনন্তর শ্রীগুরুদেব চোখের বাঁধন খুলিয়া শিষ্যকে সামনে বসাইয়া প্রায় আগে যেরূপ বলা হইয়াছে সেইরূপ বিধানদ্বারা সেই শিষ্যকে মন্ত্রোপদেশ করিবেন। ॥ ২২১-২২৫ ॥

টীকা—সময়ানেবাহ—ন নিন্দেদিতি সার্দ্ধেন। পূর্ব্বদীক্ষিতং দীক্ষাক্রমেণ স্বস্মাৎ জ্যেষ্ঠমিত্যর্থঃ। ব্রাহ্মণাদীনামেতেষাং বন্দনাদিনা সম্মাননৈব কার্য্যা, ন তু কদাচিদপি নিন্দেদিত্যর্থঃ ॥ ২২১ ॥

টীকা—শ্রাব্য শ্রাবয়িত্বা, শিষ্যেণ সহর্ষং তদঙ্গীকারে কৃতে পশ্চাদ্ধোমং কুর্য্যাৎ; তত্ত্বানি বিন্যস্য ক্রমদীপিকাদ্যুক্ত-তত্ত্বন্যাসাদিকং কৃত্বা তদ্দেহাৎ বিশোধয়েৎ। হোমবিধিমাহ—ষোড়শেতি সার্দ্ধেন। হোময়েৎ হোমং কুর্য্যাৎ, তৎপ্রকারমেব শিষ্যং বিশিষ্য দর্শয়তি—গর্ভেতি। আদি-শব্দেন পুংসবন-সীমন্তোন্নয়ন-জাতকর্ম্ম-নামকরণান্নপ্রাশন-চৌড়োপনয়ন-স্নান-বিবাহাখ্যাঃ সংস্কারাঃ। অত্র চায়ং প্রকারো গ্রন্থান্তরানুসারেণ দ্রষ্টব্যঃ—ষোড়শারচক্রেঽষ্টদলকমলে বা পীঠপূজাং কৃত্বাবাহনাদিভিরুপচারৈর্ভগবন্তমভ্যর্চ্চ্য স্বগৃহ্যোক্ত-বিধিনাগ্নিস্থাপনাদিকর্ম্ম পূর্ব্বলিখিতবহ্নি-ধায়াগ্রোক্তেন ষোড়শাক্ষরমন্ত্রেণাগ্নের্গর্ভাধানাদিসংস্কারান্ কুর্য্যাৎ। তত্র চ প্রত্যেকসংস্কারমাহুতিত্রয়ং জুহুয়াদিতি। কিঞ্চ, অনন্তরমাজ্যভাগান্তে মূলমন্ত্রেণাগ্নৌ দেবমাবাহ্য গন্ধাদিভিরুপচারৈরভ্যর্চ্চ্য ষোড়শাক্ষর-মন্ত্রেণাষ্টোত্তরং সহস্রং শতং বা সংস্কৃতাজ্যেন জুহুয়াৎ। ততঃ স্বিষ্টকৃতাদিহোমশেষং সমাপ্য পূর্ণাহুতিং দত্ত্বা বৈশ্বানরং প্রণবাদি-নমোঽন্ত-মন্ত্রেণ গন্ধাদিভিরুপচারৈরভ্যর্চ্চ্য শিষ্যং প্রণময্য মণ্ডলস্যৈশানদিশি পুষ্পাদিবিভূষিতায়াং ভুবি রচিতং ভদ্রপীঠমানীয়াস্ত্রমন্ত্রাভিমন্ত্রিতৈঃ পুষ্পৈঃ সন্তাব্য পাশনিরাকরণ-বুদ্ধ্যা নেত্রবন্ধন-বস্ত্রমপনীয় জ্ঞানরূপ-হৈমশলাকয়া নয়নে উন্মীল্য পুষ্পাঞ্জলিং গ্রাহয়িত্বা, 'অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া। চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥' ইতি গুরুপাদয়োর্দত্তপুষ্পাঞ্জলিং ভদ্রপীঠে পুরত উপবিষ্টো গুরুঃ স্বন্যস্তাসনে তমুপবেশ্য শক্ত্যুচ্চলনমার্গেণ নিজ-মধ্যমনাড়ীং তন্মধ্যমনাড্যাং সমাবিশন্তীং বিচিন্ত্য শক্তিঞ্চ তন্নাশিকতয়া তদ্ধৃদয়ে সমুল্লসন্তীং পরিভাব্য স্বহৃদয়াচ্চ পরবিদ্যাং বর্ণরূপেণ চিদানন্দস্ফুলিঙ্গমালামিব তদ্বদনং প্রবিশন্তীং ধ্যায়েৎ। ততশ্চ মূলমন্ত্রং ত্রিঃ শিষ্য কর্ণে শ্রাবয়েৎ। পশ্চাদর্ঘ্যপাত্রজলেন অমুকঋষিমমুকছন্দস্কমমুকদেবতাকমমুকনাম্নে মদংশায় তুভ্যমহং সংপ্রদদে, অয়ং চাবয়োঃ সমানফলপ্রদো ভবত্বিতি জলং তদ্ধস্তে নিক্ষিপেৎ। তথৈব শিষ্যোঽপি গুরুদেবতামন্ত্রৈক্যং ভাবয়ন্ যথাশক্তি জপেদিতি ॥ ২২২-২২৫ ॥

হোমান্তে দীক্ষিতঃ পশ্চাদ্দাপয়েদ্‌গুরুদক্ষিণাম্।
হস্ত্যশ্বরত্নকটকং হেম-গ্রামাদিকং নৃপঃ ॥ ২২৬ ॥
দাপয়েদ্‌গুরবে প্রাজ্ঞো মধ্যমো মধ্যমাং তথা।
দাপয়েদিতরো যুগ্মং সহিরণ্যং যথাবিধি ॥ ২২৭॥

অনুবাদ—বুদ্ধিমান শিষ্য এইভাবে দীক্ষিত হইয়া হোম শেষ হইলে পর পুণ্যাহ উচ্চারণ করিয়া গুরুদক্ষিণা প্রদান করিবে। শিষ্য যদি রাজার মত ধনবান হয় তাহা হইলে হাতী, ঘোড়া, রত্নাভরণ, সুবর্ণ প্রভৃতি বহুমূল্যদ্রব্য শ্রীগুরুদেবকে দক্ষিণা স্বরূপদিবে। মধ্যবিত্ত হইলে মধ্যবিত্ত-দক্ষিণা, এছাড়া অন্য সকলের পক্ষে যথাবিধি যথাবিধানে সুবর্ণসহ বস্ত্রদ্বয় দিতে হইবে ॥ ২২৬-২২৭ ॥

টীকা—ততশ্চ পুণ্যাহং বাচয়িত্বা গুরবে দক্ষিণাং দদ্যাদিত্যাহ—হোমান্ত ইতি। দীক্ষিতঃ গৃহীতদীক্ষাকঃ সন্, নৃপ ইতি রাজতুল্যশক্তিশ্চেদিত্যর্থঃ; যুগ্মং বস্ত্রদ্বয়ং, তৎপশ্চাচ্চৈবমত্র বিধানং জ্ঞেয়ম্—অদ্য

প্রভৃতি যাবজ্জীবং শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিকামঃ প্রত্যহং ভগবন্তং শ্রীকৃষ্ণং পূজয়িষ্যে ইতি সংকল্প্য দেবং গুরূপদিষ্ট-মার্গেণ পূজয়িত্বা সর্ব্বদেবতা উদ্বাস্য ব্রাহ্মণান্ ভোজ-য়িত্বা দীক্ষোপকরণজাতং গুরবে নিবেদ্য স্বজনানপি সম্মানয়েদিতি ॥ ২২৬-২২৭ ॥

এবং কৃতে তু যৎ পুণ্যং মাহাত্ম্যং জায়তে ধরে।
তদশক্যং তু গদিতুমপি বর্ষশতৈরপি ॥ ২২৮ ॥

অনুবাদ—হে পৃথিবি! এই প্রকারে কার্য্য করিলে যে পুণ্য এবং মাহাত্ম্য সঞ্চয় হয়, তাহা শত-বর্ষেও বর্ণন করিতে সমর্থ হওয়া যায় না ॥ ২২৮॥

টীকা—দীক্ষাফলমাহ—এবমিত্যাদিনা শ্রুতি-রিত্যন্তেন ॥ ২২৮ ॥

দীক্ষিতাত্মা গুরোর্ভূত্বা বারাহং শৃণুয়াদ্‌যদি।
তেন বেদাঃ পুরাণানি সর্ব্বে মন্ত্রাঃ সুসংগ্রহাঃ ॥২২৯
জপ্তাঃ স্যুঃ পুষ্করে তীর্থে প্রয়াগে সিন্ধুসাগরে।
দেবহ্রদে কুরুক্ষেত্রে বারাণস্যাঃ বিশেষতঃ ॥২৩০॥

অনুবাদ—শিষ্য দীক্ষিত হইয়া যদি গুরুদেবের নিকট বরাহপুরাণ শ্রবণ করে তাহা হইলে তাহার-দ্বারাই তাহার সমগ্র বেদ, পুরাণ ও সমগ্র মন্ত্র সুসংগ্রহ হয় এবং পুষ্কর তীর্থে, প্রয়াগে, সাগর সঙ্গমে, নৈমিষা-রণ্যে, কুরুক্ষেত্রে বিশেষতঃ কাশিধামে জপ করিলে যে ফল লাভ হয় সেই ফল হইয়া থাকে ॥২২৮-২৩০

গ্রহণে বিষুবে চৈব যৎ ফলং জপতাং ভবেৎ।
তৎ ফলং দ্বিগুণং তস্য দীক্ষিতো যঃ শৃণোতি চ ॥২৩১
দেবা অপি ততঃ কৃত্বা ধ্যায়ন্তি চ বদন্তি চ।
কদা মে ভারতে বর্ষে জন্ম স্যাদ্ভূতধারিণি ॥ ২৩২ ॥
দীক্ষিতাশ্চ ভবিষ্যামো বারাহং শৃণুমঃ কদা।
বারাহং ষোড়শাত্মানং যুক্ত্বা দেহে কদাচন।
পশ্যামঃ পরমং স্থানং যদ্‌গত্বা ন পুনর্ভবেৎ ॥২৩৩॥
এবং জল্পন্তি বিবুধা মনসা চিন্তয়ন্তি চ।
বারাহযাগং কার্ত্তিক্যাং কদা দ্রক্ষ্যামহে ধরে ॥২৩৪॥

অনুবাদ—চন্দ্র ও সূর্য্য গ্রহণের সময় এবং বিষুব সংক্রান্তিতে জপ দ্বারা যে ফল লাভ হয়, দীক্ষিত হইয়া যে ব্যক্তি বরাহপুরাণ শ্রবণ করেন, তাঁহার তদপেক্ষা দ্বিগুণ ফললাভ হয়। হে ভূতধারিণি! দেবগণও তপশ্চরণ পূর্ব্বক এই প্রকার ভাবনা করেন এবং বলিয়া থাকেন যে, কবে আমাদের ভারতবর্ষে জন্ম হইবে, কবে তথায় আমরা দীক্ষিত হইব, কবে আমরা বরাহপুরাণ শ্রবণ করিব ও কবে পদ্ম-পুরাণাদি ষোড়শপুরাণের আশ্রয় স্বরূপ বরাহপুরাণ দেহে সংযুক্ত করিয়া যে স্থানে গমন করিলে পুনরায় জন্ম হয় না সেই শ্রেষ্ঠস্থান দর্শন করিব। সুরগণ মনে মনে এই প্রকার ভাবনা করেন ও বলিয়া থাকেন যে, আমরা কবে কার্ত্তিকী পৌর্ণমাসীতে বরাহযাগ দর্শন করিব ॥ ২৩১-২৩৪ ॥

টীকা— জয়মাধব-শব্দাঢ্যমানসোল্লাসপুস্তকাৎ। দীক্ষাপদ্ধতিমালোচ্য টীকেয়ং লিখিতা ময়া ॥' বারাহং বরাহপুরাণং, ষোড়শানাং শ্রীভাগবতব্যতিরিক্তপদ্ম-পুরাণাদীনাম্, আত্মানম্ আশ্রয়ং প্রবর্ত্তকং বা প্রথমং শ্রীব্যাসতত্তস্যৈবাবির্ভাবপ্রসিদ্ধেঃ, দেহে যুক্ত্বা শ্রবণা-দিনা সংযুজ্য, যদ্বা, ষোড়শানাং তত্ত্বানামাত্মনমধিষ্ঠা-তারং ষোড়শযজ্ঞমূর্ত্তিং বা শ্রীবরাহরূপং ভগবন্তং দেহে মনঃপ্রধানে ইন্দ্রিয়াদ্যাত্মকে বা ধ্যানাদিনা সাক্ষাদিব স্ফোরয়িত্বা ॥ ২২৯-২৩৩ ॥

টীকা—কিং চিন্তয়ন্তি? তদাহ—বারাহযাগ-মিতি। হে ধরে! ইতি তচ্চিন্তনং কথয়ন্ শ্রীবরাহো-ভগবান্ ধরণীং সম্বোধয়তি ॥ ২৩৪ ॥

এষ তে বিধিরুদ্দিষ্টো ময়া তে ভূতধারিণি।
দেবগন্ধর্ব্ব-যক্ষাণাং সর্ব্বথা দুর্ল্লভো হ্যসৌ ॥২৩৫॥
এবং যো বেত্তি তত্ত্বেন যশ্চ পশ্যতি মণ্ডলম্।
যশ্চেমং শৃণুয়াদ্দেবি সর্ব্বে মুক্তা ইতি শ্রুতিঃ ॥২৩৬॥

অনুবাদ—হে ভূতধারিণি! আমি সংক্ষেপে এই নিয়ম বলিলাম, ইহা দেব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ—সকলেরই পক্ষে দুর্ল্লভ। হে দেবি! এই রূপ শ্রুতি আছে—যিনি তত্ত্বতঃ এই সকল বিষয় জানেন যিনি মণ্ডল অবলোকন করেন এবং যিনি এই বিষয় শ্রবণ করেন, তাঁহারা সকলেই মুক্তিলাভ করেন ॥ ২৩৫-২৩৬ ॥

টীকা—উদ্দিষ্টঃ সংক্ষেপেণ কথিতঃ ॥ ২৩৫ ॥

অথ সংক্ষিপ্তদীক্ষা

সংক্ষিপ্তশ্চাথ দীক্ষায়া বিধিরেষ বিলিখ্যতে।
মুখ্যকল্পে হ্যশক্তস্য জনস্য স্যাদ্ধিতায় যঃ ॥ ২৩৭ ॥
সুমুহূর্ত্তেঽথ সংপ্রাপ্তে সর্ব্বতোভদ্রমণ্ডলে।
নূতনং গন্ধপুষ্পাদি-মণ্ডিতং কলসং ন্যসেৎ ॥২৩৮॥
বস্ত্রাবৃতং পয়ঃপূর্ণং পঞ্চপল্লবসংযুতম্।
সর্ব্বৌষধি-পঞ্চরত্ন-মৃৎস্না-সপ্তকগর্ভিতম্ ॥ ২৩৯ ॥

অনুবাদ—মুখ্যকল্পে যাহা অসমর্থ জনের পক্ষে হিতকর, এক্ষণ সংক্ষিপ্তরূপে সেই দীক্ষাবিধি লিখিত হইতেছে। সুমুহূর্ত্ত সমুপস্থিত হইলে সর্ব্বতোভদ্র মণ্ডলে গন্ধপুষ্পাদিভূষিত বস্ত্রাচ্ছাদিত, জলপূর্ণ, পঞ্চপল্লব সমন্বিত, সর্ব্বৌষধি, পঞ্চরত্ন এবং সপ্তমৃত্তিকা-গর্ভিত নূতন কলস স্থাপন করিবেন ॥ ২৩৭-২৩৯ ॥

মৃত্তিকাশ্চ সপ্তোক্তাঃ—
অশ্বস্থানাদ্‌গজস্থানাদ্বল্মীকাচ্চ চতুষ্পথাৎ।
রাজদ্বারাচ্চ গোষ্ঠাচ্চ
নদ্যাঃ কূলান্মৃদঃ স্মৃতাঃ ॥ ২৪০ ॥ ইতি।
কৃষ্ণমভ্যর্চ্চ্য তং কুম্ভং কুশকূর্চ্চেন দেশিকঃ।
দেয়মন্ত্রেণ সাষ্টন্তু সহস্রমভিমন্ত্রয়েৎ ॥ ২৪১ ॥

অনুবাদ—অশ্বশালা, গজশালা, বল্মীক, চতুষ্পথ, রাজদ্বার, গোষ্ঠ এবং নদীতীর এই সপ্তস্থানের মৃত্তিকাকে সপ্তমৃত্তিকা কহে। শ্রীগুরুদেব শ্রীকৃষ্ণের পূজা করিয়া কুশনির্ম্মিত ব্রহ্মগ্রন্থি সংযোগে সেই কলসকে একহাজার আটবার দেবমন্ত্রদ্বারা অভিমন্ত্রিত করিবেন ॥ ২৪০-২৪১ ॥

টীকা—অশক্তস্য হিতায় যঃ স্যাৎ। সাষ্টম্ অষ্টোত্তরং সহস্রম্ ॥ ২৩৭-২৪১ ॥

তদদ্ভিঃ পূর্ববচ্ছিষ্যমভিষিচ্য দিশেন্মনুম্।
শিষ্যোঽর্চ্চয়েদ্‌গুরুং ভক্ত্যা যথাশক্তি দ্বিজানপি ॥২৪২

অনুবাদ—অনন্তর ঐ কলসীস্থিত জলদ্বারা পূর্ব্বোক্ত বিধিতে শিষ্যকে অভিষেক করিয়া মন্ত্রোপদেশ করিবেন। শিষ্যও যথাশক্তি ভক্তির সহিত গুরু ও বিপ্রগণকে পূজা করিবেন ॥ ২৪২ ॥

টীকা—দিশেৎ কথয়েৎ ॥ ২৪২ ॥

অথ উপদেশস্তন্ত্রসারে—
অত্রাপ্যশক্তঃ কশ্চিচ্চেদব্জমভ্যর্চ্চ্য সাক্ষতম্।
তদম্ভসাভিষিচ্যাষ্ট বারান্মূলেন কে করম্ ॥২৪৩॥
নিধায়ামুং জপেৎ কর্ণে উপদেশেষ্বয়ং বিধিঃ।
চন্দ্রসূর্য্যগ্রহে তীর্থে সিদ্ধক্ষেত্রে শিবালয়ে।
মন্ত্রমাত্র-প্রকথনমুপদেশঃ স উচ্যতে ॥ ২৪৪ ॥

অনুবাদ—তন্ত্রসারে উপদেশ করা হইয়াছে—যদি কেহ ইহাতেও সমর্থ না হয়, তা'হলে একটি অক্ষত পদ্মকে পূজা করিয়া তজ্জলদ্বারা মূলমন্ত্র উচ্চারণ সহকারে আটবার শিষ্যকে অভিষিক্ত করিয়া পরে শিষ্যের মাথার উপরে হাত রাখিয়া কানে মূলমন্ত্র জপ করিবেন। উপদেশসমূহের মধ্যে ইহাই বিধি। চন্দ্র ও সূর্য্যগ্রহণকালে, তীর্থস্থানে, সিদ্ধক্ষেত্রে অথবা শিবায়তনে কেবলমাত্র মন্ত্র দানকেই উপদেশ বলে ॥ ২৪৩-২৪৪ ॥

টীকা—কে মস্তকে, করং নিধায়, অমুং মূলমন্ত্রম্ ॥ ২৪৩-২৪৪ ॥

অত্র তত্রৈব বিশেষঃ শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে—
বিত্তলোভাদিমুক্তস্য স্বল্পবিত্তস্য দেহিনঃ।
সংসারভয়ভীতস্য বিষ্ণুভক্তস্য তত্ত্বতঃ ॥ ২৪৫ ॥
অগ্নাবাজ্যান্বিতে বীজৈঃ সলিলৈঃ কেবলৈশ্চ বা।
দ্রব্যহীনস্য কুর্ব্বীত বচসানুগ্রহং গুরুঃ ॥ ২৪৬ ॥

অনুবাদ—পূর্ব্বে উক্ত বিস্তীর্ণদীক্ষা ও সংক্ষিপ্তদীক্ষা-সম্বন্ধে শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে বর্ণিত বিশেষ বিধান—ধনলোভমুক্ত, সংসার-ভয়ে ভীত, যথার্থই বিষ্ণুভক্ত, স্বল্পবিত্ত, দ্রব্যহীন ব্যক্তির সম্বন্ধে গুরুদেব ঘৃতসমন্বিত অগ্নিতে যবাদি বীজদ্বারা অথবা কেবলমাত্র জলদ্বারা কিংবা কেবলমাত্র বাক্যদ্বারা হোম করিয়া তাঁহার প্রতি মন্ত্রপ্রদানরূপ অনুগ্রহ করিবেন। ॥ ২৪৫-২৪৬ ॥

টীকা—পূর্ব্বলিখিত-বিস্তীর্ণে সংক্ষিপ্তে চ বিধাবপবাদং লিখতি—বিত্তেতি সার্দ্ধৈঃ পঞ্চভিঃ। বীজৈর্যবাদিভিঃ, বচসৈব বা ॥ ২৪৫-২৪৬ ॥

যঃ সমঃ সর্ব্বভূতেষু বিরাগো বীতমৎসরঃ।
জিতেন্দ্রিয়ঃ শুচির্দক্ষঃ সর্ব্বাঙ্গাবয়বান্বিতঃ ॥২৪৭॥
কর্ম্মণা মনসা বাচা ভীতে চাভয়দঃ সদা।
সমবুদ্ধিপদং প্রাপ্তস্তত্রাপি ভগবন্ময়ঃ ॥ ২৪৮ ॥
পঞ্চকালপরশ্চৈব পঞ্চরাত্রার্থবিত্তথা।
বিষ্ণুতত্ত্বং পরিজ্ঞায় একং চানেকভেদগম্।
দীক্ষয়েন্মেদিনীং সর্ব্বাং কিং পুনশ্চোপসন্নতান্ ॥২৪৯

অনুবাদ—সর্ব্বভূতে যিনি সমদর্শী, বিষয়াদিতে আসক্তিহীন, মাৎসর্য্য দোষশূন্য, জিতেন্দ্রিয়, পবিত্র, দক্ষ, অঙ্গহানি রহিত, যিনি কর্ম্ম, মন ও বাক্যদ্বারা ভয়াকুল ব্যক্তিকে সতত অভয়দান করেন, যিনি জ্ঞানিগণের পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন সেই পদ প্রাপ্ত হইয়া যিনি অন্তরে এবং বাহিরে ভগবৎ ময় দর্শন করেন, যিনি পঞ্চকালের ক্রিয়াসমূহে দক্ষ, যিনি পঞ্চরাত্র গ্রন্থের অর্থবেত্তা, সেই প্রকার ব্যক্তি বহু ভেদপ্রাপ্ত অথচ এক বিষ্ণুতত্ত্ব অবগত হইয়া আশ্রিত ভক্তগণের কথা দূরে থাকুক, সমগ্র পৃথিবীকেই দীক্ষিত করিতে পারেন ॥ ২৪৭-২৪৯ ॥

টীকা—ননু তথা দীক্ষাবিধিঃ কথং সম্পূর্ণোঽস্তিত্যাশঙ্ক্যাহ—য ইতি সার্দ্ধত্রিভিঃ। সর্ব্বৈরঙ্গস্য দেহস্যাবয়বৈরন্বিতঃ, সমবুদ্ধীনাং জ্ঞানিনাং পদম্; পঞ্চসু কালেষু যৎ কৃত্যং তৎপর ইত্যর্থঃ। একমপ্যনেকভেদপ্রাপ্তমিতি ভেদাভেদসিদ্ধান্তাপেক্ষয়া, উপসন্নতান্ ভক্ত্যা প্রপন্নানিত্যর্থঃ ॥ ২৪৭-২৪৯ ॥

———

অথ মন্ত্রদানমাহাত্ম্যম্

স্কান্দে ব্রহ্মনারদ সংবাদে—

ইহ কীর্ত্তিং বদান্যত্ব প্রজাবৃদ্ধিং ধনং সুখম্।
বিদ্যাদানেন লভতে সাত্ত্বিকো নাত্র সংশয়ঃ ॥ ২৫০ ॥
যথা সুরাণাং সর্ব্বেষাং পরমঃ পরমেশ্বরঃ।
তথৈব সর্ব্বদানানাং বিদ্যাদানং পরং স্মৃতম্ ॥২৫১

অনুবাদ—স্কন্দ পুরাণে ব্রহ্মনারদ-সংবাদে বর্ণিত আছে—সাত্ত্বিক ব্যক্তি এই জগতে বিদ্যাদান দ্বারা প্রতিষ্ঠা, বদান্যত্ব, সন্ততি বর্দ্ধন, ধন এবং সুখলাভ করেন এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। পরমেশ্বর বিষ্ণু যে প্রকার সমগ্র দেববৃন্দের শ্রেষ্ঠ সেই প্রকার সমস্ত দানের মধ্যে বিদ্যাদানই শ্রেষ্ঠ দান বলিয়া কথিত হয় ॥ ২৫০-২৫১ ॥

টীকা—বিদ্যা-মন্ত্র এবাত্র সর্ব্বপুরুষার্থোপায়ত্বাৎ; অতএব ক্রমদীপিকায়াম্—'বিদ্যাং ন যঃ সংবিৎসুঃ' ইতি। কীর্ত্তিং প্রতিষ্ঠাং, বদান্যত্বঞ্চ দানশীলতাম্; যদ্বা, বদান্যত্বরূপাং কীর্ত্তিং কৃতমহাদানত্বাৎ; সাত্ত্বিকঃ নিষ্কপটঃ শ্রদ্ধাবান্ বা ॥ ২৫০ ॥

———

যাবচ্চ পাতকং তেন কৃতং জন্মশতৈরপি।
তৎ সর্ব্বং নাশমাপ্নোতি বিদ্যাদানেন দেহিনাম ॥২৫২
বিদ্যাদানাৎ পরং দানং ন ভূতং ন ভবিষ্যতি।
যেন দত্তেন চাপ্নোতি শিবং পরমকারণম্ ॥ ২৫৩ ॥
ইতি শ্রীগোপালভট্ট-বিলিখিতে ভগবদ্ভক্তিবিলাসে দৈক্ষিকো নাম দ্বিতীয়ো বিলাসঃ।

অনুবাদ—দেহীদিগকে বিদ্যাদানদ্বারা সেই দাতার অনুষ্ঠিত শতজন্মের পাতকসমুদয় বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যে দান দ্বারা পরম কারণ মঙ্গলস্বরূপ ভগবানকে লাভ করা যায়, সেই বিদ্যা দান অপেক্ষা উত্তম দান হয় নাই, হইতেও পারে না ॥ ২৫২-২৫৩ ॥

টীকা—দেহিনাং দেহিনঃ প্রতি; শিবং মঙ্গলরূপং পরমসুখাত্মকং বা; পরমকারণং শ্রীব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণং বা ॥ ২৫২-২৫৩ ॥

ইতি দ্বিতীয়ো বিলাসঃ

তৃতীয়-বিলাসঃ

বন্দেঽনন্তাদ্ভুতৈশ্বর্য্যং শ্রীচৈতন্যং মহাপ্রভুম্ ।
নীচোঽপি যৎপ্রসাদাৎ স্যাৎ সদাচারপ্রবর্ত্তকঃ ॥ ১॥

অনুবাদ—অনন্ত অদ্ভুত ঐশ্বর্য্যশালী শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে আমি বন্দনা করি, যাঁহার অনুগ্রহ হইলে নীচ কুলে উৎপন্ন ব্যক্তিও সদাচার সমূহের প্রবর্ত্তক হইতে পারেন ॥ ১ ॥

টীকা—

শ্রীহরিঃ ।

প্রভুঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যো জীয়াৎ যৎকৃপয়া ভবেৎ ।
শ্বাপি সিংহস্তুণং মেরুর্মূর্খো বিদ্বান্ মৃতোঽসুমান্ ॥

নিকৃষ্টস্যাপ্যাত্মনঃ সদাচারলিখনে শ্রীভগবতোঽনু-কম্পায়াধিকারং সামর্থ্যঞ্চ দ্যোতয়ংস্তং প্রণমতি—বন্দ ইতি । যস্য প্রসাদাদ্ধেতোর্নীচজনোঽপি লিখ-নাদিদ্বারা সদাচারাণাং প্রবর্ত্তকো ভবতি ; অত্র হেতুঃ—অনন্তমদ্ভুতং চাবিতর্ক্যম্ ঐশ্বর্য্যং প্রভাবো যস্য তম্, যতো মহাপ্রভুং পরমেশ্বরম্ ॥ ১ ॥

পুংসো গৃহীতদীক্ষস্য শ্রীকৃষ্ণং পূজয়িষ্যতঃ ।
আচারো লিখ্যতে কৃত্যং শ্রুতি-স্মৃত্যনুসারতঃ ॥ ২॥

অনুবাদ—শ্রীবিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষা লাভ করার পর যে ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণ-পূজা করিবেন, আমি শ্রুতি-স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্রানুসারে তাঁহার করণীয় আচরণ সমূহ লিপিবদ্ধ করিতেছি ॥ ২ ॥

টীকা—পুংসঃ পুংমাত্রস্যেত্যর্থঃ, শ্রীবিষ্ণুদীক্ষা-গ্রহণমাত্রেণ সর্ব্বেষামেব তত্রাধিকারাৎ ; যদ্যপি স্ত্রীণামপ্যধিকারোঽস্তি ইতি পূর্ব্বং লিখিতং, তথাপি কর্ম্মসু পুংসঃ প্রাধান্যাৎ পুংস ইত্যত্র লিখিতম্ । এবমগ্রে লেখ্যং ব্রাহ্মণমিত্যাদিকমপ্যূহ্যম্ । শ্রীকৃষ্ণং পূজয়িষ্যত ইতি তৎপূজার্থক ইত্যর্থঃ । শ্রুত্যাদ্য-নুসারেণ কৃত্যম্ অবশ্যং কর্ত্তুং যোগ্যং যদ্ যৎ কর্ম্ম, শ্রুতিস্মৃত্যনুসারত ইত্যস্য লিখ্যত ইত্যনেন বা সম্বন্ধঃ ॥ ২ ॥

অথ দীক্ষিতস্য পূজায়া নিত্যতা

আগমে—

লব্ধা মন্ত্রন্তু যো নিত্যং নার্চ্চয়েন্মন্ত্রদেবতাম্ ।
সর্ব্বকর্ম্মাফলং তস্যানিষ্টং যচ্ছতি দেবতা ॥৩॥ ইতি ।

অনুবাদ—যিনি শ্রীকৃষ্ণ-মন্ত্র প্রাপ্ত হইয়া প্রত্যহ সেই মন্ত্র দেবতার পূজা না করেন, তাঁহার সমস্ত কর্ম্ম বিফল হয় এবং মন্ত্রদেবতা তাঁহার প্রতি অসন্তুষ্ট হন—আগমে এই প্রকার বর্ণনা পাওয়া যায় ।

অথ সদাচারঃ

ন কিঞ্চিৎ কস্যচিৎ সিধ্যেৎ সদাচারং বিনা যতঃ ।
তস্মাদবশ্যং সর্ব্বত্র সদাচারো হ্যপেক্ষ্যতে ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—যেহেতু সদাচার ব্যতীত কাহারও কোন কর্ম্ম ফলপ্রদ হয় না, সেইহেতু সকল বিষয়ে নিশ্চয়ই সদাচারের আবশ্যকতা আছে ॥ ৪ ॥

টীকা—ননু পূজাবিধিরেব লিখ্যতাং, কিমন্যা-চারলিখনেনেত্যাশঙ্ক্য প্রথমং সদাচারস্য নিত্যতাং লিখতি—ন কিঞ্চিদিতি । হি নিশ্চয়ে, এতেন শাস্ত্রাদি-প্রমাণং সূচিতম্ ॥ ৪ ॥

বিষ্ণুপুরাণে—

বর্ণাশ্রমাচারবতা পুরুষেণ পরঃ পুমান্ ।
বিষ্ণুরারাধ্যতে পন্থা নান্যস্তত্তোষকারণম্ ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—শ্রীবিষ্ণুপুরাণে বলা হইয়াছে—বর্ণ এবং আশ্রম অনুযায়ী আচারবান্ পুরুষ পরমপুরুষ শ্রীবিষ্ণুর আরাধনা করিবেন, এ ছাড়া তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিবার অন্য কোন উপায় নাই ॥ ৫ ॥

টীকা—অন্যঃ সদাচারাদ্বিষ্ণোরারাধনাৎ পরঃ পন্থাঃ কেবলযোগাভ্যাসাদিঃ তস্য বিষ্ণোস্তোষকারকো ন ভবতি ; অতএবোক্তং প্রথমস্কন্ধে (শ্রীভাঃ ১।২।৬) 'স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে' ইতি । ধর্ম্মস্তু সদাচারলক্ষণ এব ॥ ৫ ॥

অথ সদাচারস্য নিত্যতা

মার্কণ্ডেয়পুরাণে মদালসালর্কসংবাদে—

গৃহস্থেন সদা কার্য্যমাচারপরিপালনম্
ন হ্যাচারবিহীনস্য সুখমত্র পরত্র চ ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—মার্কণ্ডেয় পুরাণে মদালসা এবং অলর্ক-সংবাদে বর্ণিত আছে—গৃহস্থব্যক্তি সদাসর্ব্বদা সদাচার পরিপালন করিবে। আচার রহিত জনের ইহলোক বা পরলোকে কোথাও সুখ নাই ॥ ৬ ॥

যজ্ঞদানতপাংসীহ পুরুষস্য ন ভূতয়ে।
ভবন্তি যঃ সদাচারং সমুল্লঙ্ঘ্য প্রবর্ত্ততে ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—সদাচার পরিত্যাগী ব্যক্তি যে কোনও কার্য্যে লিপ্ত হয়—দান যজ্ঞ তপস্যা প্রভৃতি সেই ব্যক্তির ইহলোকে কোনও মঙ্গলের কারণ হয় না॥৭॥

ভবিষ্যোত্তরে চ শ্রীকৃষ্ণযুধিষ্ঠিরসংবাদে—

আচারহীনং ন পুনন্তি বেদা
যদ্যপ্যধীতাঃ সহ ষড়্ভিরঙ্গৈঃ।
ছন্দাংস্যেনং মৃত্যুকালে ত্যজন্তি
নীড়ং শকুন্তা ইব জাতপক্ষাঃ ॥৮॥

অনুবাদ—ভবিষ্যোত্তর পুরাণে শ্রীকৃষ্ণ-যুধিষ্ঠির-সংবাদে বর্ণনা করা হইয়াছে—বেদ সকল শিক্ষা-কল্প প্রভৃতি ছয়টি অঙ্গ সহিতও যদি অধ্যয়ন করা যায়, তবুও সদাচার হীন ব্যক্তিকে পবিত্র করিতে পারেন না। পাখা জন্মাইলে পর পাখীরা যেরূপ—নীড় বা বাসা পরিত্যাগ করে বেদসকলও সেইরূপ তাহার মরণ সময়ে তাহাকে পরিত্যাগ করেন ॥ ৮ ॥

টীকা—মৃত্যুকালে ত্যজন্তি—পরলোকে কিমপি ফলং ন প্রযচ্ছন্তীত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥

কপালস্থং যথা তোয়ং শ্বদৃতৌ বা যথা পয়ঃ।
দুষ্টং স্যাৎ স্থানদোষেণ বৃত্তহীনে তথা শুভম্।
আচাররহিতো রাজন্নেহ নামুত্র নন্দতি ॥৯॥ ইতি।
লেখ্যোন স্মরণাদীনাং নিত্যত্বেনৈব সেৎস্যতি।
স্মরণাদ্যাত্মকস্যাপি সদাচারস্য নিত্যতা ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—নর-কপাল অথবা কুক্কুর চর্ম্ম নির্ম্মিত পাত্রে জল বা দুগ্ধ রাখিলে তাহা যেমন পাত্রদোষে দূষিত হয়, সেই প্রকার সদাচার বিহীন ব্যক্তির শুভ, কর্ম্ম-সমূহও দূষিত হয়। হে রাজন্ কি ইহলোক কি পরলোক কোন লোকেই আচার বর্জ্জিত ব্যক্তি আনন্দ লাভ করে না ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—লিখিতব্য শ্রীহরি-স্মরণ প্রভৃতির অবশ্য কর্ত্তব্যতা দ্বারাই নির্দ্ধারিত হইতেছে যে, সদাচার অবশ্য প্রতিপালনীয় যেহেতু ভগবৎ স্মরণাদিই সদাচারনিত্য ॥ ১০ ॥

টীকা—বৃত্তং সদাচারঃ, তেন হীনে; শুভং তীর্থাটনাদি-পুণ্যকর্ম্ম। ননু অন্যৈরপি বিশেষবচনৈঃ স্পষ্টসদাচারস্য নিত্যত্বং লিখ্যতাম, তত্র লিখতি—লেখ্যোনেতি। স্মরণাদীনাং স্মরণমারভ্যাত্র গ্রন্থে লেখ্যানাং নিত্য-পক্ষ-মাসাদি-কৃত্যানাম্ অগ্রে লেখ্যেন নিত্যত্বেনৈব সদাচারস্য, নিত্যতা সেৎস্যত্যেবাপি অতএব অধুনা তত্তদ্বচনলিখনবাহুল্যেনালমিতি ভাবঃ। ননু ভগবৎস্মরণাদেনিত্যতয়া সদাচারস্য নিত্যতা কথমস্তু? তত্র লিখতি—স্মরণাদ্যাত্মকস্যেতি, সদাচারস্যৈব তত্তল্লক্ষণত্বাদিত্যর্থঃ ॥ ৯-১০ ॥

অথ সদাচার-মাহাত্ম্যম্

বিষ্ণুপুরাণে তত্রৈব গৃহিধর্ম্মপ্রসঙ্গে—

সদাচারবতা পুংসা জিতৌ লোকাবুভাবপি ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—শ্রীবিষ্ণুপুরাণে গৃহস্থগণের ধর্ম্মপ্রসঙ্গে বর্ণিত হইয়াছে—সদাচার সম্পন্ন পুরুষ ইহলোক ও পরলোক দুইই জয় করেন ॥ ১১ ॥

সাধবঃ ক্ষীণদোষাস্তু সচ্ছব্দঃ সাধুবাচকঃ।
তেষামাচরণং যত্তু সদাচারঃ স উচ্যতে ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—যাঁহারা আচার-দোষরহিত তাঁহাদিগকেই সাধু বলা যায়। 'সৎ' শব্দ—সাধুবাচক; এই সাধুগণের আচরিত ব্যবহারকেই সদাচার বলা হয় ॥ ১২ ॥

টীকা—সদাচারস্যৈব লক্ষণমাহ—সাধব ইতি ॥১২

কাশীখণ্ডে স্কন্দাগস্ত্য-সংবাদে—

অনধ্যয়নশীলঞ্চ সদাচার-বিলঙ্ঘিনম্।
সালস্যঞ্চ দুরন্নাদং ব্রাহ্মণং বাধতেঽন্তকঃ ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ—কাশীখণ্ডে স্কন্দ ও অগস্ত্য-সংবাদে বলা হইয়াছে—অধ্যয়ন বিমুখ সদাচার লঙ্ঘনকারী অলস এবং অপবিত্র অন্ন ভোজনকারী ব্রাহ্মণকে যমরাজ দণ্ড প্রদান করেন ॥ ১৩ ॥ (বাধা—দণ্ড)

টীকা—যদ্যপি কাশীখণ্ডমাধুনিকং কল্পিতং কাব্যমিতি পুরাণতত্ত্ববিৎসু প্রসিদ্ধম্, তথাপি তদাকার-স্কান্দ-বায়ব্য-কৌর্ম্মাদি- প্রতিপাদিত- সদাচার - বিষয়কাণি কানিচিদ্বচনানি স্মৃতিসম্বলিতান্যত্র সংগৃহীতানি ইত্যদোষঃ। অনধ্যয়নশীলমিতি সালস্যমিতি দুরন্নাদমিতি চ দৃষ্টান্তত্বেন হেতুত্বেনৈবোক্তম্; তত্র চ তেষাং হেতু-হেতুমত্তা যথাক্রমমূহ্যা ॥ ১৩ ॥

ততোঽভ্যসেৎ প্রযত্নেন সদাচারং সদা দ্বিজঃ।
তীর্থান্যপ্যভিলষ্যন্তি সদাচারসমাগমম্ ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ—অতএব দ্বিজাতি ব্যক্তি যত্ন-সহকারে সদাচার অভ্যাস করিবেন। সদাচার পরায়ণ ব্যক্তির সমাগম তীর্থ সকলেরও কাম্য ॥ ১৪ ॥

ভবিষ্যোত্তরে চ তত্রৈব—

আচারপ্রভবো ধর্ম্মঃ সন্তশ্চাচারলক্ষণাঃ।
সাধূনাঞ্চ যথা বৃত্তং স সদাচার ইষ্যতে ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ—ভবিষ্যোত্তরে বর্ণিত হইয়াছে—ধর্ম্ম আচার হইতে জাত, সাধুগণ সদাচার পরায়ণ এবং সাধুগণে যেইপ্রকার আচার ব্যবহার তাহাই সদাচার বলিয়া লোক সমাজে কথিত হয় ॥ ১৫ ॥

তস্মাৎ কুর্য্যাৎ সদাচারং য ইচ্ছেদ্গতিমাত্মনঃ।
সর্ব্বলক্ষণহীনোঽপি সমুদাচারবান্ নৃপ।
শ্রদ্দধানোঽনসূয়শ্চ সর্ব্বান্ কামানবাপ্নুয়াৎ ॥১৬॥

অনুবাদ—অতএব যিনি শুভগতি লাভ করিতে ইচ্ছুক, তিনি অবশ্যই সদাচার পালন করিবেন। হে রাজন্! শ্রদ্ধাবান্ অসূয়ারহিত সদাচার পরায়ণ ব্যক্তি সর্ব্ব সুলক্ষণহীন হইলেও যাবতীয় ঈপ্সিত বস্তু প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥ ১৬ ॥

টীকা—সম্যগুৎকৃষ্ট আচারঃ সমুদাচারঃ সদাচার এব তদ্বান্ ॥ ১৬ ॥

কিঞ্চ—

আচার এব ধর্ম্মস্য মূলং রাজন্ কুলস্য চ।
আচারাদ্বিচ্যুতো জন্তুর্ন কুলীনো ন ধার্ম্মিকঃ ॥১৭॥

অনুবাদ—সেখানে আরও বলা হইয়াছে—ধর্ম্ম এবং কুল বা বংশের মূল আচার। আচার রহিত ব্যক্তি ধার্ম্মিকও নয় কুলীনও নয় ॥ ১৭ ॥

কিঞ্চ—

আচারো ভূতিজনন আচারঃ কীর্ত্তিবর্দ্ধনঃ।
আচারাদ্বর্দ্ধতে হ্যায়ুরাচারো হন্ত্যলক্ষণম্ ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ—আরও বর্ণিত হইয়াছে—সদাচার হইতে ঐশ্বর্য্যলাভ হয়, উহা কীর্ত্তিবর্দ্ধনকারী, উহা হইতে পরমায়ুঃ বর্দ্ধিত হয় এবং আচার দারিদ্র্য, অপমৃত্যু প্রভৃতি অলক্ষণকে নাশ করিয়া থাকে ॥১৮॥

টীকা—অলক্ষণম্—দারিদ্র্যাদি অপমৃত্যাদি বা ॥১৮

আচার এব নৃপপুঙ্গব সেব্যমানো
ধর্ম্মার্থকাম-ফলদো ভবিতেহ পুংসাম্।
তস্মাৎ সদৈব বিদুষাবহিতেন রাজন্
শাস্ত্রোদিতো হ্যনুদিনং পরিপালনীয়ঃ ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ—হে নৃপবর! আচার প্রতিপালন করিলে সেই আচারই ইহলোকে ধর্ম্ম অর্থ ও কাম এই তিন-প্রকার পুরুষার্থপ্রদ হইয়া থাকে, সুতরাং হে রাজন্! বিদ্বান্ ব্যক্তি মাত্রই সতত সতর্ক থাকিয়া অনুদিন শাস্ত্র বিহিত সদাচার পালন করিবেন ॥ ১৯ ॥

টীকা—যথা স্মরণাদীনাং নিত্যতয়া সদাচারস্য নিত্যতা তথা তেষাং মাহাত্ম্যেনাপ্যস্য মাহাত্ম্যং সুসিধ্যেদেবেতি লিখিতন্যায়েন স্পষ্টত্বান্ন লিখিতম্ ॥১৯

অথ তত্র নিত্যকৃত্যানি

**ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তে উত্থায় কৃষ্ণ কৃষ্ণেতি কীর্ত্তয়ন্।
প্রক্ষাল্য পাণিপাদৌ চ দন্তধাবনমাচরেৎ ॥ ২০ ॥**

অনুবাদ—অনন্তর নিত্যকৃত্য সমূহ বর্ণিত হইতেছে—ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' নাম উচ্চারণ করিতে করিতে শয্যাত্যাগ করিয়া হাত পা ধুইয়া দন্ত মার্জ্জন করিবেন ॥ ২০ ॥

টীকা—সদাচারমেব নিত্য-পক্ষ-মাসাদি কৃত্যেন গ্রন্থসমাপ্তিপর্য্যন্তং লিখন্ আদৌ অত্র নিত্যকৃত্যানি লিখতি—ব্রাহ্ম ইত্যাদিনা। কৃষ্ণ কৃষ্ণেতি কীর্ত্তয়ন্ সমুত্থায়, দন্তানাং ধাবনং শোধনং, তচ্চ কদাচিদ্বিহিতকাষ্ঠৈঃ কদাচিত্তৃণাদিভিশ্চ। তত্তু পূজানিরতানাং শ্রীভগবৎপ্রবোধনাদ্যর্থং তদগ্রে গমিষ্যতাং ততঃ প্রাগধ্বনৈব যুক্তম্। যত উক্তং শ্রীবরাহেণ—'দন্তকাষ্ঠমখাদিত্বা যস্ত মামুপসর্পতি। সর্ব্বকালকৃতং কর্ম্ম তেনৈবৈকেন নশ্যতি ॥' ইতি। তত্র চ দন্তকাষ্ঠমখাদিত্বেতি দন্তানশোধয়িত্বেতি জ্ঞেয়ং, প্রতিপদাদিষু দন্তকাষ্ঠনিষেধাৎ। তদ্বিশেষশ্চাগ্রে বিস্তরতো ব্যক্তো ভাবী ॥ ২০ ॥

———

**আচম্য বসনং রাত্রেস্ত্যক্ত্বান্যৎ পরিধায় চ।
পুনরাচমনে কুর্য্যাল্লেখ্যেন বিধিনাগ্রতঃ ॥ ২১ ॥**

অনুবাদ—তারপর আচমন করিয়া রাত্রিবাস পরিবর্ত্তন করিয়া বক্ষ্যমান নিয়মে দ্বিতীয়বার আচমন করিবেন ॥ ২১ ॥

টীকা—রাত্রেঃ—রাত্রৌ পরিহিতমিত্যর্থঃ; অন্যেৎ শুদ্ধবসনম্; আচমনে আচমনদ্বয়ম্; তথা চোক্তম্—'শুক্লবাসঃ পরীধায় তথা দৃষ্ট্বাপ্যমঙ্গলম্। প্রমাদাদশুচিং স্পৃষ্ট্বা দ্বিরাচান্তঃ শুচির্ভবেৎ ॥' ইতি। ননু দন্তধাবনাদিকমত্র কথ্যতাং, তত্র লিখতি—অগ্রতস্তন্মুখ্যপ্রকরণে লেখ্যেন বিধিনেতি। ব্রাহ্মমুহূর্ত্তকৃত্যলিখনপ্রকরণে প্রাতঃস্মরণ-কীর্ত্তনাদি-মুখ্যকর্ম্ম-পরিত্যাগেনোত্থানমাত্রলিখনানন্তরং দন্তধাবনাদিবিধিবিস্তারলেখো ন যুক্তঃ, অতোঽগ্রে লেখ্যঃ ॥২১॥

———

**অথেচ্ছন্ পরমাং শুদ্ধিং মূর্দ্ধ্নি ধ্যাত্বা গুরোঃ পদৌ।
স্তুত্বা চ কীর্ত্তয়ন্ কৃষ্ণং স্মরংশ্চৈতদুদীরয়েৎ ॥২২॥**

অনুবাদ—তারপর পরমাশুদ্ধিলাভের আশায় স্বীয় মস্তকে শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্মদ্বয় ধ্যান ও তাঁহার স্তবপাঠ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের কীর্ত্তন ও স্মরণপূর্ব্বক এই শ্লোক পাঠ করিবেন। ২২ ॥

টীকা—পরমামুৎকৃষ্টাং বহিরন্তর্বিশোধনাৎ; শ্রীগুরুপদধ্যানে চাগমোক্তোঽয়ং বিশেষো দ্রষ্টব্যঃ—'ব্রহ্মরন্ধ্রস্থিতে পদ্মে সহস্রদলশোভিতে। শ্রীগুরুং পরমাত্মানং ব্যাখ্যামুদ্রালসৎকরম্। দ্বিনেত্রং দ্বিভুজং পীতং ধ্যায়েদখিলসিদ্ধিদম্ ॥' ইতি। গুরোঃ পাদাবেব স্তুত্বা তস্য উৎকর্ষমুৎকীর্ত্ত্য পশ্চান্নিজেষ্টদৈবতং কৃষ্ণং কীর্ত্তয়ন্ স্মরংশ্চ লেখ্যং জয়তীত্যাদিকং পঠেৎ। যদ্যপি স্মরণস্য মনঃসংযোগলক্ষণত্বাদাদৌ স্মরণে সত্যেব পশ্চাৎ কীর্ত্তনং, তথাপ্যত্র কীর্ত্তনস্য মুখ্যত্বাভিপ্রায়েণ স্মরণস্য পশ্চান্নির্দ্দেশঃ। পূর্ব্বং কৃষ্ণ কৃষ্ণেতি তন্নামোচ্চারণমেব, অধুনা তু শুদ্ধানন্তরং শ্রীভাগবতাদিশ্লোকপাঠেন রূপলীলাদিবিশেষণেন কীর্ত্তনমিতি বিশেষঃ। শতৃঙ্দ্বয়স্য তদুদীরণমেব তৎকীর্ত্তন-স্মরণাত্মকমিত্যর্থঃ। যদ্বা, দ্বয়মপি হেতৌ কীর্ত্তয়িতুং স্মর্ত্তুঞ্চেতি তথৈবার্থঃ; ততশ্চ কীর্ত্তনেনৈব স্মরণবিশেষোৎপত্তেঃ, স্মরংশ্চেতি পশ্চাল্লিখিতম্ ॥ ২২ ॥

———

অথ প্রাতঃস্মরণ-কীর্ত্তনে

(শ্রীভা ১০।৯০।৪৮)—

**জয়তি জননিবাসো দেবকীজন্মবাদো
যদুবরপরিষৎ স্বৈর্দোর্ভিরস্যন্নধর্ম্মম্।
স্থিরচর-বৃজিনঘ্নঃ সুস্মিত-শ্রীমুখেন
ব্রজপুরবনিতানাং বর্দ্ধয়ন্ কামদেবম্ ॥ ২৩ ॥**

অনুবাদ—যিনি অন্তর্য্যামীরূপে সকলজীবে অবস্থিত, দেবকীগর্ভে জন্ম এই প্রকার যাঁ'র প্রচার, যদুবংশীয়গণ যাঁ'র সভা সেবকরূপে—বর্ত্তমান, যিনি বাহুবলে অধর্ম্মনাশ করিয়াছেন, যিনি বৃন্দাবনে অবস্থিত স্থির-চর প্রাণী তরু গবাদিরও সংসার ক্লেশ—দূর করেন এবং যিনি সুন্দর সুস্মিত আননদ্বারা

ব্রজবনিতাদিগের এবং পুরবনিতাগণের প্রীতি বর্দ্ধিত করিতেছেন সেই শ্রীকৃষ্ণ জয়যুক্ত হউন ॥ ২৩ ॥

টীকা—জয়তি সর্ব্বোত্তমতয়া বর্ত্ততে শ্রীকৃষ্ণঃ, জনেষু নিবসতি অন্তর্য্যামিতয়েতি তথা সঃ, অতো দেবক্যাং জন্মেতি বাদমাত্রং যস্য সঃ, যদুবরাঃ পরিষৎ সভা-সেবকরূপাঃ যস্য সঃ, ইচ্ছামাত্রেণ নিরসনসমর্থোঽপি দোর্ভিরধর্ম্মং নিরস্যন্ ক্ষিপন্, স্থিরচরবৃজিনঘ্নঃ অধিকারিবিশেষানপেক্ষয়া বৃন্দাবনতরুগবাদীনাং সংসারদুঃখহন্তা, তথা বিলাসবৈদগ্ধ্যনপেক্ষয়া ব্রজবনিতানাং পুরবনিতানাঞ্চ সুস্মিতেন শ্রীমতা মুখেনৈব কামদেবং বর্দ্ধয়ন্, কামশ্চাসৌ দীব্যতি বিজিগীষতে সংসারমিতি দেবশ্চ তৎ, ভোগদ্বারা মোক্ষপ্রদমিত্যর্থঃ। অথবা, 'শ্রীধরস্বামিপাদানাং ব্যাখ্যাতোঽধিকমত্র যৎ। কিঞ্চিল্লিখামি তত্তৈস্তু ক্ষন্তব্যং গুরবো হি তে ॥' শ্রীকৃষ্ণো জয়তি সর্ব্বোৎকর্ষেণ বর্ত্ততে; তদেব প্রতিপাদয়তি—জনানাং জীবানাং নিবাস আশ্রয়ঃ; যদ্বা জনেষু নিজভক্তেষু নিতরাং প্রাকট্যেন বাসো যস্য; অতএব ভক্তবাৎসল্যেন দেবক্যাং জন্ম আবির্ভাবঃ বাদশ্চ ভাষণং তদাশ্বাসনাদ্যর্থং তাদৃশনিজভক্তেষু জন্মকারণাদিকথনরূপো যস্য তথা; যদুবরস্য যাদবরাজস্য কংসপিতুরপি উগ্রসেনস্য; যদ্বা, যদূনাং সামান্যেন সর্ব্বেষামেব যাদবানাং বরা দিব্যা সভা সুধর্ম্মাখ্যা যস্মাৎ। তথা জন্মমাত্রেণৈবাপনীতমপি অধর্ম্মং নিজভক্তবিনোদার্থং স্বৈঃ সৌন্দর্য্যাদিনা অসাধারণৈর্দোর্ভিরস্যন্নধর্ম্মহেতুদৈত্যাদিবধেন বিনাশয়ন্, দোর্ভিরিতি বহুত্বং ভারতাদ্যুক্তানুসারেণ ভারতযুদ্ধাদৌ চতুর্ভুজানাং, তথা হরিবংশোক্তানুসারেণ বাণযুদ্ধাদাবষ্টভুজানাং চ প্রকটনাৎ। যদ্বা, দোর্ভিরিব দোর্ভিঃ ভক্তবাৎসল্যেন সাহায্যকল্পিতৈরিত্যর্থঃ। যদ্বা, ক্ষত্রিয়াণাং ভগবতো বাহুজত্বাৎ বলাধিক্যাদ্যপেক্ষয়া কার্যকারণাভেদেন দোর্ভিঃ ক্ষত্রিয়ৈরিত্যুক্তং, তত্রাপি স্বৈর্নিজৈঃ যাদবপাণ্ডবাদিভিঃ; স্থিরাণাং চরাণাঞ্চ সর্ব্বেষামপি তদানীন্তনানাং জীবানাং সংসারদুঃখহন্তা। ব্রজপুরবনিতানাং, যদ্বা, ব্রজ এব পুরং বিচিত্রবিলাসবৈদগ্ধীবিষয়ত্বাৎ তদ্বনিতানাম্; কামেষু দেবঃ শ্রেষ্ঠস্তদেকনিষ্ঠত্বাৎ পরমপ্রেমপরিণতিরূপকামবিশেষাচ্চ তং বর্দ্ধয়ন্, তচ্চ নিজেন সুস্মিতেন শ্রীমুখেনৈব। এবং তেনৈব পরমমোহনসৌন্দর্য্যাদিনা তাদৃশকামবর্দ্ধনান্মোক্ষানন্দেঽপি সামান্যভজনানন্দেঽপি চ পরমনৈরপেক্ষ্যাদ্যুক্তমেব তৎ কামস্য শ্রৈষ্ঠ্যম্। বর্দ্ধয়ন্নিতি বর্ত্তমানত্বেন তাদৃশকামস্য পরমপ্রেমপরিণামলক্ষণতয়া প্রেম্নশ্চাতৃপ্তিস্বভাবকতয়া পরিচ্ছেদাভাবো দর্শিতঃ। এবং দশমস্কন্ধশেষে নিখিল-লীলাকথনান্তে তথোক্ত্যা সর্ব্বদৈব তাভিঃ সহ সংযোগঃ সূচিতঃ কিঞ্চ, শতৃভন্তপদস্যাবশ্যকক্রিয়াপদসহিতান্বয়েন তাসাং তাদৃশকামবর্দ্ধনেনৈব, জয়তীতি—পরমমোৎকর্ষতাভিপ্রেতা। এবং তদর্থমেব দেবক্যাং জন্মাদিকমিত্যেবং সর্ব্বমবতারপ্রয়োজনং তত্রৈব পর্য্যবস্যতীতি দিক্। 'মঙ্গলায়াস্য পদ্যস্য পাঠ্য-মানস্য সর্ব্বতঃ। বিস্তার্য্য লিখিতোঽপ্যর্থো লেখোঽগ্রে যো হি দুর্গমঃ ॥ ২৩ ॥

———

স্মৃতে সকলকল্যাণভাজনং যত্র জায়তে।
পুরুষং তমজং নিত্যং ব্রজামি শরণং হরিম্ ॥২৪॥

অনুবাদ—যাঁহাকে স্মরণ করিলে সর্ব্ববিধ-কল্যাণপাত্র হওয়া যায়, সেই জন্মরহিত সনাতন পুরুষ শ্রীহরির শরণ গ্রহণ করি ॥ ২৪ ॥

টীকা—এবং মঙ্গলাচর্য্য সর্ব্বকর্ম্মসিদ্ধয়ে ভগবদেকশরণো ভবেদিত্যাশয়েন লিখতি—স্মৃত ইতি। যত্র যস্মিন্ হরৌ ॥ ২৪ ॥

———

বিদগ্ধগোপালবিলাসিনীনাং
সম্ভোগচিহ্নাঙ্কিতসর্ব্বগাত্রম্।
পবিত্রমাম্নায়গিরামগম্যং ব্রহ্ম
প্রপদ্যে নবনীতচৌরম্ ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ—শ্রুতিবাক্যের অগম্য পরব্রহ্ম হইয়াও পবিত্র হইয়াও বিদগ্ধ গোপাল বিলাসিনীদিগের নখ-দন্ত-ক্ষতাদিদ্বারা সর্ব্বগাত্রে চিহ্নযুক্ত, নবনীতচৌর সেই শ্রীকৃষ্ণের শরণ গ্রহণ করি ॥ ২৫ ॥

টীকা—কৌশিকীবৃত্তিগানাদ্যভিপ্রায়েণ শ্রীকৃষ্ণস্য প্রাতঃকালীন-রূপ-লীলাদি-স্মরণকীর্ত্তনার্থং লিখতি—বিদগ্ধেতি। পবিত্রমপি বেদবাক্যাগোচরং, পরব্রহ্মাপি বিদগ্ধানাং গোপরমণীনাং সম্ভোগস্য চিহ্নৈ-

র্নখক্ষতাদিভিরঙ্কিতানি সর্ব্বগাত্রাণি যস্য তং প্রপদ্যে। নবনীতস্য প্রাতর্দধিমন্থনোত্থিতস্য, চৌরং চৌর্য্যেণ ভক্ষয়ন্তমিত্যর্থঃ ; তথা চ তচ্চিহ্নাঙ্কিতমপি জ্ঞেয়ম্ ॥ ২৫ ॥

দশমস্কন্ধে (৪৬।৪৬)—
উদ্গায়তীনামরবিন্দলোচনং
ব্রজাঙ্গনানাং দিবমস্পৃশধ্বনিঃ।
দধ্নশ্চ নির্ম্মন্থনশব্দমিশ্রিতো
নিরস্যতে যেন দিশামমঙ্গলম্ ॥ ২৬ ॥ ইতি

অনুবাদ—দশমস্কন্ধে ৪৬ অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে—পদ্মপলাশ লোচন শ্রীকৃষ্ণের গুণগান তৎপর ব্রজ-গোপিকাগণের কণ্ঠস্বর, দধিমন্থন হইতে উত্থিত শব্দের সহিত মিশ্রিত হইয়া গগন মণ্ডল স্পর্শ করিতেছে। সেই শব্দদ্বারা দিক্সমূহের জীবসকলের অশুভ নাশ প্রাপ্ত হয় ॥ ২৬ ॥

টীকা—এবং সাক্ষাদ্ভগবতঃ কীর্ত্তনস্মরণে লিখিত্বা প্রিয়জনপ্রেমদ্বারাপি কীর্ত্তনস্মরণবিশেষং লিখতি—উদ্গায়তীনামিতি। দিশাং দশদিক্স্থানাং জীবানাম্ অমঙ্গলম্ ঐহিকামুষ্মিকমখিলমভদ্রম্ ; যদ্বা, অকারো বিষ্ণুস্তদ্রূপং মঙ্গলং, কিংবা, ন বিদ্যতে মঙ্গলং যস্মাৎ তদমঙ্গলম্ অনুত্তমাদিবৎ পরমমঙ্গলমিত্যর্থঃ। তচ্চ মুখ্যবৃত্ত্যা শ্রীভগবৎপ্রেমৈব, যৎ যেন ধ্বনিনা দিশঃ প্রতি নিতরাং রস্যতে আস্বাদং কার্য্যতঃ ইত্যর্থঃ ॥২৬॥

পঠেৎ পুনশ্চ সাধূনাং সম্প্রদায়ানুসারতঃ।
চতুঃশ্লোকীমিমাং সর্ব্বদোষশান্ত্যৈ শুভাপ্তয়ে ॥২৭॥

অনুবাদ—সাধুগণের সম্প্রদায় অনুসারে সর্ব্বপ্রকার দোষ শান্তির নিমিত্ত এবং শুভফললাভের জন্য পুনরায় এই শ্লোক চতুষ্টয় পাঠ করিবে ॥ ২৭ ॥

টীকা—যদ্যপি লেখ্যশ্লোকচতুষ্টয়ে শ্রীগোপালদেবস্য কীর্ত্তনস্মরণবিশেষো নাস্তি, তথাপি বহুলশিষ্টাচারাপেক্ষয়া তৎ পঠিতব্যমিতি লিখতি—পঠেদিতি। সর্ব্বেষাং দুঃস্বপ্নাদিদোষাণাং শান্তয়ে—ইত্যেষাং শ্লোকানাং প্রায়ো গজেন্দ্রমোক্ষাখ্যানপরতয়া দুঃস্বপ্নাদ্যুপশান্তয় ইত্যাদি তত্রত্যোক্ত্যভিপ্রায়েণ ॥২৭॥

প্রাতঃ স্মরামি ভবভীতি-মহার্ত্তিশান্ত্যৈ
নারায়ণং গরুড়বাহনমব্জনাভম্।
গ্রাহাভিভূত-বরবারণমুক্তিহেতুং
চক্রায়ুধং তরুণবারিজপত্রনেত্রম্ ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ—আমি ভবভয়রূপ মহারোগের উপশমের নিমিত্ত গরুড়বাহন পদ্মনাভ কুম্ভীর দ্বারা অভিভূত গজরাজের মুক্তির কারণস্বরূপ, চক্ররূপ অস্ত্রধারী নবীন কমলদল লোচন শ্রীনারায়ণকে প্রাতঃ কালে স্মরণ করি ॥ ২৮ ॥

প্রাতর্নমামি মনসা বচসা চ মূর্দ্ধ্না,
পাদারবিন্দযুগলং পরমস্য পুংসঃ।
নারায়ণস্য নরকার্ণবতারণস্য
পারায়ণপ্রবণ-বিপ্রপরায়ণস্য ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ—যিনি বেদাধ্যয়ন পরায়ণ ব্রাহ্মণের এক মাত্র আশ্রয়, আমি প্রাতঃকালে মন, বাক্য ও মস্তক দ্বারা সেই নরকার্ণবতারণ পরমপুরুষ শ্রীনারায়ণের পাদপদ্ম যুগলে প্রণাম করি ॥ ২৯ ॥

টীকা—পারায়ণং বেদাধ্যয়নসাকল্যং তস্মিন্ প্রবণস্তৎপর ইত্যর্থঃ। যদ্বা, পারায়ণেন প্রবণঃ প্রণতো যো বিপ্রস্তস্য পরং পরমম্ অয়নমাশ্রয়স্তস্য ॥ ২৯ ॥

প্রাতর্ভজামি ভজতামভয়ঙ্করং তং,
প্রাক্ সর্ব্বজন্মকৃত-পাপভয়াবহত্যৈ।
যো গ্রাহবক্ত্র পতিতাঙ্ঘ্রিগজেন্দ্রঘোর-
শোকপ্রণাশমকরোদ্ধৃত-শঙ্খচক্রঃ ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ—কুম্ভীর মুখে পদ পতিত হওয়ায় গজরাজ দারুণ শোকে অভিভূত হইলে যিনি শঙ্খ-চক্র ধারণ পূর্ব্বক গজরাজের শোক দূর করিয়াছিলেন, আমি আমার পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে কৃত নিখিল পাপ ভয় বিনাশের নিমিত্ত ভজন কারিগণের সেই অভয় দান-দানকারী শ্রীভগবানকে ভজনা করি ॥ ৩০ ॥

শ্লোকত্রয়মিদং পুণ্যং প্রাতঃ প্রাতঃ পঠেত্তু যঃ।
লোকত্রয়গুরুস্তস্মৈ দদ্যাদাত্মপদং হরিঃ ॥৩১॥ ইতি।

অনুবাদ—প্রত্যহ প্রভাত কালে যিনি এই তিনটি শ্লোক পাঠ করেন, ত্রিলোকের গুরু শ্রীহরি তাঁহাকে আত্মপদ প্রদান করেন ॥ ৩১ ॥

টীকা—ভগবৎকীর্ত্তনস্মরণে এব সর্ব্বতীর্থাভিষেক ইত্যত্র প্রমাণং লিখতি—সকৃদিতি। কল্পশতত্রয়মিত্যস্য নিত্যে তাৎপর্য্যং সদৈবেত্যর্থঃ ॥ ৩১ ॥

তদেতল্লিখিতং কুত্র কুত্রচিদ্ব্যবহারতঃ।
কিন্তু স্বাভীষ্টরূপাদি শ্রীকৃষ্ণস্য বিচিন্তয়েৎ ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ—কোন কোন স্থলে ব্যবহারানুযায়ী পূর্ব্বে উল্লিখিত তথ্য পুনরায় লিখিত হইল, সাধক কিন্তু নিজের অভীষ্ট অনুসারে শ্রীকৃষ্ণের রূপলীলা প্রভৃতির ভাবনা করিবেন ॥ ৩২ ॥

ইত্থং বিদধ্যাদ্ভগবৎকীর্ত্তন-স্মরণাদিকম্।
সর্ব্বতীর্থাভিষেকং বৈ বহিরন্তর্বিশোধনম্ ॥ ৩৩ ॥

অনুবাদ—এই প্রকারে শ্রীভগবানের নামকীর্ত্তন এবং নাম স্মরণাদি করিবে তাহা হইলেই সর্ব্বতীর্থাভিষেকের ফল, বহিঃশুদ্ধি এবং অন্তঃশুদ্ধি হইবে ॥ ৩৩ ॥

তথা চ স্কান্দে স্কন্দং প্রতি শ্রীশিবোক্তৌ—
সকৃন্নারায়ণেত্যুক্ত্বা পুমান্ কল্পশতত্রয়ম্।
গঙ্গাদিসর্ব্বতীর্থেষু স্নাতো ভবতি পুত্রক ॥ ৩৪ ॥

অনুবাদ—এই বিষয়ে স্কন্দপুরাণে-কার্ত্তিকেয়ের প্রতি শ্রীশিবোক্তি—হে পুত্র! তিনশত কল্প সতত গঙ্গা আদি সমগ্র তীর্থে স্নান করিলে যে ফললাভ হয়। 'নারায়ণ' এই শব্দ একবার উচ্চারণ দ্বারা মানুষ সেই ফল পাইতে পারে ॥ ৩৪ ॥

অন্যত্র চ—
শয়নাদুত্থিতো যস্তু কীর্ত্তয়েন্মধুসূদনম্।
কীর্ত্তনাত্তস্য পাপস্য নাশমায়াত্যশেষতঃ ॥৩৫॥ ইতি।

অনুবাদ—অন্যত্রও বর্ণিত হইয়াছে যে—যিনি শয্যা পরিত্যাগ করিয়া মধুসূদন নাম কীর্ত্তন করেন, সেই কীর্ত্তন প্রভাবেই তাহার পাপসমূহ নিঃশেষে ক্ষয়প্রাপ্ত হয় ॥ ৩৫ ॥

টীকা—কথং বহিরন্তর্বিশোধনম্? তল্লিখতি—শয়নাদিতি। কীর্ত্তনাৎ কেবলাদেব ॥ ৩৫ ॥

মাহাত্ম্যং কীর্ত্তনস্যাগ্রে লেখ্যং মুখ্যপ্রসঙ্গতঃ।
স্মরণস্য তু মাহাত্ম্যমধুনা লিখ্যতে কিয়ৎ ॥ ৩৬ ॥

অনুবাদ—মুখ্য প্রসঙ্গ হওয়ায় কীর্ত্তনের মাহাত্ম্য অগ্রে লিখিত হইবে এখন স্মরণের মাহাত্ম্য কিঞ্চিৎ লিখিত হইতেছে ॥ ৩৬ ॥

টীকা—মুখ্যে প্রসঙ্গে ইতি কীর্ত্তনস্যৈব প্রাধান্যেন প্রসঙ্গে সতি লেখ্যম্, অধুনা চান্যসঙ্গত্যা গৌণত্বাৎ লিখিতুমযোগ্যমিত্যর্থঃ, এবমগ্রেঽপি জ্ঞেয়ম্ ॥ ৩৬ ॥

তত্রাদৌ তস্য নিত্যতা

পাদ্মে বৃহৎসহস্রনামস্তোত্রে—
স্মর্ত্তব্যঃ সততং বিষ্ণুর্বিস্মর্ত্তব্যো ন জাতুচিৎ।
সর্ব্বে বিধিনিষেধাঃ স্যুরেতয়োরেব কিঙ্করাঃ ॥ ৩৭ ॥

অনুবাদ—প্রথমতঃ শ্রীহরিস্মরণের নিত্যতা—পাদ্মে বৃহৎ সহস্রনামস্তোত্রে বলিতেছেন—সর্ব্বদা শ্রীবিষ্ণুর স্মরণ কর্ত্তব্য, কখনও বিস্মৃত হইবে না, শাস্ত্রোক্ত সর্ব্ববিধ বিধি ও নিষেধ এই বিষ্ণুস্মরণ ও বিস্মরণের অনুগ্রহ ॥ ৩৭ ॥

টীকা—জাতুচিৎ কদাচিদপি ন বিস্মর্ত্তব্যঃ। এতয়োঃ স্মরণ-বিস্মরণয়োরেব কিঙ্করাঃ অনুগাঃ; স্মৃতৌ সর্ব্বে বিধয়স্তৎকৃতপুণ্যানি, বিস্মৃতৌ চ সর্ব্বে নিষেধাস্তৎকৃতপাপানি, স্বয়মেবানুগচ্ছন্তীত্যর্থঃ ॥ ৩৭ ॥

স্কান্দে কার্ত্তিকপ্রসঙ্গে শ্রীমদগস্ত্যোক্তৌ—
সা হানিস্তন্মহচ্ছিদ্রং সা চান্ধজড়মূকতা।
যন্মুহূর্ত্তং ক্ষণং বাপি বাসুদেবো ন চিন্ত্যতে ॥ ৩৮॥

অনুবাদ—স্কন্দপুরাণে—কার্ত্তিকপ্রসঙ্গে শ্রীমৎ অগস্ত্য মুনির উক্তি—যে মুহূর্ত্ত বা ক্ষণ শ্রীবাসুদেবের চিন্তায় অতিবাহিত না হয় তাহাই ক্ষতি, তাহাই

মহৎ ছিদ্র, তাহাই অন্ধতা, জড়তা এবং মূর্খতা স্বরূপ ॥ ৩৮ ॥ (ছিদ্র—অনর্থ)

কাশীখণ্ডে চ শ্রীধ্রুবচরিতে—

ইয়মেব পরা হানিরুপসর্গোঽয়মেব চ।
অভাগ্যং পরমং চৈতদ্বাসুদেবং ন যৎ স্মরেৎ ॥৩৯॥

অনুবাদ—কাশীখণ্ডে ধ্রুবমহারাজের চরিত্রবর্ণন প্রসঙ্গে উক্ত হইয়াছে—বাসুদেবকে স্মরণ না করিলে তাহাই বিশেষ হানি, তাহাই উপসর্গ, তাহাই বিশেষ অভাগ্য স্বরূপ ॥ ৩৯ ॥

যে মুহূর্ত্তাঃ ক্ষণা যে চ যাঃ কাষ্ঠা যে নিমেষকাঃ।
ঋতে বিষ্ণুস্মৃতের্যাতা-
স্তেষু মুষ্টো যমেন সঃ ॥ ৪০ ॥ ইতি।

অনুবাদ—শ্রীবিষ্ণুস্মরণ ব্যতীত যে সমস্ত মুহূর্ত্ত, যে সমস্ত ক্ষণ, যে সকল কাষ্ঠা এবং যে সমস্ত নিমেষ অতীত হয়, বিষ্ণুস্মরণ রহিত জন সেই সকল মুহূর্ত্তাদিতেই যমদ্বারা বঞ্চিত হইয়া থাকে ॥ ৪০ ॥ (কাষ্ঠা=১৮ নিমেষ)

টীকা—ঋতে বিষ্ণুস্মৃতেঃবিষ্ণুস্মরণং বিনা, যস্য জনস্য, যাতা অপগতাঃ তেষু মুহূর্ত্তাদিষু মুষ্টো বঞ্চিতো বশীকৃত ইত্যর্থঃ ॥ ৪০ ॥

নিত্যত্বেঽপ্যস্য মাহাত্ম্যং বিচিত্রফলদানতঃ।
জ্ঞেয়ং শাস্ত্রোদিতং দর্শপৌর্ণমাসাদিবদ্ বুধৈঃ ॥ ৪১ ॥

অনুবাদ—দর্শপৌর্ণমাস এবং অগ্নি-হোত্রাদিবৎ বিষ্ণুস্মরণের নিত্যত্ব হইলেও নানাপ্রকার ফলদান হেতু বুধগণ শাস্ত্রে ইহার মাহাত্ম্য বর্ণন করিয়াছেন ॥ ৪১ ॥

টীকা—ননু শাস্ত্রেষু স্মরণস্য তত্তৎফলশ্রবণাৎ কথং নিত্যত্বং সিধ্যেদিত্যাশঙ্ক্যাহ—নিত্যত্বেঽপীতি। অস্য স্মরণস্য শাস্ত্রোদিতং বিচিত্রফলদানতো মাহাত্ম্যং দর্শপৌর্ণমাসাদিবৎ; আদি-শব্দাদগ্নিহোত্রাদি, যথা তেষাং নিত্যত্বেঽপি সতি ফলানি শ্রূয়ন্তে, তথাত্রাপি বুধৈঃ শাস্ত্রবিদ্ভির্জ্ঞেয়ম্; এতচ্চ মীমাংসাশাস্ত্র-নিপুণৈঃ শ্রীকৃষ্ণদেবাচার্য্যাদিভিরেকাদশীপ্রসঙ্গে বিবৃত্য লিখিতমস্তীতি নাত্র বিস্তার্য্যতে। এবমগ্রেঽপি সর্ব্বত্রৈব বোদ্ধব্যমিতি ॥ ৪১ ॥

অথ স্মরণমাহাত্ম্যম্

(তত্র সর্ব্বতীর্থস্নানাধিকত্বম্)

উক্তঞ্চ স্মার্তৈরপি—

মান্ত্রং পার্থিবমাগ্নেয়ং বায়ব্যং দিব্যমেব চ।
বারুণং মানসং চেতি স্নানং সপ্তবিধং স্মৃতম্ ॥৪২॥
শন্ন আপস্তু বৈ মান্ত্রং মৃদালম্ভন্তু পার্থিবম্।
ভস্মনা স্নানমাগ্নেয়ং স্নানং গোরজসানিলম্ ॥ ৪৩ ॥
আতপে সতি যা বৃষ্টির্দিব্যং স্নানং তদুচ্যতে।
বহির্নদ্যাদিষু স্নানং বারুণং প্রোচ্যতে বুধৈঃ।
ধ্যানং যন্মনসা বিষ্ণোর্মানসং
তৎ প্রকীর্ত্তিতম্ ॥ ৪৪ ॥

অনুবাদ—প্রথমতঃ স্মরণের সর্ব্বতীর্থ স্নানাধিকত্ব যথা—স্মার্ত্তগণও বলিয়াছেন যে, মন্ত্র, পার্থিব, আগ্নেয়, বায়ব্য, দিব্য, বারুণ ও মানস স্নান এই সাত প্রকার বলিয়া কথিত। 'শন্ন আপঃ' ইত্যাদি মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া স্নানকে মন্ত্রে স্নান, মৃত্তিকা স্পর্শ করিয়া স্নানকে পার্থিব স্নান, ভস্মদ্বারা স্নানকে আগ্নেয়স্নান গোধূলিদ্বারা স্নানকে বায়ব্য স্নান ও রৌদ্র বিদ্যমানে বৃষ্টি হইলে তাহাতে স্নানকে দিব্য-স্নান। নদী পুষ্করিণী প্রভৃতিতে স্নানকে বুধগণ বারুণস্নান বলেন। মনে মনে যে বিষ্ণুধ্যান তাহাকেই মানসস্নান বলিয়া জানিতে হইবে ॥ ৪২-৪৪ ॥

টীকা—স্মার্ত্তৈরপীতি—ভগবদ্ভক্তিপরৈরুচ্যত এব স্মৃত্যুক্তকর্ম্মপরৈরপ্যুক্তমিত্যর্থঃ। শং ন আপস্ত্বিতি মন্ত্রাদ্যবর্ণাঃ, ইদমপি স্মার্ত্তানামেব মতং, বৈষ্ণবানান্তু মূলমন্ত্রাদিনৈব। মৃদঃ মৃত্তিকায়া আলম্ভঃ স্পর্শনং যস্মিন্ তৎ, মনসা ধ্যানমিতি কেবলমনঃসংযোগমাত্ররূপং স্মরণং লক্ষ্যতে, ধ্যানমিত্যুক্তেঽপি মনসেতি প্রয়োগাৎ ॥ ৪২-৪৪ ॥

কিঞ্চ—

অসামর্থ্যেন কায়স্য কালদেশাদ্যপেক্ষয়া।
তুল্যফলানি সর্ব্বাণি স্যুরিত্যাহ পরাশরঃ ॥ ৪৫ ॥

স্নানানাং মানসং স্নানং মন্বাদ্যৈঃ পরমং স্মৃতম্ ।
কৃতেন যেন মুচ্যন্তে গৃহস্থা অপি বৈ দ্বিজাঃ ॥ ৪৬ ॥

অনুবাদ—পরাশর মুনি বলিয়াছেন—শরীর যদি অসমর্থ হয়, তাহা হইলে দেশ, কাল ও অধিকারীর অপেক্ষা না করিয়া সকল প্রকার স্নানেরই সমান ফল হইয়া থাকে। মনু প্রভৃতি বলিয়াছেন যে, স্নান দ্বারা গৃহস্থাশ্রমী দ্বিজগণ মুক্তিলাভ করেন, সেইমানস স্নানই সকল প্রকার স্নানের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ॥ ৪৫-৪৬ ॥

টীকা—ন চৈতেষু ব্যাপারতারতম্যাদিনা তারতম্যং জ্ঞেয়মিতি লিখতি—অসামর্থ্যেনেতি, কালাদ্যপেক্ষয়া চ ; আদিশব্দেন অধিকারী গ্রাহ্যঃ ; কিঞ্চ, স্নানানামিতি দ্বিজা ইতি—তেষামেব স্নানাদৌ মুখ্যত্বাৎ ; হে দ্বিজা ইতি বা ॥ ৪৫-৪৬ ॥

(পরমশোধকত্বম্)

গারুড়ে শ্রীনারদোক্তৌ, বিষ্ণুধর্ম্মে চ পুলস্ত্যোক্তৌ—

অপবিত্রঃ পবিত্রো বা সর্ব্বাবস্থাং গতোঽপি বা ।
যঃ স্মরেৎ পুণ্ডরীকাক্ষং স বাহ্যাভ্যন্তরঃ শুচিঃ ॥৪৭

অনুবাদ—এখন মানস স্নানের পরম শোধকত্ব বলা হইতেছে—গরুড় পুরাণে শ্রীনারদের উক্তিতে এবং বিষ্ণুধর্ম্মে পুলস্ত্য ঋষির উক্তিতে আছে—অপবিত্র অথবা পবিত্র কিংবা সকল প্রকার অর্থাৎ যে কোন অবস্থাতেই হোক পুণ্ডরীকাক্ষকে স্মরণ করিলে স্মরণ কারীর বাহ্য এবং অভ্যন্তর শুদ্ধ হয় ॥ ৪৭ ॥

টীকা—স বাহ্যাভ্যন্তর ইতি—বাহ্যেন শরীরাদিনা আভ্যন্তরেণ চ মনআদিনা সহ শুদ্ধোঽভূদিত্যর্থঃ ॥৪৭

যদ্যপ্যুপহতঃ পাপৈর্মনসাত্যন্তদুস্তরৈঃ ।
তথাপি সংস্মরন্ বিষ্ণুং স বাহ্যাভ্যন্তর শুচিঃ ॥৪৮

অনুবাদ—মনেও গণনা করিয়া শেষ করা যায় না এরূপ রাশিকৃত পাপসমূহদ্বারা দূষিত হইয়াও বিষ্ণুস্মরণ করিলে বাহ্য ও অভ্যন্তর শুদ্ধ হইয়া থাকে ॥ ৪৮ ॥

টীকা—মনসাঽপি অত্যন্তদুস্তরৈঃ, অনন্তত্বাৎ গণয়িতুমশক্যৈঃ, কিং পুনর্বাচেত্যর্থঃ ; যদ্বা, মনঃসঙ্কল্পিতেনাপি প্রায়শ্চিত্তশতেন পরমাপরিহার্যৈঃ, কিং পুনঃ সাক্ষাৎপ্রায়শ্চিত্তকর্ম্মানুষ্ঠানেনেত্যর্থঃ, তস্য দুষ্করত্বাৎ ; যদ্বা, মনসা সংস্মরন্ ইত্যন্বয়ঃ। ততশ্চ মনসেতি কেবলং মনসি কথঞ্চিৎ সংযোগমাত্রমভিপ্রেতম্ ॥ ৪৮ ॥

(পাপোন্মূলনত্বম্)

শ্রীবিষ্ণুপুরাণে—

প্রায়শ্চিত্তান্যশেষাণি তপঃকর্ম্মাত্মকানি বৈ ।
যানি তেষামশেষাণাং কৃষ্ণানুস্মরণং পরম্ ॥ ৪৯ ॥

অনুবাদ—শ্রীবিষ্ণুস্মরণ দ্বারা পাপের উন্মূলনত্ব বর্ণিত হইয়াছে—বিষ্ণুপুরাণে বলা হইয়াছে সকলপ্রকার প্রায়শ্চিত্ত, তপস্যা, দান, জপ এবং ব্রত প্রভৃতির মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ স্মরণই সর্ব্বপ্রধান ॥ ৪৯ ॥

টীকা—তপাংসি কৃচ্ছ্রাদীনি, কর্ম্মানি দানজপাদীনি তদাত্মকানি, তেষাং মধ্যে তেভ্যো বা পরং শ্রেষ্ঠম্ ॥ ৪৯ ॥

কৃতে পাপেঽনুতাপো বৈ যস্য পুংসঃ প্রজায়তে ।
প্রায়শ্চিত্তন্তু তস্যৈকং হরিসংস্মরণং পরম্ ॥ ৫০ ॥

অনুবাদ—পাপ আচরণ করিবার পর যাহার অনুতাপ জন্মে তাহার পক্ষে একমাত্র শ্রীহরিস্মরণই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রায়শ্চিত্ত ॥ ৫০ ॥

টীকা—শ্রেষ্ঠত্বমেবাহ—কৃত ইতি। প্রকর্ষেণ জায়তে, তস্যৈব মন্বাদ্যুক্তানাং তপোদানাদীনাং মধ্যে একং কিঞ্চিত্তদনুরূপং প্রায়শ্চিত্তং, তদননুতপ্তস্য তেষ্বনধিকারাৎ ; হরিস্মরণন্তু পরম্ অনুতাপানপেক্ষ্যাপি নিঃশেষপাপক্ষয়হেতুত্বাৎ 'অবশেনাপি যন্নাম্নি কীর্ত্তিতে' ইতি, 'হরির্হরতি পাপানি' ইত্যাদ্যুক্তেঃ ॥ ৫০ ॥

কিঞ্চ—

কলিকল্মষমত্যুগ্রং নরকার্ত্তিপ্রদং নৃণাম্ ।
প্রযাতি বিলয়ং সদ্যঃ সকৃদ্যত্রানুসংস্মৃতে ॥ ৫১ ॥

অনুবাদ—আরও বলা হইয়াছে—শ্রীহরিকে একবার স্মরণ করিলেই মানবগণের নরক-যন্ত্রণা-প্রদ অতিঘোর কলিকল্মষ তৎক্ষণাৎ বিনাশ প্রাপ্ত হয় ॥৫১

টীকা—অধুনা পরমদুষ্পরিহর-কলিমহাপাতকস্যাপি নাশকমিত্যাহ—কলীতি। সদ্যস্তৎকালীনমেব কলিসুদুস্তরম্। যদ্বা, যত্র যস্মিন্ হরৌ, অনুকরণেনাপি সংস্মৃতে সতি, অনুকরণেনাপি স্মৃতেঃ, সম্যক্ত্বাভিপ্রায়েণ সং-শব্দঃ ॥ ৫১ ॥

———

কৌর্ম্মে শ্রীভগবদুক্তৌ—

যে মাং জনাঃ সংস্মরন্তি কলৌ সকৃদপি প্রভুম্।
তেষাং নশ্যতি তৎপাপং ভক্তানাং পুরুষোত্তমে ॥ ৫২

অনুবাদ—কূর্ম্মপুরাণে শ্রীভগবান বলিয়াছেন—কলিকালে যে সকল মনুষ্য প্রভু স্বরূপ আমাকে স্মরণ করেন, পুরুষোত্তম আমাতে ভক্তিমান্, সেই জনগণের কলিকালের সুদুস্তর পাপ সদ্যঃই ধ্বংস প্রাপ্ত হয় ॥ ৫২ ॥

টীকা—তস্য কলেরপি পাপম্, যতস্তেন স্মরণেনৈব, পুরুষোত্তমে ময়ি, ভক্তানাং ভক্তিমতাং সতাম্ ॥ ৫২ ॥

———

বৃহন্নারদীয়ে শুক্রবলি-সংবাদে—

হরির্হরতি পাপানি দুষ্টচিত্তৈরপি স্মৃতঃ।
অনিচ্ছয়াপি সংস্পৃষ্টো দহত্যেব হি পাবকঃ ॥৫৩॥

অনুবাদ—বৃহন্নারদীয় পুরাণে-শুক্রবলি-সংবাদে বর্ণিত হইয়াছে—দুষ্টচিত্ত ব্যক্তিগণ দ্বারা স্মৃত হইয়াও শ্রীহরি তাহাদিগের পাপসমূহ হরণ করেন, যেমন অনিচ্ছাদ্বারাও সংস্পৃষ্ট অগ্নি দগ্ধ করিয়া থাকে ॥ ৫৩ ॥

———

তত্রৈব প্রায়শ্চিত্ত-প্রসঙ্গান্তে—

মহাপাতকযুক্তো বা যুক্তো বা সর্ব্বপাতকৈঃ।
স বৈ বিমুচ্যতে সদ্যো যস্য বিষ্ণুপরং মনঃ ॥ ৫৪ ॥

অনুবাদ—ঐ পুরাণেই প্রায়শ্চিত্ত-প্রসঙ্গের শেষে বলা হইয়াছে—মহাপাতক যুক্ত হউক অথবা সর্ব্বপাতকযুক্ত হউক, যাঁহার ভগবান শ্রীবিষ্ণুতে মন আবিষ্ট হইয়াছে তিনি তৎক্ষণাৎ পাতক হইতে মুক্ত হন ॥ ৫৪ ॥

———

ব্রহ্মবৈবর্ত্তে—

কর্ম্মণা মনসা বাচা যঃ কৃতঃ পাপসঞ্চয়ঃ।
সোঽপ্যশেষঃ ক্ষয়ং যাতি স্মৃত্বা কৃষ্ণাঙ্ঘ্রিপঙ্কজম্ ॥৫৫

অনুবাদ—ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে বলা হইয়াছে—কর্ম্মদ্বারা, মনদ্বারা ও বাক্য দ্বারা যে সমস্ত পাপ সঞ্চিত হয়, শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম-স্মরণ দ্বারা সেই সকল পাতকও ক্ষয় হইয়া থাকে ॥ ৫৫ ॥

———

অতএবোক্তং স্কান্দে কার্ত্তিকপ্রসঙ্গে শ্রীপরাশরেণ—

যমমার্গং মহাঘোরং নরকাংশ্চ যমং তথা।
স্বপ্নেঽপি ন নরঃ পশ্যেদ্যঃ স্মরেদ্গরুড়ধ্বজম্ ॥৫৬

অনুবাদ—অতএব স্কন্দপুরাণে কার্ত্তিক প্রসঙ্গে পরাশর বলিয়াছেন—গরুড় বাহন শ্রীহরিকে যিনি স্মরণ করেন, তাঁহাকে স্বপ্নেও মহাভয়ঙ্কর যমমার্গ, নরকসমূহ এবং ধর্ম্মরাজ যমকে দর্শন করিতে হয় না ॥ ৫৬ ॥

টীকা—'স্বপ্নেঽপি ন নরঃ পশ্যেৎ' ইতি পাপানুৎপত্তেঃ, কথঞ্চিৎ জাতস্যাপি সংক্ষয়াদ্বা ॥ ৫৬ ॥

———

ষষ্ঠস্কন্ধে (১।১৯) শ্রীশুকেন—

সকৃন্মনঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়ো-
র্নিবেশিতং তদ্গুণরাগি যৈরিহ।
ন তে যমং পাশভৃতশ্চ তদ্ভটান্
স্বপ্নেঽপি পশ্যন্তি হি চীর্ণনিষ্কৃতাঃ ॥ ৫৭ ॥

অনুবাদ—শ্রীমদ্ভাগবতে ষষ্ঠস্কন্ধে শ্রীশুকদেব বলিয়াছেন—শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মে, ভগবদ্-গুণাদিতে যাঁহারা অনুরাগী, তাঁহারা স্বীয় মনকে একবার মাত্র যদি নিবেশিত করেন তাঁহারা স্বপ্নেও যম বা পাশধারী যমদূতগণকে দর্শন করেন না। যেহেতু শ্রীভগবৎপাদপদ্মে মনোনিবেশ দ্বারাই তাঁহাদের সমস্ত প্রায়শ্চিত্ত অনুষ্ঠিত হইয়া যায় ॥ ৫৭ ॥

টীকা—সকৃদপি, এবম্ অপি-শব্দস্য সর্ব্বত্রান্বয়াদয়মর্থঃ—কিং পুনঃ সদা, কিং পুনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি, কিং পুনঃ সর্ব্বাঙ্গসৌন্দর্য্যাদৌ, কিং পুনঃ স্বতো নিবিষ্টং, কিং পুনস্তদ্রূপ-নামানুরাগীতি। কারুণ্যাদিনা গুণরাগিত্বেনোপকারাপেক্ষয়া সোপাধিকত্বাপত্তে-

স্তস্য ন্যূনতয়া কৈমুতিকন্যায়সিদ্ধিঃ। তথা যৈরপি কৈশ্চিৎ ইহাপি যত্র কুত্রচিদিতি; তথা কুতো যাম্যা যাতনাঃ, কুতশ্চ বন্ধনার্থানীতপাশান্, কুতশ্চ নির্বলান্ যমদূতানিতি; তথা কুতঃ সাক্ষাত্ত্বয়তর্জ্জনাদিকমনুভবেয়ুরিতি; যতঃ চীর্ণনিষ্কৃতাঃ তেনৈব কৃতপ্রায়শ্চিত্তাঃ; এবং যথা কথঞ্চিৎ স্মরণমাত্রেণ সর্ব্বপাপক্ষয়াৎ সর্ব্বেষামেব নরকাদ্যভাবোঽভিপ্রেতঃ; ইত্থঞ্চ বিষ্ণুপরং মনঃ ইত্যত্র বিষ্ণাশ্রয়ং কথঞ্চিৎ তৎসমীপগমিতি জ্ঞেয়ম্। তথাহরিসংস্মরণমিত্যাদৌ সংশব্দাদিকং ভগবৎস্মরণস্য সর্ব্বস্মরণতঃ সম্যক্‌তয়া স্বরূপনির্দ্দেশমাত্রপরং, ন তু বিশেষণপরমিতি দিক্। যদ্যপি পরমশোধকত্বপাপোন্মূলনত্বয়োরভেদ এব পর্য্যবস্যতি, তথাপি পরমশোধকত্বস্য তাৎকালিকপাপাদ্যশুদ্ধিতো বাহ্যাভ্যন্তরপবিত্রতামাত্র-লক্ষণত্বেন পাপোন্মূলনত্বস্য চানেকজন্মকৃতবাসনাশেষপাপক্ষপণরূপতয়া কশ্চিদ্ভেদঃ কল্প্যঃ; এবমন্যত্রাপি জ্ঞেয়ম্ ॥ ৫৭ ॥

সর্ব্বাপদ্বিমোচকত্বম্

শ্রীবিষ্ণুপুরাণে প্রহলাদোক্তৌ—

দন্তা গজানাং কুলিশাগ্রনিষ্ঠুরাঃ
শীর্ণা যদেতে ন বলং মমৈতৎ।
মহাবিপৎপাতবিনাশনোঽয়ং
জনার্দ্দনানুস্মরণানুভাবঃ ॥ ৫৮ ॥

অনুবাদ—শ্রীবিষ্ণুপুরাণে প্রহলাদ মহারাজের উক্তিতে জানা যায় যে হস্তিগণের দন্ত বজ্রের অগ্রভাগ অপেক্ষাও কঠিন, সেগুলিও যখন বিদীর্ণ হইল, তখন বুঝিতে হইবে ইহা আমার বল নহে, মহাবিপদ্‌পাতের বিনাশকারী জনার্দ্দনের স্মরণ প্রভাবেই ইহা ঘটিয়াছে ॥ ৫৮ ॥

বামনপুরাণে চ—

বিষ্টয়ো ব্যতিপাতাশ্চ যেঽন্যে দুর্নীতিসম্ভবাঃ।
তে সর্ব্বে স্মরণাদ্বিষ্ণোর্নাশমায়ান্ত্যুপদ্রবাঃ ॥ ৫৯ ॥

অনুবাদ—শ্রীবামনপুরাণে বর্ণিত আছে যে বিষ্টি, ব্যতীপাত এবং অন্যান্য দুর্নীতিজাত উপদ্রব সবকিছুই শ্রীবিষ্ণুস্মরণ দ্বারাই নাশ প্রাপ্ত হয় ॥ ৫৯ ॥

পাদ্মে মাঘমাহাত্ম্যে দেবদ্যুতিস্তুতৌ—

যস্য স্মরণমাত্রেণ ন মোহো ন চ দুর্গতিঃ।
ন রোগো ন চ দুঃখানি তমনন্তং নমাম্যহম্ ॥ ৬০ ॥

অনুবাদ—পদ্মপুরাণে মাঘমাহাত্ম্যে দেবদ্যুতি তাঁহার স্তবে বলিতেছেন—যাঁহার স্মরণ মাত্রে মোহ নাশ প্রাপ্ত হয়, দুর্গতি অপগত হয়, রোগ এবং দুঃখও পলাইয়া যায়, আমি সেই অনন্তকে প্রণাম করি ॥৬০॥

দুর্ব্বাসনোন্মূলনত্বম্

দ্বাদশস্কন্ধে (৩।৪৭)—

যথা হেম্নি স্থিতো বহ্নির্দৌর্বর্ণ্যং হন্তি ধাতুজম্।
এবমাত্মগতো বিষ্ণুর্যোগিনামশুভাশয়ম্ ॥ ৬১ ॥

অনুবাদ—শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বাদশস্কন্ধে বলা হইয়াছে—সুবর্ণের সহিত যুক্ত হইয়া অগ্নি যেরূপ সুবর্ণের সহিত মিশ্রিত তাম্রাদি ধাতু জাত মালিন্য ধ্বংস করে, সেই প্রকার শ্রীবিষ্ণু আত্মগত হইয়া যোগিগণের অশুভ সমূহ নাশ করেন ॥ ৬১ ॥

টীকা—ধাতুজং তাম্রাদিসংশ্লেষজাতং, হেম্নো দৌর্বর্ণ্যং মালিন্যং হেম্নি স্থিতঃ সন্ বহ্নিরেব হরতি, এবং যোগিনামপি সতাম্ আত্মগতো মনসি প্রাপ্তঃ স্মৃতঃ সন্, বিষ্ণুরেব, ন তু যোগদিকমিত্যর্থঃ ॥ ৬১ ॥

সর্ব্বমঙ্গলকারিত্বম্

পাণ্ডবগীতায়াম্—

লাভস্তেষাং জয়স্তেষাং কুতস্তেষাং পরাভবঃ।
যেষামিন্দীবরশ্যামো হৃদয়স্থো জনার্দ্দনঃ ॥ ৬২ ॥

অনুবাদ—পাণ্ডবগীতায় বলা হইয়াছে যে—যাঁহাদিগের হৃদয়ে ইন্দীবর শ্যাম জনার্দ্দন অবস্থান করেন তাঁহাদের সর্ব্বত্রই লাভ এবং সকল বিষয়েই তাঁহাদিগের জয়। তাঁহাদের পরাজয় কোথায়? ৬২॥

সর্ব্বসৎকর্ম্ম ফলপ্রদত্বম্

স্কান্দে কার্ত্তিকপ্রসঙ্গেঽগস্ত্যোক্তৌ—

দেবেষু যজ্ঞেষু তপঃসু চৈব
দানেষু তীর্থেষু ব্রতেষু চৈব।
ইষ্টেষু পূর্ত্তেষু চ যৎ প্রদিষ্টং
নৃণাং স্মৃতে তৎফলমচ্যুতে চ॥ ৬৩॥

অনুবাদ—স্কন্দপুরাণে কার্ত্তিকপ্রসঙ্গে শ্রীঅগস্ত্যের উক্তিতে জানা যায়, দানে, ব্রতে, তপস্যায়, তীর্থ ও যজ্ঞবিষয়ে ইষ্ট কর্ম্মে এবং পূর্ত্তকর্ম্মে মানবগণের জন্য যে সমস্ত বিধান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে একমাত্র শ্রীভগবৎ-স্মরণের দ্বারাই সেই সকলের ফল লভ্য হয়॥ ৬৩॥

কর্ম্মসাদ্গুণ্যকারিত্বম্

বৃহন্নারদীয়ে—

ন্যূনাতিরিক্ততা সিদ্ধা কলৌ বেদোক্তকর্ম্মণাম্।
হরিস্মরণমেবাত্র সম্পূর্ণফলদায়কম্॥ ৬৪॥

অনুবাদ—বৃহন্নারদীয় পুরাণে—কলিযুগে বেদে উক্ত কর্ম্ম সকলের অবশ্য ন্যূনতা ও আধিক্য হয় এই বিষয়ে শ্রীহরিস্মরণই সম্পূর্ণ ফলদায়ক॥ ৬৪॥

টীকা—সিদ্ধেতি—স্বভাবতোঽবশ্যং স্যাদবেত্যর্থঃ॥ ৬৪॥

স্মৃতৌ চ—

প্রমাদাৎ কুর্ব্বতাং কর্ম্ম প্রচ্যবেতাধ্বরেষু যৎ।
স্মরণাদেব তদ্বিষ্ণোঃ সম্পূর্ণং স্যাদিতি স্মৃতিঃ॥৬৫॥

অনুবাদ—স্মৃতি শাস্ত্রেও উক্ত হইয়াছে—যজ্ঞ-ক্রিয়ার কর্ম্ম কর্ত্তৃগণে অনবধানতা বশতঃ যে কর্ম্মাঙ্গ-হানি হয় তাহা বিষ্ণুস্মরণ হইতেই সম্পূর্ণ হয়॥৬৫॥

সর্ব্বকর্ম্মাধিকত্বম্

বৃহন্নারদীয়ে কলিপ্রসঙ্গে—

তুলাপুরুষদানানাং রাজসূয়াশ্বমেধয়োঃ।
ফলং বিষ্ণোঃ স্মৃতিসমং ন জাতু দ্বিজসত্তম॥ ৬৬॥

অনুবাদ—বৃহন্নারদীয় পুরাণে কলিপ্রসঙ্গে উক্ত হইয়াছে যে, হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! তুলাপুরুষদান, রাজসূয় যজ্ঞ এবং অশ্বমেধযজ্ঞ—এই সকলের ফল কখনও শ্রীবিষ্ণুস্মরণের সমান নহে॥ ৬৬॥

দ্বাদশস্কন্ধে (৩।৪৮)—

বিদ্যাতপঃপ্রাণনিরোধমৈত্রী-
তীর্থাভিষেকব্রতদানজপ্যৈঃ।
নাত্যন্তশুদ্ধিং লভতেঽন্তরাত্মা
যথা হৃদিস্থে ভগবত্যনন্তে॥ ৬৭॥

অনুবাদ—শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বাদশ স্কন্ধে—ভগবান অনন্ত অন্তঃকরণ মধ্যস্থ হইলে অন্তরাত্মা যে প্রকার অতিশয় বিশুদ্ধ হয় বিদ্যা, তপঃ, প্রাণায়াম, মৈত্রী, তীর্থসেবা, ব্রত, দান এবং জপদ্বারা সেই প্রকার বিশুদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা নাই॥ ৬৭॥

টীকা—বিদ্যা উপাসনা অধ্যয়নং বা, তপঃ স্বধর্ম্মাচরণম্, প্রাণনিরোধঃ প্রাণায়ামঃ, মৈত্রী ভূতেষু স্নেহঃ, অন্তরাত্মা মনঃ, হৃদিস্থে স্মৃতে॥ ৬৭॥

সর্ব্বভয়াপহারিত্বম্

বিষ্ণুপুরাণে হিরণ্যকশিপুং প্রতি শ্রীপ্রহলাদোক্তৌ—

ভয়ং ভয়ানামপহারিণি স্থিতে
মনস্যনন্তে মম কুত্র তিষ্ঠতি।
যস্মিন্ স্মৃতে জন্মজরোদ্ভবানি
ভয়ানি সর্ব্বাণ্যপযান্তি তাত॥ ৬৮॥

মোক্ষপ্রদত্বম্

তত্রৈবান্যত্র—

বিষ্ণুসংস্মরণাৎ ক্ষীণসমস্তক্লেশসঞ্চয়ঃ।
মুক্তিং প্রযাতি স্বর্গাপ্তিস্তস্য বিঘ্নোঽনুমীয়তে॥ ৬৯॥

অনুবাদ—পিতা হিরণ্যকশিপুর প্রতি প্রহলাদ কহিতেছেন হে তাত! যাঁহার স্মরণে জন্ম ও জরা-জন্য সর্ব্বপ্রকার ভয় দূরীভূত হয়, সেই সকল ভয় নাশকারী শ্রীঅনন্ত যখন আমার হৃদয়ে অবস্থান করিতেছেন তখন ভয় কোথায়? অন্যত্র স্মরণের মোক্ষপ্রদত্ত বলা হইয়াছে—বিষ্ণুস্মরণ বশতঃ যাহার

পাপমূল রাগ প্রভৃতি ক্ষয় হয়, তিনি মুক্তিলাভ করেন। কাজেই তাঁহার স্বর্গাদি প্রাপ্তি তাঁহার বিঘ্নকারক বলিয়াই কথিত হয় ॥ ৬৮-৬৯ ॥

টীকা—বিষ্ণোঃ সংস্মরণাৎ ক্ষীণঃ ক্ষয়ং গতঃ সমস্তক্লেশানাং পাপমূলানাং রাগাদীনাং সঞ্চয়ঃ সমূহো যস্য সঃ, স্বর্গপ্রাপ্তিস্তু তস্যাতিতুচ্ছত্বাৎ বিঘ্নপ্রায়েবেত্যর্থঃ ॥ ৬৯ ॥

বৃহন্নারদীয়ে—

বরং বরণ্যে বরদং পুরাণং
নিজপ্রভা-ভাসিতসর্ব্বলোকম্।
সঙ্কল্পিতার্থপ্রদমাদিদেবং
স্মৃত্বা ব্রজেন্মোক্ষপদং মনুষ্যঃ ॥ ৭০ ॥

অনুবাদ—বৃহন্নারদীয় পুরাণে বলা হইয়াছে—যিনি পরমমহান যিনি বর প্রদানকারী পুরাণ পুরুষ, যিনি নিজের অঙ্গ-কান্তিদ্বারা সকল লোককে প্রকাশ করেন এবং যিনি অভীষ্ট বিষয়ের ফলদাতা মনুষ্যগণ সেই আদিদেবকে স্মরণ করিলে মুক্তিপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ৭০ ॥

টীকা—বরং বরেণ্যং পরমশ্রেষ্ঠমিত্যর্থঃ ; যদ্বা, বরং শ্রেষ্ঠং বরেণ্যং সর্ব্বৈর্বরণযোগ্যমিত্যর্থঃ ॥ ৭০ ॥

স্কান্দে—

যস্য স্মরণমাত্রেণ জন্মসংসারবন্ধনাৎ।
বিমুচ্যতে নমস্তস্মৈ বিষ্ণবে প্রভবিষ্ণবে ॥ ৭১ ॥

তত্রৈব কার্ত্তিকপ্রসঙ্গে শ্রীপরাশরোক্তৌ—

তদৈব পুরুষো মুক্তো জন্মদুঃখজরাদিভিঃ।
ভক্ত্যা তু পরয়া নূনং যদৈব স্মরতে হরিম্ ॥ ৭২ ॥

অনুবাদ—স্কন্দপুরাণে বর্ণিত আছে—যাঁহাকে স্মরণ করিলে জন্মমৃত্যুরূপ সংসার হইতে মুক্তি লাভ হয় সেই ঐশ্বর্য্য ময় শ্রীবিষ্ণুকে নমস্কার। আবার তাহাতেই শ্রীপরাশর বলিয়াছেন পরমভক্তিদ্বারা যখনই শ্রীহরিকে স্মরণ করা যায় তখনই মনুষ্য জন্ম দুঃখ জরা প্রভৃতি হইতে সন্দেহাতীত ভাবে মুক্ত হয় ॥ ৭১-৭২ ॥

টীকা—প্রভবিষ্ণবে নিত্যপ্রভাবশীলায়, অতোঽত্র ন কিমপি বিচার্য্যমিতি ভাবঃ। তথাহি পাদ্মে কার্ত্তিকমাহাত্ম্যে—'ন চাত্র সংশয়ঃ কার্য্য ঈশিতৃত্বমিদং হরেঃ। রাজা হি কস্যচিদ্ধৃত্বা সর্ব্বস্বং চেৎ প্রযচ্ছতি। পরস্মৈ তস্য কস্তত্র নিয়ন্তা স্যাৎ প্রভোর্যথা' ॥ ৭১ ॥ ইতি

ভগবৎপ্রসাদনম্

বৃহন্নারদীয়ে—

যেন কেনাপ্যুপায়েন স্মৃতো নারায়ণোঽব্যয়ঃ।
অপি পাতকযুক্তস্য প্রসন্নঃ স্যান্ন সংশয়ঃ ॥ ৭৩ ॥

অনুবাদ—বৃহন্নারদীয়ে বলা হইয়াছে—যে ভাবেই হোক শ্রীবিষ্ণু স্মৃত হইলে পাপীর প্রতিও তিনি অনুগ্রহ প্রকাশ করেন ॥ ৭৩ ॥

শ্রীবৈকুণ্ঠলোকপ্রাপকত্বম্

বামনপুরাণে—

অনাদ্যনন্তমজরামরং হরিং
যে সংস্মরন্ত্যহরহর্নিয়তং নরা ভুবি।
তৎ সর্ব্বগং ব্রহ্ম পরং পুরাণং
তে যান্তি বৈষ্ণবপদং ধ্রুবমব্যয়ঞ্চ ॥ ৭৪ ॥

অনুবাদ—অতঃপর শ্রীবিষ্ণুস্মরণের শ্রীবৈকুণ্ঠ লোকপ্রাপকত্ব বলা হইতেছে—তথাহি শ্রীবামনে—এই ধরাতলে যে সকল মনুষ্য সর্ব্বদাই নিরবচ্ছিন্নরূপে অনাদি অনন্ত জরামরণশূন্য শ্রীহরিকে স্মরণ করেন তাঁহারা সেই সর্ব্বগ ব্রহ্মস্বরূপ পরম, পুরাতন, নিত্য এবং অব্যয় বৈষ্ণবপদলাভ করেন ॥ ৭৪ ॥

টীকা—বৈষ্ণবপদং শ্রীবিষ্ণোঃ স্থানং, তস্যৈব বিশেষণং সর্ব্বগমিত্যাদি, সচ্চিদানন্দরূপত্বাৎ ॥ ৭৪ ॥

পাদ্মে দেবদূতবিকুণ্ডলসংবাদে যমস্য দূতানুশাসনে—

যে স্মরন্তি সকৃদ্দূতাঃ প্রসঙ্গেনাপি কেশবম্।
তে বিধ্বস্তাখিলাঘৌঘা
যান্তি বিষ্ণোঃ পরং পদম্ ॥ ৭৫ ॥

অনুবাদ—পদ্মপুরাণে দেবদূত-বিকুণ্ডল-সংবাদে যমের দূতানুশাসন—হে দূতগণ! যাঁহারা প্রসঙ্গ-

ক্রমেও একবার শ্রীকেশবকে স্মরণ করেন, তাঁহারা সমস্ত পাতকরাশি ধ্বংস করিয়া শ্রীবিষ্ণুর পরমধামে গমন করিয়া থাকেন ॥ ৭৫ ॥

টীকা—হে দূতাঃ ! পরং সর্ব্বতঃ শ্রেষ্ঠম্ ॥ ৭৫ ॥

ব্রহ্মপুরাণে বিষ্ণুরহস্যে চ—

শাঠ্যেনাপি নরা বিষ্ণুং যে স্মরন্তি জনার্দ্দনম্ ।
তেঽপি যান্তি তনুং ত্যক্ত্বা বিষ্ণুলোকমনাময়ম্ ॥৭৬॥

অনুবাদ—ব্রহ্মপুরাণে এবং শ্রীবিষ্ণুরহস্যে বলা-হইয়াছে—সে সকল মানব শঠতা বশতঃও জনার্দ্দন বিষ্ণুকে স্মরণ করে তাহারও দেহত্যাগের পর সর্ব্ব-দোষ রহিত বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হয় ॥ ৭৬ ॥

টীকা—অনাময়ং সর্ব্বদোষরহিতম্ ॥ ৭৬ ॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে—

নিরাশীনির্ম্মমো যস্তু বিষ্ণোর্ধ্যানপরো ভবেৎ ।
তৎপদং সমবাপ্নোতি যত্র গত্বা ন শোচতি ॥ ৭৭ ॥

অনুবাদ—শ্রীবিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে বলা হইয়াছে—মমতাশূন্য ও বাসনা-শূন্য হইয়া যিনি বিষ্ণুধ্যানে নিযুক্ত থাকেন তিনি শোক তাপ হীন সেই শ্রীবিষ্ণু-লোক গমন করেন ॥ ৭৭ ॥

স্বারূপ্যপ্রাপণম্

কাশীখণ্ডে শ্রীবিন্দুমাধব-প্রসঙ্গে অগ্নিবিন্দুস্তৌ—

যে ত্বাং ত্রিবিক্রম সদা হৃদি শীলয়ন্তি
কাদম্বিনীরুচিররোচিষমম্বুজাক্ষ ।
সৌদামিনীবিলসিতাংশুকবীতমূর্ত্তে
তেঽপি স্পৃশন্তি তব কান্তিমচিন্ত্যরূপাম্ ॥ ৭৮ ॥

অনুবাদ—কাশীখণ্ডে বিন্দুমাধব-প্রসঙ্গে অগ্নিবিন্দু স্তুতিতে বলা হইয়াছে—হে ত্রিবিক্রম ! হে অম্বুজাক্ষ ! তুমি কদাম্বিনীবৎ সুন্দর কান্তি, হে সৌদামিনী বিল-সিত পীতবস্ত্র-সমাবৃত বিগ্রহ ! যাঁহারা সর্ব্বদা তোমাকে হৃদয়ে ধ্যান করেন, তাঁহারাও তোমার অচিন্ত্যরূপা কান্তি প্রাপ্ত হন ॥ ৭৮ ॥

টীকা—শীলয়ন্তি অভ্যস্যন্তি, স্পৃশন্তি কিঞ্চিৎ সাদৃশ্যেন লভন্তে, ইহৈব যথা শ্রীপ্রহ্লাদোদ্ধবাদয়ঃ ; অত্র চ পেশস্কারিস্মরণাৎ কীটোঽপ্র এবেতি দৃষ্টান্তো দ্রষ্টব্যঃ ॥ ৭৮ ॥

শ্রীভগবদ্‌গীতাসু (৮।৫)—

অন্তকালে চ মামেব স্মরন্মুক্ত্বা কলেবরম্ ।
যঃ প্রযাতি স মদ্ভাবং যাতি নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ ॥ ৭৯ ॥

অনুবাদ—শ্রীগীতায়—মরণ সময়ে যিনি আমাকে স্মরণ করিতে করিতে এই শরীর পরিত্যাগ করেন তিনি আমাকেই প্রাপ্ত হন ইহাতে সংশয় নাই ॥ ৭৯ ॥

টীকা—অপ্যর্থে চকারঃ, অন্তকালেঽপি, কিং পুনঃ সর্ব্বকালং স্বস্থাবস্থায়ামিত্যর্থঃ । মদ্ভাবং মত্ত্বং মৎসারূপ্যমিতি যাবৎ ॥ ৭৯ ॥

শ্রীভগবদ্বশীকরণম্

দশমস্কন্ধে (৮০।১১) পৃথুকোপাখ্যানে—

স্মরতঃ পাদকমলমাত্মানপি যচ্ছতি ।
কিন্ত্বর্থকামান্ ভজতো নাত্যভীষ্টান্ জগদ্‌গুরুঃ ॥৮০

অনুবাদ—দশমে পৃথুকোপাখ্যানে—যাঁহার চরণ কমল স্মরণ করিলে যিনি নিজেকে পর্য্যন্ত দান করিয়া থাকেন অর্থাৎ স্মরণকারীর বশীভূত হন সেই জগদ্‌গুরুকে ভজনকরিলে যেকোন অভিলষিত বস্তু যে লভ্য হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি ? ৮০ ॥

টীকা—অর্থান্ কামাংশ্চ যচ্ছতি, ইতি কিং বক্তব্যমিত্যর্থঃ । কথম্ভুতান্ নাত্যভীষ্টান্ ভগবতো ভজতো বা জনস্য অনতিপ্রিয়ান্, পরিণামবিরসত্বাৎ । জগদ্‌গুরুরিতি—ভক্তস্য কথঞ্চিদত্যভীষ্টানপি সতঃ তস্মৈ পিতা পুত্রায়াপথ্যমিব ন দদ্যাদিতি ভাবঃ ॥৮০॥

স্বতঃ পরমফলত্বম্

বৈষ্ণবে—

বাসুদেবে মনো যস্য জপহোমার্চ্চনাদিষু ।
তস্যান্তরায়ো মৈত্রেয় দেবেন্দ্রত্বাদি সৎ ফলম্ ॥ ৮১॥

অনুবাদ—শ্রীবিষ্ণুপুরাণে—পরাশর বলিলেন—হে মৈত্রেয় ! জপ, হোম ও অর্চ্চনাদি কার্য্যে যাঁহার মন

বাসুদেবে সমর্পিত ইন্দ্রত্বাদি সৎকর্ম্মফল এবং মুক্তি প্রভৃতি ফলও তাঁহার পক্ষে অন্তরায় স্বরূপ ' । ৮১ ॥

টীকা—জপাদিষু কর্ম্মসু তৎসাদ্গুণ্যার্থমপি যস্য বাসুদেবে মনঃ, যেন শ্রীকৃষ্ণস্মরণং কৃতমিত্যর্থঃ। যদ্বা, যেষু ক্রিয়মাণেষ্বপি বাসুদেব এব মনঃ জপাদি-সাধ্যম্ ঐন্দ্র্যপদম, আদিশব্দাদ্ব্রাহ্মঞ্চ তত্তৎকৃতচিত্ত-শুদ্ধ্যাদি-জাতং মুক্ত্যাদিকমপি সর্ব্বমন্যৎ ফলং বিঘ্ন এব, তৎস্মরণস্যৈব পরমফলত্বাৎ ॥ ৮১ ॥

গারুড়ে—

মহতস্তপসো মূলং প্রসবঃ পুণ্যসন্ততেঃ ।
জীবিতস্য ফলং স্বাদু নিয়তং স্মরণং হরেঃ ॥ ৮২॥

অনুবাদ—গরুড়পুরাণে বলা হইয়াছে—বিষ্ণু-স্মরণ নিশ্চয়ই মহতী তপস্যার মূল, পুণ্যসমূহের উৎপাদক এবং জীবনের স্বাদবহুল ফল ॥ ৮২ ॥

টীকা—প্রসবঃ ফলং, নিয়তং নিশ্চিতমেব ॥৮২॥

দ্বিতীয়স্কন্ধে—

এতাবান্ সাংখ্যযোগাভ্যাং স্বধর্ম্মপরিনিষ্ঠয়া ।
জন্মলাভঃ পরঃ পুংসামন্তে নারায়ণস্মৃতিঃ ॥ ৮৩ ॥

অনুবাদ—দ্বিতীয় স্কন্ধে—স্বধর্ম্মে নিরত থাকিয়া আত্মানাত্ম বিচার ও অষ্টাঙ্গ যোগ এই দুই প্রকার উপায় দ্বারা শেষে যে নারায়ণ স্মরণ তাহাই মানুষের পরম লাভ ॥ ৮৩ ॥

টীকা—সাংখ্যমাত্মানাত্মবিবেকঃ, যোগোঽষ্টাঙ্গস্তাভ্যাম্; তথা স্বধর্ম্মে পরিতো নিষ্ঠয়া চ কৃত্বা পুংসাং জন্মনো যো লাভঃ ফলং এতাবানেব, ন ত্বন্য ইতি যোগাদীনাং তদেকপরতোক্তা। কোঽসৌ? তদাহ—নারায়ণস্য স্মৃতিরিতি। অন্তে তু স্মৃতিঃ পরমো লাভঃ, ন তন্মহিমানং বক্তুং শক্যত ইত্যর্থঃ। যদ্বা, অন্তেঽপি স্মৃতিঃ পরমো লাভঃ, কিং পুনরাজন্ম সদা স্মৃতিরিত্যর্থঃ। অন্যৎ সমানম্ ॥ ৮৩ ॥

অতএব জরাসন্ধনিরুদ্ধনৃপবর্গৈঃ প্রার্থিতং দশমস্কন্ধে (৭৩।১৫)—

তং নঃ সমাদিশোপায়ং যেন তে চরণাব্জয়োঃ ।
স্মৃতির্যথা ন বিরমেদপি সংসরতামিহ ॥ ৮৪ ॥

শ্রীনারদেনাপি (ভাঃ ১০।৬৯।১৮)—

দৃষ্টং তবাঙ্ঘ্রিকমলং জনতাপবর্গং
ব্রহ্মাদিভির্হৃদি বিচিন্ত্যমগাধবোধৈঃ ।
সংসারকূপপতিতোত্তরণাবলম্বং
ধ্যায়ংশ্চরাম্যনুগৃহাণ যথা স্মৃতিঃ স্যাৎ ॥ইতি॥৮৫॥

অনুবাদ—দশমে জরাসন্ধ কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ রাজ-গণের প্রার্থনাতে এবং শ্রীনারদবাক্যে উক্ত হইয়াছে—হে ভগবন্ আমাদিগকে এইরূপ কোন উপায় বলুন যাহার দ্বারা আমরা সংসারী হইলেও আপনার শ্রীপাদ-পদ্ম সর্ব্বদা স্মরণ-পথে উদিত থাকে। ভক্তবৃন্দের মুক্তি প্রদানকারী আপনার শ্রীপাদপদ্ম দর্শন করি-লাম। অগাধবোধ ব্রাহ্মণ প্রভৃতি দেবগণ যাঁহাকে হৃদয়পদ্মে ধারণ করিয়া ধ্যান করেন, সংসার-কূপে পতিত জনগণের উদ্ধারের আশ্রয় স্বরূপ সেই শ্রীপাদ-পদ্ম ধ্যান করিতে করিতে যেন চিরকাল বিচরণ করি—এই জাতীয় স্মৃতি যাহাতে নষ্ট না হয়, আপনি আমার প্রতি এই অনুগ্রহ করুন ॥ ৮৪-৮৫ ॥

টীকা—যেন উপায়েন, যথা যথাবৎ স্মৃতিঃ প্রেমস্মরণমিত্যর্থঃ। যদ্বা যথাবৎ সংসরতাং দেহা-দ্যাসক্ত্যা নিতরাং সংসারদুঃখং লভমানানামপীত্যর্থঃ ॥ ৮৪ ॥

টীকা—জনতায়া ভক্তবর্গস্যাপবর্গরূপং, ব্রহ্মাদি-ভিরপি হৃদি চিন্ত্যমেব ; সংসারকূপে পতিতানামুত্তর-ণায় সুখোত্থানায় অবলম্বম্ আশ্রয়ম্, ঈদৃশং তবাঙ্ঘ্রি-কমলং ময়া দৃষ্টম্, অতঃ কৃতার্থোঽস্মি ; তথাপি ভগবৎস্মৃতির্যথা স্যাত্তথানু-গৃহাণ, যেন তবাঙ্ঘ্রিং ধ্যায়ন্নেব চরামি ; যদ্বা, অধুনা দৃষ্টম্ অন্যত্র গতোঽ-পীমং ত্বদঙ্ঘ্রিং ধ্যায়ন্নেব ; কিঞ্চ, যথাবৎ স্মৃতিঃ স্যাদিত্যনুগ্রহং কুরু ; যদ্বা, এবমনন্যগতিকত্বেন মম ত্বদীয়াঙ্ঘ্রিকমলধ্যানং কদাচিদেতদ্দর্শনঞ্চ ভবেদেব, কিন্তু মদ্বিষয়িকা তব স্মৃতির্মনোবৃত্তির্যথা স্যাত্তথানু-গৃহাণ ; যদ্বা, দৃষ্টত্বাদন্যত্র গতোঽপ্যেতদেব চিন্তয়ন্ চরিষ্যামি, কিন্ত্বনেনানুগ্রহেণালম্ অধুনা তথানুগ্রহং কুরু যথা অস্মৃতিঃ স্মরণাভাবঃ স্যাৎ। অন্যত্র গতস্য সতস্তৎস্মরণেন বিরহ-দুঃখবৃদ্ধের্বরমস্মরণমেবানুগ্রহ ইত্যর্থঃ। এতচ্চ সদা শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মান্তিকে বাস-

মলভমাননা প্রেমোদ্রেকবাক্যগাম্ভীর্য্যম্, এবমপি স্মরণ-স্যৈব পরমমাহাত্ম্যং পর্য্যবস্যতীতি দিক্ ॥ ৮৫ ॥

কৃষ্ণস্মরণমাহাত্ম্যমহাব্ধির্দুস্তরো ধিয়া।
যো যিযাসতি তৎপারং স হি চৈতন্যবঞ্চিতঃ ॥৮৬॥

অনুবাদ—শ্রীকৃষ্ণস্মরণ-মাহাত্ম্যরূপ দুস্তর মহা-সিন্ধু যিনি মনের দ্বারাও পার হইতে অভিলাষী হন, তিনি চেতনাহীন অথবা শ্রীচৈতন্যদেবের মায়ায় বঞ্চিত ॥ ৮৬ ॥

টীকা—ধিয়া দুস্তরঃ অর্থাতো বচনতশ্চ বুদ্ধ্যাপি, অস্তু তাবল্লিখনেন, পারং গন্তুম্, শক্যমিত্যর্থঃ। ধিয়েত্যস্যাগ্র এবান্বয়ঃ, তস্য পারং যো যাতুমিচ্ছতি, চৈতন্যেন বঞ্চিতঃ অচেতন ইত্যর্থঃ। স্বমতে শ্রীচৈতন্য-দেবেন মায়য়া প্রতারিতঃ পরিত্যক্তো বেত্যর্থঃ, নিজাশক্যে কর্ম্মণি প্রবৃত্তেঃ ॥ ৮৬ ॥

ততঃ পাদোদকং কিঞ্চিৎ প্রাক্ পীত্বা তুলসীদলৈঃ।
গৃহীতেনাচরেত্তেন স্বমূর্দ্ধন্যভিষেচনম্ ॥ ৮৭ ॥
অথাদৌ শ্রীগুরুং নত্বা শ্রীকৃষ্ণস্য পদাব্জয়োঃ।
কিঞ্চিদ্বিজ্ঞাপয়ন্ সর্ব্বস্বকৃত্যান্যর্পয়েন্নমেৎ ॥ ৮৮ ॥

অনুবাদ—তারপর কিঞ্চিৎ চরণামৃত তুলসীপত্র-সহ পান করিয়া ঐ চরণামৃত নিজমস্তকে গ্রহণ করিবে। তারপর শ্রীগুরুদেবকে নমস্কার করিয়া শ্রীকৃষ্ণের পদযুগলে কিঞ্চিৎ নিবেদন সহকারে নিজ-কৃত্যকর্ম্ম সকল সমর্পণ ও প্রণাম করিবে ॥৮৭-৮৮॥

টীকা—পাদোদকং শ্রীভগবচ্চরণামৃতং প্রাক্ আদৌ পীত্বেত্যত্র কারণমগ্রে লেখ্যম্—'শালগ্রামশিলা-তোয়মপীত্বা যস্তু মস্তকে। প্রক্ষেপণং প্রকুর্ব্বীত ব্রহ্মহা স নিগদ্যতে ॥' ইতি। তুলসীদলৈঃ কৃত্বা সহ বা গৃহীতেন তেন পাদোদকেনৈব স্বমস্তকেঽভি-ষেকং কুর্য্যাৎ ॥ ৮৭ ॥

টীকা—বিজ্ঞাপনদ্বারৈব সর্ব্বাণি স্বস্য কৃত্যানি অর্পয়ন্ নমেৎ সাষ্টাঙ্গপ্রণামং কুর্য্যাৎ, অগ্রে যথা-বিধীতি লিখনাৎ ॥ ৮৮ ॥

অথ প্রাতঃপ্রণামঃ

বামনপুরাণে—
সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যং বরেণ্যং বরদং শিবম্।
নারায়ণং নমস্কৃত্য সর্ব্বকর্ম্মাণি কারয়েৎ ॥ ৮৯ ॥

অনুবাদ—শ্রীবামনপুরাণে—সকল মঙ্গলেরও মঙ্গল, শ্রেষ্ঠ বরদানকারী মঙ্গলময় শ্রীনারায়ণকে নমস্কার করিয়া সমস্ত কার্য্য করিবে ॥ ৮৯ ॥

অথ বিজ্ঞাপনম্

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে—
যদুৎসবাদিকং কর্ম্ম তত্ত্বয়া প্রেরিতো হরে।
করিষ্যামি ত্বয়াজ্ঞেয়মিতি বিজ্ঞাপনং মম ॥ ৯০ ॥

অনুবাদ—শ্রীবিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে লিখিত হইয়াছে—হে হরে! আমি আপনার দ্বারা অনুপ্রেরিত হইয়া যাহা করিব, তাহা আপনার আদেশ অনুসারেই করিব ইহাই আমার বিজ্ঞাপন ॥ ৯০ ॥

টীকা—বিজ্ঞাপয়ন্নিতি লিখিতং তৎপ্রকারমেব লিখতি—যদিতি। তচ্চ তবাজ্ঞেয়মিত্যেব করিষ্যামি ॥ ৯০ ॥

প্রাতঃ প্রবোধিতো বিষ্ণো হৃষীকেশেন যত্ত্বয়া।
যদ্‌যৎ কারয়সীশান তৎ করোমি তবাজ্ঞয়া ॥ ৯১ ॥

ত্রৈলোক্যচৈতন্যময়াদিদেব
শ্রীনাথ বিষ্ণো ভবদাজ্ঞয়ৈব।
প্রাতঃ সমুত্থায় তব প্রিয়ার্থং
সংসারযাত্রামনুবর্ত্তয়িষ্যে ॥ ৯২ ॥

অনুবাদ—হে বিষ্ণো! হে হৃষীকেশ! হে ঈশান! আমি আপনার কর্ত্তৃক প্রাতঃকালে জাগরিত হইয়াছি। আপনি যাহা যাহা করান আমি আপনার অজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া তাহা তাহাই করি। হে ত্রিলোকের চৈতন্য স্বরূপ! হে শ্রীনাথ! হে বিষ্ণো! হে আদিদেব! আপনার আজ্ঞাতেই গাত্রোত্থান করিয়া আপনার প্রীত্যর্থে সংসার যাত্রার অনুষ্ঠান করিব ॥ ৯১-৯২ ॥

টীকা—কারয়সীতি করোত্যর্থস্য সর্ব্বধাত্বর্থেঽবন্ত-র্ভাবাৎ। বাহ্যাভ্যন্তরসর্ব্বেন্দ্রিয়চেষ্টিতং ব্যাপ্নোষি ।।৯১
টীকা—সংসারযাত্রাং লোকব্যবহারম্ ।। ৯২ ।।

সংসারযাত্রামনুবর্ত্তমানং ত্বদাজ্ঞয়া শ্রীনৃহরেঽন্তরাত্মন্।
স্পর্দ্ধা-তিরস্কার-কলি-প্রমাদভয়ানি
মা মাভিভবন্তু ভূমন্ ।। ৯৩ ।।
জানামি ধর্ম্মং ন চ মে প্রবৃত্তি-
র্জানাম্যধর্ম্মং ন চ মে নিবৃত্তিঃ।
ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদি স্থিতেন,
যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি ।।৯৪।।

অনুবাদ—হে শ্রীনৃসিংহদেব। হে অন্তরাত্মন্। হে ভূমন্। আমি যখন আপনার আদেশানুসারে সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করিব, তখন স্পর্দ্ধা. তিরস্কার, কলহ, প্রমাদ ও ভয়সকল যেন আমার ক্ষতি না করে। আমি ধর্ম্ম জানি কিন্তু উহাতে আমার প্রবৃত্তি নাই, আমি অধর্ম্ম জানি কিন্তু তাহা হইতে নিবৃত্ত হইতে পারি না। হে হৃষীকেশ। তুমি আমার হৃদয়ে অব-স্থিত থাকিয়া আমাকে যে ভাবে পরিচালনা কর, আমি সেইরূপই করি ।। ৯৩-৯৪ ।।

অথ প্রমাণ-বাক্যানি

মহাভারতে—
নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ।। ৯৫ ।।

অনুবাদ—শ্রীমহাভারতে—হে ব্রহ্মণ্যদেব! গো-ব্রাহ্মণহিতকারী, জগতের কল্যাণকারী, শ্রীকৃষ্ণ শ্রীগোবিন্দ, তোমাকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম ।। ৯৫ ।।

গরুড়পুরাণে—
অসুরবিবুধসিদ্ধৈর্জ্ঞায়তে যস্য নান্তঃ
সকলমুনিভিরন্তশ্চিন্ত্যতে যো বিশুদ্ধঃ।
নিখিলহৃদি নিবিষ্টো বেত্তি যঃ সর্ব্বসাক্ষী
তমজমমৃতমীশং বাসুদেবং নতোঽস্মি ।। ৯৬ ।।

অনুবাদ—শ্রীগরুড়পুরাণে—অসুর, দেবতা ও সিদ্ধগণের জ্ঞানের অগম্য, মুনিগণ যাঁহাকে হৃদয়া-ভ্যন্তরে চিন্তা করেন, যিনি নির্ম্মল, সকলের হৃদয়ে যাঁহার অবস্থান, সর্ব্বজ্ঞ ও সকলের সাক্ষীস্বরূপ অজ, অমৃত অর্থাৎ বিশুদ্ধ সত্ত্বস্বরূপ—ঈশ্বর শ্রীবাসুদেবকে প্রণাম করি ।। ৯৬ ।।

বিষ্ণুপুরাণে—
যজ্ঞিভির্যজ্ঞপুরুষো বাসুদেবশ্চ সাত্বতৈঃ।
বেদান্তবেদিভির্বিষ্ণুঃ
প্রোচ্যতে যো নতোঽস্মি তম্ ।। ৯৭ ।।

অনুবাদ—শ্রীবিষ্ণুপুরাণে— যাজ্ঞিকগণের নিকট যিনি যজ্ঞপুরুষ, ভক্তগণের নিকট বাসুদেব এবং বেদান্তবিদ্গণের শ্রীবিষ্ণু, আমি তাঁহাকে প্রণাম করি ।। ৯৭ ।।

এবং বিজ্ঞাপয়ন্ ধ্যায়ন্ কীর্ত্তয়ংশ্চ যথাবিধি।
প্রণামানাচরেচ্ছক্ত্যা চতুঃসংখ্যাবরান্ বুধঃ ।। ৯৮ ।।

অনুবাদ—বিজ্ঞব্যক্তি এই প্রকার বিজ্ঞাপন, স্মরণ ও কীর্ত্তন করিয়া শক্তি অনুসারে বিধিমত কমপক্ষে চারি বার প্রণাম করিবেন ।। ৯৮ ।।

টীকা—মা মাং, ভূমন্ হে মহত্তম, এবং যদুৎ-সবাদিকং কর্ম্মেত্যাদিনোক্তম্; যথাবিধীতি পদ্ভ্যাং করাভ্যাং জানুভ্যামিত্যাদিনাগ্রে লেখ্যপ্রকারেণেত্যর্থঃ। চতুঃসংখ্যা অবরা অন্ত্যা যেষু তান্, চতুঃসংখ্যায়া ন্যূনান্ন কুর্য্যাৎ, অধিকানেব কুর্য্যাদিত্যর্থঃ ।।৯৩-৯৮।।

শ্রীগোপীচন্দনেনোর্দ্ধ্বপুণ্ড্রং কৃত্বা যথাবিধি।
আসীত প্রাঙ্মুখো ভূত্বা শুদ্ধস্থানে শুভাসনে ।। ৯৯ ।।

অনুবাদ—এরপর গোপীচন্দন দ্বারা বিধিত অনু-সারে ললাটে উর্দ্ধ্বপুণ্ড্র অর্থাৎ শ্রীহরিমন্দির তিলক নির্ম্মাণ করিয়া পবিত্র স্থানে পবিত্র আসনে বসিবেন ।। ৯৯ ।।

টীকা—যথাবিধি হরিমন্দিরনির্ম্মাণাদিপ্রকারেণ, শুভে উত্তমে বিহিতাসনে, তত্তৎ সর্ব্বমগ্রে ব্যক্তং ভাবি ।। ৯৯ ।।

তথা চ নারদীয়পঞ্চরাত্রে—

নির্গত্যাচম্য বিধিবৎ প্রবিশ্য চ পুনঃ সুধীঃ।
আসনে প্রাঙ্মুখো ভূত্বা বিহিতে চোপবিশ্য বৈ ॥১০০॥

অনুবাদ—শ্রীনারদ পঞ্চরাত্র গ্রন্থেও বলা হইয়াছে—সুধী ব্যক্তি গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া (মলমূত্রাদি ত্যাগের পর) যথারীতি আচমন পূর্ব্বক গৃহে পুনরায় প্রবিষ্ট হইয়া শুদ্ধ আসনে পূর্ব্বদিকে মুখ করিয়া বসিবেন ॥ ১০০ ॥

টীকা—নির্গত্য গৃহান্নিঃসৃত্য মূত্রোৎসর্গাদিকং কৃত্বেত্যর্থঃ। বিধিবদাচম্য অস্য ক্রিয়ান্বয়শ্লোকোঽত্রানুপযুক্তত্বাৎ ন লিখিতঃ ॥ ১০০ ॥

সম্প্রদায়ানুসারেণ ভূতশুদ্ধিং বিধায় চ।
প্রাণায়ামাংশ্চ বিধিবৎ কৃষ্ণং ধ্যায়েৎ যথোদিতম্ ১০১

তথা চোক্তম্—

উপপাতকেষু সর্ব্বেষু পাতকেষু মহৎসু চ।
প্রবিশ্য রজনীপাদং বিষ্ণুধ্যানং সমাচরেৎ ॥ ১০২ ॥

অনুবাদ—তারপর নিজের সম্প্রদায় অনুসারে যথা নিয়মে ভূতশুদ্ধি ও প্রাণায়াম করিয়া যথা উক্ত বিধানে শ্রীকৃষ্ণকে চিন্তা করিবেন। তাই বলা হইয়াছে সমস্ত উপপাতক ও মহাপাতক সকলের বিনাশ ইচ্ছা করিয়া শাস্ত্র বিহিত কৃত্য সমাপ্ত করিয়া গৃহে প্রবিষ্ট হইয়া রাত্রিশেষে শ্রীবিষ্ণুকে ধ্যান করিবে ॥ ১০১-১০২ ॥

টীকা—নিজসম্প্রদায়স্যানুসারেণেতি ভূতশুদ্ধেবিবিধরূপত্বাৎ প্রাণায়ামাংশ্চ বিধায় ॥ ১০১ ॥

বৈহায়সপঞ্চরাত্রে চ—

তথৈব রাত্রিশেষন্তু কালং সূর্য্যোদয়াবধি।
কর্ত্তব্যং সজপং ধ্যানং নিত্যমারাধকেন বৈ ॥ ১০৩॥

অনুবাদ—তথা বৈহায়স পঞ্চরাত্রেও কথিত হইয়াছে—উক্ত প্রকারে আরাধনাকারীজন সূর্য্যের উদয় পর্য্যন্ত নিশার শেষভাগে নিত্যই জপ ও ধ্যান করিবেন ॥ ১০৩ ॥

টীকা—উপপাতকাদিষ্বপি নিমিত্তেষু, কিং পুনর্বিষ্ণুধ্যানার্থম্; রাত্রেঃ শেষং কালং ব্যাপ্য তস্মাৎ আরভ্য ইত্যর্থঃ ॥ ১০২-১০৩ ॥

বিভজ্য পঞ্চধা রাত্রিং শেষে দেবার্চ্চনাদিকম্।
জপং হোমং তথা ধ্যানং নিত্যং কুর্ব্বীত সাধকঃ ১০৪

অতএব বিষ্ণুস্মৃতৌ—

রাত্রেস্তু পশ্চিমে যামে
মুহূর্ত্তো ব্রাহ্ম উচ্যতে ইতি ॥ ১০৫ ॥

অনুবাদ—সাধকব্যক্তি রাত্রিকে পাঁচ ভাগে ভাগ করিয়া শেষভাগে নিত্য দেবপূজাদি, জপ, হোম ও ধ্যান করিবেন। অতএব শ্রীবিষ্ণুস্মৃতিতেও রাত্রির শেষ প্রহরের শেষ মুহূর্ত্তের নাম ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত বলা হইয়াছে ॥ ১০৪-১০৫ ॥

টীকা—আদিশব্দেন প্রণামোর্দ্ধপুণ্ড্রভূতশুদ্ধি-প্রাণায়ামাদিঃ ॥ ১০৪ ॥

পাদোদপানাদীনাঞ্চ স বিধির্মহিমাগ্রতঃ।
লেখ্যোঽধুনা তু ধ্যানস্য স সংক্ষেপেণ লিখ্যতে ॥১০৬

অনুবাদ—এখন সংক্ষেপে ধ্যানের নিয়ম ও মাহাত্ম্য বলা হইতেছে। পাদোদকপান প্রভৃতির নিয়ম ও মাহাত্ম্য পরে বলা হইবে ॥ ১০৬ ॥

টীকা—বিধিঃ তৎপানমন্ত্রোচ্চারণাদিপ্রকারস্তৎসহিতঃ, সধ্যানস্য বিধির্মহিমা চেত্যর্থঃ ॥ ১০৬ ॥

অথ প্রাতর্ধ্যানম্

তাপনীয়শ্রুতিষু—

সৎপুণ্ডরীকনয়নং মেঘাভং বৈদ্যুতাম্বরম্।
দ্বিভুজং মৌনমুদ্রাঢ্যং বনমালিনমীশ্বরম্ ॥ ১০৭ ॥
গোপগোপীগবাবীতং সুরদ্রুমলতাশ্রয়ম্।
দিব্যালঙ্করণোপেতং রক্তপঙ্কজমধ্যগম্ ॥ ১০৮ ॥
কালিন্দীজলকল্লোলসঙ্গিমারুতসেবিতম্।
চিন্তয়ংশ্চেতি তং কৃষ্ণং মুক্তো ভবতি সংসৃতেঃ ॥১০৯

অনুবাদ—যথাতাপনীয় শ্রুতি—শ্রীকৃষ্ণকে প্রস্ফুটিত পদ্মসদৃশ—নেত্রবিশিষ্ট, নীরদকান্তি, বিদ্যুতের মত পীতাম্বরধারণকারী দ্বিভুজ মৌনমুদ্রাযুক্ত বন-

মালাধারী, ঈশ্বর, গোপ-গোপী ও গোসমূহে পরিবেষ্টিত, কল্পবৃক্ষতলে সমাসীন, দিব্যালংকারে সমলংকৃত, রক্তোৎপলের অন্তর্ভাগে সন্নিবিষ্ট, যমুনা-জলের তরঙ্গসংসর্গী বায়ু দ্বারা সেবিত কৃষ্ণকে চিন্তা করিলে সংসার-বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ হইয়া থাকে ॥ ১০৭-১০৯ ॥

টীকা—গোপৈর্গোপীভির্গোভিশ্চ আবীতং পরিবেষ্টিতম্ ॥ ১০৮ ॥

মৃত্যুঞ্জয়সংহিতানুসারোদিতসারদাতিলকে চ—

স্মরেদ্ বৃন্দাবনে রম্যে মোহয়ন্তমনারতম্ ।
গোবিন্দং পুণ্ডরীকাক্ষং গোপকন্যাঃ সহস্রশঃ ॥১১০॥
আত্মনো বদনাম্ভোজপ্রেরিতাক্ষিমধুব্রতাঃ ।
কামবাণেন বিবশাশ্চিরমাশ্লেষণোৎসুকাঃ ॥ ১১১ ॥

অনুবাদ—মৃত্যুঞ্জয়-সংহিতানুসারে — সারদা-তিলকেও বর্ণিত হইয়াছে—সহস্র সহস্র গোপবালিকা শ্রীকৃষ্ণের বদনপদ্মে নিজ নিজ নয়ন-ভ্রমর নিযুক্ত করিয়া অবস্থান করিতেছেন এবং প্রেমবশে বিবশ হইয়া আলিঙ্গনের জন্য উৎকণ্ঠিতা হইয়াছেন ॥১১০-১১১॥

মুক্তাহারলসৎপীনোত্তুঙ্গস্তনভরানতাঃ ।
স্রস্তধম্মিল্লবসনা মদস্খলিতভাষণাঃ ॥ ১১২ ॥
দন্তপংক্তিপ্রভোদ্ভাসিস্পন্দমানাধরাঞ্চিতাঃ ।
বিলোভয়ন্তীর্বিবিধৈর্বিভ্রমৈর্ভাবগর্ভিতৈঃ ॥ ১১৩ ॥

অনুবাদ—মুক্তাহার দ্বারা অলংকৃত পীন ও উন্নত কুচযুগলের ভারে অবনতা হইয়া পড়িয়াছেন, তাঁহাদের বেণীবন্ধন ও বস্ত্রাদি আলুথালু, মত্ততা বশতঃ তাঁহাদের বাক্য স্খলিত দশনশ্রেণীর প্রভাদ্বারা বিকম্পিত অধরে তাঁহারা শোভিত আর তাঁহারা নানাবিধ শৃঙ্গারাদি ভাবমগ্ন বিভ্রমদ্বারা কৃষ্ণকে প্রলুব্ধ করিতেছেন। সুন্দর বৃন্দাবনমধ্যে নিত্য সেইসকল গোপকন্যা মোহনকারী পদ্মপলাশ নয়ন শ্রীগোবিন্দকে স্মরণ করিবে ॥ ১১২-১১৩ ॥

টীকা—গোপকন্যা এব বিশিনষ্টি—আত্মন ইতি ত্রিভিঃ। গোবিন্দস্য বদনাম্ভোজে প্রেরিতা অক্ষিমধুব্রতা যাভিস্তাঃ, বিলোভয়ন্তীর্গোবিন্দমেব ॥ ১১১-১১৩

ফুল্লেন্দীবরকান্তিমিন্দুবদনং বর্হাবতংসপ্রিয়ং
শ্রীবৎসাঙ্কমুদারকৌস্তুভধরং পীতাম্বরং সুন্দরম্ ।
গোপীনাং নয়নোৎপলার্চ্চিত-
তনুং গো-গোপসঙ্ঘাবৃতং
গোবিন্দং কলবেণুবাদন-পরং
দিব্যাঙ্গভূষং ভজে ॥ ইতি ॥ ১১৪ ॥

অনুবাদ—যিনি প্রস্ফুটিত নীল পদ্মের মত কান্তিমান, যাঁহার বদন চন্দ্রের মত কমনীয়, ময়ূর-পিচ্ছ ভূষণ যাঁহার প্রীতিকর, যিনি শ্রীবৎস চিহ্নিত, সুশোভন কৌস্তুভধারী, যাঁহার পরিধানে পীতবসন, যাঁহার দৃশ্য মনোরম, গোপিকাগণের মনোহর নেত্র-কমলদ্বারা পূজিত বিগ্রহ এবং যিনি গোপগণ দ্বারা পরিবৃত, সেই কলবেণু বাদনশীল দিব্যাঙ্গ ভূষাধারী শ্রীগোবিন্দকে আমি ভজনা করি ॥ ১১৪ ॥

শ্রীগৌতমীয়তন্ত্রাদৌ তদ্ধ্যানং প্রথিতং পরম্ ।
অগ্রতোঽত্রাপি সংলেখ্যং যদিষ্টং তত্র তদ্ভজেৎ ॥১১৫

অনুবাদ—শ্রীগৌতমীয় তন্ত্রাদিতে কৃষ্ণধ্যান বর্ণিত আছে। এই গ্রন্থেও পরে বর্ণিত হইবে। সেই সকল ধ্যানের মধ্যে যাঁহার যে ধ্যানে প্রীতি হইবে, তিনি সেই ধ্যান দ্বারাই শ্রীকৃষ্ণকে ধ্যান করিবেন ॥ ১১৫ ॥

টীকা—আদিশব্দেন ত্রৈলোক্যসম্মোহনতন্ত্রসনৎ-কুমারকল্পাদিতন্ত্রাঃ। তস্য গোবিন্দস্য পরঞ্চ ধ্যানং প্রসিদ্ধমেব, অত্র গ্রন্থেঽপ্যগ্রতো লেখ্যম্, ক্রমদীপিকোক্তমথ প্রকটসৌরভেত্যাদি, শ্রীগৌতমীয়তন্ত্রে চ 'পীতাম্বরধরঃ' ইত্যাদি। তত্র ধ্যানে যস্য যৎ প্রিয়ং স্যাৎ, তৎ সংসেবতাম্। তত্র শ্রীগৌতমীয়তন্ত্রে 'নবীননীরদশ্যামম্' ইত্যাদিকং সুপ্রসিদ্ধমেব। সম্মোহনতন্ত্রে চ শ্রীশিবেনোক্তম্—'শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি রহস্যং ভুবনেশ্বরি। তবৈব পৌরুষং রূপং গোপিকা-বদনামৃতম্। সদা নিষেবিতং রাগাত্তবদ্বিরহভীরুণা। সত্যভামাদিরূপাভির্মায়ামূর্ত্তিভিরষ্টভিঃ। ধ্যায়েন্মদনগোপালং সংজ্ঞয়া ভুবনত্রয়ে। ধ্যানং তস্য প্রবক্ষ্যামি সর্ব্বপাপপ্রণাশনম্। সর্ব্বরোগোপশমনং সৎপুত্রাবাপ্তিকারকম্। সৌভাগ্যদায়কং নৃণাং স্ত্রীণাঞ্চৈব বিশেষতঃ॥ কিমত্র বহু নোক্তেন ধ্যানেনানেন ভাবিনি। যদ্‌যদিচ্ছতি তৎ সর্ব্বং নরঃ প্রাপ্নোত্য-

সংশয়ম্ ।। শ্রীমদ্বালার্কসঙ্কাশং পদ্মরাগারুণপ্রভম্ । বন্ধুকবন্ধুরালোকং সন্ধ্যারাগোপমদ্যুতিম্ ।। মুকুটানেকমাণিক্যপ্রভাপল্লবিতাম্বরম্ । কিরীটোপান্তবিন্যস্ত-বর্হিবর্হাবতংসকম্ ।। কস্তূরীতিলকাক্রান্তকমনীয়ালকস্থলম্ । স্মরকোদণ্ডবিন্যস্ত-সুসান্দ্রকুটিলভ্রুবম্ ।। স্মেরগণ্ডস্থলং শ্রীমদুন্নতায়তনাসিকম্ ।। করুণালহরীপূর্ণ-কর্ণান্তায়তলোচনম্ । বর্ণাবলম্বি-সৌবর্ণ-কর্ণিকারাবতংসিনম্ । নিস্তল-স্থূল-মাণিক্য-চারু-মৌক্তিককুণ্ডলম্ ।। দন্তাংশুসুসমাশ্লিষ্টকোমলাধর-পল্লবম্ । অসাধারণসৌভাগ্যচিবুকোদ্দেশশোভিতম্ ।। শশাঙ্কবিম্বাহঙ্কারশ্লাঘানন্দকরাননম্ । অনর্ঘ্যরত্নগ্রৈবেয়বিলসৎ-কম্বুকন্ধরম্ ।। সৌরভালোলৈরালম্বৈঃ শুভৈর্মন্দারদামভিঃ । তদংশুমৌক্তিকৈর্হারৈর্বৈজয়ন্ত্যা চ মালয়া ।। শ্রীবৎসকৌস্তুভাভ্যাঞ্চ পরিষ্কৃতভুজান্তরম্ । রত্নকঙ্কণকেয়ূরৈর্ভূষিতৈর্দশভির্ভুজৈঃ ।। চক্রং পুষ্পশরং পদ্মং শূলং শঙ্খেন্দুকার্মুকম্ । গদাং পাশঞ্চ মুরলীং বিভ্রাণং মোহনাকৃতিম্ ।। নিম্ননাভিং রোমরাজিবলিমৎপল্লবোদরম্ । বিশঙ্কট-কটীদেশং বাচালমণিমেখলম্ ।। স্ফুরৎ-সৌদামিনীচ্ছায়াদায়াদ-কনকাম্বরম্ । মণিমঞ্জীর-কিরণৈঃ কিঞ্জল্কিতপদাম্বুজম্ ।। শানোল্লীঢ়মণিশ্রেণী-রম্যাঙ্ঘ্রিনখমণ্ডলম্ ।। আপাদকণ্ঠমামুক্ত-ভূষাশত-মনোহরম্ । কল্পবৃক্ষ-মহারামে মহিতে রত্নমণ্ডপে । চিন্তামণিমহাপীঠে মধ্যে হৈমসরোরুহে ।। কর্ণিকোপরি সংদীপ্তে শ্রীমচ্চক্রাসনে শুভে । তিষ্ঠন্তং দেবদেবেশং ত্রিভঙ্গী-ললিতাকৃতিম্ । বামাংসশিখরো-পান্তব্যালোলমণিকুণ্ডলম্ । উদঞ্চিত-ভ্রুবং কিঞ্চিৎ সুশোণাধরপল্লবম্ । গানব্যাজামৃত-রসৈর্ব্যঞ্জিতশ্রুতিবৈভবৈঃ । তত্তৎস্বরানুগুণ্যেন বেণু-রন্ধ্রাণ্যনুক্রমাৎ ।। আবৃণ্বন্তং বিবৃণ্বন্তং মুহুরঙ্গুলি-পল্লবৈঃ । উপাস্যমানমানন্দাৎ সদারৈর্দিবিষদ্গণৈঃ ।। কৃতদুন্দুভিনির্ঘোষৈর্মুক্তপ্রসববৃষ্টিভিঃ । ধ্যায়েন্মদন-গোপালং মন্ত্রী শুচিরলঙ্কৃতঃ ।। সর্ব্বান্ কামানবাপ্নোতি দুর্ল্লভানপ্যযত্নতঃ ।।' ইতি । তত্রৈবান্যত্র—'ধ্যায়েদ্ বৃন্দাবনে সম্যক্ সিদ্ধচারণবেষ্টিতে । গো-গোপ--গোপিকাক্রান্তে কল্পপাদপশোভিতে ।। তন্মধ্যে দ্বিভুজং ধ্যায়েৎ পঞ্চবর্ষমথাচ্যুতম্ । স্নিগ্ধেন্দ্রনীলরুচিরং পূর্ণ-চন্দ্রনিভাননম্ ।। প্রসন্নবদনং শন্তংস্নিগ্ধনীলালকাবৃতম্ । কাকপক্ষধরং মন্ত্রী দামভূষিতমূর্দ্ধজম্ ।। কিঙ্কিণী-জাল-সদ্রত্নকটিসূত্রবিভূষিতম্ । মুক্তাদামলসদগাত্রং হরিচন্দনচর্চ্চিতম্ ।। কেয়ূরকটকানদ্ধং রত্নোল্লসিত-কুণ্ডলম্ । দধানং দক্ষিণে পাণৌ নবনীতং সুশোভ-নম্ ।। বামে হাটকসন্নদ্ধাং যষ্টিং মিষ্টাং সুশোভনাম্ । হেমপদ্মোপরি স্বৈরং নৃত্যন্তং বনমালিনম্ ।।' ইতি । অস্মিংশ্চ ধ্যানে পঞ্চবর্ষত্বাদিনা পূর্ব্বস্মিংশ্চারুণ-কান্তিদশভুজত্বাদিনা নিজমনোহতৃপ্ত্যা ধ্যানদ্বয়মিদং মূলে ন লিখিতমিতি জ্ঞেয়ম্ । অত্র চান্যত্র সৌন্দর্য্য-বিশেষাদ্যুক্ত্যপেক্ষয়া লিখিতং সনৎকুমারকল্পে চ— 'কহলারকুসুমশ্যামমম্ভোরুহনিভেক্ষণম্ । বেণুনাদ-রতং দেবং বর্হিবর্হাবতংসকম্ ।। দিব্যপীতাম্বরধরং পূর্ণচন্দ্রনিভাননম্ । বন্যৈস্তমালকুসুমৈঃ শোভিতং বনমালয়া ।। নেত্রোৎপলৈশ্চ গোপীনামর্চ্চিতং সুন্দরা-কৃতিম্ ।। হার-কেয়ূর-মুকুট-কুণ্ডলোদরবন্ধনৈঃ ।। বিরাজমানং শ্রীবৎসকৌস্তুভোদ্ভাসিতোরসম্ । গোপী-জনৈঃ পরিবৃতং মূলে কল্পতরো স্থিতম্ ।। গোপালৈ-র্গোপনিবহৈঃ শুদ্ধসত্ত্বৈরমৎসরৈঃ । আবৃতং দেবতা-বৃন্দৈঃ পুষ্পাঞ্জলিকরৈর্দিবি ।। বেণুনাদসমাবিষ্টচিত্ত-বৃত্তিভিরন্বিতম্ । দিব্যেন বেণুনাদেন নয়ন্তং স্ববশং জগৎ ।।' ইতি । এতচ্চ পূর্ব্বাচার্য্যৈর্লিখিতত্বাদত্র ন লিখিতমিতি দিক্ ।। ১১৫ ।।

অথ ধ্যান মাহাত্ম্যম্, তত্র পাপপ্রণাশনত্বম্

বৃহৎশাতাতপস্মৃতৌ—

পক্ষোপবাসাৎ যৎ পাপং পুরুষস্য প্রণশ্যতি ।
প্রাণায়ামশতেনৈব যৎপাপং নশ্যতে নৃণাম্ ।। ১১৬ ।।
প্রাণায়ামসহস্রেণ যৎ পাপং নশ্যতে নৃণাম্ ।
ক্ষণমাত্রেণ তৎ পাপং হরের্ধ্যানাৎ প্রণশ্যতি ।। ১১৭।।

অনুবাদ—বৃহৎশাতাতপ-স্মৃতিতে বর্ণিত আছে যে, পক্ষকাল উপবাসী থাকিলে লোকের যে পাপ নাশপ্রাপ্ত হয় শত সংখ্যক প্রাণায়াম দ্বারা মনুষ্য-গণের যে পাপ ধ্বংস হয়, ক্ষণমাত্র কৃষ্ণ ধ্যানদ্বারা সেই সকল পাতক শীঘ্রই বিনষ্ট হয় ।।১১৬-১১৭।।

বিষ্ণুধর্ম্মে—

সর্ব্বপাপপ্রসক্তোঽপি ধ্যায়ন্নিমিষমচ্যুতম্ ।
ভূয়স্তপস্বী ভবতি পঙ্ক্তিপাবনপাবনঃ ।। ১১৮ ।।

অনুবাদ—শ্রীবিষ্ণুধর্ম্মে উক্ত হইয়াছে—যদি কেহ সকল পাতকে পাতকী হইয়াও নিমেষমাত্র শ্রীভগবানকে ধ্যান করে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি পুনরায় তপস্বী হইয়া নিজ শ্রেণীর পবিত্রতাকারীগণেরও পবিত্রতাকারী হইয়া থাকে ॥ ১১৮ ॥

টীকা—ভূয়োঽধিকং যথা স্যাত্তথা, পঙ্‌ক্তেঃ পাবনাদপি পাবনঃ পরমপাবন ইত্যর্থঃ ॥ ১১৮ ॥

বিষ্ণুপুরাণে চ—

ধ্যায়েন্নারায়ণং দেবং স্নানাদিষু চ কর্ম্মসু ।
প্রায়শ্চিত্তং হি সর্ব্বস্য দুষ্কৃতস্যেতি নিশ্চিতম্ ॥ ১১৯

অনুবাদ—শ্রীবিষ্ণুপুরাণেও বর্ণিত আছে যে, স্নানাদি সকল কর্ম্মেই শ্রীনারায়ণদেবকে ধ্যান করিতে হয়। নারায়ণ-ধ্যান নিশ্চয়ই অখিল দুষ্কর্ম্মের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ ॥ ১১৯ ॥

কলিদোষহরত্বম্

বৃহন্নারদীয়ে কলিপ্রসঙ্গে—

সমস্তজগদাধারং পরমার্থস্বরূপিণম্ ।
ঘোরে কলিযুগে প্রাপ্তে বিষ্ণুং ধ্যায়ন্ন সীদতি ॥১২০॥

অনুবাদ—বৃহন্নারদীয় পুরাণে কলিপ্রস্তাবে লিখিত আছে—ঘোর কলিকাল উপস্থিত হইলে যিনি নিখিল জগতের আধার পরমার্থস্বরূপ শ্রীবিষ্ণুকে ধ্যান করেন তিনি কখনও ক্লেশ ভোগ করেন না ॥ ১২০ ॥

সর্ব্বকর্ম্মাধিকারিত্বম্

স্কান্দে কার্ত্তিকমাহাত্ম্যে অগস্ত্যোক্তৌ—

কিন্তস্য বহুভিস্তীর্থৈঃ কিন্তস্য বহুভির্ব্রতৈঃ ।
যো নিত্যং ধ্যায়তে দেবং নারায়ণমনন্যধীঃ ॥১২১॥

অনুবাদ—স্কন্দপুরাণে কার্ত্তিক-মাহাত্ম্যে শ্রীঅগস্ত্য বলিয়াছেন যে—যিনি একান্তমনে নিরন্তর শ্রীনারায়ণের ধ্যান করেন, তাঁহার বহুবিধ তীর্থে ও বহুপ্রকার ব্রতানুষ্ঠানে কি প্রয়োজন ? ১২১ ॥

মোক্ষপ্রদত্বম্

বৃহন্নারদীয়ে প্রদক্ষিণ-মাহাত্ম্যান্তে—

যে মানবা বিগতরাগপরাপরজ্ঞা,
নারায়ণং সুরগুরুং সততং স্মরন্তি ।
ধ্যানেন তেন হতকিল্বিষবেদনান্তে
মাতুঃ পয়োধররসং ন পুনঃ পিবন্তি ॥ ১২২ ॥

অনুবাদ—বৃহন্নারদীয় পুরাণে প্রদক্ষিণ মহাত্ম্যের শেষে লিখিত আছে যাঁহারা ঈশ্বরের তত্ত্ব জানেন এবং যাঁহাদের বিষয়ানুরাগ দূর হইয়াছে, তাঁহারা দেবগুরু শ্রীনারায়ণকে যে সর্ব্বদা ধ্যান করেন, সেই ধ্যান-ফলেই পাতকশূন্য হন। সুতরাং তাঁহাদিগকে পুনরায় মাতৃস্তন্য পান করিতে হয় না। অর্থাৎ তাঁহাদের জন্মমৃত্যুর আবর্ত্ত নাশপ্রাপ্ত হয় ॥ ১২২ ॥

টীকা—বিগতরাগাশ্চ তে পরাপরজ্ঞাশ্চ কারণ-কার্য্যাভিজ্ঞাঃ পরমেশ্বরজীবতত্ত্বাজ্ঞা বা ধ্যানরূপেণ তেন স্মরণেন সততস্মরণাৎ। অত্র চ বামনপুরাণে—'তে ধৌতপাণ্ডুরপটা ইব রাজহংসাঃ, সংসারসাগর-জলস্য তরন্তি পারম্' ইতি পরার্দ্ধম্ ॥ ১২২ ॥

শ্রীবৈকুণ্ঠপ্রাপকত্বম্

স্কান্দে শ্রীব্রহ্মোক্তৌ—

মুহূর্ত্তমপি যো ধ্যায়েন্নারায়ণমতন্দ্রিতঃ ।
সোঽপি সদ্‌গতিমাপ্নোতি কিং পুনস্তৎপরায়ণঃ ॥১২৩

অনুবাদ—স্কন্দপুরাণে ব্রহ্মা বলিতেছেন—যিনি ভগবানের ধ্যান পরায়ণ, তাঁহার কথা আর কি বলিব ? যিনি অনলস ভাবে মুহূর্ত্তকালও শ্রীনারায়নকে ধ্যান করেন তিনি সদ্‌গতি প্রাপ্ত হন ॥১২৩॥

টীকা—অতন্দ্রিতঃ অনলসঃ সন্, সতীমুত্তমাং, সতাং বা ভক্তানাং গতিং গম্যং প্রাপ্যং শ্রীবৈকুণ্ঠ-লোকম্ ॥ ১২৩ ॥

পাদ্মে বৈশাখমাহাত্ম্যে যমব্রাহ্মণ-সংবাদে—

ধ্যায়ন্তি পুরুষং দিব্যমচ্যুতঞ্চ স্মরন্তি যে ।
লভন্তে তেঽচ্যুতস্থানং শ্রুতিরেষা পুরাতনী ॥ ১২৪ ॥

অনুবাদ—পদ্মপুরাণে বৈশাখ-মাহাত্ম্যে যম-ব্রাহ্মণ-সংবাদে বর্ণিত হইয়াছে যে— যাঁহারা দিব্যপুরুষ

শ্রীঅচ্যুতের ধ্যান ও স্মরণ করেন তাঁহারা অচ্যুতের স্থান লাভ করেন ; ইহা প্রাচীন বেদোক্তি ॥ ১২৪ ॥

টীকা— ধ্যায়ন্তি—শ্রীপাদাব্জতলমারভ্য শ্রীকেশাগ্রপর্য্যন্তং তত্তৎ-সৌন্দর্য্যাদিসহিতং চিন্তয়ন্তি ; অপ্যর্থে চকারঃ, ধ্যায়ন্তীত্যেতদন্ত, যে স্মরন্ত্যপি—যথাকথঞ্চিৎ ভগবতি মনঃ সংযোজয়ন্তি, তেঽপি ; এবং ধ্যানস্মরণয়োরভেদঃ কল্পনীয়ঃ ; ধ্যায়ন্তীতি স্মরন্তীতি পৃথক্ প্রয়োগাৎ। অতএবাগ্রে লেখ্যঃ ভেদঃ কল্প্যেত সামান্যবিশেষাভ্যাং তয়োরিতি, কেচিচ্চ কল্পয়ন্তি লঘূলঘূচ্চারণং স্মরণং কীর্ত্তনন্তূচ্চৈরিতি, কুত্রচিন্নামকীর্ত্তনপ্রসঙ্গেঽস্মরণোক্তেঃ ; তচ্চাসঙ্গতমিব। 'শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণম্' ইত্যাদৌ বাগুপাসনারূপাৎ কীর্ত্তনান্মানসোপাসনারূপস্য স্মরণস্য পৃথগুক্তেঃ ; এবঞ্চ নামকীর্ত্তনপ্রসঙ্গে স্মরণং নাম্ন এব মনসি চিন্তনমিতি জ্ঞেয়মিতি দিক্ ॥ ১২৪ ॥

সারূপ্যপ্রাপণম্

একাদশস্কন্ধে (৫।৪৮)—

বৈরেণ যং নৃপতয়ঃ শিশুপাল-শাল্ব-
পৌণ্ড্রাদয়ো গতিবিলাসবিলোকনাদ্যৈঃ
ধ্যায়ন্ত আকৃতধিয়ঃ শয়নাসনাদৌ
তৎসাম্যমাপুরনুরক্তধিয়াং পুনঃ কিম্ ॥ ১২৫ ॥

অনুবাদ—শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে শ্রীনারদোক্তি—হে বাসুদেব। শিশুপাল, শাল্ব ও পৌণ্ড্রক ইত্যাদি নৃপতিগণ অমিত্র ভাবে শয়ন ভোজনাদি সময়েও গতি-বিলাস ও অবলোকনাদি সহকারে যাঁহার আকৃতি চিন্তা করিয়া স্বারূপ্যমুক্তি পাইয়াছে, তাঁহার যাঁহারা অনুরাগী ভক্ত তাঁহাদের কথা আর কি বলিব ? ১২৫ ॥

টীকা—শয়নাদৌ বৈরেণাপি যং ভগবন্তং ধ্যায়ন্তঃ গত্যাদিভিঃ আকৃতধিয়ঃ তত্তদাকারা ধীর্যেষাং তথাভূতাঃ সন্তস্তৎসাম্যং সারূপ্যং প্রাপুঃ, ততোঽনুরক্তধিয়াং তৎসাম্যপ্রাপ্তির্ভবতীতি কিং বাচ্যম্ ॥ ১২৫ ॥

চতুর্থস্কন্ধে (২০।২৯) শ্রীপৃথূক্তৌ—

ভজন্ত্যথ ত্বামতএব সাধবো,
ব্যুদস্তমায়াগুণ-বিভ্রমোদয়ম্ ।
ভবৎপদানুস্মরণাদৃতে সতাং,
নিমিত্তমন্যদ্ভগবন্ন বিদ্মহে ॥ ১২৬ ॥

অনুবাদ—চতুর্থস্কন্ধে-শ্রীপৃথু বলিতেছেন—হে ভগবন্ ! আপনি দীনবৎসল বলিয়াই সাধুগণ আপনাকে ভজন করিয়া থাকেন। আপনাতে মায়াগুণের বিলাসজাত কোন কার্য্য নাই। সুতরাং আপনার চরণকমল সেবাব্যতীত স্বজনের অন্য কোন কৃত্য নাই ॥ ১২৬ ॥

স্কন্দপুরাণে ব্রহ্মোক্তৌ চ --

আলোড্য সর্ব্বশাস্ত্রাণি বিচার্য্য চ পুনঃ পুনঃ ।
ইদমেব সুনিষ্পন্নং ধ্যেয়ো নারায়ণঃ সদা ॥ ১২৭ ॥

অনুবাদ—স্কন্দপুরাণে ব্রহ্মা বলিতেছেন—বারংবার সকলশাস্ত্র মন্থন ও বিচার পূর্ব্বক ইহাই সুনির্দ্ধারিত হইল যে, সতত শ্রীনারায়ণ-ধ্যানই আবশ্যক ॥ ১২৭ ॥

অতএবোক্তং হয়শীষপঞ্চরাত্রে নারায়ণব্যূহস্তবে—

যে ত্যক্তলোকধর্ম্মার্থা বিষ্ণুভক্তিবশং গতাঃ ।
ধ্যায়ন্তি পরমাত্মানং
তেভ্যো নিত্যং নমো নমঃ ॥ ইতি ॥ ১২৮ ॥
স্মরণে যত্তু মাহাত্ম্যং তদ্ধ্যানেঽপ্যখিলং বিদুঃ ।
ভেদঃ কল্প্যেত সামান্য-
বিশেষাভ্যাং তয়োঃ কিয়ান্ ॥ ১২৯ ॥

অনুবাদ—অতএব শ্রীহয়শীর্ষ পঞ্চরাত্রে শ্রীনারায়ণ ব্যূহস্তবে উক্ত হইয়াছে—ইহলোকে যাহারা লোকধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া বিষ্ণুভক্ত হইয়া পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান করেন তাঁহাদিগকে নিত্য বারংবার প্রণাম করি। শ্রীকৃষ্ণ স্মরণের ও ধ্যানের মহিমা সমান। সামান্য ও বিশেষ বিচারে উভয়ের মধ্যে সামান্য কিছু পার্থক্য ভাবা হয় ॥ ১২৮-১২৯ ॥

টীকা—সামান্যম্—ভগবতি মনঃসংযোজনমাত্রং, বিশেষঃ—শ্রীমূর্ত্ত্যঙ্গলাবণ্যাদি-ভাবনা, তাভ্যাং তয়োঃ স্মরণধ্যানয়োঃ কিয়ান্ অল্প এব ভেদঃ কল্প্যতে, এতচ্চ বিবিচ্য লিখিতমেব ॥ ১২৯ ॥

অথ শ্রীভগবৎপ্রবোধনম্

ততো দেবালয়ে গত্বা ঘণ্টাদ্যুদ্‌ঘোষপূর্ব্বকম্ ।
প্রবোধ্য স্তুতিভিঃ কৃষ্ণং
নীরাজ্য প্রার্থয়েদিদম্ ॥ ১৩০ ॥

অনুবাদ—শৌচ, আচমন, স্মরণ ও ধ্যানের পর দেবালয়ে গমন করিয়া প্রবোধন যোগ্য ঘণ্টাদি বাদ্য করিয়া স্তুতিসমূহ দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে জাগরিত করিয়া নীরাজন পূর্ব্বক এইরূপ প্রার্থনা করিবে ॥ ১৩০ ॥

টীকা—স্তুতিভিঃ শ্রুতিস্তুত্যা অন্যাভিশ্চ প্রবোধনোপযুক্তাভিঃ, নীরাজ্য প্রথমং দীপমাত্রেণ নীরাজনং কৃত্বা ॥ ১৩০ ॥

তৃতীয়স্কন্ধে (৯।২৫)

সোঽসাবদভ্রকরুণো ভগবান্ বিবৃদ্ধ-
প্রেমস্মিতেন নয়নাম্বুরুহং বিজৃম্ভন্ ।
উত্থায় বিশ্ববিজয়ায় চ নো বিষাদং
মাধ্ব্যা গিরাপনয়তাৎ পুরুষঃ পুরাণঃ ॥ ১৩১ ॥

অনুবাদ—শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে শ্রীব্রহ্মার উক্তি—পুরাণপুরুষ সেই ভগবান অত্যন্ত দয়ালু, তিনি প্রথিত প্রেমযুক্ত হাস্যদ্বারা নিজ নয়ন-কমল উন্মীলন করিয়া এই জগতের উদ্ভব ও আমার প্রতি করুণা প্রকাশের জন্য গাত্রোত্থানপূর্ব্বক মধুর বাক্যে আমার বিষাদ দূর করুন ॥ ১৩১ ॥

টীকা—বিজৃম্ভন্ বিজৃম্ভয়ন্ প্রকাশয়ন্ ॥ ১৩১ ॥

দেব প্রপন্নার্তিহর প্রসাদং কুরু কেশব ।
অবলোকনদানেন ভূয়ো
মাং পারয়াচ্যুত ॥ ইতি ॥ ১৩২ ॥

অনুবাদ—হে দেব! হে শরণাগতরক্ষক! হে কেশব! আমার প্রতি কৃপা প্রকাশ করুন। হে অচ্যুত পুনরায় দর্শন দান করিয়া আমাকে পবিত্র করুন ॥ ১৩২ ॥

দেবালয়ং প্রবিশ্যাথ স্তোত্রাণীষ্টানি কীর্ত্তয়ন্ ।
কৃষ্ণস্য তুলসীবর্জ্জং নির্ম্মাল্যমপসারয়েৎ ॥ ১৩৩ ॥

অনুবাদ—তারপর দেবগৃহে প্রবেশ করিয়া স্তুতি কিংবা শ্রীকৃষ্ণের সহস্র নামাদিকীর্ত্তন সহকারে তুলসী ব্যতীত অন্যান্য নির্ম্মাল্য-সমূহ অপসারণ করিবে ॥ ১৩৩ ॥

অথ নির্ম্মাল্যোত্তারণম্

অত্রিস্মৃতৌ—

প্রাতঃকালে সদা কুর্য্যান্নির্ম্মাল্যোত্তারণং বুধঃ ।
তৃষিতাঃ পশবো বদ্ধাঃ কন্যকা চ রজস্বলা ।
দেবতা চ সনির্ম্মাল্যা হন্তি পুণ্যং পুরাকৃতম্ ॥ ১৩৪॥

নারসিংহে শ্রীযমোক্তৌ—

দেবমাল্যাপনয়নং দেবাগারে সমূহনম্ ।
স্নাপনং সর্ব্বদেবানাং গোপ্রদানসমং স্মৃতম্ ॥১৩৫॥

অনুবাদ—অত্রিস্মৃতিতে বলা হইয়াছে—বিচক্ষণ ব্যক্তি সর্ব্বদা প্রভাত সময়ে নির্ম্মাল্য অপসারণ করিবেন। তৃষ্ণার্ত্ত পশু রজ্জুবদ্ধ থাকিলে, অনূঢ়াবস্থায় কন্যা রজস্বলা হইলে এবং দেবতা নির্ম্মাল্য সংযুক্তাবস্থায় থাকিলে উহারা পূর্ব্ব সঞ্চিত পুণ্য ধ্বংস করিয়া থাকেন ॥ ১৩৪ ॥

অনুবাদ—শ্রীনরসিংহপুরাণে শ্রীযমরাজ বলিতেছেন—দেব-নির্ম্মাল্য অপসারণ করিলে, সম্মার্জ্জিনী দ্বারা দেবালয়ের মার্জ্জন করিলে এবং দেব সকলকে স্নান করাইলে গোদান তুল্য ফল হয়, এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে ॥ ১৩৫ ॥

টীকা—ইষ্টানি স্বস্য কৃষ্ণস্য বা প্রিয়াণি সহস্রনামাদীনি ; দেবস্য মাল্যং নির্ম্মাল্যং, তস্য অপনয়নমুত্তারণং, সমূহনং মার্জ্জন্যা তৃণাদ্যপসারণম্ ॥১৩৩-১৩৫ ॥

নারদপঞ্চরাত্রে—

যঃ প্রাতরুত্থায় বিধায় নিত্যং
নির্ম্মাল্যমীশস্য নিরাকরোতি ।
ন তস্য দুঃখং ন দরিদ্রতা চ
নাকালমৃত্যুর্ন চ রোগমাত্রম্ ॥ ১৩৬ ॥

অনুবাদ—শ্রীনারদ পঞ্চরাত্রে বলা হইয়াছে যে—যিনি প্রাতঃকাল গাত্রোত্থান করিয়া নিত্যক্রিয়া সমাপ্ত করিয়া শ্রীকৃষ্ণের নির্ম্মাল্য অপসারণ করেন তাঁহার

দুঃখ নাই, দারিদ্র্য নাই, অকালমৃত্যু নাই এবং রোগ মাত্রেরও সম্ভাবনা নাই ॥ ১৩৬ ॥

অরুণোদয়বেলায়াং নির্ম্মাল্যং শল্যতাং ব্রজেৎ।
প্রাতস্তু স্যান্মহাশল্যং ঘটিকামাত্রযোগতঃ ॥ ১৩৭ ॥

অনুবাদ—অরুণোদয় বেলায় শ্রীবিগ্রহের গাত্রে নির্ম্মাল্য শল্যবৎ কষ্ট-প্রদ, প্রাতঃকালে মহাশল্যবৎ ॥ ১৩৭ ॥

অতিশল্যং বিজানীয়াত্ততো বজ্রপ্রহারবৎ।
অরুণোদয়বেলায়াং শল্যং তৎ ক্ষমতে হরিঃ ॥১৩৮॥
ঘটিকায়ামতিক্রান্তৌ ক্ষুদ্রং পাতকমাবহেৎ।
মুহূর্ত্তে সমতিক্রান্তে পূর্ণং পাতকমুচ্যতে ॥ ১৩৯ ॥
অতিপাতকমেব স্যাৎ ঘটিকানাং চতুষ্টয়ে।
মুহূর্ত্তত্রিতয়ে পূর্ণে মহাপাতকমুচ্যতে ॥ ১৪০ ॥
ততঃ পরং ব্রহ্মবধো মহাপাতকপঞ্চকম্।
প্রহরে পূর্ণতাং যাতে প্রায়শ্চিত্তং ততো ন হি ॥১৪১॥

অনুবাদ—নির্ম্মাল্য সরাণ না হইলে যদি এক দণ্ড অতিক্রান্ত হয় তাহা হইলে অতিশল্য হয় এবং তারপর বজ্রপ্রহার সদৃশ হয়, ইহা জানিতে হইবে। অরুণোদয় কালে নির্ম্মাল্য অপসারণ না করিলে যে শল্য সদৃশ হয় শ্রীহরি তাহা ক্ষমা করেন। ঘটিকা-কাল অতীত হইলে নির্ম্মাল্য ক্ষুদ্র পাতকের সঞ্চার করে, মুহূর্ত্তকাল গত হইলে তাহা পূর্ণপাতক বলিয়া কথিত হয়, চারিদণ্ডকাল অতীত হইলে অতিপাতক হয়, মুহূর্ত্তত্রয় সম্পূর্ণ হইলে মহাপাতক বলিয়া অভি-হিত হয়, তৎপরে ব্রহ্মহত্যা ও পঞ্চ মহাপাপের সমান হইয়া থাকে এবং প্রহরকাল সম্পূর্ণ হইলে আর তাহার কোন প্রকার প্রায়শ্চিত্ত নাই ॥ ১৩৮-১৪১ ॥

নির্ম্মাল্যস্য বিলম্বে তু প্রায়শ্চিত্তমথোচ্যতে।
অতিক্রান্তে মুহূর্ত্তার্দ্ধে সহস্রং জপমাচরেৎ ॥ ১৪২ ॥
পূর্ণে মুহূর্ত্তে সংজাতে সহস্রং সার্দ্ধমুচ্যতে।
সহস্রদ্বিতয়ং কুর্য্যাৎ ঘটিকানাং চতুষ্টয়ে ॥ ১৪৩ ॥
মুহূর্ত্তত্রিয়েঽতীতে অযুতং জপমাচরেৎ।
প্রহরে পূর্ণতাং যাতে পুরশ্চরণমুচ্যতে।
প্রহরে সমতিক্রান্তে প্রায়শ্চিত্তং ন বিদ্যতে ॥ ১৪৪ ॥

অনুবাদ—এখন নির্ম্মাল্য অপসারণে বিলম্বজন্য দোষের প্রায়শ্চিত্ত বলা হইতেছে। একদণ্ড (অর্দ্ধ-মুহূর্ত্তকাল) গত হইলে সহস্র সংখ্যা জপ করিবে, মুহূর্ত্তকাল পূর্ণ হইলে দেড় হাজার জপ করিবার কথা বলা হইয়াছে। চারিদণ্ডকাল অতীত হইলে দুই সহস্র জপ করিতে হয়, তিন মুহূর্ত্ত গত হইলে অযুত সংখ্যা জপ করিবে, আর প্রহর কাল পূর্ণ হইলে পুরশ্চরণের কথা বলা হইয়াছে, কিন্তু প্রহর কাল গত হইলে তাহার আর কোন প্রায়শ্চিত্ত বিহিত নাই ॥ ১৪২-১৪৪ ॥

অথ শ্রীমুখপ্রক্ষালনম্

শ্রীহস্তাঙ্ঘ্রিমুখাম্ভোজক্ষালনায় চ তদ্গৃহে।
গণ্ডূষাণি জলৈর্দত্ত্বা দন্তকাষ্ঠং সমর্পয়েৎ ॥ ১৪৫ ॥

অনুবাদ—ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রীহস্ত, শ্রীপদ ও শ্রীমুখকমল ধৌত করাইবার জন্য পিকদানীর মধ্যে জল দিয়া গণ্ডূষ দিয়া দাঁতমাজার জন্য দাঁতন দিতে হইবে ॥ ১৪৫ ॥

জিহ্বোল্লেখনিকাং দত্ত্বা পাদুকে শুদ্ধমৃত্তিকাম্।
সলিলঞ্চ পুনর্দদ্যাদ্বাসোঽপি মুখমার্জ্জনম্ ॥ ১৪৬ ॥
ততঃ শ্রীতুলসীং পুণ্যামর্পয়েৎ ভগবৎপ্রিয়াম্।
তন্মাহাত্ম্যঞ্চ তন্মুখ্যপ্রসঙ্গে লেখ্যমগ্রতঃ ॥ ১৪৭ ॥

অনুবাদ—জিহ্বা-মার্জ্জনিকা, পাদুকাদ্বয় ও পবিত্র মৃত্তিকা দিয়া পুনরায় জল ও মুখ মুছিবার জন্য বস্ত্র প্রদান করিবে তারপর ভগবৎ প্রিয়া শ্রীতুলসী অর্পণ করিতে হইবে। ইহার মহিমা মুখ্য প্রস্তাবে বলা হইবে ॥ ১৪৬-১৪৭ ॥

টীকা— ভগবৎপ্রিয়ামিতি মুখপ্রক্ষালনবসরেঽপ্য-স্মিন্ তৎসমর্পণে তথা তুলসীব্যতিরিক্তনির্ম্মাল্যোত্তা-রণে চ কারণং জ্ঞেয়ম্ ॥ ১৪৭ ॥

অথ দন্তকাষ্ঠাদ্যর্পণমাহাত্ম্যম্

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে—

দন্তকাষ্ঠপ্রদানেন দন্তসৌভাগ্যমৃচ্ছতি।
জিহ্বোল্লেখনিকাং দত্ত্বা বিরোগস্তুভিজায়তে ॥১৪৮॥
পাদুকায়াঃ প্রদানেন গতিমিষ্টামবাপ্নুয়াৎ।
মৃত্তাগদানাদ্দেবস্য ভূমিমাপ্নোত্যনুত্তমাম্ ॥ ১৪৯ ॥

অনুবাদ—শ্রীবিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে বর্ণিত আছে—শ্রীকৃষ্ণকে দন্তকাষ্ঠ প্রদান দ্বারা দন্ত সৌভাগ্য লাভ হয়, জিহ্বা মার্জ্জনিকা দেওয়ায় নীরোগ হওয়ার সৌভাগ্যলাভ এবং পাদুকা প্রদানদ্বারা অভীষ্ট গতি লাভ হয় আর মাটি দেওয়ায় মাটি অর্থাৎ উত্তমাভূমি লাভ হয় ॥ ১৪৮-১৪৯ ॥

অথ মঙ্গলনীরাজনম্

পঠিত্বাথ প্রিয়ান্ শ্লোকান্ মহাবাদিত্রনিস্বনৈঃ।
প্রভোর্নীরাজনং কুর্য্যান্মঙ্গলাখ্যং জগদ্ধিতম্ ॥ ১৫০ ॥
নীরাজনন্ত্বিদং সর্ব্বৈঃ কর্ত্তব্যং শুচিবিগ্রহৈঃ।
পরমশ্রদ্ধয়োত্থায় দ্রষ্টব্যঞ্চ সদা নরৈঃ ॥ ১৫১ ॥
স্ত্রীণাং পুংসাঞ্চ সর্ব্বেষামেতৎ সর্ব্বেষ্টপূরকম্।
সমস্তদৈন্যদারিদ্র্যদুরিতাদ্যুপশান্তিকৃৎ ॥ ১৫২ ॥

অনুবাদ—অতঃপর শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় শ্লোক-সকল পাঠ করিয়া মহা বাদ্যধ্বনি সহকারে শ্রীকৃষ্ণের জগন্মঙ্গলকর মঙ্গল নীরাজন করিতে হইবে। ইহা নরনারী সকলেরই সমস্ত অভীষ্ট পূর্ণ করে এবং সর্ব্বপ্রকার দুঃখ দারিদ্র্য ও পাতকাদি বিনাশ করিয়া থাকে। সকলেই পবিত্র দেহ মনে এই আরাত্রিক করিবে। মনুষ্যেরা শ্রদ্ধার সহিত গাত্রোত্থান করিয়া ভগবানে মন সমর্পণ করিয়া ইহা দর্শন করিবে ॥ ১৫০-১৫২ ॥

টীকা—শ্লোকান্—'বর্হাপীড়ং কৃচিৎ' ইতি, 'বিনাশয়' ইত্যাদীন্; মঙ্গলমিত্যাখ্যা যস্য তৎ ॥১৫০॥

অথ প্রাতঃস্নানার্থোদ্যমঃ

ততোঽরুণোদয়স্যান্তে স্নানার্থং নিঃসরেদ্বহিঃ।
কীর্ত্তয়ন্ কৃষ্ণনামানি তীর্থং গচ্ছেদনন্তরম্ ॥ ১৫৩ ॥

অনুবাদ—এরপর অরুণোদয় কাল অতীত হইলে স্নানের জন্য বাহিরে যাইবে। তারপর শ্রীকৃষ্ণনাম করিতে করিতে পবিত্র জলাশয়ে নদী প্রভৃতিতে গমন করিবে ॥ ১৫৩ ॥

তথা চ শুক্রস্মৃতৌ—

ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তে চোত্থায় শুচির্ভূত্বা সমাহিতঃ।
স্বস্তিকাদ্যাসনং বধ্বা ধ্যাত্বা কৃষ্ণপদাম্বুজম্ ॥ ১৫৪ ॥
ততো নির্গত্য নিলয়ান্নামানীমানি কীর্ত্তয়েৎ।
শ্রীবাসুদেবানিরুদ্ধপ্রদ্যুম্নাধোক্ষজাচ্যুত।
শ্রীকৃষ্ণানন্ত গোবিন্দ সঙ্কর্ষণ নমোঽস্তু তে ॥ ১৫৫ ॥

অনুবাদ—শুক্রস্মৃতিতে বলা হইয়াছে—ব্রাহ্ম-মুহূর্ত্তে শয্যাত্যাগ করিয়া স্থির ও শুদ্ধচিত্তে স্বস্তিকাদি আসনে উপবেশন পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের চরণ-কমল ধ্যান করিবে। তারপর বাড়ী হইতে বাহির হইয়া হে শ্রীবাসুদেব! হে অনিরুদ্ধ! হে প্রদ্যুম্ন! হে অধোক্ষজ! হে অচ্যুত! হে শ্রীকৃষ্ণ! হে অনন্ত! হে গোবিন্দ! হে সঙ্কর্ষণ! এই সমস্ত নাম কীর্ত্তন করিয়া প্রণাম করিবে ॥ ১৫৪-১৫৫ ॥

গত্বা তীর্থাদিকং তত্র নিক্ষিপ্য স্নানসাধনম্।
বিধিনাচর্য্য মৈত্রাদিকৃত্যং শৌচং বিধায় চ।
আচম্য খানি সম্মার্জ্য স্নানং কুর্য্যাৎ যথোচিতম্ ॥১৫৬

অনুবাদ—তারপর জলাশয়াদিতে যাইয়া সেখানে স্নানদ্রব্য সকল সংরক্ষণ পূর্ব্বক যথা নিয়মে মল-ত্যাগাদি কর্ম্ম, শৌচ, আচমন ও ইন্দ্রিয়চ্ছিদ্র সকল প্রক্ষালন করিয়া বর্ণাশ্রমাদির অনুরূপ স্নান করিবে ॥ ১৫৬ ॥

টীকা—বিধিনেতি সর্ব্বত্রান্বেতি। মৈত্রং পুরী-ষোৎসর্গস্তদাদিকং, খানি ইন্দ্রিয়চ্ছিদ্রাণি, যথোচিতং বর্ণাশ্রমাদ্যনুরূপম্; অত্র চ প্রায়ো গৃহস্থস্যৈব লেখ্য-শ্রীভগবৎপূজাবিধিযোগ্যত্বাৎ তস্যৈবায়মাচারো জ্ঞেয়ঃ। অতএব শ্রীবিষ্ণুপুরাণাদ্যুক্তানি প্রায়ো গৃহিধর্ম্ম-বচনান্যেব লিখিতানীতি দিক্ ॥ ১৫৬ ॥

অথ মৈত্রাদিকৃত্যবিধিঃ

শ্রীবিষ্ণুপুরাণে ঔর্ব্বসগর-সংবাদে গৃহিধর্ম্মকথনে—

ততঃ কল্যে সমুত্থায় কুর্য্যান্মৈত্রং নরেশ্বর।
নৈর্ঋত্যামিষুবিক্ষেপমতীত্যাভ্যধিকং গৃহাৎ॥ ১৫৭॥
দূরাদাবসথান্মূত্রং পুরীষঞ্চ সমুৎসৃজেৎ।
পাদাবসেচনোচ্ছিষ্টে প্রক্ষিপেন্ন গৃহাঙ্গনে॥ ১৫৮॥
আত্মচ্ছায়াং তরোশ্চায়াং গোসূর্য্যাগ্ন্যনিলাংস্তথা।
গুরুং দ্বিজাতীংশ্চ বুধো ন মেহেত কদাচন॥ ১৫৯॥

অনুবাদ—শ্রীবিষ্ণুপুরাণে ঔর্ব্ব-সগর-সংবাদে গৃহিধর্ম্ম-বর্ণন-প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে—হে রাজন্! অতঃপর প্রভাতকালে গাত্রোত্থান করিয়া গৃহ হইতে শরক্ষেপের দূরত্বের বেশী দূরে গিয়া মলত্যাগ করিবে। যদি গ্রামের নৈর্ঋতদিকে শরক্ষেপের দূরত্ব না পাওয়া যায় তাহা হইলে যে দিকেই হউক বাড়ী হইতে দূরে যাইয়া মলমূত্র ত্যাগ করিবে। পা ধোওয়া জল ও এঁঠো জিনিষ গৃহ প্রাঙ্গণে নিক্ষেপ অবিধি। পণ্ডিত-ব্যক্তি নিজছায়াতে, বৃক্ষের ছায়াতে, গো, সূর্য্য, অগ্নি বায়ু, গুরু ও বিপ্রের অভিমুখে কখনও মলমূত্রত্যাগ করিবে না॥ ১৫৭-১৫৯॥

টীকা—কল্যে উষসি, গ্রামস্য নৈর্ঋত্যাং দিশি॥ ১৫৭॥

টীকা—তদসম্ভবে স্বগৃহাদ্দূরে মূত্রাদ্যুৎসর্গং কুর্য্যাৎ॥ ১৫৮॥

টীকা—গবাদীন্ গুরুং দ্বিজাতীংশ্চ প্রতি তদভিমুখো ন মেহেদিত্যর্থঃ॥ ১৫৯॥

———

ন কৃষ্টে শস্যমধ্যে বা গোব্রজে জনসংসদি।
ন বর্ত্মনি ন নদ্যাদিতীর্থেষুপুরুষর্ষভ॥ ১৬০॥
নাপ্সু নৈবাম্ভসস্তীরে ন শ্মশানে সমাচরেৎ।
উৎসর্গং বৈ পুরীষস্য মূত্রস্য চ বিসর্জনম্॥ ১৬১॥

অনুবাদ—হে পুরুষ শ্রেষ্ঠ! কর্ষণ করা জমিতে, শস্যমধ্যে, গোষ্ঠে, জনসমাজে, পথিমধ্যে, নদী প্রভৃতি তীর্থে, জলমধ্যে, জলের ধারে ও শ্মশানে মলমূত্র ত্যাগ করা উচিত নয়॥ ১৬০-১৬১॥

———

উদঙ্মুখো দিবোৎসর্গং বিপরীতমুখো নিশি।
কুর্ব্বীতানাপদি প্রাজ্ঞো মূত্রোৎসর্গঞ্চ পার্থিব॥ ১৬২॥
তৃণৈরাচ্ছাদ্য বসুধাং বস্ত্রপ্রাবৃতমস্তকঃ।
তিষ্ঠেন্নাতিচিরং তত্র নৈব কিঞ্চিদুদীরয়েৎ॥ ১৬৩॥

অনুবাদ—বিপদ্কাল ব্যতীত বুদ্ধিমান ব্যক্তি দিনের বেলা উত্তরমুখ এবং রাত্রিকালে দক্ষিণমুখ হইয়া তৃণদ্বারা ভূতল আচ্ছাদন ও বস্ত্রদ্বারা মস্তক আবৃত করতঃ মলমূত্র-ত্যাগ করিবে। মলমূত্রত্যাগের সময় কথা বলিবে না এবং সেখানে বেশীক্ষণ থাকিবে না॥ ১৬২-১৬৩॥

———

তথা কৌর্ম্মে ব্যাসগীতায়াম্—

নিধায় দক্ষিণে কর্ণে ব্রহ্মসূত্রমুদঙ্মুখঃ।
অন্তর্ধাপ্য মহীং কাষ্ঠৈঃ পত্রৈর্লোষ্ট্রৈস্তৃণেন বা॥ ১৬৪॥
প্রাবৃত্য তু শিরঃ কুর্য্যাদ্বিণ্মূত্রস্য বিসর্জ্জনম্।
ন চৈবাভিমুখঃ স্ত্রীণাং গুরুব্রাহ্মণয়োর্গবাম্।
ন দেবদেবালয়য়োর্নাপামপি কদাচন॥ ১৬৫॥
নদীং জ্যোতীংষি বীক্ষিত্বা ন বায়ুগ্নিমুখোঽপি বা।
প্রত্যাদিত্যং প্রত্যনলং প্রতিসোমং তথৈব চ॥ ১৬৬॥

অনুবাদ—কূর্ম্মপুরাণে ব্যাসগীতায় বলা হইয়াছে—দক্ষিণকর্ণে যজ্ঞোপবীত স্থাপন করিয়া উত্তর-মুখ হইয়া কাষ্ঠ, পত্র, লোষ্ট্র কিংবা তৃণদ্বারা ভূতল আচ্ছাদন করিয়া এবং বসনদ্বারা মস্তক আবৃত করিয়া মলমূত্র ত্যাগ করিবে। স্ত্রীজাতি, গুরুজন, ব্রাহ্মণ, গো, দেবতা, দেবমন্দির, ও জল এই সকলের অভিমুখে অর্থাৎ এই সমস্ত ব্যক্তি বা দ্রব্যের দিকে মুখ করিয়া মলমূত্র ত্যাগ অবিধি। নদী ও নক্ষত্রের দিকে তাকাইয়া অথবা বায়ুর সম্মুখনা হইয়া এবং সূর্য্য, চন্দ্র ও অগ্নির দিকে মুখ করিয়া মলমূত্র ত্যাগ করিবে না॥ ১৬৪-১৬৬॥

টীকা—তথেতি গৃহিধর্ম্মকথন এবেত্যর্থঃ। শ্রীবিষ্ণুপুরাণতঃ কিঞ্চিদ্বিশেষমপেক্ষ্য শ্রীকূর্ম্মপুরাণ-কাশীখণ্ডবচনানি লিখতি—নিধায়েত্যাদি। এবমগ্রেঽপি সর্ব্বমূহ্যম্॥ ১৬৪॥

টীকা—বীক্ষিত্বেত্যার্ষং পশ্যন্নিত্যর্থঃ। প্রত্যাদিত্যমিতি তত্তদভিমুখঃ সন্ন কুর্য্যাদিতি পূর্ব্ববদর্থঃ॥ ১৬৬

———

কাশীখণ্ডে শ্রীস্কন্দাগস্ত্য-সংবাদে—

ততশ্চাবশ্যকং কর্ত্তুং নৈঋর্তীং দিশমাশ্রয়েৎ।
গ্রামাদ্ধনুঃশতং গচ্ছেন্নগরাচ্চ চতুর্গুণম্ ॥ ১৬৭ ॥
কর্ণোপবীত্যুদগ্বক্ত্রো দিবসে সন্ধ্যয়োরপি।
বিণ্মূত্রে বিসৃজেন্মৌনী নিশায়াং দক্ষিণামুখঃ ॥১৬৮॥
নালোকয়েদ্দিশো ভাগান্
জ্যোতিশ্চক্রং নভোঽমলম্।
বামেন পাণিনা শিশ্নং
ধৃত্বোত্তিষ্ঠেৎ প্রযত্নবান্ ॥ ১৬৯ ॥

অনুবাদ—কাশীখণ্ডে কার্ত্তিকেয় অগস্ত্য সংবাদে লিখিত হইয়াছে—অনন্তর আবশ্যকীয় কর্ত্তব্য সমাধানের নিমিত্ত নৈঋর্তদিকে গমন করিবে। গ্রাম হইতে কমপক্ষে ৪০০ হাত এবং নগর হইতে তাহার চারিগুণ অর্থাৎ ১৬০০ হাত দূরে গমন করিবে। কানে পৈতা দিয়া দিনের বেলা এবং উভয় সন্ধ্যায় উত্তর মুখে ও রাত্রিতে দক্ষিণ মুখে কোন দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া সযত্নে বামহস্তদ্বারা শিশ্নধারণ করিয়া গাত্রোত্থান করিবে ঐ সময় কোন বাক্যব্যয় করিবে না ॥ ১৬৭-১৬৯ ॥

তত্রৈবাগ্রে—

ন মূত্রং গোব্রজে কুর্য্যান্ন বল্মীকে ন ভস্মনি।
ন গর্ত্তেষু সসত্ত্বেষু ন তিষ্ঠন্ন ব্রজন্নপি ॥ ১৭০ ॥
যথাসুখমুখো রাত্রৌ দিবা ছায়ান্ধকারয়োঃ।
ভীতিষু প্রাণবাধায়াং কুর্য্যান্মলবিসর্জ্জনম্ ॥ ১৭১ ॥

অনুবাদ—ঐ প্রসঙ্গেই বর্ণিত আছে—গোচারণস্থানে, উইঢিপির উপর, ছাইগাদার উপর এবং প্রাণিযুক্ত গর্ত্তে মলমূত্রত্যাগ করিবে না। দাঁড়াইয়া এবং যাইতে যাইতে মূত্রত্যাগ করিতে নাই। প্রাণহানির ভয় উপস্থিত হইলে যে কোন দিকে মুখ করিয়া এবং ছায়া অন্ধকারেও মলমূত্র ত্যাগ করা যায় ॥১৭০-১৭১

অথ শৌচবিধিঃ

শ্রীবিষ্ণুপুরাণে তত্রৈব—

বল্মীকমূষিকোৎখাতাং মৃদং নান্তর্জ্জলাত্তথা।
শৌচাবশিষ্টাং গেহাচ্চ ন দদ্যাল্লেপসম্ভবাম্ ॥ ১৭২॥
অন্তঃপ্রাণ্যবপন্নাঞ্চ হলোৎখাতাঞ্চ পার্থিব।
পরিত্যজেন্মৃদশ্চৈতাঃ সকলাঃ শৌচসাধনে ॥ ১৭৩॥
একা লিঙ্গে গুদে তিস্রো দশ বামকরে নৃপ।
হস্তদ্বয়ে চ সপ্তান্যা মৃদঃ শৌচোপপাদিকাঃ ॥ ১৭৪ ॥

অনুবাদ—শ্রীবিষ্ণুপুরাণে ঔর্ব্ব-সগর-সংবাদে গৃহিধর্ম্ম বর্ণন প্রসঙ্গে উল্লিখিত হইয়াছে—হে রাজন্, বল্মীক ও মূষিক কর্ত্তৃক উদ্ধৃত মৃত্তিকা, সলিল মধ্যগত মৃত্তিকা, শৌচের অবশিষ্ট মৃত্তিকা এবং গৃহের ভিত্তিস্থিত মৃত্তিকা শৌচ কার্য্যে গ্রহণ করিবে না। মধ্যে কীট সমূহ কর্ত্তৃক অধিকৃত, লাঙ্গল দ্বারা উৎপাটিত মাটী শৌচকার্য্যে ব্যবহার করিবে না। হে নৃপতি। শৌচসাধন মৃত্তিকা শিশ্নে একবার, গুহ্যস্থানে তিনবার বামহস্তে দশবার এবং দুই হস্তে সাতবার মর্দ্দন করিতে হয় ॥ ১৭২-১৭৪ ॥

টীকা—লেপসম্ভবাং ভিত্তিগতাম্ ॥ ১৭২ ॥

টীকা—অন্তর্মধ্যে প্রাণিভিঃ কীটৈঃ অবপন্নাম্। উপহতাম্। পাঠান্তরে—অণুভিঃ সূক্ষ্মৈঃ প্রাণিভিরবপন্নাম্ ॥ ১৭৩ ॥

যমস্মৃতৌ—

তিস্রস্তু পাদয়োর্দেয়াঃ শুদ্ধিকামেন নিত্যশঃ ॥ ১৭৫॥

কিঞ্চ—

তিস্রস্তু মৃত্তিকা দেয়াঃ কৃত্বা তু নখশোধনম্ ॥ ১৭৬॥

অনুবাদ—যমস্মৃতিতে বলা হইয়াছে—শুদ্ধিলাভ করিতে ইচ্ছুক ব্যক্তি প্রতিদিন দুইপদে ৩ বার করিয়া মৃত্তিকা দিবেন এবং নখ শোধন করিয়া হস্ত দ্বয়েও তিন তিন বার মৃত্তিকা দিতে হইবে ॥ ১৭৫-১৭৬ ॥

টীকা—এবং মতভেদঃ সপাদুকনিষ্পাদুকাদিভেদেন কল্প্যঃ, পাদয়োরিতি প্রত্যেকং তিস্র ইতি জ্ঞেয়ম্; দেয়া হস্তয়োরিতি শেষঃ ॥ ১৭৫-১৭৬ ॥

কাশীখণ্ডে চ তত্রৈব—

গুহ্যে দদ্যান্মৃদং চৈকাং পায়ৌ পঞ্চাম্বুসান্তরাঃ।
দশ বামকরে চাপি সপ্ত পাণিদ্বয়ে মৃদঃ ॥ ১৭৭ ॥
একৈকাং পাদয়োর্দদ্যাৎ তিস্রঃ পাণ্যোর্মৃদঃ স্মৃতাঃ।
ইত্থং শৌচং গৃহী কুর্য্যাদ্গন্ধলেপক্ষয়াবধি ॥ ১৭৮ ॥

ক্রমাদ্দ্বিগুণমেতত্তু ব্রহ্মচর্য্যাদিষু ত্রিষু।
দিবাবিহিতশৌচাচ্চ রাত্রাবর্দ্ধং সমাচরেৎ ॥ ১৭৯ ॥
রুজার্দ্ধঞ্চ তদর্দ্ধঞ্চ পথি চৌরাদিপীড়িতে।
তদর্দ্ধং যোষিতাপি স্বাস্থ্যে ন্যূনং ন কারয়েৎ।
আর্দ্রধাত্রীফলোন্মানা মৃদঃ শৌচে প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥১৮০

অনুবাদ—কাশীখণ্ডে কার্ত্তিকেয়-অগস্ত্য-সংবাদে বলা হইয়াছে—শিশ্নে একবার, মলদ্বারে পাঁচবার, বামহস্তে দশবার, দুই হস্তে সাতবার, দুইপদে একবার আর পুনরায় দুই হস্তে তিনবার জলযুক্ত মৃত্তিকা দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। গন্ধ সম্পূর্ণ দূর হওয়া পর্য্যন্ত এই শৌচ কার্য্য বিধেয়। ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রম ত্রয়ে এই শৌচবিধি যথাক্রমে দ্বিগুণ অর্থাৎ গৃহস্থ অপেক্ষা ব্রহ্মচারী দ্বিগুণ, বানপ্রস্থী তিন গুন এবং ভিক্ষুর পক্ষে চতুর্গুণ বুঝিতে হইবে। দিনের বেলা যে শৌচবিধি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে রাত্রিবেলা তাহার অর্দ্ধেক করিলেই চলিবে। পীড়িত অবস্থাতেও অর্দ্ধেক আচরণের ব্যবস্থা। তস্করাদি দ্বারা আক্রান্ত পথে তাহার অর্দ্ধ এবং নারীজাতি তাহার অর্দ্ধ আচরণ করিবে। শরীর সুস্থ থাকিলে শৌচের ন্যূনতা করিবে না। এক এক বারে আর্দ্র আমলকী ফলের পরিমাণ মৃত্তিকা শৌচকার্য্যে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ॥ ১৭৭-১৮০ ॥

টীকা—অম্বুসান্তরাঃ—মধ্যে মধ্যে জলসহিতাঃ ॥ ১৭৭ ॥

শঙ্খস্মৃতৌ—

মৃত্তিকা তু সমুদ্দিষ্টা ত্রিপর্ব্বী পূর্য্যতে যয়া ॥ ১৮১ ॥

অনুবাদ—শঙ্খ-স্মৃতিতে বলা হইয়াছে—যাহাতে ত্রিপর্ব্বী পূর্ণ হয় অর্থাৎ মধ্যস্থিত অঙ্গুলী-ত্রয়ের প্রথম গ্রন্থি পরিপূর্ণ পরিমিত মৃত্তিকার ব্যবস্থা সমুদ্দিষ্ট হইয়াছে ॥ ১-১ ॥

টীকা—ত্রিপর্ব্বী মধ্যবর্ত্ত্যঙ্গুলিত্রয়স্যাদিপর্ব্বত্রয়ম্; এষা চ গুদব্যতিরিক্তে জ্ঞেয়া ॥ ১৮১ ॥

দক্ষস্মৃতৌ—

অর্দ্ধপ্রসৃতিমাত্রা তু প্রথমা মৃত্তিকা স্মৃতা।
দ্বিতীয়া চ তৃতীয়া চ তদর্দ্ধং পরিকীর্ত্তিতা ॥ ১৮২ ॥

অনুবাদ—দক্ষ-স্মৃতিতে বলা হইয়াছে—প্রথম বারের মৃত্তিকার পরিমাণ অর্দ্ধাঞ্জলির অর্দ্ধ এবং দ্বিতীয় তৃতীয় বারের পরিমাণ তাহার অর্দ্ধ নিরূপিত হইয়াছে ॥ ১৮২ ॥

টীকা—অতএব লিখতি—অর্দ্ধেতি। প্রথমা গুদে দেয়ানামাদ্যা ॥ ১৮২ ॥

অথ কেবলমূত্রোৎসর্গে

দক্ষঃ—

একা লিঙ্গে তু সব্যে ত্রিরুভয়োর্ম্মৃদ্দ্বয়ং স্মৃতম্ ॥১৮৩

অনুবাদ—অনন্তর কেবল মূত্রত্যাগ-বিষয়ে দক্ষের উক্তি—শিশ্নে একবার, বামহস্তে তিনবার এবং পরে উভয়হস্তে দুইবার মৃত্তিকা প্রদানের ব্যবস্থা ॥১৮৩॥

ব্রাহ্মে—

পাদয়োর্দ্দ্বে গৃহীত্বা চ সুপ্রক্ষালিতপাণিনা।
আচম্য তু ততঃ শুদ্ধঃ স্মৃত্বা বিষ্ণুং সনাতনম্ ॥১৮৪॥

অনুবাদ—ব্রহ্মপুরাণে এই বিষয়ে বলা হইয়াছে—পদদ্বয়ে দুইবার মৃত্তিকা প্রদান পূর্ব্বক উত্তমরূপে ধৌতহস্ত দ্বারা অচমন করিয়া সনাতন হরিকে স্মরণ পূর্ব্বক পবিত্র হইবে ॥ ১৮৪ ॥

অথ আচমনবিধিঃ

বিষ্ণুপুরাণে তত্রৈব—

অচ্ছেনাগন্ধফেনেন জলেনাবুদ্বুদেন চ।
আচামেত মৃদং ভূয়স্তথাদদ্যাৎ সমাহিতঃ ॥ ১৮৫ ॥
নিষ্পাদিতাভিগ্রশৌচস্তু পাদাবভ্যুক্ষ্য বৈ পুনঃ।
ত্রিঃ পিবেৎ সলিলং তেন
তথা দ্বিঃ পরিমার্জ্জয়েৎ ॥ ১৮৬ ॥

অনুবাদ—শ্রীবিষ্ণুপুরাণে ঔর্ব্ব-সগর-সংবাদে বর্ণিত আছে—স্বচ্ছ, গন্ধরহিত, ফেনশূন্য, বুদ্বুদহীন জল দ্বারা আচমন করিবে। পুনর্ব্বার সাবধান হইয়া চরণে মৃত্তিকা দিবে। পাদশৌচ সমাপনান্তে পুনর্ব্বার পাদদ্বয় ধৌত করিয়া তিনবার আচমন করিবে।

এবং ঐ জলদ্বারাই দুইবার মুখ ধৌত করিবে ॥১৮৫-১৮৬ ॥

টীকা—সব্যে হস্তে, উভয়োর্হস্তয়োঃ ; আচামেতেত্যাচমনং প্রস্তুত্য তস্য পূর্ব্বাঙ্গমাহ—মৃদমিতি। অন্যাং মৃদমাদদ্যাৎ, তথা চ নিষ্পাদিতমঙ্ঘ্রিশৌচং যেন সঃ ; যদ্বা, ভূয়োঽন্যাং মৃদং দদ্যাৎ পাদয়োরিতি শেষঃ ; ততশ্চাচামেদিত্যর্থঃ। তেন পাদাভ্যুক্ষণঃ ত্রিঃস্নানশেষসলিলেন দ্বিঃ পরিমার্জ্জয়েন্মুখমিতি শেষঃ ॥ ১৮৩-১৮৬ ॥

শীর্ষণ্যানি ততঃ খানি মূর্দ্ধানঞ্চ মৃদালভেৎ।
বাহূ নাভিঞ্চ তোয়েন হৃদয়ঞ্চাপি সংস্পৃশেৎ ॥১৮৭॥

অনুবাদ—তারপর নেত্রনাসিকা ইত্যাদিতে ও মাথায় মাটি ছোঁয়াইয়া হাতে নাভিতে ও হৃদয়ে জলস্পর্শ করাইবে ॥ ১৮৭ ॥

টীকা—আলভেৎ স্পৃশেৎ, অসঞ্জপন্নিতি পাঠে মৌনী ভূত্বেত্যর্থঃ ॥ ১৮৭ ॥

অত্র চ বিশেষো দক্ষেণোক্তঃ—
প্রক্ষাল্য হস্তৌ পাদৌ চ ত্রিঃ পিবেদম্বু বীক্ষিতম্।
সংবৃত্তাঙ্গুষ্ঠমূলেন দ্বিঃ প্রমৃজ্যাত্ততো মুখম্ ॥ ১৮৮ ॥
সংহত্য তিসৃভিঃ পূর্ব্বমাস্যমেবমুপস্পৃশেৎ।
অঙ্গুষ্ঠেন প্রদেশিন্যা ঘ্রাণং পশ্চাদনন্তরম্ ॥ ১৮৯ ॥
অঙ্গুষ্ঠানামিকাভ্যান্তু চক্ষুঃশ্রোত্রে পুনঃ পুনঃ।
কনিষ্ঠাঙ্গুষ্ঠয়োর্নাভিং হৃদয়ন্তু তলেন বৈ।
সর্ব্বাভিস্তু শিরঃ পশ্চাদ্বাহূ চাগ্রেণ সংস্পৃশেৎ ॥১৯০

অনুবাদ—এই বিষয়ে দক্ষ যাহা বলেন তাহা হইল—দুই হস্ত ও দুই চরণ ধৌত করিয়া দেখিয়া তিনবার আচমন করিবে। পরে ঈষৎ কুঞ্চিত অঙ্গুষ্ঠমূল দ্বারা দুইবার মুখ মার্জ্জনা করিবে। প্রথমে তিন অঙ্গুলি একত্রিত করিয়া মুখ মণ্ডল স্পর্শ করিবে তারপর অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনী দ্বারা নাসিকা স্পর্শ করিয়া অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকাদ্বারা বারংবার চক্ষুদ্বয় ও কর্ণযুগল স্পর্শ করিবে। তারপর কনিষ্ঠাঙ্গুলিও অঙ্গুষ্ঠযোগে নাভি, করতল দ্বারা হৃদয়, সকল অঙ্গুলি দ্বারা মস্তক এবং ঐ সমস্ত অঙ্গুলির অগ্রভাগ দ্বারা বাহুদ্বয় স্পর্শ করিবে ॥ ১৮৮-১৯০ ॥

তথা কাশীখণ্ডে তত্রৈব—
প্রাগাস্য উদগাস্যো বা সূপবিষ্টঃ শুচৌ ভুবি।
উপস্পৃশেদ্বিহীনায়াং তুষাঙ্গারাস্থিভস্মভিঃ ॥ ১৯১ ॥
অনুষ্ণাভিরফেনাভিরদ্ভির্হৃদ্গাভিরত্বরঃ।
ব্রাহ্মণো ব্রহ্মতীর্থেন দৃষ্টিপূতাভিরাচমেৎ ॥ ১৯২ ॥
কণ্ঠগাভির্নৃপঃ শুধ্যেত্তালুগাভিস্তথোরুজঃ।
স্ত্রীশূদ্রাবাস্যসংস্পর্শমাত্রেণাপি বিশুধ্যতঃ ॥ ১৯৩ ॥

অনুবাদ—কাশীখণ্ডেও বলা হইয়াছে যে—পূর্ব্বমুখ ও উত্তর মুখ হইয়া তুষ, অঙ্গার, অস্থি ও ভস্ম রহিত পবিত্রস্থানে স্থিরভাবে বসিয়া চঞ্চলতা পরিহার করিয়া শীতল ফেনরহিত, দুর্গন্ধশূন্য সুস্বাদু জলদ্বারা আচমন করিবে। ব্রাহ্মণ ব্রহ্মতীর্থ যোগে দৃষ্টিপূত জলদ্বারা, ক্ষত্রিয় কণ্ঠগামী জলদ্বারা, বৈশ্য তালুগত জলদ্বারা এবং নারীজাতি ও শূদ্র জলে মুখস্পর্শ মাত্র আচমন করিয়া পবিত্র হইবেন ॥ ১৯১-১৯৩ ॥

যাজ্ঞবল্কস্মৃতৌ—
পাদক্ষালনশেষেণ নাচামেৎ বারিণা দ্বিজঃ।
যদ্যাচামেৎ প্লাবয়িত্বা ভূমৌ বৌধায়নোঽব্রবীৎ ॥১৯৪

অনুবাদ—যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতিতে বলা হইয়াছে—বিপ্রজাতি চরণ ধৌতাবশিষ্ট জলদ্বারা আচমন করিবেন না। উহাদ্বারা আচমন করিতে হইলে ভূমিতে কিঞ্চিৎ জল নিক্ষেপ করিয়া আচমন করিবেন, বৌধায়ন এই কথা বলেন ॥ ১৯৪ ॥

টীকা—ভূমৌ প্লাবয়িত্বা কিঞ্চিদ্বারি প্রক্ষিপ্য ॥ ১৯৪ ॥

ভরদ্বাজস্মৃতৌ—
পাণিনা দক্ষিণেনৈব সংহতাঙ্গুলিনাচমেৎ।
মুক্তাঙ্গুষ্ঠকনিষ্ঠেন নখস্পৃষ্টা অপস্ত্যজেৎ ॥ ১৯৫ ॥

অনুবাদ—ভরদ্বাজস্মৃতিতে উল্লিখিত হইয়াছে—অঙ্গুষ্ঠ ও কনিষ্ঠা ব্যতীত আঙ্গুলগুলি একত্রিত করিয়া

দক্ষিণ হস্তদ্বারা আচমন করিবে। নখ দ্বারা স্পৃষ্ট জলে আচমন করিবে না ॥ ১৯৫ ॥

কৌর্ম্মে চ ব্যাসগীতায়াম্—

ভুক্ত্বা পীত্বা চ সুপ্ত্বা চ স্নাত্বা রথ্যোপসর্পণে।
ওষ্ঠৌ বিলোমকৌ স্পৃষ্ট্বা বাসো বিপরিধায় চ ॥১৯৬
রেতোমূত্রপুরীষাণামুৎসর্গেঽনৃতভাষণে।
ষ্ঠীবিত্বাধ্যয়নারম্ভে কাসশ্বাসাগমে তথা ॥ ১৯৭ ॥
চত্বরং বা শ্মশানং বা সমভ্যস্য দ্বিজোত্তমঃ।
সন্ধ্যয়োরুভয়োস্তদ্বদাচান্তোঽপ্যাচমেৎ পুনঃ ॥ ১৯৮॥

অনুবাদ—কূর্ম্মপুরাণে ব্যাসগীতায় বর্ণিত হইয়াছে—ব্রাহ্মণ আচমনান্তে ভোজন, পান, নিদ্রা হইতে উত্থান ও স্নান করিয়া এবং পর্য্যটন, লোমহীন ওষ্ঠদ্বয় স্পর্শ, বসনপরি ধান, মলমূত্র ও শুক্রবিসর্জ্জন, মিথ্যা-বাক্য প্রয়োগ ও থুতুত্যাগ করিয়া, অধ্যয়নের আরম্ভে কাস ও শ্বাসের সমাগমে, চত্বরে বা শ্মশানে ভ্রমণের পর এবং উভয় সন্ধ্যায় পুনরায় আচমন করিবেন ॥ ১৯৬-১৯৮ ॥

টীকা—সমভ্যস্য পরিভ্রমণেন সম্যক্ স্পৃষ্টা ইত্যর্থঃ ॥ ১৯৮ ॥

কিঞ্চ—

শিরঃ প্রাবৃত্য কণ্ঠং বা মুক্তকচ্ছশিখোঽপি বা।
অকৃত্বা পাদয়োঃ শৌচমাচান্তোঽপ্যশুচির্ভবেৎ ॥ ১৯৯
সোপানৎকো জলস্থো বা নোষ্ণীষী চাচমেদ্বুধঃ।
ন চৈব বর্ষধারাভির্হস্তোচ্ছিষ্টে তথা বুধঃ ॥ ২০০ ॥
নৈকহস্তাপিতজলৈর্বিনা সূত্রেণ বা পুনঃ।
ন পাদুকাসনস্থো বা বহির্জানুরথাপি বা ॥ ২০১ ॥

অনুবাদ—আরও বলা হইয়াছে যে—মস্তক ও গলা ঢাকা দিয়া কিংবা কাছা ও শিখা মুক্ত করিয়া, পদদ্বয়ে মৃত্তিকাশৌচ না করিয়া আচমন করিলেও অশুচি হয়। প্রাজ্ঞব্যক্তি চরণে চর্ম্মপাদুকা ধারণ, জলমধ্যে অবস্থান ও মস্তকে উষ্ণীষ বন্ধন করিয়া আচমন করিবেন না। বৃষ্টির ধারাসমূহে, এঁঠো-হাতে তথা একহাতে দেওয়া জলে অথবা পৈতাশূন্য হইয়া কিংবা পাদুকার উপর বসিয়া অথবা হাঁটু বাহিরে রাখিয়া আচমন করিবেন না ॥ ১৯৯-২০১ ॥

টীকা - পাদয়োঃ শৌচমকৃত্বেতি ভোজন-পান-শয়নাদৌ পাদয়োরশুদ্ধ্যভাবেঽপ্যা-চমনসাঙ্গতার্থং শৌচমুক্তম্ ॥ ১৯৯ ॥

টীকা—হস্তে উচ্ছিষ্টে সতি, সন্ধিরার্ষঃ ॥ ২০০ ॥

অথ বৈষ্ণবাচমনম্

ত্রিঃ পানে কেশবং নারায়ণং মাধবমপ্যথ।
প্রক্ষালনে দ্বয়োঃ পাণ্যো-
র্গোবিন্দং বিষ্ণুমপ্যভৌ ॥ ২০২ ॥
মধুসূদনমেকঞ্চ মার্জ্জনেঽন্যং ত্রিবিক্রমম্ ॥ ২০৩ ॥
উন্মার্জ্জনেঽপ্যধরয়োর্বামনশ্রীধরাবুভৌ ॥ ২০৪ ॥

অনুবাদ যথাবিধানে তিনবার আচমনকালে কেশব, নারায়ণ ও মাধবকে; দুইবার হাত ধোয়ার সময় গোবিন্দ ও শ্রীবিষ্ণুকে, মার্জ্জনকালে মধুসূদন ও ত্রিবিক্রমকে; অধর ও ওষ্ঠ মার্জ্জন সময়ে বামন ও শ্রীধরকে স্মরণ করিতে হইবে ॥ ২০২-২০৪ ॥

টীকা—তত্র লিখিতাচমনবিধৌ শ্রীভগবন্নামজপেন কঞ্চিদ্বিশেষং তান্ত্রিক সম্মতং লিখতি—ত্রিঃ পান ইত্যাদি ষড়্ভিঃ। ত্রিঃ পানাদৌ কেশবাদিকং কৃষ্ণান্তং চতুর্ব্বিংশতিসংখ্যাকং শ্রীভগবন্নাম নমোঽন্তং চতুর্থ্যন্তঞ্চ কেশবায় নম ইত্যাদি প্রয়োগেণ ক্রমাজ্জ-পন্ সন্ যথাবিধি আচমনং কুর্য্যাদিতি সর্ব্বেরন্বয়ঃ। ত্রিঃপানে বারত্রয়জলাচমনে কেশবাদিত্রয়ম্ ॥ ২০২ ॥

টীকা—মধুসূদনমেকমন্যঞ্চ ত্রিবিক্রমমিত্যুভাবি-ত্যর্থঃ ॥ ২০৩ ॥

টীকা—অপিশব্দাদধরয়োর্ম্মার্জ্জন ইতি জ্ঞেয়ম্। উভাবিতি পুংস্ত্বং সংজ্ঞা-সংজ্ঞিনোরভেদ-বিবক্ষয়া ॥ ২০৪ ॥

প্রক্ষালনে পুনঃ পাণ্যোর্হৃষীকেশঞ্চ পাদয়োঃ।
পদ্মনাভং প্রোক্ষণে তু মূর্দ্ধ্নি দামোদরং ততঃ ॥২০৫
বাসুদেবং মুখে সঙ্কর্ষণং প্রদ্যুম্নমিত্যুভৌ।
নাসয়োর্নেত্রযুগলেঽনিরুদ্ধং পুরুষোত্তমম্।
অধোক্ষজং নৃসিংহঞ্চ কর্ণয়োর্নাভিতোঽচ্যুতম্ ॥২০৬

এবং ঐ জলদ্বারাই দুইবার মুখ ধৌত করিবে।।১৮৫-১৮৬ ।।

টীকা—সব্যে হস্তে, উভয়োর্হস্তয়োঃ ; আচামেতেত্যাচমনং প্রস্তুত্য তস্য পূর্ব্বাঙ্গমাহ—মৃদমিতি। অন্যাং মৃদমাদদ্যাৎ, তথা চ নিষ্পাদিতমচ্ছিদ্রশৌচং যেন সঃ ; যদ্বা, ভূয়োঽন্যাং মৃদং দদ্যাৎ পাদয়োরিতি শেষঃ ; ততশ্চাচামেদিত্যর্থঃ। তেন পাদাভ্যুক্ষণঃ ত্রিঃস্নানশেষসলিলেন দ্বিঃ পরিমার্জ্জয়েন্মুখমিতি শেষঃ ।। ১৮৩-১৮৬ ।।

শীর্ষণ্যানি ততঃ খানি মূর্দ্ধানঞ্চ মৃদালভেৎ।
বাহু নাভিঞ্চ তোয়েন হৃদয়ঞ্চাপি সংস্পৃশেৎ ।।১৮৭।।

অনুবাদ—তারপর নেত্রনাসিকা ইত্যাদিতে ও মাথায় মাটি ছোঁয়াইয়া হাতে নাভিতে ও হৃদয়ে জলস্পর্শ করাইবে ।। ১৮৭ ।।

টীকা—আলভেৎ স্পৃশেৎ, অসজ্ঞপন্নিতি পাঠে মৌনী ভূত্বেত্যর্থঃ ।। ১৮৭ ।।

অত্র চ বিশেষো দক্ষেণোক্তঃ—

প্রক্ষাল্য হস্তৌ পাদৌ চ ত্রিঃ পিবেদম্বু বীক্ষিতম্।
সংবৃত্তাঙ্গুষ্ঠমূলেন দ্বিঃ প্রমৃজ্যাত্ততো মুখম্ ।। ১৮৮ ।।
সংহত্য তিসৃভিঃ পূর্ব্বমাস্যমেবমুপস্পৃশেৎ।
অঙ্গুষ্ঠেন প্রদেশিন্যা ঘ্রাণং পশ্চাদনন্তরম্ ।। ১৮৯ ।।
অঙ্গুষ্ঠানামিকাভ্যান্তু চক্ষুঃশ্রোত্রে পুনঃ পুনঃ।
কনিষ্ঠাঙ্গুষ্ঠয়োর্নাভিং হৃদয়ন্তু তলেন বৈ।
সর্ব্বাভিস্তু শিরঃ পশ্চাদ্বাহু চাগ্রেণ সংস্পৃশেৎ ।।১৯০

অনুবাদ—এই বিষয়ে দক্ষ যাহা বলেন তাহা হইল—দুই হস্ত ও দুই চরণ ধৌত করিয়া দেখিয়া তিনবার আচমন করিবে। পরে ঈষৎ কুঞ্চিত অঙ্গুষ্ঠমূল দ্বারা দুইবার মুখ মার্জ্জনা করিবে। প্রথমে তিন অঙ্গুলি একত্রিত করিয়া মুখ মণ্ডল স্পর্শ করিবে তারপর অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনী দ্বারা নাসিকা স্পর্শ করিয়া অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকাদ্বারা বারংবার চক্ষুদ্বয় ও কর্ণযুগল স্পর্শ করিবে। তারপর কনিষ্ঠাঙ্গুলিও অঙ্গুষ্ঠযোগে নাভি, করতল দ্বারা হৃদয়, সকল অঙ্গুলি দ্বারা মস্তক এবং ঐ সমস্ত অঙ্গুলির অগ্রভাগ দ্বারা বাহুদ্বয় স্পর্শ করিবে ।। ১৮৮-১৯০ ।।

তথা কাশীখণ্ডে তত্রৈব—

প্রাগাস্য উদগাস্যো বা সূপবিষ্টঃ শুচৌ ভুবি।
উপস্পৃশেদ্বিহীনায়াং তুষাঙ্গারাস্থিভস্মভিঃ ।। ১৯১ ।।
অনুষ্ণাভিরফেনাভিরদ্ভির্হৃদ্গাভিরত্বরঃ।
ব্রাহ্মণো ব্রহ্মতীর্থেন দৃষ্টিপূতাভিরাচমেৎ ।। ১৯২ ।।
কণ্ঠগাভির্নৃপঃ শুধ্যেত্তালুগাভিস্তথোরুজঃ।
স্ত্রীশূদ্রাবাস্যসংস্পর্শমাত্রেণাপি বিশুধ্যতঃ ।। ১৯৩ ।।

অনুবাদ—কাশীখণ্ডেও বলা হইয়াছে যে—পূর্ব্বমুখ ও উত্তর মুখ হইয়া তুষ, অঙ্গার, অস্থি ও ভস্ম রহিত পবিত্রস্থানে স্থিরভাবে বসিয়া চঞ্চলতা পরিহার করিয়া শীতল ফেনরহিত, দুর্গন্ধশূন্য সুস্বাদু জলদ্বারা আচমন করিবে। ব্রাহ্মণ ব্রহ্মতীর্থ যোগে দৃষ্টিপূত জলদ্বারা, ক্ষত্রিয় কণ্ঠগামী জলদ্বারা, বৈশ্য তালুগত জলদ্বারা এবং নারীজাতি ও শূদ্র জলে মুখস্পর্শ মাত্র আচমন করিয়া পবিত্র হইবেন ।। ১৯১-১৯৩ ।।

যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতৌ—

পাদক্ষালনশেষেণ নাচামেৎ বারিণা দ্বিজঃ।
যদ্যাচামেৎ স্রাবয়িত্বা ভূমৌ বৌধায়নোঽব্রবীৎ ।।১৯৪

অনুবাদ—যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতিতে বলা হইয়াছে—বিপ্রজাতি চরণ ধৌতাবশিষ্ট জলদ্বারা আচমন করিবেন না। উহাদ্বারা আচমন করিতে হইলে ভূমিতে কিঞ্চিৎ জল নিক্ষেপ করিয়া আচমন করিবেন, বৌধায়ন এই কথা বলেন ।। ১৯৪ ।।

টীকা—ভূমৌ স্রাবয়িত্বা কিঞ্চিদ্বারি প্রক্ষিপ্য ।। ১৯৪ ।।

ভরদ্বাজস্মৃতৌ—

পাণিনা দক্ষিণেনৈব সংহতাঙ্গুলিনাচমেৎ।
মুক্তাঙ্গুষ্ঠকনিষ্ঠেন নখস্পৃষ্টা অপস্ত্যজেৎ ।। ১৯৫ ।।

অনুবাদ—ভরদ্বাজস্মৃতিতে উল্লিখিত হইয়াছে—অঙ্গুষ্ঠ ও কনিষ্ঠা ব্যতীত আঙ্গুলগুলি একত্রিত করিয়া

দক্ষিণ হস্তদ্বারা আচমন করিবে। নখ দ্বারা স্পৃষ্ট জলে আচমন করিবে না ॥ ১৯৫ ॥

———

কৌর্ম্মে চ ব্যাসগীতায়াম্—

ভুক্ত্বা পীত্বা চ সুপ্ত্বা চ স্নাত্বা রথ্যোপসর্পণে।
ওষ্ঠৌ বিলোমকৌ স্পৃষ্ট্বা বাসো বিপরিধায় চ ॥১৯৬
রেতোমূত্রপুরীষাণামুৎসর্গেঽনৃতভাষণে।
ষ্ঠীবিত্বাধ্যয়নারম্ভে কাসশ্বাসাগমে তথা ॥ ১৯৭ ॥
চত্বরং বা শ্মশানং বা সমভ্যস্য দ্বিজোত্তমঃ।
সন্ধ্যয়োরুভয়োস্তদ্বদাচান্তোঽপ্যাচমেৎ পুনঃ ॥ ১৯৮॥

অনুবাদ—কূর্ম্মপুরাণে ব্যাসগীতায় বর্ণিত হই-য়াছে—ব্রাহ্মণ আচমনান্তে ভোজন, পান, নিদ্রা হইতে উত্থান ও স্নান করিয়া এবং পর্য্যটন, লোমহীন ওষ্ঠদ্বয় স্পর্শ, বসনপরি ধান, মলমূত্র ও শুক্রবিসর্জ্জন, মিথ্যা-বাক্য প্রয়োগ ও থুতুত্যাগ করিয়া, অধ্যয়নের আরম্ভে কাস ও শ্বাসের সমাগমে, চত্বরে বা শ্মশানে ভ্রমণের পর এবং উভয় সন্ধ্যায় পুনরায় আচমন করিবেন ॥ ১৯৬-১৯৮ ॥

টীকা—সমভ্যস্য পরিভ্রমণেন সম্যক্ স্পৃষ্টা ইত্যর্থঃ ॥ ১৯৮ ॥

———

কিঞ্চ—

শিরঃ প্রাবৃত্য কণ্ঠং বা মুক্তকচ্ছশিখোঽপি বা।
অকৃত্বা পাদয়োঃ শৌচমাচান্তোঽপ্যশুচির্ভবেৎ ॥ ১৯৯
সোপানৎকো জলস্থো বা নোষ্ণীষী চাচমেদ্বুধঃ।
ন চৈব বর্ষধারাভির্হস্তোচ্ছিষ্টে তথা বুধঃ ॥ ২০০ ॥
নৈকহস্তার্পিতজলৈর্বিনা সূত্রেণ বা পুনঃ।
ন পাদুকাসনস্থো বা বহির্জানুরথাপি বা ॥ ২০১ ॥

অনুবাদ—আরও বলা হইয়াছে যে—মস্তক ও গলা ঢাকা দিয়া কিংবা কাছা ও শিখা মুক্ত করিয়া, পদদ্বয়ে মৃত্তিকাশৌচ না করিয়া আচমন করিলেও অশুচি হয়। প্রাজ্ঞব্যক্তি চরণে চর্ম্মপাদুকা ধারণ, জলমধ্যে অবস্থান ও মস্তকে উষ্ণীষ বন্ধন করিয়া আচমন করিবেন না। বৃষ্টির ধারাসমূহে, এঁঠো-হাতে তথা একহাতে দেওয়া জলে অথবা পৈতাশূন্য হইয়া কিংবা পাদুকার উপর বসিয়া অথবা হাঁটু বাহিরে রাখিয়া আচমন করিবেন না ॥ ১৯৯-২০১ ॥

টীকা-পাদয়োঃ শৌচমকৃত্বেতি ভোজন-পান-শয়নাদৌ পাদয়োরশুদ্ধ্যভাবেঽপ্যা-চমনসাঙ্গতার্থং শৌচমুক্তম্ ॥ ১৯৯ ॥

টীকা—হস্তে উচ্ছিষ্টে সতি, সন্ধিরার্ষঃ ॥ ২০০ ॥

———

অথ বৈষ্ণবাচমনম্

ত্রিঃ পানে কেশবং নারায়ণং মাধবমপ্যথ।
প্রক্ষালনে দ্বয়োঃ পাণ্যো-
গোবিন্দং বিষ্ণুমপ্যভৌ ॥ ২০২ ॥
মধুসূদনমেকঞ্চ মার্জ্জনেঽন্যং ত্রিবিক্রমম্ ॥ ২০৩ ॥
উন্মার্জ্জনেঽপ্যধরয়োর্বামনশ্রীধরাবুভৌ ॥ ২০৪ ॥

অনুবাদ যথাবিধানে তিনবার আচমনকালে কেশব, নারায়ণ ও মাধবকে; দুইবার হাত ধোয়ার সময় গোবিন্দ ও শ্রীবিষ্ণুকে, মার্জ্জনকালে মধুসূদন ও ত্রিবিক্রমকে; অধর ও ওষ্ঠ মার্জ্জন সময়ে বামন ও শ্রীধরকে স্মরণ করিতে হইবে ॥ ২০২-২০৪ ॥

টীকা—তত্র লিখিতাচমনবিধৌ শ্রীভগবন্নামজপেন কঞ্চিদ্বিশেষং তান্ত্রিক সম্মতং লিখতি—ত্রিঃ পান ইত্যাদি ষড়্ভিঃ। ত্রিঃ পানাদৌ কেশবাদিকং কৃষ্ণা-ন্তং চতুর্ব্বিংশতিসংখ্যকং শ্রীভগবন্নাম নমোঽন্তং চতুর্থ্যন্তঞ্চ কেশবায় নম ইত্যাদি প্রয়োগেণ ক্রমাজ্জ-পন্ সন্ যথাবিধি আচমনং কুর্য্যাদিতি সর্ব্বেরন্বয়ঃ। ত্রিঃপানে বারত্রয়জলাচমনে কেশবাদিত্রয়ম্ ॥ ২০২ ॥

টীকা—মধুসূদনমেকমন্যঞ্চ ত্রিবিক্রমমিত্যুভাবি-ত্যর্থঃ ॥ ২০৩ ॥

টীকা—অপিশব্দাদধরয়োর্মার্জ্জন ইতি জ্ঞেয়ম্। উভাবিতি পুংস্তং সংজ্ঞা-সংজ্ঞিনোরভেদ-বিবক্ষয়া ॥ ২০৪ ॥

———

প্রক্ষালনে পুনঃ পাণ্যোর্হৃষীকেশঞ্চ পাদয়োঃ।
পদ্মনাভং প্রোক্ষণে তু মূর্দ্ধ্নি দামোদরং ততঃ ॥২০৫
বাসুদেবং মুখে সঙ্কর্ষণং প্রদ্যুম্নমিত্যুভৌ।
নাসয়োর্নেত্রযুগলেঽনিরুদ্ধং পুরুষোত্তমম্।
অধোক্ষজং নৃসিংহঞ্চ কর্ণয়োর্নাভিতোঽচ্যুতম্ ॥২০৬

জনার্দনঞ্চ হৃদয়ে উপেন্দ্রং মস্তকে ততঃ।
দক্ষিণে তু হরিং বাহৌ বামে কৃষ্ণং যথাবিধি।
নমোঽন্তঞ্চ চতুর্থ্যন্তমাচামেৎ ক্রমতো জপন্ ॥ ২০৭॥
অশক্তঃ কেবলং দক্ষং স্পৃশেৎ কর্ণং তথা চ বাক্।
কুর্ব্বীতালভনং বাপি দক্ষিণশ্রবণস্য বৈ ॥ ২০৮ ॥

অনুবাদ—পুনর্বার হস্তদ্বয় প্রক্ষালন কালে হৃষীকেশকে; পদদ্বয় ধৌত করার সময় পদ্মনাভকে; মস্তক প্রক্ষালনকালে দামোদরকে, মুখ প্রক্ষালন সময়ে বাসুদেবকে নাসাযুগল ধৌত করার সময় সঙ্কর্ষণ ও প্রদ্যুম্নকে; নয়নদ্বয়ে অনিরুদ্ধ ও পুরুষোত্তমকে, কর্ণদ্বয়ে অধোক্ষজ ও নৃসিংহদেবকে, নাভিদেশে অচ্যুতকে, হৃদয়ে জনার্দ্দনকে, মস্তকদেশে উপেন্দ্রকে, দক্ষিণ বাহুতে হরিকে এবং বাম বাহুতে শ্রীকৃষ্ণকে যথাক্রমে চতুর্থী-বিভক্তি সংযোগে ও নমঃ শব্দান্ত পূর্ব্বক জপ করিয়া আচমন করিবে। (কেশবায় নমঃ, নারায়ণায় নমঃ ইত্যাদিরূপে) রোগাদি কারণে অসামর্থ্য ঘটিলে কেবলমাত্র দক্ষিণকর্ণ স্পর্শ করিবে। এই বিষয়ে বচন আছে—অসমর্থ ব্যক্তি কেবলমাত্র দক্ষিণ কর্ণ স্পর্শ করিবে ॥ ২০৫-২০৮ ॥

টীকা—পাণ্যোর্দ্বয়োঃ প্রক্ষালনে হৃষীকেশমেকমেব, পাদয়োশ্চ প্রক্ষালনে পদ্মনাভমেকং, ততস্তদনন্তরং মূর্দ্ধ্নঃ প্রোক্ষণে দামোদরমেকম্ ॥ ২০৫ ॥

টীকা—নাসয়োস্তু দ্বয়োঃ সঙ্কর্ষণং প্রদ্যুম্নঞ্চেতি দ্বৌ, নাভিতঃ নাভৌ ॥ ২০৬ ॥

টীকা—যথাবিধীতি পূর্ব্বলিখিতাচমনবিধানুসারেণ। ত্রিঃপানপ্রকারঃ মার্জ্জনাদাবঙ্গুলিনিয়মশ্চ তথা ওষ্ঠমার্জ্জনমূর্দ্ধোষ্ঠক্রমেণ নাসাদিস্পর্শশ্চ, দক্ষিণক্রমেণেত্যাদিপ্রকারশ্চ সদাচারতো জ্ঞেয় ইত্যর্থঃ। তথা চাগমতঃ শ্রীরামার্চ্চনচন্দ্রিকায়াম্—'কেশবাদ্যৈস্ত্রিভিঃ পীত্বা দ্বাভ্যাং প্রক্ষালয়েৎ করৌ। দ্বাভ্যামোষ্ঠৌ চ সংমার্জ্জ্য দ্বাভ্যামুন্মার্জ্জনং তথা। একেন হস্তৌ প্রক্ষাল্য পাদাবপি তথৈকতঃ। সংপ্রোক্ষ্যৈকেন মূর্দ্ধানং ততঃ সঙ্কর্ষণাদিভিঃ। আস্যনাসাক্ষিকর্ণাংশ্চ নাভ্যুরঃস্কন্ধকান্ স্পৃশেৎ। এবমাচমনং কৃত্বা সাক্ষান্নারায়ণো ভবেৎ। 'কেশব-নারায়ণ-মাধব-গোবিন্দ-বিষ্ণু-মধুসূদন-ত্রিবিক্রম-বামন-শ্রীধর-হৃষীকেশ-পদ্মনাভ-দামোদর-বাসুদেব-সঙ্কর্ষণ-প্রদ্যুম্ন-অনিরুদ্ধ-পুরুষোত্তম-অধোক্ষজ-নৃসিংহ-অচ্যুত-জনার্দ্দন-উপেন্দ্র-হরি-কৃষ্ণ-ভগবন্নামভিরেভিশ্চতুর্থ্যন্তৈর্নমোঽন্তৈরিত্যাদি ॥ ২০৭ ॥

টীকা—ইন্দ্রিয়চ্ছিদ্রাদিমার্জ্জনে চ অশক্ত্যাদ্যপেক্ষয়া স্মৃত্যুক্তং পক্ষান্তরং লিখতি—অশক্ত ইতি। রোগাদিনা অসমর্থশ্চেৎ তর্হি কেবলং দক্ষং নিজদক্ষিকর্ণং স্পৃশেৎ; ননু তত্র কিং প্রমাণং? তত্র লিখতি—তথা চ বাগিতি, যতস্তথৈব বচনমস্তীত্যর্থঃ। তামেব মার্কণ্ডেয়পুরাণে শ্রীমদালসোক্তাং লিখতি—কুর্ব্বীতেতি। আলভনং স্পর্শনম্, বৈ প্রসিদ্ধৌ, তচ্চ স্মৃতিপুরাণাদিবৎ সুপ্রসিদ্ধমেবেত্যর্থঃ। কেচিচ্চ ত্রির্জলাচমনাশক্তাবপি পক্ষমেতং মন্যন্তে। তত্র চ জলাদ্যসম্ভবেঽপি, এতচ্চ কেবলমিত্যনেনাপি সূচিতম্। তচ্চ তত্রৈবোক্তম্—'যথা বিভবতো হ্যেতৎ পূর্ব্বাভাবে ততঃ পরম্' ইতি। অস্যার্থঃ—বিভবঃ সামর্থ্যাদিঃ, পূর্ব্বোক্তত্রিরাচমনাসম্ভবে ততোঽনন্তরমুক্তং দক্ষিণকর্ণালভনাদিকং কার্য্যং, নান্যদিত্যর্থঃ ॥ ২০৮ ॥

———

অথ দন্তধাবনবিধিঃ

তত্র কাত্যায়নঃ—

উত্থায় নেত্রং প্রক্ষাল্য শুচির্ভূত্বা সমাহিতঃ।
পরিজপ্য চ মন্ত্রেণ ভক্ষয়েদ্দন্তধাবনম্ ॥ ২০৯ ॥

মন্ত্রশ্চায়ম্—

আয়ুর্বলং যশো বর্চ্চঃ প্রজাঃ পশুবসূনি চ।
ব্রহ্ম প্রজ্ঞাঞ্চ মেধাঞ্চ ত্বং নো ধেহি বনস্পতে ॥২১০॥

অনুবাদ—এই বিষয়ে ঋষি কাত্যায়ন বলেন—নিদ্রা হইতে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক নেত্রদ্বয় ধৌত করিয়া পবিত্র ও স্থির চিত্তে মন্ত্রজপের পর দন্তধাবন করা উচিত। মন্ত্রানুবাদ—হে বনস্পতে! তুমি আমাদিগকে আয়ুঃ বল, যশঃ, তেজঃ, সন্তান, পশু, ধন, ব্রহ্ম অর্থাৎ বেদবিষয়ক জ্ঞান, বুদ্ধি ও স্মৃতিশক্তি প্রদান কর ॥ ২০৯-২১০ ॥

টীকা—শ্রীভগবৎপূজানিরতাঃ শয়নাদুত্থায়ৈব দন্তধাবনমাচরেয়ুরিতি পূর্ব্বং লিখিতম্, অধুনা শৌচবর্গবিধিপ্রসঙ্গে তদ্বিধির্লিখ্যতে—উত্থায়েত্যাদিনা। প্রক্ষাল্য মর্জ্জনাদিনা নেত্রে উন্মীল্য, এবঞ্চ প্রাতঃকৃত্যমেবেদং ব্যক্তম্ তথা চ ব্যাসঃ—'শুদ্ধ্যর্থং প্রাতরুত্থায় ভক্ষয়েদ্দন্তধাবনম্' ইতি। অশক্তৌ চ স্নানকালেঽপি দন্ত-

ধাবনং ন দোষাবহম্, বিরক্তানাং সতাং কেষাঞ্চিৎ তাদৃশাচারদর্শনাৎ। অতএব কৌর্ম্মে শ্রীব্যাসগীতায়াম্ —প্রক্ষাল্য দন্তকাষ্ঠং বৈ ভক্ষয়িত্বা বিধানতঃ। আচম্য প্রযতো নিত্যং স্নানং প্রাতঃ সমাচরেদিতি। প্রাতঃস্নানকাল এবোক্তম্; মার্কণ্ডেয়পুরাণে চ— 'কেশপ্রসাধনাদর্শদর্শনং দন্তধাবনম্। পূর্ব্বাহ্ন এব কার্য্যাণি' ইতি পূর্ব্বাহ্নমাত্রকৃত্যমিত্যুক্তম্। যচ্চোক্তম্—'যো মোহাৎ স্নানবেলায়াং ভক্ষয়েদ্দন্তধাবনম্। নিরাশাস্তস্য গচ্ছন্তি দেবতাঃ পিতরস্তথা' ইতি। তচ্চ মধ্যাহ্নস্নানবিষয়ম্ জ্ঞেয়ম্ ॥ ২০৯ ॥

———

অস্য নিত্যতা

কাশীখণ্ডে—

অথো মুখবিশুদ্ধ্যর্থং গৃহ্নীয়াদ্দন্তধাবনম্।
আচান্তোঽপ্যশুচির্যস্মাদকৃত্বা দন্তধাবনম্ ॥ ২১১ ॥

অনুবাদ—দন্তধাবনের নিত্যতা বিষয়ে কাশীখণ্ডে উক্ত হইয়াছে—অতঃপর মুখ শোধনের জন্য দন্তকাষ্ঠ গ্রহণ করিবে, যেহেতু দন্তধাবন না করিয়া আচমন করিলেও মানুষের অশুচিতা থাকে ॥ ২১১ ॥

———

বারাহে চ—

দন্তকাষ্ঠমখাদিত্বা যস্তু মামুপসর্পতি।
সর্ব্বকালকৃতং কর্ম্ম তেন চৈকেন নশ্যতি ॥ ২১২ ॥

অনুবাদ—বরাহ-পুরাণে এই বিষয়ে বলা হইয়াছে—শ্রীবরাহদেব পৃথিবী-দেবীকে বলিতেছেন—যে ব্যক্তি দন্তকাষ্ঠ চর্ব্বণ না করিয়া আমাকে আরাধনা করে সে এই দন্তধাবন না করা রূপ এককর্ম্ম দ্বারাই সর্ব্বকালকৃত কর্ম্ম ধ্বংস করে ॥ ২১২ ॥

———

অথ দন্তকাষ্ঠনিষিদ্ধদিনানি

মনুঃ—

চতুর্দশ্যষ্টমী-দর্শপৌর্ণমাস্যর্কসংক্রমঃ।
এষু স্ত্রী-তৈল-মাংসানি দন্তকাষ্ঠানি বর্জ্জয়েৎ ॥২১৩॥

অনুবাদ—এরপর দন্তকাষ্ঠ ব্যবহার নিষিদ্ধ দিন বলা হইতেছে—মনু বলিয়াছেন—চতুর্দ্দশী, অষ্টমী, অমাবস্যা, পূর্ণিমা এবং সংক্রান্তি—এই সকল দিনে স্ত্রীসম্ভোগ, তৈলমর্দ্দন, মাংস ভক্ষণ ও দন্তকাষ্ঠ চর্ব্বণ বর্জ্জনীয় ॥ ২১৩ ॥

———

সংবর্ত্তক—

আদ্যে তিথৌ নবম্যাঞ্চ ক্ষয়ে চন্দ্রমসস্তথা।
আদিত্যবারে সৌরে চ বর্জ্জয়েদ্দন্তধাবনম্ ॥ ২১৪ ॥

অনুবাদ—সংবর্ত্তক বলেন—প্রতিপদ, নবমী, অমাবস্যা, রবিবার ও শনিবার এই সকল দিনে দন্তধাবন করিবে না ॥ ২১৪ ॥

———

কাত্যায়নঃ—

প্রতিপদ্দর্শষষ্ঠীষু নবম্যাঞ্চ বিশেষতঃ।
দন্তানাং কাষ্ঠসংযোগো দহত্যাসপ্তমং কুলম্ ॥২১৫॥

অনুবাদ—কাত্যায়ন বলিয়াছেন—প্রতিপদ অমাবস্যা ও ষষ্ঠীতে বিশেষতঃ নবমী-তিথিতে দন্তসমূহে কাষ্ঠ সংযোগ করিলে শতপুরুষ পর্য্যন্ত বংশ দগ্ধ হয় ॥ ২১৩ ॥

টীকা—বিশেষত ইত্যনেন কুচিচ্চতুর্দ্দশ্যাদৌ, কুচিচ্চ ব্যতীপাতজন্মদিনাদৌ কৃতদন্তকাষ্ঠ-নিষেধাপেক্ষয়া প্রতিপদাদিষু তন্নিষেধাধিক্যং বোধ্যতে, অতএব দহতীত্যাদিনা তত্র দোষোঽপি মহান্ দর্শিত ইতি দিক্ ॥ ২১৫ ॥

———

বৃদ্ধবশিষ্ঠঃ—

উপবাসে তথা শ্রাদ্ধে ন খাদেদ্দন্তধাবনম্।
দন্তানাং কাষ্ঠসংযোগো হন্তি সপ্তকুলানি বৈ ॥ ২১৬॥

অনুবাদ—বৃদ্ধবশিষ্ঠ বলিয়াছেন—উপবাস দিনে ও শ্রাদ্ধদিনে দন্তকাষ্ঠ চর্ব্বণ করিবে না। ঐ সমস্ত দিনে দাঁতের সহিত কাঠের সংযোগ হইলে সপ্তকুল ধ্বংস হয় ॥ ২১৬ ॥

———

অন্যত্র চ—

প্রতিপদ্দর্শষষ্ঠীষু নবম্যোকাদশীরবৌ।
দন্তানাং কাষ্ঠসংযোগো হন্তি পুণ্যং পুরাকৃতম্ ॥২১৭

অনুবাদ—আরও বলা হইয়াছে—প্রতিপৎ, অমাবস্যা, ষষ্ঠী নবমী ও একাদশী তিথিতে এবং রবিবারে দন্ত সমূহে কাষ্ঠ সংযোগ করিলে পূর্ব্বকৃত পুণ্য নষ্ট হয় ॥ ২১৭ ॥

টীকা—নবম্যামেকাদশ্যাং রবিবারে চেত্যর্থঃ ॥ ২১৭ ॥

অথ তত্র প্রতিনিধিঃ

দিনেষ্বেতেষু কাষ্ঠৈর্হি দন্তানাং ধাবনস্য তু।
নিষিদ্ধত্বাত্তৃণৈঃ কুর্য্যাত্তথা কাষ্ঠেতরৈশ্চ তৎ ॥ ২১৮॥

অনুবাদ – নিষিদ্ধ দিন গুলিতে—তৃণ, বৃক্ষের ছাল ও পত্র দ্বারা দন্তধাবন বিহিত হইয়াছে ॥ ২১৮ ॥

টীকা—এতেষু প্রতিপদাদিষু নিষিদ্ধদিনেষু কাষ্ঠৈঃ কৃত্বা দন্তানাং ধাবনস্য নিষিদ্ধত্বাৎ নিষেধনাৎ তত্তদ্দন্তধাবনাং তৃণৈঃ পর্ণৈঃ কাষ্ঠাদিতরৈরন্যৈশ্চ ত্বগাদিভিঃ কুর্য্যাৎ। যদ্বা, কাষ্ঠেতরৈরিতি হেতৌ বিশেষণম্; ততশ্চ কাষ্ঠৈরেব নিষেধনাৎ তৃণাদীনাঞ্চ কাষ্ঠেতরত্বাৎ তৈর্দন্তধাবনমদুষ্টমিত্যর্থঃ ॥ ২১৮ ॥

তথা চ ব্যাসঃ—

প্রতিপদ্দর্শষষ্ঠীষু নবম্যাং দন্তধাবনম্।
পর্ণৈরন্যত্র কাষ্ঠৈশ্চ জিহ্বোল্লেখঃ সদৈব হি ॥ ২১৯॥

অনুবাদ—এই বিষয়ে শ্রীব্যাসদেব বলিয়াছেন—প্রতিপদ, অমাবস্যা, ষষ্ঠী ও নবমী তিথিতে এবং রবিবারে পত্রদ্বারা দন্তধাবন করিবে কিন্তু অন্যান্য দিনে কাষ্ঠদ্বারা দন্তধাবন এবং সর্ব্বদাই কাষ্ঠদ্বারা জিহ্বামার্জ্জন কর্ত্তব্য ॥ ২১৯ ॥

টীকা—অন্যত্র প্রতিপদাদিব্যতিরিক্তদিনেষু, অত্র চ রবিবারাদাবপি পর্ণৈরেব তথা তৃণৈশ্চাপীতি পূর্ব্বাপরবচনানুসারেণ বোদ্ধব্যম্ ॥ ২১৯ ॥

পৈঠীনসিঃ—

অলাভে বা নিষেধে বা কাষ্ঠানাং দন্তধাবনম্।
পর্ণাদিনা বিশুদ্ধেন জিহ্বোল্লেখঃ সদৈব হি ॥ ২২০॥

অনুবাদ—পৈঠীনসি বলিয়াছেন—দন্তকাষ্ঠের অভাবে অথবা দন্তকাষ্ঠ ব্যবহারের নিষিদ্ধদিনে পবিত্র পত্রদ্বারা দন্তধাবন করা যায় কিন্তু নিষিদ্ধ ও বিহিত উভয় ক্ষেত্রেই জিহ্বামার্জ্জন কর্ত্তব্য ॥ ২২০ ॥

অথ তত্রৈবাপবাদঃ

কাষ্ঠৈঃ প্রতিপদাদৌ যন্নিষিদ্ধং দন্তধাবনম্।
তৃণপর্ণৈস্তু তৎ কুর্য্যাদমামেকাদশীং বিনা ॥ ২২১ ॥

অনুবাদ—প্রতিপদাদি তিথিতে কাষ্ঠদ্বারা যে দন্তধাবন নিষিদ্ধ হইয়াছে, অমাবস্যা ও একাদশী ছাড়া তাহা তৃণপত্র দ্বারা করিতে হইবে। কারণ অমাবস্যা ও একাদশী তিথিতে তৃণপত্র দ্বারাও দন্তধাবন নিষিদ্ধ ॥ ২২১ ॥

টীকা—অমাম্—অমাবাস্যাম্, একাদশীমিত্যুপবাসদিনং লক্ষয়তি, কদাচিদ্দ্বাদশীষু জন্মাষ্টম্যাদিষু চোপবাসাৎ অমাবাস্যায়াং দন্তকাষ্ঠগ্রহণং ন কার্য্যম্। তথা চ মৎস্যবিষ্ণুপুরাণয়োঃ—'ছিনত্তি বীরুধো যস্তু বীরুৎসংস্থে নিশাকরে। পত্রং বা পাতয়ত্যেকং ব্রহ্মহত্যাং স বিন্দতি' ইতি ॥ ২২১ ॥

অতএব ব্যাসস্য বচনান্তরম্—

অলাভে দন্তকাষ্ঠানাং নিষিদ্ধায়াং তথা তিথৌ।
অপাং দ্বাদশগণ্ডূষৈর্বিদধ্যাদ্দন্তধাবনম্ ॥ ২২২ ॥

অনুবাদ—অতএব ব্যাসদেবের অন্য বচন—দন্তকাষ্ঠ অভাবে অথবা যে তিথিতে দন্তধাবন নিষিদ্ধ সেই তিথিতে দ্বাদশ গণ্ডূষ জল দ্বারা দন্তধাবন বিধেয় ॥ ২২২ ॥

টীকা—নিষিদ্ধায়ামিতি পূর্ব্বং প্রতিপদাদিষু নিষিদ্ধদিনেষু পর্ণৈর্দন্তধাবনস্যানুজ্ঞাতত্বাৎ পুনশ্চ অপাং দ্বাদশগণ্ডূষৈরিত্যনুজ্ঞাতত্বাদেকাদশ্যাদ্যুপবাসদিনেষু অপাং গণ্ডূষৈরিতি ব্যবস্থাপয়িতব্যম্, এবঞ্চ অমামেকাদশীং বিনেতি বাক্যং সুসঙ্গতমিতি দিক্ ॥ ২২২ ॥

কাশীখণ্ডে চ তত্রৈব—

অলাভে দন্তকাষ্ঠানাং নিষিদ্ধে বাথ বাসরে।
গণ্ডূষা দ্বাদশ গ্রাহ্যা মুখস্য পরিশুদ্ধয়ে ॥ ইতি ॥২২৩
তৃণপর্ণাদিনা কেচিদুপবাসদিনেঽপি।
দন্তধাবনমিচ্ছন্তি মুখশোধনতৎপরাঃ ॥ ২২৪ ॥

তথা চ কাশীখণ্ডে তত্রৈব—

মুখে পর্য্যুষিতে যস্মাৎ ভবেদশুচিভাগ্ নরঃ।
ততঃ কুর্য্যাৎ প্রযত্নেন শুদ্ধ্যর্থং দন্তধাবনম্ ॥ ২২৫॥
উপবাসেঽপি নো দুষ্যেদ্দন্তধাবনমঞ্জনম্।
গন্ধালঙ্কার-সদ্বস্ত্রপুষ্পমালানুলেপনম্ ॥ ২২৬ ॥

অনুবাদ—কাশীখণ্ডে কার্ত্তিকেয়-অগস্ত্য-সংবাদে বর্ণিত হইয়াছে দন্তকাষ্ঠ না পাইলে অথবা দন্তধাবনের নিষিদ্ধদিনে মুখশুদ্ধির জন্য দ্বাদশ গণ্ডূষ জল গ্রহণ করিবে। যে সমস্ত ব্যক্তির মুখশুদ্ধিক্রিয়া অতিশয় আবশ্যক তাঁহারা উপবাস দিনেও তৃণ পত্রাদি দ্বারা দন্তধাবন করিতে পারেন। কারণ মুখ বাসি থাকিলে মানুষ অপবিত্র হয় অতএব শুদ্ধির নিমিত্ত সযত্নে দন্তধাবণ করা উচিত। উপবাস দিনেও দন্তধাবন, অঞ্জন, বিভূষণ, চন্দন লেপন, উত্তম বসন, পুষ্প মাল্য ও গন্ধদ্রব্য অনুলেপনে দোষ হয় না ॥২২৩-২২৬

টীকা—উপবাসেঽপি নো দুষ্যেদিতি বচনঞ্চ স্বমতেঽপ্যন্যস্ত্রীবিষয়কং জ্ঞেয়ং, তত্রাঞ্জনাদিনিষেধনাৎ। অতএব কেচিদিচ্ছন্তীতি লিখিতম্। ব্রতদিনে পর্ণাদিনাপি দন্তানাং ধাবনে দাক্ষিণাত্য-শ্রীবৈষ্ণবানাং ব্যবহারোঽপি প্রমাণমিতি দিক্ ॥ ২২৪-২২৫ ॥

অথ দন্তকাষ্ঠানি

স্মৃতৌ—

সর্ব্বে কণ্টকিনঃ পুণ্যা আয়ুর্দাঃ ক্ষীরিণঃ স্মৃতাঃ।
কটু-তিক্ত-কষায়াশ্চ বলারোগ্য-সুখপ্রদাঃ ॥ ২২৭ ॥

কিঞ্চ—

পলাশানাং দন্তকাষ্ঠং পাদুকে চৈব বর্জ্জয়েৎ।
বর্জ্জয়েচ্চ প্রযত্নেন বটং বাশ্বত্থমেবচ ॥ ২২৮ ॥

অনুবাদ—স্মৃতিশাস্ত্রে লিখিত আছে যে—কণ্টকযুক্ত বৃক্ষের দন্তকাষ্ঠই পবিত্র, ক্ষীর বিশিষ্ট বৃক্ষের দন্তকাষ্ঠ আয়ুবর্দ্ধক এবং কটু, তিক্ত ও কষায়রস বিশিষ্ট বৃক্ষের দন্তকাষ্ঠ বল আরোগ্য সুখ প্রদেয় হয় কিন্তু পলাশ বৃক্ষের দন্তকাষ্ঠ ও পাদুকা এবং বট ও অশ্বত্থ বৃক্ষের দন্তকাষ্ঠ ও পাদুকা যত্ন সহকারে বর্জ্জন করিবে ॥ ২২৭-২২৮ ॥

কৌর্ম্মে শ্রীব্যাসগীতায়াম্—

মধ্যাঙ্গুলিসমস্থৌল্যং দ্বাদশাঙ্গুলিসম্মিতম্।
সত্বচং দন্তকাষ্ঠং যৎ তদগ্রে ন তু ধারয়েৎ ॥২২৯॥
ক্ষীরিবৃক্ষসমুদ্ভূতং মালতীসম্ভবং শুভম্।
অপামার্গঞ্চ বিল্বং বা করবীরং বিশেষতঃ ॥ ২৩০॥
বর্জ্জয়িত্বা নিন্দিতানি গৃহীত্বৈকং যথোদিতম্।
পরিহৃত্য দিনং পাপং ভক্ষয়েদ্বৈ বিধানবিৎ ॥২৩১॥
ন পাটয়েদ্দন্তকাষ্ঠং নাঙ্গুল্যগ্রেণ ধারয়েৎ।
প্রক্ষাল্য ভুক্ত্বা তজ্জহ্যাৎ
শুচৌ দেশে সমাহিতঃ ॥ ২৩২ ॥

অনুবাদ—কূর্ম্মপুরাণে ব্যাসগীতায় বর্ণিত হইয়াছে—মধ্যমাঙ্গুলির মত মোটা বারো আঙ্গুল লম্বা এবং ছালযুক্ত তাহাই প্রশস্ত দন্তকাষ্ঠ। দন্তকাষ্ঠের মূলের দিক ধরিয়া অগ্রের দিক দিয়া দন্তধাবন করিবে। ক্ষীরিবৃক্ষ জাত ও মালতী বৃক্ষজাত শুভ, অপামার্গ ও বিল্ব বিশেষত শুভ, করবীর ও আকন্দাদি নিন্দিত কাষ্ঠ ত্যাগ করিয়া পূর্ব্বোক্ত লক্ষণ বিশিষ্ট একটি দন্তকাষ্ঠ গ্রহণ করিয়া বিধানজ্ঞ ব্যক্তি প্রতিপদাদি নিষিদ্ধ দিন ছাড়া অন্য সমস্ত দিনে দন্তধাবন করিবেন। দুই ভাগ করা (ফাড়া) দন্তকাষ্ঠ গ্রহণ নিষিদ্ধ, অঙ্গুলির অগ্রভাগ দ্বারা দন্তকাষ্ঠ ধারণ অনুচিত এবং স্থিরচিত্তে দন্তকাষ্ঠ চর্ব্বণ করিয়া পবিত্র স্থানে তাহা নিক্ষেপ করিতে হইবে ॥ ২২৯-২৩২ ॥

টীকা—সত্বচমিতি—অদন্তত্বচ-শব্দোঽপ্যস্তি আবন্তো বা, ত্বচা সহিতমিত্যর্থঃ ॥ ২২৯ ॥

টীকা—নিন্দিতানি অর্ক-কর্বূরাদীনি ; পাপং বর্জ্জ্যং দিনং প্রতিপদাদি ॥ ২৩১ ॥

কাশীখণ্ডে চ তত্রৈব—

কনিষ্ঠাগ্রপরীণাহং সত্বচং নির্ব্রণং ঋজুম্।
দ্বাদশাঙ্গুলমানঞ্চ সার্দ্রং স্যাদ্দন্তধাবনম্।
জিহ্বোল্লেখনিকাং বাপি
কুর্য্যাচ্চাপাকৃতিং শুভাম্ ॥ ২৩৩ ॥

অনুবাদ—কাশীখণ্ডে কার্ত্তিকেয়-অগস্ত্য-সংবাদে বলা হইয়াছে কনিষ্ঠাঙ্গুলির অগ্রভাগের মত মোটা ত্বকযুক্ত, ব্রণরহিত সোজা, বারো আঙ্গুল পরিমিত সরস কাষ্ঠই দন্তধাবনের উপযুক্ত। এইরূপ লক্ষণ যুক্ত কাষ্ঠ দ্বারাই ধনুকাকৃতি শুভ জিহ্বামার্জ্জনিকা তৈয়ারী করিবে ॥ ২৩৩ ॥

টীকা—পরীণাহঃ স্থৌল্যং সার্দ্রম্ আর্দ্রতাযুক্তম্ ॥ ২৩৩ ॥

রামার্চ্চনচন্দ্রিকায়াঞ্চ—

দন্তোল্লেখো বিতস্ত্যা ভবতি
পরিমিতাদম্নমিত্যাদিমন্ত্রাৎ,
প্রাতঃ ক্ষীর্যাদিকাষ্ঠাদ্বটখদির-
পলাশৈর্বিনার্কাম্রবিল্বৈঃ ।
ভুক্ত্বা গণ্ডূষষট্‌কং দ্বিরপি
কুশমৃতে দেশিনীমঙ্গুলীভি-
র্নন্দাভূতাষ্টপর্ব্বণ্যপি ন খলু
নবম্যর্কসংক্রান্তিপাতে ॥ ২৩৪ ॥

অনুবাদ—রামার্চ্চন চন্দ্রিকাতে লিখিত আছে যে —কুশবিনা এবং তর্জ্জনী ব্যতীত অন্য অঙ্গুলি সকল দ্বারা দ্বাদশ গণ্ডূষ জল মুখে দিয়া "সোমো রাজায় মাগমন্ স মে মুখং মার্জ্জতে যশসা চ ভগেন বা" এই মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক বট, খদির, পলাশ, অর্ক, আম্র ও বিল্ব ব্যতীত অন্য ক্ষীরিবৃক্ষ জাত, দ্বাদশাঙ্গুল পরিমাণ কাষ্ঠদ্বারা প্রভাতে দন্তমার্জ্জন করিবে ; কিন্তু প্রতিপৎ, চতুর্দ্দশী, অষ্টমী, অমাবস্যা ও পূর্ণিমা ইত্যাদি পর্ব্বদিনে এবং নবমী সংক্রান্তি ও ব্যতীপাত যোগে দন্তধাবন নিষিদ্ধ ॥ ২৩৪ ॥

টীকা—বটাদিকাষ্ঠৈর্বিনা ক্ষীর্যাদিকাষ্ঠাৎ প্রাতর্দন্তানামুল্লেখো ধাবনং ভবতি। কীদৃশাৎ ? বিতস্ত্যা দ্বাদশাঙ্গুলৈঃ পরিমিতাৎ ; কুশং দেশিনীঞ্চ বিনা অঙ্গুলীভির্গণ্ডূষষট্‌কং দ্বির্ভুক্ত্বা, দ্বাদশজলগণ্ডূষানি গৃহীত্বেত্যর্থঃ। নন্দাদিষু চ দন্তোল্লেখো ন ভবতি, তত্র নন্দা—প্রতিপৎ ষষ্ঠী একাদশী চ ; ভূতা—চতুর্দ্দশী, অষ্ট—অষ্টমী ; পর্ব্ব—অমাবস্যাপৌর্ণমাস্যাদি, পাতো—ব্যতীপাতো, দ্বন্দ্বৈকাম্ ; এবং নিষেধবৈবিধ্যং বিবিধবেদশাখাসেবিনাং কর্ম্মপরাণাং নানাদেবতাভক্তানাং মতভেদেন মন্ত্রশ্চ শ্রৌতোঽয়ম্—'অন্নাদ্যায়াদ্যাপ্যূহ্যং সোমো রাজায়মাগমন্ স মে মুখং সংমার্জ্জতে, যশসা চ ভগেন বা' ইতি ॥ ২৩৪ ॥

অথ কেশপ্রসাধনাদিঃ

ততশ্চাচম্য বিধিবৎ কৃত্বা কেশপ্রসাধনম্ ।
স্মৃত্বা প্রণবগায়ত্র্যৌ নিবধ্নীয়াচ্ছিখাং দ্বিজঃ ॥২৩৫॥

তথা চোক্তম্—

ন দক্ষিণামুখো নোর্দ্ধং কুর্য্যাৎ কেশপ্রসাধনম্ ।
স্মৃত্বোঙ্কারঞ্চ গায়ত্রীং নিবধ্নীয়াচ্ছিখাং ততঃ ॥২৩৬॥

অনুবাদ—তারপর দ্বিজ—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য জাতির লোক দাঁত মাজার পর আচমন করিয়া পশ্চাদুক্ত নিয়মে কেশপ্রসাধন পূর্ব্বক ওঁকার ও গায়ত্রী স্মরণ করিয়া শিখাবন্ধন করিবেন। কথিত আছে দক্ষিণ মুখ অথবা উর্দ্ধমুখ হইয়া কেশপ্রসাধন করিবে না। ২৩৫-২৩৬ ॥

টীকা—দ্বিজ ইতি স্নানে শূদ্রস্য মুক্তশিখত্বাৎ ॥ ২৩৫ ॥

টীকা—বিধিবদিতি লিখিতম্, তং বিধিমেব লিখতি—ন দক্ষিণেতি ॥ ২৩৬ ॥

অথ স্নানম্

বিষ্ণুপুরাণে তত্রৈব —

নদীনদতড়াগেষু দেবখাতজলেষু চ ।
নিত্যক্রিয়ার্থং স্নায়ীত গিরিপ্রস্রবণেষু চ ॥ ২৩৭ ॥
কূপেষূদ্ধৃততোয়েন স্নানং কুর্ব্বীত বা ভুবি ।
স্নায়ীতোদ্ধৃততোয়েন অথবা ভুব্যসম্ভবে ॥ ২৩৮ ॥

অনুবাদ—শ্রীবিষ্ণুপুরাণে ঔর্ব্ব-সগর-সংবাদে বলা হইয়াছে—নদ-নদী, দীঘি, দেবখাত, ও গিরি-প্রস্রবনের জলে নিত্যক্রিয়ার জন্য স্নান করিবে। কলসী প্রভৃতি দ্বারা কূপ হইতে জল তুলিয়া তাহার তটে স্নান করা যায়। তটে সম্ভব না হইলে তোলা জলে কিংবা প্রয়োজনে গরম জলে স্নান করিবে ॥ ২৩৭-২৩৮ ॥

টীকা—কূপেষু কলসাদিভিরুদ্ধৃততোয়েন ভুবি

তত্তটভূমৌ স্নায়াৎ, গমনাদ্যশক্ততয়া; তত্তটভুবি স্নানাসম্ভবে কূপাদুদ্ধৃতেন শীতোদকেন স্নায়াৎ; তত্রাপ্যশক্তৌ উষ্ণোদকেন স্নায়াৎ ইতি 'জ্ঞেয়ম্; তথা চোক্তম্—আপঃ স্বভাবতো মেধ্যাঃ কিং পুনর্বহ্নিসংযুতাঃ। তস্মাৎ সন্তঃ প্রশংসন্তি স্নানমুষ্ণেন বারিণা।।' ইতি ।। ২৩৭ ।।

অথ স্নাননিত্যতা

তত্র কাত্যায়নঃ—

যথাহনি তথা প্রাতর্নিত্যং স্নায়াদনাতুরঃ।
অত্যন্তমলিনঃ কায়ো নবচ্ছিদ্রসমন্বিতঃ।
স্রবত্যেব দিবারাত্রৌ প্রাতঃস্নানং বিশোধনম্ ।।২৩৯।।

অনুবাদ—এই বিষয়ে কাত্যায়ন বলিয়াছেন—সুস্থব্যক্তি দিবা-ভাগের মত প্রভাতেও স্নান করিবেন। শরীর অত্যন্ত মলিন ও নয়টি ছিদ্রযুক্ত, দিবারাত্রই উহা হইতে মল নির্গত হইতেছে। প্রাতঃস্নানদ্বারা ঐ শরীরের শুদ্ধি সম্পন্ন হয় ।। ২৩৯ ।।

দক্ষঃ—

প্রাতর্মধ্যাহ্নয়োঃ স্নানং বানপ্রস্থ-গৃহস্থয়োঃ।
যতেস্ত্রিসবনং স্নানং সকৃত্তু ব্রহ্মচারিণঃ ।। ২৪০ ।।
সর্ব্বে চাপি সকৃৎ কুর্য্যুরশক্তৌ চোদকং বিনা ।।২৪১।।

অনুবাদ—দক্ষ বলিয়াছেন—বানপ্রস্থী ও গৃহস্থের প্রাতে ও মধ্যাহ্নে, যতির ত্রিসন্ধ্যায় এবং ব্রহ্মচারীর একবার মাত্র স্নানকর্ত্তব্য। অসমর্থ পক্ষে সকলেরই একবার মাত্র স্নানের ব্যবস্থা। ইহাতেও অসমর্থ হইলে কেবল মান্ত্র স্নান বিহিত ।। ২৪০-২৪১ ।।

টীকা—অশক্তৌ সত্যাম, অপি নিশ্চিতং সকৃদপীতি বা কুর্য্যুরেব। তত্রাপ্যশক্তৌ উদকং বিনেতি মন্ত্রস্নানাদিকং কুর্য্যুরিত্যর্থঃ। যদ্বা অশক্তৌ সত্যাম্ উদকং বিনা জলাভাবে চ সতি সকৃৎ কুর্য্যুঃ। এবং স্নানস্য নিত্যতা সিদ্ধৈব ।। ২৪১ ।।

কিঞ্চ—

অশিরস্কং ভবেৎ স্নানমশক্তৌ কর্ম্মিণাং সদা।
আর্দ্রেণ বাসসা বাপি পাণিনা বাপি মার্জ্জনম্ ।।২৪২

অনুবাদ—আরও বলা হইয়াছে—অশক্ত হইলে কর্ম্মীর পক্ষে সকল কালেই মস্তকভিন্ন স্নান হইতে পারে। ভিজাকাপড় বা ভিজাহাতে শরীর মার্জ্জন করিলেও স্নান হইতে পারে ।। ২৪২ ।।

টীকা— অশিরস্কমিত্যাদিনাপি নিত্যতৈবাভিপ্রেতা ।। ২৪২ ।।

শঙ্খশ্চ—

অস্নাতস্তু পুমান্নার্হো জপাদিহবনাদিষু ।। ২৪৩ ।।

অনুবাদ—শঙ্খও বলিয়াছেন—স্নান ভিন্ন মানব জপ ও হোমাদি কর্ম্মের যোগ্য হয় না ।। ২৪৩ ।।

কৌর্ম্মে শ্রীব্যাসগীতায়াম্—

প্রাতঃস্নানং বিনা পুংসাং পাপিত্বং কর্ম্মসু স্মৃতম্।
হোমে জপে বিশেষেণ তস্মাৎ স্নানং সমাচরেৎ ।।২৪৪

অনুবাদ—কূর্ম্ম-পুরাণে শ্রীব্যাসগীতায় লিখিত আছে—প্রাতঃস্নান না করিলে সকল কর্ম্মে বিশেষতঃ জপেও হোমকার্য্যে বিশুদ্ধির সম্ভাবনা নাই এই জন্য অবশ্যই প্রাতঃস্নান করণীয় ।। ২৪৪ ।।

কাশীখণ্ডে

প্রস্বেদলালাদ্যাক্লিন্নো নিদ্রাধীনো যতো নরঃ।
প্রাতঃস্নানাত্ততোঽর্হঃ স্যান্মন্ত্রস্তোত্রজপাদিষু ।। ২৪৫ ।।

অনুবাদ—কাশীখণ্ডে উক্ত হইয়াছে যে,—মানব নিদ্রাগ্রস্ত থাকিলে ঘাম ও লালা প্রভৃতির দ্বারা গ্লানিযুক্ত হয়, সুতরাং প্রাতঃস্নান দ্বারা মন্ত্র-স্তুতি প্রভৃতিতে যোগ্য হইতে পারে ।। ২৪৫ ।।

পাদ্মে চ দেবহূতিবিকুণ্ডলসংবাদে—

স্নানং বিনা তু যো ভুঙ্ক্তে মলাশী স সদা নরঃ।
অস্নায়িনোঽশুচেস্তস্য বিমুখাঃ পিতৃদেবতাঃ ।। ২৪৬।।
স্নানহীনো নরঃ পাপী স্নানহীনোঽশুচিঃ সদা।
অস্নায়ী নরকং ভুক্ত্বা পুক্কশাদিষু জায়তে ।। ২৪৭ ।।

অনুবাদ—পদ্মপুরাণে দেবহূতি-বিকুণ্ডল-সংবাদে লিখিত আছে যে, যে ব্যক্তি স্নান না করিয়া ভোজন করে, সে সমস্ত কালেই মল ভোজন করে। স্নান না করিলে সে মানব অশুদ্ধ হয় এবং তাহার প্রতি পিতৃবর্গ ও দেবগণ প্রসন্ন হন না। স্নানহীন ব্যক্তি পাতকী ও সর্ব্বদা অপবিত্র। যে ব্যক্তি স্নান করে না সে নরকদুঃখ ভোগ করিয়া পুক্কশাদি অন্ত্যজকুলে জন্মগ্রহণ করে ॥ ১৪৬-২৪৭ ॥

অথ স্নানমাহাত্ম্যম্

মহাভারতে উদ্‌যোগপর্ব্বণি শ্রীবিদুরোক্তৌ—

গুণা দশ স্নানশীলং ভজন্তে
বলং রূপং স্বরবর্ণ-প্রসিদ্ধিঃ।
স্পর্শশ্চ গন্ধশ্চ বিশুদ্ধতা চ
শ্রীঃ সৌকুমার্য্যং প্রবরাশ্চ নার্য্যঃ ॥ ২৪৮ ॥

অনুবাদ—মহাভারতে উদ্‌যোগ পর্ব্বে শ্রীবিদুর বলিয়াছেন—বল, রূপ, সুমধুর কণ্ঠস্বর, বর্ণের উত্তমতা, স্পর্শ শক্তির পটুতা, সুগন্ধ, পবিত্রতা, শোভা, সৌকুমার্য্য ও উত্তমা স্ত্রীযুক্ততা এই দশটি গুণ নিত্য স্নানকারীকে ভজনা করে অর্থাৎ নিত্যস্নায়ী ব্যক্তি এই গুণগুলির অধিকারী হয় ॥ ২৪৮ ॥

টীকা—স্বর-বর্ণয়োঃ প্রকর্ষেণ সিদ্ধিরিতি। মহাপাতকাদিকং হরতি ॥ ২৪৮ ॥

পাদ্মে চ তত্রৈব—

যাম্যং হি যাতনাদুঃখং নিত্যস্নায়ী ন পশ্যতি।
নিত্যস্নানেন পূয়ন্তে অপি পাপকৃতো নরাঃ ॥ ২৪৯ ॥
প্রাতঃস্নানং হরেদ্বৈশ্য সবাহ্যাভ্যন্তরং মলম্।
প্রাতঃস্নানেন নিষ্পাপো নরো ন নিরয়ং ব্রজেৎ ॥২৫০
যে পুনঃ স্রোতসি স্নানমাচরন্তীহ পর্ব্বণি ॥
তে নৈব দুর্গতিং যান্তি ন জায়ন্তে কুযোনিষু ॥ ২৫১॥
দুঃস্বপ্নং দুষ্টচিন্তা চ বন্ধ্যা ভবতি সর্ব্বদা।
প্রাতঃস্নানবিশুদ্ধানাং পুরুষাণাং বিশাং বর ॥ ২৫২ ॥

অনুবাদ—পদ্মপুরাণে দেবহূতি-বিকুণ্ডল-সংবাদে বর্ণিত হইয়াছে—নিত্য স্নানকারী ব্যক্তি কখনও যম-যাতনা ভোগ করে না। অধিক কি পাতকী ব্যক্তিরাও নিত্য স্নানদ্বারা পবিত্র হয়। হে বৈশ্য! প্রাতঃস্নান দ্বারা অন্তর ও বাহিরের ময়লা নষ্ট হয়; এর দ্বারা মানব পবিত্রতা লাভ করে এবং নরকগামী হয় না। যাহারা পর্ব্বদিনে স্রোতের জলে স্নান করে তাহারা কদাচ দুর্গতি ভোগ করে না এবং নীচ-যোনিসমূহে জন্ম গ্রহণ করে না। হে বৈশ্য শ্রেষ্ঠ! যাহারা প্রাতঃস্নান দ্বারা বিশুদ্ধ হয় তাহারা দুঃস্বপ্ন ও দুশ্চিন্তা হইতে মুক্ত থাকে ॥ ২৪৯-২৫২ ॥

অত্রিস্মৃতৌ—

স্নানে মনঃপ্রসাদঃ স্যাদ্দেবা অভিমুখাঃ সদা।
সৌভাগ্যং শ্রীঃ সুখং পুষ্টিং পুণ্যং
বিদ্যা যশো ধৃতিঃ ॥ ২৫৩ ॥
মহাপাপান্যলক্ষ্মীঞ্চ দুরিতং দুর্ব্বিচিন্তিতম্।
শোকদুঃখাদি হরতে প্রাতঃস্নানং বিশেষতঃ ॥ ২৫৪ ॥

অনুবাদ—অত্রিস্মৃতিতেও বলা হইয়াছে যে, স্নান করিলে মনের প্রসন্নতা হয়, দেবগণ প্রসন্ন হন এবং সৌভাগ্য, শ্রী, সুখ, পুষ্টি, পুণ্য, বিদ্যা, যশঃ ও ধৈর্য্য লাভ হয়। বিশেষতঃ প্রাতঃস্নান মহাপাতকরাশি, অলক্ষ্মী দুরিত, দুশ্চিন্তা ও শোক-দুঃখাদি হরণ করে ॥ ২৫৩-২৫৪ ॥

কৌর্ম্মে তত্রৈব—

প্রাতঃস্নানং প্রশংসন্তি দৃষ্টাদৃষ্টকরং হি তৎ।
প্রাতঃস্নানেন পাপানি পূয়ন্তে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ২৫৫ ॥

অনুবাদ—কূর্ম্মপুরাণে ব্যাসগীতায় বর্ণিত হইয়াছে—প্রাতঃস্নান ঐহিক ও পারলৌকিক শুভফল প্রদানকারী, অতএব এই স্নান মনীষীদের দ্বারা প্রশংসিত হয়। প্রাতঃ স্নানে যে সকলপ্রকার পাতক ধ্বংস হয় তাহাতে সন্দেহ নাই ॥ ২৫৫ ॥

টীকা—দৃষ্টাদৃষ্টকরম্ ঐহিকামুষ্মিক-শুভকারি, পূয়ন্তে নশ্যন্তি ॥ ২৫৫ ॥

কাশীখণ্ডে চ—

প্রাতঃস্নানাদ্যতঃ শুধ্যেৎ কায়োঽয়ং মলিনঃ সদা।
ছিদ্রিতো নবভিশ্চিদ্রৈঃ স্রবত্যেব দিবানিশম্ ॥ ২৫৬॥

উৎসাহ-মেধা-সৌভাগ্য-রূপ-সম্পৎ-প্রবর্ত্তকম্ ।
মনঃপ্রসন্নতাহেতুঃ প্রাতঃস্নানং প্রশস্যতে ॥ ২৫৭ ॥

অনুবাদ—কাশীখণ্ডেও বর্ণিত হইয়াছে—এই দৃশ্যমান শরীর সর্ব্বদাই মলযুক্ত ও নয়টি ছিদ্র বিশিষ্ট, এই সমস্ত ছিদ্র দ্বারা সর্ব্বদা মল নির্গত হয়। প্রাতঃস্নান দ্বারা মলধ্বংস হয় অর্থাৎ পবিত্র হওয়ায় যায়। প্রাতঃ স্নান করিলে উৎসাহ, মেধা, সৌভাগ্য, রূপ ও সম্পত্তি লাভ হয় এবং চিত্তপ্রসন্নতার হেতু বলিয়া প্রাতঃ স্নান প্রশংসনীয় ॥ ২৫৬-২৫৭ ॥

প্রাতঃ প্রাতস্তু যৎ স্নানং সংজাতে চারুণোদয়ে ।
প্রাজাপত্যসমং প্রাহুস্তন্মহাঘবিঘাতকৃৎ ॥ ২৫৮ ॥
প্রাতঃস্নানং হরেৎ পাপমলক্ষ্মীং গ্লানিমেব চ ।
অশুচিত্বঞ্চ দুঃস্বপ্নং তুষ্টিং পুষ্টিং প্রযচ্ছতি ॥২৫৯॥
নোপসর্পন্তি বৈ দুষ্টাঃ প্রাতঃস্নায়িজনং কৃচিৎ ।
দৃষ্টাদৃষ্টফলং তস্মাৎ প্রাতঃস্নানং সমাচরেৎ ॥২৬০

অনুবাদ—বুধগণ বলেন—প্রভাতে অরুণোদয় কালে যে স্নান তাহা প্রাজাপত্য ব্রতের তুল্য সকল মহাপাতক বিনষ্ট করে। প্রাতঃস্নান পাতক, অলক্ষ্মী, গ্লানি, অশুচিত্ব ও দুঃস্বপ্ন বিনাশ করে এবং তুষ্টি ও পুষ্টি বিধান করে। প্রাতঃস্নানকারীর নিকটে কোনও দুষ্ট কদাচ যাইতে পারে না। প্রাতঃস্নান ইহলোক ও পরলোক উভয় লোকেরই মঙ্গলদায়ক এই জন্য সকলেরই প্রাতঃস্নান করা কর্ত্তব্য ॥ ২৫৮-২৬০ ॥

স্নানমাত্রং তথা প্রাতঃস্নানং চাত্র নিযোজিতম্ ।
যদ্যপন্যোন্যমিলিতে পৃথগ্‌জ্ঞেয়ে তথাপ্যমূ ॥ ২৬১ ॥

অনুবাদ—এই প্রকরণে স্নানমাত্রের ও প্রাতঃস্নানের বিধি দেওয়া হইয়াছে; দুই স্নান এক হইলে পরস্পর ভেদ জানিতে হইবে অর্থাৎ সামান্য স্নানাপেক্ষা প্রাতঃ স্নান অধিক প্রশস্ত ॥ ২৬১ ॥

অথ স্নানবিধি

অথ তীর্থগতস্তত্র ধৌতবস্ত্রং কুশাংস্তথা ।
মৃত্তিকাঞ্চ তটে ন্যস্য স্নায়াৎ স্বস্ববিধানতঃ ॥ ২৬২॥

অধৌতেন তু বস্ত্রেণ নিত্যনৈমিত্তিকীং ক্রিয়াম্ ।
কুর্ব্বন্ন ফলমাপ্নোতি কৃতা চেন্নিষ্ফলা ভবেৎ ॥২৬৩॥

অনুবাদ—অতঃপর তীর্থে জলাশয়ে গমন করিয়া ধৌত বস্ত্র কুশ ও মৃত্তিকা তীরে রাখিয়া নিজ নিজ নিয়মানুসারে অর্থাৎ নিজ নিজ বর্ণ আশ্রম ও শাখাদির বিধান অনুসারে স্নান করিবে। অধৌত বস্ত্র পরিয়া নিত্য-নৈমিত্তিক ক্রিয়া অনুষ্ঠান করিলেও তাহা ফলবতী হয় না ॥ ২৬২-২৬৩ ॥

টীকা—ইদানীং স্নানবিধিং লিখন্ আদৌ বৈদিকবৈষ্ণবপ্রবর-শ্রীকৃষ্ণদেবাচার্য্যাদিসম্মতং বৈদিক-তান্ত্রিক-বিধি-বিমিশ্রিতং স্নানবিধিং লিখতি—অথেত্যাদিনা। স্বস্ববিধানতঃ নিজ-নিজবর্ণাশ্রমশাখাদ্যাচারানুসারেণ ॥ ২৬২ ॥

ধৌতাঙ্ঘ্রি-পাণিরাচান্তঃ কৃত্বা সঙ্কল্পমাদরাৎ ।
গঙ্গাদিস্মরণং কৃত্বা তীর্থায়ার্ঘ্যং সমর্পয়েৎ ॥ ২৬৪॥

অনুবাদ—হাত পা ধুইয়া আচমন করিয়া সাদরে সঙ্কল্প করিয়া গঙ্গাদিস্মরণপূর্ব্বক তীর্থকে অর্ঘ্য প্রদান করিবে ॥ ২৬৪ ॥

সাগরস্বননির্ঘোষ দণ্ডহস্তাসুরান্তক ।
জগৎস্রষ্টর্জগন্মর্দিন্ নমামি ত্বাং সুরেশ্বর ॥ ২৬৫ ॥
ইমং মন্ত্রং সমুচ্চার্য্য তীর্থস্নানং সমাচরেৎ ।
অন্যথা তৎফলস্যার্দ্ধং তীর্থেশো হরতি স্বয়ম্ ॥২৬৬
নত্বাথ তীর্থং স্নানার্থমনুজ্ঞাং প্রার্থয়েদিমাম্ ।
দেবদেব জগন্নাথ শঙ্খচক্রগদাধর ॥
দেহি বিষ্ণো মমানুজ্ঞাং
তব তীর্থনিষেবণে ॥ ইতি ॥ ॥ ২৬৭ ॥

অনুবাদ—
"সাগরস্বন নির্ঘোষ দণ্ডহস্তাসুরান্তক ।
জগৎস্রষ্টজগন্মর্দিন্ নমামি ত্বাং সুরেশ্বর ॥"

হে সাগর ধ্বনিতুল্য ঘোর শব্দ শালিন। হে দণ্ডহস্ত। হে অসুরান্তক। হে জগৎ সৃষ্টিকারিন্, হে জগৎ বিনাশকারিন্! হে দেবেশ! তোমাকে নমস্কার করিতেছি—এই মন্ত্র—উচ্চারণ-সহকারে তীর্থস্নান করিবে। ইহার অন্যথা হইলে তীর্থাধি-

পতি স্বয়ং তীর্থস্নানের অর্দ্ধফল হরণ করেন। এর পর নমস্কার করিয়া তীর্থে স্নান করিবার নিমিত্ত নিম্নলিখিত বিধানে অনুমতি প্রার্থনা করিবে—"দেবদেব জগন্নাথ শঙ্খচক্রগদাধর। দেহি বিষ্ণো। মমানুজ্ঞাং তব তীর্থনিষেবণে অর্থাৎ—হে দেব দেব। হে শঙ্খ চক্র গদাধর। হে বিষ্ণো। তোমার তীর্থসেবা করিতে আমাকে অনুমতি দাও॥ ২৬৫-২৬৭॥

—·—

বিধিবন্মৃদমাদায় তীর্থতোয়ে প্রবিশ্য চ।
প্রবাহাভিমুখো নদ্যাং স্যাদন্যত্রার্কসংমুখঃ ॥২৬৮॥
দিগ্বন্ধং বিধিনাচর্য্য তীর্থানি পরিকল্প্য চ।
আবাহয়েদ্ভগবতীং গঙ্গামাদিত্যমণ্ডলাৎ ॥ ২৬৯ ॥
দর্ভপাণিঃ কৃতপ্রাণায়ামঃ কৃষ্ণপদাম্বুজম্।
ধ্যাত্বা তন্নাম সংকীর্ত্ত্য নিমজ্জেৎ পুণ্যবারিণি ॥২৭০॥
আচম্য মূলমন্ত্রঞ্চ সপ্রাণায়ামকং জপন্।
কৃষ্ণং ধ্যায়ন্ জলে ভূয়ো নিমজ্জ্য স্নানমাচরেৎ ॥২৭১
কৃত্বাঘমর্ষণান্তঞ্চ নামভিঃ কেশবাদিভিঃ।
তত্র দ্বাদশধা তোয়ে নিমজ্জ্য স্নানমাচরেৎ ॥ ২৭২ ॥

অনুবাদ—অতঃপর নিয়মানুসারে শরীরে মাটি লেপিয়া তীর্থজলে প্রবেশ করিয়া নদীতে স্রোতের দিকে মুখ করিবে এবং নদী ছাড়া পুকুর বা অন্য জলাশয় হইলে সূর্য্যের দিকে মুখ করিতে হইবে। তারপর বিধান অনুসারে দিগ্‌বন্ধন করিয়া তীর্থসমূহ কল্পনা-পূর্ব্বক সূর্য্যমণ্ডল হইতে ভগবতীদেবী গঙ্গাকে আবাহন করিবে। এরপর হাতে কুশ লইয়া প্রাণায়াম-পূরঃসর শ্রীকৃষ্ণের চরণকমল ধ্যান ও তাঁহার নাম-কীর্ত্তন করিয়া পবিত্র জলে ডুব দিবে তারপর আচমন ও প্রাণায়াম সহকারে মূলমন্ত্র জপ করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণকে চিন্তা করিয়া পুনরায় জলে ডুব দিয়া স্নান করিবে। তারপর কেশবাদি (কেশব, নারায়ণ, মাধব, গোবিন্দ, বিষ্ণু, মধুসূদন, ত্রিবিক্রম, বামন, শ্রীধর, হৃষীকেশ, পদ্মনাভ, দামোদর) নাম-কীর্ত্তন সহযোগে অঘমর্ষণ পর্য্যন্ত কার্য্য সমাপণ করিয়া সেই জলে ডুব দিয়া বারোবার স্নান করিবে॥ ২৬৮-২৭২॥

টীকা—অন্যত্র নদীপ্রবাহ-ব্যতিরিক্তে॥ ২৬৮॥

———

তত্র বিশেষঃ

শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে—

প্রসিদ্ধেষু চ তীর্থেষু যদ্যন্যস্যাভিধাং স্মরেৎ।
স্নাতকং তন্তু তত্তীর্থ-
মভিশপ্য ক্ষণাদ্ব্রজেৎ॥ ইতি॥ ২৭৩॥
ইতি বৈদিকতান্ত্রিকমিশ্রিতো বিধিঃ।

অনুবাদ—শ্রীনারদ পঞ্চরাত্রে বলা হইয়াছে—প্রসিদ্ধ তীর্থ-সমূহে (গঙ্গা যমুনা প্রভৃতিতে) যদি অন্য তীর্থের নাম স্মরণ করা হয় তাহা হইলে সেই সেই তীর্থ স্নানকারীকে অভিশাপ দিয়া তৎক্ষণাৎ গমন করেন॥ ২৭৩॥

টীকা—অন্যস্য তীর্থস্যাভিধাং নাম, ক্ষণাৎ সদ্য এবেত্যর্থঃ। অতোঽপ্রসিদ্ধতীর্থেষু বিষ্ণুতীর্থমিতি প্রসিদ্ধেষু চ তত্তন্নামৈব স্মরেদিত্যর্থঃ। অতএব নিমজ্জনাৎ প্রাক্ মৃদ্গ্রহণং তথাঘমর্ষণাদিকঞ্চ বৈদিকং তান্ত্রিকঞ্চ কৃষ্ণ-ধ্যানাদিকং মূলমন্ত্রজপনং কেশবাদিনামভির্দ্বাদশবারনিমজ্জনাদিকঞ্চেত্যেবং মিশ্রিতং বিবেচনীয়ম্॥ ২৭৩॥

———

অথ তত্রৈব বিশেষঃ

পাদ্মে বৈশাখমাহাত্ম্যে শ্রীনারদাম্বরীষ-সংবাদে—

এবমুচ্চার্য্য তত্তীর্থে পাদৌ প্রক্ষাল্য বাগ্যতঃ।
স্মরন্নারায়ণং দেবং স্নানং কুর্য্যাদ্বিধানতঃ॥ ২৭৪॥
তীর্থং প্রকল্পয়েদ্ধীমান্ মূলমন্ত্রমিমং পঠন্।
ওঁ নমো নারায়ণায়েতি মূলমন্ত্র উদাহৃতঃ॥ ২৭৫॥
দর্ভপাণিস্তু বিধিবদাচান্তঃ প্রণতো ভুবি।
চতুর্হস্তসমাযুক্তং চতুরস্রং সমন্ততঃ॥ ২৭৬॥
প্রকল্প্যাবাহয়েদ্গঙ্গাং মন্ত্রেণানেন মানবঃ।
বিষ্ণুপাদপ্রসূতাসি বৈষ্ণবী বিষ্ণুদেবতা।
ত্রাহি নস্তেনসস্তস্মাৎ
আজন্মমরণান্তিকাৎ॥ ইত্যাদি॥ ২৭৭॥

অনুবাদ—এই পর্য্যন্ত বৈদিক, তান্ত্রিক ও মিশ্রিত স্নানবিধি অর্থাৎ স্নানের পূর্ব্বে মৃত্তিকা গ্রহণ তথা অঘমর্ষণাদি কার্য্য বৈদিক, শ্রীকৃষ্ণের ধ্যানাদি ও মূলমন্ত্রজপ তান্ত্রিক এবং কেশবাদি নামোচ্চারণ করিয়া দ্বাদশবার নিমজ্জন মিশ্রিতবিধি।

অতঃপর পদ্মপুরাণে বৈশাখ-মাহাত্ম্যে শ্রীনারদ-অম্বরীষ-সংবাদে স্নানবিষয়ক বিশেষ বিধি—এইরূপে ভগবন্নাম উচ্চারণ করিয়া বাক্‌সংযম সহযোগে ঐ তীর্থে চরণদ্বয় ধৌত করিয়া শ্রীনারায়ণকে স্মরণ করিতে করিতে বিধান অনুসারে স্নান করিবে। বুদ্ধিমানব্যক্তি উদাহৃত "ওঁ নমো নারায়ণায়' এই মূল-মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে তীর্থ কল্পনা করিয়া হাতে কুশ লইয়া নিয়মানুযায়ী আচমন করিয়া পৃথিবীতে প্রণত হইবেন। পরে চতুর্দ্দিকে চারিহস্ত পরিমিত চতুষ্কোণ অঙ্কন করিয়া এই মন্ত্রদ্বারা গঙ্গাকে আবাহন করিবেন—বিষ্ণুপাদপ্রসূতাসি বৈষ্ণবী বিষ্ণুদেবতা ত্রাহি নস্তেনসস্তস্মাৎ আজন্মমরণান্তিকাৎ—(হে গঙ্গে! তুমি শ্রীবিষ্ণুর চরণকমল হইতে উদ্ভূত হইয়াছ, তুমি বিষ্ণুশক্তি, বিষ্ণুই তোমার দেবতা, জন্ম হইতে মরণ পর্য্যন্ত অনুষ্ঠিত পাতকসমূহ হইতে আমাদিগকে রক্ষা কর)॥ ২৭৪-২৭৭ ॥

———

সপ্তবারাভিজপ্তন্তু করসংপুটযোজিতম্।
মূর্দ্ধ্নি কৃত্বা জলং ভূয়শ্চতুর্ব্বা পঞ্চ সপ্ত বা।
স্নানং কুর্য্যান্মৃদা তদ্বদামন্ত্র্য তু বিধানতঃ॥ ২৭৮ ॥
অশ্বক্রান্তে রথক্রান্তে বিষ্ণুক্রান্তে বসুন্ধরে।
মৃত্তিকে হর মে পাপং যন্ময়া দুষ্কৃতং কৃতম্॥২৭৯॥
উদ্ধৃতাসি বরাহেণ কৃষ্ণেন শতবাহুনা।
নমস্তে সর্ব্বভূতানাং প্রভবারিণি সুব্রতে॥ ইতি॥২৮০

অনুবাদ—অতঃপর অঞ্জলিতে জল লইয়া পূর্ব্বোক্ত "দেবদেব জগন্নাথ ইত্যাদি মন্ত্রজপ করিয়া চার, পাঁচ অথবা সাতবার ঐ অঞ্জলিস্থ জল মাথায় দিয়া পুনরায় স্নান করিবে। বিধান অনুসারে আবাহন করিয়া মৃত্তিকা দ্বারাও ঐরূপ করিবে।" হে বসুন্ধরে! হে অশ্বক্রান্তে! হে রথক্রান্তে! হে বিষ্ণুক্রান্তে! হে মৃত্তিকে! আমি যে পাতক করিয়াছি তুমি তাহা হরণ কর। হে সুব্রতে! শতবাহু বরাহরূপধারী শ্রীকৃষ্ণ তোমাকে রসাতল হইতে উদ্ধার করিয়াছেন। তুমি সমস্ত ভূতের পুর্নজন্ম নিবারণ করিয়া থাক, তোমায় প্রণাম॥২৭৮-২৮০॥

টীকা—এবং বিমিশ্রিত-স্নানবিধিং লিখিত্বা ইদানীং তত্রৈব তীর্থকল্পনাদৌ পুরাণোক্তং কঞ্চিদ্বিশেষং লিখতি—এবমিত্যাদিনা। দেবদেব জগন্নাথ ইত্যাদিকমেতদুচ্চার্য্য উক্তেন মূলমন্ত্রেণৈব সপ্ত বারান্ যদভিজপ্তমভিমন্ত্রিতং জলং তৎ; তৃতীয়ান্তপাঠে ভাবে ক্ত-প্রত্যয়ঃ। মৃদ্‌গ্রহণানন্তরং পুনঃ স্নানাদিকন্তু সমানমেবেতি বিশেষেণ তত্র লিখিতম্॥২৭৪-২৮০॥

———

গুরোঃ সন্নিহিতস্যাথ পিত্রোশ্চ চরণোদকৈঃ।
বিপ্রাণাঞ্চ পদাম্ভোভিঃ কুর্য্যান্মূর্দ্ধ্ন্যভিষেচনম্॥২৮১॥

অনুবাদ—এরপর যদি গুরুজন সম্মুখে থাকেন তাহা হইলে গুরু ও জনক-জননীর পাদোদক দ্বারা এবং ব্রাহ্মণের পাদোদক দ্বারা মস্তক অভিষিক্ত করিবে॥ ২৮১ ॥

টীকা—সন্নিহিতস্যেতি—যদি তদানীং তত্র সন্নিধৌ গুর্ব্বাদয়ো বর্ত্তেরন্ তর্হীত্যর্থঃ॥ ২৮১ ॥

———

তথা চ পাদ্মে—
গুরোঃ পাদোদকং পুত্র তীর্থকোটিফলপ্রদম্॥২৮২॥
কিঞ্চ—
বিপ্রপাদোদকক্লিন্নং যস্য তিষ্ঠতি বৈ শিরঃ।
তস্য ভাগীরথীস্নানমহন্যহনি জায়তে॥ ২৮৩ ॥

অনুবাদ—পদ্মপুরাণে বলা হইয়াছে—হে বৎস! শ্রীগুরুর পাদোদক কোটি তীর্থফলপ্রদ। আরও বলা হইয়াছে—ব্রাহ্মণের চরণ ধৌত জল দ্বারা যে ব্যক্তির মস্তক সিক্ত থাকে, তাহার প্রত্যহই গঙ্গা-স্নানের ফল লাভ হইয়া থাকে॥ ২৮২-২৮৩ ॥

———

তথা গৌতমীয়তন্ত্রে—
পৃথিব্যাং যানি তীর্থানি তানি তীর্থানি সাগরে।
সসাগরাণি তীর্থানি
পাদে বিপ্রস্য দক্ষিণে॥ ইতি॥ ২৮৪ ॥

অনুবাদ—গৌতমীয় তন্ত্রেও বর্ণিত আছে—পৃথিবীতে যে সমস্ত তীর্থ আছে তৎসকলই সমুদ্রে অধিষ্ঠিত এবং সমুদ্রসহ নিখিলতীর্থ দ্বিজাতির দক্ষিণ চরণে অবস্থিত॥ ২৮৪ ॥

———

শঙ্খে বসন্তি সর্ব্বাণি তীর্থানি চ বিশেষতঃ।
শঙ্খেন মূলমন্ত্রেণাভিষেকং পুনরাচরেৎ ॥ ২৮৫ ॥

অনুবাদ—শঙ্খমধ্যে সকলতীর্থই বিশেষ ভাবে অবস্থান করেন, এই জন্য মূলমন্ত্র পাঠ করিয়া পুনরায় শঙ্খজলে স্নান করিবে ॥ ২৮৫ ॥

টীকা—সর্ব্বাণি তীর্থানি শঙ্খে বসন্তীতি হেতোঃ, পুনরভিষেকং শঙ্খেন বিশেষতঃ কুর্য্যাৎ, তচ্চ নিজ-মূলমন্ত্রেণৈব ॥ ২৮৫ ॥

তথৈব তুলসীমিশ্র-শালগ্রামশিলাম্ভসা।
অভিষেকং বিদধ্যাচ্চ পীত্বা তৎ কিঞ্চিদগ্রতঃ ॥২৮৬॥

অনুবাদ—এইরূপে শালগ্রাম শিলার তুলসী সংযুক্ত জলের একটু পান করিয়া বাকী অংশ মাথায় দিবে ॥ ২৮৬ ॥

টীকা—তৎ শ্রীশালগ্রামশিলাম্ভঃ কিঞ্চিদাদৌ পীত্বা প্রাশ্য ॥ ২৮৬ ॥

তদুক্তং গৌতমীয়তন্ত্রে—
শালগ্রামশিলাতোয়ং তুলসীগন্ধমিশ্রিতম্।
কৃত্বা শঙ্খে ভ্রাময়ংস্ত্রিঃ প্রক্ষিপেন্নিজমূর্দ্ধনি ॥ ২৮৭ ॥

অনুবাদ—এই বিষয়ে গৌতমীয় তন্ত্রে বলা হইয়াছে যে, শঙ্খমধ্যে তুলসী গন্ধ সংযুক্ত শালগ্রাম শিলাস্নাত জল রাখিয়া তিনবার ঘুরাইয়া নিজের মাথায় ছিটা দিবে ॥ ২৮৭ ॥

শালগ্রামশিলাতোয়মপীত্বা যস্তু মস্তকে।
প্রক্ষেপণং প্রকুর্ব্বীত ব্রহ্মহা স নিগদ্যতে ॥ ২৮৮ ॥
বিষ্ণুপাদোদকাৎ পূর্ব্বং বিপ্রপাদোদকং পিবেৎ।
বিরুদ্ধমাচরন্মোহাৎ ব্রহ্মহা স নিগদ্যতে ॥ ২৮৯ ॥

অনুবাদ—শালগ্রাম-শিলাস্নাত জল পান করিয়া পরে মাথায় দিতে হয়, আগে মাথায় দিলে ব্রহ্মঘাতী বলিয়া কথিত হয়। বিষ্ণুপাদোদকের অগ্রে 'বিপ্র পাদোদক পান করিতে হয় মোহ বা অজ্ঞানতা বশতঃ ইহার অন্যথা করিলে ব্রহ্মঘাতী বলিয়া অভিহিত হয় ॥ ২৮৮-২৮৯ ॥

শ্রীচরণামৃতধারণমন্ত্রঃ

অকালমৃত্যুহরণং সর্ব্বব্যাধিবিনাশনম্।
বিষ্ণোঃ পাদোদকং পিত্বা শিরসা ধারয়াম্যহম্ ॥
ইতি ॥ ২৯০ ॥

অনুবাদ—অকালমৃত্যু হরণকারী, সর্ব্বরোগ হর শ্রীবিষ্ণুপাদোদক পান করিয়া আমি আমার মস্তকে ধারণ করিতেছি ॥ ২৯০ ॥

লেখ্যোঽগ্রে কৃষ্ণপাদাব্জ-তীর্থধারণপানয়োঃ।
মহিমাত্র তু তত্তীর্থেনাভিষেকস্য লিখ্যতে ॥ ২৯১ ॥

অনুবাদ—কৃষ্ণপদতীর্থ ধারণ ও পানের মহিমা পরে লেখা হইবে, এখন এখানে সেই তীর্থস্নান মহিমা লিখিত হইতেছে ॥ ২৯১ ॥

টীকা—কৃষ্ণপাদাব্জয়োঃ তীর্থং স্নানোদকং, তস্য ধারণং মূর্দ্ধি গ্রহণং পানঞ্চ তয়োঃ; তেন কৃষ্ণ-পাদাব্জ-স্নানোদকরূপেণ তীর্থেন যোঽভিষেকস্তস্য মহিমা মাহাত্ম্যম্ অত্র অস্মিন্ প্রসঙ্গে লিখ্যতে ॥২৯১

অথ শ্রীচরণোদকাভিষেকমাহাত্ম্যম্

পদ্মপুরাণে—
স স্নাতঃ সর্ব্বতীর্থেষু সর্ব্বযজ্ঞেষু দীক্ষিতঃ।
শালগ্রামশিলাতোয়ৈর্যোঽভিষেকং সমাচরেৎ ॥ ২৯২॥
গঙ্গা-গোদাবরী-রেবা নদ্যো মুক্তিপ্রদাস্তু যাঃ।
নিবসন্তি তীর্থাস্তাঃ শালগ্রামশিলাজলে ॥ ২৯৩ ॥
কোটিতীর্থসহস্রৈস্তু সেবিতৈঃ কিং প্রয়োজনম্।
তীর্থং যদি ভবেৎ পুণ্যং শালগ্রামশিলোদ্ভবম্ ॥২৯৪॥

অনুবাদ—পদ্মপুরাণে বর্ণিত আছে—যিনি শালগ্রাম শিলার স্নান-জল দ্বারা অভিষিক্ত হন, তিনি সমস্ত তীর্থস্নাত ও সমস্ত যজ্ঞে দীক্ষিত হন। গঙ্গা, গোদাবরী ও রেবা প্রভৃতি যে সকল নদী মুক্তিদাত্রী, সেই সকল নদীর জল শালগ্রামশিলার স্নানজলে অবস্থান করেন। যদি শামগ্রাম শিলাস্নাত জল পাওয়া যায় তাহা হইলে আর সহস্রকোটি তীর্থসেবা করিবার কি প্রয়োজন ? ২৯২-২৯৪ ॥

টীকা—গঙ্গা-গোদাবরীত্যাদিষু যেষু শ্লোকেষ্ব-

ভিষেকশব্দো নাস্তি, তেহপ্যত্র পাদোদকাভিষেক-মাহাত্ম্যে কেচিল্লিখিতাঃ, স্নানে তীর্থাপেক্ষয়া তেষু চ শ্লোকেষু পাদোদকস্য তীর্থত্বাদ্যুক্তেরিতি দিক্ ॥২৯৩।

তত্রৈব শ্রীগৌতমাম্বরীষ-সংবাদে—

যেষাং ধৌতানি গাত্রাণি হরেঃ পাদোদকেন বৈ।
অম্বরীষ কুলে তেষাং দাসোহস্মি বশগঃ সদা ॥২৯৫॥

অনুবাদ—গৌতম-অম্বরীষ-সংবাদে বলা হইয়াছে—হে অম্বরীষ শ্রীকৃষ্ণের পাদোদক দ্বারা যাঁহাদের শরীর অভিষিক্ত আমি সতত তাঁহাদিগের বংশের বশীভূত দাসরূপে অবস্থান করি ॥ ২৯৫ ॥

রাজন্তে তানি তাবচ্চ তীর্থানি ভুবনত্রয়ে।
যাবন্ন প্রাপ্যতে তোয়ং শালগ্রামাভিষেকজম্ ॥২৯৬॥

অনুবাদ—যে পর্য্যন্ত শালগ্রাম শিলার অভিষেক জল না পাওয়া যায় ত্রিভুবনে সকলতীর্থ সেই পর্য্যন্তই মাহাত্ম্য প্রকাশ করেন ॥ ২৯৬ ॥

স্কান্দে কার্ত্তিক-মাহাত্ম্যে—

গৃহেহপি বসতস্তস্য গঙ্গাস্নানং দিনে দিনে।
শালগ্রামশিলাতোয়ৈর্যোহভিষিঞ্চতি মানবঃ ॥ ২৯৭ ॥

অনুবাদ—শ্রীস্কন্দপুরাণে কার্ত্তিক মাহাত্ম্যে—যে মনুষ্য শালগ্রাম শিলার স্নানজল দ্বারা প্রত্যহ অভিষিক্ত হন তিনি গৃহে অবস্থান করিলেও তাঁহার প্রত্যহ গঙ্গা-স্নান হইয়া থাকে ॥ ২৯৭ ॥

তত্রৈবান্যত্র চ—

যানি কানি চ তীর্থানি ব্রহ্মাদ্যা দেবতাস্তথা।
বিষ্ণুপাদোদকস্যৈতে কলাং নার্হন্তি ষোড়শীম্ ॥২৯৮
শালগ্রামোদ্ভবো দেবো দেবো দ্বারবতীভবঃ ॥
উভয়োঃ স্নানতোয়েন ব্রহ্মহত্যা নিবর্ত্ততে ॥ ২৯৯ ॥

কিঞ্চ—

স বৈ চাবভৃথস্নাতঃ স চ গঙ্গাজলাপ্লুতঃ।
বিষ্ণুপাদোদকং কৃত্বা শঙ্খে যঃ স্নাতি মানবঃ ॥৩০০॥

অনুবাদ—ঐ পুরাণেই অন্যত্র বলা হইয়াছে—যে সকলতীর্থ আছেন এবং ব্রহ্মাদি যে সব দেবতা আছেন, ইহারা বিষ্ণুচরণোদকের ষোলভাগের এক ভাগেরও যোগ্য নহেন। শালগ্রাম শিলোৎপন্ন দেব এবং দ্বারকা শিলোৎপন্ন দেব এই দুই এর স্নান জল দ্বারা ব্রহ্মহত্যা জনিত পাপ ধ্বংস হয়। আরও বলা হইয়াছে—যে মানব শঙ্খে করিয়া বিষ্ণুচরণোদক দ্বারা স্নান করেন তাঁহার যজ্ঞের অবভৃত স্নান নিষ্পন্ন হয় এবং তিনি গঙ্গোদকে অভিষিক্ত হইলেন ॥২৯৮-৩০০

শ্রীনৃসিংহপুরাণে—

গঙ্গা-প্রয়াগ-গয়-নৈমিষ-পুষ্করাণি
পুণ্যানি যানি কুরু-জাঙ্গল-যামুনানি।
কালেন তীর্থসলিলানি পুনন্তি পাপং
পাদোদকং ভগবতঃ প্রপুনাতি সদ্যঃ ॥৩০১॥

অনুবাদ—শ্রীনৃসিংহ-পুরাণে বলা হইয়াছে—গঙ্গা, প্রয়াগ, গয়া নৈমিষ, পুষ্কর, কুরু-জাঙ্গল প্রভৃতির পবিত্র তীর্থজল, অধিক কালে পাতক নাশ করেন, কিন্তু ভগবানের পাদোদক ক্ষণমাত্রে পবিত্র করেন ॥ ৩০১ ॥

স্মৃতৌ চ—

ত্রিরাত্রিফলদা নদ্যো যাঃ কাশ্চিদসমুদ্রগাঃ।
সমুদ্রগাশ্চ পক্ষস্য মাসস্য সরিতাং পতিঃ ॥ ৩০২ ॥
ষণ্মাসফলদা গোদা বৎসরস্য তু জাহ্নবী।
পাদোদকং ভগবতো দ্বাদশাব্দফলপ্রদম্ ॥ ৩০৩ ॥

অনুবাদ—স্মৃতিতে বলা হইয়াছে—যে সমস্ত নদী সমুদ্রের সহিত মিলিত হয় নাই, সেই সকল নদীর জলে একদিন স্নান করিলে তাঁহারা তিনদিনের স্নান ফলদান করেন, যে সকল নদী সাগরে মিলিত হইয়াছে সেই সব নদীতে একদিন স্নান করিলে ১৫ দিনের স্নানফল লভ্য হয়। সাগরে একদিন স্নান করিলে সমুদ্র একমাস সমুদ্রস্নানের ফলদান করেন, একদিন স্নানে গোদাবরী ছয় মাসের এবং গঙ্গা এক বৎসর স্নানের ফল প্রদান করেন কিন্তু ভগবানের

চরণোদকে একবার স্নান করিলে দ্বাদশবৎসর স্নানের ফল লভ্য হয়। ৩০২-৩০৩ ॥

তন্নিত্যতা

গরুড়পুরাণে—

জলঞ্চ যেষাং তুলসী-বিমিশ্রিতং
পাদোদকং চক্রশিলাসমুদ্ভবম্
নিত্যং ত্রিসন্ধ্যং প্লবতে ন গাত্রং
খগেন্দ্র তে ধর্ম্মবহিষ্কৃতা নরাঃ ॥ ইতি ॥৩০৪॥

অনুবাদ—গরুড়পুরাণে বলা হইয়াছে—হে পক্ষিরাজ! শালগ্রামশিলোৎপন্ন তুলসী-সংযুক্ত চরণামৃতদ্বারা নিত্য ত্রিসন্ধ্যা যাহাদিগের দেহ অভিষিক্ত না হয়, সেই মনুষ্য সকলপ্রকার ধর্ম্ম হইতে বহিষ্কৃত ॥ ৩০৪ ॥

টীকা—চক্রশিলা শ্রীশালগ্রাম-শিলা শ্রীদ্বারকাচক্রাঙ্কশিলা চ তৎ স্থানাদুদ্ভূতং পাদোদকঞ্চ, ন প্লবতে ন স্নাপয়তীত্যর্থঃ ॥ ৩০৪ ॥

ততো জলাঞ্জলীন্ ক্ষিপ্তা মূর্দ্ধ্নি ত্রীন্ কুম্ভ-মুদ্রয়া।
মূলেনাথাবিশেষেণ কুর্য্যাদ্দেবাদিতর্পণম্ ॥ ৩০৫ ॥

অনুবাদ—তারপর মূলমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া কুম্ভ-মুদ্রা দ্বারা তিনবার মস্তকে জলাঞ্জলি প্রদানপূর্ব্বক সামান্য প্রকারে দেবতাদির তর্পণ করিবে ॥ ৩০৫ ॥

অথ সামান্যতো দেবাদিতর্পণম্

তচ্চ বৈদিকেষু প্রসিদ্ধমেব—

ব্রহ্মাদয়ো যে দেবাস্তান্ দেবান্ তর্পয়ামি, ভূর্দেবাংস্তর্পয়ামি, ভুবর্দেবাংস্তর্পয়ামি, স্বর্দেবাংস্তর্পয়ামি, ভূর্ভুবঃস্বর্দেবাংস্তর্পয়ামি ॥ ইত্যাদি ॥ ৩০৬ ॥

অনুবাদ—এই দেবাদি তর্পণ বেদাচারি সম্প্রদায়িগণের মধ্যে প্রসিদ্ধ আছে যথা—ব্রহ্মাদি যে সকল দেবতা আছেন তাঁহাদিগের উদ্দেশ্যে তর্পণ করিতেছি, ভূলোকের দেবগণের তর্পণ করিতেছি, ভুবঃ লোকের দেবগণকে তর্পণ করিতেছি, স্বর্গলোকের দেবতাসকলকে তর্পণ করিতেছি, ভূ ভুবঃ স্বর্গ লোকের দেবতাসকলকে তর্পণ করিতেছি ॥৩০৬

টীকা—মূলমন্ত্রেণ কুম্ভমুদ্রয়া ত্রীন্ জলাঞ্জলীন্ নিজমূর্দ্ধ্নি প্রক্ষিপ্য, অথানন্তরম্ অবিশেষেণ সামান্যতো দেবাদিতর্পণং কুর্য্যাৎ। আদি-শব্দেন ঋষীণাং পিতৃণাঞ্চ তত্তন্নামভিঃ; বিশেষতো দেবাদিতর্পণমগ্রে লেখ্যমেব। ইত্যাদীত্যাদি-শব্দেন কৃষ্ণদ্বৈপায়নাদয়ো যে ঋষয়স্তানৃষীন্ তর্পয়ামি, ভূঋর্ষীংস্তর্পয়ামি, ভুবঋর্ষীংস্তর্পয়ামি, স্বঋর্ষীংস্তর্পয়ামি, ভূর্ভুবঃস্বঋর্ষীংস্তর্পয়ামি। সোমঃ পিতৃমান্ যমোঽঙ্গিরোঽগ্নিষ্বাত্তাঃ কব্যবাহনাদয়ো যে পিতরস্তান্ পিতৃংস্তর্পয়ামীত্যেবং পূর্ব্ববৎ ॥ ৩০৫-৩০৬ ॥

আচম্যাঙ্গানি সংমার্জ্জ্য স্নানবস্ত্রান্যবাসসা।
পরিধায়াংশুকে শুক্লে নিবিশ্যাচমনং চরেৎ ॥ ৩০৭ ॥

অনুবাদ—যে কাপড় পরিয়া স্নান করা হইয়াছিল প্রথমতঃ আচমন করিয়া সেই কাপড় ছাড়া অন্য কাপড় দিয়া শরীর মার্জন করিয়া সাদা কাপড় ও উত্তরীয় ধারণ করিয়া উপবেশনান্তে আচমন করিবে ॥ ৩০৭ ॥

টীকা—স্নানস্য যদ্বস্ত্রং যৎ পরিধায় স্নানং কৃতং, তস্মাদন্যেন বাসসা; এতেন স্নানশাট্যঞ্চলেন পাণিনা বা গাত্রং ন সংমার্জ্জয়েদিত্যর্থঃ। তথাচ বিষ্ণুপুরাণে সদাচারকথনে—'স্নাতো নাঙ্গানি মার্জ্জেত স্নানশাট্যা ন পাণিনা' ইতি ॥ ৩০৭ ॥

বিধিবৎ তিলকং কৃত্বা পুনশ্চাচম্য বৈষ্ণবঃ।
বিধিনা বৈদিকীং সন্ধ্যামথোপাসীত তান্ত্রিকীম্ ॥৩০৮

অনুবাদ—বৈষ্ণবগণ তিলকসেবা করিয়া পুনরায় আচমনপূর্ব্বক যথাবিধানে বৈদিকী সন্ধ্যা ও তৎপরে তান্ত্রিকী সন্ধ্যা করিবেন ॥ ৩০৮ ॥

টীকা—বিধিবত্তত্তদ্বিধিযুক্তং যথা স্যাদিতি সর্ব্বত্রৈবানুবর্ত্তয়িতব্যম্ ॥ ৩০৮ ॥

অথ বৈদিকী সন্ধ্যা

কৌর্ম্মে তত্রৈব—

প্রাক্‌কূলেষু ততঃ স্থিত্বা দর্ভেষু সুসমাহিতঃ।
প্রাণায়ামত্রয়ং কৃত্বা ধ্যায়েৎ সন্ধ্যামিতি শ্রুতিঃ ॥৩০৯

মনুস্মৃতিঃ—

ব্রাহ্মণাঃ শাক্তিকাঃ সর্ব্বে ন শৈবা ন চ বৈষ্ণবাঃ।
যত উপাসতে দেবীং গায়ত্রীং বেদমাতরম্ ॥ ৩১০ ॥
যা চ সন্ধ্যা জগৎসূতির্মায়াতীতা হি নিষ্কলা।
ঐশ্বরী কেবলা শক্তিস্তত্ত্বত্রয়সমুদ্ভবা ॥ ৩১১ ॥
ধ্যাত্বার্কমণ্ডলগতাং সাবিত্রীং তাং জপেদ্বুধঃ।
প্রাঙ্মুখঃ সততং বিপ্রঃ সন্ধ্যোপাসনমাচরেৎ ॥৩১২॥

অনুবাদ—কূর্ম্ম-পুরাণে ব্যাসগীতায় লিখিত আছে—তারপর পূর্ব্বাগ্র কুশের উপর স্থিরচিত্তে উপবেশন-পূর্ব্বক তিনবার প্রাণায়াম করিয়া সন্ধ্যাধ্যান করিবে ইহাই শ্রুতিবাক্য। (মনুস্মৃতিতে উক্ত হইয়াছে—ব্রাহ্মণ মাত্রই যখন বেদমাতা গায়ত্রীর উপাসক, তখন তাঁহারা শৈব নহেন বা বৈষ্ণবও নহেন, তাঁহারা শাক্ত।) যিনি সন্ধ্যা তিনিই জগৎ প্রসবিনী, মায়াতীতা, বিশুদ্ধা, তত্ত্বত্রয় হইতে জাতা অখণ্ড ঐশ্বরী শক্তি। পণ্ডিতব্যক্তি সূর্য্য মণ্ডলবর্ত্তিনী গায়ত্রীকে ধ্যান করিয়া তাঁহার জপ করিবেন। ব্রাহ্মণ সর্ব্বদা পূর্ব্বমুখ হইয়া সন্ধ্যা উপাসনা করিবেন ॥ ৩০৯-৩১২ ॥

টীকা—প্রাক্‌কূলেষু প্রাগগ্রেষ্বিত্যর্থঃ ॥ ৩০৯ ॥

কিঞ্চ—

সহস্রপরমাং নিত্যং শতমধ্যাং দশাবরাম্।
সাবিত্রীং বৈ জপেদ্বিদ্বান্
প্রাঙ্মুখঃ প্রযতঃ স্থিতঃ ॥ ৩১৩ ॥

কিঞ্চ—

সন্ধ্যাহীনোঽশুচির্নিত্যমনর্হঃ সর্ব্বকর্ম্মসু।
যদন্যৎ কুরুতে কিঞ্চিন্ন তস্য ফলমাপ্নুয়াৎ ॥৩১৪॥
যোঽন্যত্র কুরুতে যত্নং ধর্ম্মকার্য্যে দ্বিজোত্তমঃ।
বিহায় সন্ধ্যাপ্রণতিং স যাতি নরকাযুতম্ ॥ ৩১৫ ॥

অনুবাদ—আরও বলা হইয়াছে—প্রাজ্ঞ ব্যক্তি পূর্ব্বদিকে মুখ করিয়া বসিয়া স্থির চিত্তে গায়ত্রী জপ করিবেন। প্রত্যহ সহস্র জপ উত্তম, শতবার মধ্যম ও দশবার অবর অর্থাৎ অধম। আরও বলা হইয়াছে যিনি সন্ধ্যা করেন না তিনি সর্ব্বদাই অপবিত্র সুতরাং নিত্য-নৈমিত্তিক সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মে অনধিকারী, যদি তিনি কোনও কর্ম্ম করেন তাহার ফল পাইবেন না—যিনি সন্ধ্যাবন্দনা বর্জ্জন করিয়া অন্য ধর্ম্ম-কর্ম্মে যত্ন করেন, তিনি অযুত সংখ্যক নরকে গমন করেন ॥ ৩১৩-৩১৫ ॥

টীকা—সহস্রং সহস্রবারজপঃ পরমঃ জপে শ্রেষ্ঠ-পক্ষো যস্যা ইতি তথাভূতামিত্যর্থঃ, এবমন্যদপ্যূহ্যম্ ॥ ৩১৩ ॥

টীকা—এবং সন্ধ্যোপাসনস্য বিধিং লিখিত্বা নিত্যতাঞ্চ লিখতি—সন্ধ্যাহীন ইতি দ্বাভ্যাম্ ॥৩১৪॥

অনন্যচেতসঃ শান্তা ব্রাহ্মণা বেদপারগাঃ।
উপাস্য বিধিবৎ সন্ধ্যাং
প্রাপ্তাঃ পূর্ব্বে পরাং গতিম্ ॥ ৩১৬ ॥

অনুবাদ—শান্তস্বভাব, অনন্য চিত্ত, বেদপারগ প্রাচীন ব্রাহ্মণগণ বিধান অনুসারে সন্ধ্যার উপাসনা করিয়াই পরাগতি অর্থাৎ শ্রেষ্ঠগতি লাভ করিয়াছেন ॥ ৩১৬ ॥

টীকা—মাহাত্ম্যং লিখতি—অনন্যেতি ॥৩১৬॥

অথ তান্ত্রিকী সন্ধ্যা

ততঃ সংপূজ্য সলিলে নিজাং শ্রীমন্ত্রদেবতাম্।
তর্পয়েদ্বিধিনা তস্য তথৈবাবরণানি চ ॥৩১৭ ॥

অনুবাদ—অতঃপর জলে উত্তমরূপে আপনার মন্ত্রাধিষ্ঠাত্রী দেবতার পূজা করিয়া তাঁহার আবরণ সমূহকেও যথা বিধানে তর্পণ করিবেন ॥ ৩১৭ ॥

তথাচ বৌধায়নস্মৃতৌ—

হবিষাগ্নৌ জলে পুষ্পৈর্ধ্যানেন হৃদয়ে হরিম্।
অর্চ্চন্তি সূরয়ো নিত্যং জপেন রবিমণ্ডলে ॥ ৩১৮ ॥

অনুবাদ—এই বিষয়ে বৌধায়ন-স্মৃতিতে বর্ণিত হইয়াছে—জ্ঞানবান্ ব্যক্তিগণ নিত্য অগ্নিতে ঘৃতদ্বারা,

জলে পুষ্প দ্বারা, হৃদয় মধ্যে ধ্যানদ্বারা এবং সূর্য্য-মণ্ডলে জপদ্বারা শ্রীহরির পূজা করেন ॥ ৩১৮ ॥

টীকা—অর্চ্চন্তি অর্চ্চয়ন্তি ॥ ৩১৮ ॥

———

পাদ্মে চ তত্রৈব—

সূর্য্যে চাভ্যর্হণং শ্রেষ্ঠং সলিলে সলিলাদিভিঃ ॥৩১৯॥

অনুবাদ—পদ্মপুরাণেও শ্রীব্যাস-অম্বরীষ-সংবাদে উক্ত হইয়াছে—সূর্য্যমণ্ডলে সম্যক্‌রূপে অর্চ্চন এবং জলমধ্যে জলাদি দ্বারা অর্চ্চন শ্রেষ্ঠ ॥ ৩১৯ ॥

———

অথ তদ্বিধিঃ

মূলমন্ত্রমথোচ্চার্য্য ধ্যায়ন্ কৃষ্ণাঙ্ঘ্রি-পঙ্কজে।
শ্রীকৃষ্ণং তর্পয়ামীতি ত্রিঃ সম্যক্ তর্পয়েৎ কৃতী॥৩২০

অনুবাদ—অতঃপর কৃতীব্যক্তি মূল মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্ম ধ্যানকরতঃ 'শ্রীকৃষ্ণের তর্পণ করিতেছি' এই বলিয়া তিনবার উত্তমরূপে তর্পণ করিবেন ॥ ৩২০ ॥

———

ধ্যানোদ্দিষ্টস্বরূপায় সূর্য্যমণ্ডলবর্ত্তিনে।
কৃষ্ণায় কামগায়ত্র্যা দদ্যাদর্ঘ্যমনন্তরম্ ॥ ৩২১ ॥

অনুবাদ—তারপর ধ্যানে যাঁহার স্বরূপ উপদেশ করা হইয়াছে সূর্য্যমণ্ডল মধ্যবর্ত্তী সেই শ্রীকৃষ্ণকে কাম-গায়ত্রী উচ্চারণ করিয়া অর্ঘ্য প্রদান করিবেন ॥৩২১॥

———

শ্রীসনৎকুমারকল্পে—

আদৌ মন্মথমুদ্ধৃত্য কামদেবপদং বদেৎ।
আয়ান্তে বিদ্মহে পুষ্পবাণায়েতি পদং বদেৎ ॥
ধীমহীতি তথোক্ত্বাথ তন্নোঽনঙ্গঃ প্রচোদয়াৎ ॥
ইতি ॥ ৩২২ ॥

অনুবাদ—অনন্তর শ্রীসনৎকুমার কল্পে কথিত কামগায়ত্রীর উল্লেখ করা হইতেছে—প্রথমে মন্মথ অর্থাৎ ক্লীং বীজ উচ্চারণ করিয়া তৎপরে কামদেব শব্দ বলিবে তারপর 'আয়' তারপর বিদ্মহে তারপর পুষ্পবাণায় উচ্চারণ করিবে তারপর ধীমহি উচ্চারণ পূর্ব্বক তন্নোঽনঙ্গ প্রচোদয়াৎ উচ্চারণ করিবে। ইহার অর্থ কামদেবকে অবগত হই, পুষ্পবানকে ধ্যান করি, অনঙ্গ আমাদিগের অন্তঃকরণ মধ্যে সেই পরম অদ্বয় জ্ঞানতত্ত্ব স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণকে প্রকাশ করুন॥

টীকা—মন্মথং কামবীজম্ আদৌ বদেৎ, ততঃ কামদেবেতি, ততঃ আয়েতি, তদন্তে বিদ্মহে ইতি, ততঃ পুষ্পাবাণায়েতি, ততশ্চ ধীমহীতি, ততশ্চ তন্নোঽনঙ্গঃ প্রচোদয়াদিতি বদেদিত্যর্থঃ। 'ক্লীং কামদেবায় বিদ্মহে পুষ্পবাণায় ধীমহি তন্নোঽনঙ্গঃ প্রচোদয়াৎ' ইতি ভবতি ॥ ৩২২ ॥

———

অথার্কমণ্ডলে কৃষ্ণং ধ্যাত্বৈতাং দশধা জপেৎ।
ক্ষমস্বেতি তমুদ্বাস্য দদ্যাদর্ঘ্যং বিবস্বতে ॥ ৩২৩ ॥

অনুবাদ—তারপর সূর্য্যমণ্ডলে শ্রীকৃষ্ণকে ধ্যান করিয়া এই কামগায়ত্রী দশবার জপ করিবেন। তাহার পর ক্ষমস্ব অর্থাৎ ক্ষমা করুন এইরূপ উচ্চারণ সহ জপ সমাপণ হইলে কৃষ্ণ সূর্য্যকে অর্ঘ্য অর্পণ করি-বেন ॥ ৩২৩ ॥

টীকা—এতাং কামগায়ত্রীং দশধা দশ বারান্ জপন্ সন্। তং কৃষ্ণম্ ॥ ৩২৩ ॥

———

বিধিস্তান্ত্রিকসন্ধ্যায়া জলেঽর্চ্চায়াশ্চ কশ্চন।
যোঽন্যো মন্যেত সোঽপ্যত্র
তদ্বিশেষায় লিখ্যতে ॥ ৩২৪ ॥

অনুবাদ—তান্ত্রিকী সন্ধ্যা এবং জলে অর্চ্চন এই দুই এর বিশেষ নিয়ম জানাইবার জন্য এই স্থলে লেখা হইতেছে ॥ ৩২৪ ॥

টীকা—তয়োস্তান্ত্রিকসন্ধ্যাজলার্চ্চয়োর্বিধিবিশে-ষজ্ঞাপনায়েত্যর্থঃ ॥ ৩২৪ ॥

———

অথ মতান্তর-তান্ত্রিকসন্ধ্যাবিধিঃ

আদৌ দক্ষিণহস্তেন গৃহ্নীয়াদ্বারি বৈষ্ণবঃ।
ততো হৃদয়মন্ত্রেণ বামপাণিতলেঽর্পয়েৎ ॥ ৩২৫ ॥
তদঙ্গুলীবিনির্যাতাম্ভঃকণৈর্দক্ষপাণিনা।
মস্তকে নেত্রমন্ত্রেণ কুর্য্যাৎ সংপ্রোক্ষণং ততঃ ॥৩২৬॥
শিষ্টং তচ্চাস্ত্রমন্ত্রেণাদায়াম্ভো দক্ষপাণিনা।
অধঃক্ষিপেৎ পুনশ্চৈবমিতি বারচতুষ্টয়ম্ ॥ ৩২৭ ॥

পুনর্হৃদয়মন্ত্রেণাদায়াম্ভো দক্ষপাণিনা।
নাসাপুটেন বামেনাঘ্রায়ান্যেন বিসর্জ্জয়েৎ ॥ ৩২৮ ॥
অথাম্ভোঽঞ্জলিমাদায় সূর্য্যমণ্ডলবর্ত্তিনে।
অর্ঘ্যং গোপালগায়ত্র্যা কৃষ্ণায় ত্রিনিবেদয়েৎ ॥৩২৯॥

অনুবাদ—বৈষ্ণবব্যক্তি প্রথমে ডানহাতে জল লইবেন তারপর হৃদয়মন্ত্র (নমঃ) উচ্চারণ করিয়া ঐ জল বামহস্ততলে অর্পণ করিবেন। তারপর নেত্র মন্ত্র (বৌষ্ট্) উচ্চারণ করিয়া ঐ বামহস্তের অঙ্গুলির মধ্যদিয়া বিনির্গত জলকণা-সমূহ ডানহাত দিয়া লইয়া মাথায় ছিটাইবেন। পুনরার এইরূপ চারিবার করিতে হইবে। পুনরায় হৃদয়মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া ডানহাতে জল লইয়া বামনাসারন্ধ্র দ্বারা টানিয়া লইয়া দক্ষিণ নাসারন্ধ্র দ্বারা বাহির করিবেন। তারপর জলাঞ্জলি লইয়া গোপাল গায়ত্রী উচ্চারণ করিয়া সূর্য্যমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী শ্রীকৃষ্ণকে তিনবার অর্ঘ্য প্রদান করিবেন ॥ ৩২৫-৩২৯ ॥

টীকা—অর্পয়েৎ ন্যসেৎ তদ্বার্যেব ॥ ৩২৫ ॥

টীকা—তস্য বামপাণেরঙ্গুলিভ্যো বিনির্য্যাতৈঃ বিনিঃসৃতৈঃ অন্তঃকণৈঃ জলবিন্দুভির্দক্ষেণ দক্ষিণেন পাণিনা, শিষ্টম্ অবশিষ্টং যদ্বামপাণিতলস্থং তৎ। ইতি বারচতুষ্টয়ং কুর্য্যাদিত্যর্থঃ ॥ ৩২৬-৩২৭ ॥

টীকা—পুনঃ অম্ভো জলং দক্ষপাণিনা আদায় গৃহীত্বা, বামেন নাসাপুটেনাঘ্রায়েতি আঘ্রাণেনান্তর্গত-দোষং প্রক্ষাল্য, অন্যেন দক্ষিণেন নাসাপুটেন নিঃসার্য বিসৃজেদিত্যর্থঃ ॥ ৩২৮ ॥

সা চোক্তা

ঙ্গুয়াদ্গোপীজনং ঙেহন্তং বিদ্মহে ইত্যতঃপরম্।
পুনর্গোপীজনং তদ্বদ্ধীমহীতি ততঃ পরম্।
তন্নঃ কৃষ্ণ ইতি প্রান্তে প্রপূর্ব্বং চোদয়াদিতি ॥৩৩০॥

অনুবাদ—গোপীজন এই শব্দটিতে চতুর্থী বিভক্তি যোগ করিয়া উচ্চারণ করিতে হইবে তারপর বিদ্মহে এই পদ পুনরায় 'চতুর্থ্যন্ত গোপীজন' পদ। এরপর 'ধীমহি' এই পদ পরে 'তন্নঃ কৃষ্ণঃ' এবং সর্ব্বশেষে 'প্রচোদয়াৎ' এই পদ প্রয়োগ করিবে। ইহার অর্থ—আমরা গোপীজনকে অবগত হই, গোপীজনকে ধ্যান করি, কৃষ্ণ আমাদিগের অন্তঃকরণ মধ্যে পরম-তত্ত্ব প্রেরণ করুন ॥ ৩৩০ ॥

টীকা—ঙে ইতি চতুর্থ্যেকবচনম্ অন্তে যস্য তং গোপীজনং, তদ্বচ্চতুর্থ্যন্তমিত্যর্থঃ। প্রান্তে সর্ব্বশেষে প্রশব্দপূর্ব্বকং চোদয়াদিতি ঙ্গুয়াৎ; ততশ্চৈবং স্যাৎ—গোপীজনায় বিদ্মহে গোপীজনায় ধীমহি তন্নঃ কৃষ্ণঃ প্রচোদয়াদিতি ॥ ৩৩০ ॥

মূর্দ্ধ্নি ন্যসেৎ তদঙ্গানি ললাটে নেত্রয়োর্দ্ব য়োঃ।
ভুজয়োঃ পাদয়োশ্চৈব সর্ব্বাঙ্গেষু তথা ক্রমাৎ ॥৩৩১॥

অনুবাদ—অতঃপর ক্রমপূর্ব্বক শ্রীগোপাল-গায়ত্রীর অঙ্গগুলিকে অর্থাৎ ছয় অঙ্গকে আপনার মস্তক, ললাট, দুই চক্ষুঃ, দুই বাহু, দুই চরণ এবং সর্ব্বাঙ্গ এই ছয় অঙ্গে ন্যাস করিবে ॥ ৩৩১ ॥

টীকা—তস্যা গোপালগায়ত্র্যাঃ অঙ্গানি ষট্ মূর্দ্ধাদিষট্স্থানেসু ক্রমান্ন্যসেদিত্যর্থঃ ॥ ৩৩১ ॥

তানি চোক্তানি—

পঞ্চভিশ্চ ত্রিভিশ্চৈব পঞ্চভিশ্চ ত্রিভিঃ পুনঃ।
চতুর্ভিশ্চ চতুর্ভিশ্চ কুর্য্যাদঙ্গানি বর্ণকৈঃ ॥ ইতি ॥৩৩২

অনুবাদ—এখন গোপাল-গায়ত্রীর ছয়টি অঙ্গ কথিত হইতেছে—১। পাঁচ (গোপীজনায়) ২। তিন (বিদ্মহে) ৩। পাঁচ (গোপীজনায়) ৪। তিন (ধীমহি) ৫। চারি (তন্নঃ কৃষ্ণঃ) ৬। চারি (প্রচোদয়াৎ)—ন্যাসের ক্রম যথা মস্তকে গোপীজনায়, ললাটে বিদ্মহে, নেত্রদ্বয়ে গোপীজনায়, বাহুদ্বয়ে ধীমহি, পদদ্বয়ে তন্নঃ কৃষ্ণঃ এবং সর্ব্বাঙ্গে প্রচোদয়াৎ—এই ভাবে ন্যাস করিতে হয় ॥ ৩৩২ ॥

টীকা—অঙ্গান্যেব বিভজ্য দর্শয়তি—পঞ্চভিরিতি; বর্ণকৈর্বর্ণৈঃ, স্বার্থে কঃ ॥ ৩৩২ ॥

রাসক্রীড়ারতং কৃষ্ণং ধ্যাত্বা চাদিত্যমণ্ডলে।
তৎসম্মুখোৎক্ষিপ্তভুজো
গায়ত্রীং তাং জপেৎ ক্ষণম্ ॥ ৩৩৩ ॥

অনুবাদ—তারপর সূর্য্যমণ্ডলমধ্যে রাসক্রীড়ারত

শ্রীকৃষ্ণকে চিন্তা করিয়া তাঁহার সম্মুখে বাহুদ্বয় উত্তোলন পূর্ব্বক কিছুক্ষণ ঐ গায়ত্রী জপ করিতে হইবে ॥ ৩৩৩ ॥

টীকা—তস্য আদিত্যমণ্ডলস্য সম্মুখে অভিমুখে উৎক্ষিপ্তৌ ভুজৌ যেন তথাভূতঃ সন্ ॥ ৩৩৩ ॥

অথ তত্র জলে শ্রীভগবৎপূজাবিধিঃ

অঙ্গন্যাসং স্বমন্ত্রেণ কৃত্বাথাব্জং জলান্তরে ।
সঞ্চিন্ত্য পীঠমন্ত্রেণ তর্পয়েচ্চ সকৃৎ সকৃৎ ॥ ৩৩৪ ॥
তস্মিংশ্চ কৃষ্ণমাবাহ্য সকলীকৃত্য মানসান্ ।
পঞ্চোপচারান্ দত্ত্বাপ্সু ধেনুমুদ্রাং প্রদর্শয়েৎ ॥ ৩৩৫ ॥

অনুবাদ—অনন্তর শ্রীসনৎকুমার কল্পমতে জলে ভগবদ্-পূজাবিধি বর্ণিত হইতেছে—স্বমন্ত্রে অঙ্গন্যাস পূর্ব্বক জলমধ্যে পদ্ম চিন্তা করিয়া পীঠমন্ত্র উচ্চারণ সহকারে এক একবার তর্পণ করিবে। তাহার পরে ঐ পদ্ম মধ্যে শ্রীকৃষ্ণকে আবাহন পূর্ব্বক ছয় অঙ্গে ষড়ঙ্গন্যাস করিয়া মনঃ কল্পিত গন্ধাদি উপচার পঞ্চকে জলে তর্পণ করিয়া ধেনুমুদ্রা দেখাইবে ॥ ৩৩৪-৩৩৫ ॥

টীকা—এতস্মিন্ অব্জে, মানসান্ মনঃকল্পিতান্ গন্ধাদীন্ পঞ্চোপচারান্ ॥ ৩৩৫ ॥

তজ্জলং চামৃতং ধ্যাত্বা স্বমন্ত্রেণাভিমন্ত্র্য চ ।
অষ্টোত্তরশতং কৃষ্ণোত্তমাঙ্গে তর্পয়েৎ কৃতী ॥৩৩৬॥
ততশ্চ মূলমন্ত্রেণ বারান্ বৈ পঞ্চবিংশতিম্ ।
অভিজপ্তেনোদকেনাচমনং বিধিনাচরেৎ ॥ ৩৩৭ ॥

অনুবাদ—কৃতী ব্যক্তি সেই জলকে অমৃতচিন্তা করিয়া তাহার উপর নিজ ইষ্টমন্ত্র জপ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের শিরোদেশে ১০৮ বার তর্পণ করিবে তারপর জলের উপরিভাগে—মূলমন্ত্র ২৫ বার জপ করিয়া সেই জল দ্বারা আগে বলা নিয়ম অনুযায়ী আচমন করিবেন ॥ ৩৩৬-৩৩৭ ॥

টীকা—অমৃতরূপং চিন্তয়িত্বা, কৃতীত্যনেন আবরণতর্পণাদিকমুদ্রাসনঞ্চ পূর্ব্বানুসারেণ কুর্য্যাদেবেতি বোধ্যতে ॥ ৩৩৬ ॥

অথ বিশেষতো দেবাদি-তর্পণম্

পাদ্মে তত্রৈব—

ব্রহ্মাণং তর্পয়েৎ পূর্ব্বং বিষ্ণুং রুদ্রং প্রজাপতিম্ ।
দেবা যক্ষাস্তথা নাগা গন্ধর্ব্বাপ্সরসোঽসুরাঃ ॥৩৩৮॥
ক্রূরাঃ সর্পাঃ সুপর্ণাশ্চ তরবো জিহ্মগাঃ খগাঃ ।
বিদ্যাধরা জলাধারাস্তথৈবাকাশগামিনঃ ॥ ৩৩৯ ॥
নিরাহারাশ্চ যে জীবাঃ পাপকর্ম্মরতাশ্চ যে ।
তেষামাপ্যায়নায়ৈতৎ দীয়তে সলিলং ময়া ॥ ৩৪০ ॥
কৃতোপবীতী দেবে তু নিবীতী চ ভবেন্নরঃ ।
মানুষাংস্তর্পয়েদ্ভক্ত্যা ঋষিপুত্রান্ ঋষীংস্তথা ॥ ৩৪১ ॥
ওঁ সনকশ্চ সনন্দশ্চ তৃতীয়শ্চ সনাতনঃ ।
কপিলশ্চাসুরিশ্চৈব বোঢ়ুঃ পঞ্চশিখস্তথা ।
সর্ব্বে তে তৃপ্তিমায়ান্তু মদ্দত্তেনাম্বুনা সদা ॥ ৩৪২ ॥

অনুবাদ—পদ্মপুরাণে শ্রীব্যাস-অম্বরীষ-সংবাদে উক্ত হইয়াছে যে প্রথমে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র ও প্রজাপতির তর্পণ করিয়া পরে যক্ষগণ, গন্ধর্ব্বগণ, অপ্সরাগণ, অসুরগণ ক্রূর সর্পগণ, সুপর্ণগণ, তরুগণ, কুটিলগতি জীবগণ, বিহগগণ, বিদ্যাধরগণ, জলাধার সকল, আকাশগামীগণ, নিরাহারিগণ ও যাহারা পাপ কর্ম্মরত আমি ইহাদের সকলের তৃপ্তি বিধানের জন্য এই জল প্রদান করিলাম। দেবতর্পণে যজ্ঞসূত্রাদি দ্বারা বামস্কন্ধে উত্তরীয় ধারণ এবং অন্য তর্পণাদিতে কণ্ঠলম্বিত উত্তরীয় ধারণ বিধেয়। মনুষ্য, ঋষিপুত্র ও ঋষি সকলকেই ভক্তিসহকারে তর্পণ করিতে হইবে। তারপর সনক, সনন্দ, তৃতীয় সনাতন, কপিল, আসুরি বোঢ়ু ও পঞ্চশিখ —আমার দেওয়া এই জল দ্বারা সর্ব্বদা প্রীতি লাভ করুন এই বলিয়া তর্পণ করিতে হইবে ॥৩৩৮-৩৪২

মরীচিমত্র্যঙ্গিরসৌ পুলস্ত্যং পুলহং ক্রতুম্ ।
প্রচেতসং বশিষ্ঠঞ্চ ভৃগুং নারদমেব চ ।
দেবব্রহ্মঋষীন্ সর্ব্বাংস্তর্পয়েদক্ষতোদকৈঃ ॥ ৩৪৩ ॥

অনুবাদ—তারপর যবোদক দ্বারা মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, প্রচেতা, বশিষ্ট, ভৃগু, নারদ এবং দেবর্ষিগণ ও ব্রহ্মর্ষিগণের তর্পণ করা উচিত ॥ ৩৪৩ ॥

**অপসব্যং ততঃ কুর্য্যাৎ সব্যং জানু চ ভূতলে।
অগ্নিষ্বাত্তাস্তথা সৌম্যা বর্হিষ্মন্তস্তথোষ্মপাঃ ॥ ৩৪৪ ॥
কব্যানলৌ বর্হিষদস্তথা চৈবাজ্যপাঃ পুনঃ।
তর্পয়েৎ পিতৃভক্ত্যা চ সতিলোদক-চন্দনৈঃ ॥৩৪৫॥**

অনুবাদ—তারপর দক্ষিণস্কন্ধে পৈতা রাখিয়া বামহাঁটু মাটিতে রাখিয়া তিলসহ জল ও চন্দন দ্বারা পিতৃভক্তি অনুসারে অগ্নিষ্বাত্ত, সৌম্য, বর্হিষ্মান্ উষ্মপ, কব্যানল, বর্হিষদ্ ও আজ্যপনামা পিতৃবর্গের তর্পণ করিতে হইবে ॥ ৩৪৪-৩৪৫ ॥

———

**যমায় ধর্ম্মরাজায় মৃত্যবে চান্তকায় চ।
বৈবস্বতায় কালায় সর্ব্বভূতক্ষয়ায় চ ॥ ৩৪৬ ॥
ঔড়ুম্বরায় দধ্নায় নীলায় পরমেষ্ঠিনে।
বৃকোদরায় চিত্রায় চিত্রগুপ্তায় বৈ নমঃ ॥ ৩৪৭ ॥
দর্ভপাণিঃ সুপ্রযতঃ পিতৄন্ স্বান্ তর্পয়েত্ততঃ ॥৩৪৮॥
পিত্রাদীন্ নামগোত্রেণ তথা মাতামহানপি।
সন্তর্প্য বিধিনা সর্ব্বান্ ইমং মন্ত্রমুদীরয়েৎ ॥ ৩৪৯ ॥
যেঽবান্ধবা বান্ধবা বা যেঽন্যজন্মনি বান্ধবাঃ।
তে তৃপ্তিমখিলাং যান্তু
যে চাস্মত্তোয়কাঙ্ক্ষিণঃ ॥ ইতি ॥ ৩৫০ ॥**

অনুবাদ—এরপর যম, ধর্ম্মরাজ, মৃত্যু, অন্তক, বৈবস্বত, কাল সর্ব্বভূতক্ষয়, ঔড়ুম্বর দধ্ন, নীল, পরমেষ্ঠী, বৃকোদর চিত্র ও চিত্রগুপ্ত এই সকলকে তর্পণ করিবে। তাহার পরে সযত্নে হাতে কুশ লইয়া নিজ পিতৃবর্গের তর্পণ করিবে। পিতৃ প্রভৃতির ও মাতামহাদির নাম গোত্র উল্লেখ করিয়া যথা বিধানে তর্পণ করিয়া মূলে উক্ত 'যেঽবান্ধবা বান্ধবা বা .... চাস্মত্তোয়কাঙ্ক্ষণঃ' এই মন্ত্র পাঠ করিবে। মন্ত্রটির অর্থ নিম্নে দেওয়া হইল—যাঁহারা অবান্ধব বান্ধব ও যাঁহারা অন্যজন্মে বান্ধব ছিলেন এবং যাঁহারা আমার নিকট হইতে জল প্রত্যাশা করেন তাঁহারা সকলেই সর্ব্বথা প্রীতি লাভ করুন ॥ ৩৪৬-৩৫০ ॥

———

**সন্ধ্যোপাসনতঃ পূর্ব্বং কেচিদ্দেবাদিতর্পণম্।
মন্যন্তে সকৃদেবেদং পুরাণোক্তানুসারতঃ ॥ ৩৫১ ॥**

অনুবাদ—কূর্ম্ম ও পদ্মপুরাণের প্রমাণ অনুসারে কোন কোন ধীমান্ সন্ধ্যা উপাসনার আগে একবার মাত্র এই দেবাদির তর্পণের বিধান দিয়া থাকেন ॥ ৩৫১ ॥

টীকা—ইদং তত্তন্নামভির্বিশেষতো দেবাদিতর্পণং, তচ্চ সকৃদেব মন্যন্তে, ন তু সামান্যবিশেষাভ্যাং বারদ্বয়মিত্যর্থঃ। কুতঃ? পুরাণানি পাদ্মকৌর্ম্মাদীনি, তদুক্তানুসারাৎ ॥ ৩৫১ ॥

———

তথা চ পাদ্মে, স্নানে মৃদ্গ্রহণানন্তরম্—

**এবং স্নাত্বা ততঃ পশ্চাদাচম্য সুবিধানতঃ।
উত্থায় বাসসী শুক্লে শুদ্ধে তু পরিধায় বৈ।
ততস্তু তর্পণং কুর্য্যাৎ ত্রৈলোক্যাপ্যায়নায় বৈ ॥৩৫২॥**

অনুবাদ—এই উক্তির সমর্থনে পদ্মপুরাণে বর্ণিত হইয়াছে যে—স্নানবিষয়ে মাটি লইবার পর এইরূপ স্নানের পর সুবিধানে আচমন পূর্ব্বক জল হইতে উঠিয়া বিশুদ্ধ সাদাকাপড় ও ওড়না বা চাদর লইয়া ত্রিভুবনের তৃপ্তির জন্য তর্পণ করিবে ॥ ৩৫২ ॥

টীকা—ততস্তু তর্পণং কুর্য্যাদিতি সামান্যতস্তর্পণং ন স্যাৎ, তন্নিরস্তমেব ব্রহ্মাণমিত্যাদিবিশেষোক্তেঃ। তথা কৌর্ম্মেঽপি—'স্নাত্বা সন্তর্পয়েদ্দেবান্ ঋষীন্ পিতৃগণাংস্তথা। আচম্য মন্ত্রবিন্নিত্যং পুনরাচম্য বাগ্যতঃ॥ সংমার্জ্য মন্ত্রৈরাত্মানং কুশৈঃ সোদকবিন্দুভিঃ। আপোহিষ্ঠা ব্যাহৃতিভিঃ সাবিত্র্যা বারুণৈঃ শুভৈঃ॥ ওঁকারব্যাহৃতিযুতাং গায়ত্রীং বেদমাতরম্। জপ্ত্বা জলাঞ্জলিং দদ্যাৎ ভাস্করং প্রতি তন্মনাঃ॥' ইতি। ভাস্করোপস্থানঞ্চ সন্ধ্যোপাসনানন্তরম্; 'অথোপতিষ্ঠেদাদিত্যমুদয়ন্তং সমাহিতঃ', ইত্যাদিনা তত্রৈবোক্তমস্তি; এবং মতভেদঃ শাখাদি-ভেদেনোক্তঃ ॥ ৩৫২ ॥

———

অতএব শ্রীরামার্চ্চনচন্দ্রিকায়াম্—

**নিষ্পীড়য়িত্বা বস্ত্রন্তু পশ্চাৎ সন্ধ্যাং সমাচরেৎ।
অন্যথা কুরুতে যস্তু স্নানং তস্যাফলং ভবেৎ ॥৩৫৩**

অনুবাদ—শ্রীরামার্চ্চন চন্দ্রিকায় বর্ণিত হইয়াছে

যে, প্রথমে কাপড় নিংড়াইয়া পরে সন্ধ্যা করিবে নতুবা সন্ধ্যানিষ্ফল হইবে ॥ ৩৫৩ ॥

টীকা—নিষ্পীড়য়িত্বেত্যার্যং নিষ্পীড্য ॥৩৫৩॥

কিঞ্চ—

বস্ত্রং ত্রিগুণিতং যস্তু নিষ্পীড়য়তি মূঢ়ধীঃ।
বৃথা স্নানং ভবেত্তস্য নিষ্পীড়য়তি চাম্বুনি ॥৩৫৪॥

অনুবাদ—আরও বলা হইয়াছে—যে মন্দমতি কাপড়কে তিনভাঁজ করিয়া একত্র নিংড়ায় কিংবা জলের মধ্যে নিংড়ায় তাহার স্নান নিষ্ফল হয় ॥৩৫৪

টীকা—প্রসঙ্গাদ্বস্ত্রনিষ্পীড়নে বিধিবিশেষং শ্রীরামার্চ্চনচন্দ্রিকোক্তমেব লিখতি—বস্ত্রমিতি ॥৩৫৪॥

অথ স্নানাদৌ সদ্ভাবাপেক্ষা

কাশীখণ্ডে—

অপি সর্ব্বনদীতোয়ৈর্মৃৎকূটৈশ্চাথ গোরসৈঃ।
আপাতমাচরেচ্ছৌচং ভাবদুষ্টো ন শুদ্ধিভাক্ ॥৩৫৫
নক্তং দিনং নিমজ্জ্যাপ্সু কৈবর্ত্তাঃ কিমু পাবনাঃ।
শতশোঽপি তথা স্নাতা ন শুদ্ধা ভাবদূষিতাঃ ॥৩৫৬

অনুবাদ—এরপর স্নানাদিতে সদ্ভাবের অপেক্ষা—কাশীখণ্ডে বলা হইয়াছে—নাস্তিক ব্যক্তি আমরণ সকল নদীর জল মৃত্তিকারাশি ও গোময়দ্বারা শৌচ বিধান করিলেও শুদ্ধ হইতে পারে না। জেলেরা দিবারাত্র জলের মধ্যে থাকে তাহাতে কি তাহারা পবিত্র হয়? সেই প্রকার ভাব-দূষিত অর্থাৎ নাস্তিক-গণ শত শত বার স্নান করিলেও পবিত্র হইতে পারে না ॥ ৩৫৫-৩৫৬ ॥

টীকা—আপাতং মরণপর্য্যন্তমাচরন্নপি, ভাবদুষ্টো নাস্তিক ইত্যর্থঃ ॥ ৩৫৫ ॥

পাদ্মে বৈশাখমাহাত্ম্যে শ্রীনারদাম্বরীষ-সংবাদে—

পুণ্যেন গাঙ্গেন জলেন কালে
দেশেঽপি যঃ স্নানপরঃ কথঞ্চিৎ।
আজন্মনো ভাবহতোঽপি দাতা
ন শুধ্যতীত্যেব মতং মমৈতৎ ॥ ৩৫৭ ॥

প্রজ্বাল্য বহ্নিং ঘৃততৈলসিক্তং
প্রদক্ষিণাবর্ত্তশিখং স্বকালে।
প্রবিশ্য দগ্ধঃ কিল ভাবদুষ্টো
ন স্বর্গমাপ্নোতি ফলং ন চান্যৎ ॥ ৩৫৮ ॥

অনুবাদ—পদ্মপুরাণে বৈশাখ-মাহাত্ম্যে নারদ-অম্বরীষ-সংবাদে বলা হইয়াছে—আজন্ম নাস্তিক ব্যক্তি পবিত্র সময়ে, পুণ্য ক্ষেত্রে, পবিত্র জাহ্নবী জলে স্নানপূর্ব্বক দানশীল হইলেও শুচি হয় না। ইহাই আমার মত। নাস্তিকব্যক্তি স্বীয় আসন্ন মৃত্যুকালে ঘৃত তৈলসিক্ত অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া তাহার শিখা প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক তাহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া দগ্ধ হইলেও স্বর্গে যাইতে পারে না ও অন্য কোন ফল ও পায় না ॥ ৩৫৭-৩৫৮ ॥

অতএব ভবিষ্যোত্তরে—

যস্য হস্তৌ চ পাদৌ চ বাঙ্মনশ্চ সুসংযতম্।
বিদ্যাতপশ্চ কীর্ত্তিশ্চ স তীর্থফলমাপ্নুয়াৎ ॥৩৫৯॥
অশ্রদ্দধানঃ পাপাত্মা নাস্তিকোঽচ্ছিন্নসংশয়ঃ।
হেতুনিষ্ঠশ্চ পঞ্চৈতে ন তীর্থফলভাগিনঃ ॥ ৩৬০ ॥

ইতি শ্রীগোপালভট্টবিলিখিতে শ্রীভগবদ্ভক্তিবিলাসে শৌচীয়ো নাম তৃতীয়ো বিলাসঃ।

অনুবাদ—ভবিষ্যপুরাণের উত্তর ভাগে—বর্ণিত আছে—যে ব্যক্তির করদ্বয়, চরণদ্বয় বাক্য ও মন সুন্দর রূপে বশীভূত এবং যাঁহার বিদ্যা, তপঃ ও কীর্ত্তি আছে তিনিই তীর্থফল পান।

শ্রদ্ধাশূন্য, পাপী, নাস্তিক, সন্দিগ্ধচিত্ত ও কুতর্ক নিষ্ঠা এই পাঁচ প্রকার লোক তীর্থফল লাভ করে না ॥ ৩৫৯-৩৬০ ॥

টীকা — যস্যেতি — হস্তাদি-সংযমেন তীর্থে পাপানুৎপত্তেঃ বিদ্যাদিনা চ শ্রদ্ধাবিশেষাদুৎপত্তের্যথোক্তফললাভঃ স্যাদিত্যর্থঃ ॥ ৩৫৯ ॥

ইতি শ্রীভগবদ্ভক্তিবিলাস-টীকায়াং দিগ্দর্শিন্যাং তৃতীয়ো বিলাসঃ।
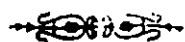
চতুর্থ-বিলাসঃ

স্নাত্বা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যনামতীর্থোত্তমে সকৃৎ।
নিত্যাশুচিঃ শুচীন্দ্রঃ সন্ স্বধর্ম্ম বক্তুমর্হতি ॥ ১ ॥

অনুবাদ—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নামরূপ উত্তমতীর্থে একবার মাত্র স্নান করিয়া অশুচিজনও নিত্য শুচিগণ মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইয়া স্বধর্ম্ম কথনে সমর্থ হন ॥ ১ ॥

টীকা—এতাদৃশ-স্নানাদপি শ্রীভগবন্নামসেবনমেব পরমশোধনমিত্যভিপ্রেত্য তেন চানধিকারিণোঽপ্যাত্মনো ভগবদ্ধর্ম্মলিখনে যোগ্যতাং সম্ভাবয়ন্ লিখতি—স্নাত্বেতি। শ্রীকৃষ্ণচৈতনেতি নাম্নৈব তীর্থোত্তমং, তস্মিন্ সকৃদপি স্নাত্বা কদাচিত্তৎ সেবিত্বেত্যর্থঃ। নিত্যাশুচিঃ জাত্যাদিনা পরমাপবিত্রোঽপি জনঃ শুচিগণশ্রেষ্ঠঃ সন্ বক্তুমর্হতি প্রবচনযোগ্যো ভবতীত্যর্থঃ ॥ ১ ॥

অথ স্বগৃহমাগচ্ছেদাদৌ নত্বেষ্টদেবতাম্।
গুরূন্ জ্যেষ্ঠাংশ্চ পুষ্পৈধঃকুশাম্ভোধারকেতরান্ ॥২॥

অনুবাদ—তারপর অর্থাৎ স্নানতর্পণাদির পর প্রথমতঃ ইষ্টদেবতাকে এবং যাঁহারা পূজার নিমিত্ত ফুল, যজ্ঞের নিমিত্ত কাষ্ঠ, কুশ এবং জল আনিতেছেন সেই সমস্ত ব্যক্তি ব্যতীত অন্য গুরুজনগণকে এবং জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিগণকে প্রণাম পূর্ব্বক নিজ গৃহে আসিবে ॥২

টীকা—এধঃ কাষ্ঠম্; পুষ্পাদীনাং ধারকেভ্য ইতরান্ অন্যান্; তথা চ বৃহন্নারদীয়ে সদাচারপ্রসঙ্গে—'তথা স্নানং প্রকুর্ব্বন্তং সমিৎ-পুষ্পহরং তথা। উদপাত্রধরঞ্চৈব ভুঞ্জন্তং নাভিবাদয়েৎ ॥' ইতি ॥ ২ ॥

তথা চ শ্রীনৃসিংহপুরাণে—

জলে দেবং নমস্কৃত্য ততো গচ্ছেদ্‌গৃহং পুমান্।
পৌরুষেণ তু সূক্তেন ততো বিষ্ণুং সমর্চ্চয়েৎ ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—শ্রীনৃসিংহ-পুরাণে এই উক্তির সমর্থন যথা—মানুষ জলের মধ্যে দেবতাকে প্রণাম করতঃ গৃহে গমন করিবে এবং তারপর পুরুষসূক্ত মন্ত্র দ্বারা শ্রীবিষ্ণুর পূজা করিবে ॥ ৩ ॥

অথ শ্রীভগবন্মন্দির-সংস্কারঃ

মন্দিরং মার্জ্জয়েদ্বিষ্ণোর্বিধায়াচমনাদিকম্।
কৃষ্ণং পশ্যন্ কীর্ত্তয়ংশ্চ দাস্যেনাত্মানমর্পয়েৎ ॥ ৪ ॥
শুদ্ধং গোময়মাদায় ততো মৃৎস্নাং জলং তথা।
ভক্ত্যা তৎপরিতো লিম্পেদভ্যুক্ষেচ্চ তদঙ্গনম্ ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—অতঃপর শ্রীভগবৎ মন্দির মার্জ্জনাদির কথা বলা হইতেছে—আচমনাদি কার্য্য সমাপ্ত হইলে শ্রীবিষ্ণুর মন্দিরমার্জ্জন সেবা করিতে হইবে, তারপর শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন এবং তাঁহার নামগুণ কীর্ত্তন করিতে করিতে আত্মসমর্পণ করিতে হইবে। তারপর শুদ্ধ গোময়, উৎকৃষ্ট মৃত্তিকা ও জল লইয়া শ্রীমন্দিরের চারিধার লেপন এবং মন্দির প্রাঙ্গণে গোময়-মিশ্রিত জলের ছিটা দিতে হইবে ॥ ৪-৫ ॥

টীকা—তৎ বিষ্ণুমন্দিরং, তস্যাঙ্গনম্ অভ্যুক্ষেচ্চ ॥ ৫ ॥

তথা চ নবমস্কন্ধে (৪।১৮) শ্রীমদম্বরীষোপাখ্যানে—

স বৈ মনঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়ো-
র্বচাংসি বৈকুণ্ঠগুণানুবর্ণনে।
করৌ হরের্মন্দিরমার্জ্জনাদিষু
শ্রুতিং চকারাচ্যুতসৎকথোদয়ে ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—এই উক্তির সমর্থনে শ্রীমদ্ভাগবতের নবমস্কন্ধস্থ শ্রীমৎ অম্বরীষের নাম স্মরণ করা হইয়াছে—সেই রাজর্ষি অম্বরীষ শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে মনকে, বৈকুণ্ঠ-গুণানুবর্ণনে বাক্যসমূহকে, শ্রীহরিমন্দির মার্জ্জনাদিতে নিজহস্তদ্বয়কে এবং অচ্যুতের গুণগাথা শ্রবণের জন্য কর্ণযুগলকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন ॥৬॥

টীকা—আদিশব্দেন উপলেপনাদীনি, শ্রুতিং শ্রোত্রম্, অচ্যুতস্য সৎকথানাম্ উদয়ে শ্রবণে প্রাদুর্ভাবে বা চকার ॥ ৬ ॥

একাদশস্কন্ধে চ (১১।৩৯) শ্রীভগবদুদ্ধব-সংবাদ ভগবদ্ধর্ম্মকথনে—

সংমার্জ্জনোপলেপাভ্যাং সেকমণ্ডলবর্ত্তনৈঃ।
গৃহশুশ্রূষণং মহ্যং দাসবদ্‌যদমায়য়া ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—একাদশ স্কন্ধেও শ্রীভগবৎ-উদ্ধব-সংবাদে ভগবদ্ধর্ম্ম-বর্ণন-প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে—সংমার্জ্জন, গোময় লেপন, জলসেক ও সর্ব্বতোভদ্র মণ্ডলাদি প্রস্তুত করণ ইত্যাদি কার্য্যদ্বারা ভৃত্যের মত অকপটে আমার গৃহ শুশ্রূষা করিবে ॥ ৭ ॥

টীকা—সংমার্জ্জনং রজসোঽপাকরণম্, উপলেপঃ গোময়োদকাদিভিরালেপনং, সেকঃ তৈরেব প্রোক্ষণং, মণ্ডলবর্ত্তনং সর্ব্বতোভদ্রাদিরচনং, মহ্যং মম গৃহ-শুশ্রূষণম্ আলয়সংস্কারঃ ॥ ৭ ॥

অথ তত্র সংমার্জ্জন-মাহাত্ম্যম্

শ্রীনৃসিংহপুরাণে—

নরসিংহগৃহে নিত্যং যঃ সংমার্জ্জনমাচরেৎ।
সমস্তপাপনির্ম্মুক্তো বিষ্ণুলোকে স মোদতে ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—শ্রীনৃসিংহপুরাণে বলা হইয়াছে—যিনি প্রতিদিন শ্রীনৃসিংহদেবের গৃহ মার্জ্জন করেন, তিনি সর্ব্ববিধ পাপ মুক্ত হইয়া বিষ্ণুলোকে গিয়া পরমানন্দ ভোগ করেন ॥ ৮ ॥

শ্রীবিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে—

সংমার্জ্জনন্তু যঃ কুর্য্যাৎ পুরুষঃ কেশবালয়ে।
রজস্তমোভ্যাং নির্ম্মুক্তঃ সঃ ভবেন্নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৯ ॥
পাংশূনাং যাবতাং রাজন্ কুর্য্যাৎ সংমার্জ্জনং নরঃ।
তাবন্ত্যব্দানি স সুখী নাকমাসাদ্য মোদতে ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—শ্রীবিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে বর্ণিত হইয়াছে—যে ব্যক্তি শ্রীকেশবের মন্দির সংমার্জ্জন করেন, তিনি রজোগুণ ও তমোগুণ হইতে মুক্ত হন ইহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। হে রাজন্—মানুষ শ্রীমন্দিরের যে পরিমাণ ধূলি পরিষ্কার করিবেন তত বৎসর পর্য্যন্ত তিনি স্বর্গলোকে থাকিয়া দিব্য আনন্দানুভব করিবেন ॥ ৯-১০ ॥

শ্রীবারাহে—

যাবৎকানি প্রহারাণি ভূমিসম্মার্জ্জনে দদুঃ।
তাবদ্বর্ষসহস্রাণি শাকদ্বীপে মহীয়তে ॥ ১১ ॥
জায়তে মম ভক্তশ্চ সর্ব্বধর্ম্মসমন্বিতঃ।
শুচির্ভাগবতঃ শুদ্ধো হ্যপরাধবিবর্জ্জিতঃ ॥ ১২ ॥
ততো ভুক্ত্বা সর্ব্বভোগান্ তীর্ত্বা সংসারসাগরম্।
শাকদ্বীপাৎ পরিভ্রষ্টঃ স্বর্গলোকং স গচ্ছতি ॥ ১৩ ॥
নন্দনং বনমাশ্রিত্য মোদতে চাপ্সরৈঃ সহ।
নন্দনাচ্চ পরিভ্রষ্টো মম কর্ম্মব্যবস্থিতঃ।
সর্ব্বসঙ্গান্ পরিত্যজ্য মম লোকন্তু গচ্ছতি ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ—শ্রীবরাহ-পুরাণে বলা হইয়াছে—বরাহদেব পৃথিবীকে বলিতেছেন—হে পৃথিবি! যিনি ভূমি পরিষ্কার করার সময় ঝাঁটাদিয়া যতবার ভূমিতে আঘাত করিয়াছেন, তিনি তত হাজার বৎসর শাক-দ্বীপে আনন্দানুভব করিবেন। তারপর আমার ভক্তরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া সর্ব্বধর্ম্ম সম্পন্ন, শুচি, ভাগবত, শুদ্ধ, অপরাধরহিত হইবেন। এই ভাবে ভোগসমূহ ভোগ করিয়া সংসারসাগর পার হইয়া শাকদ্বীপ হইতে পরিভ্রষ্ট হইবার পর স্বর্গলোকে গমন করিবেন। তথায় নন্দনকাননে বাস করিয়া অপ্সরাগণের সহিত আনন্দানুভব করিবেন তারপর সেখান হইতে আমার ভক্তিতে নিষ্ঠাপ্রাপ্ত হইয়া সকল বিষয়াসক্তি পরিত্যাগ করিয়া আমার শ্রীধামে গমন করিবেন ॥ ১১-১৪ ॥

টীকা—যাবৎকানি প্রহারাণি নপুংসকত্বমার্ষং, যাবতঃ সংমার্জ্জন্যা প্রহারান্, ভূমেঃ সংমার্জ্জনে, হে ভূমীতি পৃথক্ পদং বা ॥ ১১ ॥

টীকা—মম কর্ম্মব্যবস্থিতঃ মদ্ভক্তিনিষ্ঠঃ সন্নিত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥

অথোপলেপন-মহাত্ম্যম্

তত্রৈব—

গোময়ং গৃহ্য বৈ ভূমি মম বেশ্মোপলেপয়েৎ।
যাবতস্তু পদাংস্তত্র সমন্তাদুপলেপয়েৎ।
তাবদ্বর্ষসহস্রাণি মদ্ভক্তো জায়তে তথা ॥ ১৫ ॥
সমীপে যদি বা দূরে যশ্চালয়তি গোময়ম্।
যাবতস্য পদাগ্রাণি তাবৎ স্বর্গে মহীয়তে ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ—বরাহদেব বলিতেছেন হে পৃথিবি! গোময় গ্রহণ করিয়া আমার মন্দির লেপন করিবে। মন্দিরের চারিপাশে যত পদ লেপন করিবে তত

সহস্রবৎসর আমার ভক্ত হইয়া তথায় বাস করিবে। নিকটে বা দূরে যিনি গোবর দিয়া আমার মন্দির সংস্কার করেন, তাঁহার লেপন-কার্য্যের সময় ভূমিতে যতবার পা পড়িবে তিনি তত বৎসর পর্য্যন্ত স্বর্গে আনন্দে ভোগ করিবেন ॥ ১৫-১৬ ॥

টীকা—গৃহ্য গৃহীত্বা, যাবতঃ পদানিতি পুংস্ত্বমার্ষম্ ॥ ১৫ ॥

শাল্মলৌ তৎপরিভ্রষ্টো রাজা ভবতি ধার্ম্মিকঃ।
মদ্ভক্তশ্চৈব জায়েত সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদঃ ॥ ১৭ ॥
যশ্চালেপয়তে ভূমিং গোময়েন দৃঢ়ব্রতঃ।
তস্য দৃষ্ট্বানুলেপন্তু মম তুষ্টিঃ প্রজায়তে ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ—তারপর সেখানকার ভোগকাল শেষ হইলে শাল্মলিদ্বীপে ধার্ম্মিকরাজা ও আমার ভক্ত হইয়া সর্ব্বশাস্ত্র পারঙ্গম হইবেন। যিনি একান্ত ব্রত-নিষ্ঠ হইয়া গোবর দিয়া ভূমি লেপন করেন তাঁহার সেই লেপন কার্য্য দেখিয়া আমার আনন্দ হয় ॥১৭-১৮

টীকা—তস্মাৎ স্বর্গাৎ পরিভ্রষ্টঃ সন্ ॥ ১৭ ॥

গোশ্চ যস্যাঃ পুরীষেণ ক্রিয়তে ভূমিলেপনম্।
একেনৈব তু লেপেন গোযোন্যা বিপ্রমুচ্যতে ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ—যে গাভীর গোময় দ্বারা ভূমি লেপন করা হয় সেই ধেনুও একবার লেপন মাত্রই বিশেষ-ভাবে গোদেহ হইতে মুক্ত হয় ॥ ১৯ ॥

টীকা—সা গৌবিশেষেণ প্রকর্ষেণ চ মুচ্যতে, গোলোকং যাবতীত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥

স্থানোপলেপনে ভূমে সলিলং যো দদাতি মে।
তস্য পুণ্যং মহাভাগে শৃণু তত্ত্বেন নিষ্কলম্ ॥ ২০ ॥
যাবন্তি জলবিন্দুনি লিপ্যমানস্য সুন্দরি।
তাবদ্বর্ষসহস্রাণি স্বর্গলোকে মহীয়তে ॥ ২১ ॥
যাবন্তো বিন্দবঃ কেচিৎ পানীয়স্য বসুন্ধরে।
তাবদ্বর্ষসহস্রাণি ক্রৌঞ্চদ্বীপে মহীয়তে ॥ ২২ ॥

অনুবাদ—হে পৃথ্বি! আমার মন্দির লেপনের সময় যে ব্যক্তি জল দেয়, হে মহাভাগে! তার প্রাপ্য অমল পুণ্য শ্রবণ কর। হে সুন্দরি! লেপনকারী ব্যক্তি যতসংখ্যক জলবিন্দু দান করেন, তিনি তত সহস্র বৎসর স্বর্গলোকে আনন্দানুভব করেন। হে বসুন্ধরে! কোন ব্যক্তি লেপন কার্য্যের জন্য জল প্রদান করিলে তাহাতে যত সংখ্যক জলবিন্দু থাকিতে পারে তিনি তত সহস্র বৎসর ক্রৌঞ্চদ্বীপে পূজিত হয়েন ॥ ২০-২২ ॥

টীকা—নিষ্কলং শুদ্ধম্ ॥ ২০ ॥

টীকা—যাবন্তি জলবিন্দুনীতি নপুংসকত্বমার্ষং, স্থানস্য লিপ্যমানস্য সতঃ, যত্র যাবন্তো জলবিন্দবো ভবন্তীত্যর্থঃ ॥ ২১-২২ ॥

ক্রৌঞ্চদ্বীপাৎ পরিভ্রষ্টঃ সর্ব্বধর্ম্মপরায়ণঃ।
সর্ব্বসঙ্গান্ পরিত্যজ্য মম লোকঞ্চ গচ্ছতি ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ—তারপর ক্রৌঞ্চদ্বীপ থেকে পরিভ্রষ্ট হইয়া সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্মপরায়ণ হইয়া সকল বিষয়া-সক্তি ত্যাগ করিয়া আমার লোকে গমন করে ॥২৩॥

টীকা—পশ্চাচ্চ স্বর্গাৎ পরিভ্রষ্টঃ সন্ ক্রৌঞ্চদ্বীপে গতো মহীয়তে তত্রত্যৈঃ পূজ্যত ইত্যর্থঃ ॥ ২৩ ॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে—

কৃত্বোপলেপনং বিষ্ণোর্নরস্ত্বায়তনে সদা।
গোময়েন শুভাঁল্লোকানযত্নাদেব গচ্ছতি ॥ ২৪ ॥
হস্তপ্রমাণং ভূভাগমুপলিপ্য নরাধিপঃ।
দেবরামাশতং নাকে লভতে সততং নরঃ ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ—শ্রীবিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে বর্ণিত হইয়াছে—শ্রীবিষ্ণুমন্দির গোময় দ্বারা সর্ব্বদা উপলেপন করিয়া অনায়াসে শুভলোক পাওয়া যায়। একহস্ত পরিমিত ভূ-ভাগ লেপন করিয়া রাজা হইয়া স্বর্গে গমন পূর্ব্বক সেখানে শত শত দেবরমণী প্রাপ্ত হয় ॥ ২৩-২৫ ॥

নারসিংহে—

গোময়েন মৃদা তোয়ৈর্যঃ কুর্য্যাদুপলেপনম্।
চান্দ্রায়ণফলং প্রাপ্য বিষ্ণুলোকে মহীয়তে ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ—শ্রীনৃসিংহ পুরাণে কথিত হইয়াছে—

যিনি গোময় মাটি এবং জল দিয়া লেপন করেন তিনি চান্দ্রায়ণ ব্রতের ফল প্রাপ্ত হইয়া বিষ্ণুলোকে আনন্দ-ভোগ করেন ॥ ২৬ ॥

তত্রৈব শ্রীধর্ম্মরাজস্য দূতানুশাসনে—

সংমার্জ্জনং যঃ কুরুতে গোময়েনোপলেপনম্।
করোতি ভবনে বিষ্ণোস্ত্যাজ্যং তেষাং কুলত্রয়ম্ ॥২৭॥

অনুবাদ—ঐ গ্রন্থেই ধর্ম্মরাজের দূতানুশাসনে উক্ত হইয়াছে, যমরাজ বলিতেছেন—হে দূতগণ! যিনি শ্রীবিষ্ণুমন্দির সংমার্জ্জন ও গোময়দ্বারা উপলেপন করেন তাঁহাদের পিতৃকুল মাতৃকুল ও ভার্য্যাকুলকে পরিত্যাগ করিবে। আমার নিকট আনিবে না ॥ ২৭ ॥

টীকা—উপলেপকস্য পাপক্ষয়াদিকং কিং বাচ্যং, তস্য সম্বন্ধিনামপি তথৈব স্যাদিতি লিখতি—সংমার্জ্জনমিতি কুলত্রয়ং পিতৃকুলং মাতৃকুলং ভার্য্যাকুলং চেতি ॥ ২৭ ॥

অথাভ্যুক্ষণ-মাহাত্ম্যম্

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে—

অভ্যুক্ষণন্তু যঃ কুর্য্যাৎ পানীয়েন সুরালয়ে।
স শান্ততাপো ভবতি নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ২৮ ॥
অভ্যুক্ষণন্তু যঃ কুর্য্যাদ্দেবদেবাজিরে নরঃ।
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তো
বারুণং লোকমশ্নুতে ॥ ইতি ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ—অতঃপর অভ্যুক্ষণ অর্থাৎ জল সেচন মাহাত্ম্য বলা হইতেছে—যিনি দেবমন্দিরে জলছিটা দেন তিনি সন্তাপ রহিত হন, এ বিষয়ে বিচারের অপেক্ষা নাই। যিনি দেবদেবের মন্দিরাঙ্গন জল দ্বারা ধৌত করেন তিনি সকল পাপ হইতে নিস্তার লাভ করিয়া বরুণলোক প্রাপ্ত হন ॥ ২৮-২৯ ॥

টীকা—দেবদেবস্য অজিরে অঙ্গনে ॥ ২৯ ॥

সর্ব্বতোভদ্রপদ্মাদীনভিজ্ঞঃ স্বস্তিকানি চ।
বিরচয্য বিচিত্রাণি মণ্ডলৈর্হরিমন্দিরম্ ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ—অভিজ্ঞব্যক্তি সর্ব্বতোভদ্র ও পদ্মাদি-মণ্ডল এবং স্বস্তিকাদি নির্ম্মাণ করিয়া শ্রীহরিমন্দির চিত্র বিচিত্র অর্থাৎ শ্রীমন্দিরে শোভা বৈচিত্র্য আনয়ন করিবেন ॥ ৩০ ॥

তথা চ নারসিংহে—

সংমার্জ্জনোপলেপাভ্যাং রঙ্গপদ্মাদিশোভনম্।
কুর্য্যাৎ স্থানং মহাবিষ্ণোঃ
সোজ্জ্বলাঙ্গং মুদান্বিতঃ ॥ ৩১ ॥

অনুবাদ—এই বিষয়ে শ্রীনৃসিংহপুরাণে—আহ্লাদিত মনে মহাবিষ্ণুর শ্রীমন্দির বিচিত্রবর্ণ চূর্ণে বিরচিত পদ্মাদি অঙ্কন দ্বারা সুসজ্জিত এবং সংমার্জ্জন ও উপলেপন দ্বারা মন্দিরের ভিত্তি ও প্রাচীরাদি উজ্জ্বল করিতে হইবে ॥ ৩১ ॥

টীকা—রঙ্গং বিবিধবর্ণচিত্রং পদ্মাদি চ; যদ্বা, রঙ্গৈর্বিচিত্রবর্ণচূর্ণৈর্যৎ পদ্মাদি তেন শোভিতম্; আদি-শব্দেন স্বস্তিকাদি, উজ্জ্বলানি শোভনানি অঙ্গানি ভিত্তি-প্রাকারাদীনি তৎসহিতঞ্চ কুর্য্যাৎ। অঙ্গান্যপি বিভূষয়েদিত্যর্থঃ; ক্রিয়াবিশেষণং বা, তথাপি স এবার্থঃ ॥ ৩১ ॥

অথ মণ্ডলমাহাত্ম্যম্

স্কন্দপুরাণে কার্ত্তিকপ্রসঙ্গে—

অগম্যা-গমনে পাপমভক্ষ্যস্য চ ভক্ষণে।
সর্ব্বং তন্নাশমাপ্নোতি মণ্ডয়িত্বা হরের্গৃহম্ ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ—স্কন্দপুরাণে—কার্ত্তিকব্রত-প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে—অগম্যাগমনে এবং অভক্ষ্য ভক্ষণে যে পাপ হয় শ্রীহরিমন্দিরের সাজসজ্জা করিলে সেই সকল পাপ দূরীভূত হয় ॥ ৩২ ॥

অণুমাত্রন্তু যঃ কুর্য্যান্মণ্ডলং কেশবাগ্রতঃ।
মৃদা ধাতুবিকারৈশ্চ দিবি কল্পশতং বসেৎ ॥ ৩৩ ॥
শালগ্রামশিলাগ্রে তু যঃ কুর্য্যাৎ স্বস্তিকং শুভম্।
কার্ত্তিকে তু বিশেষেণ পুনাত্যাসপ্তমং কুলম্ ॥ ৩৪ ॥

অনুবাদ—শ্রীকেশবের অগ্রভাগে—মাটি কিংবা

ধাতু নির্ম্মিতদ্রব্য দ্বারা যিনি কিঞ্চিৎ মাত্রও মণ্ডল রচনা করেন, তিনি শতকল্প সুরলোকে বাস করেন। যিনি শালগ্রামশিলার সম্মুখে মঙ্গলস্বরূপ স্বস্তিক নির্ম্মাণ করেন বিশেষতঃ কার্ত্তিক মাসে, তিনি নিজের সাতকুল পর্য্যন্ত পবিত্র করেন ॥ ৩৩-৩৪ ॥

মণ্ডলং কুরুতে নিত্যং যা নারী কেশবাগ্রতঃ।
সপ্ত জন্মানি বৈধব্যং ন প্রাপ্নোতি কদাচন ॥ ৩৫ ॥
গৃহীত্বা গোময়ং যা তু মণ্ডলং কেশবাগ্রতঃ।
ভর্ত্তৃবিয়োগং নাপ্নোতি সন্ততেশ্চ ধনস্য চ ॥ ৩৬ ॥

অনুবাদ—যে নারী প্রতিদিন শ্রীকেশবের নিকট মণ্ডলনির্ম্মাণ করেন তিনি সপ্তজন্ম মধ্যে কখনও বৈধব্য ভোগ করিবেন না। যে নারী গোময় লইয়া শ্রীকেশবের অগ্রে মণ্ডলরচনা করেন তাঁহার কখনও স্বামী সন্তান ও ধন বিয়োগ হয় না ॥ ৩৫-৩৬ ॥

টীকা—মণ্ডলং সর্ব্বতোভদ্রাদি, কেশবাগ্রতো মণ্ডলং করোতীতি শেষঃ। কুরুত ইতি পূর্ব্বেণৈবানুষঙ্গঃ ॥ ৩৩-৩৫ ॥

প্রাঙ্গণং বর্ণকোপেতং স্বস্তিকৈশ্চ সমন্বিতম্।
দেবস্য কুরুতে যস্তু ক্রীড়তে ভুবনত্রয়ে ॥ ৩৭ ॥

অনুবাদ—যিনি দেবপ্রাঙ্গণকে বিচিত্র বর্ণ সংযুক্ত এবং স্বস্তিকাদি দ্বারা সজ্জিত করেন, তিনি ত্রিভুবনে সানন্দে বিহার করেন ॥ ৩৭ ॥

নারদীয়ে—
মৃদা ধাতুবিকারৈর্বা বর্ণকৈর্গোময়েন বা।
উপলেপনকৃদ্যস্তু নরো বৈমানিকো ভবেৎ ॥ ৩৮ ॥

অনুবাদ—শ্রীনারদীয় পুরাণে বলা হইয়াছে—যে মনুষ্য মৃত্তিকা, ধাতুবিকার বিবিধবর্ণ ও গোবর দ্বারা শ্রীহরিমন্দির উপলেপেন করেন তিনি বিমান-বিহারী দেবস্বরূপ হন ॥ ৩৮ ॥

টীকা—উপলেপনং মণ্ডলাদিকং করোতীতি তথা সঃ ॥ ৩৮ ॥

হরিভক্তিসুধোদয়ে চ—
উপলিপ্যালয়ং বিষ্ণোশ্চিত্রয়িত্বাথ বর্ণকৈঃ।
বিষ্ণুলোকেঽথ তত্রস্থৈঃ সম্প্রহৃং বীক্ষ্যতে সুখী ॥৩৯॥

অনুবাদ—শ্রীহরিভক্তি সুধোদয়েও বর্ণিত হইয়াছে—যিনি শ্রীবিষ্ণুর মন্দির লেপন ও বিবিধ বর্ণ দ্বারা শোভিত করেন তিনি সুখীহন এবং বিষ্ণুলোক-বাসীগণ সানন্দে তাঁহাকে দর্শন করেন ॥ ৩৯ ॥

অথ স্বস্তিকলক্ষণম্

আগমে—
বিদিগ্‌গতচতুষ্কাণি ভিত্ত্বা ষোড়শধা সুধীঃ।
মার্জ্জয়েৎ স্বস্তিকাকারং শ্বেতপীতারুণাসিতৈঃ ॥৪০॥

অনুবাদ—আগমে উক্ত হইয়াছে—বুদ্ধিমানব্যক্তি চারিকোণের চারি চতুষ্কোণকে ষোলভাগে ভাগ করিয়া—সাদা, হলদে, লাল ও কালো রঙের গুঁড়া দিয়া স্বস্তিকাকারে লেপন করিবেন ॥ ৪০ ॥

তত্র চ পঞ্চরাত্রবচনম্—
রজাংসি পঞ্চবর্ণানি মণ্ডলার্থং হি কারয়েৎ।
শালিতণ্ডুলচূর্ণেন শুক্লং বা যবসম্ভবম্ ॥ ৪১ ॥
রক্তকুঙ্কুমসিন্দূরগৈরিকাদিসমুদ্ভবম্।
হরিতালোদ্ভবং পীতং রজনীসম্ভবং ক্বচিৎ।
কৃষ্ণং দগ্ধৈর্হরিদ্‌যবৈর্হরিৎপীতৈর্বিমিশ্রিতম্ ॥ ৪২ ॥

অনুবাদ—এই বিষয়ে পঞ্চরাত্র বচন—মণ্ডলের জন্য পঞ্চবর্ণের চূর্ণ নির্ম্মাণ করাইবে। শালিতণ্ডুল-চূর্ণ কিংবা যবচূর্ণ দ্বারা শুভ্র, লালবর্ণ দ্বারা কুঙ্কুম সিন্দুর অথবা গৈরিকাদি দ্রব্যজাত দ্বারা লাল, হরি-তাল অথবা কোথাও বা হলুদ গুঁড়া দিয়া পীত, দগ্ধ হরিৎ বর্ণের যব দ্বারা কৃষ্ণ, আর দগ্ধ হরিদ্বর্ণ যব-চূর্ণে পীতবর্ণ সংযোগ করিলে হরিদ্বর্ণ হয় ॥৪১-৪২॥

টীকা—শ্বেতাদিবর্ণৈশ্চূর্ণৈঃ হরিদ্‌যবৈর্হরিদ্বর্ণযবৈর্দগ্ধৈঃ কৃষ্ণবর্ণং স্যাৎ, তচ্চ পীতৈর্বিমিশ্রিতং হরি-দ্বর্ণং স্যাদিত্যর্থঃ; এবং বর্ণপঞ্চকমুক্তম্ ॥ ৪০-৪২ ॥

অথ তত্র ধ্বজপতাকাদ্যারোপণম্

ততো ধ্বজপতাকাদি বিন্যস্য হরিমন্দিরে।
বিচিত্রং ভূষয়েত্তচ্চ ভগবদ্ভক্তিমাম্নরঃ ॥ ৪৩ ॥

অনুবাদ—অতঃপর শ্রীহরিমন্দিরে ধ্বজপতাকাদি আরোপণ মাহাত্ম্য—তারপর ভগবদ্ভক্তব্যক্তি শ্রীবিষ্ণুমন্দিরে ধ্বজপতাকাদি আরোপণ করিয়া বিচিত্ররূপে সজ্জিত করিবেন ॥ ৪৩ ॥

টীকা—তৎ হরিমন্দিরঞ্চ বিচিত্রং যথা স্যাত্তথা ভূষয়েৎ ॥ ৪৩ ॥

অথ ধ্বজারোপণ-মাহাত্ম্যম্

স্কন্দপুরাণে দ্বারকামাহাত্ম্যে শ্রীমার্কণ্ডেয়-প্রদ্যুম্ন সংবাদে—

ধ্বজমারোপয়েদ্‌যস্তু প্রাসাদোপরি ভক্তিতঃ।
তস্য ব্রহ্মপদে বাসঃ ক্রীড়তে ব্রহ্মণা সহ ॥ ৪৪ ॥

অনুবাদ—এরপর ধ্বজারোপণ-মাহাত্ম্য স্কন্দ-পুরাণে দ্বারকামাহাত্ম্যে শ্রীমার্কণ্ডেয়-প্রদ্যুম্ন-সংবাদে —যে ব্যক্তি ভক্তিসহকারে শ্রীবিষ্ণুমন্দিরের উপরে ধ্বজদণ্ড আরোপণ করেন, তাঁহার ব্রহ্মলোকে বাস হয় এবং তিনি ব্রহ্মার সহিত ক্রীড়া করেন ॥ ৪৪ ॥

বৃহন্নারদীয়ে—

যঃ কুর্য্যাদ্বিষ্ণুভবনে ধ্বজারোপণমুত্তমম্।
স পূজ্যতে বিরিঞ্চ্যাদ্যৈঃ কিমন্যৈর্বহুভাষিতৈঃ ॥৪৫॥

তত্রৈবাগ্রে চ—

পটো ধ্বজস্য বিপ্রেন্দ্র যাবচ্চলতি বায়ুনা।
তাবন্তি পাপজালানি নশ্যন্ত্যেব ন সংশয়ঃ ॥ ৪৬ ॥
মহাপাতকযুক্তো বা যুক্তো বা সর্ব্বপাতকৈঃ।
ধ্বজং বিষ্ণুগৃহে কৃত্বা সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ৪৭ ॥

অনুবাদ—বৃহৎ নারদীয়পুরাণেও বলা হইয়াছে —যিনি শ্রীবিষ্ণুমন্দিরে উত্তম ধ্বজদণ্ড আরোপণ করেন, ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবরুন্দ তাঁহার পূজা করেন, বেশী আর কি বলিব? উহাতেই আরও বলা হইয়াছে—হে বিপ্রবর! ধ্বজদণ্ডের বস্ত্র বায়ু দ্বারা যত বিচলিত হয় পাপসমূহও তত বিনষ্ট হয়, ইহাতে সংশয় নাই। মহাপাতক বা অতিপাতকযুক্তই হোক বিষ্ণুমন্দিরে ধ্বজদণ্ড আরোপ করিলে সর্ব্বপ্রকার পাতক হইতে মুক্ত হয় ॥ ৪৫-৪৭ ॥

আরোপিতং ধ্বজং দৃষ্ট্বা যেঽভিনন্দন্তি ধার্ম্মিকাঃ।
তেঽপি সদ্যো বিমুচ্যন্তে
হ্যপপাতককোটিভিঃ ॥ ইতি ॥ ৪৮ ॥

অনুবাদ—যে সমস্ত ধার্ম্মিক ব্যক্তি শ্রীবিষ্ণুগৃহে আরোপিত ধ্বজদণ্ড দেখিয়া আনন্দ পান তাঁরাও তৎক্ষণাৎ কোটি কোটি উপপাতক হইতে বিমুক্ত হইয়া থাকেন ॥ ৪৮ ॥

এবং বৃহন্নারদীয়ে খ্যাতং যচ্চান্যদদ্ভুতম্।
ধ্বজারোপণ-মাহাত্ম্যং তদ্দৃষ্টব্যমিহাখিলম্ ॥ ৪৯ ॥

অনুবাদ—বৃহন্নারদীয় পুরাণে ধ্বজদণ্ড আরোপণ করিবার এই ধরণের যে অদ্ভুত মাহাত্ম্য বলা হইয়াছে সেই সমস্তই এই বিষয়ে প্রযুক্ত হইবে ॥ ৪৯ ॥

অথ পতাকারোপণ-মাহাত্ম্যম্

দ্বারকামাহাত্ম্যে তত্রৈব—

কৃষ্ণালয়ং যঃ কুরুতে পতাকাভিশ্চ শোভিতম্।
সদৈব তস্য লোকে তু বাসস্তস্য ন চান্যতঃ ॥ ৫০ ॥

অনুবাদ—বৃহন্নারদীয় পুরাণে—দ্বারকামাহাত্ম্যে বর্ণিত হইয়াছে—যিনি পতাকাসমূহ দ্বারা শ্রীহরি-মন্দির শোভিত করেন শ্রীহরিধামেই তাঁহার সতত বাস হয়, অন্যত্র নয় ॥ ৫০ ॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে—

পতাকাঞ্চ শুভাং দত্ত্বা তথা কেশববেশ্মনি।
বায়ুলোকমবাপ্নোতি বহুনব্দগণান্ দ্বিজঃ ॥ ৫১ ॥
দোধূয়তে যথা সা তু বায়ুনা কেশবালয়ে।
তথা তস্যাপি সকলং দেহাৎ পাপং বিধূয়তে ॥৫২॥

অনুবাদ—শ্রীবিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে বলা হইয়াছে—দ্বিজাতি শ্রীহরিমন্দিরে কল্যাণময়ী পতাকা আরোপণ

করিয়া বহু বৎসরের জন্য বায়ুলোক প্রাপ্ত হন। ঐ পতাকা বায়ুদ্বারা যতই আন্দোলিত হইতে থাকে ততই পতাকা আরোপণকারী ব্যক্তির শরীর হইতে পাপ দূরীভূত হয় ॥ ৫১-৫২ ॥

অথ বন্দনমালা-কদলীস্তম্ভারোপণ-মাহাত্ম্যম্

দ্বারকামাহাত্ম্যে তত্রৈব—

ভূপ বন্দনমালান্তু কুরুতে কৃষ্ণবেশ্মনি।
দেবকন্যাবৃতৈর্লক্ষৈঃ সেব্যতে সুরনায়কৈঃ ॥ ৫৩ ॥
যঃ কুর্য্যাৎ কৃষ্ণভবনং কদলীস্তম্ভশোভিতম্।
নন্দতে চাপ্সরোযুক্তঃ স্বাগতং তস্য দেবরাট্ ॥৫৪॥

অনুবাদ—শ্রীবিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে দ্বারকামাহাত্ম্যেই বলা হইয়াছে—হে রাজন্ যিনি শ্রীহরিমন্দিরে বন্দন-মালা আরোপণ করেন, লক্ষ লক্ষ দেবকন্যাগণ পরি-বৃত দেবতাগণ তাঁহার উপাসনা করিয়া থাকেন। যিনি কদলীস্তম্ভ দ্বারা শ্রীহরিগৃহ অলংকৃত করেন তিনি অপ্সরাগণের সহিত প্রমোদ-বিহার করেন এবং দেবরাজও তাঁহাকে সম্মান দেখাইয়া থাকেন ॥ ৫৩-৫৪ ॥

টীকা—ধ্বজপতাকাদি বিন্যসেদিত্যাদিশব্দেন গৃহীতস্য বন্দনমালাদেরপি বিন্যাস-মাহাত্ম্যং লিখতি —ভূপেতি দ্বাভ্যাম্ ॥ ৫৩ ॥

টীকা—তস্য স্বাগতং যথা স্যাত্তথা নন্দতে তম-ভিনন্দতি হৃষ্টো ভবতি ইতি বা, যদ্বা, তস্য শুভা-গমনভিনন্দতি। বন্দত ইতি বা পাঠঃ ॥ ৫৪ ॥

অথ পীঠপাত্রবস্ত্রাদি-সংস্কারঃ

তত্র তাম্রাদিপাত্রং যৎ প্রভোর্বস্ত্রাদিকঞ্চ যৎ।
পীঠাদিকঞ্চ তৎ সর্ব্বং যথোক্তঞ্চ বিশোধয়েৎ ॥৫৫॥

অনুবাদ শ্রীমন্দিরে প্রভুর সেবার তাম্রাদিপাত্র, বস্ত্র প্রভৃতি ও পীঠাদি যথা উক্ত নিয়মে পরিষ্কার করিতে হইবে ॥ ৫৫ ॥

তত্র পীঠস্য সংস্কারঃ

নারসিংহে—

পাদপীঠঞ্চ কৃষ্ণস্য বিল্বপত্রেণ ঘর্ষয়েৎ।
উষ্ণাম্বুনা চ প্রক্ষাল্য সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ৫৬ ॥

অনুবাদ—শ্রীনৃসিংহ পুরাণে বর্ণিত আছে যে—বিল্বপত্র দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের পাদপীঠ মার্জ্জন করিবে এবং তাহা উষ্ণজল দ্বারা ধৌত করিবে। ইহা সকল পাপ বিমুক্তিকারী ॥ ৫৬ ॥

অথ তৈজসাদিপাত্রাণাং সংস্কারঃ

মার্কণ্ডেয়পুরাণে—

উড়ুম্বরাণামম্লেন ক্ষারেণ ত্রপুসীসয়োঃ।
ভস্মাম্বুভিশ্চ কাংস্যানাং শুদ্ধিঃ প্লাবো দ্রবস্য চ ॥৫৭

অনুবাদ—মার্কণ্ডেয় পুরাণে বলা হইয়াছে—তাম্র-নির্ম্মিত পাত্র অম্ল দ্বারা, রঙ্গ-নির্ম্মিত ও সীস-নির্ম্মিত পাত্র ভস্মদিয়া এবং কাংস্যপাত্র ভস্মযুক্ত জল দিয়া ধৌত করিবে। তাপ-সংযোগে গলাইলেই ঘৃতাদি দ্রব পদার্থের শোধন হয় ॥ ৫৭ ॥

টীকা—উক্তবিধিং লিখতি—উড়ুম্বরাণামিত্যাদিনা শুচিতামিয়াদিত্যন্তেন ; উড়ুম্বরাণাং তাম্রাণাং তন্ময়-পাত্রাণামিত্যর্থঃ। ত্রপুরঙ্গং, ভস্মযুক্তৈরম্বুভিঃ দ্রবস্য গোরসাদেঃ প্লাবঃ প্লাবনম্ ; তথা চোক্তং বশিষ্ঠেন— 'দ্রবাণাং প্লাবনেনৈব' ইতি। তদ্বিশেষোঽগ্রে ব্যক্তো ভাবী ॥ ৫৭ ॥

বায়ুপুরাণে চ—

মণিবজ্রপ্রবালানাং মুক্তাশঙ্খোপলস্য চ।
সিদ্ধার্থকানাং কল্কেন তিলকল্কেন বা পুনঃ ॥৫৮॥

অনুবাদ—বায়ুপুরাণেও বলা হইয়াছে—শ্বেত সরিষার কিংবা তিলের খৈলদ্বারা মার্জ্জন করিলে মণি, হীরক, প্রবাল, মুক্তা, শঙ্খ ও প্রস্তরপাত্র শুদ্ধ হয় ॥ ৫৮ ॥

টীকা—মুক্তায়াঃ শঙ্খস্য উপলস্য চ পাষাণস্য দ্বন্দ্বৈক্যম্ ; সিদ্ধার্থকানাং সর্ষপাণাম্, শুদ্ধিরিতি শেষঃ প্রকরণবলাৎ ॥ ৫৮ ॥

ব্রাহ্মে—

সুবর্ণরূপ্যশঙ্খাশ্মশুক্তিরত্নময়ানি চ।
কাংস্যায়স্তাম্ররৈত্যানি ত্রপুসীসময়ানি চ ॥ ৫৯ ॥
নির্লেপানি তু শুধ্যন্তি কেবলেনোদকেন তু।
শূদ্রোচ্ছিষ্টানি শোধ্যানি ত্রিধা ক্ষারাম্লবারিভিঃ ॥৬০
অতিদুষ্টন্তু পাত্রাদি বিশোধ্যাতিথ্যকর্ম্মণে।
যুঞ্জ্যাত্তৎপরিবর্ত্তায় প্রভুকর্ম্মান্তরায় বা ॥ ৬১ ॥
এতস্য পরিবর্ত্তেন প্রভবেহন্যৎ সমর্পয়েৎ।
ইত্যয়ং সর্ব্বতো লোকে সদাচারো বিরাজতে ॥৬২॥

অনুবাদ—ব্রহ্মপুরাণে বর্ণিত আছে—সোনা, রূপা, শাঁখ, পাথর, শুক্তি, স্ফটিকাদি রত্ন, কাঁসা, লৌহা, তামা, পিতল, রাং ও সীসা—এই সকল দ্বারা নির্ম্মিত পাত্র অন্নাদি দ্বারা সংলিপ্ত না হইলে কেবল মাত্র জল দিয়া ধৌত করিলেই শুদ্ধ হয়। ঐ সকল পাত্রে শূদ্রের এঁটো ছোঁওয়া লাগলে ভস্ম, অম্ল ও জল দ্বারা তিনবার মার্জ্জন করিয়া শুদ্ধ করিবে। পাত্রাদি অত্যন্ত দূষিত হইলে শোধন করিয়া অতিথ্যাদি কর্ম্মে বা প্রভুর কর্ম্মান্তরে ব্যবহার করিবে। লোকে সর্ব্বথা এই প্রকার সদাচার আছে যে—দূষিত পাত্রের পরিবর্ত্তে প্রভুকে অন্যপাত্র দিবে ॥ ৫৯-৬২ ॥

টীকা—রত্নময়ানি—স্ফটিকাদিঘটিতানি পাত্রাণীতি শেষঃ। রৈত্যানি পিত্তলরচিতানি; নির্লেপানি অন্নাদিলেপরহিতানি, শূদ্রোচ্ছিষ্টানি শূদ্রোচ্ছিষ্টস্পৃষ্টানীত্যর্থঃ। যদ্যপি শ্রীভগবৎপাত্রেষু শূদ্রোচ্ছিষ্টস্পর্শোহপি ন সম্ভবেৎ, তথাপি কথঞ্চিদ্ ভ্রমপ্রমাদতঃ স্যাদিতি তচ্ছুদ্ধিরুক্তা। এবমগ্রেহপি সর্ব্বত্রোহ্যম্। ত্রিধা বারত্রয়মিত্যর্থঃ, ক্ষারো ভস্ম ॥ ৫৮-৬০ ॥

———

মনুঃ—

তাম্রায়ঃকাংস্যরৈত্যানাং ত্রপুণঃ সীসকস্য চ।
শৌচং যথার্হং কর্ত্তব্যং ক্ষারাম্লোদকবারিভিঃ ॥৬৩॥

অনুবাদ—মনু বলিয়াছেন যে—তাম্র, লৌহ, কাংস্য, পিতল, রং ও সীসকের পাত্র যথা নিয়মে ভস্ম জম্বীরাদি-রস ও জল দ্বারা শোধন করিতে হয় ॥ ৬৩ ॥

টীকা— যথার্হম্ — মলাপগমানুসারেণেত্যর্থঃ। অম্লোদকং জম্বীরাদি-রসঃ, তত্রাম্লোদকেন তাম্রস্য, ক্ষারেণেতরেষাং, বারিণা তু তত্তৎসমুদিতেনোভয়েষামেবেতি জ্ঞেয়ং, যথার্হমিত্যুক্তেঃ ॥ ৬৩ ॥

———

শঙ্খঃ—

অম্লোদকেন তাম্রস্য সীসস্য ত্রপুণস্তথা।
ক্ষারেণ শুদ্ধিং কাংস্যস্য লৌহস্য চ বিনির্দ্দিশেৎ ॥৬৪

অনুবাদ—শঙ্খ বলিয়াছেন যে, তামা, সীসা ও রাং এইগুলি অম্লরসদ্বারা এবং কাঁসা ও লোহা এই দুই প্রকার পাত্র ভস্ম দ্বারা শোধন করিবে ॥ ৬৪ ॥

টীকা—তদেবাভিব্যঞ্জয়তি—অম্লোদকেনেতি ॥ ৬৪ ॥

———

কিঞ্চ—

সূতিকোচ্ছিষ্টভাণ্ডস্য সুরাদ্যুপহতস্য চ।
ত্রিঃসপ্ত মার্জ্জনাচ্ছুদ্ধির্ন তু কাংস্যস্য তাপনম্ ॥৬৫॥

অনুবাদ—বলা হইয়াছে (সাধারণতঃ অপবিত্র বিষয়ে শোধন বর্ণিত হইল কিন্তু গুরুদোষে দূষিত পাত্রের যে প্রকারে শুদ্ধি হয় তাহা বলা হইতেছে) যাহার অশৌচ নিবৃত্ত হয় নাই এই প্রকার সদ্যঃ প্রসূতা স্ত্রীর এঁটো বাসন কিংবা ধাত্রীর এঁটো ছোঁওয়া বাসন, মদ্যপানজনিত দূষিত ও রক্তদূষিত পাত্র একুশবার মার্জ্জনা দ্বারা শুদ্ধ হয় কিন্তু কাংস্য পাত্র অগ্নি দ্বারা দগ্ধ করিয়া শুদ্ধ করিতে হয় ॥ ৬৫ ॥

টীকা—এতচ্চ সর্ব্বং স্বল্পোপহতিবিষয়কম্, অত্যন্তোপহতৌ শুদ্ধিং লিখতি—সূতিকেতি ত্রিভিঃ। সূতিকা নবপ্রসূতা অজাতশৌচা; যদ্বা, প্রসবকারয়িত্রী, তদুচ্ছিষ্টস্য তদুচ্ছিষ্টস্পৃষ্টস্য, তয়া বা যত্র ভুক্তং তস্য ভাণ্ডস্য তৈজসপাত্রস্য, তৎপ্রকরণাৎ। আদিশব্দাৎ শোণিতাদি, ত্রিঃসপ্ত একবিংশতিবারান্ মার্জ্জনাদিত্যর্থঃ। কেচিদাহুঃ—'সপ্তভির্যবগোধূমকলায়মাষাদিচূর্ণৈঃ প্রত্যেকং ত্রির্মার্জ্জনাচ্ছুদ্ধিঃ' ইতি। কাংস্যপাত্রস্য তু ন তথা শুদ্ধিঃ, কিন্তু তস্য তাপনং দহনমেব। ভাজন ইতি পাঠঃ সুগমঃ ॥ ৬৫ ॥

———

অন্যত্র চ—

তাম্রমম্লেন শুধ্যেত ন চেদামিষলেপনম্ ।
আমিষেণ তু যল্লিপ্তং পুনর্দাহেন শুধ্যতি ॥ ৬৬ ॥

অনুবাদ—স্থানান্তরেও বলা আছে যে—তাম্রপাত্র আমিষ দ্রব্যে ছোঁওয়া না পড়িলে অম্লদ্বারা তাহার শোধন হয়। আমিষ লিপ্ত হইলে পুনরায় অগ্নিদগ্ধ করিয়া শোধন করিতে হইবে ॥ ৬৬ ॥

———

ব্রাহ্মে—

সূতিকাশববিণ্মূত্ররজঃস্বলহতানি চ ।
প্রক্ষেপ্তব্যানি তান্যগ্নৌ যচ্চ যাবৎ সহেদপি ॥ ৬৭ ॥

অনুবাদ—ব্রহ্মপুরাণে বর্ণিত আছে যে—নব-প্রসূতা রমণী, শব, মলমূত্র ও রজস্বলানারী কর্ত্তৃক দূষিত পাত্র শুদ্ধ করিতে হইলে যে পর্য্যন্ত অগ্নিতাপ সহ্য হইবে ততক্ষণ পর্য্যন্ত আগুনের মধ্যে রাখিয়া উঠাইয়া লইবে ॥ ৬৭ ॥

টীকা—দাহে বিশেষং লিখতি—সূতিকেতি। রজস্বলেত্যাকারাভাব আর্ষঃ। সূতিকাদিভির্হতানি উপহতানি, তত্র সূতিকা-রজস্বলোপহতত্বং তত্তদুচ্ছিষ্ট-স্পর্শাৎ তত্র তদ্ভোজনাদ্বা। সাবেতি দন্ত্যাদিপাঠে আসবো মদ্যম্, যাবদিতি যাবন্তমগ্নিং কালং বা যদ্দ্রব্যং সহেত, তাবত্যগ্নৌ তাবন্তং বা কালং তদ্দ্রব্যং প্রক্ষেপ্তব্যমিত্যর্থঃ ॥ ৬৭ ॥

———

অতএব দেবলঃ—

লৌহানাং দহনাচ্ছুদ্ধির্ভস্মনা গোময়েন বা ।
দহনাৎ খননাদ্বাপি শৈলানামম্ভসাপি বা ॥ ৬৮ ॥
কাষ্ঠানাং তক্ষণাচ্ছুদ্ধির্মৃদ্গোময়জলৈরপি ।
মৃন্ময়ানান্তু পাত্রাণাং দহনাচ্ছুদ্ধিরিষ্যতে ॥ ৬৯ ॥

অনুবাদ—অতএব দেবল বলিয়াছেন—দহন দ্বারা অথবা ভস্ম ও গোময় দ্বারা লৌহের (সোনা রূপা দিয়া তৈরী পাত্রও) শুদ্ধি হয় অর্থাৎ সামান্যতঃ দূষিত হইলে ভস্ম ও গোবর দ্বারা এবং বিশেষ দোষে দূষিত হইলে বহ্নিদ্বারা শুদ্ধ করিয়া লইবে। দহন, খনন ও জলদ্বারা পাষাণ পাত্রের দোষ নষ্ট হয় কিংবা মাটি গোবর ও জলদ্বারা কাষ্ঠ নির্ম্মিত পাত্রের শোধন করিবে। পরন্তু পুনরায় দহন দ্বারা মৃন্ময় পাত্র শোধন করিবে ॥ ৬৮-৬৯ ॥

টীকা—ন্যূনাধিকতয়া লিখিতং তত্তৎ সর্ব্বং দেবলোক্ত্যা সংবাদয়তি—লৌহানামিতি; সুবর্ণাদীনাং ধাতুনাং তন্ময়পাত্রাণামিত্যর্থঃ, অত্যন্তোপহতৌ দহনাৎ, অন্যথা চ ভস্মাদিনেত্যর্থঃ; এবমগ্রেঽপি জ্ঞেয়ম্। খননং ভূমিং খাত্বা দোষানুসারেণ সপ্তাহাদিকালং তস্যাং নিক্ষেপণং তস্মাৎ; শৈলানাং শিলাদিনির্ম্মিতা-নাং, দহনাৎ পুনঃ পাকাৎ, তথা চ যাজ্ঞবল্ক্যঃ—'পুনঃ পাকান্মহীময়ম্' ইতি ॥ ৬৮ ॥

———

মনুঃ—

মদ্যৈর্মূত্রপুরীষৈর্বা শ্লেষ্মপূয়াস্থিষ্ঠীবনৈঃ ।
সংস্পৃষ্টং নৈব শুধ্যেত পুনঃ পাকেন মৃন্ময়ম্ ॥৭০॥

অনুবাদ—মনু বলিয়াছেন—মদ্য, মূত্র, মল, কফ পূঁজ অথবা থুতু, লালাপ্রক্ষেপ এই সকল দ্বারা মাটির বাসন দূষিত হইলে পুনরায় দহন দ্বারাও শুদ্ধ হয় না ॥ ৭০ ॥

টীকা—তত্র চাল্পোপহতৌ অত্যন্তোপহতৌ চ মৃন্ময়ং ত্যাজ্যমেবেতি লিখতি—মদ্যৈরিতি। ষ্ঠীবনৈঃ লালাপ্রক্ষেপৈঃ, পাঠান্তরং স্পষ্টম্ ॥ ৭০ ॥

———

বৃদ্ধশাতাতপঃ—

সংহতানান্তু পাত্রাণাং যদেকমুপহন্যতে ।
তস্যৈবং শোধনং প্রোক্তং সামান্যদ্রব্যশুদ্ধিকৃৎ ॥ ৭১॥

অনুবাদ—বৃদ্ধ শাতাতপ বলিয়াছেন—বহু সংখ্যক পাত্র যদি একস্থানে মিলিত ভাবে থাকে এবং তার মধ্যে যদি একটি দূষিত হয় তাহা হইলে সেই দূষিত পাত্রের শোধন করিলেই সকল পাত্রের শুদ্ধি হইবে ॥৭১

টীকা—সংহতানাম্ অন্যোঽন্যং মিলিত্বা সংযশঃ স্থিতানাম্; তস্যৈব তৎ লিখিতং শোধনং প্রোক্তং, ন তু তেন স্পৃষ্টানামন্যেষামিত্যর্থঃ। পাঠান্তরে সামান্যং সমানৈকদ্রব্যবিষয়কং শোধনং দ্রব্যাণাং সর্ব্বেষামেবান্যেষাং শুদ্ধিকৃদিত্যর্থঃ। অতএবোক্তং শাতাতপেনৈব—'অশুচিং সংস্পৃশেদ্যস্তু এক এব স

ব্রাহ্মে—

সুবর্ণরূপ্যশঙ্খাশ্মশুক্তিরত্নময়ানি চ।
কাংস্যায়স্তাম্ররৈত্যানি ত্রপুসীসময়ানি চ ॥ ৫৯ ॥
নির্লেপানি তু শুধ্যন্তি কেবলেনোদকেন তু।
শূদ্রোচ্ছিষ্টানি শোধ্যানি ত্রিধা ক্ষারাম্লবারিভিঃ ॥৬০
অতিদুষ্টন্তু পাত্রাদি বিশোধ্যাতিথ্যকর্ম্মণে।
যুঞ্জ্যাত্তৎপরিবর্ত্তায় প্রভুকর্ম্মান্তরায় বা ॥ ৬১ ॥
এতস্য পরিবর্ত্তেন প্রভবেহন্যৎ সমর্পয়েৎ।
ইত্যয়ং সর্ব্বতো লোকে সদাচারো বিরাজতে ॥৬২॥

অনুবাদ—ব্রহ্মপুরাণে বর্ণিত আছে—সোনা, রূপা, শাঁখ, পাথর, শুক্তি, স্ফটিকাদি রত্ন, কাঁসা, লৌহা, তামা, পিতল, রাং ও সীসা—এই সকল দ্বারা নির্ম্মিত পাত্র অন্নাদি দ্বারা সংলিপ্ত না হইলে কেবল মাত্র জল দিয়া ধৌত করিলেই শুদ্ধ হয়। ঐ সকল পাত্রে শূদ্রের এঁটো ছোঁওয়া লাগলে ভস্ম, অম্ল ও জল দ্বারা তিনবার মার্জ্জন করিয়া শুদ্ধ করিবে। পাত্রাদি অত্যন্ত দূষিত হইলে শোধন করিয়া অতিথ্যাদি কর্ম্মে বা প্রভুর কর্ম্মান্তরে ব্যবহার করিবে। লোকে সর্ব্বথা এই প্রকার সদাচার আছে যে—দূষিত পাত্রের পরিবর্ত্তে প্রভুকে অন্যপাত্র দিবে ॥ ৫৯-৬২ ॥

টীকা—রত্নময়ানি—স্ফটিকাদিঘটিতানি পাত্রাণীতি শেষঃ। রৈত্যানি পিত্তলরচিতানি; নির্লেপানি অন্নাদিলেপরহিতানি, শূদ্রোচ্ছিষ্টানি শূদ্রোচ্ছিষ্টস্পৃষ্টানীত্যর্থঃ। যদ্যপি শ্রীভগবৎপাত্রেষু শূদ্রোচ্ছিষ্টস্পর্শোহপি ন সম্ভবেৎ, তথাপি কথঞ্চিদ্ ভ্রমপ্রমাদতঃ স্যাদিতি তচ্ছুদ্ধিরুক্তা। এবমগ্রেহপি সর্ব্বত্রোহ্যম্। ত্রিধা বারত্রয়মিত্যর্থঃ, ক্ষারো ভস্ম ॥ ৫৮-৬০ ॥

মনুঃ—

তাম্রায়ঃকাংস্যরৈত্যানাং ত্রপুণঃ সীসকস্য চ।
শৌচং যথার্হং কর্ত্তব্যং ক্ষারাম্লোদকবারিভিঃ ॥৬৩॥

অনুবাদ—মনু বলিয়াছেন যে—তাম্র, লৌহ, কাংস্য, পিতল, রং ও সীসকের পাত্র যথা নিয়মে ভস্ম জম্বীরাদি-রস ও জল দ্বারা শোধন করিতে হয় ॥ ৬৩ ॥

টীকা— যথার্হম্ — মলাপগমানুসারেণেত্যর্থঃ। অম্লোদকং জম্বীরাদি-রসঃ, তত্রাম্লোদকেন তাম্রস্য, ক্ষারেণেতরেষাং, বারিণা তু তত্তৎসমুদিতেনোভয়েষামেবেতি জ্ঞেয়ং, যথার্হমিত্যুক্তেঃ ॥ ৬৩ ॥

শঙ্খঃ—

অম্লোদকেন তাম্রস্য সীসস্য ত্রপুণস্তথা।
ক্ষারেণ শুদ্ধিং কাংস্যস্য লৌহস্য চ বিনির্দ্দিশেৎ ॥৬৪

অনুবাদ—শঙ্খ বলিয়াছেন যে, তামা, সীসা ও রাং এইগুলি অম্লরসদ্বারা এবং কাঁসা ও লোহা এই দুই প্রকার পাত্র ভস্ম দ্বারা শোধন করিবে ॥ ৬৪ ॥

টীকা—তদেবাভিব্যঞ্জয়তি—অম্লোদকেনেতি ॥ ৬৪ ॥

কিঞ্চ—

সূতিকোচ্ছিষ্টভাণ্ডস্য সুরাদ্যুপহতস্য চ।
ত্রিঃসপ্ত মার্জ্জনাচ্ছুদ্ধির্ন তু কাংস্যস্য তাপনম্ ॥৬৫॥

অনুবাদ—বলা হইয়াছে (সাধারণতঃ অপবিত্র বিষয়ে শোধন বর্ণিত হইল কিন্তু গুরুদোষে দূষিত পাত্রের যে প্রকারে শুদ্ধি হয় তাহা বলা হইতেছে)

যাহার অশৌচ নিবৃত্ত হয় নাই এই প্রকার সদ্যঃ প্রসূতা স্ত্রীর এঁটো বাসন কিংবা ধাত্রীর এঁটো ছোঁওয়া বাসন, মদ্যপানজনিত দূষিত ও রক্তদূষিত পাত্র একুশ বার মার্জ্জনা দ্বারা শুদ্ধ হয় কিন্তু কাংস্য পাত্র অগ্নি দ্বারা দগ্ধ করিয়া শুদ্ধ করিতে হয় ॥ ৬৫ ॥

টীকা—এতচ্চ সর্ব্বং স্বল্পোপহতিবিষয়কম্, অত্যন্তোপহতৌ শুদ্ধিং লিখতি—সূতিকেতি ত্রিভিঃ। সূতিকা নবপ্রসূতা অজাতশৌচা; যদ্বা, প্রসবকারয়িত্রী, তদুচ্ছিষ্টস্য তদুচ্ছিষ্টস্পৃষ্টস্য, তয়া বা যত্র ভুক্তং তস্য ভাণ্ডস্য তৈজসপাত্রস্য, তৎপ্রকরণাৎ। আদিশব্দাৎ শোণিতাদি, ত্রিঃসপ্ত একবিংশতিবারান্ মার্জ্জনাদিত্যর্থঃ। কেচিদাহুঃ—'সপ্তভির্যবগোধূমকলায়মাষাদিচূর্ণৈঃ প্রত্যেকং ত্রির্মার্জ্জনাচ্ছুদ্ধিঃ' ইতি। কাংস্যপাত্রস্য তু ন তথা শুদ্ধিঃ, কিন্তু তস্য তাপনং দহনমেব। ভাজন ইতি পাঠঃ সুগমঃ ॥ ৬৫ ॥

অন্যত্র চ—

তাম্রমম্লেন শুধ্যেত ন চেদামিষলেপনম্ ।
আমিষেণ তু যল্লিপ্তং পুনর্দাহেন শুধ্যতি ॥ ৬৬ ॥

অনুবাদ—স্থানান্তরেও বলা আছে যে—তাম্রপাত্র আমিষ দ্রব্যে ছোঁওয়া না পড়িলে অম্লদ্বারা তাহার শোধন হয়। আমিষ লিপ্ত হইলে পুনরায় অগ্নিদগ্ধ করিয়া শোধন করিতে হইবে ॥ ৬৬ ॥

———

ব্রাহ্মে—

সূতিকাশববিণ্মূত্ররজঃস্বলহতানি চ ।
প্রক্ষেপ্তব্যানি তান্যগ্নৌ যচ্চ যাবৎ সহেদপি ॥ ৬৭ ॥

অনুবাদ—ব্রহ্মপুরাণে বর্ণিত আছে যে—নবপ্রসূতা রমণী, শব, মলমূত্র ও রজস্বলানারী কর্ত্তৃক দূষিত পাত্র শুদ্ধ করিতে হইলে যে পর্য্যন্ত অগ্নিতাপ সহ্য হইবে ততক্ষণ পর্য্যন্ত আগুনের মধ্যে রাখিয়া উঠাইয়া লইবে ॥ ৬৭ ॥

টীকা—দাহে বিশেষং লিখতি—সূতিকেতি। রজস্বলেত্যাকারাভাব আর্ষঃ। সূতিকাদিভির্হতানি উপহতানি, তত্র সূতিকা-রজস্বলোপহতত্বং তত্তদুচ্ছিষ্ট-স্পর্শাৎ তত্র তদ্ভোজনাদ্বা। সাবেতি দন্ত্যাদিপাঠে আসবো মদ্যম্, যাবদিতি যাবন্তমগ্নিং কালং বা যদ্দ্রব্যং সহেত, তাবত্যগ্নৌ তাবন্তং বা কালং তদ্দ্রব্যং প্রক্ষেপ্তব্যমিত্যর্থঃ ॥ ৬৭ ॥

———

অতএব দেবলঃ—

লৌহানাং দহনাচ্ছুদ্ধির্ভস্মনা গোময়েন বা ।
দহনাৎ খননাদ্বাপি শৈলানামম্ভসাপি বা ॥ ৬৮ ॥
কাষ্ঠানাং তক্ষণাচ্ছুদ্ধির্মৃদ্গোময়জলৈরপি ।
মৃন্ময়ানান্তু পাত্রাণাং দহনাচ্ছুদ্ধিরিষ্যতে ॥ ৬৯ ॥

অনুবাদ—অতএব দেবল বলিয়াছেন—দহন দ্বারা অথবা ভস্ম ও গোময় দ্বারা লৌহের (সোনা রূপা দিয়া তৈরী পাত্রও) শুদ্ধি হয় অর্থাৎ সামান্যতঃ দূষিত হইলে ভস্ম ও গোবর দ্বারা এবং বিশেষ দোষে দূষিত হইলে বহ্নিদ্বারা শুদ্ধ করিয়া লইবে। দহন, খনন ও জলদ্বারা পাষাণ পাত্রের দোষ নষ্ট হয় কিংবা মাটি গোবর ও জলদ্বারা কাষ্ঠ নির্ম্মিত পাত্রের শোধন করিবে। পরন্তু পুনরায় দহন দ্বারা মৃন্ময় পাত্র শোধন করিবে ॥ ৬৮-৬৯ ॥

টীকা—ন্যূনাধিকতয়া লিখিতং তত্তৎ সর্ব্বং দেবলোক্ত্যা সংবাদয়তি—লৌহানামিতি; সুবর্ণাদীনাং ধাতুনাং তন্ময়পাত্রাণামিত্যর্থঃ, অত্যন্তোপহতৌ দহনাৎ, অন্যথা চ ভস্মাদিনেত্যর্থঃ ; এবমগ্রেঽপি জ্ঞেয়ম্। খননং ভূমিং খাত্বা দোষানুসারেণ সপ্তাহাদিকালং তস্যাং নিক্ষেপণং তস্মাৎ ; শৈলানাং শিলাদিনির্ম্মিতানাং, দহনাৎ পুনঃ পাকাৎ, তথা চ যাজ্ঞবল্ক্যঃ—'পুনঃ পাকান্মহীময়ম্' ইতি ॥ ৬৮ ॥

———

মনুঃ—

মদ্যৈর্মূত্রপুরীষৈর্বা শ্লেষ্মপূয়াস্থিষ্ঠীবনৈঃ ।
সংস্পৃষ্টং নৈব শুধ্যেত পুনঃ পাকেন মৃন্ময়ম্ ॥৭০॥

অনুবাদ—মনু বলিয়াছেন—মদ্য, মূত্র, মল, কফ পূঁজ অথবা থুতু, লালাপ্রক্ষেপ এই সকল দ্বারা মাটির বাসন দূষিত হইলে পুনরায় দহন দ্বারাও শুদ্ধ হয় না ॥ ৭০ ॥

টীকা—তত্র চাল্পোপহতৌ অত্যন্তোপহতৌ চ মৃন্ময়ং ত্যাজ্যমেবেতি লিখতি—মদ্যৈরিতি। ষ্ঠীবনৈঃ লালাপ্রক্ষেপৈঃ, পাঠান্তরং স্পষ্টম্ ॥ ৭০ ॥

———

বৃদ্ধশাতাতপঃ—

সংহতানান্তু পাত্রাণাং যদেকমুপহন্যতে ।
তস্যৈবং শোধনং প্রোক্তং সামান্যদ্রব্যশুদ্ধিকৃৎ ॥ ৭১॥

অনুবাদ—বৃদ্ধ শাতাতপ বলিয়াছেন—বহু সংখ্যক পাত্র যদি একস্থানে মিলিত ভাবে থাকে এবং তার মধ্যে যদি একটি দূষিত হয় তাহা হইলে সেই দূষিত পাত্রের শোধন করিলেই সকল পাত্রের শুদ্ধি হইবে ॥৭১

টীকা—সংহতানাম্ অন্যোঽন্যং মিলিত্বা সংযশঃ স্থিতানাম্ ; তস্যৈব তৎ লিখিতং শোধনং প্রোক্তং, ন তু তেন স্পৃষ্টাণামন্যেষামিত্যর্থঃ। পাঠান্তরে সামান্যং সমানৈকদ্রব্যবিষয়কং শোধনং দ্রব্যাণাং সর্ব্বেষামেবান্যেষাং শুদ্ধিকৃদিত্যর্থঃ। অতএবোক্তং শাতাতপেনৈব—'অশুচিং সংস্পৃশেদ্যস্তু এক এব স

দুষ্যতি। তৎ স্পৃষ্টান্যো ন দুষ্যেত্তু সর্ব্বদ্রব্যেষ্বয়ং বিধিঃ' ইতি ॥ ৭১ ॥

অথ বস্ত্রাদীনাং সংস্কারঃ

তত্র শঙ্খঃ—

তান্তবং মলিনং পূর্ব্বমদ্ভিঃ ক্ষারৈশ্চ শোধয়েৎ।
অংশুভিঃ শোষয়িত্বা বা বায়ুনা বা সমাহরেৎ ॥৭২॥
ঊর্ণাপট্টাংশুক-ক্ষৌম-দুকূলাবিকচর্ম্মণাম্।
অল্পাশৌচে ভবেচ্ছুদ্ধিঃ শোষণপ্রোক্ষণাদিভিঃ ॥ ৭৩॥

অনুবাদ—এরপর বস্ত্র শুদ্ধ করার নিয়ম বলা হইতেছে—এই বিষয়ে শঙ্খ বলিয়াছেন যে, কার্পাস সূতা দিয়ে তৈরী (তান্তব) কাপড়-চোপড় যাহা মলিন অর্থাৎ মলদুষ্ট হইয়াছে তাহা প্রথমে ক্ষার ও জল দ্বারা সেই সকলের শুদ্ধিবিধান করিবে। তারপর রৌদ্রে বা বাতাসে শুকাইয়া তাহা গ্রহণ করিবে। রোমজ বস্ত্র, পট্টবস্ত্র, ক্ষৌমবস্ত্র, মেষ রোমজবস্ত্র এবং চর্ম্ম এই সমস্ত দ্রব্যের সামান্য শুদ্ধিস্থলে অর্থাৎ এগুলি যদি অল্পমাত্র অশুদ্ধ হয় তাহা হইলে শুষ্ককরণ ও জল ছিটা দিয়া শুদ্ধ করিতে হইবে ॥ ৭২-৭৩ ॥

তান্যেবামেধ্যলিপ্তানি নেনিজ্যাদ্‌গৌরসর্ষপৈঃ।
ধান্যকল্কৈঃ পর্ণকল্কৈ রসৈশ্চ ফলবল্কলৈঃ ॥ ৭৪ ॥
তূলিকাদ্যুপধানানি পুষ্পরক্তাম্বরাণি চ।
শোধয়িত্বাতপে কিঞ্চিৎ করৈরুন্মার্জ্জয়েন্মুহুঃ ॥ ৭৫ ॥
পশ্চাচ্চ বারিণা প্রোক্ষ্য শুচীত্যেবমুদাহরেৎ।
তান্যপ্যতিমলাক্তানি যথাবৎ পরিশোধয়েৎ ॥ ৭৬ ॥

অনুবাদ—অপবিত্র বস্তুর সহিত ঐ সমস্ত দ্রব্য স্পৃষ্ট হইলে শ্বেতসর্ষপ, ধানের তুষ, পত্রকল্ক (পাতা বাটা), ফল ও বাকলথেকে বের হওয়া রস এই সমস্ত দ্বারা শুদ্ধ করিবে। তূলিকা, বালিশ, কুসুম-রসরঞ্জিত ও স্বর্ণরত্নাদি খচিত বস্ত্র ক্ষণকাল রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া পুনঃ পুনঃ তাহাতে হাত রগড়াইবে। পরে তাহার উপর জলের ছিটা দিয়া পবিত্র এই শব্দ উচ্চারণ করিবে। এই সকল বস্ত্র অধিক মল বিশিষ্ট হইলে পূর্ব্বোক্ত বিধানে শুদ্ধ করিয়া লইবে ॥ ৭৪-৭৬ ॥

টীকা—তান্তবম্—কার্পাসিকসূত্রনির্ম্মিতং বস্ত্রাদি, অংশুভিঃ সূর্য্যরশ্মিভিঃ বায়ুনা বা শোষয়িত্বা শুষ্কং কৃত্বা, ঊর্ণাংশুকাবিকয়োঃ পশুরোমভেদেন দ্রব্য-ভেদেন বা ভেদঃ, অল্পেহশৌচে অশুদ্ধৌ সত্যাং শোষণং সূর্য্যাংশুবাতাদিনা, নেনিজ্যাৎ শোধয়েৎ, ফলবল্কলৈঃ তজ্জৈরিত্যর্থঃ। পুষ্পরক্তাম্বরাণি চিত্রপুষ্পময়াম্বরাণি স্বর্ণরত্নখচিতাম্বরাণি চেত্যর্থঃ ॥ ৭২-৭৫ ॥

শাতাতপঃ—

কুসুম্ভকুঙ্কুমারক্তাস্তথা লাক্ষারসেন চ।
প্রক্ষালনেন শুধ্যন্তি চণ্ডালস্পর্শনে তথা ॥ ৭৭ ॥

অনুবাদ—শাতাতপ বলিয়াছেন—কুসুম্ভ, কুঙ্কুম, ও লাক্ষারস দ্বারা রঞ্জিত বস্ত্র চণ্ডালাদি কর্ত্তৃক স্পৃষ্ট হইলে প্রক্ষালন দ্বারা তাহার শুদ্ধি হয় ॥ ৭৭ ॥

টীকা—কুসুম্ভেন কুঙ্কুমেন বা আরক্তা রঞ্জিতাঃ লাক্ষারসেন বা রক্তাঃ পটাঃ, চণ্ডালেনান্যেনাপ্যস্পৃশ্যা উপলক্ষ্যাঃ তৎস্পর্শে সতি প্রক্ষালনেন শুধ্যন্তি ॥৭৭॥

যমঃ—

কৃষ্ণাজিনানাং বাতৈশ্চ বালানাং মৃদ্ভিরম্ভসা।
গোমূত্রেণাস্থিদন্তানাং ক্ষৌমাণাং গৌরসর্ষপৈঃ ॥ ৭৮ ॥

অনুবাদ—যম বলিয়াছেন—কৃষ্ণসার মৃগচর্ম্ম বায়ুদ্বারা, চামর মাটি ও জল দিয়া, শঙ্খাদি অস্থি ও হস্তিদন্তাদি গোমূত্র দ্বারা এবং ক্ষৌমবসন শ্বেতসর্ষপ দ্বারা শুদ্ধ করিবে ॥ ৭৮ ॥

টীকা—বালানাং চামরাণাম, অস্থি—শঙ্খাদিঃ, দন্তঃ—হস্ত্যাদেঃ ॥ ৭৮ ॥

শঙ্খঃ—

সিদ্ধার্থকানাং কল্কেন দন্তশৃঙ্গময়স্য চ।
গোবালৈঃ ফলপাত্রাণামস্থ্‌াং স্যাচ্ছৃঙ্গবত্তথা ॥ ৭৯ ॥

অনুবাদ- শঙ্খ বলিয়াছেন—গজাদি দন্তনির্ম্মিত দ্রব্য ও শৃঙ্গনির্ম্মিত দ্রব্য শ্বেতসর্ষপের কল্ক দ্বারা এবং নারিকেল প্রভৃতি ফলপাত্র গোপুচ্ছ দ্বারা শুদ্ধ করিবে। শৃঙ্গ শুদ্ধির মত শ্বেতসরিষা দ্বারা অস্থির শুদ্ধি বিধান করিতে হয় ॥ ৭৯ ॥

টীকা—ফলপাত্রাণাং নারিকেলাদিপাত্রাণাম্, অস্থ্নাং শঙ্খাদীনাম্, শৃঙ্গবদিতি সর্ষপাণাং কল্কেনেত্যর্থঃ ॥ ৭৯ ॥

কিঞ্চ—

নির্য্যাসানাং গুড়ানাঞ্চ লবণানাং তথৈব চ।
কুসুম্ভকুসুমানাঞ্চ উর্ণাকার্পাসয়োস্তথা।
প্রোক্ষণাৎ কথিতা শুদ্ধিরিত্যাহ ভগবান্ যমঃ॥ ৮০॥

অনুবাদ—যম আরও বলিয়াছেন—হিঙ্গু প্রভৃতি নির্য্যাস, গুড়, লবণ, কুসুম্ভ, পুষ্প, পশুলোম ও কার্পাস জল ছিটা দ্বারা শুদ্ধ হয় ॥ ৮০ ॥

টীকা—নির্য্যাসানাং হিঙ্গ্বাদীনাম্ ॥ ৮০ ॥

মনুঃ—

অদ্ভিস্তু প্রোক্ষণং শৌচং বহূনাং ধান্যবাসসাম্।
প্রক্ষালনেন স্বল্পানামদ্ভিরেব বিধীয়তে ॥ ৮১ ॥
চেলবচ্চর্ম্মণাং শুদ্ধির্বৈদলানাং তথৈব চ।
শাকমূলফলানাঞ্চ ধান্যবচ্ছুদ্ধিরিষ্যতে ॥ ৮২ ॥
প্রোক্ষণাত্তৃণকাষ্ঠানি পলালঞ্চ বিশুধ্যতি।
মার্জ্জনোপাঞ্জনৈর্বেশ্ম পুনঃ পাকেন মৃন্ময়ম্ ॥ ৮৩ ॥

অনুবাদ—মনু বলিয়াছেন—যদি ধান্যের ও বস্ত্রের পরিমাণ বহু হয় তাহা হইলে জল ছিটা দিয়া শুদ্ধ করিবে কিন্তু পরিমাণে অল্প হইলে জল দিয়া ধৌত করিয়া লইবে। চর্ম্ম, ফাড়াবাঁশ এবং বেতদিয়া তৈরী জিনিষও বস্ত্রশুদ্ধির নিয়মে শুদ্ধ করিতে হইবে। শাক মূল ও ফলের শুদ্ধি ধান্য শুদ্ধিবৎ কথিত হইয়াছে। জলছিটা দ্বারা তৃণকাষ্ঠ এবং খড় শুদ্ধ হয় গৃহ মার্জ্জন ও উপলেপন দ্বারা শুদ্ধ করিতে হইবে এবং মাটির বাসন পুনরায় আগুনে দিয়া শুদ্ধ করিতে হইবে ॥ ৮১-৮৩ ॥

টীকা—বৈদলানাং বিদারিতবেণুবেত্রদলনির্ম্মিতানাম্; মার্জ্জনৈঃ রজঃশোধনৈঃ উপাঞ্জনৈঃ লেপনৈশ্চ ॥ ৮২-৮৩ ॥

কিঞ্চ—

যাবন্নাপৈত্যমেধ্যাক্তাদ্গন্ধো লেপশ্চ তদ্গতঃ।
তাবন্মৃদ্বারি বা দেয়ং সর্ব্বাসু দ্রব্যশুদ্ধিষু ॥ ৮৪ ॥

অনুবাদ—আরও বলা হইয়াছে—অপবিত্র দ্রব্য দ্বারা লিপ্ত বস্তু হইতে যতক্ষণে সেই দ্রব্যস্থ লেপ ও গন্ধ দূর না হয় ততক্ষণ জল ও মৃত্তিকা দিবে। যাবতীয় দ্রব্যশুদ্ধি ব্যাপারে এই নিয়ম ॥ ৮৪ ॥

বৃহস্পতিঃ—

বস্ত্রবৈদলচর্ম্মাদেঃ শুদ্ধিঃ প্রক্ষালনং স্মৃতম্।
অতিদুষ্টস্য তন্মাত্রং ত্যজেচ্ছিত্ত্বা তু শুদ্ধয়ে ॥ ৮৫ ॥

অনুবাদ—বৃহস্পতি বলিয়াছেন—বস্ত্র, বিদলিতবংশজ দ্রব্য আর চর্ম্ম ইত্যাদি দ্রব্যের শোধন ধুইলে হয় কিন্তু অতিশয়রূপে দূষিত হইলে যে পরিমাণে দূষিত হইয়াছে শুদ্ধির জন্য সেই টুকু ছেদন করিয়া ফেলিয়া দিবে ॥ ৮৫ ॥

টীকা—তন্মাত্রমিতি—যাবদত্যন্তদুষ্টং তাবন্মাত্রমেব ন ত্বন্যদিত্যর্থঃ ॥ ৮৫ ॥

বিষ্ণুঃ—

মৃৎপর্ণতৃণকাষ্ঠানাং শ্বাস্থি-চাণ্ডাল-বায়সৈঃ।
স্পর্শনেঃ বিহিতং শৌচং সোমসূর্য্যাংশুমারুতৈঃ ॥৮৬

বৌধায়নঃ—

আসনং শয়নং যানং নাবঃ পন্থাস্তৃণানি চ।
মারুতার্কেন শুদ্ধ্যন্তি পক্বেষ্টরচিতানি চ ॥ ৮৭ ॥

অনুবাদ—শ্রীবিষ্ণু বলিয়াছেন—কুক্কুর, অস্থি, চণ্ডাল ও কাক ইহাদের দ্বারা মাটি, পত্র, তৃণ ও কাষ্ঠ স্পৃষ্ট হইলে চন্দ্ররশ্মি, সূর্য্যকিরণ ও বায়ুদ্বারা শোধন করিতে হয়। বোধায়ন বলিয়াছেন—সূর্য্যকিরণ ও বায়ুদ্বারা আসন, শয্যা, বাহন, নৌকা, পথ, তৃণ ও ইষ্টকনির্ম্মিত পাকাবাড়ী শুদ্ধ হয় ॥ ৮৬-৮৭॥

টীকা—মারুতযুক্তেন অর্কেণ তদংশুনা, পাঠান্তরং স্পষ্টম্ ॥ ৮৭ ॥

অথ ধান্যাদীনাং সংস্কারঃ

তত্র বৌধায়নঃ—

ব্রীহয়ঃ প্রোক্ষণাদদ্ভিঃ শাকমূলফলানি চ।
তন্মাত্রস্যাপহারাদ্বা নিস্তুষীকরণেন চ ॥ ৮৮ ॥

দুষ্যতি। তৎ স্পৃষ্টান্যো ন দুষ্যেত্তু সর্ব্বদ্রব্যেষ্বয়ং বিধিঃ' ইতি ॥ ৭১ ॥

অথ বস্ত্রাদীনাং সংস্কারঃ

তত্র শঙ্খঃ—

তান্তবং মলিনং পূর্ব্বমদ্ভিঃ ক্ষারৈশ্চ শোধয়েৎ।
অংশুভিঃ শোষয়িত্বা বা বায়ুনা বা সমাহরেৎ ॥৭২॥
ঊর্ণাপট্টাংশুক-ক্ষৌম-দুকূলাবিকচর্ম্মণাম্।
অল্পাশৌচে ভবেচ্ছুদ্ধিঃ শোষণপ্রোক্ষণাদিভিঃ ॥ ৭৩॥

অনুবাদ—এরপর বস্ত্র শুদ্ধ করার নিয়ম বলা হইতেছে—এই বিষয়ে শঙ্খ বলিয়াছেন যে, কার্পাস সুতা দিয়ে তৈরী (তান্তব) কাপড়-চোপড় যাহা মলিন অর্থাৎ মলদুষ্ট হইয়াছে তাহা প্রথমে ক্ষার ও জল দ্বারা সেই সকলের শুদ্ধিবিধান করিবে। তার-পর রৌদ্রে বা বাতাসে শুকাইয়া তাহা গ্রহণ করিবে। রোমজ বস্ত্র, পট্টবস্ত্র, ক্ষৌমবস্ত্র, মেষ রোমজবস্ত্র এবং চর্ম্ম এই সমস্ত দ্রব্যের সামান্য শুদ্ধিস্থলে অর্থাৎ এগুলি যদি অল্পমাত্র অশুদ্ধ হয় তাহা হইলে শুষ্ককরণ ও জল ছিটা দিয়া শুদ্ধ করিতে হইবে ॥ ৭২-৭৩ ॥

তান্যেবামেধ্যলিপ্তানি নেনিজ্যাদ্গৌরসর্ষপৈঃ।
ধান্যকল্কৈঃ পর্ণকল্কৈ রসৈশ্চ ফলবল্কলৈঃ ॥ ৭৪ ॥
তূলিকাদ্যুপধানানি পুষ্পরক্তাম্বরাণি চ।
শোধয়িত্বাতপে কিঞ্চিৎ করৈরুন্মার্জ্জয়েন্মুহুঃ ॥ ৭৫ ॥
পশ্চাচ্চ বারিণা প্রোক্ষ্য শুচীত্যেবমুদাহরেৎ।
তান্যপ্যতিমলাক্তানি যথাবৎ পরিশোধয়েৎ ॥ ৭৬ ॥

অনুবাদ—অপবিত্র বস্তুর সহিত ঐ সমস্ত দ্রব্য স্পৃষ্ট হইলে শ্বেতসর্ষপ, ধানের তুষ, পত্রকল্ক (পাতা বাটা), ফল ও বাকলথেকে বের হওয়া রস এই সমস্ত দ্বারা শুদ্ধ করিবে। তুলিকা, বালিশ, কুসুম-রসরঞ্জিত ও স্বর্ণরত্নাদি খচিত বস্ত্র ক্ষণকাল রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া পুনঃ পুনঃ তাহাতে হাত রগড়াইবে। পরে তাহার উপর জলের ছিটা দিয়া পবিত্র এই শব্দ উচ্চারণ করিবে। এই সকল বস্ত্র অধিক মল বিশিষ্ট হইলে পূর্ব্বোক্ত বিধানে শুদ্ধ করিয়া লইবে ॥ ৭৪-৭৬ ॥

টীকা—তান্তবম্—কার্পাসিকসূত্রনির্ম্মিতং বস্ত্রাদি, অংশুভিঃ সূর্য্যরশ্মিভিঃ বায়ুনা বা শোষয়িত্বা শুষ্কং কৃত্বা, ঊর্ণাংশুকাবিকয়োঃ পশুরোমভেদেন দ্রব্য-ভেদেন বা ভেদঃ, অল্পেহশৌচে অশুদ্ধৌ সত্যাং শোষণং সূর্য্যাংশুবাতাদিনা, নেনিজ্যাৎ শোধয়েৎ, ফলবল্কলৈঃ তজ্জৈরিত্যর্থঃ। পুষ্পরক্তাম্বরাণি চিত্রপুষ্পময়াম্বরাণি স্বর্ণরত্নখচিতাম্বরাণি চেত্যর্থঃ ॥ ৭২-৭৫ ॥

শাতাতপঃ—

কুসুম্ভকুঙ্কুমারক্তাস্তথা লাক্ষারসেন চ।
প্রক্ষালনেন শুধ্যন্তি চণ্ডালস্পর্শনে তথা ॥ ৭৭ ॥

অনুবাদ—শাতাতপ বলিয়াছেন—কুসুম্ভ, কুঙ্কুম, ও লাক্ষারস দ্বারা রঞ্জিত বস্ত্র চণ্ডালাদি কর্ত্তৃক স্পৃষ্ট হইলে প্রক্ষালন দ্বারা তাহার শুদ্ধি হয় ॥ ৭৭ ॥

টীকা—কুসুম্ভেন কুঙ্কুমেন বা আরক্তা রঞ্জিতাঃ লাক্ষারসেন বা রক্তাঃ পটাঃ, চণ্ডালেনান্যেনাপ্যস্পৃশ্যা উপলক্ষ্যাঃ তৎস্পর্শে সতি প্রক্ষালনেন শুধ্যন্তি ॥৭৭॥

যমঃ—

কৃষ্ণাজিনানাং বাতৈশ্চ বালানাং মৃদ্ভিরম্ভসা।
গোমূত্রেণাস্থিদন্তানাং ক্ষৌমাণাং গৌরসর্ষপৈঃ ॥ ৭৮ ॥

অনুবাদ—যম বলিয়াছেন—কৃষ্ণসার মৃগচর্ম্ম বায়ুদ্বারা, চামর মাটি ও জল দিয়া, শঙ্খাদি অস্থি ও হস্তিদন্তাদি গোমূত্র দ্বারা এবং ক্ষৌমবসন শ্বেতসর্ষপ দ্বারা শুদ্ধ করিবে ॥ ৭৮ ॥

টীকা—বালানাং চামরাণাম, অস্থি—শঙ্খাদিঃ, দন্তঃ—হস্ত্যাদেঃ ॥ ৭৮ ॥

শঙ্খঃ—

সিদ্ধার্থকানাং কল্কেন দন্তশৃঙ্গময়স্য চ।
গোবালৈঃ ফলপাত্রাণামস্থ্নাং স্যাচ্ছৃঙ্গবত্তথা ॥ ৭৯ ॥

অনুবাদ—শঙ্খ বলিয়াছেন—গজাদি দন্তনির্ম্মিত দ্রব্য ও শৃঙ্গনির্ম্মিত দ্রব্য শ্বেতসর্ষপের কল্ক দ্বারা এবং নারিকেল প্রভৃতি ফলপাত্র গোপুচ্ছ দ্বারা শুদ্ধ করিবে। শৃঙ্গ শুদ্ধির মত শ্বেতসরিষা দ্বারা অস্থির শুদ্ধি বিধান করিতে হয় ॥ ৭৯ ॥

টীকা — ফলপাত্রাণাং নারিকেলাদিপাত্রাণাম্, অস্থ্নাং শঙ্খাদীনাম্, শৃঙ্গবদিতি সর্ষপাণাং কল্কেনেত্যর্থঃ ॥ ৭৯ ॥

কিঞ্চ—

নির্য্যাসানাং গুড়ানাঞ্চ লবণানাং তথৈব চ।
কুসুম্ভকুসুমানাঞ্চ ঊর্ণাকার্পাসয়োস্তথা।
প্রোক্ষণাৎ কথিতা শুদ্ধিরিত্যাহ ভগবান্ যমঃ॥ ৮০॥

অনুবাদ—যম আরও বলিয়াছেন—হিঙ্গু প্রভৃতি নির্য্যাস, গুড়, লবণ, কুসুম্ভ, পুষ্প, পশুলোম ও কার্পাস জল ছিটা দ্বারা শুদ্ধ হয় ॥ ৮০ ॥

টীকা— নির্য্যাসানাং হিঙ্গ্বাদীনাম্ ॥ ৮০ ॥

মনুঃ—

অদ্ভিস্তু প্রোক্ষণং শৌচং বহূনাং ধান্যবাসসাম্।
প্রক্ষালনেন স্বল্পানামদ্ভিরেব বিধীয়তে ॥ ৮১ ॥
চেলবচ্চর্ম্মণাং শুদ্ধির্বৈদলানাং তথৈব চ।
শাকমূলফলানাঞ্চ ধান্যবচ্ছুদ্ধিরিষ্যতে ॥ ৮২ ॥
প্রোক্ষণাত্তৃণকাষ্ঠানি পলালঞ্চ বিশুধ্যতি।
মার্জ্জনোপাঞ্জনৈর্বেশ্ম পুনঃ পাকেন মৃন্ময়ম্ ॥ ৮৩॥

অনুবাদ—মনু বলিয়াছেন—যদি ধান্যের ও বস্ত্রের পরিমাণ বহু হয় তাহা হইলে জল ছিটা দিয়া শুদ্ধ করিবে কিন্তু পরিমাণে অল্প হইলে জল দিয়া ধৌত করিয়া লইবে। চর্ম্ম, ফাড়াবাঁশ এবং বেতদিয়া তৈরী জিনিষও বস্ত্রশুদ্ধির নিয়মে শুদ্ধ করিতে হইবে। শাক মূল ও ফলের শুদ্ধি ধান্য শুদ্ধিবৎ কথিত হইয়াছে। জলছিটা দ্বারা তৃণকাষ্ঠ এবং খড় শুদ্ধ হয় গৃহ মার্জ্জন ও উপলেপন দ্বারা শুদ্ধ করিতে হইবে এবং মাটির বাসন পুনরায় আগুনে দিয়া শুদ্ধ করিতে হইবে ॥ ৮১-৮৩ ॥

টীকা—বৈদলানাং বিদারিতবেণুবেত্রদলনির্ম্মিতানাম্; মার্জ্জনৈঃ রজঃশোধনৈঃ উপাঞ্জনৈঃ লেপনৈশ্চ ॥ ৮২-৮৩ ॥

কিঞ্চ—

যাবন্নাপৈত্যমেধ্যাক্তাদ্‌গন্ধো লেপশ্চ তদ্‌গতঃ।
তাবন্মৃদ্বারি বা দেয়ং সর্ব্বাসু দ্রব্যশুদ্ধিষু ॥ ৮৪ ॥

অনুবাদ—আরও বলা হইয়াছে—অপবিত্র দ্রব্য দ্বারা লিপ্ত বস্তু হইতে যতক্ষণে সেই দ্রব্যস্থ লেপ ও গন্ধ দূর না হয় ততক্ষণ জল ও মৃত্তিকা দিবে। যাবতীয় দ্রব্যশুদ্ধি ব্যাপারে এই নিয়ম ॥ ৮৪ ॥

বৃহস্পতিঃ—

বস্ত্রবৈদলচর্ম্মাদেঃ শুদ্ধিঃ প্রক্ষালনং স্মৃতম্।
অতিদুষ্টস্য তন্মাত্রং ত্যজেচ্ছিত্ত্বা তু শুদ্ধয়ে ॥ ৮৫ ॥

অনুবাদ—বৃহস্পতি বলিয়াছেন—বস্ত্র, বিদলিত-বংশজ দ্রব্য আর চর্ম্ম ইত্যাদি দ্রব্যের শোধন ধুইলে হয় কিন্তু অতিশয়রূপে দূষিত হইলে যে পরিমাণে দূষিত হইয়াছে শুদ্ধির জন্য সেই টুকু ছেদন করিয়া ফেলিয়া দিবে ॥ ৮৫ ॥

টীকা—তন্মাত্রমিতি—যাবদত্যন্তদুষ্টং তাবন্মাত্রমেব ন ত্বন্যদিত্যর্থঃ ॥ ৮৫ ॥

বিষ্ণুঃ—

মৃৎপর্ণতৃণকাষ্ঠানাং শ্বাস্থি-চাণ্ডাল-বায়সৈঃ।
স্পর্শনৈঃ বিহিতং শৌচং সোমসূর্য্যাংশুমারুতৈঃ ॥৮৬

বৌধায়নঃ—

আসনং শয়নং যানং নাবঃ পন্থাস্তৃণানি চ।
মারুতার্কেন শুদ্ধ্যন্তি পক্কেষ্টরচিতানি চ ॥ ৮৭ ॥

অনুবাদ—শ্রীবিষ্ণু বলিয়াছেন—কুক্কুর, অস্থি, চণ্ডাল ও কাক ইহাদের দ্বারা মাটি, পত্র, তৃণ ও কাষ্ঠ স্পৃষ্ট হইলে চন্দ্ররশ্মি, সূর্য্যকিরণ ও বায়ুদ্বারা শোধন করিতে হয়। বোধায়ন বলিয়াছেন—সূর্য্যকিরণ ও বায়ুদ্বারা আসন, শয্যা, বাহন, নৌকা, পথ, তৃণ ও ইষ্টকনির্ম্মিত পাকাবাড়ী শুদ্ধ হয় ॥ ৮৬-৮৭॥

টীকা—মারুতযুক্তেন অর্কেণ তদংশুনা, পাঠান্তরং স্পষ্টম্ ॥ ৮৭ ॥

অথ ধান্যাদীনাং সংস্কারঃ

তত্র বৌধায়নঃ—

ব্রীহয়ঃ প্রোক্ষণাদদ্ভিঃ শাকমূলফলানি চ।
তন্মাত্রস্যাপহারাদ্বা নিস্তুষীকরণেন চ ॥ ৮৮ ॥

অনুবাদ—বোধায়ন বলেন—ধান্য, শাক, মূল এবং ফল সকল জল প্রোক্ষণ দ্বারা অথবা যে পরিমাণে দূষিত হইয়াছে সেই পরিমাণ বর্জ্জন করিয়া কিংবা তুষশূন্য করণ দ্বারা শুদ্ধ হয় ॥ ৮৮ ॥

শঙ্খঃ—

শ্রপণং ঘৃততৈলানাং প্লাবনং গোরসস্য চ।
ভাণ্ডানি প্লাবয়েদদ্ভিঃ শাকমূলফলানি চ ॥ ৮৯ ॥

অনুবাদ—শঙ্খ বলিয়াছেন—ঘৃত, তৈল ও গোরস (দুগ্ধ, দধি, মাখন) প্লাবন দ্বারা শুদ্ধ করিবে (ঘৃতাদির প্লাবন অসম্ভব হওয়ায় ঘৃতাদির পাত্র জলমগ্ন করিয়া শুদ্ধ করিলে উহার প্লাবন হয়), ভাণ্ড সকল জলপ্লাবন দ্বারা শুদ্ধ হয় এবং জল দ্বারা প্রক্ষালন করিলেই শাক, মূল ও ফল শুদ্ধ হয় ॥ ৮৯ ॥

টীকা—শ্রপণং প্লাবনম্, প্লাবনমেব বিবৃণোতি—অদ্ভিস্তত্তদ্ভাণ্ডানি প্লাবয়েৎ অপ্সু নিমজ্জয়েদিত্যর্থঃ। ঘৃতাদীনামপি শ্রপণাসম্ভবে সজাতীয়দ্রব্যপ্লাবনেন শুদ্ধির্বোদ্ধব্যা ॥ ৮৯ ॥

ব্রাহ্মে—

দ্রবদ্রব্যাণি ভূরীণি পরিপ্লাব্যানি চাম্ভসা ॥ ৯০ ॥
শস্যানি ব্রীহয়শ্চৈব শাকমূলফলানি চ।
ত্যক্ত্বা তু দূষিতং ভাগং প্লাব্যান্যথ জলেন তু ॥৯১॥

অনুবাদ—ব্রহ্মপুরাণে বর্ণিত হইয়াছে—পাতলা জিনিষের পরিমাণ বেশী হইলে জল দ্বারা প্লাবিত করিবে অর্থাৎ পাত্র সহ জলে ডুবাইবে। ধান ও অন্যান্য শস্য শাক মূল এই সকল দ্রব্যের দূষিত অংশ বাদ দিয়া বাকী অংশ জল-প্লাবন দ্বারা শুদ্ধ করিবে ॥ ৯০-৯১ ॥

টীকা—দূষিতং ভাগং ত্যক্ত্বেতি অত্যন্তোপহতৌ ॥ ৯১ ॥

বৃহস্পতিঃ—

তাপনং ঘৃততৈলানাং প্লাবনং গোরসস্য চ।
তন্মাত্রমুদ্ধৃতং শুধ্যেৎ কঠিনন্তু পয়োদধি ॥ ৯২ ॥
অবিলীনং তথা সর্পির্বিলীনং শ্রপণেন তু ॥ ৯৩ ॥
আধারদোষে তু নয়েৎ পাত্রাৎ পাত্রান্তরং দ্রবম্।
ঘৃতঞ্চ পায়সং ক্ষীরং তথৈক্ষবরসো গুড়ঃ।
শূদ্রভাণ্ডস্থিতং তক্রং তথা মধু ন দুষ্যতি ॥ ৯৪ ॥

অনুবাদ—বৃহস্পতি বলিয়াছেন—অগ্নিতাপ দ্বারা ঘৃত ও তৈল এবং প্লাবন দ্বারা গোরস শুদ্ধ করিবে। যে পরিমাণে দূষিত হইয়াছে, তাহা উঠাইয়া ফেলিয়া দিলে কঠিন দুগ্ধ ও দধি শুদ্ধ হয়। ঘৃত দ্রবীভূত না হইলে ঐ প্রকারে শুদ্ধ হয় আর পাতলা হইলে প্লাবন দ্বারা শুদ্ধ করিতে হয়। যদি রাখার পাত্র দূষিত হয় তবে তাহা অন্য পাত্রে স্থাপন করিলে অর্থাৎ পাত্রান্তর দ্বারা শুদ্ধ হয়। শূদ্রের পাত্রেও ঘৃত, পায়স, দুগ্ধ, ইক্ষুরস, গুড়, ঘোল ও মধু ইত্যাদি অশুদ্ধ হয় না ॥ ৯২-৯৪ ॥

টীকা—তন্মাত্রম্—যাবদুপহতং তাবন্মাত্রমিত্যর্থঃ; এতচ্চানাকরবিষয়ম্ ॥ ৯২-৯৩ ॥

টীকা—আকরভাণ্ডে চ বিশেষং লিখতি—আধারেতি, আধারঃ আকরভাণ্ডং তদ্দোষেণ, পায়সং পয়োনির্ব্বৃত্তং দধি শূদ্রভাণ্ডস্থিতমপি পাত্রান্তরং নীতং সৎ ন দুষ্যতীত্যর্থঃ। তথা চ যমঃ—'আমমাংসং ঘৃতং ক্ষৌদ্রং স্নেহাশ্চ ফলসম্ভবাঃ। ম্লেচ্ছভাণ্ডস্থিতা দুষ্যা নিষ্ক্রান্তাঃ শুচয়ঃ স্মৃতাঃ ॥' ইতি। অন্যত্র চ—'আকরাঃ শুচয়ঃ সর্ব্বে' ইতি ॥ ৯৪ ॥

কিঞ্চ মনুঃ—

উচ্ছিষ্টেন তু সংস্পৃষ্টো দ্রব্যহস্তঃ কথঞ্চন।
অনিধায়ৈব তদ্দ্রব্য-
মাচান্তঃ শুচিতামিয়াৎ ॥ ইতি ॥ ৯৫ ॥
অন্যোঽপি শুদ্ধিবিধয়ো দ্রব্যাণাং স্মৃতিশাস্ত্রতঃ।
অপেক্ষ্যা বৈষ্ণবৈর্জ্ঞেয়াস্তদ্বিস্তারণৈরলম্ ॥ ৯৬ ॥

অনুবাদ—মনু আরও বলিয়াছেন—যদি দ্রব্যহস্তে কোন প্রকারে এঁটো স্পর্শ হয়, তাহা হইলে হস্তের বস্তু না রাখিয়া আচমন করিলে শুদ্ধি প্রাপ্ত হইবে। বৈষ্ণবগণ স্মৃতি হইতে সংগ্রহ করিয়া দ্রব্য শুদ্ধির অন্যান্য নিয়ম জানিয়া লইবেন এখানে গ্রন্থ বিস্তার ভয়ে আর বলা হইল না ॥ ৯৫-৯৬ ॥

টীকা—শুচিতামিয়াৎ দ্রব্যং চাণ্ডালান্নব্যতিরিক্তং

জ্ঞেয়ং, সদাচারাৎ। অন্নবিষয়ে চোক্তমাপস্তম্বেন—'কৃত্বা মূত্রং পুরীষঞ্চ দ্রব্যহস্তঃ কথঞ্চন। ভূমাবন্নং প্রতিষ্ঠাপ্য কৃত্বা স্নানং যথাবিধি। তৎসংযোগাত্তু পক্বান্নমুপস্পৃশ্য ততঃ শুচিঃ ॥' ইতি। বৃহস্পতিনা চ—'শৌচন্তু কুর্য্যাৎ প্রথমং পাদৌ প্রক্ষালয়েত্ততঃ। উপস্পৃশ্য তদভ্যুক্ষ্য গৃহীতং শুচিতামিয়াৎ' ইতি। যদ্যপি ভগবদ্দ্রব্যেষু তত্তদুপঘাতো ন ঘটতে, তথাপি ভগবদর্থতত্তদ্দ্রব্যার্পণাপেক্ষয়া, কিংবা ভ্রমপ্রমাদাদিনা তত্তদুপঘাতসম্ভাবনয়া তত্তচ্ছুদ্ধির্লিখিতেতি দিক্। বৈষ্ণবৈরপেক্ষ্যাশ্চেৎ, তর্হি স্মৃতিশাস্ত্রেভ্যো জ্ঞেয়াঃ—'তীর্থে বিবাহে যাত্রায়াং সংগ্রামে দেশবিপ্লবে। নগরগ্রামদাহে চ স্পৃষ্টাস্পৃষ্টি র্ন দুষ্যতি। গোকুলে কন্দুশালায়াং তৈলযন্ত্রেক্ষুযন্ত্রয়োঃ। অমীমাংস্যানি শৌচানি স্ত্রীষু বালাতুরেষু চ ॥' ইত্যাদুক্তেঃ। তত্তস্মাত্তেষাং বিস্তারণৈর্বিস্তরেণ লিখনৈরলম্, অত্র প্রয়োজনং নাস্তি, গ্রহবিস্তারভয়াদিত্যর্থঃ ॥ ৯৫-৯৬ ॥

অথ পূজার্থ-তুলসীপুষ্পাদ্যাহরণম্

প্রণম্যাথ মহাবিষ্ণুং প্রার্থ্যানুজ্ঞান্তু বৈষ্ণবঃ।
সমাহরেৎ শ্রীতুলসীং পুষ্পাদি চ যথোদিতম্ ॥ ৯৭ ॥

যচ্চ হারীতবচনম্—

স্নানং কৃত্বা তু যে কেচিৎ পুষ্পং গৃহ্ণন্তি বৈ দ্বিজাঃ।
দেবতাস্তন্ন গৃহ্ণন্তি ভস্মীভবতি কাষ্ঠবৎ ॥ইতি॥৯৮॥

অনুবাদ—অনন্তর পূজার জন্য ফুল তুলসী আহরণ—অতঃপর বিষ্ণুভক্ত ব্যক্তি মহাবিষ্ণুকে প্রণাম করিয়া আদেশ লইয়া তুলসী আহরণ ও যথাযোগ্য পুষ্পাদি আহরণ করিবেন। এই বিষয়ে হারীতের বচন—স্নাত অবস্থায় কোন দ্বিজ পুষ্প সংগ্রহ করিলে দেবগণ তাহা গ্রহণ করেন না, উহা কাষ্ঠ তুল্য ভস্মীভূত হয় ॥ ৯৭-৯৮ ॥

টীকা—পুষ্পম্, আদি শব্দেন পত্রাঙ্কুরাদি, যথোদিতং তত্র নিষিদ্ধবর্জ্জনাদ্যনুসারেণ ইত্যর্থঃ ॥ ৯৭ ॥

তচ্চ মধ্যাহ্নস্নানবিষয়ম্; যত উক্তং পাদ্মে বৈশাখমাহাত্ম্যে—

অস্নাত্বা তুলসীং ছিত্বা দেবার্থে পিতৃকর্ম্মণি।
তৎ সর্ব্বং নিষ্ফলং যাতি পঞ্চগব্যেন শুধ্যতি ॥ ৯৯ ॥

অনুবাদ—এই বিধান মধ্যাহ্ন স্নান বিষয়ক জানিতে হইবে। যেহেতু পদ্মপুরাণে বৈশাখ-মাহাত্ম্যে—দেবতা-নিমিত্ত ও পিতৃকর্ম্মে স্নান না করিয়া তুলসী চয়ন করিলে তৎসমুদয় ফলহীন হয়, পঞ্চগব্য স্পর্শ করাইলে শুদ্ধ হয় ॥ ৯৯ ॥

কিন্তত্র বাক্যান্তরং মৃগ্যম্।

অথ গৃহস্নানবিধিঃ

স্বগৃহে বাচরন্ স্নানং প্রক্ষাল্যাঙ্ঘ্রী করৌ তথা।
আচম্যাযম্য চ প্রাণান্ কৃতন্যাসো হরিং স্মরেৎ ॥১০০

কিন্তু এ বিষয়ে বাক্যান্তর অনুসন্ধান বাঞ্ছনীয়। অতঃপর গৃহস্নানবিধি—

অনুবাদ—অথবা নিজগৃহে স্নান করিয়া হাত পা ধুইয়া আচমন প্রাণায়াম ও ন্যাস করিয়া শ্রীহরিকে স্মরণ করা কর্ত্তব্য ॥ ১০০ ॥

টীকা—প্রাণান্ আযম্য প্রাণায়ামং কৃত্বা ॥ ১০০ ॥

ততো গঙ্গাদিকং স্মৃত্বা তুলসীমিশ্রিতৈর্জ্জলৈঃ।
পূর্ণে পাত্রে সমস্তানি তীর্থান্যাবাহয়েৎ কৃতী ॥১০১॥

আবাহনমন্ত্রশ্চায়ম্—

গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি।
নর্ম্মদে সিন্ধু কাবেরি জলেঽস্মিন্ সন্নিধিংকুরু ॥
ইতি ॥ ১০২ ॥

অনুবাদ—তারপর কৃতীব্যক্তি গঙ্গাদি স্মরণ করিয়া তুলসী সংযুক্ত জলপূর্ণ পাত্রে সমস্ততীর্থকে আবাহন করিবেন। আবাহন-মন্ত্র কথিত হইতেছে যথা—হে গঙ্গে! হে যমুনে! হে গোদাবরি! হে সরস্বতি! হে নর্ম্মদে! হে সিন্ধু! হে কাবেরি! এই জলে তোমরা অবস্থান কর ॥ ১০১-১০২ ॥

অথবা জাহ্নবীমেব সর্ব্বতীর্থময়ীং বুধঃ।
আবাহয়েদ্দ্বাদশভির্নামভির্জলভাজনে ॥ ১০৩ ॥

দ্বাদশ নামানি

নলিনী নন্দিনী সীতা মালিনী চ মহাপগা।
বিষ্ণুপাদার্ঘ্যসম্ভূতা গঙ্গা ত্রিপথগামিনী।
ভাগীরথী ভোগবতী জাহ্নবী ত্রিদশেশ্বরী ॥ ১০৪ ॥

অনুবাদ—অথবা বিজ্ঞ ব্যক্তি সর্ব্বতীর্থময়ী জাহ্নবদেবীকেই দ্বাদশ নাম দ্বারা জলপাত্রে আবাহন করিবেন। দ্বাদশ নাম যথা—নলিনী, নন্দিনী, সীতা, মালিনী, মহাপগা, বিষ্ণুপাদার্ঘ্যসম্ভূতা, গঙ্গা, ত্রিপথগামিনী, ভাগীরথী, ভোগবতী জাহ্নবী ও ত্রিদশেশ্বরী ॥ ১০৩-১০৪ ॥

পদ্মপুরাণে চ বৈশাখমাহাত্ম্যে—
নন্দিনীত্যেব তে নাম দেবেষু নলিনীতি চ।
দক্ষা পৃথ্বী চ বিহগা বিশ্বনাথা শিবামৃতা ॥ ১০৫ ॥
বিদ্যাধরী মহাদেবী তথা লোকপ্রসাদনী।
ক্ষমাবতী জাহ্নবী চ শান্তা শান্তি প্রদায়িনী ॥
ইতি ॥ ১০৬ ॥
অথাচম্য গুরুং স্মৃত্বাহনুজ্ঞাং প্রার্থ্য চ পূর্ব্ববৎ।
কৃষ্ণপাদাব্জতো গঙ্গাং পতন্তীং মূর্দ্ধ্নি চিন্তয়েৎ ॥১০৭

অনুবাদ—পদ্মপুরাণে বৈশাখ-মাহাত্ম্যেও বলা-হইয়াছে—দেবলোকে তোমার নাম নন্দিনী, নলিনী, দক্ষা, পৃথ্বী, বিহগা, বিশ্বনাথা, শিবা, অমৃতা, বিদ্যাধরী মহাদেবী লোকপ্রসাদনী, ক্ষমাবতী, জাহ্নবী, শান্তা ও শান্তি প্রদায়িনী। তারপর আচমন করিয়া শ্রীগুরু স্মরণ ও আগের মত তাঁহার আদেশ প্রার্থনা করিয়া চিন্তা করিবে যে, গঙ্গা শ্রীকৃষ্ণের চরণকমল হইতে বহির্গতা হইয়া নিজ মস্তকে পতিত হইতেছেন ॥১০৫-১০৭ ॥

টীকা—পূর্ব্ববদিতি—'দেবদেবজগন্নাথ' ইত্যনুজ্ঞাং প্রার্থ্যেত্যর্থঃ ॥ ১০৭ ॥

তথা চোক্তং শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে—
হৃৎস্থিতং পুণ্ডরীকাক্ষং মন্ত্রমূর্ত্তিং প্রভুং স্মরেৎ।
অনন্তাদিত্যসঙ্কাশং বাসুদেবং চতুর্ভুজম্ ॥ ১০৮ ॥
শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধরং পীতাম্বরাবৃতম্।
শ্যামলং শান্তবদনং প্রসন্নং বরদেক্ষণম্ ॥ ১০৯ ॥
দিব্যচন্দনলিপ্তাঙ্গং চারুহাসমুখাম্বুজম্।
অনেকরত্নসংচ্ছন্নজ্বলন্মকরকুণ্ডলম্ ॥ ১১০ ॥
বনমালাপরিবৃতং নারদাদিভিরর্চ্চিতম্।
কেয়ূরবলয়োপেতং সুবর্ণমুকুটোজ্জ্বলম্।
সর্ব্বাঙ্গসুন্দরং দেবং সর্ব্বাভরণভূষিতম্ ॥ ১১১ ॥
তৎপাদপঙ্কজাদ্ধারাং নিপতন্তীং স্বমূর্দ্ধনি।
চিন্তয়েদ্ব্রহ্মরন্ধ্রেণ প্রবিশন্তীং স্বকাং তনুম্।
তয়া সংক্ষালয়েৎ সর্ব্বমন্তর্দেহগতং মলম্ ॥ ১১২ ॥
তৎক্ষণাদ্বিরজা মন্ত্রী জায়তে স্ফটিকোপমঃ।
ইদং স্নানবরং মান্ত্রাৎ সহস্রমধিকং স্মৃতম্ ॥
ইতি ॥ ১১৩ ॥
সকৃন্নারায়ণেত্যাদি বচনং তত্র কীর্ত্তয়েৎ।
স্নানকালে তু তন্নাম সংস্মরেচ্চ মহাপ্রভুম্ ॥ ১১৪ ॥

অনুবাদ—নারদ-পঞ্চরাত্রেও বর্ণিত হইয়াছে—হৃৎপ্রদেশে অধিষ্ঠিত মন্ত্রমূর্ত্তি পদ্মলোচন, অসংখ্য ভাস্কর সদৃশ প্রভু বাসুদেবকে স্মরণ করিবে। তাঁহার চারিহস্ত, সেই হস্তচতুষ্টয়ে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম, তাঁহার পরিধানে পীতবসন, বর্ণ শ্যামল, বদনমণ্ডল প্রশান্ত, প্রসন্ন। তাঁহার নয়নযুগল দর্শন করিলে মনে হয় যেন তিনি বর দেওয়ার নিমিত্ত উন্মুখ আছেন। তাঁহার অঙ্গসকল দিব্যচন্দনে চর্চ্চিত ও বদনকমলে সুন্দর হাসি। কর্ণ যুগলে নানাপ্রকার রত্ন খচিত মকর-কুণ্ডল শোভা পাইতেছে। তাঁহার গলদেশ—বনমালাদ্বারা শোভিত, নারদ প্রমুখ ঋষি-গণ তাঁহার পূজা করিতেছেন। তিনি কেয়ূর ও বলয়ে ভূষিত। স্বর্ণমুকুটে সাতিশয় উজ্জ্বল, সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর ক্রীড়ানিরত ও সর্ব্বালঙ্কারে অলঙ্কৃত। চিন্তা করিবে যে তাঁহার চরণকমল নিঃসৃত ধারা নিজ মস্তকে নিপতিত হইতেছে এবং ব্রহ্ম রন্ধ্র দ্বারা নিজ দেহে প্রবেশ করিতেছে। তাহাতে দেহের অভ্যন্তরে অবস্থিত মলরাশি বিধৌত হইতেছে। দীক্ষিত ব্যক্তি এইরূপ চিন্তা করিলে অল্পসময়ের মধ্যেই স্ফটিকের মত নির্ম্মল হইয়া থাকেন। বলা হইয়াছে—এই সর্ব্বপ্রধান স্নান স্নানমন্ত্র অপেক্ষা সহস্র গুণে শ্রেষ্ঠ। এই স্নানকালে নারায়ণ ইত্যাদি অর্থাৎ—ধ্যায়েন্নারায়ণং দেবম্ ইত্যাদি বচন একবার কীর্ত্তন করিবে এবং সেই নারায়ণের নাম উচ্চারণ করিবে আর সর্ব্বপ্রধান প্রভুকে স্মরণ করিবে ॥ ১০৮-১১৪ ॥

টীকা — সকৃন্নারায়ণেত্যাদ্যুক্ত্বা, আদি-শব্দেন 'ধ্যায়েন্নারায়ণং দেবম্' ইত্যাদিলক্ষণাদ্বচনাদ্ধেতোঃ তস্য নারায়ণস্য নাম কীর্ত্তয়েৎ ॥ ১১৪ ॥

তথা চ কৃর্ম্ম পুরাণে—

আপো নারায়ণোদ্ভূতাস্তা এবাস্যায়নং যতঃ।
তস্মান্নারায়ণং দেবং স্নানকালে স্মরেদ্বুধঃ ॥
ইতি ॥ ১১৫ ॥

অনুবাদ—কূর্ম্মপুরাণেও উক্ত হইয়াছে—শ্রীনারায়ণ হইতে জলের উৎপত্তি এবং তিনি জলের মধ্যেই বাস করেন তাই বিজ্ঞ ব্যক্তির কর্ত্তব্য স্নানকালে তাঁহাকে স্মরণ করা ॥ ১১৫ ॥

স্নায়াদুষ্ণোদকেনাপি শক্তোঽপ্যামলকৈস্তথা।
তিলৈস্তৈলৈশ্চ সংবর্জ্জ্য প্রতিষিদ্ধদিনানি তু ॥ ১১৬ ॥

অনুবাদ—সুস্থ দেহ হইলেও নিষিদ্ধদিন ব্যতীত অন্যান্য দিনে আমলকী অথবা তিল কিংবা তৈল-মর্দ্দন করিয়া উষ্ণজলেও স্নান করা যায় ॥ ১১৬ ॥

টীকা —ন কেবলং শীতোদকেন, উষ্ণোদকেনাপি; তত্রাপি ন কেবলমশক্তঃ, শক্তো রোগাদিহীনোঽপীত্যর্থঃ। রোগিণস্তু সদৈবোষ্ণোদকেন স্নানমুক্তং যমেন—'আদিত্যকিরণৈস্তপ্তং পুনঃ পূতঞ্চ বহ্নিনা। অস্নাতমাতুরস্নানে প্রশস্তন্তু শৃতোদকম ॥' ইতি। প্রতিষিদ্ধদিনান্যগ্রে লেখ্যানি ॥ ১১৬ ॥

অথোষ্ণোদকস্নানম্

ষট্ত্রিংশন্মতে—

আপঃ স্বভাবতো মেধ্যা বিশেষাদগ্নিযোগতঃ।
তেন সন্তঃ প্রশংসন্তি স্নানমুষ্ণেন বারিণা ॥ ১১৭ ॥

অনুবাদ—ষট্ত্রিংশৎ মতে বর্ণিত আছে—জল স্বভাবতঃই পবিত্র ইহা অগ্নি সংযুক্ত হইলে বিশেষ-রূপে শুদ্ধ হয়। সেই জন্য সাধুগণ উষ্ণজলে স্নানের মাহাত্ম্য বর্ণন করিয়া থাকেন ॥ ১১৭ ॥

যমশ্চ—

আপঃ স্বয়ং সদা পূতা বহ্নিতপ্তা বিশেষতঃ।
তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু উষ্ণাম্ভঃ পাবনং স্মৃতম্ ॥১১৮

অনুবাদ—যমও বলিয়াছেন—জল স্বয়ং নিরন্তর শুচি, অগ্নিতপ্ত হইলে অধিকতর শুদ্ধ হয় সুতরাং সর্ব্বদাই উষ্ণজল বিশুদ্ধ বলিয়া জানিবে ॥ ১১৮ ॥

যচ্চোক্তং শঙ্খেন—

স্নাতস্য বহ্নিতপ্তেন তথৈবাতপবারিণা।
শরীরশুদ্ধিবিজ্ঞেয়া ন তু স্নানফলং ভবেৎ ॥
ইতি ॥ ১১৯ ॥

তত্তু কাম্যনৈমিত্তিকবিষয়ম্।

অতএবোক্তং গর্গেণ—

কুর্য্যান্নৈমিত্তিকং স্নানং শীতাদ্ভিঃ কাম্যমেব চ।
নিত্যং যাদৃচ্ছিকঞ্চৈব যথারুচি সমাচরেৎ ॥ ১২০ ॥

অনুবাদ—যিনি অগ্নিতপ্ত কিংবা সূর্য্যকিরণ তপ্ত জলে স্নান করেন, জানিতে হইবে যে, তদীয় কেবল শরীর মাত্র শুদ্ধ হয় স্নানের ফল প্রাপ্ত হয় না। শঙ্খের এই উক্তি কাম্য ও নৈমিত্তিক কর্ম্ম বিষয়ক জানিবে। এই কারণে গর্গ বলিয়াছেন—নৈমিত্তিক ও কাম্য স্নান শীতল জল দ্বারা করিবে। নিত্য স্নানের কোন বিশেষ বিধিনাই রুচি অনুসারে শীতল বা উষ্ণ যে কোন জলেই স্নান করা যায় ॥১১৯-১২০

টীকা—নিত্যস্নানঞ্চ যাদৃচ্ছিকং অনিয়তম্; অতো নিজরুচ্যনুসারেণ শীতাদ্ভিরুষ্ণাভির্বাদ্ভিস্তৎ কুর্য্যাদিত্যর্থঃ। যাদৃচ্ছিকং সুখার্থস্নানমিতি বা ॥১২০॥

অথ তত্র নিষিদ্ধদিনানি

তত্র যমঃ—

পুত্রজন্মনি সংক্রান্তৌ গ্রহণে চন্দ্রসূর্য্যয়োঃ।
অস্পৃশ্যস্পর্শনে চৈব ন স্নায়াদুষ্ণবারিণা ॥ ১২১ ॥

অনুবাদ—এই বিষয়ে যমের উক্তি—পুত্রের জন্মদিনে, সংক্রান্তি দিনে, চন্দ্র গ্রহণ ও সূর্য্য গ্রহণের সময় ও অস্পৃশ্য স্পর্শন হইলে গরম জলে স্নান করা অকর্ত্তব্য ॥ ১২১ ॥

বৃদ্ধমনুঃ—

পৌর্ণমাস্যাং তথা দর্শে যঃ স্নায়াদুষ্ণবারিণা।
স গোহত্যাকৃতং পাপং প্রাপ্নোতীহ ন সংশয়ঃ ॥১২২॥

অনুবাদ—বৃদ্ধ মনু বলিয়াছেন—যিনি পূর্ণিমা ও অমাবস্যায় গরম জলে স্নান করেন তিনি ইহলোকে গোবধ পাতকে পাতকী হয়েন ইহাতে সন্দেহ নাই ॥১২২

অথামলকস্নানম্

তত্র মার্কণ্ডেয়ঃ—

তুষ্যত্যামলকৈর্বিষ্ণুরেকাদশ্যাং বিশেষতঃ।
শ্রীকামঃ সর্ব্বদা স্নানং কুর্ব্বীতামলকৈর্নরঃ ॥১২৩॥
সপ্তম্যাং ন স্পৃশেত্তৈলং নীলীবস্ত্রং ন ধারয়েৎ।
ন চাপ্যামলকৈঃ স্নায়ান্ন কুর্য্যাৎ কলহং নরঃ ॥১২৪

অনুবাদ—এই বিষয়ে শ্রীমার্কণ্ডেয় বলিয়াছেন—আমলকী দ্বারা শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিলাভ করেন বিশেষতঃ একাদশী দিনে, প্রত্যহ আমলকী দ্বারা স্নানকরা লক্ষ্মীকামী জনের কর্ত্তব্য। সপ্তমী তিথিতে মানুষের তৈলস্পর্শ নিষেধ এবং নীলবর্ণের বস্ত্র পরিধানও অকর্ত্তব্য ও আমলক স্নান এবং কলহ বর্জ্জনীয় ॥ ১২৩-১২৪ ॥

ভৃগুঃ—

অমাং ষষ্ঠীং সপ্তমীঞ্চ নবমীঞ্চ ত্রয়োদশীম্।
সংক্রান্তৌ রবিবারে চ স্নানমামলকৈস্ত্যজেৎ ॥ ১২৫॥

অনুবাদ—শ্রীভৃগু বলিয়াছেন—অমাবস্যা, ষষ্ঠী, সপ্তমী, নবমী, ত্রয়োদশী, সংক্রান্তি ও রবিবারে আমলক স্নান নিষিদ্ধ ॥ ১২৫ ॥

যাজ্ঞবল্ক্যঃ—

ধাত্রীফলৈরমাবস্যাসপ্তমীনবমীষু চ।
যঃ স্নায়াত্তস্য হীয়ন্তে তেজশ্চায়ুর্দ্ধনং সুতাঃ ॥১২৬॥

অনুবাদ—শ্রীযাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন,—অমাবস্যা, সপ্তমী ও নবমী তিথিতে আমলক দ্বারা স্নান করিলে স্নাত ব্যক্তির তেজঃ, আয়ুঃ, ধন ও পুত্র ক্ষয় হয় ॥১২৬

অথ তিলস্নানম্

তত্র বৃহস্পতিঃ—

সর্ব্বকালং তিলৈঃ স্নানং পুনর্ব্যাসোঽব্রবীন্মুনিঃ ॥১২৭

ষট্‌ত্রিংশন্মতে—

তথা সপ্তম্যমাবস্যা-সংক্রান্তি-গ্রহণেষু চ।
ধনপুত্রকলত্রার্থী তিলস্পৃষ্টং ন সংস্পৃশেৎ ॥ ১২৮॥

অনুবাদ—এই বিষয়ে শ্রীবৃহস্পতি বলিয়াছেন—ব্যাসঋষি পুনরায় সকলকালেই তিলস্নানের ব্যবস্থা করিয়াছেন। ষট্‌ত্রিংশৎ মতে বলা হইয়াছে—ধন পুত্র ও কলত্র কামীব্যক্তি—সপ্তমী, অমাবস্যা, সংক্রান্তি ও গ্রহণকাল এই দিনগুলিতে তিলস্পর্শকারীকে স্পর্শ করিবে না ॥ ১২৭-১২৮ ॥

অথ তৈলস্নানম্

তত্রৈব—

ষষ্ঠ্যাং তৈলমনায়ুষ্যং চতুর্ষ্বপি চ পর্ব্বসু ॥ ১২৯॥

অনুবাদ—ষট্‌ত্রিংশৎ মতে বর্ণিত আছে—ষষ্ঠী তিথিতে ও পর্ব্ব দিবস চতুষ্টয়ে তৈল ব্যবহার করিলে আয়ুক্ষয় হয় ॥ ১২৯ ॥

যোগি-যাজ্ঞবল্ক্যঃ—

দশম্যাং তৈলমস্পৃষ্ট্বা যঃ স্নায়াদবিচক্ষণঃ।
চত্বারি তস্য নশ্যন্তি আয়ুঃ প্রজ্ঞা যশো ধনম্ ॥১৩০॥
মোহাৎ প্রতিপদং ষষ্ঠীং কুহূং রিক্তাতিথিং তথা
তৈলেনাভ্যঞ্জয়েদ্যস্তু চতুর্ভিঃ পরিহীয়তে ॥ ১৩১ ॥
পঞ্চদশ্যাং চতুর্দ্দশ্যাং সপ্তম্যাং রবিসংক্রমে।
দ্বাদশ্যাং সপ্তমীং ষষ্ঠীং তৈলস্পর্শং বিবর্জ্জয়েৎ ॥১৩২

অনুবাদ—যোগি-যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন—যে অদূরদর্শীজন দশমী তিথিতে তৈলস্পর্শ না করিয়া স্নান করে তাহার আয়ুঃ, বুদ্ধি, যশঃ ও ধন এই চারিটি ধ্বংস হয়। যে ব্যক্তি অজ্ঞানতাবশতঃ প্রতিপদ্, ষষ্ঠী, অমাবস্যা ও রিক্তা (চতুর্থী নবমী চতুর্দ্দশী) দিবসে তেল মাখে তার পূর্ব্বোক্ত চারিটি নাশ পায়। পঞ্চদশী, চতুর্দ্দশী, সপ্তমী, সূর্য্য-সংক্রমণ, দ্বাদশী ও ষষ্ঠী এই তিথিগুলিতে তেল মাখা নিষেধ ॥ ১৩০-১৩২ ॥

টীকা—দশম্যামস্পৃশেদ্বৈতি—তস্যাং তৈলস্নানস্যাবশ্যকতোক্তা ॥ ১৩০ ॥

টীকা—চতুর্ভিঃ পূর্ব্বোক্তৈরায়ুরাদিভিঃ ॥ ১৩১ ॥

অন্যচ্চ—

সপ্তম্যাং ন স্পৃশেত্তৈলং নবম্যাং প্রতিপদ্যপি।
অষ্টম্যাঞ্চ চতুর্দ্দশ্যামমাবস্যাং বিশেষতঃ ॥ ১৩৩ ॥

অনুবাদ—আরও বণিত আছে—সপ্তমী, নবমী, প্রতিপদ্, অষ্টমী ও চতুর্দ্দশী এই সমস্ত তিথিতে বিশেষতঃ অমাবস্যায় তৈলস্পর্শ নিষিদ্ধ ॥ ১৩৩ ॥

টীকা—বিশেষত ইত্যনেন সপ্তম্যাদৌ তৈলত্যাগাবশ্যকতাভিপ্রেতা ॥ ১৩৩ ॥

কিঞ্চ—

স্নানে বা যদি বাস্নানে পক্বতৈলং ন দুষ্যতি ॥১৩৪

অনুবাদ—আরও বণিত আছে—স্নান করাতেই হোউক, না করাতেই হোউক পক্ব তৈল ব্যবহারে দোষ হয় না ॥ ১৩৪ ॥

টীকা—পক্বতৈলঞ্চ কদাচিদপি ন দোষাবহমিতি পূর্ব্বোক্তেঽপবাদং লিখতি—স্নানে বেতি ॥ ১৩৪ ।

কিঞ্চাত্রিস্মৃতৌ—

তৈলাভ্যক্তো ঘৃতাভ্যক্তো বিণ্মূত্রে কুরুতে দ্বিজঃ।
অহোরাত্রোষিতো ভূত্বা পঞ্চগব্যেন শুধ্যতি ॥ ১৩৫॥
অথাঙ্গমলমুত্তার্য্য স্নাত্বা বিধিবদাচরেৎ।
নাসালগ্নেন চুলুকোদকেনৈবাঘমর্ষণম্ ॥ ১৩৬ ॥
ততো গুর্ব্বাদিপাদোদৈঃ প্রাগ্বৎ কৃত্বাভিষেচনম্।
কার্য্যোঽভিষেকঃ শঙ্খেন তুলসীমিশ্রিতৈর্জলৈঃ ॥১৩৭॥

অনুবাদ—অত্রি-স্মৃতিতেও বণিত হইয়াছে—দ্বিজ তেল বা ঘি মাখিয়া মলমূত্র বিসর্জন করিলে এক অহোরাত্র উপবাস করিয়া পঞ্চ গব্য ভক্ষণ করিয়া শুদ্ধ হইবেন। তারপর গাত্র সংমার্জ্জন করিয়া যথাবিধি স্নান করিয়া নাসিকা স্পৃষ্ট জল গণ্ডূষ দ্বারা অঘমর্ষণ সম্পাদন করিতে হইবে। তারপর গুরুজনগণের চরণোদক দ্বারা আগের মত স্নান করিয়া তুলসী মিশ্রিত শঙ্খজল দ্বারা স্নান করিতে হইবে ॥ ১৩৫-১৩৭ ॥

টীকা—কৃততৈলাভ্যঙ্গস্তু বিণ্মূত্রোৎসর্গং ন কুর্য্যাদিতি প্রসঙ্গাল্লিখতি—তৈলেতি। অহোরাত্রম্ উষিত উপোষিতো ভূত্বা পঞ্চগব্যপানেন শুদ্ধো ভবেৎ। পাঠান্তরে তু অন্ত্যজস্পর্শং তদানীং যত্নেন বর্জ্জয়েদিতি ভাবঃ ॥ ১৩৫ ॥

অথ তুলসীজলাভিষেক-মাহাত্ম্যম্

গারুড়ে—

মার্জ্জয়ত্যভিষেকে তু তুলস্যা বৈষ্ণবো নরঃ।
সর্ব্বতীর্থময়ং দেহং তৎক্ষণাৎ দ্বিজ জায়তে ॥১৩৮
তুলসীদলজস্নানে একাদশ্যাং বিশেষতঃ।
মুচ্যতে সর্ব্বপাপেভ্যো যদ্যপি ব্রহ্মহা ভবেৎ ॥১৩৯॥

অনুবাদ—গরুড়পুরাণে বণিত হইয়াছে—হে দ্বিজ! বৈষ্ণব জন স্নানকালে শরীরে তুলসীমার্জ্জন করিলে তৎক্ষণাৎ তাহার শরীর নিখিল তীর্থময় হয়। ব্রহ্মাবধকারী ও তুলসীদল মিশ্রিত জলে স্নান করিলে বিশেষতঃ একাদশীতে সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হন ॥ ১৩৮-১৩৯ ॥

তন্মূলমৃত্তিকাভ্যঙ্গং কৃত্বা স্নাতি দিনে দিনে।
দশাশ্বমেধাবভৃথং লভতে স্নানজং ফলম্ ॥ ১৪০ ॥
তুলসীদলসংমিশ্রং তোয়ং গঙ্গাসমং বিদুঃ।
যো বহেচ্ছিরসা নিত্যং ধৃতা ভবতি জাহ্নবী ॥১৪১॥
তুলসীদল-সংমিশ্রং যস্তোয়ং শিরসা বহেৎ।
সর্ব্বতীর্থাভিষেকস্তু তেন প্রাপ্তো ন সংশয়ঃ ॥
পাদোদকং তাম্রপাত্রে কৃত্বা সতুলসীদলম্।
শঙ্খে কৃত্বাভিষিঞ্চেত মূলেনৈব স্বমূর্দ্ধনি ॥ ১৪২ ॥

অনুবাদ—প্রতিদিন তুলসী-মূলস্থ মৃত্তিকা শরীরে লেপন করিয়া স্নান করিলে দশসংখ্যক অশ্বমেধ যজ্ঞের অবভৃথ স্নানের ফল লভ্য হয়। বুধগণ তুলসীদল-সংযুক্ত জলকে জাহ্নবী জলের সমান জানেন। যে ব্যক্তি প্রত্যহ মস্তকে তুলসী মিশ্রিত জল বহন করে তাহার মস্তকে গঙ্গাধারণ ফল হয়। তুলসীদল-সংযুক্ত জল মস্তকে বহন করিলে নিখিল

তীর্থ স্নানের ফল পাওয়া যায়, ইহাতে সন্দেহ নাই। তাম্রপাত্রস্থ তুলসীদল-মিশ্রিত বিষ্ণুপাদোদক শঙ্খে লইয়া মূল মন্ত্র উচ্চারণ সহকারে নিজ মস্তকে গ্রহণ করিবে ॥ ১৪০-১৪২ ॥

তন্মাহাত্ম্যং চোক্তং পাদ্মে কার্ত্তিকমাহাত্ম্যে—

দ্বারকাচক্রসংযুক্ত-শালগ্রামশিলাজলম্।
শঙ্খে কৃত্বা তু নিক্ষিপ্তং স্নানার্থং তাম্রভাজনে।
তুলসীদলসংযুক্তং ব্রহ্মহত্যাবিনাশনম্ ॥ ইতি ॥১৪৩

অনুবাদ—পদ্মপুরাণে কার্ত্তিক মাহাত্ম্যে তাহার মাহাত্ম্য লিখিত হইয়াছে যে—দ্বারকা চক্রান্বিত শালগ্রাম শিলোদ্ভব জল স্নানার্থে শঙ্খে লইয়া তাম্রপাত্রে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে, আর যাহা তুলসী দল মিশ্রিত, তাহা ব্রহ্মবধ জনিত পাতক নাশক ॥ ১৪৩ ॥

স্নানশাটীতরেণৈব বাসসাস্তাংসি গাত্রতঃ।
সংমার্জ্জ্য বাসসী দধ্যাৎ পরিধানোত্তরীয়কে ॥১৪৪

অনুবাদ—যে কাপড় পরিয়া স্নান করা হইয়াছে তদ্ব্যতীত অন্য কাপড় দ্বারা শরীর মুছিয়া পরিধেয় ও উত্তরীয় বসন ধারণ করিবে ॥ ১৪৪ ॥

টীকা—স্নানশাট্যাঃ ইতরেণ অন্যেন ॥ ১৪৪ ॥

অথ বস্ত্রধারণবিধিঃ

তত্রাত্রিঃ—

অধৌতং কারুধৌতং বা পরেদ্যুর্ধৌতমেব বা।
কাষায়ং মলিনং বস্ত্রং কৌপীনঞ্চ পরিত্যজেৎ ॥১৪৫
ন চার্দ্রমেব বসনং পরিদধ্যাৎ কদাচন ॥ ১৪৬ ॥
নগ্নো মলিনবস্ত্রঃ স্যান্নগ্নশ্চার্দ্ধপটঃ স্মৃতঃ।
নগ্নো দ্বিগুণবস্ত্রঃ স্যান্নগ্নো রক্তপটস্তথা ॥ ১৪৭ ॥
নগ্নশ্চ স্যূতবস্ত্রঃ স্যান্নগ্নঃ স্নিগ্ধপটস্তথা।
দ্বিকচ্ছোঽনুত্তরীয়শ্চ নগ্নশ্চাবস্ত্র এব চ ॥ ১৪৮ ॥

অনুবাদ—এই বিষয়ে অত্রির মত—যে বস্ত্র অধৌত অথবা রজক ধৌত কিংবা অন্যদিন ধৌত করা হইয়াছে এবং কাষায় বসন, মলিনবসন ও কৌপীন পরিধান করিবে না আর ভিজা কাপড় পরাও নিষিদ্ধ। মলিন বসন পরিধান কারীকে উলঙ্গ বলা যায়, যে ব্যক্তির বস্ত্র সাধারণ পরিমাণে অর্দ্ধ তিনিও উলঙ্গী বলিয়া কথিত হন। যে ব্যক্তির সাধারণ পরিমাণের দ্বিগুণবস্ত্র তিনিও উলঙ্গ; লোহিত বসন ধারণকারীও উলঙ্গ, সেলাই করা বস্ত্র পরিধানকারী, তৈলাক্ত বস্ত্র পরিধানকারী, দুইটি কাছা ধারণকারী, উত্তরীয় হীন ও যাঁহার পরিধানে বস্ত্র নাই—ইঁহারা সকলেই উলঙ্গ পদবাচ্য ॥ ১৪৫-১৪৮ ॥

টীকা—নগ্নো দিগম্বরাঃ জৈনভেদো বা ॥ ১৪৭ ॥

শ্রৌতং স্মার্ত্তং তথা কর্ম্ম ন নগ্নশ্চিন্তয়েদপি।
মোহাৎ কুর্ব্বন্নধো গচ্ছেত্তদ্ভবেদাসুরং স্মৃতম্ ॥১৪৯
জপহোমোপবাসেষু ধৌতবস্ত্রধরো ভবেৎ।
অলঙ্কৃতঃ শুচির্মৌনী শ্রাদ্ধাদৌ চ জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥১৫০

অনুবাদ—বেদবিহিত ও স্মৃতিবিহিত কর্ম্ম মানসে চিন্তা করাও উলঙ্গ ব্যক্তির কর্তব্য নহে, প্রমাদবশতঃ চিন্তা করিলে সে ব্যক্তি অধোগতি প্রাপ্ত হয় এবং তাহার করা ক্রিয়াসকল অসুরদের উপকারে আসে, জপ, হোম, উপবাস ও শ্রাদ্ধাদিতে অলঙ্কৃত, শুচি, মৌনী ও জিতেন্দ্রিয় হইবে এবং ধৌতবস্ত্র পরিধান করিবে ॥ ১৪৯-১৫০ ॥

গোভিলঃ—

একবস্ত্রো ন ভুঞ্জীত ন কুর্য্যাদ্দেবতার্চ্চনম্ ॥ ১৫১ ॥

অনুবাদ—গোভিল বলিয়াছেন—একবস্ত্র ধারণ করিয়া আহার করা ও দেবপূজা করা নিষিদ্ধ ॥১৫১॥

ত্রৈলোক্যসম্মোহনপঞ্চরাত্রে—

শুক্লবাসা ভবেন্নিত্যং রক্তঞ্চৈব বিবর্জ্জয়েৎ ॥ ১৫২ ॥

অনুবাদ—ত্রৈলোক্য-সম্মোহন-পঞ্চরাত্রে বর্ণিত হইয়াছে—সর্ব্বদাই সাদা কাপড় পরিবে, লাল কাপড় ত্যাগ করিবে ॥ ১৫২ ॥

অঙ্গিরাঃ—

শৌচং সহস্ররোমাণাং বায়্বগ্ন্যর্কেন্দুরশ্মিভিঃ।
রেতঃস্পৃষ্টং শবস্পৃষ্টমাবিকং নৈব দুষ্যতি ॥১৫৩

অন্যত্র চ—

ছিন্নং বা সন্ধিতং দগ্ধমাবিকং ন প্রদুষ্যতি।
আবিকেন তু বস্ত্রেণ মানবঃ শ্রাদ্ধমাচরেৎ।
গয়াশ্রাদ্ধসমং প্রোক্তং পিতৃভ্যো দত্তমক্ষয়ম্ ॥১৫৪॥

অনুবাদ—অঙ্গিরা বলিয়াছেন—বায়ু, বহ্নি, সূর্য্যরশ্মি ও চন্দ্ররশ্মি দ্বারা রোমসহস্র নির্ম্মিত বস্ত্রের শুদ্ধি হয়। মেষলোম নির্ম্মিত কম্বলাদি বসন রেতঃস্পৃষ্ট ও শবস্পৃষ্ট হইলেও অশুচি হয় না।

অন্যত্র আরও বলা হইয়াছে—মেষরোম নির্ম্মিত বসন ছিন্ন, দগ্ধ ও সীবন করা হইলেও শুচি থাকে মেষরোমনির্ম্মিত বস্ত্রধারণ করিয়া শ্রাদ্ধ করা মানবের কর্ত্তব্য। তাহা হইলে সেই শ্রাদ্ধ গয়া শ্রাদ্ধের তুল্য হয় এবং পিতৃগণকে প্রদত্ত হইলে অক্ষয় হয় ॥ ১৫৩-১৫৪ ॥

টীকা—সহস্রাণি অসংখ্যেয়ানি রোমাণি যেষু তেষাম্ ঊর্ণাদিনির্ম্মিতানাং কম্বলাদীনামিত্যর্থঃ। আবিকং মেষরোমনির্ম্মিতং কম্বলাদি ॥ ১৫৩ ॥

———

ন কুর্য্যাৎ সন্ধিতং বস্ত্রং দেবকর্ম্মণি ভূমিপ।
ন দগ্ধং ন চ বৈ ছিন্নং পারক্যং ন তু ধারয়েৎ ॥১৫৫
কাকবিষ্ঠাসমং হ্যক্তমবিধৌতঞ্চ যদ্ভবেৎ।
রজকাদাহৃতং যচ্চ ন তদ্বস্ত্রং ভবেচ্ছুচি ॥ ১৫৬ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্ সন্ধিত বস্ত্র ধারণ করিয়া দেবকর্ম্ম করিতে নাই। এছাড়া পোড়া, ছেঁড়া অথবা অন্যের পরা কাপড়ও পরিতে নাই। যাহা জল দ্বারা ধৌত হয় নাই সেইরকম কাপড় কাকের মলের মত এবং ধোপার বাড়ী থেকে আনা কাপড়ও পবিত্র নহে ॥ ১৫৫-১৫৬ ॥

———

কীটস্পৃষ্টন্তু যদ্বস্ত্রং পুরীষং যেন কারিতম্।
মূত্রং বা মৈথুনং বাপি তদ্বস্ত্রং পরিবর্জ্জয়েৎ ॥১৫৭॥

অনুবাদ—পোকায় কাটা কাপড়, যাহা পরিয়া মল-মূত্রত্যাগ করা হইয়াছে এমন কাপড় এবং যাহা পরিয়া-নারীসহবাস করা হইয়াছে এমন কাপড় সর্ব্বদা পরিত্যাগ করিবে ॥ ১৫৭ ॥

———

আবিকন্তু সদা বস্ত্রং পবিত্রং রাজসত্তম।
পিতৃদেবমনুষ্যাণাং ক্রিয়ায়াঞ্চ প্রশস্যতে ॥ ১৫৮ ॥
ধৌতাধৌতং তথা দগ্ধং সন্ধিতং রজকাহৃতম্।
শুক্র-মূত্র-রক্তলিপ্তং তথাপি পরমং শুচি ॥ ১৫৯ ॥
অগ্নিরাবিকবস্ত্রঞ্চ ব্রাহ্মণাশ্চ তথা কুশাঃ।
চতুর্ণাং ন কৃতো দোষো ব্রহ্মণা পরমেষ্ঠিনা ॥১৬০॥

অনুবাদ—হে রাজন্ মেষরোম-নির্ম্মিত কাপড় সর্ব্বদাই শুদ্ধ। কি পিতৃকর্ম্মে, কি দৈবকর্ম্মে কি মনুষ্যকর্ম্মে সকলকর্ম্মেই তাহা প্রশস্ত। অধৌত, ধৌত, দগ্ধ, সন্ধিত ধোপার বাড়ী থেকে আনা, শুক্র, মূত্র ও রক্ত লাগা যে রকমই হোক না কেন ইহা সর্ব্বদাই শুদ্ধ। পরমেষ্ঠী পিতামহ অগ্নি, মেষ রোমজ বস্ত্র, দ্বিজাতি ও কুশ এই চারিটিকে অশুদ্ধ করেন নাই ॥ ১৫৮-১৬০ ॥

———

কিঞ্চান্যত্র—

ধারয়েদ্বাসসী শুদ্ধে পরিধানোত্তরীয়কে।
অচ্ছিন্নসুদশে শুক্লে আচামেৎ পীঠসংস্থিতঃ ॥১৬১॥

অনুবাদ—আরও বলা হইয়াছে—যাহা ছেঁড়া নয়, যাহার দশা খুব সুন্দর এই রকম বিশুদ্ধ সাদা কাপড় ও চাদর ধারণ করিবে। কাপড় পরিয়া পীঠে বসিয়া আচমন করিবে ॥ ১৬১ ॥

টীকা—অচ্ছিন্না সুশোভনা চ দশা যয়োস্তে ॥১৬১

———

অথ পীঠম্

বহ্বৃচপরিশিষ্টে—

যতীনামাসনং শুক্লং কূর্ম্মাকারন্তু কারয়েৎ।
অন্যেষান্তু চতুষ্পাদং চতুরস্রন্তু কারয়েৎ ॥ ১৬২ ॥
গো-শকৃন্মৃন্ময়ং ভিন্নং তথা পালাশপৈপ্পলম্।
লৌহবদ্ধং সদৈবার্কং বর্জ্জয়েদাসনং বুধঃ ॥ ১৬৩ ॥

অনুবাদ—বহ্বৃচ-পরিশিষ্টে বর্ণিত আছে যে—যতিগণের আসন সাদা ও কচ্ছপাকৃতি হইবে। অপরাপর আশ্রমিগণের পক্ষে চতুষ্পাদ যুক্ত, চারিকোণ যুক্ত আসন করিতে হইবে। গোময় নির্ম্মিত, মৃন্ময়, বিদীর্ণ পলাশ কাঠ দিয়ে তৈরী, অশ্বত্থগাছ

থেকে তৈরী, লৌহা দিয়ে বাঁধান ও আকন্দ কাঠ দিয়া তৈরী আসন জ্ঞানীজন সর্ব্বথা পরিত্যাগ করিবেন ॥ ১৬২-১৬৩ ॥

টীকা—বস্ত্রপরিধানানন্তরং পীঠে সংস্থিতঃ সন্নাচামেদিত্যুক্তং, তৎপীঠমেব লিখতি—যতীনামিত্যাদিনা ॥ ১৬২ ॥

অথ আসনবিধিঃ

তত্রৈব—

দানমাচমনং হোমং ভোজনং দেবতার্চ্চনম্ ।
প্রৌঢ়পাদো ন কুর্ব্বীত স্বাধ্যায়ঞ্চৈব তর্পণম্ ॥১৬৪॥
আসনারূঢ়পাদস্তু জানুনোর্বাথ জঙ্ঘয়োঃ ।
কৃতাবসক্থিকো যস্তু প্রৌঢ়পাদঃ স উচ্যতে ॥
ইতি ॥ ১৬৫ ॥

অনুবাদ—ঐ গ্রন্থেই বলা হইয়াছে—দান, আচমন, হোম, তাহার দেবপূজা, বেদপাঠ ও তর্পণ এই সকল কার্য্য প্রৌঢ়পাদ অর্থাৎ আসনে পা রাখিয়া হাঁটু অথবা জাঙ্ঘের মধ্যভাগে বসিয়া করিবে না ॥ ১৬৪-১৬৫ ॥

ততো ভূমিগতাঙ্ঘ্রিঃ সন্ নিবিশ্যাচম্য দর্ভভৃৎ ।
উর্দ্ধপুণ্ড্রাদিকং কুর্য্যাৎ শ্রীগোপীচন্দনাদিনা ॥১৬৬॥
তত্রাদাবনুলেপেন ভগবচ্চরণাব্জয়োঃ ।
নির্ম্মাল্যেণ প্রসাদেন সর্বাণ্যঙ্গানি মার্জ্জয়েৎ ॥১৬৭॥

অনুবাদ—তারপর মাটিতে পা রাখিয়া বসিয়া কুশ লইয়া আচমন করার পর গোপীচন্দনাদি দ্বারা উর্দ্ধপুণ্ড্র রচনা করিবে। (উর্দ্ধপুণ্ড্র নির্ম্মাণের পর আচমনই কর্ত্তব্য তবুও পূজার জন্য তিলক-সেবার আবশ্যকতাহেতু আগে আচমন করিতে হয়—ইহা সম্প্রদায় চলিত সদাচার) এই বিষয়ে প্রথমে ভগবচ্চরণ-কমল বিলিপ্ত নির্ম্মাল্য প্রসাদী চন্দন সর্ব্বাঙ্গে মাখিবে ॥ ১৬৬-১৬৭ ॥

টীকা—দর্ভভৃৎ কুশপাণিঃ সন্, যদ্যপ্যূর্দ্ধপুণ্ড্রনির্ম্মাণানন্তরমেবাচমনং যুক্তং, তথাপ্যত্র পূজার্থতিলকবিশেষাদিনিমিত্তমাদাবাচমনং তৎসম্প্রদায়ানুসারেণ লিখিতম্। তিলকানন্তরমাচমনঞ্চ পূর্ব্বং বহিঃস্নানে লিখিতমেবাস্তি ॥ ১৬৬ ॥

টীকা—প্রসাদরূপেণ নির্ম্মাল্যেণ ॥ ১৬৭ ॥

তদুক্তং ব্রাহ্ম্যে শ্রীভগবতা—

শালগ্রামশিলালগ্নং চন্দনং ধারয়েৎ সদা ।
সর্ব্বাঙ্গেষু মহাশুদ্ধিসিদ্ধয়ে কমলাসন ॥ ইতি ॥১৬৮॥

অনুবাদ—ব্রহ্মপুরাণে এই বিষয়ে শ্রীভগবদুক্তি—হে ব্রহ্মন্ মহাশুদ্ধি লাভ করিবার নিমিত্ত শ্রীশালগ্রাম শিলালগ্ন চন্দন সতত সারা শরীরে ধারণ করিবে ॥ ১৬৮ ॥

ততো দ্বাদশভিঃ কুর্য্যান্নামভিঃ কেশবাদিভিঃ ।
দ্বাদশাঙ্গেষু বিধিবদূর্দ্ধপুণ্ড্রাণি বৈষ্ণবঃ ॥ ১৬৯ ॥

অনুবাদ—এরপর বৈষ্ণবব্যক্তি কেশবাদি দ্বাদশনাম উচ্চারণ সহকারে যথা নিয়মে দ্বাদশাঙ্গে উর্দ্ধপুণ্ড্র রচনা করিবেন ॥ ১৬৯ ॥

টীকা—কেশবাদিভির্মূর্ত্তিপঞ্জরন্যাসোক্তৈর্দ্বাদশভির্নামভিঃ ক্রমেণ ললাটাদিদ্বাদশাঙ্গেষু উর্দ্ধপুণ্ড্রাণি দ্বাদশ কুর্য্যাৎ বৈষ্ণব ইতি—বিশেষতো বৈষ্ণবস্য বিধেয়ত্বং সূচয়তি। বিধির্যথা স্যাদিত্যত্রায়ং বিধিঃ—মূর্ত্তিপঞ্জর-ন্যাসানুসারেণ প্রণবপূর্ব্বকং সবিন্দুকারাদি-দ্বাদশবর্ণৈর্দ্বাদশাদিত্যৈশ্চ সহিতান্ কেশবাদীন্ দ্বাদশ ন্যসেৎ। তত্র কেচিৎ কেশবাদিন্যাসোক্তং কীর্ত্ত্যাদিদ্বাদশ-শক্তিভিরপি সহ ন্যস্যন্তি। দ্বাদশাদিত্যাশ্চোক্তাঃ—'ধাতার্যমা চ মিত্রশ্চ বরুণোঽংশুর্ভগস্তথা। বিবস্বানিন্দ্রঃ পূষা চ পর্জ্জন্যস্ত্বষ্টৃ বিষ্ণব ॥' ইতি। ততশ্চায়ং প্রয়োগঃ—'ওঁ অং ধাতৃসহিতায় কেশবায় কীর্ত্ত্যৈ নমঃ' ললাটে ইত্যাদি। কিঞ্চ, ললাটোর্দ্ধপুণ্ড্রমালাদিকমগ্রে ব্যক্তং ভাবি। 'অন্যাঙ্গোর্দ্ধপুণ্ড্রাণাঞ্চ কেচিদ্দীপশিখাকারতয়া, কেচিচ্চ বাহ্বোর্বক্ষঃস্থলে পুণ্ড্রমষ্টাঙ্গুলমুদাহৃতম্' ইত্যাদি পদ্মপুরাণোত্তরখণ্ডোক্তানুসারেণ বাহ্বোর্বক্ষঃস্থলে পুণ্ড্রং চাষ্টাঙ্গুলপ্রমাণমন্যত্র চতুরঙ্গুল-প্রমাণমিত্যেবং, তত্রাপি কেচিন্মধ্যে ছিদ্রতয়েচ্ছন্তীতি বিবিধো বিধিঃ। তত্র

চ নিজসম্প্রদায়-ব্যবহার এবানুসর্ত্তব্যঃ, ইত্যাদ্যভিপ্রায়েণৈবাগ্রে লেখ্যং সম্প্রদায়ানুসারত ইতি ॥ ১৬৯ ॥

অথ দ্বাদশতিলকবিধিঃ

পদ্মপুরাণে উত্তরখণ্ডে—

ললাটে কেশবং ধ্যায়েন্নারায়ণমথোদরে।
বক্ষঃস্থলে মাধবন্তু গোবিন্দং কণ্ঠকূপকে ॥ ১৭০ ॥
বিষ্ণুঞ্চ দক্ষিণে কুক্ষৌ বাহৌ চ মধুসূদনম্।
ত্রিবিক্রমং কন্ধরে তু বামনং বামপার্শ্বকে ॥ ১৭১ ॥
শ্রীধরং বামবাহৌ তু হৃষীকেশন্তু কন্ধরে।
পৃষ্ঠে তু পদ্মনাভঞ্চ কট্যাং দামোদরং ন্যসেৎ ॥১৭২॥
তৎপ্রক্ষালনতোয়ন্তু বাসুদেবেতি মূর্দ্ধনি ॥ ১৭৩ ॥

অনুবাদ—পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডে বর্ণিত হইয়াছে—ললাটে কেশবকে, উদরে নারায়ণকে, বক্ষস্থলে মাধবকে, কণ্ঠকূপকে গোবিন্দকে, দক্ষিণ কুক্ষিতে বিষ্ণুকে, দক্ষিণ বাহুতে মধুসূদনকে, দক্ষিণ স্কন্ধে ত্রিবিক্রমকে, বামে হৃষীকেশকে, পৃষ্ঠে পদ্মনাভকে এবং কটিতে দামোদরকে ধ্যান করিয়া ন্যাস করিতে হয়। তারপর গোপীচন্দনাদি ধোওয়া জল বাসুদেবায় নমঃ বলিয়া অকারাদি দ্বাদশ স্বর সহ মাথায় দিবে ॥ ১৭০-১৭৩ ॥

টীকা—তত্তন্নামানি অঙ্গানি চ বিভজ্য দর্শয়তি—ললাটে ইতি ত্রিভিঃ। ধ্যায়েৎ ন্যসেৎ ॥ ১৭০ ॥

টীকা—ত্রিবিক্রমং দক্ষিণে কন্ধরে, হৃষীকেশং বামে কন্ধরে ॥ ১৭১-১৭২ ॥

টীকা—এবং কেশবাদ্যানাং দামোদরান্তানাং দ্বাদশানাং ন্যাসমুক্ত্বা মস্তকে শ্রীবাসুদেবস্য ন্যাসমাহ—তদিতি। বাসুদেবেতি 'বাসুদেবায় নমঃ' ইতি এতচ্চ সমস্তস্বরৈঃ সহ ন্যসেদিতি জ্ঞেয়ম্। কেচিচ্চ দ্বাদশাক্ষর-মন্ত্রং মূর্ধ্নি বিন্যস্যন্তি। অত্রাপি সৎ-সম্প্রদায়াচার এব গতিরিতি দিক্ ॥ ১৭৩ ॥

কিঞ্চ—

ঊর্দ্ধ্বপুণ্ড্রং ললাটে তু সর্ব্বেষাং প্রথমং স্মৃতম্।
ললাটাদিক্রমেণৈব ধারণন্তু বিধীয়তে ॥ ইতি ॥১৭৪॥

অনুবাদ—আরও বলা হইয়াছে—প্রথমে ললাট দেশে ঊর্দ্ধ্বপুণ্ড্র তিলক রচনার বিধি—সকলের পক্ষেই নির্দ্দিষ্ট; ললাটাদি-ক্রমেই ধারণ বিধি নির্দ্ধারিত হইয়াছে ॥ ১৭৪ ॥

এবং ন্যাসং সমাচর্য্য সম্প্রদায়ানুসারতঃ।
ন্যসেৎ কিরীটমন্ত্রঞ্চ মূর্দ্ধ্নি সর্ব্বার্থসিদ্ধয়ে ॥ ১৭৫ ॥

অনুবাদ—এইরূপে—নিজ নিজ সম্প্রদায় অনুসারে ঊর্দ্ধ্বপুণ্ড্র রচনা করিয়া সর্ব্বার্থসিদ্ধির নিমিত্ত মস্তকে কিরীট-মন্ত্র ন্যাস করিবে ॥ ১৭৫ ॥

টীকা—সম্প্রদায়ানুসারত ইতি সর্ব্বত্রাগ্রেঽপ্যনুবর্ত্তনীয়ম্ ॥ ১৭৫ ॥

অথ কিরীটমন্ত্রঃ

ওঁ শ্রীকিরীট-কেয়ূর-হার-মকরকুণ্ডল চক্র-শঙ্খ-গদা-পদ্মহস্ত পীতাম্বরধর শ্রীবৎসাঙ্কিত-বক্ষঃস্থল!
শ্রীভূমিসহিত-স্বাত্মজ্যোতির্দীপ্তিকরায়
সহস্রাদিত্যতেজসে নমো নমঃ ॥ ইতি ॥ ১৭৬ ॥

অনুবাদ—যিনি দিব্য কিরীট, কেয়ূর, হার ও মকরকুণ্ডলে শোভমান, যাঁহার শ্রীহস্তচতুষ্টয়ে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম, যিনি পীতাম্বরধারী, যাঁহার বক্ষস্থলে শ্রীবৎস-চিহ্ন অঙ্কিত, যিনি শ্রী ও ভূমিদেবী সহিত নিজ মনোহর জ্যোতির প্রকাশক এবং সহস্র আদিত্য-সদৃশ তেজস্বী, তাঁহাকে বারংবার প্রণাম করি ॥১৭৬॥

অথ ঊর্দ্ধ্বপুণ্ড্রনিত্যতা

পা.দ্ম শ্রীভগবদুক্তৌ—

মৎপ্রিয়ার্থং শুভার্থং বা রক্ষার্থে চতুরানন।
মৎপূজাহোমকালে চ সায়ং প্রাতঃ সমাহিতঃ।
মদ্ভক্তো ধারয়েন্নিত্যমূর্দ্ধ্বপুণ্ড্রং ভয়াপহম্ ॥ ১৭৭ ॥

অনুবাদ—শ্রীপদ্মপুরাণে শ্রীভগবান বলিতেছেন—হে ব্রাহ্মণ আমার ভক্তজন স্থিরচিত্ত হইয়া প্রভাতে ও সন্ধ্যায় আমার পূজা এবং হোমের সময় আমার প্রীতির জন্য কিংবা নিজের মঙ্গলের জন্য ও নিজের

থেকে তৈরী, লৌহা দিয়ে বাঁধান ও আকন্দ কাঠ দিয়া তৈরী আসন জ্ঞানীজন সর্ব্বথা পরিত্যাগ করিবেন ॥ ১৬২-১৬৩ ॥

টীকা—বস্ত্রপরিধানানন্তরং পীঠে সংস্থিতঃ সন্নাচামেদিত্যুক্তং, তৎপীঠমেব লিখতি—যত্নীনামিত্যাদিনা ॥ ১৬২ ॥

অথ আসনবিধিঃ

তত্রৈব—

দানমাচমনং হোমং ভোজনং দেবতার্চ্চনম্।
প্রৌঢ়পাদো ন কুর্ব্বীত স্বাধ্যায়ঞ্চৈব তর্পণম্ ॥১৬৪॥
আসনারূঢ়পাদস্তু জানুনোর্বাথ জঙ্ঘয়োঃ।
কৃতাবসক্থিকো যস্তু প্রৌঢ়পাদঃ স উচ্যতে ॥
ইতি ॥ ১৬৫ ॥

অনুবাদ—ঐ গ্রন্থেই বলা হইয়াছে—দান, আচমন, হোম, তাহার দেবপূজা, বেদপাঠ ও তর্পণ এই সকল কার্য্য প্রৌঢ়পাদ অর্থাৎ আসনে পা রাখিয়া হাঁটু অথবা জাঙ্ঘের মধ্যভাগে বসিয়া করিবে না ॥ ১৬৪-১৬৫ ॥

ততো ভূমিগতাঙ্ঘ্রিঃ সন্ নিবিশ্যাচম্য দর্ভভৃৎ।
ঊর্দ্ধ্বপুণ্ড্রাদিকং কুর্য্যাৎ শ্রীগোপীচন্দনাদিনা ॥১৬৬॥
তত্রাদাবনুলেপেন ভগবচ্চরণাব্জয়োঃ।
নির্ম্মাল্যেণ প্রসাদেন সর্বাণ্যঙ্গানি মার্জ্জয়েৎ ॥১৬৭॥

অনুবাদ—তারপর মাটিতে পা রাখিয়া বসিয়া কুশ লইয়া আচমন করার পর গোপীচন্দনাদি দ্বারা ঊর্দ্ধ্বপুণ্ড্র রচনা করিবে। (ঊর্দ্ধ্বপুণ্ড্র নির্ম্মাণের পর আচমনই কর্ত্তব্য তবুও পূজার জন্য তিলক-সেবার আবশ্যকতাহেতু আগে আচমন করিতে হয়—ইহা সম্প্রদায় চলিত সদাচার) এই বিষয়ে প্রথমে ভগবচ্চরণ-কমল বিলিপ্ত নির্ম্মাল্য প্রসাদী চন্দন সর্ব্বাঙ্গে মাখিবে ॥ ১৬৬-১৬৭ ॥

টীকা—দর্ভভৃৎ কুশপাণিঃ সন্, যদ্যপ্যূর্দ্ধ্বপুণ্ড্রনির্ম্মাণানন্তরমেবাচমনং যুক্তং, তথাপ্যত্র পূজার্থতিলকবিশেষাদিনিমিত্তমাদাবাচমনং তৎসম্প্রদায়ানুসারেণ লিখিতম্। তিলকানন্তরমাচমনঞ্চ পূর্ব্বং বহিঃস্নানে লিখিতমেবাস্তি ॥ ১৬৬ ॥

টীকা—প্রসাদরূপেণ নির্ম্মাল্যেণ ॥ ১৬৭ ॥

তদুক্তং ব্রাহ্মে শ্রীভগবতা—

শালগ্রামশিলালগ্নং চন্দনং ধারয়েৎ সদা।
সর্ব্বাঙ্গেষু মহাশুদ্ধিসিদ্ধয়ে কমলাসন ॥ ইতি ॥১৬৮॥

অনুবাদ—ব্রহ্মপুরাণে এই বিষয়ে শ্রীভগবদুক্তি—হে ব্রহ্মন্ মহাশুদ্ধি লাভ করিবার নিমিত্ত শ্রীশালগ্রাম শিলালগ্ন চন্দন সতত সারা শরীরে ধারণ করিবে ॥ ১৬৮ ॥

ততো দ্বাদশভিঃ কুর্য্যান্নামভিঃ কেশবাদিভিঃ।
দ্বাদশাঙ্গেষু বিধিবদূর্দ্ধ্বপুণ্ড্রাণি বৈষ্ণবঃ ॥ ১৬৯ ॥

অনুবাদ—এরপর বৈষ্ণবব্যক্তি কেশবাদি দ্বাদশনাম উচ্চারণ সহকারে যথা নিয়মে দ্বাদশাঙ্গে ঊর্দ্ধ্বপুণ্ড্র রচনা করিবেন ॥ ১৬৯ ॥

টীকা—কেশবাদিভির্মূর্ত্তিপঞ্জরন্যাসোক্তৈর্দ্বাদশভির্নামভিঃ ক্রমেণ ললাটাদিদ্বাদশাঙ্গেষু ঊর্দ্ধ্বপুণ্ড্রাণি দ্বাদশ কুর্য্যাৎ বৈষ্ণব ইতি—বিশেষতো বৈষ্ণবস্য বিধেয়ত্বং সূচয়তি। বিধির্যথা স্যাদিত্যত্রায়ং বিধিঃ—মূর্ত্তিপঞ্জর-ন্যাসানুসারেণ প্রণবপূর্ব্বকং সবিন্দুকারাদি-দ্বাদশবর্ণৈর্দ্বাদশাদিত্যৈশ্চ সহিতান্ কেশবাদীন্ দ্বাদশ ন্যসেৎ। তত্র কেচিৎ কেশবাদিন্যাসোক্তং কীর্ত্ত্যাদিদ্বাদশ-শক্তিভিরপি সহ ন্যস্যন্তি। দ্বাদশাদিত্যাশ্চোক্তাঃ—'ধাতার্যমা চ মিত্রশ্চ বরুণোঽংশুর্ভগস্তথা। বিবস্বানিন্দ্রঃ পূষা চ পর্জ্জন্যস্ত্বষ্টৃ বিষ্ণব ॥' ইতি। ততশ্চায়ং প্রয়োগঃ—'ওঁ অং ধাতৃসহিতায় কেশবায় কীর্ত্ত্যৈ নমঃ' ললাটে ইত্যাদি। কিঞ্চ, ললাটোর্দ্ধ্বপুণ্ড্রমালাদিকমগ্রে ব্যক্তং ভাবি। 'অন্যাঙ্গোর্দ্ধ্বপুণ্ড্রাণাঞ্চ কেচিদ্দীপশিখাকারত্বং, কেচিচ্চ বাহ্বোর্বক্ষঃস্থলে পুণ্ড্রমণ্টাঙ্গুলমুদাহৃতম্' ইত্যাদি পদ্মপুরাণোত্তরখণ্ডোক্তানুসারেণ বাহ্বোর্বক্ষঃস্থলে পুণ্ড্রং চাষ্টাঙ্গুলপ্রমাণমন্যত্র চতুরঙ্গুল-প্রমাণমিত্যেবং, তত্রাপি কেচিন্মধ্যে ছিদ্রত্রয়েচ্ছন্তীতি বিবিধো বিধিঃ। তত্র

চ নিজসম্প্রদায়-ব্যবহার এবানুসর্তব্যঃ, ইত্যাদ্যভিপ্রায়েণৈবাগ্রে লেখ্যং সম্প্রদায়ানুসারত ইতি ॥ ১৬৯ ॥

অথ দ্বাদশতিলকবিধিঃ

পদ্মপুরাণে উত্তরখণ্ডে—

ললাটে কেশবং ধ্যায়েন্নারায়ণমথোদরে।
বক্ষঃস্থলে মাধবন্তু গোবিন্দং কণ্ঠকূপকে ॥ ১৭০ ॥
বিষ্ণুঞ্চ দক্ষিণে কুক্ষৌ বাহৌ চ মধুসূদনম্।
ত্রিবিক্রমং কন্ধরে তু বামনং বামপার্শ্বকে ॥ ১৭১ ॥
শ্রীধরং বামবাহৌ তু হৃষীকেশন্ত কন্ধরে।
পৃষ্ঠে তু পদ্মনাভঞ্চ কট্যাং দামোদরং ন্যসেৎ ॥১৭২॥
তৎপ্রক্ষালনতোয়ন্তু বাসুদেবেতি মূর্দ্ধনি ॥ ১৭৩ ॥

অনুবাদ—পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডে বর্ণিত হইয়াছে—ললাটে কেশবকে, উদরে নারায়ণকে, বক্ষস্থলে মাধবকে, কণ্ঠকূপকে গোবিন্দকে, দক্ষিণ কুক্ষিতে বিষ্ণুকে, দক্ষিণ বাহুতে মধুসূদনকে, দক্ষিণ স্কন্ধে ত্রিবিক্রমকে, বামে হৃষীকেশকে, পৃষ্ঠে পদ্মনাভকে এবং কটিতে দামোদরকে ধ্যান করিয়া ন্যাস করিতে হয়। তারপর গোপীচন্দনাদি ধোওয়া জল বাসুদেবায় নমঃ বলিয়া অকারাদি দ্বাদশ স্বর সহ মাথায় দিবে ॥ ১৭০-১৭৩ ॥

টীকা—তত্তন্নামানি অঙ্গানি চ বিভজ্য দর্শয়তি—ললাটে ইতি ত্রিভিঃ। ধ্যায়েৎ ন্যসেৎ ॥ ১৭০ ॥

টীকা—ত্রিবিক্রমং দক্ষিণে কন্ধরে, হৃষীকেশং বামে কন্ধরে ॥ ১৭১-১৭২ ॥

টীকা—এবং কেশবাদ্যানাং দামোদরান্তানাং দ্বাদশানাং ন্যসমুক্ত্বা মস্তকে শ্রীবাসুদেবস্য ন্যাসমাহ—তদিতি। বাসুদেবেতি 'বাসুদেবায় নমঃ' ইতি এতচ্চ সমস্তস্বরৈঃ সহ ন্যসেদিতি জ্ঞেয়ম্। কেচিচ্চ দ্বাদশাক্ষর-মন্ত্রং মূর্ধ্নি বিন্যস্যন্তি। অত্রাপি সৎ-সম্প্রদায়াচার এব গতিরিতি দিক্ ॥ ১৭৩ ॥

কিঞ্চ—

ঊর্দ্ধ্বপুণ্ড্রং ললাটে তু সর্ব্বেষাং প্রথমং স্মৃতম্।
ললাটাদিক্রমেণৈব ধারণন্তু বিধীয়তে ॥ ইতি ॥১৭৪॥

অনুবাদ—আরও বলা হইয়াছে—প্রথমে ললাট দেশে ঊর্দ্ধ্বপুণ্ড্র তিলক রচনার বিধি—সকলের পক্ষেই নির্দ্দিষ্ট; ললাটাদি-ক্রমেই ধারণ বিধি নির্দ্ধারিত হইয়াছে ॥ ১৭৪ ॥

এবং ন্যাসং সমাচর্য্য সম্প্রদায়ানুসারতঃ।
ন্যসেৎ কিরীটমন্ত্রঞ্চ মূর্দ্ধ্নি সর্ব্বার্থসিদ্ধয়ে ॥ ১৭৫ ॥

অনুবাদ—এইরূপে—নিজ নিজ সম্প্রদায় অনুসারে ঊর্দ্ধ্বপুণ্ড্র রচনা করিয়া সর্ব্বার্থসিদ্ধির নিমিত্ত মস্তকে কিরীট-মন্ত্র ন্যাস করিবে ॥ ১৭৫ ॥

টীকা—সম্প্রদায়ানুসারত ইতি সর্ব্বত্রাগ্রেঽপ্যনুবর্ত্তনীয়ম্ ॥ ১৭৫ ॥

অথ কিরীটমন্ত্রঃ

ওঁ শ্রীকিরীট-কেয়ূর-হার-মকরকুণ্ডল চক্র-শঙ্খ-গদা-পদ্মহস্ত পীতাম্বরধর শ্রীবৎসাঙ্কিত-বক্ষঃস্থল। শ্রীভূমিসহিত-স্বাত্মজ্যোতির্দীপ্তিকরায় সহস্রাদিত্যতেজসে নমো নমঃ ॥ ইতি ॥ ১৭৬ ॥

অনুবাদ—যিনি দিব্য কিরীট, কেয়ূর, হার ও মকরকুণ্ডলে শোভমান, যাঁহার শ্রীহস্তচতুষ্টয়ে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম, যিনি পীতাম্বরধারী, যাঁহার বক্ষস্থলে শ্রীবৎস-চিহ্ন অঙ্কিত, যিনি শ্রী ও ভূমিদেবী সহিত নিজ মনোহর জ্যোতির প্রকাশক এবং সহস্র আদিত্য-সদৃশ তেজস্বী, তাঁহাকে বারংবার প্রণাম করি ॥১৭৬॥

অথ ঊর্দ্ধ্বপুণ্ড্রনিত্যতা

পা.দ্ম শ্রীভগবদুক্তৌ—

মৎপ্রিয়ার্থং শুভার্থম্বা রক্ষার্থে চতুরানন।
মৎপূজাহোমকালে চ সায়ং প্রাতঃ সমাহিতঃ।
মদ্ভক্তো ধারয়েন্নিত্যমূর্দ্ধ্বপুণ্ড্রং ভয়াপহম্ ॥ ১৭৭ ॥

অনুবাদ—শ্রীপদ্মপুরাণে শ্রীভগবান বলিতেছেন—হে ব্রাহ্মণ আমার ভক্তজন স্থিরচিত্ত হইয়া প্রভাতে ও সন্ধ্যায় আমার পূজা এবং হোমের সময় আমার প্রীতির জন্য কিংবা নিজের মঙ্গলের জন্য ও নিজের

রক্ষার নিমিত্ত ভয়নাশকারী উর্দ্ধ্বপুণ্ড্র প্রত্যহ ধারণ করিবেন ॥ ১৭৭ ॥

টীকা—নিত্যং ধারয়েদিতি নিত্যত সিদ্ধা ॥১৭৭॥

তত্রৈব শ্রীনারদোক্তৌ—

যজ্ঞো দানং তপো হোমঃ স্বাধ্যায়ঃ পিতৃতর্পণম্।
ব্যর্থং ভবতি তৎসর্ব্বমূর্দ্ধ্বপুণ্ড্রং বিনা কৃতম্ ॥১৭৮॥

অনুবাদ—ঐ গ্রন্থেই শ্রীনারদের কথায়—উর্দ্ধ্বপুণ্ড্র ধারণ না করিয়া যজ্ঞ, দান, তপঃ, হোম, বেদাধ্যয়ন, পিতৃতর্পণ প্রভৃতি যে কোন অনুষ্ঠিত কর্ম্ম বিফল হয় ॥ ১৭৮ ॥

তত্রৈবোত্তরখণ্ডে—

উর্দ্ধ্বপুণ্ড্রৈর্বিহীনস্তু কিঞ্চিৎ কর্ম্ম করোতি যঃ।
ইষ্টাপূর্ত্তাদিকং সর্ব্বং নিষ্ফলং স্যান্ন সংশয়ঃ ॥১৭৯
উর্দ্ধ্বপুণ্ড্রৈর্বিহীনস্তু সন্ধ্যাকর্ম্মাদিকং চরেৎ।
তৎ সর্ব্বং রাক্ষসং নিত্যং নরকং চাধিগচ্ছতি ॥১৮০

অনুবাদ—উহারই উত্তরখণ্ডে বলা হইয়াছে—উর্দ্ধ্বপুণ্ড্র পরিত্যাগকারী ব্যক্তির ইষ্টাপূর্ত্তাদি কর্ম্ম সকল নিষ্ফল হয়, ইহাতে সংশয় নাই। উর্দ্ধ্বপুণ্ড্র বিহীন ব্যক্তির সন্ধ্যাবন্দনাদি কর্ম্মসকল নিত্য রাক্ষসের নিমিত্ত হয় এবং তাহার নরকে গমন হয় ॥১৭৯-১৮০ ॥

টীকা—অধুনা অকরণে প্রত্যবায়পুঞ্জং দর্শয়তি—যজ্ঞ ইত্যাদিনা ; চরেৎ আচরেৎ ॥ ১৭৮-১৮০ ॥

অন্যচ্চ—

উর্দ্ধ্বপুণ্ড্রে ত্রিপুণ্ড্রং যঃ কুরুতে স নরাধমঃ।
ভঙ্ক্ত্বা বিষ্ণুগৃহং পুণ্ড্রং স যাতি নরকং ধ্রুবম্ ॥১৮১

অনুবাদ—আরও বলা হইয়াছে—যে উর্দ্ধ্বপুণ্ড্রে ত্রিপুণ্ড্র রচনা করে সেই ব্যক্তি নরাধম। পুণ্ড্রস্বরূপ শ্রীহরিমন্দির ভগ্ন করিলে নিঃসন্দেহে নিরয়গামী হইতে হয় ॥ ১৮১ ॥

টীকা—বিষ্ণুগৃহং হরিমন্দিরম্ ॥ ১৮১ ॥

অতএব পাদ্মে শ্রীনারদোক্তৌ—

যচ্ছরীরং মনুষ্যাণামূর্দ্ধ্বপুণ্ড্রং বিনা কৃতম্।
দ্রষ্টব্যং নৈব তত্তাবৎ শ্মশানসদৃশং ভবেৎ ॥১৮২॥

অনুবাদ—অতএব পদ্মপুরাণে শ্রীনারদের উক্তি—উর্দ্ধ্বপুণ্ড্র শূন্য মানবদেহ শ্মশানতুল্য উহা দর্শনের যোগ্য নহে ॥ ১৮২ ॥

তত্রৈবোত্তরখণ্ডে—

উর্দ্ধ্বপুণ্ড্রং ধরেদ্বিপ্রো মৃদা শুভ্রেণ বৈদিকঃ।
ন তির্য্যক্ ধারয়েদ্বিদ্বানাপদ্যপি কদাচন ॥ ১৮৩ ॥

অনুবাদ—ঐ পুরাণে উত্তর ভাগে কথিত হইয়াছে—বৈদিক ব্রাহ্মণগণ শুভ্র মৃত্তিকাদ্বারা উর্দ্ধ্বপুণ্ড্র রচনা করিবেন। প্রাজ্ঞব্যক্তি কোন সময়েই কুটিল পুণ্ড্র নির্ম্মাণ করিবেন না ॥ ১৮৩ ॥

টীকা—ধরেৎ ধারয়েৎ ॥ ১৮৩ ॥

স্কান্দে—

তির্য্যক্ পুণ্ড্রং ন কুর্ব্বীত সংপ্রাপ্তে মরণেঽপি চ।
নৈবান্যন্নাম চ ব্রুয়াৎ পুমান্নারায়ণাদৃতে ॥ ১৮৪ ॥
ধারয়েদ্বিষ্ণুনির্ম্মাল্যং ধূপশেষং বিলেপনম্।
বৈষ্ণবং কারয়েৎ পুণ্ড্রং গোপীচন্দনসম্ভবম্ ॥ ১৮৫ ॥

অনুবাদ—স্কন্দপুরাণে বর্ণিত হইয়াছে—আসন্নকাল সমাগত হইলেও বক্রপুণ্ড্র ধারণ অকর্ত্তব্য। ঐ সময় নারায়ণ ছাড়া অন্য নামও উচ্চারণ করা উচিত নয়। শ্রীবিষ্ণুর নির্ম্মাল্য, ধূপ শেষ ও চন্দনাদি বিলেপন ধারণ ও গোপীচন্দনের দ্বারা বৈষ্ণবচিহ্ন স্বরূপ উর্দ্ধ্বপুণ্ড্র রচনা করা উচিত ॥ ১৮৪-১৮৫ ॥

তত্রৈব কার্ত্তিকপ্রসঙ্গে—

যস্যোর্দ্ধ্বপুণ্ড্রং দৃশ্যেত ললাটে নো নরস্য হি।
তদ্দর্শনং ন কর্ত্তব্যং দৃষ্ট্বা সূর্য্যং নিরীক্ষয়েৎ ॥১৮৬॥

অনুবাদ—সেখানে কার্ত্তিক-প্রসঙ্গে বর্ণিত আছে উর্দ্ধ্বপুণ্ড্রহীন মনুষ্যকে দর্শন করা উচিত নয়, দেখিলে সূর্য্য দর্শন করিয়া শুদ্ধ হইতে হয় ॥ ১৮৬ ॥

টীকা—বৈষ্ণবং হরিমন্দির-লক্ষণমূর্দ্ধ্বপুণ্ড্রম্,

ললাট ইতি উর্দ্ধ্বপুণ্ড্রস্য তত্রৈব বিহিতত্বাৎ ॥ ১৮৫-১৮৬ ॥

অন্যত্রাপি—

বৈষ্ণবানাং ব্রাহ্মণানামূর্দ্ধ্বপুণ্ড্রং বিধীয়তে।
অন্যেষান্তু ত্রিপুণ্ড্রং স্যাদিতি ব্রহ্মবিদো বিদুঃ ॥১৮৭॥
ত্রিপুণ্ড্রং যস্য বিপ্রস্য ঊর্দ্ধ্বপুণ্ড্রং ন দৃশ্যতে।
তং স্পৃষ্ট্বাপ্যথবা দৃষ্ট্বা সচেলং স্নানমাচরেৎ ॥১৮৮
ঊর্দ্ধ্বপুণ্ড্রেন কুর্ব্বীত বৈষ্ণবানাং ত্রিপুণ্ড্রকম্।
কৃতত্রিপুণ্ড্র-মর্ত্ত্যস্য ক্রিয়া ন প্রীতয়ে হরেঃ ॥ ১৮৯ ॥

অনুবাদ—অন্যত্রও বলা হইয়াছে—বৈষ্ণব ও ব্রাহ্মণগণ উর্দ্ধ্বপুণ্ড্র ধারণ করিবেন এবং ব্রাহ্মণ ছাড়া অন্য জাতির ও অবৈষ্ণবগণের পক্ষে ত্রিপুণ্ড্রের ব্যবস্থা বেদজ্ঞগণ-কর্ত্তৃক ইহা বিহিত হইয়াছে। যে বিপ্রের ললাটে উর্দ্ধ্বপুণ্ড্রের বদলে ত্রিপুণ্ড্র দেখা যায়, তাঁহার দর্শনে ও স্পর্শে সবস্ত্র-স্নান করিতে হইবে। বৈষ্ণবগণ উর্দ্ধ্বপুণ্ড্রস্থানে ত্রিপুণ্ড্র করিবেন না। কারণ ইহা হরিসন্তোষের কারণ হয় না ॥ ১৮৭-১৮৯ ॥

টীকা—ব্রাহ্মণানাঞ্চ, অন্যেষামবৈষ্ণবশূদ্রাণাম্ ॥ ১৮৭ ॥

অতএবোত্তরখণ্ডে—

অশ্বত্থপত্রসঙ্কাশো রেণুপত্রাকৃতিস্তথা।
পদ্মকুট্মলসঙ্কাশো মোহনং ত্রিতয়ং স্মৃতম্ ॥১৯০॥

অনুবাদ—পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডে বলা হইয়াছে—বক্ষস্থলাদিতে অশ্বত্থপত্রাকৃতি, বংশপত্রাকৃতি ও পদ্মকলিকাকৃতি এই তিন প্রকার তিলক নিষিদ্ধ। কারণ উহা বৈষ্ণবস্মৃতি-সম্মত নহে। ঐগুলি শুক্রাচার্য্যাদি বিহিত মায়ার প্রকাশ। ঐ তিন প্রকার তিলক নিষ্ফল ॥ ১৯০ ॥

টীকা—এবমত্রোর্দ্ধ্বপুণ্ড্রধারণস্য বিহিতত্বাদগ্রে চ বক্ষোবাহুমূলাদৌ খড়্গচক্রাদিমুদ্রাধারণস্য বিহিতত্বাদবৈষ্ণবস্মার্ত্তসম্মতমশ্বত্থপত্রাকারাদিকং বক্ষঃস্থলাদৌ ন বিধেয়মিতি লিখতি—অশ্বত্থেতি। মোহনম্ অসুরানুসারি শুক্রাদিমায়াবিহিতমিত্যর্থঃ ॥১৯০॥

অথ ঊর্দ্ধ্বপুণ্ড্র-মাহাত্ম্যম্

স্কান্দে কার্ত্তিকপ্রসঙ্গে—

ঊর্দ্ধ্বপুণ্ড্রো মৃদা শুভ্রো ললাটে যস্য দৃশ্যতে।
চাণ্ডালোঽপি বিশুদ্ধাত্মা যাতি ব্রহ্ম সনাতনম্ ॥১৯১॥
ঊর্দ্ধ্বপুণ্ড্রে স্থিতা লক্ষ্মীরূর্দ্ধ্বপুণ্ড্রে স্থিতং যশঃ।
ঊর্দ্ধ্বপুণ্ড্রে স্থিতা মুক্তি-
রূর্দ্ধ্বপুণ্ড্রে স্থিতো হরিঃ ॥ ১৯২ ॥

অনুবাদ—স্কন্দপুরাণে কার্ত্তিক-প্রসঙ্গে বর্ণিত আছে—যে ব্যক্তির ললাটে মৃন্ময় শ্বেতবর্ণ উর্দ্ধ্বপুণ্ড্র দেখা যায়, চণ্ডাল হইলেও তাহার আত্মা পবিত্র, ঐ ব্যক্তি সনাতন-ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন। উর্দ্ধ্বপুণ্ড্রে লক্ষ্মী অধিষ্ঠিতা, যশঃ ও মোক্ষ উহাতেই বিরাজিত এবং শ্রীহরিও উহাতে অবস্থান করেন ॥ ১৯১-১৯২ ॥

টীকা—ঊর্দ্ধ্বপুণ্ড্র ইতি পুংস্ত্বমার্ষম্ ॥ ১৯১ ॥

পদ্মপুরাণে—

ঊর্দ্ধ্বপুণ্ড্রং মৃদা সৌম্যং ললাটে যস্য দৃশ্যতে।
স চাণ্ডালোঽপি শুদ্ধাত্মা পূজ্য এব ন সংশয়ঃ ॥১৯৩॥

অনুবাদ—পদ্মপুরাণে বলা হইয়াছে—যাঁহার ললাটদেশে উর্দ্ধ্বপুণ্ড্র (মৃত্তিকা নির্ম্মিত) বিরাজিত, চণ্ডাল হইলেও তিনি পবিত্রাত্মা ও পূজ্য—ইহাতে সন্দেহ নাই ॥ ১৯৩ ॥

অত্রৈবোত্তরখণ্ডে শিব-উমা-সংবাদে—

ঊর্দ্ধ্বপুণ্ড্রস্য মধ্যে তু বিশালে সুমনোহরে।
লক্ষ্ম্যা সার্দ্ধং সমাসীনো দেবদেবো জনার্দ্দনঃ ॥১৯৪
তস্মাদ্যস্য শরীরে তু ঊর্দ্ধ্বপুণ্ড্রং ধৃতং ভবেৎ।
তস্য দেহং ভগবতো বিমলং মন্দিরং স্মৃতম্ ॥১৯৫

অনুবাদ—উহারই উত্তরখণ্ডে শিব-উমা-সংবাদে বর্ণিত হইয়াছে উর্দ্ধ্বপুণ্ড্রের অতিশয় মনোহর ও বিস্তৃত মধ্য দেশে শ্রীহরি লক্ষ্মীর সহিত সমাসীন থাকেন, তাই তাঁহার শরীর বিশুদ্ধ মন্দির স্বরূপ ॥১৯৪-১৯৫

টীকা—সমাসীনোঽস্তি ॥ ১৯৪ ॥

উর্দ্ধপুণ্ড্রধরো বিপ্রঃ সূর্য্যলোকেষু পূজিতঃ।
বিমানবরমারুহ্য যাতি বিষ্ণোঃ পরং পদম্ ॥১৯৬॥

অনুবাদ—উর্দ্ধপুণ্ড্রধারী বিপ্র সূর্য্য লোকে অর্চ্চিত হন এবং বিমানারোহণে বিষ্ণুর পরমধামে গমন করেন ॥ ১৯৬ ॥

উর্দ্ধপুণ্ড্রং ধরং বিপ্রং দৃষ্ট্বা পাপৈঃ প্রমুচ্যতে।
নাম স্মৃত্বা তথা ভক্ত্যা সর্ব্বদানফলং লভেৎ ॥১৯৭॥
উর্দ্ধপুণ্ড্রধরং বিপ্রং যঃ শ্রাদ্ধে ভোজয়িষ্যতি।
আকল্পকোটি পিতরস্তস্য তৃপ্তা ন সংশয়ঃ ॥ ১৯৮ ॥
উর্দ্ধপুণ্ড্রধরো যস্তু কুর্য্যাৎ শ্রাদ্ধং শুভাননে।
কল্পকোটিসহস্রাণি বৈকুণ্ঠে বাসমাপ্নুয়াৎ ॥ ১৯৯ ॥
যজ্ঞ-দান-তপশ্চর্য্যা-জপ-হোমাদিকঞ্চ যৎ।
উর্দ্ধপুণ্ড্রধরঃ কুর্য্যাৎ তস্য পুণ্যমনন্তকম্ ॥ ২০০ ॥

অনুবাদ—উর্দ্ধপুণ্ড্রধারী বিপ্রকে দর্শন করিলে নিখিল পাতক হইতে বিমুক্ত হওয়া যায় এবং সভক্তি তাঁহার নাম-স্মরণে যাবতীয় দানফল সত্য হয়। শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের সময় যিনি উর্দ্ধপুণ্ড্রধারী ব্রাহ্মণকে ভোজন করান, তাঁহার পিতৃপুরুষগণ কোটি কল্প পর্য্যন্ত পরিতৃপ্ত থাকেন ইহাতে সন্দেহ নাই। হে বরাননে! যিনি উর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ করিয়া শ্রাদ্ধ করেন, তিনি সহস্রকোটি কল্প যাবৎ শ্রীবৈকুণ্ঠে বাস করেন। ইহা ধারণ-পূর্ব্বক যজ্ঞ, দান, তপঃ, জপ ও হোমাদি যে কোন কার্য্যই করা হউক তাহা অনন্তপুণ্য প্রদ হয় ॥ ১৯৭-২০০ ॥

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে—

অশুচির্বাপ্যনাচারো মনসা পাপমাচরন্।
শুচিরেব ভবেন্নিত্যমূর্দ্ধপুণ্ড্রাঙ্কিতো নরঃ ॥ ২০১ ॥

অনুবাদ—ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে বর্ণিত আছে—উর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণকারী ব্যক্তি অশুচি আচারভ্রষ্ট অথবা মনে মনে পাপাচরণকারী যাই হউক না কেন সর্ব্বদাই পবিত্র থাকে ॥ ২০১ ॥

তত্রৈব শ্রীভগবদ্বচনম্—

উর্দ্ধপুণ্ড্রধরো মর্ত্ত্যো ম্রিয়তে যত্র কুত্রচিৎ।
শ্বপাকোঽপি বিমানস্থো মম লোকে মহীয়তে ॥২০২॥

অনুবাদ—ঐ গ্রন্থেই ভগবান বলিতেছেন—উর্দ্ধপুণ্ড্রধারী মনুষ্য চণ্ডাল এবং যত্র তত্র মৃত্যু প্রাপ্ত হইলেও বিমানারোহণ করিয়া আমার লোকে গিয়া আনন্দানুভব করে ॥ ২০২ ॥

উর্দ্ধপুণ্ড্রধরো মর্ত্ত্যো গৃহে যস্যান্নমশ্নুতে।
তদা বিংশৎ কুলং তস্য নরকাদুদ্ধরাম্যহম্ ॥২০৩॥

অনুবাদ—ঐরূপ ব্যক্তি যাঁহার গৃহে অন্ন ভোজন করেন আমি তাহার বিংশতি পুরুষকে নরক হইতে উদ্ধার করি ॥ ২০৩ ॥

টীকা—বিংশৎ কুলং বিংশতি-কুলানি ॥ ২০৩ ॥

অথ উর্দ্ধপুণ্ড্র-নির্ম্মাণবিধিঃ

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে—

বীক্ষ্যাদর্শে জলে বাপি যো বিদধ্যাৎ প্রযত্নতঃ।
উর্দ্ধপুণ্ড্রং মহাভাগ স যাতি পরমাং গতিম্ ॥২০৪॥

অনুবাদ—ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে বর্ণিত হইয়াছে—হে মহাভাগ! যিনি আয়নায় অথবা জলে নিজ প্রতিবিম্ব দেখিয়া সযত্নে উর্দ্ধপুণ্ড্র নির্ম্মাণ করেন, তিনি পরমা-গতি পাইয়া থাকেন ॥ ২০৪ ॥

টীকা—উর্দ্ধপুণ্ড্রস্য ললাটে মুখ্যত্বাৎ তত্রত্যোর্দ্ধ-পুণ্ড্র-নির্ম্মাণ-প্রকারং লিখতি—বীক্ষ্যেত্যাদিনা ॥২০৪

দশাঙ্গুলপ্রমাণন্তু উত্তমোত্তমমুচ্যতে।
নবাঙ্গুলং মধ্যমং স্যাদষ্টাঙ্গুলমতঃপরম্ ॥ ২০৫ ॥
এতৈরঙ্গুলিভেদৈস্তু কারয়েন্ন নখৈঃ স্পৃশেৎ ॥২০৬॥

অনুবাদ—দশাঙ্গুলপ্রমাণ অত্যুত্তম, নবমাঙ্গুল মধ্যম ও অষ্টাঙ্গুল প্রমাণ কনিষ্ঠ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এই প্রকার অঙ্গুলিভেদ অনুসারে তিলক রচনা করিতে হইবে। কিন্তু সাবধান যেন নখদ্বারা স্পৃষ্ট না হয় ॥ ২০৫-২০৬ ॥

টীকা—অতঃপরং কনিষ্ঠমিত্যর্থঃ ॥ ২০৫ ॥

পদ্মপুরাণে উত্তরখণ্ডে তত্রৈব—

একান্তিনো মহাভাগাঃ সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ।
সান্তরালং প্রকুর্ব্বন্তি পুণ্ড্রং হরিপদাকৃতি ॥ ২০৭ ॥

অনুবাদ—পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডে শিব ও উমা-সংবাদে বলা হইয়াছে একান্তমনা, সর্ব্বজীবোপকারক, মহাভাগ্যবান জনগণ শ্রীহরি-চরণকমলের আকৃতি বিশিষ্ট মধ্যে ছিদ্রযুক্ত পুণ্ড্র নির্ম্মাণ করেন ॥ ২০৭ ॥

টীকা—সান্তরালং মধ্যে ছিদ্রান্বিতং, তদেবাহ—হরিপদাকৃতীতি ॥ ২০৭ ॥

শ্যামং শান্তিকরং প্রোক্তং রক্তং বশ্যকরং তথা।
শ্রীকরং পীতমিত্যাহুঃ শ্বেতং মোক্ষপ্রদং শুভম্ ॥২০৮
বর্ত্তুলং তির্য্যগচ্ছিদ্রং হ্রস্বং দীর্ঘতরং তনু।
বক্রং বিরূপং বদ্ধাগ্রং ভিন্নমূলং পদচ্যুতম্ ॥ ২০৯ ॥
অশুভ্রং রুক্ষমাসক্তং তথা নাঙ্গুলিকল্পিতম্।
বিগন্ধমপসব্যঞ্চ পুণ্ড্রমাহুরনর্থকম্ ॥ ২১০ ॥
আরভ্য নাসিকামূলং ললাটান্তং লিপেন্মৃদম্।
নাসিকায়াস্ত্রয়ো ভাগা নাসামূলং প্রচক্ষ্যতে ॥ ২১১ ॥
সমারভ্য ভ্রুবোর্মূলমন্তরালং প্রকল্পয়েৎ ॥ ২১২ ॥

অনুবাদ—বিজ্ঞগণ শ্যামবর্ণ পুণ্ড্রকে শান্তিপ্রদ, রক্তবর্ণকে বশ্য কারক, পীতবর্ণকে সম্পত্তিদায়ক এবং শ্বেতবর্ণকে মঙ্গল জনক ও মুক্তিদায়ক বলিয়া কীর্ত্তন করেন। পুণ্ড্র বর্ত্তুলাকৃতি, তির্য্যগ্‌ভাবাপন্ন, ছিদ্রহীন, খর্ব্ব, অত্যন্ত দীর্ঘ, কৃশ, বক্র, বিরূপ, অগ্রভাগে যুক্ত, মূলভাগে বিচ্ছিন্ন অর্থাৎ নিম্নভাগ-পৃথক, স্থানভ্রষ্ট, মলিন, রুক্ষ, পরস্পর যুক্ত আর অঙ্গুলী ছাড়া অন্য দ্রব্য দ্বারা নির্ম্মিত দুর্গন্ধযুক্ত ও বামহস্ত কল্পিত—বিফল বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। নাসামূল হইতে আরম্ভ করিয়া ললাটের শেষ পর্য্যন্ত মৃত্তিকা লেপন করিবে, নাসিকার চারি ভাগের ৩ ভাগ পর্য্যন্ত নাসামূল। ভ্রূদ্বয়ের মূল হইতে আরম্ভ করিয়া ছিদ্র রচনা করিতে হয় ॥২০৮-২১২ ॥

টীকা—ততমিতি পাঠে বিস্তৃতম্, পদচ্যুতং স্থানভ্রষ্টম্, অশুভ্রং মলিনং, আসক্তমন্যোহন্যসংলগ্নম্; পাঠান্তরং সুগমম্। বিগন্ধং দুর্গন্ধি, অপসব্যং বামহস্তকল্পিতম্ ॥ ২০৮-২১০ ॥

টীকা—ত্রয়ো ভাগাস্তৃতীয়ো বিভাগ ইত্যর্থঃ, তথা সদাচারদর্শনাৎ ॥ ২১১ ॥

অথ ঊর্দ্ধ্বপুণ্ড্রস্য মধ্যচ্ছিদ্র-নিত্যতা

তত্রৈব—

নিরন্তরালং যঃ কুর্য্যাদূর্দ্ধ্বপুণ্ড্রং দ্বিজাধমঃ।
স হি তত্র স্থিতং বিষ্ণুং লক্ষ্মীঞ্চৈব ব্যাপোহতি ॥২১৩

অনুবাদ—পদ্মপুরাণের উত্তর খণ্ডে শিব-উমা-সংবাদে বলা হইয়াছে—যে দ্বিজাধম মধ্যে ছিদ্র না রাখিয়া ঊর্দ্ধ্বপুণ্ড্র নির্ম্মাণ করে সে নিশ্চয় সেখানে অবস্থিত লক্ষ্মীনারায়ণকে দূর করিয়া দেয় ॥ ২১৩ ॥

টীকা—ব্যাপোহিত নিরস্যতীতি মহাদোষাক্ত্যা নিত্যতা বোধিতা এবমগ্রেঽপ্যূহ্যম্ ॥ ২১৩ ॥

অচ্ছিদ্রমূর্দ্ধ্বপুণ্ড্রন্তু যে কুর্ব্বন্তি দ্বিজাধমাঃ।
তেষাং ললাটে সততং শুনঃ পাদো ন সংশয়ঃ ॥২১৪
তস্মাচ্ছিদ্রান্বিতং পুণ্ড্রং দণ্ডাকারং সুশোভনম্।
বিপ্রাণাং সততং ধার্য্যং স্ত্রীণাঞ্চ শুভদর্শনে ॥ ২১৫ ॥

অনুবাদ—যে সকল দ্বিজাধম নিশ্ছিদ্র ঊর্দ্ধ্বপুণ্ড্র রচনা করে, তাহাদিগের ললাটে কুক্কুরের পদ অবস্থিত থাকে, ইহাতে কোন সংশয় নাই। অতএব হে শুভ দর্শনে। ব্রাহ্মণগণের ও স্ত্রীদিগের সর্ব্বদা দণ্ডাকৃতি ছিদ্রযুক্ত সুশোভন পুণ্ড্র সর্ব্বদা ধারণ করা কর্ত্তব্য ॥ ২১৪-২১৫ ॥

হরিমন্দিরলক্ষণম্

নাসাদিকেশপর্য্যন্তমূর্দ্ধ্বপুণ্ড্রং সুশোভনম্।
মধ্যে ছিদ্রসমাযুক্তং তদ্বিদ্যাদ্ধরিমন্দিরম্ ॥ ২১৬ ॥
বামপার্শ্বে স্থিতো ব্রহ্মা দক্ষিণে তু সদাশিবঃ।
মধ্যে বিষ্ণুং বিজানীয়াৎ
তস্মান্মধ্যং ন লেপয়েৎ ॥ ২১৭ ॥

অনুবাদ—নাসা হইতে কেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত, অতীব সুন্দর, ছিদ্রযুক্ত ঊর্দ্ধ্বপুণ্ড্রই শ্রীহরিমন্দির বলিয়া কথিত হয়। ইহার বামভাগে ব্রহ্মা, দক্ষিণ

ভাগে সদাশিব ও মধ্য ভাগে শ্রীহরি অধিষ্ঠিত থাকেন, তাই মধ্যভাগ লেপন করিতে নাই ॥ ২১৬-২১৭ ॥

বায়ুপুরাণে সেবাপরাধে—

অধৃত্বা চোর্দ্ধ্বপুণ্ড্রঞ্চ হরেঃ পূজাং করোতি যঃ।
তির্য্যক্পুণ্ড্রধরো যস্তু যজেদ্দেবং জনার্দ্দনম্ ॥২১৮॥
অচ্ছিদ্রেণোর্দ্ধ্বপুণ্ড্রেণ ভস্মনা তির্য্যগঙ্কিনা।
অধৃত্বা শঙ্খচক্রে চ চেত্যাদিনা দোষ উক্তঃ ॥২১৯॥

অনুবাদ—বায়ুপুরাণে সেবাপরাধ-প্রসঙ্গে বর্ণিত হইয়াছে—উর্দ্ধ্বপুণ্ড্র ধারণ না করিয়া অথবা তির্য্যগ্ পুণ্ড্রধারী হইয়া বা ছিদ্রশূন্য, ভস্মরচিত, কুটিল ভাবে অঙ্কিত কিংবা শঙ্খ, চক্র চিহ্ন ধারণ রহিত শ্রীহরির পূজা করেন তাঁহারা এই সকল কার্য্যের জন্য দোষ-যুক্ত হন ॥ ২১৮-২১৯ ॥

শ্রুতিশ্চ, যজুর্ব্বেদস্য হিরণ্যকেশীয়-শাখায়াম্—

হরেঃ পদাক্রান্তিমাত্মনি ধারয়তি যঃ
স পরস্য প্রিয়ো ভবতি স পুণ্যবান্।
মধ্যে চ্ছিদ্রমূর্দ্ধ্বপুণ্ড্রং যো
ধারয়তি স মুক্তিভাগ্ ভবতি ॥ ইতি ॥ ২২০ ॥

অনুবাদ—যজুর্ব্বেদের হিরণ্যকেশীয় শাখাতেও শ্রুতি আছে, যথা—যিনি নিজদেহে শ্রীহরির পদ-চিহ্ন ধারণ করেন তিনি ভগবানের প্রিয় এবং পুণ্য-বান্। যিনি মধ্যস্থলে ছিদ্রযুক্ত পুণ্ড্র ধারণ করেন তিনি মুক্তি পাইয়া থাকেন ॥ ২২০ ॥

তিলক-রচনাঙ্গুলি-নিয়মঃ

স্মৃতিঃ—

অনামিকা কামদোক্তা মধ্যমায়ুষ্করী ভবেৎ।
অঙ্গুষ্ঠঃ পুষ্টিদঃ প্রোক্তস্তর্জ্জনী মোক্ষসাধনী ॥ ২১॥

অনুবাদ—স্মৃতিতে বর্ণিত হইয়াছে—অনামিকা অভীষ্ট দান করে, মধ্যমা আয়ুঃ বৃদ্ধি করে, অঙ্গুষ্ঠ পুষ্টি সাধন করে আর তর্জ্জনী মোক্ষ সাধন করে ২২১ ॥

অথ উর্দ্ধ্বপুণ্ড্রমৃত্তিকাঃ

পদ্মপুরাণে তত্রৈব—

পর্ব্বতাগ্রে নদীতীরে বিল্বমূলে জলাশয়ে।
সিন্ধুতীরে চ বল্মীকে হরিক্ষেত্রে বিশেষতঃ ॥ ২২২॥
বিষ্ণোঃ স্নানোদকং যত্র প্রবাহয়তি নিত্যশঃ।
পুণ্ড্রাণাং ধারণার্থায় গৃহ্ণীয়াত্তত্র মৃত্তিকাম্ ॥ ২২৩ ॥
শ্রীরঙ্গে ব্যেঙ্কটাদ্রৌ চ শ্রীকূর্ম্মে দ্বারকে শুভে।
প্রয়াগে নারসিংহাদৌ বারাহে তুলসীবনে ॥ ২২৪ ॥
গৃহীত্বা মৃত্তিকাং ভক্ত্যা বিষ্ণুপাদজলৈঃ সহ।
ধৃত্বা পুণ্ড্রাণি চাঙ্গেষু বিষ্ণুসাযুজ্যমাপ্নুয়াৎ ॥ ২২৫ ॥

তত্রৈব—

যত্তু দিব্যং হরিক্ষেত্রং তস্যৈব মৃদমাহরেৎ ॥ ২২৬ ॥

অনুবাদ—পদ্মপুরাণের উত্তর-খণ্ডে শিব-উমা-সংবাদেই বলা হইয়াছে—পর্ব্বতের শিখরদেশেস্থিত, নদীতটেস্থিত, বিল্বমূল, জলাশয়, সাগরকূল, উইঢিপি বিশেষ করিয়া হরিক্ষেত্র অর্থাৎ ভগবদ্ধাম এবং যে স্থানে প্রত্যহ শ্রীবিষ্ণুর স্নানজল গড়াইয়া পড়ে—এই সব স্থানের যে কোনটি হইতে তিলক নির্ম্মাণের মাটি সংগ্রহ করিতে হইবে। শ্রীরঙ্গ, ব্যেঙ্কটগিরি, শ্রীকূর্ম্ম, কল্যাণরূপিণী দ্বারকা, প্রয়াগ, শ্রীনৃসিংহতীর্থাদি, বরাহক্ষেত্র, তুলসী কানন এইসব স্থানের মধ্য হইতে যে কোন স্থানের মৃত্তিকা সভক্তি গ্রহণ করিয়া শ্রীনারায়ণের চরণোদকসহ শরীরে পুণ্ড্রধারণ করিলে হরিসাযুজ্যরূপ মুক্তি লভ্য হয়। সেখানে আরও বলা হইয়াছে—অতি উত্তম শ্রীহরিক্ষেত্র হইতেই সংগ্রহ করিবে ॥ ২২২-২২৬ ॥

টীকা—দ্বারকে দারকায়াং, বারাহে শূকরক্ষেত্রে ॥ ২২৪ ॥

তত্র শ্রীগোপীচন্দনমাহাত্ম্যম্

উক্তঞ্চ পাদ্মে শ্রীনারদেন—

ব্রহ্মঘ্নো বাথ গোঘ্নো বা হৈতুকঃ সর্ব্বপাপকৃৎ।
গোপীচন্দনসম্পর্কাৎ পূতো ভবতি তৎক্ষণাৎ ॥২২৭॥

অনুবাদ—পদ্মপুরাণে দেবর্ষির বাক্য—ব্রহ্মঘাতী, গোঘাতী, কুতর্কী এমনকি সর্ব্বপাপেপাপী—যে কেহ

গোপীচন্দন স্পর্শ করিলে তৎক্ষণাৎ পবিত্র হয় ॥ ২২৭ ॥

———

গোপীচন্দনখণ্ডন্তু যো দদাতি হি বৈষ্ণবে।
কুলমেকোত্তরং তেন সন্তবেত্তারিতং শতম্ ॥২২৮॥

অনুবাদ—যিনি বৈষ্ণবব্যক্তিকে একখণ্ড গোপীচন্দন দান করেন, তিনি শতকুল উদ্ধার করেন ॥ ২২৮ ॥

———

স্কন্দপুরাণে শ্রীধ্রুবেণ—
শঙ্খচক্রাঙ্কিততনুঃ শিরসা মঞ্জরীধরঃ।
গোপীচন্দনলিপ্তাঙ্গো দৃষ্টশ্চেত্তদঘং কুতঃ ॥ ২২৯ ॥
গোপীমৃত্তুলসীশঙ্খঃ শালগ্রামঃ সচক্রকঃ।
গৃহেঽপি যস্য পঞ্চৈতে তস্য পাপভয়ং কুতঃ ॥২৩০॥

অনুবাদ—স্কন্দপুরাণে শ্রীধ্রুব বলিয়াছেন—যাঁহার শরীরে শঙ্খ চক্র রচিত, অঙ্গ গোপীচন্দনলিপ্ত, মস্তক তুলসী মঞ্জরী ভূষিত তাঁহাকে দর্শন করিলে পাতক-ভয় কিরূপে হইবে ? গোপীচন্দন, তুলসী, শঙ্খ ও দ্বারকাচক্রাঙ্ক সহিত শালগ্রামশিলা—এই পঞ্চদ্রব্য যাঁহার গৃহে বিদ্যমান তাঁহার পাতক ভয় নাই ॥ ২২৯-২৩০ ॥

টীকা—শালগ্রামঃ শালগ্রামশিলা, সচক্রকঃ দ্বারকাচক্রাঙ্কসহিতঃ ॥ ২৩০ ॥

———

কাশীখণ্ডে চ শ্রীযমেন—
শ্রীখণ্ডে ক্ব স আমোদঃ স্বরো বর্ণঃ ক্ব তাদৃশঃ।
তৎ পাবিত্র্যং ক্ব বৈ তীর্থে
শ্রীগোপীচন্দনে যথা ॥২৩১॥

অনুবাদ—কাশীখণ্ডেও যমরাজের উক্তি—গোপীচন্দনে যেমন সুগন্ধ আছে সেই রকম মধুগন্ধ নন্দনে কই ? তারমত স্বর ও বর্ণই কোথায় আছে এবং, সেই রকম পবিত্রতা তীর্থেও হয় না ॥ ২৩১ ॥

———

অথ গোপীচন্দনোর্দ্ধপুণ্ড্রমাহাত্ম্যম্

উক্তঞ্চ গরুড়পুরাণে নারদেন—
যো মৃত্তিকাং দ্বারবতীসমুদ্ভবাং
করে সমাদায় ললাটপট্টকে।
করোতি নিত্যং ত্বথ চোর্দ্ধপুণ্ড্রং
ক্রিয়াফলং কোটিগুণং সদা ভবেৎ ॥২৩২॥

অনুবাদ—অতঃপর গোপীচন্দন নির্ম্মিত উর্দ্ধপুণ্ড্র-মাহাত্ম্য—শ্রীগরুড়পুরাণে নারদ বলিয়াছেন—যিনি হাতে দ্বারকার মাটি লইয়া প্রত্যহ কপালে উর্দ্ধপুণ্ড্র রচনা করেন, সেই ব্যক্তির যাবতীয় কার্য্যের ফল সর্ব্বদা কোটি গুণ হইয়া থাকে ॥ ২৩২ ॥

———

ক্রিয়াবিহীনং যদি মন্ত্রহীনং
শ্রদ্ধাবিহীনং যদি কালবর্জ্জিতম্।
কৃত্বা ললাটে যদি গোপীচন্দনং
প্রাপ্নোতি তৎকর্ম্মফলং সদাক্ষয়ম্ ॥ ২৩৩ ॥

অনুবাদ—ললাট ফলকে গোপীচন্দন ধারণকারী কর্ম্মকর্ত্তা—কর্ম্ম ক্রিয়ারহিত, মন্ত্রশূন্য, শ্রদ্ধারহিত বা কালবহির্ভূত হইলেও সতত অক্ষয় ফল পাইয়া থাকেন ॥ ২৩৩ ॥

টীকা—গোপিচন্দনমিতি হ্রস্বত্বমার্ষম্; যদীত্যস্য পূর্ব্বার্দ্ধেনৈব সম্বন্ধঃ। যদ্যপি ক্রিয়াদিহীনং কর্ম্ম স্যাত্তথাপি গোপীচন্দনং ললাটে কৃত্বা তেনোর্দ্ধপুণ্ড্রং নির্ম্মায় তৎফলমক্ষয়ং প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ ॥ ২৩৩ ॥

———

গোপীচন্দনসম্ভবং সুরুচিরং পুণ্ড্রং ললাটে দ্বিজো
নিত্যং ধারয়তে যদি দ্বিজপতে রাত্রৌ দিবা সর্ব্বদা।
যৎ পুণ্যং কুরুজাঙ্গলে রবিগ্রহে মাঘ্যাং প্রয়াগে তথা
তৎ প্রাপ্নোতি খগেন্দ্র বিষ্ণু-
সদনে সন্তিষ্ঠতে দেববৎ ॥ ২৩৪ ॥
যস্মিন্ গৃহে তিষ্ঠতি গোপীচন্দনং
ভক্ত্যা ললাটে মনুজো বিভর্ত্তি।
তস্মিন্ গৃহে তিষ্ঠতি সর্ব্বদা হরিঃ
শ্রদ্ধান্বিতঃ কংসনিহা বিহঙ্গম্ ॥ ২৩৫ ॥

অনুবাদ—হে গরুড় ! যদি ব্রাহ্মণ প্রত্যহ দিবা-রাত্র সর্ব্বদা কপালে গোপীচন্দনের মনোহর পুণ্ড্র

ধারণ করেন, তাহা হইলে কুরুক্ষেত্রে সূর্য্যগ্রহণে মাঘী-পূর্ণিমায় প্রয়াগধামে যে পুণ্য হয়, সেইপুণ্য তিনি পাইয়া থাকেন এবং বিষ্ণুলোকে দেবতার ন্যায় বাস করিতে পারেন। যাঁহার গৃহে গোপীচন্দন থাকে এবং গৃহ-বাসীগণ ভক্তি যুক্ত হইয়া কপালে ধারণ করেন সেই গৃহে কংসহা শ্রীহরি শ্রদ্ধান্বিত হইয়া সর্ব্বদা অব-স্থান করেন ॥ ২৩৪-২৩৫ ॥

টীকা—দ্বিজপতে হে শ্রীগরুড় ॥ ২৩৪ ॥

যো ধারয়েৎ কৃষ্ণপুরীসমুদ্ভবং
সদা পবিত্রাং কলিকিল্বিষাপহাম্।
নিত্যং ললাটে হরিমন্ত্রসংযুতাং
যমং ন পশ্যেৎ যদি পাপসংবৃতঃ ॥ ২৩৬ ॥
যস্যান্তকালে খগ গোপিচন্দনং
বাহ্বোর্ললাটে হৃদি মস্তকে চ।
প্রযাতি লোকং কমলালয়ং প্রভার্গো-
বালঘাতী যদি ব্রহ্মহা ভবেৎ ॥ ২৩৭ ॥

অনুবাদ—কলিকলুষহরা, সদা পবিত্ররূপিণী, হরিমন্ত্র সংযুক্তা দ্বারকামৃত্তিকা যিনি ললাটে নিত্য ধারণ করেন, তিনি মহাপাপী হইলেও যমদর্শনরহিত হন। মরণকালে যাঁহার বাহুদ্বয়ে, ললাটে, বক্ষে ও মস্তকে গোপীচন্দন থাকে তিনি শিশুঘাতী, গোঘাতী ও ব্রহ্মঘাতী হইলেও কমলালয় বিষ্ণুধামে গমন করেন ॥ ২৩৬-২৩৭ ॥

টীকা—কৃষ্ণপুরী শ্রীদ্বারকা, তৎসমুদ্ভবাং মৃদ-মিতিশেষঃ ॥ ২৩৬ ॥

গ্রহা ন পীড়ন্তি ন রক্ষসাং গণা
যক্ষাঃ পিশাচোরগভূতদানবাঃ।
ললাটপট্টে খগ গোপীচন্দনং
সন্তিষ্ঠতে যস্য হরেঃ প্রসাদতঃ ॥ ২৩৮ ॥

অনুবাদ—হে বিহগ বর! ললাটে গোপীচন্দন-ধারী ব্যক্তি শ্রীহরির কৃপায় গ্রহ, রক্ষঃ, যক্ষ, পিশাচ, সর্প, ভূত ও দানবপ্রদত্ত যন্ত্রণা রহিত হয় ॥ ২৩৮ ॥

টীকা—ন পীড়ন্তি ন পীড়য়ন্তি ॥ ২৩৮ ॥

পদ্মপুরাণে শ্রীগৌতমেন—
অম্বরীষ মহাঘস্য ক্ষয়ার্থে কুরু বীক্ষণম্।
ললাটে যৈঃ কৃতং নিত্যং গোপীচন্দনপুণ্ড্রকম্ ॥২৩৯

অনুবাদ—পদ্মপুরাণে শ্রীগৌতম বলিয়াছেন—হে অম্বরীষ! যাঁহারা প্রত্যহ ললাটে শ্রীগোপীচন্দন দ্বারা পুণ্ড্র ধারণ করেন তাঁহাদের দর্শনে মহাপাপক্ষয় হয় ॥ ২৩৯ ॥

কাশীখণ্ডে চ শ্রীযমেন—
দূতাঃ শৃণুতঃ যদ্ভালং গোপীচন্দনলাঞ্ছিতম্।
জ্বলাদিন্ধনবৎ সোঽপি ত্যাজ্যো দূরে প্রযত্নতঃ ॥
ইতি ॥ ২৪০ ॥

অনুবাদ—কাশীখণ্ডে যমরাজ বলিয়াছেন—হে দূতগণ! যাঁহার ললাটে গোপীচন্দন-কৃত পুণ্ড্র দেখিবে জ্বলন্ত অঙ্গার সদৃশ তাঁহাকে অতিযত্নে দূরে পরিহার করিবে ॥ ২৪০ ॥

টীকা—ইন্ধনমঙ্গারঃ ॥ ২৪০ ॥

অথ তস্যোপরি শ্রীমত্তুলসীমূলমৃৎস্নয়া।
তত্রৈব বৈষ্ণবৈঃ কার্য্যমূর্দ্ধপুণ্ড্রং মনোহরম্ ॥ ২৪১॥

অনুবাদ—তারপর বৈষ্ণবগণ তুলসী-মূলস্থ মাটি দিয়া তাহার উপর ঐ স্থানেই সুন্দর উর্দ্ধপুণ্ড্র রচনা করিবেন ॥ ২৪১ ॥

অথ শ্রীতুলসীমূলমৃত্তিকাপুণ্ড্রমাহাত্ম্যম্

তন্মৃদং গৃহ্য যৈঃ পুণ্ড্রং ললাটে ধারিতং নরৈঃ।
প্রমাণকং কৃতং তৈস্তু মোক্ষায় গমনং প্রতি ॥২৪২॥

অনুবাদ—অনন্তর শ্রীতুলসী-মূলস্থ মৃত্তিকা নিম্মিত উর্দ্ধপুণ্ড্র মাহাত্ম্য—যাঁহারা শ্রীতুলসী-মূলস্থ মৃত্তিকা গ্রহণ করিয়া ললাটে পুণ্ড্ররচনা করেন, তাঁহারা যে মোক্ষ-প্রাপ্ত হইবেন তদ্বিষয়ে প্রমাণ দেখাইতেছেন ॥ ২৪২ ॥

টীকা—তন্মৃদম্—শ্রীতুলসীমূলমৃত্তিকাং, তৎ-প্রসঙ্গাৎ; গৃহ্য গৃহীত্বা ॥ ২৪২ ॥

তত্রৈব চ কার্ত্তিকমাহাত্ম্যে ব্রহ্ম-নারদ-সংবাদে—
তুলসীমৃত্তিকাপুণ্ড্রং ললাটে যস্য দৃশ্যতে।
দেহং ন স্পৃশতে পাপং ক্রিয়মাণন্তু নারদ ॥ ২৪৩ ॥

অনুবাদ—কাশীখণ্ডের কার্ত্তিক-মাহাত্ম্যে ব্রহ্মা-নারদ-সংবাদে বলা হইয়াছে—হে নারদ! যাঁহার কপালে তুলসীতলার মাটির তৈরী তিলক থাকে, তিনি পাপ করিলেও তাহা তাঁহার শরীর স্পর্শ করিতে পারে না ॥ ২৪৩ ॥

টীকা—অপ্যর্থে তু-শব্দঃ, ক্রিয়মাণমপি পাপং কর্ত্তৃদেহমপি ন স্পৃশতি, কুতো মনআদীত্যর্থঃ ॥২৪৩

গরুড়পুরাণে—
তুলসীমৃত্তিকাপুণ্ড্রং যঃ করোতি দিনে দিনে।
তস্যাবলোকনাৎ পাপং যাতি বর্ষকৃতং নৃণাম্ ॥
ইতি ॥ ২৪৪ ॥

অনুবাদ—গরুড় পুরাণে বলা হইয়াছে—যিনি প্রতিদিন তুলসীতলার মাটি দিয়া পুণ্ড্র তৈরী করেন, তাঁহাকে দেখিলেই মানুষের এক বৎসর-সমূহ-কৃত পাপবিনষ্ট হয় ॥ ২৪৪ ॥

তস্যোপরিষ্টাদ্ভগবন্নির্ম্মাল্যমনুলেপনম্।
তথৈব ধার্য্যমেবং হি ত্রিবিধং তিলকং স্মৃতম্ ॥২৪৫॥
ততো নারায়ণীং মুদ্রাং ধারয়েৎ প্রীতয়ে হরেঃ।
মৎস্যকূর্ম্মাদিচিহ্নানি চক্রাদীন্যায়ুধানি চ ॥ ২৪৬ ॥

অনুবাদ—তাহার উপরিভাগে ভগবানের নির্ম্মাল্য-চন্দন ঐ প্রকারেই ধারণ করিবে। এইভাবে তিলক তিনপ্রকার বলা হইয়াছে। তাহারপর শ্রীহরির প্রীতির নিমিত্ত নারায়ণী মুদ্রা, মীন কূর্ম্মাদি চিহ্ন ও চক্রাদি আয়ুধ সকল ধারণ করিবে ॥ ২৪৫-২৪৬ ॥

অথ মুদ্রাধারণ-নিত্যতা

স্মৃতৌ—
অঙ্কিতঃ শঙ্খচক্রাভ্যামুভয়োর্ব্বাহুমূলয়োঃ।
সমর্চ্চয়েদ্ধরিং নিত্যং
নান্যথা পূজনং ভবেৎ ॥ ২৪৭ ॥

অনুবাদ—স্মৃতিশাস্ত্রে কথিত হইয়াছে—বাহুদ্বয়ের মূলে শঙ্খ ও চক্র চিহ্ন ধারণ করিয়া নিত্য শ্রীহরির পূজা করিবে। তাহা না করিলে পূজা হইবে না ॥ ২৪৭ ॥

আদিত্যপুরাণে—
শঙ্খচক্রোর্দ্ধ্বপুণ্ড্রাদিরহিতং ব্রাহ্মণাধমম্।
গর্দ্দভন্তু সমারোপ্য রাজা রাষ্ট্রাৎ প্রবাসয়েৎ ॥২৪৮॥

অনুবাদ—আদিত্যপুরাণে লিখিত হইয়াছে—যে ব্রাহ্মণাধম শঙ্খ, চক্র ও ঊর্দ্ধ্বপুণ্ড্রাদিরহিত, রাজা তাহাকে গাধায় চড়াইয়া রাজ্য হইতে বাহির করিয়া দিবেন ॥ ২৪৮ ॥

গারুড়ে শ্রীভগবদুক্তৌ—
সর্ব্বধর্ম্মাধিকারশ্চ শুচীনামেব চোদিতঃ।
শুচিত্বঞ্চ বিজানীয়ান্মদীয়ায়ুধধারণাৎ ॥ ২৪৯ ॥

অনুবাদ—গরুড়পুরাণে শ্রীভগবদুক্তি—সকল ধর্ম্ম-কর্ম্মে শুচিব্যক্তিগণই অধিকারী আর আমার চক্রাদি অস্ত্রচিহ্ন ধারণ করিলে শুচিত্ব লাভ হয় ॥ ২৪৯ ॥

পাদ্মে চোত্তরখণ্ডে—
শঙ্খচক্রাদিভিশ্চিহ্নৈর্বিপ্রঃ প্রিয়তমৈর্হরেঃ।
রহিতঃ সর্ব্বধর্ম্মেভ্যঃ প্রচ্যুতো নরকং ব্রজেৎ ॥ ২৫০ ॥

অনুবাদ—পদ্মপুরাণে উত্তরখণ্ডে বলা হইয়াছে—বিপ্র শ্রীহরির প্রিয়তম শঙ্খ-চক্রাদি চিহ্ন হীনত হইলে সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্ম হইতে ভ্রষ্ট হইয়া নরকগামী হন ॥ ২৫০ ॥

শ্রুতৌ চ যজুঃকঠশাখায়াম্—
ধৃতোর্দ্ধ্বপুণ্ড্রঃ কৃতচক্রধারী
বিষ্ণুং পরং ধ্যায়তি যো মহাত্মা।
স্বরেণ মন্ত্রেণ সদা হৃদিস্থিতং
পরাৎপরং যন্মহতো মহান্তম্ ॥ ২৫১ ॥

অথর্ব্বণি চ—

এভির্বয়মুরুক্রমস্য চিহ্নৈ-
রঙ্কিতা লোকে সুভগা ভবেম।
তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং
যে গচ্ছন্তি লাঞ্ছিতাঃ ॥ ইত্যাদি ॥২৫২॥

অতএব ব্রহ্মপুরাণে—

কৃষ্ণায়ুধাঙ্কিতং দৃষ্ট্বা সম্মানং ন করোতি যঃ।
দ্বাদশাব্দার্জ্জিতং পুণ্যং চাফলায়োপগচ্ছতি ॥২৫৩॥

অনুবাদ—যজুর্ব্বেদীয় কঠ শাখাতেই আছে—ঊর্দ্ধ্বপুণ্ড্র এবং গোপীচন্দনাদি নির্ম্মিত চক্রধারী মহানুভব ব্যক্তি হৃদিস্থিত পরাৎপর শ্রীবিষ্ণুকে স্বর ও মন্ত্র-যোগে ধ্যান করিয়া ধন্য হন। অথর্ব্ববেদেও বলা হইয়াছে—আমরা উরুক্রমের এইসকল চিহ্নদ্বারা অঙ্কিত হইয়া লোকমধ্যে সৌভাগ্যবান হইব। এইসকল চিহ্নে চিহ্নিত জনগণই হরির সেই পরমধামে গমন করেন ইত্যাদি। আর ব্রহ্মপুরাণে বলা হইয়াছে যে, কৃষ্ণ-অস্ত্র-চিহ্ন ধারণকারী ব্যক্তিকে দেখিয়া যিনি সম্মান না দেন তাঁহার দ্বাদশ বৎসরের-উপার্জ্জিত পুণ্য বিফল হয় ॥ ২৫১-২৫৩ ॥

টীকা—কৃতং গোপীচন্দনাদিনা নির্ম্মিতমঙ্কিতং চক্রং ধর্ত্তুং শীলমস্যেতি তথা সঃ; কিং বক্তব্যং মুদ্রাধারণস্য নিত্যত্বং, তদ্ধারকসম্মাননস্যাপি নিত্যতা ব্রাহ্মবচনেন গম্যতে, ইতি লিখতি—কৃষ্ণেতি ॥ ২৫১-২৫৩ ॥

অথ মুদ্রাধারণমাহাত্ম্যম্

স্কান্দে সনৎকুমার-মার্কণ্ডেয়-সংবাদে—

যো বিষ্ণুভক্তো বিপেন্দ্র শঙ্খচক্রাদিচিহ্নিতঃ।
স যাতি বিষ্ণুলোকং বৈ দাহপ্রলয়বর্জ্জিতম্ ॥২৫৪॥

অনুবাদ—স্কন্দপুরাণে সনৎকুমার-মার্কণ্ডেয়-সংবাদে বর্ণিত হইয়াছে—যে বিষ্ণুভক্ত শঙ্খ-চক্রাদি চিহ্নে চিহ্নিত, তিনি দাহ ও প্রলয়বর্জ্জিত বিষ্ণুধামে নিশ্চয়ই গমন করেন ॥ ২৫৪ ॥

তত্রৈবান্যত্র চ—

নারায়ণায়ুধৈর্নিত্যং চিহ্নিতং যস্য বিগ্রহম্।
পাপকোটিপ্রযুক্তস্য তস্য কিং কুরুতে যমঃ ॥২৫৫॥

শঙ্খোদ্ধারে তু যৎ প্রোক্তং বসতাং বর্ষকোটিভিঃ।
তৎ ফলং লিখিতে শঙ্খে
প্রত্যহং দক্ষিণে ভুজে ॥২৫৬॥

অনুবাদ—ঐ স্কন্দপুরাণেই আছে—শ্রীনারায়ণের অস্ত্রাদি চিহ্নাঙ্কিত ব্যক্তি কোটি কোটি পাতকে পাতকী হইলেও যম-ভয় হীন হন। কোটি বৎসর শঙ্খোদ্ধার তীর্থে বাস করিলে যে ফল কথিত হইয়াছে, দক্ষিণ বাহুতে নিত্য শঙ্খ অঙ্কিত করিলেও সেই ফল লভ্য হইয়া থাকে ॥ ২৫৫-২৫৬ ॥

যৎ ফলং পুষ্করে নিত্যং পুণ্ডরীকাক্ষদর্শনে।
শঙ্খোপরি কৃতে পদ্মে তৎ ফলং সমবাপ্নুয়াৎ ॥২৫৭॥
বামে ভুজে গদা যস্য লিখিতা দৃশ্যতে কলৌ।
গদাধরো গয়াপুণ্যং প্রত্যহং তস্য যচ্ছতি ॥ ২৫৮ ॥
যচ্চানন্দপুরে প্রোক্তং চক্রস্বামি-সমীপতঃ।
গদাধোলিখিতে চক্রে তৎ ফলং কৃষ্ণদর্শনে ॥ ২৫৯ ॥

অনুবাদ—পুষ্কর-তীর্থে পুণ্ডরীকাক্ষ শ্রীহরিকে নিত্য দর্শন করিলে যে ফল হয়, শঙ্খের উপর পদ্ম অঙ্কন করিলেও সেই ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই কলিযুগে যাঁহার বাম বাহুতে গদাচিহ্ন দৃষ্ট হয়, প্রভু গদাধর তাঁহাকে নিত্য গয়াধামোৎপন্ন পুণ্য দিয়া থাকেন। আনন্দপুরে চক্রস্বামীর সমীপে কৃষ্ণ দর্শনে যে ফল কথিত হইয়াছে, গদার নিম্নে চক্র অঙ্কিত হইলেও সেই ফল লাভ হয় ॥ ২৫৭-২৫৯ ॥

শ্রীভগবদুক্তৌ চ—

যঃ পুনঃ কলিকালে তু মৎপুরীসম্ভবাং মৃদম্।
মৎস্যকূর্ম্মাদিকং চিহ্নং গৃহীত্বা কুরুতে নরঃ ॥২৬০॥
দেহে তস্য প্রবিষ্টোঽহং জানন্তু ত্রিদশোত্তমাঃ।
তস্য মে নান্তরং কিঞ্চিৎ
কর্ত্তব্যং শ্রেয় ইচ্ছতা ॥ ২৬১ ॥
মমাবতারচিহ্নানি দৃশ্যন্তে যস্য বিগ্রহে।
মর্ত্ত্যৈর্মর্ত্ত্যো ন বিজ্ঞেয়ঃ স নূনং মামকী তনুঃ ॥২৬২॥

অনুবাদ—শ্রীভগবান বলিয়াছেন—কলিযুগে যে মানব আমার দ্বারকাপুরীর মাটি লইয়া মৎস্য-কূর্ম্মাদি-চিহ্ন রচনা করেন, হে দেবশ্রেষ্ঠগণ! আমি

সেই সব মানবের শরীরে প্রবিষ্ট হই ইহা জানিও। মঙ্গলেচ্ছু ব্যক্তি কখনও তাঁহাতে ও আমাতে পার্থক্য করেন না। যাঁহার শরীরে আমার অবতার-চিহ্ন-সকল দেখা যায় তিনি মনুষ্য নহেন, তিনি নিশ্চয়ই আমার অবতার স্বরূপ ॥ ২৬০-২৬২ ॥

টীকা—মৃদং গৃহীত্বা চিহ্নং কুরুতে ॥ ২৬০ ॥

টীকা—মে ময়া সহ অন্তরং ভেদঃ ন কর্ত্তব্যম্ ॥ ২৬১ ॥

টীকা—মামকী তনুঃ মদবতার ইত্যর্থঃ ॥২৬২॥

পাপং সুকৃতরূপন্তু জায়তে তস্য দেহিনঃ।
মমায়ুধানি যস্যাঙ্গে লিখিতানি কলৌ যুগে ॥২৬৩॥
উভাভ্যামপি চিহ্নাভ্যাং যোঽঙ্কিতো মৎস্যমুদ্রয়া।
কূর্ম্মায়াপি স্বকং তেজো
নিক্ষিপ্তং তস্য বিগ্রহে॥ ২৬৪ ॥
শঙ্খঞ্চ পদ্মঞ্চ গদাং রথাঙ্গং
মৎস্যঞ্চ কূর্ম্মং রচিতং স্বদেহে।
করোতি নিত্যং সুকৃতস্য বৃদ্ধিং
পাপক্ষয়ং জন্মশতার্জ্জিতস্য ॥ ২৬৫ ॥

অনুবাদ—কলিযুগে আমার আয়ুধ চিহ্নাঙ্কিত ব্যক্তির পাতক পুণ্য-স্বরূপ হয়। যিনি মৎস্য ও কূর্ম্ম মুদ্রাদ্বয়ে চিহ্নিত হন, তাঁহার দেহে আমার তেজ নিক্ষিপ্ত হয়। যে ব্যক্তি নিজের দেহে শঙ্খ, পদ্ম, গদা, চক্র, মীন ও কূর্ম্ম-চিহ্ন রচিত করেন, নিত্য তাহার পুণ্য বৃদ্ধি এবং শতজন্মার্জ্জিত পাপ—ক্ষয় করেন ॥ ২৬৩-২৬৫ ॥

টীকা—নিক্ষিপ্তং ময়া, যঃ স্বদেহে রচিতং করোতি, স সুকৃতবৃদ্ধ্যাদি করোতীত্যর্থঃ। সমাসস্থস্যাপি পাপ-শব্দস্য জন্মশতার্জ্জিতস্যেতি বিশেষণ-মার্ষম্ ॥ ২৬৪-২৬৫ ॥

তত্রৈব শ্রীব্রহ্মনারদ-সংবাদে—
কৃষ্ণশস্ত্রাঙ্ক-কবচং দুর্ভেদ্যং দেবদানবৈঃ।
অদৃশ্যং সর্ব্বভূতানাং শত্রূণাং রক্ষসামপি ॥২৬৬॥

অনুবাদ—উহাতেই ব্রহ্মনারদ-সংবাদে বর্ণিত হইয়াছে—দেব দানব কেহই শ্রীকৃষ্ণায়ুধ চিহ্নরূপ কর্ম্ম ভেদ করিতে সক্ষম নয় এবং ভূতগণ, অরিগণ ও রাক্ষসেরাও তাঁহাকে দেখিতে সমর্থ হয় না ॥২৬৬

লক্ষ্মীঃ সরস্বতী দুর্গা সাবিত্রী হরিবল্লভা।
নিত্যং তস্য বসেদ্দেহে যস্য শঙ্খাঙ্কিতা তনুঃ ॥২৬৭॥

অনুবাদ—শঙ্খচিহ্নাঙ্কিত ব্যক্তির দেহে লক্ষ্মী, সরস্বতী, দুর্গা, সাবিত্রী ও শ্রীহরিবল্লভারাধিকা সতত বাস করেন ॥ ২৬৭ ॥

গঙ্গা গয়া কুরুক্ষেত্রং প্রয়াগঃ পুষ্করাদি চ।
নিত্যং তস্য সদা তিষ্ঠেদ্‌যস্য পদ্মাঙ্কিতং বপুঃ ॥২৬৮॥
যস্য কৌমোদকীচিহ্নং ভুজে বামে কলিপ্রিয়।
প্রত্যহং তত্র দ্রষ্টব্যো গঙ্গাসাগরসঙ্গমঃ ॥২৬৯॥
সব্যে করে গদাধস্তাদ্রথাঙ্গং তিষ্ঠতে যদি।
কৃষ্ণেন সহিতং তত্র ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্ ॥২৭০॥
ত্রয়োঽগ্নয়স্ত্রয়ো দেবা বিষ্ণোস্ত্রীণি পদানি চ।
নিবসন্তি সদা তস্য যস্য দেহে সুদর্শনম্ ॥২৭১॥

অনুবাদ—যে ব্যক্তির শরীর সতত পদ্মচিহ্নে-অঙ্কিত, গঙ্গা, গয়া, কুরুক্ষেত্র, প্রয়াগ ও পুষ্করাদি তীর্থ সকল সর্ব্বদা তাঁহার দেহে বাস করেন। যাঁহার বাম-বাহুতে গদাচিহ্ন আছে, তথায় প্রত্যহ গঙ্গাসাগর সঙ্গম দেখিবে। বামহস্তে গদা ও তাহার নিম্নে যদি চক্র থাকে তাহা হইলে চরাচর লোকত্রয় শ্রীকৃষ্ণের সমভিব্যাহারে সেই স্থানে বাস করেন। সুদর্শনচক্র চিহ্ন ধারীর দেহে তিন অগ্নি (গার্হপত্য, দক্ষিণ ও আহবনীয়) তিন দেবতা (ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর) বিষ্ণুর তিনপদ (ত্রিবিক্রমের চরণত্রয়) সর্ব্বদা অবস্থান করেন ॥ ২৬৮-২৭১ ॥

কিঞ্চ—
কৃষ্ণায়ুধাঙ্কিতা মুদ্রা যস্য নারায়ণী করে।
ঊর্দ্ধ্বলোকাধিকারী চ
স জ্ঞেয়স্ত্রিদশাম্পতিঃ ॥ ২৭২ ॥
কৃষ্ণমুদ্রাপ্রযুক্তস্তু দৈবং পিত্র্যং করোতি যঃ।
নিত্যং নৈমিত্তিকং কাম্যং
প্রত্যহং চাক্ষয়ং ভবেৎ ॥২৭৩॥

পীড়য়ন্তি ন বৈ তত্র গ্রহা ঋক্ষাণি রাশয়ঃ।
অষ্টাক্ষরাঙ্কিতা মুদ্রা যস্য ধাতুময়ী করে ॥২৭৪॥

অনুবাদ—আরও বলা হইয়াছে—শ্রীকৃষ্ণের অস্ত্রাঙ্কিত নারায়ণী মুদ্রা যে ব্যক্তির হাতে আছে ঊর্দ্ধলোকে তাঁহার অধিকার এবং তাঁহাকে ইন্দ্রস্বরূপ জানিবে। শ্রীকৃষ্ণ মুদ্রাধারণ করিয়া দৈব, পৈত্র্য, নিত্য, নৈমিত্তিক অথবা কাম্যকর্ম্ম করিলে সেই কর্ম্মের ফল প্রত্যহ অক্ষয় হইয়া থাকে। অষ্টাক্ষর নারায়ণ-মন্ত্র দ্বারা অঙ্কিত ধাতুময়ী মুদ্রা যাঁহার হাতে থাকে গ্রহ, নক্ষত্র ও রাশিসমূহ তাঁহার কোন অপকার করিতে সমর্থ হয় না ॥ ২৭২-২৭৪ ॥

———

বারাহে শ্রীসনৎকুমারোক্তৌ—
কৃষ্ণায়ুধাঙ্কিতং দেহং গোপীচন্দনমৃৎস্নয়া।
প্রয়াগাদিষু তীর্থেষু স গত্বা কিং করিষ্যতি ॥২৭৫॥
যদা যস্য প্রপশ্যেত দেহং শঙ্খাদিচিহ্নিতম্।
তদা তস্য জগৎস্বামী তুষ্টো হরতি পাতকম্ ॥২৭৬॥
ভবতে যস্য দেহে তু অহোরাত্রং দিনে দিনে।
শঙ্খচক্রগদাপদ্মং লিখিতং সোঽচ্যুতঃ স্বয়ম্ ॥২৭৭॥

অনুবাদ—বরাহপুরাণে শ্রীসনৎকুমারের কথায়—যাঁহার দেহ গোপীচন্দন-মৃত্তিকা দ্বারা কৃষ্ণায়ুধ চিহ্নাঙ্কিত, তিনি আর প্রয়াগাদি তীর্থে যাইয়া কি করিবেন? জগৎস্বামী শ্রীহরি প্রীত হইয়া শঙ্খাদি চিহ্নে চিহ্নিত মনুষ্যের পাপ হরণ করেন। যাঁহার শরীরে প্রতিদিন দিবারাত্র শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম অঙ্কিত থাকে, তিনি মূর্ত্তিমান অচ্যুত স্বরূপ ॥ ২৭৫-২৭৭ ॥

টীকা—ত্রিদশাং ত্রিদশানামিত্যর্থঃ, প্রপশ্যে-তেত্যার্ষমাত্মনেপদং, ভবতে ইতি চ ॥ ২৭২-২৭৭ ॥

———

নারায়ণায়ুধৈর্যুক্তং কৃত্বাত্মানং কলৌ যুগে।
কুরুতে পুণ্যকর্ম্মাণি মেরুতুল্যানি তানি বৈ ॥২৭৮॥
শঙ্খাদিনাঙ্কিতো ভক্ত্যা শ্রাদ্ধং যঃ কুরুতে দ্বিজ।
বিধিহীনন্তু সম্পূর্ণং পিতৃণান্তু গয়াসমম্ ॥ ২৭৯ ॥

অনুবাদ—কলিযুগে নারায়ণায়ুধ-সমূহে শরীর অলঙ্কৃত করিয়া যে সকল পুণ্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান করা যায়, সেই সকল সুমেরু তুল্য হইয়া থাকে। হে বিপ্র! ঐ সকল চিহ্নযুক্ত হইয়া ভক্তি-পূর্ব্বক শ্রাদ্ধ করিলে, তাহা বিধিহীন হইলেও সম্পূর্ণ এবং পিতৃগণের পক্ষে গয়াশ্রাদ্ধ তুল্য হইয়া থাকে ॥ ২৭৮-২৭৯ ॥

টীকা—আত্মানং দেহম্ ॥ ২৭৮ ॥

———

যথাগ্নির্দহতে কাষ্ঠং বায়ুনা প্রেরিতো ভৃশম্।
তথা দহ্যন্তি পাপানি দৃষ্ট্বা কৃষ্ণায়ুধানি বৈ ॥২৮০॥

অনুবাদ—অগ্নি যেমন বায়ু-দ্বারা পরিচালিত হইয়া অতিশয়রূপে কাষ্ঠ দগ্ধ করে, সেই প্রকার শ্রীকৃষ্ণের অস্ত্র সকল দর্শন করিলে সমস্ত পাপ দগ্ধ হইয়া যায় ॥ ২৮০ ॥

টীকা—দহ্যন্তি দহন্তি, পাপানি স্বস্যান্যেষাং বা দহ্যন্তে স্বয়মেব নশ্যন্তীত্যর্থঃ ॥ ২৮০ ॥

———

ব্রাহ্মে শ্রীব্রহ্মনারদ-সংবাদে—
বিষ্ণুনামাঙ্কিতাং মুদ্রামষ্টাক্ষরসমন্বিতাম্।
শঙ্খায়ুধাদিকৈর্যুক্তাং স্বর্ণরূপ্যময়ীমপি ॥ ২৮১ ॥
ধত্তে ভাগবতো যস্তু কলিকালে বিশেষতঃ।
প্রহলাদস্য সমো জ্ঞেয়ো নান্যথা কলিবল্লভ ॥২৮২॥

অনুবাদ—ব্রহ্মপুরাণে শ্রীব্রহ্মা-নারদ-সংবাদে বলা হইয়াছে—হে নারদ! যে ভগবদ্ভক্ত বিশেষতঃ কলিকালে শ্রীহরি-পদ্মাঙ্কিতা অষ্টাক্ষর বিশিষ্টা শঙ্খাদিযুক্তা কাঞ্চন অথবা রজতময়ী মুদ্রাধারণ করেন তাঁহাকে প্রহলাদ সদৃশ জানিবে, ইহাতে অন্যথা নাই ॥ ২৮১-২৮২ ॥

———

কিঞ্চ—
শঙ্খাঙ্কিততনুর্বিপ্রো ভুঙ্‌ক্তে যস্য চ বেশ্মনি।
তদন্নং স্বয়মশ্নাতি পিতৃভিঃ সহ কেশবঃ ॥ ২৮৩ ॥
কৃষ্ণায়ুধাঙ্কিতো যস্তু শ্মশানে ম্রিয়তে যদি।
প্রয়াগে যা গতিঃ প্রোক্তা সা গতিস্তস্য নারদ ॥২৮৪॥

অনুবাদ—আরও—শঙ্খচিহ্নে চিহ্নিত ব্রাহ্মণ যাঁহার গৃহে ভোজন করেন, পিতৃগণের সহিত স্বয়ং কেশব তাঁহার প্রদত্ত অন্ন ভোজন করেন। কৃষ্ণায়ুধে

অঙ্কিত ব্যক্তির শ্মশানে মৃত্যু হইলেও তিনি প্রয়াগে মৃত্যুর গতি প্রাপ্ত হন ।। ২৮৩-২৮৪ ।।

টীকা—যদীতি—ন শ্মশানে ম্রিয়েত এব, যদি কদাচিন্ম্রিয়েত ইত্যর্থঃ ।। ২৮৪ ।।

কৃষ্ণায়ুধৈঃ কলৌ নিত্যং মণ্ডিতং যস্য বিগ্রহম্ ।
তত্রাশ্রয়ং প্রকুর্ব্বন্তি বিবুধা বাসবাদয়ঃ ।। ২৮৫ ।।
যঃ করোতি হরেঃ পূজাং কৃষ্ণশস্ত্রাঙ্কিতো নরঃ ।
অপরাধ-সহস্রাণি নিত্যং হরতি কেশবঃ ।। ২৮৬ ।।

অনুবাদ—কলিযুগে যাঁহার শরীর সর্ব্বদা শ্রীকৃষ্ণ-অস্ত্রাঙ্কিত থাকে, ইন্দ্রাদি দেবগণ সেই দেহে বাস করেন। তিনি সেইভাবে শ্রীহরির অর্চ্চনা করিলে শ্রীহরি নিত্য তাঁহার সহস্র অপরাধ হরণ করেন ।। ২৮৫-২৮৬ ।।

টীকা—বিগ্রহমিতি নপুংসকত্বমার্ষ্যম্ ।। ২৮৫ ।।

কৃত্বা কাষ্ঠময়ং বিম্বং কৃষ্ণশস্ত্রৈস্তু চিহ্নিতম্ ।
যো হ্যঙ্কয়তি চাত্মানং তৎসমো নাস্তি বৈষ্ণবঃ ।।২৮৭
পাষণ্ড-পতিত-ব্রাত্যৈর্নাস্তিকালাপপাতকৈঃ ।
ন লিপ্যতে কলিকৃতৈঃ কৃষ্ণশস্ত্রাঙ্কিতো নরঃ ।।২৮৮।।

অনুবাদ—কাষ্ঠ নির্ম্মিত ছাপ দিয়া যিনি নিজ শরীরে কৃষ্ণায়ুধ সকলের চিহ্ন ধারণ করেন তিনি অতুলনীয় বৈষ্ণব। এই ধরণের ব্যক্তি কলি-কৃত পাষণ্ডতা, পাতিত্য, ব্রাত্য (সংস্কার বিহীন) এবং নাস্তিকের সহিত আলাপেও পাপালিপ্ত হন না ।।২৮৭-২৮৮ ।।

কিঞ্চ—

অষ্টাক্ষরাঙ্কিতা মুদ্রা যস্য ধাতুময়ী ভবেৎ ।
শঙ্খপদ্মাদিভির্যুক্তা পূজ্যতেঽসৌ সুরাসুরৈঃ ।। ২৮৯ ।।
ধৃতা নারায়ণী মুদ্রা প্রহলাদেন পুরা কৃতে ।
বিভীষণেন বলিনা ধ্রুবেণ চ শুকেন চ ।। ২৯০ ।।
মান্ধাতৃণাম্বরীষেণ মার্কণ্ড-প্রমুখৈর্দ্বিজৈঃ ।
শঙ্খাদিচিহ্নিতৈঃ শস্ত্রৈর্দেহে কৃত্বা কলিপ্রিয় ।
আরাধ্য কেশবাৎ প্রাপ্তং সমীহিতফলং মহৎ ।।২৯১

অনুবাদ—সেখানে আরও বলা হইয়াছে—শঙ্খ-পদ্মাদিযুক্তা অষ্টাক্ষর অঙ্কিতা ধাতু মুদ্রাধারী সুরাসুর পূজ্য হন। পুরাকালে সত্যযুগে প্রহলাদ, তারপর বিভীষণ, বলি, ধ্রুব ও শুকদেব প্রভৃতি সকলে নারায়ণী মুদ্রাধারী ছিলেন। মান্ধাতা, অম্বরীষ ও মার্কণ্ড প্রমুখ দ্বিজগণ শঙ্খাদিশস্ত্র সকলের দ্বারা নিজ নিজ দেহ চিহ্নিত করতঃ শ্রীকেশবের আরাধনা করিয়া অভিলষিত মহৎফল প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ।। ২৮৯-২৯১

টীকা—কাষ্ঠময়মিতি—কাষ্ঠেত্যুপলক্ষণং তাম্রাদি-ধাতুময়মিত্যপি জ্ঞেয়ং স্বর্ণরূপ্যময়ীমপীত্যাদিনা মুদ্রায়া অপি তাদৃশত্বোক্তেঃ। অনেন বচনেন চৈষা মুদ্রা প্রতিবিম্বনীয়েতি কেষাঞ্চিন্মতং নিরস্তম্ ।। ২৮৭-২৮৯ ।।

টীকা—কৃতে সত্যযুগে নারায়ণাঙ্কিতা মুদ্রা প্রহলাদেন ধৃতা পুরেতি কৃচিৎ পাঠঃ ।। ২৯০ ।।

টীকা—মান্ধাতৃণেতি মার্কণ্ডেতি চার্যং ছন্দোঽনু-রোধেন, শস্ত্রৈঃ সহ দেহে কৃত্বা মুদ্রামিতি শেষঃ; আরাধ্য তেনৈব কেশবং সন্তোষ্য ।। ২৯১ ।।

কিঞ্চ—

গোপীচন্দন-মৃৎস্নায়া লিখিতং যস্য বিগ্রহে ।
শঙ্খপদ্মাদিচক্রং বা তস্য দেহে বসেদ্ধরিঃ ।। ২৯২ ।।

অনুবাদ—আরও, যিনি গোপীচন্দনাদি দ্বারা নিজশরীর শঙ্খপদ্মাদি চিহ্নযুক্ত করেন, শ্রীহরি তাঁহার দেহে বাস করেন ।। ২৯২ ।।

তত্রৈব শ্রীসনৎকুমারোক্তৌ—

যস্য নারায়ণী মুদ্রা দেহং শঙ্খাদিচিহ্নিতম্ ।
ধাত্রীফলকৃতা মালা তুলসীকাষ্ঠসম্ভবা ।। ২৯৩ ।।
দ্বাদশাক্ষরমন্ত্রৈস্তু নিযুক্তানি কলেবরে ।
আয়ুধানি চ বিপ্রস্য মৎসমঃ স চ বৈষ্ণবঃ ।।২৯৪।।

অনুবাদ—এই প্রসঙ্গে শ্রীসনৎকুমার বলিয়াছেন—যে বিপ্রের দেহ নারায়ণী-মুদ্রা ও শঙ্খাদি-চিহ্নিত, আমলকী ফল ও তুলসী-কাষ্ঠ নির্ম্মিত মালায় ভূষিত এবং দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র দ্বারা আয়ুধ-সমূহের চিহ্নযুক্ত তিনি মৎ-সদৃশ বৈষ্ণব ।। ২৯৩-২৯৪ ।।

কিঞ্চ—

যস্য নারায়ণী মুদ্রা দেহে শঙ্খাদিচিহ্নিতা।
সর্ব্বাঙ্গং চিহ্নিতং যস্য শস্ত্রৈর্নারায়ণোদ্ভবৈঃ।
প্রবেশো নাস্তি পাপস্য কবচং তস্য বৈষ্ণবম্ ॥২৯৫॥

অন্যত্র চ—

এভির্ভাগবতৈশ্চিহ্নৈঃ কলিকালে দ্বিজাতয়ঃ।
ভবন্তি মর্ত্ত্যলোকে তে শাপানুগ্রহকারকাঃ ॥ ২৯৬ ॥

অনুবাদ—আরও যথা—যে ব্যক্তির দেহে শঙ্খাদি চিহ্নিতা নারায়ণী মুদ্রা থাকে এবং যাঁহার সর্ব্বাঙ্গে নারায়ণাস্ত্র সকল অঙ্কিত, পাপ তাঁহার দেহে প্রবেশ করিতে পারে না। ঐ সকল অস্ত্রচিহ্ন তাঁহার সম্বন্ধে বৈষ্ণবকবচস্বরূপ। আরও উক্ত হইয়াছে কলিকালে যে সমস্ত দ্বিজ ভগবানের এই সকল আয়ুধ চিহ্নে চিহ্নিত হন তাঁহারা মর্ত্ত্যলোকে শাপ ও অনুগ্রহের কর্ত্তা ॥ ২৯৫-২৯৬ ॥

অথ মুদ্রাধারণবিধিঃ

গৌতমীয়ে—

চক্রঞ্চ দক্ষিণে বাহৌ শঙ্খং বামেঽপি দক্ষিণে।
গদাং বামে গদাধস্তাৎ পুনশ্চক্রঞ্চ ধারয়েৎ ॥২৯৭॥
শঙ্খোপরি তথা পদ্মং পুনঃ পদ্মঞ্চ দক্ষিণে।
খড়্গং বক্ষসি চাপঞ্চ সশরং শীর্ষ্ণি ধারয়েৎ ॥২৯৮॥
ইতি পঞ্চায়ুধান্যাদৌ ধারয়েদ্বৈষ্ণবো জনঃ।
মৎস্যঞ্চ দক্ষিণে হস্তে কূর্ম্মং বামকরে তথা ॥২৯৯॥

অনুবাদ—গৌতমীয়তন্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে—ডানহাতে চক্র, বাম এবং ডান দুইহাতে শঙ্খ, বামহাতে গদা এবং তার নীচে পুনরায় চক্র ধারণ করিবে। শঙ্খের উপরে দুই হাতেই পদ্ম, বক্ষস্থলে খড়্গ এবং মস্তকে ধনুর্ব্বাণ ধারণ করিবে। বৈষ্ণবগণ আগে এই পাঁচ প্রকার অস্ত্র ধারণ করিবেন, তারপর ডানহাতে মৎস্য চিহ্ন ও বামহাতে কূর্ম্ম চিহ্ন ধারণ করিবেন ॥ ২৯৭-২৯৯ ॥

টীকা—দক্ষিণেঽপি শঙ্খং ধারয়েৎ, যদ্যপি—'দক্ষিণে তু ভুজে বিপ্রো বিভৃয়াদ্বৈ সুদর্শনম্' ইত্যাদিবচনেন বামে শঙ্খস্য ধারণমুক্তং, তথাপি 'শঙ্খোদ্ধারে তু যৎ প্রোক্তম্' ইত্যাদি-লিখিত-বচনানুসারেণ দক্ষিণেঽপি পুনঃ শঙ্খধারণাদিকং লিখিতম্। খড়্গস্য বক্ষসি, সশরচাপস্য চ মূর্দ্ধি ধারণম্। 'ললাটে চ গদা ধার্য্যা মূর্দ্ধি চাপশরস্তথা। নন্দকৈঞ্চব হৃন্মধ্যে শঙ্খচক্রে ভুজদ্বয়ে ॥' ইতি তপ্তমুদ্রাধারণং বারাহবচনানুসারেণ লিখিতম্; কিন্তু নিজরুচ্যনুসারেণ সর্ব্বাণি সর্ব্বত্রৈব ধারয়েদিত্যগ্রে স্বয়ং লেখ্যমেবেতি দিক্ ॥ ২৯৭-২৯৮ ॥

টীকা—শঙ্খচক্রে গদা খড়্গশ্চাপশ্চেত্যেতানি পঞ্চায়ুধানি ॥ ২৯৯ ॥

তথা চোক্তম্—

দক্ষিণে তু ভুজে বিপ্রো বিভৃয়াদ্বৈ সুদর্শনম্।
মৎস্যং পদ্মং চাপরেঽথ শঙ্খং পদ্মং গদাং তথা ॥
ইতি ॥ ৩০০ ॥

অনুবাদ—তদ্বিষয়ে উক্ত হইয়াছে—বিপ্র দক্ষিণ বাহুতে সুদর্শন, মৎস্য ও পদ্ম এবং বাম বাহুতে শঙ্খ পদ্ম ও গদাচিহ্ন ধারণ করিবেন ॥ ৩০০ ॥

টীকা—মৎস্যং পদ্মঞ্চ দক্ষিণে, অথানন্তরম্ অপরে বামে পাণৌ শঙ্খাদিকং বিভৃয়াৎ ॥ ৩০০ ॥

সাম্প্রদায়িকশিষ্টানামাচারাচ্চ যথারুচি।
শঙ্খচক্রাদিচিহ্নানি সর্ব্বেষ্বঙ্গেষু ধারয়েৎ ॥ ৩০১ ॥
ভক্ত্যা নিজেষ্টদেবস্য ধারয়েল্লক্ষণান্যপি ॥ ৩০২ ॥

অনুবাদ—সাম্প্রদায়িক শিষ্টাচার অনুসারে নিজ নিজ রুচি অনুযায়ী শঙ্খ চক্র প্রভৃতি চিহ্নগুলি সর্ব্বাঙ্গে ধারণ করিবেন এবং নিজ ইষ্টদেবের চিহ্ন সকলও ভক্তিসহকারে ধারণ করিবেন ॥ ৩০১-৩০২ ॥

টীকা—লক্ষণানি বেণুপ্রভৃতীনি, যচ্চ পঞ্চায়ুধেতরভগবচ্চিহ্নানাং ধারণং নিষিদ্ধং, তথা চ পাদ্মোত্তরখণ্ডে—'অন্যৈর্ন দাহয়েৎ গাত্রং ব্রাহ্মণো হরিলাঞ্ছনাৎ। শঙ্খচক্রগদাপদ্মশার্ঙ্গাদন্যৈর্হরেরপি ॥' ইতি; তত্তুতপ্তমুদ্রাদিবিষয়ম্ ॥ ৩০১ ॥

চক্রশঙ্খৌ চ ধার্য্যেতে সংমিশ্রাবেব কৈশ্চন ॥৩০৩॥

অনুবাদ—কোন কোন ব্যক্তি শঙ্খ ও চক্র এই দুটিকে পরস্পর যুক্ত করিয়াই ধারণ করেন ॥৩০৩॥

টীকা—যদ্যপি নিত্যপার্ষদস্য শ্রীভাগবতপ্রবরস্য শ্রীশম্ভস্য মুদ্রাধারণে কথঞ্চিদপি দোষো ন ঘটতে, তথাপি তন্নাদস্রস্তপত্নীগর্ভস্য কস্যচিদ্ব্রাহ্মণস্য শাপ-সত্যতার্থমসুরযোনৌ পাঞ্চজন্যসংজ্ঞয়াঽবতীর্ণস্য শঙ্খস্য তস্যাসুরত্বমুদ্ভাব্য কৈশ্চিদ্বৈষ্ণবৈস্তচ্চিহ্নং কেবলং পৃথক্ ধার্য্যত ইতি তন্মতং লিখতি—চক্র-শঙ্খৌ চেতি ॥ ৩০৩ ॥

শ্রীগোপীচন্দনেনৈবং চক্রাদীনি বুধোঽন্বহম্ ।
ধারয়েচ্ছয়নাদৌ তু তপ্তানি কিল তানি হি ॥৩০৪॥

অনুবাদ—পণ্ডিতব্যক্তি প্রত্যহ গোপীচন্দনদ্বারা চক্রাদি আয়ুধ-সমূহ রচনা করিবেন এবং শয়ন দ্বাদশী ও উত্থানাদি দ্বাদশীতে ঐ সকল মুদ্রা তপ্ত করিয়া ধারণ করিবেন ॥ ৩০৪ ॥

টীকা—তানি চক্রাদীনি তু তপ্তানি বহ্নৌ বিধিবৎ সন্তপ্য শয়ন-দ্বাদশ্যাম্ আদিশব্দাৎ উত্থানাদিদ্বাদশীষু চ ধারয়েৎ । অতোঽত্র নিত্যকর্ম্মলিখনে তদ্বিধ্যাদিকং ন লিখিতমিতি ভাবঃ । কিলেতি তত্র শ্রুতিস্মৃত্যাদি—বাক্যপ্রামাণ্যং বোধয়তি ॥ ৩০৪ ॥

অথ চক্রাদীনাং লক্ষণানি

দ্বাদশারন্তু ষট্‌কোণং বলয়ত্রয়সংযুতম্ ।
চক্রং স্যাদ্দক্ষিণাবর্ত্তং শঙ্খশ্চ শ্রীহরেঃ স্মৃতঃ ॥৩০৫
গদাপদ্মাদিকং লোকসিদ্ধমেব মতং বুধৈঃ ।
মুদ্রা বা ভগবন্নাম্নাঙ্কিতা বাষ্টাক্ষরাদিভিঃ ॥৩০৬॥

অনুবাদ—দ্বাদশ-আর অর্থাৎ চাকার বারোটি পাখী, ছয় কোণ ও তিনটি বলয় বিশিষ্ট হইলে চক্র হয় । কথিত হইয়াছে শ্রীহরির শঙ্খ দক্ষিণাবর্ত্ত । গদা ও পদ্মাদির যেরূপ নির্ম্মাণ লোকপ্রসিদ্ধ আছে, পণ্ডিত-গণ তাহাই স্বীকার করেন । অথবা মুদ্রা—ভগবানের রাম, কৃষ্ণ প্রভৃতি নামসমূহ দ্বারা বা অষ্টাক্ষর কিংবা পঞ্চাক্ষর মন্ত্রদ্বারা নির্ম্মিত হইয়া থাকে ॥ ৩০৫-৩০৬ ॥

টীকা—লোকসিদ্ধমেব—যথা লোকে দৃশ্যতে তদাকারমেবেত্যর্থঃ । ভগবন্নাম্না কৃষ্ণরামেত্যা-দিনা অষ্টাক্ষরমন্ত্রাদিভির্বাঙ্কিতা ; আদিশব্দেন পঞ্চা-ক্ষরাদি ॥ ৩০৬ ॥

অথ মালাদিধারণম্

ততঃ কৃষ্ণার্পিতা মালা ধারয়েত্তুলসীদলৈঃ ।
পদ্মাক্ষৈস্তুলসীকাষ্ঠৈঃ ফলৈর্ধাত্র্যাশ্চ নির্ম্মিতাঃ ॥৩০৭
ধারয়েত্তুলসীকাষ্ঠভূষণানি চ বৈষ্ণবঃ ।
মস্তকে কর্ণয়োর্বাহ্বোঃ করয়োশ্চ যথারুচি ॥৩০৮॥

অনুবাদ—অতঃপর তুলসীপত্র, পদ্মবীজ, তুলসী-কাষ্ঠ ও আমলকীফল-দ্বারা নির্ম্মিত, শ্রীকৃষ্ণার্পিতমালা ধারণ করিবেন । বৈষ্ণবজন রুচি অনুযায়ী শিরো-দেশে, কর্ণদ্বয়ে, বাহুদ্বয়ে ও দুই হস্তে তুলসী-কাষ্ঠের ভূষণ ধারণ করিতে পারেন ॥ ৩০৭-৩০৮ ॥

টীকা—তুলসীদলাদিভির্নির্ম্মিতা মালাঃ কৃষ্ণার্পিতাঃ সতীর্ধারয়েৎ ॥ ৩০৭ ॥

অথ মালাধারণবিধিঃ

স্কান্দে—

সন্নিবেদ্যৈব হরয়ে তুলসীকাষ্ঠসম্ভবাম্ ।
মালাং পশ্চাৎ স্বয়ং ধত্তে স বৈ ভাগবতোত্তমঃ ॥ ৩০৯
হরয়ে নার্পয়েদ্‌যস্তু তুলসীকাষ্ঠসম্ভবাম্ ।
মালাং ধত্তে স্বয়ং মূঢ়ঃ স যাতি নরকং ধ্রুবম্ ॥৩১০

অনুবাদ—স্কন্দপুরাণে কথিত হইয়াছে—যিনি তুলসী-কাষ্ঠ নির্ম্মিত মালা শ্রীহরিকে নিবেদন করিয়া পরে ধারণ করেন, তিনি উত্তম ভাগবত । ঐ মালা নিবেদন না করিয়া স্বয়ং ধারণ করিলে নরকগামী হইতে হয় ॥ ৩০৯-৩১০ ॥

ক্ষালিতাং পঞ্চগব্যেন মূলমন্ত্রেণ মন্ত্রিতাম্ ।
গায়ত্র্যা চাষ্টকৃত্বো বৈ মন্ত্রিতাং ধূপয়েচ্চ তাম্ ।
বিধিবৎ পরয়া ভক্ত্যা সদ্যোজাতেন পূজয়েৎ ॥৩১১
তুলসীকাষ্ঠসম্ভূতে মালে কৃষ্ণজনপ্রিয়ে ।
বিভর্ম্মি ত্বামহং কণ্ঠে কুরু মাং কৃষ্ণবল্লভম্ ॥৩১২॥

অনুবাদ—মালা তৈয়ারী করিয়া পঞ্চগব্য দ্বারা ধৌত করিবে, পরে উহার উপর মূলমন্ত্র জপ করিয়া

আটবার গায়ত্রী জপ করিতে হইবে, পরে ধূপের ধোঁয়া ছোঁয়াইয়া নিম্নোক্ত মন্ত্র দ্বারা ভক্তি-সহকারে পূজা করিবে।

হে মালে! হে কৃষ্ণভক্তাদরনীয়ে! হে তুলসী-কাষ্ঠ সম্ভবে! আমি তোমাকে কণ্ঠে ধারণ করিতেছি, আমাকে কৃষ্ণের প্রিয়পাত্র কর ॥ ৩১১-৩১২ ॥

যথা ত্বং বল্লভা বিষ্ণোর্নিত্যং বিষ্ণুজনপ্রিয়া।
তথা মাং কুরু দেবেশি নিত্যং বিষ্ণুজনপ্রিয়ম্ ॥৩১৩

অনুবাদ—হে হরিবল্লভে! তুমি যেরূপ শ্রীকৃষ্ণ-প্রিয়া এবং কৃষ্ণভক্তগণ যেমন তোমাকে সতত আদর করিয়া থাকেন, সেইরূপ আমাকে নিত্য শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়পাত্র কর ॥ ৩১৩ ॥

দানে লা-ধাতুরুদ্দিষ্টো লাসি মাং হরিবল্লভে।
ভক্তেভ্যশ্চ সমস্তেভ্যস্তেন মালা নিগদ্যসে ॥ ৩১৪ ॥

অনুবাদ—দান অর্থে 'লা' ধাতুর প্রয়োগ হয়, হে কৃষ্ণবল্লভে! তুমি আমাকে সকল ভক্তজনকে দান করিলে, এই হেতু তোমাকে মা-লা বলিয়া উল্লেখ করা হয় ॥ ৩১৪ ॥

এবং সংপ্রার্থ্য বিধিবৎ মালাং কৃষ্ণগলেঽর্পিতাম্।
ধারয়েদ্বৈষ্ণবো যে বৈ স গচ্ছেদ্বৈষ্ণবং পদম্ ॥৩১৫॥

অনুবাদ—বিধান অনুসারে এই ভাবে প্রার্থনা করিয়া যে বৈষ্ণব অগ্রে শ্রীকৃষ্ণের গলায় মালা অর্পণ করিয়া পরে নিজের গলায় ধারণ করেন তিনি বিষ্ণু-ধামে গমন করেন ॥ ৩১৫ ॥

অথ মালাধারণনিত্যতা

তত্রৈব কার্ত্তিক-প্রসঙ্গে—

ধাত্রীফলকৃতাং মালাং কণ্ঠস্থাং যো বহেন্ন হি।
বৈষ্ণবো ন স বিজ্ঞেয়ো বিষ্ণুপূজারতো যদি ॥৩১৬॥

অনুবাদ—স্কন্দপুরাণে কার্ত্তিক-প্রসঙ্গে লিখিত আছে—যিনি আমলকী-ফল-নির্ম্মিত মালা কণ্ঠে ধারণ না করেন, তিনি বিষ্ণুপূজারত হইলেও বৈষ্ণব বলিয়া কথিত হন না ॥ ৩১৬ ॥

টীকা—যদি যদ্যপি ॥ ৩১৬ ॥

গারুড়ে—

ধারয়ন্তি ন যে মালাং হৈতুকাঃ পাপবুদ্ধয়ঃ।
নরকান্ন নিবর্ত্তন্তে দগ্ধাঃ কোপাগ্নিনা হরেঃ ॥৩১৭॥

অতএব স্কান্দে—

ন জহ্যাৎ তুলসীমালাং ধাত্রীমালাং বিশেষতঃ।
মহাপাতকসংহন্ত্রীং ধর্ম্মকামার্থদায়িনীম্ ॥ ৩১৮ ॥

অনুবাদ—গরুড়পুরাণে বলা হইয়াছে—হেতুবাদপরায়ণ, পাপমতি ব্যক্তি মালা ধারণ না করিয়া হরি কোপানলে দগ্ধীভূত হয় এবং নরক বাস করে। অতএব স্কন্দপুরাণে আছে—তুলসীমালা বিশেষতঃ আমলকী-ফল-নির্ম্মিতা মালা পরিত্যাগ করিবে না। উহা মহাপাতক নাশক এবং ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-প্রদান-কারী ॥ ৩১৭-৩১৮ ॥

টীকা—হৈতুকা হেতুবাদনিষ্ঠাঃ ॥ ৩১৭ ॥

টীকা—ন জহ্যাৎ নিত্যত্বাৎ, ধাত্রীমালাঞ্চ, নিত্য-ত্বেঽপি ফলং দর্শয়তি। বিশেষতঃ সম্যক্তয়েত্যর্থঃ। যদ্বা, বিশেষতো ধাত্রীমালাং ন জহ্যাদিতি তন্নিত্যত্বং নিতরামভিপ্রেতম্ ॥ ৩১৮ ॥

অথ মালাধারণমাহাত্ম্যম্

অগস্ত্যসংহিতায়াম্—

নির্ম্মাল্যতুলসীমালাযুক্তো যশ্চার্চ্চয়েদ্ধরিম্।
যদ্যৎ করোতি তৎসর্ব্বমনন্তফলদং ভবেৎ ॥৩১৯॥

অনুবাদ—অগস্ত্যসংহিতায় বর্ণিত হইয়াছে—শ্রীভগবানে নিবেদিত তুলসীমালা ধারণ করিয়া ভগ-বানের পূজা ও অন্যান্য সকল ক্রিয়ানুষ্ঠান অনন্ত ফল-প্রদ হয় ॥ ৩১৯ ॥

টীকা—নির্ম্মাল্যং ভগবচ্ছেষঃ, তদ্রূপা যা তুলসী-মালা তয়া যুক্তঃ সন্ ॥ ৩১৯ ॥

নারদীয়ে—

যে কণ্ঠলগ্নতুলসীনলিনাক্ষমালা
যে বা ললাটফলকে লসদূর্দ্ধপুণ্ড্রাঃ।
যে বাহুমূলপরিচিহ্নিতশঙ্খচক্রাস্তে
বৈষ্ণবা ভুবনমাশু পবিত্রয়ন্তি ॥ ৩২০ ॥

অনুবাদ—শ্রীনারদপুরাণে কথিত হইয়াছে—যাঁহারা তুলসীমালা ও পদ্মবীজ মালাধারী এবং যাঁহাদের ললাটে উর্দ্ধপুণ্ড্র শোভমান, আর যাঁহাদের বাহুমূলে শঙ্খ-চক্র-চিহ্ন বিরাজিত সেই বৈষ্ণবগণের দ্বারা জগৎ শীঘ্র পবিত্র হইয়া থাকে ॥ ৩২০ ॥

টীকা—লসৎ শ্রীহরি-মন্দিরতয়া শোভমান-মূর্দ্ধপুণ্ড্রং যেষাং তে ॥ ৩২০ ॥

———

কিঞ্চ—

ভুজযুগমপি চিহ্নৈরঙ্কিতং যস্য বিষ্ণোঃ
পরমপুরুষনাম্নাং কীর্ত্তনং যস্য বাচি।
ঋজুতরমপি পুণ্ড্রং মস্তকে যস্য কণ্ঠে
সরসিজমণিমালা যস্য তস্যাস্মি দাসঃ ॥৩২১

অনুবাদ—আরও বলা হইয়াছে—যে ব্যক্তির বাহুযুগল শ্রীহরির অস্ত্র চিহ্নযুক্ত, যে ব্যক্তির বাক্যে পরম পুরুষ শ্রীহরির নাম-সমূহ কীর্তিত, যাঁর মস্তকে অতিশয় সরল উর্দ্ধপুণ্ড্র অঙ্কিত, কণ্ঠে পদ্মবীজ মালা, আমি তাহার ন্যাস অর্থাৎ গচ্ছিত সম্পদ স্বরূপ হইয়া থাকি ॥ ৩২১ ॥

টীকা—বিষ্ণোশ্চিহ্নৈঃ; যস্য বাচি নাম্নাং কীর্ত্তনমিত্যত্র দৃষ্টান্তত্বেন জ্ঞেয়ম্; এবমন্যত্রাপ্যূহ্যম্ ॥ ৩২১ ॥

———

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে শ্রীভগবদুক্তৌ—

তুলসীকাষ্ঠমালাঞ্চ কণ্ঠস্থাং বহতে তু যঃ।
অপ্যশৌচোঽপ্যনাচারো মামেবৈতি ন সংশয়ঃ ॥৩২২

অনুবাদ—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে শ্রীভগবান বলিয়াছেন কণ্ঠে তুলসীমালা ধারণকারী অপবিত্র বা অনাচারী যাই হউক না কেন আমাকেই লাভ করেন সন্দেহ নাই ॥ ৩২২ ॥

———

স্কান্দে—

ধাত্রীফলকৃতা মালা তুলসীকাষ্ঠসম্ভবা।
দৃশ্যতে যস্য দেহে তু স বৈ ভাগবতোত্তমঃ ॥৩২৩॥
তুলসীদলজাং মালাং কণ্ঠস্থাং বহতে তু যঃ।
বিষ্ণুত্তীর্ণাং বিশেষেণ স নমস্যো দিবৌকসাম্ ॥৩২৪
তুলসীদলজা মালা ধাত্রীফলকৃতাপি চ।
দদাতি পাপিনাং মুক্তিং কিং পুনর্বিষ্ণুসেবিনাম্ ॥৩২৫

অনুবাদ—স্কন্দপুরাণে উক্ত আছে—যাহার দেহে ধাত্রীফল ও তুলসী-কাষ্ঠের মালা থাকে তিনি ভাগবতোত্তম। যিনি বিষ্ণুর প্রসাদী তুলসী পত্র-মালা ধারণ করেন তিনি দেবগণের নমস্য হন, বিষ্ণু সেবীগণের কথা কি? তুলসীপত্র নির্ম্মিতা ও আমলকী ফল দ্বারা তৈরী মালা পাপীগণেরও মুক্তিদাত্রী ॥ ৩২৩-৩২৫ ॥

টীকা—তুলসীকাষ্ঠসম্ভবা চ ॥ ৩২৩ ॥

———

তত্রৈব কার্ত্তিকপ্রসঙ্গে—

যঃ পুনস্তুলসীমালাং কৃত্বা কণ্ঠে জনার্দ্দনম্।
পূজয়েৎ পুণ্যমাপ্নোতি প্রতিপুষ্পং গবাযুতম্ ॥৩২৬॥

অনুবাদ—সেখানে কার্ত্তিক প্রসঙ্গে বর্ণিত আছে—যিনি পুনঃ কণ্ঠে তুলসীমালা ধারণ করিয়া শ্রীজনার্দ্দনের পূজা করেন, তিনি প্রত্যেক পুষ্পার্পণে অযুত গোদান জন্য পুণ্যের ফল প্রাপ্ত হন ॥ ৩২৬ ॥

টীকা—গবাযুতম্—অযুতসংখ্য-গোদানফলমিত্যর্থঃ ॥ ৩২৬ ॥

———

যাবল্লুঠতি কণ্ঠস্থা ধাত্রীমালা নরস্য হি।
তাবত্তস্য শরীরে তু প্রীত্যা লুঠতি কেশবঃ ॥৩২৭॥
স্পৃশেচ্চ যানি লোমানি ধাত্রীমালা কলৌ নৃণাম্।
তাবদ্বর্ষসহস্রাণি বসতে কেশবালয়ে ॥ ৩২৮ ॥

অনুবাদ—মনুষ্য শরীরে কণ্ঠলগ্ন আমলকীমালা যতদিন বিলুণ্ঠিত হয়, শ্রীহরি ততদিন প্রীতির সহিত তাঁহার শরীরে লুণ্ঠিত হন। কলিযুগে আমলকীফলের মালা মানবগণের যাঁহার যত সংখ্যক লোম স্পর্শ করে, তাঁহার তত সহস্র বৎসর হরিধামে বাস হয় ॥ ৩২৭-৩২৮ ॥

———

যাবদ্দিনানি বহতে ধাত্রীমালাং কলৌ নরঃ।
তাবদ্‌যুগসহস্রাণি বৈকুণ্ঠে বসতির্ভবেৎ ॥ ৩২৯ ॥
মালাযুগ্মঞ্চ যো নিত্যং ধাত্রীতুলসিসম্ভবম্।
বহতে কণ্ঠদেশে চ কল্পকোটিং দিবং বসেৎ ॥৩৩০॥

অনুবাদ—কলিযুগে মানব যতদিন আমলকী-ফলের মালা ধারণ করেন, তত সহস্র যুগ তাঁহার বৈকুণ্ঠ ধামে বাস হয়। যিনি নিত্য কণ্ঠে ধাত্রী ও তুলসী মালা দুইটি বহন করেন, কোটি কল্প তাঁহার দেবলোকে বাস হয় ॥ ৩২৯-৩৩০ ॥

টীকা—তুলসিসম্ভবমিতি হ্রস্বত্বমার্ষম্ ॥ ৩৩০ ॥

গারুড়ে চ মার্কণ্ডেয়োক্তৌ—

তুলসীদলজাং মালাং কৃষ্ণোত্তীর্ণাং বহেত্তু যঃ।
পত্রে পত্রেঽশ্বমেধানাং দশানাং লভতে ফলম্ ॥৩৩১॥
তুলসীকাষ্ঠসম্ভূতাং যো মালাং বহতে নরঃ।
ফলং যচ্ছতি দৈত্যারিঃ প্রত্যহং দ্বারকোদ্ভবম্ ॥৩৩২
নিবেদ্য বিষ্ণবে মালাং তুলসীকাষ্ঠসম্ভবাম্।
বহতে যো নরো ভক্ত্যা তস্য বৈ নাস্তি পাতকম্।
সদা প্রীতমনাস্তস্য কৃষ্ণো দেবকিনন্দনঃ ॥ ৩৩৩ ॥

অনুবাদ—গরুড়পুরাণে শ্রীমার্কণ্ডেয় বলিতেছেন —যিনি শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদী তুলসীপত্রের মালা গলায় পরেন, তিনি ঐ মালাস্থিত প্রতিটি পত্রের জন্য দশ দশ অশ্বমেধের ফলভাগী হন। প্রত্যহ তুলসীকাষ্ঠের মালা ধারণকারী দ্বারকাবাসের ফল পান। প্রসাদী তুলসী-মালা ধারণে পাপহীনতা আসে এবং শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট থাকেন ॥ ৩৩১-৩৩৩ ॥

টীকা—দ্বারকোদ্ভবং দ্বারকানিবাসজং ফলং তস্মৈ প্রযচ্ছতি ॥ ৩৩২ ॥

তুলসীকাষ্ঠসম্ভূতাং যো মালাং বহতে নরঃ।
প্রায়শ্চিত্তং ন তস্যাস্তি নাশৌচং তস্য বিগ্রহে ॥৩৩৪
তুলসীকাষ্ঠসম্ভূতং শিরসো যস্য ভূষণম্।
বাহ্বোঃ করে চ মর্ত্তস্য দেহে তস্য সদা হরিঃ ॥৩৩৫

অনুবাদ—তুলসীকাষ্ঠের মালা ধারণকারীর প্রায়শ্চিত্তে প্রয়োজন নাই এবং তাঁহার অশৌচ হয় না। মস্তকে, দেহে বা হাতে তুলসীর অলঙ্কার থাকিলে শ্রীহরির অবস্থিতি হয় ॥ ৩৩৪-৩৩৫ ॥

তুলসীকাষ্ঠমালাভির্ভূষিতঃ পুণ্যমাচরেৎ।
পিতৄণাং দেবতানাঞ্চ কৃতং কোটিগুণং কলৌ ॥৩৩৬

অনুবাদ—কলিকালে তুলসী-কাষ্ঠ-মালিকা ধারণকারীর দেব, পিতৃকর্ম্ম ও পুণ্যকর্ম্ম কোটি গুণ ফলপ্রদ হয় ॥ ৩৩৬ ॥

টীকা—পুণ্যং পুণ্যকর্ম্ম, পিতৄণাং দেবতানাঞ্চ তৎসম্বন্ধি কর্ম্ম কৃতং কোটিগুণং ভবেৎ, বিশেষতঃ কলৌ ॥ ৩৩৬ ॥

তুলসীকাষ্ঠমালান্তু প্রেতরাজস্য দূতকাঃ।
দৃষ্ট্বা নশ্যন্তি দূরেণ বাতোদ্ধূতং যথা দলম্ ॥৩৩৭॥
তুলসীকাষ্ঠমালাভির্ভূষিতো ভ্রমতে যদি।
দুঃস্বপ্নং দুর্নিমিত্তঞ্চ ন ভয়ং শস্ত্রজং ক্বচিৎ ॥৩৩৮॥

অনুবাদ—ইহা দেখিয়া যমদূতগণ দূর হইতেই পলায়ন করে এবং ভ্রমণে দুর্ঘটনা, দুঃস্বপ্ন বা শস্ত্রজনিত ভয় নাশ হয় ॥ ৩৩৭-৩৩৮ ॥

টীকা—নশ্যন্তি অদৃশ্যা ভবন্তি, পলায়ন্তে ইত্যর্থঃ ॥ ৩৩৭ ॥

অথ গৃহে সন্ধ্যোপাসন-বিধিঃ

সন্ধ্যোপাস্ত্যাদিকং কর্ম্ম ততঃ কুর্য্যাৎ যথাবিধি।
কৃষ্ণপাদোদকেনৈব তত্র দেবাদি-তর্পণম্ ॥ ৩৩৯ ॥
শিরসা বিষ্ণুনির্ম্মাল্যং পাদোদেনাপি তর্পণম্।
পিতৄণাং দেবতানাঞ্চ বৈষ্ণবৈস্তু সমং মতম্ ॥৩৪০॥

অনুবাদ—পূর্ব্ব উক্ত নিয়মে মালা ধারণ করিয়া যথাবিধি সন্ধ্যা উপাসনা প্রভৃতি ক্রিয়া এবং তাহাতে শ্রীহরির চরণামৃত দ্বারা দেবাদির তর্পণ করিবে। মাথায় বিষ্ণুনির্ম্মাল্য ধারণ ও বিষ্ণুচরণোদক দ্বারা পিতৃ ও দেবতাদিগের তর্পণ, বৈষ্ণবগণ এই উভয়কে তুল্য বলিয়াছেন ॥ ৩৩৯-৩৪০ ॥

টীকা—পূর্ব্বং বহিস্তীর্থস্নানে সন্ধ্যোপাসনাদিকং

লিখিতম্, ইদানীং গৃহবিষয়কং তল্লিখতি—সন্ধ্যেতি। তত্র তস্মিন্ কর্ম্মণি ॥ ৩৩৯ ॥

টীকা—বিষ্ণুনির্ম্মাল্যং তদ্বহনমিত্যর্থঃ; তদ্দ্বয়ং সমং তুল্যং মতম্ ॥ ৩৪০ ॥

———

সন্ধ্যোপাস্তৌ চ বশিষ্ঠবচনম্—

গৃহে ত্বেকগুণা সন্ধ্যা গোষ্ঠে দশগুণা স্মৃতা।
শতসাহস্রিকা নদ্যামনন্তা বিষ্ণুসন্নিধৌ ॥ ৩৪১ ॥

অনুবাদ—সন্ধ্যা-উপাসনা-বিষয়ে শ্রীবশিষ্ঠ বলিয়াছেন—গৃহে সন্ধ্যা উপাসনায় একগুণ, গোষ্ঠ-মধ্যে দশগুণ, নদীতে শতসহস্রগুণ এবং শ্রীহরি-সমীপে অসংখ্য গুণ ফল লাভ হয় ॥ ৩৪১ ॥

———

অথ শ্রীগুরুপূজা

পূজয়িষ্যংস্ততঃ কৃষ্ণমাদৌ সন্নিহিতং গুরুম্।
প্রণম্য পূজয়েদ্ভক্ত্যা দত্ত্বা কিঞ্চিদপায়নম্ ॥ ৩৪২ ॥

অনুবাদ—তারপর শ্রীকৃষ্ণকে পূজা করিতে উপস্থিত হইয়া অগ্রে সমীপবর্ত্তী শ্রীগুরুদেবকে কিঞ্চিৎ উপায়ন অর্পণ করিয়া নমস্কার করতঃ ভক্তি সহকারে পূজা করিবে ॥ ৩৪২ ॥

———

স্মৃতিমহার্ণবে—

রিক্তপাণির্ন পশ্যেত রাজানং ভিষজং গুরুম্।
নোপায়নকরঃ পুত্রং শিষ্যং ভৃত্যং নিরীক্ষয়েৎ ॥৩৪৩

অনুবাদ—স্মৃতি-মহার্ণবে বলা হইয়াছে—রিক্ত-হস্তে রাজা, গুরু ও চিকিৎসকের সহিত সাক্ষাৎ করিতে নাই এবং উপায়ন হস্তে লইয়া পুত্র, শিষ্য ও ভৃত্যের সহিত সাক্ষাৎ করিবে না ॥ ৩৪৩ ॥

টীকা—পশ্যেত পশ্যেৎ; নিরীক্ষয়েৎ স্বার্থে ইণ্ নিরীক্ষেত ॥ ৩৪৩ ॥

———

কিঞ্চ, শ্রীভগবদুক্তৌ—

প্রথমন্তু গুরুং পূজ্য ততশ্চৈব মমার্চ্চনম্।
কুর্ব্বন্ সিদ্ধিমবাপ্নোতি হ্যন্যথা নিষ্ফলং ভবেৎ ॥৩৪৪

অনুবাদ—শ্রীভগবানের কথায়—প্রথমে শ্রীগুরুদেবের পূজা, তৎপরে আমার পূজা করিলে সিদ্ধিলাভ হয়, ইহার বিপরীতে পূজা ফলবতী হয় না ॥৩৪৪॥

টীকা—এবং কিঞ্চিদুপায়নং দত্ত্বেত্যত্র প্রমাণবচনং সংগৃহ্যাধুনা সন্নিহিতং সন্তং গুরুমাদৌ পূজয়েদিতি শ্রীভগবদ্বচনাদিনা প্রমাণয়তি—প্রথমমিতি দ্বাভ্যাম্। পূজ্য পূজয়িত্বা ॥ ৩৪৪ ॥

———

শ্রীনারদেন চ—

গুরৌ সন্নিহিতে যস্তু পূজয়েদন্যমগ্রতঃ।
স দুর্গতিমবাপ্নোতি পূজনং তস্য নিষ্ফলম্ ॥ ৩৪৫ ॥

অনুবাদ—শ্রীনারদও বলিয়াছেন—শ্রীগুরুদেবের সমীপে যে ব্যক্তি অগ্রে অন্যের পূজা করে, তাহার দুর্গতি ঘটে এবং তাহার পূজা নিষ্ফল হয় ॥ ৩৪৫ ॥

———

অথ শ্রীগুরুমাহাত্ম্যম্

শ্রুতিষু (শ্রীশ্বেতাঃ ৬।২৩)—

যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ ॥৩৪৬॥

অনুবাদ—শ্রুতিতে বর্ণিত হইয়াছে—যাঁহার দেবতার প্রতি যেমন সেইরূপ গুরুদেবের প্রতিও ভক্তি, সেই মহাত্মার সম্বন্ধে এই সমস্ত বিষয় অর্থাৎ শ্রুতির যথার্থ তাৎপর্য্য উপদিষ্ট হইয়া প্রকাশ পাইয়া থাকে ॥ ৩৪৬ ॥

টীকা—অর্থাঃ পুরুষার্থাঃ ॥ ৩৪৬ ॥

———

একাদশস্কন্ধে (১৭।২৭) শ্রীভগবদুক্তৌ—

আচার্য্যং মাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেত কর্হিচিৎ।
ন মর্ত্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ ॥ ৩৪৭ ॥

দশমস্কন্ধে (৮০।৩৪) চ—

নাহমিজ্যাপ্রজাতিভ্যাং তপসোপশমেন চ।
তুষ্যেয়ং সর্ব্বভূতাত্মা গুরুশুশ্রূষয়া যথা ॥ ৩৪৮ ॥

অনুবাদ—একাদশ-স্কন্ধে—শ্রীভগবান বলিতেছেন—হে উদ্ধব! আচার্য্যকে আমার স্বরূপ বলিয়া জানিবে, কখনও তাঁহার অমর্য্যাদা করিবে না এবং

মনুষ্যজ্ঞানে তাঁহার প্রতি দোষ দৃষ্টি রাখিবে না, যেহেতু শ্রীগুরুদেব সর্ব্বদেবময়। তথা দশমে—আমি সর্ব্বভূতাত্মা গুরু-সেবা দ্বারা আমি যেমন সন্তুষ্ট হই, গার্হস্থ্য-ধর্ম্ম ব্রহ্মচর্য্য, বানপ্রস্থ ও যতি-ধর্ম্ম আচরণেও সেইপ্রকার সন্তুষ্ট হই না॥৩৪৭-৩৪৮

টীকা—নাসূয়েত মা দোষদৃষ্টিং কুর্য্যাৎ ॥৩৪৭॥

টীকা—ইজ্যা যজ্ঞো গার্হস্থ্যধর্ম্মঃ, প্রজাতিঃ প্রকৃষ্ট-জন্ম উপনয়নং তেন ব্রহ্মচারিধর্ম্ম উপলক্ষ্যতে, তাভ্যাম্। তথা তপসা বানপ্রস্থধর্ম্মেণ, উপশমেন যতিধর্ম্মেণ বা, অহং পরমেশ্বরস্তথা ন তুষ্যেয়ং, যথা সর্ব্বভূতাত্মাপি গুরুশুশ্রূষয়া ॥ ৩৪৮ ॥

সপ্তমস্কন্ধে (১৫।২৬) শ্রীনারদোক্তৌ—

যস্য সাক্ষাদ্ভগবতি জ্ঞানদীপপ্রদে গুরৌ।
মর্ত্ত্যাসদ্ধীঃ শ্রুতং তস্য সর্ব্বং কুঞ্জরশৌচবৎ ॥৩৪৯॥

অনুবাদ—সপ্তমে শ্রীনারদের কথায়—হে রাজন্! সাক্ষাৎ ভগবৎস্বরূপ এবং জ্ঞানালোক-প্রদাতা শ্রীগুরুদেবে যে ব্যক্তি মনুষ্যজ্ঞানরূপ অসৎ ভাবনা করে, তাহার সমস্তশাস্ত্র শ্রবণ হস্তিস্নানের মত বৃথা হয় ॥ ৩৪৯ ॥

টীকা—গুর্ব্বভক্ত্যা পরমানর্থোক্ত্যা গুরুভক্তিমেব দ্রঢ়য়তি—যস্যেতি। সাক্ষাদ্ভুতে মর্ত্ত্যাসদ্ধীঃ মর্ত্ত্য ইতি অসদ্বুদ্ধিঃ, শ্রুতং শাস্ত্রাভ্যাসঃ, কুঞ্জরশৌচবৎ ব্যর্থমেবেত্যর্থঃ ॥ ৩৪৯ ॥

অন্যত্রাপি—

সাধকস্য গুরৌ ভক্তিং মন্দীকুর্ব্বন্তি দেবতাঃ।
যস্মাৎতীত্য ব্রজেদ্বিষ্ণুং
শিষ্যো ভক্ত্যা গুরৌ ধ্রুবম্ ॥ ৩৫০॥

অনুবাদ—অন্যত্র বলা হইয়াছে—যেহেতু শিষ্য শ্রীগুরুদেবে অচলা ভক্তি করিয়া আমাদিগকে লঙ্ঘন-পূর্ব্বক বিষ্ণুকে লাভ করিবে, সেই হেতু দেবতারা সাধকের গুরুভক্তি মন্দীভূত করেন ॥ ৩৫০ ॥

মনুস্মৃতৌ—

অজ্ঞো ভবতি বৈ বালঃ পিতা ভবতি মন্ত্রদঃ।
অজ্ঞং হি বালমিত্যাহুঃ পিতেত্যেব তু মন্ত্রদম্ ॥৩৫১

কিঞ্চ—

গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণুর্গুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ।
গুরুরেব পরং ব্রহ্ম তস্মাৎ সংপূজয়েৎ সদা ॥ ৩৫২

অনুবাদ—মনুস্মৃতিতে বর্ণিত হইয়াছে—অজ্ঞ-কেই বালক বলা হয়, যিনি মন্ত্রদাতা তিনিই পিতা। পণ্ডিতগণের মত—জ্ঞানহীনব্যক্তি বালক এবং মন্ত্রদাতা পিতা—ইহা নিশ্চিত। আরও বলা হইয়াছে—গুরুদেবই ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহাদেব, পর-ব্রহ্মও তিনিই। সুতরাং শ্রীগুরুদেবকে সর্ব্বদা সম্যক্-রূপে পূজা করিবে ॥ ৩৫১-৩৫২ ॥

টীকা—সংপূজয়েদ্ রুমেব ॥ ৩৫২ ॥

বামনকল্পে ব্রহ্মণো বাক্যম্—

যো মন্ত্রঃ স গুরুঃ সাক্ষাৎ
যো গুরুঃ স হরিঃ স্মৃতঃ।
গুরুর্যস্য ভবেত্তুষ্টস্তস্য তুষ্টো হরিঃ স্বয়ম্।
গুরোঃ সমাসনে নৈব ন চৈবোচ্চাসনে বসেৎ ॥৩৫৩

অনুবাদ—বামনকল্পে ব্রহ্মা বলিয়াছেন—যাহা মন্ত্র, তাহাই সাক্ষাৎ গুরু, যিনি গুরু, তিনিই হরি। যাঁহার প্রতি শ্রীগুরুদেব সন্তুষ্ট থাকেন স্বয়ং ভগবানও তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হন। শ্রীগুরুদেবের সমান আসনে বা তদপেক্ষা উচ্চাসনে বসিবে না, উপবেশন, করিবে না ॥ ৩৫৩ ॥

বিষ্ণুরহস্যে—

তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন যথাবিধি তথা গুরুম্।
অভেদেনার্চ্চয়েদ্যস্তু স মুক্তিফলমাপ্নুয়াৎ ॥৩৫৪ ॥

অনুবাদ—শ্রীবিষ্ণুরহস্যে বলা হইয়াছে—অতএব বিধান অনুসারে সর্ব্বথা সর্ব্বপ্রযত্নে শ্রীগুরুদেবকে ভগবানের সহিত অভেদবোধে পূজাকারী মুক্তিফল পাইয়া থাকেন ॥ ৩৫৪ ॥

বিষ্ণুধর্ম্মে শ্রীভাগবতে চ হরিশ্চন্দ্রস্য—

গুরুশুশ্রূষণং নাম সর্ব্বধর্ম্মোত্তমোত্তমম্।
তস্মাদ্ধর্ম্মাৎ পরো ধর্ম্মঃ পবিত্রং নৈব বিদ্যতে ॥৩৫৫

কামক্রোধাদিকং যদ্‌যদাত্মনোঽনিষ্টকারণম্।
এতৎ সর্ব্বং গুরৌ ভক্ত্যা পুরুষো হ্যঞ্জসা জয়েৎ ॥

অনুবাদ—বিষ্ণুধর্ম্মে এবং ভাগবতে শ্রীহরিশ্চন্দ্র বাক্যে শ্রীগুরুসেবাই সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম ধর্ম্ম এর উপর আর কোন ধর্ম্ম নাই। শ্রীগুরুদেবে ভক্তি-নিষ্ঠ হইলে কাম-ক্রোধাদি আত্মার অহিতকারী সব কিছুই জিত হয় ॥ ৩৫৫-৩৫৬ ॥

পাদ্মে—

পিতুরাধিক্যভাবেন যেঽর্চ্চয়ন্তি গুরুং সদা।
ভবন্ত্যতিথয়ো লোকে ব্রহ্মণস্তে বিশাম্বর ॥ ৩৫৭ ॥

তত্রৈব দেবহূতিস্তুতৌ—

ভক্তির্যথা হরৌ মেঽস্তি তদ্বন্নিষ্ঠা গুরৌ যদি।
মমাস্তি তেন সত্যেন স্বং দর্শয়তু মে হরিঃ ॥৩৫৮॥

অনুবাদ—পদ্মপুরাণে বলা হইয়াছে—হে বৈশ্য শ্রেষ্ঠ! যাঁহারা শ্রীগুরুদেবকে পিতা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মনে করিয়া সতত পূজা করেন, তাঁহারা ব্রহ্মলোকের অতিথি হইয়া থাকেন। দেবহূতি স্তবে শ্রীহরিতে আমার যেরূপ ভক্তি আছে শ্রীগুরুদেবেও সেই প্রকার নিষ্ঠা থাকিলে, সেই সত্য দ্বারা শ্রীহরি আমাকে দর্শন দান করুন ॥ ৩৫৭-৩৫৮ ॥

আদিত্যপুরাণে—

অবিদ্যো বা সবিদ্যো বা গুরুরেব জনার্দ্দনঃ।
মার্গস্থো বাপ্যমার্গস্থো গুরুরেব সদা গতিঃ ॥৩৫৯॥

অনুবাদ—আদিত্যপুরাণে—সৌরমতে বিদ্বান্ অথবা অবিদ্বান্ যাহাই হউন, শ্রীগুরুদেবই জনার্দ্দন। স্বপথে থাকুন বা বিপথগামী হউন সর্ব্বদা শ্রীগুরুই একমাত্র গতি ॥ ৩৫৯ ॥

অন্যত্র চ—

হরৌ রুষ্টে গুরুস্ত্রাতা গুরৌ রুষ্টে ন কশ্চন।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন গুরুমেব প্রসাদয়েৎ ॥ ৩৬০ ॥

অনুবাদ—অন্যস্থানে বলা হইয়াছে—শ্রীহরি রুষ্ট হইলে গুরুদেব রক্ষা করিয়া থাকেন, কিন্তু শ্রীগুরুদেব রুষ্ট হইলে কেহই রক্ষক হয় না। সুতরাং সর্ব্বপ্রযত্নে শ্রীগুরুদেবকে সন্তুষ্ট করিবে ॥ ৩৬০ ॥

ব্রহ্মবৈবর্ত্তে—

অপি ঘ্নন্তঃ শপন্তো বা বিরুদ্ধা অপি যে ক্রুধাঃ।
গুরবঃ পূজনীয়াস্তে গৃহং নত্বা নয়েত তান্ ॥ ৩৬১ ॥
তৎ শ্লাঘ্যং জন্ম ধন্যং তৎ দিনং পুণ্যাথ নাড়িকা।
যস্যাং গুরুং প্রণমতে সমুপাস্য তু ভক্তিতঃ ॥৩৬২॥

অনুবাদ—ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণে বলা হইয়াছে—প্রহার বা শাপ প্রদান করুন, বিরুদ্ধ বা রুষ্ট যাহাই হউন, গুরুজনদের পূজা ও প্রণাম করিয়া ঘরে আনয়ন করিবে। আগে মন্ত্রদাতা শ্রীগুরুদেবের কথা বলিয়া প্রসঙ্গতঃ অন্যান্য গুরুর কথা বলিতেছেন। কূর্ম্ম-পুরাণে বলা হইয়াছে—বেদাধ্যাপক, পিতা, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, নৃপতি, মাতুল, শ্বশুর, সূত অর্থাৎ পুরাণ বক্তা, মাতামহ, বর্ণজ্যেষ্ঠ ও পিতৃব্য, ইঁহারা সকলেই গুরু—পদবাচ্য। সেই জন্মই প্রশংসার, সেই দিনই ধন্য, সেই ঘটিকাই পবিত্র, যাহাতে ভক্তিসহকারে পূজা করিয়া শ্রীগুরুদেবকে প্রণাম করা যায় ॥৩৬১-৩৬২॥

টীকা—গুরব ইতি বহুবচনং গৌরবেণ; যদ্বা, প্রসঙ্গাদন্যেষামপি গুরূণাং সংগ্রহার্থম্; তে চোক্তাঃ কৌর্ম্মে—'উপাধ্যায়ঃ পিতা জ্যেষ্ঠভ্রাতা চৈব মহী-পতিঃ। মাতুলঃ শ্বশুরঃ সূতো মাতামহ-পিতামহৌ ॥ বর্ণজ্যেষ্ঠঃ পিতৃব্যশ্চ সর্ব্বে তে গুরবঃ স্মৃতাঃ। গুরূণামপি সর্ব্বেষাং পূজ্যাঃ পঞ্চ বিশেষতঃ। তেষা-মাদ্যাস্ত্রয়ঃ শ্রেষ্ঠাস্তেষাং মাতা সুপূজিতা ॥' কিঞ্চ—'যো ভাবয়তি যা সূতে যেন বিদ্যাপদিশ্যতে। জ্যেষ্ঠো ভ্রাতা চ ভর্ত্তা চ পঞ্চৈতে গুরবঃ স্মৃতাঃ ॥ আত্মনঃ সর্ব্বযত্নেন প্রাণত্যাগেন বা পুনঃ। পূজনীয়া বিশে-ষেণ পঞ্চৈতে ভূতিমিচ্ছতা ॥ ইতি ॥ ৩৬১ ॥

কিঞ্চ—

উপদেষ্টারমাম্নায়াগতং পরিহরন্তি যে।
তান্ মৃতানপি ক্রব্যাদাঃ কৃতঘ্নান্নোপভুঞ্জতে ॥৩৬৩॥
বোধঃ কলুষিতস্তেন দৌরাত্ম্যং প্রকটীকৃতম্।
গুরুর্যেন পরিত্যক্তস্তেন ত্যক্তঃ পুরা হরিঃ ॥৩৬৪॥

অন্যত্র চ—

প্রতিপদ্য গুরুং যস্তু মোহাদ্বিপ্রতিপদ্যতে ।
স কল্পকোটিং নরকে পচ্যতে পুরুষাধমঃ ॥ ৩৬৫ ॥

অনুবাদ—আরও কথিত হইয়াছে—পরম্পরা-ক্রমে আগত বেদবিহিত উপদেষ্টাকে অর্থাৎ শ্রীগুরু-দেবকে, যাহারা পরিত্যাগ করে তাহারা কৃতঘ্ন। তাহাদের মরণ হইলে মাংসভোজী পশুপক্ষীগণও ঐ কৃতঘ্নের মাংস ভোজন করে না। শ্রীগুরুদেব যাহাকে পরিত্যাগ করেন, শ্রীহরি তাহাকে আগেই পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। তাহাতে তাহার জ্ঞান দূষিত হয় এবং দৌরাত্ম্য প্রকাশ পায়। অন্য স্থানে আরও বলা হইয়াছে—যে একবার গুরু বলিয়া স্বীকার করিয়া পুনর্ব্বার সেই শ্রীগুরুকে মোহবশতঃ ত্যাগ করে, সেই নরাধম কোটিকল্প নরকে পচিয়া থাকে ॥ ৩৬৩-৩৬৫ ॥

টীকা—গুরুত্যাগেন পরমানর্থং দর্শয়ন্ গুরু-মাহাত্ম্যমেব প্রচয়তি—উপদেষ্টারমিতি ত্রিভিঃ। আম্নায়াগতং কুলক্রমাম্নাতং বেদবিহিতং বা ॥৩৬৩

টীকা—বোধঃ জ্ঞানং বিদ্যা বা ॥ ৩৬৪ ॥

টীকা—গুরুং প্রতিপদ্য, গুরুত্বেন স্বীকৃত্য॥৩৬৫

অত্রাপবাদঃ

পঞ্চরাত্রে—

অবৈষ্ণবোপদিষ্টেন মন্ত্রেণ নিরয়ং ব্রজেৎ ।
পুনশ্চ বিধিনা সম্যগ্‌গ্রাহয়েদ্বৈষ্ণবাদ্‌গুরোঃ ॥৩৬৬॥

অনুবাদ—পঞ্চরাত্রে এই বিষয়ে বিশেষ বিধি—অবৈষ্ণবের নিকট হইতে মন্ত্র গ্রহণ করিলে নিরয়গামী হইতে হয়। ঐরূপ হইলে ভজনেচ্ছুক ব্যক্তি পুনরায় নিয়ম অনুসারে বৈষ্ণবগুরুর নিকট হইতে মন্ত্র গ্রহণ করিবে ॥ ৩৬৬ ॥

টীকা—'মার্গস্থো বাপ্যমার্গস্থঃ' ইত্যনেন উপ-দেষ্টারমিত্যাদিনা চ কথঞ্চিদপি গুরুর্ন ত্যাজ্যা ইতি লিখিতম্, অধুনা তত্র মোহাদবৈষ্ণবো গুরুঃ কৃতশ্চে-ত্তর্হি স পরিত্যাজ্যা ইতি প্রসঙ্গাৎ পূর্ব্বগ্রাপবাদং লিখতি—অবৈষ্ণবেতি। গ্রাহয়েদিতি স্বার্থে ইন্ মন্ত্রং গৃহ্ণীয়াদিত্যর্থঃ, যদ্বা,—সাধুজনস্তাদৃশং জনং কৃপয়া মন্ত্রং গ্রাহয়েদিত্যর্থঃ। বৈষ্ণবাৎ প্রায়ো ব্রাহ্মণাদেবেতি জ্ঞেয়ং, পূর্ব্বং গুরুলক্ষণে তথা লিখনাৎ ॥ ৩৬৬ ॥

অথ শ্রীগুরুভক্তি-ফলম্

অগস্ত্যসংহিতায়াম্—

যে গুর্ব্বাজ্ঞাং ন কুর্ব্বন্তি পাপিষ্ঠাঃ পুরুষাধমাঃ ।
ন তেষাং নরকক্লেশনিস্তারো মুনিসত্তম ॥ ৩৬৭ ॥
যৈঃ শিষ্যৈঃ শশ্বদারাধ্যা গুরবো হ্যবমানিতাঃ ।
পুত্রমিত্রকলত্রাদিসম্পদ্ভ্যঃ প্রচ্যুতা হি তে ॥ ৩৬৮ ॥

অনুবাদ—অগস্ত্যসংহিতায় বর্ণিত হইয়াছে—হে মুনিসত্তম! শ্রীগুরুদেবের আদেশ অমান্যকারী, অবমাননাকারী নরাধমেরা নরকযন্ত্রণা হইতে নিস্তার পায় না ও পুত্র-মিত্র কলত্রাদি সম্পৎ-সমূহ হইতে ভ্রষ্ট হয় ॥ ৩৬৭-৩৬৮ ॥

অধিক্ষিপ্য গুরুং মোহাৎ পুরুষং প্রবদন্তি যে ।
শূকরত্বং ভবত্যেব তেষাং জন্মশতেষ্বপি ॥ ৩৬৯ ॥

অনুবাদ—যাহারা অজ্ঞানতাবশতঃ শ্রীগুরুদেবকে তিরস্কার করে বা সামান্য মনুষ্য জ্ঞান করে, তাহারা শতজন্ম পর্য্যন্ত শূকর দেহ লাভ করে ॥ ৩৬৯ ॥

যে গুরুদ্রোহিণো মূঢ়াঃ সততং পাপকারিণঃ ।
তেষাঞ্চ যাবৎ সুকৃতং দুষ্কৃতং স্যান্ন সংশয়ঃ ॥৩৭০
অতঃ প্রাগ্‌গুরুমভ্যর্চ্চ্য কৃষ্ণভাবেন বুদ্ধিমান্ ।
ত্র্যবরানসমান্ কুর্য্যাৎ প্রণামান্ দণ্ডপাতবৎ ॥৩৭১॥

অনুবাদ—সর্ব্বদা পাপকর্ম্মকারী, গুরুদ্রোহী ব্যক্তিদের পুণ্যটুকু পাতক রূপে পরিগণিত হয়। সুত-রাং বুদ্ধিমান ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণজ্ঞানে সর্ব্বাগ্রে গুরুদেবের পূজা করিয়া দণ্ডবৎ প্রণত হইয়া অন্ততঃ তিনবার প্রণাম করিবেন ॥ ৩৭০-৩৭১ ॥

টীকা—শ্রীগুরুভক্তের্দার্ঢ্যায়ৈব তদভক্তানাং দুর্গতি-দোষান্ লিখতি—যে গুর্ব্বাজ্ঞামিত্যাদিনা। অতএব সততং পাপকারিণো ভবন্তি ॥ ৩৬৭-৩৭০ ॥

অতএব কৌর্ম্মে শ্রীব্যাসবচনম্—

ব্যত্যস্তপাণিনা কার্য্যমুপসংগ্রহণং গুরোঃ।
সব্যেন সব্যঃ স্প্রষ্টব্যো দক্ষিণেন তু দক্ষিণঃ॥
ইতি ॥ ৩৭২ ॥

অনুবাদ—অতএব কূর্ম্মপুরাণে শ্রীব্যাসদেবের বচন—হাত দুটি উলটা পালটা করিয়া শ্রীগুরুদেবের চরণকমল স্পর্শ করিয়া প্রণাম করিবে অর্থাৎ বাম করে বামচরণ ও দক্ষিণ করে দক্ষিণ চরণ স্পর্শ করিবে ॥ ৩৭২ ॥

টীকা—ত্রয়োঽবরা অন্ত্যা যেষু তান্ ত্রিভ্যোঽন্ নানিত্যর্থঃ; অসমান্ অযুগ্মান্। উপসংগ্রহণং শ্রীপদদ্বয়ধারণং, তৎপ্রকারমেবাহ—সব্যেনেতি, নিজ-সব্যপাণিনা গুরোঃ সব্যপাদ ইত্যর্থঃ। এবমগ্রেঽপি ॥ ৩৭১-৩৭২ ॥

———

অথ শ্রীগুরুপাদানাং প্রাপ্যানুজ্ঞাঞ্চ সাধকঃ।
প্রাক্ সংস্কৃতং হরের্গেহং
প্রবেক্ষ্যন্ পাদুকে ত্যজেৎ ॥ ৩৭৩॥

অনুবাদ—অতঃপর সাধক শ্রীগুরুদেবের আদেশ লাভ করিয়া সুমার্জ্জিত শ্রীহরিগৃহে প্রবেশ করিবার আগে পাদুকা পরিবর্জ্জন করিবেন ॥ ৩৭৩ ॥

টীকা—শ্রীগুরুপাদানামিতি গৌরবেণ বহুত্বম্। সাধকঃ শ্রীভগবদারাধকঃ, প্রবেক্ষ্যন্ প্রবেশং করিষ্যন্ পূর্ব্বমেবেত্যর্থঃ, পরিবর্জ্জয়েদগ্ন্যাগারাদিভ্যো দূরতস্ত্য-জেদিত্যর্থঃ ॥ ৩৭৩ ॥

———

তথা চাপস্তম্বঃ—

অগ্ন্যাগারে গবাং গোষ্ঠে দেবব্রাহ্মণসন্নিধৌ।
জপে ভোজনকালে চ পাদুকে পরিবর্জ্জয়েৎ ॥
ইতি ॥ ৩৭৪ ॥

অনুবাদ—এই বিষয়ে আপস্তম্ব বলিয়াছেন—আহ্বনীয়ে অগ্নি যে গৃহে সংরক্ষিত থাকে, সেই গৃহে, গোগৃহে, দেব-ব্রাহ্মণ সমীপে, জপসময়ে এবং ভোজনকালে পাদুকা পরিত্যাগ করিবে ॥ ৩৭৪ ॥

———

ততঃ শ্রীভগবৎপূজামন্দিরস্যাঙ্গনং গতঃ।
প্রক্ষাল্য হস্তৌ পাদৌ চ দ্বিরাচমনমাচরেৎ ॥ ৩৭৫ ॥

তথা চ মার্কণ্ডেয়ে—

দেবার্চ্চনাদিকার্য্যাণি তথা গুর্ব্বভিবাদনম্।
কুর্ব্বীত সম্যগাচম্য তদ্বদেব ভুজিক্রিয়াম্ ॥
ইতি ॥ ৩৭৬ ॥

ইতি শ্রীগোপালভট্ট-বিলিখিতে শ্রীভগবদ্ভক্তিবিলাসে শ্রীবৈষ্ণবালঙ্কারো নাম চতুর্থো বিলাসঃ ॥

অনুবাদ—তারপর শ্রীভগবানের পূজামন্দিরের উঠানে পৌঁছিয়া হাত পা ধুইয়া দু'বার আচমন করিবে। এই বিষয়ে মার্কণ্ডেয় পুরাণে বর্ণিত হইয়াছে —সম্যক্ অর্থাৎ দ্বিতীয়বার আচমন করিয়া দেব-পূজাদি ক্রিয়া, গুরু-প্রণাম এবং ভোজন করিবে ॥ ৩৭৫-৩৭৬ ॥

ইতি শ্রীগোপাল-ভট্ট বিলিখিতে শ্রীভগবদ্ভক্তিবিলাসে শ্রীবৈষ্ণবালঙ্কার নামক চতুর্থ বিলাস সমাপ্ত ॥ ৪ ॥

টীকা—সম্যগাচম্যেতি দ্বিরাচমনং, বোধয়তি, তত্রৈব সম্যক্ত্বাৎ ॥ ৩৭৬ ॥

ইতি শ্রীভগবদ্ভক্তিবিলাস-টীকায়াং দিগ্দর্শিন্যাং চতুর্থো বিলাসঃ।
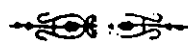
পঞ্চম-বিলাসঃ

শ্রীচৈতন্যপ্রভুং বন্দে বালোঽপি যদনুগ্রহাৎ।
তরেন্নানামতগ্রাহব্যাপ্তং পূজাক্রমার্ণবম্ ॥ ১ ॥

অনুবাদ—যাঁহার কৃপায় অজ্ঞব্যক্তিও নানামত-রূপ-কুম্ভীরাদি হিংস্রজীবকুল-পরিব্যাপ্ত পূজাবিধি-ক্রমরূপ সমুদ্র উত্তীর্ণ হইতে পারে আমি সেই শ্রীচৈতন্যপ্রভুকে বন্দনা করি ॥ ১ ॥

টীকা—শ্রীচৈতন্যায় নমঃ। বালোঽজ্ঞঃ, পক্ষে শিশুঃ, নানাবিধমতান্যেব গ্রাহাস্তৈর্ব্যাপ্তং, পূজায়াঃ ক্রমো বিধিঃ, বিধানুক্রমো বা স এবার্ণবস্তম্ ॥ ১ ॥

শ্রীমদ্‌গোপালদেবস্যাষ্টাদশাক্ষরমন্ত্রতঃ।
লিখ্যতেঽর্চ্চাবিধির্গূঢ়ঃ ক্রমদীপিকয়েক্ষিতঃ ॥ ২ ॥

অনুবাদ—শ্রীমদ্ গোপালদেবের অষ্টাদশাক্ষর-মন্ত্র অনুসারে ক্রমদীপিকার মত অনুযায়ী পূজাবিধি রহস্য লেখা হইতেছে ॥ ২ ॥

টীকা—অষ্টাদশাক্ষরমন্ত্রেণ যোঽর্চ্চাবিধিঃ পূজা-প্রকারঃ, স লিখ্যতে। যদ্যপি দশাক্ষরাদিনাপি পূজা-বিধৌ ভেদো নাস্তি, তথাপি ন্যাসাদিভেদাপেক্ষয়া তথা লিখিতম্। গূঢ়োঽপি ক্রমদীপিকয়া শ্রীকেশবাচার্য্য-বিরচিতয়া ঈক্ষিতঃ দর্শিতঃ সন্, অতঃ ক্রমদীপিকো-ক্তানুসারেণ লেখ্য ইতি ভাবঃ ॥ ২ ॥

আগমোক্তেন মার্গেণ ভগবান্ ব্রাহ্মণৈরপি।
সদৈব পূজ্যোঽতো লেখ্যঃ প্রায় আগমিকো বিধিঃ ॥৩

অনুবাদ—ব্রাহ্মণগণও সর্ব্বদা তন্ত্র-কথিত নিয়ম অনুসারেই শ্রীভগবানের পূজা করিবেন। সুতরাং প্রায়শঃ তন্ত্রোক্ত-বিধান অনুসারেই পূজাবিধি বর্ণিত হইবে ॥ ৩ ॥

তথা চ বিষ্ণুযামলে—

কৃতে শ্রুত্যুক্তমার্গঃ স্যাৎ ত্রেতায়াং স্মৃতিভাবিতঃ।
দ্বাপরে তু পুরাণোক্তঃ কলাবাগমসম্ভবঃ ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—বিষ্ণুযামলেও লিখিত আছে যে,—সত্য-যুগে বেদবিহিত বিধি, ত্রেতাযুগে স্মৃতি-প্রতিপাদিত, দ্বাপরযুগে পুরাণোক্ত এবং কলিতে আগম-সম্মত বিধিই নির্দ্দিষ্ট ॥ ৪ ॥

টীকা—তেষামাগমমার্গেণ শুদ্ধির্ন শ্রৌতবর্ত্মনেত্য-নেন তৈরপি আগমিকবিধিনৈব পূজা কার্য্যেতি ভাবঃ। তথা চৈকাদশস্কন্ধে (৫।৩১)—'নানাতন্ত্র-বিধানেন কলাবপি তথা শৃণু' ইতি। তত্র শ্রীধর-স্বামিপাদাঃ—'নানাতন্ত্রবিধানেনেতি কলৌ তন্ত্রমার্গস্য প্রাধান্যং দর্শয়তি।' ইতি ॥ ৩-৪ ॥

অশুদ্ধাঃ শূদ্রকল্পা হি ব্রাহ্মণাঃ কলিসম্ভবাঃ।
তেষামাগমমার্গেণ শুদ্ধির্ন শ্রৌতবর্ত্মনা ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—কলিযুগে জাত ব্রাহ্মণগণ শূদ্রতুল্য অশুচি, আগম-কথিত বিধানদ্বারা তাঁহাদিগের শুদ্ধি জন্মে, বেদোক্ত বিধান দ্বারা তাঁহাদিগের শুদ্ধি হয় না ॥ ৫ ॥

অথ দ্বারপূজা

শ্রীকৃষ্ণদ্বারদেবেভ্যো দত্ত্বা পাদ্যাদিকং ততঃ।
গন্ধপুষ্পৈরর্চ্চয়েত্তান্ যথাস্থানং যথাক্রমম্ ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—অতঃপর দ্বারপূজা—শ্রীগুরুদেবের পূজার পর শ্রীকৃষ্ণের দ্বারস্থিত দেবগণকে পাদ্যাদি প্রদান করতঃ যথাস্থানে ও যথাক্রমে গন্ধ-পুষ্প দ্বারা তাঁহা-দিগকে পূজা করিবে ॥ ৬ ॥

টীকা—তান্ শ্রীকৃষ্ণদ্বারদেবান্, প্রণবাদিচতুর্থ্যন্তং দেবনাম নমোঽন্তকমিত্যগ্রে লেখ্যত্বাদত্রৈবং প্রয়োগঃ—শ্রীকৃষ্ণদ্বারদেবতাভ্যো নমঃ। অনেন মন্ত্রেণ পাদ্যার্ঘ্যাদিকং দত্ত্বা গন্ধাদিভিঃ পুনর্বিশেষেণ পূজয়ে-দিত্যর্থঃ। এবমগ্রেঽপি 'সপরিবারেভ্যঃ শ্রীকৃষ্ণপার্ষ-দেভ্যো নমঃ' ইত্যাদি প্রয়োগো দ্রষ্টব্যঃ ॥ ৬ ॥

দ্বারাগ্রে সপরীবারান্ ভূপীঠে কৃষ্ণপার্ষদান্।
তদগ্রে গরুড়ং দ্বারস্যোর্দ্ধে দ্বারশ্রিয়ং যজেৎ ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—প্রথমতঃ দ্বারের অগ্রে যে পৃথিবীরূপ পীঠে সপরিবারে কৃষ্ণপার্ষদবর্গের, তৎসম্মুখে গরুড়ের ও তাহার পর দ্বারের উর্দ্ধভাগে দ্বারলক্ষ্মীর পূজা করিবে ॥ ৭ ॥

প্রাগ্দ্বারোভয়পার্শ্বে তু যজেচ্চণ্ড-প্রচণ্ডকৌ।
দ্বারে চ দক্ষিণে ধাতৃবিধাতারৌ চ পশ্চিমে ॥ ৮ ॥
জয়ঞ্চ বিজয়ঞ্চৈব বলং প্রবলমুত্তরে।
দ্বন্দ্বশস্ত্বেবমভ্যর্চ্চ্য দেহল্যাং বাস্তুপুরুষম্ ॥ ৯ ॥
দ্বারান্তঃপার্শ্বয়োর্গঙ্গাং যমুনাঞ্চ ততোঽর্চ্চয়েৎ।
তৎপার্শ্বয়োঃ শঙ্খনিধিং তথা পদ্মনিধিং যজেৎ ॥১০

অনুবাদ—পূর্ব্বদ্বারের দুইদিকে চণ্ডের ও প্রচণ্ডের, দক্ষিণদ্বারে ধাতার ও বিধাতার, পশ্চিমদ্বারে জয়ের ও বিজয়ের, উত্তরদ্বারে বলের ও প্রবলের পূজা করিবে। এইরূপে প্রতিদ্বারে দুই দুই দেবের পূজা করিয়া দরজার সম্মুখে বাস্তুপুরুষের পূজা করতঃ দরজার ভিতরে দুই দিকে গঙ্গা ও যমুনার পূজা করিবে। তাহার দুই দিকে শঙ্খনিধি ও পদ্মনিধির পূজা করিবে ॥ ৮-১০ ॥

টীকা—এবং সামান্যেন সর্ব্বেষামেব পূজাবিধি-লিখিতঃ; ইদানীং যথাস্থানং যথাক্রমমিতি যল্লিখি-তং, তদেব বিবিচ্য লিখতি—দ্বারাগ্র ইতি দ্বাভ্যাম্। তত্রাপ্যাদৌ দ্বারস্যাগ্রে যৎ ভূরূপং পীঠং, তত্র সমস্ত-পরিবারান্বিতান্ শ্রীকৃষ্ণপার্ষদান্ যজেৎ পূজয়েৎ। অনন্তরং তস্য দ্বারস্যাগ্রে গরুড়ং; যদ্যপি দ্বারশ্রিয়োঽ-র্চ্চনং প্রবলার্চ্চনানন্তরমেব ক্রমদীপিকায়ামুক্তং; তথাপি ইষ্টেতি ক্ত্বা প্রত্যয়েন চণ্ডাদিপূজাতঃ পূর্ব্বকাল এবেতি বোধিতং, তথৈব সদাচারাৎ। কিঞ্চ, দ্বন্দ্বশ ইত্যগ্রে লিখনাৎ 'চণ্ডপ্রচণ্ডাভ্যাং নমঃ' ইত্যেবং যুগ্ম-ত্বেন প্রয়োগো জ্ঞেয়ঃ ॥ ৭-৯ ॥

টীকা—দ্বারস্যান্তঃ অভ্যন্তরে তৎপার্শ্বদ্বয়ে তয়ো-র্গঙ্গাযমুনয়োঃ পার্শ্বদ্বয়ে ॥ ১০ ॥

গণেশং মন্দিরস্যাগ্নিকোণে দুর্গাঞ্চ নৈর্ঋতে।
বাণীং বায়ব্য ঐশানে ক্ষেত্রপালং তথার্চ্চয়েৎ ॥ ১১ ॥
দ্বাঃশাখামাশ্রয়ন্ বামাং সঙ্কোচ্যাঙ্গানি দেহলীম্।
অস্পৃষ্ট্বা প্রবিশেদ্বেশ্মন্যস্যন্ প্রাগ্দক্ষিণং পদম্ ॥১২

অনুবাদ—এরপর মন্দিরের অগ্নিকোণে গণেশের, নৈর্ঋত কোণে দুর্গার, বায়ুকোণে সরস্বতীর ও ঈশান কোণে ক্ষেত্রপালের পূজা করিতে হইবে। পরে নিজ বামভাগস্থিত দ্বারশাখা অর্থাৎ চৌকাঠের সহিত সংলগ্নভূমি কিঞ্চিৎ স্পর্শ করিয়া অঙ্গ সঙ্কোচপূর্ব্বক দেহলী স্পর্শ না করিয়া প্রথমে ডান পা রাখিয়া শ্রীমন্দিরে প্রবেশ করিবে ॥ ১১-১২ ॥

টীকা—আগ্নেয়কোণে গণেশমর্চ্চয়েৎ; তথাচোক্তং ক্রমদীপিকায়াম্—'পরিবারাঃ কৃতাঃ সর্ব্বে পুনঃ শ্রীবিষ্ণুপার্ষদাঃ। দ্বারাগ্রাবলিপীঠেঽর্চ্চ্যাঃ পক্ষীন্দ্রশ্চ তদগ্রতঃ ॥ চণ্ডপ্রচণ্ডৌ প্রাগ্ধাতৃ-বিধাতারৌ চ দক্ষিণে। জয়শ্চ বিজয়ঃ পশ্চাদ্বলঃ প্রবল উত্তরে ॥ উর্দ্ধে দ্বারশ্রিয়ং চেষ্ট্বা দ্বার্য্যোতান্ যুগ্মশোঽর্চ্চয়েৎ। পূজ্যো বাস্তুপুমাংস্তত্র তত্র দ্বাঃপীঠমধ্যতঃ ॥ দ্বারান্তঃ পার্শ্ব-য়োরর্চ্চ্যা গঙ্গা চ যমুনা নদী। কোণেষু বিঘ্নং দুর্গাঞ্চ বাণীং ক্ষেত্রে সমর্চ্চয়েৎ ॥' ইতি ॥ ১১ ॥

টীকা—বামাং স্ববামভাগবর্ত্তিনীং দ্বারশাখাম্ আশ্রয়ন্ ঈষৎ স্পৃশন্, নিজাঙ্গানি সঙ্কোচ্য দেহলীম্ অস্পৃষ্ট্বা ন লঙ্ঘয়িত্বেত্যর্থঃ। দক্ষিণং পদং প্রাক্ আদৌ ন্যস্যন্। দক্ষিণপাদন্যাসক্রমেণেত্যর্থঃ। বেশ্ম শ্রীভগবন্মন্দিরং হরের্গেহং প্রবেক্ষ্যন্নিতি পূর্ব্ব-লিখনাৎ। প্রবিশেৎ তন্মধ্যং শনৈঃ পূজকো গচ্ছেৎ ॥ ১২ ॥

তথা চ সারদাতিলকে—

কিঞ্চিৎ স্পৃশন্ বামশাখাং দেহলীং লঙ্ঘয়ন্ গুরুঃ।
অঙ্গং সঙ্কোচয়ন্নন্তঃ প্রবিশেদ্দক্ষিণাঙ্ঘ্রিণা ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ—সারদাতিলকেও কথিত হইয়াছে—গুরু বামশাখা বাম দিকের দরজার বাজু একটু ছুঁইয়া দেহলী লঙ্ঘন ও অঙ্গসঙ্কোচ করিয়া ডান পা ফেলিয়া ভিতরে যাইবে ॥ ১৩ ॥

টীকা—গুরুরিতি দীক্ষাবিধানোক্তঃ ॥ ১৩ ॥

অথ গৃহপ্রবেশমাহাত্ম্যম্

তন্মাহাত্ম্যঞ্চ হরিভক্তিসুধোদয়ে—

প্রবিশন্নালয়ং বিষ্ণোরর্চ্চনার্থং সুভক্তিমান্।
ন ভূয়ঃ প্রবিশেন্মাতুঃ কুক্ষিকারাগৃহং সুধীঃ ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ—অনন্তর গৃহপ্রবেশের মাহাত্ম্য শ্রীহরিভক্তিসুধোদয়ে বর্ণিত হইয়াছে—পূজা করিবার জন্য ভক্তিভাবে শ্রীবিষ্ণুমন্দিরে প্রবিষ্ট প্রাজ্ঞব্যক্তির জননী-জঠররূপ কারাগারে প্রবেশ হয় না ॥ ১৪ ॥

অথ গহান্তঃপূজা

নৈর্ঋতে বাস্তুপুরুষং ব্রহ্মাণমপি পূজয়েৎ।
আসনস্থো যজেত্তাংস্তানন্যত্র ভগবদ্‌গৃহাৎ ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ—অতঃপর গৃহাভ্যন্তরে পূজা—গৃহের নৈর্ঋত কোণে বাস্তুপুরুষের ও ব্রহ্মার পূজা করিবে। যেগৃহে শ্রীভগবান বিরাজিত, তাহা বাদ দিয়া অন্যত্র আসনে বসিয়া শ্রীকৃষ্ণের বিশেষ বিশেষ পার্ষদগণের পূজা করিবে ॥ ১৫ ॥

টীকা—ভগবদ্‌গৃহাৎ দেবালয়াদন্যত্র পরস্মিন্ স্থানে তাংস্তান্ শ্রীকৃষ্ণপার্ষদাদীন্ সর্ব্বান্, আসনস্থঃ আসনে উপবিষ্টঃ সন্নেব পূজয়েৎ ; যত এব তথাগ্রে লেখ্যং বিঘ্ননিবারণম্। পূজারম্ভে দ্বারদেবতাপূজায়াঃ প্রাগেব ভগবদ্‌গৃহে তু তিষ্ঠন্নেব তাংস্তান্ পূজয়েদিত্যর্থ ; ভগবদগ্রেঽন্যপূজার্থাসনাযোগ্যত্বাৎ। যদ্বা, তত্তৎপূজার্থং তত্তদগ্রে গমনেন পুনঃ পুনরাসনাসক্তত্বাৎ, মুহুরাসনেন কালক্ষেপাচ্চ। অতএব পার্ষ্ণিপ্রহারাদিনা বিঘ্ননিবারণমত্রালিখিত্বা নিশ্চলাসনাবসরেঽগ্রে লিখিষ্যতে ॥ ১৪-১৫ ॥

তত্তৎপূজামন্ত্রশ্চোক্তঃ—
প্রণবাদি-চতুর্থ্যন্তং দেবানাম নমোঽন্তকম্।
পূজামন্ত্রমিদং প্রোক্তং সর্ব্বত্রার্চ্চনকর্ম্মণি ॥ইতি॥১৬॥

অনুবাদ—তাহার মন্ত্র যথা—আদিতে ওঙ্কার, পরে আরাধ্য দেবতার নামে চতুর্থী বিভক্তি যুক্ত, শেষে নমঃ শব্দ প্রয়োগ অর্থাৎ "ওঁ অমুক দেবতায়ৈ নমঃ"—সমুদায় পূজা-কর্ম্মে এই প্রকার পূজামন্ত্র কথিত হইয়াছে ॥ ১৬ ॥

টীকা—অত্র প্রায়ো দেবালয়ান্তঃপূজাবিধিলিখনাৎ কেচিচ্চ দ্বারপূজানন্তরং গৃহান্তঃপ্রবেশাৎ প্রাগেব বিঘ্ননিবারণমিচ্ছন্তি। অত্র সৎসম্প্রদায়াচার এব গতিরিতি দিক্। দেবস্য পূজাস্য নাম, পূজামন্ত্রমিতি নপুংসকত্বমার্ষম্ ॥ ১৬ ॥

অথ কৃষ্ণাগ্রতস্তিষ্ঠন্ কৃত্বা দিগ্‌বন্ধনং ক্ষিপেৎ।
পুষ্পাক্ষতান্ সমস্তাসু দিক্ষু তন্ত্রোক্তমন্ত্রতঃ ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—তারপর শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে বসিয়া দিক্-সমূহ বন্ধনপূর্ব্বক তন্ত্রোক্ত মন্ত্রপাঠ সহকারে "ওঁ শার্ঙ্গায় সশরায় হুং ফট্ নমঃ মন্ত্রে" সকল দিকে ফুল ও আতপচাউল নিক্ষেপ করিবে ॥ ১৭ ॥

টীকা—অত্র দিগ্‌বন্ধনে পুষ্পক্ষেপণে চ উক্তঃ শাস্ত্রে যো মন্ত্রঃ—'ওঁ শার্ঙ্গায় সশরায় হুং ফট্ নমঃ' ইতি তেনেত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥

অথ পূজার্থাসনম্

ততশ্চাসনমন্ত্রেণাভিমন্ত্র্যাভ্যর্চ্চ্য চাসনম্।
তস্মিন্নুপবিশেৎ পদ্মাসনেন স্বস্তিকেন বা ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ—তারপর আসনমন্ত্র "ওঁ আধার শক্তয়ে নমঃ" দ্বারা আসনকে অভিমন্ত্রিত করতঃ পূজা করিয়া সেই আসনের উপর পদ্মাসনে(১) অথবা স্বস্তিকাসনে(২) বসিবে ॥ ১৮ ॥

টীকা—অভ্যর্চ্চ্য 'ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ' ইতি সংপূজ্য। তস্মিন্ আসনে, তত্র পদ্মাসনং—'সব্যং পাদমুপাদায় দক্ষিণোপরি বিন্যসেৎ। তথৈব দক্ষিণং সব্যস্যোপরিষ্টান্নিধাপয়েৎ ॥ বিষ্টভ্য কট্যুরো গ্রীবা-নাসাগ্রন্যস্তলোচনঃ। পদ্মাসনং ভবেদেতৎ সর্ব্বেষামপি পূজিতম্ ॥' ইতি। কচিচ্চ—বামোরূপরি দক্ষিণং হি চরণং সংস্থাপ্য বামন্তথা' ইত্যাদি। স্বস্তিকং চোক্তম্—'জানূর্ব্বোরন্তরে সম্যক্ কৃত্বা পাদ-

(১) পদ্মাসন—বাম পদ লইয়া দক্ষিণ উরুর উপর এবং দক্ষিণ পদ লইয়া বাম উরুর উপর চিৎ করিয়া স্থাপন করিবে। কটিদেশ, গ্রীবাদেশ ও বক্ষঃস্থল সোজাভাবে রাখিয়া চক্ষুঃ নাসার অগ্রভাগে বিন্যস্ত করিয়া উপবেশন করার নাম পদ্মাসন।

(২) স্বস্তিকাসন—জানুদেশ ও উরুদেশের মধ্যভাগে উভয় পদতল স্থাপন পূর্ব্বক সরলভাবে উপবেশন করার নাম স্বস্তিকাসন।

তলে উভে। ঋজুকায়ো বিশেদ্যোগী স্বস্তিকং তৎ প্রচক্ষতে ॥ ইতি ॥ ১৮ ॥

তত্র কৃষ্ণার্চ্চকঃ প্রায়ো দিবসে প্রাঙ্মুখো ভবেৎ।
উদঙ্মুখো রজন্যান্তু স্থিরমূর্ত্তিশ্চ সম্মুখঃ ॥ ১৯ ॥

তথা চৈকাদশস্কন্ধে (২৭।১৯)—

আসীনঃ প্রাগুদগ্বার্চ্চে২ স্থিরায়াত্বথ সম্মুখঃ ॥ ২০ ॥

অনুবাদ—শ্রীকৃষ্ণের অর্চ্চনকারী নিশ্চলভাবে ও সম্মুখীন হইয়া দিনের বেলায় পূর্ব্বমুখে ও রাত্রিকালে উত্তরমুখে এবং প্রতিমা থাকিলে তাঁহাকে সম্মুখভাগে রাখিয়া বসিবে। একাদশেও এইরূপই বলা হইয়াছে ॥ ১৯-২০ ॥

টীকা—তত্র আসনে, প্রায় ইতি দিবা প্রাঙ্মুখত্বস্য, নক্তং চোদঙ্মুখত্বস্য প্রশস্তত্বাৎ ॥ ১৯-২০ ॥

অথাসনমন্ত্রঃ

আসনমন্ত্রস্য মেরুপৃষ্ঠঋষিঃ সুতলং ছন্দঃ।
কূর্ম্মো দেবতা আসনাভিমন্ত্রণে বিনিয়োগঃ ॥ ২১ ॥
পৃথ্বি ত্বয়া ধৃতা লোকা দেবি ত্বং বিষ্ণুনা ধৃতা।
ত্বঞ্চ ধারয় মাং নিত্যং পবিত্রমাসনং কুরু ॥ ২২ ॥

অনুবাদ—এখন আসনমন্ত্র বলা হইতেছে—আসন-মন্ত্রের ঋষি মেরুপৃষ্ঠ, সুতল উহার ছন্দঃ ও কূর্ম্ম উহার দেবতা, আসনাভিমন্ত্রণে প্রয়োগ করা হয়। হে পৃথ্বি! তুমি সমস্ত লোককে ধারণ করিয়াছ, হে দেবি! বিষ্ণু তোমাকে ধারণ করিয়াছেন, তুমিও নিত্য আমাকে ধারণ কর এবং এই আসনকে পবিত্র কর ॥ ২১-২২ ॥

অথাসনানি

নারদপঞ্চরাত্রে—

বংশাশ্মদারুধরণীতৃণপল্লবনির্ম্মিতম্।
বর্জ্জয়েদাসনং বিদ্বান্ দারিদ্র্যব্যাধিদুঃখদম্ ॥
কৃষ্ণাজিনং কম্বলং বা নান্যদাসনমিষ্যতে ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ—নারদপঞ্চরাত্রে বর্ণিত হইয়াছে,—বাঁশ, পাথর, কাঠ, মাটি, কুশ ছাড়া অন্য ঘাস (তৃণ) এবং পাতায় তৈরী আসন দারিদ্র, রোগ ও দুঃখ দেয়। অতএব বিদ্বানব্যক্তি এই সব আসন ব্যবহার করিবেন না। কৃষ্ণসার মৃগচর্ম্ম অথবা কম্বল ছাড়া অন্য আসন গ্রহণীয় নয় ॥ ২৩ ॥

টীকা—তৃণাসনঞ্চ দর্ভাতিরিক্ত-তৃণনির্ম্মিতং জ্ঞেয়ম্। একাদশস্কন্ধে 'প্রাগদর্ভৈঃ কল্পিতাসনঃ' ইতি শ্রীভগবদুক্তেঃ ॥ ২৩ ॥

অন্যত্র চ—

কৃষ্ণাজিনং ব্যাঘ্রচর্ম্ম কৌষেয়ং বেত্রনির্ম্মিতম্।
বস্ত্রাজিনং কম্বলংবা কল্পয়েদাসনং মৃদু ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ—অন্যত্র বলা হইয়াছে—কৃষ্ণসার মৃগ-চর্ম্ম, ব্যাঘ্রচর্ম্ম, পট্টবস্ত্র, বেত্রনির্ম্মিত, কৃষ্ণাজিনোপরি বস্ত্র, অথবা কম্বল এই সকল দ্বারা কোমল আসন নির্ম্মাণ করিবেন ॥ ২৪ ॥

টীকা—কৃষ্ণাজিনং ব্যাঘ্রচর্ম্মেত্যাদিনা আসনাদৌ মতভেদ আশ্রমাদিভেদেন। তত্র বহূনাং যন্মতং, তদেব স্বসম্প্রদায়ানুসারেণ গ্রাহ্যমিতি দিক্ ॥ ২৪ ॥

অথ বিশেষতঃ আসনদোষগুণৌ

নারদপঞ্চরাত্রে—

বংশাদাহুর্দরিদ্রত্বং পাষাণে ব্যাধিসম্ভবম্।
ধরণ্যাং দুঃখসম্ভূতিং দৌর্ভাগ্যং দারবাসনে ॥ ২৫ ॥
তৃণাসনে যশোহানিং পল্লবে চিত্তবিভ্রমম্।
দর্ভাসনে ব্যাধিনাশং কম্বলং দুঃখমোচনম্ ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ—অতএব বিশেষরূপে আসনের দোষগুণ শ্রীনারদ পঞ্চরাত্রে বলা হইয়াছে—পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন, বাঁশের আসনে দারিদ্র, পাথরে রোগ, মাটিতে দুঃখ, কাঠে ভাগ্যহীনতা, তৃণময় আসনে যশোহানি, পাতার আসনে চিত্তবিভ্রম, কুশাসনে ব্যাধিনাশ—এবং কম্বলাসনে দুঃখ মোচন হয় ॥ ২৫-২৬ ॥

কিঞ্চ শ্রীভগবদ্গীতাসু (৬।১১)—

শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য স্থিরমাসনমাত্মনঃ।
নাত্যুচ্ছ্রিতং নাতিনীচং চৈলাজিনকুশোত্তরম্ ॥
ইতি ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ—গীতায় উক্ত হইয়াছে—খুব উঁচু নয়, তা খুব নীচুও নয়, এই ভাবে পূর্ব্বদিকে অগ্রভাগ বিশিষ্ট কুশ, তারপর কৃষ্ণসার মৃগচর্ম্ম, তার উপর পাটের কাপড় পাতিয়া নিজের নিশ্চলাসন পবিত্র স্থানে স্থাপন করিবে। (কম্বলাসন এবং কোমল আসন গৃহীতব্য, কারণ আসন ভাল না হইলে সুস্থ-ভাবে দীর্ঘক্ষণ বসা সম্ভব হয় না)॥ ২৭॥

টীকা—চৈলাজিনকুশোত্তরমিতি প্রথমং প্রাগগ্রকুশাস্তদুপরি কৃষ্ণাজিনং, তদুপরি চীরমিত্যর্থঃ॥ ২৭॥

যথোক্তমুপবিশ্যাথ সংপ্রদায়ানুসারতঃ।
শঙ্খাদিপূজাসম্ভারান্ ন্যস্যেত্তত্তৎপদেষু তান্॥ ২৮॥

অনুবাদ—তারপর সম্প্রদায় অনুসারে উল্লিখিত আসনে বসিয়া শঙ্খাদি পূজার দ্রব্যাদি সকল যথা-যোগ্য স্থানে ঠিক ঠিক ভাবে সাজাইয়া লইবে॥ ২৮॥

টীকা—সম্প্রদায়ানুসারত ইতি বিবিধমতভেদাভিপ্রায়েণ, তত্তৎ পদেষু তেষাস্তেষামুচিতস্থানেষু তান্ প্রসিদ্ধান্ অগ্রে লেখ্যান্ বা॥ ২৮॥

তত্র পাত্রাসাদনম্

স্বস্য বামাগ্রতঃ শঙ্খং সাধারং স্থাপয়েদ্ভুধঃ।
তত্রৈবার্ঘ্যাদিপাত্রাণি ন্যস্যেচ্চ দ্বারি ভাগশঃ॥ ২৯॥
তুলসীগন্ধপুষ্পাদিভাজনানি চ দক্ষিণে।
বামে চ স্থাপয়েৎ পার্শ্বে কলসং পূর্ণমম্ভসা॥ ৩০॥

অনুবাদ—নিজের বামদিকে সামনে আধার-সহ শঙ্খ, শঙ্খ মাটিতে রাখা নিষেধ। সেই স্থানেই পাদ্য, অর্ঘ্য, মধুপর্ক ও আচমনীয় পাত্র রাখিতে হইবে। ডানদিকে তুলসী, গন্ধ ও পুষ্পাদির পাত্র এবং বাম-দিকে জলের কলসী রাখিবেন॥ ২৯-৩০॥

দক্ষিণে ঘৃতদীপঞ্চ তৈলদীপঞ্চ বামতঃ।
সম্ভারানপরান্ন্যস্যেৎ স্বদৃষ্টিবিষয়ে পদে।
করপ্রক্ষালনার্থঞ্চ পাত্রমেকং স্বপৃষ্ঠতঃ॥ ৩১॥

অনুবাদ—তৈলপ্রদীপ বামভাগে এবং ঘৃত-প্রদীপ ডানদিকে রাখার নিয়ম। আর আর পূজার দ্রব্য সকল চোখের সামনে সুবিধামত রাখিতে হইবে এবং হাত ধুইবার জন্য নিজের পিছনে একটি পাত্র রাখিতে হইবে॥ ৩১॥

অথ পাত্রাণি তন্মাহাত্ম্যঞ্চ

দেবীপুরাণে—

নানাবিচিত্ররূপাণি পুণ্ডরীকাকৃতীনি চ।
শঙ্খনীলোৎপলাভানি পাত্রাণি পরিকল্পয়েৎ॥ ৩২॥
রত্নাদিরচিতান্যেব কাঞ্চীমূলযুতানি চ।
যথাশোভং যথালাভং তথা পাত্রাণি কারয়েৎ॥৩৩॥

কিঞ্চ—

হৈমপাত্রেণ সর্ব্বাণি চেপ্সিতানি লভেন্মুনে।
অর্ঘ্যং দত্ত্বা তথা রৌপ্যেণায়ুরাজং শুভং ভবেৎ।
তাম্রপাত্রেণ সৌভাগ্যং ধর্ম্মং মৃন্ময়সম্ভবম্॥ ৩৪॥

অনুবাদ—দেবীপুরাণে বর্ণিত হইয়াছে—পাত্র সকল পদ্মাকৃতি বা অন্য নানাবিধ বিচিত্র আকৃতির করিতে হয়। তাহাদের রং শাঁখের ন্যায় সাদা অথবা নীল-পদ্মের মত নীল কিংবা অন্য পরিষ্কার রং এর হইতে পারে। ঐ সকল পাত্র রত্নাদিদ্বারা নির্ম্মিত হইতে পারে এবং তাহাতে মেখলার মূলভাগ যোগ থাকিবে কিংবা যাহাতে দেখিতে ভাল হয় ও যাহা সহজেই পাওয়া যায় তাহা দ্বারাই পাত্র প্রস্তুত করাইবে। আরও বলা আছে—সুবর্ণপাত্রে অর্ঘ্য প্রদানে সর্ব্বা-ভীষ্ট লাভ হয়, রৌপ্যপাত্রে আয়ু বাড়ে, রাজ্যপ্রাপ্তি ও মঙ্গললাভ হয় এবং তাম্রপাত্রে সৌভাগ্য ও মাটির পাত্রে ধর্ম্ম সঞ্চয় হয়॥ ৩২-৩৪॥

বারাহে—

সৌবর্ণং রাজতং কাংস্যং যেন দীয়তে ভাজনম্।
তান্ সর্ব্বান্ সংপরিত্যজ্য তাম্রন্তু মম রোচতে॥৩৫
পবিত্রাণাং পবিত্রং যো মঙ্গলানাঞ্চ মঙ্গলম্।
বিশুদ্ধানাং শুচিঞ্চৈব তাম্রং সংসারমোক্ষণম্॥৩৬॥
দীক্ষিতানাং বিশুদ্ধানাং মম কর্ম্মপরায়ণঃ।
সদা তাম্রেণ কর্ত্তব্যমেবং ভূমি মম প্রিয়ম্॥

ইতি॥ ৩৭॥

অনুবাদ—বরাহপুরাণে বর্ণিত আছে—স্বর্ণ, রৌপ্য অথবা কাংস্য যাহা দ্বারা নির্ম্মিত পাত্র প্রদান করুক, তাম্রপাত্রেই আমার অধিক প্রীতি। তামা সকল পবিত্র পদার্থ অপেক্ষা পবিত্র, নিখিলমঙ্গলের মঙ্গল স্বরূপ, সর্ব্বাপেক্ষা বিশুদ্ধ ও ভবপাশ মোচক। আমার পূজাপরায়ণ দীক্ষিত পবিত্র ব্যক্তিগণ আমার প্রিয় তাম্রপাত্রই নির্ম্মাণ করাইবেন ॥ ৩৫-৩৭ ॥

টীকা—তদেব বিবিচ্য লিখতি—স্বস্যেতিসার্দ্ধ-ত্রয়েণ। আধারঃ শঙ্খস্যাশ্রয়স্তৎসহিতং, তত্র স্ববামাগ্রে এব, আদিশব্দেন পাদ্যাচমনীয়-মধুপর্কাঃ, ভাগশঃ পৃথক্ পৃথগিত্যর্থঃ; দক্ষিণে তুলস্যাদি-পত্রাণি, কলসং প্রেক্ষণীয়জলকুম্ভম্। অপরান্ বস্ত্রালঙ্কারাদীন্, স্বস্যা-অনো দৃষ্টেবিষয়ে গোচরে যৎ পদং স্থানং তস্মিন্ ॥ ২৯-৩৬ ॥

টীকা—দীক্ষিতানাং মধ্যে যো মহৎকর্ম্মপরায়ণ-স্তেন সদা তাম্রেণ কর্ত্তব্য-মিত্যর্থঃ ॥ ৩৭ ॥

কেচিচ্চ তাম্রপাত্রেষু গব্যাদের্যোগদোষতঃ।
তাম্রাতিরিক্তমিচ্ছন্তি মধুপর্কস্য ভাজনম্ ॥ ৩৮ ॥

অনুবাদ—কেহ কেহ বলেন যে,—গব্যাদির সহিত সংযুক্ত হইলে তাম্রপাত্র দূষিত হয়, এই হেতু তাঁহারা মধু-পর্কপাত্র হিসাবে তাম্র ব্যতীত অন্য ধাতুময় পাত্রের বিধান দেন ॥ ৩৮ ॥

টীকা—গব্যস্য ঘৃতব্যতিরিক্তস্য দুগ্ধাদিগোর-সস্য ॥ আদিশব্দান্মধুনশ্চ যোগে দোষাদ্ধেতোঃ। তথা চ স্মৃতিঃ—'তাম্রপাত্রে স্থিতং গব্যং মদ্যতুল্যং ঘৃতং বিনা' ইতি। মধুনশ্চ সুরাপরিবর্ত্তেন তাম্রপাত্রে দেয়ত্বাৎ। কেচিদিতি স্বমতং ব্যাবর্ত্তয়তি—'দধি-সর্পির্মধু সমং পাত্রে ঔড়ুম্বরে মম' ইতি সাক্ষাদ্ভগব-দ্বরাহোক্তেঃ ॥ ৩৮ ॥

তথৈব শঙ্খমেবার্ঘ্যপাত্রমিচ্ছন্তি কেচন।
শঙ্খে কৃত্বা তু পানীয়ং সপুষ্পং সতিলাক্ষতম্ ॥
অর্ঘ্যং দদাতি দেবস্যেত্যেবং স্কান্দেঽভিধানতঃ ॥৩৯

অনুবাদ—কোন কোন ব্যক্তি শঙ্খকেই অর্ঘ্যপাত্র হিসাবে পছন্দ করেন। কারণ স্কন্দপুরাণে কথিত আছে—শঙ্খে করিয়া পবিত্র জল, পুষ্প ও তিলসহ আতপ-চাউল শ্রীকৃষ্ণকে অর্ঘ্য প্রদান করিবে ॥ ৩৯ ॥

টীকা—কেচনেচ্ছন্তীত্যত্র হেতুং লিখতি—শঙ্খে কৃত্বেতি। স্কান্দেঽভিধানতঃ স্কন্দপুরাণোক্তেঃ ॥৩৯॥

অথ মঙ্গলঘটস্থাপনম্

মঙ্গলার্থঞ্চ কলসং সজলং করকান্বিতম্।
ফলাদিসহিতং দিব্যং ন্যসেদ্ভগবতোঽগ্রতঃ ॥ ৪০ ॥

অনুবাদ—মঙ্গলবিধানের উদ্দেশ্যে শ্রীভগবানের সম্মুখে জলপূর্ণ প্রস্তরখণ্ড যুক্ত ও ফলাদিসমন্বিত দিব্য কলসী স্থাপন করিবে ॥ ৪০ ॥

টীকা—পূর্ব্বং প্রোক্ষণীয়ঘটস্থাপনং লিখিতম্ ইদানীং মঙ্গলঘটন্যাসং লিখতি—মঙ্গলার্থমিতি। আদিশব্দেন কর্পূরাক্ষতাদি, দিব্যং পরমসুন্দরম্ ॥ ৪০ ॥

তথা চ স্কান্দে—
কুম্ভং সকরকং দিব্যং ফলকর্পূরসংযুতম্।
ন্যাসেদর্চ্চনকালে তু কৃষ্ণস্যাতীববল্লভম্ ॥ইতি॥৪১॥

অনুবাদ—এই বিষয়ে স্কন্দপুরাণে বলা হইয়াছে—পূজার সময় প্রস্তর খণ্ড সংযুক্ত, ফল ও কর্পূর যুক্ত দিব্য কুম্ভ স্থাপন করিবে। কারণ উহা শ্রীকৃষ্ণের অতীব প্রিয় ॥ ৪১ ॥

কিঞ্চ—
সনীরঞ্চ সকর্পূরং কুম্ভং কৃষ্ণায় যো ন্যসেৎ।
কল্পং তস্য ন পাপেক্ষাং কুর্ব্বন্তি প্রপিতামহাঃ ॥৪২॥

অনুবাদ—শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে সজল, সকর্পূর কুম্ভ স্থাপনকারীর কল্প পর্য্যন্ত পাপ প্রপিতামহগণ ক্ষমা করেন ॥ ৪২ ॥

টীকা—কল্পং ব্রহ্মদিনং ব্যাপ্য পাপে ইক্ষাং দৃষ্টিং ন কুর্ব্বন্তি ক্রিয়মাণমপি পাপং ন গৃহ্ণন্তী-ত্যর্থঃ ॥ ৪২ ॥

অথার্ঘ্যাদিপাত্রাণি

প্রক্ষিপেদর্ঘ্যপাত্রে তু গন্ধপুষ্পাক্ষতান্ যবান্।
কুশাগ্র-তিলদূর্ব্বাশ্চ সিদ্ধার্থানপি সাধকঃ।
কেচিচ্চাত্র জলাদীনি দ্রব্যাণ্যষ্টৌ বদন্তি হি ॥৪৩॥

অনুবাদ—সাধক অর্ঘ্যপাত্রে গন্ধ, পুষ্প, আতপ-চাউল, যব, কুশের অগ্রভাগ, তিল, দূর্ব্বা ও শ্বেতসরিষা রাখিবে। কেহ কেহ ঐ অর্ঘ্যপাত্র জলপ্রভৃতি আটটি জিনিষের ব্যবস্থা দিয়াছেন ॥ ৪৩ ॥

টীকা—অত্র অর্ঘ্যপাত্রে ॥ ৪৩ ॥

———

যত উক্তং ভবিষ্যে—

আপঃ ক্ষীরং কুশাগ্রাণি দধ্যক্ষততিলাস্তথা।
যবাঃ সিদ্ধার্থকাশ্চৈবমর্ঘোঽষ্টাঙ্গঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥৪৪॥
পাদ্যপাত্রে চ কমলং দূর্ব্বাং শ্যামাকমেব চ।
বিনিক্ষিপেদ্বিষ্ণুপত্রীত্যেবং দ্রব্যচতুষ্টয়ম্ ॥ ৪৫ ॥
তথৈবাচমনীয়ার্থপাত্রে দ্রব্যত্রয়ং বুধঃ।
জাতীফলং লবঙ্গঞ্চ কক্কোলমপি নিক্ষিপেৎ ॥ ৪৬ ॥
মধুপর্কীয়পাত্রে চ গব্যং দধি পয়ো ঘৃতম্।
মধুখণ্ডমপীত্যেবং নিক্ষিপেদ্দ্রব্যপঞ্চকম্ ॥ ৪৭ ॥

অনুবাদ—যেহেতু ভবিষ্যপুরাণে বলিয়াছেন—জল, দুগ্ধ, কুশের অগ্রভাগ, দধি, আতপচাউল, তিল, যব ও সাদাসরিষা— অর্ঘ্যের এই আটটি অঙ্গ। পাদ্যপাত্রে—পদ্ম, দুর্ব্বা, শ্যামাধান ও তুলসী এই চারিটি দ্রব্য রাখিবে। আর বিজ্ঞব্যক্তি আচমনীয় পাত্রে জাতীফল, লবঙ্গ ও কক্কোল এই তিনটি জিনিষ এবং মধুপর্কপাত্রে—গব্যদধি, দুগ্ধ, ঘৃত, মধু ও চিনি, এই পাঁচটি জিনিষ রাখিবেন ॥ ৪৪ ৪৭ ॥

———

কেচিত্ত্রীণ্যেব পাত্রেঽস্মিন্ দ্রব্যাণীচ্ছন্তি সাধবঃ ॥৪৮

যত উক্তং শ্রীবিষ্ণুধর্ম্মে—

ঘৃতং দধি তথা ক্ষৌদ্রং মধুপর্কো বিধীয়তে ॥ ৪৯ ॥

অনুবাদ—কোন কোন সাধুজন মধুপর্কপাত্রে তিনটি দ্রব্যের বিধান দিয়া থাকেন, যেহেতু শ্রীবিষ্ণু-ধর্ম্মে বলা হইয়াছে—ঘৃত, দধি ও মধু এই দ্রব্যত্রয়ে মধুপর্ক হইয়া থাকে ॥ ৪৮-৪৯ ॥

———

আদিবারাহে চ—

দধি সর্পির্মধুসমং পাত্রে ঔড়ুম্বরে মম।
মধুনস্তু অলাভে তু গুড়েন সহ মিশ্রয়েৎ ॥ ৫০ ॥
ঘৃতস্যালাভে সুশ্রোণি লাজৈশ্চ সহ মিশ্রয়েৎ।
তথা দধ্নোঽপ্যলাভে তু ক্ষীরেণ সহ মিশ্রয়েৎ ॥
ইতি ॥ ৫১ ॥

অনুবাদ—আদি বরাহপুরাণেও বলা হইয়াছে—মদীয় মধুপর্কে তাম্রপাত্রে দধি, ঘৃত ও মধুসহ নিক্ষেপ করিবে। মধুর অভাবে গুড় ব্যবহার্য্য। হে সুশ্রোণি! ঘৃতের অভাব হইলে খই এবং দধির অভাব হইলে দুগ্ধসহ মিশ্রণ করিতে হইবে ॥৫০-৫১॥

টীকা—অস্মিন্ মধুপর্কপাত্রে, ঔড়ুম্বরে তাম্রে, অত্র চ ঘৃতং বিনেতি স্মৃত্যুক্ত্যা ঘৃতসহিতে তাম্রেঽপি গব্যস্য সংযোগো দ্রব্যান্তরসংযোগেন চ মধুনোঽপি ন দুষ্যত্যেবেতি তৈরভুক্তানামপি সম্মতং সূচিতম্ ॥ ৪৮-৫১ ॥

———

তেষামভাবে পুষ্পাদি তত্তদ্ভাবনয়া ক্ষিপেৎ।
নারদস্ত্বাহ বিমলেনোদকেনৈব পূর্য্যতে ॥ ৫২ ॥

অনুবাদ—কোনও দ্রব্যই না পাওয়া গেলে মনে মনে ঐ সব দ্রব্যের কথা চিন্তা করিয়া পাত্রে পুষ্পাদি নিক্ষেপ করিতে হয়। শ্রীনারদের কথামত কেবল নির্ম্মল জলদ্বারাই তত্তৎপরিপূর্ণতা সাধিত হয় ॥৫২॥

টীকা—ননু গুড়াদ্যভাবে তথান্যস্যাপি কস্যচিদ-ভাবে সতি কিং কার্য্যম্' ইত্যপেক্ষায়ামাহ—তেষা-মিতি। উক্তানামর্ঘ্যাদিদ্রব্যাণামভাবে সতি তত্তদ্ভা-বনয়েতি তেষাং তেষাং দ্রব্যাণ্যাং মধ্যে যদ্যন্ন লভ্যতে, তস্য তস্য ভাবনয়া তত্তদিদমিতি চিন্তয়িত্বা তত্তৎপরিবর্ত্তেন তত্তৎপাত্রেষু পুষ্পাদিকং নিক্ষিপে-দিত্যর্থঃ। আদিশব্দেন তুলসীপত্রাদি, ননু পুষ্পাদ্য-ভাবেঽপি কিং কার্য্যং, তত্র লিখতি—নারদস্ত্বিতি। পূর্যতে তত্তৎপরিপূর্ণতা ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৫২ ॥

———

মূলেন পাত্রৈণৈকৈকমষ্টকৃত্বোঽভিমন্ত্রয়েৎ।
কুর্য্যাচ্চ তেষাং পাত্রাণাং রক্ষণং চক্রমুদ্রয়া ॥ ৫৩ ॥

পূজামারভমাণো হি যথোক্তাসনমাস্থিতঃ।
পঠেন্মঙ্গলশান্তিং তাং যার্চ্চনে সম্মতা সতাম্ ॥৫৪॥

অনুবাদ—প্রত্যেক পাত্রের উপরে আটবার করিয়া মূলমন্ত্র জপ করিতে হইবে এবং চক্রমুদ্রাদ্বারা ঐ সকল পাত্রের রক্ষা করিবে। পূজা আরম্ভ করিয়াই যথা নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবেশনপূর্ব্বক সাধুগণ উপদিষ্ট মঙ্গলশান্তির বিধান পাঠ করিবে ॥ ৫৩-৫৪ ॥

টীকা—মূলেন মূলমন্ত্রেণ ॥ ৫৩ ॥

অথ মঙ্গলশান্তিঃ

ওঁ ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম দেবা
ভদ্রং পশ্যেমাক্ষভির্যজত্রাঃ।
স্থিরৈরঙ্গৈস্তুষ্টুবাংসস্তনূভি-
র্ব্যশেম দেবহিতং যদায়ুঃ ॥ ৫৫ ॥

স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ, স্বস্তি নঃ পূষা বিশ্ববেদাঃ।
স্বস্তি নস্তার্ক্ষ্যো অরিষ্টনেমিঃ,
স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দধাতু ॥ ইতি পঠন্
'ওঁ শান্তিঃ শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মারাধনেষু শান্তির্ভবতু।'
ইতি ॥ ৫৬ ॥

অনুবাদ—অনন্তর মঙ্গলশান্তি—মূলোক্ত মন্ত্র—"ওঁ ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃনুয়ামঃ দেবাঃ, স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ, স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দধাতু"। (ইহার বঙ্গানুবাদ—হে দেববৃন্দ! আমরা যেন কানে ভালোকথা শুনিতে পাই। হে যাজ্ঞিকগণ! আমরা যেন চোখে ভাল দেখতে পাই, আর সুস্থ শরীর ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পাইয়া যেন দেববিহিত আয়ুঃ ভোগ করিতে পারি। বৃদ্ধশ্রবাঃ ইন্দ্র আমাদের মঙ্গল বিধান করুন। বিশ্ববেদাঃ পূষা আমাদের মঙ্গল বিধান করুন, অরিষ্ট নেমি তার্ক্ষ্য আমাদের মঙ্গল বিধান করুন এবং দেবগুরু বৃহস্পতি আমাদের মঙ্গল বিধান করুন) পাঠ করিয়া "ওঁ শান্তি শ্রীকৃষ্ণ পাদপদ্মারাধনেষু শান্তির্ভবতু" এই মন্ত্র পাঠ করিবে ॥ ৫৫-৫৬ ॥

অথ বিঘ্ননিবারণম্

অপসর্পন্তু তে ভূতা যে ভূতা ভুবি সংস্থিতাঃ।
যে ভূতা বিঘ্নকর্ত্তারস্তে নশ্যন্তু শিবাজ্ঞয়া ॥ ৫৭ ॥
ইত্যুদীর্যাস্ত্রমন্ত্রেণ বামপাদস্য পার্ষ্ণিনা।
ঘাতৈস্ত্রিভির্বুধো বিঘ্নান্ ভৌমান্ সর্ব্বান্নিবারয়েৎ ॥৫৮
আন্তরীক্ষাংশ্চ তেনৈবোর্দ্ধোর্দ্ধতালত্রয়েণ হি।
নিরস্যোৎসারয়েদ্দিব্যান্ মান্ত্রিকো দিব্যদৃষ্টিতঃ ॥৫৯

অনুবাদ—মূলে উক্ত মন্ত্র—"অপসর্পন্তু তে ভূতা ...... তে পশ্যন্তু শিবাজ্ঞয়া" ইত্যাদি অর্থাৎ—'যে সকল ভূত পৃথিবীকে আশ্রয় করিয়া আছে তাহারা দূরীভূত হউক, যে সকল ভূত শুভকার্য্যের বিঘ্নকর্ত্তা ভূতপতির আদেশে তাহারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হউক।" পাঠ করিয়া—'অস্ত্রায় ফট্' বলিয়া তিনবার বাম পদের গোড়ালি দিয়া ভূমিতে আঘাত করিয়া ভূমিগত বিঘ্ন নিবারণ করিবেন। "অস্ত্রায় ফট্ মন্ত্র দ্বারা অন্তরীক্ষের বিঘ্নরাশি দূর করিয়া মূল মন্ত্র যোগে দিব্যদৃষ্টি চিন্তা করিয়া সেই দিব্যদৃষ্টি দ্বারা দিব্য বিঘ্ন সমুদায় নিবারণ করিবেন ॥ ৫৭-৫৯ ॥

টীকা—অস্ত্রমন্ত্রঃ অস্ত্রায় ফড়িতি। যদ্বা, অস্মিন্ মন্ত্রে যোঽস্ত্রমন্ত্রস্তেনৈব, পার্ষ্ণিনা যে যাতাঃ প্রহারাস্তৈঃ ॥ ৫৮ ॥

টীকা—তেন অস্ত্রমন্ত্রেণ; দিব্যদৃষ্টিত ইতি মূলমন্ত্রসঞ্চিন্তিত-দিব্যদৃষ্ট্যা দিব্যান্ বিঘ্নানুৎসারয়েদিত্যর্থঃ ॥ ৫৯ ॥

অথ শ্রীগুর্ব্বাদি-নতিঃ

ততঃ কৃতাঞ্জলির্বামে শ্রীগুরুং পরমং গুরুম্।
পরমেষ্ঠিগুরুঞ্চেতি নমেদ্গুরুপরম্পরাম্ ॥ ৬০ ॥
গণেশং দক্ষিণে ভাগে দুর্গামগ্রেঽথ পৃষ্ঠতঃ।
ক্ষেত্রপালং নমেদ্ভক্ত্যা মধ্যে চাভীষ্টদৈবতম্ ॥ ৬১॥
ততশ্চাস্ত্রেণ সংশোধ্য করৌ কুর্ব্বীত তেন হি।
তালত্রয়ং দিশাং বন্ধমগ্নিপ্রাকারমেব চ ॥ ৬২ ॥

অনুবাদ—তারপর অঞ্জলি-বন্ধন-পূর্ব্বক বামে শ্রীগুরু, পরমগুরু ও পরমেষ্ঠী গুরু প্রভৃতি গুরু পরম্পরাকে প্রণাম করিবে। অতঃপর ডানদিকে গণেশকে, সম্মুখে দুর্গাকে, পশ্চাৎ দিকে ক্ষেত্রপালকে এবং মধ্যস্থলে নিজ অভীষ্টদেবকে ভক্তিভরে প্রণাম করিবে। (ওঁ গুরুভ্যো নমঃ। গাং গণেশায় নমঃ ইত্যাদি প্রকারে বলিতে হইবে) পরে অস্ত্রমন্ত্র পাঠ করিয়া হাত দুইটি ধুইয়া, ঐ মন্ত্রেই উর্দ্ধদিকে

তিনবার করতালি, দিক্‌বন্ধন ও বহ্নিপ্রাকার অর্থাৎ নিজশরীরের চারিদিকে অগ্নিবেষ্টন চিন্তা করিবে ॥ ৬০-৬২ ॥

টীকা—বামে গুরুপরম্পরাং নমেৎ; অত্র প্রয়োগঃ —"ওঁ গুরুভ্যো নমঃ, গাং গণেশায় নমঃ" ইত্যাদিঃ ॥ ৬০-৬১ ॥

টীকা—এবার্থো হি-শব্দাঃ; তেন অস্ত্রমন্ত্রেণৈব ঊর্দ্ধোর্দ্ধতালত্রয়াদি কুর্য্যাৎ, তত্রাগ্নিপ্রাকারমাত্মনঃ পরিতঃ কুর্য্যাৎ ॥ ৬২ ॥

অথ ভূতশুদ্ধিঃ

শরীরাকারভূতানাং ভূতানাং যদ্বিশোধনম্।
অব্যয়-ব্রহ্মসম্পর্কাৎ ভূতশুদ্ধিরিয়ং মতা ॥ ৬৩ ॥

অনুবাদ—শরীররূপে পরিণত পঞ্চমহাভূত ও প্রকৃতিজাত পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব সকলই পরব্রহ্মের সম্বন্ধ বশতঃ জীবতত্ত্ব শ্রীভগবদংশহেতু কার্য্য-কারণ-রূপে বিদ্যমান—এইরূপ চিন্তার নাম ভূতশুদ্ধি ॥ ৬৩ ॥

টীকা—অথ ভূতশুদ্ধিং লিখিষ্যন্নাদৌ তদর্থং লিখতি—শরীরেতি, শরীরস্য আকারভূতানাম্ আকৃতিত্বং প্রাপ্তানাং শরীরতয়া পরিণতামিত্যর্থঃ, পঞ্চমহাভূতানামুপলক্ষণমেতৎ, সর্ব্বেষামেব দৈহিকতত্ত্বানাম্ অব্যয়ব্রহ্মণো জীবতত্ত্বস্য সম্পর্কাৎ তদাত্মকতয়া; যদ্বা, শ্রীভগবতোঽংশত্বেন সম্বন্ধাদ্ধেতো-বিশোধনং কার্য্যকারণাদিভিন্নতয়া বিজ্ঞানং যদিয়মেব ভূতশুদ্ধির্মতাঽভিজ্ঞৈঃ ॥ ৬৩ ॥

ভূতশুদ্ধিং বিনা কর্ত্তুর্জপহোমাদিকাঃ ক্রিয়াঃ।
ভবন্তি নিষ্ফলাঃ সর্ব্বা যথাবিধ্যপ্যনুষ্ঠিতাঃ ॥৬৪॥

অনুবাদ—ভূতশুদ্ধি ছাড়া জপাদিকারী ব্যক্তির জপাদি কর্ম্ম যথা নিয়মে করা হইলেও ফল দেয় না ॥ ৬৪ ॥

টীকা—অধুনা ভূতশুদ্ধেনিত্যতাং লিখতি—ভূতশুদ্ধিমিতি। কর্ত্তুর্জপাদি-কারিণঃ; যথাবিধি বিধ্যনতিক্রমেণ অনুষ্ঠিতা নিষ্পাদিতা অপি নিষ্ফলা ভবন্তি, আত্মশোধনং বিনা মূলাশুদ্ধেঃ ॥ ৬৪ ॥

তৎপ্রকারশ্চ

করকচ্ছপিকাং কৃত্বাত্মানং বুদ্ধ্যা হৃদম্বুজতঃ।
শিরঃসহস্রপত্রাব্জে পরমাত্মনি যোজয়েৎ।
পৃথিব্যাদীনি তত্ত্বানি তস্মিন্ লীনানি ভাবয়েৎ ॥৬৫

অনুবাদ—এক্ষণে ভূতশুদ্ধির প্রকার বলা হইতেছে—প্রথমে করকচ্ছপিকা মুদ্রা রচনা করিয়া দীপ কলিকাকার জীবাত্মাকে বুদ্ধিযোগে হৃদয়-পদ্ম হইতে লইয়া মস্তকে সহস্রদল পদ্মের মধ্যবর্ত্তী পরমাত্মাতে যোজনা করিবে। তারপর পৃথিব্যাদি তত্ত্বসকল তাহাতে লীন হইয়াছে ভাবনা করিবে ॥ ৬৫ ॥

তাৎপর্য্য—পূজক ব্যক্তি প্রথমতঃ "সোঽহং" অর্থাৎ আমি সেই ভগবানের অংশ, শুদ্ধ, জ্ঞানময় ও মুক্ত স্বভাবসম্পন্ন এইরূপ ভাবনা করিবেন অথবা সেই শ্রীভগবানের অংশনিবন্ধন আমি তাঁহার অধীন, নিত্য সেবক—এই প্রকার নিদ্ধারণ করিবেন। অনন্তর সেই পরমাত্মায় পৃথিব্যাদি কার্য্যকারণরূপ তত্ত্বসকলের ঐ পরমাত্মাই মূল হওয়ায় তৎসমুদায় তাঁহাতেই লীন হইয়াছে, এবম্প্রকার ভাবনা করিবেন কিংবা সেইসকল তদীয় মায়াময়—এইরূপ চিন্তা করিবেন ॥ ৬৫ ॥

টীকা—আত্মানং জীবাত্মানং প্রদীপকলিকাকারং 'সোঽহম্' ইতি মন্ত্রেণ হৃৎপদ্মাৎ শিরঃস্থিতসহস্রদল-কমলমধ্যবর্ত্তিপরমাত্মনি বুদ্ধ্যা ভাবনয়া বিচারেণ বা যোজয়েৎ। তদংশত্বাত্তদভিন্নত্বেন তদীয়ত্বেন বা স্বাত্মানং বিজানীয়াদিত্যর্থঃ। এবঞ্চ সতি সোঽহমিতি—সঃ শ্রীভগবদংশঃ শুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাবোঽহম্; যদ্বা, তদংশত্বেন তদধীনো নিত্যসেবকোঽস্মীত্যর্থঃ। ততশ্চ তস্মিন্ পরমাত্মন্যেব পৃথিব্যাদীনি কার্য্যকারণতত্ত্বানি সর্ব্বাণ্যেব তদেকমূলত্বেন লীনানি তদাত্মকানি তন্মায়াময়ানি বা বিভাবয়েদিত্যর্থঃ। অত্র চ প্রলয়রীত্যা সাংখ্যোক্ত-সৃষ্টিপ্রাপ্তিলৌম্যেন কার্য্যস্য কারণে লয়দ্বারা তেষাং সর্ব্বেষামেব পরমকারণেঽবধিভূতে ভগবতি লয়ো দ্রষ্টব্য ইতি দিক্ ॥ ৬৫ ॥

বামহস্তং তথোত্তানমধো দক্ষিণবদ্ধিতম্।
করকচ্ছপিকা মুদ্রা ভূতশুদ্ধৌ প্রকীর্ত্তিতা ॥ ৬৬ ॥

অনুবাদ—ভূতশুদ্ধি-কার্য্যে যে কচ্ছপিকা মুদ্রার কথা বলা হইয়াছে, তাহা এই প্রকার—বামহাত উত্তানভাবে রাখিয়া তাহার উপর ডানহাত নিম্নমুখে বন্ধন করিয়া রাখা ॥ ৬৬ ॥

টীকা—করকচ্ছপিকাং কৃত্বেতি লিখিতং তামেব দর্শয়তি—বামহস্তমিতি ॥ ৬৬ ॥

———

দেহং সংশোষ্য দগ্ধ্বেদমাপ্লাব্যামৃতবর্ষতঃ।
উৎপাদ্য দ্রঢ়য়িত্বাসুপ্রতিষ্ঠাং বিধিনাচরেৎ ॥ ৬৭ ॥

অনুবাদ—বিধিপূর্ব্বক এই পাপভৌতিক পাপময় দেহ শুষ্ক করিয়া তৎপরে অগ্নিতে দাহ চিন্তা করিবে। তৎপরে তাহাতে অমৃত বর্ষণ দ্বারা দেহকে শীঘ্র উৎপাদন পূর্ব্বক দৃঢ়ীভূত করিয়া উহাতে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিবে ॥ ৬৭ ॥

তাৎপর্য্য—প্রথমতঃ পাপপুরুষকে ভাবনা করিবে। পাপপুরুষ জন্মাদি দুঃখদাতা, পঞ্চমহাপাতক তাঁহার পঞ্চ অঙ্গ। পাতকসমূহ তাঁহার উপাঙ্গ ও উপপাতক সকল তাঁহার রোম, ঐ পুরুষটি কৃষ্ণবর্ণ, ক্রূর ও অতি ভয়ানক। অন্যত্রও বর্ণিত হইয়াছে,—ব্রহ্মহত্যা তাঁহার মস্তক, স্বর্ণচৌর্য্য ভুজদ্বয়, সুরাপানরূপ হৃদয়-যুক্ত গুরুপত্নী-গমন কটিদেশ, পাতকসকল তাঁহার পদদ্বয় ও অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ উপপাতক সকল তাঁহার রোম। তাঁহার শ্মশ্রু ও নয়ন রক্তবর্ণ। খড়্গ ও চর্ম্মধারী সেই পুরুষ। তাঁহার বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠসমদেহ, তিনি অধোমুখ ও কৃষ্ণবর্ণ। এইরূপ ভাবনা করিয়া বাম-নাসাপুটে "যং" এই ধূম্রবর্ণ পরমশোষক বায়ুবীজ চিন্তা করতঃ ষোড়শবার উহা জপ করিয়া বায়ুপূর্ণ করিয়া মনোদ্বারা ঐ বীজকে নাভিমণ্ডলে লইয়া যাইবে এবং চতুঃষষ্টিবার জপ করতঃ কুম্ভক অর্থাৎ বায়ুপূর্ণ করিবার পর ঐ "যং" বীজোত্থিত বায়ুদ্বারা ঐ পাপ-পুরুষের সহিত সমস্ত দেহকে শুষ্ক করিতে হইবে। তৎপরে দ্বাত্রিংশৎ বার "যং" বীজ জপপূর্ব্বক দক্ষিণ নাসাপুট দ্বারা বায়ু রেচন করিবে। অতঃপর "রং" এই রক্তবর্ণ, বায়ুসহ বহ্নিবীজ দক্ষিণ নাসাপুট মধ্যে চিন্তা করিয়া ষোড়শবার জপপূর্ব্বক বীজকে মূলাধারে লইয়া গিয়া চতুঃষষ্টিবার জপকরতঃ কুম্ভক করিয়া তদুত্থিত অগ্নিদ্বারা পাপপুরুষের সহিত ঐ দেহ দগ্ধ করিয়া দ্বাত্রিংশবার জপ করতঃ ভস্মের সহিত ঐ বায়ুকে বামনাসাপুট দ্বারা রেচন করিতে হইবে। তৎপরে "ঠং" এই শ্বেতবর্ণ চন্দ্রবীজকে বাম নাসাপুট-মধ্যে চিন্তা করিয়া ষোড়শবার জপ করিবে। পরে বায়ুপূর্ণ করিয়া বীজকে ব্রহ্মরন্ধ্রস্থ চন্দ্রে লইয়া গিয়া ঐ চন্দ্রমণ্ডলে "বং" এই বরুণবীজ ধ্যান করিবে এবং ঐ বীজ চতুঃষষ্টিবার জপকরতঃ কুম্ভক করিয়া "ঠং" এই বীজময় চন্দ্র হইতে বর্ণময়ী অমৃতধারা উৎপাদন করিতে হইবে। ঐ ধারা দ্বারা দগ্ধ শরী-রকে প্লাবিত করিয়া চিন্তা করিবে যে, শরীর উৎপন্ন হইয়াছে। তৎপরে যেমন মাতৃকান্যাস কথিত হই-য়াছে, তদনুসারে অকরাদি বর্ণময়ী সেই অমৃতধারায় মুখ ও হস্তপদাদি উৎপাদন করিয়া "লং" এই পীত-বর্ণ পৃথিবীবীজ দ্বাত্রিংশৎ বার জপপূর্ব্বক সমস্ত শরীরকে দৃঢ় করিয়া দক্ষিণ নাসারন্ধ্রদ্বারা বায়ু নিঃসারণ করিবে।

প্রাণপ্রতিষ্ঠার বিধি—"প্রাণপ্রতিষ্ঠামন্ত্রস্য ব্রহ্ম-বিষ্ণু-রুদ্রা ঋষয়ঃ ঋক্-যজুঃ-সামানি ছন্দাংসি অতিচ্ছন্দো বা ছন্দঃ ক্রিয়াময়বপুঃ প্রাণাখ্যা দেবতা প্রাণপ্রতিষ্ঠার্থে বিনিয়োগঃ"। অর্থাৎ প্রাণ-প্রতিষ্ঠা মন্ত্রের ঋষি ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং রুদ্র। ঋক্, যজুঃ, সাম অথবা ক্রিয়াময় অতিচ্ছন্দঃ ইহার ছন্দঃ। প্রাণ ইহার দেবতা। এই মন্ত্র প্রাণপ্রতিষ্ঠা কার্য্যে প্রয়োগ করিতে হয়।

ওঁ কং খং গং ঘং ঙং অং পৃথিব্যপ্তেজোবায়্বা-কাশাত্মনে আং হৃদয়ায় নমঃ। ওঁ চং ছং জং ঝং ঞং ইং শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধাত্মনে ঈং শিরসে স্বাহা। ওঁ টং ঠং ডং ঢং ণং উং শ্রোত্রত্বক্‌চক্ষু-জিহ্বাঘ্রাণাত্মনে উং শিখায়ৈ বষট্। ওঁ তং থং দং ধং নং এং বাক্‌পাণিপাদপায়ূপস্থাত্মনে ঐং কবচায় হুং। ওঁ পং ফং বং ভং মং ওঁ বচনাদানগমন-বিসর্গানন্দাত্মনে ওঁ নেত্রত্রয়ায় বৌষট্। ওঁ যং রং লং বং শং ষং সং হং লং ক্ষং অং মনোবুদ্ধ্যহঙ্কার-চিন্তাত্মনে অং অস্ত্রায় ফট্। —এই মন্ত্র পাঠ করিতে হইবে। অতঃপর নাভির অধোভাগে "ওঁ আং" ন্যাস করিতে হইবে এবং হৃদয় হইতে নাভিস্থান পর্য্যন্ত "ওঁ হ্রীং", ও মস্তক হইতে হৃদয় পর্য্যন্ত "ওঁ ক্রোঁ" ন্যাস করিতে হইবে। তৎপরে হৃদয়ে "ওঁ যং ত্বগাত্মনে নমঃ"। দক্ষিণ স্কন্ধে 'ওঁ রং অসৃগাত্মনে

নমঃ" ককুদ্ভাগে "ওঁ লং মাংসাত্মনে নমঃ"। বাম-স্কন্ধে "ওঁ বং মেদাত্মনে নমঃ"। হৃদয় হইতে দক্ষিণ হস্তপর্য্যন্ত অংশে "ওঁ শং অস্থ্যাত্মনে নমঃ"। হৃদয় হইতে বামহস্তপর্য্যন্ত অংশে "ওঁ ষং মজ্জাত্মনে নমঃ"। হৃদয় হইতে দক্ষিণপাদ পর্য্যন্ত অংশে "ওঁ সং শুক্রাত্মনে নমঃ"। হৃদয় হইতে বামপাদ পর্য্যন্ত অংশে "ওঁ হং প্রাণাত্মনে নমঃ"। হৃদয় হইতে নাভিপর্য্যন্ত অংশে "ওঁ লং জীবাত্মনে নমঃ" এবং হৃদয় হইতে মস্তকপর্য্যন্ত অংশে "ওঁ ক্ষং পরমাত্মনে নমঃ"। —এই রূপ ন্যাস করিতে হইবে।

তাহার পর ধ্যান করিতে হইবে, যথা—
"রক্তাম্ভোধিস্থ-পেতোল্লসদরুণসরোজাধিরূঢ়া করাগ্রৈঃ
পাশং কোদণ্ডমিক্ষুদ্ভবমথ গুণমপ্যঙ্কুশং পুষ্পবাণান্।
বিভ্রাণাসৃক্কপালং ত্রিনয়নলসিতা পীনবক্ষোরুহাঢ্যা
দেবী বালার্কবর্ণা ভবতু শুভকরী প্রাণশক্তিঃ পরা নঃ॥"

[**বঙ্গানুবাদ**—বর্ণময়ী পরমা প্রাণশক্তি দেবী মুখরূপ সমুদ্রে ভাসমান তরণীতে দীপ্তিমৎ রক্ত-পদ্মে অধিরোহণ করিয়াছেন। হস্তে পাশ, ইক্ষুদণ্ডোৎপন্ন ধনু, গুণ, অঙ্কুশ, পুষ্পবাণ ও অসৃক্কপাল ধারণ করিতেছেন। তিনি ত্রিনয়না, পীনপয়োধরবক্ষা, তাঁহার বর্ণ উদীয়মান সূর্য্যের মত। তিনি আমাদিগের প্রতি মঙ্গলবিধান করুন।]

এইরূপ ধ্যান করিয়া পরে হৃদয়ে হস্ত প্রদানপূর্ব্বক উচ্চারণ করিতে হইবে—"ওঁ আঁং হ্রীং ক্রোং যং রং লং বং শং ষং সং হং লংক্ষং হৌং হং সঃ মম প্রাণা ইহ প্রাণাঃ" অর্থাৎ আমার প্রাণ এই স্থানে। পুনরায় ঐ সকল বীজ উচ্চারণপূর্ব্বক বলিতে হইবে—"মম জীব ইহ স্থিত" অর্থাৎ আমার জীব এইস্থানে অধিষ্ঠিত হইল। পুনর্ব্বার ঐ সকল বীজ উচ্চারণপূর্ব্বক বলিতে হইবে—"মম সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি" অর্থাৎ আমার সকল ইন্দ্রিয় এই স্থানে। পুনর্বার ঐ সকল বীজই উচ্চারণ করিয়া বলিতে হইবে—"মম বাঙ্মনস্ত্বক্-চক্ষুঃশ্রোত্রঘ্রাণপ্রাণাঃ ইহায়ান্তু স্বস্তয়ে চিরং সুখেন তিষ্ঠন্তু স্বাহা" অর্থাৎ আমার এই বাক্য, মন, ত্বক, চক্ষুঃ, কান, নাসিকা ও প্রাণ পর্য্যন্ত সকল এই স্থানে থাকুক, মঙ্গলসাধনের জন্য দীর্ঘকাল সুখে বাস করুক। পরে জন্ম প্রভৃতি দশ সংস্কার সিদ্ধির জন্য ষোড়শবার প্রণব আবৃত্তি করিয়া পরমা শক্তি স্মরণ করিবে ॥ ৬৭ ॥

টীকা—অধুনা ভূতশুদ্ধিপ্রকারমেব লিখতি—দেহমিতি দ্বাভ্যাম্। বিধিনেত্যস্য সর্ব্বত্রৈব সম্বন্ধঃ। ইদং পাঞ্চভৌতিকং পাপময়ং দেহং সংশোষ্য সম্যক্ শোষং নীত্বা ততো দগ্ধ্বা তদেব ততশ্চামৃতবৃষ্ট্যা আপ্লাব্য পশ্চাদুৎপাদ্য তচ্চামৃতবৃষ্ট্যৈবেত্যুভয়োরপ্যেককারণত্বাদমৃতবর্ষতেতি কারণোল্লেখঃ। অনন্তরং দৃঢ়ীকৃত্য এতচ্চ সর্ব্বং ভাবনয়ৈব, ততঃ প্রাণপ্রতিষ্ঠাং কুর্য্যাদিত্যর্থঃ। তত্র চায়ং বিধিঃ—আদৌ পাপপুরুষং চিন্তয়েৎ ; তথা চোক্তম্—'মূলাজ্ঞানং ততঃ পাপং জন্মাদিদুঃখদঞ্চ যৎ। প্রাণাপানৌ নিরুধ্যাথ তস্য রূপং বিচিন্তয়েৎ। মহাপাতকপঞ্চাঙ্গং পাতকোপাঙ্গসংশ্রয়ম্। উপপাতকরোমাণং কৃষ্ণং ক্রূরাতিভীষণম্'তি। অন্যত্র চ—'ব্রহ্মহত্যাশিরস্কঞ্চ স্বর্ণস্তেয়ভুজদ্বয়ম্। সুরাপানহৃদাযুক্তং গুরুতল্পকটিদ্বয়ম্। তৎসংযোগিপদদ্বন্দ্বমঙ্গপ্রত্যঙ্গপাতকম্। উপপাতকরোমাণং রক্তশ্মশ্রুবিলোচনম্। খড়্গচর্ম্মধরং পাপমঙ্গুষ্ঠপরিমাণকম্। অধোমুখং কৃষ্ণবর্ণং দক্ষকুক্ষৌ বিচিন্তয়েদ্' ইতি। তন্নাশার্থমাদৌ যমিতি বায়ুবীজং ধূম্রবর্ণং পরমশোষণং বামনাসাপুটে বিচিন্ত্য তস্য ষোড়শবারজপেন বায়ুমাপূর্য্য নাভিমণ্ডলে বীজং মনসা নীত্বা যং-বীজস্য চতুঃষষ্টিবারজপেন কুম্ভকং কৃত্বা, যং-বীজোত্থবায়ুনা সপাপপুরুষং সর্ব্বশরীরং সংশোষ্য, যংবীজস্য দ্বাত্রিংশদ্বারজপেন দক্ষিণনাসাপুটেন তং বায়ুং রেচয়েৎ। ততো রমিতি বহ্নিবীজং রক্তবর্ণং বায়ুসম্বন্ধং দক্ষিণনাসাপুটে বিচিন্ত্য তস্য ষোড়শবারজপেন বায়ুমাপূর্য্য মূলাধারে বীজং নীত্বা চতুঃষষ্টিবারজপেন কুম্ভকং কৃত্বা বীজোত্থবহ্নিনা সপাপপুরুষং সমস্তদেহং দগ্ধ্বা দ্বাত্রিংশদ্বারজপেন ভস্মনা সহিতং বায়ুং বামনাসাপুটেন রেচয়েৎ। ততশ্চ ঠমিতি চন্দ্রবীজং শ্বেতবর্ণং বামনাসাপুটে বিচিন্ত্য তস্য ষোড়শবারজপেন বায়ুমাপূর্য্য বীজং ব্রহ্মরন্ধ্রস্থং চন্দ্রং নীত্বা তচ্চন্দ্রমণ্ডলমধ্যে বমিতি বরুণবীজং ধ্যাত্বা তস্য চতুঃষষ্টিবারজপেন কুম্ভকং কৃত্বা ঠং-বীজাত্মকচন্দ্রাদ্বর্ণময়ীমমৃতবৃষ্টিমুৎপাদ্য তয়াপ্লাব্য ততঃ শরীরমুৎপন্নং বিভাব্য পুনরকারাদি বর্ণরূপয়া তয়া মাতৃকান্যাসানুসারেণ মুখকরচরণাদিকমুৎপাদ্য

লমিতি পৃথিবীবীজস্য পীতবর্ণস্য দ্বাত্রিংশদ্বারজপেন সমস্তং শরীরং দৃঢ়ীকুর্ব্বন্ দক্ষিণনাসাপুটেন বায়ুং রেচয়েদিতি। অত্র চ তত্র তত্র দ্বাত্রিংশদ্বারজপেন পূরণং রেচনঞ্চ ষোড়শবারজপেনেতি। 'রেচঃ ষোড়শ-মাত্রাভিঃ পূরো দ্বাত্রিংশতা ভবেৎ'—ইতি বচনাৎ।

এতচ্চ কস্যচিদেব মতং, ন তু বহূনামিত্যগ্রে ব্যক্তং ভাবি; প্রাণপ্রতিষ্ঠাবিধিশ্চায়ম্—প্রাণপ্রতিষ্ঠা-মন্ত্রস্য ব্রহ্মবিষ্ণুরুদ্রা ঋষয়ঃ ঋগ্‌যজুঃসামানি ছন্দাংসি অতিচ্ছন্দো বা ছন্দঃ ক্রিয়াময়বপুঃ প্রাণাখ্যা দেবতা প্রাণপ্রতিষ্ঠার্থে বিনিয়োগঃ। ওঁ কং খং গং ঘং ঙং অং পৃথিব্যপ্তেজোবায্বাকাশাত্মনে আং হৃদয়ায় নমঃ। ওঁ চং ছং জং ঝং ঞং ইং শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধাত্মনে ঈং শিরসে স্বাহা। ওঁ টং ঠং ডং ঢং ণং উং শ্রোত্র-ত্বক্‌চক্ষুর্জিহ্বাঘ্রাণাত্মনে উং শিখায়ৈ বষট্। ওঁ তং থং দং ধং নং এং বাক্‌পাণিপাদপায়ূপস্থাত্মনে ঐং কবচায় হুং। ওঁ পং ফং বং ভং মং ওঁ বচনাদান-গমনবিসর্গানন্দাত্মনে ওঁ নেত্রত্রয়ায় বৌষট্। ওঁ যং রং লং বং শং ষং সং হং লং ক্ষং অং মনোবুদ্ধ্যহঙ্কার-চিত্তাত্মনে অঃ অস্ত্রায় ফট্। ওঁ আং নাভেরধঃ। ওঁ হ্রীঁ হৃদয়াদানাভি। ওঁ ক্রোঁ মস্তকাদাহৃদয়ম্। ততঃ ওঁ যং ত্বগাত্মনে নমঃ হৃদি। ওঁ রং অসৃগা-ত্মনে নমঃ দক্ষিণাংসে। ওঁ লং মাংসাত্মনে নমঃ ককুদি। ওঁ বং মেদআত্মনে নমঃ বামাংসে। ওঁ শং অস্থ্যাত্মনে নমঃ হৃদয়াদ্দক্ষিণপাণিপর্য্যন্তম্। ওঁ ষং মজ্জাত্মনে নমঃ হৃদয়াদ্বামপাণিপর্য্যন্তম্। ওঁ সং শুক্রাত্মনে নমঃ হৃদয়াদ্দক্ষিণপাদপর্য্যন্তম্। ওঁ হং প্রাণাত্মনে নমঃ হৃদয়াদ্বামপাদপর্য্যন্তম্। ওঁ লং জীবাত্মনে নমঃ হৃদয়ান্নাভিপর্য্যন্তম্। ওঁ ক্ষং পর-মাত্মনে নমঃ হৃদয়ান্মস্তক-পর্য্যন্তম্। তত্র ধ্যানম্—'রক্তাম্ভোধিস্থপোতোল্লসদরুণ-সরোজাধিরূঢ়া করাগ্রৈঃ, পাশং কোদণ্ডমিক্ষুদ্ভবমথ গুণমপ্যঙ্কুশং পুষ্পবাণান্। বিভ্রাণাসৃক্কপালং ত্রিনয়নললিতা পীনবক্ষোরুহাঢ্যা, দেবী বালার্কবর্ণা ভবতু শুভকরী প্রাণশক্তিঃ পরা নঃ॥' ইতি। অথ হৃদি হস্তং নিধায়োচ্চারয়েৎ—ওঁ আঁ হ্রীঁ ক্রোং যং রং লং বং শং ষং সং হং লং ক্ষং হোং হং সঃ মম প্রাণা ইহ প্রাণা ইতি। পুনস্তান্যেব বীজানুচ্চার্য্য মম জীব ইহ স্থিত ইতি পুনস্তান্যেবোচ্চার্য্য মম সর্ব্বেন্দ্রিয়াণীতি। পুনস্তান্যু-চ্চার্য্য মম বাঙ্মনস্ত্বক্‌চক্ষুঃশ্রোত্রঘ্রাণপ্রাণা ইহায়ান্তু স্বস্তয়ে চিরং সুখেন তিষ্ঠন্তু স্বাহা ইতি মন্ত্রঃ। ততো জন্মাদিক-দ্ব্যষ্টসংস্কারসিদ্ধয়ে ষোড়শপ্রণবাবৃত্তীঃ কৃত্বা শক্তিং পরাং স্মরেদিতি॥ ৬৭॥

আত্মানমেবং সংশোধ্য নীত্বা কৃষ্ণার্চ্চনার্হতাম্।
বাৎসল্যাদ্ধৃদ্গতং কৃষ্ণং যষ্টুং হৃৎ পুনরানয়েৎ॥৬৮

অনুবাদ—এই প্রকারে শোধন করিয়া জীবাত্মাকে শ্রীকৃষ্ণ পূজার যোগ্য করিয়া ভক্তবাৎসল্যহেতু হৃৎ-পদ্মে সমাগত শ্রীকৃষ্ণের অর্চ্চনা করিবার নিমিত্ত ঐ আত্মাকে পুনরায় হৃদয়ে আনয়ন করিতে হইবে॥৬৮

তাৎপর্য্য—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পরমাত্মস্বরূপে মস্ত-কস্থ সহস্রদলপদ্মে অবস্থিত আছেন, তাঁহার হৃদয়ে থাকার সম্ভাবনা কিরূপে? এই আশঙ্কায় হেতু-নির্দ্দেশ পূর্ব্বক বলিতেছেন, তিনি ভক্তবৎসল, সেই কারণে হৃৎপদ্মে আসিয়া থাকেন। সুতরাং ভগবানের ধ্যানাদি হৃদয়েই করিতে হইবে॥ ৬৮॥

টীকা—এবং লিখিতপ্রকারেণ আত্মানং সম্যক্ শোধয়িত্বা তেন চ শ্রীকৃষ্ণস্য অর্চ্চনার্হতাং পূজাযোগ্য-তাং নীত্বা সম্পাদ্য পুনস্তং হৃদয়কমলমানয়েৎ। কিমর্থম্? কৃষ্ণং যষ্টুং পূজয়িতুম্; ননু ভগবান্ পরমাত্মরূপোঽসৌ মূর্ধ্নি সহস্রদলকমলে বর্ত্ততে, তত্র লিখতি—বাৎসল্যাৎ ভক্তবাৎসল্যেন হৃৎ হৃদব্জং গতং প্রাপ্তমিতি, অতএব ভগবতো ধ্যানাদিকং হৃদয় এব সর্ব্বতো নির্দ্দিশ্যত ইতি দিক্॥ ৬৮॥

তথা চ ত্রৈলোক্যসম্মোহনতন্ত্রে—

নাভিস্থবায়ুনা দেহং সপাপং শোষয়েদ্বুধঃ।
বহ্নিনা হৃদয়স্থেন দহেত্তচ্চ কলেবরম্॥ ৬৯॥
সহস্রারে মহাপদ্মে ললাটস্থে স্থিতম্ বিধুম্।
সম্পূর্ণমণ্ডলং শুদ্ধং চিন্তয়েদমৃতাত্মকম্॥ ৭০॥
তস্মাদ্‌গলিতধারাভিঃ প্লাবয়েত্তস্মসাদ্বুধঃ।
আভির্বর্ণময়ীভিশ্চ পঞ্চভূতাত্মকং বপুঃ।
পূর্ব্ববদ্ভাবয়েদ্দেবীমিত্যাদি॥ ৭১॥

অনুবাদ—ত্রৈলোক্যসম্মোহনতন্ত্রেও এই বিষয়ে বলা হইয়াছে—সাধক নাভিস্থলগত বায়ুদ্বারা পাপপুরুষের

সহিত দেহকে শোষণ করিবেন এবং ঐ দেহকে হৃদয়স্থ বহ্নিদ্বারা দাহ করিবেন। তারপর ভাবনা করিবেন যে, ললাটস্থ সহস্রদলকমলে অবস্থিত বিশুদ্ধ পূর্ণচন্দ্র অমৃতময়। তাহা হইতে ক্ষরিত ধারা দ্বারা ভস্মীভূত দেহ প্লাবিত হইয়া পূর্ব্ববৎ হইয়াছে এইরূপ চিন্তা করিতে হইবে ॥ ৬৮-৭১ ॥

টীকা—এতদেব প্রমাণয়ন্ ভূতশুদ্ধিপ্রকারঞ্চ কিঞ্চিৎ প্রপঞ্চ্য দর্শয়তি—তথা চেতি। সপাপং পাপপুরুষসহিতং পূর্ব্বং দাহেন ভস্মসাদ্ভূতম্ আভি-র্ধারাভিঃ ॥ ৬৯-৭১ ॥

কিঞ্চাগ্রে—

ততস্তস্মাৎ সমাকৃষ্য প্রণবেন তু মন্ত্রবিৎ।
তত্তেজো হৃদয়ে ন্যস্য চিন্তয়েদ্বিষ্ণুমব্যয়ম্ ॥ ৭২ ॥
কিংবা চিন্তনমাত্রেণ ভূতশুদ্ধিং বিধায় তাম্।
প্রাণায়ামাংস্ততঃ কুর্য্যাৎ সম্প্রদায়ানুসারতঃ ॥৭৩॥

অনুবাদ—এরপরে বলা হইয়াছে—মন্ত্রবিৎ ব্যক্তি তাহার পর বিশুদ্ধ আত্মতত্ত্বস্বরূপতেজ ঐ সহস্রদল পদ্ম হইতে প্রণবদ্বারা আকর্ষণ করিয়া অব্যয় হৃদয়ে স্থাপিত করিয়া অব্যয় শ্রীবিষ্ণুকে চিন্তা করিবেন। অথবা—উল্লিখিত প্রকারে অসামর্থ্য থাকিলে কেবল ভাবনা দ্বারাই ভূতশুদ্ধি করিয়া তারপর সম্প্রদায় অনুসারে প্রাণায়াম করিবেন ॥ ৭২-৭৩ ॥

টীকা—ততঃ শরীরোৎপত্ত্যনন্তরং তস্মাৎ সহস্র-দলকমলাৎ পরমাত্মনো বা সকাশাৎ তৎ শুদ্ধাত্মতত্ত্ব-রূপং তেজঃ ॥ ৭২ ॥

টীকা—তত্রাশক্তৌ প্রকারান্তরং লিখতি—কিং-বেতি। চিন্তনমাত্রেণেতি—পূরককুম্ভকাদিকং বিনা কেবলং ভাবনয়ৈব দেহশোষণাদিকং কৃত্বেত্যর্থঃ। সৎসম্প্রদায়ানুসারতঃ ইতি ভূতশুদ্ধৌ মতভেদান্নানা-প্রকারত্বেন, তথা প্রাণায়ামেষু চ কেষাঞ্চিন্মতেঽস্মিন্ন-বসরেঽকরণাৎ, কেষাঞ্চিন্মতে করণেঽপি প্রণবস্য জপাৎ, কেষাঞ্চিন্মতে বীজস্য, তত্রাপি কেষাঞ্চিন্মতে বারত্রয়ং, কেষামপি মতে বহুবারানিত্যেবং মতভেদা-ন্নানাপ্রকারত্বেনানৈকান্তত্বাৎ নিজসম্প্রদায়-ব্যবহার এবানুসর্ত্তব্য ইত্যর্থঃ। এবমন্যত্রাপি ॥ ৭৩ ॥

অথ প্রাণায়ামঃ

রেচঃ ষোড়শমাত্রাভিঃ পুরো দ্বাত্রিংশতা ভবেৎ।
চতুঃষষ্ট্যা ভবেৎ কুম্ভ এবং স্যাৎ প্রাণসংযমঃ ॥৭৪

অনুবাদ—অনন্তর প্রাণায়াম—১৬ মাত্রা দ্বারা রেচক, ৩২ মাত্রা দ্বারা পূরক এবং ৬৪ মাত্রা দ্বারা কুম্ভক হয়। এইরূপ করিলে প্রাণ বায়ুর দমন হয় ॥৭৪

(নিজের হাত দিয়া নিজের জানুমণ্ডল পরিবেষ্টন করিতে যে সময় লাগে তার নাম মাত্রা। শরীর হইতে বায়ু বাহির করাকে রেচক, বায়ুদ্বারা ভর্ত্তি করাকে পূরক, দেহ মধ্যে বায়ুরোধ করিয়া রাখাকে কুম্ভক বলে)

বিরেচ্য পবনং পূর্ব্বং সঙ্কোচ্য গুদমণ্ডলম্।
পূরয়িত্বা বিধানেন স্বশক্ত্যা কুম্ভকে স্থিতঃ ॥ ৭৫ ॥

অনুবাদ—প্রথমতঃ বায়ুবিরেচন করিয়া গুহ্য দেশ সঙ্কোচপূর্ব্বক নিজ শক্তি-অনুসারে যথাবিধি বায়ুপূর্ণ করতঃ কুম্ভক করিতে হইবে ॥ ৭৫ ॥

টীকা—মাত্রাভিশ্চ ষোড়শভী রেচঃ দ্বাত্রিংশতা চ পুরো ভবেৎ, এবং যত্রাদৌ রেচনং অন্তে পূরণং তত্রৈবৈষা ব্যবস্থা জ্ঞেয়া। যত্র চাষ্টাঙ্গযোগান্তর্গত-প্রাণায়ামাদৌ তয়োর্বিপর্য্যয়স্তত্র মাত্রাবৈপরীত্যমপি জ্ঞেয়ম্; অতএব ভূতশুদ্ধৌ তথা লিখিতম্; মাত্রা চোক্তা—'কালেন যাবতা স্বীয়ো হস্তঃ স্বং জানুমণ্ড-লম্। পর্য্যেতি মাত্রা সা জ্ঞেয়া স্বীয়ৈকশ্বাসমাত্রিকা ॥' ইতি ॥ ৭৪-৭৫ ॥

তত্র প্রণবমভ্যস্যন্ বীজং বা মন্ত্রমূর্দ্ধগম্।
ঋষ্যাদিস্মরণং কৃত্বা কুর্য্যাদ্ধ্যানমতন্দ্রিতঃ ॥ ৭৬ ॥

অনুবাদ—কামবীজ কিংবা বীজমন্ত্র জপ করিতে হইলে ঋষ্যাদি স্মরণ পূর্ব্বক অনলস হইয়া ধ্যান করিতে হইবে ॥ ৭৬ ॥

[প্রজাপতি প্রণবমন্ত্রের ঋষি গায়ত্রী, ছন্দঃ, পর-মাত্মা দেবতা। অকার বীজ, উকার শক্তি, মকার আধারদণ্ড এবং প্রাণায়ামে উহার প্রয়োগ]

টীকা—মন্ত্রমূর্দ্ধগম্ অষ্টাদশাক্ষরমন্ত্রশিরঃস্থিতং মান্মথং বীজং বা অভ্যসন্ মনসা আবর্ত্তয়ন্; প্রণবা-

ন্যাসে চ ঋষ্যাদিকমুক্তম্—'অস্য প্রণব-মন্ত্রস্য প্রজাপতির্ঋষির্দেবী গায়ত্রীচ্ছন্দঃ, পরমাত্মা দেবতা, অকারো বীজম্, উকারঃ শক্তির্মকারঃ কীলকং—প্রাণায়ামে বিনিয়োগঃ।' ইতি বীজান্যাসে চ তন্মন্ত্রস্য ঋষ্যাদিকং ধ্যানঞ্চ তদ্দেবতায়া এবেত্যয়ং বিকল্পশ্চ মুক্তি-ভুক্ত্যাদি-ফলভেদেন বর্ণাশ্রমাদিভেদেন বেতি দিক্ ॥ ৭৬ ॥

তদ্ধ্যানঞ্চোক্তম্ —

বিষ্ণুং ভাস্বৎকিরীটাঙ্গদবলয়কলাকল্পহারোদরাঙ্ঘ্রি-
শ্রোণীভূষং সবক্ষোমণি-মকরমহাকুণ্ডলামণ্ডিতগণ্ডম্।
হস্তোদ্যচ্ছঙ্খ-চক্রাম্বুজ-গদমমলং পীতকৌশেয়বাসং
বিদ্যোতদ্ভাসমুদ্যদ্দিনকরসদৃশং পদ্ম সংস্থং নমামি॥৭৭

অনুবাদ—তদ্ধধ্যানও কথিত হইয়াছে—যাঁহার শ্রীঅঙ্গে উজ্জ্বল মুকুট, অঙ্গদ, বলয় ও শ্রেষ্ঠ হারসমূহ বিরাজিত, যাঁহার উদর, চরণ ও শ্রোণীভাগ ভূষণে ভূষিত, যাঁহার গণ্ডস্থল বক্ষোমণি সংলগ্ন উত্তম মকর-কুণ্ডলে চুম্বিত, যাঁহার বাহুতে শঙ্খ, চক্র, পদ্ম ও গদা উদ্যত, যাঁহার পরিধানে অতিনির্ম্মল পট্টবসন যাঁহার দেহ নিজ প্রভায় উদ্ভাসিত, উদয়োন্মুখ ভাস্কর সদৃশ যাঁহার দর্শন, পদ্মদল মধ্যে যিনি বিদ্যমান আমি সেই শ্রীবিষ্ণুকে প্রণাম করিতেছি ॥ ৭৭ ॥

ক্বচিচ্চ —

রুদ্রস্তু রেচকে ব্রহ্মা পূরকে ধ্যেয়দেবতা।
শ্রীবিষ্ণুঃ কুম্ভকে জ্ঞেয়ো ধ্যানস্থানং গুরোর্মুখাৎ॥৭৮॥

তথা হি—

নাভিস্থানে পূরকেণ চিন্তয়েৎ কমলাসনম্।
ব্রহ্মাণং রক্তগৌরাঙ্গং চতুর্বক্ত্রং পিতামহম্ ॥ ৭৯ ॥
নীলোৎপল-দলশ্যামং হৃদিমধ্যে প্রতিষ্ঠিতম্
চতুর্ভুজং মহাত্মানং কুম্ভকেন তু চিন্তয়েৎ ॥ ৮০ ॥
রেচকেনেশ্বরং ধ্যানং ললাটে সর্ব্বপাপহম্।
শুদ্ধস্ফটিক-সঙ্কাশং কুর্য্যাদ্বৈ নির্ম্মলং বুধঃ॥ইতি॥৮১॥

অনুবাদ—কোনও স্থানে বর্ণিত হইয়াছে—রেচক কর্ম্মে রুদ্রকে, পূরকে ব্রহ্মাকে এবং কুম্ভকে বিষ্ণুকে দেবতা চিন্তা করিবে। ধ্যানের স্থান শ্রীগুরুদেবের নিকট জ্ঞাতব্য। এই বিষয়ে বলা হইয়াছে—পণ্ডিত ব্যক্তি পূরকের সহিত পদ্মাসনস্থ রক্তমিশ্রিত শ্বেত-বর্ণ, চতুরানন পিতামহ ব্রহ্মাকে নাভিস্থলে ভাবনা করিবেন। কুম্ভক সহকারে নীলোৎপলদল শ্যাম চতুর্ভুজ শ্রীবিষ্ণুকে হৃদয়াভ্যন্তরে ভাবিতে হইবে। রেচক সহকারে সর্ব্বপাপহর শুদ্ধস্ফটিকবর্ণ নির্ম্মল রুদ্রকে ললাটভাগে চিন্তা করিবেন ॥ ৭৮-৮১ ॥

টীকা—ধ্যানস্থানং গুরোর্মুখাদেব জ্ঞেয়মিত্যুক্তং, তদেব অন্যত্রতা-বচনৈর্বিজ্ঞাপয়ন্ তত্তদ্ধ্যানমেব বিশিষ্য লিখতি—নাভিস্থান ইতি ত্রিভিঃ। ঐশ্বরং শ্রীরুদ্রসম্বন্ধি ॥ ৭৯-৮১ ॥

একান্তিভিশ্চ ভগবান্ সর্ব্বদেবময়ঃ প্রভুঃ।
কৃষ্ণঃ প্রিয়জনোপেতশ্চিন্তনীয়ো হি সর্ব্বতঃ ॥ ৮২ ॥

অনুবাদ—যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণচরণারবিন্দে একান্ত ভক্তিনিষ্ঠ, তাঁহাদের সকল কর্ম্মেই গোপগোপী প্রভৃতি অভিমতজন-পরিবেষ্টিত সর্ব্বদেবময় ভগবান্ প্রভু শ্রীকৃষ্ণকেই চিন্তা করিবে ॥ ৮২ ॥

টীকা—ননু শ্রীমদনগোপালদেবৈকভক্তিনিষ্ঠে কথমেবং বিবিধধ্যানং রোচেত ? তত্র লিখতি—একান্তিভিশ্চেতি। একান্তিভিঃ শ্রীকৃষ্ণচরণারবিন্দৈক-ভক্তিনিষ্ঠৈস্তু কৃষ্ণ এব সর্ব্বত্রৈব ধ্যেয়ঃ, স চ প্রিয়-জনৈর্গোপগোপ্যাদিভিরুপেত এব, ন ত্বেকাকী ভক্তি-রসবিশেষবিঘাতাপত্তেঃ। ননু তত্র তত্র তত্তদ্দেবতায়া ধ্যানাভাবেনাসম্পূর্ণতা স্যাত্তত্র লিখতি—ভগবান্ সর্ব্বৈ-শ্বর্য্যযুক্তঃ সর্ব্বদেবময় প্রভুশ্চ সর্ব্বদেবেশ্বরঃ সর্ব্ব-শক্তিমান্ বেতি। এবমেকান্তিনামগ্রেঽপি সর্ব্বত্রৈব বুদ্ধ্যাবগন্তব্যঃ। অতঃ পূর্ব্বলিখিত-দ্বারপূজাদাবপ্যে-কান্তিনাং শ্রীগরুড়াদিপরিবর্ত্তেন তত্র তত্র শ্রীদামাদি-গোপানাং, দ্বারশ্রীগঙ্গাদিপরিবর্ত্তেন চ শ্রীগোপীনাং পূজোহ্যা, অন্যথা তদেকনিষ্ঠানাং তদন্যরুচ্যসম্ভবা-দ্ভক্তি-বিশেষহান্যা পূজালক্ষণকর্ম্মণ এব যথোক্তফলা-সিদ্ধেঃ। এবং শ্রীভাগবতাদ্যুক্তানাঞ্চ গোকুলে শ্রীগোপালদেবস্য তদন্যাখিলরাগবিস্মারকাণাং তত্তৎ-পরিচ্ছদপরিবারাদীনামতিক্রমেণান্যপরিজনাদি-পূজ-নাদিকং কেবলং 'কামিনাং জয়দং প্রধানোঽভয়দং

বিপিনে' ইত্যাদ্যুক্ততত্তৎফলাবাপ্তয়ে তান্ত্রিকাঃ সমাদিশন্তীতি জ্ঞেয়ম্ ; অলমতিবিস্তরেণ ॥ ৮২ ॥

অথ প্রাণায়ামমাহাত্ম্যম্

পাদ্মে দেবদূত-বিকুণ্ডল সংবাদে—

যমলোকং ন পশ্যন্তি প্রাণায়ামরতা নরাঃ ।
অপি দুষ্কৃতকর্ম্মাণস্তেরেব হতকিল্বিষাঃ ॥ ৮৩ ॥
দিবসে দিবসে বৈশ্য প্রাণায়ামাস্তু ষোড়শ ।
অপি ভ্রূণহনং মাসাৎ পুনন্ত্যহরহঃ কৃতাঃ ॥ ৮৪ ॥

অনুবাদ—অতঃপর প্রাণায়াম-মাহাত্ম্য শ্রীপদ্মপুরাণে দেবদূত-বিকুণ্ডল-সংবাদে বর্ণিত আছে—যাঁহারা প্রাণায়ামরত থাকেন দুষ্কর্ম্মান্বিত হইলেও তাঁহাদের যমলোকদর্শন হয় না, কারণ তাঁহাদের সকল পাপ প্রাণায়াম দ্বারাই বিনাশ প্রাপ্ত হয়। হে বৈশ্য! একমাস কাল প্রতিদিন ষোলবার প্রাণায়াম করিলে অহঃরহ ভ্রূণহিত্যাকারীও পবিত্র হয় ॥৮৩-৮৪

টীকা—তৈঃ প্রাণায়ামৈরেব ॥ ৮৩ ॥

তপাংসি যানি তপ্যন্তে ব্রতানি নিয়মাশ্চ যে ।
গোসহস্রপ্রদানন্তু প্রাণায়ামস্তু তৎসমঃ ॥ ৮৫ ॥
অম্বুবিন্দুং কুশাগ্রেণ মাসে মাসে নরঃ পিবেৎ ।
সংবৎসরশতং সাগ্রং প্রাণায়ামস্তু তৎসমঃ ॥ ৮৬ ॥
পাতকন্তু মহদ্যচ্চ তথা ক্ষুদ্রোপপাতকম্ ।
প্রাণায়ামৈঃ ক্ষণাৎ সর্ব্বং ভস্মসাৎ স্যাদ্বিশাংবর ॥
ইতি ॥ ৮৭ ॥

অনুবাদ—যত প্রকার তপস্যা ব্রত ও নিয়ম এবং সহস্র সংখ্যক গো-দানকে প্রাণায়ামের সমান বলা হয়। শত সংবৎসর কাল প্রতিমাসে কুশাগ্রভাগদ্বারা জলবিন্দু পান করিয়া যে ফল পায়, প্রাণায়াম তাহার তুল্য। যতকিছু মহাপাতক ক্ষুদ্রপাতক ও উপপাতক আছে হে বৈশ্য শ্রেষ্ঠ! প্রাণায়ামদ্বারা যে সকল ক্ষণকালেই নাশ পায় ॥ ৮৫-৮৭ ॥

টীকা—সাগ্রং সংবৎসরং পিবেৎ ॥ ৮৬ ॥

টীকা—আসুরম্ অসুরদৈবত্যম্ অতএব বিফলং প্রাহুঃ ॥ ৮৭ ॥

ন্যাসান্ বিনা জপং প্রাহুরাসুরং বিফলং বুধাঃ ।
অতো যথাসম্প্রদায়ং ন্যাসান্ কুর্য্যাদ্যথাবিধি ॥ ৮৮ ॥

অনুবাদ—পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন ন্যাস ব্যতীত জপকে আসুর-জপ কহে, সুতরাং সম্প্রদায় অনুসারে যথাবিধি ন্যাস করিবে ॥ ৮৮ ॥

তত্রাদৌ মাতৃকান্যাসঃ

ঋষিচ্ছন্দোদেবতাদি স্মৃত্বাদৌ মাতৃকামনোঃ ।
শিরোবক্ত্রহৃদাদৌ চ ন্যস্য তদ্ধ্যানমাচরেৎ ॥ ৮৯ ॥

অনুবাদ—তন্মধ্যে প্রথম মাতৃকান্যাস—আগে মাতৃকামন্ত্রের ঋষি, ছন্দঃ ও দেবতাদি স্মরণ করিয়া মস্তক, বদন ও হৃদয়াদিতে যথাক্রমে ন্যাসপূর্ব্বক তাহার ধ্যান করিবে। ব্রহ্মা মাতৃকামন্ত্রের ঋষি, ছন্দঃ গায়ত্রী, সরস্বতী দেবতা, বীজ হল বর্ণ ইত্যাদি স্মরণ পূর্ব্বক ধ্যান করিবে ॥ ৮৯ ॥

তচ্চোক্তম্—

পঞ্চাশল্লিপিভিবিভক্ত-মুখদোঃপন্মধ্যবক্ষঃস্থলীং
ভাস্বন্মৌলি-নিবদ্ধচন্দ্রশকলামাপীনতুঙ্গস্তনীম্ ।
মুদ্রামক্ষগুণং সুধাঢ্যকলসং বিদ্যাঞ্চ হস্তাম্বুজৈ-
বিভ্রাণাং বিশদপ্রভাং ত্রিনয়নাং বাগ্দেবতামাশ্রয়ে ॥৯০

অনুবাদ—এই বিষয়ে বলা হইয়াছে—পঞ্চাশৎ বর্ণ বিভাগ করিয়া দেবী সরস্বতীর মুখমণ্ডল, বাহুদ্বয়, চরণযুগল, কটিদেশ ও বক্ষঃস্থল বিরচিত হইয়াছে। তাঁহার শিরোদেশে চন্দ্রকলা শোভা পাইতেছে। তিনি আপীন-তুঙ্গস্তনী। তিনি করকমলে মুদ্রা, অক্ষসূত্র, অমৃতপূর্ণ কুম্ভ ও বিদ্যা ধারণ করিতেছেন এবং তিনি শ্বেতবর্ণা ও ত্রিনয়নী, আমি তাঁহার শরণাপন্ন হইলাম ॥ ৯০ ॥

টীকা—ঋষ্যাদিকঞ্চোক্তম্—'ব্রহ্মঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দো মাতৃকা সরস্বতী দেবতা হলো বীজানি স্বরাঃ শক্তয়ঃ মাতৃকান্যাসে বিনিয়োগঃ' ইতি শিরোবক্ত্রাদৌ ক্রমেণ ঋষ্যাদিকমেব ন্যস্য ; তথা চোক্তম্—'উচ্চার্য্যৈবম্ ঋষিচ্ছন্দোদেবতাবীজশক্তয়ঃ। শিরোবদনহৃদ্গুহ্যপাদেষু ক্রমতো ন্যসেৎ' ইতি। অত্র ন্যস্য ইতি বক্তব্যে ন্যসেদিত্যার্ষম্। পঞ্চাশল্লিপিভিরিতি বর্ণনা-

মেকপঞ্চাশত্ত্বেহপি লকারদ্বয়স্যৈক্যাভিপ্রায়েণ। ভাস্বতি প্রভাবযুক্তে মৌলৌ নিতরাং বদ্ধঞ্চন্দ্রশকলং চন্দ্রার্দ্ধং যয়া ॥ ৮৯-৯০ ॥

———

অকারাদীন্ ক্ষকারান্তান্ বর্ণানাদৌ তু কেবলান্।
ললাটাদিষু চাঙ্গেষু ন্যস্যেদ্বিদ্বান্ যথাক্রমম্ ॥ ৯১ ॥

অনুবাদ—সাধক অনুস্বার সংযোগ না করিয়া কেবল অকারাদি ক্ষ-কারান্ত বর্ণ সকলকে যথাক্রমে ললাটাদি অঙ্গসকলে ন্যাস করিবেন ॥ ৯১ ॥

———

তচ্চ বিবিচ্যোক্তম্—
ললাটমুখবিম্বাক্ষি-শ্রুতিঘ্রাণেষু গণ্ডয়োঃ।
ওষ্ঠদন্তোত্তমাঙ্গাস্যে দোঃপৎসন্ধ্যগ্রকেষু চ ॥ ৯২ ॥
পার্শ্বয়োঃ পৃষ্ঠতো নাভৌ জঠরে হৃদয়েহংসকে।
ককুদ্যংসে চ হৃৎপূর্ব্বং পাণিপাদযুগে ততঃ।
জঠরাননয়োর্ন্যস্যেন্মাতৃকার্ণান্ যথাক্রমম্ ॥ ইতি॥৯৩॥

অনুবাদ—এক্ষণে তাহার ক্রমবিভাগ কথিত হইতেছে—ললাট, মুখমণ্ডল, নেত্র, কর্ণ, নাসারন্ধ্র, গণ্ডস্থল, ওষ্ঠ, দন্ত, মস্তক, মুখবিবর, হস্তসন্ধি, পদসন্ধি, হস্তাগ্র, পদাগ্র, পার্শ্বদ্বয়, পৃষ্ঠভাগ, নাভি, জঠর, হৃদয়, দক্ষিণস্কন্ধ, ককুৎ, বামস্কন্ধ, হৃদয় হইতে আরম্ভ করিয়া হস্ততলদ্বয়, পদতলদ্বয়, জঠর, ও আনন এই সকল স্থানে যথাক্রমে ন্যাস করিবে ॥৯২-৯৩ ॥

তাৎপর্য্য—ললাট ১, মুখমণ্ডল ১, চক্ষুঃ ২, কর্ণ ২, নাসারন্ধ্র ২, গণ্ড ২, ওষ্ঠ ২, দুই পঙ্ক্তি-হেতু দন্ত ২, এবং মস্তক ১, ও মুখচ্ছিদ্র ১—সর্ব্বসমেত ষোড়শ অঙ্গ। এই সকল অঙ্গে ষোড়শ স্বর ন্যাস করিবে। বাহুসন্ধি ৪, অর্থাৎ বাহুমূল ১, কনুই ১, মণিবন্ধ ১ ও অঙ্গুলি মূল ১। পদসন্ধি ৪ অর্থাৎ উরুমূল ১, জানু ১, গুল্ফ ১, অঙ্গুলি ১। অতএব দুই বাহু ও দুই পদের সন্ধি সমুদায় ষোড়শ। আর হস্তাগ্র ২ এবং পদাগ্র ২। অতএব সমস্ত লইয়া বিংশতি অঙ্গ। এই বিংশতি অঙ্গে ককারাদি ন-কার পর্য্যন্ত ন্যাস করিবে। আর ককুৎ প্রভৃতি ৯ অঙ্গে প-কারাদি অন্ত্যস্থ ব-কার পর্য্যন্ত ৯ বর্ণ ন্যাস করিবে। করতলদ্বয়, পদতলদ্বয়, উদর ও আনন—এই ৬ অঙ্গে শকারাদি ক্ষ-কারান্ত ৬ বর্ণের ন্যাস করিবে। অঙ্গের মধ্যে, ললাট ও বর্ণের মধ্যে অ-কার লইয়া ন্যাস আরম্ভ করিবে, ক্রমে পরপর ন্যাস করিবে।

টীকা—তং ন্যাসবিধিং লিখতি—অকারাদীনিতি। কেবলান্ অনুস্বারাদিহীনান্ প্রথমং ন্যস্যেৎ। কং কুত্র ন্যস্যেদিত্যপেক্ষায়াং লিখতি --ললাটেত্যাদি —সার্দ্ধদ্বয়েন। মাতৃকায়া লিপিসংস্থায়া অর্ণান্ বর্ণান্ যথাক্রমং ললাটাদিষু ন্যস্যেদিতিদ্বাভ্যামন্বয়ঃ। তত্র চৈকপঞ্চাশদ্বর্ণেষু মধ্যে অকারাদীন্ অন্তঃস্থবকারান্তান্ পঞ্চচত্বারিংশদ্বর্ণান্ ললাটাদিষু বামাংসান্তেষু পঞ্চচত্বারিংশদবয়বেষু ন্যস্যেৎ। তথাহি, ললাটমেকং মুখবিম্বং মুখমণ্ডলঞ্চৈকম্, অক্ষ্যাদিদন্তান্তানং প্রত্যেকং দ্বয়মিত্যেবং দ্বাদশ। তত্র দন্তানাং পঙ্‌ক্তেদ্বিত্বেন দ্বিত্বং জ্ঞেয়ম্। কিঞ্চ, উত্তমাঙ্গং মস্তকমেকম্, আস্যং মুখচ্ছিদ্রমেকম্, ইত্যেবং ষোড়শষু ষোড়শস্বরান্; ততঃ দোষ্ণোর্ভুজয়োঃ সন্ধয়ঃ প্রত্যেকং মূলকূর্পরমণিবন্ধাঙ্গুলী মূলভেদেন চত্বারঃ, এবং দ্বয়োরষ্ট; পদোশ্চ সন্ধয়ঃ—উরুমূল - জানু - গুল্‌ফাঙ্গুলিমূলে ভেদেন প্রত্যেকং চত্বার, এবং দয়োরষ্ট; তথা দোষ্ণোরগ্রদ্বয়ং পদোশ্চাগ্রদ্বয়মিত্যেবং দোঃ পৎসন্ধ্যিবিংশত্যঙ্গেষু ব্যঞ্জনানাং মধ্যে ককারাদি-নকারান্তবিংশতিবর্ণান্, ততশ্চ পার্শ্বাদিষু দিক্ষু নবস্বঙ্গেষু পকারাদীন্ বকারান্তান্ নব বর্ণান্ ন্যসেৎ। তত্র পার্শ্বয়োরিতি তয়োদ্বিত্বমেব অংসস্য দক্ষিণবামতয়া দ্বিত্বাৎ পুনরুক্তিরিতি। হৃৎপূর্ব্বমিতি অবশিষ্টান্ শকারাদি-ক্ষকারান্তান্ ষড়্ বর্ণান্ হৃদয়মারভ্য কক্ষাদিপাণিযুগলপাদযুগলজঠরাননপর্য্যন্তং ব্যাপয্য তত্তৎস্থানষট্‌কে ন্যস্যেদিত্যর্থঃ। তত্র প্রয়োগঃ—'অং নমঃ' ইত্যাদিঃ ॥ ৯১-৯৩ ॥

———

সানুস্বারান্ বিসর্গাঢ্যান্ সানুস্বারবিসর্গকান্।
ন্যস্যেদ্‌ভূয়োহপি তান্ বিদ্বানেবং বারচতুষ্টয়ম্ ॥৯৪॥

অনুবাদ—বিদ্বান্ ব্যক্তি অনুস্বার সংযুক্ত করিয়া, বিসর্গ সংযুক্ত করিয়া এবং অনুস্বার ও বিসর্গ দুইই সংযুক্ত করিয়া আবার ঐ বর্ণ সকল ঐ ঐ অঙ্গে ন্যাস করিবেন। এইভাবে চারিবার করিতে হইবে ॥৯৪॥

[অর্থাৎ প্রথমতঃ অনুস্বার না দিয়া অ নমঃ আ নমঃ। দ্বিতীয়তঃ অনুস্বার দিয়া অং নমঃ আং নমঃ। তৃতীয়তঃ বিসর্গ দিয়া অঃ নমঃ আঃ নমঃ। চতুর্থতঃ বিসর্গ ও অনুস্বার দিয়া অং নমঃ আং নমঃ এই ভাবে]

টীকা—ভূয়োঽপীত্যস্য সর্ব্বত্রৈবান্বয়ঃ। বারচতুষ্টয়মিতি লিখনাৎ তান্ মাতৃকার্ণান্ তথৈব ভূয়োঽপি সানুস্বারান্ অনুস্বারেণ সহিতান্ ন্যসেৎ; তত্র প্রয়োগঃ—'অং নমঃ' ইত্যাদিঃ। ভূয়োঽপি তথৈব বিসর্গাঢ্যান্ বিসর্জ্জনীয়যুক্তান্ ন্যসেৎ; তত্র প্রয়োগঃ—'অঃ নমঃ' ইত্যাদিঃ। ভূয়োঽপি তথৈব সানুস্বারবিসর্গকান্ অনুস্বার বিসর্গাভ্যাং যুগপদেব সহিতান্ ন্যসেৎ; তত্র প্রয়োগঃ—'অং নমঃ' ইত্যাদিঃ; এবং লিখিতপ্রকারেণ কেবলসংযুক্তভেদেন বারচতুষ্টয়ং মাতৃকাবর্ণান্ ন্যসেদিত্যর্থঃ ॥ ৯৪ ॥

———

অথ মাতৃকান্যাসঃ

কণ্ঠহৃন্নাভিগুহ্যেষু পায়ুভ্রূমধ্যয়োস্তথা।
স্থিতে ষোড়শপত্রাব্জে ক্রমেণদ্বাদশচ্ছদে ॥ ৯৫ ॥
দশপত্রে চ ষট্‌পত্রে চতুষ্পত্রে দ্বিপত্রকে।
ন্যসেদেকৈকপত্রান্তে সবিন্দ্বেকৈকমক্ষরম্ ॥ ৯৬ ॥

অনুবাদ—অতঃপর মাতৃকান্যাস—কণ্ঠ, হৃদয়, নাভি, লিঙ্গ, পায়ু ও ভ্রূমধ্য এই ছয় স্থানে যথাক্রমে ষোড়শদল, দ্বাদশদল, দশদল, ছয়দল চতুর্দল ও দ্বিদল পদ্ম আছে। ঐ সকল পদ্মের প্রত্যেক দলের অগ্রভাগে অনুস্বার সহযোগে এক একটি বর্ণ ন্যাস করিতে হইবে, অর্থাৎ ছয়টি পদ্মের দল সমুদায়ে মোট ৫০ টি। প্রত্যেক দল, হল ও স্বরের পঞ্চাশৎ বর্ণের প্রত্যেকটিকে অনুস্বার সহিত ন্যাস করিতে হইবে ॥ ৯৫-৯৬ ॥

টীকা—কণ্ঠাদিষট্‌সু স্থানেষু ক্রমেণ স্থিতে ষোড়শপত্রাদি-কমলষট্‌কে তৎপঞ্চাশৎপত্রেষু একৈকস্মিন্ পত্রে বিন্দুসহিতমেকৈকমক্ষরমিতি পঞ্চাশদ্বর্ণান্ তত্তৎপত্রান্তে মনসা ন্যস্যেদিত্যর্থঃ ॥ ৯৫ ॥

———

অথ কেশবাদিন্যাসঃ

স্মৃত্বা ঋষ্যাদিকং বর্ণান্ মূর্ত্তিভিঃ কেশবাদিভিঃ।
কীর্ত্ত্যাদিভিঃ শক্তিভিশ্চ ন্যস্যেত্তান্ পূর্ব্ববৎক্রমাৎ ॥৯৭

অনুবাদ—ঋষি প্রভৃতি স্মরণ করিয়া কেশবাদি মূর্ত্তি ও কীর্ত্তি প্রভৃতি শক্তিসকলের সহিত পূর্ব্বোক্ত বর্ণসকলকে আগের মত ক্রম অনুসারে ন্যাস করিতে হইবে। মূর্ত্তি ও শক্তি সকলকে চতুর্থী বিভক্তি সহকারে এবং শেষে নমঃ শব্দ প্রয়োগ করিয়া ন্যাস করিবে ॥ ৯৭ ॥

[কেশবাদি ন্যাসের ঋষি প্রজাপতি, ছন্দঃ গায়ত্রী দেবতা লক্ষ্মীনারায়ণ, বীজ হল বর্ণ, শক্তি স্বরবর্ণ, আপনাকে ভগবৎস্বরূপ করণ-কার্য্যে ইহার বিনিয়োগ হয়। কেশবাদি এক পঞ্চাশৎ মূর্ত্তি, কীর্ত্তি প্রভৃতি এক-পঞ্চাশৎ শক্তির সহিত পঞ্চাশৎ মাতৃকা-বর্ণগুলিকে অনুস্বার সংযুক্ত করিয়া ললাটাদি পূর্ব্বোক্ত অঙ্গ সকলে ন্যাস করিবে। প্রয়োগ যথা—আং কেশবায় কীর্ত্ত্যৈ নমঃ। আং নারায়ণায় কান্ত্যৈ নমঃ ইত্যাদি ॥৯৭॥]

টীকা—ঋষ্যাদিকঞ্চোক্তম্—'অস্য কেশবাদিন্যাসস্য প্রজাপতিঋষির্দেবী গায়ত্রী ছন্দো লক্ষ্মীনারায়ণো দেবতা হলো বীজানি স্বরাঃ শক্তয়ঃ আত্মন্যেঽচ্যুতত্বে বিনিয়োগঃ' ইতি। তান্ একপঞ্চাশন্মাতৃকাবর্ণান্ কেশবাদিভিরেকপঞ্চাশন্মূর্ত্তিভিঃ তাবতীভিরেব কীর্ত্ত্যাদিভিশ্চ শক্তিভিঃ সহ পূর্ব্ববৎ ললাটাদিষু অনুস্বারসহিতান্ তথৈব ন্যস্যেদিত্যর্থঃ ॥ ৯৭ ॥

———

ন্যসেচ্চতুর্থী-নত্যন্তা মূর্ত্তিঃ শক্তীশ্চ যাদিভিঃ।
সপ্তধাতূন্ প্রাণজীবৌ ক্রোধমপ্যাত্মনেঽন্তকান্ ॥৯৮॥

অনুবাদ—যকারাদি বর্ণের সহিত যে সকল মূর্ত্তি ও শক্তি ন্যাস করিতে হইবে সেই সমস্ত মূর্ত্তি ও শক্তিকে যকারাদি অর্থাৎ যকার হইতে ক্ষকার পর্য্যন্ত দশটি বর্ণ এবং আত্মনেপদ অন্তে সংযুক্ত করিয়া সপ্ত ধাতু অর্থাৎ ত্বক্, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা, শোণিত ও শুক্র এবং প্রাণ, জীব ও ক্রোধের সহিত ন্যাস করিতে হইবে। অর্থাৎ "যং ত্বাগত্মনে পুরুষোত্তমায় বসুধায়ৈ নম" 'রং মাংসাত্মনে বলিনে পরায়ৈ নম" ইত্যাদি প্রকারে প্রয়োগ করিতে হইবে ॥ ৯৮ ॥

টীকা—অত্র মূর্ত্তয়ঃ শক্তয়শ্চ কথং ন্যাস্যা ইত্যপেক্ষায়াং তত্র প্রকারং লিখন্ তত্রৈব কঞ্চিচ্চান্যং বিশেষং লিখতি—ন্যস্যেদিতি। মূর্ত্তীঃ শক্তীশ্চ চতুর্থ্যন্তা নম ইত্যন্তাশ্চ ন্যস্যেৎ; তত্র প্রয়োগঃ—'অং কেশবায় কীর্ত্ত্যৈ নমঃ, আং নারায়ণায় কান্ত্যৈ নমঃ' ইত্যাদিঃ। যাদিভিরিতি তত্র যকারাদিদশবর্ণৈঃ সহ যা মূর্ত্তীঃ পুরুষোত্তমাদ্যা দশশক্তীশ্চ বসুধাদ্যান্তা ন্যস্যেৎ॥ তত্র ত্বঙ্মাংসমেদোঽস্থিমজ্জাশুক্রাণীতি সপ্তধাতূন্ তথা প্রাণং জীবঞ্চ ক্রোধমপীত্যেবং দশ ন্যস্যেদিত্যর্থঃ। কথম্ভূতান্ ত্বগাদীন্ প্রাণাদীংশ্চ? আত্মনে ইতি অন্তে যেষাং তান্, বহুব্রীহৌ কঃ। এতচ্চ সর্ব্বেষামেব বিশেষণমপি-শব্দাৎ। অত্র প্রয়োগঃ—'যং ত্বগাত্মনে পুরুষোত্তমায় বসুধায়ৈ নমঃ' ইত্যাদিঃ॥ ৯৮॥

তত্র ধ্যানম্

উদ্যৎপ্রদ্যোতনশতরুচিং তপ্তহেমাবদাতং
পার্শ্বদ্বন্দ্বে জলধিসুতয়া বিশ্বধাত্র্যা চ জুষ্টম্।
নানারত্নোল্লসিত-বিবিধাকল্পমাপীতবস্ত্রং
বিষ্ণুং বন্দে দরকমলকৌমোদকী-চক্রপাণিম্॥৯৯॥

অনুবাদ—যিনি নব উদিত শত সূর্য্যের দীপ্তিবিশিষ্ট এবং উত্তপ্ত কাঞ্চনের মত বর্ণযুক্ত যাঁহার এক পার্শ্বে কমলা ও অপর পার্শ্বে পৃথ্বী পরিচর্য্যারত, যিনি বিবিধ রত্নখচিত উজ্জ্বল অলঙ্কার মণ্ডিত, যিনি পীতবসনধারী ও শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্মধারী সেই শ্রীবিষ্ণুকে আমি বন্দনা করি॥ ৯৯॥

টীকা—প্রদ্যোতনঃ সূর্য্যঃ বিশ্বধাত্র্যা শ্রীধরণ্যা॥ ৯৯॥

অথ শ্রীমূর্ত্তয়ঃ

প্রথমং কেশবো নারায়ণঃ পশ্চাচ্চ মাধবঃ।
গোবিন্দশ্চ তথা বিষ্ণুর্মধুসূদন এব চ॥ ১০০॥
ত্রিবিক্রমো বামনোঽথ শ্রীধরশ্চ ততঃ পরম্।
হৃষীকেশঃ পদ্মনাভস্ততো দামোদরস্তথা॥ ১০১॥
বাসুদেবঃ সঙ্কর্ষণঃ প্রদ্যুম্নোঽথানিরুদ্ধকঃ।
চক্রী গদী তথা শার্ঙ্গী খড়্গী শঙ্খী হলী তথা॥১০২॥
মুষলী চ তথা শূলী পাশী চৈবাঙ্কুশী তথা।
মুকুন্দো নন্দজশ্চৈব তথা নন্দী নরস্তথা॥১০৩॥
নরকজিদ্ধরিঃ কৃষ্ণঃ সত্যঃ সাত্বত এব চ।
ততঃ শৌরিস্তথা শূরস্ততঃ পশ্চাজ্জনার্দ্দনঃ॥ ১০৪॥
ভূধরো বিশ্বমূর্ত্তিশ্চ বৈকুণ্ঠঃ পুরুষোত্তমঃ।
বলী বলানুজো বালো বৃষঘ্নো বৃষ এব চ॥ ১০৫॥
হংসো বরাহো বিমলো নৃসিংহশ্চেতি মূর্ত্তয়ঃ॥১০৬॥

অনুবাদ—অনন্তর শ্রীমূর্ত্তিসমূহের কথা বলা হইতেছে—কেশব, নারায়ণ, মাধব, গোবিন্দ, বিষ্ণু মধুসূদন, ত্রিবিক্রম, বামন, শ্রীধর, হৃষীকেশ, পদ্মনাভ দামোদর, বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ, চক্রী, গদী, শার্ঙ্গী, খড়্গী, শঙ্খী, হলী, মুষলা, শূলী, পাশী, অঙ্কুশী, মুকুন্দ, নন্দনন্দন, নন্দী, নর, নরকজিৎ, হরি কৃষ্ণ, সত্য, সাত্বত, শৌরি, শূর, জনার্দ্দন, ভূধর, বিশ্বমূর্ত্তি, বৈকুণ্ঠ, পুরুষোত্তম, বলী, বলানুজ, বাল, বৃষঘ্ন, বৃষ, হংস, বরাহ, বিমল এবং নৃসিংহ—এই একপঞ্চাশৎ শ্রীমূর্ত্তি॥ ১০০-১০৬॥

অথ শক্তয়ঃ

কীর্ত্তিঃ কান্তিস্তুষ্টিপুষ্টী ধৃতিঃ শান্তিঃ ক্রিয়া দয়া।
মেধা হর্ষা তথা শ্রদ্ধা লজ্জা লক্ষ্মীঃ সরস্বতী॥১০৭॥
প্রীতি রতির্জয়া দুর্গা প্রভা সত্যা চ চণ্ডিকা।
কালী বিলসিনী চৈব বিজয়া বিরজা তথা॥ ১০৮॥
বিশ্বা চ বিনদা চৈব সুনন্দা চ স্মৃতিস্তথা।
ঋদ্ধিঃ সমৃদ্ধিঃ শুদ্ধিশ্চ বুদ্ধির্মুক্তির্নতিঃ ক্ষমা॥১০৯॥
রমোমা ক্লেদিনী ক্লিন্না বসুদা বসুধা পরা।
পরায়ণা চ সূক্ষ্মা চ সন্ধ্যা প্রজ্ঞা প্রভা নিশা॥১১০॥
অমোঘা বিদ্যুতেত্যেকপঞ্চাশৎ শক্তয়ো মতাঃ।
দদাত্যয়ং কেশবাদিন্যাসোঽত্রাখিলসম্পদম্॥১১১॥
অমুত্রাচ্যুতসারূপ্যং নয়তি ন্যাসমাত্রতঃ॥ ১১২॥

অনুবাদ—অনন্তর শক্তিসমূহ—কীর্ত্তি, কান্তি, তুষ্টি, পুষ্টি, ধৃতি, শান্তি, ক্রিয়া, দয়া, মেধা, হর্ষা, শ্রদ্ধা, লজ্জা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, প্রীতি, রতি, জয়া, দুর্গা, প্রভা, সত্যা, চণ্ডিকা, কালী, বিলসিনী, বিজয়া, বিরজা, বিশ্বা, বিনদা, সুনন্দা, স্মৃতি, ঋদ্ধি, সমৃদ্ধি, শুদ্ধি, বুদ্ধি, মুক্তি, নতি, ক্ষমা, রমা, উমা, ক্লেদিনী, ক্লিন্না, বসুধা,

বসুদা, পরা, পরায়ণা সূক্ষ্মা, সন্ধ্যা, প্রজ্ঞা, প্রভা, নিশা, অমোঘা এবং বিদ্যুতা এই একপঞ্চাশৎ শক্তি। এই কেশবাদিন্যাস অনুষ্ঠিত হইলে ইহলোকে সকল সম্পত্তি লাভ হয় এবং পরলোকে শ্রীকৃষ্ণ স্বারূপ্য লাভ হয় ॥ ১০৭-১১২ ॥

টীকা—অত্র অস্মিন্ লোকে অমুত্র পরলোকে শ্রীকৃষ্ণসারূপ্যং প্রাপয়তি ॥ ১১১-১১২।

তদুক্তম্—

ধ্যাত্বৈবং পরমপুমাংসমক্ষরৈর্যো-
বিন্যসেদ্দিনমনু কেশবাদিযুক্তৈঃ।
মেধায়ুঃস্মৃতি-ধৃতি-কীর্ত্তি-কান্তি-লক্ষ্মী-
সৌভাগ্যৈশ্চিরমুপবৃংহিতো ভবেৎ সঃ ॥ ১১৩ ॥

অনুবাদ—এই বিষয়ে কথিত হইয়াছে—যিনি প্রতিদিন এবম্প্রকারে পূর্ব্বোক্ত পরমপুরুষের ধ্যান করিয়া কেশবাদি নাম সমন্বিত অক্ষরের সহিত ন্যাস করেন, তিনি আজীবন মেধা, আয়ুঃ, স্মৃতি, ধৈর্য্য, কীর্ত্তি, কান্তি, লক্ষ্মী ও সৌভাগ্য লাভ করিয়া থাকেন॥

টীকা—এবম্ উদাৎপ্রদ্যোতন-শতরুচিমিত্যাদি-প্রকারেণ, পরমপুমাংসং শ্রীভগবন্তং, দিনমনু অনুদিনম্ ॥ ১১৩ ॥

অন্যত্র চ—

কেশবাদিরয়ং ন্যাসো ন্যাসমাত্রেণ দেহিনঃ।
অচ্যুতত্বং দদাত্যেব সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ ॥
ইতি ॥ ১১৪ ॥

অনুবাদ—অন্যত্রও বর্ণিত হইয়াছে—এই কেশবাদি ন্যাস অনুষ্ঠিত হইবামাত্রই মানবগণকে ভগবৎ-সারূপ্য প্রদান করে, ইহা নিঃসন্দেহে সত্য ॥ ১১৪ ॥

যশ্চ কুর্য্যাদিমং ন্যাসং লক্ষ্মীবীজপুরঃসরম্।
ভক্তিং মুক্তিঞ্চ ভুক্তিঞ্চ কৃষ্ণঞ্চ লভতেঽচিরাৎ ॥১১৫

তথা চোক্তম্—

অমুমেব রমাপুরঃসরং প্রভজেদ্যো
মনুজো বিধিং বুধঃ।
সমুপেত্য রমাং প্রথীয়সীং পুনরন্তে
হরিতাং ব্রজত্যসৌ ॥ ১১৬ ॥

অনুবাদ—যিনি লক্ষ্মীবীজ উচ্চারণ করিয়া এই কেশবাদি ন্যাস করেন, তিনি অল্পকাল মধ্যেই ভক্তি, মুক্তি, ভোগ ও শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করেন। এই বিষয়ে বলা হইয়াছে—যে পণ্ডিতব্যক্তি লক্ষ্মীবীজ উচ্চারণ পূর্ব্বক এই বিধির অনুষ্ঠান করেন, তিনি ইহলোকে প্রসিদ্ধ শ্রীলাভ করিয়া পরলোকে শ্রীকৃষ্ণ-সারূপ্য লাভ করেন ॥ ১১৫-১১৬ ॥

টীকা—ইমং কেশবাদিন্যাসং লক্ষ্মীবীজং শ্রীশব্দ-স্তৎপূর্ব্বকং যঃ কুর্য্যাৎ, সোঽচিরাৎ ভক্ত্যাদিকং লভতে ॥ ১১৫ ॥

টীকা—হরিতাং শ্রীকৃষ্ণত্বমিতি তৎসারূপ্যপ্রাপ্তেঃ ॥ ১১৬ ॥

অথ তত্ত্বন্যাসঃ

মকারাদিককারান্তবর্ণৈর্যুক্তং সবিন্দুকৈঃ।
নমঃ পরায়েতি পূর্ব্বমাত্মনে নম ইত্যনু ॥ ১১৭ ॥
নাম জীবাদিতত্ত্বানাং ন্যস্যেত্তত্তৎপদে ক্রমাৎ।
ন্যাসেনানেন লোকো হি ভবেৎ পূজাধিকারবান্ ॥১১৮

অনুবাদ—অনন্তর তত্ত্বন্যাস—প্রথমতঃ "নম পরায়" তারপর 'আত্মনে নমঃ' বলিয়া অনুস্বার সংযুক্ত মকারাদি ককারান্ত বর্ণগুলির সহিত, পরে বক্ষ্যমাণ স্থান সকলে জীবাদি তত্ত্বের ন্যাস করিবে। এই ন্যাস আচরণ দ্বারাই পূজায় অধিকারী হওয়া যায় ॥ ১১৭-১১৮ ॥

[প্রয়োগ যথা—"মং নমঃ পরায় জীবাত্মনে নমঃ", "ভং নমঃ পরায় প্রাণাত্মনে নমঃ", কেহ কেহ বিজ্ঞ-ব্যক্তি "জীবতত্ত্বাত্মনে নমঃ", "প্রাণতত্ত্বাত্মনে নমঃ" ইত্যাদি প্রকারে প্রয়োগ করেন ॥ ১১৭-১১৮ ॥]

টীকা—জীবাদিতত্ত্বানাং নাম জীবেত্যাদিকং তত্তৎপদে তস্মিন্ তস্মিন্ লেখ্যস্থানে ক্রমাৎ লিখন্ ক্রমেণ ন্যস্যেৎ। আদি শব্দেন অগ্রেলেখ্যানি প্রাণ-মহদহঙ্কারাদীনি তত্ত্বানি; কথমিত্যপেক্ষায়াং তদেব বিশিনষ্টি—সবিন্দুকৈঃ অনুস্বারসহিতৈস্তৈর্মকারা-দিভিঃ ককারান্তৈর্বর্ণৈর্যুক্তম্। মকারাদীনাং ককা-রান্ততা চাত্র প্রাতিলোম্যেন জ্ঞেয়া। কিঞ্চ, নমঃ পরায়েতি বাক্যং পূর্ব্বং যস্মিন্ তৎ তথা 'আত্মনে নমঃ' ইতি অনু পশ্চাৎ যস্মিন্ তৎ; যদ্বা, নমঃ

পরায়েতি নাম্নঃ পূর্ব্বং ন্যস্যেৎ, 'আত্মনে নমঃ' ইতি চ অনু পশ্চাৎ ন্যস্যেৎ ; হি যতঃ অনেন তত্ত্বন্যাসাখ্যেন ন্যাসেনাপূজায়ামধিকারী জনো ভবতি। তথা চ ক্রমদীপিকায়াম্—'ইতি কৃতেহধিকৃতো ভবতি ধ্রুবং সকলবৈষ্ণবমন্ত্রজপাদিষু' ইতি ; তত্র প্রয়োগঃ —'মং নমঃ পরায় জীবাত্মনে নমঃ, ভং নমঃ পরায় প্রাণাত্মনে নমঃ' ইত্যাদিঃ। কেচিচ্চ—জীবতত্ত্বাত্মনে নমঃ, প্রাণতত্ত্বাত্মনে নমঃ' ইত্যাদিনা তত্ত্বশব্দমপি প্রযুঞ্জতে ॥ ১১৭-১১৮ ॥

তত্রাদৌ সকলে ন্যস্যেজ্জীবপ্রাণৌ কলেবরে।
হৃদয়ে মত্যহঙ্কার-মনাংসীতি ত্রয়ন্ততঃ ॥ ১১৯ ॥
শব্দং স্পর্শং ততো রূপং রসং গন্ধঞ্চ মস্তকে।
মুখে হৃদি চ গুহ্যে চ পাদয়োশ্চ যথাক্রমম্ ॥১২০॥
শ্রোত্রং ত্বচং দৃশং জিহ্বাং ঘ্রাণং স্ব-স্বপদে ততঃ।
বাক্‌পাণি-পাদপায়ুপস্থানি স্বস্ব-পদে তথা ॥ ১২১ ॥

অনুবাদ—আগে সমস্তশরীরে জীবতত্ত্ব ও প্রাণতত্ত্বের ন্যাস করিয়া হৃদয়প্রদেশে মতি, অহঙ্কার ও মন এই তিন তত্ত্বের ন্যাস করিতে হইবে। তারপর মস্তক, বদন, হৃদয়, গুহ্য ও পদদ্বয়ে যথাক্রমে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ তত্ত্বের ন্যাস করিতে হইবে। পরে কর্ণ, ত্বক্, নেত্র, জিহ্বা ও প্রাণতত্ত্বকে উহাদিগের নিজ নিজ স্থানে ন্যাস করিবে ॥ ১১৯-১২১ ॥

টীকা—তানি তত্ত্বান্যেব লিখন্ তত্ত্বন্যাস স্থানং বিবিচ্য লিখতি—তত্রাদাবিতি। তস্মিন্ তত্ত্বন্যাসে সকলে কলেবরে সর্ব্বশরীরে জীবং প্রাণঞ্চেতি তত্ত্বদ্বয়ং ন্যস্যেৎ, ততো হৃদয়ে মত্যাদি তত্ত্বত্রয়ং ন্যস্যেৎ ; তত্র প্রয়োগঃ—'বং পরায় মত্যাত্মনে নমঃ' ইত্যাদিঃ। এবমগ্রে প্রয়োগ সর্ব্বত্রোহ্যঃ ॥ ১১৯ ॥

টীকা—ন্যস্যেদিত্যনুবর্ত্তত এব, ততঃ শব্দাদিপঞ্চকং মস্তকাদিপঞ্চকে যথাক্রমং লিখিতক্রমেণ ন্যস্যেৎ ॥ ১২০ ॥

টীকা—ততঃ শ্রোত্রাদিপঞ্চকং যথাক্রমমেব স্ব-স্বপদে নিজনিজস্থানে শ্রোত্রাদিপঞ্চক এব তত্রৈব রাগাদিপঞ্চকঞ্চ ন্যস্যেৎ। তত্র চ যস্য দ্বিত্বং তস্য তয়োর্দ্বয়োরেব ন্যাসঃ, এবঞ্চ শ্রোত্রয়োর্দৃশোঃ পাণ্যোঃ পাদয়োশ্চ তত্ত্বস্যৈকস্যৈব ন্যাসো জ্ঞেয়ঃ, পশ্চাদগ্রে চ পাদয়োরিতি লিখনাৎ ॥ ১২১ ॥

আকাশবায়ুতেজাংসি জলং পৃথ্বীঞ্চ মূর্দ্ধনি।
বদনে হৃদয়ে লিঙ্গে পাদয়োশ্চ যথাক্রমম্ ॥ ১২২ ॥
হৃদি হৃৎপুণ্ডরীকঞ্চ দ্বিষট্‌দ্ব্যষ্টদশাদিকম্।
কলাব্যাপ্তেতি পূর্ব্বঞ্চ সূর্য্যচন্দ্রাগ্নিমণ্ডলম্।
বর্ণৈঃ সহ সরেফৈশ্চ ক্রমান্ন্যস্যেৎ সবিন্দুকৈঃ ॥১২৩

অনুবাদ—অনন্তর মস্তক, মুখ, হৃদয়, লিঙ্গ ও পদদ্বয়ে যথাক্রমে আকাশ, বায়ু, তেজ, জল ও পৃথ্বী-তত্ত্বের ন্যাস করিতে হইবে। তারপর হৃদয় প্রদেশে হৃৎপুণ্ডরীক, দ্বাদশকলাব্যাপ্ত আদিত্যমণ্ডল, ষোড়শকলাব্যাপ্ত সোমমণ্ডল ও দশকলাব্যাপ্ত অগ্নিমণ্ডল বিন্দুযুক্ত রকার ও অন্যান্য বর্ণের সহিত ন্যাস করিবে ॥ ১২২-১২৩ ॥

[প্রয়োগ যথা—শং নমঃ পরায় পুণ্ডরীকাত্মনে নমঃ। হং নমঃ পরায় দ্বাদশকলা ব্যাপ্তসূর্য্যমণ্ডলাত্মনে নমঃ। সং নমঃ পরায় ষোড়শকলাব্যাপ্তচন্দ্রমণ্ডলাত্মনে নমঃ। রং নমঃ পরায় দশকলাব্যাপ্ত বহ্নিমণ্ডলাত্মনে নমঃ ॥ ১২৩ ॥]

টীকা—আকাশাদিপঞ্চকঞ্চ মূর্দ্ধাদিপঞ্চকে ন্যস্যেৎ, এবং মকারাদি-ককারান্তানাং পঞ্চবিংশতিবর্ণানাং ন্যাসঃ সমাপ্তঃ ॥ ১২২ ॥

টীকা—অধুনাবশিষ্টানাং ব্যঞ্জনবর্ণানাং দশানাং ন্যাসং লিখতি—হৃদীতি সার্দ্ধচতুর্ভিঃ। হৃৎপুণ্ডরীকমিত্যেকং তথা সূর্য্যমণ্ডলং চন্দ্রমণ্ডলম্ অগ্নিমণ্ডলং চেতিত্রয়ম্ ; এতচ্চতুষ্টয়ং বিন্দুসহিতৈঃ শকারাদি চতুর্বর্ণৈঃ সহ ক্রমেণ হৃদ্যেব ন্যস্যেৎ। কথম্ভুতং সূর্য্যাদিমণ্ডলং ? কলাব্যাপ্তেতি-শব্দঃ পূর্ব্ব-মাদ্যং যস্মিন্ তৎ ; পুনঃ কথম্ভুতম্ ? দ্বিষট্‌দ্বাদশদ্ব্যষ্টষোড়শ-ক্রমেণ দ্বিষট্ ইত্যাদি আদৌ যস্য তৎ ; তথা চ ক্রমদীপিকায়াম্—বিম্বানি দ্বিষড়ষ্টযুগদশ-কলাব্যাপ্তানি সূর্য্যোড়ুরাড়্‌বহ্নীনাঞ্চ, যতস্তু ভূতবসুমুন্যক্ষ্যক্ষরৈর্মন্ত্রবিদিতি। অস্যার্থঃ—সূর্য্যচন্দ্রবহ্নীনাং মণ্ডলানি ক্রমেণ দ্বাদশষোড়শদশকলাব্যাপ্তানি চ তত্তৎকলাব্যাপ্তেত্যেতান্যপি ; যতঃ যকারাৎ যো ভূতাক্ষরং পঞ্চমবর্ণঃ শকারঃ, বস্বক্ষরম্ অষ্টমবর্ণঃ হকার,

মুন্যক্ষরং সপ্তমবর্ণঃ সকারঃ, অক্ষ্যক্ষরং দ্বিতীয়বর্ণঃ রেফঃ, এতৈঃ সহেতিঃ ; তত্র প্রয়োগঃ—'শং' নমঃ পরায় হৃৎপুণ্ডরীকাত্মনে নমঃ ; হং নমঃ পরায় দ্বাদশকলাব্যাপ্তসূর্য্যমণ্ডলাত্মনে নমঃ ; সং নমঃ পরায় ষোড়শকলাব্যাপ্তচন্দ্রমণ্ডলাত্মনে নমঃ ; রং নমঃ পরায় দশকলাব্যাপ্তবহ্নিমণ্ডলাত্মনে নমঃ' ইতি ॥ ১২৩ ॥

বাসুদেবং যকারেণ পরমেষ্ঠিযুতঞ্চ কে।
যকারেণ মুখে সঙ্কর্ষণং ন্যস্যেৎ পুমন্বিতম্ ॥১২৪॥

অনুবাদ—পরমেষ্ঠি শব্দ সংযুক্ত বাসুদেবকে য-কারের সহিত মস্তকে ন্যাস করিবে। য-কারের সহিত মুখে পুংশব্দ সহযোগে সঙ্কর্ষণের ন্যাস করিতে হয় ॥ ১২৪ ॥

টীকা—অধুনাবশিষ্টষড়্বর্ণৈঃ সহ পঞ্চোপ-নিষদাদিন্যাসং লিখতি—বাসুদেবমিতি ত্রিভিঃ। মূর্দ্ধণ্যষকারেণ সহ পরমেষ্ঠিযুতং পরমেষ্ঠীতি সহিতং বাসুদেবং কে মস্তকে ন্যস্যেৎ ; অত্র প্রয়োগঃ—'ষঃ নমঃ পরায় বাসুদেবায় পরমেষ্ঠ্যাত্মনে নমঃ, ইতি। পুমন্বিতং পুংসা সহিতম্ ; তত্র প্রয়োগঃ—'যং নমঃ পরায় সঙ্কর্ষণায় পুমাত্মনে নমঃ' ইতি ॥ ১২৪ ॥

হৃদি ন্যস্যেল্লকারেণ প্রদ্যুম্নং বিশ্বসংযুতম্।
অনিরুদ্ধং নিবৃত্ত্যাঢ্যং বকারেণ চ গুহ্যকে।
নারায়ণঞ্চ সর্ব্বাঢ্যং লকারেণৈব পাদয়োঃ ॥১২৫॥

অনুবাদ—বিশ্বশব্দ সমন্বিত হৃদয়ে লকারের সহিত প্রদ্যুম্নের, নিবৃত্ত-শব্দ সহকারে গুহ্যে, বকারের সহিত অনিরুদ্ধের এবং পদদ্বয়ে লকারে সহিত সমস্ত অঙ্গযুক্ত নারায়ণের ন্যাস করিতে হইবে ॥ ১২৫ ॥

টীকা—লকারেণ সহ প্রদ্যুম্নং ন্যস্যেৎ ইত্যত্র কেচিদ্রেফেণ সহ ন্যাসং মন্যন্তে, তদযুক্তমেব, যতঃ পূর্ব্বং বহ্নিমণ্ডলেন সহ রেফস্য ন্যাসো বৃত্তঃ, অত্রাপি পুনস্তস্যৈব ন্যাসাত্তস্য দ্বিত্বং প্রসজ্যেত তচ্চ ন সম্ভবে-দেব, বর্ণাসমাম্নায়েতস্যৈকত্বাৎ, অতোঽত্র লকার-স্যৈব ন্যাসো যুক্তঃ। অগ্রে নারায়ণেন সহ তস্য পুনর্ন্যাসশ্চৈকপঞ্চাশন্মাতৃকাবর্ণেষু তস্য দ্বিত্বাদ্যুক্ত এবেতি। অতএব ক্রমদীপিকায়াং—ষোপরবলার্ণকৈঃ সলবকৈরিতি। অস্যার্থঃ—যেতি যকার উপরেতি রেফস্য উপসমীপে তিষ্ঠতীতি যকারো লকারশ্চ তথা বকারো লকারশ্চ দ্বিতীয়ঃ ; এবং পঞ্চভির্বর্ণৈঃ সলবকৈঃ সানুস্বারৈরিতি। ষোযবালবর্ণৈরিতি পাঠস্তু চিন্ত্যঃ, আর্য্যাভেদস্কন্ধকচ্ছন্দসি চতুষ্কলভঙ্গদোষাপত্তেঃ, তথা তত্ত্বন্যাসেঽস্মিন্ প্রথমতঃ প্রস্তুতানাং পঞ্চত্রিং-শদ্ব্যঞ্জনবর্ণানাং মধ্যে যোইত্যস্যবা-ইত্যস্য চ কুত্রাপ্যশ্রবণাৎ। অন্তে ন্যাস্যস্য ক্ষকারস্য চ রেফৌ-কারসংযোগঃ নৃসিংহবীজত্বেন তস্য তাদৃশত্বাদেব ; অতঃ পূর্ব্বং পঞ্চবর্গ্যানাং বর্ণানাং ন্যাসঃ, ততঃ পর-মন্তঃস্থাদীনাং মধ্যে, সকারাদিচতুর্ণামগ্রেন্যাসঃ, ততঃ পরমন্তঃস্থাদীনাং মধ্যে শকারাদিচতুর্ণামগ্রে নৃসিংহ-বীজময়স্য ক্ষকারস্যান্ত্যেব। অত্র চ পঞ্চোপনিষৎসু অবশিষ্টানাং যকারাদীনাং পঞ্চানামেব যুক্ত ইতি দিক্। অত্র প্রয়োগঃ—'লঃ নমঃ পরায় প্রদ্যুম্নায় বিশ্বাত্মনে নমঃ' ইতি ॥ ১২৫ ॥

নৃসিংহং কোপসংযুক্তং তদ্বীজেনাখিলাত্মনি।
তত্ত্বন্যাসোঽয়মচিরাৎ কৃষ্ণসান্নিধ্যকারকঃ ॥১২৬॥

অনুবাদ—সর্ব্বাঙ্গে কোপ-শব্দ-যুক্ত নৃসিংহকে তদীয় বীজের অর্থাৎ ক্ষকারের সহকারে সর্ব্বগাত্রে ন্যাস করিবে। উপরে কথিত এই তত্ত্ব অল্পকালের মধ্যেই সাধককে কৃষ্ণ সমীপবর্ত্তী করে ॥ ১২৬ ॥

[উক্ত ন্যাস সকলের প্রয়োগ—ষং নমঃ পরায় বাসুদেবায় পরমেষ্ঠ্যাত্মনে নমঃ। যং নমঃ পরায় সঙ্কর্ষণায় পুমাত্মনে নমঃ। লং নমঃ পরায় প্রদ্যুম্নায় বিশ্বাত্মনে নমঃ। বং নমঃ পরায় অনিরুদ্ধায় নিবৃত্তাত্মনে নমঃ। লং নমঃ পরায় নারায়ণায় সর্ব্বাত্মনে নমঃ। ক্ষ্রৌং নমঃ পরায় নৃসিংহায় কোপাত্মনে নমঃ। ১২৬ ॥]

টীকা—ন্যস্যেদিত্যনুবর্ত্তত এব, নৃসিংহস্য বীজেন সহ অখিলাত্মনি সর্ব্বগাত্রেষু ; অত্র প্রয়োগঃ—'ক্ষ্রৌ নমঃ পরায় নৃসিংহায় কোপাত্মনে নমঃ' ইতি। এবং তত্ত্বন্যাসফলং লিখতি—তত্ত্বেতি। কৃষ্ণসান্নিধ্যকারকঃ—কৃষ্ণং সান্নিধ্যে কারয়তি প্রাপয়তীত্যর্থঃ ॥ ১২৬ ॥

তথা চোক্তম্—

অতত্ত্বব্যাপ্যরূপস্য তৎপ্রাপ্তের্হেতুনা পুনঃ।
তত্ত্বন্যাসমিতি প্রাহুর্ন্যাসতত্ত্ববিদো বুধাঃ॥ ১২৭॥

অনুবাদ—এই বিষয়ে বলা হইয়াছে যে—যে সব বিজ্ঞজন ন্যাস কার্য্যের তত্ত্ব অবগত আছেন, তাঁহারা এই ন্যাসকে তত্ত্বন্যাস বলিয়া থাকেন, কারণ যাহা বস্তু নহে, তাহাকে বস্তুতাপ্রাপ্ত করায়॥ ১২৭॥

টীকা—অতত্ত্বঞ্চ তৎ, অতএব ব্যাপ্যরূপঞ্চ তস্য পুনঃ তৎপ্রাপ্তেস্তত্ত্বাবাপ্তের্হেতোঃ॥ ১২৭॥

যঃ কুর্য্যাত্তত্ত্ববিন্যাসং স পূতো ভবতি ধ্রুবম্।
তদাত্মনানুপ্রবিশ্য ভগবানিহ তিষ্ঠতি।
যতঃ স এব তত্ত্বানি সর্ব্বং তস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতম্॥

অনুবাদ—তত্ত্বন্যাসকারী ব্যক্তি নিশ্চয়ই পবিত্র হন। শ্রীভগবান সেই ব্যক্তির দেহে ন্যাসরূপে প্রবিষ্ট হইয়া অবস্থান করেন। যেহেতু ভগবানই সর্ব্বতত্ত্ব এবং সমুদায় পদার্থই তাঁহাতে বিরাজিত॥ ১২৮॥

টীকা—তদাত্মনা ন্যাসকর্ত্তৃরূপেণ বা ইহ শরীরে লোকে বা॥ ১২৮॥

অথ পুনঃপ্রাণায়ামবিশেষঃ

প্রাণায়ামাংস্ততঃ কুর্য্যান্মূলমন্ত্রং জপন্ ক্রমাৎ।
বারৌ দ্বৌ চতুরঃ ষট্ চ রেচপূরককুম্ভকে॥ ১২৯॥

অনুবাদ—অতঃপর পুনর্বার বিশেষরূপে প্রাণায়াম—তাহার পর মূলমন্ত্র (অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্র) রেচক, পূরক ও কুম্ভক কার্য্যে ক্রমান্বয়ে দুই, চারি ও ছয়বার জপ করিয়া প্রাণায়াম করিবে॥ ১২৯॥

টীকা—ততস্তত্ত্বন্যাসানন্তরম্; ক্রমাদপি রেচকে দ্বৌ বারৌ, পূরকে চতুরো বারান্ কুম্ভকে ষট্ বারান্ অষ্টাদশাক্ষরমন্ত্রং জপন্নিত্যর্থঃ। রেচকপূরককুম্ভক ইতি দ্বন্দ্বৈক্যম্॥ ১২৯॥

অথবা রেচকাদীংস্তান্ কুর্য্যাদ্বারাংস্তু ষোড়শ।
দ্বাত্রিংশচ্চ চতুঃষষ্টিং কামবীজং জপন্ ক্রমাৎ॥১৩০

অনুবাদ—অথবা অসমর্থ হইলে ক্রমান্বয়ে ১৬, ৩২ ও ৬৪ বার কামবীজ জপ করিয়া রেচকাদি করিবে॥ ১৩০॥

টীকা—তত্রাশক্তৌ প্রকারান্তরং লিখতি—অথবেতি। কামবীজং ক্রমাৎ রেচকপূরককুম্ভকেষু পূর্ব্ববৎক্রমেণ ষোড়শদ্বাত্রিংশচ্চতুঃষষ্টিবারান্ জপন্ তান্ রেচকপূরককুম্ভকাংস্ত্রীন্ কুর্য্যাৎ॥ ১৩০॥

তথা চ ক্রমদীপিকায়াম্—

রেচয়েন্মারুতং দক্ষয়া দক্ষিণঃ
পূরয়েদ্বাময়া চ মধ্যনাড্যা পুনঃ।
ধারয়েদীরিতং রেচকাদিত্রয়ং,
স্যাৎ কলাদন্তবিদ্যাখ্যমাত্রাত্মকম্॥ ১৩১॥

অনুবাদ—ক্রমদীপিকাতে লিখিত আছে—বিজ্ঞব্যক্তি দক্ষিণনাড়ী দ্বারা বায়ু রেচন করিবেন, বামনাড়ী দ্বারা পূরণ এবং মধ্যনাড়ী দ্বারা বায়ু অবরোধ (কুম্ভক) করিবেন। এই তিন প্রকার ক্রিয়াই রেচক, পূরক ও কুম্ভক নামে অভিহিত। ইহাদের পরিণামকাল—১৬, ৩২ ও ৬৪ মাত্রা॥১৩১

টীকা—তদেব ক্রমদীপিকোক্ত্যা সংবাদয়ন্ তত্রৈব কিঞ্চিদ্বিশেষঞ্চ দর্শয়তি—রেচয়েদিতি। দক্ষয়া দক্ষিণনাড্যা, দক্ষিণঃ বিদ্বান্ জনঃ, মধ্যনাড্যা সুষুম্নয়া ধারয়েৎ; এবং রেচকপূরককুম্ভকাখ্যাং ত্রয়ং স্যাৎ। রেচকাদিষু ত্রিষু ক্রমেণাবধিকালমাহ—কলাঃ ষোড়শ, দন্তা দ্বাত্রিংশৎ, বিদ্যাশ্চতুঃষষ্টিস্তৎসংখ্যকমাত্রাত্মকমিত্যর্থঃ। মাত্রা চ—বামাঙ্গুষ্ঠেন বামকনিষ্ঠাদ্যঙ্গুলীনাং প্রত্যেকং পর্ব্বত্রয়সম্পর্ককালঃ, বামহস্তেন বামজানুমণ্ডলস্য প্রাদক্ষিণ্যেন স্পর্শকালো বা। তত্রাপ্যঙ্গুলিনিয়মোহপ্যুক্তঃ—'কনিষ্ঠানামিকাঙ্গুষ্ঠৈর্যন্নাসাপুটধারণম্। প্রাণায়ামঃ স বিজ্ঞেয়স্তর্জ্জনীমধ্যমে বিনা' ইতি। তত্র তেষু প্রাণায়ামেষু পূর্ব্বক রেচকাদিষু সংখ্যোক্তা, অত্র চ প্রাণায়ামেষ্বিবতিভেদঃ॥১৩১॥

তত্র কালঃ সংখ্যাদিকঞ্চ

তত্রৈব—

পূরতো জপস্য পরতো-
ঽপি বিহিতমথ তত্রয়ং বুধৈঃ।

ষোড়শ য ইহাচরেদ্দিনশঃ,
পরিপূয়তে স খলু মাসতোঽংহসঃ ॥ ১৩২ ॥

অনুবাদ—ক্রমদীপিকা-গ্রন্থেই বর্ণিত হইয়াছে—পণ্ডিত ব্যক্তিগণ জপের আগে ও পরে এই প্রাণায়াম বিধান করিয়া থাকেন। প্রতি সময়ে তিন তিন বারের নিয়ম আছে। যিনি ইহ লোকে প্রত্যহ ষোড়শ প্রাণায়াম অনুষ্ঠান করেন, এক মাসের মধ্যে তিনি পাতক মুক্ত হন ॥ ১৩২ ॥

টীকা—জপস্য পূরত আদৌ পরতঃ অন্তে চ ইতি প্রাণায়ামেষু কালঃ, তত্ত্রয়ং প্রাণায়ামত্রয়মিতি সংখ্যা, যো জনো দিনশঃ প্রত্যহং ষোড়শপ্রাণায়ামানাচরেৎ, স মাসতঃ, মাসেনৈকেন অংহসঃ পাপাৎ পরিপূয়তে শুদ্ধো ভবতীতি স্যামান্যতঃ ফলম্। পরঞ্চ সর্ব্বং পূর্ব্বং লিখিতমেব ॥ ১৩২ ॥

অথ পীঠন্যাসঃ

ততো নিজতনুমেব পূজাপীঠং প্রকল্পয়ন্।
পীঠস্যাধারশক্ত্যাদীন্ ন্যস্যেৎ স্বাঙ্গেষু তারবৎ ॥১৩৩

অনুবাদ—তৎপরে নিজদেহকেই পূজাপীঠরূপে চিন্তা করিয়া পীঠের আধার-শক্ত্যাদিগণকে প্রণব-সহকারে নিজ-অঙ্গসমূহে ন্যাস করিতে হয় ॥১৩৩॥

টীকা—তারঃ প্রণবস্তদ্বৎ তৎ সহিতং যথা স্যাৎ ॥ ১৩৩ ॥

আধারশক্তিং প্রকৃতিং কূর্ম্মানন্তৌ চ তত্র তু।
পৃথিবীং ক্ষীরসিন্ধুঞ্চ শ্বেতদ্বীপঞ্চ ভাস্বরম্ ॥ ১৩৪ ॥
শ্রীরত্নমণ্ডপঞ্চৈব কল্পবৃক্ষং তথা হৃদি।
ন্যস্যেৎ প্রদক্ষিণত্বেন ধর্ম্মজ্ঞানে ততোঽংসয়োঃ ॥১৩৫

অনুবাদ—হৃদয়ে আধারশক্তি, প্রকৃতি, কূর্ম্ম, অনন্ত, পৃথিবী, ক্ষীরসমুদ্র, প্রকাশ স্বভাব শ্বেতদ্বীপ, শ্রীমান রত্নমণ্ডপ ও কল্পবৃক্ষ এই সকলের ন্যাস করিতে হইবে। পরে প্রদক্ষিণভাবে অর্থাৎ হাত ঘুরাইয়া স্কন্ধদ্বয়ে ধর্ম্ম ও জ্ঞানের ন্যাস করিবে ॥১৩৪-১৩৫

টীকা—তদেব বিবিচ্য লিখতি—আধারেত্যাদিনা ক্রমাদিত্যন্তেন। তত্র তস্মিংস্তু পীঠন্যাসে আধারশক্ত্যাদিকল্পবৃক্ষপর্য্যন্তান্ নব হৃদি ন্যসেৎ; ভাস্বরং প্রকাশস্বভাবং শ্রীমন্তং রত্নমণ্ডপম্; তথা চ ক্রমদীপিকায়াম্—'ন্যস্যেদাধারশক্তিপ্রকৃতিকমঠশেষক্ষমাক্ষীরসিন্ধূন্ শ্বেতদ্বীপঞ্চ রত্নোজ্জ্বল-সহিত-মহামণ্ডপং কল্পবৃক্ষমি'তি। অত্র প্রয়োগঃ—'ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ' ইত্যাদিঃ। প্রণবাদিচতুর্থ্যন্তং দেবনামনমোঽন্তকম্ ইতি প্রাগ্ লিখনাৎ, ততস্তদনন্তরং ধর্ম্মং জ্ঞানঞ্চেতি দ্বয়ং প্রদক্ষিণত্বেন প্রাদক্ষিণ্যক্রমেণ স্কন্ধদ্বয়ে ন্যস্যেৎ ॥ ১৩৪-১৩৫ ॥

ঊর্ব্বোর্বৈরাগ্যমৈশ্বর্য্যং তথৈবাধর্ম্মাননে।
ত্রিকেঽজ্ঞানমবৈরাগ্যমনৈশ্বর্য্যঞ্চ পার্শ্বয়োঃ ॥ ১৩৬ ॥
হৃদযেঽনন্তপদ্মঞ্চ সূর্য্যেন্দুশিখিনাং তথা।
মণ্ডলানি ক্রমাদ্বর্ণৈঃ প্রণবাংশৈঃ সবিন্দুকৈঃ ॥১৩৭॥
সত্ত্বং রজস্তমশ্চাত্মান্তরাত্মনৌ চ তত্র হি।
পরমাত্মানমপ্যাত্মাদ্যাদ্যবর্ণৈঃ সবিন্দুকৈঃ ॥ ১৩৮ ॥

অনুবাদ—ঐ প্রকারে দুই উরুতে জ্ঞান ও বৈরাগ্যের, মুখে অধর্ম্মের, কটিদেশে অজ্ঞানের, পার্শ্বদ্বয়ে অবৈরাগ্য ও অনৈশ্বর্য্যের এবং হৃদয়ে অনন্ত ও পদ্মের ন্যাস করিবে। তৎপরে সূর্য্যমণ্ডল, চন্দ্রমণ্ডল ও বহ্নিমণ্ডলকে অনুস্বার যুক্ত প্রণবের অংশত্রয়ের সহিত যথাক্রমে হৃদয়ে ন্যাস করিবে। অর্থাৎ ওঁ অং সূর্য্যমণ্ডলায় নমঃ, ওঁ উং সোমমণ্ডলায় নমঃ, ওঁ মং বহ্নিমণ্ডলায় নমঃ,—এই প্রকারে ন্যাস করিতে হইবে।

সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ, আত্মা, অন্তরাত্মা ও পরমাত্মা ইহাদিগকে প্রত্যেকের আদ্যবর্ণে অনুস্বারের সহিত ঐ হৃদয়েই ন্যাস করিতে হইবে। অর্থাৎ ওঁ সং-সত্ত্বায় নমঃ, ওঁ রং রজসে নমঃ, ইত্যাদি ॥১৩৬-১৩৮ ॥

টীকা—ন্যসেদিত্যগ্রেঽপ্যনুবর্ত্তত এব। তথৈব প্রদক্ষিণত্বেন বৈরাগ্যমৈশ্বর্যঞ্চেতি দ্বয়মূরুদ্বয়ে ন্যস্যেৎ। অধর্ম্মং মুখে, ত্রিকে কট্যামজ্ঞানম্, অবৈরাগ্যমনৈশ্বর্যঞ্চেতি দ্বয়ং তথৈব পার্শ্বদ্বয়ে ন্যস্যেৎ। তথা চ ক্রমদীপিকায়াম্ — 'অংসদ্বয়োরুদ্বয়বদনকটীপার্শ্বযুগ্মেষু ভূয়ঃ' ইতি। 'তথা ধর্ম্মাদ্যধর্ম্মাদি চ পাদগাত্রচতুষ্টয়ম্' ইতি। অস্যার্থঃ—পাদগাত্রয়োশ্চতুষ্টয়-

মিতি পাদচতুষ্টয়ং গাত্রচতুষ্টয়ঞ্চেতি, অংসদ্বয়াদিষু ক্রমেণ ধর্ম্মাদিরূপং পাদচতুষ্টয়ম্, আদিশব্দেন জ্ঞানবৈরাগ্যৈশ্বর্য্যাণি, তথা অধর্ম্মাদিরূপঞ্চ গাত্রে চতুষ্টয়ং ন্যস্যেৎ। আদিশব্দেনাত্রাজ্ঞানাবৈরাগ্যানৈশ্বর্য্যং, তত্র চ প্রদক্ষিণক্রমেণেতি বোদ্ধব্যম্। 'অংসোরুযুগ্ময়োর্বিদ্বান্ প্রাদক্ষিণ্যেন দেশিকঃ। ধর্ম্মং জ্ঞানঞ্চ বৈরাগ্যমৈশ্বর্য্যঞ্চ ন্যস্যেৎ ক্রমাৎ॥ ইতি সারদাতিলকোক্তেরিতি ॥ ১৩৬ ॥

টীকা—বিন্দুসহিতৈঃ প্রণবাংশৈঃ অকারোকারমকারৈঃ সহ ক্রমেণ সূর্য্যেন্দুবহ্নীনাং মণ্ডলানি চ হৃদব্জে এব ন্যস্যেৎ, প্রয়োগঃ—'ওঁ অং সূর্য্যমণ্ডলায় নমঃ' ইত্যাদিঃ। সত্ত্বাদিপঞ্চকঞ্চ বিন্দুসহিতৈঃ আত্মাদ্যৈঃ স্ব-স্বপ্রথমৈর্বর্ণৈঃ সহ তত্র হৃদ্যব্জ এব ন্যস্যেৎ ; প্রয়োগঃ—'ওঁ সং সত্ত্বায় নমঃ' ইত্যাদিঃ ॥ ১৩৭-১৩৮ ॥

জ্ঞানাত্মানঞ্চ ভুবনেশ্বরী-বীজেন সংযুতম্।
তস্যাষ্টদিক্ষু মধ্যেঽপি নবশক্তীশ্চ দিক্‌ক্রমাৎ ॥১৩৯
তাশ্চোক্তাঃ—
বিমলোৎকর্ষিণী জ্ঞানা ক্রিয়া যোগেতি শক্তয়ঃ।
প্রহ্বী সত্যা তথেশানানুগ্রহা নবমী স্মৃতা ॥ইতি॥১৪০
ন্যস্যেত্তদুপরিষ্টাচ্চ পীঠমন্ত্রং যথোদিতম্।
ঋষ্যাদিকং স্মরেদস্যাষ্টাদশার্ণমনোস্ততঃ ॥ ১৪১ ॥

অনুবাদ—অতঃপর ভুবনেশ্বরী বীজ (হ্রীং) সহ জ্ঞানাত্মাকে ও নবশক্তিকে ঐ হৃদয়পদ্মের অষ্টপত্রে এবং মধ্যস্থানে পূর্ব্বদিক অনুসারে ন্যাস করিব। নবশক্তি যথা—বিমলা, উৎকর্ষিণী, জ্ঞানা, ক্রিয়া, যোগা, প্রহ্বী, সত্যা, ঈশানা এবং অনুগ্রহা। তাহার উপরিভাগে যথোক্ত পীঠমন্ত্র ন্যাস করিবে। অনন্তর এই অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রের ঋষ্যাদি স্মরণ করিবে ॥ ১৩৯-১৪১ ॥

টীকা—ভুবনেশ্বরীবীজং হ্রীং তৎসহিতং জ্ঞানাত্মানঞ্চ হৃদব্জ এব ন্যস্যেৎ, চকারস্যোক্তসমুচ্চয়ার্থত্বাৎ; তস্য হৃদব্জস্য অষ্টসু দিক্ষু অষ্টদলেষু কেশরমধ্যে দিক্‌ক্রমাৎ পূর্ব্বাদিক্রমেণ বিমলাদ্যাঃ শক্তীরষ্ট ন্যসেৎ ; তন্মধ্যে কর্ণিকায়ামনুগ্রহাং নবমীং শক্তিং ন্যস্যেদিত্যর্থঃ, যথোদিতং ক্রমদীপিকাদিশাস্ত্রোক্তানুসারেণেত্যগ্রে লিখনাৎ ॥ ১৩৯-১৪১ ॥

জ্ঞেয়াশ্চৈকান্তিভিঃ ক্ষীরসমুদ্রাদিচতুষ্টয়ম্।
ক্রমাচ্ছ্রীমথুরাবৃন্দাবনতৎকুঞ্জনীপকাঃ ॥ ১৪২ ॥

অনুবাদ—যাঁহারা একান্তভাবে শ্রীকৃষ্ণের পূজা করিয়া থাকেন, তাঁহারা এইরূপ পরিজ্ঞাত আছেন যে, ক্ষীরসমুদ্রাদি চারিটি ক্রমান্বয়ে শ্রীমথুরা, বৃন্দাবন, বৃন্দাবনস্থিত কুঞ্জ এবং কদম্ব স্বরূপ ॥ ১৪২ ॥

[জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, আধারশক্তি, প্রকৃতি, কূর্ম্ম, অনন্ত ও পৃথিবী এই পঞ্চশক্তি মথুরারও আশ্রয় ; সুতরাং কৃষ্ণের একান্তভক্তবৃন্দ পীঠে ঐ শক্তিপঞ্চকের ন্যাস করিতে পারেন, কিন্তু আর্য্যাবর্ত্তের অন্তবর্ত্তিনী গোপালপ্রেম-বিহাররসময়ী মথুরাদি-বৃন্দাবনাদি পরিত্যাগ করিয়া তাঁহারা কেন পূজা-পীঠে ক্ষীরসাগরাদি-চতুষ্টয়ের ন্যাস করিবেন? তদুত্তরে বলা হইতেছে যে—ক্ষীরসমুদ্র দুগ্ধবর্ণ, অসংখ্য পয়স্বিনী ধেনুর আশ্রয়স্থান হওয়ায় মথুরা ক্ষীরসাগরস্বরূপ। বৃন্দাবন মথুরাপ্রদেশের প্রধান স্থান ; সর্ব্বদা দুগ্ধে অভিষিক্ত থাকায় দেখিতে শ্বেতবর্ণ, শ্বেতকায় মনুষ্যের আবাসভূমি ও যমুনাবেষ্টিত বলিয়া দেখিতে দ্বীপের ন্যায় ; সুতরাং শ্বেতদ্বীপের তুল্য। অসংখ্যমণিরত্নখচিত রত্নমণ্ডপের সহিত মনোহর কুসুমশোভিত বৃন্দাবনস্থিত লতামণ্ডপের বিলক্ষণ সাদৃশ্য আছে, কাজে কাজেই রত্নমণ্ডপতুল্য। বৃন্দাবনের কদম্বরক্ষ কল্পবৃক্ষ সদৃশ বাঞ্ছিত-ফল প্রদান করে, সুতরাং পরস্পরের বিলক্ষণ ঐক্য বিদ্যমান ॥ ১৪২ ॥]

টীকা—ননু আধারশক্ত্যাদিপঞ্চকং শ্রীমথুরায়া অপ্যাশ্রয়ভূতমিতি তত্তন্ন্যাস একান্তিনাং মতেনাপি ন বিরুদ্ধঃ স্যাৎ ; কিন্তু আর্য্যাবর্ত্তান্তর্বর্ত্তিনীং শ্রীগোপালদেবস্য নিরন্তরপ্রেমবিহাররসময়ীং শ্রীমথুরাবৃন্দাবনাদি ব্রজভূমিং বিহায় কথং তৈঃ ক্ষীরসিন্ধ্বাদিন্যাসঃ কার্য্যঃ? তত্র লিখতি—জ্ঞেয়াশ্চেতি। ক্রমাদিতি—ক্ষীরসিন্ধুঃ শ্রীমথুরেতি, শ্বেতদ্বীপঃ শ্রীবৃন্দাবনমিতি, রত্নমণ্ডপস্তস্য শ্রীবৃন্দাবনস্য শ্রীকুঞ্জলতামণ্ডপ ইতি, কল্পবৃক্ষশ্চ শ্রীবৃন্দাবনবর্ত্তি-শ্রীনীপবৃক্ষ ইতি জ্ঞেয়

ইত্যর্থঃ। গোসমৃদ্ধং শ্রিয়া জুষ্টমাভীরপ্রায়মানুষমিত্যাদি শ্রীহরিবংশাদ্যুক্ত্যা শ্রীমথুরায়াঃ গোপ্রধানদেশতয়া ক্ষীরময়ত্বাৎ ক্ষীরসমুদ্রত্বং, শ্রীবৃন্দাবনস্য চ তত্রত্য-ব্রজভূমিপ্রধানস্থানস্য বিশেষতঃ ক্ষীরস্রাবকৃত-ধাবল্যাদিনা শ্বেতদ্বীপত্বাদিত্যগ্রে ব্রহ্মসংহিতাবচনতোঽভিব্যক্তং ভাবি। রত্নমণ্ডপকল্পদ্রুমৌ চ 'ভূমিশ্চিন্তামণিগণময়ী'ইতি ব্রহ্মসংহিতাস্তোত্রোক্তেঃ (৫-৬৭); ততঃ প্রভৃতি নন্দস্য ব্রজঃ সর্ব্বসমৃদ্ধিমান্ 'হরেনিবাসাত্মগুণৈ রমাক্রীড়মভূন্ন প' ইত্যাদি শ্রীদশমস্কন্দাদ্যুক্তেশ্চ (৫।১৮) শ্রীবৃন্দাবনান্তর্ঘটিত এব। তেন যদ্যপি তয়োরেকান্তিমতেনাপি ন বিরোধঃ স্যাৎ, তথাপি সদা বনবন্যজনপ্রিয়ায় ভগবতে শ্রীগোপালসেবায় শ্রীবৃন্দাবননিকুঞ্জবনিকাবিহার এব নিতরাং রোচতে। অতঃ শ্রীভাগবতাদিষু তাদৃশ এব শ্রূয়তে; অত একান্তিভ্যোঽপি স এব প্ররোচত ইত্যেবং রত্নমণ্ডপ-কল্পদ্রুমৌ শ্রীবৃন্দাবননিকুঞ্জনীপৌ জ্ঞেয়াবিতি লিখিতম্। কিঞ্চ তত্রত্য-লতাদি-পুষ্পাণাং বিচিত্রবর্ণগুণত্বেন রত্নসাদৃশ্যাৎ পুষ্পময়ং কুঞ্জং রত্নমণ্ডপ এব, তথা তত্রত্যকদম্বাদিপাদপাশ্চ সর্ব্বাভীষ্টপূরণাৎ কল্পদ্রুমা এব। তথা চ দশমস্কন্ধে (২২।৩৩)—'অহো এষাং বরং জন্ম সর্ব্বপ্রাণ্যুপজীবিনাম্। সুজনস্যেব যেষাং বৈ বিমুখা যান্তি নার্থিনঃ॥' ইত্যাদি যদ্যপি চম্পকাদয়োঽপি বহবো বৃক্ষা বৃন্দাবনে বিরাজন্তে, তথা চ তত্রৈব শ্রীগোপীনাং শ্রীভগবদন্বেষণে (শ্রীভাঃ ১০।৩০।৬)—'কচ্চিৎ কুরুবকাশোকনাগপুন্নাগচম্পকাঃ' ইত্যাদি, তথাপি—কদম্বপাদপপ্রায়ম্' ইতি শ্রীহরিবংশোক্তেঃ, বিশেষতো ভগবৎপ্রিয়ত্বেন; অতএব—কদম্বপাদপচ্ছায়ে স্থিতং বৃন্দাবনে ক্বচিৎ' ইতি গৌতমীয়তন্ত্রোক্তেশ্চাত্র নীপো লিখিতঃ। অথ ধর্ম্মাদীনাং শ্রীভগবদাসনপাদৈকাশ্রয়ত্বাৎ অধর্ম্মাদীনামপি ভগবতো ভক্তবর্গস্য বা কস্যচিদ্ভক্তবাৎসল্যেন কদাচিৎ ধর্ম্মাতিক্রমণাদিলক্ষণানাং তদেকাশ্রয়ত্বাৎ, অধর্ম্মাদীনামপি ভগবতো ভক্তবর্গস্য ন্যাসো নৈকান্তিনাং মতেঽপি বিরুদ্ধঃ স্যাৎ। হৃদব্জে ন্যাস্যোঽনন্তঃ শ্রীবলদেবঃ; সূর্য্যাদিমণ্ডলরূপঞ্চ সর্ব্বতঃ প্রসৃমরমশীতানুষ্ণং, মনোনয়নাহলাদক-পরস্পরমিলিতসূর্য্যচন্দ্রাদিতেজ ইব সহজং শ্রীভগবত্তেজ ইব, সত্ত্বাদীনাঞ্চ নিজভক্তার্থদ্যং স্বীকৃতানাং, তথা আত্মাদীনাঞ্চ তদংশত্বাদিনা স্বতএব সেবকাদিরূপানাং তদেকাশ্রয়তাপি নৈব বিরুধ্যতে। তান্ত্রিকৈস্তু কেবলং বিচিত্রতত্তৎফলাভিসন্ধি-সকাম-তান্ত্রিক-ভক্তেষু শ্রীভগবদৈশ্বর্য্যবিশেষপ্রদর্শনেন শ্রদ্ধাতিশয়োৎপাদনায় ক্ষীরসিন্ধ্বাদিন্যাসো বিহিতঃ, ন তু সাক্ষাৎ শ্রীমথুরাদিনামনির্দ্দেশাদিকং কৃতম্; ইত্যলমতিবিস্তরেণ ॥ ১৪২ ॥

তথা চ ব্রহ্মসংহিতায়ামাদিপুরুষরহস্যস্তোত্রে (৫।৬৮)—

স যত্র ক্ষীরাব্ধিঃ সরতি সুরভীভ্যশ্চ সুমহান্-
নিমেষার্ধাখ্যো বা ব্রজতি ন হি যত্রাপি সময়ঃ।
ভজে শ্বেতদ্বীপং তমহমিহ গোলোকমিতি যং
বিদন্তস্তে সন্তঃ ক্ষিতিবিরলচারাঃ কতিপয়ে ॥১৪৩॥

অনুবাদ—তদ্বিষয়ে ব্রহ্মসংহিতায় আদিপুরুষের গুহ্য স্তবে লিখিত আছে যে, ক্ষীরসমুদ্র শ্রীমথুরা এবং শ্বেতদ্বীপ শ্রীবৃন্দাবন, ব্রহ্মসংহিতার বাক্যে ইহাই প্রমাণিত হইতেছে। আমি সেই শ্বেতদ্বীপের আশ্রয় গ্রহণ করি। পৃথিবীতে যাঁহারা অল্পসংখ্যক অর্থাৎ এইরূপ সাধুজন সংসারে দুর্লভ। অথবা পাছে গোপনীয় বিষয় প্রকাশ পায় এই ভয়ে কিংবা হৃদয়মন্দিরে অনির্বাচ্য প্রেমরসের আবির্ভাব হওয়ায় যাবতীয় বিষয় অবহেলাভরে ত্যাগ করিয়াছেন, এইরূপ কয়জন সাধু ঐ শ্বেতদ্বীপকে ইহলোকে গোলোক বলিয়া জানেন? ক্ষীরসমুদ্র কামধেনু সকলের স্তনদুগ্ধ প্রসৃত হইয়া ঐ শ্বেতদ্বীপে বহিয়া চলিয়াছে। পরার্দ্ধসংজ্ঞ বা নিমেষার্দ্ধসংজ্ঞ কাল শ্বেতদ্বীপের অধিবাসীগণকে বশীভূত করিতে পারে না অর্থাৎ সেখানে কালের বিক্রম নাই, তাহা নিত্যধাম ॥ ১৪৩ ॥

টীকা—ক্ষীরসিন্ধুঃ শ্রীমথুরা, শ্বেতদ্বীপশ্চ শ্রীবৃন্দাবনমিতি শ্রীব্রহ্মসংহিতাবচনেন সাধয়তি—'স যত্র' ইতি। তং শ্বেতদ্বীপং ভজে আশ্রয়ে, যং শ্বেতদ্বীপং গোলোকং বৈকুণ্ঠলোকপরিস্থিতং গবাং লোকমিতি বিদন্তঃ তে অনির্ব্বচনীয়াঃ কতিপয়ে অল্প এব ভবন্তি, ন তু বহবঃ, অতঃ ক্ষিতিবিরলচারাঃ পরমদুর্লভা ইত্যর্থঃ; যদ্বা, পরমগোপ্যপ্রকাশশঙ্কয়া প্রেমবিশেষোদয়াপাদিতসর্ব্বসঙ্গপরিত্যাগেন বা লোকেষু নিভৃতং চরন্তীত্যর্থঃ। ননু শাকদ্বীপে ক্ষীরসিন্ধৌ বর্ত্তমানং প্রপঞ্চান্তর্গতং প্রসিদ্ধং শ্বেতদ্বীপং, নিত্যপরমানন্দ-

রসাত্মকানন্তক্ষীরসাগরাকীর্ণ - প্রপঞ্চাতীতগোলকমিতি কথং তে জ্ঞাতুমর্হন্তি ? পরস্পরবিরোধেন ঐক্যাসম্ভবাৎ। সত্যং, সোঽপি তাদৃশ এবেতি বিশেষণদ্বয়েন সাধয়তি। সঃ অনির্ব্বচনীয় ইত্যপ্রাকৃতত্বং পরমানন্দরসময়ত্বাদিকঞ্চ সূচিতম্; সুরভীভ্যঃ কামধেনুভ্যঃ প্রসরন্তীতি বর্ত্তমাননির্দ্দেশাদিনা নিত্যত্বঞ্চ দর্শিতম্। কিঞ্চ, সুমহান্ বৎসরাবৃত্ত্যা পরার্দ্ধাখ্যো বা নিমেষার্দ্ধাখ্যঃ অত্যন্তসূক্ষ্মো বা সময়ঃ কালোঽপি ন যত্র ব্রজতি, যত্র ত্যান্ন প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ শ্রীমথুরায়াশ্চ তাদৃশত্বাৎ শ্রীমথুরৈব শ্রীগোলোক ইতি শ্রীভাগবতামৃতোত্তরখণ্ডে গোলোকমাহাত্ম্যে বিস্তরণোক্তমেবাস্তি। এবং গোলোকস্য শ্বেতদ্বীপেন সহাভেদাৎ ক্ষীরসিন্ধু-শ্বেতদ্বীপন্যাসোঽপি ন বিরুদ্ধ ইতি ভাবঃ; যদ্বা, গবাং লোকো নিবাসস্থানং গোকুলমিতিপ্রসিদ্ধা শ্রীবৃন্দাবনাদি-শ্রীনন্দব্রজভূমিঃ। যং গোলোকং শ্বেতদ্বীপমিতি বিদন্তঃ, তং গোলোকং ভজে ইত্যন্বয়ঃ। এবং শ্রীগোলোকস্য মাহাত্ম্যবিশেষসম্পত্ত্যা দূরন্বয়োঽপি সোঢ়ব্যঃ। ননু শ্বেতদ্বীপে ক্ষীরসমুদ্রো নিত্যং বর্ত্ততে, ভগবদেকনিষ্ঠানাং শ্বেতমহাপুরুষাণাং নিবাসেন কালভয়ঞ্চ নাস্তীত্যাশঙ্ক্য গোলোকস্যাপ্যস্য তাদৃশত্বং বিশেষণাভ্যামাহ—যত্র যস্মিন্ গোলোকে স ইত্যনেন সুরভীভ্যঃ সরতীত্যাদিনা চ শ্বেতদ্বীপতোঽপ্যস্যবিশেষ উক্তঃ। অন্যৎ সমানম্। এবং শ্রীবৃন্দাবনাদিব্রজভূমের্মথুরান্তর্গতত্বেন। শ্রীমথুরা ক্ষীরসিন্ধুস্তদ্ব্রজভূমিপ্রধানঞ্চ শ্রীগোবর্দ্ধনাদিব্যাপি বৃন্দাবনং শ্বেতদ্বীপ ইতি সিদ্ধম্। যদ্বা, আর্য্যাবর্ত্তান্তর্বর্ত্তি শ্রীবৃন্দাবনমেবেদং শ্বেতদ্বীপঃ, তঞ্চ পরমোর্দ্ধ্বতরগোলোকমিতি বিদন্ত ইতি যথাক্রমমেবান্বয়ঃ। বৃন্দাবনস্য শ্বেতদ্বীপত্বে হেতুঃ—স যত্রেতি, অন্যৎ পূর্ব্ববদেব। এবং সন্ততানন্ত-শ্রীনন্দগোপরাজ-ব্রজকামধেনুযূথ-নিবাসতোঽনুক্ষণ-ক্ষীরধারা-পরিক্ষরণেন ধবলিতত্বাৎ-শ্রীকালিন্দীবেষ্টিতত্বেন মণ্ডলাকারতয়া দ্বীপবদ্দৃশ্যমানত্বাচ্চ, তথা সর্ব্বথা বিশুদ্ধানাং লোকানাং শ্রীনন্দাদীনামাশ্রয়ত্বাচ্চ তথা তদ্দেশাধিকারিণঃ শ্বেতবর্ণস্য নিবাসত্বাদপি শ্রীবৃন্দাবনমেব শ্বেতদ্বীপ ইতি যুক্তমেব; অন্যথা শাকদ্বীপে নিত্যং ক্ষীরসমুদ্রসিদ্ধেঃ শ্বেতদ্বীপে সুরভীভ্যঃ সরতীত্যুক্তেরঘটনাদিতি দিক্। তস্য গোলোকত্বেন বেদনেঽপ্যেষ এব হেতুরুন্নেয়ঃ, গোলোকস্যাপি তস্য তথাভূতত্বাৎ। এবং প্রপঞ্চান্তর্বর্ত্তি - শ্রীমথুরামণ্ডলস্থ - শ্বেতদ্বীপাখ্য - শ্রীবৃন্দাবনমিদং প্রপঞ্চাতীত-বৈকুণ্ঠোপরিস্থিত-গোলোকমিতি যে বিদন্তি, তে ক্ষিতিবিরলচালা ইতি পূর্ব্ববদেবার্থঃ। এবং শ্রীবৃন্দাবনং শ্বেতদ্বীপ এব, তৎপ্রধানকব্রজভূমিময়ত্বাৎ শ্রীমথুরা ক্ষীরসিন্ধুরিতিসিদ্ধম্ ॥ ১৪৩ ॥

———

অথ পীঠমন্ত্রঃ

ক্রমদীপিকায়াম্—

তারো হৃদয়ং ভগবান্ বিষ্ণুঃ সর্ব্ববান্বিতশ্চ ভূতাত্মা।
ঙেঽন্তাঃ স বাসুদেবাঃ সর্ব্বাত্মযুতঞ্চ সংযোগম্ ॥১৪৪
যোগবিধৌ চ পদ্মং পীঠাত্মা ঙেযুতো নতিশ্চান্তে।
পীঠমহামনুরুক্তঃ পর্য্যাপ্তোঽয়ং সপর্য্যাসু ॥ ১৪৫ ॥

অনুবাদ—ক্রমদীপিকায় বর্ণিত আছে যে—আগে ওঙ্কার তারপর হৃদয় অর্থাৎ নমঃ শব্দ, পরে চতুর্থী বিভক্তিযুক্ত ভগবান্, বিষ্ণু সর্ব্বভূতাত্মা বাসুদেব শব্দ, তারপর চতুর্থী বিভক্তিযুক্ত সর্ব্বাত্ম সংযোগ-পদ্মপীঠাত্মা পদ এবং অবশেষে নমঃ শব্দ উচ্চারণ করিতে হইবে। ইহাকেই মহৎ পীঠমন্ত্র কহে। পূজাক্রিয়ামাত্রেই এই বিধান নিরূপিত আছে। প্রয়োগ যথা—"ওঁ নমঃ ভগবতে বিষ্ণবে সর্ব্বভূতাত্মনে বাসুদেবায় সর্ব্বভূতাত্মসংযোগপদ্মপীঠাত্মনে নমঃ" ॥১৪৪-১৪৫॥

টীকা—তারঃ প্রণবঃ ততো হৃদয়ং নম ইতি পদং, ততশ্চ ভগবানিতি বিষ্ণুরিতি চ। সর্ব্বান্বিতঃ সর্ব্বশব্দযুক্তো ভূতাত্মা সর্ব্বভূতাত্মেতি এতে ত্রয়ঃ সবাসুদেবাঃ বাসুদেবসহিতাঃ প্রত্যেকং ঙেঽন্তাঃ চতুর্থ্যন্তাঃ। ততশ্চ সর্ব্বাত্মনা যুতং সংযোগং সর্ব্বাত্মসংযোগমিতি নপুংসকত্বমার্ষম্। ততশ্চ যোগস্যাবধৌ অন্তে পদ্মং যোগপদ্মমিতি। তদন্তে ঙেযুক্তশ্চতুর্থ্যন্তঃ পীঠাত্মা, তদন্তে চ নতিঃ নমঃশব্দঃ, এবং ওঁ নমো ভগবতে বিষ্ণবে সর্ব্বভূতাত্মনে বাসুদেবায় সর্ব্বাত্মসংযোগ-যোগপদ্মপীঠাত্মনে নম ইতি সিদ্ধম্। তথা চ সারদাতিলকে—'নমো ভগবতে ব্রূয়াৎ বিষ্ণবে চ পদং বদেৎ। সর্ব্বভূতাত্মনে বাসুদেবায়েতি বদেত্ততঃ। সর্ব্বাত্মসংযোগপদাদ্-যোগপদ্মপদং পুনঃ। পীঠাত্মনে হৃদন্তোঽয়ং মন্ত্রস্তারাদিরীরিতঃ ॥' ইতি। সনৎ-

কুমারকল্পে চ—'ওঁ নমঃপদমাভাষ্য তথা ভগবতে পদম্। বাসুদেবায় ইত্যুক্ত্বা সর্ব্বাত্মেতি পদং তথা॥ সংযোগযোগেত্যুক্ত্বা চ তথা পীঠাত্মনে পদম্। বহ্নি-পত্নী-সমাযুক্তঃ পীঠমন্ত্র ইতীরিতঃ॥' ইতি॥ ১৪৪-১৪৫॥

অথ ঋষ্যাদিস্মরণম্

ওঁ অষ্টাদশাক্ষরমন্ত্রস্য শ্রীনারদঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ, সকললোকমঙ্গলো নন্দতনয়ো দেবতা, ক্লীং বীজং স্বাহা, শক্তিঃ কৃষ্ণঃ প্রকৃতির্দুর্গাধিষ্ঠাত্রী দেবতাঽভি-মতার্থে বিনিয়োগঃ॥ ১৪৬॥

অনুবাদ—অতঃপর ঋষ্যাদি স্মরণ—শ্রীনারদ অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রের ঋষি, গায়ত্রী ইহার ছন্দঃ, সকল সেবকের মঙ্গলদাতা শ্রীনন্দনন্দন ইহার দেবতা, ক্লীং বীজ, স্বাহা শক্তি, কৃষ্ণ প্রকৃতি ও দুর্গা উহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, আর শক্তিলাভার্থ ইহার প্রয়োগ হইয়া থাকে॥ ১৪৬॥

তথা চ সম্মোহনতন্ত্রে শিব-উমা-সংবাদে—

ঋষির্নারদ ইত্যুক্তো গায়ত্রীচ্ছন্দ উচ্যতে।
গোপবেশধরঃ কৃষ্ণো দেবতা পরিকীর্ত্তিতঃ॥১৪৭॥
বীজং মন্মথ-সংজ্ঞন্তু প্রিয়াশক্তি র্হবির্ভুজঃ।
ত্বমেব পরমেশানি অস্যাধিষ্ঠাতৃদেবতা।
চতুর্বর্গফলাবাপ্ত্যৈ বিনিয়োগঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥ ১৪৮॥

অনুবাদ—সম্মোহনতন্ত্রে শিব-উমা-সংবাদে বর্ণিত হইয়াছে—এই মন্ত্রের ঋষি নারদ, ছন্দঃ গায়ত্রী, গোপবেশী কৃষ্ণ দেবতা, বীজ কামবীজ, শক্তি স্বাহা, তুমি গৌরী অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ও চর্তুবর্গলাভার্থ ইহার প্রয়োগ হইয়া থাকে॥ ১৪৭-১৪৮॥

অথাঙ্গন্যাসঃ

চতুশ্চতুর্ভির্বর্ণৈশ্চ চত্বার্য্যঙ্গানি কল্পয়েৎ।
দ্বাভ্যামস্ত্রাখ্যমঙ্গঞ্চ তস্যেত্যঙ্গানি পঞ্চ বৈ॥ ১৪৯॥

অনুবাদ—চারি চারি বর্ণে চারি অঙ্গ ও অস্ত্র নামক অঙ্গ দুই বর্ণে কল্পনা করিতে হয়। এই মন্ত্রের পাঁচটি অঙ্গ, এই প্রকারে প্রসিদ্ধ আছে॥ ১৪৯॥

টীকা—দ্বাভ্যামন্ত্যাভ্যাং বর্ণাভ্যাম, অস্ত্রাখ্যং পঞ্চম-মঙ্গং কল্পয়েৎ, ইতি অনেন প্রকারেণ তস্যাষ্টাদশা-ক্ষরমন্ত্রস্য পঞ্চাঙ্গানি ভবন্তি, বৈ প্রসিদ্ধৌ॥ ১৪৯॥

ন্যস্যেচ্চ ব্যাপকত্বেন তান্যঙ্গানি করদ্বয়ে।
তান্যঙ্গুলীষু পঞ্চাথ কেচিদ্বাণান্ স্মরানপি॥ ১৫০॥

অনুবাদ—এই পঞ্চ অঙ্গ অর্থাৎ সম্পূর্ণ মন্ত্র প্রথ-মতঃ দুই হস্তের ভিতরে, বহির্ভাগে ও দুইপার্শ্বে তৎ-পরে হস্তদ্বয়ের অঙ্গুষ্ঠ ও অঙ্গুলীসকলে যথাক্রমে ন্যাস করিবে। কেহ কেহ এই স্থানে প্রণবপুটিত করিয়া প্রয়োগ করার প্রয়োগের বিধি দিয়াছেন। কেহ কেহ অঙ্গুলীসকলে পঞ্চাঙ্গন্যাসের সহিত বাণপঞ্চক ও অনঙ্গপঞ্চকের ন্যাস করিবার বিধান দিয়া থাকেন॥ ১৫০॥

টীকা—ব্যাপকত্বেনেতি—করয়োরবন্তর্বহিঃ পার্শ্বে চ ব্যাপয্য তানি পঞ্চাঙ্গানি সর্ব্বমেব মন্ত্রমিত্যর্থঃ। করদ্বয়ে ন্যস্যেৎ, অত্র প্রণবসম্পুটিতমিতি কেচিদাহুঃ। অথানন্তরং তানি পঞ্চাঙ্গানি ক্রমেণ করদ্বয়স্যাঙ্গুষ্ঠাঙ্গু-লীষু ন্যস্যেৎ, কেচিচ্চ তৈঃ পঞ্চাঙ্গৈঃ সহ করদ্বয়াঙ্গু-লীষ্বেব মহাবাণপঞ্চকস্যানঙ্গপঞ্চকস্য চ ন্যাস-মিচ্ছন্তীতি লিখতি—কেচিদিতি। অপি-শব্দস্যাত্র সমুচ্চয়ার্থত্বাৎ তানি পঞ্চাঙ্গানি পঞ্চবাণান্ পঞ্চ স্মরাংশ্চানঙ্গান্ তাস্বেবাঙ্গুলীষু যুগপন্ন্যস্যন্তীত্যর্থঃ। তত্র চ বীজপূর্ব্বকং ন্যস্যন্তি, অত্রাপি বাণেষু বাণশব্দং বীজত্বেনাদ্যাক্ষরঞ্চ তথাঽনঙ্গেষু চ শোষণানঙ্গমোহন-মদনাদিশব্দং প্রযুঞ্জতে॥ ১৫০॥

তে চোক্তাঃ—

দ্রাবণ-ক্ষোভণাকর্ষ-বশীকৃৎ-স্রাবণাস্তথা।
শোষণো মোহনঃ সন্দীপনস্তাপনমাদনৌ॥
ইতি॥ ১৫১॥

অনুবাদ—ঐ সকল বাণ ও অনঙ্গ উক্ত হই-য়াছে—দ্রাবণ, ক্ষোভণ, আকর্ষণ, বশীকরণ ও স্রাবণ এই পঞ্চ বাণ এবং শোষণ, মোহন, সন্দীপন, তাপন

ও মাদন এই পঞ্চ অনঙ্গ। প্রয়োগ যথা—ক্লী কৃষ্ণায় ক্লীং দ্রাং দ্রাবণবাণায় নমঃ ক্লীং শোষণানঙ্গায় নমঃ। ক্লীং গোবিন্দায় হ্রীং ক্ষৌং ক্ষোভবাণায় নমঃ। হ্রীং মোহন মদনায় নমঃ। হ্রীং গোপীজনায় হ্রীং আং আকর্ষণবাণায় নমঃ। ক্লীং সন্দীপনমদনতুরায় নমঃ। হ্রীং বল্লভায় হ্রীং বং বশীকরণবাণায় হ্রীং তাপন-রতনঙ্গায় নমঃ। হ্রীং স্বাহা হ্রীং স্রাং স্রাবণায় নমঃ হ্রীং মাদনমকরধ্বজায় নমঃ ॥ ১৫১ ॥

টীকা—দ্রাবণাদয়ঃ পঞ্চবাণাঃ; অত্র আকর্ষঃ আকর্ষণঃ; বশীকৃৎ বশীকরণঃ, শোষণাদয়ঃ পঞ্চ স্মরাঃ। প্রয়োগঃ—ক্লীঃ কৃষ্ণায়, হ্রীং দ্রাং দ্রাবণ-বাণায় নমঃ, ক্লীং শোষণানঙ্গায় নমঃ, ক্লীং গোবিন্দায়, হ্রীং ক্ষৌং ক্ষোভনবাণায় নমঃ, হ্রীং মোহনমদনায় নমঃ; হ্রীং গোপীজনায়, হ্রীং আং আকর্ষণবাণায় নমঃ, ক্লীং সন্দীপনমদনাতুরায় নমঃ; হ্রীং বল্লভায়, হ্রীং বং বশীকরবাণায়, হ্রীং তাপনরত্যনঙ্গায় নমঃ। হ্রীং স্বাহা, হ্রীং স্রাং স্রাবণবাণায় নমঃ; হ্রীং মাদন-মকরধ্বজায় নমঃ; এষু চ মধ্যে নমঃ শব্দং কেচিন্ন প্রযুঞ্জতে। অত্র স্ব-সম্প্রদায় ব্যবহার এবানুসর্ত্তব্য ইতি পূর্ব্বং লিখিতমেব, তচ্চান্যত্রাপূহ্যম্। কেচি-দিতি ক্রমদীপিকায়াম্—অথানুযুগরন্ধ্রার্ণস্যাহং মনোর্ন্যাসনং ব্রুবে। রচয়তু করদ্বন্দ্বে পঞ্চাঙ্গমঙ্গুলি-পঞ্চকে, তনুমনু মনুং ব্যাপয্যাথো ত্রিশঃ প্রণবং সকৃৎ। মনুজনি পয়োঽন্যস্যা ভূয়ঃ পদানি চ সাদরম্ ইত্যুক্তে-র্মহাবাণানঙ্গাদিন্যাসপ্রতিপাদনাৎ; এবমগ্রেঽপি জ্ঞেয়ম্ ॥ ১৫১ ॥

কিঞ্চ—

নমোঽন্তং হৃদয়ঞ্চাঙ্গৈঃ শিরঃ স্বাহান্বিতং শিখাম্।
বষড়্যুতঞ্চ কবচং হুং যুগস্ত্রং চ ফড়্যুতম্ ॥১৫২॥

অনুবাদ—আরও বর্ণিত হইয়াছে—এই পঞ্চ অঙ্গের সহিত নমঃ শব্দান্ত হৃদয়, স্বাহা শব্দযুক্ত শিরঃ, বষট্ শব্দান্বিত শিখা, হুং শব্দযুত কবচ এবং ফট্ শব্দযুক্ত অস্ত্র ন্যাস করিবার বিধি আছে। প্রয়োগ যথা—ক্লীং কৃষ্ণায় হৃদয়ায় নমঃ। গোবিন্দায় শিরসে স্বাহা। গোপীজন শিখায়ৈ বষট্। বল্লভায় কবচায় হুং। স্বাহা অস্ত্রায় ফট্ ॥ ১৫২ ॥

টীকা—অন্যদপি পরমতমেব লিখতি—নমোঽন্ত-মিতি ত্রিভিঃ। অঙ্গৈস্তৈরেব পঞ্চভিঃ সহ নমঃ শব্দান্ত-হৃদয়াদিপঞ্চকং ন্যস্যন্তি। প্রয়োগঃ—ক্লীং কৃষ্ণায় হৃদয়ায় নমঃ, গোবিন্দায় শিরসে স্বাহা, গোপীজন শিখায়ৈ বষট্, বল্লভায় কবচায় হুং, স্বাহা অস্ত্রায় ফড়িতি। অত্র চ হৃদয়াদীনাং হৃদয়াদিস্থানেষ্বেব ন্যাসঃ, কবচস্য সর্ব্বগাত্রেষু অস্ত্রস্য চ চতুর্দিক্ষু জ্ঞেয়ঃ ॥ ১৫২ ॥

ন্যস্যন্তি পুনরঙ্গুষ্ঠৌ তর্জ্জন্যো মধ্যমে তথা।
অনামিকে কনিষ্ঠে চ ক্রমাদঙ্গৈশ্চ পঞ্চভিঃ ॥ ১৫৩ ॥
পুনশ্চ হৃদয়াদীনি তথাঙ্গুষ্ঠাদিকানি চ।
ন্যস্যন্তি যুগপৎ সর্ব্বাণ্যঙ্গৈস্তৈঃ পঞ্চভিঃ ক্রমাৎ ॥১৫৪

অনুবাদ—অনন্তর ঐ পঞ্চাঙ্গের সহিত ক্রমানু-সারে অঙ্গুষ্ঠ, তর্জ্জনী, মধ্যমা, অনামিকা ও কনিষ্ঠা-ঙ্গুলিতে ন্যাস করা হয়। পুনরায় হৃদয়াদি ও অঙ্গু-ষ্ঠাদি ঐ পঞ্চঅঙ্গের সহিত ক্রমান্বয়ে ন্যাস করিবে ॥ ১৫৩-১৫৪ ॥

প্রয়োগ যথা—ক্লীং কৃষ্ণায় অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। গোবিন্দায় তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা। গোপীজনায় মধ্য-মাভ্যাং বষট্। বল্লভায় অনামিকাভ্যাং হুং। স্বাহা অস্ত্রায় কনিষ্ঠাভ্যাং ফট্ ॥ ১৫৩ ॥

প্রয়োগ যথা—ক্লীং কৃষ্ণায় হৃদয়ায় নমঃ অঙ্গুষ্ঠা-ভ্যাং নমঃ। গোবিন্দায় শিরঃসে স্বাহা তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা ইত্যাদি ॥ ১৫৪ ॥

টীকা—পুনঃ পঞ্চভিরঙ্গৈস্তৈঃ সহ অঙ্গুষ্ঠদ্বয়াদি-পঞ্চকং ক্রমান্ন্যস্যন্তি; প্রয়োগঃ—'ক্লীং কৃষ্ণায় অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ' ইত্যাদিঃ; এষাঞ্চ তত্তদঙ্গুলীষ্বেব ন্যাসো জ্ঞেয়ঃ ॥১৫৩ ॥

টীকা—পুনশ্চ তৈরেব পঞ্চভিরঙ্গৈঃ সহ তানি হৃদয়াদীনি চ অঙ্গুষ্ঠাদীনি সর্ব্বাণ্যেব যুগপৎ একদৈব ন্যস্যন্তি; প্রয়োগঃ—'ক্লীং কৃষ্ণায় হৃদয়ায় নমঃ অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ' ইত্যাদি; এতেষাঞ্চ করাঙ্গুলিষ্বেব ন্যাসঃ ॥ ১৫৪ ॥

ন্যস্যন্তি চ ষড়ঙ্গানি হৃদয়াদীনি তন্মনোঃ।
হৃদয়াদিষু চৈতেষাং পঞ্চকং দিক্ষু চ ক্রমাৎ ॥১৫৫

অনুবাদ—কেহ কেহ ঐ মন্ত্রের ষড়ঙ্গ ন্যাসও করিয়া থাকেন। ঐ ষড়ঙ্গেরমধ্যে হৃদয়াদি পঞ্চ অঙ্গ অর্থাৎ হৃদয়, মস্তক, শিখা, কবচ ও নেত্র ক্রমান্বয়ে হৃদিয়াদি পঞ্চ স্থানে ন্যাস করেন, আর অবশিষ্ট এক অঙ্গ সর্ব্বদিকে ন্যাস করেন। অস্ত্র ও কবচ পূর্ব্বের মত সমস্ত অঙ্গে ন্যাস করিতে হইবে ॥১৫৫॥

টীকা—এবং পঞ্চাঙ্গন্যাসং সংলিখ্য ষড়ঙ্গন্যাসঃ পরমতমেব লিখতি—ন্যস্যন্তি চেতি। তেষাং ন্যাস-স্থানং দর্শয়তি—হৃদয়েতি। এতেষাং ষড়ঙ্গানাং পঞ্চাঙ্গানি হৃদয়-শিরঃ-শিখা-কবচ-নেত্রাখ্যানি ক্রমেণ হৃদয়াদিষু নিগহৃদয়শিরঃশিখাকবচনেত্রেষ্বেব ন্যস্যন্তি। অত্র চ কবচস্য পূর্ব্ববৎ সর্ব্বাঙ্গে ন্যাসো জ্ঞেয়ঃ। এবমন্ত্যমঙ্গমস্ত্রাখ্যঞ্চ সর্ব্বদিক্ষু ন্যস্যন্তি ॥ ১৫৫ ॥

ষড়ঙ্গানি চোক্তানি সম্মোহনতন্ত্রে সনৎকুমারকল্পে—
বর্ণৈনৈকেন হৃদয়ং ত্রিভিরেব শিরো মতম্।
চতুর্ভিশ্চ শিখা প্রোক্তা তথৈব কবচং মতম্।
নেত্রং তথা চতুর্বর্ণৈরস্ত্রং দ্বাভ্যাং তথা মতম্ ॥
ইতি ॥ ১৫৬ ॥

অনুবাদ—সম্মোহনতন্ত্রে সনৎকুমারকল্পে ষড়ঙ্গ এইরূপ ভাবে বর্ণিত হইয়াছে—একবর্ণে হৃদয়, তিন-বর্ণে মস্তক, চারিবর্ণে শিখা, চারিবর্ণে কবচ, চারিবর্ণে নেত্র ও দুইবর্ণে অস্ত্র কল্পনা করিতে হইবে ॥ ১৫৬ ॥

টীকা—তথৈবেতি চতুর্ভিরিত্যর্থঃ ॥ ১৫৬ ॥

ততশ্চাপাদমাকেশান্ন্যস্যেদ্দোর্ভ্যামিমং মনুম্।
বারাংস্ত্রীন্ ব্যাপকত্বেন ন্যস্যেচ্চ প্রণবং সকৃৎ ॥১৫৭॥

অনুবাদ—তারপরে দুই হাতে বেষ্টনকরণভাবে এই অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্র পা থেকে মাথা পর্যন্ত সমস্ত অঙ্গের চতুর্দিকে তিনবার ন্যাস করিবে ॥ ১৫৭ ॥

টীকা—এবমঙ্গন্যাসং লিখিত্বা অধুনা মন্ত্রাক্ষর-ন্যাসং লিখিষ্যন্ তনুমনু মনুং ব্যাপয়েতি ক্রমদীপিকোক্তানুসারেণ মন্ত্রস্য ব্যাপকন্যাসমাদৌ লিখতি—ততশ্চেতি। কেশমারভ্য পাদপর্য্যন্তং ব্যাপকত্বেন ইমমষ্টাদশাক্ষরং মূলমন্ত্রং দোর্ভ্যাং কৃত্বা বারত্রয়ং ন্যস্যেৎ, প্রণবঞ্চ সকৃদ্বারমেকং তথৈব ন্যস্যেৎ ॥১৫৭॥

অথাক্ষরন্যাসঃ

ততোহষ্টাদশবর্ণাংশ্চ মন্ত্রস্যাস্য যথাক্রমম্।
দন্তেঃ ললাটে ভ্রূমধ্যে কর্ণয়োর্নেত্রয়োর্দ্বয়োঃ ॥১৫৮॥
নাসয়োর্বদনে কণ্ঠে হৃদি নাভৌ কটিদ্বয়ে।
গুহ্যে জানুদ্বয়ে চৈকং ন্যস্যেদেকঞ্চ পাদয়োঃ ॥১৫৯

অনুবাদ—অতঃপর অঙ্গন্যাস শেষ করিয়া উক্ত মন্ত্রের অষ্টাদশাক্ষর যথাক্রমে—দন্তে, ললাটে, ভ্রূমধ্যে, কর্ণদ্বয়ে, নেত্রদ্বয়ে, নাসাদ্বয়ে, বদনে, কণ্ঠে, হৃদয়ে, নাভিমণ্ডলে, কটিযুগলে, গুহ্যে ও জানুদ্বয়ে এক একটি ন্যাস করিবে। দুই কর্ণে দুই বর্ণ নাসিকাদ্বয়ে দুই বর্ণ ও কটিদ্বয়ে দুই বর্ণ ন্যাস করিতে হয় ॥ ১৫৮-১৫৯ ॥

টীকা—দ্বয়োরিত্যনেন কর্ণাদিত্রয়ে প্রত্যেকং দ্বৌ বর্ণৌ, তথা কটিদ্বয়েঽপি দ্বাবেব, অগ্রে জানুদ্বয়াদাবেকমিতি লিখনাৎ ॥ ১৫৮-১৫৯ ॥

সন্তো ন্যস্যন্তি তারাদি-নমোঽন্তাংস্তান্ সবিন্দুকান্।
শ্রীশক্তিকামবীজৈশ্চ সৃষ্ট্যাদি-ক্রমতোঽপরে ॥১৬০॥

অনুবাদ—সাধুগণ ঐ সকল অক্ষরের প্রথমে ওঙ্কার ও শেষে নমঃ শব্দ যোগ করিয়া এবং প্রত্যেক-টিকে অনুস্বার যুক্ত করিয়া ওঁ ক্লীং নমঃ, কাং নমঃ ইত্যাদি প্রকারে প্রয়োগ করেন। কোন কোন ব্যক্তি এইরূপ ন্যাস করিয়া শ্রীবীজ, শক্তিবীজ ও কামবীজ সহযোগে সৃষ্ট্যাদি ক্রমে ন্যাস করেন। অর্থাৎ সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারক্রমে ন্যাস করিয়া থাকেন। উহা-দিগের মধ্যে সৃষ্টি মস্তকাদিক্রম, স্থিতি হৃদয়াদি কণ্ঠান্তক্রম ও সংহৃতি সৃষ্টি বিপর্য্যয় অর্থাৎ পাদাদি-ক্রম ॥ ১৬০ ॥

টীকা—তেষামেব ন্যাসপ্রকারং সৎসম্প্রদায়ানু-সারেণ লিখতি—সন্ত ইতি। তান্ অষ্টাদশবর্ণান্ বিন্দুসহিতানেব ন্যস্যন্তি, তথা তারঃ প্রণবঃ আদৌ যেষাং, নম ইতি অন্তে যেষাং তাংশ্চ তান্; প্রয়োগঃ —'ওঁ ক্লীং নমঃ, কং নমঃ' ইত্যাদিঃ। অপরে কেচিচ্চ তানেব লক্ষ্মীশক্তিকামানাং বীজৈঃ সহ, তথা চকারস্যোক্তসমুচ্চয়ার্থত্বাৎ পূর্ব্ববৎ তারনমোবিন্দু-সহিতানেব চ, তত্র সৃষ্টিস্থিতিসংহৃতিক্রমেণৈব

ন্যাসান্তি ; তত্র সৃষ্টির্মস্তকাদিক্রমেণৈব, স্থিতিশ্চ হৃদ-য়াদিকণ্ঠান্তা, সংহৃতিশ্চ সৃষ্টিবিপর্য্যয়েণ পাদাদিকা ; এবং ন্যাসানাং নানাপ্রকারতাভিপ্রায়েণৈব পূর্ব্বং লিখিতং যথাসম্প্রদায়ং ন্যাসান্ কুর্য্যাদিতি ॥ ১৬০ ॥

———

অথ পদন্যাসঃ

তারং শিরসি বিন্যস্য পঞ্চমন্ত্র পদানি চ ।
ন্যস্যেন্নেত্রদ্বয়ে বক্ত্রে হৃদ্গুহ্যাঙ্ঘ্রিষু চ ক্রমাৎ ॥১৬১
দেহে চ ব্যাপকত্বেন ন্যস্যেত্তান্যখিলে পুনঃ ।
কেচিত্তানি নমোঽন্তানি ন্যাস্যন্ত্যাদ্যাক্ষরৈঃ সহ ॥১৬২

অনুবাদ—অতঃপর পদন্যাস—অগ্রে স্বীয় মস্তকে প্রণব ন্যাস করিয়া মন্ত্রের পঞ্চপদ যথাক্রমে নেত্রদ্বয়ে, মুখে, গুহ্যে ও পাদদ্বয়ে ন্যাস করিবে। তারপর বেষ্টনকরণভাবে সর্ব্বদেহে ঐ পঞ্চপদ পুনর্বার ন্যাস করিবে। কেহ কেহ নমঃ শব্দান্ত করিয়া আদ্য-অক্ষরের সহিত ঐ সকল ন্যাস করিবার বিধান দিয়া থাকেন। প্রয়োগ যথা—ক্লীং ক্লীং নমঃ। ক্লীং কৃষ্ণায় নমঃ। গোং গোবিন্দায় নমঃ। গোং গোপী-জনবল্লভায় নমঃ, স্বাং স্বাহা নমঃ ইত্যাদি॥১৬১-১৬২

টীকা—আদৌ তারং প্রণবং স্বশিরসি বিন্যস্য পশ্চান্মন্ত্রস্য পদপঞ্চকং ক্রমান্নেত্রদ্বয়াদ্যাঙ্গপঞ্চকে ন্যস্যেৎ ; পুনশ্চ তানি পঞ্চপদানি অখিলদেহে ব্যাপ-কত্বেন সর্ব্বগাত্রং ব্যাপয্য ন্যস্যেৎ। তত্রৈব মতান্তরং লিখতি—কেচিদিতি। তানি পঞ্চ পদানি আদ্যাক্ষরৈ-স্তত্তৎপদ-প্রথমাক্ষরৈঃ সহ ; প্রয়োগঃ—'ক্লীং ক্লীং নমঃ, ক্লীং কৃষ্ণায় নমঃ, গোং গোবিন্দায় নমঃ, গোং গোপীজনবল্লভায় নমঃ, স্বাং স্বাহা নমঃ' ইতি ॥ ১৬১-১৬২ ॥

———

স্বাহান্তানি তথা ত্রীণি সংমিশ্রাণ্যুত্তরোত্তরৈঃ ।
গুহ্যাদ্গলান্মস্তকাচ্চ ব্যাপয্য চরণাবধি ॥ ১৬৩ ॥

অনুবাদ—আবার কেহ কেহ স্বাহা শব্দ অন্তে দিয়া পূর্ব্ব পূর্ব্ব সহ পর পর পদ যোগ করিয়া তিনপদ যথাক্রমে গুহ্য, গণ্ডস্থল ও শিরোভাগ হইতে চরণ পর্য্যন্ত ন্যাস করেন। প্রয়োগ যথা—ক্লীँ কৃষ্ণায় স্বাহা। ক্লীँ কৃষ্ণায় গোবিন্দায় স্বাহা। ক্লীँ কৃষ্ণায় গোবিন্দায় গোপীজনবল্লভায় স্বাহা ইত্যাদি ॥ ১৬৩ ॥

টীকা—তথেতি সমুচ্চয়ে। পূর্ব্ববদাদৌ তারং শিরসি বিন্যস্য পশ্চাৎ ত্রীণি মন্ত্রপদানি ক্রমেণ গুহ্যাদিস্থানত্রয়মারভ্য পাদপর্য্যন্তং কেচিন্ন্যস্যন্তি ; উত্তরোত্তরসংমিশ্রাণীতি—পূর্ব্ব-পূর্ব্বপদেন উত্তরোত্তর-পদং সংযোজ্যেত্যর্থঃ ; প্রয়োগঃ—'ক্লীँ কৃষ্ণায় স্বাহা, ক্লীँ কৃষ্ণায় গোবিন্দায় স্বাহা, ক্লীँ কৃষ্ণায় গোবিন্দায় গোপীজনবল্লভায় স্বাহা' ইতি ॥ ১৬৩ ॥

———

ন্যাসোঽত্র জ্ঞাননিষ্ঠানাং গুহ্যাদিবিষয়স্তু যঃ ।
স্বস্ববর্ণতনোঃ কার্য্যস্তত্তদ্বর্ণেষু বৈষ্ণবৈঃ ॥ ১৬৪ ॥

অনুবাদ—এই ন্যাসপ্রকরণে স্বীয় গুহ্যাদিস্থানে যে ন্যাসের বিষয় উক্ত হইল, জ্ঞাননিষ্ঠ ব্যক্তিগণই ঐ প্রকারে ন্যাস করিবেন অর্থাৎ স্বীয় গুহ্যাদিস্থানে অনিরুদ্ধ প্রভৃতিকে ন্যাস করিতে তাঁহাদের বাধা নাই। যাঁহারা বিষ্ণুভক্ত তাঁহারা বিশেষ বিশেষ বর্ণ-জাত শরীরের অর্থাৎ ভূতশুদ্ধি দ্বারা শরীরকে দাহ করার পর বর্ণময়ী অমৃতধারা দ্বারা মাতৃকা-বর্ণময় যে শরীর উৎপন্ন হইয়াছে, সেই শরীরে বিশেষ বিশেষ বর্ণের ন্যাস করিবেন। সুতরাং পাদমূলে মুকুন্দের ন্যাস এবং গুহ্যস্থলে অনিরুদ্ধের ন্যাস যে কথিত হইয়াছে, তৎ সম্পাদনে বৈষ্ণববর্গের আপত্তি-কিংবা আশঙ্কার কোন কারণ নাই ॥ ১৬৪ ॥

টীকা—ননু পূর্ব্বং কেশবাদিন্যাসে মুকুন্দাদীনাং পাদ-মূলাদৌ, তত্ত্বন্যাসে চানিরুদ্ধস্য গুহ্যে, বর্ণপদ-ন্যাসেঽপ্যত্র কেষাঞ্চিদ্বর্ণপদানাং গুহ্যাদৌ ন্যাসো বৃত্তঃ ; শ্রীকৃষ্ণচরণাব্জ-ভক্তিনিষ্ঠৈশ্চ সাধুভিস্তত্র তত্র তেন তেন প্রকারেণ কথং ন্যাসঃ কার্য্যঃ ? অস্থানেষু তত্তন্ন্যাসেন মহাদোষশঙ্কাপত্তেঃ। তত্র লিখনি—ন্যাস ইতি ; অত্র ন্যাসপ্রকরণে এষু লিখিতেষু ন্যাসেষু মধ্যে ইতি বা ; জ্ঞাননিষ্ঠানামিতি জ্ঞানপরৈর্বিধীয়মান ইত্যর্থঃ ; তেষামদ্বৈতজ্ঞানতো ভেদাভাবেন তত্র তত্র তত্তন্ন্যাসে দোষশঙ্কাপি নোৎপদ্যত ইতি ভাবঃ। স গুহ্যাদি-বিষয়ো ন্যাসঃ, বৈষ্ণবৈঃ শ্রীভগবদ্ভক্তিপরৈস্তু স্বস্ববর্ণতনোঃ ভূতশুদ্ধ্যা নিজপূর্ব্বশরীরং দগ্ধ্বা। বর্ণ-ময়ামৃতবৃষ্ট্যা সমুৎপাদিতস্য মাতৃকার্ণময়স্য শরীরস্য

তত্তদ্বর্ণেষু মাতৃকান্যাস-ব্যবস্থয়া গুহ্য-পদাদিন্যাসেষু তত্তদঙ্গরূপেষ্বক্ষরেষ্বেব কার্য্যা ইত্যর্থঃ; এবঞ্চ ভাবনয়া তত্তদ্বর্ণেষ্বেব ন্যাসান্ন কাপি দোষশঙ্কা, তথা তেষামেব বর্ণানাং নিজাঙ্গতয়া স্বস্মিন্নেব ন্যাসোঽপি সিদ্ধ ইতি সর্ব্বমনবদ্যমিতি দিক্ ॥ ১৬৪ ॥

———

অথ ঋষ্যাদিন্যাসঃ

ঋষ্যাদীন্ সপ্ত ভাগাংশ্চ ন্যস্যেদস্য মনো ক্রমাৎ ।
মূর্ধাস্যহৃৎসু কুচয়োঃ পুনর্হৃদি পুনর্হৃদি ॥ ১৬৫ ॥

অনুবাদ—অনন্তর এই অষ্টাদশাক্ষর-মন্ত্রের ঋষি, ছন্দঃ, দেবতা, বীজ, শক্তি, প্রকৃতি ও অধিষ্ঠাত্রী ক্রম অনুসারে মাথা, মুখ, হৃদয়, স্তনদ্বয় ও আবার দুইবার হৃদয়ে ন্যাস করিবে।

তাৎপর্য্য যথা—পূর্ব্বে কথিত চতুর্থী-বিভক্তি যুক্ত করিয়া অন্তে নমঃ-শব্দ দিয়া প্রয়োগ করিতে হইবে। সেই নিয়ম এখানেও গ্রাহ্য। প্রয়োগ যথা—অষ্টাদশাক্ষর শ্রীগোপালমন্ত্রস্য নারদায় ঋষয়ে নমঃ। গায়ত্র্যৈ ছন্দসে নমঃ। সকললোকমঙ্গল শ্রীমন্নন্দতনয়ায় দেবতায়ৈ নমঃ ইত্যাদি ॥ ১৬৫ ॥

টীকা—ঋষ্যাদীনাং মূর্দ্ধাদিত্রয়ে ত্রীন্, স্তনদ্বয়ে দ্বৌ, হৃদয়ে পুনর্হৃদয় এব দ্বাবিত্যেবং স্থানসপ্তকে ক্রমেণ এতদষ্টাদশাক্ষরমন্ত্রস্য ঋষ্যাদিভাগসপ্তকং ন্যস্যেদিত্যর্থঃ। অত্র চ প্রণবাদিচতুর্থ্যন্তমিত্যাদি-পূর্ব্বলিখিতানুসারেণ সর্ব্বত্র চতুর্থীনমোঽন্ততা জ্ঞেয়া; প্রয়োগঃ—'অষ্টাদশাক্ষর শ্রীগোপালমন্ত্রস্য নারদায় ঋষয়ে নমঃ, গায়ত্র্যৈ ছন্দসে নমঃ, সকললোক-মঙ্গল-শ্রীমন্নন্দতনয়ায় দেবতায়ৈ নমঃ' ইত্যাদিঃ ॥ ১৬৫ ॥

———

অথ মুদ্রাপঞ্চকম্

বেণ্বাখ্যাং বনমালাখ্যাং মুদ্রাং সংদর্শয়েত্ততঃ ।
শ্রীবৎসাখ্যাং কৌস্তুভাখ্যাং বিল্বাখ্যাঞ্চ মনোরমাম্ ॥ ১৬৬ ॥
ইত্থং ন্যস্তশরীরঃ সন্ কৃত্বা দিগ্বন্ধনং পুনঃ ।
করকচ্ছপিকাং কৃত্বা ধ্যায়েচ্ছ্রীনন্দনন্দনম্ ॥১৬৭॥

অনুবাদ—তারপর বেণু, বনমালা, শ্রীবৎস, কৌস্তুভ ও বিল্ব এই পঞ্চ মনোরমা মুদ্রা প্রদর্শন করিতে হইবে। এইরূপে শরীরে ন্যাস করিয়া পুনরায় "ওঁ নমঃ সুদর্শনায় অস্ত্রায় ফট্, এই মন্ত্রে দিগ্বন্ধন করিবে। তারপর করকচ্ছপিকা মুদ্রা রচনা করিয়া ধ্যান করিবে ॥ ১৬৬-১৬৭ ॥

টীকা—বেণ্বাদিমুদ্রালক্ষণমগ্রে মুদ্রাসমুচ্চয়-প্রসঙ্গে লেখ্যম্। মনোরমামিতি—যদ্যপি বহ্বেব্যা মুদ্রাঃ সন্তি, তথাপি বেণ্বাদিপঞ্চকমিদং ভগবৎপ্রিয়তমত্বা-দাদৌ দর্শয়িতব্যমিতি ভাবঃ ॥ ১৬৬ ॥

টীকা—দিগ্বন্ধনে মন্ত্রশ্চায়ম্—'ওঁ নমঃ সুদর্শনায় অস্ত্রায় ফট্' ইতি; তথা চ ক্রমদীপিকায়াম্—প্রণব-হৃদোরবসানে সচতুর্থি-সুদর্শনং তথাস্ত্রপদমুক্ত্বা ফড়ন্ত-মমুনা কলয়েন্মনুনাস্ত্রমুদ্রয়া দশ হরিতঃ' ইতি। অস্যার্থঃ—প্রণবঃ ওঁকারঃ, হৃৎ নমঃ, এতয়োরন্তে চতুর্থীবিভক্তিসহিতং সুদর্শনমিতি পদং, তথা চতুর্থ্যন্ত-মেবাস্ত্রপদং; কীদৃশম্? ফড়িতি শব্দান্তম্; অনেন মন্ত্রেণ অস্ত্রমুদ্রয়া দশদিগ্বন্ধনং কুর্য্যাদিতি! কর-কচ্ছপিকামুদ্রালক্ষণঞ্চ ভূতশুদ্ধৌ পূর্ব্বং লিখিতমে-বাস্তি; স্বাঙ্কে করদ্বয়মুত্তানং বিন্যস্যেত্যর্থঃ, 'হস্তাবুৎ-সঙ্গমাধায়' ইতি শ্রীসূতোক্তেঃ ॥ ১৬৭ ॥

———

অথ শ্রীনন্দনন্দন-ভগবদ্ধ্যানবিধিঃ

অথ প্রকটসৌরভোদ্গলিতমাধ্বিকোৎফুল্লসৎ-
প্রসূননবপল্লবপ্রকর-নম্রশাখৈর্দ্রুমৈঃ ।
প্রফুল্লনবমঞ্জরীললিতবল্লরীবেষ্টিতৈঃ
স্মরেচ্ছিশিরিতং শিবং সিতমতিস্তু বৃন্দাবনম্ ॥১৬৮

অনুবাদ—অনন্তর শ্রীনন্দনন্দন ভগবানের ধ্যানবিধি—তৎপরে বিশুদ্ধচিত্তে শ্রীবৃন্দাবনের চিন্তা করিবে। শ্রীধামে মঙ্গলপ্রদ নানাবিধ বৃক্ষরাজি থাকায় ঐ স্থান অতিশয় মনোরম ও ছায়াশীতল। তরুশাখাসমূহ সৌরভান্বিত, মধুস্রাবি ও বিকসিত অতি উৎকৃষ্ট পুষ্প ও নূতন নূতন পত্ররাজির ভারে অবনত বিকসিত নবমঞ্জরীদ্বারা মনোহারিণী লতাগুলি উহাদিগকে বেষ্টন করিয়া অবস্থিত আছে ॥ ১৬৮ ॥

টীকা—অথানন্তরং সিতমতিঃ শুদ্ধমনাঃ সন্ বৃন্দাবনং চিন্তয়েৎ। কীদৃশম্? দ্রুমৈঃ শিশিরিতং শীতলীকৃতম্; কীদৃশৈঃ? প্রকটমুদ্ভটং সৌরভং যস্য

তচ্চ, তৎ উদ্‌গলিত-মাধ্বীকঞ্চ প্রচ্যুতমধু, উৎফুল্লঞ্চ বিকসিতং, সচ্চ উত্তমং যৎ প্রসূনং পুষ্পং নবপল্লবঞ্চ, তয়োঃ প্রকরঃ সমূহঃ, তেন নম্রাঃ শাখা যেষাং তৈঃ। মাধ্বিকেতি—হ্রস্বত্বং মহাকবি-নিবদ্ধত্বাৎ সোঢ়ব্যম্। প্রকট-সৌরভাকুলিত-মত্ত-ভৃঙ্গোল্লসদিতি পাঠস্তু সুগম এব। পুনঃ কীদৃশৈঃ ? প্রফুল্লাভির্নবমঞ্জরীভির্ললিতা মনোহরা যা বল্লর্যঃ অগ্রশাখাঃ লতা বা, তাভি-র্বেষ্টিতৈঃ। শিবং মঙ্গলরূপং, নির্বাধত্বাৎ পরম-কল্যাণকরত্বাচ্চ ॥ ১৬৮ ॥

বিকাসিসুমনোরসাস্বাদনমঞ্জুলৈঃ সঞ্চরঃ-
চ্ছিলীমুখমুখোদ্‌গতৈর্মুখরিতান্তরং ঝঙ্কৃতৈঃ।
কপোতশুকশারিকাপরভৃতাদিভিঃ পত্রিভিঃ-
বিরাণিতমিতস্ততো ভুজগশত্রুনৃত্যাকুলম্ ॥ ১৬৯ ॥

অনুবাদ—ভ্রমরসকল বিকাশোন্মুখ পুষ্পের রসাস্বাদন করিয়া চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতেছে। তাহা-দের গুঞ্জনে বৃন্দাবন মুখরিত। পারাবত, শুক, শারিকা ও কোকিলকুল সতত কলরব করিতেছে এবং ময়ূরসকল চতুর্দ্দিকে আনন্দে শাখা মেলিয়া নৃত্য করিতেছে ॥ ১৬৯ ॥

টীকা—বৃন্দাবনমেব বিশিনষ্টি—বিকাসীতি দ্বাভ্যাম্। সঞ্চরতামিতস্ততো ভ্রমতাং শিলীমুখানাং ভ্রমরাণাং মুখেভ্য উদ্‌গতৈরুত্থিতৈঃ ঝঙ্কৃতৈঃ ঝঙ্কার-শব্দৈঃ মুখরিতং মুখরতাং নীতম্ অন্তরং মধ্যং যস্য তৎ; কীদৃশৈঃ ? বিকাসিনাং সুমনসাং পুষ্পাণাং রসস্য আস্বাদনং ভ্রমরৈরবলেহনং তেন মঞ্জুলৈর্মনো-হরৈঃ বিরাণিতং শব্দায়িতম্; ভুজগশত্রোর্ময়ূরস্য নৃত্যেন আকুলং ব্যাপ্তম্ ॥ ১৬৯ ॥

কলিন্দদুহিতুশ্চলল্লহরিবিপ্রুষাং বাহিভি-
বিনিদ্রসরসীরুহোদররজশ্চয়োদ্ধূসরৈঃ।
প্রদীপিতমনোভব-ব্রজবিলাসিনী-বাসসাং,
বিলোলনবিহারিভিঃ সততসেবিতং মারুতৈঃ ॥১৭০

অনুবাদ—সেই বৃন্দাবনে যমুনাপ্রবাহের জলকণা-বাহী, বিকসিত কমলের পরাগ দ্বারা ধূসরীকৃত এবং উত্তেজিত কামভাবাপন্ন গোপরমণীদের বসন কম্পন-কারী মৃদু মৃদু পবন সতত সঞ্চারিত হইতেছে ॥১৭০

টীকা—যমুনায়াশ্চলন্তীনাং লহরীণাং বিপ্রুষঃ জলবিন্দবস্তাসাং বাহিভির্নেতৃভিঃ মারুতৈঃ সততং সেবিতম্; বিলোলনং সঞ্চলনং তদ্রূপবিহারবদ্ভিঃ; বিলোলনপরৈরনারত-নিষেবিতমিতি পাঠঃ সুগম এব। বিশেষণত্রয়েণ মারুতস্য ক্রমেণ শৈত্যসৌগন্ধ্যমান্দ্যা-ন্যুক্তানি ॥ ১৭০ ॥

প্রবালনবপল্লবং মরকতচ্ছদং বজ্রমৌক্তিক-
প্রকরকোরকং কমলরাগনানাফলম্।
স্থবিষ্ঠমখিলর্ত্তুভিঃ সততসেবিতং কামদং,
তদন্তরপি কল্পকাঙ্ঘ্রিপদমুদঞ্চিতং চিন্তয়েৎ ॥১৭১॥

অনুবাদ—ঐ বৃন্দাবনে কল্পতরুর ভাবনা করিতে হইবে। প্রবাল ঐ তরুর নূতন পাতা, নীলকান্তমণি উহার পাতা, হীরা ও মুক্তাসকল কোরক ও পদ্মরাগ-মণি নানাবিধ ফল। ঐ তরু অতীব উচ্চ ও স্থূল, অভীষ্ট তফলপ্রদ, সেখানে সর্ব্বদা সকল ঋতুই বর্ত্ত-মান। তাই সব ঋতুজাত পুষ্প তথায় যুগপৎ প্রস্ফু-টিত ॥ ১৭১ ॥

টীকা—তস্য বৃন্দাবনস্য অন্তর্মধ্যে কল্পবৃক্ষমপি চিন্তয়েৎ। প্রবালং বিদ্রুমমেব নবপল্লবং যস্য তৎ, মরকতম্ এব ছদঃ পত্রং যস্য তম্, বজ্রস্য হীরকস্য মৌক্তিকস্য চ প্রকরঃ সমূহ এব কোরকঃ পুষ্প-কলিকা যস্য তৎ, কমলরাগঃ পদ্মরাগমণিরেব নানাবিধং ফলং যস্য তৎ, স্থবিষ্ঠং স্থূলতরম্, অখিলৈঃ ষড়্‌ভিরেব ঋতুভিঃ সততং সেবিতম্, এতেন সর্ব্বদা সর্ব্বপুষ্পাঞ্চিতত্বমুক্তম্; উদঞ্চিতম্ উচ্ছ্রিতম্ ॥১৭১॥

সুহেমশিখরাবলেরুদিত-ভানুবদ্ভাস্বরা-
মধোঽস্য কনকস্থলীমমৃতশীকরাসারিণঃ।
প্রদীপ্তমণিকুট্টিমাং কুসুমরেণুপুঞ্জোজ্জ্বলাং
স্মরেৎ পুনরতন্দ্রিতো বিগতষট্‌তরঙ্গাং বুধঃ ॥১৭২॥

অনুবাদ—সুধীব্যক্তি তারপর আলস্য ত্যাগ করিয়া অমৃতবর্ষণকারী ঐ কল্পতরুর তলদেশে রত্ন-ময়ী ভূমি ভাবনা করিবেন। অতি উত্তম স্বর্ণময় শৃঙ্গশ্রেণীর নিকট সমুদিত সূর্য্য-আভা ঐ ভূমির আভাও

তথায় মণি-নির্ম্মিত কুট্টিম শোভা পাইতেছে। পুষ্প-রাশির পরাগসমূহনিপতিত হওয়াতে ঐ স্থান সমুজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে। সংসার সাগরের ছয় তরঙ্গ অর্থাৎ শোক, মোহ, জরা, মৃত্যু, ক্ষুধা ও পিপাসা সেখানে নাই ॥ ১৭২ ॥

টীকা—অমৃতশীকরাসারিণঃ অমৃতবিন্দুবর্ষিণোঽস্য কল্পকাঙিঘ্রপস্যাধঃ কনকস্থলীং চিন্তয়েৎ। 'শীকরা-স্রাবিণঃ' ইতি পাঠেঽপি তথৈবার্থঃ। কীদৃশীম্? সুহেম্নঃ শোভনসুবর্ণস্য শিখরং শৃঙ্গং, তস্য আবলিঃ পঙ্‌ক্তিস্তস্যাঃ সকাশাদুদিতো যো ভানুস্তদ্বৎ ভাস্বরাং দেদীপ্যমানম্; যদ্বা, সুহেমময়ী শিখরাবলিঃ শাখা-পঙ্‌ক্তির্যস্য তস্যেতি কল্পকাঙিঘ পস্যৈব বিশেষণম্। পুনঃ কীদৃশম্? প্রদীপ্তৈর্দেদীপ্যমানৈর্মণিভিঃ পদ্ম-রাগাদিভিঃ কুট্টিমং রত্নবদ্ধভূমির্যাস্যাস্তাম্; অতন্দ্রিতঃ অনলসঃ, বিগতা দূরীভূতা ষট্‌তরঙ্গা ঊর্ম্ময়ো যস্যা-স্তাম্; শোকমোহৌ জরামৃত্যুঃ ক্ষুত্তৃট্‌ চেতি ষড়ূর্ম্ময়ঃ ॥ ১৭২ ॥

———

তদ্রত্নকুট্টিমনিবিষ্টমহিষ্ঠযোগ-
পীঠেঽষ্টপত্রমরুণং কমলং বিচিন্ত্য।
উদ্যদ্বিরোচনসরোচিরমুষ্য মধ্যে।
সঞ্চিন্তয়েৎ সুখনিবিষ্টমথো মুকুন্দম্ ॥১৭৩॥

অনুবাদ—ঐ রত্নকুট্টিমে সংস্থিত একখানি শ্রেষ্ঠ যোগাসনে অরুণবর্ণ অষ্টদলপদ্ম ভাবনা করিতে হইবে। তৎপরে চিন্তা করিবে যে উহার মধ্যভাগে উদয়োন্মুখ ভাস্করের মত প্রভাশালী শ্রীকৃষ্ণ সুখে অব-স্থান করিতেছেন ॥ ১৭৩ ॥

টীকা—তস্যাঃ কনকস্থল্যা যদ্রত্নকট্টিমং রত্নবদ্ধ-ভূভাগঃ তস্মিন্নিবিষ্টং স্থিতং যৎ মহিষ্ঠং মহত্তরং যোগপীঠং তস্মিন্, কীদৃশং কমলম্? উদ্যতো বিরোচনস্য রবেঃ সরোচিঃ সমানপ্রভম্, অতএবারু-ণম্; অমুষ্য কমলস্য মধ্যে সুখনিবিষ্টং সুখমাসী-নম্; যদ্বা, কুট্টিম-নিবিষ্টেত্যত্র নিবিষ্ট-শব্দার্থানু-সারেণাত্রাপি সুখস্থিতমিত্যর্থঃ। বিলম্বমানসন্তানক-প্রসব-দামেত্যগ্রে বক্ষ্যমাণমালাবিলম্বমানতায়াঃ তথা মৎস্যাঙ্কুশেতিবর্ণয়িষ্যমাণ-ভক্তজনৈকাশ্রয়-শ্রীচরণ-কমল-সন্দর্শনাসম্পত্তেশ্চ। অতএব তৃতীয়স্কন্ধে (২৮। ২৯)—'স্থিতং ব্রজন্তমাসীনং শয়ানং বা গুহাশয়ম্' ইত্যত্র মুখ্যত্বাভিপ্রায়েণাদৌ স্থিতমিতি শ্রীকপিলদেবেন নির্দ্দিষ্টম্; সম্মোহনতন্ত্রে চ শ্রীশিবেনোক্তম্—'বেণুং গৃহীত্বা হস্তাভ্যাং মুখে সংযোজ্য সংস্থিতম্' ইতি; সম্যক্‌ত্রিভঙ্গললিতং স্থিতমিত্যর্থঃ। যতস্তত্র তেনৈ-বোক্তম্—'তিষ্ঠন্তং দেবদেবেশং ত্রিভঙ্গ-ললিতা-কৃতিম্' ইতি; অতএবোক্তং শ্রীবিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে—'গোপালপ্রতি-মাং কুর্য্যাদ্বেণুবাদনতৎপরাম্; বর্হাপীড়াং ঘনশ্যামাং দ্বিভুজামূর্দ্ধসংস্থিতাম্' ইতি ॥ ১৭৩ ॥

———

সুত্রামরত্নদলিতাঞ্জনমেঘপুঞ্জ-
প্রত্যগ্রনীল-জলজন্মসমানভাসম্।
সুস্নিগ্ধনীল-ঘনকুঞ্চিতকেশজালং
রাজন্মনোজ্ঞ-শিতিকণ্ঠশিখণ্ডচূড়ম্ ॥ ১৭৪ ॥
রোলম্বলালিত সুরদ্রুমসূনকল্পি-
তোত্তংসমুৎকচ-নবোৎপলকর্ণপূরম্।
লোলালক-স্ফুরিতভালতলপ্রদীপ্ত-
গোরোচনাতিলকমুচ্চলচিল্লিমালম্ ॥ ১৭৫ ॥

অনুবাদ—তাঁহার কান্তি ইন্দ্রনীলমণি, মর্দ্দিত অঞ্জন, নবীন মেঘপুঞ্জ এবং নবনীলোৎপলসদৃশ এবং তাঁহার কেশপাশ সুচিক্কণ কৃষ্ণবর্ণ ঘন ও আকুঞ্চিত, তাঁহার চূড়ায় মনোহর ময়ূরপুচ্ছ শোভা পাইতেছে। তিনি ভ্রমরকুলসেবিত কল্পবৃক্ষপ্রসূনে নির্ম্মিত ভূষণ-ধারী। বিকসিত নবপল্লব তাঁহার কর্ণপূর, আর চঞ্চল অলকশোভিত তদীয় ললাটফলকে গোরচনা-নির্ম্মিত তিলক শোভা পাইতেছে। তাঁহার ভ্রূলতাযুগল যেন নৃত্য করিতেছে ॥ ১৭৪-১৭৫ ॥

টীকা—শ্রীমুকুন্দমেব বিশিনষ্টি—সুত্রামেতি পঞ্চ-বিংশতিভিঃ। সুত্রামরত্নম্ ইন্দ্রনীলমণিঃ, দলিতাঞ্জ-নং, ঘৃষ্টকজ্জলং, প্রত্যগ্রং নবং, নীলজলজন্ম উৎ-পলম্, তৈঃ সমানা ভাঃ কান্তির্যস্য তম্; রাজৎ শোভমানং, মনোজ্ঞং শিতিকণ্ঠশিখণ্ডং ময়ূরপিচ্ছং, তেন চূড়া মৌলিঃ যস্য তম্; যদ্বা তদেব চূড়ায়াং যস্য তম্। কুচিচ্চ কেশজালরাজদিতি সমস্তপাঠঃ ॥ ১৭৪ ॥

টীকা—রোলম্বৈর্ভ্রমরৈর্লালিতং প্রীত্যা সেবিতং, সুরদ্রুমপ্রসূনং পারিজাত-পুষ্পং, তেন কল্পিতঃ রচিতঃ

উত্তংসঃ শিরোভূষণং যেন তম্ ; উচ্চলে উদ্গতে নৃত্যন্ত্যৌ বা চিল্লিমালে জ্বলতে যস্য তম্ ॥ ১৭৫ ॥

আপূর্ণশারদগতাঙ্কশশাঙ্কবিম্ব-
কান্তাননং কমলপত্রবিশালনেত্রম্ ।
রত্নস্ফুরন্মকরকুণ্ডলরশ্মিদীপ্ত-
গণ্ডস্থলীমুকুরমুন্নতচারুনাসম্ ॥ ১৭৬ ॥

অনুবাদ—তাঁহার বদনমণ্ডল সম্পূর্ণ কলঙ্ক বিহীন শারদীয় চন্দ্রের মত মনোরম, নেত্রদ্বয় পদ্মপত্রের ন্যায় বিশাল, দর্পণতুল্য অর্থাৎ নির্ম্মল গণ্ডস্থল মণিময় মকরকুণ্ডলে সমুদ্ভাসিত, নাসিকা উন্নত ও মনোরম ॥ ১৭৬ ॥

টীকা—আপূর্ণং শারদঞ্চ গতাঙ্কঞ্চ নিষ্কলঙ্কং যচ্ছশাঙ্ক-বিম্বং চন্দ্রমণ্ডলং, তস্মাদপি কান্তং সুন্দর-মাননং যস্য তম্ ॥ ১৭৬ ॥

সিন্দূরসুন্দরতরাধরমিন্দুকুন্দ-
মন্দারমন্দহসিতদ্যুতিদীপিতাঙ্গম্ ।
বন্যপ্রবালকুসুমপ্রচয়াবকৢপ্ত-
গ্রৈবেয়কোজ্জ্বল-মনোহরকম্বুকণ্ঠম্ ॥ ১৭৭ ॥

অনুবাদ—তাঁহার নিম্ন ওষ্ঠ সিন্দূর হইতেও অধিক সুন্দর। সর্ব্বাঙ্গ চন্দ্র, কুন্দ-কুসুম ও মন্দারপুষ্প সদৃশ শুভ্র মৃদুহাস্যে সমুজ্জ্বলিত। কণ্ঠ নবপল্লব ও পুষ্প দ্বারা বিরচিত ভূষণে তাঁহার কম্বু-কণ্ঠ শোভিত ॥ ১৭৭ ॥

টীকা—প্রচলার্কক্‌প্তেতি পাঠে প্রচলা'র্কা ময়ূর-পিচ্ছম্ ॥ ১৭৭ ॥

মত্তভ্রমদ্ভ্রমরজুষ্ট-বিলম্বমান-
সন্তানকপ্রসবদামপরিষ্কৃতাংসম্ ।
হারাবলী-ভগণ-রাজিতপীবরোরো-
ব্যোমস্থলী-ললিতকৌস্তুভভানুমন্তম্ ॥ ১৭৮ ॥

অনুবাদ—স্কন্ধদ্বয় চঞ্চল - মত্ত-ভ্রমর-সেবিত আপাদলম্বি - কল্পকুসুম মালায় দেদীপ্যমান। হারাবলীরূপ তারাগণে শোভমান। তদীয় বক্ষঃ-স্থলরূপ নভোমণ্ডলে মনোহর কৌস্তুভরূপ সূর্য্য দীপ্তি পাইতেছে ॥ ১৭৮ ॥

টীকা—মত্তৈর্ভ্রমদ্ভির্ভ্রমরৈর্জুষ্টং সেবিতং, বিলম্ব-মানম্ আপাদলম্বি ; পাঠান্তরে সুরভি সুগন্ধি অবালং চাম্লানং যৎ সন্তানক-প্রসবদাম কল্পবৃক্ষপুষ্পমালা, তেন পরিষ্কৃতৌ অলঙ্কৃতৌ অংসৌ যস্য তম্ ; হারাব-ল্যেব ভগণঃ নক্ষত্রবর্গস্তেন, রাজিতং শোভিতং পীব-রং পীনম্ উরঃ বক্ষ এব ব্যোমস্থলী, তয়া লসিতঃ শোভিতঃ কৌস্তুভ এব ভানুঃ সূর্য্যস্তদ্‌যুক্তম্ ॥ ১৭৮॥

শ্রীবৎসলক্ষণ-সুলক্ষিতমুন্নতাংস-
মাজানুপীনপরিবৃত্ত-সুজাতবাহুম্ ।
আবন্ধুরোদরমুদারগভীরনাভিং
ভৃঙ্গাঙ্গনানিকরমঞ্জুলরোমরাজিম্ ॥ ১৭৯ ॥
নানামণি-প্রঘটিতাঙ্গদকঙ্কণোর্ম্মি-
গ্রৈবেয়সারসন-নূপুরতুন্দবন্ধম্ ।
দিব্যাঙ্গরাগপরিপিঞ্জরিতাঙ্গযষ্টি-
মাপীতবস্ত্রপরিবীতনিতম্ববিম্বম্ ॥ ১৮০ ॥

অনুবাদ—তিনি শ্রীবৎসচিহ্নদ্বারা সুলক্ষিত, উন্নত স্কন্ধ তাঁহার আজানুলম্বিত বাহুদ্বয় সুগোল, সুন্দর ও সুপুষ্ট। উদর ঈষৎ উন্নত ও নত, প্রশস্ত ও সুগভীর নাভি এবং রোমরাজি দেখিতে ভ্রমরাঙ্গনাশ্রেণীর মত সুন্দর। তাঁহার অঙ্গদ, কঙ্কণ, মুদ্রিকা, কণ্ঠালংকার, রসনা, নূপুর ও কটিবন্ধনে ব্যবহৃত স্বর্ণডোরী বিবিধ মণিখচিত। দেহ দিব্য অঙ্গরাগে বিবিধ বর্ণবিশিষ্ট। নিতম্বভাগ পীতবসনে ভূষিত ॥ ১৭৯-১৮০ ॥

টীকা—শ্রীবৎসলক্ষণেন সুলক্ষিতম্ প্রব্যঞ্জিতম্ জানুপর্য্যন্তব্যাপিনৌ পীনৌ চ পরিবৃত্তৌ চ ক্রমবলিতৌ সুজাতৌ সুকুমারৌ নির্দোষৌ বাহূ যস্য তম্ ; আব-ন্ধুরং নিম্নোন্নতম্ অতিশয়েন ভদ্রং বা উদরং যস্য তম্ ॥ ১৭৯ ॥

টীকা—নানামণিভিঃ প্রকর্ষেণ ঘটিতাঃ কল্পিতা অঙ্গদাদয়ো যস্য তম্, তত্র উর্ম্মিমুদ্রিকা, সারসনং রসনা, তুন্দবন্ধঃ উদরবন্ধনার্থ-সুবর্ণডোরকম্ ; দিব্যো-রঙ্গরাগৈরনু-লেপনৈঃ পরিপিঞ্জরিতা নানাবর্ণতাং নীতা অঙ্গযষ্টির্য্যস্য তম্ ॥ ১৮০ ॥

চারূরুজানুমনুবৃত্তমনোজ্ঞজঙ্ঘং
কান্তোন্নতপ্রপদ-নিন্দিতকূর্ম্মকান্তিম্ ।
মাণিক্যদর্পণলসন্নখরাজিরাজ-
দ্রক্তাঙ্গুলিচ্ছদনসুন্দরপাদপদ্মম্ ॥ ১৮১ ॥

অনুবাদ—তাঁহার উরু ও জানু মনোহর, জঙ্ঘা সুন্দররূপে বিস্তৃত ও কমনীয় এবং উন্নত পাদাগ্রভাগ কূর্ম্মের কান্তিরও নিন্দাকারী। নখসমূহ মণি-মাণিক্য রচিত মুকুর হইতেও সমুজ্জ্বল। সেই নখ-রাজি দ্বারা শোভমান রক্তাঙ্গুলিস্বরূপ—পত্রগুচ্ছে তাঁহার পদযুগল শোভা পাইতেছে ॥ ১৮১ ॥

টীকা—মাণিক্যময়দর্পণেভ্যোঽপি বিলসতাং শোভমানানাং নখানাং রাজিস্তয়া রাজন্ত্যো রক্তাঙ্গুলয়ঃ তাশ্ছদাঃ পত্রাণি, তৈ সুন্দরে পাদপদ্মে যস্য তম্; রত্নেতি পাঠঃ সুগমঃ ॥ ১৮১ ॥

মৎস্যাঙ্কুশারদরকেতুযবাব্জবজ্র-
সংলক্ষিতারুণকরাঙ্ঘ্রিতলাভিরামম্ ।
লাবণ্যসারসমুদায়-বিনির্ম্মিতাঙ্গ-
সৌন্দর্য্যনির্জ্জিত-মনোভবদেহকান্তিম্ ॥১৮২॥

অনুবাদ—উজ্জ্বল অরুণবর্ণ হস্তপদতলে—মৎস্য, অঙ্কুশ, চক্র, শঙ্খ, ধ্বজ, যব, পদ্ম ও বজ্রের চিহ্নযুক্ত হওয়ায় তাঁহার সৌন্দর্য্য বহুগুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। লাবণ্যের সারসর্ব্বস্ব দ্বারা নির্ম্মিত তাঁহার দেহ সৌন্দর্য্য মীনকেতন কামদেবের দেহ কান্তিকে নির্জ্জিত করিয়াছে ॥ ১৮২ ॥

টীকা—মৎস্যাদিভীরেখাত্মকৈশ্চিহ্নৈঃ সংলক্ষিতম্ অরুণতরং চাতিরক্তম্ অঙ্ঘ্রিতলম্; করাঙ্ঘ্রীতি পাঠে অরুণং করাঙ্ঘ্যাস্তলং, তেন অভিরামং মনো-রমম্; আরং চক্রং, দরঃ শঙ্খঃ। নির্জ্জিতেত্যত্র নির্ধু-তেতি ক্বচিৎ পাঠঃ। কান্তিঃ শোভা ॥ ১৮২ ॥

আস্যারবিন্দ-পরিপূরিতবেণুরন্ধ্র-
লোলৎকরাঙ্গুলি-সমীরিতদিব্যরাগৈঃ ।
শশ্বদ্দ্রবীকৃতবিকৃষ্টসমস্তজন্তু-
সন্তানসন্ততিমনন্তসুখাম্বুরাশিম্ ॥ ১৮৩ ॥

গোভির্ম্মুখাম্বুজবিলীন-বিলোচনাভি-
রূধোভরস্খলিত-মন্থরমন্দগাভিঃ ।
দন্তাগ্রদষ্ট-পরিশিষ্ট-তৃণাঙ্কুরাভি-
রালম্বিবালধিলতাভিরথাভিবীতম্ ॥ ১৮৪॥

অনুবাদ—তারপর অনন্তসুখ-সিন্ধুস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ বদন কমলদ্বারা পরিপূরিত বংশী-ছিদ্র-সমূহে হস্তের অঙ্গুলিনিচয় চালনা করিয়া যে দিব্য রাগ-রাগিণী সকল উদ্গীরণ করিয়াছেন, তাহার দ্বারা যাবতীয় জন্তুর সন্তান-সন্ততির চিত্ত দ্রবীভূত হইয়া সমীপে আকৃষ্ট হইয়াছে। স্তনভারে ধীরগতি ধেনুগণ কর্ত্তৃক তিনি পরিবেষ্টিত। লম্বায়মান পুচ্ছযুক্ত ধেনুগণ, শ্রীমুখপদ্মে দৃষ্টি স্থির করায় তৃণাগ্রভাগ তাহাদের দাঁতে যুক্ত হইয়া রহিয়াছে ॥ ১৮৩-১৮৪ ॥

টীকা—শশ্বৎ মুহুঃ দ্রবীকৃতা আদ্রিতা বিকৃষ্টা সমাকৃষ্টা চ সমস্তজন্তুনাং সন্তানসন্ততির্বংশসমূহো যেন তম্ ॥ ১৮৩ ॥

টীকা—অথানন্তরং গোভিঃ অভিতো বীতং বেষ্টিতম্; উধোভরেণ স্তন-গৌরবেণ স্খলিতং মন্থ-রং চালসং মন্দঞ্চ যথা স্যাত্তথা, অভিতো গচ্ছন্তী-ভিরিত্যর্থঃ; বালধিঃ পুচ্ছম্ ॥ ১৮৪ ॥

সপ্রস্রবস্তন-বিচূষণপূর্ণনিশ্চ-
লাস্যাবটক্ষরিত-ফেনিলদুগ্ধমুগ্ধৈঃ ।
বেণুপ্রবর্ত্তিতমনোহর-মন্দ্রগীত-
দত্তোচ্চকর্ণযুগলৈরপি তর্ণকৈশ্চ ॥ ১৮৫ ॥

অনুবাদ—নবপ্রসূত বৎসগণও তাঁহাকে বেষ্টন করিতেছে। ঐসকল বৎস দন্ত এবং ওষ্ঠ দ্বারা আক-র্ষণ করিয়া স্তনদুগ্ধ পানকালে তাহাদের মুখবিবর দুগ্ধফেন পূর্ণ হইয়া নিশ্চলা হইয়াছে—ইহাতে মনো-রম শোভার সৃষ্টি হইয়াছে। আর বংশী হইতে নির্গত মনোহর গম্ভীর গীতস্বর তাহারা কর্ণযুগল উন্নত করিয়া একমনে শ্রবণ করিতেছে ॥ ১৮৫ ॥

টীকা—তর্ণকৈর্নূতনবৎসৈশ্চাভিবীতমিত্যন্বয়ঃ; এবমগ্রেঽপি। কীদৃশৈঃ ?—প্রস্রবো দুগ্ধক্ষরণং তৎ সহিতস্য স্তনস্য বিচূষণং দন্তৌষ্ঠেনাকৃষ্য পানং, তেন পূর্ণো দুগ্ধভৃতো নিশ্চলশ্চ আস্যাবটো মুখবিবরং, তস্মাৎ ক্ষরিতং যৎ ফেনিলং ফেনময়ং দুগ্ধং, তেন

মৃষ্টৈঃ সুন্দরৈঃ ; মন্দ্রো গম্ভীরধ্বনিঃ ; কৃচিন্মন্দেতি পাঠঃ ॥ ১৮৫ ॥

প্রত্যগ্রশৃঙ্গ-মৃদুমস্তক-সম্প্রহার-
সংরম্ভবল্গন-বিলোলখুরাগ্রপাতৈঃ ।
আমেদুরৈর্বহুলসাস্নগলৈরুদগ্র-
পুচ্ছৈশ্চ বৎসতর-বৎসতরীনিকায়ৈ ॥১৮৬॥

অনুবাদ—সুস্নিগ্ধ, হৃষ্টপুষ্ট বাছুর বাছুরীও (যাহারা দুধ খাওয়া ছাড়িয়াছে) তাঁহার চতুর্দ্দিকে একত্রিত হইতেছে। তাহাদের পুচ্ছভাগ উন্নত ও গলায় স্থূল গলকম্বল শোভমান। মাথায় নূতন শৃঙ্গ উঠিতেছে, আগমন সময়ে তাহারা মাথায় মাথায় ঠোকাঠুকি করিতেছে, এই ভাবে লড়াই করিতে থাকায় চঞ্চল ও ইতস্ততঃ দৌড়াদৌড়ি করিতেছে ॥ ১৮৬ ॥

টীকা—প্রত্যগ্রং নবং শৃঙ্গং যস্মিন্, তেন মৃদুনা মস্তকেন সংপ্রহারঃ অন্যেন সহ যুদ্ধে অভিঘাত-স্তস্মিন্ বা অন্যেন প্রহারস্তেন সংরম্ভঃ ক্রোধস্তস্মিন্ আবেশো বা, তেন বল্গনম্ ইতস্ততো বিচলনং, তেন বিলোলঃ খুরাগ্রপাতো যেষাং তৈঃ ; আমেদুরৈঃ সুস্নিগ্ধৈঃ পুষ্টৈরিতি বা, বহুলা স্থূলা সাস্না গলকম্বলো যস্মিন্ তাদৃশো গলো যেষাং তৈঃ ; বৎস এব স্তন-পানাবস্থামতিক্রান্তো বৎসতরঃ, 'ত্রৈবার্ষিকো বলীবর্দ্দঃ' ইতি কেচিৎ, তাদৃশ্যেব বৎসতরী, তয়োর্নিকায়ৈঃ সমূহৈশ্চাভিবীতম্ ॥ ১৮৬ ॥

হম্বারব-ক্ষুভিত-দিগ্বলয়ৈর্মহদ্ভি-
রপ্যুক্ষভিঃ পৃথু ককুদ্ভরভার-খিন্নৈঃ ।
উত্তম্ভিতশ্রুতিপুটী-পরিবীতবংশ-
ধ্বানামৃতোদ্ধত-বিকাশি-বিশালঘোণৈঃ ॥১৮৭॥

অনুবাদ—ককুদ ভারাক্রান্ত বৃহৎ বৃহৎ ষণ্ডগুলি হাম্বারবে চতুর্দ্দিক পরিপূর্ণ করিয়া ধীর গতিতে আসিয়া তাঁহাকে ঘিরিয়া ধরিতেছে এবং বংশীস্বররূপ অমৃতরসে তাহাদের কর্ণবিবর পূর্ণ হওয়ায় ঐ সকল ষণ্ডগুলির নাসিকারন্ধ্র বিস্ফারিত ও উচ্চীকৃত হইয়াছে ॥ ১৮৭ ॥

টীকা—উক্ষভিঃ বৃষৈরপ্যভিবীতম্ ; পৃথুককুদ্ভর এব ভারস্তেন খিন্নৈরলসৈঃ ; উত্তম্ভিতয়া উর্দ্ধীকৃত্য স্তব্ধতাং প্রাপিতয়া শ্রুতিপুট্যা পরীবীতং যৎ শ্রীকৃষ্ণ-বংশধ্বানামৃতং তস্মিন্ উদ্ধতা উত্তটা, তেন বা উর্দ্ধী-কৃতা বিকাশিনী চ প্রস্ফুটপুটা বিশালা ঘোণা নাসা যেষাং তৈঃ ॥ ১৮৭ ॥

গোপৈঃ সমানগুণশীল-বয়োবিলাস-
বেশৈশ্চ মূর্চ্ছিতকলস্বন-বেণুবীণৈঃ ।
মন্দ্রোচ্চতারপটু-গানপরৈর্বিলোল-
দোর্বল্লরীললিতলাস্য-বিধানদক্ষৈঃ ॥ ১৮৮ ॥

অনুবাদ—সমান-গুণশীল বয়সবেশদ্বারা ভূষিত গোপসখাগণ আসিয়া তাঁহার চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিতেছেন। তাঁহারা বিভিন্ন রাগ-রাগিণীতে মধুর ও অনুচ্চ বেণু ও বীণা বাজাইতেছেন, একমনে তান সহকারে সুব্যক্ত গান করিতেছেন এবং সুন্দররূপে বাহুলতা বিস্তৃত করিয়া সুন্দর নৃত্য করিতেছেন ॥ ১৮৮ ॥

টীকা—গোপৈশ্চাভিবীতম্ ; গুণাঃ করুণাদয়ঃ, শীলং স্বভাবো জগদানন্দকত্বাদি, মূর্চ্ছিতঃ মূর্চ্ছনাং প্রাপিতঃ কলস্বনঃ মধুরাস্ফুটধ্বনিঃ ; স্বরেতি পাঠে মধুরাস্ফুটরাগো যস্মিন্ তাদৃশো বেণুর্বীণা চ যেষাং তৈঃ ; মূর্চ্ছনা চোক্তা—'স্বরঃ সংমূর্চ্ছিতো যত্র রাগ-তাং প্রতিপদ্যতে। মূর্চ্ছনামিতি তাং প্রাহুঃ কবয়ো গ্রামসম্ভবাম্। সপ্তস্বরাস্ত্রয়ো গ্রামা মূর্চ্ছনাস্ত্বেকবিংশতিঃ' ইতি। মন্দ্রোচ্চতারৈর্ধ্বনিভেদৈঃ পটু ব্যক্তং যদ্‌গানং তৎপরৈঃ ; লাস্যং নৃত্যম্ ॥ ১৮৮ ॥

জঙ্ঘান্তপীবর-কটীরতটীনিবদ্ধ-
ব্যালোল-কিঙ্কিণিঘটারটিতৈরটদ্ভিঃ ।
মুগ্ধৈস্তরক্ষুনখকল্পিত-কণ্ঠভূষৈ-
রব্যক্তমঞ্জুবচনৈঃ পৃথুকৈঃ পরীতম্ ॥১৮৯॥

অনুবাদ—অস্ফুট মধুরভাষী শিশুগণও তাঁহার চারিপাশে আছে। তাহাদের কোমরে বাঁধা কিঙ্কিণীর শব্দ উঠিতেছে। তাহাদের গলায় ব্যাঘ্রনখের অলংকার শোভা পাইতেছে ॥ ১৮৯ ॥

টীকা—পৃথুকৈর্বালকৈঃ পরীতং বেষ্টিতম্ ;

কীদৃশৈঃ ? জঙ্ঘান্তে পীবরকটীরতট্যাং চ পীনকটী-স্থল্যাং নিবদ্ধা চ ব্যালোলা চ কিঙ্কিণীনাং ঘটা সমূহঃ, তস্যাঃ রটিতৈঃ শব্দৈঃ কৃত্বা রটদ্ভিঃ শব্দায়মানৈঃ ; তরক্ষুর্ব্যাঘ্রঃ ॥ ১৮৯ ॥

অথ সুললিত-গোপসুন্দরীণাং
পৃথু-নিবিবীষ-নিতম্বমন্থরাণাম্ ।
গুরু-কুচভর-ভঙ্গুরাবলগ্ন-
ত্রিবলিবিজৃম্ভিত-রোমরাজিভাজাম্ ॥ ১৯০ ॥

অনুবাদ—মনোহারিণী গোপসুন্দরীগণ চতুর্দ্দিকে তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া একাগ্রচিত্তে সেবা করিতেছেন। উঁহারা স্থুল বিশাল নিতম্বভারে মন্থরগতি, গুরুতর কুচভরে আনমিত, তাঁহাদের কটিভাগের ত্রিবলিরেখাতে রোমরাজি শোভা পাইতেছে ॥ ১৯০ ॥

টীকা—অথেত্যানন্তর্য্যে মাঙ্গল্যে বা ; সুললিতানাং পরমমনোহরাণাং গোপীসুন্দরীণাং আলিভিঃ পঙ্‌ক্তিভিঃ সমন্তাৎ সর্ব্বতঃ সততং নিতরাং সেবিতমিতি অষ্টমশ্লোকেনান্বয়ঃ ; তা এব বিশিনষ্টি—পৃথ্বাদিনা করাম্বুজানামিত্যন্তেন পাদদ্বয়োনশ্লোকাষ্টকেন। নিবিবীষং নিবিড়ম্ ; অবলগ্নং মধ্যদেশঃ ॥ ১৯০ ॥

তদতিমধুরচারুবেণুবাদ্যা-
মৃতরস-পল্লবিতাঙ্গজাঙ্ঘ্রিপাণাম্ ।
মুকুলবিসররম্য-রূঢ়রোমোদ্-
গমসমলঙ্কৃত-গাত্রবল্লরীণাম্ ॥ ১৯১ ॥

অনুবাদ—শ্রীকৃষ্ণের মনোহর বেণুবাদনরূপ অমৃতরসসিক্ত হইয়া সেই গোপীগণের মদনবৃক্ষ পল্লবিত হইয়া উঠিয়াছে এবং তাঁহাদের দেহলতা, ঈষৎ বিকসিত কলিকাসদৃশ রোম উদ্‌গমে সুশোভিত হইয়াছে ॥ ১৯১ ॥

টীকা—তস্য শ্রীকৃষ্ণস্য অতিমধুরং সুখরং চারু চ সুন্দরং বেণুবাদ্যমেবামৃতরসস্তেন পল্লবিতো বিস্তারিতোঽঙ্গজাঙ্ঘ্রিপঃ কামবৃক্ষো যাসাং তাসাম্। অঙ্গজাঙ্ঘ্রিপস্যেতি পাঠে পরেণ সম্বন্ধঃ। মুকুলবিসরঃ কুটমলসমূহস্তদ্বদ্রম্যঃ রূঢ়শ্চ জাতো যো রোমোদ্‌গমঃ পুলকং, তেন সম্যগলঙ্কৃতা গাত্রবল্লরী দেহলতা যাসাম্ ॥ ১৯১ ॥

তদতিরুচির-মন্দহাসচন্দ্রা-
তপপরিজৃম্ভিত-রাগবারিরাশেঃ ।
তরলতর-তরঙ্গভঙ্গবিপ্রুট্-
প্রকরসম-শ্রমবিন্দুসন্ততানাম্ ॥ ১৯২ ॥

অনুবাদ—সেই নন্দনন্দনের সুমধুর স্মিতহাস্যরূপ চন্দ্রকিরণে সমুদ্রের মত গোপীগণের অনুরাগ স্ফীত হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহাদের গাত্রে শ্রমজনিত স্বেদ-বিন্দুগুলি যেন অনুরাগসমুদ্রের তরল-তরঙ্গের জল-কণা সদৃশ বোধ হইতেছে ॥ ১৯২ ॥

টীকা—তস্য শ্রীকৃষ্ণস্য অতিরুচিরো মন্দহাস এব চন্দ্রস্যাতপো রশ্মিস্তেন পরিজৃম্ভিতস্য বিবর্দ্ধিতস্য রাগবারিরাশেঃ প্রেমসমুদ্রস্য যে তরলতরা অতি-চঞ্চলাস্তরঙ্গা উর্ম্মি-কল্লোলাস্তরঙ্গপরম্পরা বা, তেষাং বিপ্রুষো জলন্দিবরস্তাসাং প্রকরঃ সমূহস্তেন সমাস্তুল্যা যে শ্রমোৎপন্নস্বেদবিন্দবস্তৈঃ সন্ততানাং ব্যাপ্তানাম্। প্রসরেতি পাঠেঽপি স এবার্থঃ ; সন্ততীনামিতি পাঠে শ্রমবিন্দুনাং সন্ততিঃ পরম্পরা যাসাম্ ॥ ১৯২ ॥

তদতিললিত-মন্দচিল্লিচাপ-
চ্যুতনিশিতেক্ষণ-মারবাণবৃষ্ট্যা ।
দলিতসকলমর্ম্ম-বিহ্বলাঙ্গ-
প্রবিসৃত-দুঃসহ-বেপথুব্যথানাম্ ॥ ১৯৩ ॥

অনুবাদ—শ্রীকৃষ্ণের অতিমনোহর আয়ত ভ্রূধনু হইতে কটাক্ষরূপ তীক্ষ্ণ কামশরসমূহ বর্ষিত হইয়া গোপরমণীদিগের মর্ম্মস্থল বিদলিত করিতেছে। তাই তাঁহাদের অঙ্গ অবশ ও সর্ব্বাঙ্গে দুঃসহ কম্পযাতনা উপস্থিত হইয়াছে ॥ ১৯৩ ॥

টীকা—তস্য শ্রীকৃষ্ণস্য অতিললিতা পরমমনোহরা মোহনা মন্দা চ আয়তাপ্রগল্‌ভা বা যা চিল্লির্ভ্রূঃ সৈব চাপঃ, তস্মাৎ চ্যুতঃ নিশিতশ্চ তীক্ষ্ণ ঈক্ষণমারবাণঃ কটাক্ষরূপঃ কামশরঃ, তস্যা বৃষ্ট্যা, দলিতসকলমর্ম্মসু অতএব বিহ্বলেষু অঙ্গেষু প্রবিসৃতা বিস্তৃতা দুঃসহা বেপথুরূপা বেদনা যাসাম্ ॥ ১৯৩ ॥

তদতিসুভগকম্র-রূপশোভাঽ-
মৃতরসপানবিধান-লালসাভ্যাম্ ।
প্রণয়সলিলপূরবাহিনীনা-
মলসবিলোল-বিলোচনাম্বুজাভ্যাম্ ॥ ১৯৪ ॥

অনুবাদ—ব্রজগোপীদিগের অলস চঞ্চল নয়ন-সমূহ শ্রীকৃষ্ণের শ্রেষ্ঠ শোভনীয় বস্তুসকল হইতেও উৎকৃষ্ট কমনীয় রূপামৃতপান করিবার নিমিত্ত লালসা করিতেছে। এইপ্রকার নয়নে তাঁহারা প্রণয়বারি বহন করিতেছেন ॥ ১৯৪ ॥

টীকা—অলসাভ্যাং লজ্জাদিনার্দ্ধমীলিতাভ্যাং বিলোলাভ্যাঞ্চ বিশিষ্টলোচনাম্বুজাভ্যাং কৃত্বা প্রেমজল-প্রবাহবহনশীলানাম্। কথম্ভূতাভ্যাম্? তস্য শ্রীকৃষ্ণস্য অতিসুভগাৎ পরমকমনীয়াদপি কম্রং কমনীয়ং রূপং, তস্য শোভা কৈশোরে নবযৌবনোদ্ভেদে শ্রীঃ সৈব; যদ্বা, তদেব শোভাযুক্তামৃতরসস্তস্য পানবিধানে লালসা অত্যৌৎসুক্যং যয়োস্তাভ্যাম্ ॥ ১৯৪ ॥

বিস্রংসৎকবরীকলাপ-বিগলৎফুল্লপ্রসূনস্রব-
ন্মাধ্বীলম্পট-চঞ্চরীকঘটয়া সংসেবিতানাং মুহুঃ।
মারোন্মাদ-মদস্খলন্মৃদুগিরামালোলকাঞ্চ্যুচ্ছ্বস-
ন্নীবীবিশ্লথমান-চীনসিচয়ান্তাবিনিতম্বত্বিষাম্ ॥১৯৫॥

অনুবাদ—তাঁহাদের খোঁপার বাঁধন খুলিয়া যাইতেছে। তাহাতে যে সকল ফুল দেওয়া ছিল সেগুলিও মাটিতে পড়িয়া যাইতেছে, মৌমাছি সকল মধু পানের জন্য চঞ্চল হইয়া তাঁহাদিগকে ঘিরিয়া ধরিতেছে, আর কাঞ্চীদাম চঞ্চল হওয়ায় কাপড়ের গিঁঠ খুলিয়া যাইতেছে। তাঁহাদের নিতম্বশোভা লক্ষিত হইতেছে ॥ ১৯৫ ॥

টীকা—মাধ্বী মাধ্বীকং, চঞ্চরীকো ভ্রমরঃ; মারোন্মাদেন যো মদঃ মত্ততা, তেন স্খলন্তী অস্পষ্টাক্ষরা মৃদুঃ কোমলা গীর্ব্বাণী যাসাম্; উন্মাদলক্ষণং চোক্তম্—'শ্বাসপ্ররোদনোৎ - কম্পৈর্বহুধালোকনৈরপি। ব্যাপারো জায়তে যস্ত স উন্মাদঃ স্মৃতো যথা' ইতি। আলোলয়া সঞ্চলন্ত্যা কাঞ্চ্যা হেতুনা উচ্ছ্বসতী শ্লবীভবন্তী যা নীবী পরিধানবস্ত্রবন্ধস্তয়ৈব বিশ্লথমানো বিশ্লথীভবন্ চীনদেশোদ্ভবঃ সূক্ষ্মো বা সিচয়ঃ পট্ট-বস্ত্রবিশেষস্তস্যান্তে স্বরূপে আবিঃ প্রকটা নিতম্বত্বিট্ যাসাম্; 'অন্তঃ স্বরূপে বিনাশে চান্তিকেঽপি চ ইতি কোষঃ ॥ ১৯৫ ॥

স্খলিতললিত-পাদাম্ভোজ-মন্দাভিঘাত-
কণিত-মণিতুলাকোট্যাকুলাশামুখানাম্ ।
চলদধরদলানাং কুট্মলৎপক্ষ্মলাক্ষি-
দ্বয়সরসিরুহাণামুল্লসৎকুণ্ডলানাম্ ॥ ১৯৬ ॥

অনুবাদ—গোপীগণ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত নৃত্যায়মান পদকমল দ্বারা ভূমিতলে যে আঘাত করিতেছেন, তাহাতে মণিনির্ম্মিত নূপুরের শব্দে চতুর্দ্দিক প্রতিধ্বনিত হইতেছে। সেই সকল গোপীদিগের কম্পিত অধর, মুকুলিতনেত্র, সুন্দর মুখপদ্ম শোভিত এবং তাঁহারা শ্রবণপুটে দীপ্যমান কুণ্ডল ধারণ করিয়াছেন ॥ ১৯৬ ॥

টীকা—স্খলিতস্য স্খলনযুক্তস্য ললিতস্য চ পাদাম্ভোজস্য মন্দাভিঘাতেন ঈষদ্-ভূভাগপ্রহারণে কণিতঃ কৃতশব্দো মণিময়ো যস্তুলাকোটির্নূপুরং, তেন আকুলং শব্দব্যাপ্তম্ আশানাং দিশাং মুখং যাভ্যস্তাসাম্; কুট্মলং মুকুলায়মানং পক্ষ্মলঞ্চ উৎকৃষ্টপক্ষ্মযুক্তম্ অক্ষিদ্বয়সরসিরুহং যাসাম্ ॥ ১৯৬ ॥

দ্রাঘিষ্ঠশ্বসন-সমীরণাভিতাপ-
প্রম্লানীভবদরুণোষ্ঠপল্লবানাম্ ।
নানোপায়ন-বিলসৎকরাম্বুজানা-
মালীভিঃ সততনিষেবিতং সমন্তাৎ ॥ ১৯৭ ॥
তাসামায়তলোল-নীলনয়ন-ব্যাকোষনীলাম্বুজ-
স্রগ্‌ভিঃ সম্পরিপূজিতাখিলতনুং নানাবিনোদাস্পদম্।
তন্মুগ্ধাননপঙ্কজ-প্রবিগলন্মাধ্বীরসাস্বাদিনীং
বিভ্রাণং প্রণয়োন্মদাক্ষি-মধুকৃন্মালাং
মনোহারিণীম্ ॥ ১৯৮ ॥

অনুবাদ—উঁহাদিগের অতিদীর্ঘ নিঃশ্বাসবায়ুতে উত্তপ্ত ও মলিন অরুণ ওষ্ঠ-পল্লব। করকমলে বিবিধ উপায়নধৃত গোপীগণ বেষ্টিত। নীলোৎপলসদৃশ বিস্ফারিত নয়নকান্তি দ্বারা সর্ব্বাঙ্গ ভূষিত, সেই শ্রীকৃষ্ণ নিখিল আনন্দের আধার। তাঁহার নয়ন-ভৃঙ্গ প্রণয়-মদে মত্ত হইয়া গোপীদিগের মনোজ্ঞ মুখপদ্ম হইতে

ক্ষরিত মধুধারা পান করিতেছে। শ্রীগোবিন্দমনো-মোহিনী গোপীগণের নয়নপদ্মস্থিত ভ্রমরমালা ধারণ করিয়া শোভা পাইতেছেন ॥ ১৯৭-১৯৮ ॥

টীকা—দ্রাঘিষ্ঠোঽতিদীর্ঘঃ শ্বসনসমীরণঃ শ্বাস-বায়ুস্তেন অভিতাপঃ সন্তাপস্তেন প্রম্লানীভবন্ অরুণোষ্ঠপল্লবো যাসাম্ ॥ ১৯৭ ॥

টীকা—ব্যাকোষং বিকসিতম্, প্রণয়াদুন্মদে উদ্-গতমদে অক্ষিণী এব মধুকৃন্মালাভ্রমরপংক্তিঃ তাং বিভ্রাণং প্রকটয়ন্তং, শ্রীলোচনয়োরিতস্ততো বহুধা নিপতনেন সর্ব্বতো দর্শনাম্মালেত্যুক্তম্। কীদৃশীম্ ? তাসাং যন্মুগ্ধং মনোহরমাননপঙ্কজং তস্মাৎ প্রবি-গলিতো মাধ্বীরসস্য মকরন্দস্য আস্বাদনশীলাম্, অতএব মনোহারিণীম্ ॥ ১৯৮ ॥

গোপ-গোপী-পশূনাং বহিঃ
স্মরেদগ্রতোঽস্য গীর্ব্বাণঘটাম্।
বিত্তাথিনীং বিরিঞ্চিত্রিনয়নশত-
মন্যুপূর্ব্বিকাং স্তোত্রপরাম্ ॥ ১৯৯ ॥

অনুবাদ—গোপ, গোপী ও গোগণের বহির্ভাগে, শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখভাগে ব্রহ্মা, রুদ্র ও ইন্দ্র সমবিভ্যা-হারে ধনাকাঙ্ক্ষীদেবগণ তাঁহার স্তব করিতেছেন ॥

টীকা—ইদানীং ক্রমেণ বিত্ত-ধর্ম্ম-মোক্ষ-কামাখ্য-পুরুষার্থচতুষ্টয়স্য তথা সর্ব্বতঃ শ্রেষ্ঠস্য পঞ্চমপুরু-ষার্থরূপায়া ভক্তেশ্চ বাঞ্ছায়াঃ প্রদানাং দেবাদীনাং ধ্যানমাহ—গোপেতি পঞ্চভিঃ। অস্য কৃষ্ণস্য, অগ্রতঃ সম্মুখে ॥ ১৯৯ ॥

তদ্দক্ষিণতো মুনিনিকরং
দৃঢ়ধর্ম্মবাঞ্ছমাম্নায়পরম্।
যোগীন্দ্রানথ পৃষ্ঠে মুমুক্ষমাণান্
সমাধিনা সনকাদ্যান্ ॥ ২০০ ॥
সব্যে সকান্তানথ যক্ষসিদ্ধ-
গন্ধর্ব্ববিদ্যাধরচারণাংশ্চ।
সকিন্নরানপ্সরসশ্চ মুখ্যাঃ
কামাথিনো নর্ত্তনগীতবাদ্যৈঃ ॥ ২০১ ॥

অনুবাদ—ধর্ম্মের প্রতি দৃঢ়বাঞ্ছা-বিশিষ্ট ও বেদপরায়ণ মুনিগণ শ্রীকৃষ্ণের ডানদিকে এবং সমাধি-দ্বারা মুক্তিপদাকাঙ্ক্ষী সনকাদি যোগীন্দ্রগণ পিছন দিকে রহিয়াছেন। বামে সভার্য্যা যক্ষ, সিদ্ধ, গন্ধর্ব্ব, বিদ্যাধর ও চারণগণ এবং কিন্নরদিগের সহিত শ্রেষ্ঠ অপ্সরাসকল নৃত্য-গীত-বাদ্যাদিদ্বারা বাঞ্ছিত ফল প্রার্থনা করিতেছেন। ॥ ২০০-২০১ ॥

টীকা—দক্ষিণে চাস্য মুনিনিকরং স্মরেৎ। দৃঢ়া ধর্ম্মে বাঞ্ছা যস্য তম্ ॥ ২০০ ॥

টীকা—সকান্তান্ পত্নীসহিতান্ যক্ষাদীংশ্চ স্মরেৎ। কতম্ভূতান্ ? নর্ত্তনাদ্যৈঃ কামাথিনঃ নিজ-নিজাভীষ্টপ্রার্থকান্; মুখ্যাঃ শ্রেষ্ঠা উর্ব্বশ্যাদ্যা অপ্স-রসশ্চ স্মরেৎ ॥ ২০১ ॥

শঙ্খেন্দুকুন্দধবলং সকলাগমজ্ঞং
সৌদামনীততি-পিশঙ্গজটাকলাপম্।
তৎপাদপঙ্কজগতামচলাঞ্চ ভক্তিং
বাঞ্ছন্তমুজ্ঝিততরান্যসমস্তসঙ্গম্ ॥ ২০২ ॥

অনুবাদ—অতঃপর ব্রহ্মাপুত্র মুনিশ্রেষ্ঠ শ্রীনারদকে আকাশ পথে চিন্তা করিবে। তিনি শঙ্খ, চন্দ্র ও কুন্দ-পুষ্পেরন্যায় শুভ্র বর্ণ এবং নিখিল শাস্ত্রজ্ঞ। তাঁহার জটারাজি বিদ্যুৎবৎ পীতবর্ণ। তিনি বিষয়ে অনা-সক্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের চরণ-কমলে অচলা ভক্তিমাত্র প্রার্থনা করিতেছেন ॥ ২০২ ॥

টীকা—তস্য শ্রীকৃষ্ণস্য পাদপঙ্কজগতাং তদ্বিষ-য়িণীমিত্যর্থঃ। উজ্ঝিততরো নিতরাং পরিত্যক্তো-ঽন্যস্মিন্ ভক্তিব্যতিরিক্তে সমস্তে সঙ্গ আসক্তির্যেন তম্ ॥ ২০২ ॥

নানাবিধশ্রুতিগণান্বিত-সপ্তরাগ-
গ্রামত্রয়ীগত-মনোহর-মূর্চ্ছনাভিঃ।
সংপ্রীণয়ন্তমুদিতাভিরমুং মহত্যা,
সঞ্চিন্তয়েন্নভসি ধাতৃসুতং মুনীন্দ্রম্ ॥২০৩॥

অনুবাদ—এই জন্য তিনি স্বীয় 'মহতী' নাম্নী বীণার নাদ, সপ্তস্বর ও গ্রামত্রয় জনিত মূর্চ্ছনাদি উদ্ভাবন করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে তৃপ্ত করিতেছেন ॥২০৩॥

টীকা—অতএব অমুং শ্রীকৃষ্ণং মহত্যাখ্যয়া কচ্ছপিকয়া স্বকীয়বীণয়া প্রীণয়ন্তম্; কাভিঃ ?

নানাবিধঃ ষট্‌ত্রিংশদ্ভেদাত্মকো যঃ শ্রুতিগণো নাদ-সমূহস্তেনান্বিতা যে সপ্ত রাগা নিষাদাদিস্বরা মেঘ-নাদ-বসন্তাদিরাগা বা, তেষু যা গ্রামত্রয়ী গ্রামাণাং ত্রয়াণাং সমাহারস্তস্যাং গতাঃ প্রাপ্তা যা মনোহরা মূর্চ্ছনাস্তাভিঃ। কথম্ভুতাভিঃ ? উদিতাভিঃ স্বয়মেব প্রাকট্যং প্রাপ্তাভিঃ, মহত্ত্যোদিতাভিরিতি বা সম্বন্ধঃ। অতএব মুনীন্দ্রং মুনিগণ-শ্রেষ্ঠং ধাতৃসুতং শ্রীনাদং নভসি সম্যক্ চিন্তয়েৎ ॥ ২০৩ ॥

———

শ্রীগৌতমীয়তন্ত্রে—

অথ ধ্যানং প্রবক্ষ্যামি সর্ব্বপাপপ্রণাশনম্।
পীতাম্বরধরং কৃষ্ণং পুণ্ডরীকনিভেক্ষণম্ ॥ ২০৪ ॥
রক্তনেত্রাধরং রক্তপাণিপাদনখং শুভম্।
কৌস্তুভোদ্ভাসিতোরস্কং নানারত্ন-বিভূষিতম্ ॥২০৫॥
তদ্ধামবিলসন্মুক্তাবদ্ধহারোপশোভিতম্।
নানারত্নপ্রভোদ্ভাসি-মুকুটং দিব্যতেজসম্ ॥ ২০৬ ॥
হারকেয়ূর-কটককুণ্ডলৈঃ পরিমণ্ডিতম্।
শ্রীবৎসবক্ষসং চারুনূপুরাদ্যুপশোভিতম্ ॥ ২০৭ ॥
নানারত্নবিচিত্রৈশ্চ কটিসূত্রাঙ্গুরীয়কৈঃ।
বর্হিপত্র-কৃতাপীড়ং বন্যপুষ্পৈরলঙ্কৃতম্ ॥ ২০৮ ॥
কদম্বকুসুমোদ্বদ্ধ-বনমালাবিভূষিতম্।
সচন্দ্রতারকানন্দি-বিমলাম্বরসন্নিভম্ ॥ ২০৯ ॥

অনুবাদ—শ্রীগৌতমীয় তন্ত্রে সর্ব্বপাতকনাশন ধ্যান উল্লিখিত হইয়াছে—তাহা এই রূপ—তিনি পীতাম্বরধারী ও কৃষ্ণবর্ণ। তাঁহার নয়নযুগল পদ্ম-সদৃশ ও রক্তবর্ণ। তাঁহার অধর করতল, চরণতল, ও নখরাজি রক্তবর্ণ। তিনি জগন্মঙ্গলরূপ। তাঁহার বক্ষঃস্থল নানারত্ন এবং মুক্তাহারে পরিশোভিত তাঁহার বক্ষোদেশ ঐ হারের মুক্তা ও কৌস্তুভমণির ঔজ্জ্বল্যে উদ্ভাসিত। তাঁহার মুকুট নানাবিধ মণি-প্রভায় শোভিত এবং দিব্য তেজোময়। তিনি হার, কেয়ূর, কটক ও কুণ্ডলে ভূষিত। বক্ষঃস্থিত শ্রীবৎস-চিহ্ন ও মনোহর নূপুরাদি অলঙ্কার তাঁহার সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিতেছে। তিনি বিবিধ রত্নালঙ্কারে চিত্রিত এবং কটিসূত্র, অঙ্গুরীয়কসকল দ্বারা বিশেষ ভাবে ভূষিত। শিখিপিচ্ছ, বহুপ্রকার বন্যপুষ্পজ-মালা ও কদম্ব-পুষ্পে নির্ম্মিত মালায় তিনি শোভিত। সুতরাং তিনি চন্দ্র ও নক্ষত্রমালা-শোভিত সুখকর বিমল আকাশের ন্যায় শোভা পাইতেছেন ॥ ২০৪-২০৯ ॥

———

বেণুং গৃহীত্বা হস্তাভ্যাং মুখে সংযোজ্য সংস্থিতম্।
গায়ন্তং দিব্যগানৈশ্চ গোষ্ঠমধ্যগতং হরিম্ ॥ ২১০ ॥

অনুবাদ—বেণুটি দুইহাতে ধরিয়া মুখে যোজনা করতঃ গোষ্ঠ মধ্যে থাকিয়া তিনি অলৌকিক গান করিতেছেন ॥ ২১০ ॥

———

স্বর্গাদিব পরিভ্রষ্ট-কন্যাকাশতবেষ্টিতম্।
সর্ব্বলক্ষণসম্পন্নং সৌন্দর্য্যেণাভিশোভিতম্ ॥ ২১১ ॥
মোহনং সর্ব্বগোপীনাং সর্ব্বাসাঞ্চ গবামপি।
লেলিহ্যমানং বৎসৈশ্চ ধেনুভিশ্চ সমন্ততঃ ॥২১২॥
সিদ্ধগন্ধর্ব্বযক্ষৈশ্চ অপ্সরোভির্বিহঙ্গমৈঃ।
সুরাসুর-মনুষ্যৈশ্চ স্থাবরৈঃ পন্নগৈরপি ॥ ২১৩ ॥
মৃগৈর্বিদ্যাধরৈশ্চৈব বীক্ষ্যমাণং সুবিস্মিতৈঃ।
নারদেন বশিষ্ঠেন বিশ্বামিত্রেণ ধীমতা ॥ ২১৪ ॥
পরাশরেণ ব্যাসেন ভৃগুণাঙ্গিরসা তথা।
দক্ষেণ শৌনকাত্রিভ্যাং সিদ্ধেন কপিলেন চ ॥২১৫॥
সনকাদ্যৈর্মুনীন্দ্রৈশ্চ ব্রহ্মলোকগতৈরপি।
অন্যৈরপি চ সংযুক্তং কৃষ্ণং ধ্যায়েদহর্নিশম্ ॥২১৬॥

অনুবাদ—তিনি স্বর্গলোক হইতে পরিচ্যুত শত শত কন্যাসদৃশী পরমাসুন্দরী গোপকুমারীগণে পরি-বেষ্টিত রহিয়াছেন। সর্ব্বলক্ষণ সম্পন্ন ও সৌন্দর্য্য মণ্ডিত হইয়া সমুদায় গোপীগণের এবং গোপগণের আনন্দ বর্দ্ধন করিতেছেন। ধেনু ও বৎসগণ চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিয়া তাঁহাকে লেহন করিতেছে এবং সিদ্ধ, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, অপ্সরা, পক্ষী, দেব, অসুর, স্থাবর, পন্নগ, পশু, বিদ্যাধর প্রভৃতি সকলেই বিস্ময়াপন্ন হইয়া তাঁহাকে দর্শন করিতেছে। বুদ্ধিমান নারদ, বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, পরাশর, ব্যাস, ভৃগু, অঙ্গিরা, দক্ষ, শৌনক, অত্রি, সিদ্ধেশ্বর, কপিল ব্রহ্মলোকস্থ সনকাদি মুনীন্দ্রগণও অপরাপর সকলে তাঁহাকে বেষ্টন করিয়াছেন। দিবানিশি এইরূপে শ্রীকৃষ্ণকে ধ্যান করিতে হইবে ॥ ২১১-২১৬ ॥

টীকা—শুভং জগন্মঙ্গলরূপং, তস্য কৌস্তুভস্য

ধাম্না তেজসা বিলসন্তীভির্মুক্তাভিরাচ্ছন্নেন সংবেষ্টিতেন হারেণ উপশোভিতম্। মুক্তাবদ্ধেতি বা পাঠঃ। কটিসূত্রেণাঙ্গুলীয়কৈশালঙ্কৃতম্; সচন্দ্রাভিস্তারাভিরানন্দং সুখকরং যদ্বিমলম্ অম্বরং ব্যোম তৎসদৃশম্। অত্র চন্দ্রস্থানে কৌস্তুভঃ, তারাস্থানে কদম্বমালা, অম্বরস্থানে শ্রীমদ্বক্ষঃস্থলমূহ্যম্। স্বর্গাদিব পরিভ্রষ্টানাং পরমসুন্দরীণামিত্যর্থঃ; তাদৃশীনাং কন্যানাং শ্রীগোপকুমারীণাং শতেন বেষ্টিতম্; শতশব্দোঽত্রাসংখ্যত্বে ॥ ২০৪-২১১ ॥

———

সংক্ষেপেণ শ্রীসনৎকুমারকল্পেঽপি—

অব্যাস্মীলৎকলায়-দ্যুতিরহিরিপু-
পিচ্ছোল্লসৎকেশজালো,
গোপীনেত্রোৎসবারাধিত-
ললিতবপুর্গোপগোবৃন্দ-বীতঃ।
শ্রীমদ্বক্ত্রারবিন্দ-প্রতিহসিত-
শশাঙ্কাকৃতিঃ পীতবাসা,
দেবোঽসৌ বেণুনাদক্ষপিত-
জনধৃতির্দেবকীনন্দনো নঃ ॥ইতি॥২১৭॥

অনুবাদ—শ্রীসনৎকুমারকল্পেও সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে—দেবকীসুত আমাদিগকে রক্ষা করুন। বিকসিত কলায় পুষ্পসদৃশ শ্যামবর্ণ তাঁহার দেহকান্তি, কেশরাজি ময়ূরপুচ্ছশোভিত এবং গোপীগণ নয়ন-পদ্ম দ্বারা তাঁহার সুন্দর দেহ পূজা করিতেছেন। গোপ, গোগণ তাঁহাকে বেষ্টন করিতেছেন। চন্দ্রসদৃশ তাঁহার হাস্যমাখাবদনকমল, তিনি পীতবসনধারী, তাঁহার বেণুবাদনে জনগণের ধৈর্য্য রক্ষা অসম্ভব হইতেছে ॥ ২১৭ ॥

টীকা—অসৌ অনির্ব্বচনীয়মাহাত্ম্যঃ শ্রীদেবকীনন্দনো দেবঃ নঃ অস্মান্ অব্যাৎ রক্ষতু। কলায়স্য তৎপুষ্পস্যেব দ্যুতিঃ শ্যামা কান্তির্যস্য সঃ ॥ ১১৭ ॥

———

অথান্তর্যাগঃ

ধ্যাত্বৈবং ভগবন্তং তং সংপ্রার্থ্য চ যথাসুখম্।
আদৌ সংপূজয়েৎ সর্ব্বৈরুপচারৈশ্চ মানসৈঃ ॥২১৮

অনুবাদ—অনন্তর অন্তর্যাগ বা মানস পূজা—সেই শ্রীহরিকে এই ভাবে ধ্যান করতঃ যে প্রকারে মনের তৃপ্তিজন্মে সেই অনুসারে প্রার্থনা করিবার পরে সমস্ত মানসিক উপাচার দ্বারা পূজা করিবে ॥ ২১৮ ॥

(দ্রব্যের অভাবে মনে মনে বাহ্য দ্রব্যসমূহ অর্পণ করিয়া যেভাবে পূজা করা হয় সেই ভাবেই পূজা করিতে হইবে। ভক্তগণ অন্তরে এই ভাবেই শ্রীকৃষ্ণ পূজা করেন ইহাই মানসী পূজা)।

টীকা—যথাসুখমিতি যাবতাত্মমনস্তৃপ্তিঃ স্যাত্তাবতা প্রকারেণ তাবৎকালঞ্চ পূজয়েদিত্যর্থঃ। মানসৈঃ মনঃকল্পিতৈঃ ॥ ২১৮ ॥

———

লেখ্যা যে বহিরর্চ্চায়ামুপচারা বিভাগশঃ।
তে সর্ব্বেঽপ্যন্তরর্চ্চায়াং কল্পনীয়া যথারুচি ॥২১৯॥

অনুবাদ—বাহ্য পূজার দ্রব্যসমূহ পৃথক পৃথক করিয়া পরে বলা হইতেছে। উহা মানসপূজায় ও রুচি অনুসারে ব্যবহৃত হইবে ॥ ২১৯ ॥

টীকা—তে চ কতি কীদৃশাঃ কথং বার্চ্চয়িতব্যাঃ? ইত্যপেক্ষায়াং লিখতি—লেখ্যা ইতি। যে যাবন্ত ইত্যর্থঃ, বিভাগশঃ পৃথক্ পৃথক্; যথারুচীতি নিজরুচ্যনুসারেণ যাবন্তো যাদৃশা যথা চ কল্পয়িতুমুপযুজ্যন্তে, তাবন্তস্তাদৃশাস্তথৈব তে কল্পয়িতব্যা ইত্যর্থঃ। তৎপ্রকারশ্চ শ্রীনারদপঞ্চরাত্রাদৌ ব্যক্ত এবাস্তীতি বিস্তার্য্যাত্র ন লিখতিঃ ॥ ২১৯ ॥

———

অথ প্রার্থনাবিধিঃ

শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে—

স্বাগতং দেবদেবেশ সন্নিধৌ ভব কেশব।
গৃহাণ মানসীং পূজাং যথার্থ-পরিভাবিতাম্ ॥ ইতি॥

অনুবাদ—এই বিষয়ক প্রার্থনা বিধি শ্রীনারদ পঞ্চরাত্রে নিম্নরূপ ভাবে বর্ণিত হইয়াছে—হে দেবদেবেশ কেশব! আমার কাছে সুখে আসুন। আমি কপটতাহীন হইয়া আপনার পূজা করিতে প্রস্তুত। আমার এই মানসী পূজা গ্রহণ করুন ॥ ২২০ ॥

টীকা—সংপ্রার্থ্যেতি লিখিতং, কথং সংপ্রার্থ্যেতি তৎপ্রকারং তন্মন্ত্রদ্বারৈব লিখতি—স্বাগতমিতি ॥২২০

———

অথোপচারৈর্বাহ্যৈশ্চ স্বাত্মন্যেব স্থিতং প্রভুম্ ।
পূজয়ন্ স্থাপয়েদাদৌ শঙ্খং সৎসম্প্রদায়তঃ ॥ ২২১॥

অনুবাদ—অতঃপর সৎসম্প্রদায়ের আচার পদ্ধতি অনুসারে বাহ্য পূজার দ্রব্যসমূহ দ্বারা নিজ অন্তরে অবস্থিত শ্রীগোবিন্দপূজার জন্য প্রথমেই শঙ্খ স্থাপন করণীয় ॥ ২২১ ॥

(বাহ্যদ্রব্যদ্বারা নিজ অন্তরস্থিত শ্রীকৃষ্ণের পূজা করা কৃষ্ণভক্তের মত। আর, যে ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণের সহিত নিজের অভেদ স্বীকার করিয়া নিজদেহেই পূজা করে অর্থাৎ নিজ পাদাদিতেই পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করে, প্রকৃতপক্ষে তাহা কৃষ্ণভক্তের মত নহে) ॥

টীকা—পূজয়ন্ পূজয়িতুং তত্র তত্র বিবিধভেদাভিপ্রায়েণ লিখতি—সৎসম্প্রদায়ত ইতি, সৎসাম্প্রদায়িকাচারানুসারত ইত্যর্থঃ। ননু বাহ্যোপচারৈরর্চ্চনং কথমন্তর্যাগমধ্যে লিখ্যতে ? সত্যং, পূর্ব্বং মানসৈরুপচারৈরন্তঃপূজা, অধুনা চ বাহ্যৈরুপচারৈরন্তরেব স্থিতস্য পূজা, অতোঽন্তর্যাগে ইয়মপি পর্য্যবস্যতি। বহিঃপূজা চ শ্রীমূর্ত্তিবিষয়িকাগ্রে লেখ্যা। এতচ্চ শ্রীভগবদ্ভক্তিপরাণাং সম্মতম্, অতএব লিখিতম্—সৎসম্প্রদায়ত ইতি। অন্যে চ শ্রীভগবতা সহাত্মনোঽভেদং ধ্যাত্বা নিজবপুষ্যেব বহিঃপূজাং কুর্ব্বন্তো নিজপাদাদাবেব পুষ্পাঞ্জলীন্ সমর্পয়ন্তীতি দিক্ ॥ ২২১ ॥

অথ শঙ্খপ্রতিষ্ঠা

স্বস্য বামাগ্রতো ভূমাবুল্লিখ্য ত্র্যস্রমণ্ডলম্ ।
তত্রাস্ত্রক্ষালিতং শঙ্খং সাধারং স্থাপয়েদ্ বুধঃ ॥২২২॥

অনুবাদ—অতঃপর শঙ্খপ্রতিষ্ঠা—বিজ্ঞব্যক্তি নিজের সামনে বাঁদিকে ত্রিকোণাকৃতি মণ্ডলের উপর অর্থাৎ ত্রিপদীযুক্ত শঙ্খকে অস্ত্রমন্ত্র দ্বারা ধৌত করিয়া ঐ মণ্ডলে রাখিবেন। অর্থাৎ অস্ত্রায় ফট্ এই মন্ত্রে আধার প্রক্ষালন করিয়া 'ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ' এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া আধার স্থাপন পূর্ব্বক অস্ত্রায় ফট্ মন্ত্রে শঙ্খ ধৌত করিয়া আধার মধ্যে রাখিবেন॥২২২॥

টীকা—অথ বাহ্যোপচার-করণকপূজনায় পূর্ব্বং জন্ত্বাদিশোধনেন শোধিতানামপি দ্রব্যাণাং, তথা স্নানাদিনা শোধিতস্যাপি যজমানদেহস্য প্রতিষ্ঠিতশঙ্খজলপ্রোক্ষণেন বিশেষতঃ শোধনার্থং শঙ্খপ্রতিষ্ঠাং লিখতি—স্বস্যেতি। বামভাগে পুরস্তাৎ ত্র্যস্রং ত্রিকোণং মণ্ডলম্ উল্লিখ্য চতুষ্কোণং সিকতাভিরঙ্কৈর্নির্ম্মায় তত্র তস্মিন্মণ্ডলে অস্ত্রেণ অস্ত্রমন্ত্রেণ প্রক্ষালিতং সাধারম্ আধারঃ শঙ্খস্যাশ্রয়ঃ ত্রিপদিকাদিঃ, তেন সহিতমিতি। আদৌ অস্ত্রমন্ত্রেণাধারং প্রক্ষাল্য 'ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ' ইতি প্রতিষ্ঠাপ্য তদুপরি অস্ত্রক্ষালিতমেব শঙ্খং প্রতিষ্ঠাপয়েদিত্যর্থঃ। যতো বুধঃ তত্তৎপ্রকারং স্বত-এব জানাতীত্যর্থঃ ; বুধ ইতি সর্ব্বাত্রাগ্রেঽপ্যনুবর্ত্তনীয়ম্ ; যদ্বা, সতামাচারত ইত্যগ্রতো লেখ্যত্বাৎ শিষ্টাচারানুসারতস্তদূহ্যম্ ; এবমগ্রেঽপি সর্ব্বত্র জ্ঞেয়মিতি দিক্ ॥ ২২২ ॥

শঙ্খে হৃদয়মন্ত্রেণ গন্ধপুষ্পাক্ষতান্ ক্ষিপেৎ ।
ব্যুৎক্রান্তৈর্মাতৃকার্ণৈস্তং শিরোঽন্তৈঃ কেন পূরয়েৎ ॥

অনুবাদ—তৎপরে 'হৃদয়ায় নমঃ' এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া শঙ্খমধ্যে সচন্দন পুষ্প দূর্ব্বা ও আতপচাউল রাখিয়া ক্ষকার হইতে ককার এবং অঃ হইতে অকার মাতৃকাবর্ণ উচ্চারণ করিয়া তৎপরে শিরসে স্বাহা এই মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক জলদিয়া শঙ্খ পূর্ণ করিবেন ॥ ২২৩ ॥

টীকা—'হৃদয়ায় নমঃ' ইতি হৃদয়মন্ত্রেণ গন্ধাদীন্ ক্ষিপেৎ নিক্ষিপেৎ, ব্যুৎক্রান্তৈঃ ব্যুৎক্রমং প্রাপ্তৈঃ মাতৃকাক্ষরৈঃ ক্ষকারাদি-ককারান্তৈর্ব্যঞ্জনৈঃ, ততঃ অঃ-আদি-অকারান্তৈশ্চ স্বরৈরিত্যর্থঃ ; সানুস্বারৈরিতি জ্ঞেয়ম্ ; কেবলৈরিতি কেচিৎ ? কীদৃশৈঃ ? শিরঃ শিরোমন্ত্রঃ শিরসে স্বাহেতি তদন্তে যেষাং তৈঃ ; এষ চ শঙ্খপূরণে মন্ত্রঃ, তং শঙ্খং কেন জলেন পূরয়েৎ ॥ ২২৩ ॥

সবিন্দুনা মকারেণ তদাধারেঽগ্নিমণ্ডলম্ ।
সংপূজয়েদকারেণ শঙ্খে চাদিত্যমণ্ডলম্ ॥ ২২৪ ॥
উ-কারেণ জলে সোমমণ্ডলঞ্চ তথার্চ্চয়েৎ ।
তীর্থমন্ত্রেণ তীর্থান্যাবাহয়েচ্চার্কমণ্ডলাৎ ॥ ২২৫ ॥
কৃষ্ণঞ্চাবাহ্য হৃৎপদ্মাদ্‌গালিনীং শিখয়েক্ষয়েৎ ।
নেত্রমন্ত্রেণ বীক্ষ্যাস্ত্রঃ কবচেনাবগুণ্ঠয়েৎ ॥ ২২৬ ॥
কুর্য্যান্ন্যাসং জলে মূলমন্ত্রাঙ্গানাং ততো দিশঃ ।
বধ্বাস্ত্রেণামৃতীকুর্য্যাদথ তদ্ধেনুমুদ্রয়া ॥ ২২৭ ॥

তচ্চক্রমুদ্রয়া রক্ষ্য সলিলং মৎস্যমুদ্রয়া ।
আচ্ছাদ্য সংস্পৃশন্ শঙ্খং জপেন্মূলং ততোঽষ্টশঃ ॥

অনুবাদ—অতঃপর অনুস্বারযুক্ত মকার দ্বারা সেই আধারে অগ্নি-মণ্ডলের, অনুস্বারযুক্ত অকার দ্বারা শঙ্খে রবিমণ্ডলের এবং অনুস্বারযুক্ত উকার দ্বারা জলে চন্দ্রমণ্ডলের পূজা করিতে হইবে। কিন্তু মণ্ডল শব্দের পরে দশকলাত্মাদি বিশেষণটি প্রয়োগ করিতে হইবে। যথা—মং বহ্নিমণ্ডলায় দশকলাত্মনে নমঃ। অং অর্কমণ্ডলায় দ্বাদশকলাত্মনে নমঃ। উং সোমমণ্ডলায় ষোড়শকলাত্মনে নমঃ। তারপর গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি। নর্ম্মদে সিন্ধু কাবেরি জলেঽস্মিন্ সন্নিধিং কুরু॥ এই তীর্থমন্ত্র পাঠ করিয়া অঙ্কুশমুদ্রা দ্বারা সূর্য্যমণ্ডল হইতে উক্ত তীর্থ সকলকে আনয়ন-পূর্ব্বক উক্ত জলে আবাহন করিতে হইবে এবং হৃদয়-পদ্ম হইতে শ্রীগোবিন্দকে আবাহন করিয়া শিখায়ৈ বষট্ মন্ত্রদ্বারা গালিনী মুদ্রা দেখাইতে হইবে। নেত্রমন্ত্র অর্থাৎ 'নেত্রাভ্যা বৌষট্' এই মন্ত্র সহযোগে জলের দিকে তাকাইয়া কবচমন্ত্র অর্থাৎ কবচায় হুং-মন্ত্রে করদ্বয় দ্বারা উক্তজল আচ্ছাদন করিবেন। মূলমন্ত্রের অঙ্গে জলে ন্যাস করিতে হইবে। তারপর অস্ত্রমন্ত্র দ্বারা দিগ্‌বন্ধন করিয়া ধেনুমুদ্রা দেখাইয়া জলকে অমৃত করিতে হইবে। তারপর গন্ধাদি অর্পণ করিয়া ধেনুমুদ্রা দেখাইয়া কূর্চ দ্বারা জলস্পর্শ করিবার পর অমৃতবীজ দ্বাদশবার সপ্রণব জপ করিয়া 'সোমমণ্ডলায় ষোড়শকলাত্মনে নমঃ'-মন্ত্রে পুনরায় গন্ধাদি দ্বারা পূজা করিবেন। ঐজল চক্রমুদ্রা দ্বারা রক্ষা করিয়া মৎস্য মুদ্রা দ্বারা আচ্ছাদন-পূর্ব্বক শঙ্খ স্পর্শ করতঃ কূর্চ দ্বারা জলস্পর্শ করিয়া মূলমন্ত্র আটবার জপ করিতে হইবে ॥ ২২৪-২২৮ ॥

টীকা—তস্য শঙ্খস্য আধারে বিন্দুসহিতেন মকারেণ সহাগ্নিমণ্ডলং জলগন্ধাদিনা সংপূজয়েৎ। অত্র চ বহ্নিমণ্ডলাদের্দশ কলাত্মাদিবিশেষণং পূর্ব্ববৎ, স্বতো বুধত্বাদ্দ্রষ্টব্যমেব ; অতএব প্রয়োগঃ—'মং বহ্নিমণ্ডলায় দশকলাত্মনে নমঃ।' শঙ্খে চ বিন্দুসহিতেনৈবাকারেণ সহাদিত্যমণ্ডলং পূজয়েৎ ; প্রয়োগঃ—'অং অর্কমণ্ডলায় দ্বাদশকলাত্মনে নমঃ', তথা সবিন্দুনৈবোকারেণ সহ ; প্রয়োগঃ—'ওঁ উং সোমমণ্ডলায় ষোড়শকলাত্মনে নমঃ' ইতি। তীর্থমন্ত্রশ্চ পূর্ব্বং গৃহস্নানে লিখিতোঽস্তি—'গঙ্গে চ যমুনে চৈব' ইত্যাদিঃ ; তেন শঙ্খজল এবাঙ্কুশমুদ্রয়া তীর্থান্যাবাহয়েৎ। কৃষ্ণঞ্চ তত্রৈব নিজহৃৎপদ্মাৎ 'শ্রীকৃষ্ণ ইহাগচ্ছ' ইত্যাবাহ্য শিখয়া 'শিখায়ৈ বষট্' ইতি শিখামন্ত্রেণ গালিনীং মুদ্রাম ঈক্ষয়েৎ দর্শয়েৎ ; অন্তঃ তজ্জলং 'নেত্রাভ্যাং বৌষট্' ইতি নেত্রমন্ত্রেণ বীক্ষ্য, অত্র চ কেচিদাহু—'পঞ্চাঙ্গেঽষ্টাদশাক্ষরে মন্ত্রেঽস্মিন্ নেত্রমন্ত্রাভাবাৎ তন্ন কার্য্যম্ ইতি। 'কবচায় হুম্' ইতি কবচমন্ত্রেণ অন্তস্তদেব হস্তাভ্যামবগুণ্ঠয়েৎ। মূলমন্ত্রস্য অঙ্গানাং পঞ্চানাং ন্যাসং জলে তস্মিন্নেব কুর্য্যাৎ। কেচিচ্চ ষড়ঙ্গানাং হৃদয়াদীনাম্ অত্র ন্যাসমাহুঃ ; ততস্তদনন্তরম্ অস্ত্রমন্ত্রেণ দিশো বদ্ধা দিগ্‌ববন্ধনং কৃত্বা তজ্জলং ধেনুমুদ্রয়াঽমৃতীকুর্য্যাদিত্যত্রৈবং বিশেষো বুধত্বাৎ সদাচারতো জ্ঞেয়ঃ। দিগ্‌বন্ধনানন্তরং গন্ধাদিকং দত্ত্বা ধেনুমুদ্রাং প্রদর্শ্য কূর্চ্চেন জলং স্পৃষ্ট্বাঽমৃতবীজং দ্বাদশবারান্ সপ্রণবং জপ্ত্বা 'সোমমণ্ডলায় ষোড়শ কলাত্মনে নমঃ' ইতি পুনর্গন্ধাদিনাভ্যর্চ্চয়েদিতি। চক্রমুদ্রয়া আ সম্যক্ রক্ষিত্বা শঙ্খং সংস্পৃশন্ কূর্চ্চেন তজ্জলং সংস্পৃশ্য মূলমন্ত্রম্ অষ্টশো বারাষ্টকং জপেৎ ॥ ২২৪-২২৮ ॥

তজ্জলং প্রোক্ষণীপাত্রে কিঞ্চিৎ ক্ষিপ্ত্বা ত্রিরুক্ষয়েৎ।
তচ্ছেষেণার্চ্চন-দ্রব্যজাতানি স্বতনূমপি ॥ ২২৯ ॥

অনুবাদ—ঐ জলের কিছুটা হাত ধুইবার জন্য রক্ষিত পাত্রে দিয়া অবশিষ্ট জল পূজার দ্রব্য-সমূহে এবং নিজ শরীরে তিনবার ছিটাইতে হইবে ॥ ২২৯ ॥

টীকা—তৎ শঙ্খস্থজলং কিঞ্চিৎ ক্ষিপ্ত্বা নিক্ষিপ্য ; তস্য প্রোক্ষণীপাত্রনিক্ষিপ্ত-জলস্য শেষেণ শঙ্খস্থেন সর্ব্বাণি পূজোপকরণানি নিজশরীরঞ্চ বারত্রয়ং মূলমন্ত্রেণ প্রোক্ষয়েৎ। এবং প্রোক্ষণেন প্রায়ো দ্রব্যশুদ্ধিরাত্মশুদ্ধিশ্চোক্তা ॥ ২২৯ ॥

কনিষ্ঠাঙ্গুষ্ঠকৌ সক্তৌ করয়োরিতরেতরম্।
তর্জ্জনীমধ্যমানামাঃ সংহতা ভুগ্নসজ্জিতাঃ।
মুদ্রৈষা গালিনী প্রোক্তা শঙ্খস্যোপরি চালিতা॥২৩০॥

ততোঽপাস্যাবশিষ্টাম্ভঃ শঙ্খং বধনিকাম্বুনা।
পুনরাপূর্য্য কৃষ্ণাগ্রে ন্যসেদাচারতঃ সতাম্॥ ২৩১॥

অনুবাদ—উভয় হস্তের অঙ্গুষ্ঠ ও কনিষ্ঠাঙ্গুলী পরস্পর মিলাইয়া তর্জ্জনী মধ্যমা অনামিকা পরস্পর মিলিত ও একটু ছোট করিয়া পরস্পরের অগ্রভাগ যোগ করিতে হইবে অর্থাৎ প্রথমে বামাহাতের অঙ্গুষ্ঠ কনিষ্ঠাঙ্গুলি পরস্পর একত্রিত করিতে হইবে তারপর উভয় অঙ্গুলির মাঝে ডান হাতের অঙ্গুষ্ঠ এবং তাহার সঙ্গে ঐ হাতের কনিষ্ঠাঙ্গুলি যোগ করিতে হইবে। এই প্রকার করিয়া বাকী অঙ্গুলিগুলি একটু বাঁকা করিয়া পরস্পর একত্রিত এবং দুই হাতের অঙ্গুলির অগ্রভাগ মিলিত করিয়া শঙ্খের উপর ঐ মুদ্রার চালনা করিতে হইবে। শঙ্খস্থ অবশিষ্ট জল ফেলিয়া দিয়া আবার অন্য জলপাত্র হইতে জল লইয়া শঙ্খ পূর্ণ করতঃ শ্রীহরির সম্মুখভাগে রাখিবে। ইহা সাধুগণের আচার॥ ২৩০-২৩১॥

টীকা—কনিষ্ঠেতি—বামকরে কনিষ্ঠাঙ্গুষ্ঠকৌ সক্তৌ সংলগ্নৌ কৃত্বা তয়োরন্তর্দক্ষিণকরাঙ্গুষ্ঠং নিধায় তঞ্চ তৎকনিষ্ঠয়া সংযোজ্য করয়োর্দ্ধয়োরপি তর্জ্জনী-মধ্যমানামিকাং সংহতা মিলিতাঃ কৃত্বা ভুগ্নাংশ্চ কিঞ্চিদাকুঞ্চিতাঃ সজ্জিতাশ্চ পরস্পরং সক্তাগ্রাশ্চ কার্য্যা ইত্যর্থঃ। চালিতা সতী দেবপ্রীতিং সম্পাদয়েদিতি শেষঃ। ততঃ অর্চ্চনদ্রব্য-জাতাভ্যুক্ষণানন্তরং তদুক্ষণাবশিষ্টং শঙ্খস্থিতং জলম্ অপাস্য প্রক্ষিপ্য বর্দ্ধনীজলেন শঙ্খং তং পুনরাপূর্য্য ভগবদগ্রতঃ স্থাপয়েৎ। সতামাচারত ইতি যদ্যপি ক্রমদীপিকাদৌ ব্যক্তমেতন্নোক্তমস্তি, তথাপি শিষ্টাচারানুসারেণ তৎস্থাপনং কার্য্যমিত্যর্থঃ। তন্মাহাত্ম্যং চাগ্রে শঙ্খোদক-পাদোদক-গ্রহণান্তরং পুনঃ শঙ্খস্থাপনে লেখ্যমেব। অতোঽগ্রে লেখ্যং ক্ষীরস্নপনাদিকং শঙ্খান্তরেণেতি জ্ঞেয়মিতি দিক্॥ ২৩০-২৩১॥

অথ স্বদেহে পীঠপূজা

গুরূন্মূর্দ্ধ্নি গণেশঞ্চ মূলাধারেঽভিপূজ্য তম্।
পীঠন্যাসানুসারেণ পীঠং চাত্মনি পূজয়েৎ॥ ২৩২॥

অনুবাদ—মস্তকে গুরুবর্গের, মূলাধারে গণেশের পূজা করিয়া পীঠানুসারে নিজদেহে পূজা করিবে। ওঁ গুরুভ্যো নমঃ মূর্দ্ধ্নি, ওঁ গণপতয়ে নমঃ মূলাধারে। প্রথমতঃ আধার শক্তি প্রভৃতির মধ্যে যে যে স্থানে যাঁহাদের পূজার বিধান আছে সেই অনুসারে নিজের দেহে জল, চন্দন, ধূপ প্রভৃতি দ্বারা পীঠপূজা করিতে হইবে যথা—আধার শক্তয়ে নমঃ ইত্যাদি ক্রমে॥ ২৩২॥

টীকা—অধুনা বাহ্যোপচারকরণকান্তঃপূজার্থমেবাত্মদেহে পীঠপূজাং লিখতি—গুরূনিতি। তৎ বিঘ্নবিঘাতকম্। প্রয়োগঃ—'ওঁ গুরুভ্যো নমঃ মূর্দ্ধ্নি; গং গণপতয়ে নমঃ মূলাধারে। পীঠন্যাসানুসারেণেতি পূর্ব্বং পীঠন্যাসে আধারশক্ত্যাদীনাং যস্য যত্র যথা পূজা লিখিতাস্তি, তদনুক্রমেণ আত্মনি স্ববপুষ্যেব জলগন্ধাক্ষতপুষ্পধূপদীপৈঃ পীঠপূজাং কুর্য্যাদিত্যর্থঃ। স্বদেহমেব ভগবৎ-পীঠত্বেনোপকল্প্য তত্রৈব পূর্ব্ববদাধারশক্ত্যাদীন্ পূজয়েদিতি ভাবঃ। অত্র প্রয়োগঃ—'আধারশক্তয়ে নমঃ' ইত্যাদিঃ॥ ২৩২॥

অথ দেবাঙ্গেষু মন্ত্রাঙ্গাদিন্যাসঃ

ততো জপন্ কামবীজং ত্রিস্থানস্থং পরং মহঃ।
মূলমন্ত্রাত্মকং বীজেনৈকীভূতং বিচিন্তয়েৎ॥২৩৩॥

অনুবাদ—অতঃপর দেববিগ্রহে মন্ত্রের অঙ্গাদি ন্যাস—তদনন্তর ক্লীং এই কামবীজ জপ করিতে করিতে মূলাধার, হৃদয়, ভ্রূমধ্য—এই তিন স্থানস্থিত মূলমন্ত্রস্বরূপ পরমতেজ অর্থাৎ আনন্দঘন কোটি বিদ্যুৎপ্রভা তেজকে ক্লীং বীজের সহিত ঐক্য প্রাপ্ত ভাবনা করিতে হইবে॥ ২৩৩॥

টীকা—তত্র চ মন্ত্রোপাসনেনৈব শ্রীভগবদুপাসনং, তথা শ্রীভগবদুপাসনেনৈব মন্ত্রোপাসনমিতি বোধয়িতুং মন্ত্রমাহাত্ম্যবিশেষঞ্চ দর্শয়িতুং শ্রীভগবতা সহ মন্ত্রস্যাভেদমাপাদয়তি—তত ইতি দ্বাভ্যাম্। ত্রীণি স্থানানি নিজমূলাধার-হৃদয়ভ্রূমধ্যানি, তৎস্থং মূলমন্ত্রাত্মকং পরং মহঃ আনন্দঘনং তড়িৎকোটীপ্রভং তেজঃ কামবীজেন সহৈকীভূতম্ ঐক্যং প্রাপ্তং বিচিন্তয়েৎ। শব্দব্রহ্মময়ত্বেন তত্তৎস্থানে সূক্ষ্মতয়া বর্ত্তমানস্য মন্ত্রস্যাস্য প্রায়ো নামময়ত্বেন ভগবদাত্মকস্য বীজে চ

মন্ত্রসম্বন্ধেন তাদৃশত্বং তস্যাপি জানীয়াদিত্যর্থঃ। তত্র চ তত্তৎস্থানে পৃথক্ পৃথক্ বিচিন্ত্য জলগন্ধাক্ষতপুষ্পাদিভিরভ্যর্চ্চ্য পশ্চাত্তৎস্থানত্রয়গতং তন্মহঃ কামবীজেনৈকীভূতং ভাবয়েদিতি শিষ্টাচারাৎ বোধ্যম্ ॥২৩৩॥

———

তচ্চ পঞ্চাঙ্গন্যাসেন সাকারং স্বেষ্টদৈবতম্।
বিচিন্ত্য পঞ্চাঙ্গাদীনি ন্যসেত্তস্মিন্ যথাত্মনি ॥২৩৪॥

অনুবাদ—এই প্রকার ভাবনা করিয়া ঐ মন্ত্রদ্বারা পঞ্চাঙ্গাদি ন্যাসপূর্ব্বক ঐ তেজে অবয়ব সহ নিজ ইষ্টদেবকে স্মরণ করিবে। অতঃপর যেমন নিজেতে সেই প্রকার ঐ দেববিগ্রহে অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রের পঞ্চাঙ্গাদি ন্যাস করিবে। শ্রীকৃষ্ণ ও মন্ত্র অভিন্নতত্ত্ব সুতরাং মন্ত্রের পূজা করিলে কৃষ্ণ পূজাই হয় এইরূপ জানিতে হইবে ॥ ২৩৪ ॥

টীকা—পঞ্চাঙ্গানি মূলম সম্বন্ধীনি, তেষাং তস্মিন্ ন্যাসে তৎ পরং মহঃ সাকারং বিচিন্ত্য, তচ্চ নিজেষ্টদৈবতঞ্চ পূর্ব্বধ্যানাবির্ভূতং শ্রীকৃষ্ণদেবস্বরূপং বিচিন্ত্য; তথা চ ক্রমদীপিকায়াম্—'অথ মূলম তেজো নিজমূলে হৃদয়ে ভ্রুবোশ্চ মধ্যে ত্রিতয়ং স্মরতঃ স্মরেণ কামবীজেনৈকীভূতং স্মরেৎ। তদেকীভূতমানন্দঘনং তড়িল্লতাভং তত্তেজঃ সাবয়বীকৃত্যেতি। তস্মিন্ তাদৃশো নিজেষ্টদৈবতে মন্ত্রস্য পঞ্চাঙ্গানি আদিশব্দাদষ্টাদশাক্ষরাণি পঞ্চ পদানি চ ন্যসেৎ। তথা চ ক্রমদীপিকায়াম্—'যদাষ্টাদশলিপিনা স্বর্ণপদাঙ্গৈশ্চ বেণুপূর্ব্বৈর্বিধিঃ প্রোক্তঃ' ইতি। অস্যার্থঃ—যদা অষ্টাদশাক্ষরমন্ত্রেণ পূজা তদা মন্ত্রাক্ষরপদপঞ্চকাঙ্গপঞ্চকন্যাসৈর্বেণ্বাদিভিশ্চ বিধিঃ প্রোক্তঃ ইতি। তত্র চ কথং কুত্র কিং ন্যাস্যমিত্যপেক্ষায়াং লিখতি—যথাত্মনীতি। পূর্ব্বং যথা স্বদেহে তত্তন্ন্যাসো লিখিতস্তদ্বদিত্যর্থঃ। তথা হি—প্রথমং মূলমন্ত্রং ব্যাপকত্বেন বারত্রয়ং বিন্যস্য পশ্চাচ্ছ্রীকরদ্বয়ে ব্যাপকত্বেনাদৌ বিন্যস্য শ্রীকরদ্বয়াঙ্গুলিষু পঞ্চাঙ্গানি ন্যসেৎ। ততোঽষ্টাদশাক্ষরাণি মস্তকাদিষু পঞ্চ পদানি চ নেত্রদ্বয়াদিষু ক্রমেণ ন্যস্যেদিতি পূর্ব্বলিখিতানুসারেণ জ্ঞেয়ম্ ॥ ২৩৪ ॥

———

কুর্য্যুর্ভগবতি প্রাদুর্ভূতে কৃষ্ণে চ বৈষ্ণবাঃ।
তত্ত্বন্যাসানভেদায় মনোর্ভগবতা সহ ॥ ২৩৫ ॥

অনুবাদ—বৈষ্ণবগণ ভগবানের সহিত মন্ত্রের একতা প্রতিপাদনার্থ মন্ত্রবিশেষ চিন্তনে সাধকের হৃদয়ে আবির্ভূত ভগবান শ্রীকৃষ্ণের তত্ত্ব সকল ন্যাস করিবেন ॥ ২৩৫ ॥

টীকা—ননু সচ্চিদানন্দবিগ্রহোঽখিলবেদমন্ত্রময়ো ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণঃ ধ্যানবিশেষবলাৎ পূর্ব্বমাবির্ভূতো মানসোপচারৈরর্চিতশ্চ, অধুনা মূলমন্ত্রতেজস্তত্র তত্র তথা তথা চিন্তনং কিমর্থম্? মন্ত্রস্য মাহাত্মবিশেষায় শ্রীভগবতা সহ মন্ত্রস্যৈক্যবোধনায় চেতি চেত্তথাপি পঞ্চাঙ্গন্যাসেন সাকারতা-চিন্তনাদিকং বৈষ্ণবসিদ্ধান্তবিরুদ্ধং স্যাদিত্যাশঙ্ক্য বৈষ্ণবমতং লিখতি—কুর্য্যুরিতি; ভগবতীতি—শ্রীকৃষ্ণস্য সাক্ষাদ্ভগবত্ত্বেন পরব্রহ্মরূপত্বাৎ সর্ব্বমন্ত্রাদিময়ত্বাৎ মন্ত্রতেজআদিকং ততো ভিন্নং নাস্ত্যেবেত্যর্থঃ। তথা মন্ত্রস্যাপি প্রায়ো নামবিশেষময়ত্বেন পরমং ভগবদ্রূপত্বমেব; অতো ভগবৎপ্রাদুর্ভাবেণ মন্ত্রস্যাপি প্রদুর্ভাবো নূনং বৃত্ত এব; অতঃ পুনস্তচ্চিন্তস্য পৌনরুক্ত্যাপত্ত্যা ব্যর্থতৈব স্যাদিত্যর্থঃ। অতোধ্যানভক্ত্যাবির্ভূতে ভগবত্যেব সাক্ষাত্তত্ত্বন্যাসান্মন্ত্রপঞ্চাঙ্গাদিন্যাসান্ কুর্য্যাৎ। ননু তর্হি তত্ত্বন্যাসকরণমপ্যনুপযুক্তমেব, তত্র লিখতি—ভগবতা কৃষ্ণেন সহ মনোঃ মন্ত্রস্যাভেদায়েতি। সর্ব্বথা তন্ময় এবায়ং মন্ত্র ইত্যৈক্যজ্ঞানেন সর্ব্বেষাং মন্ত্রে ভক্তিবিশেষার্থমিতি ভাবঃ। বৈষ্ণবা ইতি অয়মেব শ্রীভগবদ্ভক্তানাং পক্ষ ইতি সূচয়তীতি দিক্ ॥ ২৩৫ ॥

———

কেচিন্ন্যস্যন্তি তত্ত্বাদীন্যব্যক্তানি যথোদিতম্।
মন্ত্রার্ণৈঃ স্বর-হংসাদ্যৈর্ভূষণেষু প্রভোঃ ক্রমাৎ ॥২৩৬

অনুবাদ—কেহ কেহ আদিতে স্বরবর্ণ এবং 'হংস' প্রয়োগ করিয়া মন্ত্রাক্ষর সমূহের সহিত, যথোক্তরূপে অব্যক্ত অর্থাৎ প্রকৃতি প্রভৃতি তত্ত্বসকল প্রভুর ভূষণসমূহে ক্রমান্বয়ে ন্যাস করেন।

প্রয়োগ প্রকার যথা—১। "কুণ্ডলে ওঁ অং ক্লীং অব্যক্তাত্মনে সহস্রশীর্ষায় পুরুষায় নমঃ।" ২। ময়ূরপিচ্ছে "ওঁ আং কৃং মহদাত্মনে সহস্রশীর্ষায় পুরুষায় নমঃ" ॥ ৩। কর্ণোৎপলে ওঁ ইং ষ্ণাং অহঙ্কারাত্মনে

সহস্রশীর্ষায় পুরুষায় নমঃ"। ৪। তিলকে "ওঁ ঈং যং মন-আত্মনে সহস্রশীর্ষায় পুরুষায় নমঃ"। ৫। মুক্তকুণ্ডলে "ওঁ উং গোং বুদ্ধ্যাত্মনে সহস্রশীর্ষায় পুরুষায় নমঃ"। ৬। বনমালায়াং "ওঁ উং বিং অহঙ্কারাত্মনে সহস্রশীর্ষায় পুরুষায় নমঃ"। ৭। হারে "ওঁ ঋং দাং চিত্তাত্মনে সহস্রশীর্ষায় পুরুষায় নমঃ"। ৮। কেয়ুর "ওঁ ঋৃং য়ং আত্মনে সহস্রশীর্ষায় পুরুষায় নমঃ"। ৯। বলয়ে "ওঁ ৯ং গোং অন্তরাত্মনে সহস্রশীর্ষায় পুরুষায় নমঃ"। ১০। কটকে "ওঁ ৯৯ং পীং পরমাত্মনে সহস্রশীর্ষায় পুরুষায় নমঃ"। ১১। রত্নাঙ্গুলীয়কে "ওঁ এং জং জ্ঞানাত্মনে সহস্রশীর্ষায় পুরুষায় নমঃ"। ১২। কৌস্তুভে ও শ্রীবৎসে "ওঁ ঐং নং প্রাণাত্মনে সহস্রশীর্ষায় পুরুষায় নমঃ"। ১৩। কটিবন্ধে "ওঁ ওং বং শক্ত্যাত্মনে সহস্রশীর্ষায় পুরুষায় নমঃ"। ১৪। পীতবসনে "ওঁ ঔং লং জীবাত্মনে সহস্রশীর্ষায় পুরুষায় নমঃ"। ১৫। জঙ্ঘাভূষণে "ওঁ অং ভাং বাগাত্মনে সহস্রশীর্ষায় পুরুষায় নমঃ"। ১৬। নূপুরে "ওঁ অঃ য়ং যোন্যাত্মনে সহস্রশীর্ষায় পুরুষায় নমঃ" ১৭। চরণাঙ্গুরীয়কে "ওঁ হং স্বাং আনন্দাত্মনে সহস্রশীর্ষায় পুরুষায় নমঃ"। ১৮। চক্রভ্রমণে "ওঁ সঃ হাং প্রকৃত্যাত্মনে সহস্রশীর্ষায় পুরুষায় নমঃ"॥২৩৬॥

টীকা—অধুনা পরমহৃদ্যত্বেন শ্রীভগবদ্ভূষণোত্তমন্যাসং লিখতি—কেচিদিতি। স্বরাঃ ষোড়শ, হংসেতি দ্বৌ বর্ণৌ, তে আদ্যা আদৌ বর্তমানা যেষাং তৈঃ মন্ত্রস্য অর্ণৈঃ অষ্টাদশবর্ণৈঃ সহ তত্ত্বাদীনি প্রভোঃ ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য ভূষণেষু ক্রমাৎ যথাক্রমং কেচিদ্ভগবদ্ভক্তা ন্যস্যন্তি। অব্যক্তাদীনীতি বিশেষণং পূর্ব্বং তত্ত্বন্যাসে লিখিত-তত্ত্বানাং ব্যাবৃত্ত্যর্থম্; আদি-শব্দেন মহদহঙ্কার-মনোবুদ্ধ্যাদীনি; ক্রমাদিতি স্বরাদ্যষ্টাদশাক্ষরানন্তরং মন্ত্রস্য বীজাদ্যষ্টাক্ষরাণাং, তদনন্তরং চাব্যক্তাদীনামষ্টাদশতত্ত্বানাং কুণ্ডলাদ্যষ্টাদশ ভূষণেষু ক্রমেণ প্রয়োগ ইতি জ্ঞেয়ম্। যথোদিতম্—তন্ত্রোক্তমনতিক্রম্যেতি প্রণবপূর্ব্বকং প্রত্যেকঞ্চ বিন্দুসহিতং, তথা হংসেত্যস্য সকারং সবিসর্গঞ্চ, তথা অকারাদিষোড়শস্বরান্ শিরসি ন্যস্য, বেণুমুদ্রাং মুখে প্রদর্শ্য; মন্ত্রং তমনুস্মৃত্য পশ্চাত্তত্তদ্বর্ণতত্ত্বময়ভূষণেষু ন্যস্যন্তি। তত্র চ তত্তদ্বর্ণতত্ত্বাত্মকত্বং তস্য তস্য ভূষণস্যানুচিন্ত্য তত্তন্মুদ্রাদিভিস্তত্র তত্র তত্ত্বন্যাসং কুর্ব্বন্তি; তত্রাপি আত্মসম্বন্ধিশব্দব্যতিরিক্তেষু সর্ব্বেষু তত্ত্বেষু আত্মনে ইতি পদং, তদন্তে চ সহস্রশীর্ষায় পুরুষায় নমঃ' ইতি মন্ত্রোক্তানুসারেণ দ্রষ্টব্যম্; প্রয়োগঃ—(১) ওঁ অং ক্লীঁ অব্যক্তাত্মনে সহস্রশীর্ষায় পুরুষায় নমঃ ইতি কুণ্ডলে সহস্রশীর্ষেত্যাদিকং সর্ব্বত্র, তুল্যমেব; (২) ওঁ আং কৃং মহদাত্মনে শিখিপিচ্ছে পঞ্চাত্মকে; (৩) ওঁ ইং ষ্ণাং অহঙ্কারাত্মনে কর্ণোৎপলে; (৪) ওঁ ঈং যং মনআত্মনে তিলকে; (৫) ওঁ উং গোং বুদ্ধ্যাত্মনে মুক্তাকুণ্ডলে; (৬) ওঁ উং বিং অহঙ্কারাত্মনে বনমালায়াং তন্মাত্রাত্মনে পঞ্চাত্মনে ইতি কুচিৎ; (৭) ওঁ ঋং দাং চিত্তাত্মনে হারে; (৮) ওঁ ঋৃং য়ং আত্মনে কেয়ূরে; (৯) ওঁ ৯ং গোংঅন্তরাত্মনে বলয়ে; (১০) ওঁ ৯৯ পীং পরমাত্মনে কটকে; (১১) ওঁ এং জং জ্ঞানাত্মনে রত্নাঙ্গুলীয়কেষু; (১২) ওঁ ঐং নং প্রাণাত্মনে শ্রীবৎসে কৌস্তুভে চ; (১৩) ওঁ ওং বং শক্ত্যাত্মনে উদরবন্ধে; (১৪) ওঁ ঔং লং জীবাত্মনে পীতবাসাদি; (১৫) ওঁ অং ভাং বাগাত্মনে জঙ্ঘাভূষণে; (১৬) ওঁ অঃ য়ং যোন্যাত্মনে নূপুরে; (১৭) ওঁ হং স্বাং আনন্দাত্মনে পদাঙ্গুলীয়কেষু; (১৮) ওঁ সঃ হাং প্রকৃত্যাত্মনে চক্রভ্রমণে ইতি ॥ ২৩৬ ॥

অথ বাহ্যোপচারৈরন্তঃপূজা

তস্মিন্ পীঠে তমাসীনং ভগবন্তং বিভাবয়ন্।
আসনাদ্যৈস্তু পুষ্পান্তৈর্যথাবিধ্যর্চ্চয়েদ্বুধঃ ॥ ২৩৭ ॥

অনুবাদ—অতঃপর বাহ্য উপচার দ্বারা মানস-পূজা—এই স্ব-দেহ-বিষয়ক অচ্চিত পীঠে ভগবান কৃষ্ণ বসিয়াছেন এইরূপ ভাবনা করিয়া আসন, স্বাগতবাক্য, অর্ঘ্য, পাদ্য, আচমনীয়, স্নানীয়, বস্ত্রদ্বয় পুনরাচমনীয়, ভূষণ, জল, গন্ধ ও পুষ্পাদি দ্বারা বিধান অনুসারে পূজা করিবেন ॥ ২৩৭ ॥

টীকা—তস্মিন্ স্বদেহবিষয়কপূজিতে পীঠে নিবিষ্টং তং কৃতন্যাসং প্রসাদাভিমুখং লিখিতলক্ষণং শ্রীকৃষ্ণম্; আদ্য-শব্দেন স্বাগতার্ঘ্য-পাদ্যাচমনীয়-স্নানীয় বস্ত্রযুগল-পুনরাচমনীয়-ভূষণানুলেপনানি; যথাবিধীতি—আসনাদ্যৈর্ভূষণান্তৈরভ্যর্চ্চ্য ন্যাসস্থানেষু তত্তদক্ষরাদি-ন্যাসাত্মকমন্ত্রেণ জলগন্ধাক্ষতপুষ্পৈরর্চ্চয়েদিত্যর্থঃ ॥ ২৩৭ ॥

ততো মুখেঽর্চ্চয়েদ্বেণুং বনমালাঞ্চ বক্ষসি।
দক্ষস্তনোর্দ্ধে শ্রীবৎসং সব্যে তত্রৈব কৌস্তুভম্ ॥২৩৮

অনুবাদ—অনন্তর মুখে বেণু, বক্ষঃস্থলে বনমালা, দক্ষিণ স্তনের উর্দ্ধে শ্রীবৎসের এবং বামস্তনের উর্দ্ধে কৌস্তুভের পূজা করিবেন ॥ ২৩৮ ॥

টীকা—তত্রৈব সব্যে বামস্তনোর্দ্ধে এবেত্যর্থঃ ॥২৩৮

বৈষ্ণবশ্চন্দনেনামুমালিপ্যোপকনিষ্ঠয়া।
প্রাগ্বদ্দীপশিখাকার-তিলকানি দ্বিষড়্ লিখেৎ ॥২৩৯

অনুবাদ—বৈষ্ণবজন জল চন্দন দ্বারা ইঁহাকে লেপন করিয়া অনামিকা দ্বারা ইঁহার শ্রীঅঙ্গে পূর্ব্ববৎ অর্থাৎ উর্দ্ধপুণ্ড্র-প্রকরণে উক্ত নিয়মে দ্বাদশ তিলক রচনা করিবেন ॥ ২৩৯ ॥

তাৎপর্য্য—যাঁহারা জ্ঞাননিষ্ঠ তাঁহারা ক্রমদীপিকার বিধানানুসারে নিজের অঙ্গে তিলক রচনা করেন, আর যাঁহারা ভক্তিনিষ্ঠ তাঁহারা ভগবানের শ্রীঅঙ্গে তিলক রচনা করিয়া থাকেন ॥ ২৩৯ ॥

টীকা—অমুং ভগবন্তং চন্দনেন আলিপ্য সম্যগনুলিপ্য শ্রীমদঙ্গেষু চন্দনেন ভক্তিচ্ছেদবিধিনা অনুলেপনং কৃত্বেত্যর্থঃ। প্রাগ্বদিতি—পূর্ব্বমূর্দ্ধপুণ্ড্রপ্রকরণে নিজাঙ্গেষু দ্বাদশতিলকনির্ম্মাণবিধির্যথা লিখিতস্তথৈব শ্রীভগবতো ভালাদিষু মূর্ত্তিপঞ্জরন্যাসস্থানেষু মূর্ত্তিপঞ্জরমন্ত্রৈরনামিকয়া দীপশিখাকারাণি তিলকানি দ্বিষট্ দ্বাদশ লিখেৎ বিরচয়েদিত্যর্থঃ। বৈষ্ণব ইত্যস্যায়ং ভাবঃ—ক্রমদীপিকোক্তানুসারেণ যানি জ্ঞানপরৈঃ স্বাঙ্গেষ্বেব চন্দনালেপনাদীনি ক্রিয়ন্তে, তানি শ্রীভগবদ্ভক্তিপরো ভগবত্যেব কুর্য্যাদিতি; এবং বৈষ্ণব ইত্যগ্রেঽপ্যনুবর্ত্ত্য তথৈব বোদ্ধব্যমিতি দিক্ ॥ ২৩৯॥

যথোক্তং পঞ্চভিঃ পুষ্পাঞ্জলিভিশ্চাভিপূজ্য তম্।
ধূপং দীপঞ্চ নৈবেদ্যং মুখবাসাদি চার্পয়েৎ ॥২৪০॥

অনুবাদ—যথা উক্ত নিয়ম অনুসারে পঞ্চবিধ কুসুমাঞ্জলিদ্বারা অর্থাৎ মূলমন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক শ্বেত ও কৃষ্ণ তুলসীর সহিত পাদদ্বয়ে এক অঞ্জলি, মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক শ্বেত ও রক্তকরবীর সহিত হৃদয়ে এক অঞ্জলি, মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া শ্বেত ও রক্ত পদ্মের সহিত মস্তকে এক অঞ্জলি, মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া ঐ তুলসী প্রভৃতি দ্বারা পুনরায় মস্তকে ছয় অঞ্জলি এবং মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া সর্ব্বাঙ্গে ঐ সমস্ত দ্রব্যের সহিত এক অঞ্জলি, এই প্রকার পঞ্চবিধ পুষ্পাঞ্জলিদ্বারা তাঁহার পূজা করিয়া ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য ও মুখশোধনকারী তাম্বূলাদি সমর্পণ করিবেন ॥ ২৪০ ॥

টীকা—যথোক্তমিতি—মূলমন্ত্রেণ পাদদ্বয়ে শ্বেতকৃষ্ণতুলসীভ্যামেকঃ পুষ্পাঞ্জলিঃ, তেনৈব হৃদয়ে শ্বেতরক্তকরবীরাভ্যামপরঃ, তেনৈব মূর্দ্ধি শ্বেতরক্তপদ্মাভ্যাং তৃতীয়ঃ, তেনৈব পুনর্মূর্দ্ধি তৈরেব তুলস্যাদিভিঃ ষড়্ভিঃ চতুর্থঃ, তেনৈব সর্ব্বতনৌ সর্ব্বৈরেব তৈঃ পঞ্চম ইত্যেবং পঞ্চভিঃ, তত্র চ শ্বেতানি দক্ষিণভাগে, অন্যানি চ বাম ইতি জ্ঞেয়ম্। তং ভগবন্তম্; ধূপাদিকঞ্চ যথোক্তমেবার্পয়েৎ; তত্তৎপ্রকারোঽগ্রে ব্যক্তো ভাবী; আদিশব্দেন তাম্বূলাদি ॥ ২৪০ ॥

গীতাদিভিশ্চ সন্তোষ্য কৃষ্ণমস্মৈ ততোঽখিলম্।
অশক্তো বহিরর্চ্চায়ামর্পয়েজ্জপমাচরেৎ ॥ ২৪১ ॥

অনুবাদ—গীত-বাদ্যাদি দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি সম্পাদনের রীতি আছে। বাহ্যিক পূজায় অক্ষম হইলে মানসিকভাবে শ্রীকৃষ্ণকে সমস্ত সমর্পণ করিয়া জপ করিবে ॥ ২৪১ ॥

টীকা—অনন্তরং গীতবাদ্যনৃত্যৈশ্চ কৃষ্ণং স্বদেহ এব সন্তোষ্য, বহিঃপূজায়ামশক্তশ্চেত্তর্হি ইদানীমেতস্মৈ কৃষ্ণায় অখিলং কর্ম্মাত্মানং চাগ্রে লেখ্যপ্রকারেণ সমর্পয়েৎ। ততো জপমাচরেৎ, শক্তস্তু প্রত্যহং বহিঃপূজানন্তরমেব কর্ম্মাদিসমর্পণং কৃত্বা জপং কুর্য্যাদিত্যর্থং ॥ ২৪১ ॥

অথান্তর্যাগমাহাত্ম্যম্

বৈষ্ণবতন্ত্রে—

অশ্বমেধসহস্রাণি বাজপেয়শতানি চ।
একস্য ধ্যানযোগস্য কলাং নার্হন্তি ষোড়শীম্ ॥২৪২

অনুবাদ—অতঃপর অন্তর্যাগ-মাহাত্ম্য বৈষ্ণবতন্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে—সহস্র সহস্র অশ্বমেধ ও শত শত

বাজপেয়, এক ধ্যানযোগের ষোল ভাগের এক ভাগের সমানও নয় ॥ ২৪২ ॥

———

বৃহন্নারদীয়ে শ্রীবামন প্রাদুর্ভাবে—

যন্নামোচ্চারণাদেব সর্ব্বে নশ্যন্ত্যুপদ্রবাঃ।
স্তোত্রৈর্ব্বা অর্হণাভির্ব্বা কিমু ধ্যানেন কথ্যতে ॥২৪৩॥

অনুবাদ—বৃহন্নারদীয়পুরাণে শ্রীবামনদেবের আবির্ভাব-প্রসঙ্গে বর্ণিত হইয়াছে—যাঁহার কেবল নাম উচ্চারণ করা মাত্রই সকল উপদ্রব ধ্বংস হইয়া যায়, স্তোত্রপাঠ, পূজা ও ধ্যান দ্বারা যে কি হইতে পারে তাহা কি আর বলিবার প্রয়োজন আছে? ২৪৩ ॥

টীকা—ধ্যানযোগস্য অন্তঃপূজালক্ষণস্য ; ধ্যান-যোগেহস্যেতি বা পাঠঃ। ভাবাভাবকরঃ ভোগমোক্ষ-প্রদ ইত্যর্থঃ ; যদ্বা, ভাবা বিবিধচিন্তাস্তাসামভাবকরঃ ২৪২-২৪৪ ॥

———

নারদপঞ্চরাত্রে শ্রীভগবন্নারদ-সংবাদে—

অয়ং যো মানসো যাগো জরাব্যাধিভয়াপহঃ।
সর্ব্বপাপৌঘশমনো ভাবাভাবকরো দ্বিজ।
সততাভ্যাসযোগেন দেহবন্ধাদ্বিমোচয়েৎ। ॥ ২৪৪ ॥
যশ্চৈবং পরয়া ভক্ত্যা সকৃৎ কুর্য্যান্মহামতে।
ক্রমোদিতেন বিধিনা তস্য তুষ্যাম্যহং মুনে ॥
ইতি ॥ ১৪৫ ॥
স্মরণ-ধ্যানয়োঃ পূর্ব্বং মাহাত্ম্যং লিখিতঞ্চ যৎ।
জ্ঞেয়ং তদধিকং চাত্রান্তর্যাগাঙ্গতয়া তয়োঃ ॥ ২৪৬ ॥
এবং যথাসম্প্রদায়ং শক্ত্যা যাবন্মনঃসুখম্।
অন্তঃপূজাং বিধায়াদাবারভেত বহিস্ততঃ ॥ ২৪৭ ॥

অনুবাদ—শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে শ্রীভগবন্নারদ-সংবাদে—হে দ্বিজ এই মানসপূজা জরা, ব্যাধি, ভয় বিনাশ করে এবং সমুদায় পাতক দমন করে ও সমস্ত ভাবনা দূর করে, সর্ব্বদা ঐ মানসপূজা অভ্যাস করিলে দেহবন্ধন হইতে মুক্ত হয়। হে মহা মুনে! যে ব্যক্তি ক্রমবিধি অনুসারে ভক্তিযুক্ত হইয়া এক-বার মাত্র মানসপূজা করে, আমি সেই ব্যক্তির প্রতি তুষ্ট হইয়া থাকি। পূর্ব্বে স্মরণ ও ধ্যানের যে মাহাত্ম্য বলা হইয়াছে তাহা অপেক্ষা মানসপূজার মাহাত্ম্য বেশী, যেহেতু স্মরণ ও ধ্যান ইহারই অন্ত-র্গত। সম্প্রদায় ও মনের তুষ্টি অনুসারে যথাশক্তি পূর্ব্বোক্ত বিধান অনুসারে মানসপূজা করিয়া বাহ্য-পূজার অনুষ্ঠান করিতে হইবে ॥ ২৪৪-২৪৭ ॥

টীকা—তন্মাহাত্ম্যং, ততোহধিকং চাত্রান্তর্যাগে জ্ঞেয়ং বুধৈঃ। তত্র হেতুঃ—তয়োঃ স্মরণ-ধ্যানয়ো-রন্তর্যাগস্যাঙ্গত্বেন, অত্র শ্রীমূর্ত্তেশ্চিন্তনমপ্যস্তি, পূজাদি-কমপ্যস্তীত্যাধিক্যান্মাহাত্ম্যমপি ততোহধিকমেব যুক্ত-মিতি ভাবঃ ॥ ২৪৫-২৪৭ ॥

———

তথা চোক্তং নারদেন—

ধ্যাত্বা ষোড়শসংখ্যাতৈরুপচারৈশ্চ মানসৈঃ।
সম্যগারাধনং কৃত্বা বাহ্যপূজাং সমাচরেৎ ॥ ২৪৮ ॥

অনুবাদ—এই বিষয়ে শ্রীনারদ বলিয়াছেন—ধ্যান করিবার পর ষোড়শ প্রকার মানসিক উপাচার দ্বারা সম্যকরূপে আরাধনা করিয়া বাহ্যপূজা করিতে হইবে ॥ ২৪৮ ॥

টীকা—ধ্যাত্বা শ্রীভগবন্তং সঞ্চিন্ত্য ॥ ২৪৮ ॥

———

অথ বহিঃপূজা

অনুজ্ঞাং দেহি ভগবান্ বহির্যাগে মম প্রভো।
শ্রীকৃষ্ণমিত্যনুজ্ঞাপ্য বহিঃপূজাং সমাচরেৎ ॥ ২৪৯ ॥
তত্র ত্বনেকশঃ সন্তি পূজাস্থানানি তত্র চ।
শ্রীমূর্ত্তয়ো বহুবিধাঃ শালগ্রামশিলাস্তথা ॥ ২৫০ ॥

অনুবাদ—হে ভগবন্! হে প্রভোঃ! আমি বহিঃ পূজা করিব, এইজন্য আমাকে অনুমতি প্রদান করুন, এই প্রকারে প্রার্থনা করতঃ বাহ্যপূজা করিতে হইবে। বাহ্যপূজার স্থান, শ্রীমূর্ত্তি ও শালগ্রাম শিলা অনেক প্রকার ॥ ২৪৯-২৫০ ॥

টীকা—তত্র বহিঃপূজাচরণে তু পূজায়াঃ স্থানানি অধিষ্ঠানানি অনেকশো বহুপ্রকারাণি সন্তি ; তত্র তেষু পূজাস্থানেষু শ্রীমূর্ত্তয়ঃ শ্রীভগবৎ-প্রতিকৃতয়ো বহুবিধাঃ সন্তি, তথা বহুবিধাঃ শালগ্রামশিলাশ্চ সন্তি ॥ ২৪৯-২৫০ ॥

———

অথ পূজাস্থানানি

সম্মোহনতন্ত্রে—

শালগ্রামে মনৌ যন্ত্রে স্থণ্ডিলে প্রতিমাদিষু।
হরেঃ পূজা তু কর্ত্তব্যা কেবলে ভূতলে ন তু ॥২৫১॥

অনুবাদ—সম্মোহনতন্ত্রে—শালগ্রামশিলায়, মন্ত্রে, ও যন্ত্রে মন্ত্রাদি দ্বারা বিশুদ্ধ বেদিতে প্রতিমা প্রভৃতিতে শ্রীহরির পূজা করিবে, মাটিতে করিবে না ॥ ২৫১॥

টীকা—স্থণ্ডিলং মন্ত্রাদিসংস্কৃতস্থলং, তস্মিন্ ॥ ২৫১ ॥

একাদশস্কন্ধে (১১।৪২-১৬) শ্রীভগবদুদ্ধব-সংবাদে—

সূর্য্যোঽগ্নির্ব্রাহ্মণা গাবো বৈষ্ণবঃ খং মরুজ্জলম্।
ভূরাত্মা সর্ব্বভূতানি ভদ্র পূজাপদানি মে ॥ ২৫২ ॥
সূর্য্যে তু বিদ্যয়া ত্রয্যা হবিষাগ্নৌ যজেত মাম্।
আতিথ্যেন তু বিপ্রাগ্র্যে গোম্বঙ্গ যবসাদিনা ॥২৫৩॥
বৈষ্ণবে বন্ধুসৎকৃত্যা হৃদি খে ধ্যাননিষ্ঠয়া।
বায়ৌ মুখ্যধিয়া তোয়ে দ্রব্যৈস্তোয়পুরস্কৃতৈঃ ॥২৫৪॥
স্থণ্ডিলে মন্ত্রহৃদয়ৈর্ভোগৈরাত্মানমাত্মনি।
ক্ষেত্রজ্ঞং সর্ব্বভূতেষু সমত্বেন যজেত মাম্ ॥ ২৫৫ ॥
ধিষ্ণ্যেষ্বিত্যেষু মদ্রূপং শঙ্খচক্রগদাম্বুজৈঃ।
যুক্তং চতুর্ভুজং শান্তং ধ্যায়ন্নর্চ্চেৎ সমাহিতঃ ॥২৫৬

অনুবাদ—একাদশস্কন্ধে ১১।৪১-৪৫ শ্লোকে শ্রীভগবদুদ্ধব-সংবাদে—সূর্য্য, অগ্নি, ব্রাহ্মণ, গো, বৈষ্ণব, আকাশ, বায়ু, জল, পৃথিবী, আত্মা, সমস্ত ভূত—এই সকল পদার্থ আমার আধার স্বরূপ। হে উদ্ধব! ত্রয়ী বিদ্যায় উক্ত সূক্ত উপস্থানাদি দ্বারা পূর্ব্বে ঘৃতাহুতি দ্বারা অগ্নিতে, অতিথি-সৎকারদ্বারা বিপ্রে, তৃণাদি প্রদান দ্বারা গোসমূহে আমার পূজা করিবে। বন্ধুর মত সৎকারদ্বারা বৈষ্ণববৃন্দে, ধ্যানদ্বারা হৃদয়াকাশে, প্রাণদৃষ্টিদ্বারা বায়ুতে, জলাদিদ্বারা জলে, রহস্য-মন্ত্রদ্বারা স্থণ্ডিলাত্মক ভূমিতে, ভোগদ্বারা আত্মাতে, তুল্যভাবদ্বারা ক্ষেত্রজ্ঞরূপ সকলভূতে আমার পূজা করিবে। এই প্রকারে ঐসব অধিষ্ঠানে শঙ্খ, চক্র, গদাপদ্ম-বিশিষ্ট চতুর্ভুজ শান্তিময় আমার বিগ্রহে সমাহিতচিত্তে ধ্যান করিয়া পূজা করিবে ॥ ২৫২-২৫৬ ॥

টীকা—মে মম ভদ্রাণি উত্তমানি পূজায়াঃ পদানি অধিষ্ঠানানি; ভদ্রেতি যন্ত্রাদ্যপেক্ষয়া; যদ্বা, হে ভদ্র হে কল্যাণরূপোদ্ধবেতি পৃথক্ পদম্ ॥ ২৫২ ॥

টীকা—তত্রৈবাধিষ্ঠানভেদেন পূজাসাধনভেদানাহ সূর্য্যে ত্বিতি ত্রিভিঃ। ত্রয্যা বিদ্যয়া সূক্তৈরুপস্থানাদিনা চ। অঙ্গ হে উদ্ধব ॥ ২৫৩ ॥

টীকা—বন্ধুসৎকৃত্যা বন্ধুসম্মাননেন, মুখ্যধিয়া প্রাণদৃষ্ট্যা, তোয়াদিভির্দ্রব্যৈস্তর্পণাদিনা তোয়ে, স্থণ্ডিলে ভুবি-মন্ত্রহৃদয়ৈঃ রহস্য-মন্ত্রন্যাসৈঃ; যদ্যপি তত্তৎ-পূজায়াং গন্ধাদিকমপেক্ষ্যতে, তথাপি তত্র তত্র ত্রয়ী-বিদ্যাদীনাং প্রাধান্যাভিপ্রায়েণ তান্যেবোক্তানি ॥২৫৪-২৫৫ ॥

টীকা—সর্ব্বাধিষ্ঠানেষু মধ্যে ধ্যেয়মাহ—ধিষ্ণ্যে-ষ্বিতি। ইতি অনেনোক্তপ্রকারেণ, এষু ধিষ্ণ্যেষু অধিষ্ঠানেষু মদ্রূপমেব ধ্যায়ন্নর্চ্চয়েৎ ॥ ২৫৬ ॥

অথ শ্রীমূর্ত্তয়ঃ

তত্রৈব (শ্রীভাঃ ১১।২৭।১২-২৪)—

শৈলী দারুময়ী লৌহী লেপ্যা লেখ্যা চ সৈকতী।
মনোময়ী মণিময়ী প্রতিমাষ্টবিধা মতা ॥ ২৫৭ ॥

অনুবাদ—ভাগবতে একাদশস্কন্ধে—১। শিলাময়ী ২। কাষ্ঠময়ী ৩। লৌহময়ী অর্থাৎ লোহা, সোনা প্রভৃতি ধাতুদ্বারা তৈরী ৪। লেপ্যা অর্থাৎ মৃৎ চন্দনাদিময়ী ৫। লেখ্যা চিত্রপটময়ী ৬। বালুকাময়ী ৭। মনোময়ী ৮। মণিময়ী প্রতিমা এই আট প্রকার ॥ ২৫৭ ॥

চলাচলেতি দ্বিবিধা প্রতিষ্ঠা জীবমন্দিরম্।
উদ্বাসাবাহনে ন স্তঃ স্থিরায়ামুদ্ধবার্চ্চনে ॥ ২৫৮ ॥
অস্থিরায়াং বিকল্পঃ স্যাৎ স্থণ্ডিলে তু ভবেদ্দ্বয়ম্।
স্নপনং ত্ববিলেপ্যায়ামন্যত্র পরিমার্জ্জনম্ ॥ ২৫৯ ॥

অনুবাদ—অতএব চল ও অচল এই দুই প্রকার প্রতিমাতে শ্রীভগবান অধিষ্ঠিত থাকেন। হে উদ্ধব! তন্মধ্যে অচল অর্থাৎ স্থির প্রতিমার পূজাতে আবাহন ও বিসর্জ্জন নাই। চল অর্থাৎ অস্থির প্রতিমাতে স্থান-ভেদে আবাহন ও বিসর্জ্জন আছে; কিন্তু শালগ্রাম শিলার আবাহন ও বিসর্জ্জন নাই। চন্দনাদি দ্বারা

নির্ম্মিত প্রতিমাতে বস্ত্র দ্বারা মার্জ্জন করিবে, আর আর প্রতিমাকে জলদ্বারা স্নান করাইবে ॥২৫৮-২৫৯

টীকা—লৌহী—লোহং সুবর্ণাদি, তন্ময়ী ; লেপ্যা মৃচ্চন্দনাদিময়ী ; হৃদি পূজায়াং মনোময়ী ; যদ্যপি সর্ব্বসামেব মনোময়ীত্বং ঘটতে, তথাপি মনসি শ্রীভগবৎ-পরিস্ফূর্ত্তিবিশেষাপেক্ষয়া পৃথগুক্তা। জীবয়তি চেতয়তীতি জীবো ভগবানেব তস্য মন্দিরমধিষ্ঠানম্। প্রতিষ্ঠা প্রকর্ষেণ তিষ্ঠত্যস্যামিতি প্রতিমৈব ; যদ্বা ; প্রতিষ্ঠয়া কলান্যাসাদিনা ভগবন্মন্দিরং ভবতি। শ্রীমূর্ত্তের্ভেদে বিশেষমাহ—উদ্বাসেতি সার্দ্ধেন। উদ্বাসো বিসর্জ্জনম্ ; স্থিরায়ামর্চ্চনে, অস্থিরায়াং শ্রীশালগ্রামশিলাদৌ বিকল্প ; শ্রীশালগ্রামশিলায়াং ন কুর্য্যাৎ, সৈকত্যাং কুর্য্যাৎ, অন্যত্র কুর্য্যাদ্বা ন বেতি। অবিলেপ্যায়াং মৃন্ময়লেখ্যব্যতিরিক্তায়াম্, অন্যত্র বিলোপ্যায়াঞ্চ লেখ্যায়াঞ্চ পরিমার্জ্জনমেব ॥ ২৫৭-২৫৯ ॥

গোপালমন্ত্রোদ্দিষ্টত্বাৎ তচ্ছ্রীমূর্ত্তিরপেক্ষিতা।
তথাপি বৈষ্ণবপ্রীত্যৈ লেখ্যাঃ শ্রীমূর্ত্তয়োঽখিলাঃ ॥২৬০

অনুবাদ—শ্রীগোপালমন্ত্র উদ্দেশ্য করিয়াই এই সকল লিখিত হইয়াছে, অতএব সেই শ্রীমূর্ত্তিরই বর্ণন করা আবশ্যক। তথাপি বৈষ্ণবগণের তুষ্টিবিধানের জন্য সকল শ্রীমূর্ত্তিরই লক্ষণ বর্ণন করিবে ॥ ২৬০ ॥

অথ শ্রীমূর্ত্তিলক্ষণানি

শ্রীহয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে শ্রীভগবৎ-শ্রীহয়শীর্ষ-ব্রহ্মসংবাদে—

আদিমূর্ত্তির্বাসুদেবঃ সঙ্কর্ষণমথাসৃজৎ।
চতুর্মূর্ত্তিঃ পরং প্রোক্তমেকৈকো ভিদ্যতে ত্রিধা।
কেশবাদিপ্রভেদেন মূর্ত্তিদ্বাদশকং স্মৃতম্ ॥ ২৬১ ॥

অনুবাদ—অনন্তর শ্রীমূর্ত্তির লক্ষণ সকল শ্রীহয়শীর্ষ পঞ্চরাত্রে ভগবান শ্রীহয়গ্রীব-ব্রহ্ম-সংবাদে বলা হইয়াছে—আদিমূর্ত্তি বাসুদেব, ইনি সঙ্কর্ষণ মূর্ত্তি প্রকাশ করেন। কথিত আছে যে, চারিটি মূর্ত্তিই প্রধান ; এক এক মূর্ত্তির ভেদ তিন প্রকার। তাই কেশবাদি প্রভেদে শ্রীমূর্ত্তি মোট দ্বাদশ প্রকার ॥২৬১॥

টীকা—অসৃজৎ পৃথক্ প্রকটয়ামাস ॥ ২৬১ ॥

পঙ্কজং দক্ষিণে দদ্যাৎ পাঞ্চজন্যং তথোপরি।
বামোপরি গদা যস্য চক্রং চাধো ব্যবস্থিতম্।
আদিমূর্ত্তেঽস্তু ভেদোঽয়ং কেশবেতি প্রকীর্ত্ত্যতে ॥২৬২

অনুবাদ—যাঁহার দক্ষিণ ও নিম্নহস্তে পদ্ম এবং উর্দ্ধে পাঞ্চজন্য শঙ্খ, বাম উর্দ্ধহস্তে গদা এবং তার নিম্নে চক্র, আদি মূর্ত্তির এই মূর্ত্তিভেদ কেশব নামে প্রকীর্ত্তিত ॥ ২৬২ ॥

টীকা—দক্ষিণে দক্ষিণাধঃকরে, তথোপরি দক্ষিণোর্দ্ধকরে, বামোপরি বামোর্দ্ধকরে, অধঃ বামাধঃকরে দদ্যাদিতি শ্রীমূর্ত্তিপ্রাদুর্ভাবণবিধাবুক্তেঃ ; এবমন্যদগ্রেঽপ্যূহ্যম্ ॥ ২৬২ ॥

অধরোত্তরভাবেন কৃতমেতত্তু যত্র বৈ।
নারায়ণাখ্যা সা মূর্ত্তিঃ স্থাপিতা ভুক্তিমুক্তিদা ॥২৬৩

অনুবাদ—কেশব মূর্ত্তির ভাবের বিপরীত যে মূর্ত্তিতে থাকে, তাহা নারায়ণ নামে খ্যাত অর্থাৎ কেশবের নিম্ন করে যাহা, নারায়ণের উর্দ্ধ করে তাহা। কেশবের উর্দ্ধ করে যাহা নারায়ণের নিম্ন করে তাহা, সেই নারায়ণ মূর্ত্তি স্থাপিত হইলে ভুক্তি ও মুক্তি লভ্য হয় ॥ ২৬৩ ॥

টীকা—অধরোত্তরভাবেন কেশবস্য যদধঃকরস্থিতং নারায়ণস্য তদূর্দ্ধকরস্থমিত্যেবমিত্যর্থঃ ॥২৬৩॥

সব্যাধঃ পঙ্কজং যস্য পাঞ্চজন্যং তথোপরি।
দক্ষিণোর্দ্ধং গদা যস্য চক্রং চাধো ব্যবস্থিতম্।
আদিমূর্ত্তেস্তু ভেদোঽয়ং মাধবেতি প্রকীর্ত্ত্যতে ॥২৬৪

অনুবাদ - যে মূর্ত্তির বাম নিম্ন হস্তে পদ্ম এবং শঙ্খ, উর্দ্ধ হস্তে গদা এবং নিম্ন হস্তে চক্র সেই আদি মূর্ত্তির এই ভেদ মাধব নামে খ্যাত ॥ ২৬৪ ॥

দক্ষিণাধঃস্থিতং চক্রং গদা যস্যোপরি স্থিতা।
বামোর্দ্ধসংস্থিতং পদ্মং শঙ্খং চাধো ব্যবস্থিতম্।
সঙ্কর্ষণস্য ভেদোঽয়ং গোবিন্দেতি প্রকীর্ত্ত্যতে ॥২৬৫॥

অনুবাদ—যাঁহার দক্ষিণ নিম্ন করে চক্র ও দক্ষিণ উর্দ্ধ করে গদা এবং বাম উর্দ্ধ করে পদ্ম, বাম

নিম্ন করে শঙ্খ সঙ্কর্ষণের ভেদ এই মূর্ত্তি গোবিন্দ নামে প্রকীর্ত্তিত ॥ ২৬৫ ॥

দক্ষিণোপরি পদ্মন্তু গদা চাধো ব্যবস্থিতা।
সঙ্কর্ষণস্য ভেদোঽয়ং বিষ্ণুরিত্যভিশব্দ্যতে ॥ ২৬৬ ॥

অনুবাদ—দক্ষিণ উর্দ্ধ হস্তে পদ্ম, দক্ষিণ নিম্ন হস্তে গদা, বাম উর্দ্ধ হস্তে শঙ্খ ও নিম্ন হস্তে চক্র, সঙ্কর্ষণের ভেদ এই মূর্ত্তি শ্রীবিষ্ণুনামে কথিত ॥২৬৬॥

দক্ষিণোপরি শঙ্খঞ্চ চক্রং চাধঃ প্রদৃশ্যতে।
বামোপরি তথা পদ্মং গদা চাধঃ প্রদৃশ্যতে।
মধুসূদননামায়ং ভেদঃ সঙ্কর্ষণস্য চ ॥ ২৬৭ ॥

অনুবাদ—যে মূর্ত্তির দক্ষিণ উর্দ্ধ হস্তে শঙ্খ ও নিম্ন হস্তে চক্র এবং বাম উর্দ্ধ হস্তে পদ্ম ও নিম্ন হস্তে গদা, সঙ্কর্ষণের ভেদ এই মূর্ত্তি শ্রীমধুসূদন নামে অভিহিত ॥ ২৬৭ ॥

বামোর্দ্ধসংস্থিতং চক্রমধঃ শঙ্খং প্রদৃশ্যতে।
ব্রহ্মাণ্ডগং বামপদং দক্ষিণং শেষপৃষ্ঠগম্ ॥ ২৬৮ ॥

অনুবাদ—যাঁহার বাম উর্দ্ধ করে চক্র ও নিম্ন করে শঙ্খ, বাম চরণ ব্রহ্মাণ্ডগামী ও দক্ষিণ চরণ অনন্তদেবের পৃষ্ঠগামী তিনিই ত্রিবিক্রম ॥ ২৬৮ ॥

টীকা—শ্রীবাসুদেব-সঙ্কর্ষণয়োর্ভেদং মূর্ত্তিষট্ক-মুক্ত্বা শ্রীপ্রদ্যুম্নস্য ভেদং মূর্ত্তিত্রয়ং ষট্শ্লোক্যা নির্দিশন্ তত্রাদৌ ত্রিবিক্রমমূর্ত্তিমাহ—দক্ষিণোর্দ্ধমিতি সার্দ্ধেন; দক্ষিণোর্দ্ধং করং ব্যাপ্য, দক্ষিণোর্দ্ধে ইতি সপ্তম্যন্ত-পাঠো বা; এবমগ্রেঽপি। শঙ্খমিত্যাদি নপুংসকত্ব-মার্ষম্; এবমগ্রেঽপ্যন্যদূহ্যম্ ॥ ২৬৪-২৬৮ ॥

বলিবঞ্চন সংযুক্তং বামনঞ্চাপ্যধঃ স্থিতম্।
বামোর্দ্ধে কৌমুদী যস্য পুণ্ডরীকমধঃস্থিতম্ ॥২৬৯॥
দক্ষিণোর্দ্ধং সহস্রারং পাঞ্চজন্যমধঃস্থিতম্।
সপ্ততাল-প্রমাণেন বামনং কারয়েৎ সদা ॥ ২৭০ ॥

অনুবাদ—বলিছলনাকারী শ্রীবামনদেব ভূতলে রহিয়াছেন। তাঁহার বাম উর্দ্ধ করে গদা নিম্ন করে পদ্ম, দক্ষিণ উর্দ্ধ করে চক্র ও নিম্ন করে পাঞ্চজন্য শঙ্খ। বামনদেবের মূর্ত্তি সপ্ততাল অর্থাৎ বিস্তৃত সাত করতল পরিমাণে নির্ম্মাণ করিতে হইবে ॥ ২৬৯-২৭০ ॥

উর্দ্ধং দক্ষিণতশ্চক্রমধঃ পদ্মং ব্যবস্থিতম্।
পদ্মা পদ্মকরা বামে পার্শ্বে যস্য ব্যবস্থিতা ॥ ২৭১ ॥
স্থিতো বাপ্যুপবিষ্টো বা সানুরাগো বিলাসবান্।
প্রদ্যুম্নস্য হি ভেদোঽয়ং শ্রীধরেতি প্রকীর্ত্ত্যতে ॥২৭২

অনুবাদ—যাঁহার দক্ষিণ উর্দ্ধ করে চক্র ও নিম্ন করে পদ্ম, বাম উর্দ্ধ করে গদা নিম্ন করে শঙ্খ এবং পদ্মহস্তা দেবীলক্ষ্মী যাঁহার বামভাগে অবস্থিতা, দণ্ডায়মান বা উপবিষ্ট প্রদ্যুম্নের ভেদ এই অনুরাগ-বিশিষ্ট বিলাসী বিগ্রহ শ্রীধর নামে বিখ্যাত ॥ ২৭১-২৭২ ॥

টীকা—শ্রীবামনমূর্ত্তিমাহ—বলীতি দ্বাভ্যাম্। অধঃস্থিতং ভূতলে অবস্থিতমিত্যাদিকং ত্রিবিক্রমাদ্বি-শেষঃ; কৌমুদী কৌমোদকী গদা ॥ ২৬৯-২৭২ ॥

দক্ষিণোর্দ্ধং মহাচক্রং কৌমুদী তদধঃস্থিতা।
বামোর্দ্ধে নলিনং যস্য অধঃ শঙ্খং বিরাজতে।
হৃষীকেশেতি বিজ্ঞেয়ঃ স্থাপিতঃ সর্ব্বকামদঃ ॥২৭৩॥

অনুবাদ—যাঁহার দক্ষিণ উর্দ্ধ হস্তে মহাচক্র, নিম্ন হস্তে গদা, বাম উর্দ্ধ হস্তে পদ্ম, নিম্ন হস্তে শঙ্খ তিনিই হৃষীকেশ। এই মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইলে সকল অভীষ্ট পূর্ণ করেন ॥ ২৭৩ ॥

দক্ষিণোর্দ্ধে পুণ্ডরীকং পাঞ্চজন্যমধস্তথা।
বামোর্দ্ধে সংস্থিতং চক্রং কৌমুদী তদধঃস্থিতা।
পদ্মনাভেতি সা মূর্ত্তিঃ স্থাপিতা মোক্ষদায়িনী ॥২৭৪॥

অনুবাদ—যাঁহার দক্ষিণ উর্দ্ধ করে পদ্ম, নিম্ন করে পাঞ্চজন্য শঙ্খ, এবং বাম উর্দ্ধ করে চক্র নিম্ন করে গদা, তিনিই পদ্মনাভ মূর্ত্তি। তিনি স্থাপিত হইলে মোক্ষ দান করেন ॥ ২৭৪ ॥

টীকা—অনিরুদ্ধস্য ভেদং শ্রীহৃষীকেশাদিত্রয়মাহ—দক্ষিণোর্দ্ধমিতি ত্রিভিঃ ॥ ২৭৩-২৭৪ ॥

দক্ষিণোর্দ্ধে পাঞ্চজন্যমধস্তাত্তু কুশেশয়ম্।
সব্যোর্দ্ধে কৌমুদী চৈব হেতিরাজমধঃস্থিতম্।
অনিরুদ্ধস্য ভেদোঽয়ং দামোদর ইতি স্মৃতঃ ॥২৭৫

অনুবাদ—দক্ষিণ উর্দ্ধ হস্তে পাঞ্চজন্য শঙ্খ, নিম্ন হস্তে পদ্ম এবং বাম উর্দ্ধ হস্তে গদা, নিম্ন হস্তে চক্র, অনিরুদ্ধের ভেদ ইঁহারই নাম দামোদর ॥ ২৭৫ ॥

টীকা—কুশেশয়ং পদ্মম্; হেতিরাজং চক্রম্ ॥ ২৭৫ ॥

এতেষান্তু স্ত্রিয়ৌ কার্য্যে পদ্মবীণাধরে শুভে ॥ ২৭৬ ॥
ইতি ক্রমেণ মার্গাদিমাসাধিপাঃ কেশবাদয়ো দ্বাদশ।

অনুবাদ—এই মূর্ত্তির প্রত্যেকের পদ্ম ও বীণাধারিণী শুভরূপা দুইটি করিয়া স্ত্রীমূর্ত্তি করিবে ॥ ২৭৬ ॥

কেশবাদি দ্বাদশ মূর্ত্তি উক্ত ক্রমঅনুসারে-মার্গশীর্ষ আদি দ্বাদশ মাসের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা।

অথ চতুর্ব্বিংশতিমূর্ত্তয়ঃ

সিদ্ধার্থসংহিতায়াম্—
বাসুদেবো গদা-শঙ্খ চক্র-পদ্মধরো মতঃ।
পদ্মং শঙ্খং তথা চক্রং গদাং বহতি কেশবঃ ॥২৭৭॥

অনুবাদ—অনন্তর সিদ্ধার্থ সংহিতায় চতুর্বিংশতি মূর্ত্তি,—বাসুদেব, গদা, শঙ্খ, চক্র ও পদ্ম ধারণ করেন। কেশব পদ্ম, শঙ্খ, চক্র ও গদা বহন করেন ॥ ২৭৭ ॥

শঙ্খং পদ্মং গদাঞ্চক্রং ধত্তে নারায়ণঃ সদা।
গদাঞ্চক্রং তথা শঙ্খং পদ্মং বহতি মাধবঃ ॥ ২৭৮ ॥

অনুবাদ—নারায়ণ সতত শঙ্খ, পদ্ম, গদা ও চক্র ধারণ করেন। মাধব গদা, চক্র, শঙ্খ ও পদ্ম বহন করেন ॥ ২৭৮ ॥

চক্রং পদ্মং তথা শঙ্খং গদাঞ্চ পুরুষোত্তমঃ।
পদ্মং কৌমোদকীং শঙ্খং চক্রং ধত্তেঽপ্যধোক্ষজঃ ॥

অনুবাদ—পুরুষোত্তম চক্র, পদ্ম, শঙ্খ ও গদা এবং অধোক্ষজ পদ্ম, গদা, শঙ্খ ও চক্র ধারণ করেন ॥২৭৯॥

টীকা—পুরুষোত্তমো ধত্তে ॥ ২৭৯ ॥

সঙ্কর্ষণো গদা-শঙ্খ-পদ্ম-চক্রধরঃ স্মৃতঃ।
চক্রং গদাং পদ্মশঙ্খৌ গোবিন্দো ধরতে ভুজৈঃ ॥২৮০

অনুবাদ—সঙ্কর্ষণ গদা, শঙ্খ, পদ্ম ও চক্র এবং গোবিন্দ চক্র, গদা, পদ্ম ও শঙ্খ ধারণ করেন ॥২৮০॥

গদাং পদ্মং তথা শঙ্খং চক্রং বিষ্ণুর্বিভর্ত্তি যঃ।
চক্রং শঙ্খং তথা পদ্মং গদাঞ্চ মধুসূদনঃ ॥ ২৮১ ॥

অনুবাদ—বিষ্ণু গদা, পদ্ম, শঙ্খ, চক্র এবং মধুসূদন চক্র, শঙ্খ, পদ্ম ও গদা ধারণ করেন ॥ ২৮১ ॥

গদাং সরোজং চক্রঞ্চ শঙ্খং ধত্তেঽচ্যুতঃ সদা।
শঙ্খং কৌমোদকীং চক্রমুপেন্দ্রঃ পদ্মমুদ্বহেৎ ॥২৮২॥

অনুবাদ—অচ্যুত সতত—গদা, পদ্ম, চক্র ও শঙ্খ ধারণ করেন এবং উপেন্দ্র শঙ্খ, গদা, চক্র ও পদ্ম বহন করেন ॥ ২৮২ ॥

চক্র-শঙ্খগদাপদ্মধরঃ প্রদ্যুম্ন উচ্যতে।
পদ্মং কৌমোদকীং চক্রং শঙ্খং ধত্তে ত্রিবিক্রমঃ ॥২৮৩
শঙ্খং চক্রং গদাং পদ্মং বামনো বহতে সদা।
পদ্মং চক্রং গদাং শঙ্খং শ্রীধরো বহতে ভুজৈঃ ॥২৮৪

অনুবাদ—প্রদ্যুম্ন চক্র, শঙ্খ, গদা ও পদ্ম ধারণ করেন এবং ত্রিবিক্রম পদ্ম, গদা, চক্র ও শঙ্খ ধারণ করেন। বামন সর্ব্বদা শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম এবং শ্রীধর পদ্ম, চক্র, গদা ও শঙ্খ বহন করেন ॥ ২৮৩-২৮৪ ॥

চক্রং পদ্মং গদাং শঙ্খং নরসিংহো বিভর্ত্তি যঃ।
পদ্মং সুদর্শনং শঙ্খং গদাং ধত্তে জনার্দ্দনঃ ॥২৮৫॥

অনুবাদ—নরসিংহ চক্র, পদ্ম, গদা ও শঙ্খ এবং জনার্দ্দন পদ্ম, চক্র, শঙ্খ ও গদা ধারণ করেন ॥২৮৫॥

———

অনিরুদ্ধশ্চক্রগদা-শঙ্খ-পদ্ম-লসদ্ভুজঃ ।
হৃষীকেশো গদাং চক্রং পদ্মং শঙ্খঞ্চ ধারয়েৎ ॥২৮৬

অনুবাদ—অনিরুদ্ধ চক্র, গদা, শঙ্খ, পদ্মবিশিষ্ট এবং হৃষীকেশ গদা, চক্র, পদ্ম ও শঙ্খ ধারণ করেন ॥ ২৮৬ ॥

———

পদ্মনাভো বহেৎ শঙ্খং পদ্মং চক্রং গদাস্তথা ।
পদ্মং চক্রং গদাং শঙ্খং ধত্তে দামোদরঃ সদা ॥২৮৭

অনুবাদ—পদ্মনাভ শঙ্খ, পদ্ম, চক্র ও গদা এবং দামোদর সতত পদ্ম, চক্র, গদা ও শঙ্খ ধারণ করেন ॥ ২৮৭ ॥

———

শঙ্খং চক্রং সরোজঞ্চ গদাং বহতি যো হরিঃ ।
শঙ্খং কৌমোদকীং পদ্মং চক্রং বিষ্ণুর্বিভর্ত্তি যঃ ॥২৮৮

অনুবাদ—হরি শঙ্খ, চক্র, পদ্ম ও গদা এবং বিষ্ণু শঙ্খ গদা পদ্ম ও চক্র বিশেষরূপে ধারণ করেন ॥ ২৮৮ ॥

টীকা— ধরতে ধরতি ; আত্মনেপদমার্ষম্ ; যো বিভর্ত্তি, স বিষ্ণুঃ এবমগ্রেঽপি ॥ ২৮০-২৮৮ ॥

———

এতাশ্চ মূর্ত্তয়ো জ্ঞেয়া দক্ষিণাধঃকরক্রমাৎ ॥২৮৯॥

অনুবাদ—দক্ষিণ নিম্ন হস্তক্রমে উক্ত মূর্ত্তিগণের শঙ্খাদি ধারণ জানিতে হইবে ॥ ২৮৯ ॥

তাৎপর্য্য—প্রথমতঃ দক্ষিণ নিম্ন হস্ত, পরে দক্ষিণ উর্দ্ধ হস্ত। তাহার পর বাম দিকের উর্দ্ধ হস্ত ও পরে বামদিকের নিম্নহস্ত। তাহা হইলে বসুদেব-মূর্ত্তির দক্ষিণ নিম্ন হস্তে গদা, দক্ষিণ উর্দ্ধ হস্তে শঙ্খ, বাম উর্দ্ধ হস্তে চক্র, বাম নিম্ন হস্তে পদ্ম ধারণ করেন।

টীকা—দক্ষিণে যোঽধঃস্থিতকরস্তৎক্রমাদিত্যেব-মাদৌ অধস্তনো দক্ষিণকরঃ, পশ্চাদূর্দ্ধদক্ষিণকরঃ, ততো বামোর্দ্ধকরঃ, ততো বামাধস্তনকরঃ ইতি ক্রমঃ ; এবং শ্রীবাসুদেবস্যাধোদক্ষিণকরে গদা, উর্দ্ধ-দক্ষিণকরে শঙ্খঃ, উর্দ্ধবামকরে চক্রম, অধো-বাম-করে পদ্মমিতি জ্ঞেয়ম্ ; তথা চোক্তং শ্রীকৃষ্ণদেবা-চার্য্যপাদৈঃ—'কেমসংদাবাপ্রবিমানি - পূর্ব্বধোজনাঃ । গোত্রিশ্রীনৃসিংহাচ্যুতবানাপোপেহকৃক্রমাৎ ॥' ইতি । অস্যার্থঃ—কেশব- মধুসূদন- সঙ্কর্ষণ- দামোদর-বসু-দেব প্রদ্যুম্ন- বিষ্ণু- মাধব- অনিরুদ্ধ -পুরুষোত্তমাধো-ক্ষজ-জনার্দ্দন- গোবিন্দ- ত্রিবিক্রম- শ্রীধর - হৃষীকেশ-নৃসিংহাচ্যুত - বামন - নারায়ণ- পদ্মনাভোপেন্দ্র- হরি - কৃষ্ণাখ্যাশ্চতুর্বিংশতি-শ্রীমূর্ত্তয়ঃ ক্রমাজ্জ্ঞেয়া ইতি । এষাং দক্ষিণোর্দ্ধকরমারভ্য ক্রমেণ শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মানি জ্ঞেয়ানি। তথা চ তৎ-পিতৃ-শ্রীরামাচার্য্য-পাদৈরুক্তম্—'কেশবাদিক-কৃষ্ণান্তমূর্ত্তিষট্কচতুষ্টয়ে। সব্যাপসব্যৈর্গণয়েৎ পুনঃ কোণাৎ তথৈব চ। সব্য-মেত্য পুনঃ কোণাদপসব্যান্ত কোণতঃ ॥' ইতিঃ। অয়মর্থঃ—সব্যেন শঙ্খাদৌ গণ্যমানে কেশবঃ, অপ-সব্যেন মধুসূদনঃ, কোনগত্যা কোণাচ্চ তস্মাৎ সব্যেন সঙ্কর্ষণঃ, অপসব্যেন দামোদরঃ, সব্যমাগত্য কোণাদ্গণ্যমাণে বাসুদেবঃ, অপসব্যমাগত্য কোণতঃ প্রদ্যুম্নঃ ; এবং বামোর্দ্ধকরমারভ্য বিষ্ণুঃ মাধবঃ অনিরুদ্ধঃ পুরুষোত্তমঃ অধোক্ষজঃ জনার্দ্দন ইতি ষট্ বামাধঃকরমারভ্য গোবিন্দস্ত্রিবিক্রমঃ শ্রীধরো হৃষীকেশঃ নৃসিংহঃ অচ্যুত ইতি ষট্ ; দক্ষিণাধঃ-করমারভ্য বামনো নারায়ণঃ পদ্মনাভঃ উপেন্দ্রঃ হরিঃ কৃষ্ণ ইতি ষট্ গণয়েদিতি,—ইত্থং তত্তন্নির্দ্ধারঃ কার্য্যঃ ॥ ২৮৯ ॥

———

মৎস্যপুরাণে চ—

এতদুদ্দেশতঃ প্রোক্তং প্রতিমালক্ষণন্তথা ।
বিস্তরেণ ন শক্নোতি বৃহস্পতিরপি দ্বিজাঃ ॥ ইতি ॥
সেবানিষ্ঠা হরেঃ শ্রীমদ্বৈষ্ণবাঃ পাঞ্চরাত্রিকাঃ ।
প্রাকট্যাদখিলাঙ্গানাং শ্রীমূর্ত্তিং বহু মন্যতে ॥ ২৯১ ॥

অনুবাদ—মৎস্যপুরাণে বর্ণিত হইয়াছে—বিভিন্ন প্রতিমা বর্ণন উদ্দেশে উক্ত প্রতিমালক্ষণ বলা হইল। হে দ্বিজগণ। এই বিষয় বিশদ্ভাবে স্বয়ং দেবগুরুও বর্ণন করিতে অক্ষম। হরিসেবা পরায়ণ পাঞ্চ-

রাত্রিক শ্রীমৎ বৈষ্ণবগণ অখিল অঙ্গপ্রকট-হেতু শ্রীমূর্ত্তির বাহু সম্মাননা করিয়া থাকেন ॥২৯০-২৯১॥

টীকা—ননু এতাবত্য এব শ্রীমূর্ত্তয়োঽন্যা বা সন্তি, তত্র লিখতি—এতদিতি। বিস্তরেণ বক্তুং শক্নোতি ; হে দ্বিজাঃ শৌনকাদয়ঃ ॥ ২৯০ ॥

সেব্যা নিজনিজৈরেব মন্ত্রৈঃ স্বস্বেষ্টমূর্ত্তয়ঃ।
শালগ্রামাত্মকে রূপে নিয়মো নৈব বিদ্যতে ॥২৯২॥
দ্বিভুজা জলদশ্যামা ত্রিভঙ্গী মধুরাকৃতিঃ।
সেব্যা ধ্যানানুরূপেশ্চ মূর্ত্তিঃ কৃষ্ণস্য দৈবতৈঃ ॥২৯৩

অনুবাদ—নিজ নিজ মন্ত্রদ্বারা শালগ্রামরূপ দেবে স্ব-স্ব অভীষ্ট দেবমূর্ত্তির পূজা করিতে কোন প্রকার নিয়মাদির অপেক্ষা নাই। ধ্যানানুরূপ মূর্ত্তিতে শ্রীকৃষ্ণের দ্বিভুজ জলদশ্যাম ত্রিভঙ্গী মধুরাকৃতি মূর্ত্তি সকলের অর্চ্চনা করিতে হইবে। ২৯২-২৯৩ ॥

অন্যাশ্চ বিবিধা শ্রীমদবতারাদিমূর্ত্তয়ঃ।
প্রাদুর্ভাব-বিধাবগ্রে লেখ্যাস্তত্তদ্বিশেষতঃ ॥ ২৯৪ ॥
নিত্যকর্ম্মপ্রসঙ্গেঽত্র মূর্ত্তিজন্ম-প্রতিষ্ঠয়োঃ।
বিধির্নলিখিতুং যোগ্যঃ স তু লেখিষ্যতেঽগ্রতঃ ॥২৯৫

অনুবাদ—শ্রীভগবানের অবতারাদি অন্যান্য বহু প্রকার মূর্ত্তি বিষয়ে প্রাদুর্ভাব-বিধিস্থলে বিশেষরূপে বর্ণন করা হইবে। এই স্থলে অযুক্ত বিবেচনায় পশ্চাৎ লিপিবদ্ধ হইবে ॥ ২৯৪-২৯৫ ॥

টীকা—ননু শঙ্খাদিধারি-চতুর্ভুজ-শ্রীমূর্ত্তয়ো লিখিতাঃ, ন তু শ্রীনৃসিংহ-রঘুনাথাদি-বিশেষমূর্ত্তয়ঃ, তত্তদ্ভক্তৈঃ কীদৃশীতত্তন্মূর্ত্তিরুপাস্যা ? বিশেষতশ্চাত্র শ্রীগোপালদেবস্য পূজাবিধিলিখনে তস্য প্রকৃতিরবশ্যং বিজ্ঞাতুমপেক্ষ্যতে, তত্র লিখতি—অন্যাশ্চেতি। আদিশব্দেন চতুর্ব্যূহ-পার্ষদাদয়ঃ ; অগ্রে লেখ্য-শ্রীমূর্ত্তি-প্রাদুর্ভাববিধৌ লেখ্যাঃ। যদ্যপি শ্রীমদ্গোপালদেবস্যাষ্টাদশাক্ষরমন্ত্রতঃ লিখ্যতেঽর্চ্চাবিধিরিত্যনেন এতদ্বিলাসারম্ভে শ্রীমদ্গোপালদেবস্যৈব পূজাবিধিলিখনং প্রতিজ্ঞাতম্, তদেবাত্রোপাদেয়ঞ্চ ; অতস্তস্যৈব শ্রীমূর্ত্তিরপি লিখিতুমুপযুজ্যতে ; তথাপি গ্রন্থারম্ভে শ্রীবৈষ্ণবানাং সর্ব্বেষামেব সামান্যতোঽবশ্যকৃত্যকর্ম্ম-লিখনং প্রতিজ্ঞাতমস্তীত্যশেষ-শ্রীমূর্ত্ত্যপেক্ষয়া তত্তদ্বিশেষবিজ্ঞানার্থম্, তথা ইতস্ততো বর্ত্তমান-বিবিধ-শ্রীমূর্ত্তি-পরিচর্য্যার্থঞ্চ ; প্রসঙ্গাদন্যা অপি শ্রীমূর্ত্তয়োঽত্র লিখিতাঃ, যথা নৃসিংহপরিচর্য্যাদিগ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণদেবাচার্য্যাদিভিঃ সর্ব্বা এব তা ইতি। এবমন্যদপ্যূহ্যম্ ॥২৯৪

টীকা—ননু প্রতিষ্ঠায়া ভগবন্মন্দিরং ভবতীত্যুক্তেঃ প্রতিষ্ঠাবিধিস্তথা শ্রীমুখাদ্যবয়বপরিমাণাদিনা শ্রীমূর্ত্তি-প্রাদুর্ভাবপ্রকারশ্চাত্রাপেক্ষ্যতে ; তত্র লিখতি—নিত্যেতি। অত্র অস্মিন্নিত্যকর্ম্মলিখনপ্রকরণে, মূর্ত্তেঃ প্রতিকৃতেঃ জন্ম প্রাদুর্ভাবঃ প্রতিষ্ঠা চ, তয়োর্বিধিঃ লিখিতুমযোগ্যোঽতোঽগ্রে কাদাচিৎককৃত্যলিখনে ॥ ২৯৫ ॥

অথ শালগ্রামশিলাঃ

গৌতমীয়তন্ত্রে—

গণ্ডক্যাশ্চৈব দেশে চ শালগ্রামস্থলং মহৎ।
পাষাণং তদ্ভবং যত্তৎ শালগ্রামমিতি স্মৃতম্ ॥২৯৬

অনুবাদ—গৌতমতন্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে—গণ্ডকী নদীর একদেশে অতিবৃহৎ এক শালগ্রামস্থল আছে, সেখানে যে প্রস্তর উৎপন্ন হয়, সেই সব প্রস্তরকে শালগ্রাম শিলা বলা হয় ॥ ২৯৬ ॥

স্কন্দপুরাণে—

স্নিগ্ধা কৃষ্ণা পাণ্ডরা বা পীতা নীলা তথৈব চ।
বক্রা রুক্ষা চ রক্তা চ মহাস্থূলা তুলাঞ্ছিতা ॥২৯৭॥
কপিলা দর্দ্দুরা ভগ্না বহুচক্রৈকচক্রিকা।
বৃহন্মুখী বৃহচ্চক্রা লগ্নচক্রাথবা পুনঃ।
বদ্ধচক্রাথবা কাচিদ্ভগ্নচক্রা ত্বধোমুখী ॥ ২৯৮ ॥

অনুবাদ—স্কন্দপুরাণে—স্নিগ্ধবর্ণ, কৃষ্ণবর্ণ, পাণ্ডর পীত, নীলবক্র, রুক্ষ, রক্তবর্ণ, অতিস্থূল, চিহ্নরহিত, কপিলবর্ণ, ভেকের আকার, ভগ্ন, বহুচক্র, একচক্র, বৃহৎ মুখবিশিষ্ট, বৃহৎ চক্রযুক্ত, লগ্নচক্র, বদ্ধচক্র, ভগ্নচক্র, এবং অধোমুখ বিশিষ্ট ইত্যাদি নানারূপ শালগ্রাম শিলা পাওয়া যায় ॥ ২৯৭-২৯৮ ॥

টীকা—দর্দ্দুরা—দর্দ্দুরো ভেকস্তদাকারেত্যর্থঃ, কর্ব্বুরেতি পাঠে মিশ্রবর্ণা ॥ ২৯৮ ॥

অথ তাসাং বর্ণাদি-ভেদেন গুণ-দোষৌ

তত্রৈব—

স্নিগ্ধা সিদ্ধিকরী মন্ত্রে কৃষ্ণা কীর্ত্তিং দদাতি চ।
পাণ্ডরা পাপদহনী পীতা পুত্রফলপ্রদা ॥ ২৯৯ ॥

অনুবাদ—বর্ণাদি ভেদে উক্ত শিলা সকলের গুণদোষ ঐ গ্রন্থে যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে তাহা নিম্নরূপ—যে শিলা স্নিগ্ধবর্ণ তিনি স্নিগ্ধ বর্ণশিলা মন্ত্রসিদ্ধি প্রদান করেন, কৃষ্ণবর্ণ কীর্ত্তি প্রদান করেন, পাণ্ডুবর্ণ পাতক বিনাশ করেন এবং পীতবর্ণ পুত্রফল প্রদান করিয়া থাকেন ॥ ২৯৯ ॥

নীলা সন্দিশতে লক্ষ্মীং রক্তা রোগ-প্রদায়িকা।
রুক্ষা চোদ্বেগদা নিত্যং বক্রা দারিদ্র্যদায়িকা ॥৩০০

অনুবাদ—নীলবর্ণ লক্ষ্মী বৃদ্ধি করেন এবং রক্তবর্ণ রোগ জন্মাইয়া থাকেন। রুক্ষ সতত উদ্বেগ উৎপাদন করেন এবং বক্র দরিদ্র করিয়া থাকেন ॥ ৩০০ ॥

স্থূলা নিহন্তি চৈবায়ুর্নিষ্ফলা তু অলাঞ্ছিতা।
কপিলা কর্ব্বুরা ভগ্না বহুচক্রৈকচক্রিকা ॥ ৩০১ ॥
বৃহন্মুখী বৃহচ্চক্রা লগ্নচক্রাথবা পুনঃ ॥ ৩০২ ॥
বদ্ধচক্রাথবা যা স্যাদ্ভগ্নচক্রা ত্বধোমুখী।
পূজয়েদ্ যঃ প্রমাদেন দুঃখমেব লভেত সঃ ॥৩০৩॥

অনুবাদ—স্থূল পরমায়ুনাশ করেন এবং চিহ্নশূন্যের পূজা নিষ্ফল। কপিলবর্ণ, কর্ব্বুরবর্ণ, ভগ্ন, বহুচক্র, একচক্র বৃহন্মুখ, বৃহচ্চক্র লগ্নচক্র অথবা বদ্ধচক্র, ভগ্নচক্র, কিংবা অধোমুখ শালগ্রাম শিলার পূজক অবশ্যই দুঃখ ভাগী হন ॥ ৩০১-৩০৩ ॥

টীকা—বদ্ধচক্রা অব্যক্তচক্রা ; রক্তাদিকা এতা যঃ পূজয়েৎ ॥ ৩০৩ ॥

অগ্নিপুরাণে চ—

তথা ব্যালমুখী ভগ্না বিষমা বদ্ধচক্রিকা।
বিকারাবর্ত্তনাভিশ্চ নারসিংহী তথৈব চ ॥ ৩০৪ ॥
কপিলা বিভ্রমাবর্ত্তা রেখাবর্ত্তা চ যা শিলা।
দুঃখদা সা তু বিজ্ঞেয়া সুখদা ন কদাচন ॥ ৩০৫ ॥

অনুবাদ—অগ্নিপুরাণেও বর্ণিত হইয়াছে—সর্পের মুখের মত মুখবিশিষ্ট শিলা, ভগ্নশিলা, পরস্পর অসম্মুখীন চক্রবিশিষ্টশিলা, বদ্ধচক্রবিশিষ্টশিলা, নাভিস্থল অর্থাৎ মধ্যভাগে উন্নত চক্রবিশিষ্টশিলা, নৃসিংহমূর্ত্তি শিলা, কপিলবর্ণ শিলা, যে শিলার আবর্ত্ত বিষয়ে সন্দেহ জন্মে এবং আবর্ত্তরেখাময়শিলা, এ সকল শিলার অর্চ্চনে সর্ব্বথা দুঃখ লাভ হয় কখনও সুখলাভ হয় না ॥ ৩০৪-৩০৫ ॥

টীকা—ব্যালমুখী ব্যালস্যেব মুখং যস্যাঃ সা ; বিষমা পরস্পরাসম্মুখচক্রা ; বিকাররূপেরাবর্ত্তৈরুপলক্ষিতা নাভিশ্চক্রমধ্যোন্নতভাগো যস্যাঃ সা, বিভ্রমাবর্ত্তা সন্দিগ্ধাবর্ত্তা ; রেখাবর্ত্তা রেখামণ্ডলময়াবর্ত্তা ॥ ৩০৪-৩০৫ ॥

স্নিগ্ধা শ্যামা তথা মুক্তাহমায়া বা সমচক্রিকা।
ঘোণিমূর্ত্তিরনন্তাখ্যা গম্ভীরা সম্পুটা তথা ॥ ৩০৬ ॥
সূক্ষ্মমূর্ত্তিরমূর্ত্তিশ্চ সম্মুখা সিদ্ধিদায়িকা।
ধাত্রীফলপ্রমাণা যা করেণোভয়-সম্পুটা।
পূজনীয়া প্রযত্নেন শিলা চৈতাদৃশী শুভা ॥ ৩০৭ ॥

অনুবাদ—স্নিগ্ধ শ্যামবর্ণ, মুক্তাফলের মত বর্ত্তুলাকার, অকৃত্রিম সমচক্র, বরাহাকৃতি, গম্ভীরনাভি, সমপুট, সূক্ষ্মমূর্ত্তি, বাসুদেবমূর্ত্তি, সমমুখ, আমলকী পরিমিত, করপৃষ্ঠবৎ উন্নত এবং করতলের সমাকৃতি শিলা সকল যত্নের সহিত পূজিত হইলে সিদ্ধি এবং মঙ্গল প্রদান করেন ॥ ৩০৬-৩০৭ ॥

টীকা—মুক্তা মুক্তাফলাকৃতিবর্ত্তুলা, অমায়া অকৃত্রিমা ইতি সর্ব্বাত্রান্বেতি ; যদ্বা, সন্ধানাদিকর্ম্মরহিতা ; ঘোণিঃ বরাহস্তদ্বন্মূর্ত্তির্যস্যাঃ ; অগ্রে লেখ্যলক্ষণবরাহমূর্ত্তির্বা। সম্পুটা সমপুটা, অমূর্ত্তিবাসুদেবমূর্ত্তিঃ, 'অকারো বাসুদেবঃ স্যাৎ' ইতি অভিধানাৎ, সম্মুখা সমমুখা, করেণোভয়সম্পুটা করপৃষ্ঠবদুন্নতা করতলসমা চ ॥ ৩০৬-৩০৭ ॥

ইষ্টা তু যস্য যা মূর্ত্তিঃ স তাং যত্নেন পূজয়েৎ।
পূজিতে ফলমাপ্নোতি ইহলোকে পরত্র চ ॥ ৩০৮ ॥

অনুবাদ—যে মূর্ত্তি যাঁহার অভীষ্ট, তিনি যত্নপূর্ব্বক সেই মূর্ত্তির পূজা করিবেন। তাহা হইলে ইহলোকে ও পরলোকে ফল পাইবেন ॥ ৩০৮ ॥

টীকা—পূজিতে, পূজনে কৃতে সতি ॥ ৩০৮ ॥

দোষাশ্চৈতে সকামার্চ্চনবিষয়াঃ

যত উক্তং শ্রীভগবতা ব্রাহ্মে—

খণ্ডিতং স্ফুটিতং ভগ্নং পার্শ্বভিন্নং বিভেদিতম্।
শালগ্রামসমুদ্ভূতং শৈলং দোষাবহং ন হি ॥ ৩০৯ ॥

অনুবাদ—যে সমস্ত দোষের বিষয় বর্ণিত হইল, সেইগুলি সকামপূজা-বিষয়ক, যেহেতু ব্রহ্মপুরাণে শ্রীভগবানের উক্তি রহিয়াছে—খণ্ডিত, স্ফুটিত, ভগ্ন, ভগ্নপার্শ্ব কিংবা বিভিন্ন হইলেও শালগ্রামস্থলীতে উৎপন্ন শিলায় কোন দোষ নাই ॥ ৩০৯ ॥

টীকা—শৈলং শিলায়াঃ সমূহঃ ॥ ৩০৯ ॥

শ্রীরুদ্রেণ চ স্কান্দে—

খণ্ডিতং ত্রুটিতং ভগ্নং শালগ্রামে ন দোষভাক্।
ইষ্টা তু যস্য যা মূর্ত্তিঃ স তাং যত্নেন পূজয়েৎ ॥৩১০

অনুবাদ—স্কন্দপুরাণে শ্রীরুদ্রের উক্তি আছে—খণ্ডিত ত্রুটিত বা ভগ্ন শালগ্রামশিলার কোন দোষ নাই। যাঁহার যে মূর্ত্তি অভীষ্ট, সেই মূর্ত্তিই তিনি পূজা করিবেন ॥ ৩১০ ॥

টীকা—খণ্ডিতমিত্যাদি ভাবে ক্ত-প্রত্যয়ান্তম্ ॥৩১০

তথা—

চক্রং বা কেবলং তত্র পদ্মেন সহ সংযুতম্।
কেবলা বনমালা বা হরির্লক্ষ্ম্যা সহ স্থিতঃ ॥ ৩১১ ॥
মুখ্যাঃ স্নিগ্ধাদয়স্তত্রামুখ্যা রক্তাদয়ো মতাঃ।
মুখ্যাভাবে ত্বমুখ্যা হি পূজ্যা ইত্যুচ্যতে পরৈঃ ॥৩১২॥

অনুবাদ—আরও বলা হইয়াছে—পদ্ম অথবা বনমালাচিহ্ন সংযুক্ত চক্রচিহ্ন বিশিষ্ট শালগ্রামে লক্ষ্মীদেবীর সহিত শ্রীহরি বাস করেন। অন্য পণ্ডিতগণ বলেন যে, শিলাবিষয়ে স্নিগ্ধাদি বর্ণ প্রধান আর রক্তাদিবর্ণ অপ্রধান। প্রধানের অভাবে অপ্রধানের পূজা করিতে হয় ॥ ৩১১-৩১২ ॥

টীকা—তথাপি লক্ষ্ম্যা সহ ভগবান্ তত্র তিষ্ঠতীত্যর্থঃ ॥ ৩১১ ॥

টীকা—পূজ্যাপূজ্যত্বয়োঃ কেষাঞ্চিন্মতং লিখতি—মুখ্যা ইতি, মুখ্যানাং স্নিগ্ধাদীনামভাবে সতি অমুখ্যা রক্তাদয় এব পূজ্যাঃ। যদি চ মুখ্যা লভ্যন্তে, তদানাপূজনে তত্তদ্দোষ এবেত্যর্থঃ ॥ ৩১২ ॥

অথ তাসামেব লক্ষণবিশেষেণ সংজ্ঞাবিশেষঃ

ব্রাহ্মে শ্রীভগবদ্ব্রহ্মসংবাদে—

নিবসামি সদা ব্রহ্মন্ শালগ্রামাখ্যবেশ্মনি।
তত্রৈব রথচক্রাঙ্কভেদনামানি মে শৃণু ॥ ৩১৩ ॥
দ্বারদেশে সমে চক্রে দৃশ্যতে নান্তরীয়কে।
বাসুদেবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ শুক্লাভশ্চাতিশোভনঃ ॥৩১৪॥

অনুবাদ—অতঃপর শিলাসকলের লক্ষণভেদে নাম ভেদ—হে ব্রহ্মন্, আমি শালগ্রাম নামক মন্দিরে সর্ব্বদা বাস করি। ঐ শিলাতেই চক্রচিহ্নের ভেদ অনুসারে যে ভিন্ন ভিন্ন নাম আছে তাহা শোন।

যাঁহার দ্বারদেশে সমান দুইচক্র অনতি মধ্য দেশে সংযুক্ত দৃষ্ট হয়, শুক্লবর্ণ বিশিষ্ট ও অতি মনোহর সেই শিলার নাম বাসুদেব। ৩১৩-৩১৪ ॥

টীকা—রথস্যেব চক্রং রথচক্রাকারং যৎ সুদর্শনচক্রং, তস্য অঙ্কে চিহ্নবিষয়ে যো ভেদস্তস্মিন্ সতি যানি নামানি নামভেদা ভবন্তি, তানি মে মত্তঃ শৃণ্বিত্যর্থঃ ॥ ৩১৩ ॥

টীকা—নান্তরীয়কে অবান্তরে; যদ্বা, অন্তরং মধ্যমন্তরা বিচ্ছেদো বা তদ্বিহীনে; অনতিমধ্যদেশশ্লে সংলগ্নে বেত্যর্থঃ ॥ ৩১৪ ॥

দ্বে চক্রে একলগ্নে তু পূর্ব্বভাগস্তু পুষ্কলঃ।
সঙ্কর্ষণাখ্যো বিজ্ঞেয়ো রক্তাভশ্চাতিশোভনঃ ॥৩১৫॥

অনুবাদ—যাঁহার চক্রদ্বয় একভাগে সংযুক্ত কিন্তু

পূর্ব্বভাগে পরিপুষ্ট এবং লোহিতাভ ও অতিশয় শোভাবিশিষ্ট তাঁহার নাম সঙ্কর্ষণ ॥ ৩১৫ ॥

প্রদ্যুম্নঃ সূক্ষ্মচক্রস্তু পীতদীপ্তিস্তথৈব চ।
শুষিরং ছিদ্রবহুলং দীর্ঘাকারস্তু তদ্ভবেৎ ॥ ৩১৬ ॥

অনুবাদ—সূক্ষ্মচক্র ও পীতবর্ণযুক্ত শিলার নাম প্রদ্যুম্ন। উঁহার মুখের ছিদ্র দীর্ঘ এবং অবান্তর ও বহু ছিদ্র বিশিষ্ট ॥ ৩১৬ ॥

অনিরুদ্ধস্তু নীলাভো বর্ত্তুলশ্চাতিশোভনঃ।
রেখাত্রয়স্তু তদ্দ্বারি পৃষ্ঠং পদ্মেন লাঞ্ছিতম্ ॥ ৩১৭ ॥

অনুবাদ—অনিরুদ্ধশিলা নীলবর্ণ, আকার বর্ত্তুল-সদৃশ এবং অতিসুন্দর উঁহার মুখদ্বারে তিনটি রেখা এবং পৃষ্ঠদেশে পদ্ম চিহ্নযুক্ত ॥ ৩১৭ ॥

সৌভাগ্যং কেশবো দদ্যাৎ চতুষ্কোণো ভবেত্তু যঃ।
শ্যামং নারায়ণং বিদ্যান্নাভিচক্রং তথোন্নতম্ ॥৩১৮
দীর্ঘরেখাসমোপেতং দক্ষিণে শুষিরং পৃথু।
ঊর্দ্ধং মুখং বিজানীয়াৎ দ্বারে চ হরিরূপিণম্ ॥৩১৯
কামদং মোক্ষদঞ্চৈব অর্থদঞ্চ বিশেষতঃ।
পরমেষ্ঠী লোহিতাভঃ পদ্মচক্রসমন্বিতঃ ॥ ৩২০ ॥
বিল্বাকৃতিস্তথা পৃষ্ঠে শুষিরং চাতিপুষ্কলম্।
কৃষ্ণবর্ণস্তথা বিষ্ণুঃ স্থূলে চক্রে সুশোভনঃ।
ব্রহ্মচর্য্যেণ পূজ্যোঽসাবন্যথা বিঘ্নদো ভবেৎ ॥৩২১॥

অনুবাদ—চতুষ্কোণবিশিষ্ট কেশবশিলা সৌভাগ্য দান করেন। যাঁহার বর্ণ শ্যাম ও যাঁহার নাভি-চক্র অর্থাৎ চক্রের মধ্যভাগ উন্নত তিনি নারায়ণ। যিনি দীর্ঘরেখাযুক্ত, যাঁহার দক্ষিণভাগে বিস্তৃত মুখছিদ্র ও বিবরদ্বার ঊর্দ্ধমুখ তিনি হরি। তিনি বাঞ্ছিতফল ও মুক্তি বিশেষতঃ অর্থ দান করেন। যাঁহার বর্ণ লোহিত এবং পদ্ম ও চক্র চিহ্ন বিদ্যমান, তাঁহার নাম পরমেষ্ঠী। পরমেষ্ঠীর আকার বিল্বসদৃশ, তাঁহার পৃষ্ঠভাগে স্পষ্টরূপে মুখের ছিদ্র দীপ্যমান। বিষ্ণুর বর্ণ কৃষ্ণ। ইনি অতি সুন্দর ও স্থূল চক্রদ্বয় বিশিষ্ট। ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক তাঁহার পূজা করিতে হয়, অন্যথা বিঘ্নের আশঙ্কা থাকে ॥ ৩১৮-৩২১ ॥

ক্বচিচ্চ—

কপিলো নরসিংহোঽথ পৃথুচক্রে চ শোভনে।
ব্রহ্মচর্য্যাধিকারী স্যান্নান্যথা পূজনং ভবেৎ ॥৩২২॥
নরসিংহস্ত্রিবিন্দুঃ স্যাৎ কপিলঃ পঞ্চবিন্দুকঃ।
ব্রহ্মচর্য্যেণ পূজ্যঃ স্যাদন্যথা সর্ব্ববিঘ্নদঃ ॥ ৩২৩ ॥

অনুবাদ—কোথাও কোথাও বলা হইয়াছে—কপিল ও নরসিংহের দুইটি করিয়া স্থূল চক্র। ব্রহ্মচারীই তাঁহাদিগকে পূজা করিতে পারেন, নতুবা পূজা হয় না। নরসিংহের তিন বিন্দু ও কপিলের পাঁচ বিন্দু। অব্রহ্মচারী পূজা করিলে বিঘ্ন প্রদান করেন ॥ ৩২২-৩২৩ ॥

স্থূলং চক্রদ্বয়ং মধ্যে গুড়লাক্ষাসবর্ণকম্।
দ্বারোপরি তথা রেখা পদ্মাকারা সুশোভনা ॥৩২৪॥
স্ফুটিতং বিষমং চক্রং নারসিংহন্তু কাপিলম্।
সংপূজ্য মুক্তিমাপ্নোতি সংগ্রামে বিজয়ী ভবেৎ ॥৩২৫

অনুবাদ—মুখবিবরে দুইটি স্থূলচক্র, বর্ণ গুড় ও লাক্ষাসদৃশ, মুখের ঊর্দ্ধভাগে পদ্মের ন্যায় অতিসুন্দর রেখা। চক্র বিভিন্ন ও অসম। এইরূপ নরসিংহ ও কপিলের পূজা করিলে মুক্তি ও যুদ্ধে বিজয় লাভ হয় ॥ ৩২৪-৩২৫ ॥

পাদ্মে কার্ত্তিকমাহাত্ম্যে চ—

যস্য দীর্ঘং মুখং পূর্ব্বকথিতৈর্লক্ষণৈর্যুতম্।
রেখাশ্চ কেশরাকারা নারসিংহো মতো হি সঃ ॥৩২৬

অনুবাদ—পদ্মপুরাণে কার্ত্তিকমাহাত্ম্যে যথা—যাঁহার মুখবিবর দীর্ঘ ও পূর্ব্বোক্ত লক্ষণ সমন্বিত এবং কেশরের ন্যায় কতিপয় রেখা বিরাজমান তাঁহার নাম নরসিংহ ॥ ৩২৬ ॥

ব্রাহ্মে—

বারাহং শক্তিলিঙ্গে চ চক্রে চ বিষমে স্মৃতে।
ইন্দ্রনীলনিভং স্থূলং ত্রিরেখালাঞ্ছিতং শুভম্ ॥৩২৭

অনুবাদ—ব্রহ্মপুরাণে যথা—যে শিলায় দুইটি শক্তি চিহ্ন এবং দুইটি বিষমচক্র; যাঁহার বর্ণ ইন্দ্র-নীলমণি সদৃশ যাঁহাতে স্থূল ও রেখাত্রয় বিরাজিত এবং অতি মনোহর তিনি শ্রীবরাহ ॥ ৩২৭ ॥

———

পাদ্মে চ তত্রৈব—

বরাহাকৃতিরাভুগ্নশ্চক্ররেখাস্বলঙ্কৃতঃ।
বারাহ ইতি স প্রোক্তো ভুক্তিমুক্তিফলপ্রদঃ ॥৩২৮॥

অনুবাদ—পদ্মপুরাণে কার্ত্তিকমাহাত্ম্যে বলা হইয়াছে যে,—যিনি বরাহাকৃতি বক্র, চক্রযুক্ত এবং রেখাসমূহের দ্বারা অলংকৃত তাঁহার নাম বরাহ। বরাহ পূজিত হইলে ভোগ ও মুক্তি প্রদান করেন ॥ ৩২৮ ॥

———

ব্রাহ্মে এব—

দীর্ঘা কাঞ্চনবর্ণা যা বিন্দুত্রয়বিভূষিতা।
মৎস্যাখ্যা সা শিলা জ্ঞেয়া ভুক্তিমুক্তিফলপ্রদা ॥৩২৯

অনুবাদ—ব্রহ্মপুরাণেই আরও বলা হইয়াছে—যে শিলা দীর্ঘ, সুবর্ণ-তুল্য বর্ণবিশিষ্ট এবং তিনটি বিন্দুযুক্ত তাঁহার নাম মৎস্য—ইনি ভোগ ও মুক্তি প্রদান করেন ॥ ৩২৯ ॥

———

ক্বচিচ্চ—

মৎস্যরূপস্তু দেবেশং দীর্ঘাকারস্তু যস্তবেৎ।
বিন্দুত্রয়সমাযুক্তং কাংস্যবর্ণং বিশোভনম্ ॥৩৩০॥

ব্রাহ্মে এব—

কূর্ম্মস্তথোন্নতঃ পৃষ্ঠে বর্ত্তুলাবর্ত্তপূরিতঃ।
হরিতং বর্ণমাধত্তে কৌস্তুভেন চ চিহ্নিতঃ ॥ ৩৩১ ॥

অনুবাদ—কোন স্থানেও বর্ণিত হইয়াছে—যিনি দীর্ঘাকৃতি, বিন্দু ত্রয় সমন্বিত, কাংস্য বর্ণ ও অতি সুন্দর তাঁহার নাম মৎস্য। ব্রহ্মপুরাণে—যাঁহার পৃষ্ঠ-ভাগ উন্নত ও বর্ত্তলাকার আবর্ত্তেপূর্ণ, সবুজবর্ণ এবং যিনি কৌস্তুভচিহ্নধারী, তাঁহার নাম কূর্ম্ম ॥ ৩৩০-৩৩১ ॥

———

পাদ্মে চ তত্রৈব—

কূর্ম্মাকারা চ চক্রাঙ্কা শিলা কূর্ম্মঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥৩৩২

অনুবাদ—পদ্মপুরাণের কার্ত্তিক মাহাত্ম্যেই যথা—যে শিলা কূর্ম্মাকৃতিবিশিষ্ট ও চক্রাঙ্কিত, তাহার নাম কূর্ম্ম ॥ ৩৩২ ॥

———

ব্রাহ্মে এব—

হয়গ্রীবোঽঙ্কুশাকারো রেখা চক্রসমীপগা।
বহুচক্রসমাযুক্তং পৃষ্ঠং নীরদনীলকম্ ॥ ৩৩৩ ॥

অনুবাদ—ব্রহ্মপুরাণেও—যাঁহার আকার অঙ্কুশ-তুল্য, যাঁহাতে নিকটে রেখাযুক্ত বহু চক্র এবং যাঁহার পৃষ্ঠ ভাগ মেঘতুল্য নীল, তাঁহার নাম হয়গ্রীব ॥৩৩৩॥

———

ক্বচিচ্চ—

হয়গ্রীবাঙ্কুশাকারে রেখাঃ পঞ্চ ভবন্তি হি।
বহুবিন্দুসমাকীর্ণে দৃশ্যন্তে নীলরূপকাঃ ॥ ৩৩৪ ॥

পাদ্মে চ তত্রৈব—

হয়গ্রীবা যথা লম্বা রেখাঙ্কা যা শিলা ভবেৎ।
তথাঽসৌ স্যাদ্ধয়গ্রীবঃ পূজিতো জ্ঞানদো ভবেৎ ॥

কিঞ্চ—

অশ্বাকৃতি মুখং যস্য সাক্ষমালং শিরস্তথা।
পদ্মাকৃতির্ভবেদ্বাপি হয়শীর্ষস্ত্বসৌ মতঃ ॥ ৩৩৬ ॥

অনুবাদ—কোথাও কোথাও বলা হইয়াছে—হয়গ্রীব অঙ্কুশাকার, পাঁচটি রেখা বিশিষ্ট, বহুবিন্দু শোভিত ও নীলবর্ণ। পদ্মপুরাণে কার্ত্তিক প্রসঙ্গেই—অশ্বের গ্রীবার মত লম্বায়-মান, রেখা বিশিষ্ট শিলার নাম হয়গ্রীব। ইনি পূজিত হইলে জ্ঞান প্রদান করেন। আরও বলা হয়েছে—যাঁহার মুখ-চ্ছিদ্র অশ্বমুখ তুল্য, উপরি ভাগে অক্ষমালার চিহ্ন, তাঁহার নাম হয়গ্রীব। হয়গ্রীবের আকার পদ্মের মতও হয় ॥ ৩৩৪-৩৩৬ ॥

———

ব্রাহ্মে এব—

বৈকুণ্ঠং মণিবর্ণাভং চক্রমেকং তথা ধ্বজম্।
দ্বারোপরি তথা রেখা পদ্মাকারা সুশোভনা ॥৩৩৭॥

অনুবাদ—ব্রহ্মপুরাণেই বলা আছে—যাঁহার বর্ণ মণির ন্যায়, যিনি একচক্র বিশিষ্ট ও ধ্বজের চিহ্ন-যুক্ত। যাঁহার মুখবিবরের উপরের দিকে পদ্মের মত সুন্দর রেখা আছে তাঁহার নাম বৈকুণ্ঠ ॥ ৩৩৭ ॥

———

শ্রীধরস্তু তথা দেবশ্চিহ্নিতো বনমালয়া।
কদম্বকুসুমাকারো রেখাপঞ্চক-ভূষিতঃ ॥ ৩৩৮ ॥

অনুবাদ—বনমালা চিহ্নে শোভিত এবং কদম্ব-পুষ্পের মত আকার বিশিষ্ট ও রেখা পঞ্চকে ভূষিত শিলার নাম শ্রীধর ॥ ৩৩৮ ॥

———

বর্ত্তুলশ্চাতিহ্রস্বশ্চ বামনঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
অতসীকুসুমপ্রখ্যো বিন্দুনা পরিশোভিতঃ ॥ ৩৩৯ ॥

অনুবাদ—বামনশিলা বর্ত্তুল ও অতিহ্রস্বাকৃতি, ইঁহার বর্ণ অতসীকুসুমের মত এবং ইনি বিন্দু শোভিত ॥ ৩৩৯ ॥

———

অন্যত্র চ—

বামনাখ্যো ভবেদ্দেবো হ্রস্বো যঃ স্যান্মহাদ্যুতিঃ।
ঊর্দ্ধ্বচক্রস্ত্বধশ্চক্রঃ সোঽভীষ্টার্থপ্রদোঽর্চ্চিতঃ ॥৩৪০

অনুবাদ—অন্যস্থলে যথা—যিনি হ্রস্বাকৃতি ও কান্তিবিশিষ্ট এবং যাঁহার উপরে ও নীচে চক্র তিনি বামন। এই শিলা অর্চ্চিত হইলে বাঞ্ছিত ফল প্রদান করেন ॥ ৩৪০ ॥

———

ব্রাহ্মে এব—

সুদর্শনস্তথা দেবঃ শ্যামবর্ণো মহাদ্যুতিঃ।
বামপার্শ্বে গদাচক্রে রেখে চৈব তু দক্ষিণে ॥ ৩৪১ ॥

অনুবাদ—ব্রহ্মপুরাণেই যথা—যাঁহার বর্ণ শ্যাম, যাঁহার কান্তি উৎকৃষ্ট এবং যাঁহার বামভাগে গদা ও চক্র এবং দক্ষিণভাগে দুইটি রেখা আছে তিনি সুদর্শন ॥ ৩৪১ ॥

———

পাদ্মে কার্ত্তিক-মাহাত্ম্যে—

চক্রাকারেণ পঙ্ক্তিঃ সা যত্র রেখাময়ী ভবেৎ।
স সুদর্শন ইত্যেবং খ্যাতঃ পূজাফলপ্রদঃ ॥ ৩৪২ ॥

অনুবাদ—পদ্মপুরাণে কার্ত্তিক-মাহাত্ম্যে বর্ণিত হইয়াছে—যাঁহাতে উক্ত রেখার শ্রেণী চক্রাকৃতি তাঁহারই নাম সুদর্শন। ইনি পূজিত হইলে পূজার ফল প্রদান করেন ॥ ৩৪২ ॥

———

দামোদরস্তথা স্থূলো মধ্যে চক্রং প্রতিষ্ঠিতম্।
দূর্ব্বাভং দ্বারি সঙ্কীর্ণং পীতা রেখা তথৈব চ ॥৩৪৩

অনুবাদ—দামোদর শিলা স্থূল, দূর্ব্বাবর্ণ, মধ্যে চক্রযুক্ত, সঙ্কীর্ণ ও পীত রেখাযুক্ত মুখবিবরবিশিষ্ট ॥ ৩৪৩ ॥

———

পাদ্মে চ তত্রৈব—

উপর্য্যধশ্চ চক্রে দ্বে নাতিদীর্ঘং মুখে বিলম্।
মধ্যে চ রেখা লম্বৈকা স চ দামোদরঃ স্মৃতঃ ॥৩৪৪

অনুবাদ—পদ্মপুরাণে কাত্তিক-মাহাত্ম্যেই আরও বর্ণিত হইয়াছে—যাঁহার উৰ্দ্ধে ও নিম্নে দুই চক্র, মুখ-বিবর অতি দীর্ঘ নয় এবং মধ্যস্থানে এক লম্বা রেখা বিদ্যমান, তাঁহার নাম দামোদর ॥ ৩৪৪ ॥

———

অন্যত্র চ—

স্থূলো দামোদরো জ্ঞেয়ঃ সূক্ষ্মরন্ধ্রো ভবেত্তু যঃ।
চক্রে চ মধ্যদেশস্থে পূজিতঃ সুখদঃ সদা ॥ ৩৪৫ ॥

অনুবাদ—অন্য স্থানেও বলা হইয়াছে—দামোদর স্থূল, ইঁহার মুখবিবর সঙ্কীর্ণ এবং মধ্যস্থলে দুই চক্র। ইনি অর্চ্চিত হইলে সকল সময় সুখদান করিয়া থাকেন ॥ ৩৪৫ ॥

———

নানাবর্ণো হ্যনন্তাখ্যো নাগভোগেন চিহ্নিতঃ।
অনেকমূর্ত্তিসংভিন্নঃ সর্ব্বকামফলপ্রদঃ ॥ ৩৪৬ ॥

অনুবাদ—অনন্তের বর্ণ নানাপ্রকার। তাঁহাতে

সর্পদেহের ও বিভিন্ন মূর্ত্তির চিহ্ন অঙ্কিত আছে। ইনি বাঞ্ছিত সকল ফল দিয়া থাকেন ॥ ৩৪৬ ॥

পাদ্মে চ তত্রৈব—

অনন্তচক্রো বহুভিশ্চিহ্নৈরপ্যুপলক্ষিতঃ।
অনন্তঃ স তু বিজ্ঞেয়ঃ সর্ব্বপূজাফলপ্রদঃ ॥ ৩৪৭ ॥

অনুবাদ—পদ্মপুরাণেই—যাঁহার বহু চক্র, চিহ্ন এবং বহুবিধ তাঁহার নাম অনন্ত। তিনি সকল পজার ফল প্রদান করেন ॥ ৩৪৭ ॥

দৃশ্যতে শিখরে লিঙ্গং শালগ্রামসমুদ্ভবম্।
তস্য যোগেশ্বরো নাম ব্রহ্মহত্যাং ব্যপোহতি ॥৩৪৮॥

অনুবাদ—যাঁহার উপরিভাগে চক্র চিহ্ন দেখা যায়, তাঁহার নাম যোগেশ্বর, তিনি ব্রহ্মহত্যা পাপ বিনাশ করেন ॥ ৩৪৮ ॥

আরক্তং পদ্মনাভাখ্যং পঙ্কজচ্ছত্রসংযুতম্।
তুলস্যা পূজয়ন্নিত্যং দরিদ্রস্ত্বীশ্বরো ভবেৎ ॥ ৩৪৯ ॥
চন্দ্রাকৃতিং হিরণ্যাখ্যং রশ্মিজালং বিনির্দ্দিশেৎ।
সুবর্ণরেখাবহুলং স্ফটিকদ্যুতিশোভিতম্ ॥ ৩৫০ ॥

অনুবাদ—যিনি ঈষৎ রক্তবর্ণ, যাঁহাতে পদ্ম ও ছত্রের চিহ্ন যুক্ত আছে, তাঁহার নাম পদ্মনাভ, দরিদ্রব্যক্তিও তুলসী দ্বারা নিত্য তাঁহার পূজা করিলে ধনলাভ করেন। যাঁহার আকৃতি চন্দ্রের মত, যিনি কিরণজাল বিকীরণ করেন, বহু সুবর্ণ রেখা-ধারী এবং স্ফটিকেরমত দ্যুতিশোভিত তিনি হিরণ্য-গর্ভ ॥ ৩৪৯-৩৫০ ॥

কিঞ্চাত্র—

অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতির্দেবো হৃষীকেশ উদাহৃতঃ।
তমর্চ্চ্য লভতে স্বর্গং বিষয়াংশ্চ সমীহিতান্ ॥৩৫১॥

অনুবাদ—আরও বলা হইয়াছে—যিনি অর্দ্ধ-চন্দ্রাকৃতি, তাঁহার নাম হৃষীকেশ। তাঁহার অর্চ্চনা করিলে স্বর্গ ও সকল বাঞ্ছিত দ্রব্য লাভ হয় ॥৩৫১॥

বামপার্শ্বে সমে চক্রে কৃষ্ণবর্ণঃ সবিন্দুকঃ।
লক্ষ্মীনৃসিংহো বিখ্যাতো ভুক্তিমুক্তিফলপ্রদঃ ॥৩৫২॥

অনুবাদ—যাঁহার বামপার্শ্বে দুইটী সমান চক্রযুক্ত কৃষ্ণবর্ণ এবং বিন্দুচিহ্নবিশিষ্ট, তিনিই লক্ষ্মী-নৃসিংহ। তিনি পূজিত হইলে ভোগফল ও মুক্তিফল প্রদান করেন ॥ ৩৫২ ॥

ত্রিবিক্রমস্তথা দেবঃ শ্যামবর্ণো মহাদ্যুতিঃ।
বামপার্শ্বে তথা চক্রে রেখা চৈব তু দক্ষিণে ॥৩৫৩॥

অনুবাদ—যিনি শ্যামবর্ণ, মহাদ্যুতি, বামপার্শ্বে দুইচক্র এবং দক্ষিণপার্শ্বে একটি মাত্র রেখাবিশিষ্ট তিনি ত্রিবিক্রম ॥ ৩৫৩ ॥

প্রদক্ষিণাবর্ত্তকৃত-বনমালাবিভূষিতা।
যা শিলা কৃষ্ণসংজ্ঞা সা ধনধান্য-সুখপ্রদা ॥ ৩৫৪ ॥

অনুবাদ—যে শিলা দক্ষিণাবর্ত্তকৃত বনমালা চিহ্নে বিভূষিত, তাঁহার নাম শ্রীকৃষ্ণ। তিনি ধন, ধান্য ও সুখ প্রদান করেন ॥ ৩৫৪ ॥

গৌতমীয়ে—

বহুভির্জন্মভিঃ পুণ্যৈর্যদি কৃষ্ণশিলাং লভেৎ।
গোষ্পদেন তু চিহ্নেন জন্মস্তেন সমাপ্যতে ॥ ৩৫৫ ॥

অনুবাদ—গৌতমীয়-তন্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে—যিনি বহু জন্মের পর গোষ্পদ চিহ্নবিশিষ্ট কৃষ্ণ-শিলা লাভ করেন, তাঁহাকে আর জন্মগ্রহণ করিতে হয় না ॥ ৩৫৫ ॥

চতস্রো যত্র দৃশ্যন্তে রেখাঃ পার্শ্বসমীপগাঃ।
দ্বে চক্রে মধ্যদেশে তু সা শিলা তু চতুর্ম্মুখা ॥৩৫৬॥

অনুবাদ—পরস্পর সমীপস্থ রেখা-চতুষ্টয় এবং মধ্যভাগে দুইচক্র যুক্ত শালগ্রাম শিলা চতুর্ম্মুখ নামে প্রসিদ্ধ ॥ ৩৫৬ ॥

কিঞ্চ, পাদ্মে তত্রৈব—

বজ্রকীটোদ্ভবা রেখাঃ পঙ্‌ক্তীভূতাশ্চ যত্র বৈ।
শালগ্রামশিলা যা সা বিষ্ণুপঞ্জরসংজ্ঞিতা ॥ ৩৫৭ ॥

অনুবাদ—আরও ঐ পদ্মপুরাণেই কার্ত্তিক-মাহাত্ম্যে—যে শালগ্রামশিলায় বজ্রকীটোৎপন্ন কতিপয় রেখা পঙ্‌ক্তি সারিবদ্ধভাবে বিদ্যমান, তিনি বিষ্ণুপঞ্জর নামে অভিহিত ॥ ৩৫৭ ॥

টীকা—শুষিরং মুখচ্ছিদ্রং যৎ তদ্দীর্ঘাকারং ভবেৎ ছিদ্রবহুলঞ্চ অবান্তরবহুচ্ছিদ্রযুক্তমিত্যর্থঃ। নাভিচক্রং চক্রস্য নাভির্মধ্যভাগ ইত্যর্থঃ। তারং প্রণবরূপম্, উর্দ্ধ্বমুখত্বাৎ মাহাত্ম্যাদ্বা ; যদ্বা, তারয়তীতি তথা তম্; 'উপর্য্যধশ্চ চক্রে দ্বে' ইত্যেবং তত্রৈব পূর্ব্বকথিতৈর্দামোদরলক্ষণৈর্যুক্তম্ বারাহং বিজানীয়াদিতি পূর্ব্বক্রিয়য়ৈব সম্বন্ধঃ। এবমগ্রেঽপি কৃচিৎ। সা বজ্রকীটোদ্ভবা রেখাময়ী পঙ্‌ক্তিঃশ্চক্রাকারেণ বিশিষ্টা যত্র ভবেৎ, তৎ দূর্ব্বাভং দ্বারি সঙ্কীর্ণং চ বীজানীয়াৎ ; শালগ্রামসমুদ্ভবং লিঙ্গং চিহ্নং চক্রমিত্যর্থঃ। শিখরে যস্যোপরি দৃশ্যতে, হিরণ্যাখ্যং হিরণ্যগর্ভাখ্যং বিনির্দ্দিশেৎ ; পাঠান্তরং সুগমম্ ; যত্র যস্যাং ; সা শালগ্রামশিলা ॥ ৩১৫-৩৫৭ ॥

নাগবৎকুণ্ডলীভূতরেখাপঙ্‌ক্তিঃ স শেষকঃ।
পদ্মাকারে চ পঙ্‌ক্তী দ্বে মধ্যে লম্বা চ রেখিকা।
গরুড়ঃ স তু বিজ্ঞেয়শ্চতুশ্চক্রো জনার্দ্দনঃ ॥ ৩৫৮ ॥

অনুবাদ—যে শিলায় সর্পের মত কুণ্ডলাকার রেখা পঙ্‌ক্তি বিরাজমান তাঁহার নাম শেষ। যাঁহার পদ্মাকার দুই রেখাশ্রেণী এবং মধ্যভাগে এক লম্বরেখা, তিনি গরুড়। যাঁহাতে চক্রচতুষ্টয় বিদ্যমান তিনি জনার্দ্দন ॥ ৩৫৮ ॥

চতুশ্চক্রঃ সূক্ষ্মদ্বারো বনমালাঙ্কিতোদরঃ।
লক্ষ্মীনারায়ণঃ শ্রীমান্ ভুক্তিমুক্তিফলপ্রদঃ ॥ ৩৫৯ ॥

অনুবাদ—যে শিলায় চারিচক্র বিশিষ্ট ও মুখদ্বার সংকীর্ণ এবং মধ্যভাগ বনমালায় শোভিত, তাঁহার নাম শ্রীমান্ লক্ষ্মীনারায়ণ। তিনি ভুক্তি ও মুক্তি প্রদান করেন ॥ ৩৫৯ ॥

টীকা—এবং নামভেদেন বাসুদেবাদ্যা লক্ষ্মীনারায়ণান্তাঃ পঞ্চত্রিংশদ্ভেদাঃ। তত্রাপি কেষাঞ্চিল্লক্ষণভেদেন প্রত্যেকং বহুধা ভেদো জ্ঞেয়ঃ ॥ ৩৫৮-৩৫৯ ॥

এতল্লক্ষণযুক্তাস্তু শালগ্রামশিলাঃ শুভাঃ।
যাশ্চ তাস্বপি সূক্ষ্মাঃ স্যুস্তাঃ প্রশস্তকরাঃ স্মৃতাঃ ॥

অনুবাদ—যে সকল শালগ্রামশিলায় উল্লিখিত লক্ষণ সমূহ বিরাজিত, সেই সকল শুভকর, তন্মধ্যে আবার যে সকল ক্ষুদ্রাকৃতি সেই সকল অধিক শুভকর ॥ ৩৬০ ॥

টীকা—শুভাঃ প্রশস্তাঃ স্যুঃ ॥ ৩৬০ ॥

তথা চ শ্রীভগবদ্ব্রহ্মসংবাদে তত্রৈব—

যথা যথা শিলা সূক্ষ্মা মহৎ পুণ্যং তথা তথা।
তস্মাত্তাং পূজয়েন্নিত্যং ধর্ম্মকামার্থসিদ্ধয়ে ॥ ৩৬১ ॥

অনুবাদ—ঐ পুরাণেই ভগবান-ব্রহ্ম-সংবাদে—শিলা যত ক্ষুদ্রাকারের ততই শুভ। সুতরাং ধর্ম্ম, অর্থ, কামলাভের উদ্দেশ্যে সেই শিলার পূজা করিবে ॥ ৩৬১ ॥

তত্রাপ্যামলকীতুল্যা সূক্ষ্মা চাতীব যা ভবেৎ।
তস্যামেব সদা ব্রহ্মন্ শ্রিয়া সহ বসাম্যহম্ ॥৩৬২॥

অনুবাদ—শ্রীভগবান ব্রহ্মাকে বলিতেছেন—উক্ত শিলাসকলের মধ্যে যে শিলার পরিমাণ আমলকীর মত অতিক্ষুদ্র, প্রিয়া লক্ষ্মীর সহিত আমি সর্ব্বদা সেই শিলায় বাস করি ॥ ৩৬২ ॥

অথ শ্রীশালগ্রামশিলামাহাত্ম্যম্

শালগ্রামশিলাস্পর্শাৎ কোটিজন্মাঘনাশনম্।
কিং পুনর্যজনং তত্র হরিসান্নিধ্যকারকম্ ॥ ৩৬৩ ॥

অনুবাদ—শালগ্রামশিলা স্পর্শে কোটি জন্মের পাপ ধ্বংস হয়। তাঁহার পূজার কথা আর কি বলিব ? উঁহার পূজনে শ্রীহরি সান্নিধ্য লাভ হয় ॥৩৬৩

পাদ্মে মাঘমাহাত্ম্যে তত্রৈব—

যঃ পূজয়েদ্ধরিং চক্রে শালগ্রামশিলোদ্ভবে।
রাজসূয়সহস্রেণ তেনেষ্টং প্রতিবাসরম্ ॥ ৩৬৪ ॥

অনুবাদ—পদ্মপুরাণে মাঘমাহাত্ম্য-প্রসঙ্গে ভগবান ব্রহ্মাকে বলিতেছেন—হে ব্রহ্মন্—যিনি শালগ্রাম শিলাচক্রে শ্রীহরির পূজা করেন, তাঁহার প্রত্যহ সহস্র রাজসূয় যজ্ঞ করা হয় ॥ ৩৬৪ ॥

যদামনন্তি বেদান্তা ব্রহ্ম নির্গুণমচ্যুতম্।
তৎপ্রসাদো ভবেন্নৃণাং শালগ্রামশিলার্চ্চনাৎ ॥৩৬৫॥

অনুবাদ—বেদান্তশাস্ত্র যাঁহাকে নির্গুণ অচ্যুত-ব্রহ্ম বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, শালগ্রামশিলার পূজায় মানবগণের প্রতি তাঁহার অনুগ্রহ হয় ॥৩৬৫॥

মহাকাষ্ঠস্থিতো বহ্নির্মথ্যমানঃ প্রকাশতে।
যথা তথা হরির্ব্যাপী শালগ্রামে প্রকাশতে ॥ ৩৬৬ ॥

অনুবাদ—মহাকাষ্ঠস্থিত অগ্নি যেমন মথিত হইলে প্রকাশ পায়, তদ্রূপ শ্রীহরি ব্যাপ্ত ভাবে শালগ্রাম শিলায় প্রকাশ পান ॥ ৩৬৬ ॥

অপি পাপসমাচারাঃ কর্ম্মণ্যনধিকারিণঃ।
শালগ্রামার্চ্চকা বৈশ্য নৈব যান্তি যমালয়ম্ ॥৩৬৭॥

অনুবাদ—হে বৈশ্য! পাপাচারে লিপ্ত অনধিকারী জনগণও শালগ্রাম পূজা করিলে যমালয়ে যাইতে হয় না ॥ ৩৬৭ ॥

ন তথা রমতে লক্ষ্ম্যাং ন তথা নিজমন্দিরে।
শালগ্রামশিলাচক্রে যথা স রমতে সদা ॥ ৩৬৮ ॥
অগ্নিহোত্রং হুতং তেন দত্তা পৃথ্বী সসাগরা।
যেনার্চ্চিতো হরিশ্চক্রে শালগ্রামশিলোদ্ভবে ॥৩৬৯॥

অনুবাদ—শালগ্রামশিলায় নারায়ণ যেরূপ সন্তোষ লাভ করেন, লক্ষ্মীতে বা নিজ মন্দিরে সেইরূপ সন্তোষ লাভ করেন না। যিনি শালগ্রামশিলোৎপন্ন চক্রে শ্রীহরির আরাধনা করেন, তাঁহার অগ্নিহোত্র যজ্ঞ ও সসাগরা পৃথিবী দানের ফল লাভ হয় ॥৩৬৮-৩৬৯॥

কামৈঃ ক্রোধৈঃ প্রলোভৈশ্চ ব্যাপ্তো যোঽত্র নরাধমঃ।
সোঽপি যাতি হরের্ল্লোকং শালগ্রামশিলার্চ্চনাৎ ॥৩৭০
যঃ পূজয়তি গোবিন্দং শালগ্রামে সদা নরঃ।
আহূতসংপ্লবং যাবৎ ন স প্রচ্যবতে দিবঃ ॥ ৩৭১ ॥

অনুবাদ—এই সংসারে যে নরাধম কাম, ক্রোধ ও লোভের বশীভূত, তাহারও শালগ্রামশিলা-পূজা-প্রভাবে শ্রীহরির লোকে গমন হয়।

সতত শালগ্রামে গোবিন্দপূজক যে পর্য্যন্ত সর্ব্বভূতের প্রলয় না হয়, সে পর্য্যন্ত দেবলোকে অবস্থান করেন ॥ ৩৭০-৩৭১ ॥

টীকা—আহূতঃ কালগত্যা জীবকর্ম্মভির্বা আকারিত ইব যঃ সংপ্লবঃ প্রলয়ঃ ; যদ্বা, যজ্ঞভাগার্থং মন্ত্রৈরাহূতা যে দেবাদয়স্তেষাং সংপ্লবো নাম নাশঃ, তৎপর্য্যন্তম্ ; যদ্বা, ভকারস্থানে হকারঃ ছান্দসঃ, সর্ব্বভূতসংপ্লবপর্য্যন্তমিত্যর্থঃ। দিবঃ উর্দ্ধলোকাৎ বৈকুণ্ঠলক্ষণাৎ, ক্রমগত্যপেক্ষয়া স্বর্গাদেব বা ॥ ৩৭১॥

বিনা তীর্থৈর্বিনা দানৈর্বিনা যজ্ঞৈর্বিনা মতিম্।
মুক্তিং যাতি নরো বৈশ্য শালগ্রামশিলার্চ্চনাৎ ॥৩৭২
নরকং গর্ভবাসঞ্চ তির্য্যক্ত্বং কৃমিযোনিতাম্।
ন যাতি বৈশ্য পাপোঽপি শালগ্রামেঽচ্যুতার্চ্চকঃ ॥৩৭৩
দীক্ষাবিধানমন্ত্রজ্ঞশ্চক্রে যো বলিমাহরেৎ।
স যাতি বৈষ্ণবং ধাম সত্যং সত্যং ময়োদিতম্ ॥৩৭৪

অনুবাদ—হে বৈশ্য! তীর্থসেবা, দান, যজ্ঞ এবং জ্ঞানার্জ্জন ব্যতীত কেবল শালগ্রামশিলা পূজাদ্বারাই মানব সম্প্রদায় মুক্তিলাভের অধিকারী হয়। পাপী ব্যক্তিও শালগ্রামে অচ্যুত ভগবানকে পূজা করিলে নরক, গর্ভবাস, পশুযোনি ও কৃমিযোনি-গ্রহণ হইতে বিমুক্ত হয়। দীক্ষা বিধান অনুসারে মন্ত্র প্রাপ্ত ব্যক্তি শালগ্রাম চক্রে উপহার সমর্পণ করিলে বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হইবে ইহা আমি পুনঃ পুনঃ ত্রিসত্য করিয়া বলিতেছি ॥ ৩৭২-৩৭৪ ॥

টীকা—মতিং জ্ঞানম্ ॥ ৩৭২ ॥

টীকা—হে বৈশ্য! জাত্যা কর্ম্মণা চ সর্ব্বথা পাপোঽপি ॥ ৩৭৩ ॥

টীকা—বলিং পূজাম্ উপহারং বা, ধাম গৃহং শ্রীবৈকুণ্ঠলোকমিত্যর্থঃ ॥ ৩৭৪ ॥

নৈবেদ্যৈর্বিবিধৈঃ পুষ্পৈর্ধূপৈর্দীপৈর্বিলেপনৈঃ।
গীতবাদিত্রস্তোত্রাদ্যৈঃ শালগ্রামশিলার্চ্চনম্ ॥ ৩৭৫ ॥
কুরুতে মানবো যস্তু কলৌ ভক্তিপরায়ণঃ।
কল্পকোটিসহস্রাণি রমতে সন্নিধৌ হরেঃ ॥ ৩৭৬ ॥
লিঙ্গৈস্তু কোটিভির্দৃষ্টৈর্যৎ ফলং পূজিতৈস্তু তৈঃ।
শালগ্রামশিলায়াস্তু একেনাপীহ তৎ ফলম্ ॥ ৩৭৭ ॥

অনুবাদ—কলিযুগে যে ব্যক্তি ভক্তিপরায়ণ হইয়া বিবিধ নৈবেদ্য পুষ্প, ধূপ, দীপ, বিলেপন এবং গীত-বাদ্য ও স্তোত্র প্রভৃতি দ্বারা শ্রীশালগ্রামের পূজা করেন, তিনি-সহস্র-কোটি কল্পকাল বিষ্ণুর নিকটে বাস করিয়া আনন্দ উপভোগ করেন। একমাত্র শালগ্রাম শিলাতে পূজা করিলেই কোটি শিবলিঙ্গ দর্শন বা পূজা ফল সদৃশ সমুদায় ফল লাভ হয় ॥ ৩৭৫-৩৭৭ ॥

শালগ্রামশিলারূপী যত্র তিষ্ঠতি কেশবঃ।
তত্র দেবাসুরা যক্ষা ভুবনানি চতুর্দ্দশ ॥ ৩৭৮ ॥

অনুবাদ—যে স্থানে শালগ্রামশিলারূপী কেশব থাকেন, দেবতা, অসুর যক্ষ ও চতুর্দ্দশভুবন সেখানে অবস্থান করে ॥ ৩৭৮ ॥

শালগ্রামশিলায়াস্তু যঃ শ্রাদ্ধং কুরুতে নরঃ।
পিতরস্তস্য তিষ্ঠন্তি তৃপ্তাঃ কল্পশতং দিবি ॥ ৩৭৯ ॥

অনুবাদ—যে মনুষ্যশালগ্রামশিলায় শ্রাদ্ধ করেন, তাঁহার পিতৃপুরুষগণ পরিতৃপ্ত হইয়া শতকল্পকাল দেবলোকে অবস্থান করেন ॥ ৩৭৯ ॥

শালগ্রামশিলা যত্র তত্তীর্থং যোজনত্রয়ম্।
তত্র দানং জপো হোমঃ সর্ব্বং কোটিগুণং ভবেৎ ॥

অনুবাদ—যেস্থানে শালগ্রামশিলা বিদ্যমান থাকেন, তিনযোজন পর্য্যন্ত সেই স্থান তীর্থরূপে পরিগণিত হয়। সেখানে দান, জপ, হোম প্রভৃতি যাহা কিছু করা যায় সমস্তই কোটীগুণ হয় ॥ ৩৮০ ॥

শালগ্রামসমীপে তু ক্রোশমাত্রং সমন্ততঃ।
কীকটোঽপি মৃতো যাতি বৈকুণ্ঠভুবনং নরঃ ॥৩৮১

অনুবাদ—শালগ্রামশিলার চতুর্দ্দিকে এক ক্রোশের মধ্যে দেহত্যাগ করিলে কীকটদেশোদ্ভব অধম মনুষ্যও বৈকুণ্ঠধাম প্রাপ্ত হয় ॥ ৩৮১ ॥

টীকা—নর হে বৈশ্য, নর ইতি প্রথমান্তপাঠো বা; কীকটোঽপীতি কীকটদেশোদ্ভবঃ—অধমোঽপীত্যর্থঃ ॥ ৩৮১ ॥

শালগ্রামশিলাচক্রং যো দদ্যাদ্দানমুত্তমম্।
ভূচক্রং তেন দত্তং স্যাৎ সশৈলবনকাননম্ ॥ ৩৮২ ॥

অনুবাদ—উৎকৃষ্ট শালগ্রামশিলাচক্র দানকারী ব্যক্তি পর্ব্বত, বন, কানন শোভিত ভূমণ্ডল দানের ফল লাভ করেন ॥ ৩৮২ ॥

স্কান্দে কার্ত্তিকমাহাত্ম্যে শ্রীশিবস্কন্দসংবাদে—

শালগ্রামশিলায়ান্তু ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্।
ময়া সহ মহাসেন লীনং তিষ্ঠতি সর্ব্বদা ॥ ৩৮৩ ॥

অনুবাদ—স্কন্দপুরাণে কার্ত্তিক-মাহাত্ম্যে শ্রীশিব-কার্ত্তিকেয়-সংবাদে বলা হইয়াছে—হে কার্ত্তিকেয়! আমার সহিত চরাচর ত্রৈলোক্য শালগ্রামশিলায় সর্ব্বদা অবস্থিত ॥ ৩৮৩ ॥

টীকা—মহাসেন হে কার্ত্তিকেয় ॥ ৩৮৩ ॥

দৃষ্টা প্রণমিতা যেন স্নাপিতা পূজিতা তথা।
যজ্ঞকোটিসমং পুণ্যং গবাং কোটিফলং ভবেৎ ॥৩৮৪

অনুবাদ—শালগ্রামশিলাকে দর্শন, নমস্কার, স্নপন ও পূজাকারী ব্যক্তি কোটি যজ্ঞ ও কোটি গোদানের ফলভাগী হইয়া থাকেন ॥ ৩৮৪ ॥

কামাসক্তোঽপি যো নিত্যং ভক্তিভাব-বিবর্জ্জিতঃ।
শালগ্রামশিলাং বিপ্রঃ সংপূজ্যেবাচ্যুতো ভবেৎ ॥৩৮৫

অনুবাদ—হে বিপ্র! নিত্য শালগ্রামশিলা পূজা করিলে ভক্তিভাবহীন সকাম ব্যক্তিও বিষ্ণু-সারূপ্য প্রাপ্ত হন ॥ ৩৮৫ ॥

টীকা—ভক্তির্বিশ্বাসলক্ষণা, ভাবঃ প্রেমা, তাভ্যাং বিবর্জ্জিতোঽপি; অচ্যুত ইব ভবেৎ সারূপ্যপ্রাপ্ত্যা ॥ ৩৮৫ ॥

—————

শালগ্রামশিলাবিম্বং হত্যাকোটিবিনাশনম্।
স্মৃতং সংকীর্ত্তিতং ধ্যাতং পূজিতঞ্চ নমস্কৃতম্ ॥৩৮৬

অনুবাদ—শালগ্রামশিলাকে স্মরণ, কীর্ত্তন, ধ্যান, পূজা ও প্রণাম করিলে কোটিহত্যাজনিত পাপ দূরীভূত হয় ॥ ৩৮৬ ॥

—————

শালগ্রামশিলাং দৃষ্ট্বা যান্তি পাপান্যনেকশঃ।
সিংহং দৃষ্ট্বা যথা যান্তি বনে মৃগগণা ভয়াৎ ॥৩৮৭
নমস্করোতি মনুজং শালগ্রামশিলার্চ্চনে।
পাপানি বিলয়ং যান্তি তমঃ সূর্য্যোদয়ে যথা ॥৩৮৮

অনুবাদ—অরণ্য মধ্যে সিংহ দেখিয়া মৃগাদি অরণ্যবাসী যেমন ভয়ে পলায়ন করে, সেইরূপ শালগ্রামশিলা দর্শন করিলে বহুবিধ পাতক নষ্ট হয়। শালগ্রামশিলা অর্চ্চন করিয়া প্রণাম করিলে সূর্য্যোদয়ে তিমির-নাশের ন্যায় প্রণাম কারীর সমস্ত পাপ বিনষ্ট হয় ॥ ৩৮৭-৩৮৮ ॥

টীকা—যান্তি অপযান্তি ॥ ৩৮৮ ॥

—————

কামাসক্তোঽথবা ক্রুদ্ধঃ শালগ্রামশিলার্চ্চনম্।
ভক্ত্যা বা যদি বাঽভক্ত্যা কৃত্বা মুক্তিমবাপ্নুয়াৎ ॥৩৮৯
বৈবস্বতং ভয়ং নাস্তি তথা মরণজন্মনোঃ।
যঃ কথাং কুরুতে বিষ্ণোঃ শালগ্রামশিলাগ্রতঃ ॥৩৯০
গীতৈর্বাদ্যৈস্তথা স্তোত্রৈঃ শালগ্রামশিলার্চ্চনম্।
কুরুতে মানবো যস্তু কলৌ ভক্তিপরায়ণঃ।
কল্পকোটিসহস্রাণি রমতে বিষ্ণুসদ্মনি ॥ ৩৯১ ॥

অনুবাদ—কামাসক্ত বা ক্রোধাসক্ত ব্যক্তি ভক্তি-ভাবে অথবা ভক্তিহীনভাবেও শালগ্রামশিলার্চ্চন করিলে মুক্তি প্রাপ্ত হয়। যে ব্যক্তি শালগ্রামশিলার সম্মুখে হরি কথা বলেন, তাঁহার যমভয় এবং জন্ম ও মৃত্যু ভয় থাকে না। কলিযুগে যিনি ভক্তিপরায়ণ হইয়া গীত, বাদ্য ও স্তোত্রপাঠ সহকারে শালগ্রাম অর্চ্চনা করেন, তিনি সহস্র-কোটি-কল্প কাল বিষ্ণুধামে সানন্দে বাস করেন ॥ ৩৮৯-৩৯১ ॥

টীকা—মরণজন্মনোঃ, তাভ্যামপি ভয়ং নাস্তি ॥ ৩৯০ ॥

—————

শালগ্রাম-নমস্কারেঽভাবেনাপি নরৈঃ কৃতে।
ভয়ং নৈব করিষ্যন্তি মদ্ভক্তা যে নরা ভুবি ॥৩৯২॥

অনুবাদ—শ্রীশিব বলিতেছেন— পৃথিবীতে যে সকল মনুষ্য আমার ভক্ত, তাহারা যদি ভাবহীন হইয়াও শালগ্রামকে প্রণাম করে, তাহা হইলে তাহাদিগের ভয় উপস্থিত হয় না ॥ ৩৯২ ॥

তাৎপর্য্য—যাহারা আমার ভক্ত অর্থাৎ যাহারা শ্রীকৃষ্ণকে ও আমাকে ভিন্ন বোধে কেবল আমারই উপাসনা করে, এই ভেদজ্ঞান জন্য তাহাদিগের অপ-রাধ হয়। অতএব তাহাদিগের সেই অপরাধ জনিত ভয়ের আশঙ্কা আছে। কিন্তু শালগ্রামশিলা নমস্কার করিলে তাহাদিগের সেই অপরাধ বিদূরিত হয়। সুতরাং আর দণ্ডভয় থাকে না। অথবা যে সকল ব্যক্তি ভক্ত অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণভক্ত তাহারা যদি অভক্তি-ভাবেও নমস্কার করে, তাহা হইলে সংহার-কর্ত্তারূপী আমা হইতেও তাহাদিগের ভয় থাকে না।

টীকা—অভাবেন ভাবরাহিত্যেনাপি, মদ্ভক্ত্যা ইতি পাঠে ময়া সহ কৃষ্ণভেদাপরাধতো ভয়ং নৈব করিষ্যন্তীত্যর্থঃ; যদ্বা, মৎ মত্তঃ সংহারকাদপি, ভক্তাঃ কৃষ্ণভক্তাঃ ॥ ৩৯২ ॥

—————

মদ্ভক্তিবলদর্পিষ্ঠা মৎপ্রভুং ন নমন্তি যে।
বাসুদেবং ন তে জ্ঞেয়া মদ্ভক্তাঃ পাপিনো হি তে ॥

অনুবাদ—আমার ভক্ত এই অহঙ্কারে যাহারা আমার প্রভু শ্রীবাসুদেবকে নমস্কার করে না, তাহারা অবশ্যই মহাপাপী এবং আমার ভক্ত নয় জানিবে ॥ ৩৯৩ ॥

—————

শালগ্রামশিলায়ান্তু সদা পুত্র বসাম্যহম্ ।
দত্তং দেবেন তুষ্টেন স্বস্থানং মম ভক্তিতঃ ॥ ৩৯৪ ॥

অনুবাদ—হে বৎস ! আমি নিরন্তর শালগ্রাম-শিলায় বাস করি । প্রভু আমার ভক্তিতে তুষ্ট হইয়া আমাকে নিজ বাসস্থান দান করিয়াছেন ॥ ৩৯৪ ॥

———

পদ্মকোটিসহস্রৈস্তু পূজিতে ময়ি যৎ ফলম্ ।
তৎ ফলং কোটিগুণিতং শালগ্রামশিলার্চ্চনে ॥৩৯৫॥
পূজিতোঽহং ন তৈর্মর্ত্ত্যৈর্নমিতোঽহং ন তৈর্নরৈঃ ।
ন কৃতং মর্ত্ত্যলোকে যৈঃ শালগ্রামশিলার্চ্চনম্ ॥৩৯৬

অনুবাদ—সহস্র কোটি পদ্মদ্বারা আমার পূজা করিলে যে ফল হয়, শালগ্রামশিলার অর্চ্চনে তদপেক্ষা কোটিগুণ ফল হইয়া থাকে । মর্ত্ত্যলোকে যাহারা শালগ্রামশিলার পূজা করে না, তাহাদিগের পূজা বা নমস্কার আমি গ্রহণ করি না ॥৩৯৫-৩৯৬॥

———

শালগ্রামশিলাগ্রে তু যঃ করোতি মমার্চ্চনম্ ।
তেনার্চ্চিতোঽহং সততং যুগানামেকসপ্ততিম্ ॥৩৯৭॥

অনুবাদ—শালগ্রামশিলার সম্মুখে যে ব্যক্তি আমাকে পূজা করে, তাহার ৭১ যুগ ব্যাপিয়া সতত আমার পূজা করা হয় ॥ ৩৯৭ ॥

———

কিমর্চ্চিতৈর্লিঙ্গশতৈর্বিষ্ণুভক্তিবিবর্জ্জিতৈঃ ।
শালগ্রামশিলাবিম্বং নার্চ্চিতং যদি পুত্রক ॥ ৩৯৮ ॥

অনুবাদ—হে বৎস ! যাহারা শালগ্রামশিলার পূজা করে নাই, বিষ্ণুভক্তি হীন তাহাদিগের একশত শিবলিঙ্গপূজনেও কোন ফল হয় না ॥ ৩৯৮ ॥

———

অনর্হং মম নৈবেদ্যং পত্রং পুষ্পং ফলং জলম্ ।
শালগ্রামশিলালগ্নং সর্ব্বং যাতি পবিত্রতাম্ ॥ ৩৯৯ ॥

অনুবাদ—যে সকল নৈবেদ্য, পত্র, পুষ্প, ফল ও জল আমার গ্রহণের অযোগ্য, শালগ্রামশিলার স্পর্শ পাইলেই সেই সকল বস্তু পবিত্র হয় ॥ ৩৯৯ ॥

———

যো হি মাহেশ্বরো ভূত্বা বৈষ্ণবং লিঙ্গমুত্তমম্ ।
দ্বেষ্টি বৈ যাতি নরকং যাবদিন্দ্রাশ্চতুর্দ্দশ ॥ ৪০০ ॥

অনুবাদ—যে ব্যক্তি শিবভক্ত হইয়া শ্রীহরি বিগ্রহের প্রতি দ্বেষ করে, চতুর্দ্দশ ইন্দ্রের অধিকার সময়কাল পর্য্যন্ত সে নরকবাসী হয় ॥ ৪০০ ॥

———

সকৃদপ্যর্চ্চিতে বিম্বে শালগ্রামশিলোদ্ভবে ।
মুক্তিং প্রযান্তি মনুজা নূনং সাংখ্যেন বর্জ্জিতাঃ ॥৪০১

অনুবাদ—তত্ত্বজ্ঞানরহিত লোকেরাও যদি একবারমাত্র শালগ্রামশিলার পূজা করেন, তবে তাঁহারাও মুক্তিলাভের অধিকারী হন, ইহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই ॥ ৪০১ ॥

———

মল্লিঙ্গৈঃ কোটিভির্দ্দৃষ্টৈর্যৎ ফলং পূজিতৈস্তু তৈঃ ।
শালগ্রামশিলায়ান্তু একেনাপি হি তদ্ভবেৎ ॥ ৪০২ ॥

অনুবাদ—আমার কোটিলিঙ্গ দর্শন ও পূজা করিলে যে ফল হয়, একমাত্র শালগ্রাম শিলাতে সেই ফল হয় ॥ ৪০২ ॥

———

তস্মাদ্ভক্ত্যা চ মদ্ভক্তৈঃ প্রীত্যর্থে মম পুত্রক ।
কর্ত্তব্যং সততং ভক্ত্যা শালগ্রামশিলার্চ্চনম্ ॥৪০৩॥

অনুবাদ—হে পুত্র ! অতএব আমার ভক্তবৃন্দ আমার সন্তোষের জন্য ভক্তিসহকারে সতত শালগ্রাম শিলার পূজা করিবেন ॥ ৪০৩ ॥

———

শালগ্রামশিলারূপী যত্র তিষ্ঠতি কেশবঃ ।
তত্র দেবাসুরা যক্ষা ভুবনানি চতুর্দ্দশ ॥ ৪০৪ ॥

অনুবাদ—যে স্থানে শালগ্রামরূপী কেশব বিরাজমান, দেব, অসুর, যক্ষ ও চতুর্দ্দশ ভুবন তথায় অবস্থিত ॥ ৪০৪ ॥

———

শালগ্রামশিলাগ্রে তু সকৃৎ পিণ্ডেন তর্পিতাঃ ।
ভবন্তি পিতরস্তস্য ন সংখ্যা তত্র বিদ্যতে ॥ ৪০৫ ॥
প্রমাণমস্তি সর্ব্বস্য সুকৃতস্য হি পুত্রক ।
ফলং প্রমাণহীনন্তু শালগ্রামশিলার্চ্চনে ॥ ৪০৬ ॥

অনুবাদ—শালগ্রামশিলার সম্মুখে একবারমাত্র পিণ্ডদ্বারা পিতৃগণের তৃপ্তিবিধান করিলে তাঁহারা যে কতকাল প্রীত থাকেন, তাহার সংখ্যা করা যায় না। সমস্ত পুণ্যেরই পরিমাণ হয়। কিন্তু হে বৎস! শালগ্রামশিলার অর্চ্চন ফলের পরিমাণ করা যায় না ॥ ৪০৫-৪০৬ ॥

টীকা—যেন সকৃদপি তর্পিতাঃ, তস্য পিতরো যাবৎ কালং তর্পিতা ভবন্তি, তস্য সংখ্যা নাস্তীত্যর্থঃ। বাসন্তীতি পাঠে স্বর্গাদাবিতি শেষঃ ॥ ৪০৫ ॥

টীকা—প্রমাণম্ ইয়ত্তা ॥ ৪০৬ ॥

———

যো দদাতি ফলং বিষ্ণোঃ শালগ্রামসমুদ্ভবম্।
বিপ্রায় বিষ্ণুভক্তায় তেনেষ্টং বহুভির্মখৈঃ ॥ ৪০৭ ॥

অনুবাদ—যিনি বিষ্ণুভক্তিবিশিষ্ট ব্রাহ্মণকে শালগ্রামশিলা দান করেন, তিনি বহু যজ্ঞানুষ্ঠানের ফল ভাগী হন ॥ ৪০৭ ॥

———

মানুষ্যে দুর্ল্লভা লোকে শালগ্রামোদ্ভবা শিলা।
প্রাপ্যতে ন বিনা পুণ্যৈঃ কলিকালে বিশেষতঃ ॥৪০৮

অনুবাদ—মনুষ্যলোকে শালগ্রামশিলা দুর্ল্লভ, বহু পুণ্য ব্যতীত বিশেষতঃ এই কলিকালে তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায় না ॥ ৪০৮ ॥

———

স ধন্যঃ পুরুষো লোকে সফলং তস্য জীবিতম্।
শালগ্রামশিলা শুদ্ধা গৃহে যস্য চ পূজিতা ॥ ৪০৯ ॥

অনুবাদ—যাঁহার গৃহে পবিত্র শালগ্রামশিলার অর্চ্চনা হয়, এ সংসারে তিনিই ধন্য, তাঁহারই জীবন সফল ॥ ৪০৯ ॥

———

সংনিয়ম্যেন্দ্রিয়গ্রামং শালগ্রামশিলার্চ্চনম্।
যঃ কুর্য্যান্মানবো ভক্ত্যা পুষ্পে পুষ্পেঽশ্বমেধভাক্ ॥

অনুবাদ—সংযতেন্দ্রিয় হইয়া ভক্তিভরে পুষ্পদ্বারা শালগ্রামশিলার পূজা করিলে পূজক প্রত্যেক পুষ্পে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ করেন ॥ ৩১০ ॥

———

কালে বা যদি বাঽকালে শালগ্রামশিলার্চ্চনম্।
ভক্ত্যা বা যদি বাঽভক্ত্যা যঃ করোতি স পুণ্যভাক্ ॥

অনুবাদ—কালে কিংবা অকালে ভক্তিপূর্ব্বক অথবা অভক্তিপূর্ব্বক শালগ্রাম শিলার অর্চ্চনা করিলে পূজক পুণ্যভাগী হন ॥ ৪১১ ॥

———

দ্বেষেণাপি চ লোভেন দম্ভেন কপটেন বা।
শালগ্রামোদ্ভবং দেবং দৃষ্ট্বা পাপাৎ প্রমুচ্যতে ॥৪১২॥

অনুবাদ—লোভ, দ্বেষ, দম্ভবশে অথবা কপটতা করিয়া অর্থাৎ যে ভাবেই হোক শালগ্রামোৎপন্ন দেবকে দর্শন করিলে পাপ হইতে পরিত্রাণ হয় ॥ ৪১২ ॥

———

অশুচির্ব্বা দুরাচারঃ সত্যশৌচবিবর্জ্জিতঃ।
শালগ্রামশিলাং স্পৃষ্ট্বা সদ্য এব শুচির্ভবেৎ ॥৪১৩॥

অনুবাদ—অশুচি বা দুরাচারী অথবা সত্য কিংবা শুদ্ধিহীন ব্যক্তি শালগ্রামশিলা স্পর্শ করিলে তৎক্ষণাৎ পবিত্র হয় ॥ ৪১৩ ॥

———

তিলপ্রস্থশতং ভক্ত্যা যো দদাতি দিনে দিনে।
তৎ ফলং সমবাপ্নোতি শালগ্রামশিলার্চ্চনে ॥৪১৪॥
পত্রং পুষ্পং ফলং মূলং তোয়ং দূর্ব্বাক্ষতং সুত।
জায়তে মেরুণা তুল্যং শালগ্রামশিলার্পিতম্ ॥৪১৫॥
বিধিহীনোঽপি যঃ কুর্য্যাৎ ক্রিয়ামন্ত্রবিবর্জ্জিতঃ।
চক্রপূজামবাপ্নোতি সম্যক্ শাস্ত্রোদিতং ফলম্ ॥৪১৬

অনুবাদ—ভক্তিপূর্ব্বক প্রত্যহ শতপ্রস্থ তিল দান করিলে যে ফল হয়, শালগ্রামশিলার অর্চ্চনা করিলে সেই ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। হে পুত্র! শালগ্রামশিলায় পত্র, পুষ্প, ফল, মূল, জল, দূর্ব্বা, ও অক্ষত অর্পিত হইলে মেরুতুল্য হয়। বিধিরহিত ক্রিয়াবিহীন ও মন্ত্রবিহীন ব্যক্তিও শালগ্রামশিলা পূজা করিলে শাস্ত্র কথিত ফল সম্যক্ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥ ৪১৪-৪১৬ ॥

টীকা—চক্রং শালগ্রামশিলারূপং, তস্য পূজাং যঃ কুর্য্যাৎ ॥ ৪১৬ ॥

———

তত্রৈব চান্যত্র---

স্কন্ধে কৃত্বা তু যোঽধ্বানং বহতে শৈলনায়কম্ ।
তেনোঢ়ন্তু ভবেৎ সর্ব্বং ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্ ॥৪১৭
ব্রহ্মহত্যাদিকং পাপং যৎকিঞ্চিৎ কুরুতে নরঃ ।
তৎ সর্ব্বং নির্দহত্যাশু শালগ্রামশিলার্চ্চনম্ ॥৪১৮॥
ন পূজনং ন মন্ত্রাশ্চ ন জপো ন চ ভাবনা ।
ন স্তুতির্নোপচারশ্চ শালগ্রামশিলার্চ্চনে ॥ ৪১৯ ॥

অনুবাদ—যিনি শালগ্রামশিলা স্কন্ধে লইয়া পর্য্যটন করেন, তাঁহার চরাচর সমস্ত ত্রৈলোক্য বহন করা হয়। ব্রহ্মহত্যাদি পাপকারী মানব শালগ্রাম শিলার অর্চ্চন করিলে সমুদায় পাপ শীঘ্রই ধ্বংস হইয়া যায়। পূজা, মন্ত্র, জপ, ধ্যান, স্তব বা পূজোপচার শালগ্রামপূজায় এ সকল কিছুরই আবশ্যক হয় না ॥ ৪১৭-৪১৯ ॥

টীকা—অধ্বানং ব্যাপ্য পর্থীত্যর্থঃ ; শৈলনায়কং শ্রীশালগ্রামশিলামিত্যর্থঃ ॥ ৪১৭ ॥

শালগ্রামশিলা যত্র তত্তীর্থং যোজনত্রয়ম্ ।
তত্র দানঞ্চ হোমশ্চ সর্ব্বং কোটিগুণং ভবেৎ ॥৪২০॥
শালগ্রামশিলায়ান্তু যঃ শ্রাদ্ধং কুরুতে নরঃ ।
পিতরস্তস্য তিষ্ঠন্তি তৃপ্তাঃ কল্পশতং দিবি ॥ ৪২১ ॥
শালগ্রামসমীপে তু ক্রোশমাত্রং সমন্ততঃ ।
কীকটোঽপি মৃতো যাতি বৈকুণ্ঠভুবনং নরঃ ॥৪২২॥

অনুবাদ—শালগ্রাম শিলার অবস্থান ভূমি হইতে তিন যোজন পর্য্যন্ত স্থান তীর্থভূমি। সেখানে দান, হোম সব কিছুই কোটিগুণ ফলপ্রদ হয়। যে ব্যক্তি শালগ্রামশিলাতে শ্রাদ্ধ করেন, তাঁহার পিতৃগণ প্রীত হইয়া শতকল্পাবধি স্বর্গে বাস করেন। শালগ্রামের সমীপে এক ক্রোশের মধ্যে মৃত্যু হইলে কীকটদেশ-জাত মনুষ্যও বৈকুণ্ঠধামে গমন করেন ॥৪২০-৪২২॥

পাদ্মে চ—

শালগ্রামশিলাচক্রং যো দদ্যাদ্দানমুত্তমম্ ।
ভূচক্রং তেন দত্তং স্যাৎ সশৈলবনকাননম্ ॥৪২৩॥

অনুবাদ—যিনি উত্তম শালগ্রামশিলাচক্র দান করেন, তাঁহার গিরি, কানন, বন সহিত ভূমণ্ডল দান করার ফল লাভ হয় ॥ ৪২৩ ॥

গরুড়পুরাণে—

তিষ্ঠন্তি নিত্যং পিতরো মনুষ্যা-
স্তীর্থানি গঙ্গাদিক-পুষ্করাণি ।
যজ্ঞাশ্চ মেধা হ্যপি পুণ্যশৈলা-
শ্চক্রাঙ্কিতা যস্য বসন্তি গেহে ॥ ৪২৪ ॥

অনুবাদ—গরুড়পুরাণে বর্ণিত হইয়াছে—যাঁহার গৃহে চক্রচিহ্নিত পুণ্যশিলা বিরাজ করেন, তাঁহার গৃহে পিতৃগণ, মনুষ্যগণ, গঙ্গাদি পুষ্কর পর্য্যন্ত তীর্থ সকল এবং অশ্বমেধাদি যজ্ঞ-সমূহ নিত্য উপস্থিত থাকেন ॥ ৪২৪ ॥

টীকা—যত্র যস্মিন্ গৃহে চক্রাঙ্কিতাঃ শ্রীশালগ্রাম-শিলাঃ বসন্তি, তত্র পিত্রাদয়ো নিত্যং তিষ্ঠন্তি ; তত্র যজ্ঞাঃ বিবিধপূজাঃ, মেধাঃ হিংসালক্ষণা অশ্বমেধাদয়ঃ যজ্ঞাশ্বেতি পাঠে অশ্বমেধযজ্ঞা ইত্যর্থঃ ; যদ্বা, যজ্ঞেঽ-শ্বানাং মেধা হিংসা, অর্থস্তু স এব ॥ ৪২৪ ॥

পাদ্মে কার্ত্তিকমাহাত্ম্যে শ্রীযমধূম্রকেশ-সংবাদে—

শালগ্রামশিলায়ান্তু যৈর্নরৈঃ পূজিতো হরিঃ ।
সংশোধ্য তেষাং পাপানি মুক্তয়ে বুদ্ধিদো ভবেৎ ॥৪২৫

অনুবাদ—ঐ পুরাণেই কার্ত্তিক-মাহাত্ম্যে যম-ধূম্রকেশ সংবাদে—শালগ্রাম শিলায় যে সকল মনুষ্য শ্রীহরির অর্চ্চনা করেন, শ্রীহরি তাহাদের নিখিল পাতক ধ্বংস করিয়া মোক্ষপ্রাপ্তিজনক বুদ্ধি প্রদান করেন ॥ ৪২৫ ॥

টীকা—তত্র কার্ত্তিকমাসে, তত্রাপি শ্রীমথুরায়াং বিশেষমাহ—কার্ত্তিক ইতি ॥

কার্ত্তিকে মথুরায়ান্তু সারূপ্যং দিশতে হরিঃ ।
শালগ্রামশিলায়াং বৈ পিতৃনুদ্দিশ্য পূজিতঃ ॥
কৃষ্ণঃ সমুদ্ধরেত্তস্য পিতৃনেতান্ স্বলোকতাম্ ॥৪২৬

অনুবাদ—কার্ত্তিকমাসে মথুরাতে শালগ্রামে শিলায় অর্চ্চন করিলে শ্রীহরি সারূপ্যমুক্তি দিয়া

থাকেন। পিতৃগণের উদ্দেশ্যে শালগ্রাম শিলায় পূজা করিলে সেই সকল পিতৃকুলকে ভগবান শ্রীহরি নিজ ধামে লইয়া যান ॥ ৪২৬ ॥

বৃহন্নারদীয়ে চ যজ্ঞধ্বজোপাখ্যানান্তে—

শালগ্রামশিলারূপী যত্র তিষ্ঠতি কেশবঃ।
ন বাধন্তেঽসুরাস্তত্র ভূত-বেতালকাদয়ঃ ॥ ৪২৭ ॥
শালগ্রামশিলা যত্র তত্তীর্থং তত্তপোবনম্।
যতঃ সন্নিহিতস্তত্র ভগবান্ মধুসূদনঃ ॥ইতি॥৪২৮॥

অনুবাদ—বৃহৎ নারদীয় পুরাণে যজ্ঞধ্বজোপ্যাখ্যানের শেষভাগে লিখিত আছে—যেখানে শালগ্রাম শিলারূপী কেশব বাস করেন, সেস্থানে অসুর, ভূত ও বেতাল প্রভৃতি বিঘ্ন ঘটাইতে পারে না। সেই স্থানই তীর্থ, তপোবনস্বরূপ। কারণ ভগবান মধুসূদন সেই স্থানে সন্নিহিত থাকেন ॥ ৪২৭-৪২৮ ॥

শালগ্রামশিলাস্তাশ্চ যদি দ্বাদশ পূজিতাঃ।
শতং বা পূজিতং ভক্ত্যা তদা স্যাদধিকং ফলম্ ॥৪২৯

অনুবাদ—পূর্ব্বে উক্ত শালগ্রামশিলা সকলের দ্বাদশ সংখ্যক বা একশত সংখ্যক যদি ভক্তিপূর্ব্বক পূজিত হন, তাহা হইলে অধিক ফল দান করেন ॥ ৪২৯ ॥

অথ বাহুল্যে তাসাং ফলবিশেষঃ

পাদ্মে মাঘমাহাত্ম্যে দেবদূত-বিকুণ্ডল-সংবাদে—

শিলা দ্বাদশ ভো বৈশ্য শালগ্রামসমুদ্ভবাঃ।
বিধিবৎ পূজিতা যেন তস্য পুণ্যং বদামি তে ॥৪৩০॥

অনুবাদ—অনন্তর বহুল পরিমাণে পূজা করায় ফলবিশেষ পদ্মপুরাণে মাঘমাহাত্ম্যে দেবদূত-বিকুণ্ডল-সংবাদে—হে বৈশ্য! যিনি নিয়ম পূর্ব্বক দ্বাদশ শালগ্রামের পূজা করিয়াছেন, তাঁহার পুণ্যের কথা তোমাকে বলিতেছি ॥ ৪৩০ ॥

কোটিদ্বাদশলিঙ্গৈস্তু পূজিতৈঃ স্বর্ণপঙ্কজৈঃ।
যৎ স্যাদ্দ্বাদশকল্পৈস্তু দিনেনৈকেন তদ্ভবেৎ ॥৪৩১॥
যঃ পুনঃ পূজয়েদ্ভক্ত্যা শালগ্রামশিলাশতম্।
উষিত্বা স হরের্লোকে চক্রবর্ত্তী হি জায়তে ॥ ৪৩২ ॥

অনুবাদ—দ্বাদশকল্পকাল পর্য্যন্ত স্বর্ণপদ্ম দ্বারা দ্বাদশকোটি শিবলিঙ্গ পূজা করিলে যে ফল হয়, একদিন মাত্র শালগ্রাম শিলার পূজা করিলে সেই ফল হইয়া থাকে। আর যিনি ভক্তিপূর্ব্বক একশত শালগ্রামশিলা পূজা করেন তিনি বিষ্ণুলোকে বাসান্তে পৃথিবীতে রাজ চক্রবর্ত্তী রূপে জন্মগ্রহণ করেন ॥ ৪৩১-৪৩২ ॥

টীকা—স্বর্ণপঙ্কজৈঃ কৃত্বা পূজিতৈঃ সদ্ভিঃ পূজিতৈস্তৈরিত্যর্থঃ যৎ ফলং স্যাৎ, ইহলোকে চক্রবর্ত্তী সন্ জায়তে, শ্রীভগবদ্ভক্তিপ্রচারণার্থমাহাত্ম্যেচ্ছাবিশেষেণেতি জ্ঞেয়ম্ ॥ ৪৩১-৪৩২ ॥

স্কান্দে কার্ত্তিক-মাহাত্ম্যে শ্রীশিবস্কন্দ-সংবাদে—

দ্বাদশৈব শিলা যো বৈ শালগ্রামসমুদ্ভবাঃ।
অর্চ্চয়েদ্বৈষ্ণবো নিত্যং তস্য পুণ্যং বদামি তে ॥৪৩৩
কোটিলিঙ্গসহস্রৈস্তু পূজিতৈর্জাহ্নবীতটে।
কাশীবাসে যুগান্যষ্টৌ দিনেনৈকেন তদ্ভবেৎ ॥৪৩৪॥
কিং পুনর্বহবো যস্তু পূজয়েদ্বৈষ্ণবো নরঃ।
ন হি ব্রহ্মাদয়ো দেবাঃ সংখ্যাঃ কুর্ব্বন্তি পুণ্যতঃ ॥

অনুবাদ—স্কন্দপুরাণে কার্ত্তিক-মাহাত্ম্যে শ্রীশিব-কার্ত্তিকেয়-সংবাদে বলা হইয়াছে—যে বৈষ্ণব দ্বাদশটি মাত্র শালগ্রামশিলার পূজা করেন, আমি তাঁহার পুণ্যের কথা তোমাকে বলিতেছি শোন। গঙ্গাতীরে সহস্রকোটি শিবলিঙ্গ পূজনে এবং অষ্টযুগ কাশীবাসে যে ফল হয়, একদিন মাত্র বিধানমতশালগ্রাম পূজায় সেই ফল হইয়া থাকে। যে বৈষ্ণব দ্বাদশমূর্ত্তির বেশী শালগ্রামশিলার পূজা করিয়া থাকেন, তাঁহার কথা আর কি বলিব? ব্রহ্মা আদি দেববৃন্দ তাঁহার পুণ্যের সংখ্যা করিতে পারেন না ॥ ৪৩৩-৪৩৫ ॥

টীকা—জাহ্নবীতটে কোটিলিঙ্গসহস্রৈঃ পূজিতৈর্যৎ ফলং, যুগান্যষ্টৌ ব্যাপ্য কাশীবাসে যৎ ফলং তৎ ॥ ৪৩৪ ॥

টীকা—বহবঃ বহ্বীঃ; সুবহ্বরিতি ক্বচিৎ পাঠঃ। পুণ্যতঃ পুণ্যে বিষয়ে সংখ্যাং ন কুর্ব্বন্তি, কর্ত্তুং ন শক্নুবন্তীত্যর্থঃ; যদ্বা, পুণ্যতো হেতোঃ সংখ্যাং ন কুর্ব্বন্তি,

অসংখ্যেয়স্য সংখ্যাকরণাপরাধেন পুণ্যক্ষয়াপত্তেরিত্যর্থঃ ॥ ৪৩৫ ॥

———

অথ তৎক্রয়বিক্রয়নিষেধঃ

তত্রৈব—

শালগ্রামশিলায়াং যো মূল্যমুদ্‌ঘাটয়েন্নরঃ।
বিক্রেতা চানুমন্তা চ যঃ পরীক্ষামুদীরয়েৎ ॥ ৪৩৬॥
সর্ব্বে তে নরকং যান্তি যাবদাহূতসংপ্লবম্‌।
অতঃ সংবর্জ্জয়েদ্বিপ্র চক্রস্য ক্রয়বিক্রয়ম্‌ ॥ ৪৩৭ ॥

অনুবাদ—অতঃপর শালগ্রাম শিলার ক্রয়-বিক্রয় নিষেধ, স্কন্দপুরাণে বলা হইয়াছে—যে ব্যক্তি শালগ্রাম শিলার মূল্য উদ্‌ঘাটন (নির্দ্ধারণ) করে, যে বিক্রয় করে, যে মূল্যকরণে অনুমোদন করে এবং যে গুণ-দোষ পরীক্ষা করে, তাহারা সকলেই মহাপ্রলয় পর্য্যন্ত নরকবাসী হয়। অতএব হে বিপ্র! শালগ্রামচক্র ক্রয় বা বিক্রয় করিবে না ॥ ৪৩৬-৪৩৭ ॥

টীকা—যশ্চ অনুমন্তা, মূল্যে সম্মতিকর্ত্তা, যশ্চ তৎ পরীক্ষ্য গুণদোষাদিকং বিচার্য্য তন্মূল্যমনুমোদয়েৎ ; পাঠান্তরে মূল্যার্থং পরীক্ষা ক্রিয়তামিত্যুচ্চারয়েদপি যঃ ; যদ্বা, বিচারেণ গুণদোষাদিকমপি বদেদিত্যর্থঃ ॥ ৪৩৬ ॥

———

অথ প্রতিষ্ঠানিষেধঃ

তত্রৈব—

শালগ্রামশিলায়াস্তু প্রতিষ্ঠা নৈব বিদ্যতে।
মহাপূজান্তু কৃত্বাদৌ পূজয়েত্তাং ততো বুধঃ ॥ ইতি ॥

অনুবাদ—ঐ পুরাণেই কথিত হইয়াছে—শালগ্রামশিলার প্রতিষ্ঠা নিষেধ। বিদ্বানব্যক্তি সর্ব্বাগ্রে মহাপূজা করিয়া পরে ঐ শিলাই পূজা করিবেন ॥ ৪৩৮ ॥

———

অতোঽধিষ্ঠানবর্গেষু সূর্য্যাদিষ্বিব মূর্ত্তিষু।
শালগ্রামশিলৈব স্যাদধিষ্ঠানোত্তমং হরেঃ ॥ ৪৩৯ ॥

অনুবাদ—অতএব সূর্য্যাদি অধিষ্ঠান সকলের এবং প্রতিমূর্ত্তি সমূহের মধ্যে শালগ্রাম শিলাই শ্রীহরির উৎকৃষ্ট অধিষ্ঠান হইল ॥ ৪৩৯ ॥

টীকা—মূর্ত্তিষু প্রতিকৃতিষ্বপি ॥ ৪৩৯ ॥

———

অথ সর্ব্বাধিষ্ঠানশ্রেষ্ঠ্যম্‌

পাদ্মে তত্রৈব—

হৃদি সূর্য্যে জলে বাথঽপ্রতিমা-স্থণ্ডিলেষু চ।
সমভ্যর্চ্চ্য হরিং যান্তি নরাস্তে বৈষ্ণবং পদম্‌ ॥৪৪০॥
অথবা সর্ব্বদা পূজ্যো বাসুদেবো মুমুক্ষুভিঃ।
শালগ্রামশিলাচক্রে বজ্রকীটবিনির্ম্মিতে ॥ ৪৪১ ॥
অধিষ্ঠানং হি তদ্‌ বিষ্ণোঃ সর্ব্বপাপপ্রণাশনম্‌।
সর্ব্বপুণ্যপ্রদং বৈশ্য সর্ব্বেষামপি মুক্তিদম্‌ ॥ ৪৪২ ॥

অনুবাদ—অনন্তর সকল অধিষ্ঠান অপেক্ষা শালগ্রামের প্রাধান্য পদ্মপুরাণে মাঘমাহাত্ম্যে বর্ণিত হইয়াছে—মনুষ্যগণ হৃদয়ে, সূর্য্যে, জলে, প্রতিমায় কিংবা স্থণ্ডিলে শ্রীহরির পূজা করিয়া বিষ্ণুধাম প্রাপ্ত হন। অথবা ঐ সকলে পূজা করিয়া যদি পরিতৃপ্ত না হয়, তাহা হইলে মুমুক্ষু ব্যক্তিগণ বজ্রকীটনির্ম্মিত শালগ্রাম শিলাচক্রে বাসুদেবের পূজা করিবেন। হে বৈশ্য! শ্রীবিষ্ণুর এই শালগ্রামরূপ অধিষ্ঠান সকল পাপ নাশ, সকল পুণ্য দান, এবং সকলকেই মুক্তি প্রদান করিয়া থাকেন ॥ ৪৪০-৪৪২ ॥

টীকা—অথবেতি পূর্ব্বাপরিতোষে ; সর্ব্বদা পূজ্যত্বে হেতুঃ—অধিষ্ঠানং হীতি ॥ ৪৪১-৪৪২ ॥

———

তত্রৈব কার্ত্তিক-মাহাত্ম্যে যমধূম্রকেশসংবাদে—

পূজা চ বিহিতা তস্য প্রতিমায়াং নৃপাত্মজ।
শৈলী দারুময়ী লৌহী লেপ্যা লেখ্যা চ সৈকতা।
মনোময়ী মণিময়ী শ্রীমূর্ত্তিরষ্টধা স্মৃতা ॥ ৪৪৩ ॥

অনুবাদ—ঐ পুরাণেই কার্ত্তিক-মাহাত্ম্যে যম-ধূম্রকেশ সংবাদে—হে রাজপুত্র! প্রতিমায় বিষ্ণুর পূজা করিবার বিধান আছে। প্রতিমা আট প্রকার। শিলাময়ী, দারুময়ী, লৌহময়ী, লেপময়ী, লেখময়ী, বালুকাময়ী, মনোময়ী ও মণিময়ী ॥ ৪৪৩ ॥

———

শালগ্রামশিলায়ান্তু সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণসেবনম্ ।
নিত্যং সন্নিহিতস্তত্র বাসুদেবো জগদ্‌গুরুঃ ॥ ৪৪৪ ॥

অনুবাদ—শালগ্রামশিলার অর্চ্চনায় সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণের সেবা করা হয়। জগদ্‌গুরু বাসুদেব উহাতে নিত্যই বাস করেন ॥ ৪৪৪ ॥

টীকা—তু-শব্দঃ পূর্ব্বতো বৈশিষ্ট্যে, তদেবাহ—সাক্ষাদিতি ॥ ৪৪৪ ॥

স্কান্দে কার্ত্তিকমাহাত্ম্যে শ্রীশিবস্কন্দসংবাদে—
সুবর্ণার্চ্চা ন রত্নার্চ্চা ন শিলার্চ্চা সুরোত্তম ।
শালগ্রামশিলায়ান্তু সর্ব্বদা বসতে হরিঃ ॥ ৪৪৫ ॥

অনুবাদ—স্কন্দপুরাণে কার্ত্তিক-মাহাত্ম্যে শ্রীশিব-কার্ত্তিকেয় সংবাদে—হে দেবোত্তম ! সুবর্ণপ্রতিমা, রত্ন প্রতিমা ও শিলাপ্রতিমা এ সকলে হরি সর্ব্বদা বাস করেন না, কিন্তু শালগ্রামশিলায় সর্ব্বদা বাস করেন ॥ ৪৪৫ ॥

টীকা—সুবর্ণস্য অর্চ্চা প্রতিমা, তদাদিষু হরিঃ সর্ব্বদা ন বসতীত্যর্থঃ ; যদ্বা, ন হরেঃ প্রিয়েতি শেষঃ ॥ ৪৪৫ ॥

অতএবোক্তম্—
হত্যাং হন্তি যদঙ্ঘ্রিসঙ্গতুলসী স্তেয়ং চ তোয়ং পদে
নৈবেদ্যং বহুমদ্যপানদুরিতং গুর্ব্বঙ্গনাসঙ্গজম্ ।
শ্রীশাধীনমতিঃ স্থিতির্হরিজনৈস্তৎসঙ্গজং কিল্বিষং
শালগ্রামশিলা-নৃসিংহমহিমা কোঽপ্যেষ লোকোত্তরঃ ॥

অনুবাদ—এই জন্যই বলিয়াছেন যে—শালগ্রাম-শিলারূপী নৃসিংহের এক অলৌকিক মহিমা এই যে, তাঁহার শ্রীচরণস্পৃষ্টা তুলসী ব্রহ্মহত্যার পাপ, তাঁহার পাদোদক চৌর্য্য জন্য পাপ এবং তাঁহার নৈবেদ্য বহু মদ্যপানজনিত ও গুরুপত্নীগমন জন্য পাপ নাশ করেন। আর তাঁহাকে স্মরণ ও তাঁহার ভক্ত-দিগের সহিত সঙ্গ করিলে পূর্ব্বোক্ত পাতকদিগের সহিত সঙ্গজনিত পাপ নষ্ট হয় ॥ ৪৪৬ ॥

টীকা—পাদতোয়ং শ্রীচরণোদকং, শ্রীশঃ শাল-গ্রামশিলারূপ এব ভগবান্, তদধীনা মতিঃ তৎস্মরণ-মিত্যর্থঃ। হরিশ্চ শালগ্রামশিলাত্মক এব, তস্য জনৈঃ সেবকৈঃ সহ স্থিতিঃ ॥ ৪৪৬ ॥

শালগ্রামশিলারূপ-ভগবন্মহিমাম্বুধেঃ ।
ঊর্ম্মীন্ গণয়িতুং শক্যঃ শ্রীচৈতন্যাশ্রিতোঽপি কঃ ॥

অনুবাদ—সর্ব্বজ্ঞ হইলেও কোনব্যক্তি শালগ্রাম-শিলার মাহাত্ম্য-রূপ-সমুদ্রের তরঙ্গরাশি গণনা করিতে পারেন না ॥ ৪৪৭ ॥

টীকা—ঊর্ম্মীনিতি সমুদ্রতরঙ্গগণবৎ মাহাত্ম্য পরম্পরা ইত্যর্থঃ। শ্রীযুক্তচৈতন্যং সর্ব্বজ্ঞত্বাদিকং তেনাশ্রিতোঽপি। স্বমতে শ্রীচৈতন্যদেবমাশ্রিতঃ পরম-শক্তিমত্ত্বং প্রাপ্তোঽপীত্যর্থঃ। যথোর্ম্ময়ং কেনাপি ন গণয়িতুং শক্যন্তে, তদ্বৎ অনন্তত্বাদিতি ভাবঃ ॥৪৪৭॥

অথ শালগ্রামশিলাপূজানিত্যতা

পাদ্মে—
শালগ্রামশিলাপূজাং বিনা যোঽশ্নাতি কিঞ্চন ।
স চণ্ডালাদিবিষ্ঠায়ামাকল্পং জায়তে কৃমিঃ ॥ ৪৪৮ ॥

অনুবাদ—অনন্তর শালগ্রামশিলা-পূজায় নিত্যতা সম্বন্ধে পদ্মপুরাণে বলা হইয়াছে—যে ব্যক্তি শালগ্রাম শিলার পূজা না করিয়া কিছু আহার করে, সে কল্প-কাল পর্য্যন্ত চণ্ডাল প্রভৃতির বিষ্ঠায় কৃমিরূপে বাস করে ॥ ৪৪৮ ॥

স্কান্দে চ—
গৌরবাচলশৃঙ্গাগ্রৈর্ভিদ্যতে তস্য বৈ তনুঃ ।
ন মতির্জায়তে যস্য শালগ্রামশিলার্চ্চনে ॥ইতি॥৪৪৯

অনুবাদ—স্কন্দপুরাণেও যথা—যাহার শালগ্রাম-শিলা পূজা করিতে মতি জন্মে না, পর্ব্বতশৃঙ্গের অগ্র-ভাগদ্বারা তাহার শরীর বিদ্ধ হয় ॥ ৪৪৯ ॥

টীকা—গৌরবং গরিমা, তদ্‌যুক্তস্যাচলস্য ; যদ্বা, গৌরবেণ অচলং স্থিরং যচ্ছৃঙ্গম্ অর্থাৎ পর্ব্বত এব তস্যাগ্রৈঃ। পাঠান্তরং সুগমম্। ভিদ্যতে বিদার্য্যতে ; যদ্বা, শৃঙ্গাগ্রেভ্যো নিপাত্য চূর্ণীক্রিয়ত ইত্যর্থঃ ॥৪৪৮-৪৪৯ ॥

এবং শ্রীভগবান্ সর্ব্বৈঃ শালগ্রামশিলাত্মকঃ।
দ্বিজৈঃ স্ত্রীভিশ্চ শূদ্রৈশ্চ পূজ্যো ভগবতঃ পরৈঃ॥৪৫০

অনুবাদ—অতএব যথাবিধানে দীক্ষাগ্রহণ-করিয়া কি দ্বিজ, কি স্ত্রী, কি শূদ্র সকলেই নিরত শালগ্রামশিলারূপ শ্রীভগবানের পূজা করিবেন॥৪৫০॥

টীকা—এবং লিখিত-প্রকারেণ শালগ্রামশিলাত্মকঃ তৎস্বরূপঃ শ্রীভগবানেবেতি তদ্ভজনে সর্ব্বেষামধি-কারোঽভিপ্রেতঃ; তদেবাভিব্যঞ্জয়তি—সর্ব্বৈর্দ্বিজা-দিভির্জনৈঃ সম্যক্ পূজ্য ইতি। তত্র দ্বিজৈরিতি ত্রিবর্ণৈর্বিপ্রক্ষত্রিয়বৈশ্যৈরিত্যর্থঃ ননু 'ব্রাহ্মণস্যৈব পূজ্যোঽহং শুচেরপ্যশুচেরপি। স্ত্রী-শূদ্র-কর-সংস্পর্শো বজ্রপাতসমো মম' ইতি। শালগ্রামশিলাপ্রসঙ্গে শ্রীভগ-বদ্বচনেন স্ত্রী-শূদ্রাণাং তৎপূজা নিষিধ্যতে, তত্র লিখতি ভগবতঃ পরৈরিতি। যথাবিধি দীক্ষাং গৃহীত্বা ভগ-বৎপূজাপরৈঃ সদ্ভিরিত্যর্থঃ॥ ৪৫০॥

ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বিশাং সচ্ছূদ্রাণামথাপি বা।
শালগ্রামেঽধিকারোঽস্তি ন চান্যেষাং কদাচন॥৪৫১

অনুবাদ—স্কন্দপুরাণে শ্রীব্রহ্ম-নারদ সংবাদে চাতুর্মাস্যব্রতবিষয়ে শালগ্রামশিলার্চ্চন-প্রসঙ্গে বর্ণিত হইয়াছে—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য ইঁহারা শালগ্রাম শিলা পূজার অধিকারী। শূদ্র সৎ হইলে তাঁহারও অধিকার আছে, অন্যের কখনও অধিকার নাই অর্থাৎ বিষ্ণুভক্তি হীন ব্রাহ্মণেরও শালগ্রামশিলার অধিকার নাই। কিন্তু হরিভক্তিপরায়ণ শূদ্রেরও তাহাতে অধিকার আছে। (সৎশূদ্র-শব্দে বিষ্ণুভক্তি পরা-য়ণ শূদ্র)॥ ৪৫১॥

তত্রৈবান্যত্র—

স্ত্রিয়ো বা যদি বা শূদ্রা ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়াদয়ঃ।
পূজয়িত্বা শিলাচক্রং লভন্তে শাশ্বতং পদম্॥ ইতি॥

অনুবাদ—ঐ পুরাণেই অন্যত্র বলা হইয়াছে—স্ত্রী, শূদ্র, ব্রাহ্মণ কিংবা ক্ষত্রিয় যে কেহই হউক শাল-গ্রাম শিলাচক্র পূজা করিলে নিত্যপদ লাভ করে॥ ৪৫২॥

অতো নিষেধকং যদ্যদ্বচনং শ্রূয়তে স্ফুটম্।
অবৈষ্ণবপরং তত্তদ্বিজ্ঞেয়ং তত্ত্বদর্শিভিঃ॥ ৪৫৩॥

যথা—

ব্রাহ্মণস্যৈব পূজ্যোঽহং শুচেরপ্যশুচেরপি।
স্ত্রীশূদ্রকরসংস্পর্শো বজ্রাদপি সুদুঃসহঃ॥ ৪৫৪॥
প্রণবোচ্চারণাচ্চৈব শালগ্রামশিলার্চ্চনাৎ।
ব্রাহ্মণীগমনাচ্চৈব শূদ্রশ্চণ্ডালতামিয়াৎ॥ ৪৫৫॥

অনুবাদ—সুতরাং স্ত্রী শূদ্রাদির শালগ্রাম পূজা করিবার বিষয়ে যে সমস্ত নিষেধবচন স্পষ্টরূপে শ্রবণ করা যায় তত্ত্বদর্শিগণ বলিয়াছেন—যাঁহারা বিষ্ণুভক্তিহীন, তাহাদিগের ক্ষেত্রেই ঐ সকল নিষেধ বচন প্রযোজ্য। নিষেধ বচন যথা—শুচিই হউন বা অশুচি হউন ব্রাহ্মণই আমার পূজার অধিকারী। স্ত্রী বা শূদ্রের হস্তস্পর্শ বজ্রাপেক্ষা দুঃসহ। প্রণব উচ্চারণ করিলে, শালগ্রাম শিলার পূজা করিলে কিংবা ব্রাহ্মণী গমন করিলে শূদ্র চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হয়॥ ৪৫৩-৪৫৫॥

টীকা—তদেব শ্রীনারদোক্ত্যা প্রমাণয়তি—ব্রাহ্ম-ণেতি। সতাং বৈষ্ণবানাং শূদ্রাণাং, শালগ্রামে শ্রীশাল-গ্রামশিলার্চ্চনে; অন্যেষামসতাং শূদ্রাণাম্; অতএব শূদ্রমধিকৃত্যোক্তং বায়ুপুরাণে 'অযাচকঃ' প্রদাতা স্যাৎ কৃষিং বৃত্ত্যর্থমাচরেৎ। পুরাণং শৃণুয়ান্নিত্যং শাল-গ্রামঞ্চ পূজয়েৎ॥' ইতি। এবং মহাপুরানানাং বচনৈঃ সহ 'ব্রাহ্মণস্যৈব পূজ্যোঽহম্' ইতি—বচনস্য বিরোধান্মাৎসর্য্যপরৈঃ স্মার্ত্তৈঃ কৈশ্চিৎ কল্পিতমিতি মন্তব্যম্। যদি চ যুক্ত্যা সিদ্ধং সমূলং স্যাত্তর্হি চাবৈষ্ণবৈঃ শূদ্রৈস্তাদৃশীভিশ্চ স্ত্রীভিস্তৎপূজা ন কর্ত্তব্যা, যথাবিধি গৃহীতবিষ্ণুদীক্ষাকৈশ্চ তৈঃ কর্ত্তব্যেতি ব্যবস্থাপনীয়ম্; যতঃ শূদ্রেষ্বন্ত্যাজেষ্বপি মধ্যে যে বৈষ্ণবাস্তে শূদ্রাদয়ো ন কিলোচ্যন্তে; তথা চ নারদীয়ে—'শ্বপচোঽপি মহীপাল বিষ্ণোর্ভক্তো দ্বিজাধিকঃ' ইতি। ইতিহাস-সমুচ্চয়ে—'শূদ্রং বা ভগবদ্ভক্তং নিষাদং শ্বপচং তথা। বীক্ষতে জাতিসামান্যাৎ স যাতি নরকং ধ্রুবম্॥' ইতি। পাদ্মে চ—'ন শূদ্রা ভগ-বদ্ভক্তাস্তে তু ভাগবতা নরাঃ। সর্ব্ববর্ণেষু তে শূদ্রা যে ন ভক্তা জনার্দ্দনে॥' ইতি এতদাদিকং চাগ্রে বৈষ্ণবমাহাত্ম্যে বিস্তরেণ ব্যক্তং ভাবি। কিঞ্চ ভগ-বদ্দীক্ষাপ্রভাবেণ শূদ্রাদীনামপি বিপ্রসাম্যং সিদ্ধমেব;

তথা চ তত্র 'যথা কাঞ্চনতাং যাতি' ইত্যাদি। এতচ্চ প্রাগ্দীক্ষামাহাত্ম্যে লিখিতমেব অতএব তৃতীয়স্কন্ধে (৩৩।৬) দেবহূতিবাক্যম্—'যন্নামধেয়-শ্রবণানু-কীর্ত্তনাদ্ যৎ প্রহ্বণাদ্ যৎস্মরণাদপি ক্বচিৎ। শ্বাদোঽপি সদ্যঃ সবনায় কল্পতে কুতঃ পুনস্তে ভগবন্নু দর্শনাৎ ॥' ইতি। সবনায় যজনায় কল্পতে যোগ্যো ভবতীত্যর্থঃ; অতএব বিপ্রৈঃ সহ বৈষ্ণবানামেকত্রৈব গণনা; তথা চ হরিভক্তি-সুধোদয়ে শ্রীভগবদ্ব্রহ্ম-সংবাদে—'তীর্থান্যশ্বত্থতরবো গাবো বিপ্রাস্তথা স্বয়ম্। মদ্ভক্তাশ্চেতি বিজ্ঞেয়াঃ পঞ্চৈতে তনবো মম' ইতি। চতুর্থস্কন্ধে (২১।১২) শ্রীপৃথুমহারাজবর্ণনে—'সর্ব্বাত্রাস্খলিতাদেশঃ সপ্তদ্বীপৈক দণ্ডধৃক্। অন্যত্র ব্রাহ্মণকুলাদন্যত্রাচ্যুতগোত্রতঃ ॥' ইতি। অচ্যুতো গোত্রং প্রবর্ত্তকতুল্যং যেষাং বৈষ্ণবানাং তেভ্যোঽন্যত্র চেত্যর্থঃ। তথা তন্মহারাজস্যোক্তৌ। (শ্রীভাঃ ৪। ২১।৩৭)—মা জাতু তেজঃ প্রভবেন্মহর্ধিভিস্তিতিক্ষয়া তপসা বিদ্যয়া চ। দেদীপ্যমানেঽজিতদেবতানাং, কুলে স্বয়ং রাজকুলাদ্দ্বিজানাম্ ॥' ইতি। অত্র শ্রীস্বামিপাদানাং টীকা—'মহত্যশ্চ তা ঋদ্ধয়শ্চ তাভির্যদ্রাজকুলস্য তেজস্তৎ তস্মাৎ সকাশাদ্দ্বিজানাং বিপ্রাণাং কুলে অজিতো দেবতা পূজ্যো যেষাং বৈষ্ণবানাং, তেষাং কুলে মা জাতু প্রভবেৎ, কদাচিদপি প্রভবং ন করোতু। কথম্ভূতে ?—সমৃদ্ধিভির্বিনাপি স্বয়মেব তিতিক্ষাদিভির্দেদীপ্যমান ইতি। পুরঞ্জ-নোক্তৌ চ (শ্রীভাঃ ৪।২৬।২৪) 'তস্মিন্ দধে দমহহং তব বীরপত্নি, যোঽন্যত্র ভূসুরকুলাৎ কৃতকিল্বিষস্তে। পশ্যে ন বীতভয়মুন্মুদিতং ত্রিলোক্যা,-মন্যত্র বৈ মুররি-পোরিতরত্র দাসাদিতি। অত্রাপি সৈব টীকা—হে বীরপত্নি, যস্তে কৃতাপরাধঃ তস্মিন্নহং ব্রাহ্মণকুলাদ-ন্যত্র অন্যস্মিন্ মুররিপুদাসাদিতরত্র চ দমং দধে, দণ্ডং করোমীত্যাদি। ঈদৃশানি চ বচনানি শ্রীভাগ-বতাদৌ বহূন্যেব সন্তি। ইত্থং বৈষ্ণবানাং ব্রাহ্মণৈঃ সহ সাম্যমেব সিধ্যতি। কিঞ্চ, 'বিপ্রাদ্দ্বিষড়্গুণ-যুতাৎ' (শ্রীভাঃ ৭।৯।১০) ইত্যাদিবচনৈরবৈষ্ণব-ব্রাহ্মণেভ্যো নীচজাতিজাতানামপি বৈষ্ণবানাং শ্রৈষ্ঠ্যং নির্দ্দিশ্যতেতরাম্। অতএবোক্তং শ্রীভগবতা শ্রীহয়-গ্রীবেণ হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে পুরুষোত্তমপ্রতিষ্ঠান্তে—'মূর্ত্তি-পানান্তু দাতব্যা দেশিকার্দ্ধেন দক্ষিণা। তদর্দ্ধং বৈষ্ণ-বানান্তু তদর্দ্ধং তদ্দ্বিজন্মনাম্' ইতি। অতো যুক্তমেব লিখিতং সর্ব্বৈর্ভগবতঃ পরৈঃ পূজ্য ইতি। তথা চ ব্রহ্মবৈবর্ত্তে প্রিয়ব্রতোপাখ্যানে ধর্ম্মব্যাধস্যাপি শ্রীশাল-গ্রামশিলাপূজনমুক্তম্—'ততঃ স বিস্মিতঃ শ্রুত্বা ধর্ম্ম-ব্যাধস্য তদ্বচঃ। তস্মৌ স চ সমানীয় দর্শয়ামাস তাবুভৌ ॥ নির্নিক্তবসনৌ বৃদ্ধাবাসনস্থৌ নিজৌ গুরূ। শালগ্রামশিলাঞ্চৈব তৎসমীপে সুপূজিতাম্ ॥' ইতি অত্রাচারশ্চ সতাং মধ্যদেশেঽস্মিন্ বিশেষতো দক্ষিণ-দেশে চ মহত্তমানাং শ্রীবৈষ্ণবানাং প্রমাণমিতি দিক্। এবং শ্রীভাগবতপাঠাদাবপ্যধিকারো বৈষ্ণবানাং দ্রষ্টব্যঃ; যতো বিধিনিষেধা ভগবদ্ভক্তানাং ন ভবন্তীতি 'দেবর্ষিভূতাপ্তনৃণাং পিতৄণাম্' (শ্রীভাঃ ১১। ৫।৪১) ইত্যাদিবচনৈঃ, তথা কর্ম্মপরিত্যাগাদিনাপি ন কশ্চিদ্দোষো ঘটত ইতি তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত' (শ্রীভা ১১।২০।৯) ইতি 'যদা যস্যানুগৃহ্ণাতি ভগ-বান্' (শ্রীভাঃ ৪।২৯।৪৬) ইত্যাদিবচনৈশ্চ ব্যক্তং বোধিতমেবাস্তি। এতৎ সর্ব্বমগ্রে শ্রীবৈষ্ণব-মাহাত্ম্যে বিস্তরেণ ব্যক্তং ভাবি ॥ ৪৫৪-৪৫৫ ॥

সন্ধার্য্যা বৈষ্ণবৈর্যত্নাচ্ছালগ্রামশিলাঽসুবৎ।
সা চার্চ্চ্যা দ্বারকাচক্রাঙ্কিতোপেতৈব সর্ব্বদা ॥৪৫৬॥

অনুবাদ—বৈষ্ণবগণ যত্নপূর্ব্বক প্রাণবৎ শালগ্রাম শিলাকে ধারণ করিবেন। পূজার সময়ে দ্বারকা-চক্রাঙ্কিত শিলা সহ একত্রই পূজা করিবেন ॥ ৪৫৬ ॥

টীকা—অসুবৎ প্রাণবৎ, যত্নাৎ সন্ধার্য্যা অর্চ্চ্যা পূজয়িতব্যা ॥ ৪৫৬ ॥

অথ শালগ্রামশিলা-শ্রীদ্বারকাচক্রাঙ্ক-শিলা-সংযোগ মাহাত্ম্যম্

ব্রাহ্মে তত্রৈব—

শালগ্রামোদ্ভবো দেবো দেবো দ্বারবতীভবঃ।
উভয়োঃ সঙ্গমো যত্র মুক্তিস্তত্র ন সংশয়ঃ ॥ ৪৫৭ ॥

অনুবাদ—অনন্তর শালগ্রামশিলা ও দ্বারকা চক্রাঙ্কিতশিলার সংযোগ-মাহাত্ম্য ব্রহ্মপুরাণে বলা হইয়াছে—শালগ্রামোদ্ভব দেব ও দ্বারকোদ্ভব দেব

উভয়ে যেখানে মিলিত আছেন, মুক্তি সেইস্থানে রহিয়াছেন, ইহাতে সংশয় নাই ॥ ৪৫৭ ॥

স্কান্দে শ্রীব্রহ্মনারদসংবাদে—

চক্রাঙ্কিতা শিলা যত্র শালগ্রামশিলাগ্রতঃ।
তিষ্ঠতে মুনিশার্দ্দূল বর্দ্ধন্তে তত্র সম্পদঃ ॥ ৪৫৮ ॥

অনুবাদ—স্কন্দপুরাণে ব্রহ্ম-নারদ-সংবাদে—হে মুনিবর! যে স্থানে শালগ্রাম শিলার সম্মুখে দ্বারকা চক্রাঙ্কিত শিলা বিদ্যমান, তথায় সর্ব্বপ্রকার সম্পত্তি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় ॥ ৪৫৮ ॥

তত্রৈবান্যত্র—

প্রত্যহং দ্বাদশ শিলাঃ শালগ্রামস্য যোঽর্চ্চয়েৎ।
দ্বারবত্যাঃ শিলাযুক্তাঃ স বৈকুণ্ঠে মহীয়তে ॥৪৫৯॥

অনুবাদ—স্কন্দপুরাণেরই অন্যত্র লিখিত আছে—প্রত্যহ 'য ব্যক্তি দ্বারকা শিলার সহিত দ্বাদশ সংখ্যক শালগ্রাম শিলার পূজা করেন, তিনি বৈকুণ্ঠে সম্মানিত হন ॥ ৪৫৯ ॥

অথ দ্বারকাচক্রাঙ্কলক্ষণানি

শ্রীপ্রহলাদসংহিতায়াম্—

একঃ সুদর্শনো দ্বাভ্যাং লক্ষ্মীনারায়ণঃ স্মৃতঃ।
ত্রিভিস্ত্রিবিক্রমো নাম চতুর্ভিশ্চ জনার্দ্দনঃ ॥ ৪৬০ ॥
পঞ্চভির্বাসুদেবস্তু ষড়্ভিঃ প্রদ্যুম্ন উচ্যতে।
সপ্তভির্বলদেবস্তু অষ্টভিঃ পুরুষোত্তমঃ ॥ ৪৬১ ॥
নবভিশ্চ নবব্যূহো দশভির্দশমূর্ত্তিকঃ।
একাদশৈশ্চানিরুদ্ধো দ্বাদশৈর্দ্বাদশাত্মকঃ।
অন্যেষু বহুচক্রেষু অনন্তঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥ ৪৬২ ॥

অনুবাদ—অনন্তর দ্বারকাচক্রচিহ্নের লক্ষণ-সমূহ শ্রীপ্রহলাদ সংহিতায় বর্ণিত হইয়াছে—এক চক্রচিহ্ন বিশিষ্ট সুদর্শন, যাঁহার দুইচক্র তিনি লক্ষ্মী-নারায়ণ, তিন চক্র ত্রিবিক্রম, চারি চক্র জনার্দ্দন, পাঁচ চক্রাঙ্কিতের নাম বাসুদেব, ষট্ চক্র প্রদ্যুম্ন নামে কথিত, সপ্ত চক্র বলদেব, অষ্ট চক্র পুরুষোত্তম, নব চক্র নবব্যূহ, দশ চক্র দশমূর্ত্তি একাদশ চক্র বিশিষ্টের নাম অনিরুদ্ধ, দ্বাদশ চক্রাঙ্কিতের নাম দ্বাদশাত্মক এবং তদপেক্ষা যাঁহার চক্রসংখ্যা অধিক, যাঁহাকে অনন্ত বলে ॥ ৪৬০-৪৬২ ॥

টীকা—একঃ একচক্রো যঃ স সুদর্শন ইত্যর্থঃ; দ্বাভ্যাং চক্রাভ্যামেবমগ্রেঽপ্যূহ্যম্ ॥ ৪৬০ ॥

টীকা—নবব্যূহঃ নৃসিংহ-বরাহ-হয়গ্রীব-নারায়ণ-ব্রহ্মাণঃ পঞ্চ, শ্রীবাসুদেবাদ্যাশ্চত্বারঃ, এবং নবব্যূহ-রূপঃ; মৎস্যকূর্ম্মাদি-দশাবতারাত্মকঃ। একাদশৈরি-ত্যার্ষম্, একাদশভিঃ। পাঠান্তরে একাদশ চক্রাণি যদি স্যুস্তর্হি অনিরুদ্ধ ইত্যর্থঃ। এবমগ্রেঽপি; দ্বাদশাত্মকঃ দ্বাদশাদিত্যরূপঃ, কেশব-নারায়ণাদি-দ্বাদশরূপো বা ॥ ৪৬২ ॥

অথ দ্বাদশচক্রাঙ্কমাহাত্ম্যম্

বারাহে—

যে কেচিচ্চৈব পাষাণা বিষ্ণুচক্রেণ মুদ্রিতাঃ।
তেষাং স্পর্শমাত্রেণ মুচ্যতে সর্ব্বপাতকৈঃ ॥ ৪৬৩ ॥

অনুবাদ—বরাহপুরাণে—যে কোন শিলা যাহা বিষ্ণুচক্রে চিহ্নিত, তাঁহার স্পর্শমাত্রেই সকল পাতক হইতে মুক্তি লাভ হয় ॥ ৪৬৩ ॥

গারুড়ে—

সুদর্শনাদ্যাস্তু শিলাঃ পূজিতাঃ সর্ব্বকামদাঃ ॥৪৬৪॥

অনুবাদ—গরুড়পুরাণে বলা হইয়াছে—সুদর্শ-নাদি শালগ্রামশিলার পূজা করিলে সকল কামনাই পূরণ হয় ॥ ৪৬৪ ॥

স্কান্দে চ—

ভক্ত্যা বা যদি বাঽভক্ত্যা চক্রাঙ্কং পূজয়েন্নরঃ।
অপি চেৎ সুদুরাচারো মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥৪৬৫॥

অনুবাদ—স্কন্দপুরাণেও যথা—যে ব্যক্তি ভক্তি বা অভক্তির সহিত চক্রাঙ্কিত শিলার পূজা করেন, সুদুরাচার হইলেও তাঁহার মোক্ষ লাভ হয়, ইহাতে সংশয় নাই ॥ ৪৬৫ ॥

দ্বারকামাহাত্ম্যে চ দ্বারকাগতানাং শ্রীব্রহ্মাদীনামুক্তৌ—

এতদ্বৈ চক্রতীর্থন্তু যচ্ছিলা চক্রচিহ্নিতা।
মুক্তিদা পাপিনাং লোকে ম্লেচ্ছদেশেঽপি পূজিতা ॥

অনুবাদ—দ্বারকামাহাত্ম্য গ্রন্থে দ্বারকায় আগত শ্রীব্রহ্মাদির বাক্যে চক্রচিহ্নিত শিলাকে চক্রতীর্থ কহে। ম্লেচ্ছদেশেও তাঁহার পূজা করিলে পাপিসকলের মুক্তি হয় ॥ ৪.৬ ॥

অথ তেষ্বেব চক্রভেদেন ফলভেদঃ

কপিলপঞ্চরাত্রে—

একচক্রস্য পাষাণো দ্বারবত্যাঃ সুশোভনঃ।
সুদর্শনাভিধো যোঽসৌ মোক্ষৈকফলদায়কঃ ॥৪৬৭॥
লক্ষ্মীনারায়ণো দ্বাভ্যাং ভুক্তিমুক্তিফলপ্রদঃ।
এভিশ্চাচ্যুতরূপোঽসৌ ফলমৈন্দ্রং প্রযচ্ছতি ॥৪৬৮॥
চতুর্ভুজশ্চতুশ্চক্রশ্চতুর্ব্বর্গফলপ্রদঃ।
পঞ্চভির্বাসুদেবশ্চ জন্মমৃত্যুভয়াপহঃ ॥ ৪৬৯ ॥
ষড়্ভিঃ প্রদ্যুম্ন এবাসৌ লক্ষ্মীং কান্তিং দদাতি সঃ।
সপ্তভির্বলভদ্রোঽসৌ গোত্রকীর্ত্তিবিবর্দ্ধনঃ ॥ ৪৭০ ॥
দদাতি বাঞ্ছিতং সর্ব্বমষ্টভিঃ পুরুষোত্তমঃ।
নবচক্রো নৃসিংহস্তু ফলং যচ্ছত্যনুত্তমম্ ॥ ৪৭১ ॥
রাজ্যপ্রদো দশভিস্তু দশাবতারকঃ স্মৃতঃ।
একাদশভিরৈশ্বর্য্যমনিরুদ্ধঃ প্রযচ্ছতি ॥ ৪৭২ ॥
নির্ব্বাণং দ্বাদশাত্মাসৌ সৌখ্যদশ্চ সুপূজিতঃ ॥৪৭৩॥

অনুবাদ—অনন্তর শিলা-সমূহ-মধ্যে চক্রভেদে ফলের ভেদ বিষয়ে কপিলপঞ্চরাত্রে যথা—মনোহর এক চক্র চিহ্নাঙ্কিত দ্বারাবতীসম্ভূত শিলা সুদর্শন নামে অভিহিত। তিনি একমাত্র মুক্তিফল দায়ক। দুই চক্র থাকিলে তিনি ভোগ মোক্ষপ্রদ লক্ষ্মীনারায়ণ। তিন চক্রে চিহ্নাঙ্কিত শিলা অচ্যুত, তিনি ইন্দ্রত্ব প্রদ। চারি চক্র থাকিলে চতুর্ভুজ, ইনি চতুবর্গ ফলপ্রদ। পাঁচ চক্র থাকিলে ইনি জন্ম-মৃত্যু-ভয়হারক শ্রীবাসুদেব। ছয় চক্র বিশিষ্ট শিলা শ্রীপ্রদ্যুম্ন, ইনি লক্ষ্মীপ্রদ ও সৌন্দর্য্যদায়ক। সপ্ত চক্র বিদ্যমানে যশঃ ও গোত্রবর্দ্ধক বলদেব। অষ্ট চক্র থাকিলে সর্ব্বাভীষ্টপ্রদ পুরুষোত্তম। নব চক্র থাকিলে নৃসিংহ, অতি উত্তম ফলদাতা। দশ চক্র থাকিলে দশাবতার, রাজ্যদাতা। একাদশ চক্র থাকিলে ঐশ্বর্য্য প্রদ অনিরুদ্ধ। এবং দ্বাদশ চক্র থাকিলে তিনি মুক্তিপ্রদ ও সুখদাতা দ্বাদশাত্মক বলিয়া সুপূজিত হন ॥ ৩৬৬-৩৭৩ ॥

অথ বর্ণাদিভেদেন দোষগুণাঃ পূজ্যত্বাপূজ্যত্বে চ

তত্রৈব—

কৃষ্ণো মৃত্যুপ্রদো নিত্যং ধূম্রশ্চৈব ভয়াবহঃ।
অস্বাস্থ্যং কর্ব্বুরো দদ্যান্নীলস্তু ধনহানিদঃ ॥ ৪৭৪ ॥
ছিদ্রো দারিদ্র্যদুঃখানি দদ্যাৎ সংপূজিতো ধ্রুবম্।
পাণ্ডুরস্তু মহদ্দুঃখং ভগ্নো ভার্য্যাবিয়োগদঃ ॥ ৪৭৫ ॥
পুত্রপৌত্রধনৈশ্বর্য্যসুখমত্যন্তমুত্তমম্।
দদাতি শুক্লবর্ণশ্চ তস্মাদেনং সমর্চ্চয়েৎ ॥ ৪৭৬ ॥

অনুবাদ—অনন্তর বর্ণাদিভেদে দোষগুণ ও পূজ্যত্বাপূজ্যত্ব বিষয় কপিল পঞ্চরাত্রেই বলা হইয়াছে—কৃষ্ণবর্ণ শিলা মৃত্যু প্রদান করেন, ধূম্রবর্ণ সতত ভয়প্রদ, নানাবর্ণ চিত্রিত অস্বাস্থ্যদায়ী এবং নীলবর্ণ ধন নাশক। ছিদ্রযুক্তের পূজা করিলে দুঃখ হয় সন্দেহ নাই। পাণ্ডুবর্ণ মহাদুঃখপ্রদ, ভগ্ন ভার্য্যাবিয়োগকর। শুক্লবর্ণ পুত্র, পৌত্র, ধন, ঐশ্বর্য্য ও মহাসুখদায়ক, সুতরাং তাদৃশ শিলাকে বিশেষভাবে পূজা করিবে ৪২৪-৪৭৬ ॥

টীকা—ছিদ্রঃ সচ্ছিদ্র ইত্যর্থঃ ; শুক্লঃ শুভ্রঃ বর্ণো যস্য সঃ ॥ ৪৭৫-৪৭৬ ॥

শ্রীপ্রহ্লাদসংহিতায়াম্—

কৃষ্ণা মৃত্যুপ্রদা নিত্যং কপিলা চ ভয়াবহা।
রোগার্ত্তিং কর্ব্বুরা দদ্যাৎ পীতা বিত্তবিনাশিনী ॥৪৭৭
ধূম্রাভা বিত্তনাশায় ভগ্না ভার্য্যাবিনাশিকা।
সচ্ছিদ্রা চ ত্রিকোণা চ তথা বিষমচক্রিকা।
অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতির্যা চ পূজ্যাস্তা ন ভবন্তি হি ॥ ৪৭৮ ॥

অনুবাদ—শ্রীপ্রহলাদ সংহিতায় যথা—কৃষ্ণবর্ণ-শিলা মৃত্যুপ্রদ, কপিলবর্ণ নিরন্তর ভীতিদায়ক। নানাবর্ণ রোগক্লেশদায়ক, পীতবর্ণ বিত্তবিনাশক, ধূম্রবর্ণও বিত্তনাশ করেন। ভগ্ন ভার্য্যার বিনাশ করেন।

ছিদ্রবিশিষ্ট, ত্রিকোণ, বিষমচক্রবিশিষ্ট ও অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি শিলাকে কখনও পূজা করিবে না॥৪৭৭-৪৭৮॥

টীকা—তাঃ সচ্ছিদ্রাদ্যাঃ কৃষ্ণাদয়ো বা ॥ ৪৭৮ ॥

গার্গ্য-গালবয়োঃ—

সুখদা সমচক্রা তু দ্বাদশী চোত্তমা শুভা।
বর্ত্তুলা চর্তুরস্রা চ নরাণাঞ্চ সুখপ্রদা ॥ ৪৭৯ ॥
ত্রিকোণা বিষমা চৈব ছিদ্রা ভগ্না তথৈব চ।
অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতির্যা তু পূজার্হা ন ভবেত্তু সা।
ফলং নোৎপদ্যতে তত্র পূজিতায়াং কদাচন ॥৪৮০॥

ইতি শ্রীগোপালভট্টবিলিখিতে শ্রীভগবদ্ভক্তিবিলাসে আধিষ্ঠানিকো নাম পঞ্চমো বিলাসঃ।

অনুবাদ—গার্গ ও গালব ঋষি বলিয়াছেন—সমান চক্র বিশিষ্ট শিলা সুখদান করেন। যাঁহার দ্বাদশ চক্র তিনি অতি মঙ্গল প্রদ এবং বর্ত্তুলাকৃতি অথবা চতুষ্কোণ মনুষ্যগণের সুখপ্রদ। ত্রিকোণ, বিষম চক্র, ছিদ্রান্বিত, ভগ্ন কিংবা অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি শিলা কদাপি পূজা করিবে না। উঁহাদিগকে পূজা করিলে পূজায় কোন ফলের আশা নাই ॥ ৪৭৯-৪৮০ ॥

ইতি শ্রীগোপলভট্ট-বিলিখিত ভগবদ্ভক্তিবিলাসে আধিষ্ঠানিক নামক পঞ্চম বিলাস।

টীকা—দ্বাদশী দ্বাদশাত্মকসংজ্ঞিকা দ্বাদশকোণা বা ॥ ৪৭৯ ॥

ইতি পঞ্চমো বিলাসঃ।
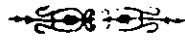
ষষ্ঠ-বিলাসঃ

শ্রীচৈতন্যপ্রসাদেন তদ্রূপস্য গোকুলোৎসবম্।
মনোজ্ঞং যষ্টুকামস্য মূর্ত্ত্যর্চ্চাবিধিরুচ্যতে ॥ ১ ॥

অনুবাদ—যিনি শ্রীকৃষ্ণের গোকুলোৎসব-স্বরূপ মনোহর শ্রীমূর্ত্তি পূজা করিতে ইচ্ছুক, তাঁহার নিমিত্ত শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের অনুগ্রহে শ্রীমূর্ত্তিপূজার বিধি লিখিত হইতেছে।

শ্রীশালগ্রামশিলাই শ্রীভগবানের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অধিষ্ঠান তথাপি অসাধারণ রূপ-সৌন্দর্য্য-হেতু ভগবদ্ভক্তগণ শ্রীমূর্ত্তি-পূজায় বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন, তাই শ্রীমূর্ত্তি-পূজার বিধান দেওয়া হইতেছে, ইহাই বক্তব্য ॥ ১ ॥

টীকা—শ্রিয়ো মহালক্ষ্ম্যাঃ চৈতন্যং জীবনরূপো ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণঃ। স্বমতে তু নিজভক্তৌ সর্ব্বেষামেব চেতয়িতৃত্বেন শ্রীচৈতন্য ইতি বিখ্যাতঃ শ্রীশচীনন্দনস্তস্য প্রসাদেন মূর্ত্তেঃ শ্রীভগবৎপ্রতিকৃতেঃ অর্চ্চায়াঃ পূজায়াঃ বিধিরুচ্যতে লিখ্যতে। ননু সর্ব্বাধিষ্ঠানতঃ শ্রীশালগ্রামশিলায়া মাহাত্ম্যমধিকং লিখিতমিতি তৎপূজাবিধিরেব লিখিতুং যুজ্যতে, তত্র লিখতি—গোকুলোৎসবং, তস্য চৈতন্যস্য রূপং, তৎ অনির্ব্বচনীয়ং বা রূপং যষ্টুকামস্য পূজয়িতুমিচ্ছতো জনস্য। কুতঃ? মনোজ্ঞং চিত্তাকর্ষকম্; শ্রীমূর্ত্তিমন্তরেণ মনঃসন্তোষো ন স্যাদিতি তদ্ভক্তানাং তৎপূজৈবোপযুক্তেতি ভাবঃ। অতএব 'তত্তদ্দীপং সুরভিঘৃতসংসিক্তকর্পূরবর্ত্ত্যা, দীপ্তং দৃষ্ট্যাদ্যতিবিশদধীঃ পাদপর্য্যান্তমুচ্চৈঃ' ইত্যাদি-বচনৈঃ ক্রমদীপিকাদৌ দৃষ্ট্যাদিনির্দ্দেশেন শ্রীমূর্ত্তি-পূজৈবাভিপ্রেতেতি দিক্ ॥ ১ ॥

স্বয়ং ব্যক্তাঃ স্থাপনাশ্চ মূর্ত্তয়ো দ্বিবিধা মতাঃ।
স্বয়ং ব্যক্তাঃ স্বয়ং কৃষ্ণঃ স্থাপনাস্তু প্রতিষ্ঠয়া ॥ ২ ॥

অনুবাদ—শ্রীমূর্ত্তি দুই প্রকার—স্বয়ং প্রকটিত, (শ্রীরঙ্গশায়ী প্রভৃতি), আর স্থাপিত। সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং প্রকটিত, আর প্রতিষ্ঠা করা হইলে তাহার নাম স্থাপিত ॥ ২ ॥

টীকা—স্বয়ং ব্যক্তাঃ শ্রীরঙ্গশায়িপ্রভৃতয়ঃ; স্বয়ং সাক্ষাদেব শ্রীকৃষ্ণঃ; প্রতিষ্ঠয়া কৃত্বা কৃষ্ণঃ স্যাৎ ॥২॥

তথা চ পাদ্মোত্তরখণ্ডে—

শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি তদর্চ্চাবসথং হরেঃ।
স্থাপনঞ্চ স্বয়ং ব্যক্তং দ্বিবিধং তৎ প্রকীর্ত্তিতম্ ॥৩॥
শিলামৃদ্দারুলৌহাদ্যৈঃ কৃত্বা প্রতিকৃতিং হরেঃ।
শ্রৌতস্মার্ত্তাগমপ্রোক্তবিধিনা স্থাপনং হি যৎ ॥ ৪ ॥
তৎ স্থাপনমিতি প্রোক্তং স্বয়ং ব্যক্তং হি মে শৃণু।
যস্মিন্ সন্নিহিতো বিষ্ণুঃ স্বয়মেব নৃণাং ভুবি ॥ ৫ ॥
পাষাণদার্ব্বোরাত্মেশঃ স্বয়ং ব্যক্তং হি তৎ স্মৃতম্।
দুর্ল্লভত্বাৎ স্বয়ং ব্যক্তমূর্ত্তেঃ শ্রীবৈষ্ণবোত্তমঃ।
যথাবিধি প্রতিষ্ঠাপ্য স্থাপিতাং মূর্ত্তিমর্চ্চয়েৎ ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—এই বিষয়ে পদ্মপুরাণে উত্তর-খণ্ডে মহাদেব বলিতেছেন—হে দেবি। শ্রীহরির পূজার স্থান বলিতেছি শোন। স্বয়ং ব্যক্ত ও স্থাপিত-ভেদে স্থান দুইপ্রকার। শিলা, মৃত্তিকা, কাষ্ঠ ও লৌহাদি দ্বারা শ্রীহরির প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া শ্রুতি-স্মৃতি এবং তন্ত্রশাস্ত্রে কথিত নিয়ম অনুসারে প্রতিষ্ঠা করার নাম স্থাপন। এখন শোন, স্বয়ং ব্যক্ত কি প্রকার। আত্মেশ্বর শ্রীবিষ্ণু পৃথিবীতে মনুষ্যগণের নিকট প্রস্তর বা কাষ্ঠে বাস করিলে তাহাই স্বয়ং ব্যক্ত। স্বয়ং ব্যক্ত মূর্ত্তি সহজলভ্য না হওয়ায় শ্রীবৈষ্ণবোত্তম যথা বিধানে প্রতিষ্ঠা করিয়া স্থাপিত মূর্ত্তির অর্চ্চন করিবেন ॥৩-৬॥

টীকা—অর্চ্চায়াঃ পূজায়া আবসথং স্থানমিত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥

অথ শ্রীমূর্ত্তিপূজনমাহাত্ম্যম্

হরিভক্তিসুধোদয়ে—

নৈকং স্ববংশন্তু নরস্তারয়ত্যখিলং জগৎ।
অর্চ্চায়ামীপ্সিতং নৃণাং ফলং যাগাদিদুর্ল্লভম্।
প্রতিমামাশ্রিতোঽভীষ্টপ্রদাং কল্পলতাং যথা ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—অতঃপর শ্রীমূর্ত্তিপূজার মাহাত্ম্য—শ্রীহরিভক্তিসুধোদয়ে বর্ণিত হইয়াছে—শ্রীমূর্ত্তি পূজা করিলে সেই পূজক কেবল নিজ বংশ নহে, সকল জগৎকেই উদ্ধার করেন।

শ্রীমূর্ত্তির পূজা করিলে যাগাদিদুর্ল্লভ ফল পাওয়া যায়। প্রতিমা আশ্রয় করিলে কল্পতরুর ন্যায় ফল লাভ হয়। তাঁহার কোন কিছুই অপ্রাপ্য থাকে না ॥ ৭ ॥

টীকা—অর্চ্চায়াং শ্রীমূর্ত্তৌ, নৃণামীপ্সিতং ফলং যাগাদিদুর্ল্লভমপি সা দদাতি ॥ ৭ ॥

অথ শ্রীমূর্ত্তেঃ প্রসাদনমাত্মাদিশুদ্ধয়শ্চ

শ্রীমূর্ত্তিং ক্ষালনার্হান্তু শস্তগন্ধজলাদিনা।
প্রক্ষালয়েত্তদন্যান্তু মূলমন্ত্রেণ মার্জ্জয়েৎ ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—অনন্তর শ্রীমূর্ত্তির সংস্কার ও আত্মাদি শুদ্ধি—প্রক্ষালন যোগ্য প্রস্তরময়ী ও লৌহময়ী প্রভৃতি শ্রীমূর্ত্তি সকলকে প্রশস্ত গন্ধজলাদিদ্বারা মার্জ্জন পূর্ব্বক ধৌত করিবে। অন্যান্য অর্থাৎ লেখময়ী, লেপময়ী প্রভৃতি যাহা প্রক্ষালনের যোগ্য নহে তৎ সমুদয়কে মূলমন্ত্র পাঠ সহকারে মার্জ্জনা করিবে ॥ ৮ ॥

টীকা—প্রক্ষালনার্হাম্ শৈলী-লৌহী-প্রতিকৃতিং, তদন্যাম্—লেপ্যাদ্যাম্ ॥ ৮ ॥

শ্রীমূর্ত্তিহৃদয়ং স্পৃষ্ট্বা স্বমন্ত্রং চাষ্টধা জপেৎ।
এবং প্রসাদনং মূর্ত্তেরাত্মনস্তৎ প্রসাদনাৎ।
শুদ্ধিরেকা দ্বিতীয়া তু স্যাদব্যগ্রতয়াপি চ ॥ ৯ ॥
স্থানশুদ্ধিস্তথা দ্রব্যশুদ্ধিশ্চ লিখিতা পুরা।
ইতি প্রকারভেদেন ভবেচ্ছুদ্ধি-চতুষ্টয়ম্ ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—শ্রীমূর্ত্তির হৃদয়স্পর্শ করিয়া নিজ ইষ্ট-মন্ত্র আটবার জপ করিবে। এইরূপ মূর্ত্তি সংস্কার করাতে এক প্রকার আত্মশুদ্ধি হয়। দ্বিতীয় প্রকার আত্মশুদ্ধি হয় চিত্তের স্থৈর্য্য সম্পাদন দ্বারা। পূর্ব্ব-লিখিত স্থানশুদ্ধি ও দ্রব্যশুদ্ধি এবং এই দুই প্রকার শুদ্ধি মোট চারি প্রকার শুদ্ধির কথা লিখিত হইল ॥ ৯-১০ ॥

টীকা—অষ্টধা বারাষ্টকম, আত্মশুদ্ধিঃ অব্যগ্রত্বাদিনা। যদ্যপি পূজারম্ভাদেব সা সদাপেক্ষ্যতে, তথাপি বহিঃ শ্রীমূর্ত্তিপূজায়ামবশ্যাপেক্ষ্যত্বাৎ শুদ্ধি-প্রসঙ্গাদাত্র লিখিতা ॥ ৯ ॥

উক্তঞ্চ শ্রীনারদেন—

পুষ্পেণাম্বু গৃহীত্বা তু প্রোক্ষয়েৎ সর্ব্বসাধনম্।
মলস্নানং ততঃ কুর্য্যাৎ পাত্রে দেবং নিধায় চ ॥১১॥

অনুবাদ—শ্রীনারদ বলিয়াছেন—পুষ্পদ্বারা জল লইয়া সমস্ত পূজা-দ্রব্যের উপরে ছিটাইয়া দিবে। তারপর অন্য পাত্রে দেবতাকে রাখিয়া মল স্নান করাইবে ॥ ১১ ॥

———

অন্যোনাপি—

পুষ্পাক্ষতাদিদ্রব্যাণাং কুর্য্যান্মন্ত্রাদিশোধনম্।
ক্ষালনেনাম্বুলেপাদের্মূর্ত্তিশুদ্ধিং সমাচরেৎ।
অব্যগ্রত্বেনাত্মশুদ্ধিং ক্ষিতিশুদ্ধিং ততশ্চরেৎ ॥ ইতি ॥
মন্ত্রশুদ্ধিং পরাং চিত্তশুদ্ধিং চেচ্ছন্তি কেচন।
এবং ষট্ শুদ্ধয়ঃ পুণ্যাঃ সম্প্রদায়ানুসারতঃ ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ—অন্য ব্যক্তিও বলিয়াছেন—পুষ্প ও আতপচাউল প্রভৃতি দ্রব্যের শোধন মন্ত্রাদিদ্বারা করিবে এবং জল ও চন্দনাদি দ্বারা প্রক্ষালন করিয়া প্রতিমার শুদ্ধি করিবে। চিত্ত স্থির করিয়া আত্মশুদ্ধি করার পর স্থানশুদ্ধি করিবে। এই স্থানে কেহ কেহ মন্ত্র-শুদ্ধি ও চিত্তশুদ্ধিরও বিধান করেন। এই প্রকারে সম্প্রদায় অনুসারে শুদ্ধি ছয় প্রকার। এ সমস্তই পবিত্রতা করিয়া থাকে অর্থাৎ ছয়প্রকার শুদ্ধি-সম্পাদনই বৈষ্ণবের কর্ত্তব্য। কিন্তু নিজ সম্প্রদায়-বিহিত আচার পালনীয় ॥ ১২-১৩ ॥

টীকা—ননু কৃচিৎ শুদ্ধিচতুষ্টয়ং, কৃচিচ্চ শুদ্ধি-ষট্কং শ্রূয়তে, অত্র তু মূর্ত্তিশুদ্ধিরাত্মশুদ্ধিশ্চেতি শুদ্ধিদ্বয়মাত্রং লিখিতং, তৎ কুতঃ ? ইত্যতো লিখতি—স্থানেতি। পুরা পূর্ব্বং দেবালয়মার্জ্জনাদিপ্রকরণে স্থানশুদ্ধিঃ লিখিতা, শঙ্খপ্রতিষ্ঠাশেষে চ শঙ্খোদকাদিনা দ্রব্যশুদ্ধির্লিখিতা ইতি। অনেন প্রকারেণ ভেদোঽত্রায়ং জ্ঞেয়ঃ; প্রক্ষালনাদিনা শ্রীমূর্ত্তিশুদ্ধিঃ শোধন-প্রোক্ষণাদিনা দ্রব্যশুদ্ধিরব্যগ্রত্বেন চাত্মশুদ্ধিরভিব্যঞ্জি-তৈব। তত্র চ আত্মতত্ত্বায় নমঃ, বিদ্যাতত্ত্বায় নমঃ, শ্রীভগবত্তত্ত্বায় নমঃ—ইত্যুক্ত্বা প্রোক্ষণীপাত্রনিহিতেন কিঞ্চিদভিমন্ত্রিতশঙ্খজলেন তুলসীদলগৃহীতেন স্বমূর্দ্ধন্যভিষেকং কুর্য্যাদিত্যেবমাত্মশুদ্ধিং কেচিন্মন্যন্তে। স্থানশুদ্ধিশ্চ সংমার্জ্জনলেপনাদিনা বেদিকামণ্ডল-নির্ম্মাণাদিনা চ; তথা চোক্তং শ্রীরামার্চ্চনচন্দ্রিকায়াম্ 'বিলিপ্য বেদিকাং সম্যঙ্মণ্ডলং তত্র কারয়েৎ। রক্তৈস্তণ্ডুলচূর্ণৈশ্চ নীল পীতসিতাসিতৈঃ ॥ লিখেদষ্ট-দলং পদ্মং চতুরস্রং সমাবৃতম্। ষট্কোণং কর্ণিকা-মধ্যে কোণাগ্রে বৃত্তসংবৃতম্ সাধ্যমেব ততঃ শোভা-রেখাভিরুপ-শোভিতম্। সংপূজ্য মণ্ডলঞ্চৈব তত্র সিংহাসনং ন্যসেৎ ॥ চন্দ্রাতপপতাকৈশ্চ তোরণৈ-রপি সর্ব্বতঃ। চিত্রিতং তত্র তত্রাপি ভিত্তিস্তম্ভস্থলা-দিষু ॥' ইতি। এতচ্চ কেষাঞ্চিন্মতে শ্রীরঘুনাথ-পূজাবিষয়ং, ক্রমদীপিকাকারাদিমতে চ দীক্ষাবিধি-বিষয়মেবেতি। মন্ত্রশুদ্ধিশ্চ অস্ত্রমন্ত্রেণ মন্ত্রশুদ্ধিং পরিকল্পয়ামীত্যেবম্। চিত্তশুদ্ধিশ্চ চিন্তান্তরপরিত্যাগা-দিনেত্যেবং ষট্ শুদ্ধয়ঃ; তাশ্চ সর্ব্বা এব পরিপাল্যা বৈষ্ণবৈঃ, কিন্তু নিজসম্প্রদায়ানুসারেণেত্যর্থঃ ॥১০-১৩

———

অথ পীঠপূজা

তাম্রাদিপীঠে শ্রীখণ্ডাদ্যালিপ্তেঽষ্টদলং লিখেৎ।
সকর্ণিকং ত্রিবৃত্তাঢ্যং পদ্মং ষোড়শকেশরম্ ॥ ১৪ ॥
সদলাগ্রং চতুষ্কোণং চতুর্দ্বারবিভূষিতম্।
পূজাযন্ত্রং সমুদ্ধৃত্য পীঠার্চ্চাং তত্র সাধয়েৎ ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ—তাম্রাদিদ্বারা নির্ম্মিত পীঠে অর্থাৎ তাম্রপাত্রে চন্দনাদি লেপন করিয়া তাহাতে চতুর্দ্বার বিভূষিত চতুষ্কোণের মধ্যে অষ্টদলে ষোড়শ কেশর-যুক্ত সকর্ণিক বৃত্তত্রয়বিশিষ্ট দলাগ্রযুক্ত পদ্ম অঙ্কিত করিবে। ঐ প্রকার পূজাযন্ত্র লিখিয়া পীঠ-পূজা করিবে ॥ ১৪-১৫ ॥

টীকা—তাম্রাদিরচিতপীঠে শ্রীখণ্ডং চন্দনং তদা-দিনা আলিপ্তে অষ্টদলং ষোড়শকেশরং সকর্ণিকং বৃত্তত্রয়যুক্তং দলাষ্টসহিতঞ্চ পদ্মং লিখেৎ। এবং পূজাযন্ত্রং সম্যক্ উদ্ধৃত্য অঙ্কয়িত্বা তত্র তস্মিন্ যন্ত্রে পীঠস্য অর্চ্চাং পূজাং সাধয়েৎ নিষ্পাদয়েৎ; তত্র চার্ঘ্যজলেনাভ্যুক্ষ্য কুর্য্যাদিতি সদাচারতো জ্ঞেয়ম্ ॥ ১৪-১৫ ॥

———

পীঠে ভগবতো বামে শ্রীগুরূন্ গুরুপাদুকাম্।
নারদাদীন্ পূর্ব্বসিদ্ধান্ যজেদন্যাংশ্চ বৈষ্ণবান্ ॥১৬

অনুবাদ—পীঠে শ্রীভগবানের বামে শ্রীগুরু-পরম্পরা অর্থাৎ স্বীয় শ্রীগুরুদেব, পরমগুরু, পরাপর-

গুরু, মহাগুরু ও পরমেষ্ঠীগুরু এবং শ্রীগুরু-পাদুকা, নারদাদি প্রাচীন সিদ্ধ এবং অন্যান্য বৈষ্ণব-দিগের পূজা করিবে ॥ ১৬ ॥

টীকা—ভগবতো বাম ইতি বায়ুকোণাদীশান-কোণপর্য্যন্তদেশে ইত্যর্থঃ। শ্রীগুরূন্ নিজগুরু-পরম-গুরু-পরাপরগুরু-মহাগুরু-পরমেষ্ঠিগুরূন্ যজেৎ। কৃচিচ্চ শ্রীগুরু-পরমগুরু-পরমেষ্ঠিগুরু-পরাৎপর-গুরূনিতি। প্রয়োগঃ—শ্রীগুরুভ্যো নম ইত্যাদিঃ। কেচিদত্রাদ্যাক্ষরবিন্দুসহিতং বীজত্বেনাদৌ প্রযুঞ্জতে—গুং গুরুভ্যো নম ইতি; তথা গুরুপাদুকাশ্চ শ্রীনার-দাদীংশ্চ পূর্ব্বসিদ্ধান্ অন্যাংশ্চাধুনিকান্ ভাগবতান্ যজেৎ। প্রয়োগঃ—ওঁ শ্রীগুরুপাদুকাভ্যো নম ইত্যাদিঃ ॥ ১৬ ॥

দক্ষিণে চার্চ্চয়েদ্দুর্গাং গণেশঞ্চ সরস্বতীম্।
তত্র প্রাগ্‌লিখিতন্যাসস্যানুসারেণ পূজয়েৎ ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—দক্ষিণে দুর্গা, গণেশ ও সরস্বতীকে তত্তৎ পরিচ্ছদাদির সহিত পূজা করিবে। এই সমস্ত পূজা পূর্ব্বোক্ত ন্যাস অনুযায়ী হইবে ॥ ১৭ ॥

টীকা—ভগবতো দক্ষিণে চ ভাগে দুর্গাদীনর্চ্চয়েৎ, তত্তৎপরিচ্ছদাদিসমেতানিতি জ্ঞেয়ম্। ততস্তদনন্তরং প্রাক্ পূর্ব্বং পীঠন্যাসে লিখিতস্য ন্যাসস্য পীঠন্যাস-স্যানুসারেণ যত্র যস্য পূজা যেন ক্রমেণ লিখিতাস্তি, তথৈব পুষ্পাদিনা তাং কুর্য্যাদিত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥

মধ্যে আধারশক্ত্যাদীন্ ধর্ম্মাদীংশ্চ বিদিক্ষ্বথ।
অধর্ম্মাদীংশ্চতুর্দিক্ষ্বনন্তাদীন্ মধ্যতঃ পুনঃ ॥ ১৮ ॥
শক্তীর্নবাষ্টপত্রেষু কর্ণিকায়াঞ্চ পূজয়েৎ।
তথা তদুপরিষ্টাচ্চ পীঠমন্ত্রং যথোদিতম্ ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ—মধ্যস্থলে আধারশক্তি প্রভৃতি অর্থাৎ আধারশক্তি, প্রকৃতি, কূর্ম্ম, অনন্ত, পৃথিবী, ক্ষীরসমুদ্র, শ্বেতদ্বীপ, রত্নমণ্ডপ ও কল্পবৃক্ষ। কোণ-সকলে ধর্ম্মাদি অর্থাৎ ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্য। চতুর্দ্দিকে অধর্ম্মাদি অর্থাৎ অধর্ম্ম, অজ্ঞান, অবৈরাগ্য ও অনৈশ্বর্য্য। পুনরায় মধ্যভাগে অনন্ত, পদ্ম, সূর্য্য-মণ্ডল, চন্দ্রমণ্ডল, বহ্নিমণ্ডল, সত্ত্ব, রজ, তম, আত্মা, অন্তরাত্মা, পরমাত্মা ও জ্ঞানাত্মা এই সমুদায়কে পূজা করিবে। পূর্ব্বাদি অষ্টদলক্রমে কেশরমধ্যে বিম-লাদি অষ্ট শক্তিকে ও কর্ণিকায় অনুগ্রহাশক্তিকে ক্রমানুসারে পূজা করিবে। তদুপরিভাগে যথোক্ত-প্রকারে পীঠমন্ত্রের অর্থাৎ সেই সেই বীজের সহিত সূর্য্যাদি মণ্ডলের এবং সেই সেই আদ্য অক্ষরের সত্ত্বা-দির এবং ভুবনেশ্বরী (হ্রীং) বীজের সহিত জ্ঞানাত্মার পূজা করিতে হইবে।

প্রয়োগ যথা- ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ ইত্যাদি। ওঁ অং সূর্য্যমণ্ডলায় নমঃ, ওঁ উং সোমমণ্ডলায় নমঃ, ওঁ বং বহ্নিমণ্ডলায় নমঃ, ওঁ সং সত্ত্বায় নমঃ। তার-পর ওঁ হ্রীং জ্ঞানাত্মনে নমঃ ইত্যাদি ॥ ১৮-১৯ ॥

টীকা—তদেব বিশেষ্য দর্শয়তি—মধ্যে ইতি দ্বাভ্যাম্। পীঠমধ্যে আধারশক্ত্যাদীন্ পূজয়েৎ; আদিশব্দেন প্রকৃতি-কূর্ম্মানন্ত-পৃথিবী-ক্ষীরসমুদ্র-শ্বেত-দ্বীপরত্নমণ্ডপ-কল্পবৃক্ষাঃ। অত্র চ পূর্ব্ববদেব ক্ষীর-সমুদ্রাদিস্থানে তত্তৎপরিবর্ত্তেন শ্রীমথুরাদ্যা একান্তিভিঃ পূজ্যা ইতি বোদ্ধব্যম্। প্রয়োগঃ—ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ ইত্যাদিঃ। এবমগ্রেহপি। অথানন্তরং বিদিক্ষু কোণেষু ধর্ম্মাদীন্ পূজয়েৎ; আদি-শব্দেন জ্ঞান-বৈরাগ্যৈশ্বর্য্যাণি চতুর্দিক্ষু পূর্ব্বাদিদিক্‌চতুষ্টয়ে অধর্ম্মা-দীন্ পূজয়েৎ; আদি-শব্দেনাজ্ঞানাবৈরাগ্যানৈশ্বর্য্যাণি, পুনশ্চ পীঠমধ্য এব অনন্তাদীন্ পূজয়েৎ; আদি-শব্দেন পদ্ম-সূর্য্যমণ্ডল-সোমমণ্ডল-বহ্নি-মণ্ডলানি, সত্ত্বরজস্তমাংসি আত্মান্তরাত্ম-পরমাত্মজ্ঞানাত্মানশ্চ। অষ্টসু পত্রেষু পূর্ব্বাদিদলক্রমেণ কেশরমধ্যে বিম-লাদ্যষ্টশক্তীঃ কর্ণিকায়াং চানুগ্রহাং শক্তিং পূজয়ে-দিত্যর্থঃ। শক্তয়শ্চ—'বিমলোৎকর্ষিণী জ্ঞানা ক্রিয়া যোগা প্রহ্বী সত্যেশানা ইত্যষ্ট, নবমী চানুগ্রহা' ইতি। যথোদিতমিতি—সূর্য্যাদিমণ্ডলং তত্তদ্বীজা-ক্ষরেণ সহ, সত্ত্বাদীন্ তত্তদাদ্যাক্ষরৈঃ সহ, জ্ঞানাত্মা-নঞ্চ ভুবনেশ্বরীবীজেন সহ পূর্ব্ববৎ পূজয়েদিত্যর্থঃ। তত্র প্রয়োগঃ—ওঁ অং সূর্য্যমণ্ডলায় নমঃ, ওঁ উং সোমমণ্ডলায় নমঃ, ওঁ বং বহ্নিমণ্ডলায় নমঃ, ওঁ সং সত্ত্বায় নমঃ ইত্যাদিঃ, ওঁ হ্রীং জ্ঞানাত্মনে নমঃ ইতি চ ॥ ১৮-১৯ ॥

তৎপীঠে মূলমন্ত্রেণ শ্রীমূর্ত্তিং স্থাপয়েদথ।
পুষ্পাঞ্জলিং গৃহীত্বেষ্টদেবরূপং বিচিন্তয়েৎ ॥ ২০ ॥
ততশ্চ মূলমন্ত্রেণ ক্ষিপ্তা পুষ্পাঞ্জলিত্রয়ম্।
নিজেষ্টদেবমূর্ত্তেশ্চ পরমৈক্যং বিভাবয়েৎ ॥ ২১ ॥

অনুবাদ—তাহার পর মূলমন্ত্র পাঠ করিয়া ঐ পীঠে শ্রীমূর্ত্তি স্থাপন করিবে। পুষ্পাঞ্জলি গ্রহণ করিয়া ইষ্টদেবের রূপ ভাবনা করিতে হইবে। পরে মূলমন্ত্রপাঠ করিয়া তিনবার পুষ্পাঞ্জলি দিয়া চিন্তা করিবে যে, নিজের ইষ্টদেব ও প্রতিমা অভিন্ন ॥২০-২১ ॥

টীকা—তস্মিন্ পূজিতে পীঠে ॥ ২০ ॥

টীকা—নিজেষ্টদেবস্য মূর্ত্তেশ্চ পীঠস্থাপিত-ভগবৎপ্রতিকৃতেঃ পরমমত্যন্তম্ ঐক্যম্ অভিন্নত্বং সঞ্চিন্তয়েৎ ॥ ২১ ॥

———

অথাবাহনাদীনি

ততো দেবার্চ্চনে প্রৌঢ়পাদতায়া নিষেধনাৎ।
ভূমৌ নিহিতপাদঃ সন্ কুর্য্যাদাবাহনাদিকম্ ॥২২॥
যচ্চাবাহ্যমধিষ্ঠানং তত্রাবাহনমাচরেৎ।
শালগ্রামস্থাপনে চ নাবাহন-বিসর্জ্জনে ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ—অতঃপর ভূমিতে পদ রাখিয়া আবাহনাদি করিবে। কারণ পূজাকার্য্যে প্রৌঢ়পাদ হওয়া নিষিদ্ধ আছে। যোগ্য অধিষ্ঠানে আবাহন করিতে হয়। শালগ্রাম স্থাপনে আবাহন বা বিসর্জ্জন নাই ॥ ২২-২৩ ॥

———

তথা চোক্তম্ —
উদ্বাসাবাহনে ন স্তঃ স্থাবরে বৈ যথা তথা।
শালগ্রামার্চ্চনে নৈব হ্যাবাহন-বিসর্জ্জনে ॥ ২৪ ॥
শালগ্রামে তু ভগবানাবির্ভূতো যথা হরিঃ।
ন তথান্যত্র সূর্য্যাদৌ বৈকুণ্ঠেঽপি চ সর্ব্বগঃ ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ—অতএব উক্ত হইয়াছে—যেমন স্থাবর প্রতিমায় আবাহন ও বিসর্জ্জন নাই, সেইরূপ শালগ্রামশিলাপূজায় আবাহন ও বিসর্জ্জন নাই। সর্ব্বত্রগামী ভগবান শ্রীহরি শালগ্রামে যেমন অধিষ্ঠিত থাকেন, সূর্য্যাদি অন্যান্য অধিষ্ঠানে কিংবা বৈকুণ্ঠেও তদ্রূপ অধিষ্ঠিত থাকেন না ॥ ২৪-২৫ ॥

টীকা—প্রৌঢ়পাদতালক্ষণমাদৌ লিখিতমেবাস্তি। আদি-শব্দেন সংস্থাপনাদি, তচ্চাগ্রে ব্যক্তং ভাবি, আবাহ্যম্ আবাহনযোগ্যমস্থিরাদি, তত্র তস্মিন্ অধিষ্ঠানে আবাহনং বিসর্জ্জনঞ্চ নাচরেৎ। যদ্যপি মূর্ত্ত্যার্চ্চাবিধিরুচ্যতে ইতি পূর্ব্বলিখনাচ্ছ্রীমূর্ত্তিপূজৈব প্রস্তুতাস্তি, তথাপ্যাবাহনাদিপ্রসঙ্গেঽস্মিন্ শালগ্রামাবাহননিষেধাদিকং লিখিতমিতি দিক্ ॥ ২২-২৫ ॥

———

অথাবাহনাদিবিধিঃ

আবাহনাদিমুদ্রাশ্চ সংদর্শ্যাবাহনং বুধঃ।
তথা সংস্থাপনং সন্নিধাপনং সন্নিরোধনম্ ॥ ২৬ ॥
সকলীকরণং চাবগুণ্ঠনঞ্চ যথাবিধি।
অমৃতীকরণং কুর্য্যাৎ পরমীকরণং তথা ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ—অতঃপর আবাহনাদির বিধি—বিজ্ঞব্যক্তি আবাহনাদির মুদ্রা ঠিকমত দেখাইয়া যথাবিধানে আবাহন, সংস্থাপন, সন্নিধাপন, সন্নিরোধন, সকলীকরণ, অবগুণ্ঠন, অমৃতীকরণ ও পরমীকরণ করিবেন।

বিধি যথা—শ্রীকৃষ্ণ ইহাবহ, ইহাবহ, ইহ সম্যক্ তিষ্ঠ, ইহ সম্যক্ তিষ্ঠ, ইহ সন্নিধেহি, ইহ সন্নিধেহি, ইহ সন্নিরুধ্যস্ব, ইহ সন্নিরুধ্যস্ব, ইহ সকলীকুরু, ইহ সকলীকুরু, ইহ অবগুণ্ঠস্ব, ইহ অবগুণ্ঠস্ব, ইহামৃতীকুরু, ইহামৃতীকুরু, ইহ পরমীকুরু, ইহ পরমীকুরু" কেহ কেহ বলেন আগেই আবাহনাদি মুদ্রা প্রদর্শন করাইয়া পরে ক্রমশঃ আবাহনাদি করিবে। অন্যেরা বলেন আবাহনাদির সময় তত্তৎ মুদ্রা দেখাইবে ॥ ২৬-২৭ ॥

টীকা—আবাহনাদিকরণপ্রকারমেব লিখতি—আবাহনাদীতি দ্বাভ্যাম্; আবাহনাদিমুদ্রা আদৌ সম্যক্ দর্শয়িত্বা পশ্চাদাবাহনং, তথা সংস্থাপনাদিকঞ্চ বুধো যথাবিধি কুর্য্যাদিতি দ্বয়োরন্বয়ঃ। বিধিশ্চায়ম্ —শ্রীকৃষ্ণ ইবাবহ ইহাবহ, ইহ সম্যক্ তিষ্ঠ ইহ সম্যক্ তিষ্ঠ, ইহ সন্নিধেহি ইহ সন্নিধেহি, ইহ সন্নিরুধ্যস্ব ইহ সন্নিরুধ্যস্ব, ইহ সকলীকরু ইহ

সকলীকুরু, ইহাবগুণ্ঠস্ব ইহাবগুণ্ঠস্ব, ইহামৃতীকুরু ইহামৃতীকুরু, ইহ পরমীকুরু ইহ পরমীকুরু—ইতি ক্রমাদ্‌ব্রূয়াদিতি। আবাহনাদ্যষ্টমুদ্রাশ্চাগ্রে লেখ্যাঃ। কেচিচ্চাহুঃ—ক্রমেণ মুদ্রাঃ প্রদর্শয়ন্ তত্র ক্রমেণ তত্তদ্‌ব্রূয়াদিতি ॥ ২৬-২৭ ॥

অথাবাহনাদ্যর্থঃ

আগমে—

আবাহনঞ্চাদরেণ সংমুখীকরণং প্রভোঃ।
ভক্ত্যা নিবেশনং তস্য সংস্থাপনমুদাহৃতম্ ॥ ২৮ ॥
তবাস্মীতি তদীয়ত্বদর্শনং সন্নিধাপনম্।
ক্রিয়াসমাপ্তিপর্য্যন্তং স্থাপনং সন্নিরোধনম্ ॥ ২৯ ॥
সকলীকরণঞ্চোক্তং তৎসর্ব্বাঙ্গপ্রকাশনম্।
আনন্দঘনতাত্যন্তপ্রকাশো হ্যবগুণ্ঠনম্ ॥ ৩০ ॥
অমৃতীকরণং সর্ব্বৈরেবাঙ্গৈরবরুদ্ধতা।
পরমীকরণং নামাভীষ্টসম্পাদনং পরম্ ॥ ৩১ ॥

অনুবাদ—অতঃপরঃ আবাহনাদির অর্থ আগমে লিখিত আছে—আদর পূর্ব্বক প্রভুকে সম্মুখীকরণের নাম আবাহন। ভক্তিপূর্ব্বক তাঁহাকে স্থাপন করার নাম সংস্থাপন। তবাস্মি অর্থাৎ আমি তোমার এই-রূপ চিন্তা করিয়া তদীয়ত্ব দর্শন করার নাম সন্নি-ধাপন। ক্রিয়া সমাপ্তি না হওয়া পর্য্যন্ত যে স্থাপন তাহার নাম সন্নিরোধন। ত্বদীয় সর্ব্বাঙ্গ প্রকাশের নাম সকলীকরণ। অত্যন্ত গাঢ় আনন্দ প্রকাশের নাম অবগুণ্ঠন। সকল অঙ্গদ্বারা অবরুদ্ধ করার নাম অমৃতী-করণ। আর অভীষ্ট সম্পাদনের নাম পরমীকরণ ॥

টীকা—তস্য প্রভোঃ সর্ব্বাঙ্গস্য প্রকাশনমভি-ব্যঞ্জনং সকলীকরণম্? কেচিচ্চ অঙ্গৈরেবাঙ্গবিন্যাসং সকলীকরণং বিদুঃ' ইতি বচনাপেক্ষয়া শ্রীমদঙ্গেষু মন্ত্রাঙ্গন্যাসং সকলীকরণং মন্যন্তে। তন্মতে চাবাহনাদিচতুষ্টয়মাদৌ কৃত্বা পশ্চাদঙ্গন্যাসং বিধায় ততোঽবগুণ্ঠনাদিকং কুর্য্যাদিতি ॥ ২৮-৩১ ॥

অথাবাহন-মাহাত্ম্যম্

নারসিংহে—

আগচ্ছ নরসিংহেতি আবাহ্যাক্ষতপুষ্পকৈঃ।
এতাবতাপি রাজেন্দ্র সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ইতি॥৩২

অনুবাদ—অনন্তর আবাহন মাহাত্ম্য সম্বন্ধে নৃসিংহ-পুরাণে যথা—'আগচ্ছ নরসিংহ' এই মন্ত্র বলিয়া আতপচাউল ও ফুল দিয়া আবাহন করিবে। হে রাজেন্দ্র! কেবল মাত্র এই আবাহন করিলেই সকল পাপ হইতে মুক্তিলাভ করিবে ॥ ৩২ ॥

ন্যস্যেদ্‌যথাসম্প্রদায়ং দেবেঽঙ্গাদীনি পূর্ব্ববৎ।
শঙ্খচক্রাদিকাশ্চাথ মুদ্রা বিদ্বান্ প্রদর্শয়েৎ ॥ ৩৩ ॥

অনুবাদ—পূর্ব্বে কথিত নিয়মানুসারে পণ্ডিতব্যক্তি সম্প্রদায়ের আচার মান্য করিয়া দেববৃন্দের অঙ্গাদি ন্যাস করিবেন এবং শঙ্খ-চক্রাদি মুদ্রা প্রদর্শন করাইবেন ॥ ৩৩ ॥

তথা চ তত্ত্বসারে—

আবাহনাদিমুদ্রাশ্চ দর্শয়িত্বা ততঃ পুনঃ।
অঙ্গন্যাসঞ্চ দেবস্য কৃত্বা মুদ্রাঃ প্রদর্শয়েৎ ॥ ৩৪ ॥

অনুবাদ—তত্ত্বসারে লিখিত আছে যে—আবা-হনাদি মুদ্রা সকল দেখাইয়া তারপর দেবতার অঙ্গে অঙ্গন্যাস করিয়া পুনঃ মুদ্রা-সমূহ প্রদর্শন করাইবেন ॥ ৩৪ ॥

অথ মুদ্রাঃ

আগমে—

আবাহনীং স্থাপনীঞ্চ তথান্যাং সন্নিধাপনীম্।
সন্নিরোধকরীঞ্চান্যাং সকলীকরণীং পরাম্ ॥ ৩৫ ॥
তথাবগুণ্ঠনীং পশ্চাদমৃতীকরণীং তথা।
পরমীকরণীং চান্যাং প্রাগষ্টৌ দর্শয়েদিমাঃ ॥৩৬॥
শঙ্খং চক্রং গদাং পদ্মং মুষলং শার্ঙ্গমেব চ।
খড়্গং পাশাঙ্কুশৌ তদ্বদ্বৈনতেয়ং তথৈব চ ॥ ৩৭ ॥
শ্রীবৎসকৌস্তুভৌ বেণুমভীতি-বরদৌ তথা।
বনমালাং তথা মন্ত্রী দর্শয়েৎ কৃষ্ণপূজনে ॥ ৩৮ ॥
মুদ্রা চাপি প্রযোক্তব্যা নিত্যং বিল্বফলাকৃতিঃ।
ইত্যেতাশ্চ পুনঃ সপ্তদশ মুদ্রাঃ প্রদর্শয়েৎ ॥ ৩৯ ॥
গন্ধদিগ্ধৌ করৌ কৃত্বা মুদ্রাঃ সর্ব্বত্র যোজয়েৎ।
যোঽন্যথা কুরুতে মূঢ়ো ন সিদ্ধঃ ফলভাগ্ ভবেৎ ॥৪০

অনুবাদ—অতঃপর মুদ্রাসকল সম্বন্ধে আগমে উক্ত আছে—কৃষ্ণপূজায় মন্ত্রী ব্যক্তি সর্ব্বাগ্রে আবাহনী, স্থাপনী, সন্নিধাপনী, সকলীকরণী, অবগুণ্ঠনী অমৃতীকরণী ও পরমীকরণী এই আট প্রকার মুদ্রা দেখাইবেন। তারপর শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, মুষল, শার্ঙ্গ, খড়্গ, পাশ, অঙ্কুশ, গরুড়, শ্রীবৎস, কৌস্তুভ, বেণু, অভয়, বর ও বনমালা এই সকল মুদ্রা দেখাইতে হয়। পরন্তু নিত্য বিল্বফলাকৃতি মুদ্রা প্রয়োগ করিতে হইবে। পুনরায় ঐ শতকোটি মুদ্রা দেখাইতে হইবে। প্রদর্শনকার্য্যেই হস্তদ্বয় চন্দনলিপ্ত করিয়া প্রয়োগ করিতে হইবে, অন্যথায় ফললাভ বা সিদ্ধিলাভ কোনটিই হইবে না ॥ ৩৫-৪০ ॥

টীকা—দেবে শ্রীভগবন্মূর্ত্তৌ মন্ত্রস্যাঙ্গাদীনি ন্যসেৎ। আদি-শব্দেনাক্ষরাদি। পূর্ব্ববদিতি—যত্র যস্য যেন ক্রমেণ ন্যাসো লিখিতোঽস্তি, তথৈব কুর্য্যাদিত্যর্থঃ। এতচ্চ পূর্ব্বং স্বস্মিন্ পঞ্চাঙ্গাদি-ন্যাসপ্রসঙ্গে, তথা ধ্যানানন্তরমন্তর্যাগে পীঠপূজামনু স্বহৃদি চিন্তিতশ্রীভগবন্মূর্ত্তৌ ন্যাসপ্রসঙ্গে চ লিখিত-মস্ত্যেব। দেবাঙ্গেষু মন্ত্রাদিন্যাসো নাম দেবেন সহ মন্ত্রস্যৈক্যাপাদনায়েতি পূর্ব্বং লিখিতমেব ॥ ৩৩-৪০॥

অথ মুদ্রা-মাহাত্ম্যম্

অগস্ত্যসংহিতায়াম্—

এতাভিঃ সপ্তদশভির্মুদ্রাভিস্তু বিচক্ষণঃ।
যো বৈ মামর্চ্চয়েন্নিত্যং মোহয়েৎ স সুরেশ্বরম্।
দ্রাবয়েদপি বিপ্রেন্দ্র ততঃ প্রার্থিতমাপ্নুয়াৎ ॥ ৪১ ॥

অনুবাদ—অতঃপর মুদ্রা-মাহাত্ম্য সম্বন্ধে অগস্ত্য সংহিতায় বলা হইয়াছে—যে বিজ্ঞ ব্যক্তি এই সপ্তদশ মুদ্রাদ্বারা নিত্য আমার পূজা করেন, হে বিপ্রেন্দ্র। তিনি ইন্দ্রকেও মোহিত ও বিচলিত করিতে পারেন এবং অভিলষিতফল প্রাপ্ত হন ॥ ৪১ ॥

টীকা—সুরেশ্বরম্ ইন্দ্রং দ্রাবয়েৎ স্বর্গাচ্চালয়েদপি; এবং ততস্তাভ্যো মুদ্রাভ্যো নিজাভীষ্টং প্রাপ্নুয়াৎ; যদ্বা, সুরেশ্বরং ভগবন্তং শ্রীরামমেব ততশ্চ দ্রাবয়েদিতি বৈকুণ্ঠান্নিজপার্শ্বং দ্রুতং প্রাপয়েৎ, দ্রুতহৃদয়ং কুর্য্যা-দিতি বা; ততস্তদনন্তরং তস্মাদ্বা সুরেশ্বরাদিতি ॥৪১॥

ক্রমদীপিকায়াঞ্চ বিল্বমুদ্রামধিকৃত্য—

মনো-বাণী-দেহৈর্যদিহ বপুষা বাপি বিহিত-,
মমত্যা মত্যা বা তদখিলমসৌ দুষ্কৃতচয়ম্।
ইমাং মুদ্রাং জানন্ ক্ষপয়তি নরস্তং সুরগণা,
নমন্ত্যস্যাধীনা ভবতি সততং সর্ব্বজনতা ॥ ৪২ ॥

অনুবাদ—ক্রমদীপিকাতেও বিল্বমুদ্রাকে উদ্দেশ্য করিয়া বর্ণিত হইয়াছে—ইহলোকে মন-বাক্য ও দেহদ্বারা অথবা সর্ব্বাঙ্গদ্বারা অজ্ঞানে বা জ্ঞানে যে পাপ করা যায়, মনুষ্য এই মুদ্রা বিদিত হইলে তৎ-সমুদায় পাপ হইতে মুক্তি লাভ করে। এইরূপ মুদ্রাবেত্তা ব্যক্তি দেবগণেরও নমস্য হয় এবং লোক-সকলকে বশে রাখিবার শক্তি লাভ করেন ॥ ৪২ ॥

টীকা—অসৌ নর ইমাং বিল্বাখ্যাং মুদ্রাং জানন্ তত্তদ্দুষ্কৃতনিচয়ং পাপসমূহম্ অখিলং নিঃশেষং ক্ষপয়তি বিনাশয়তি। কম্?—যং মনোবাক্কায়ৈঃ ইহ অস্মিন্ জন্মনি পুরা পূর্ব্বজন্মনি চ অমত্যা অজ্ঞা-নেন মত্যা বা জ্ঞানেন বিহিতং; দিবারাত্রিবিহিত-মিতি পাঠে দিনে রাত্রৌ চ কৃতম্। যত্তদোর্নপুংস-কত্বং মহাকবি-স্বাতন্ত্র্যাদব্যয়ত্বাদ্বা; যদ্বা, যৎ যস্মাৎ ক্ষপয়তি তত্তস্মান্নমন্তীত্যন্বয়ঃ। মুদ্রালক্ষণানি চ গুহ্যত্বান্ন লিখিতানি; তথা চোক্তম্—'গুরুং প্রকা-শয়েদ্বিদ্বান্মন্ত্রং নৈব প্রকাশয়েৎ। অক্ষমালাঞ্চ মুদ্রাঞ্চ গুরোরপি ন দর্শয়েৎ ॥' ইতি। অত্র চ তদ্বিজ্ঞানার্থ-মুদ্দিশ্যন্তে, তথা চাগমে (১) —'সম্যক্ সংপূটিতৈঃ পুষ্পৈঃ করাভ্যাং কল্পিতোঽঞ্জলিঃ। আবাহনী সমা-খ্যাতা মুদ্রা দেশিকসত্তমৈঃ ॥ (২) অধোমুখীকৃতৈঃ সর্ব্বৈঃ স্থাপনীতি নিগদ্যতে। (৩) আশ্লিষ্টমুষ্টি-যুগলা প্রোন্নতাঙ্গুষ্ঠযুগ্মকা। সন্নিধানে সমুদ্দিষ্টা মুদ্রেয়ং তন্ত্রবেদিভিঃ ॥ (৪) অঙ্গুষ্ঠগর্ভিণী সৈব সন্নিরোধে সমীরিতা ॥ (৫) অঙ্গৈরেবাঙ্গবিন্যাসঃ সকলীকরণী মতা ॥ (৬) সব্যহস্তকৃতা মুষ্টি-দীর্ঘাধোমুখতর্জ্জনী। অবগুণ্ঠনমুদ্রেয়মভিতো ভ্রামিতা যদি ॥ (৭) অন্যোঽন্যাভিমুখাঃ সর্ব্বাঃ কনিষ্ঠা-নামিকাঃ পুনঃ। তথা তর্জ্জনিমধ্যাশ্চ ধেনুমুদ্রা প্রকীর্ত্তিতা ॥ (৮) অন্যোঽন্যগ্রথিতাঙ্গুষ্ঠা প্রসারিত-করাঙ্গুলিঃ। মহামুদ্রেয়মুদিতা পরমীকরণে বুধৈঃ ॥ (৯) বামাঙ্গুষ্ঠং বিধৃত্যৈবং মুষ্টিনা দক্ষিণেন তু। তন্মুষ্টেঃ পৃষ্ঠতো দেশে যোজয়েচ্চতুরাঙ্গুলীঃ। কথিতা

শঙ্খমুদ্রেয়ং বৈষ্ণবার্চ্চনকর্ম্মণি ॥ (১০) অন্যোহন্যাভিমুখাঙ্গুষ্ঠ কনিষ্ঠযুগলে যদি। বিস্তৃতাশ্চেতরাঙ্গুল্যস্তদাসৌ দীর্শনী মতা ॥ (১১) অন্যোহন্যগ্রথিতাঙ্গুল্য উন্নতৌ মধ্যমৌ যদি। সংলগ্নৌ চ তদা মুদ্রা গদেয়ং পরিকীর্ত্তিতা ॥ (১২) পদ্মাকারাবাভিমুখ্যেন পাণী, মধ্যেহঙ্গুষ্ঠৌ শায়িতৌ কর্ণিকাবৎ। পদ্মাখ্যেয়ং সৈব সংলগ্নমধ্যা, স্পৃষ্টাঙ্গুষ্ঠা বিল্বসংজ্ঞেব মুদ্রা ॥ (১৩) অগ্রে তু বামমুষ্টেশ্চ ইতরা তু যদা মতা। তদেয়ং কৃতিভির্মুদ্রা জ্ঞেয়া মুষলসংজ্ঞিতা ॥ (১৪) বামস্ত-তর্জ্জনীপ্রান্তং মধ্যমান্তে নিযোজয়েৎ। প্রসার্য্য তু করং বামং দক্ষিণং করমেব চ ॥ নিযোজ্য দক্ষিণস্কন্ধে বাণপ্রেরণবত্ততঃ। তর্জ্জন্যঙ্গুষ্ঠকাভ্যাঞ্চ কুর্য্যাদেষা প্রকীর্ত্তিতা শার্ঙ্গমুদ্রেতি মুনিভির্দর্শয়েৎ কৃষ্ণপূজনে ॥ (১৫) কনিষ্ঠাহনামিকে দ্বে তু দক্ষাঙ্গুষ্ঠনিপীড়িতে। শেষে প্রসারিতে কৃত্বা খড়্গমুদ্রা প্রকীর্ত্তিতা ॥ (১৬) পাশাকারাং নিযোজ্যৈব বামাঙ্গুষ্ঠাঙ্গতর্জ্জনীম্। দক্ষিণে মুষ্টিমাদায় তর্জ্জনীঞ্চ প্রসারয়েৎ ॥ তেনৈব সংস্পৃশেন্মন্ত্রী বামাঙ্গুষ্ঠস্য মূলকম্। পাশমুদ্রেয়মুদ্দিষ্টা কেশবার্চ্চনকর্ম্মণি ॥ (১৭) তর্জ্জনীমীষদাকুঞ্চ্য শেষেণাপি নিপীড়য়েৎ। অঙ্কুশং দর্শয়েত্তদ্বদ্গৃহীত্বা, দক্ষমুষ্টিনা ॥ (১৮) অন্যোহন্যপৃষ্ঠে সংযোজ্য কনিষ্ঠে চ পরস্পরম্। তর্জ্জন্যগ্রং সমং কৃত্বা কনিষ্ঠাগ্রং তথৈব চ ॥ ঈষদালম্বিতং কৃত্বা ইতরৌ পক্ষবর্ত্ততঃ। প্রসার্য্য গারুড়ী মুদ্রা কৃষ্ণপূজাবিধৌ স্মৃতা ॥ (১৯) অন্যোহন্যসম্মুখে তত্র কনিষ্ঠাতর্জ্জনীযুগে। মধ্যমানামিকে তদ্বদঙ্গুষ্ঠেন নিপীড়য়েৎ ॥ দর্শয়েদ্হৃদয়ে মুদ্রাং যত্নাচ্ছ্রীবৎসসংজ্ঞিতাম্ ॥ (২০) অন্যোহন্যাভিমুখে তদ্বৎ কনিষ্ঠে সংনিযোজয়েৎ। তর্জ্জন্যনামিকে তদ্বৎ করৌ ত্বন্যোহন্যপৃষ্ঠগৌ ॥ উৎসিক্তান্যোহন্যসংলগ্নৌ বক্ষঃস্থিতকরাঙ্গুলীঃ। বিধায় মধ্যদেশে তু বামমধ্যমতর্জ্জনী ॥ সংযোজ্য মণিবন্ধে তু দক্ষিণে যোজয়েত্ততঃ। বামাঙ্গুষ্ঠে তু মুদ্রেয়ং প্রসিদ্ধা কৌস্তুভাহ্বয়া ॥ ক্বচিচ্চ—অনামা পৃষ্ঠসংলগ্না দক্ষিণস্য কনিষ্ঠিকা। কনিষ্ঠয়ান্যয়া বদ্ধা তর্জ্জন্যা দক্ষয়া তথা ॥ বামানামাঞ্চ বধ্নীয়াদ্দক্ষাঙ্গুষ্ঠস্য মূলকে। অঙ্গুষ্ঠমধ্যমে বামে সংযোজ্য সরলাঃ পরাঃ। চতস্রোহন্যোহন্যসংলগ্না মুদ্রা কৌস্তুভসংজ্ঞিতা ॥ (২১) ওষ্ঠে বামকরাঙ্গুষ্ঠো লগ্নস্তস্য কনিষ্ঠকা। দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠসংযুক্তা তৎকনিষ্ঠা প্রসারিতা ॥ তর্জ্জনীমধ্যমানামাঃ কিঞ্চিৎ সংকুচ্য চালিতাঃ। বেণুমুদ্রেয়মুদ্দিষ্টা সুগুপ্তা প্রেয়সী হরেঃ ॥ (২২) অঙ্গং প্রসারিতং কৃত্বা স্পৃষ্টশাখং বরাননে। প্রাঙ্মুখস্তু ততঃ কৃত্বা অভয়ং পরিকীর্ত্তিতম্ ॥ (২৩) দক্ষং ভুজং প্রসারিত্বা জানূপরি নিবেশয়েৎ। প্রসৃতং দর্শয়েদ্দেবি বরঃ সর্ব্বার্থসাধকঃ ॥ (২৪) উত্তানতর্জ্জনীভ্যাস্তু উর্দ্ধাধঃপ্রক্রমেণ তু। মালাবৎ ক্রমবিস্তারা বনমালা প্রকীর্ত্তিতা ॥' ক্রমদীপিকায়াম্—'অঙ্গুষ্ঠং বামমুদ্দণ্ডিতমিতরকরাঙ্গুষ্ঠকেনাথ বদ্ধা. তস্যাগ্রং পীড়য়িত্বাঙ্গুলিভিরপি ততো বামহস্তাঙ্গুলীভিঃ। বদ্ধা গাঢ়ং হৃদি স্থাপয়তু বিমলধীর্ব্যাহরন্মারবীজং, বিল্বাখ্যা মুদ্রিকৈষা স্ফুটমিহ কথিতা স্থাপনীয়া বিধিজ্ঞৈঃ ॥' অগস্ত্যসংহিতায়াঞ্চ—'আবাহনীং স্থাপনীঞ্চ সন্নিধীকরণীং তথা। সুসংনিরোধনীং মুদ্রাং সম্মুখীকরণীং তথা ॥ সকলীকরণীঞ্চৈব মহামুদ্রাং তথৈব চ। শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-ধেনু-কৌস্তুভ-গারুড়াঃ। শ্রীবৎসং বনমালাঞ্চ যোনিমুদ্রাঞ্চ দর্শয়েৎ ॥'

(১) মূলাধারাদ্দ্বাদশান্তমানীতঃ কুসুমাঞ্জলিঃ। ত্রিস্থানগত-তেজোভিবিনীতঃ প্রতিমাদিষু। আবাহনীয়া মুদ্রা স্যাদেষানর্চ্চবিধৌ মুনে ॥ (২) এষৈবাধোমুখী মুদ্রা স্থাপনে শস্যতে পুনঃ ॥ (৩) উন্নতাঙ্গুষ্ঠযোগেন মুষ্টীকৃত করদ্বয়ম্। সন্নিধীকরণং নাম মুদ্রা দেবার্চ্চনে বিধৌ ॥ (৪) অঙ্গুষ্ঠগর্ভিণী সৈব মুদ্রা স্যাৎ সংনিরোধনী ॥ (৫) উত্তানমুষ্টিযুগলা সম্মুখীকরণী মতা ॥ (৬) অঙ্গৈরেবাঙ্গবিন্যাসঃ সকলীকরণী তথা ॥ (৭) অন্যোহন্যাঙ্গুষ্ঠসংলগ্না বিস্তারিতকরদ্বয়ী। মহামুদ্রেয়মাখ্যাতা ন্যূনাধিকসমাপনী ॥ (৮) কনিষ্ঠানামিকমধ্যান্তঃস্থাঙ্গুষ্ঠান্তরেহগ্রতঃ। গোপিতাঙ্গুলিমূলেন সমন্তান্মুকুলীকৃতা। করদ্বয়েন মুদ্রা স্যাৎ শঙ্খাখ্যেয়ং সুরার্চ্চনে ॥ (৯) অন্যোহন্যাভিমুখস্পর্শব্যত্যয়েন তু বেষ্টয়েৎ। অঙ্গুলীভিঃ প্রযত্নেন মণ্ডলীকরণং মুনে। চক্রমুদ্রেয়মাখ্যাতা ॥ (১০) গদা মুদ্রা ততঃ পরম্।' অন্যোহন্যাভিমুখাশ্লিষ্টাঙ্গুলিঃ প্রোন্নতমধ্যমা ॥ (১১) অথাঙ্গুষ্ঠদ্বয়ং মধ্যে দত্ত্বাপি পরিতঃ করৌ। মণ্ডলীকরণং সম্যগঙ্গুলীনাং তপোধন। পদ্মমুদ্রাভবেদেষা

(১২) ধেনুমুদ্রা ততঃ পরম্ ॥ অনামিকা কনিষ্ঠাভ্যাং তর্জ্জনীভ্যাঞ্চ মধ্যমে। অন্যোহন্যাভিমুখাশ্লিষ্টে ততঃ কৌস্তুভসংজ্ঞিতা ॥ (১৩) কনিষ্ঠেঽন্যোহন্যসংলগ্নেঽভিমুখেঽপি পরস্পরম্। বামস্যতর্জ্জনীমধ্যে মধ্যানামিকয়োরপি ॥ বামানামিকসংস্পৃষ্টা তর্জ্জনীমধ্যশোভিতা। পর্য্যায়েণ নতাঙ্গুষ্ঠদ্বয়ী কৌস্তুভলক্ষণা। (১৪) কনিষ্ঠান্যোহন্যসংলগ্না বিপরীতং বিযোজিতা। অধস্তাৎ স্থাপিতাঙ্গুষ্ঠা মুদ্রা গারুড়সংজ্ঞিতা ॥ (১৫) তর্জ্জন্যঙ্গুষ্ঠমধ্যস্থা মধ্যমানামিকাদ্বয়ী। কনিষ্ঠানামিকা মধ্যা তর্জ্জন্যগ্রে করদ্বয়ী। মুনে শ্রীবৎসসমুদ্রেয়ং ॥ (১৬) বনমালা ভবেত্ততঃ ॥ কনিষ্ঠানামিকা মধ্যা মুষ্টিরুন্নীততর্জ্জনী। পরভ্রান্তা শিরস্যঙ্কেস্তর্জ্জনীভ্যাং দিবৌকসঃ। মুদ্রা যোনিঃ সমাখ্যাতা সঙ্কোচিতকরদ্বয়ী ॥ (১৭) তর্জ্জন্যঙ্গুষ্ঠমধ্যান্তঃস্থিতানামিকযুগ্মকা। মধ্যমূলস্থিতাঙ্গুষ্ঠা জ্ঞেয়া শঙ্খার্চ্চনে মুনে ॥ ইতি ॥ ৪২ ॥

———

অথাসনাদ্যর্পণম্

ততো নিক্ষিপ্য দেবস্যোপরি পুষ্পাঞ্জলিত্রয়ম্।
দত্ত্বাসনার্থং পুষ্পঞ্চ স্বাগতং বিধিনা চরেৎ ॥ ৪৩ ॥

অনুবাদ—অনন্তর আসনাদি অর্পণ—অতঃপর ইষ্টদেবতার উপর তিনবার পুষ্পাঞ্জলি নিক্ষেপ করিয়া এবং আসনের জন্য পুষ্প নিবেদন করিয়া বিধি অনুসারে স্বাগত বিধান করিবে।

নিয়মগুলি এইরূপ—(শ্রীকৃষ্ণায় আসনং নিবেদয়ামি, শ্রীকৃষ্ণ! ইদম্ আসনম্, অত্র সুখমাস্যতাম্ এইরূপ বলিয়া আসন সমর্পণ করিয়া পুনরায় "শ্রীকৃষ্ণ সহপরিবারেণ স্বাগতং করোষী" এই বলিয়া স্বাগত মুদ্রা দ্বারা স্বাগত করাইবে ॥ ৪৩ ॥

টীকা—বিধিনেতি—শ্রীকৃষ্ণায়াসনং নিবেদয়ামীতি শ্রীকৃষ্ণ ইদমাসনমত্রাস্যতাং সুখমিত্যেবমাসনং সমর্প্য, 'শ্রীকৃষ্ণ সহ-পরিবারেণ স্বাগতং করোষী' ইতি স্বাগতমুদ্রয়া স্বাগতং কুর্য্যাদিত্যেবং বিধির্দ্রষ্টব্যঃ। মূলমন্ত্রেণৈব সর্ব্বেষামুপচারাণাং সমর্পণঞ্চ ॥ ৪৩

———

আসনাদ্যুপচারেষু মুদ্রাঃ ষোড়শ দর্শয়েৎ।
প্রসিদ্ধাঃ পদ্ম-স্বস্ত্যাদ্যা বিদ্বান্ ষোড়শসু ক্রমাৎ ॥৪৪॥

শ্রীকৃষ্ণায়ার্পয়েদর্ঘ্যং পাদ্যমাচমনীয়কম্।
মধুপর্কং পুনশ্চাচমনীয়ঞ্চ বিধির্যথা ॥ ৪৫ ॥

অনুবাদ—ক্ষুদ্রাভিজ্ঞ বিদ্বান ব্যক্তি আসনাদি যাবতীয় পূজার উপহার প্রদান কার্য্যে পদ্ম, স্বস্তি প্রভৃতি ষোড়শ প্রকার মুদ্রা ক্রমানুসারে প্রদর্শন করাইবেন ॥ ৪৪ ॥

তারপর শ্রীকৃষ্ণকে বিধি অনুসারে অর্ঘ্য, পাদ্য, আচমনীয়, মধুপর্ক ও পুনরাচমনীয় দিতে হইবে॥৪৫

টীকা—সর্ব্বেষ্বপ্যুপচারেষু তত্তন্মুদ্রা দর্শয়িতব্যা ইতি প্রসঙ্গাদেকত্রৈব তা বিজ্ঞাপয়তি—আসনেতি। বিদ্বান্ তত্তন্মুদ্রাপ্রকারাভিজ্ঞঃ, ষোড়শসু আসনস্বাগতার্ঘ্যাদ্যুপচারেষু পদ্মাদ্যাঃ ষোড়শমুদ্রা ক্রমেণ দর্শয়েৎ। তাশ্চ প্রসিদ্ধা ইতি তত্তল্লক্ষণলিখনেনালমিতি ভাবঃ। তশ্চোক্তাঃ (১)—"আসনে পদ্মমুদ্রৈব কথিতা মুনিভিস্তথা। (২) ঈষন্নম্রাঙ্গুলির্দক্ষঃ সন্ত্যজ্যাঙ্গুষ্ঠকং করঃ। স্বাগতে স্বস্তিমুদ্রা তু মধ্যা মূলগতাঙ্গুলিঃ। (৩) স্বস্তিমুদ্রা দ্বিহস্তা চেন্মুদ্রা ত্বর্ঘ্যস্য কীর্ত্তিতা ॥ (৪) তৌ চ প্রসারিতৌ হস্তৌ পাদ্যমুদ্রা প্রকীর্ত্তিতা ॥ (৫) দেশিনী মূলগাঙ্গুষ্ঠা দক্ষিণাধঃকনীয়সী। আচামমুদ্রা বিখ্যাতা দেবতাচমনে বিধৌ ॥ (৬) সংযুক্তানামিকাঙ্গুষ্ঠা তিস্রোঽন্যাঃ সংপ্রসারিতাঃ। মধুপর্কে চ সা মুদ্রা, (৭) সন্ত্যজ্য চ কনীয়সীম্। কৃত্বা মুষ্টিং তথা স্নানে মধ্যমাঙ্গুষ্ঠকৌ যুতৌ ॥ (৮) অন্যাঃ প্রসারিতাস্তিস্রো মুদ্রা বস্ত্রস্য চোদিতাঃ। (৯) মাধুপর্কী সমুত্তানা মুদ্রালঙ্কারিকী স্মৃতা ॥ (১০) কনিষ্ঠাঙ্গুষ্ঠকৌ লগ্নৌ তিস্রো মধ্যাঃ প্রসারিতাঃ। যজ্ঞোপবীতমুদ্রেয়ং বিদ্বদ্ভিঃ পরিকীর্ত্তিতা ॥ (১১) মুক্তনির্ম্মালিকা মুষ্টির্গন্ধমুদ্রেতি সা স্মৃতা। (১২) উত্থিতাধোমুখী মধ্যা সাঙ্গুষ্ঠাশ্চেতরেতরাঃ ॥ পুষ্পমুদ্রা তদাখ্যাতা সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়িনী। (১৩) অঙ্গুষ্ঠং তর্জ্জনীলগ্নং তিস্রঃ সঙ্কুচিতাঃ পরাঃ ॥ মুদ্রা ধূপপ্রদানে স্যাদ্দেবানাং তুষ্টিকারিণী। (১৪) উত্তমা ধৌপকী মুদ্রা দীপমুদ্রেতি কীর্ত্তিতা ॥ (১৫) পঞ্চাঙ্গুল্যগ্রসংলগ্না প্রোত্থিতোর্দ্ধমুখী যদি। দ্বিধা নিবদ্ধা মুদ্রেয়ং নৈবেদ্যস্য প্রকীর্ত্তিতা ॥ (১৬) নাভৌ হৃদি ললাটে চ করসম্পুটয়োর্গতা। নমস্কারে ত্বিয়ং মুদ্রা দেবতানাং প্রসাদনী ॥" ইতি ॥ ৪৪ ॥

———

তথা চ স্মৃত্যর্থসারে—

আবাহনাসনং পাদ্যমর্ঘ্যমাচমনীয়কম্।
স্নানমাচমনং বস্ত্রাচমনং চোপবীতকম্ ॥ ৪৬ ॥
আচমনং গন্ধপুষ্পং ধূপদীপং প্রকল্পয়েৎ।
নৈবেদ্যং পুনরাচামং নত্বা স্তুত্বা বিসর্জ্জয়েৎ ॥ ৪৭ ॥

অনুবাদ—অতএব স্মৃত্যর্থসার গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে—আবাহন, আসন, পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয়, স্নান ও আচমনীয়, বস্ত্র ও আচমনীয়, উপবীত ও আচমনীয়, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য ও পুনরাচমনীয় নিবেদন করিবে। তাহার পর নমস্কার ও স্তবপাঠ পূর্ব্বক বিসর্জ্জন করিতে হয় ॥ ৪৬-৪৭ ॥

অন্যত্র চ—

আদৌ পুষ্পাঞ্জলিং দত্ত্বা পাদার্চ্চনমতঃপরম্।
পাদ্যমর্ঘ্যন্ত্বাচমনং মধুপর্কং যথোদিতম্ ॥ ৪৮ ॥
অভ্যঙ্গোদ্বর্ত্তনে কৃত্বা মহাস্নানং সমাচরেৎ।
অভিষেকাঙ্গবস্ত্রঞ্চ দত্ত্বা নীরাজয়েদ্ধরিম্ ॥ ইতি ॥৪৯॥
শ্রীমূর্ত্তৌ তু শিরস্যর্ঘ্যং দদ্যাৎ পাদ্যঞ্চ পাদয়োঃ।
মুখে চাচমনীয়ং ত্রির্মধুপর্কঞ্চ তত্র হি ॥ ৫০ ॥
সর্ব্বেষ্বপ্যুপচারেষু পাদ্যাদিষু পৃথক্ পৃথক্।
আদৌ পুষ্পাঞ্জলিং কেচিদিচ্ছন্তি ভগবৎপরাঃ ॥৫১॥

অনুবাদ—অন্যত্রও বর্ণিত হইয়াছে—অগ্রে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া চরণ-পূজা করিতে হয়। পরে যথা বিধানে পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয় ও মধুপর্ক সমর্পণ করিবে। তাহার পর তৈলাদি মর্দ্দন ও গাত্র মার্জ্জন করিয়া মহাস্নান করাইতে হইবে। তারপর অভিষেকবস্ত্র ও অঙ্গবস্ত্র নিবেদন করিয়া শ্রীহরির আরাত্রিক করিতে হইবে। প্রতিমার্চ্চনস্থানে প্রতিমার মস্তকদেশে অর্ঘ্য, পাদযুগলে পাদ্য, মুখে তিনবার আচমনীয় ও মধুপর্ক নিবেদন করিবে। কোন কোন ভক্ত পাদ্যাদি সকল উপচার নিবেদন কার্য্যেই প্রথমতঃ এক এক পুষ্পাঞ্জলি প্রদানের বিধান দিয়া থাকেন ॥ ৪৮-৫১ ॥

টীকা—বিধির্যথা তথেত্যর্থঃ; যদ্বা, বদভাবশ্চান্দসঃ; বিধিবদ্যথা স্যাদিতি—শ্রীকৃষ্ণায়ার্ঘ্যং নিবেদয়ামি স্বাহা ইত্যর্ঘ্যম্; তথৈব শ্রীকৃষ্ণায় স্বধা ইত্যাচমনীয়ম্; তথৈব মধুপর্কং চেত্যেবং তত্তন্মুদ্রয়া সমর্পয়েদিত্যত্র বিধির্জ্ঞেয়ঃ ॥ ৪৫-৪৯ ॥

টীকা—শ্রীমূর্ত্তৌ স্থিতি—শালগ্রামশিলায়াং সাক্ষাৎ সর্ব্বাবয়বাবির্ভাবদৃষ্ট্যা তত্তদবয়বভাবনয়া সম্মুখে তত্তন্নিবেদয়েদিতি সূচিতম্। ত্রিঃ বারত্রয়মাচনীয়ং দদ্যাৎ। তত্র তস্মিন্ মুখ এব ॥ ৫০-৫১ ॥

অথ আসনাদ্যর্পণমাহাত্ম্যম্

নরসিংহপুরাণে—

দত্ত্বাসনমথার্ঘ্যঞ্চ পাদ্যমাচমনীয়কম্।
দেবদেবস্য বিধিনা সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ৫২ ॥

অনুবাদ—অনন্তর আসনাদি অর্পণের মাহাত্ম্যে নরসিংহ পুরাণ বলেন—বিধান অনুসারে দেবদেবকে আসন, অর্ঘ্য পাদ্য ও আচমনীয় নিবেদন করিলে সমস্ত প্রকার পাপ হইতে নিস্তার লাভ করা যায় ॥ ৫২ ॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে—

আসনানাং প্রদানেন স্থানং সর্ব্বত্র বিন্দতি।
গোদানফলমাপ্নোতি তথা পাদ্যপ্রদো নরঃ ॥ ৫৩ ॥
ততস্ত্বর্হণদানেন সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে।
তথৈবাচমনীয়স্য দাতা ব্রাহ্মণসত্তমাঃ ॥ ৫৪ ॥
তীর্থতোয়ং তথা দত্ত্বা দেবস্যাচমনং পুনঃ।
স্বর্গলোকমবাপ্নোতি সর্ব্বপাপবিবর্জ্জিতঃ।
নরস্ত্বাচমনীয়স্য দাতা ভবতি নির্ম্মলঃ ॥ ৫৫ ॥

অনুবাদ—শ্রীবিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে বলা হইয়াছে—আসনসমূহ প্রদানের দ্বারা সর্ব্বত্র স্থান লাভ হয়। পাদ্য প্রদানের ফলে গোদানের ফল লাভ হইয়া থাকে। হে বিপ্র শ্রেষ্ঠগণ! অর্ঘ্য ও আচমনীয় নিবেদনকারীরও সমস্ত পাপ দূর হয়। তীর্থবারি দ্বারা আচমনীয় অর্পণ করিলে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হইয়া দেবলোকে বাস লাভ হয়। যিনি আচমনীয় নিবেদন করেন তাঁহার শরীর পাপশূন্য হয় ॥৫৩-৫৫

টীকা—অর্হণম্ অর্ঘ্যং পাদ্যঞ্চ তদ্দানেন, হে ব্রাহ্মণসত্তমাঃ, তীর্থতোয়মাচমনম্, আচমনীয়স্য জাত্যাদিদ্রব্যসাধিতস্যেতি ভেদঃ ॥ ৫২-৫৫ ॥

মধুপর্কস্য দানেন পরং পদমিহাপ্নুতে ॥ ৫৬ ॥

অনুবাদ—মধুপর্ক দান করিলেই ইহলোকে পরমপদ লাভ করা যায় ॥ ৫৬ ॥

———

বিষ্ণুপুরাণে চ—

মধুপর্কবিধিং কৃত্বা মধুপর্কং প্রযচ্ছতি ।
ব্রহ্মন্ স যাতি পরমং স্থানমেতন্ন সংশয়ঃ ॥ ৫৭ ॥

অনুবাদ—বিষ্ণুপুরাণেও বলা হইয়াছে—হে ব্রহ্মন্ ! যিনি যথাবিধি মধুপর্ক নির্ম্মাণ করিয়া নিবেদন করেন, তিনি পরমস্থানে গমন করেন, ইহাতে কোন প্রকার সন্দেহ নাই ॥ ৫৭ ॥

টীকা—মধুপর্কস্য বিধিং কৃত্বা তত্তদ্দ্রব্যং সম্পাদ্য লিখিত-দ্রব্য-প্রকারেণেত্যর্থঃ ॥ ৫৭ ॥

———

অথ স্নানম্

বিজ্ঞাপ্য দেবং স্নানার্থং পাদুকে পুরতোঽর্পয়েৎ ।
মহাবিদ্যাদিনা চৈব স্নানস্থানং ততো নয়েৎ ॥ ৫৮ ॥

অনুবাদ—অনন্তর স্নান—"ভগবন্ স্নানভূমিম্ অলঙ্কুরু" ভগবানের নিকট এই প্রকারে নিবেদন করতঃ অনুমতি লইয়া—'পাদুকে নিবেদয়ামি নমঃ' এই বলিয়া সম্মুখভাগে পাদুকাযুগল অর্পণ করিতে হইবে। তারপর মহাদেবী প্রভৃতির সহিত—অর্থাৎ গীত, নৃত্য, ছত্র, চামরাদিসহ তাঁহাকে স্নানস্থানে লইয়া যাইতে হইবে। স্নানার্থ ঈশানকোণে স্নানমণ্ডপ তৈরী করিতে হয়। অভাবে মনে মনে স্নানমণ্ডপের চিন্তা করিতে হইবে ॥ ৫৮ ॥

টীকা—বিজ্ঞাপ্য 'ভগবন্ স্নানভূমিমলঙ্কুরু' ইতি নিবেদনং কৃত্বা, ততশ্চ পীঠাদুত্থিতস্য ভগবতঃ' 'পাদুকে নিবেদয়ামি নমঃ' ইতি ভগবদগ্রে পাদুকাদ্বয়ং সমর্পয়েৎ। এবং পূর্ব্বলিখিতানুসারেণাগ্রেঽপি সর্ব্বত্র বিধির্দ্রষ্টব্যঃ। তং দেবম্, আদি-শব্দেন গীতনৃত্যচ্ছত্রচামরাদি, স্নানস্থানং স্নানার্থমৈশানকোণে নির্ম্মিতস্নানমণ্ডপম্, তদভাবে ভাবনয়ৈবেত্যেবং সর্ব্বত্রৈব বোদ্ধব্যম্ ॥ ৫৮ ॥

———

প্রাগ্বত্তত্রাসনং পাদ্যং তত্রৈবাচমনীয়কম্ ।
নিবেদ্য দর্শয়েন্মুদ্রামমৃতীকরণীং বুধঃ ॥ ৫৯ ॥

অনুবাদ—বিচক্ষণব্যক্তি সেইস্থলে পূর্ব্ববৎ আসন, পাদ্য ও আচমনীয় নিবেদন করিয়া অমৃতীকরণ মুদ্রা প্রদর্শন করাইবেন ॥ ৫৯ ।

টীকা—তত্র স্নানস্থানে—'ভগবন্ স্নানীয়ং নিবেদয়ামি স্বাহা' ইত্যেবং নিবেদ্য; যদ্যপি স্নানমুদ্রা পৃথক্ লিখিতাস্তি; সাচাগ্রে দর্শ্যা, রামার্চ্চনচন্দ্রিকায়াং, তথাপি শিষ্টাচারাদমৃতীকরণীং ধেনুমুদ্রেতি প্রসিদ্ধাং মুদ্রামপি দর্শয়েৎ। অতএব লিখিতম্—বুধ ইতি ॥ ৫৯ ॥

———

শালগ্রামশিলারূপং ততো দেবং নিবেশয়েৎ ।
স্নানপাত্রে নিজাভীষ্টাং চলাং শ্রীমূর্ত্তিমেব বা ॥৬০॥

অনুবাদ—তারপর স্নানপাত্রে শালগ্রামরূপী শ্রীভগবানকে কিংবা নিজসেবিত ইষ্টমূর্ত্তিকে স্থাপন করিতে হইবে ॥ ৬০ ॥

টীকা—শালগ্রামশিলারূপমিত্যেবং ক্বচিৎ ক্বচিন্নির্দেশস্তন্মাহাত্ম্যভরাপেক্ষয়া কেষাঞ্চিৎ সত্যং শ্রীমূর্ত্ত্যা সহৈব তৎপূজয়া তৎপ্রকারবোধনায়েতি দিক্। স্নানপাত্রে নিবেশয়েদিতি শ্রীচরণামৃতাপেক্ষয়া ফলবিশেষাপেক্ষয়া বা ॥ ৬০ ॥

———

অথ স্নানপাত্রম্

স্কন্দপুরাণে—

কৃত্বা তাম্রময়ে পাত্রে যোঽর্চ্চয়েন্মধুসূদনম্ ।
ফলমাপ্নোতি পূজায়াঃ প্রত্যহং শতবার্ষিকম্ ॥ ৬১ ॥
যোঽর্চ্চয়েন্মাধবং ভক্ত্যা অশ্বত্থদলসংস্থিতম্ ।
প্রত্যহং লভতে পুণ্যং পদ্মাযুতসমুদ্ভবম্ ॥ ৬২ ॥

অনুবাদ—স্কন্দপুরাণে বলেন—যিনি তাম্রপাত্রে স্থাপন করিয়া শ্রীমধুসূদনকে স্নান করান, তিনি শতবর্ষ স্নানের ফল এক এক দিনেই লাভ করিয়া থাকেন। যিনি প্রত্যহ অশ্বত্থপত্রে স্থাপন করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক শ্রীমাধবের পূজা করেন, তিনি দশ হাজার পদ্ম দানের ফল লাভ করেন ॥ ৬১-৬২ ॥

টীকা—অর্চ্চয়েদিত্যনেন যদ্যপি পূজায়াং সর্ব্বত্রৈব তত্তৎ পাত্রমপেক্ষ্যতে, তথাপ্যুপচারেষু স্নানস্য মুখ্যত্বেনাত্র লিখিতং, পদ্মাযুতসমুদ্ভবং দশসহস্রকমলদানজম্। যদ্বা, পদ্মং সংখ্যাবিশেষঃ তস্যাপ্যযুতং, তাবদ্বর্ষপূজাসমুদ্ভবং পুণ্যমেকদিনেনৈব প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ ॥ ৬১-৬২ ॥

———

রম্ভাদলোপরি হরিং কৃত্বা যোঽভ্যর্চ্চয়েন্নরঃ।
বর্ষাযুতং ভবেৎ প্রীতঃ কেশবঃ প্রিয়য়া সহ ॥৬৩॥
যে পশ্যন্তি সকৃদ্ভক্ত্যা পদ্মপত্রোপরিস্থিতম্।
ভক্ত্যা পদ্মালয়াকান্তং তৈরাপ্তং দুর্ল্লভম্ ফলম্ ॥
ইতি ॥ ৬৪ ॥

অনুবাদ—কদলীপত্রের উপর রাখিয়া শ্রীহরির পূজা করিলে কেশব নিজ প্রিয়া লক্ষ্মীদেবী সহ তাঁহার প্রতি দশ হাজার বৎসর প্রীত থাকেন। যাঁহারা ভক্তিসহকারে শ্রীহরিকে একবার মাত্র পদ্মপত্রস্থিত অবস্থায় দর্শন করিয়াছেন, তাঁহারা দুর্ল্লভ ফল পাইয়াছেন ॥ ৬৩-৬৪ ॥

———

ততঃ শঙ্খেনাভিষেকং কুর্য্যাদ্ঘণ্টাদিনিস্বনৈঃ।
মূলেনাষ্টাক্ষরেণাপি ধূপয়ন্নন্তরান্তরা ॥ ৬৫ ॥

অনুবাদ—এরপর ঘণ্টাদি বাদ্য সহকারে শঙ্খস্থিতজল দ্বারা অভিষেক করিতে হইবে এবং মাঝে মাঝে অষ্টাক্ষর মূলমন্ত্র সহকারে ধূপ অর্পণ করিতে হইবে ॥ ৬৫ ॥

টীকা—অন্তরান্তরা স্নানকালে মধ্যে মধ্যে ধূপমর্পয়ন্ সুরভিধূপমর্পয়ন। তথা চ শ্রীরামার্চ্চনচন্দ্রিকায়াং, স্নানোপচারমধ্যে—'সকৃষ্ণাগুরুধূপেন ধূপয়ন্নন্তরান্তরা' ইতি। অতএবাস্য মাহাত্ম্যমগ্রে লেখ্যং—'স্নানকালে তু কৃষ্ণস্য অগুরুং দহতে তু যঃ' ইত্যাদি ॥ ৬৫ ॥

———

তত্র তু প্রথমং ভক্ত্যা বিদধীত সুগন্ধিভিঃ।
দিব্যৈস্তৈলাদিভি র্ব্যৈরভ্যঙ্গং শ্রীহরেঃ শনৈঃ ॥ ৬৬ ॥

অনুবাদ—উপরি উক্ত স্নানকার্য্যে প্রথমতঃ দিব্য সুগন্ধি তৈলাদি দ্বারা ভক্তিসহকারে শ্রীহরির সর্ব্বাঙ্গ ধীরে ধীরে মর্দ্দন করিতে হইবে ॥ ৬৬ ॥

———

অথাভ্যঙ্গদ্রব্যাণি তন্মাহাত্ম্যঞ্চ

স্কান্দে—

মালতীজাতিমাদায় সুগন্ধানান্তু বা পুনঃ ॥ ৬৭ ॥
তথান্যপুষ্পজাতীনাং গৃহীত্বা ভক্তিতো নরাঃ।
যে স্নাপয়ন্তি দেবেশমুৎসবে বৈ হরের্দ্দিনে ॥ ৬৮ ॥
মেদিনীদানতুল্যং হি ফলমুক্তং স্বয়ম্ভুবা।
যঃ পুনঃ পুষ্পতৈলেন দিব্যৌষধিযুতেন হি ॥ ৬৯ ॥
অভ্যঙ্গং কুরুতে বিষ্ণোর্মধ্যে ক্ষিপ্ত্বা তু কুঙ্কুমম্।
রোমাঞ্চিততনুর্ভূত্বা প্রিয়য়া সহ মাধবঃ।
প্রীত্যা বিভর্ত্তি স্বোৎসঙ্গে মন্বন্তরশতং হরিঃ ॥ ৭০ ॥

অনুবাদ—অতঃপর মর্দ্দনদ্রব্যসকল এবং সেই সকলের মাহাত্ম্য স্কন্দপুরাণে বর্ণিত হইয়াছে—যিনি নিত্য মালতী, জাতি কিংবা অন্যান্য সুগন্ধি পুষ্প লইয়া বিশেষতঃ একাদশী প্রভৃতি উৎসব দিনে শ্রীহরিকে স্নান করান, ব্রহ্মা বলিয়াছেন—তিনি পৃথিবী দানের ফল লাভ করেন। যিনি উৎকৃষ্ট ঔষধিযুক্ত কুঙ্কুমমিশ্রিত পুষ্পতৈল দ্বারা শ্রীবিষ্ণুর গাত্রমর্দ্দন করেন, শ্রীমাধব প্রিয়ার সহিত রোমাঞ্চিত কলেবর হইয়া আনন্দে তাঁহাকে একশত মন্বন্তর নিজক্রোড়ে ধারণ করেন ॥ ৬৭-৭০ ॥

টীকা—এবং সামান্যেন স্নানপ্রকারং লিখিত্বা ইদানীং বিশেষতো লিখতি—তত্র ত্বিত্যাদিনা স্নাপয়েৎ পুনরিত্যন্তেন ॥ ৬৬-৬৭ ॥

টীকা—বৈ ইতি বিশেষে। নিত্যং যে স্নাপয়ন্তি বিশেষতশ্চৈকাদশ্যাদুৎসবদিনে ইত্যর্থঃ ॥ ৬৮ ॥

———

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে চ—

গন্ধতৈলানি দিব্যানি সুগন্ধীনি শুচীনি চ।
কেশবায় নরো দত্ত্বা গন্ধর্ব্বৈঃ সহ মোদতে ॥ ৭১ ॥

অনুবাদ—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে বলা হইয়াছে—মনুষ্য কর্ত্তৃক দিব্য সুগন্ধি তৈল কেশবকে অর্পণ করা হইলে কেশব প্রীত হইয়া গন্ধর্ববগণের সহিত আনন্দ উপভোগের সুযোগ দিয়া থাকেন ॥ ৭১ ॥

———

অথ পঞ্চামৃতস্নপনম্

ততঃ শঙ্খভৃতেনৈব ক্ষীরেণ স্নাপয়েৎ ক্রমাৎ।
দধ্না ঘৃতেন মধুনা খণ্ডেন চ পৃথক্ পৃথক্ ॥ ৭২ ॥
পঞ্চামৃতাদ্যৈঃ স্নপনং সদা নেচ্ছন্তি তৎপ্রিয়াঃ।
কিন্তু তৈঃ কাল-দেশাদিবিশেষে কারয়ন্তি তৎ ॥৭৩॥

অনুবাদ—তারপর শঙ্খে দুগ্ধ, দধি, ঘৃত, মধু ও শর্করা গ্রহণ করিয়া ক্রমান্বয়ে পৃথক্ পৃথক্‌রূপে স্নান করাইবে। ভক্তগণ সর্ব্বদা পঞ্চামৃত দ্বারা স্নান করাইবার বিধান করেন না, কিন্তু দেশকালবিশেষে উহার ব্যবস্থা দিয়া থাকেন ॥ ৭২-৭৩ ॥

টীকা—পৃথক্ পৃথক্ ইতি তেষাং চতুঃষষ্ট্যুপচারেযুক্তস্য প্রত্যেকমুপচারস্য সিদ্ধ্যর্থং পৃথক্ত্বেন তত্তৎফলোক্তেঃ ॥ ৭২ ॥

অথ তৎপরিমাণম্

ব্রহ্মপুরাণে—

দেবানাং প্রতিমা যত্র ঘৃতাভ্যঙ্গস্ততো ভবেৎ।
পলানি তস্য দেয়ানি শ্রদ্ধয়া পঞ্চবিংশতিঃ ॥ ৭৪ ॥
অষ্টোত্তর-পলশতং স্নানে দেয়ঞ্চ সর্ব্বদা।
দ্বে সহস্রে পলানান্তু মহাস্নানে চ সংখ্যয়া ॥ ৭৫ ॥
দাতব্যো যেন সর্ব্বাসু দিক্ষু নির্য্যাতি তদ্‌ঘৃতম্ ॥
ইতি ॥ ৭৬ ॥

অনুবাদ—ব্রহ্মপুরাণে যথা—দেবতাদিগের প্রতিমাস্থলে শ্রদ্ধাসহকারে পঁচিশ পল ঘৃত মর্দ্দন করিতে হইবে। সক্ষম হইলে সর্ব্বদা স্নানের সময় ১০৮ পল ঘৃত মাখাইবে। মহাস্নানের সময় দুহাজার পল ঘৃত দেওয়ার নিয়ম আছে। এইরূপ ভাবে ঘৃত দিতে হইবে যাহাতে তাহা সকল দিক হইতে বহির্গত হইতে পারে ॥ ৭৪-৭৬ ॥

টীকা—প্রমেতি পাঠে পরিমাণমিত্যর্থঃ; তস্য ঘৃতস্য পঞ্চবিংশতিঃ পলানি অবশ্যং দেয়ানি। শক্তৌ চ সত্যামষ্টোত্তরপলশতং দেয়মিত্যর্থঃ। যদ্বা, তৈলাদিভিরিব ঘৃতেন যোঽভ্যঙ্গস্তত্র পঞ্চবিংশতিঃ পলানি, স্নানে চাষ্টোত্তরশতপলানি দদ্যাদিত্যর্থং ॥ ৭৪-৭৫ ॥

দুগ্ধাদাবপি সংখ্যেয়মেবং জ্ঞেয়া মনীষিভিঃ।
পলসংখ্যা চ বিজ্ঞেয়া যাজ্ঞবল্ক্যাদিবাক্যতঃ ॥ ৭৭ ॥

অনুবাদ—পণ্ডিতগণের অভিমত অনুসারে দুগ্ধাদির পরিমাণও এই প্রকারই হইবে। যাজ্ঞবল্ক্যাদির বচন হইতে পল সংখ্যা জানিতে হইবে ॥ ৭৭ ॥

টীকা—ইয়ং ঘৃতবিষয়িকা যা সংখ্যা, সৈব ॥৭৭॥

তথা হি—

পঞ্চকৃষ্ণলকো মাষস্তে সুবর্ণস্তু ষোড়শ।
সুবর্ণানাঞ্চ চত্বারঃ পলমিত্যভিধীয়তে ॥ ইতি ॥ ৭৮ ॥

অনুবাদ—উক্ত বিষয়ে প্রমাণ এই যে—পঞ্চগুঞ্জা (কুঁচফল) পরিমাণে এক মাষ, ষোলমাষে এক সুবর্ণ এবং চারি সুবর্ণে এক পল হয় ॥ ৭৮ ॥

টীকা—পঞ্চ কৃষ্ণলকানি গুঞ্জাফলানি যস্মিন্ সঃ, তে মাষাঃ ষোড়শ—সুবর্ণঃ ॥ ৭৮ ॥

স্নানার্থে সুরভীক্ষীরং মহিষ্যাদ্যাস্তু কুৎসিতাঃ ॥৭৯॥

অনুবাদ—আরও বলা হইয়াছে যে, স্নানের জন্য গাভীর দুগ্ধ প্রশস্ত। মহিষী প্রভৃতির দুগ্ধ নিন্দনীয় ॥ ৭৯ ॥

টীকা—কুৎসিতা ইতি তাসাং ক্ষীরমপি নিত্যং স্নানার্থং ন গ্রাহ্যমিত্যর্থঃ ॥ ৭৯ ॥

কিঞ্চ—

অথ ক্ষীরাদিস্নপন-মাহাত্ম্যম্

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে—

শরীরদুঃখশমনং মনোদুঃখবিনাশনম্।
ক্ষীরেণ স্নপনং বিষ্ণোঃ ক্ষীরাম্ভোধিপ্রদং তথা ॥৮০॥

অনুবাদ—অতঃপর দুগ্ধাদিদ্বারা স্নান করাইবার মাহাত্ম্য বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে বর্ণিত হইয়াছে—দুগ্ধদ্বারা শ্রীবিষ্ণুকে স্নান করাইলে দেহ ও মনের দুঃখ দূর হয় এবং ক্ষীরসমুদ্রে বাসের সুযোগ লাভ হয় ॥ ৮০॥

অগ্নিপুরাণে—

গবাং শতস্য বিপ্রেভ্যঃ সম্যগ্‌দত্তস্য যৎ ফলম্।
ঘৃতপ্রস্থেন তদ্বিষ্ণোর্লভেৎ স্নানায় সংশয়ঃ ॥ ৮১ ॥

ইন্দ্রদ্যুম্নেন ন সংপ্রাপ্তা সপ্তদ্বীপা বসুন্ধরা।
ঘৃতোদকেন সংযুক্তা প্রতিমা স্নাপিতা কিল ॥ ৮২ ॥
প্রতিমাসং সিতাষ্টম্যাং ঘৃতেন জগতাং পতিম্।
স্নাপয়িত্বা সমভ্যর্চ্চ্য সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ৮৩ ॥
জ্ঞানতোঽজ্ঞানতো বাপি যৎ পাপং কুরুতে নরঃ ॥
তৎ ক্ষালয়তি সন্ধ্যায়াং ঘৃতস্নপনতোষিতঃ ॥ ৮৪ ॥
যেষু ক্ষীরবহা নদ্যো নদাঃ পায়সকর্দ্দমাঃ।
তাঁল্লোকান্ পুরুষা যান্তি ক্ষীরস্নপনকা হরেঃ ॥৮৫॥

অনুবাদ—অগ্নিপুরাণে এই বিষয়ে বলা হইয়াছে —বিধিপূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণকে একশত গো-প্রদানে যে ফল লভ্য হয়, একবার শ্রীবিষ্ণুকে ঘৃত দ্বারা স্নান করাইলে সেই ফল লাভ হয়, ইহাতে সংশয় নাই। ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজা ঘৃত ও জলদ্বারা শ্রীবিষ্ণুকে স্নান করাইয়া সপ্তদ্বীপা পৃথিবী লাভ করিয়াছিলেন। প্রতি মাসের শুক্লাষ্টমীতে ঘৃতদ্বারা জগৎপতিকে স্নান করাইয়া পূজা করিলে সকল পাপ হইতে মুক্তি লাভ হয়। জ্ঞানে বা অজ্ঞানে মানুষ যে কিছু পাপ আচরণ করে, শ্রীহরি সায়ংকালীন ঘৃতস্নানে প্রীত হইয়া সেই সকল পাপ নাশ করেন। যে সকল স্থানের নদী দুগ্ধবাহিনী এবং নদসমূহের পায়স কর্দ্দম, শ্রীহরিকে দুগ্ধদ্বারা স্নানকারী ব্যক্তিগণ সেই সমস্ত লোকে গমন করেন ॥ ৮১-৮৫ ॥

টীকা—প্রস্থাদিসংখ্যা চ গোপথব্রাহ্মণে 'দ্বাত্রিংশৎপলকং প্রস্থমুক্তং স্বয়মথর্ব্বণা। আঢ়কস্তু চতুঃপ্রস্থৈশ্চতুর্ভির্দ্রোণ আঢ়কৈঃ ॥ ইতি ॥ ৮১ ॥

টীকা—সন্ধ্যায়াং যদ্‌ঘৃতস্নাপনং, তেন তোষিতো জগতাং পতিঃ ॥ ৮৪ ॥

বিষ্ণুধর্ম্মে শ্রীপুলস্ত্যপ্রহলাদসংবাদে—
দ্বাদশ্যাং পঞ্চদশ্যাঞ্চ গব্যেন হবিষা হরেঃ।
স্নপনং দৈত্যশার্দ্দূল মহাপাতকনাশনম্ ॥ ৮৬॥

অনুবাদ—বিষ্ণুধর্ম্মে শ্রীপুলস্ত্য-প্রহলাদ-সংবাদে —হে দৈত্যশ্রেষ্ঠ! দ্বাদশী ও পঞ্চদশীতে গব্য ঘৃতদ্বারা শ্রীহরিকে স্নান করাইলে মহাপাতক ধ্বংস হয়। এস্থলে দ্বাদশীতে প্রায়-ই বৈষ্ণবগণের উপবাস হয় এজন্য দ্বাদশী শব্দে এস্থলে উপবাস অর্থাৎ ব্রতদিনই জানিতে হইবে। ফলে পূর্ব্বে যে দ্বাদশীতে ভগবানকে স্নান করান নিষিদ্ধ হইয়াছে তাহার বিরোধ হইল না। অথবা দ্বাদশীর রাত্রি বলিলেও বিরোধ ঘটিতে পারে না। কাজেই বুঝা গেল দ্বাদশীর দিবা ভাগেই স্নান করাইতে নিষেধ করিয়াছেন। দ্বাদশী ও পঞ্চদশীতে স্নানে অধিক ফল হয়, কিন্তু আর আর তিথিতে স্নান করাইলে ও সেই ফল হইবে ॥ ৮৬ ॥

টীকা—দ্বাদশ্যামিতি প্রায়ো বৈষ্ণবানাং দ্বাদশ্যামুপবাসাপত্তের্ব্রতদিন ইত্যর্থঃ। 'স্নানং ন হরয়ে দদ্যাদ্দ্বাদশ্যাং বৈষ্ণবো দিবা' ইত্যাদিলেখ্যবচনাৎ। যদ্বা, দ্বাদশ্যামিতি দ্বাদশীরাত্রাবিত্যর্থঃ দিবৈব তত্র হরিস্নপননিষেধাৎ; এবমন্যত্রাপূহ্যম্। দ্বাদশ্যামিত্যাদিকং তত্র তত্র ফলবিশেষার্থম্; বস্তুতস্তু সর্ব্বাস্বপি তিথিষ্বিবতি জ্ঞেয়ম্, অন্যথা বচনান্তরৈর্বিরোধাপত্তেঃ; এবমগ্রেঽপি ॥ ৮৬ ॥

দধ্যাদীনাং বিকারাণাং ক্ষীরতঃ সম্ভবো যথা।
তথৈবাশেষকামানাং ক্ষীরস্নানং ততো হরেঃ ॥৮৭॥

অনুবাদ—দুগ্ধ হইতে যেমন দধি প্রভৃতির বিকৃতির ফলে উদ্ভব হয়, সেইপ্রকার শ্রীহরিকে দুগ্ধদ্বারা স্নান করাইলে তাহা হইতে বিবিধ অভীষ্টসিদ্ধি উৎপন্ন হয় ॥ ৮৭ ॥

নারসিংহে—
পয়সা যস্তু দেবেশং স্নাপয়েদ্‌গরুড়ধ্বজম্।
সর্ব্বপাপবিশুদ্ধাত্মা বিষ্ণুলোকে মহীয়তে ॥ ৮৮ ॥
স্নাপ্য দধ্না সকৃদ্বিষ্ণুং নির্ম্মলং প্রিয়দর্শনম্।
বিষ্ণুলোকমবাপ্নোতি সেব্যমানঃ সুরোত্তমৈঃ ॥৮৯॥
দুঃস্বপ্নশমনং জ্ঞেয়মমঙ্গল্যবিনাশনম্।
মাঙ্গল্যবৃদ্ধিদং দধ্না স্নপনং নরপুঙ্গব ॥ ৯০ ॥
যঃ করোতি হরেরর্চ্চাং মধুনা স্নাপিতাং নরঃ।
অগ্নিলোকে স মোদিত্বা পুনর্বিষ্ণুপুরে বসেৎ ॥ ৯১ ॥
মধুনা স্নপনং কৃত্বা সৌভাগ্যমধিগচ্ছতি।
লোকমিন্দ্রাণ্যবাপ্নোতি তথৈবেক্ষুরসেন চ ॥ ৯২ ॥

অনুবাদ—নৃসিংহপুরাণে যথা—গরুড়ধ্বজকে যিনি দুগ্ধদ্বারা স্নান করান, তিনি সর্ব্বপ্রকার পাপশূন্য হইয়া বিষ্ণুলোকে আনন্দ ভোগ করেন। নির্ম্মল

প্রিয়দর্শন বিষ্ণুকে একবার মাত্র দধিদ্বারা স্নান করাইলে বিষ্ণুলোক লভ্য হয়। তথায় দেবশ্রেষ্ঠগণ তাঁহার পূজা করেন। হে নরোত্তম! দধিদ্বারা স্নান করাইলে দুঃস্বপ্নের অবসান, অমঙ্গল ধ্বংস ও মঙ্গল বৃদ্ধি হয়। যে মনুষ্য মধুদ্বারা স্নান করাইয়া শ্রীহরির অর্চ্চনা করেন তিনি প্রথমে অগ্নিলোকে সুখানুভব করতঃ অবশেষ বিষ্ণুপুরে গিয়া বাস করেন। মধু ও ইক্ষুরস দ্বারা স্নান করাইলে সৌভাগ্য লাভ হয় এবং লোক সকল তাঁহার মিত্র হয় ॥ ৮৮-৯২ ॥

টীকা—স্নাপ্য স্নাপয়িত্বা ॥ ৮৯ ॥

টীকা—স্নাপয়ম্ সন্ অর্চ্চাং পূজাং স্নপনাত্মকপূজামিত্যর্থঃ ॥ ৯১ ॥

শ্রীদ্বারকামাহাত্ম্যে চ শ্রীমার্কণ্ডেয়েন্দ্রদ্যুম্নসংবাদে—

ক্ষীরস্নানং প্রকুর্ব্বন্তি যে নরা বিষ্ণুমূর্দ্ধনি।
তেনাশ্বমেধজং পুণ্যং বিন্দুনা বিন্দুনা স্মৃতম্ ॥৯৩॥
ক্ষীরাদ্দশগুণং দধ্না ঘৃতং তস্মাদ্দশোত্তরম্।
ঘৃতাদ্দশগুণং ক্ষৌদ্রং খণ্ডং তস্মাদ্দশোত্তরম্ ॥ ৯৪ ॥

অনুবাদ—শ্রীদ্বারকামাহাত্ম্যে শ্রীমার্কণ্ডেয়-ইন্দ্রদ্যুম্ন-সংবাদেও বর্ণিত হইয়াছে—যাঁহারা দুগ্ধদ্বারা শ্রীবিষ্ণুর মস্তকে অভিষেক করেন, প্রতি বিন্দু দুগ্ধ পিছু তাঁহারা অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ করেন। দুগ্ধস্নান হইতে দধিস্নান দশগুণ বেশী ফলদায়ক। ঘৃতস্নানে দধিস্নানের দশগুণ, মধুস্নানে ঘৃতস্নানের দশগুণ এবং এবং শর্করাস্নান মধুস্নান অপেক্ষা দশগুণ বেশী ফলপ্রদ ॥ ৯৩-৯৪ ॥

পুষ্পোদকঞ্চ গন্ধোদং বর্দ্ধতে চ দশোত্তরম্।
মন্ত্রোদকঞ্চ দর্ভোদং তথৈব নৃপসত্তম ॥ ৯৫ ॥
দ্রাক্ষারসং চূতরসং শতবাজিমখৈঃ সমম্।
তথৈব তীর্থনীরঞ্চ ফলং যচ্ছতি ভূমিপ ॥ ৯৬ ॥

অনুবাদ—পুষ্পজল ও গন্ধজল দশ দশ গুণে প্রধান। হে রাজন্! মন্ত্রপূতজল ও কুশজল এইরূপে দশ দশ গুণে প্রধান। দ্রাক্ষারস ও আম্ররস শতাশ্বমেধ যজ্ঞের সমান। হে নৃপ! তীর্থজলও সেইপ্রকার ফলদায়ক ॥ ৯৫-৯৬ ॥

টীকা—পুষ্পোদকাদীনাং মাহাত্ম্যবিশেষোক্তেঃ তৈরপি স্নাপয়েদিত্যূহ্যম্; তথা চোক্তং শ্রীরামার্চ্চনচন্দ্রিকায়াম্—'নারিকেলোদকেনাপি কর্পূরাদিসুগন্ধিনা। কদলীপনসাম্রাদিজলেনাপি সুগন্ধিনা। শতং সহস্রমযুতং শক্ত্যা বাপ্যভিষেচয়েৎ ॥' ইতি ॥৯৫

স্নপনং কৃষ্ণদেবস্য যঃ করোতি স্বশক্তিতঃ।
ফলমাপ্নোতি তৎ প্রোক্তং নিষ্কামো মুক্তিমাপ্নুয়াৎ ॥

অনুবাদ—যিনি নিজের সামর্থ্য অনুসারে শ্রীকৃষ্ণকে স্নান করান, তিনি পূর্ব্বোক্ত প্রকার ফল লাভ করেন আর যাঁহারা নিষ্কাম তাঁহারা মুক্তি ফল লাভ করেন ॥ ৯৭ ॥

টীকা—তৎ অশ্বমেধজাদিকং প্রাপ্নোতি সকামঃ ॥ ৯৭ ॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে—

তীর্থোদকানি পুণ্যানি স্বয়মানীয় মানবঃ।
তৈলস্য স্নপনং দত্ত্বা সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ৯৮ ॥

অনুবাদ—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে লিখিত আছে—যদি মানুষ নিজে পবিত্র তীর্থজল আনিয়া তৈলসহ তাহা দ্বারা শ্রীহরিকে যদি স্নান করায়, তাহা হইলে সকল পাতক হইতে মুক্তি হয় ॥ ৯৮ ॥

অথ স্নপনে ধূপনে ধূপনমাহাত্ম্যম্

স্কান্দে—

স্নানকালে তু কৃষ্ণস্য অগুরুং দহতে তু যঃ।
প্রবিষ্টো নাসিকারন্ধ্রং পাপং জন্মাযুতং দহেৎ ॥৯৯॥
উদ্বর্ত্তনঞ্চ তৈলাদেরপসারণকারণম্।
দেবস্য কারয়েদ্দ্রব্যৈরুপযুক্তৈরনন্তরম্ ॥ ১০০ ॥

অনুবাদ—অতঃপর স্নপন ও ধূপন কার্য্যে ধূপনের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে স্কন্দপুরাণে বলা হইয়াছে—শ্রীকৃষ্ণের স্নানের সময় যিনি অগুরু দাহ করেন, সেই অগুরুগন্ধ নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করিলে দশ হাজার জন্মের পাপ দহন করে। তারপর তৈলাদি দূরী

করণার্থ উপযুক্ত সামগ্রী দ্বারা প্রভুর অঙ্গ মার্জ্জন করিবে ॥ ৯৯-১০০ ॥

টীকা—ধূপয়ন্নন্তরান্তরেতি যৎ স্নানকালে ধূপনং লিখিতং, তন্মাহাত্ম্যং লিখতি—স্নান ইতি। যমগুরুং দহতে দহতি জনঃ স এব প্রবিষ্টঃ সন্। য ইতি পাঠে তস্য পাপমগুরুরেব দহেৎ। প্রবিষ্টো নাসিকাং গন্ধ; ইতি পাঠেঽপি তথৈবার্থঃ। প্রবিষ্ট ইতি সপ্তম্যন্তপাঠে তদ্‌গন্ধ ইতি শেষঃ। ততশ্চ স এব জন্মাযুতকৃতং পাপং দহেৎ; যদ্বা, পাপং দুঃখরূপং জন্মাযুতং, জন্মাযুতেঽপি দুঃখং নাপ্নুয়াদিত্যর্থঃ ॥৯৯॥

টীকা—উপযুক্তৈঃ উদ্বর্ত্তনযোগ্যৈর্যবচূর্ণাদিভিঃ ॥ ১০০ ॥

অথোদ্বর্ত্তনং তন্মাহাত্ম্যঞ্চ

নারসিংহে—

যবগোধূমজৈশ্চূর্ণৈরুদ্বর্ত্ত্যোষ্ণেন বারিণা।
প্রক্ষাল্য দেবদেবেশং বারুণং লোকমাপ্নুয়াৎ ॥১০১॥

অনুবাদ—অনন্তর অঙ্গমার্জ্জন ও তাহার মাহাত্ম্য সম্বন্ধে শ্রীনৃসিংহপুরাণে যথা—যব অথবা গোধূম-চূর্ণদ্বারা অঙ্গ মার্জ্জনাপূর্ব্বক গরমজল দ্বারা দেবতার শ্রীঅঙ্গ ধৌত করিলে বরুণলোক প্রাপ্ত হইবে ॥ ১০১॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে—

গোধূম-যবচূর্ণৈস্তু তমুৎসাদ্য জনার্দ্দনম্।
লোধ্রচূর্ণক-সংকীর্ণৈর্বলরূপং তথাপ্নুয়াৎ ॥ ১০২ ॥
মসূরমাষচূর্ণঞ্চ কুঙ্কুমক্ষোদসংযুতম্।
নিবেদ্য দেবদেবায় গন্ধর্ব্বৈঃ সহ মোদতে ॥ ১০৩ ॥

অনুবাদ—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে—যবা বা গোধূমচূর্ণের সহিত মিশ্রিত লোধ্রচূর্ণ দ্বারা জনার্দ্দনের শ্রীঅঙ্গ মার্জ্জনা করিলে বল ও রূপ লাভ হয়। মসূর কিংবা মাষচূর্ণের সহিত কুঙ্কুমচূর্ণ মিশাইয়া দেব-দেবকে নিবেদন করিলে গন্ধর্ব্বগণের সহিত সানন্দে বাস করা যায় ॥ ১০২-১০৩ ॥

বারাহে—

কলায়কস্য চূর্ণেন পিষ্টচূর্ণেন বা পুনঃ।
তৈনৈবোদ্বর্ত্তনং কুর্য্যাদ্‌গন্ধপুষ্পৈশ্চ সংযুতম্।
যদীচ্ছেৎ পরমাং সিদ্ধিং মম কর্ম্মপরায়ণঃ ॥
ইতি ॥ ১০৪ ॥

অনুবাদ—বরাহপুরাণে—পরমসিদ্ধি অভিলাষ করিলে আমার পূজানিষ্ঠ ব্যক্তি গন্ধ পুষ্পযুক্ত কলায়-চূর্ণ কিংবা পিষ্টচূর্ণ দ্বারা আমার অঙ্গ মার্জ্জনা করিবে ॥ ১০৪ ॥

টীকা—উদ্বর্ত্ত্যতে যেন তদুদ্বর্ত্তনং গন্ধাদিভিঃ সংযুতং কুর্য্যাৎ ॥ ১০৪ ॥

ততঃ সমর্পয়েৎ কূর্চ্চমুশীরাদিবিনির্ম্মিতম্।
মলাপকর্ষণাদ্যর্থং শ্রীমন্মূর্ত্ত্যঙ্গসন্ধিতঃ ॥ ১০৫ ॥

অনুবাদ—তারপর শ্রীমূর্ত্তির অঙ্গসকলের সন্ধি-স্থান হইতে ময়লা দূর করার জন্য বেণামূলাদি নির্ম্মিত কূর্চ্চ প্রদান করিতে হয় ॥ ১০৫ ॥

টীকা—শ্রীমতো ভগবতঃ শ্রীমত্যা বা মূর্ত্তেরঙ্গানাং সন্ধিস্থানতো মলস্যাপকর্ষণার্থং; আদি-শব্দেন কণ্ডুয়-নাদি সেবার্থঞ্চ কূর্চ্চং সমর্পয়েৎ ॥ ১০৫ ॥

অথ কূর্চ্চ তন্মাহাত্ম্যঞ্চ

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে—

উশীরকূর্চ্চকং দত্ত্বা সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে।
দত্ত্বা গোবালজং কূর্চ্চং সর্ব্বাংস্তাপান্ ব্যপোহতি।
দত্ত্বা চামরকং কূর্চ্চং শ্রিয়মাপ্নোত্যনুত্তমাম্ ॥১০৬॥

অনুবাদ—শ্রীবিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে যথা—উশীরনির্ম্মিত কূর্চ্চ নিবেদন করিলে সমুদায় পাপ হইতে বিমুক্ত হওয়া যায়। গোপুচ্ছ দ্বারা তৈয়ারী কূর্চ্চ শ্রীহরিকে প্রদান করিলে সকলপ্রকার তাপ বিনষ্ট হয়। চমরী-পুচ্ছ দ্বারা নির্ম্মিত কূর্চ্চ অর্পণ করিলে অতি উত্তম সম্পত্তি লাভ হয় ॥ ১০৬ ॥

টীকা—ব্যপোহতি নিরস্যতি ॥ ১০৬ ॥

অথং শুদ্ধজলস্নপনম্

ততঃ কোষ্ণেন সংস্নাপ্য সংস্কৃতেন সুগন্ধিনা।
শীতলেনাম্বুনা শঙ্খভৃতেন স্নাপয়েৎ পুনঃ ॥ ১০৭ ॥

অনুবাদ—অতঃপর শুদ্ধ জলদ্বারা স্নান করান—শ্রীঅঙ্গ মার্জ্জনাদির পর সর্ব্বৌষধি প্রভৃতি দ্বারা সংস্কৃত সুগন্ধি অল্প গরম জলদ্বারা স্নান করাইয়া পরে শঙ্খস্থিত শীতল জলদ্বারা স্নান করাইতে হইবে ॥ ১০৭ ॥

টীকা—কোষ্ণেন ঈষদুষ্ণেনাম্বুনা সম্যক্ স্নাপয়িত্বা, অন্যথা পঞ্চামৃতাদিলেপানপগমাৎ। পুনঃ পশ্চাৎ শীতলেনাম্বুনা স্নাপয়েৎ। কথম্ভুতেন? সর্ব্বৌষধ্যাদিভিঃ সংস্কৃতেন সুগন্ধিনা চ ॥ ১০৭ ॥

তদুক্তমেকাদশস্কন্ধে (২৭।৩০)—

চন্দনোশীর-কর্পূর-কুঙ্কুমাগুরুবাসিতৈঃ।
সলিলৈ স্নাপয়েন্মন্ত্রী নিত্যদা বিভবে সতি ॥ ১০৮ ॥

অনুবাদ—একাদশস্কন্ধে বলা হইয়াছে যে—ধন সম্পদ থাকিলে দীক্ষিত ব্যক্তি প্রত্যহ চন্দন, উশীর, কর্পূর, কুঙ্কুম ও অগুরুচন্দনাক্ত জল দ্বারা প্রভুকে স্নান করাইবেন ॥ ১০৮ ॥

অথ জলপরিমাণম্

ভবিষ্যে—

স্নানে পলশতং দেয়মভ্যঙ্গে পঞ্চবিংশতিঃ।
পলানাং দ্বে সহস্রে তু মহাস্নানং প্রকীর্ত্তিতম্ ॥১০৯॥

অনুবাদ—অনন্তর জলের পরিমাণ সম্বন্ধে ভবিষ্য পুরাণে বলা হইয়াছে—স্নানে একশত পল পরিমাণে জল দিতে হইবে। অভ্যঙ্গস্নানে পঁচিশ পল জল দিতে হইবে। দুই হাজার পল জল দিয়া স্নান করাইলে মহাস্নান হয় ॥ ১০৯ ॥

টীকা—দ্বে সহস্রে যদি দেয়ে, তদা মহাস্নানং প্রকীর্ত্তিতমিত্যর্থঃ। মহাস্নানে প্রকীর্ত্তিতে ইতি বা পাঠঃ ॥ ১০৯ ॥

অথ জলগ্রহণকালঃ

তত্র যাজ্ঞবল্ক্যঃ—

ন নক্তোদকপুষ্পাদ্যৈরর্চ্চনং স্নানমর্হতি ॥ ১১০ ॥

অনুবাদ—অতঃপর জল গ্রহণের কাল বিষয়ে শ্রীযাজ্ঞবল্ক্যের উক্তি—রাত্রিকালে আহৃত জল বা পুষ্পাদিদ্বারা স্নান কিংবা পূজা করা অনুচিত ॥১১০॥

বিষ্ণুঃ—

ন নক্তং গৃহীতোদকেন দৈবকর্ম্ম কুর্য্যাৎ ॥ ১১১ ॥

অনুবাদ—বিষ্ণুস্মৃতিতে—রাত্রিকালে আহৃত জল দ্বারা দৈব কার্য্য করিবে না ॥ ১১১ ॥

হারীতঃ—

রাত্রাবেতা আপো বরুণং প্রাবিশন্ত,
তস্মান্ন রাত্রৌ গৃহ্নীয়াৎ ॥ ১১২ ॥

অনুবাদ—হারীত বলিয়াছেন—রাত্রিতে এই সকল জল বরুণে প্রবেশ করে সুতরাং রাত্রিতে জল গ্রহণ করিবে না ॥ ১১২ ॥

অথ স্নপনমাহাত্ম্যম্

নারসিংহে—

নির্ম্মাল্যমপনীয়াথ তোয়েন স্নাপ্য কেশবম্।
নরসিংহাকৃতিং রাজন্ সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥১১৩॥
গোদানজং ফলং প্রাপ্য যানেনাম্বরশোভিনা।
নরসিংহপুরং প্রাপ্য মোদতে কালমক্ষয়ম্ ॥ ১১৪ ॥

অনুবাদ—অতঃপর স্নান করাইবার মাহাত্ম্য শ্রীনৃসিংহপুরাণে লিখিত আছে—হে রাজন্! নির্ম্মাল্য অপসারণ করিয়া নৃসিংহমূর্ত্তি শ্রীকেশবকে জলদ্বারা স্নান করাইলে সমুদায় পাপ হইতে বিমুক্ত হওয়া যায় এবং গোদানজনিত ফল প্রাপ্ত হইয়া মনোহর বিমানযোগে নরসিংহপুরে যাইয়া অনন্তকাল আনন্দানুভব করা যায় ॥ ১১৩-১১৪ ॥

কিঞ্চ—

স্নাপ্য তোয়েন ভক্ত্যা তু নরসিংহং নরাধিপ।
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তো বিষ্ণুলোকে মহীয়তে ॥ ১১৫ ॥
নরসিংহন্তু সংস্নাপ্য কর্পূরাগুরুবারিণা।
চন্দ্রলোকে স মোদিত্বা পশ্চাদ্বিষ্ণুপুরে বসেৎ ॥১১৬॥

অনুবাদ—আরও বর্ণিত হইয়াছে যে—ভক্তি-পূর্ব্বক জলদ্বারা শ্রীনৃসিংহদেবকে স্নান করাইলে সকল পাতক হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়া বিষ্ণু-ধামে সানন্দে বাস করা যায়। যিনি কর্পূর এবং অগুরু মিশ্রিত জলে নৃসিংহদেবকে স্নান করান, তিনি চন্দ্রলোকে আনন্দ ভোগ করিয়া পরে বিষ্ণুধামে বাসের অধিকার লাভ করেন ॥ ১১৫-১১৬

টীকা—স্নাপ্য স্নাপয়িত্বা ॥ ১১৫ ॥

কিঞ্চ—

কুশপুষ্পোদকেনাপি বিষ্ণুলোকমবাপ্নুয়াৎ।
রত্নোদকেন সাবিত্রং কৌবেরং হেমবারিণা ॥১১৭॥

অনুবাদ—আরও বলা হইয়াছে—কুশ এবং পুষ্প-মিশ্রিত জলদ্বারা স্নান করাইলে বিষ্ণুলোক লাভ হয়। রত্নযুক্ত জলদ্বারা স্নান করাইলে সূর্য্যলোকে এবং সুবর্ণযুক্ত জলদ্বারা স্নান করাইলে কুবের লোকে বাস হয় ॥ ১১৭ ॥

টীকা—জলবিশেষস্য ফলং লিখতি—কুশেতি, কুশপুষ্পযুক্তোদকেন ; যদ্বা, কুশাশ্চ পুষ্পাণি চ তদ্-যুক্তোদকেন, এবমগ্রেঽপি। শক্তৌ সত্যাং রত্নোদকা-দিনাপি স্নপনং বোদ্ধব্যম্ ॥ ১১৭ ॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে—

রত্নোদক-প্রদানেন শ্রিয়মাপ্নোত্যনুত্তমাম্।
বীজোদকপ্রদানেন ক্রিয়াসাফল্যমাপ্নুয়াৎ ॥ ১১৮ ॥
পুষ্পতোয়-প্রদানেন শ্রীমান্ ভবতি মানবঃ।
ফলতোয়প্রদানেন সফলাং বিন্দতে ক্রিয়াম্ ॥ ১১৯ ॥

অনুবাদ—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে বর্ণিত হইয়াছে—রত্নোদক প্রদানে অতি উত্তম সম্পত্তি লভ্য হয়। বীজমিশ্রিত জল প্রদান করিলে সাফল্য লাভ হয়। পুষ্পোদক অর্পণ করিলে মনুষ্য শ্রীমান হয়। ফল-মিশ্রিত জলে কার্য্য সফল হয় ॥ ১১৮-১১৯ ॥

হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে—

সুগন্ধিনা যস্তোয়েন স্নাপয়েজ্জলশায়িনম্।
ব্রহ্মলোকমবাপ্নোতি যাবদিন্দ্রাশ্চতুর্দ্দশ ॥ ১২০ ॥

অনুবাদ—হয়শীর্ষ পঞ্চরাত্রে বলা হইয়াছে—জলশায়ী শ্রীহরিকে যিনি সুগন্ধি জলদ্বারা স্নান করান, চতুর্দ্দশ ইন্দ্রপাত যাবৎ তিনি ব্রহ্মলোকে বাস করেন ॥ ১২০ ॥

গারুড়ে—

তুলসীমিশ্রতোয়েন স্নাপয়ন্তি জনার্দ্দনম্।
পূজয়ন্তি চ ভাবেন ধন্যাস্তে ভুবি মানবাঃ ॥ ১২১ ॥

অনুবাদ—গরুড়পুরাণে—তুলসীমিশ্রিত জলে জনার্দ্দনকে স্নান করাইয়া ভক্তিসহকারে পূজা করিলে মনুষ্যকুল ভূমণ্ডলে জীবনের সার্থকতা লাভ করেন ॥ ১২১ ॥

অগ্নিপুরাণে—

মহাস্নানেন গোবিন্দং সম্যক্ সংস্নাপ্য মানবঃ।
যং যং প্রার্থয়তে কামং তং তং প্রাপ্নোত্যসংশয়ঃ ॥

অনুবাদ—অগ্নিপুরাণে—গোবিন্দকে সুচারু-রূপে মহাস্নান করাইয়া মানুষেরা নিঃসন্দেহে মনোমত ফল পাইতে পারে ॥ ১২২ ॥

টীকা—সম্যক্ যথাবিধীত্যর্থঃ ॥ ১২২ ॥

পাদ্মে শ্রীপুলস্ত্যভগীরথসংবাদে—

স্নানমভ্যর্চ্চনং যস্তু কুরুতে কেশবে সদা।
তস্য পুণ্যস্য যা সংখ্যা নাস্তি সা জ্ঞানগোচরা ॥১২৩

অনুবাদ—পদ্মপুরাণে—পুলস্ত্য-ভগীরথ-সংবাদে বলা হইয়াছে—যিনি প্রত্যহ শ্রীহরিকে স্নান করাইয়া থাকেন ও তাঁহার পূজা করেন, পূজাকারীর পুণ্যের সংখ্যা জ্ঞানের অগোচর ॥ ১২৩ ॥

টীকা—কেশবে কেশবস্য স্নানরূপমভ্যর্চ্চনং যঃ কুরুতে ॥ ১২৩ ॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে—

স্নানার্থং দেবদেবস্য যস্তু গন্ধং প্রযচ্ছতি।
ভবন্তি বশগাস্তস্য নার্য্যঃ সর্ব্বত্র সর্ব্বদা ॥ ১২৪ ॥

পুষ্পদানাত্তথা লোকে ভবতীহ ফলান্বিতঃ।
দত্ত্বা মৃগমদস্নানং সর্ব্বান্ কামানবাপ্নুয়াৎ ॥১২৫॥

অনুবাদ—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে যথা—যে ব্যক্তি স্নানের নিমিত্ত দেবদেব শ্রীহরিকে গন্ধদ্রব্য দান করেন, সর্ব্বত্র সবসময় নারীগণ তাঁর বশীভূত থাকে। পুষ্পোদ্যানে ইহলোকে ফল প্রাপ্তি ও মৃগমদকস্তূরীমিশ্রিত জলদ্বারা স্নান করাইলে সমুদায় সকল কামনা পূর্ণ হয় ॥ ১২৪-১২৫ ॥

টীকা—জলসংস্কারার্থ-গন্ধাদি-সমর্পণ-মাহাত্ম্য-মপি স পনমাহাত্ম্যান্তর্গতমেবেত্যত্রৈব লিখতি—স্নানার্থমিত্যাদিনা ॥ ১২৪ ॥

সর্ব্বৌষধিপ্রদানেন বাজিমেধফলং লভেৎ।
দত্ত্বা জাতীফলং মুখ্যং সফলাং বিন্দতি ক্রিয়াম্ ॥১২৬

অনুবাদ—সর্ব্বৌষধি নিবেদনে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ এবং উৎকৃষ্ট জাতি ফল প্রদানে ক্রিয়া সফল হয় ॥ ১২৬ ॥

টীকা—ক্রিয়াং সর্ব্বোদ্যমমিত্যর্থঃ ॥ ১২৬ ॥

অথো সর্ব্বৌষধিঃ

মুরা মাংসী বচা কুষ্ঠং শৈলেয়ং রজনীদ্বয়ম্।
শঠী চম্পকমুস্তঞ্চ সর্ব্বৌষধিগণঃ স্মৃতঃ ॥ ১২৭ ॥

অনুবাদ—অনন্তর সর্ব্বৌষধি—মুরা, জটামাংসী, বচা, কুষ্ঠ অর্থাৎ কুড়, শৈলজ, হরিদ্রা, দারু হরিদ্রা ও শঠী চম্পক, মুস্তা অর্থাৎ মুথা এই দশপ্রকার দ্রব্যকে সর্ব্বৌষধি বলা হয় ॥ ১২৭ ॥

টীকা—মুরা ভোটেতি প্রসিদ্ধা, মাংসী জটামাংসী, শৈলেয়ং শৈলজ ইতি প্রসিদ্ধং, রজনীদ্বয়ং হরিদ্রা দারুহরিদ্রা চ ॥ ১২৭ ॥

গন্ধশ্চাগমে—

গন্ধশ্চন্দনকর্পূরকালাগুরুভিরীরিতঃ ॥ ১২৮ ॥

অনুবাদ—আগমে গন্ধের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে —চন্দন কর্পূর কৃষ্ণবর্ণ অগুরু এই ত্রিবিধ দ্রব্যকে গন্ধ বলে ॥ ১২৮ ॥

টীকা—চন্দনাদিভির্ভাগবিশেষেণ সাধিতো দ্রব্য-বিশেষো গন্ধ ইতীরিত ইত্যর্থঃ ॥ ১২৮ ॥

অথ শঙ্খমাহাত্ম্যম্

শ্রীব্রহ্মনারদ-সংবাদে—

শঙ্খস্থিতেন তোয়েন যঃ স্নাপয়তি কেশবম্।
কপিলাশতদানস্য ফলং প্রাপ্নোতি মানবঃ ॥ ১২৯ ॥
শঙ্খে তীর্থোদকং কৃত্বা যঃ স্নাপয়তি মাধবম্।
দ্বাদশ্যাং বিন্দুমাত্রেণ কুলানাং তারয়েচ্ছতম্ ॥১৩০॥

অনুবাদ—অনন্তর শঙ্খ মাহাত্ম্য স্কন্দপুরাণে শ্রীব্রহ্মা-নারদ-সংবাদে বর্ণিত হইয়াছে—শঙ্খস্থিত জলদ্বারা যিনি কেশবকে স্নান করান, তাঁহার একশত কামধেনু দানের ফল লাভ হয়। যিনি শঙ্খস্থিত তীর্থ-জলদ্বারা দ্বাদশীতে মাধবকে স্নান করান, তিনি প্রত্যেক জল বিন্দুদ্বারা শতকুল উদ্ধার করেন ॥১২৯-১৩০ ॥

টীকা—ততঃ শঙ্খেনাভিষেকং কুর্য্যাদিত্যানা প্রস্ত-তস্য শঙ্খস্য মাহাত্ম্যং লিখতি—শঙ্খেত্যাদিনা ॥ ১২৯॥

কপিলাক্ষীরমাদায় শঙ্খে কৃত্বা জনার্দ্দনম্।
যঃ স্নাপয়তি ধর্ম্মাত্মা যজ্ঞাযুতফলং লভেৎ ॥ ১৩১॥
অন্য-গোসম্ভবং ক্ষীরং শঙ্খে কৃত্বা তু নারদ।
যঃ স্নাপয়তি দেবেশং রাজসূয়ফলং লভেৎ ॥১৩২॥
শঙ্খে কৃত্বা চ পানীয়ং সাক্ষতং কুসুমান্বিতম্।
স্নাপয়েদ্দেবদেবেশং হন্যাৎ পাপং চিরার্জ্জিতম্ ॥১৩৩
সাক্ষতং কুসুমোপেতং শঙ্খে তোয়ং সচন্দনম্।
যঃ কৃত্বা স্নাপয়েদ্দেবং মম লোকে বসেচ্চিরম্ ॥১৩৪

অনুবাদ—যে ধর্ম্মনিষ্ঠ শঙ্খে করিয়া কপিলা গাভীর দুগ্ধদ্বারা জনার্দ্দনকে স্নান করান, তিনি দশ হাজার যজ্ঞের ফল লাভ করেন। হে নারদ! শঙ্খে অন্য গোদুগ্ধ লইয়া শ্রীহরিকে স্নান করাইলে রাজসূয় যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হয়। আতপ চাউল ও পুষ্প মিশ্রিত জল শঙ্খে লইয়া বিষ্ণুকে স্নান করাইলে অনেক জন্মের অর্জ্জিত পাপ বিনষ্ট হয়। যে ব্যক্তি শঙ্খস্থিত আতপ চাউল, পুষ্প, চন্দনমিশ্রিত জলে শ্রীহরিকে স্নান করান, সেই ব্যক্তি আমার লোকে অনন্তকাল বাস করেন ॥১৩৩-৩৪

ক্ষিপ্ত্বা গন্ধোদকং শঙ্খে যঃ স্নাপয়তি কেশবম্।
নমো নারায়ণায়েতি মুচ্যতে যোনিসঙ্কটাৎ ॥ ১৩৫॥
নাদ্যং তড়াগজং বারি বাপীকূপহ্রদাদিজম্।
গাঙ্গেয়ঞ্চ ভবেৎ সর্ব্বং কৃতং শঙ্খে কলিপ্রিয় ॥১৩৬॥
ত্রৈলোক্যে যানি তীর্থানি বাসুদেবস্য চাজ্ঞয়া।
শঙ্খে তিষ্ঠন্তি বিপ্রেন্দ্র তস্মাৎ শঙ্খং সদার্চ্চয়েৎ ॥১৩৭

অনুবাদ—যিনি শঙ্খস্থিত গন্ধোদকে 'নমো নারায়ণায়' এই মন্ত্র বলিয়া শ্রীবিষ্ণুকে স্নান করান তিনি জন্ম বিপত্তি হইতে মুক্ত হন। হে নারদ! নদীর জল, বাপীর জল, কূপের জল হ্রদাদির জল শঙ্খে রাখিলে তাহা গঙ্গা জলের সমান হয়। হে বিপ্রশ্রেষ্ঠ! ভগবানের আজ্ঞায় ত্রিভুবনে যত তীর্থ বিদ্যমান, সমস্ত তীর্থই শঙ্খে বাস করেন, তাই নিত্য শঙ্খের পূজা করা কর্ত্তব্য ॥ ১৩৫-১৩৭॥

———

শঙ্খে কৃত্বা তু পানীয়ং সপুষ্পং সতিলাক্ষতম্।
অর্ঘ্যং দদাতি দেবস্য সসাগরধরাফলম্ ॥ ১৩৮ ॥

অনুবাদ—পুষ্প, তিল ও আতপ চাউল শঙ্খ মধ্যে লইয়া যিনি শ্রীহরিকে অর্ঘ্য অর্পণ করেন, তিনি সসাগরা ধরা দানের ফল লাভ করেন ॥ ১৩৮ ॥

টীকা—সসাগরধরাদানস্য ফলং তস্য ভবতীতি শেষঃ ॥ ১৩৮ ॥

———

অর্ঘ্যং দত্ত্বা তু শঙ্খেন যঃ করোতি প্রদক্ষিণম্।
প্রদক্ষিণীকৃতা তেন সপ্তদ্বীপা বসুন্ধরা ॥ ১৩৯ ॥
দর্শনেনাপি শঙ্খস্য কিং পুনঃ স্পর্শনে কৃতে।
বিলয়ং যান্তি পাপানি হিমং সূর্য্যোদয়ে যথা ॥১৪০॥

অনুবাদ—শঙ্খের দ্বারা অর্ঘ্যদান করিয়া যিনি প্রদক্ষিণ করেন, তাঁহার সপ্তদ্বীপা পৃথিবী প্রদক্ষিণ করার ফল প্রাপ্তি হয়। সূর্য্যোদয়ে যেমন হিম- সমূহ নষ্ট হয় সেইরূপ শঙ্খ দর্শন করিলে পাপসকল বিনষ্ট হয়। স্পর্শ করিলে যে কি হয় তাহা আর কি বলিব? ॥ ১৩৯-১৪০ ॥

———

নিত্যে নৈমিত্তিকে কাম্যে স্নানার্চ্চনবিলেপনে।
শঙ্খমুদ্বহতে যস্তু শ্বেতদ্বীপে বসেচ্চিরম্ ॥ ১৪১ ॥

অনুবাদ—যিনি নিত্য-নৈমিত্তিক ও কাম্য-কর্ম্মে অথবা স্নান, পূজা ও বিলেপন কার্য্যে সতত শঙ্খ ব্যবহার করেন, তিনি বহুকাল পর্য্যন্ত শ্বেতদ্বীপে বাস করিতে পারেন ॥ ১৪১ ॥

———

নত্বা শঙ্খং করে ধৃত্বা মন্ত্রেণানেন বৈষ্ণবঃ।
যঃ স্নাপয়তি গোবিন্দং তস্য পুণ্যমনন্তকম্ ॥১৪২॥

অনুবাদ—নমস্কার করিয়া হস্তে শঙ্খ লইয়া যে বৈষ্ণব এই মন্ত্র উচ্চারণ সহকারে বিষ্ণুকে স্নান করান, তাঁহার পুণ্যের সীমা নাই ॥ ১৪২ ॥

———

মন্ত্রঃ

ত্বং পুরা সাগরোৎপন্নো বিষ্ণুনা বিধৃতঃ করে।
মানিতঃ সর্ব্বদেবৈশ্চ পাঞ্চজন্য নমোঽস্তু তে ॥১৪৩॥
তব নাদেন জীমূতা বিত্রস্যন্তি সুরাসুরাঃ।
শশাঙ্কাযুতদীপ্তাভ পাঞ্চজন্য নমোঽস্তু তে ॥ ১৪৪ ॥
গর্ভা দেবারিনারীণাং বিলীয়ন্তে সহস্রধা।
তব নাদেন পাতালে পাঞ্চজন্য নমোঽস্তু তে ॥১৪৫॥

অনুবাদ—এক্ষণে মন্ত্র বলা হইতেছে—হে পাঞ্চজন্য! তুমি পূর্ব্বে সাগর হইতে উত্থিত হইয়াছিলে, বিষ্ণু তোমাকে শ্রীহস্তে ধারণ করিয়াছেন, দেবতারা তোমাকে সম্মান করেন, তোমাকে নমস্কার। হে পাঞ্চজন্য তোমার শব্দে মেঘ, দেবতা ও অসুর সকলের ভয় হয়, তোমার দীপ্তি দশ হাজার চন্দ্রের দীপ্তি সদৃশ, তোমাকে প্রণাম। হে পাঞ্চজন্য! তোমার ধ্বনিতে পাতালে হাজার হাজার দৈত্যনারীর গর্ভপাত হয়, তোমাকে নমস্কার ॥ ১৪৩-১৪৫ ॥

———

বারাহে চ—
দক্ষিণাবর্ত্তশঙ্খেন তিলমিশ্রোদকেন চ।
উদকে নাভিমাত্রে তু যঃ কুর্য্যাদভিষেচনম্ ॥ ১৪৬ ॥
প্রাক্ স্রোতসি চ নদ্যাং বৈ নরস্ত্বেকাগ্রমানসঃ।
যাবজ্জীবকৃতং পাপং তৎক্ষণাদেব নশ্যতি ॥ ১৪৭ ॥
দক্ষিণাবর্ত্তশঙ্খেন পাত্রে ঔড়ুম্বরে স্থিতম্।
উদকং যঃ প্রতীচ্ছেত শিরসা কৃষ্ণমানসঃ।
তস্য জন্মকৃতং পাপং তৎক্ষণাদেব নশ্যতি ॥১৪৮॥

অনুবাদ—বরাহ পুরাণেও লিখিত আছে—যে ব্যক্তি নদীর স্রোতে পূর্ব্বমুখে নাভিমাত্র জলে দাঁড়াইয়া দক্ষিণাবর্ত্ত শঙ্খমধ্যে তিলসহ জল লইয়া একান্তমনে স্নান করেন, তাঁহার আজন্মকৃত পাপ তখনই ধ্বংস হয়। যিনি কৃষ্ণগতমনে তাম্রপাত্রস্থিত জল শঙ্খে লইয়া মস্তকে অভিষেক করেন, তাঁহার আজন্মকৃত পাপ তৎক্ষণাৎ ধ্বংস হয় ॥ ১৪৬-১৪৮ ॥

টীকা—প্রসঙ্গাদ্দক্ষিণাবর্ত্তশঙ্খমাহাত্ম্যমপি সামান্যেন লিখতি—দক্ষিণেতি সার্দ্ধত্রয়েণ। অভিষেচনং ভগবতঃ স্বস্যাপি বা ॥ ১৪৬ ॥

———

আগমে—

বৃহত্ত্বং স্নিগ্ধতাঽচ্ছত্বং শঙ্খস্যেতি গুণত্রয়ম্ ॥ ১৪৯ ॥
আবর্ত্তভঙ্গদোষস্তু হেমযোগান্ন জায়তে।
নালিকায়াং স্বভাবেন যদি ছিদ্রং ভবেন্ন হি ॥
ইতি ॥ ১৫০ ॥

অনুবাদ—আগমে বর্ণিত হইয়াছে—বৃহত্ব, স্নিগ্ধতা ও স্বচ্ছত্ব—শঙ্খের এই তিন প্রকার গুণ। যদি নালিকাতে স্বভাবজ ছিদ্র না থাকে, তাহা হইলে সুবর্ণযুক্ত থাকিলে আবর্ত্ত ভঙ্গ প্রভৃতি অন্য কোন দোষ হয় না ॥ ১৪৯-১৫০ ॥

———

ঘণ্টাবাদ্যঞ্চ নিতরাং স্নানকালে প্রশস্যতে।
যতো ভগবতো বিষ্ণোস্তৎ সদা পরমং প্রিয়ম্ ॥১৫১

অনুবাদ—স্নানেরসময়ে ঘণ্টাবাদ্যের নিতান্ত প্রয়োজন। কারণ ঐ বাদ্য কেশব সর্ব্বদাই পছন্দ করেন ॥ ১৫১ ॥

———

নারদপঞ্চরাত্রে—

আবাহনার্ঘ্যে ধূপে চ পুষ্পনৈবেদ্যযোজনে।
নিত্যমেতাং প্রযুঞ্জীত তন্মন্ত্রেণাভিমন্ত্রিতাম্ ॥ ১৫২ ॥

অনুবাদ—নারদ পঞ্চরাত্রে বলা হইয়াছে—আবাহনে, অর্ঘ্যে, ধূপে, পুষ্পে ও নৈবেদ্য অর্পণে ঘণ্টাবাদ্যের এই মন্ত্র উচ্চারণ করতঃ সর্ব্বদা ঘণ্টা বাজাইতে হইবে ॥ ১৫২ ॥

টীকা—তৎ ঘণ্টাবাদ্যম্ ॥ ১৫২ ॥

———

তন্মন্ত্রঃ

জয়ধ্বনিং ততো মন্ত্রমাতঃ স্বাহেত্যুদীর্য্য চ।
অভ্যর্চ্চ্য বাদয়ন্ ঘণ্টাং ধূপং নীচৈঃ প্রদাপয়েৎ ॥১৫৩
পূজাকালং বিনান্যত্র স্থিতং নাস্যাঃ প্রচালনম্।
ন তয়া চ বিনা কুর্য্যাৎ পূজনং সিদ্ধিলালসঃ ॥ ১৫৪

অনুবাদ—এখন ঘণ্টার মন্ত্র বলা হইতেছে—"জয়ধ্বনি মন্ত্রমাতঃ স্বাহা" এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া অর্চ্চন করতঃ ঘণ্টা বাজাইতে বাজাইতে ধীরে ধীরে ধূপ অর্পণ করিতে হইবে। পূজার সময় ছাড়া অন্য সময় ঘণ্টা বাজান শুভ সূচক নহে। সিদ্ধিকামী ঘণ্টাবাদ্য ছাড়া পূজা করিবেন না ॥ ১৫৩-১৫৪ ॥

———

অথ ঘণ্টামাহাত্ম্যম্

উক্তঞ্চ স্কান্দে শ্রীব্রহ্মনারদসংবাদে—

স্নানার্চ্চনক্রিয়াকালে ঘণ্টানাদং করোতি যঃ।
পুরতো বাসুদেবস্য তস্য পুণ্যফলং শৃণু ॥ ১৫৫ ॥

অনুবাদ—অনন্তর ঘণ্টার মাহাত্ম্য স্কন্দপুরাণে ব্রহ্ম-নারদ-সংবাদে বর্ণিত হইয়াছে—স্নান ও অর্চ্চনা করিবার সময় যিনি বাসুদেবের সম্মুখে ঘণ্টা বাজান, তাঁহার পুণ্য ফল শোন ॥ ১৫৫ ॥

———

বর্ষকোটিসহস্রাণি বর্ষকোটিশতানি চ।
বসতে দেবলোকে তু অপ্সরোগণসেবিতঃ ॥ ১৫৬ ॥
সর্ব্ববাদ্যময়ী ঘণ্টা কেশবস্য সদা প্রিয়া।
বাদনাল্লভতে পুণ্যং যজ্ঞকোটিসমুদ্ভবম্ ॥ ১৫৭ ॥
বাদিত্রনিনদৈস্তূর্য্যগীতমঙ্গলনিস্বনৈঃ।
যঃ স্নাপয়তি গোবিন্দং জীবন্মুক্তো ভবেদ্ধি সঃ ॥১৫৮

অনুবাদ—ঘণ্টাবাদনকারী সহস্র কোটি বৎসর ও শতকোটি বৎসর স্বর্গে অপ্সরাগণকর্ত্তৃক সেবিত হইয়া বাস করেন। ঘণ্টা সর্ব্ববাদ্যময়ী, ঘণ্টা

সর্ব্বদা কেশবপ্রিয়া। ঘণ্টাবাজাইলে কোটি যজ্ঞ অনুষ্ঠানের সমান পুণ্য লাভ হয়। যিনি বাজনার শব্দ, তুর্য্যধ্বনি, সঙ্গীত ও মঙ্গলধ্বনি সহকারে হরিকে স্নান করান তিনি নিঃসন্দেহে জীবন্মুক্ত হন ॥ ১৫৬-১৫৮ ॥

বাদিত্রাণামভাবে তু পূজাকালে হি সর্ব্বদা।
ঘণ্টাশব্দো নরৈঃ কার্য্যঃ সর্ব্ববাদ্যময়ী যতঃ ॥১৫৯
সর্ব্ববাদ্যময়ী ঘণ্টা দেবদেবস্য বল্লভা।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন ঘণ্টানাদং তু কারয়েৎ ॥১৬০॥
মন্বন্তরসহস্রাণি মন্বন্তরশতানি চ।
ঘণ্টানাদেন দেবেশঃ প্রীতো ভবতি কেশবঃ ॥১৬১॥

অনুবাদ—যদি বাদ্যযন্ত্রের অভাব হয়, তাহা হইলে পূজাকালে ঘণ্টাবাজাইলেই সর্ব্বসিদ্ধি হইবে, কারণ ঘণ্টা সর্ব্ববাদ্যময়ী। ঘণ্টা শ্রীহরির অত্যন্ত প্রিয়া। এই জন্য যত্নসহকারে ঘণ্টাবাদ্য করা উচিত। ঘণ্টার শব্দে দেবেশ্বর কেশব শতমন্বন্তর ও সহস্র মন্বন্তর পর্য্যন্ত প্রীত হইয়া থাকেন ॥ ১৫৯-১৬১ ॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে শ্রীভগবৎ-প্রহলাদ-সংবাদে—

শৃণু দৈত্যেন্দ্র বক্ষ্যামি ঘণ্টামাহাত্ম্যমুত্তমম্।
প্রহলাদ ত্বৎসমো নাস্তি মদ্ভক্তো ভুবনত্রয়ে ॥১৬২॥
মম নামাঙ্কিতা ঘণ্টা পুরতো মম তিষ্ঠতি।
অর্চ্চিতা বৈষ্ণবগৃহে তত্র মাং বিদ্ধি দৈত্যজ ॥১৬৩॥
বৈনতেয়াঙ্কিতাং ঘণ্টাং সুদর্শনযুতাং যদি।
মমাগ্রে স্থাপয়েদ্‌যস্তু দেহে তস্য বসাম্যহম্ ॥১৬৪॥

অনুবাদ—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে শ্রীভগবৎ-প্রহলাদ সংবাদে উক্ত হইয়াছে—হে দৈত্যশ্রেষ্ঠ! ঘণ্টার উত্তম মাহাত্ম্য কথা শোন। হে প্রহলাদ! ত্রিভুবনে তোমার মত ভক্ত আর নাই। হে দৈত্যনন্দন! বৈষ্ণবগৃহে আমার সম্মুখে রক্ষিত আমার নামাঙ্কিত ঘণ্টার পূজা হইলে আমি নিজে সেখানে উপস্থিত থাকি জানিবে। যদি ঘণ্টায় গরুড়চিহ্ন কিংবা সুদর্শন চিহ্ন থাকে তাহা হইলে যে ব্যক্তি সেই ঘণ্টা আমার সম্মুখে রাখে, আমি তার দেহে বাস করি ॥ ১৬২-১৬৪ ॥

টীকা—তস্য দেহে বসামি, প্রকটতিষ্ঠামীত্যর্থঃ; অতো মদধিষ্ঠানবৎ সোঽপি পূজ্য ইতি ভাবঃ ॥১৬৪॥

যস্তু বাদয়তে ঘণ্টাং বৈনতেয়েন চিহ্নিতাম্।
ধূপে নীরাজনে স্নানে পূজাকালে বিলেপনে ॥ ১৬৫ ॥
মমাগ্রে প্রত্যহং বৎস প্রত্যেকং লভতে ফলম্।
মখাযুতং গোঽযুতঞ্চ চান্দ্রায়ণশতোদ্ভবম্ ॥ ১৬৬ ॥
বিধিবাহ্যকৃতা পূজা সফলা জায়তে নৃণাম্।
ঘণ্টানাদেন তুষ্টোঽহং প্রযচ্ছামি স্বকং পদম্ ॥১৬৭

অনুবাদ—হে বৎস! প্রত্যহ ধূপ, নীরাজন, স্নান, পূজা ও বিলেপনকালে যিনি আমার সম্মুখে গরুড়চিহ্নিত ঘণ্টা বাজান, তিনি প্রতিকার্য্যে দশ-হাজার যজ্ঞের দশহাজার গোদানের ও একশত চান্দ্রায়ণব্রতের ফল লাভ করেন। যে কোন পূজাতেই ঘণ্টাবাজাইলে তাহা সফল হয়, আমি ঘণ্টাবাদ্যে তুষ্ট হইয়া নিজধাম প্রদান করি ॥ ১৬৫-১৬৭ ॥

টীকা—গোঽযুতং গবাযুতং গবাময়ুতস্য দানজং ফলমিত্যর্থঃ ॥ ১৬৬ ॥

টীকা—অধনো দরিদ্রঃ যথা লক্ষ্মীং ধনসম্পত্তিং প্রাপ্য প্রীতিং করোতি, তদ্বৎ ॥ ১৬৭ ॥

নাগারি-চিহ্নিতা ঘণ্টা রথাঙ্গেন সমন্বিতা।
বাদনাৎ কুরুতে নাশং জন্ম-মৃত্যুভয়স্য চ ॥ ১৬৮॥

অনুবাদ—চক্র চিহ্নযুক্ত ও গরুড়চিহ্নিত ঘণ্টা বাজাইলে জন্ম-মৃত্যুর ভয় নাশ প্রাপ্ত হয় ॥ ১৬৮ ॥

গরুড়েনাঙ্কিতাং ঘণ্টাং দৃষ্ট্বাহং প্রত্যহং সদা।
প্রীতিং করোতি দৈতেন্দ্র লক্ষ্মীং প্রাপ্য যথাঽধনঃ ॥
দৃষ্ট্বামৃতং যথা দেবাঃ প্রীতিং কুর্ব্বন্ত্যহর্নিশম্।
সুপর্ণে চ তথা প্রীতিং ঘণ্টাশিখরসংস্থিতে ॥ ১৭০ ॥
স্বকরণে প্রকুর্ব্বন্তি ঘণ্টানাদং স্বভক্তিতঃ।
মদীয়ার্চ্চনকালে তু ফলং কোট্যৈন্দবং কলৌ ॥১৭১॥

অনুবাদ—হে দৈত্যেন্দ্র! দরিদ্রব্যক্তির সম্পত্তি-প্রাপ্তি জন্য সন্তুষ্টির ন্যায় গরুড়চিহ্নিত ঘণ্টা দর্শনে

আমি সন্তুষ্ট হই। যে প্রকার সুধাদর্শন করিলে দেবগণ দিবারাত্র প্রীতি প্রকাশ করেন, সেইপ্রকার ঘণ্টার উপরিভাগে গরুড়মূর্ত্তি দেখিলেও আমি প্রীত হই ॥ কলিযুগে আমার পূজার সময় ভক্তি সহকারে নিজ হস্তে ঘণ্টা বাজাইলে কোটি চন্দ্রায়ণের ফল লাভ হয় ॥ ১৬৯-১৭১ ॥

টীকা—ঘণ্টায়াঃ শিখরমগ্রং, তত্র সম্যক্ স্থিতে সতি ; প্রীতিং করোমীতি শেষঃ। প্রীয়ে ইতি বা পাঠঃ। সুপর্ণেমীতি পাঠে এমি প্রাপ্নোমি। পুনঃ সন্ধিরার্ষঃ ॥ ১৭০ ॥

টীকা—ঐন্দ্রবং চান্দ্রায়ণং, তৎ কোটিসমুদ্ভবং ফলমিত্যর্থঃ। দীনারকোটিজমিতি পাঠে দীনারং সুবর্ণমুদ্রাবিশেষঃ, তৎকোটিদানজম্ ॥ ১৭১ ॥

অন্যত্র চ—

ঘণ্টাদণ্ডস্য শিখরে সচক্রং স্থাপয়েত্তু যঃ।
গরুড়ং বৈ প্রিয়ং বিষ্ণোঃ স্থাপিতং ভুবনত্রয়ম্ ॥১৭২
সচক্রঘণ্টানাদন্তু মৃত্যুকালে শৃণোতি যঃ।
পাপকোটিযুতস্যাপি নশ্যন্তি যমকিঙ্করাঃ ॥ ১৭৩ ॥

অনুবাদ—অন্যত্রও বর্ণিত হইয়াছে যে—ঘণ্টা-দণ্ডের শিরোভাগে যিনি বিষ্ণুর প্রিয় চক্র ও গরুড় স্থাপন করেন, তিনি ত্রিভুবনকে স্থাপিত করিলেন। মরণকালে যিনি চক্রচিহ্নিত ঘণ্টার ধ্বনি শ্রবণ করেন, কোটি পাপে পাতকী হইলেও যমদূতগণ তাঁহার নিকট না আসিয়া পলায়ন করে ॥ ১৭২-১৭৩ ॥

টীকা—নশ্যন্তি অদৃশ্যা ভবন্তি, পলায়ন্ত ইত্যর্থঃ ॥ ১৭৩ ॥

সর্ব্বে দোষাঃ প্রলীয়ন্তে ঘণ্টানাদে কৃতে হরৌ।
দেবতানাং মুনীন্দ্রাণাং পিতৃণামুৎসবো ভবেৎ ॥১৭৪
অভাবে বৈনতেয়স্য চক্রস্যাপি ন সংশয়ঃ।
ঘণ্টানাদেন ভক্তানাং প্রসাদং কুরুতে হরিঃ ॥১৭৫॥

অনুবাদ—শ্রীহরিপূজায় ঘণ্টা-শব্দে দোষ সকল বিনষ্ট হয় এবং দেবতা, মুনীন্দ্র ও পিতৃগণ আনন্দ লাভ করেন। গরুড় চিহ্নিত ও চক্র চিহ্নিত ঘণ্টার অভাবে অন্য ঘণ্টা বাজাইলে প্রভু ভক্তের প্রতি প্রসন্ন হন। ইহাতে সন্দেহ নাই ॥ ১৭৪ ১৭৫ ॥

গৃহে যস্মিন্ ভবেন্নিত্যং ঘণ্টা নাগারিসংযুতা।
ন সর্পাণাং ভয়ং তত্র নাগ্নিবিদ্যুৎসমুদ্ভবম্ ॥ ১৭৬ ॥
যস্য ঘণ্টা গৃহে নাস্তি শঙ্খশ্চ পুরতো হরেঃ।
কথং ভাগবতং নাম গীয়তে তস্য দেহিনঃ ॥
ইতি ॥ ১৭৭ ॥

অনুবাদ—গরুড়চিহ্নিত ঘণ্টা গৃহে থাকিলে সর্পভয় থাকে না এবং অগ্নি বা বিদ্যুতের ভয় নষ্ট হয়। যাঁহার গৃহে শ্রীহরির সম্মুখে শঙ্খ ও ঘণ্টা নাই, তাঁহাকে কোন প্রকারেই ভগবদ্ভক্ত বলিয়া কীর্ত্তন করা যায় না ॥ ১৭৬-১৭৭ ॥

অতো ভগবতঃ প্রীত্যৈ ঘণ্টা শ্রীগরুড়ান্বিতা।
সংগৃহ্যা বৈষ্ণবৈর্যত্নাচ্চক্রেণোপরিমণ্ডিতা ॥ ১৭৮ ॥
স্নানে শঙ্খাদিবাদ্যন্তু নামসংকীর্ত্তনং হরেঃ।
গীতং নৃত্যং পুরাণাদি-পঠনঞ্চ প্রশস্যতে ॥ ১৭৯ ॥

অনুবাদ—অতএব বৈষ্ণবগণ ভগবানের প্রীতির নিমিত্ত গরুড় ও চক্র চিহ্নিত ঘণ্টা লইবেন। শ্রীহরির স্নানের সময় শঙ্খাদি বাদ্য, নামসংকীর্ত্তন, গীত, নৃত্য ও পুরাণাদি পাঠ এই সকলের বিশেষ প্রশংসা করা যাইতেছে ॥ ১৭৮-১৭৯ ॥

অথ স্নানে বাদ্যাদিমাহাত্ম্যম্

স্কন্দপুরাণে—

স্নানকালে তু কৃষ্ণস্য শঙ্খাদীনান্তু বাদনম্।
কুরুতে ব্রহ্মলোকে তু বসতে ব্রহ্মবাদরম্ ॥ ১৮০ ॥

অনুবাদ—অতঃপর স্নানকালীন বাদ্যাদি মাহাত্ম্য সম্বন্ধে স্কন্দপুরাণে যথা—যিনি শ্রীকৃষ্ণের স্নান সময়ে শঙ্খাদি বাদ্য করেন, তিনি এককল্প কাল ব্রহ্মপুরে বাস করেন ॥ ১৮০ ॥

স্নানকালে তু সংপ্রাপ্তে কৃষ্ণস্যাগ্রে তু নর্ত্তনম্।
গীতঞ্চৈব পুনাত্যত্র ঋচোক্তং বদনেন হি ॥ ১৮১ ॥

অনুবাদ—ঋক্ বেদ নিজে প্রকাশ করিয়াছেন যে—স্নানকালে শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে নৃত্য ও গীত সকলকে পবিত্র করে ॥ ১৮১ ॥

টীকা—পুনাতীতি নর্ত্তনাদিকর্ত্তৄন্ ; ঋচোক্তং বদনেন হীতি ঋগ্বেদেন স্বমুখেন সাক্ষাদয়মর্থঃ সাধিত ইত্যর্থঃ। যদ্বা, অত্র পাবনে যৎ ফলং, তদৃচৈবোক্তং নান্যস্য বদনে প্রভবতীত্যর্থঃ ॥ ১৮১ ॥

———

তত্রৈব শ্রীব্রহ্মনারদ-সংবাদে—

মৃদঙ্গবাদ্যেন যুতং পণবেন সমন্বিতম্ ।
অর্চ্চনং বাসুদেবস্য সনৃত্যং মোক্ষদং নৃণাম্ ॥১৮২॥

অনুবাদ—ব্রহ্ম-নারদ-সংবাদে বর্ণিত হইয়াছে যে—মৃদঙ্গ ও পণববাদ্যসহকারে নৃত্য করিয়া বাসুদেবের অর্চ্চন করিলে সেই অর্চ্চনা মনুষ্যগণের মুক্তিদায়িনীস্বরূপ ॥ ১৮২ ॥

———

গীতং বাদ্যঞ্চ নৃত্যঞ্চ তথা পুস্তকবাচনম্ ।
পূজাকালে তু কৃষ্ণস্য সর্ব্বদা কেশবপ্রিয়ম্ ॥ ১৮৩ ॥
নৃত্যবাদ্যাদ্যভাবে তু কুর্য্যাৎ পুস্তকবাচনম্ ।
পূজাকালে ত্বিদং পুত্র সর্ব্বদা প্রীতিদায়কম্ ॥১৮৪॥
পুস্তকস্যাপ্যভাবে তু বিষ্ণুনামসহস্রকম্ ।
স্তবরাজং মুনিশ্রেষ্ঠ গজেন্দ্রস্য চ মোক্ষণম্ ॥ ১৮৫ ॥
পূজাকালে তু দেবস্য গীতাস্তোত্রমনুস্মৃতিঃ ।
পঞ্চস্তবা মহাভাগ মহাপ্রীতিকরা হরেঃ ॥ ১৮৬ ॥
বিহায় গীতবাদ্যানি পূজাকালে সদা হরেঃ ।
পঠনীয়ং মহাভক্ত্যা বিষ্ণোর্নামসহস্রকম্ ॥ ১৮৭ ॥

অনুবাদ—শ্রীকৃষ্ণের পূজাকালে গীত, বাদ্য, নৃত্য, পুস্তকবাচন সর্ব্বদা তাঁহার প্রীতিকর। নৃত্য ও বাদ্যের অভাবে পুস্তকবাচন করিবে। হে বৎস। পূজার সময়ে ইহা সর্ব্বদা প্রীতিকর হয়। শ্রীকৃষ্ণের পূজার সময় পুস্তকের অভাব হইলে বিষ্ণুসহস্রনাম, স্তবরাজ, গজেন্দ্রমোক্ষণ, গীতাস্তোত্র ও অনুস্মৃতি এই পাঁচটি স্তব প্রভুর অতিশয় প্রীতিকর। শ্রীহরির পূজাকালে গীতবাদ্য বর্জ্জন করিয়া মহতী ভক্তিসহকারে সর্ব্বদা শ্রীবিষ্ণুসহস্র নাম পাঠ করিবে॥ ১৮৩-১৮৭ ॥

টীকা—অর্চ্চনমিত্যনেন পূজাকালে, ত্বিত্যাদিনা চ যদ্যপি পূজায়াং সর্ব্বোপচারেষু সর্ব্বদৈব বাদ্যাদিকং বিহিতং, তথাপ্যত্র মুখ্যোপচারে স্নানে স্নানকালে ত্বিদ্যাদিবচনসঙ্গত্যা প্রাগ্বল্লিখিতং ; এবমগ্রেঽপি ॥ ১৮২-১৮৪ ॥

———

দ্বারকামাহাত্ম্যে—

স্নানকালে তু কৃষ্ণস্য জয়শব্দং করোতি যঃ ।
করতাড়নসংযুক্তং গীতং নৃত্যং প্রকুর্ব্বতে ॥ ১৮৮ ॥
উন্মত্তচেষ্টাং কুর্ব্বাণো হসন্ জল্পন্ যথেচ্ছয়া ।
নোত্তানশায়ী ভবতি মাতুরঙ্কে নরেশ্বর ॥ ১৮৯ ॥

অনুবাদ—দ্বারকামাহাত্ম্যে বর্ণিত আছে—যিনি শ্রীকৃষ্ণের স্নানকালে জয় শব্দ উচ্চারণ করেন, করতালি দিয়া গীত ও নৃত্য করেন এবং উন্মত্তের মত চেষ্টা প্রকাশ করিয়া যথেচ্ছ হাসেন ও কথা বলেন, হে রাজন্ তাঁহাকে আর মাতৃক্রোড়ে উত্তানশায়ী হইতে হয় না অর্থাৎ তিনি মুক্তি লাভ করেন ॥১৮৮-১৮৯॥

টীকা—মাতুরঙ্কে উত্তানশায়ী ন ভবতি, মুক্তো ভবতীত্যর্থঃ ॥ ১৮৯ ॥

———

অথ সহস্রনামমাহাত্ম্যম্

তত্রৈব—

স্নানকালে তু দেবস্য পঠেন্নামসহস্রকম্ ।
প্রত্যক্ষরং লভেৎ পুণ্যং কপিলাগোশতোদ্ভবম্ ॥১৯০॥

অনুবাদ—অতঃপর সহস্রনাম মাহাত্ম্য দ্বারকা মাহাত্ম্যেই বলা হইয়াছে—শ্রীকৃষ্ণের স্নানকালে সহস্রনাম পাঠের প্রতি অক্ষরে শত কপিলাধেনু-দানের ফল লাভ হয় ॥ ১৯০ ॥

———

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে—

কৃত্বা নামসহস্রেণ স্তুতিং তস্য মহাত্মনঃ ।
বিয়োগমাপ্নোতি নরঃ সর্ব্বানর্থৈর্ন সংশয়ঃ ॥ ১৯১ ॥

অনুবাদ—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে বলা হইয়াছে—যে ব্যক্তি সহস্রনাম দ্বারা সেই মহাত্মার স্তুতি করেন,

তিনি সর্ব্বপ্রকার অনর্থ হইতে উদ্ধার পান ইহাতে সন্দেহ নাই ॥ ১৯১ ॥

স্কান্দে শ্রীব্রহ্মনারদসংবাদে—

বিষ্ণোর্নামসহস্রন্তু পূজাকালে পঠন্তি যে।
বেদানাঞ্চৈব পুণ্যানাং ফলমাপ্নোতি মানবঃ॥ ১৯২॥

অনুবাদ—স্কন্দপুরাণে ব্রহ্ম-নারদ সংবাদে বর্ণিত হইয়াছে—যে ব্যক্তি অর্চ্চনকালে বিষ্ণুর সহস্র নাম পাঠ করেন, তিনি সকল বেদপাঠের পুণ্য ফল লাভ করেন ॥ ১৯২ ॥

শ্লোকেনৈকেন দেবর্ষে সহস্রনামকস্য যৎ।
পঠিতেন ফলং প্রোক্তং ন তৎ ক্রতুশতৈরপি ॥১৯৩॥

অনুবাদ—হে দেবর্ষে! সহস্র নামের এক শ্লোক পাঠ করিলে যে ফল হয়, কথিত আছে শত যজ্ঞানুষ্ঠানেও সে ফল হয় না ॥ ১৯৩ ॥

মন্ত্রহীনং ক্রীয়াহীনং যৎ কৃতং পূজনং হরেঃ।
পরিপূর্ণং ভবেৎ সর্ব্বং সহস্রনামকীর্ত্তনাৎ ॥ ১৯৪ ॥

অনুবাদ—মন্ত্রহীন বা ক্রিয়াহীন হরিপূজা সহস্রনাম কীর্ত্তনের দ্বারা সফল হয় ॥ ১৯৪ ॥

কিঞ্চ—

জ্ঞানাজ্ঞানকৃতং পাপং পঠিত্বা বিষ্ণুসন্নিধৌ।
নাম্নাং সহস্রং বিষ্ণোস্তু প্রজহাতি মহারুজম্ ॥১৯৫
ব্রহ্মহত্যাদি-পাপানি কামচারকৃতান্যপি।
বিলয়ং যান্তি বৈ নূনমন্যপাপে তু কা কথা ॥১৯৬॥
সিধ্যন্তি সর্ব্বকার্য্যাণি মনসা চিন্তিতানি চ।
যঃ পঠেৎ প্রাথরুত্থায় বিষ্ণোর্নামসহস্রকম্ ॥ ১৯৭ ॥

অনুবাদ—আরও বর্ণিত হইয়াছে—বিষ্ণুর সম্মুখে বিষ্ণু-সহস্রনাম পাঠ করিলে জ্ঞান বা অজ্ঞানকৃত পাপ ও মহারোগ ধ্বংস হয়। কামকৃত ব্রহ্মহত্যাদি পাপরাশিও নিশ্চয় দূরীভূত হয়, সুতরাং অন্য পাপের আর কি কথা? যিনি প্রাতঃকালে উত্থিত হইয়া বিষ্ণুর সহস্রনাম পাঠ করেন, তিনি মনোমধ্যে যে সকল কার্য্যের চিন্তা করেন, তাঁহার সেই সমস্ত কার্য্য সিদ্ধ হয় ॥ ১৯৫-১৯৭ ॥

তত্রৈব কৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদে—

অধীতাস্তেন বৈ বেদাঃ সুরাঃ সর্ব্বে সমর্চ্চিতাঃ।
নাম্নাং সহস্রং যোঽধীতে মুক্তিস্তস্য করে স্থিতা॥
কুর্ব্বন্ পাপসহস্রাণি ভুঞ্জানোঽপি যতস্ততঃ।
পঠেন্নামসহস্রন্তু দুর্গন্ধং ন স পশ্যতি ॥ ১৯৯ ॥
মুক্তা নামসহস্রন্তু নান্যো ধর্ম্মোঽস্তি কশ্চন।
কলৌ প্রাপ্তে গুড়াকেশ সত্যমেতন্ময়েরিতম্ ॥২০০॥
যজ্ঞৈর্দ্দানৈস্তপোভিশ্চ স্তবৈঃ প্রীতির্ন মেঽর্জ্জুন।
সন্তুষ্টিস্তু ন চান্যেন বিনা নামসহস্রকম্ ॥ ২০১ ॥

অনুবাদ—ঐ স্কন্দপুরাণেই শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদে বলা হইয়াছে—সহস্রনাম পাঠ করিলে সম্পূর্ণ বেদাধ্যয়ন করা হয়। সমুদায় দেবতার পূজা করা হয় এবং মোক্ষ তাঁহার করতলগত হয়। সহস্র পাপাচরণকারী ও যত্র তত্র ভোজনকারীও সহস্রনাম পাঠের ফলে নরক দর্শন হইতে মুক্ত হয়। হে অর্জ্জুন! আমি সত্য করিয়া বলিতেছি কলিকালে সহস্রনাম কীর্ত্তনকারীর অন্য ধর্ম্মাচরণ না করিলেও ক্ষতি নাই। সহস্রনাম ছাড়া কি যজ্ঞ, কি দান, কি তপস্যা কি স্তব কিছুতেই আমার প্রীতি বা সন্তুষ্টি হয় না ॥ ১৯৮-২০১ ॥

স্তবং নামসহস্রাখ্যং যে ন জানন্তি বৈ কলৌ।
ভ্রমন্তি তে নরা লোকে সর্ব্বধর্ম্মবহিষ্কৃতাঃ ॥ ২০২ ॥
স্তবং নামসহস্রাখ্যং লিখিতং যস্য বেশ্মনি।
পূজ্যতে মম সান্নিধ্যে পূজাং গৃহ্ণামি তস্য বৈ॥২০৩
যস্মিন্নামসহস্রং মে গৃহে তিষ্ঠতি সর্ব্বদা।
লিখিতং পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ তত্র নো বিশতে কলিঃ ॥২০৪॥

অনুবাদ—কলিযুগে যাহারা সহস্রনামের কথা জানে না, তাহারা সর্ব্বধর্ম্ম বহিষ্কৃত হইয়া সংসারে ভ্রমণ করে। যে ব্যক্তির গৃহে লিখিত সহস্রনাম আমার সম্মুখে পূজা করা হয়, আমি তাহার সেই পূজা গ্রহণ করি। হে পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ! যে গৃহে আমার সহস্র-

নাম লিখিত হইয়া সর্ব্বদা অবস্থিত থাকে, তথায় কলি প্রবেশ করিতে পারে না ॥ ১৯২-২০৪ ॥

টীকা – মানবঃ প্রাপ্নোতি, অন্তে মানবাঃ প্রাপ্নুবন্তীত্যর্থঃ। স্তবং লিখিতমিতি নপুংসকত্বামার্ষম্ ॥ ১৯২-২০৩ ॥

তস্মাত্ত্বমপি কৌন্তেয় মদ্ভক্তো মন্মনা ভব।
পঠন্নামসহস্রং মে সর্ব্বাম্ কামানবাপ্স্যসি ॥২০৫॥

অনুবাদ—অতএব হে কৌন্তেয়! তুমি আমার ভক্ত হইয়া আমাতেই চিত্ত সন্নিবেশিত করিয়া সহস্রনাম পাঠ কর। তাহা হইলে তোমার সকল অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে ॥ ২০৫ ॥

অহমারাধিতঃ পূর্ব্বং ব্রহ্মণা লোককর্ত্তৃণা।
ততো নামসহস্রং মে প্রাপ্তং লোকহিতং পরম্ ॥২০৬
নারদেন ততঃ পূর্ব্বং প্রাপ্তঞ্চ পরমেষ্ঠিনঃ।
নারদেন ততঃ প্রোক্তমৃষীণামূর্দ্ধরেতসাম্ ॥ ২০৭ ॥
ঋষিভিস্তু মহাবাহো দেবলোকে প্রকাশিতম্।
মর্ত্ত্যলোকে মনুষ্যাণাং ব্যাসেন পরিভাষিতম্ ॥২০৮॥

অনুবাদ—পূরাকালে লোকস্রষ্টা ব্রহ্মা আমার উপাসনা করাতেই লোকমঙ্গলকর সর্ব্বোৎকৃষ্ট মন্নামসহস্র পাইয়াছিলেন। তাহার পর নারদ বিধির নিকট হইতে পাইয়া ঊর্দ্ধরেতাঃ তাপসগণের নিকট কীর্ত্তন করেন। হে মহাবাহো! ঋষিগণ আবার সুরলোকে প্রকাশ করেন। বেদব্যাস মর্ত্ত্যলোকে মনুষ্যগণের নিকট এই সহস্রনাম কীর্ত্তন করিয়াছেন ॥ ২০৬-২০৮ ॥

তপসোগ্রেণ মহতা শঙ্করেণ মহাত্মনা।
মৎপ্রসাদাদনুপ্রাপ্তং গুহ্যানামুত্তমোত্তমম্ ॥ ২০৯ ॥
দত্তং ভবান্যৈ রুদ্রেণ নাম্নাং মে হি সহস্রকম্।
বিশ্রুতং ত্রিষু লোকেষু ময়া তে পরিকীর্ত্তিতম্ ॥২১০
অশেষার্ত্তিহরং পার্থ মম নামসহস্রকম্।
সদ্যঃ প্রীতিকরং পুণ্যং সুরাণামমৃতং যথা ॥ ২১১ ॥
অষ্টাদশপুরাণানাং সারমেতদ্ধনঞ্জয়।
ময়োদ্ধৃত্য সমাখ্যাতং তব নামসহস্রকম্ ॥ ২১২ ॥
সহস্রনামমাহাত্ম্যং দেবো জানাতি শঙ্করঃ।
সহস্রনামমাহাত্ম্যং যঃ পঠেৎ শৃণুয়াদপি।
অপরাধসহস্রৈস্তু ন স লিপ্যেৎ কদাচন ॥ ২১৩ ॥

অনুবাদ—মহাত্মা শঙ্কর অত্যন্ত কঠিন তপস্যা করিয়া আমারই কৃপায় এই গুহ্য সহস্রনাম স্তব পাইয়াছিলেন। তিনি উহা ভবানীকে দিয়াছিলেন। এই ভাবে ত্রিলোক মধ্যে আমার সহস্রনাম বিস্তার লাভ করিয়াছে। হে অর্জ্জুন! যেমন অমৃত দেবতাদের, সেই প্রকার আমার সহস্রনাম জীবের অশেষ ক্লেশনাশক ও সদ্যই প্রীতি সাধক ও পুণ্যদায়ক। হে ধনঞ্জয়! সহস্রনাম আমি এই অষ্টাদশ পুরাণের সার উদ্ধার করিয়া তোমাকে দিলাম। সহস্রনামের মাহাত্ম্য মহাদেব জানেন। যাঁহারা সহস্রনামের মাহাত্ম্য পাঠ কিংবা শ্রবণ করেন তাঁহারা সহস্র অপরাধ করিলেও তাহাতে কখনও লিপ্ত হন না ॥ ২০৯-২১৩ ॥

টীকা—লধুসহস্রনাম-মাহাত্ম্যমুক্ত্বা বৃহৎসহস্রনাম-মাহাত্ম্যং চ বক্ষ্যন্নাদৌ তৎপ্রবৃত্তিক্রমমাহ—তপসেতি দ্বাভ্যাম্ ॥ ২০৯-২১০ ॥

অথ শ্রীভগবদ্‌গীতামাহাত্ম্যম্

স্কান্দে অবন্তীখণ্ডে শ্রীব্যাসোক্তৌ—

গীতা সুগীতা কর্ত্তব্যা কিমন্যৈঃ শাস্ত্রবিস্তরৈঃ।
যা স্বয়ং পদ্মনাভস্য মুখপদ্মাদ্বিনিঃসৃতা ॥ ২১৪ ॥
সর্ব্বশাস্ত্রময়ী গীতা সর্ব্বদেবময়ী যতঃ।
সর্ব্বধর্ম্মময়ী যস্মাত্তস্মাদেতাং সমভ্যসেৎ ॥ ২১৫ ॥
শালগ্রামশিলাগ্রে তু গীতাধ্যায়ং পঠেত্তু যঃ।
মন্বন্তরসহস্রাণি বসতে ব্রহ্মণঃ পুরে ॥ ২১৬ ॥
হত্বা হত্বা জগৎ সর্ব্বং মুষিত্বা সচরাচরম্।
পাপৈর্ন লিপ্যতে চৈব গীতাধ্যায়ী কথঞ্চন।
তেনেষ্টং ক্রতুভিঃ সর্ব্বৈর্দত্তং তেন গবামৃতম্ ॥২১৭
গীতামভ্যস্যতা নিত্যং তেনাপ্তং পদমব্যয়ম্ ॥২১৮॥

অনুবাদ—অতঃপর ভগবদ্‌গীতা মাহাত্ম্য স্কন্দপুরাণে অবন্তীখণ্ডে শ্রীব্যাসবাক্যে কথিত আছে—যে গীতা স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের মুখারবিন্দ হইতে বহির্গতা হইয়াছেন, তাঁহাকেই সুন্দররূপে পাঠ করিতে হইবে,

অন্যান্য বহুবিধ শাস্ত্রের প্রয়োজন নাই। যেহেতু শ্রীগীতা সর্ব্বশাস্ত্রময়ী, সর্ব্বদেবময়ী ও সর্ব্বধর্ম্মময়ী, সুতরাং ইহাকে অভ্যাস করিবে। যিনি শালগ্রামশিলার পুরোভাগে গীতাধ্যায় পাঠ করেন, তিনি সহস্র মন্বন্তর ব্রহ্মলোকে বাস করেন। যদি কোন ব্যক্তি পুনঃ পুনঃ সচরাচর জগৎ নাশ বা চুরি করে, এমন জনও গীতাধ্যায়ী হইলে কোন প্রকার পাপে লিপ্ত হয় না; উপরন্তু তিনি সর্ব্বজ্ঞ হন এবং দশ হাজার গোদানের ফল লাভ করেন। প্রত্যহ গীতাধ্যায়ী ব্যক্তি অভয়পদ প্রাপ্ত হন ॥ ২১৪-২১৮ ॥

টীকা—সুগীতা কর্ত্তব্যা, শোভনপ্রকারেণ গেয়েত্যর্থঃ ॥ ২১৪ ॥

টীকা—নিত্যমভ্যস্যতা যেন স্থিতমিতি শেষঃ; যদ্বা, তেন হননাদিকত্রাপি গীতামভ্যস্যতা ইষ্টং দত্তং পরমং পদঞ্চ প্রাপ্তমিত্যর্থঃ ॥ ২১৮ ॥

———

গীতাধ্যায়ং পঠেদ্‌যস্তু শ্লোকং শ্লোকার্দ্ধমেব বা।
ভবপাপবিনির্ম্মুক্তো যাতি বিষ্ণোঃ পরং পদম্ ॥২১৯

অনুবাদ—যিনি গীতার একটি অধ্যায়, একটি শ্লোক কিংবা অর্দ্ধ শ্লোক মাত্র পাঠ করেন, তিনি সংসার পাপ হইতে মুক্ত হইয়া বিষ্ণুধামে গমন করেন ॥ ২১৯ ॥

টীকা—ভবঃ সংসার এব পাপং, তেন বিনির্ম্মুক্তঃ সন্ ॥ ২১৯ ॥

———

যো নিত্যং বিশ্বরূপাখ্যমধ্যায়ং পঠতি দ্বিজঃ।
বিভূতিং দেবদেবস্য তস্য পুণ্যং বদাম্যহম্ ॥ ২২০॥
বেদৈরধীতৈর্যৎ পুণ্যং সেতিহাসৈঃ পুরাতনৈঃ।
শ্লোকেনৈকেন তৎ পুণ্যং লভতে নাত্র সংশয়ঃ ॥২২১
আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তং জগত্তৃপ্তিং করোতি সঃ।
বিশ্বরূপং সদাধ্যায়ং বিভূতিঞ্চ পঠেত্তু যঃ ॥ ২২২ ॥

অনুবাদ—যে ব্রাহ্মণ ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ নামক একাদশাধ্যায় ও বিভূতিযোগ নামক দশম অধ্যায় নিত্য পাঠ করেন, আমি এখন তাঁহার পুণ্যের কথা বলিতেছি। সমগ্রবেদ, ইতিহাস, পুরাণ অধ্যয়ন করিলে যে পুণ্য হয় এক শ্লোকেই সেই পুণ্য হইয়া থাকে। যিনি প্রতিদিন বিশ্বরূপ ও বিভূতিযোগ নামক অধ্যায় পাঠ করেন তিনি আব্রহ্ম স্তম্ভ পর্য্যন্ত জগতের প্রীতি সাধন করেন ॥ ২২০-২২২

টীকা—বিভূতিং চাধ্যায়ম্ ॥ ২২০ ॥

টীকা—পুরাতনৈশ্চ পুরাণৈঃ ॥ ২২১ ॥

———

অহন্যহনি যো মর্ত্ত্যো গীতাধ্যায়ং পঠেত্তু বৈ।
দ্বাত্রিংশদপরাধাংস্তু ক্ষমতে তস্য কেশবঃ ॥ ২২৩ ॥
লিখিত্বা বৈষ্ণবানাঞ্চ গীতাশাস্ত্রং প্রযচ্ছতি।
দিনে দিনে চ যজতে হরিং চাত্র ন সংশয়ঃ ॥২২৪॥
চতুর্ণামেব বেদানাং সারমুদ্ধৃত্য বিষ্ণুনা।
ত্রৈলোক্যস্যোপকারায় গীতাশাস্ত্রং প্রকাশিতম্ ॥২২৫

অনুবাদ—কেশব প্রত্যহ গীতাধ্যায়ী ব্যক্তির বত্রিশ প্রকার অপরাধ ক্ষমা করেন। যিনি গীতাশাস্ত্র লিখিয়া বৈষ্ণবকে প্রদান করেন তিনি প্রত্যহ শ্রীহরিপূজারফল প্রাপ্ত হন সন্দেহ নাই। বিষ্ণু চতুর্ব্বেদের সার উদ্ধার করিয়া ত্রিভুবনের উপকারের জন্য এই গীতাশাস্ত্র প্রকাশ করিয়াছেন ॥ ২২৩-২২৫ ॥

টীকা—দ্বাত্রিংশদপরাধান্ বারাহোক্তান্ অগ্রে লেখ্যান্ ॥ ২২৩ ॥

টীকা—বৈষ্ণবানাং বৈষ্ণবেভ্যঃ ॥ ২২৪ ॥

———

ভারতামৃতসর্ব্বস্বং বিষ্ণোর্বক্ত্রাদ্বিনিঃসৃতম্।
গীতা-গঙ্গোদকং পীত্বা পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে ॥২২৬॥
ধর্ম্মং চার্থঞ্চ কামঞ্চ মোক্ষঞ্চাপীচ্ছতা সদা।
শ্রোতব্যা পঠনীয়া চ গীতা কৃষ্ণমুখোদ্‌গতা ॥২২৭॥

অনুবাদ—ভারতসুধার সার, বিষ্ণুমুখবিনির্গত গীতারূপ গঙ্গাবারি পান করিলে পুর্নজন্ম হয় না। চতুর্ব্বর্গ ফলাভিলাষী ব্যক্তির প্রত্যহই কৃষ্ণমুখবিনির্গতা গীতা শ্রবণ ও পাঠ করা কর্ত্তব্য ॥ ২২৬-২২৭ ॥

টীকা—গীতৈব গঙ্গোদকং, পাপাদিহারিত্বাৎ ভুক্তিমুক্তিপ্রদত্বাচ্চ, তৎ পীত্বা স্থিতস্য, প্রসিদ্ধগঙ্গোদকাদ্বিশেষমাহ—ভারতমেবামৃতং বহিরন্তঃশোধনং, বেদার্ণবসারত্বাৎ, তস্যাপি সর্ব্বস্বং সারভূতমিত্যর্থঃ; যদ্বা সর্ব্বার্থপ্রকাশকং যদ্ভারতাখ্যং শাস্ত্রং, তস্যামৃতং মধুররসভাগস্তস্য সর্ব্বস্বম্; তত্তু নেদৃশং, বাহ্যতীর্থ-

মাত্রত্বাৎ। কিঞ্চ, বিষ্ণোর্ম্মুখাৎ বিশেষেণ প্রীত্যাদি-ময়েন নিঃসৃতং, তত্তু পাদাঙ্গুষ্ঠশৌচাদেবেতি দিক্ ॥ ২২৬ ॥

———

যো নরঃ পঠতে নিত্যং গীতাশাস্ত্রং দিনে দিনে।
বিমুক্তঃ সর্ব্বপাপেভ্যো যাতি বিষ্ণোঃ পরং পদম্ ॥

অনুবাদ—যিনি প্রত্যহ গীতা পাঠ করেন, তিনি সমুদায় পাপ হইতে মুক্ত হইয়া শ্রীবিষ্ণুর পরমধামে গমন করেন ॥ ২২৮ ॥

———

অথ পুরাণপাঠাদিমাহাত্ম্যম্

পাদ্মে দেবদূত-বিকুণ্ডল-সংবাদে—
বিচারয়ন্তি যে শাস্ত্রং বেদাভ্যাসরতাশ্চ যে।
পুরাণসংহিতাং যে চ শ্রাবয়ন্তি পঠন্তি চ ॥ ২২৯ ॥
ব্যাকুর্ব্বন্তি স্মৃতিং যে চ যে ধর্ম্মপ্রতিবোধকাঃ।
বেদান্তেষু নিষণ্ণা যে তৈরিয়ং জগতী ধৃতা ॥ ২৩০ ॥
তত্তদভ্যাসমাহাত্ম্যৈঃ সর্ব্বে তে হতকিল্বিষাঃ।
গচ্ছন্তি ব্রহ্মণো লোকং যত্র মোহো ন বিদ্যতে ॥২৩১

অনুবাদ—অতঃপর পুরাণপাঠাদির মাহাত্ম্য পদ্ম-পুরাণে দেবদূত-বিকুণ্ডল-সংবাদে বর্ণিত হইয়াছে—যে সকল ব্যক্তি শাস্ত্রের বিচার করেন, যাঁহারা বেদ পাঠে রত থাকেন, যাঁহারা পুরাণ-সংহিতা অধ্যয়ন ও শ্রবণ করেন, যে সকল ব্যক্তি স্মৃতিশাস্ত্রের ব্যাখ্যা করেন, যাঁহারা ধর্ম্ম-বিষয়ের উপদেশ করেন এবং যে সকল ব্যক্তি বেদান্তে অত্যন্ত অনুরক্ত থাকেন, তাঁহারাই এই জগৎ ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। তাঁহারা যে এই সমস্ত অভ্যাস করেন, তাঁহারই মাহাত্ম্যে পাপ হইতে মুক্ত হইয়া ব্রহ্মধামে গমন করেন, যেখানে বুদ্ধিভ্রম হয় না ॥ ২২৯-২৩১ ॥

———

তত্রৈব শ্রীশিব-উমা-সংবাদে—
অন্তং গতোঽপি বেদানাং সর্ব্বশাস্ত্রার্থবেদ্যপি।
পুংসোঽশ্রুতপুরাণস্য ন সম্যগ্‌গতিদর্শনম্ ॥ ২৩২ ॥
বেদার্থাদধিকং মন্যে পুরাণার্থঞ্চ ভামিনি।
পুরাণমন্যথা কৃত্বা তির্য্যগ্ যোনিমবাপ্নুয়াৎ ॥২৩৩॥

অনুবাদ—পদ্মপুরাণেই শিব-উমা-সংবাদে বলা হইয়াছে—সর্ব্ববেদ পারংগত ও সর্ব্বশাস্ত্র মর্ম্মজ্ঞ হইলেও যিনি পুরাণ শ্রবণ করেন নাই, তাঁহার সম্যক্ তত্ত্বজ্ঞান হয় নাই। হে পার্ব্বতি! মনে হয় বেদের অর্থ হইতেও পুরাণের অর্থ অধিক, পুরাণ অগ্রাহ্য-কারী ব্যক্তির পশু যোনিতে জন্ম হয় ॥ ২৩২-২৩৩॥

টীকা—ব্যাকুর্ব্বন্তি, ব্যাখ্যানং কুর্ব্বন্তি, নিষণ্ণা নিষ্ণাতাঃ। গতিঃ তত্ত্বং, তস্য দর্শনং বিজ্ঞানং সম্যক্ ন ভবতি ॥ ২৩০-২৩২ ॥

———

বৃহন্নারদীয়ে চ—
পুরাণেষ্বর্থবাদত্বং যে বদন্তি নরাধমাঃ।
তৈরর্জ্জিতানি পুণ্যানি তদ্বদেব ভবন্তি বৈ ॥ ২৩৪ ॥
পুরাণেষু দ্বিজশ্রেষ্ঠাঃ সর্ব্বধর্ম্মপ্রবক্তৃষু।
প্রবদন্ত্যর্থবাদত্বং যে তে নরকভাজনাঃ ॥ ২৩৫ ॥
অনায়াসেন যঃ পুণ্যানীচ্ছতীহ দ্বিজোত্তমাঃ।
শ্রাব্যাণি ভক্ত্যা তেনৈব পুরাণানি ন সংশয়ঃ ॥২৩৬॥
পুরার্জ্জিতানি পাপানি নাশমায়ান্তি তস্য বৈ।
পুরাণশ্রবণে বুদ্ধিস্তস্যৈব ভবতি ধ্রুবম্ ॥ ২৩৭ ॥

অনুবাদ—বৃহন্নারদীয়পুরাণেও বলা হইয়াছে—পুরাণে অর্থবাদত্ব প্রকাশকারী নরাধমদের পূর্ব্বা-র্জ্জিত পুণ্য নিষ্ফল হয়। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! পুরাণ সর্ব্বধর্ম্মের উপদেশক, যাহারা সেই পুরাণকে কল্পিত ফলশ্রুতিমাত্র বলে, তাহারা নরকগামী। হে দ্বিজোত্তমগণ! যিনি ইহলোকে অনায়াসে পুণ্যবর্জ্জন করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি ভক্তিসহকারে পুরাণ-সমূহ শ্রবণ করুন, ইহাতে সংশয় নাই। তাহা হইলে তাহারা পূর্ব্বজন্মসঞ্চিত পাপসমূহ ধ্বংস হয় এবং পুরাণ শ্রবণ করিতে নিশ্চয়ই তাঁহার মতি হয় ॥ ২৩৪-২৩৭ ॥

টীকা—তদ্বদেব অর্থবাদরূপাণি বিফলান্যেব ভবন্তীত্যর্থঃ ॥ ২৩৪ ॥

টীকা—হে দ্বিজশ্রেষ্ঠাঃ ॥ ২৩৫ ॥

টীকা—হে দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ২৩৬ ॥

———

কিঞ্চ—

পুরাণে বর্ত্তমানেঽপি পাপপাশেন যন্ত্রিতঃ।
অনাদৃত্যান্যগাথাসু সক্তবুদ্ধিঃ প্রবর্ত্ততে ॥ ২৩৮ ॥

অনুবাদ—আরও বলা হইয়াছে—পাপপাশে নিবদ্ধ ভ্রষ্ট বুদ্ধিব্যক্তি পুরাণ বিদ্যমানেও অন্য কথায় আসক্ত হইয়া তাহাতেই প্রবৃত্ত হয় ॥ ২৩৮ ॥

টীকা—পাপপাশেন যন্ত্রিতো বশীকৃতো জনঃ পুরাণমনাদৃত্য অন্যগাথাসু প্রাকৃতগীতবদক্তজন-শ্রবণ-মাত্রপ্রিয়াসু অপৌরাণিকীষু অসৎকথাসু আসক্তবুদ্ধিঃ সন্ তাস্বেব প্রবর্ত্ততে ইত্যর্থঃ ॥ ২৩৮ ॥

———

অথ বস্ত্রার্পণম্

স্নানমুদ্রাং প্রদর্শ্যাথ শুদ্ধসূক্ষ্মাঙ্গবাসসা।
শনৈঃ সংমার্জ্জ্য গাত্রাণি দিব্যে বস্ত্রে সমর্পয়েৎ ॥২৩৯
মধ্যদেশীয়-নেপথ্যাদ্যনুসারেণ ভক্তিতঃ।
কেঽপ্যত্র কঞ্চুকোষ্ণীষাদ্যম্বরাণ্যর্পয়ন্তি চ ॥ ২৪০ ॥

অনুবাদ—অতঃপর বস্ত্রার্পণ—স্নানমুদ্রা দেখাইয়া শুদ্ধ, সূক্ষ্ম, অঙ্গবস্ত্র (গামছা) দ্বারা ধীরে ধীরে শ্রীঅঙ্গ সংমার্জ্জন করিয়া অতি উত্তম পরিধেয় ও উত্তরীয় নিবেদন করিতে হইবে। মধ্যদেশীয় কেশ-বিন্যাসাদির পদ্ধতিতে কোন কোন ব্যক্তি কঞ্চুক ও উষ্ণীষাদি বস্ত্রও নিবেদন করিয়া থাকেন ॥২৩৯-২৪০

টীকা—শুদ্ধেন সুসূক্ষ্মেণ চ অঙ্গবাসসা শ্রীমদঙ্গ-সংমার্জ্জনযোগ্যবস্ত্রেণ ; বস্ত্রে পরিধানোত্তরীয়বাসসী ॥ ২৩৯ ॥

টীকা—অত্র স্নপনানন্তরবস্ত্রার্পণকালে ; অপ্যর্থে চকারঃ ; কঞ্চুকাদ্যম্বরাণ্যপি আভরণান্যপি ॥ ২৪০ ॥

———

তথা চ মাৎস্যে—

তত্তদ্দেশীয়ভূষাঢ্যাং তত্তন্মূর্ত্তিঞ্চ কারয়েৎ ॥ ২৪১ ॥

অনুবাদ—মৎস্যপুরাণেও এই ভাবে বলা হইয়াছে—বিশেষ বিশেষ মূর্ত্তির জন্য ভিন্ন ভিন্ন দেশে যেমন বেশভূষার ব্যবহার আছে, সেই সেই দেশে সেইরূপ বেশভূষার দ্বারা শ্রীবিগ্রহকে ভূষিত করিতে হইবে ॥ ২৪১ ॥

———

একাদশস্কন্ধে (২৭।৩২) শ্রীভগবদুক্তৌ—

অলংকুর্ব্বীত সপ্রেম মদ্ভক্তো মাং যথোচিতম্ ॥২৪২

অনুবাদ—একাদশস্কন্ধে—শ্রীভগবান বলিতেছেন—আমার ভক্ত প্রেমসহকারে আমাকে যথোচিত অর্থাৎ সেই স্থানে প্রচলিত ভূষণে ভূষিত করিবে ॥ ২৪২ ॥

টীকা—যথোচিতং যদ্দেশে যাদৃক্ বেশভূষণং, তত্র তেনৈবেত্যর্থঃ ॥ ২৪১-২৪২ ॥

———

ভবিষ্যে চ—

বাসোভিঃ পূজয়েদ্বিষ্ণুং যান্যেবাত্মপ্রিয়াণি তু।
তথান্যৈশ্চ শুভৈর্দিব্যৈরর্চ্চয়েচ্চ দুকূলকৈঃ ॥ ২৪৩ ॥
বাসাংসি চ বিচিত্রাণি সারবন্তি শুচীনি চ।
ধূপিতানি হরের্দদ্যাৎ বিকেশানি নবানি চ ॥ ২৪৪ ॥
ভূষয়েদ্বহুভির্বস্ত্রৈর্বিচিত্রৈঃ কঞ্চুকাদিভিঃ।
ভোগানন্তরমেবেতি বহূনাং সম্মতং সতাম্ ॥ ২৪৫ ॥

অনুবাদ—ভবিষ্যপুরাণেও এইরূপই বলা হইয়াছে—নিজের প্রিয় আবরণীয় বস্ত্র, অন্যান্য পবিত্র দিব্যবস্ত্র, পট্টবসনদ্বারা শ্রীবিষ্ণুকে পূজা করিবে। বিবিধ বর্ণবিশিষ্ট বহুদিনস্থায়ী, কেশরহিত নূতন দিব্যবস্ত্রসকল ধূপিত করিয়া শ্রীহরিকে নিবেদন করিবে। বহুসংখ্যক সাধুর অভিমত এই যে, ভোগাবসানে কঞ্চুকাদি বিচিত্র নানাবসনদ্বারা ভূষিত করিবে ॥ ২৪৩-২৪৫ ॥

টীকা—সারবন্তি চিরস্থায়ীনি, পরমোত্তমানি বা কৌশেয়াদীনি ; বিকেশানি কেশরহিতানি ॥ ২৪৪ ॥

টীকা—পরমতং লিখিত্বা নিজমতং লিখতি——ভূষয়েদিতি। বহূনাং সতামিতি ভোজনসময়ে বস্ত্রদ্বয়স্যৈব স্মৃতিশাস্ত্রেণ বিহিতত্বাৎ তচ্চাগ্রে ব্যক্তং ভাবি ॥ ২৪৫ ॥

———

অথ শ্রীমদঙ্গমার্জ্জনমাহাত্ম্যম্

দ্বারকামাহাত্ম্যে—

কৃষ্ণং স্নানাদ্রগাত্রন্তু বস্ত্রেণ পরিমার্জ্জতি।
তস্য লক্ষার্জ্জিতস্যাপি ভবেৎ পাপস্য মার্জ্জনম্ ॥২৪৬

অনুবাদ—অনন্তর শ্রীমূর্ত্তির অঙ্গমার্জ্জন মাহাত্ম্য সম্বন্ধে দ্বারকা মাহাত্ম্যে যথা—যিনি শ্রীহরির স্নান-সিক্ত দেহকে বস্ত্র দ্বারা মার্জ্জন করেন, তাঁহার লক্ষ-জন্মসঞ্চিত পাপেরও মার্জ্জন হইয়া থাকে ॥ ২১৬ ॥

———

অথ বস্ত্রার্পণমাহাত্ম্যম্

নারসিংহে—

বস্ত্রাভ্যামচ্যুতং ভক্ত্যা পরিধাপ্য বিচিত্রিতম্ ।
সোমলোকে বসিত্বা তু বিষ্ণুলোকে মহীয়তে ॥১৪৭॥

অনুবাদ—অতঃপর বস্ত্রার্পণ মাহাত্ম্য—শ্রীনৃসিংহ পুরাণে বলা হইয়াছে—যিনি শ্রীবিষ্ণুকে ভক্তিসহকারে পরিধেয় ও উত্তরীয় বস্ত্রদ্বয়দ্বারা বিচিত্ররূপে ভূষিত করেন, তিনি চন্দ্রলোকে বাস করিয়া পরে বিষ্ণুলোকে আনন্দানুভব করিয়া থাকেন ॥ ২৪৭ ॥

———

স্কান্দে শ্রীশিব-উমাসংবাদে—

বস্ত্রাণি সুপবিত্রাণি সারবন্তি মৃদূনি চ ।
রূপবন্তি হরের্দত্ত্বা সদশানি নবানি চ ॥ ২৪৮ ॥
যাবদ্বস্ত্রস্য তন্তূনাং পরিমাণং ভবত্যথ ।
তাবদ্বর্ষসহস্রাণি বিষ্ণুলোকে মহীয়তে ॥ ২৪৯ ॥

অনুবাদ—স্কন্দপুরাণে শ্রীশিব-উমা-সংবাদে যথা—সুপবিত্র, দীর্ঘস্থায়ী, কোমল, সুদৃশ্য, দশাযুক্ত নূতন বসন হরিকে নিবেদন করিলে বসনের তন্তুর যত পরিমাণ, তত হাজার বৎসর বিষ্ণুলোকে আনন্দের সহিত বাস হয় ॥ ২৪৮-২৪৯ ॥

টীকা—সদশানি দশাসহিতানি ; রাঙ্কবং মৃগ-রোমজং বস্ত্রং তস্য ॥ ২৪৮-২৫৯ ॥

———

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে—

রাঙ্কবস্য প্রদানেন সর্ব্বান্ কামানবাপ্নুয়াৎ ।
কার্পাসিকং বস্ত্রযুগং যঃ প্রদদ্যাজ্জনার্দ্দনে ॥ ২৫০ ॥
যাবন্তি তস্য তন্তূনি হস্তমাত্রমিতানি তু ।
তাবদ্বর্ষসহস্রাণি বিষ্ণুলোকে মহীয়তে ॥ ২৫১ ॥
মহার্ঘ্যতা যথা তস্য সাধুদেশোদ্ভবো যথা ।
সূক্ষ্মতা চ যথা বিপ্রাস্তথা প্রোক্তং ফলং মহৎ ॥২৫২

অনুবাদ—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে যথা—মৃগলোমদ্বারা নির্ম্মিত বসন দান করিলে সকল কামনা সিদ্ধ হয়। যে ব্যক্তি জনার্দ্দনকে কার্পাস-বসনযুগল নিবেদন করেন, সেই বস্ত্রের যত হাত পরিমাণ তন্তু থাকে তিনি তার প্রত্যেক হাতের জন্য হাজার বছর বিষ্ণুলোকে সম্মানের সহিত বাস করেন। হে বিপ্র সকল! বস্ত্রের মূল্য যত পরিমাণে বেশী হইবে, বস্ত্র যত পবিত্র দেশে উৎপন্ন হইবে এবং যত সূক্ষ্ম হইবে, ফলও তত বেশী হইবে ॥ ২৫০-২৫২ ॥

টীকা—তন্তূনীতি নপুংসকত্বমার্ষম্. যাবদ্বস্ত্রমিতা-স্তন্তবো ভবন্তীত্যর্থঃ ॥ ২৫১ ॥

———

কিঞ্চ তত্রৈবান্যত্র—

শুক্লবস্ত্রপ্রদানেন শ্রিয়মাপ্নোত্যনুত্তমাম্ ।
মহারজন-রক্তেন সৌভাগ্যং মহদশ্নুতে ॥ ২৫৩ ॥
তথা কুঙ্কুমরক্তেন স্ত্রীণাং বল্লভতাং ব্রজেৎ ।
নীলীরক্তং বিনা রক্তং শেষরঙ্গৈর্দ্বিজোত্তমাঃ ।
দত্ত্বা ভবতি ধর্ম্মাত্মা সর্ব্বব্যাধিবিবর্জ্জিতঃ ॥২৫৪॥

অনুবাদ—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরেই আরও বলা হইয়াছে—শুভ্রবসন প্রদান করিলে অতি উত্তম সম্পত্তি লাভ হয়। কুসুম্ভপুষ্প-রঞ্জিত বসন নিবেদন করিলে সৌভাগ্যশালী হয় এবং কুঙ্কুমরঞ্জিত বসন নিবেদনে স্ত্রীগণের প্রিয়পাত্র হয়। হে বিপ্রশ্রেষ্ঠগণ! ধার্ম্মিক-ব্যক্তি নীল ও রক্ত ব্যতীত অন্য রঙের দ্বারা রঞ্জিত বসন নিবেদন করিয়া নিখিল রোগ হইতে মুক্ত হন ॥ ২৫৩-২৫৪ ॥

টীকা—মহারজনং কুসুম্ভপুষ্পং, তেন রক্তেন রঞ্জিতেন বাসসা দত্তেনেতি শেষঃ। নীল্যা রক্তং বস্ত্রং বিনা শেষৈঃ নীলীব্যতিরিক্তৈঃ রঙ্গৈঃ রক্তং বস্ত্রং দত্ত্বা, নীলীরক্তঞ্চ পট্টবস্ত্রাতিরিক্তং জ্ঞেয়ম্ নীলীপট্টে ন দুষ্যতীত্যাদিবচনাৎ ॥ ২৫৩-২৫৪ ॥

———

কৌশেয়ানি চ বস্ত্রাণি সুমৃদূনি লঘূনি চ ।
যঃ প্রযচ্ছতি দেবায় সোঽশ্বমেধফলং লভেৎ ॥২৫৫॥
রাঙ্কবা মৃগলোম্যাশ্চ কদল্যাশ্চ তথা শুভাঃ ।
যো দদ্যাদ্দেবদেবায় সোঽশ্বমেধফলং লভেৎ ॥ ২৫৬

নানাভক্তিবিচিত্রাণি চীরজানি নবানি চ।
দত্ত্বা বাসাংসি শুভ্রাণি রাজসূয়ফলং লভেৎ ॥২৫৭॥

অনুবাদ—যিনি সুকোমল লঘু কৌশেয় বস্ত্র শ্রীহরিকে নিবেদন করেন, তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ করেন। যিনি রঙ্কুরোমনির্ম্মিত, মৃগরোম-নির্ম্মিত এবং কদলী (মৃগী বিশেষ) রোমজ পবিত্র বসন হরিকে অর্পণ করেন, তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল পাইয়া থাকেন। বিচিত্র সূচী প্রভৃতি শিল্পকার্য্য সমন্বিত, বল্কলজাত নূতন শুভ্রবসন নিবেদন করিলে রাজসূয় যজ্ঞের ফল লাভ হয় ॥ ২৫৪-২৫৭ ॥

টীকা—কৌশেয়ানি কোশকারকৃমিকৃত-তন্তু-ময়ানি ; নানাভক্তিবিচিত্রাণি ভাগশো বিচিত্রসূচ্যাদি-শিল্পনির্ম্মিতানি, চীরজানি বল্কলোদ্ভবানি ॥ ২৫৫-২৫৭ ॥

দ্বারকামাহাত্ম্যে চ—
নানাদেশসমুদ্ভূতৈঃ সুবস্ত্রৈশ্চ সুকোমলৈঃ।
ধূপয়িত্বা সুভক্ত্যা চ প্রধাপয়তি মাধবম্।
মন্বন্তরাণি বসতে তন্তুসংখ্যং হরের্গৃহে ॥ ২৫৮ ॥

অনুবাদ—দ্বারকামাহাত্ম্যেও যথা—বিভিন্ন দেশে সমুৎপন্ন সুকোমল সুবসন সকল ধূপ দ্বারা ধূপিত করিয়া ভক্তি সহকারে শ্রীমাধবকে পরান, তিনি ঐ বস্ত্রসমূহে যত সংখ্যক তন্তু থাকে তত মন্বন্তর কাল হরিলোকে বাস করেন ॥ ২৫৮ ॥

অথ বস্ত্রার্পণে নিষিদ্ধম্

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে—
নীলীরক্তং তথা জীর্ণং বস্ত্রমন্যধৃতং তথা।
দেবদেবায় যো দদ্যাৎ স তু পাপৈর্হি যুজ্যতে ॥২৫৯॥

অনুবাদ—অতঃপর বস্ত্রার্পণকর্ম্মে নিষিদ্ধ বস্ত্র—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে বলা হইয়াছে নীলরং দ্বারা রঞ্জিত, জীর্ণ এবং অন্য ব্যক্তির পরিহিত বস্ত্র দেবদেবকে যিনি অর্পণ করেন, তিনি সমুদায় পাপে লিপ্ত হন ॥ ২৫৯ ॥

অত্রাপবাদঃ

তত্রৈব—
আবিকে পট্টবস্ত্রে চ নীলীরাগো ন দুষ্যতি ॥ ২৬০ ॥

অনুবাদ—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরেই এই বিষয়ে বিশেষ ব্যবস্থা যেমন—মেষলোমনির্ম্মিত বস্ত্র বা পট্টবস্ত্র নীলরং এর হইলেও দোষ হয় না ॥ ২৬০ ॥

অথ যজ্ঞোপবীতম্

বস্ত্রস্যার্পণমুদ্রাঞ্চ প্রদর্শ্য পরিধাপ্য তৎ।
উপবীতং সমর্প্যাথ তন্মুদ্রাঞ্চ প্রদর্শয়েৎ ॥ ২৬১ ॥

অনুবাদ—অনন্তর যজ্ঞোপবীত—বস্ত্রার্পণ মুদ্রা দেখাইয়া বস্ত্র পরিধান করাইয়া পরে উপবীত প্রদান পূর্ব্বক উহার মুদ্রা দেখাইবেন ॥ ২৬১ ॥

টীকা—তদ্বস্ত্রং পরিধাপ্য তস্মিন্ উপবীতার্পণে যা মুদ্রা তাম্ ॥ ২৬১ ॥

অথোপবীতার্পণমাহাত্ম্যম্

ত্রিবিৎ শুক্লঞ্চ পীতঞ্চ পট্টসূত্রাদিনির্ম্মিতম্।
যজ্ঞোপবীতং গোবিন্দে দত্ত্বা বেদান্তগো ভবেৎ ॥২৬২

নন্দিপুরাণে—
যজ্ঞোপবীতদানেন সুরেভ্যো ব্রাহ্মণায় বা।
ভবেদ্বিদ্বাংশ্চতুর্ব্বেদী শুদ্ধধীর্নাত্র সংশয়ঃ ॥ ২৬৩ ॥

অনুবাদ—অতঃপর উপবীতার্পণ মাহাত্ম্য—নবগুণিত শুভ্র বা পীত পট্টসূত্রাদিনির্ম্মিত যজ্ঞোপবীত গোবিন্দকে নিবেদন করিলে বেদান্তশাস্ত্রে পারদর্শিতা লাভ হয়। নন্দীপুরাণে বর্ণিত হইয়াছে—দেবগণকে কিংবা ব্রাহ্মণগণকে যজ্ঞোপবীত দান করিলে মনুষ্য বিদ্বান, চতুর্ব্বেদ বেত্তা ও বিশুদ্ধচিত্ত হইবেন, ইহাতে সংশয় নাই ॥ ২৬২-২৬৩ ॥

টীকা—ত্রিবৃৎ নবগুণমিত্যর্থঃ, বার্থে চকারৌ, আদি-শব্দেন কার্পাসাদি, তথা চ ছন্দোগপরিশিষ্টে—'কার্পাস-ক্ষৌম-গোবাল-তৃণবল্ক-তৃণাদিকম্। সদা সম্ভবতো ধার্য্যমুপবীতং দ্বিজাতিভিঃ ॥' ইতি। বেদান্তগঃ বেদপারঙ্গতো বেদান্তার্থাভিজ্ঞো বা ॥ ২৬২॥

অথ পাদ্যতিলকাচমনানি

অথ পাদ্যং নিবেদ্যাদাবূর্দ্ধপুণ্ড্রং মনোহরম্।
নির্ম্মায় ভালে কৃষ্ণস্য দদ্যাদাচমনং ততঃ ॥ ২৬৪ ॥

অনুবাদ—অতঃপর পাদ্য, তিলক ও আচমনীয়—অনন্তর পাদ্য নিবেদন করিয়া মনোহর উর্দ্ধপুণ্ড্র শ্রীকৃষ্ণের ললাটে অঙ্কিত করিয়া আচমন দিবে ॥২৬৪

টীকা—অথ যজ্ঞোপবীতার্পণানন্তরম্, অত্র পাদ্য-নিবেদনং স্নানানন্তরমবশ্যং পাদপ্রক্ষালনস্য তিল-কাচমনয়োরপ্যপেক্ষ্যত্বাৎ ; অতস্ত্রয়মিদমত্রৈকত্রৈব লিখিতম্। মনোহরমিতি শ্যামসুন্দরে শ্রীললাটে সংঘৃষ্টসকুঙ্কুমচন্দনেন মধ্যছিদ্রতয়া বিরচনাৎ ॥২৬৪

অথ ভূষণম্

ততো দেবায় দিব্যানি ভূষণানি নিবেদ্য চ।
পরিধাপ্য যথাযুক্তং তন্মুদ্রাঞ্চ প্রদর্শয়েৎ ॥ ২৬৫ ॥

অনুবাদ—অতঃপর ভূষণ—তারপর শ্রীবিষ্ণুকে দিব্য অলংকারসকল নিবেদন করিয়া এবং যথা-যোগ্য স্থানে পরাইয়া তাহার মুদ্রা প্রদর্শন করিবে ॥ ২৬৫ ॥

টীকা—যথাযুক্তমিতি—যস্মিন্নঙ্গে যথা যৎ পরি-ধাপরিতুমুপযুজ্যতে, তত্র তথা তৎ পরিধাপ্যেত্যর্থঃ ॥ ২৬৫ ॥

অথ ভূষণার্পণমাহাত্ম্যম্

স্কান্দে শ্রীশিব-উমা-সংবাদে—
মণিমৌক্তিকসংযুক্তং দত্ত্বাভরণমুত্তমম্।
স্বশক্ত্যা ভূষণং দত্ত্বা অগ্নিষ্টোমফলং লভেৎ ॥২৬৬॥

অনুবাদ—অতঃপর ভূষণার্পণ মাহাত্ম্য স্কন্দ-পুরাণে শ্রীশিব-উমা-সংবাদে—মণি-মৌক্তিক-সংযুক্ত আভরণ অথবা নিজ ক্ষমতা অনুসারে অন্যরূপ ভূষণ নিবেদন করিলে অগ্নিষ্টোমযজ্ঞের ফল লাভ হয় ॥ ২৬৬ ॥

টীকা—স্বশক্ত্যা নিজসামর্থ্যেন ভূষণমন্যদপি দত্ত্বা; যদ্বা, নিজশক্ত্যনুসারেণ মণ্যাদ্যাভরণব্যতিরিক্তমপি ভূষণং দত্ত্বা ॥ ২৬৬ ॥

কিঞ্চ—
গুঞ্জামাত্রং সুবর্ণস্য যো দদ্যাদ্বিষ্ণুমূর্দ্ধনি।
ইন্দ্রস্য ভবনে তিষ্ঠেদ্যাবদাহূতসংপ্লবম্ ॥ ২৬৭ ॥
তস্মাদাভরণং দেবি দাতব্যং বিষ্ণবে সদা।
নারায়ণো ভবেৎ প্রীতো ভক্ত্যা পরময়া শুভে ॥২৬৮

অনুবাদ—আরও বর্ণিত হইয়াছে—যিনি এক গুঞ্জামাত্র পরিমাণ সোনা বিষ্ণুর শিরোভাগে অর্পণ করেন, তিনি মহাপ্রলয় পর্য্যন্ত ইন্দ্রলোকে বাস করেন। সুতরাং হে দেবি! সর্ব্বদা বিষ্ণুকে অলংকার দান করা উচিত। হে শুভে! ভূষণ-দানরূপ পরমভক্তিতে নারায়ণ তুষ্ট হন ॥ ২৬৭-২৬৮ ॥

টীকা—আভরণদানাত্মিকয়া পরমভক্ত্যা প্রীতো ভবেদিতি মুখ্যং ফলম্। অন্যত্তু সর্ব্বং সকামস্য নান্তরীয়কং জ্ঞেয়ম্, এবমন্যত্রাপ্যূহ্যম্। 'অনন্তো ভগ-বান্ বিষ্ণুস্তস্য কামবিবর্জ্জিতৈঃ। যদেব দীয়তে কিঞ্চিত্তদেবাক্ষয়মুচ্যতে ॥' ইত্যাদিবচনাৎ তচ্চাগ্রে লেখ্যমেব ॥ ২৬৭-২৬৮ ॥

নন্দিপুরাণে—
অলঙ্কারন্তু যো দদ্যাদ্বিপ্রায়াথ সুরায় বা।
স গচ্ছেদ্বারুণং লোকং নানাভরণভূষিতঃ।
জাতঃ পৃথিব্যাং কালেন ভবেদ্দ্বীপপতির্নৃপঃ ॥২৬৯॥

অনুবাদ—নন্দীপুরাণে যথা—যিনি ব্রাহ্মণ কিংবা দেবতাকে অলংকার দান করেন, তিনি নানা আভ-রণে ভূষিত হইয়া বরুণলোকে গমন করেন এবং কালে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়া দ্বীপপতি রাজা হন ॥ ২৬৯ ॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে—
কর্ণাভরণদানেন ভবেচ্ছ্রুতিধরো নরঃ।
অশ্বমেধমবাপ্নোতি সৌভাগ্যঞ্চাপি বিন্দতি ॥ ২৭০ ॥
কর্ণপূরপ্রদানেন শ্রুতিং সর্ব্বত্র বিন্দতি ॥ ২৭১ ॥
মূর্দ্ধাভরণদানেন মূর্দ্ধন্যো ভূতলে ভবেৎ।
চতুঃসমুদ্রবলয়াং প্রশাস্তি চ বসুন্ধরাম্ ॥ ২৭২ ॥

অনুবাদ—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে যথা—মানুষ কর্ণভূষণ অর্পণে শ্রুতিধর হন এবং অশ্বমেধযজ্ঞের ফল ও সৌভাগ্য লাভ করেন। কর্ণপূর প্রদান করিলে দূর হইতেও শ্রবণ করিবার শক্তি লাভ করেন। শিরোভূষণ অর্পণ করিলে মর্ত্ত্যলোকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং চতুঃসাগর বেষ্টিতা পৃথিবীর শাসনকর্ত্তা হন ॥২৭০-২৭২॥

টীকা—কর্ণাভরণ-কর্ণপূরয়োরবান্তরভেদঃ; শ্রুতিং সর্ব্বত্র বিন্দতি—দূরতোঽপি সর্ব্বং শৃণোতীত্যর্থঃ ॥ ২৭০-২৭১ ॥

তত্রৈব তৃতীয়কাণ্ডে—

বিভূষণপ্রদানেন মূর্দ্ধন্যো ভূতলে ভবেৎ।
রম্যাণি রত্নচিত্রাণি সৌবর্ণানি দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ২৭৩ ॥
দত্ত্বাভরণজাতানি রাজসূয়ফলং লভেৎ।
পাদাঙ্গুলীয়দানেন গুহ্যকাধিপতির্ভবেৎ ॥ ২৭৪ ॥
পাদাভরণদানেন স্থানং সর্ব্বত্র বিন্দতি ॥ ২৭৫ ॥
শ্রোণীসূত্রপ্রদানেন মহীং সাগরমেখলাম্।
প্রশাস্তি নিহতামিত্রো নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ২৭৬ ॥

অনুবাদ—ঐ বিষ্ণুধর্ম্মেরই তৃতীয়কাণ্ডে বলা হইয়াছে—উত্তমভূষণ প্রদান করিলে মর্ত্ত্যলোকে সকলের শ্রেষ্ঠ হইবে। হে বিপ্রশ্রেষ্ঠগণ! মনোহর রত্নখচিত, সুবর্ণনিম্মিত অলঙ্কারসকল অর্পণ করিলে রাজসূয়যজ্ঞের ফল পাওয়া যায়। পাদাঙ্গুরীয়ক দান করিলে গুহ্যকদিগের অধীশ্বর হওয়া যায়। নূপুর দিলে সর্ব্বত্র স্থান লাভ হয়। কাঞ্চী নিবেদন করিলে নিষ্কণ্টক হইয়া সসাগরা পৃথিবীর শাসক হওয়া যায় এ বিষয়ে সন্দেহ নাই ॥ ২৭৩-২৭৬ ॥

টীকা—পাদাভরণং নূপুরম্ ॥ ২৭৫ ॥

টীকা—শ্রোণীসূত্রং কাঞ্চী ॥ ২৭৬ ॥

সৌভাগ্যং মহদাপ্নোতি কিঙ্কিণীং প্রদদদ্ধরেঃ।
হস্তাঙ্গুলীয়দানেন পরং সৌভাগ্যমাপ্নুয়াৎ ॥ ২৭৭ ॥
তথৈবাঙ্গদদানেন রাজা ভবতি ভূতলে।
কেয়ূরদানাদ্ভবতি শত্রুপক্ষক্ষয়ঙ্করঃ ॥ ২৭৮ ॥
গ্রৈবেয়কাণি দত্ত্বা চ সর্ব্বশাস্ত্রার্থবিদ্ভবেৎ।
নার্য্যশ্চ বশগাস্তস্য ভবন্তি দ্বিজপুঙ্গবাঃ ॥ ২৭৯ ॥
দত্ত্বা প্রতিসরান্ মুখ্যান্ন ভূতৈরভিভূয়তে ॥ ২৮০ ॥

অনুবাদ—শ্রীহরিকে কিঙ্কিণী এবং আংটি প্রদান করিলে মহাসৌভাগ্য লাভ হয় এবং অঙ্গদ অর্পণে ভূতলে রাজ্য প্রাপ্তি হয়। কেয়ূর অর্পণ করিলে শত্রুবিজয়ী হয়। হে বিপ্রশ্রেষ্ঠগণ! গলার অলংকার দান করিলে নিখিলশাস্ত্রে জ্ঞান লাভ হয় ও নারীগণ তাহার বশীভূত থাকে। করসূত্র দান করিলে ভূতগণ তাঁহাকে আক্রমণ করিতে পারে না ॥২৭৭-২৮০॥

টীকা—প্রতিসরান্ হস্তসূত্রাণি ॥ ২৮০ ॥

কিঞ্চ তত্রৈব—

কৃত্রিমঞ্চ প্রদাতব্যং তথৈবাভরণং দ্বিজাঃ।
প্রতিরূপকৃতং দত্ত্বা ক্ষিপ্রং পুষ্ট্যা প্রযুজ্যতে ॥২৮১॥

অনুবাদ—ঐ বিষ্ণুধর্ম্মেই আরও বলা হইয়াছে—হে বিপ্রগণ! কৃত্রিম অলঙ্কারও দেওয়া যায়। তাম্রাদিনির্ম্মিত আভরণ দিলে আশু পুষ্টি প্রাপ্ত হয় ॥ ২৮১ ॥

টীকা—কৃত্রিমং সুবর্ণরসোপস্কৃতং, তাম্রাদিনির্ম্মিতং তদেব প্রতিরূপকৃতম্ ॥ ২৮১ ॥

পাদ্মে—

শঙ্খচক্রগদাদীনি পাদাদ্যবয়বেষু চ।
সৌবর্ণাভরণং কৃত্বা বিষ্ণুলোকে মহীয়তে ॥ ২৮২ ॥

অনুবাদ—পদ্মপুরাণে বলা হইয়াছে—চরণাদি অবয়বসকলে শঙ্খ, চক্র, গদা প্রভৃতি ভূষণ অর্পণ করিলে সানন্দে বিষ্ণুলোকে বাস হয় ॥ ২৮২ ॥

টীকা—পাদাদ্যবয়বেষু সৌবর্ণাভরণঞ্চ কৃত্বা দত্ত্বেত্যর্থঃ। দত্ত্বেত্যেব বা পাঠঃ ॥ ২৮২ ॥

নারসিংহে—

সুবর্ণাভরণৈর্দিব্যৈর্হারকেয়ূরকুণ্ডলৈঃ।
মুকুটৈঃ কটকাদ্যৈশ্চ যো বিষ্ণুং পূজয়েন্নরঃ ॥২৮৩॥
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তঃ সর্ব্বভূষণভূষিতঃ।
ইন্দ্রলোকে বসেদ্ধীমান্ যাবদিন্দ্রাশ্চতুর্দ্দশ ॥ ২৮৪ ॥

অনুবাদ—নৃসিংহপুরাণে বলা হইয়াছে—প্রাজ্ঞ ব্যক্তি সোনার তৈরী উত্তম হার, কেয়ূর, কুণ্ডল,

মুকুট ও বলয়াদি ভূষণদ্বারা বিষ্ণুর পূজা করিয়া সকল পাপ হইতে মুক্ত হন এবং বিবিধ অলঙ্কারে ভূষিত হইয়া চতুর্দ্দশ ইন্দ্রের অধিকার সময় পর্য্যন্ত ইন্দ্রলোকে বাস করেন ॥ ২৮৩-২৮৪ ॥

টীকা—কটকং বলয়ম্ ॥ ২৮৩ ॥

গরুড়পুরাণে—

যস্যার্চ্চা তিষ্ঠতে বিষ্ণোর্হেমভূষণভূষিতা।
রত্নৈর্মুক্তা-বিশেষেণ অহন্যহনি বাসব ॥ ২৮৫ ॥
কল্পকোটিসহস্রানি তস্য বৈ ভুবনে হরেঃ।
বাসো ভবতি দেবেন্দ্র কথিতং ব্রহ্মণা মম ॥ ২৮৬ ॥

অনুবাদ—গরুড়পুরাণে বর্ণিত হইয়াছে—হে দেবরাজ! রত্ন ও মুক্তাবিশেষ খচিত স্বর্ণালঙ্কার দ্বারা যিনি প্রত্যহ বিষ্ণুর পূজা করেন, ব্রহ্মা আমাকে বলিয়াছেন, তাঁহার সহস্র কোটি কল্পকাল হরিলোকে বাস হয় ॥ ২৮৫-২৮৬ ॥

টীকা—বিষ্ণোরর্চ্চা প্রতিমা যস্য গৃহে তিষ্ঠতি ॥২৮৫

যঃ পশ্যতি নরঃ কৃষ্ণং হেমভূষণভূষিতম্।
সকৃদ্ভক্ত্যা কলৌ শক্র পুনাত্যাসপ্তমং কুলম্ ॥ইতি ॥
বহুলং ভূষণং ভোগাৎ পশ্চাদেবানুলেপনম্।
পুষ্পং চেচ্ছন্তি সন্তোঽনুলেপনার্চ্চানুভূষণম্ ॥২৮৮॥
সংপ্রার্থ্যাথ প্রভুং প্রাগ্বৎ নিবেদ্য শুচিপাদুকে।
বাদ্যগীতাতপত্রান্যৈঃ পূজাস্থানং পুনর্নয়েৎ ॥ ২৮৯ ॥
প্রাগ্বদ্দত্ত্বাসনাদীনি গন্ধং তন্মুদ্রয়ার্পয়েৎ।
শঙ্খে নিধায় তুলসীদলেনৈবাথ চন্দনম্ ॥ ২৯০ ॥

অনুবাদ—যে ব্যক্তি কলিতে স্বর্ণালংকার-ভূষিত শ্রীহরিকে একবার দেখেন, তাঁর সাতকুল পবিত্র হয়। সাধুগণ ভোগের পর বহু আভরণ এবং বহু পরিমাণে অনুলেপন ও পুষ্প অর্পণের ব্যবস্থা দেন, তথা অনুলেপনের পরে অলঙ্কৃত করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া থাকেন। অতঃপর পূর্ব্বের মত অনুমতি প্রার্থনা করিয়া পবিত্র পাদুকাদ্বয় নিবেদন করিয়া বাদ্য গীত, ও ছত্রাদির সহিত পুনরায় পূজাস্থানে লইয়া যাইবে এবং পূর্ব্বের ন্যায় আসন আদি অর্পণ করিয়া গন্ধ ও তুলসীপত্রদ্বারা শঙ্খস্থিত চন্দন, গন্ধমুদ্রা দ্বারা নিবেদন করিবে ॥ ২৮৭-২৯০ ॥

টীকা—এবমধুনাখিলভূষণার্পণমেব লিখিতম্; তত্র শিষ্টাচারাপেক্ষয়া লিখতি—বহুলমিতি। ভগবতো ভোজনানন্তরমেব ভূষণং বহুলং সন্ত ইচ্ছন্তি সমর্পয়িতুং মন্যন্তে। অতোঽধুনা স্বল্পমেবার্প্যমিতি ভাবঃ। তথা অনুলেপনং পুষ্পঞ্চ তদানীমেব বহুলমিচ্ছন্তীতি প্রসঙ্গাদত্র লিখিতম্; অতএব জ্ঞেয়ং শ্রীভগবতঃ স্নানানন্তরং ভোজনাৎ প্রথমমসঙ্কোচেন সুখভোজনার্থমবশ্যাপেক্ষ্যং মকরকুণ্ডলমৌক্তিক-হারাঙ্গদাঙ্গুলীয়কাদিভূষণং কিঞ্চিৎ, তথা শ্রীবক্ষোবাহুগ্রীবাদি-তিলকমাত্রোপযোগি-কিঞ্চিদনুলেপনং, তথা বনমালা-বতংসমাত্রং কিঞ্চিৎ পুষ্পঞ্চ নিজরুচ্যার্প্যং, ভোজনান্তে চ যথাশোভং তত্তৎ সর্ব্বমেবেতি। কিঞ্চ, তত্র চানুলেপনাদনু পশ্চাদেব ভূষণমিচ্ছন্তি, ভূষণরহিতেষু সৎসু শ্রীমদঙ্গেষু সর্ব্বেষ্বেব সম্যগনুলেপনসিদ্ধেঃ ॥ ২৮৮-২৮৯ ॥

টীকা—অথানন্তরং চন্দনং চার্পয়েৎ 'তচ্চ শঙ্খে নিধায়ৈব তুলসীদলেনৈব চ। বিলেপয়ন্তী দেবেশং শঙ্খে কৃত্বা তু চন্দনম্ ॥' ইতি। 'তুলসীদললগ্নেন চন্দনেন জনার্দ্দনম্' ইত্যাদি-বচনেন ফলবিশেষোক্তেঃ; তচ্চাগ্রে লেখ্যমেব ॥ ২৯০ ॥

অথ গন্ধঃ

আগমে—

চন্দনাগুরুকর্পূরপঙ্কং গন্ধমিহোচ্যতে ॥ ২৯১ ॥

অনুবাদ—অতঃপর গন্ধ—আগমে যথা—এ স্থলে চন্দন, অগুরু ও কর্পূরপঙ্ককে গন্ধ বলা হয় ॥২৯১॥

টীকা—গন্ধমিতি নপুংসকত্বমার্ষম্ ॥ ২৯১ ॥

গারুড়ে—

কস্তূরিকায়া দ্বৌ ভাগৌ চত্বারশ্চন্দনস্য তু।
কুঙ্কুমস্য ত্রয়শ্চৈকঃ শশিনঃ স্যাচ্চতুঃসমম্ ॥ ২৯২ ॥
কর্পূরং চন্দনং দর্পঃ কুঙ্কুমঞ্চ চতুঃসমম্।
সর্ব্বং গন্ধমিতি প্রোক্তং সমস্তসুরবল্লভম্ ॥ ২৯৩ ॥

অনুবাদ—গরুড়পুরাণে যথা—কস্তুরীর দুই ভাগ, চন্দনের চারি ভাগ, কুঙ্কুমের তিন ভাগ ও কর্পূরের এক ভাগ। এই ভাবে ঐ চারিটি দ্রব্য একত্রে মিশ্রিত

হইলে উহাকে গন্ধ বলা হয়। এই গন্ধ সমস্ত দেবতার প্রিয় ॥ ২৯২-২৯৩ ॥

টীকা—শশিনঃ কর্পূরস্যৈকো ভাগঃ, দর্পো মৃগমদঃ ॥ ২৯২-২৯৩ ॥

বারাহে—
কর্পূরং কুঙ্কুমঞ্চৈব বরং তগরমেব চ।
রস্যঞ্চ চন্দনঞ্চৈব অগুরুং গুগ্গুলং তথা।
এতৈর্বিলেপনং দদ্যাৎ শুভং চারু বিচক্ষণঃ ॥২৯৪॥

অনুবাদ—বরাহপুরাণে—পণ্ডিত ব্যক্তি কর্পূর, কুঙ্কুম, উত্তম তগরপুষ্প, স্নেহযুক্ত চন্দন, অগুরু ও গুগ্গুল এই সব দ্রব্যের মনোহর শুভ বিলেপন অর্পণ করিবে ॥ ২৯৪ ॥

টীকা—শুভং সুখকরং, চারু সুন্দরং ; পাঠান্তরং স্পষ্টম্ ॥ ২৯৪ ॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরাগ্নিপুরাণয়োঃ—
সুগন্ধৈশ্চ মুরামাংসী-কর্পূরাগুরুচন্দনৈঃ।
তথান্যৈশ্চ শুভৈর্দ্রব্যৈরর্চ্চয়েজ্জগতীপতিম্ ॥২৯৫॥

অনুবাদ—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে ও অগ্নিপুরাণে, যথা—মুরামাংসী, কর্পূর, অগুরু ও চন্দন এবং অন্যান্য শুভ সুগন্ধিদ্রব্যদ্বারা জগৎপতির পূজা করিবে ॥২৯৫॥

বশিষ্ঠসংহিতায়াম্—
কর্পূরাগুরুমিশ্রেণ চন্দনেনানুলেপয়েৎ।
মৃগদর্পং বিশেষেণ অভীষ্টং চক্রপাণিনঃ ॥ ২৯৬ ॥

অনুবাদ—বশিষ্ঠসংহিতায় যথা—কর্পূর ও অগুরুমিশ্রিত চন্দনদ্বারা অনুলেপন করিতে হইবে। মৃগমদ শ্রীহরির খুবই প্রীতিকর ॥ ২৯৬ ॥

স্কান্দে শ্রীব্রহ্ম-নারদ-সংবাদে—
গন্ধেভ্যশ্চন্দনং পুণ্যং চন্দনাদগুরুর্বরঃ।
কৃষ্ণাগুরুস্ততঃ শ্রেষ্ঠঃ কুঙ্কুমন্তু ততোঽধিকম্ ॥২৯৭॥

অনুবাদ—স্কন্দপুরাণে শ্রীব্রহ্ম-নারদ-সংবাদে যথা—যাবতীয় গন্ধ হইতে চন্দন পবিত্র, চন্দন অপেক্ষা অগুরু শ্রেষ্ঠ। কৃষ্ণ অগুরু তাহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, আবার কুঙ্কুম তাহা হইতেও শ্রেষ্ঠ ॥ ২৯৭ ॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে—
ন দাতব্যং দ্বিজশ্রেষ্ঠা অতোঽন্যদনুলেপনম্।
অনুলেপনমুখ্যন্তু চন্দনং পরিকীর্ত্তিতম্ ॥ ২৯৮ ॥

অনুবাদ—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে যথা—হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! ইহা ভিন্ন অন্যবস্তুর অনুলেপন অর্পণ করিবে না। চন্দন অনুলেপন দ্রব্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, ইহা বিশেষ রূপে কথিত হইয়াছে ॥ ২৯৮ ॥

নারদীয়ে—
যথা বিষ্ণোঃ সদাভীষ্টং নৈবেদ্যং শালিসম্ভবম্।
শুকেনোক্তং পুরাণে চ তথা তুলসি-চন্দনম্ ॥২৯৯॥

অনুবাদ—শ্রীনারদপুরাণে বলা হইয়াছে—শ্রীশুকদেব পুরাণে বলিয়াছেন, শালিতণ্ডুলের নৈবেদ্যের মত তুলসীচন্দনও বিষ্ণুর সতত প্রিয় ॥ ২৯৯ ॥

অগস্ত্যসংহিতায়াঞ্চ—
সংঘৃষ্য তুলসীকাষ্ঠং যো দদ্যাদ্রামমূর্দ্ধনি।
কর্পূরাগুরুকস্তূরীকুঙ্কুমং ন চ তৎসমম্ ॥ ৩০০ ॥

অনুবাদ—অগস্ত্যসংহিতাতেও বলা আছে—তুলসীকাষ্ঠকে ঘর্ষণ করিয়া যদি রামের মাথায় অর্পণ করা যায়, কর্পূর, কুঙ্কুম, কস্তুরীও তাহার সহিত তুলনীয় নহে ॥ ৩০০ ॥

অথানুলেপনমাহাত্ম্যম্

স্কান্দে শ্রীব্রহ্ম-নারদ-সংবাদে শঙ্খমাহাত্ম্যে—
বিলেপয়ন্তি দেবেশং শঙ্খে কৃত্বা তু চন্দনম্।
পরমাত্মা পরাং প্রীতিং করোতি শতবার্ষিকীম্ ॥৩০১

অনুবাদ—অনন্তর অনুলেপন মাহাত্ম্য স্কন্দপুরাণে ব্রহ্ম-নারদ-সংবাদে শঙ্খ মাহাত্ম্যে—শঙ্খে চন্দন লইয়া

দেবদেব শ্রীবিষ্ণুর অঙ্গে লেপন করিলে পরমাত্মা একশত বৎসর পরমতুষ্টি অনুভব করেন ॥ ৩০১ ॥

গারুড়ে—

তুলসীদললগ্নেন চন্দনেন জনার্দ্দনম্ ।
বিলেপয়তি যো নিত্যং লভতে বাঞ্ছিতং ফলম্ ॥৩০২

অনুবাদ—গরুড়পুরাণে যথা—তুলসীদল সংলগ্ন চন্দন যিনি জনার্দ্দনের অঙ্গে নিত্য বিলেপন করেন, তিনি বাঞ্ছিত ফল লাভ করেন ॥ ৩০২ ॥

টীকা—বাঞ্ছিতম্ চিন্তিতম্ ; অকারপ্রশ্লেষেণ চিন্তিতাতীতমপীতি বা ॥ ৩০২ ॥

নারসিংহে—

কুঙ্কুমাগুরুশ্রীখণ্ডকর্দ্দমৈরচ্যুতাকৃতিম্ ।
বিলিপ্য ভক্ত্যা রাজেন্দ্র কল্পকোটিং বসেদ্দিবি ॥৩০৩

অনুবাদ—নৃসিংহপুরাণে—হে রাজেন্দ্র ! ভক্তির সহিত কুঙ্কুম, অগুরু ও চন্দনদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমূর্ত্তি বিলেপন করিলে কোটিকল্পকাল স্বর্গে বাস হয় ॥ ৩০৩ ॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরাগ্নিপুরাণয়োঃ—

চন্দনাগুরু-কর্পূর-কুঙ্কুমোশীরপদ্মকৈঃ ।
অনুলিপ্তো হরির্ভক্ত্যা বরান্ ভোগান্ প্রযচ্ছতি ॥৩০৪

অনুবাদ—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে ও অগ্নিপুরাণে বলা হইয়াছে—চন্দন, অগুরু, কর্পূর, কুঙ্কুম, বেণামূল ও পদ্মদ্বারা শ্রীহরিকে ভক্তিরসহিত অনুলেপন প্রদান করিলে শ্রীহরি নানাবিধ উত্তমভোগ দিয়া থাকেন ॥ ৩০৪ ॥

কালেয়কং তুরুষ্কঞ্চ রক্তচন্দনমুত্তমম্ ॥ ৩০৫ ॥
নৃণাং ভবন্তি দত্তানি পুণ্যানি পুরুষোত্তমে ॥ ৩০৬ ॥

অনুবাদ—কৃষ্ণ অগুরু, শিহলক ও শ্রেষ্ঠ রক্ত-চন্দন শ্রীপুরুষোত্তমকে অর্পণকারকী পুণ্যলাভ হয় ॥ ৩০৫-৩০৬ ॥

টীকা—কালকেয়ং কালাগুরুঃ, তুরুষ্কং শিহলকম্ ॥ ৩০৫ ॥

টীকা—পুরুষোত্তমে দত্তানি সন্তি নৃণাং পুণ্য-রূপাণি ভবন্তি ॥ ৩০৬ ॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে—

চন্দনেনানুলিপ্যৈনং চন্দ্রলোকমবাপ্নুয়াৎ ।
শারীরৈর্ম্মানসৈর্দুঃখৈস্তথৈব চ বিমুচ্যতে ॥ ৩০৭ ॥
কুঙ্কুমেনানুলিপ্যৈনং সূর্য্যলোকে মহীয়তে ।
সৌভাগ্যমুত্তমং লোকে তথা প্রাপ্নোতি মানবঃ ॥৩০৮
কর্পূরেণানুলিপ্যৈনং বারুণং লোকমাপ্নুয়াৎ ।
শারীরৈর্ম্মানসৈর্দুঃখৈস্তথৈব চ বিমুচ্যতে ॥ ৩০৯ ॥

অনুবাদ—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে বর্ণিত হইয়াছে—শ্রীকৃষ্ণকে চন্দনদ্বারা অনুলিপ্ত করিলে মনুষ্যগণ চন্দ্র-লোক পাইবে এবং দৈহিক ও মানসিক দুঃখ দূর হইবে। কুঙ্কুমদ্বারা অনুলিপ্ত করিলে সূর্য্যলোকে সুখানুভব ও ইহলোকে উত্তম সৌভাগ্য লাভ হয় ; কর্পূর দ্বারা অনুলিপ্ত করিলে বরুণলোক প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং দৈহিক ও মানসিক ক্লেশ হইতে মুক্তি লাভ হয় ॥ ৩০৭-৩০৯ ॥

টীকা—এনং শ্রীকৃষ্ণম্ ॥ ৩০৭ ॥

দত্ত্বা মৃগমদং মুখ্যং যশসা চ বিরাজতে ।
দত্ত্বা জাতীফলক্ষোদং ক্রিয়াসাফল্যমশ্নুতে ॥ ৩১০ ॥
রম্যেণাগুরুসারেণ অনুলিপ্য জনার্দ্দনম্ ।
সৌভাগ্যমতুলং লোকে বলং প্রাপ্নোতি চোত্তমম্ ॥৩১১

অনুবাদ—উৎকৃষ্ট মৃগমদ নিবেদন করিলে যশস্বী হইয়া বিরাজ করিবে। জাতীফলের চূর্ণ অর্পণে ক্রিয়াসাফল্য লাভ হইবে এবং মনোহর অগুরুসার জনার্দ্দনকে অনুলেপন রূপে দিলে সংসারমধ্যে অতুল-সৌভাগ্য ও শ্রেষ্ঠবল লভ্য হয় ॥ ৩১০-৩১১ ॥

তথা বকুলনির্য্যাসৈরগ্নিষ্টোমফলং লভেৎ ।
বকুলাগুরুমিশ্রেণ চন্দনেন সুগন্ধিনা ।
সমালিপ্য জগন্নাথং পুণ্ডরীকফলং লভেৎ ॥ ৩১২ ॥

অনুবাদ—শ্রীহরির অঙ্গে বকুল-নির্য্যাস লেপনে অগ্নিষ্টোম-যজ্ঞের ফল লাভ হয়। জগৎপতির শ্রীঅঙ্গে বকুল ও অগুরু মিশ্রিত সুগন্ধি চন্দন বিলেপনে পুণ্ডরীক-যজ্ঞের ফলভাগী হওয়া যায় ॥৩১২॥

টীকা—পুণ্ডরীকং যজ্ঞবিশেষঃ ॥ ৩১২ ॥

একীকৃত্য তু সর্ব্বাণি সমালিপ্য জনার্দ্দনম্ ।
অশ্বমেধস্য মুখ্যস্য ফলং প্রাপ্নোত্যসংশয়ম্ ॥৩১৩॥
যোঽনুলিম্পেত দেবেশং কীর্ত্তিতৈরনুলেপনৈঃ ।
পার্থিবাদ্যানি যাবন্তি পরমাণূনি তত্র বৈ ॥ ৩১৪ ॥
তাবদব্দানি লোকেষু কামচারী ভবত্যসৌ ।
কেশসৌগন্ধ্যজননং কৃত্বা মৃগমদং নরঃ ॥ ৩১৫ ॥
সর্ব্বকামসমৃদ্ধস্য যজ্ঞস্য ফলমশ্নুতে ॥ ৩১৬ ॥

অনুবাদ—এই সমস্ত দ্রব্য একত্র করিয়া জনার্দ্দনকে মাখাইলে মুখ্য অশ্বমেধযজ্ঞের ফল পাওয়া যাইবে, ইহাতে কোন সংশয় নাই। যে সকল অনুলেপন-দ্রব্য কীর্ত্তিত হইল, যিনি এই সমস্ত দ্রব্য দ্বারা দেবেশ্বরের শ্রীঅঙ্গলেপন করেন, তিনি পৃথিব্যাদি লোকসমূহে যত পরমাণু আছে তত সংখ্যক বৎসর যথেচ্ছভাবে চতুর্দ্দশভুবনে ভ্রমণ করিবার সামর্থ্য লাভ করেন। মৃগমদ কস্তুরীদ্বারা শ্রীমূর্ত্তির কেশ-সৌগন্ধ্য সম্পাদন করিলে সমুদায় কামসমৃদ্ধ যজ্ঞ ফল লাভ হয় ॥ ৩১৩-৩১৬ ॥

টীকা—তত্রানুলেপনেষু পার্থিবাশ্চন্দনাদিসম্বন্ধিনঃ, আদ্য-শব্দেন জলাদিসম্বন্ধিনশ্চ, নপুংসকত্বমার্ষম্ ; লোকেষু চতুর্দ্দশভুবনেষু ॥ ৩১৪-৩১৫ ॥

যঃ প্রযচ্ছতি গন্ধানি গন্ধযুক্তকৃতানি চ ।
গন্ধর্ব্বত্বং ধ্রুবং তস্য সৌভাগ্যঞ্চ তথোত্তমম্ ॥৩১৭॥

অনুবাদ—সুগন্ধি দ্রব্য সকল শোধন করিয়া যে ব্যক্তি শ্রীহরিকে নিবেদন করেন, তাঁহার নিশ্চয় গন্ধর্ব্বত্ব এবং উৎকৃষ্ট সৌভাগ্য লাভ হয় ॥ ৩১৭ ॥

টীকা—গন্ধযুক্তকৃতানি সুগন্ধিদ্রব্যযোগেন শোধিতানি ॥ ৩১৭ ॥

অথ শ্রীতুলসীকাষ্ঠচন্দনমাহাত্ম্যম্

গারুড়ে শ্রীনারদধুন্ধুমারনৃপসংবাদে—
যো দদাতি হরেনিত্যং তুলসীকাষ্ঠচন্দনম্ ।
যুগানি বসতে স্বর্গে হ্যনন্তানি নরোত্তমঃ ॥ ৩১৮ ॥

অনুবাদ—অতঃপর তুলসীকাষ্ঠ-চন্দন-মাহাত্ম্য গরুড়পুরাণে শ্রীনারদ-ধুন্ধুমার-সংবাদে—প্রতিদিন যে নরোত্তম জনার্দ্দনকে তুলসীকাষ্ঠের চন্দন অর্পণ করেন, তিনি অনন্তযুগ স্বর্গে বাস করেন ॥ ৩১৮ ॥

মহাবিষ্ণৌ কলৌ ভক্ত্যা দত্ত্বা তুলসিচন্দনম্ ।
যোঽর্চ্চয়েন্মালতীপুষ্পৈর্ন ভূয়ঃ স্তনপো ভবেৎ ॥৩১৯
তুলসীকাষ্ঠসম্ভূতং চন্দনং যচ্ছতো হরেঃ ।
নির্দ্দহেৎ পাতকং সর্ব্বং পূর্ব্বজন্মশতৈঃ কৃতম্ ॥৩২০
সর্ব্বেষামপি দেবানাং তুলসীকাষ্ঠচন্দনম্ ।
পিতৃণাঞ্চ বিশেষেণ সদাভীষ্টং হরের্যথা ॥ ৩২১ ॥
মৃত্যুকালে তু সংপ্রাপ্তে তুলসীতরুচন্দনম্ ।
ভবতে যস্য দেহে তু হরির্ভূত্বা হরিং ব্রজেৎ ॥৩২২॥

অনুবাদ—যিনি এই কলিযুগে মহাবিষ্ণুকে তুলসীকাষ্ঠের চন্দন নিবেদন করিয়া মালতীপুষ্প-দ্বারা পূজা করেন, তাঁহাকে আর সংসার দুঃখ ভোগ করিতে হইতে হয় না। তুলসীকাষ্ঠের উৎপন্ন চন্দন অর্পণ করিলে সেই চন্দন পূজকের আগের শতজন্মকৃত সমুদায় পাপ নিঃশেষে দগ্ধ করে। তুলসীকাষ্ঠের চন্দন যেমন শ্রীহরির প্রিয়, সেইরূপ সকল দেবতার, বিশেষতঃ পিতৃগণের সতত বাঞ্ছিত। মৃত্যুকালে যাঁহার শরীরে তুলসী-চন্দন লিপ্ত থাকে, তিনি শ্রীহরির সারূপ্য লাভ করিয়া শ্রীহরিকে প্রাপ্ত হন ॥ ৩১৯-৩২২ ॥

টীকা—তুলসিচন্দনং তুলসীকাষ্ঠচন্দনম্ ; হ্রস্বত্বমার্ষম্ ; স্তনপঃ সংসারীত্যর্থঃ ॥ ৩১৮-৩১৯ ॥

টীকা—যচ্ছতো জনস্য পাতকং কর্ম্মভূতং চন্দনমেবকর্ত্তৃ নিঃশেষেণ দহতে ॥ ৩২০ ॥

টীকা—অস্তু তাবত্তগবদর্পণমাহাত্ম্যম্, অন্ত্যদশায়াং তৎস্পর্শেনাপি কৃতার্থতা স্যাৎ ইত্যাহ—মৃত্যুকালে ত্বিতি। ভবতে ভবতি তিষ্ঠতীত্যর্থঃ। হরির্ভূত্বা সারূপ্যপ্রাপ্ত্যা হরিরিব ভূত্বা ইত্যর্থঃ ॥ ৩২২ ॥

তাবন্মলয়জং বিষ্ণোর্ভাতি কৃষ্ণাগুরুর্নৃপ।
যাবন্ন দৃশ্যতে পুণ্যং তুলসীকাষ্ঠচন্দনম্ ॥ ৩২৩ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্! যে পর্য্যন্ত পবিত্র তুলসীকাষ্ঠজাত চন্দন দেখিতে না পাওয়া যায়, সেই পর্য্যন্তই শ্রীবিষ্ণুর অঙ্গে চন্দন ও কৃষ্ণাগুরু শোভা পায়। তুলসীকাষ্ঠজাত চন্দনের নিকট অন্যগুলি গৌণ ইহাই বক্তব্য ॥ ৩২৩ ॥

টীকা—অত্র হেতুত্বেন তস্য শ্রীভগবৎপ্রিয়তামাহ—তাবদিতি দ্বাভ্যাম্। ভাতি শোভতে রোচতে বা ॥ ৩২৩ ॥

———

তাবৎ কস্তূরিকামোদঃ কর্পূরস্য সুগন্ধিতা।
যাবন্ন দীয়তে বিষ্ণোস্তুলসীকাষ্ঠচন্দনম্ ॥ ৩২৪ ॥
কলৌ যচ্ছন্তি যে বিষ্ণৌ তুলসীকাষ্ঠচন্দনম্।
ধুন্ধুমার ন বৈ মর্ত্ত্যাঃ পুনরায়ন্তি তে ভুবি ॥ ৩২৫ ॥

অনুবাদ—তুলসীকাষ্ঠের চন্দন যে পর্য্যন্ত বিষ্ণু-অঙ্গে অর্পিত না হয়, সেই পর্য্যন্ত কস্তুরিকায় আমোদ ও কর্পূরের সুগন্ধিতা প্রকাশ থাকে। হে ধুন্ধুমার! কলিকালে যে সকল মনুষ্য শ্রীহরিকে তুলসীকাষ্ঠ-চন্দন অর্পণ করেন তাঁহাদিগকে আর মর্ত্ত্যলোকে আগমন করিতে হয় না ॥ ৩২৪-৩২৫ ॥

টীকা—বিশেষতঃ কলিকালে তদর্পণমাহাত্ম্যমাহ—কলাবিতি। ভুবি ন পুনরায়ান্তি, মুক্তা ভবন্তি, কিংবা শ্রীবৈকুণ্ঠলোক এব বসন্তীত্যর্থঃ। পূর্ব্বং মালতী-সহিতস্য ফলমুক্তম্, অধুনা কেবলস্যেবেতি ভেদঃ ॥ ৩২৫ ॥

———

যো হি ভাগবতো ভূত্বা কলৌ তুলসিচন্দনম্।
নার্পয়তি সদা বিষ্ণোর্ন স ভাগবতো নরঃ ॥ ৩২৬ ॥

অনুবাদ—ভগবদ্ভক্ত হইয়া কলিযুগে যে মনুষ্য সতত শ্রীবিষ্ণুকে তুলসীকাষ্ঠ চন্দন অর্পণ না করে, সে ভগবদ্ভক্ত হইতে পারে না ॥ ৩২৬ ॥

টীকা—অতো বৈষ্ণবৈঃ কলাববশ্যমেব তদর্প্য-মিত্যাহ—যো হীতি ॥ ৩২৬ ॥

———

প্রহলাদসংহিতায়াম্—

ন তেন সদৃশো লোকে বৈষ্ণবো বিদ্যতে ভুবি।
যঃ প্রযচ্ছতি কৃষ্ণায় তুলসীকাষ্ঠচন্দনম্ ॥ ৩২৭ ॥
তুলসীদারুজাতেন চন্দনেন কলৌ নরঃ।
বিলিপ্য ভক্তিতো বিষ্ণুং রমতে সন্নিধৌ হরেঃ ॥৩২৮
তুলসীকাষ্ঠজাতেন চন্দনেন বিলেপনম্।
যঃ কুর্য্যাদ্বিষ্ণুতোষায় কপিলাগোফলং লভেৎ ॥৩২৯

অনুবাদ—প্রহলাদসংহিতায়, যথা—শ্রীকৃষ্ণকে তুলসীকাষ্ঠচন্দন প্রদানকারীর মত বৈষ্ণব ভূমণ্ডলে নাই। কলিকালে তুলসীকাষ্ঠের চন্দন ভক্তির সহিত বিষ্ণুর অঙ্গে বিলেপন করিয়া বিষ্ণুসন্নিধানে আনন্দানুভব করেন। শ্রীবিষ্ণুর সন্তোষ উৎপাদনের জন্য যিনি তুলসীকাষ্ঠচন্দন বিলেপন করেন, তিনি কপিলা গোদানের ফল পাইয়া থাকেন ॥ ৩২৭-৩২৯ ॥

টীকা—লোকে ইতি সপ্তম্যন্তপাঠে ভুবি লোকে ভূলোক ইত্যর্থঃ; যদ্বা, ভুবি পৃথিব্যাং চতুর্দ্দশ-সংখ্যলোকেঽপি নাস্তীত্যর্থঃ ॥ ৩২৭ ॥

টীকা—বিষ্ণোস্তোষার্থং তস্য স্বস্যাপি বা বিলেপনং যঃ কুর্য্যাৎ, স কপিলাগোশতদানফলং লভতে ॥ ৩২৯ ॥

———

তুলসীকাষ্ঠসম্ভূতং চন্দনং যস্তু সেবতে।
মৃত্যুকালে বিশেষেণ কৃতপাপোঽপি মুচ্যতে ॥৩৩০॥
যো দদাতি পিতৃণান্তু তুলসীকাষ্ঠচন্দনম্।
তেষাং স কুরুতে তৃপ্তিং শ্রাদ্ধে বৈ শতবার্ষিকীম্ ॥

অনুবাদ—মৃত্যুকালে যিনি তুলসীকাষ্ঠচন্দন সেবন করেন, পাপী হইলেও তাঁহার মুক্তি হয়। শ্রাদ্ধকালে পিতৃগণের উদ্দেশ্যে তুলসীকাষ্ঠচন্দন অর্পণকারীর, পিতৃকুল শতবর্ষব্যাপী তৃপ্তিলাভ করেন ॥ ৩৩০-৩৩১ ॥

টীকা—বিশেষেণ মৃত্যুকালে যঃ সেবতে; বিশেষেণেতি—তদানীং পাপান্তরাসম্ভাবাদিনা সদ্যো-মুক্তিসিদ্ধিঃ। যদ্বা, মৃত্যুকালেঽপি সেবতে, বিশেষেণে-ত্যস্য পরেণান্বয়ঃ ॥ ৩৩০ ॥

টীকা—কিঞ্চ, য ইতি—শ্রাদ্ধে যো দদাতি ॥৩৩১

———

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে চ—

তুলসীচন্দনাক্তাঙ্গঃ কুরুতে কৃষ্ণপূজনম্ ।
পূজনেন দিনৈকেন লভতে শতবার্ষিকীম্ ॥ ৩৩২ ॥

অনুবাদ— বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে বলা হইয়াছে—শরীর তুলসীকাষ্ঠের চন্দনে লিপ্ত করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে পূজা করিলে একদিনের পূজাতেই শতবর্ষকৃত পূজার ফল লাভ করা যায় ॥ ৩৩২ ॥

বিলেপনার্থং কৃষ্ণস্য তুলসীকাষ্ঠচন্দনম্ ।
মন্দিরে বসতে যস্য তস্য পুণ্যফলং শৃণু ॥ ৩৩৩ ॥
তিলপ্রস্থাষ্টকং দত্ত্বা যৎ পুণ্যং চোত্তরায়ণে ।
তত্তুল্যং জায়তে পুণ্যং প্রসাদাচ্চক্রপাণিনঃ ॥
ইতি ॥ ৩৩৪ ॥

অনুবাদ—শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ বিলেপনের জন্য যাঁহার বাড়ীতে তুলসীকাষ্ঠচন্দন সঞ্চিত থাকে, তাহার পুণ্য ফলের কথা শোন—উত্তরায়ণ সংক্রান্তিতে অষ্টপ্রস্থ তিল দান করিলে যে পুণ্য হয়, চক্রপাণি শ্রীহরির প্রসন্নতায় তাদৃশ পুণ্য লাভ হয় ॥ ৩৩৩-৩৩৪ ॥

দেয়ং মলয়জাভাবে শীতলত্বাৎ কদম্বজম্ ।
যথা কিঞ্চিৎ সুগন্ধিত্বাচ্চন্দনং দেবদারুজম্ ॥৩৩৫॥

অনুবাদ—মলয়জ চন্দনের অভাব হইলে শীতলতা নিবন্ধন কদম্বকাষ্ঠের চন্দন প্রদান করিবে। যেহেতু কিঞ্চিৎ সুগন্ধ আছে বলিয়া দেবদারুচন্দনও চন্দন মধ্যে গণ্য হয় ॥ ৩৩৫ ॥

টীকা—কদম্বজং চন্দনম্ ॥ ৩৩৫ ॥

গারুড়ে—

হরের্মলয়জং শ্রেষ্ঠমভাবে দেবদারুজম্ ॥ ৩৩৬ ॥

অনুবাদ—গরুড়পুরাণে, যথা—শ্রীহরির পূজায় মলয়জ চন্দনই শ্রেষ্ঠ, তাহা না পাইলে দেবদারুচন্দন দেওয়া যায় ॥ ৩৩৬ ॥

অথানুলেপে নিষিদ্ধ্যানি

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে—

দারিদ্র্যং পদ্মকং কুর্য্যাদস্বাস্থ্যং রক্তচন্দনম্ ।
উশীরং চিত্তবিভ্রংশমন্যে কুর্য্যুরুপদ্রবম্ ॥ইতি॥৩৩৭

অনুবাদ—অনন্তর অনুলেপক্রিয়ায় নিষিদ্ধ দ্রব্য বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে বর্ণিত হইয়াছে—পদ্মকাষ্ঠ দারিদ্র্য-জনক, রক্তচন্দন স্বাস্থ্য হানিকর, উশীর চিত্তরে বিক্ষেপ ঘটায় এবং দেবদারু প্রভৃতি অন্যান্য উগ্রগন্ধ বিশিষ্ট চন্দন উপদ্রব কারক ॥ ৩৩৭ ॥

টীকা—অন্যে দেবদার্ব্বাদয়ঃ উগ্রগন্ধয়ঃ বিহিতে-ভ্যোঽপরে বা ॥ ৩৩৭ ॥

পদ্মকাদি ন দাতব্যমৈহিকং হীচ্ছতা সুখম্ ।
মুখ্যালাভে তু তৎ সর্ব্বং দাতব্যং ভগবৎপরৈ ॥৩৩৮

অনুবাদ—ইহলোকের যাবতীয় সুখ ভোগেচ্ছু ব্যক্তিগণ পদ্মাদিকাষ্ঠচন্দন অর্পণ করিবেন না। মুখ্যবস্তুর অভাবে ভগবদ্ভক্ত ব্যক্তিগণই কেবল ঐ সকল নিষিদ্ধ দ্রব্য দিতে পারেন ॥ ৩৩৮ ॥

টীকা—পূর্ব্বং চন্দনাগুরু-কর্পূর কুঙ্কুমোশীর-পদ্মকৈরিত্যুশীরপদ্মকার্পণং বিহিতম্, অধুনা দারিদ্র্যং পদ্মকং কুর্য্যাদিতি নিষিদ্ধমিত্যেবং বিরোধে লিখতি—পদ্মকেতি। পদ্মকাদি ন দাতব্যমিতি যৎ, এবার্থো হি-শব্দঃ, তদৈহিকং সুখমিচ্ছতৈব ন দাতব্যমিত্যর্থঃ, ভগবৎপরৈস্তু দাতব্যমেব ; কিন্তু মুখ্যানাং চন্দনাদী-নামলাভে সতি ; যথা পুষ্পাণ্যধিকৃত্যোক্তং পাদ্মে—'বিহিতপ্রতিষিদ্ধৈস্তু বিহিতালাভতোঽর্চ্চয়েৎ' ইতি, তচ্চাগ্রে ব্যক্তং ভাবি। এবমধিকারিভেদাদিনা ন বিরোধ ইতি ভাবঃ ॥ ৩৩৮ ॥

ততো ভগবতঃ কুর্য্যাদনুলেপাদনন্তরম্ ।
বিদ্বান্ বিচিত্রৈর্ব্যজনৈশ্চামরৈরপি বীজনম্ ॥৩৩৯॥

অনুবাদ—বিচক্ষণ ব্যক্তি অনুলেপনের পর বিচিত্র ব্যজন (পাখা) ও চামর দ্বারা বাতাস করিবেন॥৩৩৯

টীকা—বিদ্বানিতি—উষ্ণকালে কুর্য্যাৎ, শীতকালে চ নৈবেতি ভাবঃ। তচ্চাগ্রে লেখ্যমেব ॥ ৩৩৯ ॥

বীজনমাহাত্ম্যঞ্চ

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে—

অনুলিপ্য জগন্নাথং তালবৃন্তেন বীজয়েৎ।
বায়ুলোকমবাপ্নোতি পুরুষস্তেন কর্ম্মণা ॥ ৩৪০ ॥
চামরৈর্বীজয়েদ্যস্তু দেবদেবং জনার্দ্দনম্।
তিলপ্রস্থপ্রদানস্য ফলমাপ্নোত্যসংশয়ম্ ॥ ৩৪১ ॥
ব্যজনেনাথ বস্ত্রেণ সুভক্ত্যা মাতরিশ্বনা।
দেবদেবস্য রাজেন্দ্র কুরুতে তাপবারণম্ ॥ ৩৪২ ॥
তৎকুলে যমলোকে তু শমতে নারকো দরঃ।
বায়ুলোকান্মহীপাল ন চ্যুতির্বিদ্যতে পুনঃ ॥ ৩৪৩ ॥
চলচ্চামরবাতেন কৃষ্ণং সন্তোষয়েন্নরঃ ॥ ৩৪৪ ॥
তস্যোত্তমাঙ্গং দেবেশ স্তবতে স্বমুখেন বৈ।
উষ্ণকালে ত্বিদং জ্ঞেয়ং যৎ সন্তঃ পৌষমাঘয়োঃ।
শীতলত্বান্মলয়জমপি নৈবার্পয়ন্তি হি ॥ ৩৪৫ ॥

তথা চোক্তম্—

ন শীতে শীতলং দেয়ম্ ॥ ইতি ॥ ৩৪৬ ॥

ইতি শ্রীগোপালভট্টবিলিখিতে শ্রীভগবদ্ভক্তিবিলাসে
স্নাপনিকো নাম ষষ্ঠো বিলাসঃ।

অনুবাদ—অতঃপর বীজনমাহাত্ম্য বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে বলা হইয়াছে—শ্রীজগন্নাথকে অনুলেপন প্রদান করিয়া তালপাতার পাখায় বাতাস করিলে মানুষ বায়ুলোকে বসতি লাভ করে। চামর দিয়া বীজন করিলে একপ্রস্থ পরিমিত তিলদানের ফল হয়। হে নৃপবর। যিনি সুভক্তিযুক্ত হইয়া বস্ত্রব্যজনের বায়ু দ্বারা দেবদেব শ্রীহরির তাপ দূর করেন, তাহার বংশে যমলোকে নরকের ভয় থাকে না।

হে নৃপ। চলিত চামরবায়ুদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের সন্তোষ বিধান করিলে বায়ুলোক হইতে আর সেই বীজনকারীর পতন হয় না। ভগবান শ্রীমুখে সেই বীজনকারীর অত্যুত্তম দেহের প্রশংসা করিয়া থাকেন। এই বীজন গ্রীষ্মকালেই প্রশস্ত। যেহেতু সাধুগণ পৌষ ও মাঘ মাস শীতল বলিয়াই মলয়জ চন্দনও অর্পণ করেন না। অতএব উক্ত হইয়াছে শীতকালে শীতল দ্রব্য নিবেদন কর্ত্তব্য নহে ॥ ৩৪০-৩৪৬ ॥

ইতি শ্রীগোপালভট্টবিলিখিতে শ্রীভগবদ্ভক্তিবিলাসে
স্নাপনিক নামক ষষ্ঠবিলাস।

টীকা—বস্ত্রেণ যদ্ব্যজনং, তেন বস্ত্রনির্ম্মিতব্যজনেনেত্যর্থঃ। যদ্বা, অথ-শব্দো বিকল্পে ব্যজনেন তালবৃন্তাদিনা বস্ত্রেণ বা ব্যজনরূপেণৈব যো মাতরিশ্বা বাতস্তেন তাপস্য উষ্ণতায়া বারণং যঃ কুর্য্যাৎ; তাপস্তু প্রায়ো ঘর্ম্মকালেহনু লেপনস্য বিশেষতোহর্পণাৎ; ততশ্চ প্রস্বেদোদ্ভবাত্তদ্বারণং যুক্তমেব। যমলোকে যো নারকঃ, নরকসম্বন্ধী, দরো ভয়ং শমতে শাম্যতি ॥ ৩৪২-৩৪৩ ॥

টীকা—উত্তমং বীজনেনোৎকৃষ্টতাং প্রাপ্তম্ অঙ্গং হস্তং দেহং বা স্তৌতি। ইদম্ অনুলেপনানন্তরং বীজনম্, যদ্যস্মাৎ ॥ ৩৪৫ ॥

ইতি ষষ্ঠো বিলাসঃ।

সপ্তম-বিলাসঃ

কুমনাঃ সুমনস্তং হি যাতি যস্য পদাব্জয়োঃ।
সুমনোঽর্পণমাত্রেণ তং চৈতন্যপ্রভুং ভজে ॥ ১ ॥

অনুবাদ—যাঁহার পাদ-পদ্মযুগলে পুষ্প অর্পণ করা মাত্রই কুমনা ব্যক্তি সুমনা হয়, আমি সেই শ্রীচৈতন্যপ্রভুকে ভজনা করি ॥ ১ ॥

টীকা—বিচিত্রপুষ্পপ্রদান-প্রকরণলিখনসৌষ্ঠবায় নিজেষ্টদেবরূপং পরমগুরুবরং শরণং যাতি—কুমনা ইতি। সুমনসাং পুষ্পাণামর্পণমাত্রেণ সুমনস্ত্বমিতি শ্লেষেণ পাদাব্জয়োঃ পুষ্পবৎ সংসক্ততয়া প্রিয়তমত্বম-ভিপ্রেতম্ ॥ ১ ॥

শ্রীমদঙ্গাদি তৈর্ভক্ত্যা সমালিপ্যানুলেপনৈঃ।
নিবেদ্যোত্তমপুষ্পাণি তন্মুদ্রাঞ্চ প্রদর্শয়েৎ ॥ ২ ॥

অনুবাদ—পূর্ব্বোল্লিখিত অনুলেপন দ্রব্যসমূহদ্বারা প্রীতিসহকারে শ্রীমৎ অঙ্গসকল বিলেপন করিয়া উত্তম উত্তম পুষ্প নিবেদন করতঃ পুষ্পার্পণের মুদ্রাও দেখাইতে হইবে ॥ ২ ॥

অথ পুষ্পাণি

নারসিংহে—

পুষ্পৈররণ্যসম্ভূতৈস্তথা নগরসম্ভবৈঃ।
অপর্য্যুষিতনিশ্ছিদ্রৈঃ প্রোক্ষিতৈর্জন্তুবর্জ্জিতৈঃ।
আত্মারামোদ্ভবৈর্বাপি পুতৈঃ সংপূজয়েদ্ধরিম্ ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—অতঃপর পুষ্পসকল—নৃসিংহপুরাণে যথা—অরণ্যে জাত, নগরে বা গ্রামে উৎপন্ন কিংবা নিজের উদ্যানের (বাগানের) গাছে থাকা টাট্‌কা, ছেঁড়া নয়, অসিক্ত, কীটাদি জীব রহিত কুসুমের দ্বারা শ্রীহরির পূজা করিবে ॥ ৩ ॥

টীকা—তৈর্লিখিতৈর্ভক্ত্যা প্রীত্যা অভক্তিচ্ছেদেন বা, তস্য পুষ্পনিবেদনস্য মুদ্রাম্, অপর্য্যুষিতৈর্নিশ্ছিদ্রৈশ্চ অবিদীর্ণদলৈঃ, আত্মনঃ, আরামঃ উপবনং, তদুদ্ভবৈঃ ॥ ২-৩ ॥

বামনপুরাণে শ্রীপ্রহ্লাদবলিসংবাদে—

তান্যেব সুপ্রশস্তানি কুসুমানি মহাসুর।
যানি সুবর্ণযুক্তানি রসগন্ধযুতানি চ ॥ ৪ ॥
জাতী শতাঙ্গা সুমনাঃ কুন্দং চারুপুটং তথা।
বাণঞ্চ চম্পকাশোকং করবীরঞ্চ যূথিকা ॥ ৫ ॥
পারিভদ্রং পাটলা চ বকুলং গিরিশালিনী।
তিলকং জাসুবনজং পীতকং তগরন্তথা ॥ ৬ ॥
এতানি সুপ্রশস্তানি কুসুমান্যচ্যুতার্চ্চনে।
সুরভীণি তথান্যানি বর্জ্জয়িত্বা তু কেতকীম্ ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—বামনপুরাণে শ্রীপ্রহ্লাদ-বলিসংবাদে—হে অসুররাজ! যে সমস্ত পুষ্পের বর্ণ, রস ও গন্ধ আছে, সেই সকল পুষ্পই অতিশয় প্রশস্ত। তন্মধ্যে জাতী, শতপত্রিকা (পদ্ম), মালতী, কুন্দ, কর্ণিকার ঝিন্‌টি, চম্পক, অশোক, করবী, যূথিকা, মন্দার, পাটলা, (পারুল), বকুল, শুক্লকুটজ, তিল, জবা, পিয়লী ও তগর এই সকল পুষ্প শ্রীগোবিন্দের অর্চ্চনে অতীব প্রশস্ত। বনকেতকী ভিন্ন অন্যান্য সুগন্ধি পুষ্পও প্রশস্ত ॥ ৪-৭ ॥

টীকা—শতাঙ্গা শতপত্রিকা, চারুপুটং কর্ণিকারং, বাণং ঝিণ্টীভেদঃ। পারিভদ্রং পলহদেতি প্রসিদ্ধম্, গিরিশালিনী শ্বেতকুটজং; জানুবনজং জবাকুসুমং, পীতকং পিয়লীতি প্রসিদ্ধম্, কেতকীমিতি বনকেত-কীম্ ॥ ৫-৭ ॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে—

কুঙ্কুমস্য চ পুষ্পাণি বন্ধুজীবস্য চাপ্যথ।
চম্পকস্য চ দেয়ানি তথা ভূচম্পকস্য চ ॥ ৮ ॥
পীতযূথিকজান্যেব যানি বৈ নীপজান্যপি।
মঞ্জর্য্যঃ সহকারস্য তথা দেয়া জনার্দ্দনে ॥ ৯ ॥
মল্লিকা কুব্জকুসুমমতিযুক্তকমেব চ।
সর্ব্বাশ্চ যূথিকাজাত্যো মল্লিকাজাত্য এব চ ॥ ১০ ॥
যাশ্চ কুব্জকজাজাত্যঃ কদম্বকুসুমানি চ।
কেতকীপাটলাপুষ্পং কাংবপুষ্পং তথৈব চ ॥ ১১ ॥
এবমাদীনি দেয়ানি গন্ধবন্তি শুভানি চ।
কেচিদ্বর্ণগুণাদেব কেচিদ্গন্ধগুণাদথ ॥ ১২ ॥

অনুক্তান্যপি রম্যাণি তথা দেয়ানি কানিচিৎ।
দেশে দেশে তথা কালে যানি পুষ্পাণ্যনেকশঃ ॥১৩॥
গন্ধবর্ণোপপন্নানি তানি দেয়ানি নিত্যশঃ ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে বর্ণিত হইয়াছে—কুঙ্কুম ও বন্ধুজীব পুষ্প (বাঁধুলী), চম্পক, ভূমিচম্পক, পীতযূথী, কদম্ব ও আম্রমঞ্জরী জনার্দ্দনকে অর্পণ করিবে। মল্লিকা, কুব্জ, মাধবী, যূথিকাজাতীয়, মল্লিকাজাতীয়, কুব্জজাতীয় এবং কদম্ব, কেতকী, পাটলা ও কর্ণতুহলী এইগুলি ও নানাবিধ সুগন্ধযুক্ত পবিত্র পুষ্প শ্রীহরিকে অর্পণ করিবে। উত্তম বর্ণ-বিশিষ্ট বলিয়া কতকগুলিকে দিবে, উত্তম গন্ধযুক্ত বলিয়া কতকগুলিকে দিবে, এখানে বলা না হইলেও যে সমস্ত পুষ্প সুগন্ধি ও সুন্দর তাহাও দিবে। দেশ-কালভেদে উৎপন্ন পুষ্প সকল গন্ধযুক্ত ও বর্ণ বিশিষ্ট হইলে নিত্যই নিবেদন করিবে ॥ ৮-১৪ ॥

কিঞ্চ তত্রৈব শ্রীবজ্রমার্কণ্ডেয় সংবাদে—
মধ্যেঽন্যবর্ণো যস্য স্যাৎ শুক্লস্য কুসুমস্য চ।
শুভশুক্লন্তু বিজ্ঞেয়ং মনোজ্ঞং কেশবপ্রিয়ম্ ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ—ঐ গ্রন্থেই শ্রীবজ্র-মার্কণ্ডেয়-সংবাদে আরও বলা হইয়াছে—যে শুক্লবর্ণ পুষ্পে মধ্যভাগে অন্যবর্ণ থাকে, তাহারই নাম শুভশুক্ল, তাহা অতি সুন্দর এবং কেশবের অতিশয় প্রিয় ॥ ১৫ ॥

স্কান্দে—
বাসন্তী মল্লিকাপুষ্পং তথা বৈ বার্ষিকী তু যা।
কুসুম্ভং যূথিকে দ্বে চ তথা চৈবাতিমুক্তকম্ ॥১৬॥
কেতকং চম্পকঞ্চৈব মাষবৃন্তকমেব চ।
পুরন্ধ্রি-মঞ্জরীপুষ্পং চূতপুষ্পং তথৈব চ ॥ ১৭ ॥
বন্ধুজীবকপুষ্পঞ্চ কুসুমং কুঙ্কুমস্য চ।
জাতীপুষ্পাণি সর্ব্বাণি কুন্দপুষ্পন্তথৈব চ ॥ ১৮ ॥
পাটলায়াস্তথা পুষ্পং নীলমিন্দীবরন্তথা।
কুমুদে শ্বেতরক্তে চ শ্বেতরক্তে তথাম্বুজে ॥ ১৯ ॥
এবমাদীনি পুষ্পাণি দাতব্যানি সদা হরেঃ ॥ ২০ ॥

অনুবাদ—স্কন্দপুরাণে—বসন্তকালীন কিংবা বর্ষাকালীন মল্লিকা, কুসুম্ভ, দুই প্রকার যূথিকা, মাধবী, কেতকী, চম্পক, মাষবৃন্ত, পুরন্ধ্রির মঞ্জরী বা পুষ্প, আম্রমঞ্জরী, বন্ধুজীব, কুঙ্কুম, সকল প্রকার জাতী, কুন্দ ও পাটলা পুষ্প এবং নীলেন্দীবর, শুক্ল কুমুদ, রক্তকুমুদ, শুভ্রপদ্ম ও রক্তপদ্ম ইত্যাদি পুষ্পসমূহ শ্রীহরিকে নিত্য নিবেদন করিবে ॥ ১৬-২০ ॥

টীকা—নীপঃ কদম্বভেদঃ অতিমুক্তকং মাধবী-লতা, কাণ্বপুষ্পং কর্ণতুহলীতি প্রসিদ্ধং, বাসন্তী বসন্তোদ্ভবা বার্ষিকী চ যা মল্লিকা, তস্যাঃ পুষ্প-মিত্যর্থঃ ॥ ৯-১৬ ॥

টীকা—পুরন্ধ্রিঃ পুঙ্গবীতি প্রসিদ্ধা, তস্যা মঞ্জরী পুষ্পঞ্চ ॥ ১৭ ॥

তত্রৈবান্যত্র—
মালতী তুলসী পদ্মং কেতকী মণিপুষ্পকম্।
কদম্বকুসুমং লক্ষ্মীঃ কৌস্তুভং কেশবপ্রিয়ম্ ॥ ২১ ॥

অনুবাদ—স্কন্দপুরাণের অন্যত্রও বলা হইয়াছে—মালতী, তুলসী, পদ্ম, কেতকী, মণি ও কদম্বপুষ্প, লক্ষ্মী ও কৌস্তুভমণির মত কেশবের প্রিয় ॥ ২১ ॥

কিঞ্চ—
কণ্টকীন্যপি দেয়ানি শুক্লানি সুরভীণি চ।
তথা রক্তানি দেয়ানি জলজানি দ্বিজোত্তম ॥ ২২ ॥

অনুবাদ—আরও বলা হইয়াছে—হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! শুভ্রবর্ণ সুগন্ধি পুষ্প কণ্টকযুক্ত হইলেও অর্পণ করিবে এবং জলজ রক্তপুষ্পও নিবেদন করিবে॥২২

টীকা—যথা লক্ষ্মীঃ কৌস্তুভঞ্চেতি দৃষ্টান্তত্বেনো-দাহৃতম্, কন্টকীনি কণ্টকযুক্তানি ॥ ২১-২২ ॥

নারদীয়ে সপ্তসাহস্রে শ্রীভগবন্নারদ-সংবাদে—
মালতী বকুলাশোক-শেফালী নবমালিকা।
আম্রঞ্চ তগরাখ্যঞ্চ মল্লিকা মধুপিণ্ডিকা ॥ ২৩ ॥
যূথিকাষ্টপদং কুন্দকদম্বশিখিপিঙ্গকম্।
পাটলা চম্পকং হৃদ্যং লবঙ্গমতিমুক্তকম্ ॥ ২৪ ॥
কেতকং কুরুবকং বিল্বং কহ্লারং বাসকং দ্বিজ।
পঞ্চবিংশতিপুষ্পাণি লক্ষ্মীতুল্যপ্রিয়াণি মে ॥ ২৫ ॥

মদীয়া বনমালা চ পুষ্পৈরেভির্ময়া পুরা।
গ্রথিতা চ তথা তত্ত্বৈঃ পঞ্চবিংশতিভিঃ ক্রমাৎ ॥২৬॥

অনুবাদ—নারদপুরাণে সপ্তসহস্রে শ্রীভগবন্নারদ-সংবাদে বলা হইয়াছে – হে দ্বিজ! মালতী, বকুল, অশোক, শেফালী, নবমল্লিকা, আম্র, তগর, মল্লিকা, মধুক (মৌহুয়াপুষ্প), পিণ্ডিকা (নন্দ্যাবর্ত্ত), যূথিকা, নাগকেশর, কুন্দ, কদম্ব, শিখি, হরিদ্রা, পাটলা, চম্পক, লবঙ্গ, মাধবী, কেতকী, কুরুবক, বিল্ব, কহলার ও বাসক এই পঁচিশ প্রকার পুষ্প লক্ষ্মীর তুল্য আমার প্রীতিকর। আমি পূর্ব্বে যথাক্রমে এই পঁচিশরকম পুষ্পে ও পঁচিশতত্ত্বে আমার বনমালা গাঁথিয়াছি ॥২৩-২৬ ॥

টীকা—শেফালী সেহলীতি প্রসিদ্ধা, মধু মধুক-পুষ্পং ; পিণ্ডিকা নন্দ্যাবর্ত্তঃ, অষ্টপদং নাগকেশরং, শিখি চূক্রিয়েতি প্রসিদ্ধা, পিঙ্গকং হরিদ্রাকুসুমম্ ॥২১-২৪

———

হারীতস্মৃতৌ চ—

তুলস্যৌ পঙ্কজে জাত্যৌ কেতক্যৌ করবীরকৌ।
শস্তানি দশপুষ্পানি তথা রক্তোৎপলানি চ ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ—হারীতস্মৃতিতে বলা হইয়াছে—দুই প্রকার তুলসী, দুই প্রকার পদ্ম, দুই প্রকার জাতী, দুই প্রকার কেতকী, এবং দুই প্রকার করবীর, এই দশ-বিধ পুষ্প ও রক্তোৎপল প্রশস্ত ॥ ২৭ ॥

———

অথ সামান্যতোঽখিলপুষ্পমাহাত্ম্যম্

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে—

দানং সুমনসাং শ্রেষ্ঠং তথৈব পরিকীর্ত্তিতম্।
অলক্ষ্ম্যাঃ শমনং মুখ্যং পরং লক্ষ্মীবিবর্দ্ধনম্ ॥ ২৮ ॥
ধন্যং যশস্যমায়ুষ্যং মাঙ্গল্যং বুদ্ধিবর্দ্ধনম্।
স্বর্গদঞ্চ তথা প্রোক্তং বহ্নিষ্টোমফলপ্রদম্ ॥ ২৯ ॥
ন রত্নেন সুবর্ণেন ন চ বিত্তেন ভূরিণা।
তথা প্রসাদমায়াতি দেবশ্চক্রগদাধরঃ ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ—অনন্তর সাধারণতঃ সকল পুষ্পের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে বর্ণিত হইয়াছে—পুষ্পার্পণ শ্রেষ্ঠ দান বলিয়া খ্যাত, এইদান অলক্ষ্মী নিবারণ ও লক্ষ্মী বৃদ্ধি করিয়া থাকে এবং ধন, যশঃ, আয়ু, মঙ্গল ও বুদ্ধি বৃদ্ধি করে। কথিত হইয়াছে, ইহাতে স্বর্গ ও অগ্নিষ্টোমযজ্ঞের ফল লাভ হয়। চক্র ও গদাধারী শ্রীভগবান রত্ন, স্বর্ণ বা বহুবিধ ধনদ্বারা এই প্রকার প্রীত হন না—অর্থাৎ ঐ দশ প্রকার পুষ্পে শ্রীভগবানের প্রীত্যাধিক্য বর্ত্তমান ॥ ২৮-৩০ ॥

———

তত্রৈবান্যত্র—

ধর্ম্মার্জ্জিতধনক্রীতৈর্য্যঃ কুর্য্যাৎ কেশবার্চ্চনম্।
উদ্ধরিষ্যত্যসন্দেহং সপ্ত পূর্ব্বাংস্তথাপরান্ ॥ ৩১ ॥
আরামস্থৈস্তু কুসুমৈর্য্যঃ কুর্য্যাৎ কেশবার্চ্চনম্।
এতদেব সমাপ্নোতি নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ৩২ ॥
যথা কথঞ্চিদাহৃত্য কুসুমৈঃ পূজয়ন্ হরিম্।
নাকপৃষ্ঠমবাপ্নোতি ন মেঽত্রাস্তি বিচারণা ॥ ৩৩ ॥
তথা রাষ্ট্রাহৃতৈঃ পুষ্পৈর্য্যঃ কুর্য্যাৎ কেশবার্চ্চনম্।
পঞ্চবিংশত্যতীতাংশ্চ পঞ্চবিংশত্যনাগতান্।
উদ্ধরেদাত্মনো বংশ্যান্ নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ৩৪ ॥

অনুবাদ—এই প্রকার অন্যস্থলেও বলা হইয়াছে—যিনি ন্যায়পথে অর্জ্জিত ধনদ্বারা পুষ্প ক্রয় করিয়া কেশবের পূজা করেন, তিনি-অধস্তন সপ্ত ও উর্দ্ধতন সপ্ত পুরুষকে উদ্ধার করেন। যিনি উদ্যানস্থিত পুষ্প-দ্বারা কেশবের পূজা করেন, তিনি উদ্যানই প্রাপ্ত হন, ইহাতে সংশয় নাই। যেভাবেই হউক পুষ্প সংগ্রহ করিয়া শ্রীহরির পূজা করিলে স্বর্গলাভ করা যায়, ইহাতে আমার সন্দেহ নাই। যিনি রাষ্ট্র হইতেও পুষ্প আহরণ করিয়া কেশবের পূজা করেন, তিনি নিজের অতীত পঁচিশ ও ভবিষ্যৎ পঁচিশ পুরুষকে উদ্ধার করেন, ইহাতে সংশয় নাই ॥ ৩১-৩৪ ॥

টীকা—ধর্ম্মেণ ন্যায়েন অর্জিতং যদ্ধনং, তেন ক্রীতৈঃ কুসুমৈঃ, এতেন ন্যায়োপাত্তবিত্তেন পুষ্প-ক্রয়ণমপি শস্তং ব্রাহ্মণাদেরিতি বোধিতম্ ॥ ৩১ ॥

———

নগরেঽপি বসন্ যস্তু ভৈক্ষ্যাশী শংসিতব্রতঃ।
অরণ্যাদাহৃতৈঃ পুষ্পৈঃ পত্রমূলফলাঙ্কুরৈঃ ॥ ৩৫ ॥
যথোপপন্নৈঃ সততমভ্যর্চ্চয়তি কেশবম্ ॥ ৩৬ ॥

সর্ব্বকামপ্রদো দেবস্তস্য স্যান্মধুসূদনঃ।
পুংসস্তস্যাপ্যকামস্য পরং স্থানং প্রকীর্ত্তিতম্।
যত্র গত্বা ন শোচন্তি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্ ॥ ৩৭ ॥

অনুবাদ—নগরবাসী হইয়াও যিনি ভিক্ষাজীবী ও ব্রতধারী হইয়া বন হইতে পত্র, পুষ্প, মূল, ফল, অঙ্কুর আনিয়া যথোপযুক্ত ভাবে সর্ব্বদাই শ্রীকেশবের পূজা করেন, শ্রীমধুসূদন তাঁহার সমস্ত বাসনা পূর্ণ করেন। সেই ব্যক্তি প্রার্থনা না করিলেও তাঁহার পরমপদ প্রাপ্তি হয়, এরূপ প্রসিদ্ধি আছে। যেখানে পৌঁছিলে শোক করিতে হয় না, তাহাই বিষ্ণুর পরম-পদ ॥ ৩৫-৩৭ ॥

———

তত্রৈব শ্রীবজ্রমার্কণ্ডেয়সংবাদে—
অক্ষমৈস্তূপবাসানাং ধনহীনৈস্তথা নরৈঃ।
অরণ্যাদাহৃতৈঃ পুষ্পৈঃ সংপূজ্য মধুসূদনম্।
পূর্ব্বজন্মনি সংপ্রাপ্তং রাজ্যং শৃণু নরাধিপ ॥ ৩৮ ॥
নৃপো যযাতির্নহুষো বিশ্বগন্ধঃ করন্ধমঃ।
দিলীপো যুবনাশ্বশ্চ শতপর্ব্বা ভগীরথঃ ॥ ৩৯ ॥
ভীমশ্চ সহদেবশ্চ মহাশীলো মহামনুঃ।
দেবলঃ কালকাক্ষশ্চ কৃতবীর্য্যো গুণাকরঃ ॥ ৪০ ॥
দেবরাতঃ কুসুম্ভশ্চ বিনীতো বিক্রমো রঘুঃ।
মহোৎসাহো বীতভয়ো অনমিত্রঃ প্রভাকরঃ ॥ ৪১ ॥
কপোতরোমা পর্জ্জন্যশ্চন্দ্রসেনঃ পরন্তপঃ।
ভীমসেনো দৃঢ়রথঃ কুশনাভঃ প্রতর্দ্দনঃ ॥ ৪২ ॥
এতে চান্যে চ বহবঃ পূর্ব্বজন্মনি কেশবম্।
পূজয়িত্বা ক্ষিতাবস্যাং প্রাপ্ রাজ্যমকণ্টকম্ ॥৪৩॥

অনুবাদ—ঐ গ্রন্থেই শ্রীবজ্র-মার্কণ্ডেয়-সংবাদে বলা হইয়াছে—হে নরাধিপ! শ্রবণ করুন, পূর্ব্বজন্মে উপবাসে অসমর্থ ও ধনহীন মনুষ্যগণ বন হইতে পুষ্প সংগ্রহ করিয়া শ্রীমধুসূদনের পূজা করিয়া রাজ্য লাভ করিয়াছেন। নরপতি যযাতি, নহুষ, বিশ্বগন্ধ, করন্ধম, দিলীপ, যুবনাশ্ব, শতপর্ব্বা, ভগীরথ, ভীম, সহদেব, মহাশীল, মহামনু, দেবল, কালকাক্ষ, কৃতবীর্য্য, গুণাকর, দেবরাত, কুসুম্ভ, বিনীত, বিক্রম, রঘু, মহোৎসাহ, বীতভয়, অনমিত্র, প্রভাকর, কতোপরোমা, পর্জ্জন্য, চন্দ্রসেন, পরন্তপ, ভীমসেন, দৃঢ়রথ, কুশনাভ, ও প্রতর্দ্দন ইঁহারা এবং অন্যান্য বহুসংখ্যক রাজা পূর্ব্বজন্মে কেশবের পূজা করিয়া এই পৃথিবীতে নিষ্কণ্টক রাজ্য পাইয়াছিলেন ॥ ৩৮-৪৩ ॥

টীকা—অনমিত্র ইত্যাদাবকারলোপাভাবাদিকং-মার্ষম্ ॥ ৪১ ॥

———

যক্ষত্বমথ গান্ধর্ব্বং দেবত্বঞ্চ তথৈব চ।
বিদ্যাধরত্বং নাগত্বং যে গতা মনুজোত্তমাঃ ॥ ৪৪ ॥
বহুত্বাচ্চ ন তে শক্যা ময়া বক্তুং তবানঘ।
তস্মাদ্‌যত্নঃ সদা কার্য্যঃ পুরুষৈঃ কুসুমার্চ্চনে ॥৪৫॥
অরণ্যজাতৈঃ কুসুমৈঃ সদৈব
সংপূজয়িত্বা স্বয়মাহৃতৈস্তু।
সর্ব্বেশ্বরং যৎ ফলমাপ্নুবন্তি
রাজেন্দ্র তদ্বর্ণয়িতুং ন শক্যম্ ॥ ৪৬ ॥
স্বয়মাহৃত্য পুষ্পাণি ভিক্ষাশী কেশবার্চ্চনম্।
যঃ করোতি স রাজেন্দ্র বংশানামুদ্ধরেৎ শতম্ ॥৪৭

অনুবাদ—যে সকল শ্রেষ্ঠ মনুষ্য যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, দেবতা বা বিদ্যাধর কিংবা নাগ হইয়াছিলেন তাঁহা-দের সংখ্যা অনেক। হে নিষ্পাপ! তাই তাঁহাদের নামোল্লেখ করা সম্ভব নয়, অতএব মনুষ্যগণ সযত্নে সর্ব্বদা কুসুম সংগ্রহে যত্ন করিবে। নানাবিধ বনপুষ্প নিজে সংগ্রহ করিয়া প্রত্যহ শ্রীভগবানকে পূজা করিলে যে ফল পাওয়া যায়, তাহা বর্ণনা করা সম্ভব নহে। হে রাজশ্রেষ্ঠ। যিনি ভিক্ষান্ন ভোজনপূর্ব্বক নিজে পুষ্প আহরণ করিয়া কেশবের পূজা করেন, তিনি বংশজাত শতপুরুষকে উদ্ধার করেন ॥৪৪-৪৭॥

———

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে—
পুষ্পাণি তু সুগন্ধীনি মনোজ্ঞানি তু যঃ পুমান্।
প্রযচ্ছতি হৃষীকেশে স ভাগবতমানবঃ ॥ ৪৮ ॥

অনুবাদ—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে যথা—মনোহর সুগন্ধি পুষ্প যিনি হৃষীকেশকে নিবেদন করেন, তিনি ভগ-বদ্ভক্ত ॥ ৪৮ ॥

———

নারসিংহে—
তপঃশীল-গুণোপেতে পাত্রে বেদস্য পারগে।
দশ দত্ত্বা সুবর্ণানি যৎ ফলং সমবাপ্নুয়াৎ।
তৎ ফলং লভতে মর্ত্ত্যো হরেঃ কুসুমদানতঃ ॥৪৯॥

অনুবাদ—নৃসিংহপুরাণে—তপশ্চারী, শীল গুণ-সমন্বিত, বেদপারগ পাত্রে দশ স্বর্ণ দানে যে ফল, মনুষ্য শ্রীহরিকে পুষ্প প্রদান করিয়া সেই ফল লাভ করে ॥ ৪৯ ॥

তত্রৈবাগ্রে—

মল্লিকা-মালতী-জাতী-কেতকাশোকচম্পকৈঃ ।
পুন্নাগ-নাগ-বকুলৈঃ পদ্মৈরুৎপলজাতিভিঃ ॥ ৫০ ॥
এতৈরন্যৈশ্চ কুসুমৈঃ প্রশস্তৈরচ্যুতং নরঃ ।
অর্চ্চন্ দশসুবর্ণস্য প্রত্যেকং ফলমাপ্নুয়াৎ ॥ ৫১ ॥

অনুবাদ—ঐ নৃসিংহপুরাণেরই আরও অগ্রে বলা হইয়াছে—মল্লিকা, মালতী, জাতী, কেতকী, অশোক, চম্পক, পুন্নাগ, নাগ, বকুল, পদ্ম এবং উৎপলজাতীয় সমুদয় পুষ্প ও অন্যান্য প্রশস্ত পুষ্পদ্বারা শ্রীহরিকে পূজা করিলে মানবগণ প্রতি পুষ্পে দশ সুবর্ণ মুদ্রা অর্পণের ফল লাভ করে ॥ ৫০-৫১ ॥

এবং হি রাজন্ নরসিংহমূর্ত্তেঃ
প্রিয়াণি পুষ্পাণি তবেরিতানি ।
এতৈশ্চ নিত্যং হরিমর্চ্চ্য ভক্ত্যা
নরো বিশুদ্ধো হরিমেব যাতি ॥ ৫২ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্ শ্রীনৃসিংহদেবের প্রিয় পুষ্পের কথা তোমাকে বলিলাম, কেবল এইগুলি দ্বারা ভক্তি-সহকারে নিত্য শ্রীহরির পূজা করিলে মনুষ্য পবিত্র হইয়া হরিকেই লাভ করিবে ॥ ৫২ ॥

স্কান্দে—

স্বয়মাহৃত্য যো দদ্যাদরণ্যকুসুমানি চ ।
স রাজ্যং স্ফীতমাপ্নোতি লোকে নিহতকণ্টকম্ ॥৫৩

অনুবাদ—স্কন্দপুরাণে—যিনি নিজে বনফুল সংগ্রহ করিয়া শ্রীহরিকে নিবেদন করেন, তিনি পৃথিবীতে নিষ্কণ্টকে বর্দ্ধিত রাজ্য প্রাপ্ত হন ॥ ৫৩ ॥

তত্রৈব শ্রীশিব-উমা-সংবাদে—

যৈঃ কৈশ্চিদিহ পুষ্পৈশ্চ জলজৈঃ স্থলজৈরপি ।
সংপূজ্য কথিতৈর্ভক্ত্যা বিষ্ণুলোকে মহীয়তে ॥ ৫৪ ॥

অনুবাদ—ঐ স্কন্দপুরাণেই শ্রীশিব-উমা-সংবাদে—জলজই হউক কিংবা স্থলজই হউক, যে কোন পুষ্পদ্বারাই পূজা করিলে মনুষ্য বিষ্ণুলোকে গিয়া সসম্মানে বাস করিবে ॥ ৫৪ ॥

টীকা—কথিতৈর্বিহিতৈরিত্যর্থঃ, পূর্ব্বোক্তৈর্ব্বা ॥৫৪

বিষ্ণুরহস্যে শ্রীমার্কণ্ডেয়েন্দ্রদ্যুম্নসংবাদে—

ঋতুকালোদ্ভবৈঃ পুষ্পৈর্যোঽর্চ্চয়েদ্রুক্মিণীপতিম্ ।
সর্ব্বান্ কামানবাপ্নোতি যান্ দিব্যান্ যাংশ্চ মানুষান্ ॥ ৫৫ ॥

অনুবাদ—বিষ্ণুরহস্যে মার্কণ্ডেয়-ইন্দ্রদ্যুম্ন-সংবাদে বর্ণিত হইয়াছে—যিনি ঋতুকালোদ্ভব পুষ্পদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের পূজা করেন, তাঁহার পরলোক সম্বন্ধীয় ও মনুষ্যলোক সম্বন্ধীয় সকল বাসনা ফলবতী হয় ॥৫৫

অথ পুষ্পবিশেষমাহাত্ম্যম্

তথা চ নারসিংহে—

পুষ্পজাতিবিশেষেণ ভবেৎ পুণ্যং বিশেষতঃ ॥ ৫৬ ॥

অনুবাদ—অতঃপর পুষ্পবিশেষের মাহাত্ম্য—নৃসিংহপুরাণে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে যে, কুসুমের জাতিভেদে বিশেষ বিশেষ পুণ্য হয় ॥ ৫৬ ॥

কিঞ্চ—

এবং পুষ্পবিশেষেণ ফলং তদধিকং নৃপ ।
জ্ঞেয়ং পুষ্পান্তরেণাপি যথা স্যাত্তন্নিবোধ মে ॥৫৭॥

অনুবাদ—আরও বলা হইয়াছে—হে নৃপ। দ্রোণ-পুষ্পের যে মাহাত্ম্যের কথা বলিলাম, সেই অনুসারে পুষ্পভেদে ফলও অধিক হইয়া থাকে। ইহা ছাড়া অন্যপুষ্পেও যে ফল হয়, তাহা শোন ॥ ৫৭ ॥

তত্র দ্রোণপুষ্পমাহাত্ম্যম্

নারসিংহে এব—

দ্রোণপুষ্পে তথৈকস্মিন্ মাধবায় নিবেদিতে ।
দত্ত্বা দশ সুবর্ণানি যৎ ফলং তদবাপ্নুয়াৎ ॥ ৫৮ ॥

অনুবাদ—তন্মধ্যে দ্রোণকুসুম-মাহাত্ম্য নৃসিংহ-পুরাণে বর্ণিত হইয়াছে—একটি মাত্র দ্রোণপুষ্প শ্রীমাধবকে নিবেদন করিলে, দশ সুবর্ণমুদ্রা অর্পণের ফল লাভ হইয়া থাকে ॥ ৫৮ ॥

টীকা—এবমিতি দ্রোণপুষ্পোক্তপ্রকারেণেতি জ্ঞেয়ং, তৎপুরাণে দ্রোণপুষ্পে তথৈকস্মিন্নিত্যনন্তরমস্য পাঠাৎ। অতঃ পুষ্পান্তরেণেতি দ্রোণপুষ্পাদিতরেণা-পীত্যর্থঃ। পুষ্পান্তরস্তেনেতি পাঠে অন্তরং ভেদস্তজ্জেন ॥ ৫৭-৫৮ ॥

জাত্যাঃ মাহাত্ম্যম্

দ্রোণপুষ্পসহস্রেভ্যঃ খাদিরং বৈ বিশিষ্যতে।
শমীপুষ্পসহস্রেভ্যো বিল্বপুষ্পং বিশিষ্যতে ॥ ৫৯ ॥
বিল্বপুষ্পসহস্রেভ্যো বকপুষ্পং বিশিষ্যতে।
বকপুষ্পসহস্রাদ্ধি নন্দ্যাবর্ত্তং বিশিষ্যতে ॥ ৬০ ॥
নন্দ্যাবর্ত্তসহস্রাদ্ধি করবীরং বিশিষ্যতে।
করবীরস্য কুসুমাৎ শ্বেতপুষ্পমনুত্তমম্ ॥ ৬১ ॥
করবীরশ্বেতকুসুমাৎ পালাশং পুষ্পমুত্তমম্।
পালাশপুষ্পসাহস্র্যাৎ কুশপুষ্পং বিশিষ্যতে ॥ ৬২ ॥
কুশপুষ্পসহস্রাদ্ধি বনমালা বিশিষ্যতে।
বনমালাসহস্রাদ্ধি চম্পকন্তু বিশিষ্যতে ॥ ৬৩ ॥
চম্পকাৎ পুষ্পশতকাদশোকপুষ্পমুত্তমম্।
অশোকপুষ্পসাহস্র্যাৎ সেবন্তীপুষ্পমুত্তমম্ ॥ ৬৪ ॥
কুব্জপুষ্পসহস্রাণাং মালতীপুষ্পমুত্তমম্।
মালতীপুষ্পসাহস্র্যাৎ ত্রিসন্ধ্যাপুষ্পমুত্তমম্ ॥ ৬৫ ॥

অনুবাদ—জাতীপুষ্পের মাহাত্ম্য—সহস্র দ্রোণ-পুষ্প অপেক্ষা একটি শমীপুষ্প শ্রেষ্ঠ। সহস্র সংখ্যক শমীপুষ্প অপেক্ষা একটি বিল্বপুষ্প প্রধান। সহস্র বিল্বপুষ্প অপেক্ষা একটি বকপুষ্প উত্তম। সহস্র বকপুষ্প অপেক্ষা একটি নন্দ্যাবর্ত্ত উত্তম, সহস্র নন্দ্যা-বর্ত্ত হইতে একটি করবীর প্রধান। করবীর পুষ্প মধ্যে শ্বেত করবীর শ্রেষ্ঠ এবং শ্বেত করবীর হইতে পলাশ শ্রেষ্ঠ। সহস্রসংখ্যক পলাশপুষ্প হইতে একটি কুশ-পুষ্প প্রধান। সহস্র কুশপুষ্প হইতে একটি বনমালা প্রধান (মালতীজাতীয়)। সহস্র বনমালা হইতে একটি চম্পক শ্রেষ্ঠ। শতসংখ্যক চম্পক অপেক্ষা একটি অশোকপুষ্প প্রধান। সহস্র অশোক হইতে এক কুব্জপুষ্প প্রধান। সহস্র কুব্জপুষ্প অপেক্ষা এক মালতীপুষ্প শ্রেষ্ঠ। সহস্র মালতী হইতে ত্রিসন্ধ্যা-পুষ্প উত্তম ॥ ৫৯-৬৫ ॥

টীকা—নন্দ্যাবর্ত্তং পিণ্ডীতগরং, করবীরং রক্তম্ অগ্রে শ্বেতমিত্যুক্তেঃ, বনমালা পুষ্পবিশেষঃ মালতী-জাতিভেদঃ ॥ ৬১-৬৫ ॥

ত্রিসন্ধ্যারক্তসাহস্র্যাৎ ত্রিসন্ধ্যাশ্বেতকং বরম্।
ত্রিসন্ধ্যাশ্বেতসাহস্র্যাৎ কুন্দপুষ্পং বিশিষ্যতে ॥৬৬॥
কুন্দপুষ্পসহস্রাদ্ধি শতপত্রং বিশিষ্যতে।
শতপত্রসহস্রাদ্ধি মল্লিকাপুষ্পমুত্তমম্ ॥ ৬৭ ॥
মল্লিকাপুষ্পসাহস্র্যাজ্জাতীপুষ্পং বিশিষ্যতে।
সর্ব্বাসাং পুষ্পজাতীনাং জাতীপুষ্পমিহোত্তমম্ ॥৬৮

অনুবাদ—রক্তবর্ণ সহস্র ত্রিসন্ধ্যাপুষ্প অপেক্ষা একটি শুক্লবর্ণ ত্রিসন্ধ্যার প্রাধান্য। সহস্র শুভ্রত্রিসন্ধ্যা অপেক্ষা একটি কুন্দপুষ্প শ্রেষ্ঠ। সহস্র কুন্দপুষ্প অপেক্ষা একটি পদ্মপুষ্প প্রধান। সহস্র পদ্ম অপেক্ষা একটি মল্লিকাপুষ্প প্রধান, সহস্র মল্লিকা অপেক্ষা একটি জাতীপুষ্প উত্তম। এখানে যে সকল পুষ্পের উল্লেখ করা হইল সেই সমস্ত হইতে একটি জাতী পুষ্পের প্রাধান্য জানিবে ॥ ৬৬-৬৮ ॥

জাতীপুষ্পসহস্রেণ যচ্ছন্মালাং সুশোভনাম্।
বিষ্ণবে বিধিবদ্ভক্ত্যা তস্য পুণ্যফলং শৃণু ॥৬৯॥
কল্পকোটিসহস্রাণি কল্পকোটিশতানি চ।
বসেদ্ বিষ্ণুপুরে শ্রীমান্ বিষ্ণুতুল্যপরাক্রমঃ ॥ ৭০ ॥
শেষাণাং পুষ্পজাতীনাং যৎ ফলং বিধিদর্শিতম্।
তৎফলস্যানুসারেণ বিষ্ণুলোকে মহীয়তে ॥ ৭১ ॥

অনুবাদ—সহস্র সংখ্যক জাতীপুষ্প দ্বারা মালা গাঁথিয়া যিনি ভক্তিপূর্ব্বক বিধানানুসারে শ্রীভগবানকে নিবেদন করেন, সেই ব্যক্তির পুণ্য ফল শ্রবণ কর। সেই ব্যক্তি শ্রীমান্ ও শ্রীহরির তুল্য পরাক্রমশালী হইয়া কল্পকোটি সহস্র ও কল্পকোটি শতকাল বিষ্ণু-ধামে বাস করেন। যথাবিধি অবশিষ্ট পুষ্প সকলের যে ফল নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, তদনুসারে অর্চ্চন-কারী বিষ্ণুধামে সম্মানিত হইয়া থাকেন ॥৬৯-৭১॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে—

সর্ব্বাসাং পুষ্পজাতীনাং জাত্যঃ শ্রেষ্ঠতমা মতাঃ।
জাতীনামপি সর্ব্বাসাং শুক্লা জাতিঃ প্রশস্যতে ॥৭২॥

অনুবাদ—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে বলা হইয়াছে—যত প্রকার পুষ্প আছে, তাহার মধ্যে জাতীপুষ্প শ্রেষ্ঠ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। সকল প্রকার জাতীর মধ্যেও আবার শ্বেতবর্ণ জাতী উত্তম ॥ ৭২ ॥

স্কান্দেঽপি ব্রহ্মনারদসংবাদে—

'মল্লিকা'-ইত্যাদি শ্লোকত্রয়মান্তে ॥ ৭৩ ॥

অনুবাদ—স্কন্দপুরাণেও ব্রহ্ম-নারদ সংবাদে 'মল্লিকা' ইত্যাদি তিনটি শ্লোক রহিয়াছে ॥ ৭৩ ॥

কিঞ্চ তত্রৈবান্যত্র—

জাতীপুষ্পপ্রদানেন গন্ধর্ব্বৈঃ সহ মোদতে
জাতীপুষ্পাষ্টকং দত্ত্বা বহ্নিষ্টোমফলং ভবেৎ ॥৭৪॥
জাতীপুষ্পসহস্রেণ যথেষ্টাং গতিমাপ্নুয়াৎ।
শ্বেতদ্বীপমবাপ্নোতি লক্ষপূজাবিধায়কঃ ॥ ৭৫ ॥
জাতীপুষ্পকৃতাং মালাং কর্পূরপটবাসিতাম্।
নিবেদ্য দেবদেবায় যৎ ফলং প্রাপ্নুয়ান্নরঃ।
ন তদ্বর্ণয়িতুং শক্যমপি বর্ষশতৈরপি ॥ ৭৬ ॥

অনুবাদ—ঐ স্কন্দপুরাণে অন্যত্র আরও বলা হইয়াছে—শ্রীকৃষ্ণকে জাতীপুষ্প প্রদানে গন্ধর্ব্বগণের সহিত আনন্দে বাস করিবে। আটটি জাতীপুষ্প অর্পণে অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের ফল লাভ হইবে। সহস্র জাতীপুষ্প দিলে যথেচ্ছা গতি লাভ হইবে। লক্ষ জাতীপুষ্প দিয়া পূজা করিলে শ্বেতদ্বীপে বাস হইবে। জাতীপুষ্পে নির্ম্মিত মালা কর্পূর চূর্ণ দ্বারা বাসিত করিয়া দেবদেবকে অর্পণ করিলে মনুষ্য যে ফল প্রাপ্ত হইবে শত বর্ষেও তাহা বলা যায় না ॥ ৭৪-৭৬ ॥

টীকা—লক্ষং জাতীপুষ্পাণামেব, তেন পূজায়াঃ বিধায়কঃ ॥ ৭৫ ॥

মালত্যা মাহাত্ম্যম্

স্কান্দে শ্রীব্রহ্মনারদসংবাদে—

বর্ণানান্তু যথা বিপ্রস্তীর্থানাং জাহ্নবী যথা।
সুরাণান্তু যথা বিষ্ণুঃ পুষ্পাণাং মালতী তথা ॥ ৭৭ ॥
মালত্যা হি তথা দেবং যোঽর্চ্চয়েদ্‌গরুড়ধ্বজম্।
জন্মদুঃখজরারোগৈর্ম্মুক্তোঽসৌ মুক্তিমাপ্নুয়াৎ ॥৭৮॥

অনুবাদ—মালতীর বিষয়ে স্কন্দপুরাণে শ্রীব্রহ্ম-নারদ-সংবাদে বর্ণিত হইয়াছে—বর্ণ মধ্যে যেমন ব্রাহ্মণ, তীর্থের মধ্যে গঙ্গা, দেবতার মধ্যে বিষ্ণু সেই-রূপ কুসুমের মধ্যে মালতী। যিনি মালতী পুষ্পদ্বারা গরুড়ধ্বজদেবের পূজা করেন তিনি জন্মদুঃখ, জরা ও রোগ হইতে মুক্ত হইয়া মুক্তিপদ প্রাপ্ত হন ॥ ৭৭-॥ ৭৮ ॥

টীকা—কর্পূরস্য পটঃ চূর্ণগন্ধস্তেন বাসিতাম্। মালবত্যা ইতি পাঠেঽপি মালবত্যেব মালতী, মুক্তিং পরমানন্দলক্ষণাম্ ॥ ৭৬-৭৮ ॥

তত্রৈবান্যত্র—

যোঽর্চ্চয়েন্মালতীপুষ্পৈঃ কৃষ্ণং ত্রিভুবনেশ্বরম্।
তেনাপ্তং নাস্তি সন্দেহস্তৎপদং দুর্ল্লভং হরেঃ ॥৭৯॥

অনুবাদ—ঐ গ্রন্থেই অন্যত্রও বলা হইয়াছে—যে ব্যক্তি মালতীপুষ্পদ্বারা ত্রিভুবনেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের পূজা করিবেন, তিনি শ্রীহরির সেই দুর্লভ ধাম লাভ করি-বেন, সন্দেহ নাই ॥ ৭৯ ॥

মালতীকলিকামালামীষদ্বিকসিতাং হরেঃ।
দত্ত্বা শিরসি বিপ্রেন্দ্র বাজিমেধফলং লভেৎ ॥ ৮০ ॥

অনুবাদ—হে বিপ্রশ্রেষ্ঠ! ঈষৎ বিকশিত মালতী কলিকার মালা শ্রীহরির মস্তকে অর্পণ করিলে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল পাওয়া যায় ॥ ৮০ ॥

গারুড়ে—

পক্ষীন্দ্র ন শ্রুতং দৃষ্টং ভূতং ন ভবিষ্যতি।
মালত্যা ন সমং পুষ্পং দ্বাদশ্যা ন সমা তিথিঃ ॥৮১
পুষ্পেণৈকেন মালত্যাঃ প্রীতির্য্যা কেশবস্য হি।
ন সা ক্রতুসহস্রেণ ভবতে নারদোঽব্রবীৎ ॥ ৮২ ॥
যত্র যত্র খগশ্রেষ্ঠ ভবতে মালতীবনম্।
পত্রে পত্রে তথা তুষ্টো বসতে তত্র কেশবঃ ॥ ৮৩ ॥
দৃষ্ট্বা তু মালতীপুষ্পং বৈষ্ণবেন করে ধৃতম্।
প্রীতো ভবতি দৈত্যারিঃ সুতং দৃষ্ট্বা যথা খগ ॥৮৪॥

পুষ্পে পুষ্পে খগশ্রেষ্ঠ মালত্যাঃ সুমনোহরে।
অক্ষয়ং প্রাপ্যতে স্থানং দাহপ্রলয়বর্জ্জিতম্ ॥ ৮৫ ॥
বল্লভং মালতীপুষ্পং মাধবস্য সদৈব হি।
হেলয়া দাপয়েৎ স্থানং স্বকীয়ং গরুড়ধ্বজঃ ॥৮৬॥

অনুবাদ—গরুড়পুরাণে—হে পক্ষীন্দ্র ! মালতীর সমান পুষ্প এবং দ্বাদশীর সমান তিথি শ্রুত হয় নাই, দৃষ্টও হয় নাই। হয় না, হইবেও না। নারদ বলিয়াছেন, একটি মালতীপুষ্পে শ্রীকেশবের যেরূপ প্রীতি জন্মে, সহস্র যজ্ঞেও সেইরূপ হয় না। যে স্থানে মালতীবন থাকে, কেশব ঐ প্রকার প্রীত হইয়া উহার পত্রে পত্রে বাস করেন। হে বিহঙ্গম ! পুত্র-দর্শনে যে প্রকার আনন্দ হয়, বৈষ্ণবহস্তে মালতীপুষ্প দেখিলে দৈত্যারি হরি সেইপ্রকার প্রীতি লাভ করেন। সুমনোহর মালতীপুষ্প অর্পণে প্রতি পুষ্পে তাপশূন্য, প্রলয় রহিত অক্ষয় স্থান লাভ হয়। মালতীপুষ্প মাধবের সর্ব্বদাই প্রীতিকর। গরুড়ধ্বজ পূজককে হেলায় নিজ ধামে বাসস্থান দিয়া থাকেন ॥ ৮১-৮৬ ॥

টীকা—ন সমমিত্যত্র নকারস্য অধুনাপি নাস্তী-ত্যর্থঃ। ভবতে ভবতি ইত্যাদিকমার্ষমূন্নেয়ম্ ॥৮১-৮২

———

দত্তমাত্রং হরেঃ পুষ্পং নির্ম্মাল্যং ভবতি ক্ষণাৎ।
অহোরাত্রং প্রভুক্তং হি মালতীকুসুমং ন হি ॥ ৮৭ ॥
বিষ্ণোরঙ্গাৎ পরিভ্রষ্টং মালতীকুসুমং খগ।
যো ধারয়েচ্চ শিরসি সর্ব্বধর্ম্মফলং লভেৎ ॥ ৮৮ ॥
অদত্ত্বা কেশবে যস্তু স্বমূর্দ্ধ্ন মালতী বহেৎ।
স নরঃ খগশার্দ্দূল সর্ব্বধর্ম্মচ্যুতো ভবেৎ ॥ ৮৯ ॥

অনুবাদ—শ্রীহরিকে পুষ্প অর্পণ মাত্রেই নির্ম্মাল্য হয়। কিন্তু দিবারাত্র প্রভুক্ত হইলেও মালতীপুষ্প নির্ম্মাল্য হয় না। হে বিহগ ! যিনি বিষ্ণুর অঙ্গ হইতে ভ্রষ্ট মালতীপুষ্প মস্তকে ধারণ করেন তিনি সকল ধর্ম্মের ফল লাভ করেন। হে খগশ্রেষ্ঠ ! যে ব্যক্তি কেশবকে নিবেদন না করিয়া মালতীপুষ্প নিজ মস্তকে ধারণ করে, সেইব্যক্তি সকল ধর্ম্ম হইতে ভ্রষ্ট হয় ॥ ৮৭-৮৯ ॥

টীকা—নির্ম্মাল্যমিতি উপভুক্তত্বেনোত্তারণযোগ্য-মিত্যর্থঃ ; ন হি নির্ম্মাল্যং ভবতি। পাঠান্তরং সুগ-মম্। অদত্ত্বা অসমর্প্য ॥ ৮৭-৮৯ ॥

———

কার্ত্তিকে চ তস্যা মাহাত্ম্যবিশেষঃ

তথা চ গারুড়ে—

সুবর্ণদানং গোদানং ভূমিদানং খগেশ্বর।
বিহায় কার্ত্তিকে মাসে মালতীং যচ্ছ কেশবে ॥ ৯০ ॥

অনুবাদ—কার্ত্তিক মাসে ঐ মালতীপুষ্পের বিশেষ মাহাত্ম্য গরুড়পুরাণে বলা হইয়াছে যে—হে বিহগ-শ্রেষ্ঠ। সুবর্ণদান, গোদান ও ভূমিদান না করিয়া কার্ত্তিকমাসে কেশবকে মালতীপুষ্প অর্পণ কর ॥৯০॥

———

সর্ব্বমাসেষু পক্ষীন্দ্র মালতী কেশবপ্রিয়া।
প্রবোধন্যাং বিশেষেণ অশ্বমেধাদিদায়িনী ॥ ৯১ ॥

অনুবাদ—হে পক্ষিশ্রেষ্ঠ। মালতী সকলমাসেই কেশবের প্রীতি সাধন করে, বিশেষতঃ কার্ত্তিকমাসে প্রবোধনীতে অশ্বমেধাদির ফল দিয়া থাকে ॥ ৯১ ॥

———

স্কান্দে ব্রহ্মনারদসংবাদে—
মালতীমালয়া বিষ্ণুঃ পূজিতো যেন কার্ত্তিকে।
পাপাক্ষরকৃতাং মালাং হঠাৎ সৌরিঃ প্রমার্জ্জতি ॥

অনুবাদ—স্কন্দপুরাণে ব্রহ্ম-নারদ-সংবাদে, উক্ত হইয়াছে—যিনি কার্ত্তিকমাসে মালতীপুষ্প দিয়া শ্রীবিষ্ণুর অর্চ্চনা করেন, শমন তাঁহার সহসা পাপরূপ অক্ষরদ্বারা কৃতপঙ্‌ক্তি মুছিয়া দেন ॥ ৯২ ॥

টীকা—মালাং পঙ্‌ক্তিং, সৌরির্যমঃ ॥ ৯২ ॥

———

পাদ্মে উত্তরখণ্ডে কার্ত্তিকমাহাত্ম্যে—
মালতী-জাতিকাপুষ্পৈঃ স্বর্ণজাত্যা চ চম্পকৈঃ।
পূজিতো মাধবো দদ্যাৎ কার্ত্তিকে বৈষ্ণবং পদম্ ॥৯৩

অনুবাদ—পদ্মপুরাণে উত্তরখণ্ডে কার্ত্তিক মাহাত্ম্যে যথা—কার্ত্তিকমাসে মালতী, জাতী, স্বর্ণজাতী কিংবা চম্পকদ্বারা পূজিত হইলে মাধব পূজককে বিষ্ণুধাম দিয়া থাকেন ॥ ৯৩ ॥

———

কমলস্য মাহাত্ম্যম্

স্কান্দে ব্রহ্মনারদসংবাদে—

শুভ্রাশুভ্রৈর্মহাগন্ধৈঃ কুসুমৈঃ পঙ্কজোদ্ভবৈঃ।
অধোক্ষজং সমভ্যর্চ্চ্য নরো যাতিঃ হরেঃ পদম্ ॥৯৪

অনুবাদ—পদ্মের মাহাত্ম্য—স্কন্দপুরাণে ব্রহ্ম-নারদ-সংবাদে পদ্মবিষয়ে বলা হইয়াছে—মানব মহাগন্ধপূর্ণ শ্বেত অথবা নীল পদ্মে অধোক্ষজের পূজা করিলে হরিধামে গমন করে ॥ ৯৪ ॥

তত্রৈবান্যত্র—

অহো নষ্টা বিনষ্টাস্তে পতিতাঃ কলিকন্দরে।
যৈর্নার্চ্চিতো হরির্ভক্ত্যা কমলৈরসিতৈঃ সিতৈঃ ॥৯৫॥

অনুবাদ—এই গ্রন্থেই অন্যত্রও বলা হইয়াছে—অহো! যাহারা ভক্তিপূর্ব্বক শুভ্র বা নীলপদ্ম দ্বারা শ্রীহরির পূজা করে নাই, তাহারা বিনষ্ট হইয়া কলিগহ্বরে পতিত হইয়াছে ॥ ৯৫ ॥

পদ্মেনৈকেন দেবেশং যোঽর্চ্চয়েৎ কমলাপ্রিয়ম্।
বর্ষাযুতসহস্রস্য পাপস্য কুরুতে ক্ষয়ম্ ॥ ৯৬ ॥
পদ্মৈঃ পদ্মালয়াভর্ত্তা পূজিতঃ পদ্মহস্তভৃৎ।
দদাতি বৈষ্ণবান্ পুত্রান্ ভক্তিমব্যভিচারিণীম্ ॥৯৭॥

অনুবাদ—যিনি একমাত্র পদ্মদ্বারা দেবেশ্বর কমলাকান্তের পূজা করেন, তাঁহার অযুত বর্ষকৃত পাপ ধ্বংস হয়। পদ্মহস্ত কমলাকান্ত পদ্মদ্বারা পূজিত হইলে বৈষ্ণব পুত্রদিগকে অব্যভিচারিণী ভক্তি দিয়া থাকেন ॥ ৯৬-৯৭ ॥

টীকা—অপ্রণয়েনাপ্যর্চ্চিতঃ সন্। পদ্মহস্তভৃদিতি যদ্যপি হস্তেন পদ্মং বিভর্ত্তীত্যর্থঃ ॥ ৯৩-৯৭ ॥

তত্রৈব শ্রীশিব-উমা-সংবাদে—

পদ্মপুষ্পাণি যো দদ্যাত্তস্মাচ্ছতগুণং ভবেৎ ॥ ৯৮ ॥

অনুবাদ—ঐ স্কন্দপুরাণেই শ্রীশিব-উমা-সংবাদে উক্ত হইয়াছে—পদ্মপুষ্প নিবেদনকারী স্বর্ণ নির্ম্মিত দশপুষ্প অর্পণের ফলপ্রদ করবীর পুষ্পার্পণ অপেক্ষাও শতগুণ অধিক ফল পাইবেন ॥ ৯৮ ॥

টীকা—তস্মাদিতি প্রাগ্বৎ, তত্র পূর্ব্বোক্তাৎ সৌবর্ণ-পুষ্পদশকফলপ্রদানাৎ করবীরপুষ্পার্পণফলাদিতি জ্ঞেয়ম্ ॥ ৯৮ ॥

তত্র বর্ণবিশেষেণ মাহাত্ম্যবিশেষঃ

তথা চ স্কান্দে—

রক্তপদ্মপ্রদানেন রুক্মমাষকদো ভবেৎ।
শতং দত্ত্বা চ ধর্ম্মাত্মা বহ্নিষ্টোমফলং লভেৎ ॥৯৯॥
সহস্রঞ্চ তথা দত্ত্বা সূর্য্যলোকে মহীয়তে।
বিষ্ণুলোকমবাপ্নোতি লক্ষপূজাবিধায়কঃ ॥ ১০০ ॥
স্বয়মেব তথা লক্ষ্মীর্ভজতে নাত্র সংশয়ঃ।
রক্তপদ্মপ্রদানাদ্ধি শ্বেতস্য দ্বিগুণং ফলম্ ॥ ১০১ ॥

অনুবাদ—তাহাতে বর্ণ-বিশেষে মাহাত্ম্য-বিশেষ সম্বন্ধে স্কন্দপুরাণে বলা হইয়াছে—রক্তপদ্ম প্রদান করিলে এক মাষা সুবর্ণপ্রদানের ফল লাভ হইবে। ধর্ম্মাত্মা ব্যক্তি একশত পদ্ম দান করিলে অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের ফল পাইবেন। সহস্র পদ্ম দিলে সূর্য্যলোকে সম্মানের সহিত বাস করিতে পারিবেন। যিনি লক্ষ সংখ্যক রক্তপদ্মদ্বারা পূজা করেন, তিনি বিষ্ণুলোক লাভ করিয়া থাকেন। লক্ষ্মী নিজেই তাঁহার ভজনা করেন অর্থাৎ তিনি ধনশালী হন; ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। রক্তপদ্ম অপেক্ষা শুভ্রপদ্ম নিবেদনের ফল দ্বিগুণ ॥ ৯৯-১০১ ॥

তত্রাপি কার্ত্তিকে বিশেষঃ

পাদ্মোত্তরখণ্ডে কার্ত্তিকমাহাত্ম্যে—

কমলৈঃ কমলাকান্তঃ পূজিতঃ কার্ত্তিকে তু যৈঃ।
কমলা অনুগা তেষাং জন্মান্তরশতেষ্বপি ॥ ১০২ ॥

অনুবাদ—তন্মধ্যেও আবার কার্ত্তিকমাসে বিশেষ ফল বিষয়ে পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডে কার্ত্তিক-মাহাত্ম্যে উক্ত হইয়াছে—যাঁহারা কার্ত্তিকমাসে কমলদ্বারা কমলাকান্তের পূজা করেন, কমলা শতজন্ম পর্য্যন্ত তাঁহাদিগের অনুগামিনী হন ॥ ১০২ ॥

টীকা—রুক্মমাষকদ ইতি সুবর্ণমাষদানফলং প্রাপ্নুয়াদিত্যর্থঃ। শতং রক্তপদ্মানাম্, এবমগ্রেঽপি,

স্বয়মেব লক্ষ্মীর্ভজত ইতি সাক্ষাৎ সর্ব্বসম্পত্তিস্তস্য ভবেদিত্যর্থঃ এবং কমলা অনুগেত্যপি ॥ ৯৯-১০২ ॥

স্কান্দে চ শ্রীব্রহ্মনারদসংবাদে—

কার্ত্তিকে নার্চ্চিতো যৈস্তু কমলৈঃ কমলেক্ষণঃ ।
জন্মকোটিষু বিপ্রেন্দ্র ন তেষাং কমলা গৃহে ॥১০৩ ॥

অনুবাদ—স্কন্দপুরাণে শ্রীব্রহ্ম-নারদ সংবাদে—হে বিপ্রশ্রেষ্ঠ ! যাঁহারা কার্ত্তিকমাসে কমলদ্বারা কমললোচনের পূজা করেন নাই, কোটি জন্মেও তাঁহাদিগের গৃহে কমলা অবস্থান করেন না ॥১০৩॥

নীলোৎপলস্য মাহাত্ম্যম্

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে—

দত্ত্বা নীলোৎপলং মুখ্যং কুসুমং কুঙ্কুমস্য চ ।
তুল্যং ফলমবাপ্নোতি বন্ধুজীবস্য চ দ্বিজাঃ ॥ ১০৪ ॥
সুবর্ণদশদানস্য ফলং প্রাপ্নোতি মানবঃ ।
দত্ত্বা নীলোৎপলং বিষ্ণোর্নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥১০৫
নীলোৎপলশতং দত্ত্বা বহ্নিষ্টোমফলং লভেৎ ।
নীলোৎপলসহস্রেণ পুণ্ডরীকমবাপ্নুয়াৎ ।
লক্ষপূজাং নরঃ কৃত্বা রাজসূয়ফলং লভেৎ ॥ ১০৬॥

অনুবাদ—নীলোৎপলের মাহাত্ম্য বিষয়ে বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে যথা—হে দ্বিজগণ ! মুখ্য নীলোৎপল ও কুঙ্কুমপুষ্প এবং বন্ধুজীব পুষ্প অর্পণ করিলে সমান ফল হয়। বিষ্ণুকে নীলোৎপল অর্পণ করিলে মনুষ্য দশ সুবর্ণ দানের ফল প্রাপ্ত হন। ইহাতে সন্দেহ নাই। শত সংখ্যক নীলোৎপল দিলে অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের ফল লাভ হয়। সহস্র নীলোৎপল দানে পুণ্ডরীক যজ্ঞের ফল লাভ হয় এবং লক্ষ নীলোৎপল দ্বারা পূজা করিলে মনুষ্য রাজসূয়যজ্ঞের ফল লাভ করেন ॥ ১০৪-১০৬ ॥

কুমুদস্য মাহাত্ম্যম্

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে চ—

রুক্মমাষকদানস্য ফলং কুমুদতো ভবেৎ ।
কুমুদানাং শতং দত্ত্বা চন্দ্রলোকে মহীয়তে ॥ ১০৭ ॥
সহস্রঞ্চ তথা দত্ত্বা যথেষ্টাং গতিমাপ্নুয়াৎ ।
অশ্বমেধমবাপ্নোতি লক্ষপূজাবিধায়কঃ ॥ ১০৮ ॥
রক্তোৎপলপ্রদে বিষ্ণো তথা স্যাদ্দ্বিগুণং ফলম্ ॥১০৯

অনুবাদ—কুমুদের মাহাত্ম্য—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে উক্ত হইয়াছে—কুমুদপুষ্প অর্পণে এক মাষা পরিমিত সুবর্ণদানের ফল হইবে। শত সংখ্যক কুমুদপুষ্প নিবেদন করিলে চন্দ্রলোকে সসম্মানে বাসের অধিকার হয়। এক হাজার দিলে বাসনানুরূপ-গতি লাভ হয় এবং লক্ষ সংখ্যক দ্বারা পূজা করিলে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল হইয়া থাকে। হরিকে রক্তোৎপল দিলে ইহার দ্বিগুণ ফল হইবে ॥ ১০৭-১০৯ ॥

কদম্বস্য মাহাত্ম্যম্

স্কান্দে ব্রহ্মনারদসংবাদে—

জাতরূপনিভৈর্ব্বিষ্ণুং কদম্বকুসুমৈর্ম্মুনে ।
যেঽর্চ্চয়ন্তি চ গোবিন্দং ন তেষাং সৌরিজং ভয়ম্ ॥
কদম্বকুসুমৈর্হৃদ্যৈর্যেঽর্চ্চয়ন্তি জনার্দ্দনম্ ।
তেষাং যমালয়ো নৈব ন জায়ন্তে কুযোনিষু ॥১১১॥

অনুবাদ—কদম্বের মাহাত্ম্য—স্কন্দপুরাণে ব্রহ্ম-নারদ-সংবাদে বলা হইয়াছে—হে তপোধন ! সুবর্ণ-বর্ণ কদম্বপুষ্পেরদ্বারা যাঁহারা গোবিন্দের পূজা করেন, তাঁহাদের যমভয় থাকে না। যাঁহারা মনোহর কদম্বপুষ্পদিয়া জনার্দ্দনের পূজা করেন, তাঁহাদিগকে যমালয়ে গমন করিতে হয় না এবং কুযোনিতে জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না ॥ ১১০-১১১ ॥

টীকা—জাতরূপং সুবর্ণং, তন্নিভৈস্তৎসদৃশবর্ণৈরিত্যর্থঃ। ন চ তে কুযোনিষু জায়ন্তে ॥১১০-১১১॥

কিঞ্চ—

ন তথা কেতকীপুষ্পৈর্ম্মালতীকুসুমৈর্ন হি ।
তোষমায়াতি দেবেশঃ কদম্বকুসুমৈর্যথা ॥ ১১২ ॥
দৃষ্ট্বা কদম্বপুষ্পাণি প্রীতো ভবতি মাধবঃ ।
কিং পুনঃ পূজিতস্তৈশ্চ সর্ব্বকামপ্রদো হরিঃ ॥১১৩॥

অনুবাদ—আরও বলা হইয়াছে—দেবেশ্বরের কদম্বপুষ্পে যেরূপ সন্তোষ হয়, কেতকী বা মালতী

কুসুমে সেইরূপ হয় না। শ্রীমাধব কদম্বপুষ্প দেখা-মাত্রই প্রীত হইয়া থাকেন সুতরাং তাহা দ্বারা পূজিত হইলে যে কিরূপ প্রীত হন, তাহা আর কি বলিব? তখন তিনি তাহার সর্ব্ব বাসনাই পূর্ণ করিয়া থাকেন ॥ ১১২-১১৩ ॥

যথা পদ্মালয়াং প্রাপ্য প্রীতো ভবতি মাধবঃ।
কদম্বকুসুমং লব্ধা তথা প্রীণাতি লোককৃৎ ॥১১৪॥
সকৃৎ কদম্বপুষ্পেণ হেলয়া হরিরর্চ্চিতঃ।
সপ্ত জন্মানি দেবেশস্তস্য লক্ষ্মীরদূরতঃ ॥ ১১৫ ॥
কদম্বপুষ্পগন্ধেন কেশবো বা সুবাসিতঃ।
জন্মাযুতার্জ্জিতস্তেন নিহতঃ পাপসঞ্চয়ঃ ॥ ১১৬ ॥

অনুবাদ—লোকস্রষ্টা শ্রীমাধব কমলাকে প্রাপ্ত হইলে যেরূপ প্রীত হন, কদম্বপুষ্প প্রাপ্ত হইলেও সেইরূপ আনন্দিত হন। শ্রীহরিকে হেলায় একটি মাত্র কদম্বপুষ্পদ্বারা পূজা করিলে হরি ও লক্ষ্মী শত-জন্ম পর্য্যন্ত নিকটে অবস্থান করেন। কদম্বপুষ্পদিয়া কেশবকে সুবাসিত করিলে অযুতজন্মসঞ্চিত পাতক-রাশি ধ্বংস হয় ॥ ১১৪-১১৬ ॥

টীকা—লোককৃদপি হেলয়াপি; বা-শব্দো যদি বেত্যর্থঃ, কদম্বপুষ্পস্য গন্ধমাত্রেণাপি, যদি বা বাসিতস্তথাপীত্যর্থঃ ॥ ১১৪-১১৬ ॥

আষাঢ়ে বিশেষঃ

তত্রৈব—

ঘনাগমে ঘনশ্যামঃ কদম্বকুসুমার্চ্চিতঃ।
দদাতি বাঞ্ছিতান্ কামান্ শতজন্মানি সম্পদঃ ॥১১৭
কদম্বকুসুমৈর্দেবং ঘনবর্ণং ঘনাগমে।
যেঽর্চ্চয়ন্তি মুনিশ্রেষ্ঠং তৈরাপ্তং জন্মনঃ ফলম্ ॥১১৮

অনুবাদ—আষাঢ় মাসে উহার বিশেষ মাহাত্ম্য ঐ স্কন্দপুরাণেই বলা হইয়াছে—বর্ষাকাল উপস্থিত হইলে যদি কদম্বপুষ্পদ্বারা ঘনশ্যামকে পূজা করা করা যায়, তাহা হইলে তিনি শতজন্ম পর্য্যন্ত প্রতি জন্মের অভিলষিত মনোঽভীষ্ট সিদ্ধ করেন এবং সমস্ত সম্পদ্ দিয়া থাকেন। যাঁহারা বর্ষাকালে দেব-দেব ঘনশ্যামকে কদম্বপুষ্পদ্বারা অর্চ্চনা করেন, তাঁহারা মানবজন্মের সার্থকতা লাভ করেন ॥ ১১৭-১১৮ ॥

টীকা—সম্পদশ্চ বিভূতীর্দদাতি; ঘনশ্যাম ইতি ঘনবর্ণমিতি চ কদম্বপুষ্পভূষণেন শোভাতিশয়োঽভিপ্রেতঃ ॥ ১১৭-১১৮ ॥

করবীরস্য মাহাত্ম্যম্

স্কান্দে শ্রীশিব-উমা-সংবাদে—

করবীরৈর্মহাদেবি যঃ পূজয়তি কেশবম্।
দশসৌবর্ণিকৈঃ পুষ্পৈর্যৎ ফলং তদবাপ্নুয়াৎ ॥১১৯
করবীরৈঃ সুরক্তৈশ্চ যো বিষ্ণুং সকৃদর্চ্চয়েৎ।
গবাময়ুতদানস্য ফলং প্রাপ্নোতি মানবঃ ॥ ১২০ ॥

অনুবাদ—করবীর পুষ্পের মাহাত্ম্য স্কন্দপুরাণে শ্রীশিব-উমা-সংবাদে উক্ত হইয়াছে—হে মহাদেবী! করবীরপুষ্পদ্বারা কেশবের অর্চ্চনকারী দশ সুবর্ণ পুষ্প অর্পণের ফল লাভ করেন। যে ব্যক্তি সাতিশয় রক্তবর্ণ করবীর পুষ্পদ্বারা একবার মাত্র শ্রীবিষ্ণুর পূজা করেন, তিনি দশ হাজার গোদানের ফল প্রাপ্ত হন ॥ ১১৯-১২০ ॥

তত্রৈব ব্রহ্মনারদসংবাদে—

যেঽর্চ্চয়ন্তি সুরাধ্যক্ষং করবীরৈঃ সিতাসিতৈঃ।
চতুর্যুগানি বিপ্রেন্দ্র প্রীতো ভবতি কেশবঃ ॥ ১২১ ॥
সিতরক্তৈর্মহাপুণ্যৈঃ কুসুমৈঃ করবীরজৈঃ।
যোঽচ্যুতং পূজয়েদ্ভক্ত্যা স যাতি গরুড়ধ্বজম্ ॥১২২

অনুবাদ—ঐ স্কন্দপুরাণেই ব্রহ্ম-নারদ-সংবাদে উক্ত হইয়াছে—হে বিপ্রশ্রেষ্ঠ! সাদা অথবা লাল করবীর পুষ্পদ্বারা যাঁহারা দেবদেব শ্রীহরির পূজা করেন, চারিযুগ পর্য্যন্ত শ্রীহরি তাঁহাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকেন ॥ ১২১ ॥

অতীব পবিত্র শ্বেত কিংবা রক্ত করবীর পুষ্প-দ্বারা ভক্তির সহিত যিনি শ্রীঅচ্যুতদেবের পূজা করেন, তিনি গরুড়ধ্বজকে পাইয়া থাকেন ॥ ১২২ ॥

পুরন্ধ্রি পুষ্পস্য মাহাত্ম্যম্

পুরন্ধ্রি-পুষ্পৈর্যঃ কুর্য্যাৎ পূজাং মধুরিপোর্নরঃ।
তস্য প্রসাদমায়াতি দেবশ্চক্রগদাধরঃ ॥ ১২৩ ॥
রম্যাঃ পুরন্ধ্রি-মঞ্জর্য্যো দয়িতাস্তস্য নিত্যশঃ।
পুরন্ধ্রি-পুষ্পং যো দদ্যাদেকমপ্যস্য মণ্ডলে ॥ ১২৪ ॥
তিলপ্রস্থপ্রদানস্য ফলং প্রাপ্নোত্যসংশয়ম্।
পুরন্ধ্রি-মঞ্জরীপুষ্পৈঃ সহস্রেণার্চ্চয়েদ্ধরিম্ ॥ ১২৫ ॥
অগ্নিষ্টোমমবাপ্নোতি কুলমুদ্ধরতে তথা।
কর্পূরপটবাসেন পুরন্ধ্রিমধিবাসিতাম্ ॥ ১২৬ ॥
মহারজনরক্তে চ তথা সূত্রে নিবেশিতাম্।
মালাং পুষ্পসহস্রেণ যঃ প্রযচ্ছতি ভক্তিতঃ ॥১২৭॥
অশ্বমেধফলং তস্য নাত্র কার্য্যা বিচারণা।
শতেন বাজপেয়স্য ফলমাপ্নোত্যসংশয়ম্।
লক্ষপূজাং তথা কৃত্বা সর্ব্বজ্ঞানমবাপ্নুয়াৎ ॥ ১২৮ ॥

অনুবাদ—পুরন্ধ্রিপুষ্পের মাহাত্ম্য—পুরন্ধ্রিপুষ্পদ্বারা যিনি মধুরিপুর অর্চ্চনা করেন, চক্র ও গদাধারী শ্রীহরি তাঁহার প্রতি প্রীত থাকেন। রমণীয়া পুরন্ধ্রি-মঞ্জরী নিত্যই শ্রীহরির সন্তোষবিধায়িনী। যিনি প্রভুর মণ্ডলে একটি মাত্র পুরন্ধ্রিপুষ্প অর্পণ করেন, তাঁহার প্রস্থ পরিমিত তিলদানের ফল হইয়া থাকে। সহস্র সংখ্যক পুরন্ধ্রিমঞ্জরী অথবা তৎপুষ্পের দ্বারা শ্রীহরিকে পূজা করিলে অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের ফল লাভ হয়। এবং পূজকের নিজকুল উদ্ধার লাভ করেন। সহস্র সংখ্যক পুরন্ধ্রিপুষ্প কর্পূরচূর্ণযোগে মালা গাঁথিয়া কেশবকে ভক্তিভরে দান করিলে নিঃসন্দেহে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। শতসংখ্যক পুরন্ধ্রি-পুষ্প অর্পণ করিলে নিশ্চয় বাজপেয়যজ্ঞের ফল লভ্য হয় এবং লক্ষ্য সংখ্যক দ্বারা পূজা করিলে সর্ব্বজ্ঞতা লাভ হয় ॥ ১২৩-১২৮ ॥

টীকা—তথেতি সমুচ্চয়ে পক্ষান্তরে বা, মহা-রজনরক্তে সূত্রে পুষ্পসহস্রেণ নিবেশিতাং গ্রথিতাং মালাঞ্চ যঃ প্রযচ্ছতি ; শতেন পুরন্ধ্রিপুষ্পাণাম্, এবং লক্ষঞ্চ, তেন পূজাম্ ॥ ১২৬-১২৮ ॥

অগস্ত্যপুষ্পস্য মাহাত্ম্যম্

স্কান্দে ব্রহ্মনারদসংবাদে—

অগস্ত্যকুসুমৈর্দ্দেবং যেঽর্চ্চয়ন্তি জনার্দ্দনম্।
দর্শনাত্তস্য দেবর্ষে নরকাগ্নিং প্রশাম্যতি ॥ ১২৯ ॥
ন তৎ করোতি বিপ্রেন্দ্র তপসা তোষিতো হরিঃ।
যৎ করোতি হৃষীকেশো মুনিপুষ্পৈরলঙ্কৃতঃ ॥১৩০॥
মুনিপুষ্পকৃতাং মালাং যে যচ্ছন্তি জনার্দ্দনে।
দেবেন্দ্রোঽপি মুনিশ্রেষ্ঠ কম্পতে তস্য শঙ্কয়া ॥১৩১॥

অনুবাদ—বকপুষ্পের মাহাত্ম্য স্কন্দপুরাণে ব্রহ্ম-নারদ-সংবাদে যথা—হে নারদ! যাঁহারা বকপুষ্পদ্বারা শ্রীহরির পূজা করেন, তাঁহাদিগকে দেখিলে নরকানল নির্ব্বাপিত হইয়া যায়। হে বিপ্রবর! বকপুষ্পদ্বারা অলংকৃত হরি যাহা করেন, তপোনুষ্ঠান দ্বারা তুষ্টি সাধন করিলে তাহা করেন না। হে মুনিবর! যিনি বক পুষ্পের মালা শ্রীজনার্দ্দনকে অর্পণ করেন, তাঁহার ভয়ে দেবরাজ কম্পিত হইয়া থাকেন ॥ ১২৯-১৩১ ॥

কিঞ্চ তত্রৈবান্যত্র—

মুনিপুষ্পকৃতাং মালাং দৃষ্ট্বা কণ্ঠে বিলম্বিতাম্।
প্রীতো ভবতি দৈত্যারির্দশজন্মানি নারদ ॥ ১৩২ ॥
অগস্ত্যবৃক্ষসম্ভূতৈঃ কুসুমৈরসিতৈঃ সিতৈঃ।
যেঽর্চ্চয়িষ্যন্তি দেবেশং সংপ্রাপ্তং পরমং পদম্ ॥১৩৩

অনুবাদ—ঐ স্কন্দপুরাণেই অন্যত্র আরও বলা হইয়াছে—হে নারদ! নিজের গলায় কিংবা ভক্ত-জনের গলায় বকফুলের মালা বিলম্বিত দেখিলে হরি তাহার প্রতি দশ জন্ম সন্তুষ্ট থাকেন। শ্বেত কিংবা কৃষ্ণবর্ণ বকপুষ্পদ্বারা শ্রীজনার্দ্দনের অর্চ্চনাকারী পরমপদ লাভ করিয়া থাকেন ॥ ১৩২-১৩৩ ॥

টীকা—হে দেবর্ষে! তস্য দর্শনাৎ তেষাং দর্শনা-দিত্যর্থঃ, কণ্ঠে আত্মনো ভক্তস্য বা ॥ ১২৯-১৩২ ॥

বিষ্ণুরহস্যে—

অগস্ত্যসম্ভবৈঃ পুষ্পৈঃ কিংশুকৈঃ সুমনোহরৈঃ।
সমভ্যর্চ্চ্য হৃষীকেশং জন্মদুঃখাদ্বিমুচ্যতে ॥ ১৩৪ ॥

অনুবাদ—বিষ্ণুরহস্যেও বলা হইয়াছে—পলাশ-ফুল সদৃশ মনোহর বকফুল দিয়া হৃষীকেশের পূজা করিলে জন্মদুঃখ হইতে মুক্তিলাভ হইয়া থাকে ॥১৩৪

টীকা—কিংশুকৈঃ পলাশপুষ্পৈঃ, কিংবা কিংশুক-পুষ্পাকারৈরিত্যর্থঃ ॥ ১৩৪ ॥

তত্র চ কার্ত্তিকে বিশেষঃ

স্কান্দে তত্রৈব—

বিহায় সর্ব্বপুষ্পাণি মুনিপুষ্পেণ কেশবম্ ।
কার্ত্তিকে যোঽর্চ্চয়েদ্ভক্ত্যা বাজিমেধফলং লভেৎ ॥
মুনিপুষ্পার্চ্চিতো বিষ্ণুঃ কার্ত্তিকে পুরুষোত্তমঃ ।
দদাত্যভিমতান্ কামান্ শশী সূর্য্যস্থিতো যথা ॥১৩৬
গবাময়ুতদানেন যৎ ফলং প্রাপ্যতে মুনে ।
মুনিপুষ্পেণ চৈকেন কার্ত্তিকে তৎ ফলং স্মৃতম্ ॥১৩৭

অনুবাদ—কার্ত্তিকমাসে বকপুষ্পদানের বিশেষ ফল স্কন্দপুরাণে উক্ত আছে—যিনি অন্যান্য পুষ্প বাদ দিয়া কার্ত্তিকমাসে কেবল বকপুষ্প দিয়া ভক্তি পূর্ব্বক শ্রীকেশবকে অর্চ্চনা করেন, তাঁহার অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হয়। কার্ত্তিকমাসে বক পুষ্পদ্বারা পূজিত পুরুষোত্তম বিষ্ণু অমাবস্যায় পূজিত হইলে যেমন ফল দেন সেইরূপ অভীষ্টপূরণও করিয়া থাকেন। হে মুনে! অযুত সংখ্যক গোদানে যে ফল, শ্রীকেশবকে একটি বকপুষ্প দিয়া পূজা করিলেই উক্ত পাওয়া যায় ॥ ১৩৫-১৩৭ ॥

টীকা—যথা সূর্য্যস্থিতঃ শশীতি অমাবাস্যায়াং যথা ফলবিশেষো ভবতীত্যর্থঃ। শশীতি হ্রস্বপাঠে-নৈকপদ্যে যোগবিশেষঃ ; অর্থস্তু স এব। যদ্বা শুক্ল-রক্তাগস্ত্যপুষ্পৈঃ পূজিতঃ সন্ শশিসূর্য্যয়োঃ স্থিত ইব তাভ্যামপ্যধিকঃ পুরুষোত্তমো ভবতি, অতঃ শোভাতি-শয়ং প্রাপ্তোঽসৌ শ্যামসুন্দরঃ সন্তুষ্টঃ সন্ অভিমতান্ কামান্ দদাতীত্যর্থঃ ॥ ১৩৬ ॥

———

পাদ্মে কার্ত্তিকমাহাত্ম্যে চ—

মুনিপুষ্পৈর্যদি হরিঃ পূজিতঃ কার্ত্তিকে নরৈঃ ।
মুনীনামেব গতিদো জ্ঞানিনামূর্দ্ধরেতসাম্ ॥ ১৩৮ ॥

অনুবাদ—পদ্মপুরাণে কার্ত্তিকমাহাত্ম্যেও উক্ত হইয়াছে—কার্ত্তিকমাসে বকপুষ্পদ্বারা মনুষ্যগণ যদি শ্রীহরির পূজা করেন, তাহা হইলে প্রভু তাহাদিগকে জ্ঞানী, ঊর্দ্ধরেতা ও মুনিগণের গতি দিয়া থাকেন থাকেন ॥ ১৩৮ ॥

———

কেতকীপুষ্পস্য মাহাত্ম্যম্

স্কান্দে তত্রৈব—

কেতকীপুষ্পকেণৈব পূজিতো গরুড়ধ্বজঃ ।
সমাঃ সহস্রং সুপ্রীতো জায়তে মধুসূদনঃ ॥ ১৩৯ ॥
অর্চ্চয়িত্বা হৃষীকেশং কুসুমৈঃ কেতকোদ্ভবৈঃ ।
পুণ্যং তদ্ভবনং যাতি কেশবস্য রমালয়ম্ ॥ ১৪০ ॥

অনুবাদ—কেতকীপুষ্পের মাহাত্ম্য স্কন্দপুরাণে ঐ স্থানেই বলা হইয়াছে—কেতকীপুষ্পদ্বারা কেবল গরুড়ধ্বজ মধুসূদনের পূজা করিলেই তিনি হাজার বছর যাবৎ পূজকের প্রতি পরিতুষ্ট থাকেন। কেতকীবৃক্ষ সম্ভব পুষ্পদ্বারা হৃষীকেশের পূজা করিলে কমলার বাসস্থানে গমন করা যায় ॥ ১৩৯-১৪০ ॥

টীকা—পত্রকৈকেনেতি পাঠে একেনাপি পত্রেণে-ত্যর্থঃ। তথাপি পত্রশব্দোঽত্র পুষ্পপত্রপরঃ। যদ্বা, কেতকীশব্দেন তৎপুষ্পং, তস্যৈকপত্রেণ, কৃচিচ্চ পত্রৈকেনৈবেতি পাঠঃ ॥ ১৩৯ ॥

———

কিঞ্চ—

সুবর্ণকেতকীপুষ্পং যো দদাতি জনার্দ্দনে ।
সুবর্ণদানজং পুণ্যং লভতে স মহামুনে ॥ ১৪১ ॥

অনুবাদ—আরও বর্ণিত হইয়াছে—যিনি সুবর্ণ-বর্ণ কেতকীপুষ্প শ্রীজনার্দ্দনকে অর্পণ করেন, হে মহামুনে! তিনি সোনাদানের ফল প্রাপ্ত হন ॥১৪১॥

টীকা—সুবর্ণবৎ যৎ কেতকীপুষ্পম্, এতেন শুক্লাভং বন্যকেতকং ব্যবচ্ছিন্নম্ ॥ ১৪১ ॥

———

বিশেষতশ্চাষাঢ়ে

তত্রৈব—

কেশবঃ কেতকীপুষ্পৈর্মিথুনস্থে দিবাকরে ।
যেনার্চ্চিতঃ সকৃদ্ভক্ত্যা স মুক্তো নরকার্ণবাৎ ॥১৪২॥
কেতকীপুষ্পমাদায় মিথুনস্থে দিবাকরে ।
যেনার্চ্চিতো হরির্ভক্ত্যা প্রীতো মন্বন্তরং মুনে ॥১৪৩

অনুবাদ—স্কন্দপুরাণের ঐ স্থানেই উক্ত হইয়াছে—সূর্য্য মিথুন রাশিগত হইলে ভক্তিসহকারে যিনি

কেতকীপুষ্পদ্বারা একবার মাত্র শ্রীকেশবের পূজা করেন তিনি নরকার্ণব হইতে উত্তীর্ণ হন। দিবাকর মিথুনরাশিগত হইলে কেতকী পুষ্পদ্বারা হরিপূজক এক মন্বন্তর যাবৎ শ্রীহরির শুভদৃষ্টি ভোগ করেন ॥ ১৪২-১৪৩ ॥

শ্রাবণে মাহাত্ম্যবিশেষঃ

কর্করাশিগতে সূর্য্যে কেতকীপত্রকোমলৈঃ।
যেঽর্চ্চয়িষ্যন্তি গোবিন্দং সংপ্রাপ্তে দক্ষিণায়নে ॥১৪৪
কৃত্বা পাপসহস্রাণি মহাপাপশতানি চ।
তেঽপি যাস্যন্তি বিপ্রেন্দ্র যত্র বিষ্ণুঃ শ্রিয়া সহ ॥১৪৫॥

অনুবাদ—হে বিপ্রবর! দক্ষিণায়ন উপস্থিত হইলে যখন দিবাকর কর্কটরাশিস্থ হন, তখন যাঁহারা সুকোমল কেতকীপুষ্পদ্বারা শ্রীগোবিন্দের পূজা করেন, তাঁহারা হাজার হাজার এবং শত শত মহাপাপ করিলেও কমলাসহ শ্রীহরির বাসস্থানে অর্থাৎ বৈকুণ্ঠে গমন করেন ॥ ১৪৪-১৪৫ ॥

কার্ত্তিকেঽপি মাহাত্ম্যবিশেষঃ

তত্রৈব—

কার্ত্তিকে কেতকীপুষ্পং দত্তং যেন কলৌ হরেঃ।
দীপদানঞ্চ দেবর্ষে তারিতং স্বকুলাযুতম্ ॥ ১৪৬ ॥

অনুবাদ—স্কন্দপুরাণে ঐ স্থানেই উক্ত হইয়াছে —হে দেবর্ষে! যিনি কার্ত্তিকমাসে শ্রীহরিকে কেতকীপুষ্প ও দীপ দিয়াছেন, তিনি নিজের দশ হাজার কুল উদ্ধার করিয়াছেন ॥ ১৪৬ ॥

টীকা—দীপদানঞ্চেতি দৃষ্টান্তত্বেন, তস্য কার্ত্তিকে পরমপ্রসিদ্ধমাহাত্ম্যাৎ ॥ ১৪৬ ॥

কুন্দস্য মাহাত্ম্যম্

স্কান্দে তত্রৈব—

অভ্যর্চ্চ্য কুন্দকুসুমৈঃ কেশবং কল্মষাপহম্।
প্রযাতি ভবনং বিষ্ণোর্বন্দিতং মুনিচারণৈঃ ॥ ১৪৭ ॥

অনুবাদ—কুন্দকুসুমের মাহাত্ম্য স্কন্দপুরাণে পূর্ব্বোক্ত স্থানেই বর্ণিত হইয়াছে—কুন্দকুসুমদ্বারা পাপনাশন শ্রীকেশবের পূজা করিলে মনুষ্যগণ ও চারণগণের বন্দিত হরিধামে গমন করেন ॥ ১৪৭ ॥

দশমস্কন্ধে (৩০।১১) চ সাক্ষাৎ শ্রীভগবদ্বেশবর্ণনে—

অপ্যেণপত্‌ন্যুপগতঃ প্রিয়য়েহ গাত্রৈ-
স্তন্বন্ দৃশাং সখি সুনির্বৃতিমচ্যুতো বঃ।
কান্তাঙ্গসঙ্গ-কুচকুঙ্কুমরঞ্জিতায়াঃ
কুন্দস্রজঃ কুলপতেরিহ বাতি গন্ধঃ ॥১৪৮॥

অনুবাদ—দশমস্কন্দে—শ্রীভগবানের বেশ বর্ণনে গোপীগণ হরিণীগণের দৃষ্টি প্রসন্ন দেখিয়া "ইহারা কৃষ্ণ দর্শন করিয়াছে" এইরূপ সম্ভাবনা করিয়া বলিতে লাগিলেন—হে মৃগপত্নীগণ! আমাদের অচ্যুত নিজের সুচারু বদন ও বাহু প্রভৃতি দ্বারা তোমাদের দৃষ্টি নন্দন হইয়া প্রিয়ার সহিত কি নিকটে আসিয়াছিলেন? যেহেতু এখানে কান্তার অঙ্গসঙ্গমকালে তদীয় কুচকুঙ্কুমদ্বারা রঞ্জিত শ্রীকৃষ্ণের গলস্থিত কুন্দপুষ্পগ্রথিত মাল্যের গন্ধ পাওয়া যাইতেছে ॥ ১৪৮ ॥

টীকা—রাসক্রীড়ায়াং অন্তর্হিতস্য শ্রীভগবতোঽন্বেষণে বিরহাকুলানাং শ্রীবল্লবীনাং বচনম্—অপীতি নির্দ্ধারণে প্রশ্নে বা, ভো এণপত্নি হে সখি, বো যুষ্মাকং দৃশাং, গাত্রৈঃ শ্রীলোচনাদ্যবয়বৈঃ সুনিবৃতিং পরমানন্দং, তন্বন্ সন্ প্রিয়য়া শ্রীরাধয়া সহাচ্যুত ইহ উপগতঃ নিকটং প্রাপ্তঃ। তস্য লিঙ্গমাহুঃ—কান্তেতি। কুলপতেঃ শ্রীকৃষ্ণস্য, এবং রাসক্রীড়ায়াং শ্রীভগবতা সাক্ষাদ্ভূষণভূতকুন্দমালায়া গৃহীতত্বাৎ তয়ৈব চ ভগবদুপগমবিজ্ঞানাত্তৎপ্রিয়ত্বসিদ্ধ্যা মাহাত্ম্যবিশেষঃ সঙ্গতঃ ॥ ১৪৮ ॥

তথা (শ্রীভা ১০।৩৫।২০)—

কুন্দদামকৃতকৌতুকবেশো
গোপগোধনবৃতো যমুনায়াম্।
নন্দসূনুরনঘে তব বৎসো
নর্ম্মদঃ প্রণয়িনাং বিজহার ॥ ১৪৯ ॥

অনুবাদ—ঐ দশমস্কন্ধেই বর্ণিত হইয়াছে—শ্রীশুকদেব বলিলেন, হে রাজন্ শ্রীকৃষ্ণ ঐরূপে বৃন্দা-

বনপ্রদেশে ক্রীড়া করিয়া সন্ধ্যাবেলা গোধনসমূহ ফিরাইয়া আনিয়া যখন শ্রীযমুনায় ক্রীড়া করেন, তখন গোপীগণ তাঁহার তাৎকালিক সৌভাগ্য বর্ণন করিয়া বলিতেছেন—হে শুদ্ধশীলে যশোদে! তোমার বৎস শ্রীনন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ কৌতুক সহকারে কুন্দ-কুসুমমাল্যে বিভূষিত এবং গোপ ও গোধন সমূহে পরিবৃত হইয়া প্রণয়ীগণের হর্ষ উৎপাদন করিতে করিতে যমুনায় বিহার করেন ॥ ১৪৯ ॥

টীকা—তথা দিবসান্তরে তাসামেব শ্রীযশোদাং প্রতি বচনম্—কুন্দেতি। কুন্দস্য দাম্না মালয়া কৃতঃ, কৌতুকেন পরমোৎসাহেন; যদ্বা, কৌতুক-মুৎসবস্তদ্রূপো বেশো যেন; এবং মাহাত্ম্যবিশেষঃ সিদ্ধ এব ॥ ১৪৯ ॥

পাবন্তীকুসুমস্য মাহাত্ম্যম্

বিষ্ণুপুরাণে—

অর্চ্চয়িত্বা হৃষীকেশং পাবন্তীকুসুমৈর্নরঃ।
হৃষ্টপুষ্টগণাকীর্ণং কার্ষ্ণং লোকমবাপ্নুয়াৎ ॥১৫০॥

অনুবাদ—পাবন্তী পুষ্পের মাহাত্ম্য বিষ্ণুপুরাণে উক্ত আছে—মনুষ্যগণ পাবন্তীপুষ্পদ্বারা হৃষীকেশকে পূজা করিয়া অন্তরে ও বাহিরে সুখপূর্ণ পার্ষদগণে পরিবেষ্টিত কৃষ্ণলোক প্রাপ্ত হন ॥ ১৫০ ॥

টীকা—পাবন্তী কুন্দভেদঃ, হৃষ্টপুষ্টৈরন্তর্বহিঃ সুখপূর্ণৈঃ গণৈঃ পার্ষদৈরাকীর্ণং ব্যাপ্তং কার্ষ্ণং কৃষ্ণ-সম্বন্ধিনং, হৃষ্টপুষ্ট ইত্যসমস্তপাঠে নরস্য বিশেষণম্; পাঠান্তরং সুগমম্ ॥ ১৫০ ॥

কর্ণিকারস্য মাহাত্ম্যম্

তত্রৈব—

কর্ণিকারময়ৈঃ পুষ্পৈঃ কান্তৈঃ কনকসুপ্রভৈঃ।
অর্চ্চয়িত্বাচ্যুতং লোকে তস্য লোকে মহীয়তে ॥১৫১

অনুবাদ—কর্ণিকার কুসুমের মাহাত্ম্য ঐ বিষ্ণু-পুরাণেই বর্ণিত আছে—কাঞ্চনতুল্য সুন্দরকান্তি মনোহর কর্ণিকার কুসুমদ্বারা শ্রীঅচ্যুতের অর্চ্চন করিলে তদীয় লোকে সম্মানের সহিত বসতি হয় ॥ ১৫১ ॥

দশমস্কন্ধে (২১।৫) চ তত্রৈব—

বর্হাপীড়ং নটবরবপুঃ কর্ণয়োঃ কর্ণিকারং
বিভ্রদ্বাসঃ কনককপিশং বৈজয়ন্তীঞ্চ মালাম্।
রন্ধ্রান্ বেণোরধরসুধয়া পূরয়ন্ গোপবৃন্দৈ-
র্বৃন্দারণ্যং স্বপদরমণং প্রাবিশদ্গীতকীর্ত্তিঃ ॥১৫২॥

অনুবাদ—দশমস্কন্ধে—শ্রীশুকদেব রাজা পরীক্ষিৎকে কহিতেছেন হে রাজন্! কি প্রকারে শ্রীকৃষ্ণের স্মরণে ব্রজাঙ্গনাদিগের চিত্ত ক্ষুব্ধ হইল তাহা বলিতেছি শোন—তাঁহার মস্তকে ময়ূরপুচ্ছযুক্ত মুকুট, কর্ণদ্বয়ে কর্ণিকার পুষ্প, পরণে কাঞ্চন তুল্য পীত-বসন, গলে বৈজয়ন্তী মালা ধারণ করিয়া তিনি অধরসুধাদ্বারা বেণুছিদ্র পূরণ করিতে করিতে নটবর-বেশে শঙ্খচক্রাদি লক্ষণযুক্ত নিজপদ চিহ্নিত বৃন্দাবনে প্রবেশ করিলেন। তখন গোপগণ তাঁহারই মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছিল ॥ ১৫২ ॥

টীকা—কর্ণিকারং কর্ণয়োর্বিভ্রদিতি—সাক্ষাৎ শ্রীভগবদ্বেশে তস্য বর্ণনেন মাহাত্ম্যভরঃ সিদ্ধ এব ॥ ১৫২ ॥

রক্তশতপত্রিকায়া মাহাত্ম্যম্

স্কান্দে তত্রৈব—

কুঙ্কুমারুণবর্ণাঢ্যাং গন্ধাঢ্যাং শতপত্রিকাম্।
যো দদাতি জগন্নাথে শ্বেতদ্বীপাৎ পতেন্ন হি ॥১৫৩॥

অনুবাদ—রক্তবর্ণ শতপত্রিকার মাহাত্ম্য স্কন্দ-পুরাণের ঐ স্থানেই বলা হইয়াছে—যিনি কুঙ্কুমের মত অরুণ বর্ণ সুগন্ধি শতপত্রিকাপুষ্প শ্রীজগন্নাথকে অর্পণ করেন, তিনি আর শ্বেতদ্বীপ হইতে ফিরিয়া আসেন না ॥ ১৫৩ ॥

সেবন্তীপলাশপুষ্পয়োর্মাহাত্ম্যম্

তত্রৈব—

সেবন্তীকুসুমৈঃ পুণ্যৈঃ কিংশুকৈঃ সুমনোহরৈঃ।
সমভ্যর্চ্য হৃষীকেশং জন্মদুঃখাদ্বিমুচ্যতে ॥ ১৫৪ ॥

অনুবাদ—সেবন্তী ও পলাশ পুষ্পের মাহাত্ম্য স্কন্দপুরাণের ঐ স্থানেই উক্ত আছে—পবিত্র সেবন্তী

ও মনোরম পলাশ ফুলদ্বারা হৃষীকেশের পূজা করিলে জন্ম-দুঃখ হইতে পরিত্রাণ লাভ হয় ॥ ১৫৪ ॥

কুব্জস্য মাহাত্ম্যম্

গন্ধাঢ্যৈর্বিমলৈর্বন্যৈঃ কুসুমৈঃ কুব্জকোদ্ভবৈঃ।
ভক্ত্যাভ্যর্চ্চ্য হৃষীকেশং শ্বেতদ্বীপে বসেন্নরঃ ॥১৫৫॥

অনুবাদ—কুব্জপুষ্পের মাহাত্ম্য স্কন্দপুরাণের ঐ স্থানেই উক্ত হইয়াছে—মনুষ্য গন্ধ সমন্বিত, সাদা, বনকুব্জকুসুম দ্বারা ভক্তিরসহিত হৃষীকেশের পূজা করিলে শ্বেতদ্বীপে বাস হয় ॥ ১৫৫ ॥

চম্পকস্য মাহাত্ম্যম্

স্কান্দে তত্রৈব—
নীলোৎপলসমং দানং চম্পকস্য জনার্দ্দনে ॥১৫৬॥
তত্রৈব শ্রীব্রহ্মনারদসংবাদে—
বর্ষাকালে তু দেবেশং কুসুমৈশ্চম্পকোদ্ভবৈঃ।
যেঽর্চ্চয়ন্তি নরা ভক্ত্যা সংসারে ন পুনর্গতিঃ ॥১৫৭॥

অনুবাদ—চম্পকপুষ্পের মাহাত্ম্য স্কন্দপুরাণের ঐ স্থানেই যথা—জনার্দ্দনকে চম্পকপুষ্প দিলে নীলোৎপল দেওয়ার ফল পাওয়া যায়। ব্রহ্ম-নারদ-সংবাদে বলা হইয়াছে—যে সকল মনুষ্য চম্পকপুষ্পদ্বারা ভক্তিসহকারে শ্রীহরির পূজা করেন, তাঁহাদিগকে সংসারে আর পুনরায় আসিতে হয় না ॥ ১৫৬-১৫৭ ॥

অশোকবকুলয়োর্মাহাত্ম্যম্

বিষ্ণুরহস্যে তত্রৈব—
অশোককুসুমৈ রম্যৈর্জ্জন্মশোকভয়াপহম্।
পূজয়িত্বা হরিং দেবং যাতি বিষ্ণুমনাময়ম্ ॥ ১৫৮ ॥

অনুবাদ—বিষ্ণুরহস্যে বলা হইয়াছে—মনোহর অশোকপুষ্পদ্বারা জন্ম, শোক ও ভয়নিবারক হরিদেবকে পূজা করিলে রোগশূন্য বিষ্ণুধাম প্রাপ্তি হয় ॥ ১৫৮ ॥

অন্যচ্চ স্কান্দে তত্রৈব—
বকুলাশোককুসুমৈর্যেঽর্চ্চয়ন্তি জগৎপতিম্।
তে বসন্তি হরের্লোকে যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ ॥ ১৫৯ ॥

অনুবাদ—আরও বলা হইয়াছে—যাঁহারা বকুলফুল ও অশোকফুল দিয়া বিশ্বপতির পূজা করেন, তাঁহারা চন্দ্র সূর্য্যের স্থিতিকাল পর্য্যন্ত বিষ্ণুলোকে বাস করেন ॥ ১৫৯ ॥

পাটলস্য মাহাত্ম্যম্

তত্রৈব —
যোঽর্চ্চয়েৎ পাটলাপুষ্পৈঃ সর্ব্বপাপহরং হরিম্।
স পুণ্যাত্মা পরং স্থানং বৈষ্ণবং ব্রজতে ধ্রুবম্ ॥১৬০

অনুবাদ—পাটলকুসুমের মাহাত্ম্য স্কন্দপুরাণের ঐ স্থলেই উক্ত হইয়াছে—যে ব্যক্তি পাটলকুসুমদ্বারা সর্ব্বপাপহর শ্রীহরির অর্চ্চনা করেন, সেই পবিত্রাত্মা নিশ্চয়ই বিষ্ণুর পরমলোকে গমন করিয়া থাকেন ॥১৬০

যঃ পুনঃ পাটলাপুষ্পৈর্বসন্তে গরুড়ধ্বজম্।
অর্চ্চয়েৎ পরয়া ভক্ত্যা মুক্তিভাগী ভবেদ্ধি সঃ ॥১৬১

অনুবাদ—যিনি বসন্তকালে পাটলকুসুমদ্বারা ভক্তিভরে গরুড়ধ্বজের অর্চ্চনা করেন, তিনি নিশ্চয়ই মুক্তি লাভ করিবেন ॥ ১৬১ ॥

তিলকস্য মাহাত্ম্যম্

বিষ্ণুরহস্যে—
তিলকস্যোজ্জ্বলৈঃ পুষ্পৈঃ সংপূজ্য মধুসূদনম্।
ধূতপাপ্মা নিরাতঙ্কঃ কৃষ্ণস্যানুচরো ভবেৎ ॥১৬২॥

অনুবাদ—তিলপুষ্পের মাহাত্ম্য যথা বিষ্ণুরহস্যে—সাদাতিলফুলদ্বারা সম্যক্ প্রকারে মধুসূদনকে পূজা করিলে পাপশূন্য ও সংসারাদিভয় রহিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের অনুচর হইবে ॥ ১৬২ ॥

টীকা—জনার্দ্দনে দানং সমর্পণম্। নিরাতঙ্কঃ সংসারাদিভয়রহিতঃ ॥ ১৫৬-১৬২ ॥

জবায়া মাহাত্ম্যম্

বিষ্ণুরহস্যে—

সমুজ্জ্বলৈর্জবাপুষ্পৈরভ্যর্চ্চ্য জলশায়িনম্ ।
সুপুণ্যাং গতিমাপ্নোতি বীতভীর্বীতমৎসরঃ ॥১৬৩॥

অনুবাদ—জবাকুসুমের মাহাত্ম্য—ঐ গ্রন্থেই—সাদা জবাফুলদ্বারা জলশায়িদেবের অর্চ্চনা করিলে নির্ভয় ও নির্ম্মৎসর হইয়া অতীব পবিত্র গতি লাভ হয় ॥ ১৬৩ ॥

জবাপুষ্পৈঃ পুমান্ ভক্ত্যা সংপূজ্য পুরুষোত্তমম্ ।
উত্তমাং গতিমাপ্নোতি প্রসন্নে গরুড়ধ্বজে ॥ ১৬৪ ॥

অনুবাদ—যে ব্যক্তি জবাফুল দিয়া নিয়মানুসারে ভক্তিপূর্ব্বক পুরুষোত্তমের পূজা করেন, গরুড়ধ্বজ প্রসন্ন হওয়ায় তিনিও উত্তমা গতি লাভ করেন ॥১৬৪

টীকা—সমুজ্জ্বলৈঃ শুক্লৈঃ, তৎপূজয়ৈব প্রসন্নে সতি, দ্বিতীয়ান্তো বা পাঠঃ, পুরুষোত্তমমিতি বিশেষণম্ ॥ ১৬৩-১৬৪ ॥

অটরূষকস্য মাহাত্ম্যম্

স্কান্দে তত্রৈব—

অটরূষকপুষ্পৈর্যঃ পূজয়েৎ জগতাং পতিম্ ।
স পুণ্যবান্নরো যাতি বিষ্ণোস্তৎপরমাং গতিম্ ॥১৬৫

অনুবাদ—অটরূষক পুষ্পের মাহাত্ম্য—স্কন্দপুরাণের ঐ স্থানেই উক্ত হইয়াছে—অটরূষকপুষ্পদ্বারা যিনি জগৎপতির পূজা করেন, সেই পুণ্যশীল ব্যক্তি বিষ্ণুর পরমপদ লাভ করিয়া থাকেন ॥ ১৬৫ ॥

কুসুম্ভস্য মাহাত্ম্যম্

তত্রৈব—

কুসুম্ভকুসুমৈর্হৃদ্যৈর্যেঽর্চ্চয়ন্তি জনার্দ্দনম্ ।
তেষাং মমালয়ে বাসঃ প্রসাদাচ্চক্রপাণিনঃ ॥১৬৬॥

অনুবাদ—ঐ পুরাণেই বলা হইয়াছে—যাঁহারা মনোহর কুসুম্ভপুষ্পদ্বারা জনার্দ্দনকে অর্চ্চনা করেন, তাঁহারা চক্রপাণির কৃপাপ্রসাদে আমার আলয়ে (ব্রহ্মলোকে) বাস করেন ॥ ১৬৬ ॥

টীকা—মম ব্রহ্মণঃ ॥ ১৬৬ ॥

মল্লিকায়া মাহাত্ম্যম্

স্কান্দে তত্রৈব—

মল্লিকাপুষ্পজাতীনাং যূথিকায়াস্তথৈব চ ।
তথা কুব্জকজাতীনাং ফলস্যার্দ্ধং প্রকীর্ত্তিতম্ ॥১৬৭

অনুবাদ—মল্লিকাপুষ্পের মাহাত্ম্য স্কন্দপুরাণেই উক্ত হইয়াছে—মল্লিকা-জাতীয় পুষ্প, যূথিকা-জাতীয় পুষ্প ও কুব্জ-জাতীয়পুষ্পের ফল পূর্ব্বকথিত নীলোৎপল দেওয়ার অর্দ্ধেক ইহা বলা হইয়াছে ॥ ১৬৭ ॥

টীকা—ফলস্য পূর্ব্বমুক্তস্য নীলোৎপলার্পণফলস্য; তত্র তথৈব ক্রমপাঠাৎ ॥ ১৬৭ ॥

তত্রৈব ব্রহ্মনারদসংবাদে —

সুগন্ধৈর্মল্লিকাপুষ্পৈরর্চ্চয়িত্বাঽচ্যুতং নরঃ ।
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তো বিষ্ণুলোকে মহীয়তে ॥ ১৬৮ ॥
মল্লিকাকুসুমৈর্দেবং বসন্তে গরুড়ধ্বজম্ ।
যোঽর্চ্চয়েৎ পরয়া ভক্ত্যা দহেৎ পাপং ত্রিধার্জ্জিতম্॥

অনুবাদ—সেখানে ব্রহ্ম-নারদ সংবাদেই বলা হইয়াছে—মনুষ্যগণ সুগন্ধি মল্লিকাপুষ্পদ্বারা অচ্যুতের পূজা করিলে সকল পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া বিষ্ণুধামে যাইয়া সেখানে সসম্মানে অবস্থান করেন। বসন্তকালে পরমভক্তিসহকারে যিনি মল্লিকাপুষ্পদ্বারা গরুড়ধ্বজের অর্চ্চনা করেন, তাঁহার শরীর, বাক্য ও মন হইতে উৎপন্ন ত্রিবিধ পাপ ভস্মীভূত হয় ॥১৬৮-১৬৯ ॥

টীকা—ত্রিধেতি—মহাপাতকাদিভেদেন কায়িকাদিভেদেন বা ॥ ১৬৯ ॥

কুন্তীপুষ্পস্য মাহাত্ম্যম্

স্কান্দে তত্রৈব—

কুন্তীপুষ্পন্তু দেবর্ষে যঃ প্রযচ্ছেজ্জনার্দ্দনে ।
সুবর্ণপলমাত্রন্তু পুষ্পে পুষ্পে ভবেন্নূনে ॥ ১৭০ ॥

অনুবাদ—কুন্তীপুষ্পের মাহাত্ম্য উক্ত স্কন্দপুরাণেই বলা হইয়াছে—হে নারদ! যিনি জনার্দ্দনকে কুন্তী-পুষ্প নিবেদন করেন, তিনি প্রতি পুষ্পে একপল পরিমিত সুবর্ণদানের ফল লাভ করেন ॥ ১৭০ ॥

গোকর্ণাদীনাং মাহাত্ম্যম্

বিষ্ণুরহস্যে—

গোকর্ণনাগকর্ণাভ্যাং তথা বিল্লাতকেন চ ।
অর্চ্চয়িত্বাঽচ্যুতং দেবং দেবানামধিপো ভবেৎ ॥১৭১
অঞ্জলী-বোতকীপুষ্পৈঃ কুষ্মাণ্ডতিমিরোদ্ভবৈঃ ।
অলঙ্কৃত্বা নরঃ কৃষ্ণং কৃতার্থো হরিলোকভাক্ ॥১৭২

অনুবাদ—গোকর্ণাদির মাহাত্ম্য বিষ্ণুরহস্যে—গোকর্ণ, নাগকর্ণ, বিল্লাতক ফুলদ্বারা অচ্যুতদেবকে পূজা করিলে দেবগণের অধিপতি হওয়া যায়। অঞ্জলী, বোতকী, কুষ্মাণ্ড ও তিমিরা পুষ্পদ্বারা কৃষ্ণকে অলঙ্কৃত করিলে মানব কৃতকৃত্য হইয়া গোলোক গমন করেন ॥ ১৭১-১৭২ ॥

টীকা—নাগকর্ণঃ হস্তিকর্ণেতি প্রসিদ্ধঃ, অঞ্জলী শ্যামপুষ্পং, বোতকী বোতকবো ইতি প্রসিদ্ধা, তিমিরা ত্রিতরেতি প্রসিদ্ধা ॥ ১৭১-১৭২ ॥

দূর্ব্বাদিপুষ্পাণাং মাহাত্ম্যম্

স্কান্দে তত্রৈব—

গৃহদূর্ব্বাভবৈঃ পুষ্পৈস্তথা কাশকুশোদ্ভবৈঃ ।
ভূধরং সমলঙ্কৃত্য বিষ্ণুলোকে ব্রজেন্নরঃ ॥ ১৭৩ ॥

অনুবাদ—দূর্ব্বাদি পুষ্পসমূহের মাহাত্ম্য স্কন্দ-পুরাণের উক্ত স্থানেই বর্ণিত হইয়াছে—গৃহদূর্ব্বাভব কুসুম, কাশকুসুম ও কুশপুষ্পদ্বারা বিষ্ণুকে অলঙ্কৃত করিলে মনুষ্য বিষ্ণুধামে যাইয়া থাকে ॥ ১৭৩ ॥

বিষ্ণুরহস্যে চ—

শরদূর্ব্বাময়ৈঃ পুষ্পৈস্তথা কাশকুশোদ্ভবৈঃ ।
ভুবনেশমলঙ্কৃত্য বিষ্ণুলোকে ব্রজেন্নরঃ ॥ইতি॥১৭৪॥

অনুবাদ—বিষ্ণুরহস্যেও, যথা—শরপুষ্প, দূর্ব্বা-পুষ্প, কাশপুষ্প ও কুশপুষ্পদ্বারা ভুবনেশ্বরকে অলঙ্কৃত করিলে মানব বিষ্ণুলোকে গমন করে ॥ ১৭৪ ॥

বর্ণভেদেন পুষ্পাণাং ফলভেদশ্চ দর্শিতঃ ।
তথা তেষাঞ্চ সর্ব্বেষাং মালায়া মহিমাধিকঃ ॥১৭৫॥

অনুবাদ—বর্ণভেদে পুষ্পসকলের ফলভেদও বর্ণিত হইয়াছে এবং ঐ সকল পুষ্পের মালা গাঁথিয়া প্রদান করিলে মহিমা বর্দ্ধিত হয় ইহাও উল্লিখিত হইয়াছে ॥ ১৭৫ ॥

তথা চ স্কান্দে বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে চ—

শ্বেতৈঃ পুষ্পৈঃ সমভ্যর্চ্চ্য নরো মোক্ষমবাপ্নুয়াৎ ।
কামানবাপ্নুয়াল্লোকে পীতৈর্দেবং সমর্চ্চয়ন্ ॥১৭৬॥
শত্রূণামভিচারেষু তথা কৃষ্ণৈঃ প্রপূজয়েৎ ॥ ১৭৭ ॥

অনুবাদ—স্কন্দপুরাণে ও বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে উক্ত হই-য়াছে—শ্বেতপুষ্পদ্বারা পূজা করিলে মানব মোক্ষলাভ করিবে। পীতপুষ্পেরদ্বারা হরিপূজা করিলে সংসারে তাহার সমস্ত বাঞ্ছাপূর্ণ হইবে। শত্রুর প্রতি অভি-চার অভিলাষে কৃষ্ণপুষ্পদ্বারা পূজা করিতে হইবে ॥ ১৭৬-১৭৭ ॥

বিষ্ণুরহস্যে চ—

স্বর্ণলক্ষাধিকং পুষ্পং মালা কোটিগুণাধিকা ।
দত্তা ভবতি কৃষ্ণায় নরৈর্ভক্তিসমন্বিতৈঃ ॥ ইতি ॥
মল্লিকান্তু দিবারাত্র্যোর্নক্তং সম্পাকযূথিকে ।
নন্দ্যাবর্ত্তং চার্দ্ধরাত্রে মালতীং প্রাতরেব হি ॥ ১৭৯ ॥
ইতরাণি চ পুষ্পাণি দিবা ভগবতেঽর্পয়েৎ ।
এবং কেচিচ্চ মন্যন্তে পূজাবিধি-বিশারদাঃ ॥১৮০॥

অনুবাদ—বিষ্ণুরহস্যে লিখিত আছে—শ্রীকৃষ্ণকে ভক্তিপূর্ব্বক পুষ্প অর্পণ করিলে লক্ষ সুবর্ণদানেরও বেশী ফল লাভ হয়। পুষ্পের মালা গাঁথিয়া দিলে কোটিগুণেরও বেশী ফল পাওয়া যায়। দিনে ও রাতে মল্লিকাপুষ্প দেওয়া যায়, সোঁদালি ও যূথিকা রাত্রিতে, নন্দ্যাবর্ত্ত অর্দ্ধরাত্রে, মালতী কেবলমাত্র প্রাতঃকালে এবং অন্যান্য ফুল কেবল দিনের বেলাতেই দেওয়া যাইবে।

কোন কোন পূজাবিধিবিচক্ষণ ব্যক্তি এই প্রকার বলিয়া থাকেন ॥ ১৭৮-১৮০ ॥

কিঞ্চ—

প্রহরং তিষ্ঠতে জাতী করবীরমহর্নিশম্ ।
জলজং সপ্তরাত্রাণি ষণ্মাসন্তু বকং তথা ॥ইতি॥১৮১॥
অবচয়োত্তরে কালে জ্ঞেয়মেতদ্বিচক্ষণৈঃ ॥ ১৮২ ॥

অনুবাদ—আরও যথা—জাতী একপ্রহর পর্য্যন্ত থাকে। করবীর অহোরাত্র, পদ্ম সপ্তরাত্রি ও বকফুল ছয়মাস থাকে। চয়ন করিবার পর হইতে এই সময়ের নিয়ম জানিতে হইবে ॥ ১৮১-১৮২ ॥

অথ পুষ্পমণ্ডপাদি

পুষ্পাণাং মণ্ডপং ছত্রং বিতানং বৈষ্ণবোত্তমঃ ।
দোলাদিকঞ্চ নির্ম্মায় শ্রীকৃষ্ণায় সমর্পয়েৎ ॥ ১৮৩ ॥

অনুবাদ—অনন্তর পুষ্পমণ্ডপাদি—বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি পুষ্পমণ্ডপ, ছত্র, বিতান ও দোলাদি নির্ম্মাণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে প্রদান করিবেন ॥ ১৮৩ ॥

অথ পুষ্পমণ্ডপাদিমাহাত্ম্যম্

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে—

কৃষ্ণবেশ্মনি যঃ কুর্য্যাৎ সুরূপং পুষ্পমণ্ডপম্ ।
স পুষ্পকবিমানৈস্তু কোটিভিঃ ক্রীড়তে দিবি ॥১৮৪॥

অনুবাদ—অতঃপর পুষ্পমণ্ডপ মাহাত্ম্য সম্বন্ধে বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে—কৃষ্ণমন্দিরে যিনি মনোহর পুষ্পমণ্ডপ নির্ম্মাণ করেন, পুষ্পনির্ম্মিত কোটি বিমানারোহণে তিনি সুরপুরে ক্রীড়া করিয়া থাকেন ॥ ১৮৪ ॥

তত্রৈব স্কান্দে চ—

কৃত্বা পুষ্পগৃহং বিষ্ণোঃ পুষ্পৈর্বা তদ্বিতানকম্ ।
ফলেন যোগমায়াতি রাজসূয়াশ্বমেধয়োঃ ॥ ১৮৫ ॥

অনুবাদ—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরেও স্কন্দপুরাণে বলা হইয়াছে—পুষ্পদ্বারা বিষ্ণুর গৃহ ও শয্যা রচনা করিলে রাজসূয়যজ্ঞের ও অশ্বমেধযজ্ঞের ফল হয় ॥ ১০৫ ॥

তত্রৈব শ্রীশিব-উমা-সংবাদে—

কেশবোপরি যঃ কুর্য্যাচ্ছত্রং বা পুষ্পমণ্ডপম্ ।
পুষ্পৈস্তল্পঞ্চকং বাপি তস্য পুণ্যং বদাম্যহম্ ॥১৮৬॥
প্রাপ্তৈশ্বর্য্যো মহাভাগৈঃ ক্রীড়ারতিসমন্বিতৈঃ ।
নিত্যন্তু মোদতে স্বর্গে স নরো নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১৮৭ ॥

অনুবাদ—স্কন্দপুরাণেই শ্রীশিব-উমা-সংবাদে বলা হইয়াছে—কেশবের শিরোপরি যিনি ফুলের ছাতা বা পুষ্পমণ্ডপ কিংবা তাঁহার খাট তৈয়ারী করেন, তাঁহার পুণ্যের কথা শোন—সেই ব্যক্তি ঐশ্বর্য্য, নানাবিধ উত্তমভোগ, ক্রীড়া ও বিহার প্রাপ্ত হইয়া স্বর্গে নিত্য আনন্দ লাভ করেন, ইহাতে সন্দেহ নাই ॥১৮৬-১৮৭

টীকা—সুরূপং সুন্দরম্ ; তল্পকং পর্য্যঙ্কম্ ॥১৮৪-১৮৬ ॥

বিশেষতঃ কার্ত্তিকে

স্কান্দে শ্রীব্রহ্মনারদ-সংবাদে—

মালতীমালয়া যেন কার্ত্তিকে পুষ্পমণ্ডপম্ ।
কেশবস্য গৃহে চক্রে ন ময়া বিদিতং ফলম্ ॥১৮৮॥

অনুবাদ—স্কন্দপুরাণে শ্রীব্রহ্ম-নারদ-সংবাদে উক্ত হইয়াছে—মালতীফুলের মালা দিয়া কার্ত্তিকমাসে শ্রীকেশবের মন্দিরে যিনি মণ্ডপ প্রস্তুত করিয়াছেন, তাঁহার যে কি প্রকার ফল হইয়াছে, তাহা আমি অবগত নহি ॥ ১৮৮ ॥

অথ সুবর্ণপুষ্পাদিমাহাত্ম্যম্

স্বর্ণরত্নাদিপুষ্পৈশ্চ ভগবন্তং সমর্চ্চয়েৎ ।
ন চ নির্ম্মাল্যতাং যান্তি তন্মুহুরর্পয়েৎ ॥ ১৮৯ ॥

অনুবাদ—অনন্তর সুবর্ণাদি পুষ্প—সুবর্ণ ও রত্নাদিদ্বারা তৈরী ফুলদিয়া ভগবানকে পূজা করিবে। ঐ সমস্ত পুষ্প নির্ম্মাল্যতা প্রাপ্ত (বাসি) হয় না। উহা পুনরায় দেওয়া যায় ॥ ১৮৯ ॥

টীকা—তৎ তস্মাৎ ॥ ১৮৯ ॥

তথা চোক্তং দেব্যা—

ন নির্ম্মাল্যং হেমপুষ্পমর্পয়েদর্পিতং সদা ॥ ১৯০ ॥

অনুবাদ—ভগবতীদেবীও বলিয়াছেন—সোনার ফুল নির্মাল্য হয় না। উহা পুনঃ পুনঃ নিবেদন করা যায় ॥ ১৯০ ॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে স্কান্দে চ—

কৃত্রিমাণ্যনুলেপানি গন্ধেনাতিসুগন্ধিনা।
ধূপেন পটবাসেন চন্দনাদ্যনুলেপনৈঃ ॥ ১৯১ ॥

অনুবাদ—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে ও স্কন্দপুরাণে বর্ণিত হইয়াছে—অতিশয় সুগন্ধি গন্ধদ্রব্য, ধূপ, কর্পূর চূর্ণ ও চন্দনাদি অনুলেপন সামগ্রীর সহিত সুবর্ণাদি নির্ম্মিত কৃত্রিম পুষ্প প্রদান করিবে ॥ ১৯১ ॥

টীকা—স্বর্ণাদিপুষ্পাণামর্পণপ্রকারং লিখতি—কৃত্রিমাণি ইতি। কৃত্রিমাণি সুবর্ণপুষ্পাদীনি ধূপেন পটবাসেন চ সুগন্ধিদ্রব্যচূর্ণেন বিশিষ্টানি ॥ ১৯১ ॥

অথ স্বর্ণপুষ্পাদিমাহাত্ম্যম্

স্কান্দে—

স্বর্ণপুষ্পার্চ্চিতো যস্য গৃহে তিষ্ঠতি কেশবঃ।
তস্যৈব পাদরজসা শুধ্যতি ক্ষিতিমণ্ডলম্ ॥ ১৯২ ॥
সুবর্ণপুষ্পৈরভ্যর্চ্চ্য রাজসূয়ফলং লভেৎ।
রত্নৈর্দেবমথাভ্যর্চ্চ্য রাজা ভবতি ভূতলে ॥ ১৯৩ ॥

অনুবাদ—অতঃপর স্বর্ণপুষ্পাদি মাহাত্ম্য—সুবর্ণ-পুষ্পাদিদ্বারা পূজিত হইয়া যাঁহার গৃহে কেশব অবস্থান করেন, সেই ব্যক্তিরই চরণধূলিতে ভূমণ্ডল পবিত্র হয়। স্বর্ণপুষ্পদ্বারা কেশবের অভ্যর্চ্চনা করিলে রাজসূয়-যজ্ঞের ফল লাভ হয়। রত্নপুষ্পদ্বারা কেশবকে পূজা করিলে ভূ-মণ্ডলে রাজ্য প্রাপ্তি হয় ॥ ১৯২-১৯৩ ॥

টীকা—স্বর্ণপুষ্পৈরর্চ্চিতঃ অভিষিক্তঃ, এবং পুষ্প-প্রাচুর্য্যমুক্তম্, পাঠান্তরম্ সুগমম্; তস্যৈবেত্যত্রায়ং ভাবঃ—যস্য পাদরজোমাত্রেণ জগৎ পবিত্রং স্যাত্তস্য স্বর্গাদিফলান্তরং কিয়ন্মাত্রম্? শ্রীশ্রীভগবৎপার্ষদবর এবাসাবিতি ॥ ১৯২ ॥

টীকা—রত্নৈঃ রত্নময়পুষ্পৈঃ ॥ ১৯৩ ॥

তত্রৈব শ্রীশিব-উমা-সংবাদে—

পুষ্পজাতিষু সর্ব্বাসু সৌবর্ণং পুষ্পমুত্তমম্ ॥
ইতি ॥ ১৯৪ ॥

অনুবাদ—স্কন্দপুরাণেই শ্রীশিব-উমা-সংবাদে—যতপ্রকার পুষ্পজাতি আছে, তাহাদের মধ্যে স্বর্ণপুষ্প সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ॥ ১৯৪ ॥

এবমুক্তৈরনুক্তৈশ্চ শোভাঢ্যৈর্বা সুগন্ধিভিঃ।
সংপূজ্যো ভগবান্ পুষ্পৈর্ন নিষিদ্ধৈস্তু দুঃখদৈঃ ॥১৯৫

অনুবাদ—যে সমস্ত পুষ্পের কথা বলা হইয়াছে এবং যাহা বলা হয় নাই; সেই সমস্ত পুষ্প দেখিতে সুন্দর বা সুগন্ধি, হইলে শ্রীভগবানকে দেওয়া যায়। কিন্তু যে সমস্ত ফুল ভগবানের দুঃখদায়ক বলিয়া নিষেধ করা হইয়াছে, সে সমস্ত ফুল দিবে না॥১৯৫॥

টীকা—অনুক্তৈঃ শাস্ত্রোক্ত-ব্যতিরিক্তৈঃ; যদি চ তানি শোভাবন্তি সুগন্ধীনি বা ভবন্তি, তদা তৈশ্চ সংপূজ্য ইত্যর্থঃ। শাস্ত্রেণ নিষিদ্ধৈস্তু ন সংপূজ্যঃ যতো দুঃখদৈঃ ॥ ১৯৫ ॥

অথ নিষিদ্ধানি পুষ্পাণি

তত্র সামান্যতো বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে—

শ্মশানচৈত্যদ্রুমজং ভূমৌ বাপি নিপাতিতম্।
কলিকা চ ন দাতব্যা দেবদেবস্য চক্রিণঃ ॥ ১৯৬ ॥
শুক্লান্যবর্ণকুসুমং ন দেয়ঞ্চ তথা ভবেৎ।
সুগন্ধি শুক্লং দেয়ং স্যাজ্জাতং কণ্টকিনো দ্রুমাৎ ॥
দত্ত্বা কণ্টকিসম্ভূতমনুক্তং পরিভূয়তে।
অনুক্তরক্তকুসুমাদসৌভাগ্যমবাপ্নুয়াৎ ॥ ১৯৮ ॥
উগ্রগন্ধি তথা দত্ত্বা নিত্যমুদ্বেগমাপ্নুয়াৎ।
অগন্ধি দত্ত্বা বাপ্নোতি হ্যশুভং পরমং নরঃ ॥ ১৯৯ ॥

অনুবাদ—অতঃপর নিষিদ্ধ পুষ্পসমূহ বিষ্ণু-ধর্ম্মোত্তরে সামান্যরূপে (সাধারণভাবে) উক্ত হইয়াছে—শ্মশান বৃক্ষে উৎপন্ন চৈত্যবৃক্ষোদ্ভব (যে বৃক্ষের তলা বাঁধান ও পূজা করা হয়) মৃত্তিকায় পতিত পুষ্প ও কলিকা দেবদেব চক্রপাণিকে দিবে না। সাদা ছাড়া অন্য ফুল দিবেন না। সাদা ও সুগন্ধি ফুল কাঁটা গাছে জন্মাইলেও দেওয়া যায়। যে সমস্ত কাঁটা গাছে জাত ফুল বা লাল রঙের ফুলের উল্লেখ করা হয় নাই, সে সমস্ত দিলে মানুষ দুঃখের ভাগী হইবে। যে সমস্ত ফুলের গন্ধ বেশ চড়া বা উগ্র, তাহা নিবেদন

করিলে নিত্য উদ্বেগ প্রাপ্ত হইবে। গন্ধহীন ফুল অমঙ্গল জনক ॥ ১৯৬-১৯৯ ॥

টীকা—চৈত্যদ্রুমো নাম বদ্ধবেদিকতলঃ পূজ্যো বৃক্ষঃ। অনুক্তং পূর্ব্বোক্তাদিতরৎ ॥ ১৯৬-১৯৮ ॥

তত্রৈব তৃতীয়কাণ্ডে—

উগ্রগন্ধীন্যগন্ধীনি কুসুমানি ন দাপয়েৎ।
অন্যায়তন-জাতানি কণ্টকীনি তথৈব চ॥ ২০০ ॥
রক্তানি যানি ধর্ম্মজ্ঞাশ্চৈত্যবৃক্ষোদ্ভবানি চ।
যানি শ্মশানজাতানি তথা চাকালজানি চ।
দানং বিবর্জ্জয়েদ্‌যত্নাৎ পুষ্পাণামপ্যগন্ধিনাম্ ॥২০১॥

অনুবাদ—ঐ গ্রন্থেরই তৃতীয়কাণ্ডে—গন্ধহীন বা তীব্রগন্ধি পুষ্প দিবে না। অন্যের গৃহজাত ও কণ্টকিতবৃক্ষজাত পুষ্পও অর্পণের যোগ্য নয়। হে ধার্ম্মিকগণ! লালফুল, মূলদেশ বাঁধান গাছের ফুল শ্মশানবৃক্ষজাত এবং অকালেজাত ফুল কখনই শ্রীবিষ্ণুকে নিবেদন করিবে না ॥ ২০০-২০১ ॥

টীকা—ধর্ম্মজ্ঞা ইতি পাঠে হে ধর্ম্মজ্ঞা ইতি তত্রত্যানাং সম্বোধনম্ ॥ ২০১ ॥

নারদীয়ে রাক্ষসী-শপথে—

পারক্যারামজাতৈশ্চ কুসুমৈরর্চ্চয়েৎ সুরান্।
তেন পাপেন লিপ্যেয়ং যদ্যেতদনৃতং বদে ॥ ২০২ ॥

অনুবাদ—নারদপুরাণে রাক্ষসীর শপথবাক্যে উক্ত হইয়াছে—আমি যদি ইহা মিথ্যা বলিয়া থাকি, তাহা হইলে পরকীয় উদ্যানজাত পুষ্পদ্বারা দেবতার পূজা করিলে যে পাতক হয় আমি তাহাতে লিপ্ত হইবে ॥ ২০২ ॥

জ্ঞানমালায়াম্—

কলিকাভিস্তথা নেজ্যং বিনা চম্পকজৈঃ শুভৈঃ।
শুষ্কৈর্ন পূজয়েদ্বিষ্ণুং পত্রৈঃ পুষ্পৈঃ ফলৈরপি ॥
ইতি ॥ ২০৩ ॥

অনুবাদ—জ্ঞানমালায় বলা আছে—চম্পক ব্যতীত অন্য পুষ্পের কলিকাদ্বারা পূজা করিবে না, শুকনো-পাতা কিংবা শুকনো ফল দিয়াও বিষ্ণুপূজা করা উচিত নয় ॥ ২০৩ ॥

জাতিযূথ্যোস্তথা মল্লী-নবমালিকয়োরপি।
কলিকাভির্হরের্ভক্তৈঃ সৌরভ্যাৎ কৈশ্চিদিষ্যতে ॥২০৪

অনুবাদ—জাতি, যূথি, মল্লিকা ও নবমল্লিকা এই সমস্ত পুষ্পের কলিকারও অতি উত্তমগন্ধ তাই কোন কোন ভক্তজন তা নিবেদনের কথা বলেন ॥ ২০৪ ॥

বিষ্ণুরহস্যে—

ন শুষ্কৈঃ পূজয়েদ্বিষ্ণুং কুসুমৈর্ন মহীগতৈঃ।
নাবিশীর্ণদলৈঃ ক্লিষ্টৈর্ন চৈবাশু-বিকাসিতৈঃ ॥২০৫॥

অনুবাদ— বিষ্ণুরহস্যেও —সাদাফুলও মাটিতে পড়িলে সেই ফুল দিয়া পূজা করিবে না। আর যে সমস্ত ফুলের পাপড়ি নষ্ট হইয়া গিয়াছে বা যে গুলিকে কৃত্রিম উপায়ে ফোটান হইয়াছে, সেই সকল ফুল দিয়াও পূজা করিতে নাই ॥ ২০৫ ॥

টীকা—আশুবিকাসিতৈঃ বলাদ্বিকাসিতৈঃ ॥২০৫

পাদ্মে—

কীটকোষোপবিদ্ধানি শীর্ণপর্য্যুষিতানি চ।
বর্জ্জয়েদূর্ণনাভেন বাসিতং যদি শোভনম্ ॥ ২০৬ ॥
গন্ধবন্ত্যপবিত্রাণি উগ্রগন্ধীনি বর্জ্জয়েৎ ॥ ২০৭ ॥
গন্ধহীনমপি গ্রাহ্যং পবিত্রং যৎ কুশাদিকম্ ॥২০৮॥

অনুবাদ—পদ্মপুরাণে যথা—অন্তরে কীটকোষ থাকাতে যে সমস্ত পুষ্প দূষিত হইয়াছে, যে সমস্ত ফুল বাসি ও শুকনো এবং যে সকল ফুলে মাকড়শা জাল তৈয়ারী করিয়াছে, সে সমস্ত ফুল শোভাযুক্ত হইলেও নিবেদনের যোগ্য নয়। অপবিত্র পুষ্প সুগন্ধি হইলেও এবং উগ্রগন্ধি পুষ্প বাদ দিবে। কুশাদি পুষ্প গন্ধহীন, কিন্তু পবিত্র সুতরাং তৎসমুদয় নিবেদন করিবে। ২০৬-২০৮ ॥

টীকা—কীটস্য কোষরূপাবাসেন অপবিদ্ধানি দূষিতানি পুষ্পানি শীর্ণানি পর্য্যুষিতানি চ, যদ্যপি শোভনমুত্তমম্, অপবিত্রাণি চেদ্ গন্ধবন্ত্যপি পুষ্পাণি বর্জ্জয়েৎ ॥ ২০৬ ॥

বৈহায়স-পঞ্চরাত্রে—

চতুষ্পথ-শিবাবাস-শ্মশানাবনিমধ্যতঃ।
সুগন্ধিফলপুষ্পাণি নাদদীতার্চ্চনে হরেঃ ॥ ২০৯ ॥

অনুবাদ—বৈহায়স পঞ্চরাত্রে উক্ত আছে—শ্রীহরি-পূজার জন্য চতুষ্পথ, শিবালয় ও শ্মশানভূমি হইতে সুগন্ধি ফল-পুষ্প-সমূহ গ্রহণ করিবে না ॥ ২০৯ ॥

টীকা—চতুষ্পথাদেরবনির্ভূমিস্তন্মধ্যান্নগৃহ্ণীয়াৎ ॥ ২০৯ ।

স্কান্দে শ্রীব্রহ্মনারদসংবাদে—

ন বিশীর্ণদলৈঃ শ্লিষ্টৈর্নাশুভৈর্নাবিকাশিভিঃ।
পূতিগন্ধ্যুগ্রগন্ধীনি অম্লগন্ধানি বর্জ্জয়েৎ ॥ ২১০ ॥
কীটকোষোপবিদ্ধানি শীর্ণপর্য্যুষিতানি চ।
ভগ্নপত্রঞ্চ ন গ্রাহ্যং কৃমিদুষ্টং ন চাহরেৎ ॥ ২১১ ॥
বর্জ্জয়েদূর্ণনাভেন বাসিতং যদি শোভনম্।
স্থলস্থং নোদ্ধরেৎ পুষ্পং ছেদয়েজ্জলজং ন তু।
যানি স্পৃষ্টানি চাস্পৃশ্যৈর্লোকাযুক্তৈশ্চ
বর্জ্জয়েৎ ॥ ২১২ ॥

অনুবাদ—স্কন্দপুরাণে শ্রীব্রহ্ম-নারদসংবাদে যথা—যে সকল পুষ্পের দল শীর্ণ অথবা পরস্পর সংলগ্ন, যে সকল অপবিত্র বা পূর্ণবিকশিত নহে, তাহা দ্বারা পূজা করিবে না। পূতিগন্ধি, তীক্ষ্ণগন্ধি ও অম্লগন্ধ-যুক্ত ফুল দিবে না। ভিতরে পোকা থাকায় দূষিত ফুল সংগ্রহ করিবে না। যাহা শীর্ণ, পর্য্যুষিত, ভগ্ন-দল ও কৃমিদুষ্ট তাহাও আহরণ করিবে না বা মাকড়শার জালযুক্ত পুষ্প সুন্দর হইলেও বর্জ্জনীয়। স্থলজাত পুষ্প মূলসহ উৎপাটন করিবে না। জল-জাত পুষ্পছেদন করা উচিত নয়। যে সকল পুষ্পে অদৃশ্য বা লোকনিন্দনীয় বস্তু স্পৃষ্ট হইয়াছে, তাহা ত্যাগ করিবে ॥ ২১০-২১২ ॥

টীকা—বিশীর্ণদলাদিভিঃ পুষ্পৈর্ন পূজা কার্য্যেতি শেষঃ। শ্লিষ্টৈঃ অন্যোহন্যসংলগ্নৈঃ ॥ ২১০ ॥

টীকা—নোদ্ধরেৎ মূলতো নোৎপাটয়েৎ ; লোকে অযুক্তৈর্নিন্দ্যৈশ্চ স্পৃষ্টানি পুষ্পাণি বর্জ্জয়েৎ ॥২১২॥

অত্রাপবাদঃ

জ্ঞানমালায়াম্—

ন পর্য্যুষিতদোষোঽস্তি জলজোৎপল-চম্পকে।
তুলস্যগস্ত্যবকুলে বিল্বে গঙ্গাজলে তথা ॥ ২১৩ ॥

অনুবাদ—জ্ঞানমালায় লিখিত আছে—জলজপদ্ম, চম্পক, তুলসী, অগস্ত্য ও বকুল ফুল এবং বেলপাতা গঙ্গাজল বাসি হইলে দোষ হয় না ॥ ২১৩ ॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে চ—

ন গৃহে করবীরস্থৈঃ কুসুমৈরর্চ্চয়েদ্ধরিম্।
পতিতৈর্মুকুলৈর্ম্লানৈঃ শ্বাসৈর্বা জন্তু-দূষিতৈঃ।
আঘাতৈরঙ্গসংস্পৃষ্টৈর্দূষিতৈশ্চৈব নার্চ্চয়েৎ ॥২১৪॥

অনুবাদ—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে এই বিষয়ে কথিত হই-য়াছে—গৃহস্থিত শ্বেত কিংবা রক্তকরবীর তরুজাত ফুল দিয়া শ্রীহরির পূজা করিতে নাই। ভূপতিত, অবিকশিত, ম্লান, শ্বাসদুষ্ট, জন্তুদুষ্ট আঘাতে নিষ্পিষ্ট, হস্ত ব্যতিরেকে অন্য অঙ্গ সংস্পৃষ্ট বা নিন্দনীয়, এই সকল ফুল দিয়াও শ্রীহরির পূজা নিষেধ ॥ ২১৪ ॥

টীকা—গৃহে যঃ করবীরঃ শ্বেতপুষ্পো রক্ত-পুষ্পশ্চ, তৎস্থৈস্তদীয়ৈরিত্যর্থঃ। অতএবোক্তং বারাহে—'বন্ধূক-করবীরে চ ন গৃহে রোপয়েৎ কৃচিৎ' ইতি। শ্বাসৈর্জন্তুভির্বা দূষিতৈরিত্যর্থঃ। অঙ্গেন স্বীয়হস্তব্যতিরিক্তেন গাত্রেণ সংস্পৃষ্টৈঃ দূষি-তৈশ্চ নিন্দিতৈঃ ॥ ২১৪ ॥

অথ বিশেষতো নিষিদ্ধানি

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে তৃতীয়কাণ্ডে—

ক্রকরস্য চ পুষ্পাণি তথা ধুস্তুরকস্য চ।
কৃষ্ণঞ্চ কুটজং চার্কং নৈব দেয়ং জনার্দ্দনে ॥২১৫॥

অনুবাদ—অতঃপর বিশেষতঃ নিষিদ্ধ পুষ্পসমূহ বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে তৃতীয়কাণ্ডে উক্ত আছে—করবীর ধুস্তুর, কৃষ্ণবর্ণ কুটজ ও অর্কপুষ্প জনার্দ্দনকে দিবে না ॥ ২১৫ ॥

টীকা—ক্রকরস্য করবীরস্য ॥ ২১৫ ॥

কিঞ্চান্যত্র—

নার্কং নোম্মত্তকং ঝিণ্টিং তথৈব গিরিকর্ণিকাম্।
ন কণ্টকারিকাপুষ্পমচ্যুতায় নিবেদয়েৎ ॥ ২১৬ ॥
কূটজং শাল্মলীপুষ্পং শিরীষঞ্চ জনার্দ্দনে।
নিবেদিতং ভয়ঞ্চোগ্রং নিঃস্বত্বঞ্চ প্রযচ্ছতি ॥ ২১৭ ॥

অনুবাদ—অন্যত্রও বর্ণিত হইয়াছে—অর্ক, ধুস্তুর, ঝিণ্টী, গিরিকর্ণিকা ও কণ্টকারি ফুল শ্রীঅচ্যুতকে নিবেদন করিবে না। কূটজ, শাল্মলী ও শিরীষ ফুল জনার্দ্দনকে দেওয়া হইলে মহাভয় উৎপন্ন হয় এবং ধনহীনতা ঘটে ॥ ২১৬-২১৭ ॥

টীকা—নিঃসত্বমিতি পাঠে নিঃসত্বতামিত্যর্থঃ ॥ ২১৭ ॥

———

স্কান্দে তত্রৈব—

যেঽর্চ্চয়ন্তি ত্রিলোকেশমর্কপুষ্পৈর্জনার্দ্দনম্।
তেভ্যঃ ক্রুদ্ধো ভয়ং দুঃখং ক্রোধং বিষ্ণুঃ প্রযচ্ছতি ॥
উন্মত্তকেন যে মূঢ়াঃ পূজয়ন্তি ত্রিবিক্রমম্।
উন্মাদং দারুণং তেভ্যো দদাতি গরুড়ধ্বজঃ ॥২১৯॥

অনুবাদ—স্কন্দপুরাণে এই প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে—যে সকল ব্যক্তি অর্কপুষ্পদ্বারা ত্রিলোকাধিপ শ্রীজনার্দ্দনকে পূজা করেন, তাঁহারা ক্রুদ্ধ শ্রীবিষ্ণু হইতে ভয়, দুঃখ ও শাস্তি লাভ করেন। যে সকল মূঢ় ধুস্তুর ফুল দিয়া পূজা করে, গরুড়ধ্বজ জনার্দ্দন তাহাদিগকে ভয়ানক উন্মাদরোগ দিয়া থাকেন ॥ ২১৮-২১৯ ॥

———

কাঞ্চনাবয়বৈঃ পুষ্পৈর্যেঽর্চ্চয়ন্ত্যসুরদ্বিষম্।
দারিদ্র্যং দুঃখবহুলং তেষাং বিষ্ণুঃ প্রযচ্ছতি ॥২২০॥
গিরিকর্ণিকয়া বিষ্ণুং যেঽর্চ্চয়ন্ত্যবুধা নরাঃ।
তেষাং কুলক্ষয়ং ঘোরং কুরুতে মধুসূদনঃ ॥ ইতি ॥

অনুবাদ—যাহারা কাঞ্চনাকার পুষ্পসমূহ দ্বারা দৈত্যারির পূজা করেন, শ্রীবিষ্ণু তাহাদিগকে বহুল দারিদ্র্য কষ্ট দান করেন। যাহারা গিরিকর্ণিকা ফুল দিয়া শ্রীবিষ্ণুর পূজা করেন, শ্রীমধুসূদন ভীষণরূপে তাহাদিগের বংশ নাশ করেন ॥ ২২০-২২১ ॥

———

অথ পুষ্পগ্রহণকালাদি

মধ্যাহ্নে স্নানমাচর্য্য কুসুমৈস্তু সমাহৃতৈঃ।
নৈব সংপূজয়েদ্বিষ্ণুং যন্নিষিদ্ধানি তান্যপি ॥ ২২২ ॥

অনুবাদ—মধ্যাহ্নকালে স্নান করিয়া যে পুষ্প আহৃত হয় তদ্দ্বারা ও নিষিদ্ধ পুষ্পদ্বারা শ্রীবিষ্ণুর পূজা করিবে না ॥ ২২২ ॥

টীকা—অপি-শব্দঃ পূর্ব্বনিষিদ্ধাপেক্ষয়া সমুচ্চয়ে; তানি মধ্যাহ্নস্নানানন্তরমাহৃতানি কুসুমানি ॥ ২২২ ॥

———

তথা চ স্কান্দে তত্রৈব—

স্নানং কৃত্বা তু যৎ কিঞ্চিৎ পুষ্পং গৃহ্ণন্তি বৈ নরাঃ।
দেবতাস্তন্ন গৃহ্ণন্তি পিতরঃ খলু বৈ দ্বিজ।
ঋষয়স্তন্ন গৃহ্ণন্তি ভস্মীভবতি কাষ্ঠবৎ ॥ইতি॥২২৩

অনুবাদ—স্কন্দপুরাণের পূর্ব্বোক্ত স্থানেই বর্ণিত হইয়াছে—হে দ্বিজ! স্নানের পর মানুষ যে পুষ্প চয়ন করিবে দেবগণ, পিতৃগণ ও ঋষিগণ কদাচ তাহা গ্রহণ করেন না। তাহা কাঠের মত পুড়িয়া যায় ॥ ২২৩ ॥

টীকা—খল্বিবতি সমুচ্চয়ে; পিতরশ্চ ন গৃহ্ণন্তি; ভস্মীভবতি বিফলং স্যাদিত্যর্থঃ ॥ ২২৩ ॥

———

কুসুমানামলাভে তু চৌর্য্যাদানং ন দুষ্যতি।
দেবতার্থন্তু কুসুমমস্তেয়ং মনুরব্রবীৎ ॥ ২২৪ ॥

অনুবাদ—পুষ্প অপ্রাপ্য হইলে চৌর্য্য করিয়া আনিলেও দোষ হয় না। মনু বলিয়াছেন—দেবতার উদ্দেশ্যে পুষ্প চুরি, চুরি মধ্যে গণ্য করা হয় না ॥ ২২৪ ॥

টীকা—ধর্ম্মার্জ্জিতধন-ক্রীতৈরিত্যাদি-বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরাদি-বচনৈর্ন্যায়োপার্জ্জিতানি কুসুমানি দেবপূজায়াং বিহিতানি, তত্র ধনাদ্যভাবে কিং কর্ত্তব্যম্? তত্র লিখতি—কুসুমানামিতি। চৌর্য্যেণ আদানং গ্রহণম্ অস্তেয়মিতি চৌর্য্যেণানীতমপি চোরিতং ন ভবতি। অতএবোক্তং বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে—"যথাকথঞ্চিদাহৃত্য কুসুমৈরর্চ্চয়েদ্ধরিম্' ইতি ॥ ২২৪ ॥

———

তথা কৌর্ম্মে শ্রীব্যাসগীতায়াম্ —

পুষ্পে শাকোদকে কাষ্ঠে তথা মূলে ফলে তৃণে।
অদত্তাদানমস্তেয়ং মনুঃ প্রাহ প্রজাপতিঃ ॥ ২২৫ ॥
গ্রহীতব্যানি পুষ্পাণি দেবার্চ্চনবিধৌ দ্বিজাঃ।
নৈকস্মাদেব নিয়তমননুজ্ঞাপ্য কেবলম্ ॥ইতি॥২২৬

অনুবাদ—কূর্ম্মপুরাণের ব্যাসগীতায় বর্ণিত হইয়াছে—প্রজাপতি মনু বলিয়াছেন পুষ্প, শাক, জল কাষ্ঠ, মূল, ফল ও তৃণ এই সমস্ত দ্রব্য কেহ প্রদান না করিলেও উহা আনয়ন করিলে চুরি করা হয় না। হে বিপ্রগণ! দেবপূজার জন্য না বলিয়া কেবল একজনের বাগান হইতে ফুল লইতে নাই ॥ ২২৫-২২৬ ॥

টীকা—অদত্তস্যাপ্যাদানম্ ॥ ২২৫ ॥

টীকা—কিঞ্চ তত্রৈব বিশেষমাহ—গ্রহীতব্যানীতি। এবং ভগবদর্থমেব শাকাদীনামাদানমদুষ্টমিতি জ্ঞেয়ম্, স্বার্থে তু দোষ এব। 'তৃণং কাষ্ঠং ফলং পুষ্পং প্রকাশং বৈ হরেদ্বুধঃ। ধর্ম্মার্থং কেবলং বিপ্রো হ্যন্যথা পতিতো ভবেৎ ॥' ইতি। অতএব তত্রৈব—'তৃণং বা যদি বা শাকং মূলং বা জলমেব বা। পরস্যাপহরন্ জন্তুর্নরকং প্রতিপদ্যতে ॥' ইতি ॥ ২২৬ ॥

বিহিতেষু নিষিদ্ধানাং বিহিতালাভতো মতম্।
কুসুমানামুপাদানং নিষিদ্ধানাং ন কর্হিচিৎ ॥ ২২৭॥

অনুবাদ—শাস্ত্রবিহিত ফুল যদি না পাওয়া যায় তাহা হইলে নিষিদ্ধ ফুলও লওয়া যায়, কিন্তু যে সমস্ত ফুল একেবারে নিষিদ্ধ সে সকল কখনই গ্রাহ্য নহে ॥ ২২৭ ॥

টীকা—ননু বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে তৃতীয়কাণ্ডে অন্যায়তনজাতানি পুষ্পাণি নিষিদ্ধানি, স্কান্দাদৌ চ কণ্টক্যাদীনি বিহিতানি সন্তি, তথা বামনপুরাণাদৌ বন্ধুকজবাপুষ্পয়োর্নিষেধঃ শ্রূয়তে, তে চাত্র বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরাদৌ বিহিতে এব ইত্যেবমাদিবিরোধে কথং ব্যবহর্ত্তব্যম্? তত্র লিখতি—বিহিতেষ্বিতি, শাস্ত্রৈর্বিহিতেষু কুসুমেষু মধ্যে নিষিদ্ধানাং কুসুমানামুপাদানং গ্রহণং বিহিতানামলাভতো হেতোঃ অলাভে বা সতি মতং বুধৈঃ। বিহিতানাং লাভে সতি চ তানি নিষিদ্ধানি, ন গ্রাহ্যাণ্যেব। যানি চ কেবলং সর্ব্বত্র নিষিদ্ধান্যেব, তেষাং কদাচিদপ্যুপাদানং ন মতমিত্যর্থঃ ॥ ২২৭ ॥

বিহিতপ্রতিষিদ্ধৈস্তু বিহিতালাভতোঽর্চ্চয়েৎ ॥২২৮॥

অনুবাদ—বিহিত পুষ্পের অভাব হইলে, বিহিতের মধ্যে নিষিদ্ধ পুষ্পদ্বারা পূজা করিবে ॥ ২২৮ ॥

টীকা—বিহিতেষু মধ্যে প্রতিষিদ্ধৈর্নিষিদ্ধৈঃ পুষ্পৈঃ বিহিতানামলাভে সতীত্যর্থঃ অর্চ্চয়েদেবম্ ॥ ২২৮ ॥

নিষিদ্ধপুষ্পসংগ্রহশ্লোকৌ

ক্লিষ্টং পর্য্যুষিতঞ্চ ভূমিপতিতং ছিদ্রঞ্চ কীটান্বিতং
যৎ কেশোপহতঞ্চ গন্ধরহিতং যচ্চোগ্রগন্ধান্বিতম্।
হস্তে যদ্বিধৃতং প্রণামসময়ে যদ্বামহস্তে কৃতং
যচ্চান্তর্জলধৌতমর্চ্চনবিধৌ পুষ্পঞ্চ তদ্বর্জ্জয়েৎ ॥২২৯
ভঙ্ক্ত্বা যদ্বিটপাদিকং ক্ষিতিরুহং চোৎপাট্য যচ্চাহৃতং
যচ্চাক্রম্য সমাহৃতং তদখিলং পুষ্পং ভবত্যাসুরম্।
চৌর্য্যাক্রুষ্টমনুক্তিদুষ্টমশুচিস্পৃষ্টং যদপ্রোক্ষিতং
যচ্চাঘ্রাতমধোঽম্বরে বিনিহিতং ক্রীতঞ্চ তদ্বর্জ্জয়েৎ ॥

অনুবাদ—নিষিদ্ধপুষ্প আহরণের বিষয়ে দুইটি শ্লোক আছে—শুকনো কিংবা দলিত, বাসি, মাটিতে-পড়া, ছেঁড়া, পোকা আছে এমন, চুল আছে এমন, গন্ধশূন্য, উগ্র গন্ধযুক্ত ও যে ফুল হাতে লইয়া প্রণাম করা হইয়াছে, যাহা বামহাতে লওয়া হইয়াছে, যাহা জলে ডুবাইয়া ধৌত করা হইয়াছে, সেই সমস্ত ফুল পূজা বিষয়ে বর্জ্জন করিতে হইবে। শাখাদি ভাঙ্গিয়া, গাছ উৎপাটন করিয়া, গাছে চড়িয়া যে ফুল আহরণ করা হয় তৎসমুদয় অসুর গ্রাহ্য। চুরি করিয়া আনা, অধিকারীকে না জানাইয়া সংগ্রহ করা, অপবিত্র দ্রব্য স্পৃষ্ট, অধৌত আঘ্রাত, অধোবস্ত্রে স্থাপিত (আঁচলে রাখা) বা কেনা ফুল বর্জ্জন করিবে ॥ ২২৯-২৩০ ॥

পত্রাণি চার্পয়েদ্দূর্বাদ্যঙ্কুরানপি ভক্তিতঃ।
কিন্তু শ্রীতুলসীপত্রং সর্ব্বত্রৈব বিশেষতঃ ॥ ২৩১ ॥

অনুবাদ—পাতা ও দুর্ব্বাঙ্কুরাদি দ্বারাও ভক্তি-সহকারে পূজা করিতে হয়, কিন্তু বিশেষতঃ সর্ব্বত্রই তুলসীপত্রদ্বারা পূজা করিতে হইবে ॥ ২৩১ ॥

অথ পত্রাণি

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে—

পুষ্পাভাবেন যো দদ্যাদত্র দূর্ব্বাঙ্কুরানপি।
সোঽপি পুণ্যমবাপ্নোতি পুষ্পদানস্য বৈ দ্বিজাঃ ॥২৩২
পুষ্পাভাবে হি দেয়ানি পত্রাণ্যপি জনার্দ্দনে।
পত্রাভাবে পয়ো দেয়ং তেন পুণ্যমবাপ্নুয়াৎ ॥২৩৩॥
নিবেদ্য ভক্ত্যা মধুসূদনায়
দ্রুমচ্ছদং বাপ্যথ সৎপ্রসূনম্।
দূর্ব্বাঙ্কুরং বা সলিলং দ্বিজেন্দ্রাঃ
প্রাপ্নোতি তত্তন্মনসা যথেচ্ছতি ॥ ২৩৪ ॥

অনুবাদ—অতঃপর পত্রসমূহ সম্বন্ধে বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে বর্ণিত হইয়াছে—হে দ্বিজগণ! যিনি ফুলের অভাবে দুর্ব্বাঙ্কুরসমূহ প্রদান করেন, তিনিও পুষ্পার্পণের ফল প্রাপ্ত হন। জনার্দ্দনকে ফুলের অভাবে পত্র ও পত্রের অভাবে জল দিবে; ইহা দ্বারাও পুণ্য লাভ হয়। হে বিপ্রশ্রেষ্ঠগণ! বৃক্ষপত্র, শ্রেষ্ঠপুষ্প দুর্ব্বাঙ্কুর কিংবা জল ভক্তিভরে শ্রীমধুসূদনকে দিলে মনের বাসনা সিদ্ধ হইবে ॥ ২৩২-২৩৪ ॥

টীকা—দ্রুমস্য ছদং পত্রম্; প্রসূনং পুষ্পম্ ॥২৩৪

তত্রৈব তৃতীয়কাণ্ডে—

ভৃঙ্গরাজস্য বিল্বস্য বকপুষ্পস্য চ দ্বিজাঃ।
জম্ব্বাম্রবীজপূরাণাং পত্রাণি বিনিবেদয়েৎ ॥ ২৩৫ ॥
এতেষামপি চৈকস্য পত্রদানং মহাফলম্।
পত্রাণি সসুগন্ধীনি পল্লবানি মৃদূনি চ।
তেন পুণ্যমবাপ্নোতি পুষ্পদানসমুদ্ভবম্ ॥ ২৩৬ ॥

অনুবাদ—ঐ গ্রন্থেই তৃতীয়কাণ্ডে বলা হইয়াছে—ভৃঙ্গরাজ, বিল্ব, বক, জম্বু, আম্র ও জম্বীরের পত্র-সমূহ নিবেদন করিবে। ইহাদিগের মধ্যে একটি বৃক্ষের পত্র অর্পণ করিলেও মহৎ ফল লাভ হয়। সুগন্ধযুক্ত পত্র ও কোমলপল্লব সকল শ্রীভগবানকে অর্পণ করিলে পুষ্পার্পণ জনিত ফল লাভ হয় ॥২৩৫-২৩৬ ॥

টীকা—তেষাং মধ্যে একস্য কস্যচিৎ পল্লবানি চ নিবেদয়েদিতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ ॥ ২৩৬ ॥

নারসিংহে—

পত্রাণ্যপি সুপুণ্যানি হরিপ্রীতিকরাণি চ।
প্রবক্ষ্যামি নৃপশ্রেষ্ঠ শৃণুষ্ব গদতো মম।
অপামার্গন্তু প্রথমং ভৃঙ্গরাজং ততঃ পরম্ ॥ ২৩৭ ॥
ততস্তমালপত্রঞ্চ ততশ্চ শমিপত্রকম্।
দূর্বাপত্রং ততঃ শ্রেষ্ঠং ততোঽপি কুশপত্রকম্ ॥২৩৮
তস্মাদামলকং শ্রেষ্ঠং ততো বিল্বস্য পত্রকম্।
বিল্বপত্রাদপি হরেস্তুলসীপত্রমুত্তমম্ ॥ ২৩৯ ॥
এতেষাঞ্চ যথালব্ধৈঃ পত্রৈর্য্যশ্চার্চ্চয়েদ্ধরিম্।
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তো বিষ্ণুলোকে মহীয়তে ॥ ২৪০ ॥

অনুবাদ—নৃসিংহপুরাণে উক্ত আছে—হে নৃপ-শ্রেষ্ঠ! শ্রীহরির প্রীতিকর, অতি পবিত্র পত্রসকলের বিষয় আমি কীর্ত্তন করিব শ্রবণ কর। প্রথম অপা-মার্গ, তারপর ভৃঙ্গরাজ, তারপর তমালপাতা, তারপর শমীপত্র, ইহা হইতেও দুর্বাশ্রেষ্ঠ, তারপরেও আবার কুশপত্র উত্তম। কুশপত্র অপেক্ষা আমলক পত্র শ্রেষ্ঠ, তাহা হইতেও বেলপাতা উত্তম এবং বিষ্ণুপূজায় বেল-পাতা অপেক্ষা তুলসীপত্র উত্তম। যিনি এই সমুদয়ের যথা লব্ধ পত্র দ্বারা শ্রীহরির পূজা করেন, তিনি সকল পাপ হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়া বিষ্ণুলোকে সসম্মানে বাস করেন ॥ ২৩৭-২৪০ ॥

টীকা—পরং শ্রেষ্ঠম্ ॥ ২৩৭ ॥

বামনে—

বিল্বপত্রং শমীপত্রং পত্রং ভৃঙ্গরজস্য চ।
তমালামলকীপত্রং শস্তং কেশব-পূজনে ॥ ২৪১ ॥
যেষাং ন সন্তি পুষ্পাণি প্রশস্তান্যর্চ্চনে বিভোঃ।
পল্লবান্যপি তেষাং স্যুঃ শস্তান্যর্চ্চাবিধৌ হরেঃ ॥২৪২

অনুবাদ—বামনপুরাণেও বলা হইয়াছে যে—বিল্বপত্র, শমীপত্র, ভৃঙ্গরাজপত্র, তমালপত্র, আমলকী-পত্র কেশবপূজায় শ্রেষ্ঠ। প্রভুর পূজার জন্য প্রয়ো-জনীয় ফুল যাঁহাদের নাই, তাঁহারা পল্লবদ্বারা শ্রীহরির পূজা করিলে প্রশস্ত ফল পাইবেন ॥ ২৪১-২৪২ ॥

আগ্নেয়ে—

কেতকীপুষ্পপত্রঞ্চ ভৃঙ্গরাজস্য পত্রকম্ ।
তুলসী কালতুলসী সদ্যস্তুষ্টিকরং হরেঃ ॥ ২৪৩ ॥
বিল্বপত্রং শমীপত্রং পত্রং ভৃঙ্গরজস্য চ ।
তমালপত্রঞ্চ হরেঃ সদ্যস্তুষ্টিকরং ভবেৎ ॥ ২৪৪ ॥

অনুবাদ—অগ্নিপুরাণে এই প্রসঙ্গে উক্ত আছে—কেতকীকুসুমের পত্র, ভৃঙ্গরাজ পত্র, এবং তুলসী ও কৃষ্ণতুলসী শ্রীহরির শীঘ্র সন্তোষ উৎপাদন করে। বেলপাতা, শমীপাতা, ভৃঙ্গরাজপাতা ও তমালপাতা দ্বারা পূজা করিলে শ্রীহরি তৎক্ষণাৎ প্রীত হন ॥ ২৪৩-২৪৪ ॥

টীকা—কেতক্যাঃ পুষ্পস্য পত্রম্। ভৃঙ্গরাজ-ভৃঙ্গরজয়োরবান্তরভেদো জ্ঞেয়ঃ ॥ ২৪৩ ॥

স্কান্দে শ্রীব্রহ্মনারদ-সংবাদে—

শমীপত্রৈশ্চ যো দেবং পূজয়ত্যসুরদ্বিষম্ ।
যমমার্গো মহাঘোরো নিস্তীর্ণস্তেন নারদ ॥ ২৪৫ ॥
কুম্ভীপত্রেণ দেবর্ষে যেঽর্চ্চয়ন্তি জনার্দ্দনম্ ।
কোটিজন্মার্জ্জিতং পাপং দহতে গরুড়ধ্বজঃ ॥২৪৬॥

অনুবাদ—স্কন্দপুরাণে শ্রীব্রহ্ম-নারদসংবাদে বলা হইয়াছে—হে নারদ! শমীপত্র দ্বারা দৈত্যারি জনার্দ্দনকে যিনি পূজা করেন, তিনি ভয়ঙ্কর যমমার্গ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করেন। যাঁহারা কুম্ভীপাতা দিয়া পূজা করেন, তাঁহাদের কোটি জন্মকৃত পাপ শ্রীগরুড়-ধ্বজ ধ্বংস করেন ॥ ২৪৫-২৪৬ ॥

সকৃদভ্যর্চ্চ্য গোবিন্দং বিল্বপত্রেণ মানবঃ ।
হরির্দদ্যাৎ ফলং তস্মৈ সর্ব্বযজ্ঞৈঃ সুদুর্ল্লভম্ ॥২৪৭

অনুবাদ—একবার মাত্র বেলপাতা দিয়া শ্রীগোবিন্দের পূজা করিলে হরি প্রীত হইয়া তাহাকে সর্ব্ববিধ যজ্ঞানুষ্ঠান জনিত দুর্ল্লভ ফল দিয়া থাকেন ॥ ২৪৭ ॥

বিল্বপত্রেণ যে দেবং কার্ত্তিকে কলিবর্দ্ধন ।
পূজয়ন্তি মহাভক্ত্যা মুক্তিস্তেষাং ময়োদিতা ॥২৪৮॥
মারুকং কেতকীপত্রং তথা দমনকং মুনে ।
দত্তমাত্রং হরেঃ প্রীতিং করোতি শতবার্ষিকীম্ ॥২৪৯

অনুবাদ—হে নারদ! যাঁহারা কার্ত্তিকমাসে অতিশয় ভক্তিরসহিত বেলপাতা দিয়া শ্রীহরির পূজা করেন, তাঁহাদের মুক্তির ব্যাপারে বলিয়াছি। হে মুনে! মারুকপত্র, কেতকীপত্র ও দমনকপত্র নিবেদন করিলে হরি শতবর্ষব্যাপী সন্তোষ লাভ করেন ॥ ২৪৮-২৪৯ ॥

দমনৈকেন দেবেশং সংপ্রাপ্তে মধুমাধবে ।
গো-সহস্রস্য তু মুনে সংপূজ্য লভতে ফলম্ ॥২৫০॥
দূর্ব্বাঙ্কুরং হরের্যস্তু পূজাকালে প্রযচ্ছতি ।
পূজাফলং শতগুণং সম্যগাপ্নোতি মানবঃ ॥ ২৫১ ॥
মঞ্জরীং সহকারস্য কেশবে যদি নারদ ।
যে যচ্ছন্তি মহাভাগাস্তে কোটিফলভাগিনঃ ॥ ২৫২ ॥

অনুবাদ—চৈত্র বৈশাখ মাসে দমনক পাতাদিয়া শ্রীহরির পূজা করিলে সহস্র গোদানের ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। যে ব্যক্তি শ্রীহরির পূজার সময় দূর্ব্বাঙ্কুর দান করেন, তিনি ঐ পূজায় শতগুণ ফল লাভ করেন। হে নারদ! মানবগণ যদি কেশবকে আম্রমঞ্জরী নিবেদন করেন, তাহা হইলে তাঁহারা কোটিগুণ বেশী ফল ভোগ করেন ॥ ২৫০-২৫২ ॥

টীকা—দেবেশং অর্চ্চয়ন্তীতি শেষঃ। পাঠান্তরং সুগমম্ ॥ ২৫০ ॥

কিঞ্চ—

শক্ত্যা দূর্ব্বাঙ্কুরৈঃ পুষ্পৈঃ পূজিতো মধুসূদনঃ ।
দদাতি হি ফলং নূনঃ যজ্ঞদানাদিদুর্ল্লভম্ ॥ ২৫৩ ॥

অনুবাদ—আরও বর্ণিত হইয়াছে—লোকেরা দুর্ব্বাঙ্কুর দ্বারা ভক্তিভরে যদি শ্রীমধুসূদনের পূজা করেন, তাহা হইলে যজ্ঞ, দান প্রভৃতি দ্বারা যে ফল লাভ করা সুকঠিন, তাহাও শ্রীহরি তাঁহাদিগকে দিয়া থাকেন ॥ ২৫৩ ॥

তত্রৈব শ্রীশিব-উমা-সংবাদে—

বিল্বপত্রৈরখণ্ডৈশ্চ সকৃদ্দেবং প্রপূজ্য বৈ ।
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তো মম লোকে স তিষ্ঠতি ॥ ২৫৪ ॥

অনুবাদ—ঐ পুরাণেই শ্রীশিব-উমা-সংবাদে বলা হইয়াছে—যিনি অখণ্ড বিল্বপত্র দ্বারা একবার মাত্র শ্রীবিষ্ণুর পূজা করেন, তিনি সকল পাপ হইতে মুক্ত হইয়া শিবলোকে বাস করিবেন ॥ ২৫৪ ॥

———

বিষ্ণুপুরাণে—

সকৃদভ্যর্চ্চ্য গোবিন্দং বিল্বপত্রেণ মানবঃ।
মুক্তিভাগী নিরাতঙ্কঃ কৃষ্ণস্যানুচরো ভবেৎ ॥২৫৫॥

অনুবাদ—বিষ্ণুরহস্যেও এইরূপই বলা হইয়াছে যথা—মনুষ্য বেলপাতা দিয়া গোবিন্দের পূজা করিলে মুক্ত ও নির্ভয় হইয়া কৃষ্ণের অনুচর হইবে ॥২৫৫॥

———

বিষ্ণুধর্ম্মে চ—

মরুকো দমনশ্চৈব সদ্যস্তুষ্টিকরো হরেঃ ॥ ২৫৬ ॥

অনুবাদ—বিষ্ণুধর্ম্মে যথা—মরুক ও দমনক পাতা শ্রীহরির সদ্য তুষ্টি সাধন করে ॥ ২৫৬ ॥

———

কিঞ্চ—

দেয়ান্যূর্দ্ধমুখান্যেব পত্রপুষ্পফলানি হি ॥ ২৫৭ ॥

অনুবাদ—আরও বর্ণিত হইয়াছে—উর্দ্ধমুখ পত্র, পুষ্প ও ফল শ্রীহরিকে প্রদান করিবে ॥ ২৫৭ ॥

———

তথা জ্ঞানমালায়াম্—

পুষ্পং বা যদি বা পত্রং ফলং নেষ্টমধোমুখম্।
দুঃখদং তৎ সমাখ্যাতং যথোৎপন্নং তথার্পণম্ ॥২৫৮

অনুবাদ—এই বিষয়ে জ্ঞানমালায় উক্ত হইয়াছে—অধোমুখ পত্র, পুষ্প ও ফল শ্রীহরির সুখকর নহে। ঐ সমস্ত দুঃখদায়ক বলিয়া কথিত হইয়াছে, সুতরাং যে প্রকারে উৎপন্ন হয় সেই প্রকারেই অর্পণ করিতে হইবে ॥ ২৫৮ ॥

———

অথ শ্রীতুলস্যর্পণনিত্যতা

পাদ্মে—

তুলসী ন যেষাং হরিপূজনার্থং
সংপদ্যতে মাধব-পুণ্যবাসরে।
ধিগ্‌যৌবনং জীবনমর্থসন্ততিং
তেষাং সুখং নেহ চ দৃশ্যতে পরে ॥২৫৯॥

অনুবাদ—অনন্তর শ্রীতুলসী অর্পণের নিত্যতা পদ্মপুরাণে বলা হইয়াছে—বৈশাখমাসের পুণ্যবাসরে অথবা শ্রীকৃষ্ণের পুণ্যবাসরে অর্থাৎ অক্ষয় তৃতীয়া বা একাদশী প্রভৃতি তিথিতে যাহারা শ্রীহরির পূজার জন্য তুলসী সংগ্রহ না করে, তাহাদের জীবনে, যৌবনে ও অর্থসঞ্চয়ে ধিক্। ইহাকালে কিংবা পরকালে, কোনকালেই তাহারা সুখ লাভ করিতে পারে না ॥২৫৯

টীকা—শ্রীতুলসীপত্রং সর্ব্বত্রৈব বিশেষতোঽর্প্যে-দিতি লিখিতং. তত্র তুলস্যর্পণস্য নিত্যতামাদৌ লিখতি তুলসীত্যাদিনা। আর্ষত্বাচ্ছন্দো-ভঙ্গঃ সোঢ়ব্যঃ, এব-মগ্রেঽপি। মাধবঃ বৈশাখমাসঃ শ্রীকৃষ্ণো বা, তস্য পুণ্যবাসরঃ অক্ষয়তৃতীয়াদিঃ, একাদশ্যাদির্বা তস্মিন্নপি। পরে চ পরলোকে সুখং নির্বৃতির্ন দৃশ্যতে শাস্ত্রবিদ্ভিঃ কৈশ্চিদ্বা ; যদ্বা, তেষামিতি তৈঃ ॥ ২৫৯ ॥

———

গারুড়ে শ্রীভগবদুক্তৌ—

তুলসীং প্রাপ্য যো নিত্যং করোতি মমার্চ্চনম্।
তস্যাহং প্রতিগৃহ্ণামি ন পূজাং শতবার্ষিকীম্ ॥২৬০

অনুবাদ—গরুড়পুরাণে শ্রীভগবানের উক্তি—প্রত্যহ তুলসী সংগ্রহ করিয়া যিনি আমার পূজা না করে, আমি শতবৎসর পর্য্যন্ত তাহার পূজা স্বীকার করি না ॥ ২৬০ ॥

টীকা—প্রাপ্য আনীয় ইত্যর্থঃ ॥ ২৬০ ॥

———

বৃহন্নারদীয়ে চ যজ্ঞধ্বজাখ্যানান্তে—

যদ্‌গৃহে নাস্তি তুলসী শালগ্রামশিলার্চ্চনে।
শ্মশানসদৃশং বিদ্যাত্তদ্‌গৃহং শুভবর্জ্জিতম্ ॥ ২৬১ ॥

অনুবাদ—বৃহন্নারদীয়পুরাণে যজ্ঞধ্বজ আখ্যানের শেষে বলা হইয়াছে—শ্রীশালগ্রামশিলাপূজার নিমিত্ত যাহার বাড়ীতে তুলসী থাকে না, তাহার বাড়ী শ্মশান সদৃশ অমঙ্গল জনক ॥ ২৬১ ॥

———

অতএবোক্তম্—

তুলসীং বিনা যা ক্রিয়তে ন পূজা
স্নানং ন তদ্যত্তুলসীং বিনা কৃতম্ ।
ভুক্তং ন তদ্যত্তুলসীং বিনা কৃতং
পীতং ন তদ্যত্তুলসীং বিনা কৃতম্ ॥২৬২॥

অনুবাদ—অতএব কথিত হইয়াছে যে—তুলসী ছাড়া পূজা পূজা মধ্যে গণ্য নহে, তুলসী ছাড়া স্নান স্নান নহে, তুলসী ছাড়া ভোজন ভোজন নহে ও তুলসী ছাড়া পান পান বলিয়া গণ্য হয় না ॥ ২৬২ ॥

বায়ুপুরাণে চ—

তুলসীরহিতাং পূজাং ন গৃহ্ণাতি সদা হরিঃ ।
কাষ্ঠং বা স্পর্শয়েত্তত্র ন চেত্তন্নামতো যজেৎ ॥২৬৩॥
তুলসীদলমাদায় যোঽন্যং দেবং প্রপূজয়েৎ ।
ব্রহ্মহা স হি গোঘ্নশ্চ স এব গুরুতল্পগঃ ॥ ২৬৪ ॥

অনুবাদ—বায়ুপুরাণে যথা—শ্রীহরি কখনও তুলসী ছাড়া পূজা গ্রহণ করেন না, সুতরাং তুলসী পাওয়া না গেলে তুলসীকাষ্ঠ তাঁহার শ্রীঅঙ্গে স্পর্শ করাইবে। যদি তাহারও অভাব হয়, তাহা হইলে কেবল তুলসীনাম উচ্চারণ করিয়া হরির পূজা করিবে। তুলসীপাতা লইয়া যে ব্যক্তি অন্য দেবতার পূজা করে, সেই ব্যক্তি গোহত্যাকারী ব্রহ্মহত্যাকারী, ও গুরুপত্নীগামীর সমান পাপী হয় ॥ ২৬৩-২৬৪ ॥

অতএবোক্তং গারুড়ে নৈবেদ্য-প্রসঙ্গে—

তুলসীদলসংমিশ্রং হরের্যচ্ছেচ্চ তৎ সদা ॥ ২৬৫ ॥

অনুবাদ—অতএব গরুড়পুরাণে নৈবেদ্য প্রসঙ্গে কথিত হইয়াছে—তুলসীপত্র-সহ নৈবেদ্য সতত নিবেদন করিবে ॥ ২৬৫ ॥

ভগবদ্দুর্লভায়াস্তু তুলস্যা মহিমাদ্ভুতঃ ।
সর্ব্বশাস্ত্রেষু বিখ্যাতঃ সংক্ষেপেণেহ লিখ্যতে ॥২৬৬॥

অনুবাদ—ভগবদ্দুর্লভা শ্রীতুলসীর অনির্ব্বচনীয় মহিমার বিষয় সর্ব্বশাস্ত্রেই প্রসিদ্ধ আছে, এস্থলে সংক্ষেপে সেই বিষয় লিখিত হইতেছে ॥ ২৬৬ ॥

টীকা—অদ্ভুতঃ অনির্ব্বচনীয়ঃ, অতো বিস্তরেণ লিখিতুমশক্য ইতি ভাবঃ ॥ ২৬৬ ॥

অথ তুলসী-মাহাত্ম্যম্

তত্র স্বতঃ পরমোত্তমতা স্কান্দে—

সর্ব্বৌষধিরসেনৈব পুরা হ্যমৃতমন্থনে ।
সর্ব্বসত্ত্বোপকারায় বিষ্ণুনা তুলসী কৃতা ॥ ২৬৭ ॥

অনুবাদ—স্কন্দপুরাণে স্বভাবতঃই তুলসীর পরমোৎকর্ষ বর্ণিত হইয়াছে—পূর্ব্বে অমৃতমন্থনকালে জীবসমূহের উপকারের জন্য শ্রীবিষ্ণু সর্ব্বৌষধিরস দ্বারা তুলসীর সৃষ্টি করিয়াছেন ॥ ২৬৭ ॥

অতএব—

ন বিপ্রসদৃশং পাত্রং ন দানং সুরভীসমম্ ।
ন চ গঙ্গাসমং তীর্থং ন পত্রং তুলসীসমম্ ॥২৬৮ ॥

অনুবাদ—অতএব বলা হইয়াছে—বিপ্রের মত দানের পাত্র নাই, গোদানের সমান দান নাই, গঙ্গার সমান তীর্থ নাই ও তুলসীপাতার মত পাতা আর নাই ॥ ২৬৮ ॥

টীকা—ন বিপ্রসদৃশমিত্যাদিত্রয়ং দৃষ্টান্তত্বে সাধ্যসন্নিধৌ সিদ্ধনির্দ্দেশো দৃষ্টান্ত ইতি ন্যায়াৎ, এবমগ্রেঽপ্যূহ্যম্ ॥ ২৬৮ ॥

অতএব চ বিষ্ণুরহস্যে—

অভিন্নপত্রাং হরিতাং হৃদ্যমঞ্জরিসংযুতাম্ ।
ক্ষীরোদার্ণবসম্ভূতাং তুলসীং দাপয়েদ্ধরেঃ ॥ ২৬৯ ॥

অনুবাদ—বিষ্ণুরহস্যেও এইরূপই বলা হইয়াছে যথা—অখণ্ডপত্র, হরিদ্বর্ণ, সুন্দর মঞ্জরীবিশিষ্ট ক্ষীরোদসমুদ্র হইতে উৎপন্না তুলসী শ্রীহরিকে অর্পণ করিবে ॥ ২৬৯ ॥

শ্রীভগবদ্দুর্লভতা

নারদীয়ে—

তাবদ্গর্জ্জন্তি পুষ্পাণি মালত্যাদীনি ভূসুর ।
যাবন্ন প্রাপ্যতে পুণ্যা তুলসী কৃষ্ণবল্লভা ॥ ২৭০ ॥

অনুবাদ—তুলসীর শ্রীভগবদ্‌ দুর্লভতা সম্বন্ধে নারদ-পুরাণে যথা —হে দ্বিজ ! যতক্ষণ কৃষ্ণবল্লভাপ বিপ্রা তুলসী না পাওয়া যায়, ততক্ষণ মালতী প্রভৃতি পুষ্প গর্ব্ব প্রকাশ করিতে পারে ॥ ২৭০ ॥

বিষ্ণুরহস্যে—

কৃষ্ণা বাপ্যথবাঽকৃষ্ণা তুলসী কৃষ্ণবল্লভা ।
সিতা বাপ্যথবা কৃষ্ণা দ্বাদশী বল্লভা হরেঃ ॥ ২৭১ ॥
তাবদ্‌গর্জ্জন্তি রত্নানি কৌস্তুভাদীন্যহর্নিশম্‌ ।
যাবন্ন প্রাপ্যতে কৃষ্ণা তুলসীপত্রমঞ্জরী ॥ ২৭২ ॥

অনুবাদ—বিষ্ণুরহস্যে যথা— কৃষ্ণবর্ণ বা হরিদ্বর্ণ সকল তুলসীই শ্রীকৃষ্ণের বল্লভা এবং কৃষ্ণপক্ষীয়া বা শুক্লপক্ষীয়া উভয়বিধ দ্বাদশীতিথিই শ্রীহরির অতি-শয় প্রিয়া। যাবৎকাল পর্য্যন্ত কালো তুলসী-বা মঞ্জরী না পাওয়া যায় সেই পর্য্যন্তই কৌস্তুভাদি রত্নগুলি গর্ব্বপ্রকাশ করিতে পারে অর্থাৎ তুলসীর কাছে তাহারা হীনপ্রভ হইয়া যায় ॥ ২৭১-২৭২ ॥

টীকা—গর্জ্জন্তি গর্ব্বং বহন্তীত্যর্থঃ ; অকৃষ্ণা কৃষ্ণেতরা হরিদ্বর্ণেত্যর্থঃ ; কৃষ্ণেতি—তস্যাং প্রীতি-বিশেষাৎ পরমস্নিগ্ধত্বেন শ্যামতা প্রাপ্তের্ব্বা ॥২৭০-২৭২

অগস্ত্যসংহিতায়াম্‌—

পূর্ব্বমুগ্রতপঃ কৃত্বা বরং বব্রে মনস্বিনী ।
তুলসী সর্ব্বপুষ্পেভ্যঃ পত্রেভ্যো বল্লভা ততঃ ॥২৭৩॥

অনুবাদ —অগস্ত্যসংহিতায় বলা হইয়াছে—পূর্ব্ব-কালে সদ্‌বুদ্ধিসম্পন্না তুলসী ঘোরতর তপস্যা করিয়া বর প্রার্থনা করেন, তাই তিনি সকল প্রকার পুষ্প ও পত্র অপেক্ষা শ্রীহরির বল্লভা হইয়াছেন ॥ ২৭৩ ॥

পাদ্মে বৈশাখ-মাহাত্ম্যে শ্রীযমব্রাহ্মণ-সংবাদে—

সর্ব্বাসাং পত্রজাতীনাং তুলসী কেশবপ্রিয়া ॥ ২৭৪ ॥

অনুবাদ—পদ্মপুরাণে বৈশাখমাহাত্ম্যে শ্রীযম-ব্রাহ্মণ সংবাদে, কথিত আছে—সকলজাতীয় পত্র অপেক্ষা তুলসী কেশবের বেশী প্রিয়া ॥ ২৭৪ ॥

কিঞ্চ—

সর্ব্বথা সর্ব্বকালেষু তুলসী বিষ্ণুবল্লভা ॥ ২৭৫ ॥

অনুবাদ—আরও বর্ণিত হইয়াছে—তুলসী সর্ব্ব-প্রকারে ও সর্ব্বদা শ্রীকেশবের বল্লভা ॥ ২৭৫ ॥

তত্রৈবোত্তরখণ্ডে কার্ত্তিক-মাহাত্ম্যে শ্রীনারদোক্তৌ—

তুলসীদলপূজায়া মহ্যা বক্তুং ন শক্যতে ।
অত্যন্তবল্লভা সা হি শালগ্রামাভিধে হরৌ ॥ ২৭৬ ॥
পাতিব্রত্যেন বৃন্দাসৌ হরিমারাধ্য কর্ম্মণা ।
পূর্ব্বজন্মন্যসৌ লেভে কৃষ্ণসংযোগমুত্তমম্‌ ॥ ২৭৭ ॥

অনুবাদ—ঐ পদ্মপুরাণেই উত্তরখণ্ডে কার্ত্তিক-মাহাত্ম্যে নারদবাক্যে উক্ত হইয়াছে—তুলসীপত্র দ্বারা পূজা করিবার মহিমা আমি বলিতে অক্ষম। ঐ তুলসী শালগ্রামশিলারূপী শ্রীহরির অত্যন্ত প্রিয়া। বৃন্দাদেবী পাতিব্রত্যজনক কর্ম্মদ্বারা শ্রীহরির আরাধনা করিয়া পূর্ব্বজন্মে তাঁহার সহিত উত্তম সংযোগ লাভ করিয়াছিলেন ॥ ২৭৬-২৭৭ ॥

টীকা—শালগ্রামাভিধে শ্রীশালগ্রামশিলা-সংজ্ঞকে, শ্রীবৃন্দাভক্ত্যৈব তদ্রূপেণাবতীর্ণত্বাৎ। তদাখ্যায়িকা তত্রৈব বিস্তীর্ণাস্তি ॥ ২৭৬ ॥

তত্রৈব শ্রীবৃন্দোপাখ্যানান্তে—

সত্ত্বং প্রীতিকরং বাক্যং কোপস্তস্যাস্তু তামসঃ ।
ভাবদ্বয়ং হরৌ জাতং যতদ্বর্ণদ্বয়ং হ্যভূৎ ।
শ্যামাঽপি তুলসী বিষ্ণোঃ প্রিয়া গৌরী বিশেষতঃ ॥

অনুবাদ—ঐ পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডেই শ্রীবৃন্দার উপাখ্যান অবসানে যথা —বৃন্দার প্রীতিকর বাক্যই সত্ত্ব ও তাঁহার কোপই তমঃ। এই দুইগুণের সংস্পর্শ-হেতু শ্রীহরিতে দুইটি ভাবের উৎপত্তি হয়। সেইজন্য তুলসীর বর্ণ দ্বিবিধ হইয়াছে। তারমধ্যে কৃষ্ণবর্ণা তুলসী বিষ্ণুর প্রিয়া হইলেও গৌরী তুলসী বিশেষ-রূপে প্রিয়া ॥ ২৭৮ ॥

দ্বারকামাহাত্ম্যে চ শ্রীমার্কণ্ডেয়েন্দ্রদ্যুম্ন-সংবাদে—

যথা লক্ষ্মীঃ প্রিয়া বিষ্ণোস্তুলসী চ ততোঽধিকা ॥২৭৯

অনুবাদ—দ্বারকামাহাত্ম্যে শ্রীমার্কণ্ডেয়-ইন্দ্রদ্যুম্ন-সংবাদে যথা—লক্ষ্মী যেমন শ্রীবিষ্ণুর প্রিয়া, তুলসী তাহা হইতেও অধিক ॥ ২৭৯ ॥

স্কান্দে—

যোগিনাং বিরতৌ বাঞ্ছা কামিনাঞ্চ যথা রতৌ।
পুষ্পেষ্বপি চ সর্ব্বেষু তুলস্যাঞ্চ তথা হরেঃ ॥২৮০॥
নিরস্য মালতী পুষ্পং মুক্তাপুষ্পং সরোরুহম্।
গৃহ্ণাতি তুলসীং শুষ্কামপি পর্য্যুষিতাং হরিঃ ॥২৮১॥

অনুবাদ—স্কন্দপুরাণে যথা—যোগিগণের বৈরাগ্যে এবং কামুকগণের রতিক্রীড়ায় যেমন অনুরাগ সেইরূপ সকল প্রকার পুষ্প অপেক্ষা শ্রীহরির তুলসীর প্রতি প্রীতির আধিক্য দেখা যায়। মালতী, মুক্তা ও পদ্ম পরিত্যাগ করিয়া শ্রীহরি বাসি ও শুকনো হইলেও তুলসীপত্র প্রীতির সহিত গ্রহণ করেন ॥ ২৮০-২৮১॥

অতএব চতুর্থস্কন্ধে (৮।৫৫) শ্রীধ্রুবং প্রতি শ্রীনারদোপদেশে—

সলিলৈঃ শুচিভির্মাল্যৈর্বন্যৈর্মূলফলাদিভিঃ।
শস্তাঙ্কুরাংশুকৈশ্চার্চ্চেৎ তুলস্যা প্রিয়য়া প্রভোঃ ॥২৮২

অনুবাদ—অতএব চতুর্থস্কন্ধে অষ্টম অধ্যায়ে ধ্রুবের প্রতি শ্রীনারদের উপদেশ যথা—জল পবিত্র-মালা, ফলমূলাদি, প্রশস্ত দুর্ব্বাঙ্কুর, বাকল ও প্রিয়া তুলসীদ্বারা শ্রীহরির পূজা করিবে ॥ ২৮২ ॥

টীকা—বন্যৈঃ শস্তৈরঙ্কুরৈর্দূর্ব্বাঙ্কুরাদিভির্বন্য-র্বল্কলাদিভিঃ; প্রিয়য়েতি—প্রভোরর্চনে তস্যা আবশ্যকত্বম্; কিংবা সর্ব্বনৈরপেক্ষ্যেণ তয়ৈব তৎ-সন্তোষণমভিপ্রেতম্ ॥ ২৮২ ॥

রাসক্রীড়ায়াঞ্চ দশমস্কন্ধে (৩০।৭) শ্রীগোপীনাং ভগবদন্বেষণে—

কচ্চিত্তুলসি কল্যাণি গোবিন্দচরণপ্রিয়ে।
সহ ত্বালিকুলৈর্বিভ্রদ্দৃষ্টস্তেঽতিপ্রিয়োঽচ্যুতঃ ॥২৮৩॥

অনুবাদ—দশমস্কন্ধে রাসক্রীড়াতেও শ্রীগোপীগণের ভগবানের অনুসন্ধান প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে—হে গোবিন্দচরণপ্রিয়ে, মঙ্গলময়ি তুলসি! যিনি তোমার অত্যন্ত প্রিয়, যিনি তোমাকে অলিগণসহ মস্তকে ধারণ করেন সেই শ্রীহরিকে কি দেখিয়াছ? ॥ ২৮৩ ॥

টীকা—আলিকুলৈঃ সহ ত্বা ত্বাং বিভ্রৎ দধানঃ ॥ ২৮৩ ॥

অতএব স্কান্দে—

যৎ ফলং সর্ব্বপুষ্পেষু সর্ব্বপত্রেষু নারদ।
তুলসীদলমাত্রেণ প্রাপ্যতে কেশবার্চ্চনে ॥ ২৮৪ ॥

অনুবাদ—অতএব স্কন্দপুরাণে—হে নারদ! সকলপ্রকার পুষ্প ও সকলপ্রকার পত্রদ্বারা কেশবের পূজা করিলে যে ফল হয়, একটি তুলসীপত্রদ্বারাও সেই ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় ॥ ২৮৪ ॥

টীকা—তৎ প্রাপ্যতে ॥ ২৮৪ ॥

পাদ্মে বৈশাখমাহাত্ম্যে তত্রৈব—

ত্যক্ত্বা তু মালতীপুষ্পং মুক্তা চৈব সরোরুহম্।
গৃহীত্বা তুলসীপত্রং ভক্ত্যা মাধবমর্চ্চয়েৎ।
তস্য পুণ্যফলং বক্তুমলং শেষোঽপি নো ভবেৎ ॥

অনুবাদ—পদ্মপুরাণে বৈশাখমাহাত্ম্যে এই বিষয়ে লিখিত আছে—মালতী ও পদ্মপুষ্প পরিত্যাগ করিয়া যদি তুলসীপত্র গ্রহণ করিয়া ভক্তির সহিত শ্রীমাধবের পূজা করা যায়, তাহা হইলে তাহাতে যে পরিমাণ পুণ্য হয়, অনন্তদেবও তাহা বলিয়া শেষ করিতে পারেন না ॥ ২৮৫ ॥

টীকা—অলং সমর্থো ন স্যাৎ ॥ ২৮৫ ॥

তত্রৈব মাঘ মাহাত্ম্যে দেবদূতবিকুণ্ডলসংবাদে—

মণিকাঞ্চনপুষ্পাণি তথা মুক্তাময়ানি চ।
তুলসীপত্রদানস্য কলাং নার্হন্তি ষোড়শীম্ ॥ ২৮৬ ॥

অনুবাদ—ঐ গ্রন্থেই শ্রীমাঘমাহাত্ম্যে দেবদূত-বিকুণ্ডল-সংবাদে যথা—বিষ্ণুকে তুলসীপত্র অর্পণ করিলে যে ফল হয়, মণিখচিত স্বর্ণপুষ্প ও মুক্তাময় পুষ্পসমূহ অর্পণ করিলেও তাহার ষোলভাগের এক-ভাগ ফলও পাওয়া যায় না ॥ ২৮৬ ॥

টীকা—মুক্তাময়ানি চ পুষ্পাণি ; তুলসীপত্রস্য শ্রীকৃষ্ণায় কস্মৈচিদ্বান্যস্মৈ যদ্দানং তস্য ॥ ২৮৬ ॥

অগস্ত্যসংহিতায়াম্—

নীলোৎপলসহস্রেণ ত্রিসন্ধ্যং যোঽর্চ্চয়েদ্ধরিম্ ।
ফলং বর্ষশতেনাপি তদীয়ং নৈব লভ্যতে ॥ ২৮৭ ॥
বিদ্বন্ সর্ব্বেষু পুষ্পেষু পঙ্কজং শ্রেষ্ঠমুচ্যতে ।
তৎপুষ্পেষ্বপি তন্মাল্যং কোটিকোটিগুণং ভবেৎ ॥২৮৮
বিষ্ণোঃ শিরসি বিন্যস্তমেকং শ্রীতুলসীদলম্ ।
অনন্তফলদং বিদ্বন্ মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বকম্ ॥ ২৮৯ ॥

অনুবাদ—অগস্ত্যসংহিতায় উক্ত আছে—সহস্র নীলোৎপলদ্বারা যিনি ত্রিসন্ধ্যা শ্রীহরির পূজা করে, সেই ব্যক্তি শতবৎসর ঐ প্রকারে পূজা করিলেও তুলসীপত্র প্রদানের মত ফল প্রাপ্ত হয় না। হে বিদ্বন্! সমস্ত পুষ্পের মধ্যে পদ্ম শ্রেষ্ঠ বলিয়া উক্ত হইয়াছে, ঐ পদ্ম-পুষ্পসমূহ হইতেও তুলসীদল-মালা কোটি কোটি গুণে শ্রেষ্ঠ। মন্ত্র উচ্চারণ সহ একটি তুলসীপত্র শ্রীবিষ্ণুর মস্তকে অর্পিত হইলে উহা অনন্ত ফলদায়ী হন ॥ ২৮৭-২৮৯ ॥

টীকা—তেনাপি বর্ষশতেনাপি তদীয়ং তুলসী-সম্বন্ধি, তৎ-প্রকরণাৎ, ফলং নৈব লভ্যতে ॥ ২৮৭ ॥

কিঞ্চ—

বর্ণাশ্রমেতরাণাঞ্চ পূজায়াশ্চৈব সাধনম্ ।
অপেক্ষিতার্থদং নান্যৎ জগত্যস্তি তপোধন ॥ ২৯০ ॥

অনুবাদ—আরও যথা—হে তপোধন! এই জগতে বর্ণ, আশ্রম ও অপরের পক্ষে তুলসীপত্র ভিন্ন অন্য অন্য প্রকার পূজার উপকরণ, সেইরূপ অভীষ্ট ফল দান করে না অর্থাৎ অভীষ্ট প্রাপ্তি বিষয়ে তুলসীর তুল্যা কেহই নহেন ॥ ২৯০ ॥

অতএব নারদীয়ে—

বর্জ্জ্যং পর্য্যুষিতং পুষ্পং বর্জ্জ্যং পর্য্যুষিতং ফলম্ ।
ন বর্জ্জ্যং তুলসীপত্রং ন বর্জ্জ্যং জাহ্নবী জলম্ ॥২৯১

অনুবাদ—অতএব নারদপুরাণে যথা—বাসি ফুল ও ফল বর্জ্জন করিবে। তুলসীপত্র ও গঙ্গাজল কিন্তু বাসি হইলেও পরিত্যাগ করিবে না ॥ ২৯১ ॥

টীকা—পর্য্যুষিতমপি তুলসীপত্রং ন বর্জ্জ্যম্, এতেন শুষ্কং পর্য্যুষিতং যদীতি স্কান্দোক্ত্যা শ্রীতুলসী-পত্রচূর্ণমপি সমর্পিতম্ ; এবং বৈষ্ণবানাং তচ্চূর্ণ-সংগ্রহঃ সমূল এব জ্ঞেয়ঃ ॥ ২৯১ ॥

অথ শ্রীভগবদর্পণেন পাপহারিত্বম্

পাদ্মে—

শ্রীমত্তুলস্যার্চ্চয়তে সকৃদ্ধরিং
পত্রৈঃ সুগন্ধৈর্বিমলৈরখণ্ডিতৈঃ ।
যস্তস্য পাপং পটসংস্থিতং প্রভু-
নিরীক্ষয়িতা মৃজতে স্বয়ং যমঃ ॥ ২৯২ ॥

অনুবাদ—অতঃপর ভগবদর্পণে তুলসীর পাপ-হরণ-ক্ষমতা পদ্মপুরাণে বলা হইয়াছে—যিনি সুগন্ধি, পরিষ্কৃত, অখণ্ডিত তুলসীপত্রদ্বারা একবার মাত্র শ্রীহরির পূজা করেন, গুহ্যই হউক বা প্রকাশ্যই হউক তাঁহার পটসংস্থিত যাবতীয় পাতক পাপিদের নিয়ন্তা যম নিজে তন্ন তন্ন করিয়া নিরীক্ষণ পূর্ব্বক মার্জ্জনা করেন ॥ ২৯২ ॥

টীকা—এবং স্বাভাবিকং শ্রীতুলস্যা মাহাত্ম্যং লিখিত্বাধুনা শ্রীমচ্চরণাব্জবিষয়কসমর্পণ-মাহাত্ম্যং লিখন্ তত্রাদাবখিলপাপহারিত্বং বিলিখতি—শ্রীমদিত্যাদিনা। প্রভুঃ পাপানাং নিয়ন্তাপি নিরীক্ষ্য মার্জ্জয়তীতি মার্জ্জনস্য সম্যক্ত্বায় নিরীক্ষণং, কিংবা গুহ্যত্বাদিতস্ততোঽবলোকনমিতি জ্ঞেয়ম্ ॥ ২৯২ ॥

স্কান্দে—

তুলসীদললক্ষেণ যোঽর্চ্চয়েদ্দ্বারকাপ্রিয়ম্ ।
জন্মাযুতসহস্রাণাং পাপস্য কুরুতে ক্ষয়ম্ ॥ ২৯৩ ॥

অনুবাদ—স্কন্দপুরাণে যথা—যিনি লক্ষ তুলসী-দ্বারা দ্বারকানাথের পূজা করেন, তাঁহার কোটিজন্মের পাপ ধ্বংস হয় ॥ ২৯৩ ॥

ব্রাহ্মে—

লিপ্তমভ্যর্চ্চিতং দৃষ্ট্বা প্রতিমাং কেশবস্য চ।
তুলসীপত্রনিকরৈর্ম্মুচ্যতে ব্রহ্মহত্যয়া ॥ ২৯৪ ॥
নিত্যমভ্যর্চ্চয়েদ্ যো বৈ তুলস্যা হরিমীশ্বরম্।
মহাপাপানি নশ্যন্তি কিং পুনশ্চোপপাতকম্ ॥২৯৫॥

অনুবাদ—ব্রহ্মপুরাণে বলা হইয়াছে যে—তুলসী-পত্রদ্বারা কেশবের শ্রীমূর্ত্তি পূজিত হইতে দেখিলেও ব্রহ্মহত্যার পাপ হইতে মুক্তিলাভ হয়। প্রত্যহ তুলসী-পত্রদ্বারা যিনি পরমেশ্বর শ্রীহরির পূজা করেন, তাঁহার উপপাতকের কি কথা ? সমুদায় মহাপাতকও ধ্বংস হয় ॥ ২৯৪-২৯৫ ॥

টীকা—তুলসীপত্রনিকরৈরভ্যর্চ্চিতাম্ ॥ ২৯৪ ॥

অন্যত্র চ—

গুহ্যানি যানি পাপানি অনাখ্যেয়ানি মানবৈঃ।
নাশয়েত্তানি তুলসী দত্তা মাধবমূর্দ্ধনি ॥ ২৯৬ ॥
হরের্গৃহং যদা যস্তু তুলসীদলবিপ্রুষৈঃ।
ত্রিসন্ধ্যং প্রোক্ষয়েদ্ভক্ত্যা মহাপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥২৯৭॥

অনুবাদ—অন্যত্রও বর্ণিত হইয়াছে—মাধবের মস্তকে তুলসী অর্পিত হইলে ঐ তুলসী মানুষের অকথ্য গোপনীয় পাপসমূহ ধ্বংস করেন। যিনি ভক্তিপূর্ব্বক তুলসীপত্র বিনিঃসৃত বারিবিন্দুদ্বারা ত্রিসন্ধ্যা শ্রীহরির মন্দির মার্জ্জনা করেন, তিনি সকল মহাপাতক হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া থাকেন ॥ ২৯৬-২৯৭ ॥

টীকা—তুলসীদলস্য বিপ্রুষৈর্জলবিন্দুভিঃ ॥ ২৯৭॥

অতএব স্কান্দে অবন্তীখণ্ডে—

কিং করিষ্যতি সংরুষ্টো যমোঽপি সহ কিঙ্করৈঃ।
তুলসীদলেন দেবেশঃ পূজিতো যেন দুঃখহা ॥২৯৮॥

অনুবাদ—অতএব স্কন্দপুরাণে অবন্তীখণ্ডে বলা হইয়াছে যে—যিনি তুলসীদলদ্বারা দুঃখহারি শ্রীহরির অর্চ্চনা করেন, যমরাজ ও তাঁহার অনুচরেরা রুষ্ট হইলেও তাঁহার কিছুই অনিষ্ট করিতে পারেন না ॥ ২৯৮ ॥

অগস্ত্যসংহিতায়াঞ্চ—

ন তস্য নরকক্লেশো যোঽর্চ্চয়েত্তুলসীদলৈঃ।
পাপিষ্ঠো বাপ্যপাপিষ্ঠঃ সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ ॥২৯৯

অনুবাদ—অগস্ত্যসংহিতায় যথা—পাপিষ্ঠ কিংবা ধার্ম্মিকই হউক যিনি তুলসীপত্র দিয়া শ্রীবিষ্ণুর পূজা করেন, তাঁহাকে আর নরকযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না, ইহাতে সংশয় নাই, আমি ইহা ত্রিসত্য করিয়া বলিতেছি ॥ ২৯৯ ॥

অথ বৈরিনাশকত্বম্

পুরা ক্রৌঞ্চবধার্থায় কোমলৈস্তুলসীদলৈঃ।
অর্চ্চয়িত্বা হৃষীকেশং স্বামিনা নিহতো রিপুঃ ॥৩০০

অনুবাদ—অনন্তর তুলসীর অরি-নাশন শক্তি-পুরাকালে ষড়ানন ক্রৌঞ্চবিনাশনের জন্য কোমল তুলসীপত্রদ্বারা হৃষীকেশের পূজা করিয়া ঐ শত্রুর বিনাশ ঘটাইয়া ছিলেন ॥ ৩০০ ॥

টীকা—ক্বচিচ্চ তুলসীদলকোমলৈরিতি পাঠঃ। অর্থস্তথৈব ; স্বামিনা কার্ত্তিকেয়েন ॥ ৩০০ ॥

সর্ব্বসম্পৎপ্রদত্বম্

অগস্ত্যসংহিতায়াম্—

মাল্যানি তন্বতে লক্ষ্মীং কুসুমান্তরিতান্যপি।
তুলস্যাঃ স্বয়মানীয় নির্ম্মিতানি তপোধন ॥ ৩০১ ॥

অনুবাদ—যথা অগস্ত্যসংহিতা গ্রন্থে—হে তপো-ধন ! স্থানে স্থানে অন্য পুষ্পদ্বারা গ্রথিতা তুলসী-মালা নিজে সংগ্রহ করিয়া নির্ম্মাণ করিলে সম্পত্তি বৃদ্ধি হইয়া থাকে ॥ ৩০১ ॥

টীকা—কুসুমৈরন্তরিতানি, মধ্যে মধ্যেঽন্য-পুষ্পৈর্গ্রথিতানীত্যর্থঃ। তুলস্যা মাল্যানি সমর্পিতানি সন্তি, লক্ষ্মীং সম্পদং তন্বতে বিস্তারয়ন্তীতি জ্ঞেয়ম্। 'পত্রং পুষ্পং ফলঞ্চৈব শ্রীতুলস্যা সমর্পিতম্' ইতি তৎসংহিতায়াং নিরন্তরপূর্ব্বশ্লোকৈঃ সমর্পণস্য প্রকৃতত্বাৎ ; যদ্বা, ভগবদর্থং নির্ম্মিতান্যপি লক্ষ্মীং তন্বতে, অস্তু তাবৎ সমর্পণাদি ॥ ৩০১ ॥

পরমপুণ্যজনকত্বম্

স্কান্দে—

কৃষ্ণমূর্দ্ধনি বিন্যস্তা তুলসীপত্রমঞ্জরী।
সুবর্ণকোটিপুণ্যানাং ফলং যচ্ছত্যতোঽধিকম্ ॥৩০২
তীর্থযাত্রাদিভিরহো কালক্ষেপেণ কিং জনাঃ।
যেঽর্চ্চয়ন্তি হরের্বিম্বং তুলসীদলকোমলৈঃ ॥ ৩০৩ ॥

অনুবাদ—স্কন্দপুরাণে উক্ত হইয়াছে—তুলসীর পত্র ও মঞ্জরী শ্রীকৃষ্ণের মস্তকে দেওয়া হইলে উহা কোটি সুবর্ণদানজনিত পুণ্য অপেক্ষাও বেশী ফল প্রদানকারী হয়। যে সকল ব্যক্তি তুলসীর কোমল দলসমূহ দ্বারা শ্রীহরিমূর্ত্তির অর্চ্চনা করেন, তাঁহাদিগের আর তীর্থযাত্রাদিদ্বারা কালক্ষেপের প্রয়োজন কি? ॥ ৩০২-৩০৩ ॥

টীকা—বিম্বং শ্রীমূর্ত্তিম্ ॥ ৩০৩ ॥

অগস্ত্যসংহিতায়াম্—

পুষ্পান্তরৈরন্তরিতং নির্ম্মিতং তুলসীদলৈঃ।
মাল্যং মলয়জালিপ্তং দদ্যাৎ শ্রীরাম-মূর্দ্ধনি ॥৩০৪॥
কিং তস্য বহুভির্যজ্ঞৈঃ সম্পূর্ণবরদক্ষিণৈঃ।
কিন্তীর্থসেবয়া দানৈরুগ্রেণ তপসাঽপি বা ॥ ৩০৫ ॥

অনুবাদ—অগস্ত্যসংহিতা গ্রন্থে বলা হইয়াছে—মাঝে মাঝে ফুল দিয়া তুলসীরমালা তৈয়ারী করিয়া তাহাতে চন্দন লাগাইয়া যে ব্যক্তি শ্রীরামের মস্তকে প্রদান করেন, তাঁহার আর সম্পূর্ণ ও শ্রেষ্ঠ দক্ষিণাযুক্ত বিবিধ যজ্ঞ করিবার প্রয়োজন কি? তীর্থভ্রমণেরই বা কি ফল? দান ও কঠোর তপস্যায় তাঁর কোন প্রয়োজন নাই। অর্থাৎ একমাত্র তুলসীমালা দানেই তাঁহার সমস্ত কিছু অনুষ্ঠান সিদ্ধ হইয়া থাকে ॥ ৩০৪-৩০৫ ॥

বাচং নিয়ম্য চাত্মানং মনো বিষ্ণৌ নিধায় চ।
যোঽর্চ্চয়েত্তুলসীমাল্যৈর্যজ্ঞকোটিফলং ভবেৎ ॥৩০৬॥
ভবান্ধকূপমগ্নানামেতদুদ্ধারকারণম্ ॥ ৩০৭ ॥

অনুবাদ—বাকসংযম ও দেহ শোধন করিয়া যিনি তদ্গতচিত্তে তুলসীমালাদ্বারা শ্রীবিষ্ণুর পূজা করেন, তিনি কোটি যজ্ঞানুষ্ঠানের ফল পান। তুলসী-মালাদ্বারা বিষ্ণুর পূজা সংসাররূপ অন্ধকূপে পতিত ব্যক্তিগণের উদ্ধারের হেতু ॥ ৩০৬-৩০৭ ॥

টীকা—আত্মানং চ দেহং নিয়ম্য ॥ ৩০৬ ॥

টীকা—এতৎ তুলসীমাল্যৈর্বিষ্ণ্বর্চ্চনম্ ॥ ৩০৭ ॥

গারুড়ে—

যস্যারামোদ্ভবৈঃ পত্রৈস্তুলসীসম্ভবৈর্হরিঃ।
পূজ্যতে খগশার্দ্দূল ত্রিদশং পুণ্যমাপ্নুয়াৎ ॥ ৩০৮ ॥

অনুবাদ—গরুড়পুরাণে উক্ত হইয়াছে—হে বিহগশ্রেষ্ঠ! যাঁহার উপবনজাত তুলসীপাতায় শ্রীহরির পূজা হয়, তিনি পূজকব্যক্তির সঞ্চিত পুণ্যের তেরোভাগের একভাগ পাইয়া থাকেন ॥ ৩০৮ ॥

টীকা—ত্রিদশং পুণ্যমিতি—স আরামকর্ত্তা ত্রয়োদশং পুণ্যভাগং প্রাপ্নুয়াৎ, পূজকস্তু দ্বাদশ ভাগানিত্যর্থঃ ॥ ৩০৮ ॥

অন্যত্র চ—

তুলসীদলমাল্যেন বিষ্ণুপূজাং করোতি যঃ।
পত্রে পত্রেঽশ্বমেধানাং দশানাং লভতে ফলম্ ॥৩০৯॥

অনুবাদ—অন্যত্রও বলা হইয়াছে—তুলসীপাতার মালা দিয়া যিনি শ্রীবিষ্ণুর পূজা করেন, প্রত্যেকটি পাতা দানে তিনি দশ অশ্বমেধের ফল লাভ করেন ॥ ৩০৯ ॥

অতএব বিষ্ণুরহস্যে স্কান্দে চ—

গৃহীত্বা তুলসীপত্রং ভক্ত্যা বিষ্ণুং সমর্চ্চয়েৎ।
অর্চ্চিতং তেন সকলং সদেবাসুর-মানুষম্ ॥ ৩১০ ॥

অনুবাদ-অতএব বিষ্ণুরহস্যে ও স্কন্দপুরাণে বর্ণিত হইয়াছে—যিনি তুলসীপাতা লইয়া ভক্তিভরে শ্রীবিষ্ণুর পূজা করেন, তাঁহার দেব, অসুর ও নর প্রভৃতি সকলের পূজা করা হয়। অর্থাৎ গাছের মূলে জল দেওয়ার মত বিশ্বমূল শ্রীবিষ্ণুর পূজায় সকলেই প্রীত হন ॥ ৩১০ ॥

টীকা—সদেবাসুরমানুষং জগদিতি শেষঃ ; যদ্বা, সকলং বিশ্বম্ ॥ ৩১০ ॥

কিঞ্চ কাশীখণ্ডে—

শালগ্রামশিলা যেন পূজিতা তুলসীদলৈঃ।
স পারিজাতমালাভিঃ পূজ্যতে সুরসদ্মনি ॥ ৩১১ ॥

অনুবাদ—আরও কাশীখণ্ডে—যিনি তুলসীপত্র দ্বারা শালগ্রামশিলার পূজা করেন, তিনি দেবলোকে পারিজাতমালাদ্বারা পূজিত হইয়া থাকেন ॥ ৩১১ ॥

সর্ব্বার্থসাধকত্বম্

স্কান্দে—

সমঞ্জরীদলৈর্যুক্তং তুলসীসম্ভবৈঃ ক্ষিতৌ।
কুর্ব্বন্তি পূজনং বিষ্ণোস্তে কৃতার্থাঃ কলৌ নরাঃ ॥৩১২

অনুবাদ—তুলসীর সর্ব্বার্থসাধন করিবার শক্তি স্কন্দপুরাণে কথিত আছে—যে সকল ব্যক্তি মর্ত্ত্যলোকে তুলসীমঞ্জরীর সহিত (দুটি কচিপাতা ও মঞ্জরী) শ্রীবিষ্ণুর পূজা করেন, কলিযুগে সেই সকল ব্যক্তিই ধন্য ॥ ৩১২ ॥

অগস্ত্যসংহিতায়াম্—

পত্রং পুষ্পং ফলঞ্চৈব শ্রীতুলস্যাঃ সমর্পিতম্।
রামায় মুক্তিমার্গস্য দ্যোতকং সর্ব্বসিদ্ধিদম্ ॥৩১৩॥

অনুবাদ—অগস্ত্যসংহিতায়—যিনি তুলসীর পত্র, পুষ্প, ফল, শ্রীরামকে সমর্পণ করেন, তাঁহার মুক্তিপথ প্রশস্ত হয় এবং তিনি সর্ব্ববিষয়ে সিদ্ধিলাভ করেন ॥ ৩১৩ ॥

টীকা—সর্ব্বসিদ্ধিদং সর্ব্বার্থসিদ্ধিদায়কম্ ॥৩১৩

মুক্তিপ্রদত্বম্

পাদ্মে দেবদূতবিকুণ্ডলসংবাদে—

তুলসীমঞ্জরীভির্যঃ কুর্য্যাদ্ধরিহরার্চ্চনম্।
ন স গর্ভগৃহং যাতি মুক্তিভাগী ভবেন্নরঃ ॥ ৩১৪ ॥

অনুবাদ—তুলসীর মুক্তি প্রদান করিবার ক্ষমতা পদ্মপুরাণে দেবদূত-বিকুণ্ডল-সংবাদে কথিত আছে—যিনি তুলসীমঞ্জরীদ্বারা হরিহরের পূজা করেন, তাঁহাকে আর মাতৃজঠরে প্রবেশ করিতে হয় না এবং তাঁহার মুক্তিলাভ হইয়া থাকে ॥ ৩১৪ ॥

টীকা—গর্ভরূপং গৃহম্ ॥ ৩১৪ ॥

গারুড়ে—

তাবদ্ভ্রমতি সংসারে বিমূঢ়ঃ কলিবর্ত্মনি।
যাবন্নারাধয়েদ্দেবং তুলসীভিঃ প্রযত্নতঃ ॥ ৩১৫ ॥

অনুবাদ—গরুড়পুরাণে উক্ত হইয়াছে—বিমূঢ়-ব্যক্তি যতকাল সযত্নে তুলসীপাতা দিয়া শ্রীহরির উপাসনা না করে, ততকাল তাহাকে পাপময় সংসারে ভ্রমণ করিতে হয় ॥ ৩১৫ ॥

তত্রৈব শ্রীভগবদুক্তৌ—

তুলসীপত্রমাদায় যঃ করোতি মমার্চ্চনম্।
ন পুনর্যোনিমায়াতি মুক্তিভাগী ভবেন্নরঃ ॥ ৩১৬ ॥

অনুবাদ—ঐ গরুড়পুরাণে শ্রীভগবানের উক্তিতে, যথা—তুলসীপত্র গ্রহণ করিয়া যে ব্যক্তি আমার পূজা করে, তাঁহার আর পুনর্জ্জন্ম হয় না এবং সে মুক্তিলাভ করে ॥ ৩১৬ ॥

টীকা—কলির্বর্ত্ম যস্য তস্মিন্, প্রায়ঃ পাপময়ত্বাৎ সংসারস্য ॥ ৩১৫-৩১৬ ॥

অগস্ত্যসংহিতায়াম্—

তুলসীপত্রমাদায় যোঽর্চ্চয়েদ্রামমন্বহম্।
স যাতি শাশ্বতং ব্রহ্ম পুনরাবৃত্তিদুর্ল্লভম্ ॥ ৩১৭ ॥
পূজাযোগ্যৈঃ ফলৈঃ পত্রৈঃ পুষ্পৈর্বা যোঽর্চ্চয়েদ্ধরিম্।
স মাতুর্গর্ভবাসাদিদুঃখং নৈব লভেৎ ক্বচিৎ ॥৩১৮॥

অনুবাদ—অগস্ত্যসংহিতায় যথা—তুলসীপত্রের দ্বারা প্রতিদিন শ্রীরামের অর্চ্চনকারী ব্যক্তি দুর্ল্লভ নিত্যস্বরূপ ব্রহ্মধামে গমন করেন, তাঁহার আর পুনর্জ্জন্ম হয় না। যিনি পূজার উপযুক্ত ফল, পাতা অথবা ফুল দিয়া শ্রীহরির পূজা করেন, তাঁহাকে আর জননীজঠরে বাসাদিহেতু দুঃখ ভোগ করিতে হয় না ॥ ৩১৭-৩১৮ ॥

টীকা—পুনরাবৃত্তিদুর্ল্লভমিতি অপুনরাবৃত্তিকমিত্যর্থঃ ॥ ৩১৭ ॥

শ্রীবৈকুণ্ঠলোকপ্রাপকত্বম্

পাদ্মে তত্রৈব—

আরোপ্য তুলসীং বৈশ্য সংপূজ্য তদ্দলৈর্হরিম্ ।
বসন্তি মোদমানাস্তে যত্র দেবশ্চতুর্ভুজঃ ॥ ৩১৯ ॥

অনুবাদ—তুলসীর শ্রীবৈকুণ্ঠলোক প্রাপ্তি করাইবার শক্তি পদ্মপুরাণে এই বিষয়ে বলা হইয়াছে—হে বৈশ্য ! যাঁহারা তুলসীবৃক্ষ রোপণ করতঃ তাহার পাতা দিয়া শ্রীহরির পূজা করেন, তাঁহারা চর্তুভুজ ভগবানের শ্রীধামে সুখে বাস করেন ॥ ৩১৯ ॥

তত্রৈবান্যত্র—

তুলসী কৃষ্ণগৌরাভা তয়াভ্যর্চ্চ্য জনার্দ্দনম্ ।
নরো যাতি তনুং ত্যক্ত্বা বৈষ্ণবীং শাশ্বতীং গতিম্ ॥

অনুবাদ—ঐ পদ্মপুরাণেরই অন্যত্র, যথা—যিনি কৃষ্ণবর্ণ ও গৌরবর্ণ তুলসীদ্বারা শ্রীজনার্দ্দনের পূজা করেন, সেই ব্যক্তি শরীর ত্যাগ করিয়া শাশ্বতী বৈষ্ণবী গতি লাভ করেন অর্থাৎ বৈকুণ্ঠধাম প্রাপ্ত হন ॥ ৩২০ ॥

টীকা—গতিং গম্যং স্থানমিত্যর্থঃ ॥ ৩২০ ॥

বিষ্ণুরহস্যে—

কৃষ্ণং কৃষ্ণতুলস্যা হি যো ভক্ত্যা পূজয়েন্নরঃ ।
স যাতি ভুবনং শুভ্রং যত্র বিষ্ণুঃ শ্রিয়া সহ ॥ ৩২১ ॥

অনুবাদ—বিষ্ণুরহস্যে যথা—যে মনুষ্য কৃষ্ণবর্ণ তুলসীদ্বারা ভক্তিসহকারে শ্রীকৃষ্ণকে পূজা করেন, লক্ষ্মীসহ বিষ্ণু যে লোকে বিরাজ করিতেছেন, তাঁহার সেই লোকে গতি হয় ॥ ৩২১ ॥

টীকা—শুভ্রং নির্ম্মলম্ ॥ ৩২১ ॥

বৃহন্নারদীয়ে শ্রীযম-ভগীরথ-সংবাদে—

যোঽর্চ্চয়েদ্ধরিপাদাব্জং তুলসীকোমলচ্ছদৈঃ ।
ন তস্য পুনরাবৃত্তির্ব্রহ্মলোকাৎ কদাচন ॥ ৩২২ ॥

অনুবাদ—বৃহন্নারদীয়পুরাণে-যম-ভগীরথ-সংবাদে—যিনি কোমল তুলসীপত্রদ্বারা শ্রীহরির পাদপদ্ম পূজা করেন, তাঁহার কদাচ ব্রহ্মধাম হইতে অন্যত্র যাইতে হয় না ॥ ৩২২ ॥

টীকা—ব্রহ্ম—সচ্চিদানন্দম্, তৎস্বরূপলোকাৎ বৈকুণ্ঠাৎ ; তথা চ তৃতীয়স্কন্ধে—'ব্রহ্মলোকঃ সনাতনঃ' ইতি ॥ ৩২২ ॥

গারুড়ে—

কৃষ্ণার্চ্চনার্থং ভিক্ষূণাং যচ্ছন্তি তুলসীদলম্ ।
অন্যেষামপি ভক্তানাং যান্তি তৎ পরমং পদম্ ॥৩২৩

অনুবাদ—গরুড়পুরাণে যথা—যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণ পূজার জন্য সন্ন্যাসী ও অন্যান্য ভক্তগণকে তুলসীদল অর্পণ করেন, তাঁহারা সেই পরমধামে গমন করেন ॥ ৩২৩ ॥

অতএব হরিভক্তিসুধোদয়ে বৈষ্ণবং বিপ্রং প্রতি যমদূতানামুক্তৌ—

সুকৃতী দুষ্কৃতী বাপি তুলস্যা যোঽর্চ্চয়েদ্ধরিম্ ।
তস্যাস্তে হি বয়ং নেশা বিষ্ণুদূতৈঃ স নীয়তে ॥৩২৪

অনুবাদ—অতএব হরিভক্তিসুধোদয়ে বিষ্ণুভক্ত ব্রাহ্মণের প্রতি যমদূতগণের বাক্য যথা—কি ধার্ম্মিক, কি অধার্ম্মিক, যে ব্যক্তি তুলসীদ্বারা শ্রীহরির অর্চ্চনা করেন, তাঁহার মৃত্যুর পর আমরা তাঁহাকে স্পর্শ করিবার যোগ্য নহি, তাঁহাকে বিষ্ণুদূতগণ লইয়া যান ॥ ৩২৪ ॥

অতএবোক্তং স্কান্দে—

যোঽভ্যস্যেৎ পরমাত্মানং ত্যক্তসর্ব্বৈষণো মুনিঃ ।
তুলস্যা যোঽর্চ্চয়েদ্বিষ্ণুং জগতঃ সম্মতাবুভৌ ॥৩২৫

অনুবাদ—এইজন্য স্কন্দপুরাণে বর্ণিত হইয়াছে—পুত্রধন বা নিখিল কামনা বর্জ্জন করিয়া যে মুনি পরমাত্মার আরাধনা করেন, আর যিনি তুলসীপত্রদ্বারা বিষ্ণুর পূজা করেন, ইঁহারা উভয়েই সংসারে সমান বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন ॥ ৩২৫ ॥

টীকা—ত্যক্তাঃ সর্ব্বা এষণাঃ পুত্রাদিস্পৃহাত্রয়ং যেন সঃ, এষণাস্তিস্রশ্চ শ্রুত্যোক্তাঃ—'পুত্রৈষণাশ্চ বিত্তৈষণাশ্চ লোকৈষণাশ্চ' ইতি ॥ ৩২৫ ॥

———

শ্রীভগবৎপ্রীণনত্বম্

ব্রাহ্মে—

তুলসীদলগন্ধেন মালতীকুসুমেন চ।
কপিলাক্ষীরদানেন সদ্যস্তুষ্যতি কেশবঃ ॥ ৩২৬ ॥

অনুবাদ—ব্রহ্মপুরাণে বর্ণিত হইয়াছে—তুলসী-দলের গন্ধ, মালতীপুষ্প এবং কপিলাদুগ্ধ এই তিন প্রকার দ্রব্যদ্বারা শ্রীকেশব শীঘ্রই প্রীত হন ॥ ৩২৬॥

———

পাদ্মে কার্ত্তিক-মাহাত্ম্যে বৃন্দোপাখ্যানান্তে—

ইত্যেবং বল্লভা বিষ্ণোঃ পূর্ব্বজন্মন্যথাধুনা।
প্রীয়তে পূজিতা হ্যস্যা দলৈর্দৈত্যবলান্তকঃ ॥ ৩২৭ ॥

অনুবাদ—পদ্মপুরাণে কার্ত্তিকমাহাত্ম্যে বৃন্দার উপাখ্যানের শেষে উক্ত আছে—পূর্ব্বজন্মে তুলসীরূপিণী বৃন্দা এইরূপে শ্রীবিষ্ণুর প্রিয়তমা হইয়াছিলেন। অতএব ইহজন্মে ইঁহার পত্রদ্বারা পূজিত হইলে, দৈত্য-সৈন্যবিনাশক শ্রীভগবান অতিশয় প্রীত হইয়া থাকেন ॥ ৩২৭ ॥

———

স্কান্দে চ—

সুবর্ণমণিপুষ্পেস্তু প্রীতো ভবতি নাচ্যুতঃ।
তুলসীদলভাগেন যথা প্রীয়েত কেশবঃ ॥ ৩২৮ ॥

অনুবাদ—স্কন্দপুরাণেও যথা—তুলসীদল দ্বারা অচ্যুত কেশব যে প্রকার প্রীত হন, সোনা ও মণিতে তৈরী ফুল দ্বারাও সেই প্রকার সন্তোষ লাভ করেন না ॥ ৩২৮ ॥

———

অতএব তত্রৈব ব্রহ্মনারদ-সংবাদে—

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং তুলসীগন্ধবাসিতম্।
ফলং লক্ষগুণং প্রোক্তং কেশবায় নিবেদিতম্ ॥৩২৯
তুলসীগন্ধমিশ্রন্তু যৎ কিঞ্চিৎ কুরুতে হরেঃ।
কল্পকোটিসহস্রাণি প্রীতো ভবতি কেশবঃ ॥ ৩৩০ ॥

অনুবাদ—অতএব ঐ স্কন্দপুরাণেই ব্রহ্ম-নারদ সংবাদে বলা হইয়াছে—তুলসীপত্রের গন্ধে সুবাসিত পত্র, পুষ্প, ফল ও জল শ্রীকেশবকে নিবেদন করিলে লক্ষ-গুণ ফল হয়। তুলসীপত্রের গন্ধযুক্ত যে কোন দ্রব্য শ্রীহরিকে দেওয়া যায়। তাহাতেই তিনি সহস্র কোটি কল্প প্রীত থাকেন ॥ ৩২৯-৩৩০ ॥

———

কিঞ্চ, দ্বারকামাহাত্ম্যে মার্কণ্ডেয়েন্দ্রদ্যুম্ন-সংবাদে—

যঃ পুনস্তুলসীপত্রৈঃ কোমলৈর্ম্মঞ্জরীযুতৈঃ।
পূজয়েৎ সুত্রবদ্ধৈস্তু কৃষ্ণং দেবকিনন্দনম্ ॥ ৩৩১ ॥
যা গতির্যোগযুক্তানাং যা গতির্যজ্ঞশীলিনাম্।
যা গতির্দানশীলানাং যা গতিস্তীর্থসেবিনাম্ ॥৩৩২॥
যা গতির্মাতৃভক্তানাং দ্বাদশীবেধবর্জ্জিনাম্।
কুর্বতাং জাগরং বিষ্ণোর্নৃত্যতাং গায়তাং ফলম্ ॥৩৩৩
বৈষ্ণবানান্তু ভক্তানাং যৎ ফলং বেদবাদিনাম্।
পঠতাং বৈষ্ণবং শাস্ত্রং বৈষ্ণবেভ্যশ্চ যচ্ছতাম্।
ফলমেতন্মহীপাল লভতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৩৩৪ ॥

অনুবাদ—আরও দ্বারকামাহাত্ম্যে মার্কণ্ডেয়-ইন্দ্র-দ্যুম্ন-সংবাদে বর্ণিত হইয়াছে—হে ভূপ! সূতায় গাঁথা মঞ্জরীযুক্ত কোমল তুলসীপাতার দ্বারা যিনি দেবকীনন্দন শ্রীহরির পূজা করেন, তিনি যোগাভ্যাস-কারীর যে গতি, যজ্ঞানুষ্ঠানকারীর যে গতি, দাতার যে গতি, তীর্থভ্রমণকারীগণের যে গতি, মাতৃভক্ত-গণের যে গতি, দ্বাদশীবেধবর্জ্জনকারীগণের যে গতি, বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে জাগরণ পূর্ব্বক নৃত্য গীতকারি-গণের যে ফল, বিষ্ণুভক্তগণের যে ফল, বেদাধ্যয়ন-কারী ও বৈষ্ণবশাস্ত্রাধ্যায়ী ও বৈষ্ণববৃন্দকে দানকারীর যে ফল হয়, সেই গতি ও সেই ফল লাভ করেন, ইহাতে সন্দেহ নাই ॥ ৩৩১-৩৩৪ ॥

———

কার্ত্তিকাদৌ ফলবিশেষঃ

তত্র কার্ত্তিকে গারুড়ে—

গবামযুতদানেন যৎ ফলং লভতে খগ।
তুলসীপত্রকৈকেন তৎ ফলং কার্ত্তিকে স্মৃতম্ ॥৩৩৫

অনুবাদ—কার্ত্তিকাদি মাসে তুলসীর বিশেষরূপ ফল—তারমধ্যে আবার কার্ত্তিকমাসের ফল গরুড়-

পুরাণে বর্ণিত হইয়াছে—হে বিহগ! দশ হাজার গোদান করিলে যে ফল হয়, কার্ত্তিকমাসে একটি মাত্র তুলসীপত্র অর্পণ করিলে সেই ফল লাভ হয় ॥ ৩৩৫ ॥

স্কান্দে শ্রীব্রহ্মনারদ-সংবাদে—

তুলসীদললক্ষেণ কার্ত্তিকে যোঽর্চ্চয়েদ্ধরিম্।
পত্রে পত্রে মুনিশ্রেষ্ঠ মৌক্তিকং লভতে ফলম্ ॥৩৩৬

অনুবাদ—স্কন্দপুরাণে ব্রহ্ম-নারদ-সংবাদে যথা—হে মুনিশ্রেষ্ঠ! কার্ত্তিকমাসে লক্ষ তুলসীপত্রদ্বারা শ্রীহরির পূজাকারীব্যক্তি প্রত্যেক পত্রে মোক্ষ বা মুক্তির ফলস্বরূপ ভক্তিলাভ করেন॥ ৩৩৬॥

টীকা—মৌক্তিকং ফলং মোক্ষঃ, মুক্তেঃ ফলং ভক্তিং বা ॥ ৩৩৬ ॥

তত্রৈবাগ্রে—

তুলসীদলানি পুণ্যানি যে যচ্ছন্তি জনার্দ্দনে।
কার্ত্তিকং সকলং বৎস পাপং জন্মাযুতং দহেৎ ॥৩৩৭
ইষ্ট্বা ক্রতুশতৈঃ পুণ্যৈর্দত্ত্বা রত্নান্যনেকশঃ।
তুলসীদলেন তৎ পুণ্যং কার্ত্তিকে কেশবার্চ্চনাৎ ॥৩৩৮

অনুবাদ—ঐ পুরাণেরই অগ্রভাগে যথা—হে বৎস! যাঁহারা কার্ত্তিকমাসে প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত তুলসীদলদ্বারা শ্রীজনার্দ্দনের পূজা করেন, তাঁহাদিগের অযুত জন্মের পাপ বিনষ্ট হয়। শত শত পবিত্র অশ্বমেধযজ্ঞের অনুষ্ঠানে ও বহু সংখ্যক রত্নাদি দানে যে পুণ্য সঞ্চয় হয়, কার্ত্তিকমাসে তুলসীপত্রদ্বারা শ্রীকেশবের পূজা করিলে সেই পুণ্য লাভ হয় ॥ ৩৩৭-৩৩৮ ॥

টীকা—তেষাং পাপং দহেৎ নশ্যতি; যো যচ্ছতীতি বা পাঠঃ। ততশ্চ স এবাত্মনোঽন্যস্যাপি পাপং দহেৎ; পুণ্যৈরুত্তমৈরশ্বমেধাদিভিরিত্যর্থঃ; যৎ প্রাপ্যতে, তৎ পুণ্যং স্যাৎ ॥ ৩৩৭-৩৩৮ ॥

কিঞ্চ—

যঃ পুনস্তুলসীং প্রাপ্য কার্ত্তিকং সকলং মুনে।
অর্চ্চয়েদ্দেবদেবেশং স যাতি পরমাং গতিম্ ॥৩৩৯॥

অনুবাদ—আরও যথা—হে মুনে! যে ব্যক্তি তুলসীপাতা যোগাড় করিয়া তাহার দ্বারা সারা কার্ত্তিকমাস দেবদেবেশ্বর শ্রীহরির পূজা করেন, তিনি উত্তমা গতি লাভ করেন ॥ ৩৩৯ ॥

পাদ্মে কার্ত্তিক-মাহাত্ম্যে—

মঞ্জরীভিঃ সপত্রাভির্মালাভিশ্চাপি কেশবঃ।
তুলস্যাঃ কার্ত্তিকে প্রীতো দদাতি পদমব্যয়ম্ ॥৩৪০

অনুবাদ—পদ্মপুরাণের কার্ত্তিকমাহাত্ম্যে বর্ণিত হইয়াছে—তুলসীপাতার সহিত মঞ্জরী ও মালা কার্ত্তিকমাসে দেওয়া হইলে, কেশব তাহাতে প্রীত হইয়া নিত্যপদ প্রদান করেন ॥ ৩৪০ ॥

অথ মাঘে

স্কান্দে তত্রৈব—

স্নাত্বা মহানদীতোয়ে কোমলৈস্তুলসীদলৈঃ।
যোঽর্চ্চয়েন্মাধবং মাঘে কুলানাং তারয়েচ্ছতম্ ॥৩৪১
সুকোমলৈর্দলৈর্যস্তু মঞ্জরীভির্জনার্দ্দনম্।
অর্চ্চয়েন্মাঘমাসে তু ক্রতূনাং লভতে ফলম্ ।৩৪২॥

অনুবাদ—অনন্তর মাঘমাসে তুলসীর ফল স্কন্দপুরাণের ব্রহ্ম-নারদসংবাদেই বলা হইয়াছে—যিনি মাঘমাসে মহানদীর জলে স্নান করিয়া কোমল তুলসীপত্রদ্বারা মাধবের পূজা করেন, তিনি শতকুল উদ্ধার করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি মাঘমাসে সুকোমল তুলসীপত্র ও মঞ্জরী দ্বারা জনার্দ্দনকে পূজা করেন, তিনি যজ্ঞসমূহের ফল লাভ করেন ॥ ৩৪১-৩৪২ ॥

অথ চাতুর্ম্মাস্যে

স্কান্দে—

সংপূজ্য তুলসীভক্ত্যা ঘনশ্যামং জনার্দ্দনম্।
চতুরো বার্ষিকান্ মাসান্ অশ্বমেধাযুতং লভেৎ ॥৩৪৩

অনুবাদ—অনন্তর চাতুর্ম্মাস্য-প্রসঙ্গে—স্কন্দপুরাণে যথা—তুলসী নির্ম্মিত মালাদিদ্বারা বৎসরের চারি-

মাসে ঘনশ্যাম জনার্দ্দনকে পূজা করিলে দশ হাজার অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হয় ॥ ৩৪৩ ॥

টীকা—তুলস্যা ভক্তির্মালাদিরচনা, তয়া ॥৩৪৩॥

অথ বৈশাখে

পাদ্মে বৈশাখ-মাহাত্ম্যে শ্রীযমব্রাহ্মণ-সংবাদে—

তুলসী গৌরকৃষ্ণাখ্যা তয়াভ্যর্চ্চ্য মধুদ্বিষম্ ।
বিশেষেণ তু বৈশাখে নরো নারায়ণো ভবেৎ ॥৩৪৪॥
মাধবং সকলং মাসং তুলস্যা যোঽর্চ্চয়েন্নরঃ ।
ত্রিসন্ধ্যং মধুহন্তারং নাস্তি তস্য পুনর্ভবঃ ॥ ৩৪৫ ॥

অনুবাদ—অতঃপর বৈশাখমাসে তুলসীদান-ফল পদ্মপুরাণে বৈশাখ মাহাত্ম্যে শ্রীযম-ব্রাহ্মণ-সংবাদে বর্ণিত হইয়াছে—বিশেষতঃ বৈশাখমাসে গৌরবর্ণ ও কৃষ্ণবর্ণ তুলসীদ্বারা শ্রীমধুসূদনকে পূজা করিলে মনুষ্য নারায়ণসদৃশ হন। যাঁহারা সমস্ত বৈশাখমাস তুলসীদ্বারা ত্রিসন্ধ্যা মধুরিপু শ্রীহরির পূজা করেন, তাঁহাদের আর জন্ম হয় না ॥ ৩৪৪-৩৪৫ ॥

টীকা—নারায়ণ ইব ভবেৎ, তৎসারূপ্যপ্রাপ্ত্যা ; পুনর্ভবো জন্মলক্ষণঃ সংসারো নাস্তি, নিত্যবৈকুণ্ঠ-বাসাৎ ॥ ৩৪৪-৩৪৫ ॥

অথ তুলসীগ্রহণবিধিঃ

বায়ুপুরাণে—

অস্নাত্বা তুলসীং ছিত্ত্বা যঃ পূজাং কুরুতে নরঃ ।
সোঽপরাধী ভবেৎ সত্যং তৎ সর্ব্বং নিষ্ফলং ভবেৎ ॥

অনুবাদ—বায়ুপুরাণে যথা—যে মনুষ্য অস্নাত অবস্থায় তুলসী ছেদন করিয়া পূজা করেন, তিনি নিশ্চয়ই অপরাধী হন এবং তাঁহার কর্ম্মসমূহ নিষ্ফল হয় ॥ ৩৪৬ ॥

তত্রাদৌ মন্ত্র

স্কান্দে—

তুলস্যমৃতজন্মাসি সদা ত্বং কেশবপ্রিয়া ।
কেশবার্থে বিচিন্বামি বরদা ভব শোভনে ॥ ৩৪৭ ॥
ত্বদঙ্গসম্ভবৈঃ পত্রৈঃ পূজয়ামি যথা হরিম্ ।
তথা কুরু পবিত্রাঙ্গি কলৌ মলবিনাশিনি ॥ ৩৪৮ ॥

অনুবাদ—তদ্বিষয়ে প্রথমতঃ মন্ত্র, স্কন্দপুরাণে যথা—হে শোভনে! হে তুলসী! অমৃত হইতে তোমার জন্ম হইয়াছে। তুমি সর্ব্বদা কেশবের প্রিয়া; কেশবের পূজার জন্য আমি তোমাকে চয়ন করি, তুমি বরদান কর। হে পবিত্র কলেবরে! হে কলি-কলুষ নাশিনি! তোমার অঙ্গ হইতে উৎপন্ন পত্রদ্বারা আমি যেরূপে শ্রীহরির পূজা করিতে পারি, তুমি সেই কার্য্যে সেই প্রকার সহায়তা কর ॥ ৩৪৭-৩৪৮ ॥

টীকা—বিচিন্বামীত্যার্ষং, বিচিনোমি ॥ ৩৪৭ ॥

গারুড়ে চ—

মোক্ষৈকহেতো ধরণীপ্রশস্তে
বিষ্ণোঃ সমস্তস্য গুরোঃ প্রিয়েতি ।
আরাধনার্থং বরমঞ্জরীকং
লুনামি পত্রং তুলসি ক্ষমস্ব ॥ ৩৪৯ ॥

অনুবাদ—গরুড়পুরাণেও যথা—হে তুলসি! মোক্ষের একমাত্র হেতু তুমি, তোমার মত শ্রেষ্ঠ এই পৃথিবীতে কেহই নাই, তুমি সর্ব্বগুরু বিষ্ণুর প্রিয়া, সুতরাং তাঁহার আরাধনার জন্য আমি তোমার শ্রেষ্ঠ মঞ্জরী ও পত্র ছেদন করিতেছি, তুমি আমায় ক্ষমা কর ॥ ৩৪৯ ॥

ইত্যুক্ত্বা তুলসীং নত্বা চিত্বা দক্ষিণপাণিনা ।
পত্রাণ্যেকৈকশো ন্যস্যেৎ সৎপাত্রে মঞ্জরীরপি ॥৩৫০

অনুবাদ—এই মন্ত্র বলিয়া তুলসীকে প্রণাম করিয়া ডান হাত দিয়া এক একটি পাতা ও মঞ্জরী চয়ন করিয়া শুদ্ধপাত্রে রাখিবে ॥ ৩৫০ ॥

টীকা—একৈকশো দক্ষিণহস্তেন চিত্বা তথৈব সৎপাত্রে উত্তমভাজনে অর্পয়েন্নিদধ্যাৎ ॥৩৪৯-৩৫০॥

তন্মাহাত্ম্যঞ্চ

স্কান্দে—

মন্ত্রেণানেন যঃ কুর্য্যাদ্গৃহীত্বা তুলসীদলম্ ।
পূজনং বাসুদেবস্য লক্ষ-কোটিফলং লভেৎ ॥৩৫১॥

অনুবাদ—তুলসীচয়ন মাহাত্ম্য, স্কন্দপুরাণে যথা—যিনি এই মন্ত্রদ্বারা তুলসীদল গ্রহণ করিয়া বাসুদেবের অর্চ্চনা করেন, তিনি কোটি লক্ষ ফল লাভ করিয়া থাকেন ॥ ৩৫১ ॥

কিঞ্চ—

শালগ্রামশিলার্চ্চার্থং প্রত্যহং তুলসী-ক্ষিতৌ।
তুলসীং যে বিচিন্বন্তি ধন্যাস্তে করপল্লবাঃ ॥
ইতি ॥ ৩৫২ ॥

সংক্রান্ত্যাদৌ নিষিদ্ধোঽপি তুলস্যবচয়ঃ স্মৃতৌ।
পরং শ্রীবিষ্ণুভক্তৈস্তু দ্বাদশ্যামেব নেষ্যতে ॥ ৩৫৩ ॥

অনুবাদ—আরও যথা—যাঁহারা তুলসীক্ষেত্রে শালগ্রাম শিলার পূজার জন্য প্রত্যহ তুলসী চয়ন করেন, তাঁহাদের অঙ্গুলিসমূহ ধন্য এবং পৃথিবীতে তুলসীর আবির্ভাব হেতু পৃথিবীও ধন্যা। স্মৃতিশাস্ত্রে সংক্রান্তি প্রভৃতিতে অর্থাৎ অমাবস্যা, পূর্ণিমা, দ্বাদশী ও রবিবার তুলসী চয়ন নিষিদ্ধ হইলেও বিষ্ণুভক্তগণ কেবল দ্বাদশীতেই তুলসীচয়নে ইচ্ছা করেন না ॥ ৩৫২-৩৫৩ ॥

টীকা—ক্ষিতাবিতি—পৃথিব্যামেব, শ্রীতুলস্যাঃ সত্ত্বাৎ. অতঃ ক্ষিতিরপি ধন্যেতি ভাবঃ ॥ ৩৫২ ॥

টীকা—সংক্রান্তৌ পক্ষয়োরন্তে দ্বাদশ্যাং রবিবাসরে। তুলসীং যে বিচিন্বন্তি'—ইত্যাদিবচনৈঃ স্মৃতিশাস্ত্রে নিষিদ্ধোঽপি পরং কেবলং দ্বাদশ্যামেব তুলস্যা অবচয়ো নেষ্যতে ॥ ৩৫৩ ॥

অথ তুলস্যবচয়নিষেধকালঃ

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে—

ন ছিন্দ্যাৎ তুলসীং বিপ্রাঃ দ্বাদশ্যাং বৈষ্ণবঃ কচিৎ ॥

অনুবাদ—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে যথা—হে বিপ্রগণ! বৈষ্ণবব্যক্তি কদাচ দ্বাদশীতে তুলসী ছেদন করিবেন না ॥ ৩৫৪ ॥

গারুড়ে—

ভানুবারং বিনা দূর্ব্বাং তুলসীং দ্বাদশীং বিনা।
জীবিতস্যাবিনাশায় ন বিচিন্বীত ধর্ম্মবিৎ ॥ ৩৫৫ ॥

অনুবাদ—গরুড়পুরাণে বলা হইয়াছে—ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তি যদি আয়ুর স্থিতি চান, তাহা হইলে রবিবারে দুর্ব্বা ও দ্বাদশীতে তুলসী চয়ন করিবেন না, করিলে আয়ুক্ষয় নিশ্চিত জানিবেন ॥ ৩৫৫ ॥

পাদ্মে চ শ্রীকৃষ্ণসত্যা-সংবাদীয়-কার্ত্তিকমাহাত্ম্যে—

দ্বাদশ্যাং তুলসীপত্রং ধাত্রীপত্রঞ্চ কার্ত্তিকে।
লুনাতি স নরো গচ্ছেন্নিরয়ানতিগর্হিতান্ ॥ ৩৫৬ ॥

অনুবাদ—পদ্মপুরাণেও শ্রীকৃষ্ণ সত্যভামার সংবাদ সম্বন্ধে কার্ত্তিক মাহাত্ম্যে বর্ণিত হইয়াছে—যে ব্যক্তি দ্বাদশীতে তুলসীপত্র ও কার্ত্তিকমাসে ধাত্রীপত্র ছেদন করে, সে অতিশয় গর্হিত নরকে গমন করে ॥৩৫৬॥

অতএবোক্তম্—

দেবার্থে তুলসীচ্ছেদো হোমার্থে সমিধাস্তথা।
ইন্দুক্ষয়ে ন দুষ্যেত গবার্থে তু তৃণস্য চ ॥ ৩৫৭ ॥

অনুবাদ—অতএব কথিত হইয়াছে—অমাবস্যা তিথিতে দেবতার জন্য তুলসীছেদন, হোমের জন্য কাষ্ঠছেদন ও গাভীর জন্য তৃণছেদনে দোষ নাই ॥ ৩৫৭ ॥

টীকা—জীবিতস্যাবিনাশায়েতি, অন্যথা আয়ুঃক্ষয়ঃ স্যাদিত্যর্থঃ; এবং দ্বাদশ্যামেব নিষেধাৎ অমাবস্যাদাবপি তদবচয়ো বিহিত ইতি জ্ঞেয়ম্। তদেবাভিব্যঞ্জয়তি—দেবার্থে ইতি; সমাসান্তঃপ্রবিষ্টেনাপি ছেদেন সহাগ্রেঽপ্যন্বয়ঃ ॥ ৩৫৫-৩৫৭॥

এবং কৃত্বা মহাপূজামঙ্গোপাঙ্গাদিকং প্রভোঃ।
ক্রমাদ্‌যথাসম্প্রদায়ং তত্তৎস্থানেষু পূজয়েৎ ॥ ৩৫৮॥

অনুবাদ—এই প্রকারে শ্রীভগবানের মহাপূজা সমাধা করিয়া সেই সেই বর্ণাদির স্থানে ক্রমানুসারে ও সম্প্রদায় অনুসারে গন্ধাদি দ্বারা অঙ্গ অর্থাৎ শ্রীমূর্ত্তিতে মন্ত্র, বর্ণ আদির ন্যাসসমূহ ও উপাঙ্গাদি অর্থাৎ বেণু প্রভৃতি চতুষ্টয় এবং শ্রীমূর্ত্তিস্থিত মন্ত্রপদ ও অক্ষর সমূহ পূজা করিবে ॥ ৩৫৮ ॥

টীকা—অঙ্গানি শ্রীমূর্ত্তৌ মন্ত্রবর্ণাদি-ন্যাসস্থানানি,

উপাঙ্গানি বেণ্বাদিচিহ্ন চতুষ্কম্ ; আদি-শব্দেন শ্রীমূর্ত্তিন্যস্তমন্ত্রপদাক্ষরাণি আবরণানি চ ; তেষাং তেষাং বর্ণাদীনাং স্থানেষু ক্রমেণ গন্ধাদিভিঃ পূজয়েৎ ॥ ৩৫৮ ॥

অথাঙ্গোপাঙ্গ-পূজা—

মন্ত্রবর্ণপদান্যাদৌ তত্তন্যাসপদেষু চ ।
বেণুঞ্চ মালাং শ্রীবৎসং কৌস্তুভঞ্চ যথাস্পদম্ ॥৩৫৯

অনুবাদ—প্রথমে সেই সেই ন্যাসস্থানে স্থান অনুসারে মন্ত্র, বর্ণ, পদ এবং বেণু, মালা, শ্রীবৎস ও কৌস্তুভের পূজা করিতে হইবে ॥ ৩৫৯ ॥

লক্ষ্য কর—পূজার প্রয়োগ কিভাবে করিবে—মস্তকে ওঁ হ্রীং নমঃ । ললাটে ওঁ ক্লীং নমঃ ইত্যাদি ।

টীকা—তদেব বিবিচ্য দর্শয়তি—মন্ত্রেতি । তস্য তস্য ন্যাসস্থানেষু যথাস্পদং যথাস্থানম্ । অয়মর্থঃ—পূর্ব্বং শ্রীমূর্ত্তৌ যস্মিন্নঙ্গে যন্ন্যস্তমস্তি, তস্মিন্ তদেব ক্রমেণ পূজয়েদিতি । প্রয়োগঃ—শ্রীমস্তকে ওঁ হ্রীং নমঃ, ললাটে ওঁ ক্লীং নমঃ ইত্যাদিঃ । শ্রীনেত্রদ্বয়ে কেচিদপি পূজাং কুর্ব্বন্তি, ওঁ হ্রীং নমঃ ইত্যাদিঃ । অত্র সর্ব্বত্র নিজসম্প্রদায়ব্যবহার এবানুস্মর্ত্তব্যঃ ; অতএব লিখিতম্—যথা সম্প্রদায়মিতি । বেণ্বাদীংশ্চ শ্রীমুখাদৌ পূর্ব্ববৎ পূজয়েৎ । প্রয়োগঃ—শ্রীমুখ-বেণবে নমঃ ইত্যাদিঃ ॥ ৩৫৯ ॥

ততশ্চ মূলমন্ত্রেণ ক্ষিপ্ত্বা পুষ্পাঞ্জলিত্রয়ম্ ।
প্রার্থ্যানুজ্ঞাং ভগবতোঽর্চ্চয়েদাবৃতিদেবতাঃ ॥৩৬০॥

অনুবাদ—তারপর মূলমন্ত্রদ্বারা তিনবার পুষ্পাঞ্জলি দিয়া ভগবানের অনুজ্ঞা প্রার্থনা করিয়া আবরণ দেবতাগণের পূজা করিবে ॥ ৩৬০ ॥

টীকা—আবৃতিঃ আবরণং, তদ্রূপা দেবতাঃ ॥৩৬০

তাশ্চ প্রত্যেকমাবাহ্য স্নানাদি পরিকল্প্য চ ।
পূজয়েদ্গন্ধপুষ্পাভ্যাং যথাস্থানং যথাক্রমম্ ॥৩৬১॥

অনুবাদ—ঐ সকল দেবতাগণের প্রত্যেককে আবাহন করিয়া ও স্নান প্রভৃতি করাইয়া গন্ধপুষ্প-দ্বারা যথাস্থানে যথাক্রমে পূজা করিবে ॥ ৩৬১ ॥

টীকা—তা আবরণদেবতাঃ, তাসামেব স্নানাদিকং পরিকল্প্য সম্পাদ্য তাঃ পূজয়েৎ ॥ ৩৬১ ॥

অথাবরণপূজা

কর্ণিকায়াং চতুর্দিক্ষু দ্যোতমানান্ প্রভোঃ সখীন্ ।
বসুদামং সুদামঞ্চ দামঞ্চ কিঙ্কিণিং যজেৎ ॥
ইতি প্রথমাবরণম্ ॥ ৩৬২ ॥

অনুবাদ—শ্রীভগবানের পূর্ব্বাদি দিকচতুষ্টয়ে কর্ণিকায় বিরাজমান তদীয় সখা বসুদাম, সুদাম দাম ও কিঙ্কিণীর পূজা করিবে । ওঁ বসুদামায় নমঃ ইত্যাদি ক্রমে পূজা করিতে হইবে ॥ ৩৬২ ॥

টীকা—তদেব বিবিচ্য দর্শয়তি—কর্ণিকায়া-মিত্যাদিনা উর্দ্ধ্বয়োরিত্যন্তেন । চতুর্দিক্ষু—শ্রীভগবতঃ পূর্ব্বাদিদিক্চতুষ্টয়ে ; প্রয়োগঃ—ওঁ বসুদামায় নমঃ ইত্যাদিঃ ॥ ৩৬২ ॥

তদ্বহিশ্চাগ্নিকোণাদৌ কেশরেষ্বঙ্গদেবতাঃ ।
হৃদয়াদিযুতাঃ পূজ্যাঃ স্বস্ববর্ণাদিশোভিতাঃ ॥
ইতি দ্বিতীয়াবরণম্ ॥ ৩৬৩ ॥

অনুবাদ—তাহার বাহিরের দিকে অগ্নিকোণ আদি কোন চারিটিতে কেশরে বিরাজমান অঙ্গদেবতা-গণকে নিজ নিজ বর্ণাদি এবং হৃদয়াদি মন্ত্রসহ পূজা করিবে । প্রয়োগ—হ্রীং হৃদয়ায় নমঃ, শিরসে স্বাহা নমঃ ইত্যাদি ॥ ৩৬৩ ॥

টীকা—অগ্নিকোণাদাবিতি কোণচতুষ্টয়ে প্রথমাঙ্গদেবতাচতুষ্টয়ম্ ; অন্ত্যাশ্চ চতুর্দিক্ষ্বেতি জ্ঞেয়ম্ ; হৃদয়াদিমন্ত্রৈঃ হৃদয়ায় নমঃ, শিরসে স্বাহা ইত্যাদিভির্যুক্তাঃ । প্রয়োগঃ—হ্রীং হৃদয়ায় নমঃ, নমঃ শিরসে স্বাহা, নমঃ ইত্যাদিঃ । তদ্বর্ণাদি-কঞ্চোক্তং ক্রমদীপিকায়াম্—'মুক্তেন্দু কান্তকুবলয়-হরিনীলহুতাশনপ্রভাঃ প্রমদাঃ । অভয়বরস্ফুরিত-করাঃ প্রধানতনবোঽঙ্গদেবতাঃ স্মার্য্যাঃ ॥' ইতি । অস্যার্থঃ—শুক্লনীলরক্তবর্ণাঃ স্ত্রীরূপাঃ অভয়বরকরাঃ প্রধানদেবতাস্বরূপা ধ্যেয়া ইত্যর্থঃ ॥ ৩৬৩ ॥

ততো বহিশ্চ পূর্ব্বাদিদিগ্দলেষ্বষ্টসু প্রভোঃ।
মহিষী রুক্মিণী সত্যভামা নাগ্নজিতী ক্রমাৎ ॥৩৬৪॥
সুনন্দা মিত্রবিন্দা চ সম্পূজ্যাথ সুলক্ষণা।
জাম্ববতী সুশীলা চ তত্তদ্দ্রব্যাদি-ভূষিতাঃ॥
ইতি তৃতীয়াবরণম্ ॥ ৩৬৫ ॥

অনুবাদ—তাহার বাহিরের দিকে পূর্ব্বাদি দিকে অবস্থিত অষ্টদলে কমলাদি বস্তুদ্বারা অলঙ্কৃত রুক্মিণী, সত্যভামা, নাগ্নজিতী, সুনন্দা, মিত্রবিন্দা, সুলক্ষণা, জাম্ববতী ও সুশীলা নামে শ্রীকৃষ্ণের মহিষী-গণকে ক্রমান্বয়ে পূজা করিবে। ইহা তৃতীয় আবরণ ॥ ৩৬৪-৩৬৫ ॥

টীকা—মহিষীণাং ধ্যানং লিখতি—তত্তদিতি। তেন তেন কমলাদিনা দ্রব্যেণ, আদি-শব্দাদ্রূপভূষণা-দিনা চ ভূষিতাঃ; তচ্চোক্তং তত্রৈব—'তপনীয়মরক-তাভাঃ সুসিতবিচিত্রাম্বরা দ্বিশস্তেতাঃ। পৃথুকুচভরাল-সাঙ্গ্যো বিবিধমণিপ্রকরবিলাসিতাভরণাঃ। দক্ষিণকর-ধৃতকমলাঃ সুরভিপাত্রমুদ্রিতান্যকরাঃ॥' ইতি। অস্যার্থঃ—দ্বিশঃ, যুগ্মশঃ, ক্রমেণ কাঞ্চনমরকতব-র্ণাঃ রত্নপূরিতসৎপাত্রলক্ষিতবামকরা ইতি ॥৩৬৫॥

পূর্ব্বাদ্যষ্টদলাগ্রেষু বসুদেবঞ্চ দেবকীম্।
শ্রীনন্দং শ্রীযশোদাঞ্চ বলভদ্রং সুভদ্রিকাম্ ॥ ৩৬৬॥
গোপান্ গোপীশ্চ তদ্ভাবত্রপয়া দূরতঃ স্থিতাঃ।
বিচিত্ররূপবেশাদি-শোভমানানিমান্ যজেৎ॥
ইতি চতুর্থাবরণম্ ॥ ৩৬৭ ॥

অনুবাদ—পূর্ব্বাদি দিকে অবস্থিত অষ্টদলে বিচিত্র রূপ ও বেশ আদি দ্বারা শোভমান বসুদেব, দেবকী, শ্রীনন্দ, শ্রীযশোদা, বলরাম, সুভদ্রা, গোপগণ এবং শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অনুরাগযুক্ত লজ্জাহেতু দূরে অবস্থিত গোপীগণকে যথাক্রমে পূজা করিতে হইবে। ইহা চতুর্থাবরণ ॥ ৩৬৬-৩৬৭ ॥

টীকা—পূর্ব্বং পূর্ব্বদিক্স্থিতং, তদাদিষু অষ্টসু দলাগ্রেষু বসুদেবাদীনষ্ট যজেৎ, পূজয়েদিতি দ্বাভ্যাম-ন্বয়ঃ। ক্রমাদিত্যগ্রে লিখিতত্বাৎ সর্ব্বত্রৈব সম্বন্ধ-নীয়ম্। তত্র গোপগোপীনাং বহুত্বেঽপি গণত্বাভি প্রায়েণ দ্বিত্বং জ্ঞেয়ম্। ননু ভগবতঃ প্রিয়তমানাং ভগবতীনাং শ্রীগোপীনাং চতুর্থাবরণে পূজনং নোপ-যুজ্যতে, ভগবদত্যন্তান্তিক এব তাসামবস্থিত্যুপপত্তেঃ; তত্র লিখতি—তদ্ভাবেতি, তেন অনির্ব্বচনীয়েন পরম-গোপ্যেন বা ভাবেন প্রেমবিশেষেণ যা ত্রপা, তয়া দূরতঃ স্থিতা। অত্যন্তসন্নিকর্ষেণ নিজভাবস্য প্রকাশে সতি সভামধ্যে কুলবতীনাং তাসাং পরমলজ্জোৎপত্ত্যা শ্রীযশোদাদিসঙ্গাপেক্ষয়া চ তত্রাবস্থানং যুক্তমেবেতি ভাবঃ। এতদপি সকামপূজাবিষয়কমেবেত্যা-দিকমগ্রে ব্যক্তং ভাবি। ইতি ইমান্ বসুদেবাদীন্, পুমান্ স্ত্রিয়েত্যেকশেষত্বম্। রূপাদিকঞ্চ তেষাং ধ্যানার্থং তত্রৈবোক্তম্—'জ্ঞানমুদ্রাভয়করৌ পিতরৌ পীতপাণ্ডুরৌ। দিব্যমাল্যাম্বরালেপ-ভূষণৌ মাতরৌ পুনঃ॥ ধারয়ন্তৌ চ বরদং পয়সা পূর্ণপাত্রকম্। অরুণশ্যামলে হারমণিকুণ্ডলমণ্ডিতে॥ বলঃ শঙ্খে-ন্দুধবলো মুষলং লাঙ্গলং দধৎ। হালালীলো নীল-বাসা হেলাবানেককুণ্ডলঃ॥ কলায়শ্যামলা ভদ্রা সুভদ্রা ভদ্রভূষণা। বরাভয়যুতা পীতবসনা রূঢ়-যৌবনা॥ বেণু-বীণা-বেত্র-যষ্টি-শঙ্খ-শৃঙ্গাদিপাণয়ঃ। গোপা গোপ্যশ্চ বিবিধপ্রাভৃতাত্তকরাম্বুজাঃ॥' ইতি। এষাময়মর্থঃ—পিতরৌ শ্রীবসুদেবনন্দৌ, মাতরৌ শ্রীদেবকীযশোদে, হালা মাধ্বী, হেলা লীলা, প্রাভৃত-মুপায়নমিতি ॥ ৩৬৬-৩৬৭ ॥

তদ্বহিশ্চতুরস্রান্তপূর্ব্বাদ্যাশাচতুষ্টয়ে।
সন্তানং পারিজাতঞ্চ কল্পদ্রুমমথার্চ্চয়েৎ ॥ ৩৬৮ ॥
হরিচন্দনমপ্যেবং দিব্যবৃক্ষানভীষ্টদান্।
কর্ণিকায়াঞ্চ সম্পূজ্য মন্দারং দেবপৃষ্ঠতঃ॥
ইতি পঞ্চমাবরণম্ ॥ ৩৬৯ ॥

অনুবাদ—কর্ণিকায় শ্রীভগবানের পশ্চাদ্ভাগে অগ্রে মন্দার ও অভীষ্ট ফলপ্রদ স্বর্গীয় পঞ্চতরুর উপাসনা করিয়া পরে বসুদেব প্রভৃতির বহির্ভাগে কোণচারি-টির মধ্যস্থ পূর্ব্বাদি দিকে ক্রমান্বয়ে সন্তান, পারি-জাত, কল্পবৃক্ষ ও হরিচন্দন বৃক্ষের পূজা করিবে। ইহা পঞ্চমাবরণ ॥ ৩৬৮-৩৬৯ ॥

টীকা—কর্ণিকায়াং দেবস্য ভগবতঃ পৃষ্ঠে মন্দা-রঞ্চ, চ-শব্দাৎ দিব্যবৃক্ষমভীষ্টদমাদৌ সংপূজ্য পশ্চা-ত্তেভ্যো বাসুদেবাদিভ্যো বহিশ্চতুরস্রাভ্যন্তরে পূর্ব্বাদি-দিক্চতুষ্টয়ে সন্তানাদীন্ ক্রমেণার্চ্চয়েৎ। এবং

লিখিতপ্রকারেণ অভীষ্টদায়কান্ দিব্যবৃক্ষান্ পঞ্চার্চ্চয়েৎ ॥ ৩৬৮-৩৬৯ ॥

তদ্বহিশ্চাষ্টদিক্‌পালান্ স্বস্বদিক্ষেব পূজয়েৎ।
তত্তদ্বীজাধিপত্যাস্ত্র-বাহন-স্বজনান্বিতান্ ॥ ৩৭০ ॥
তত্তদ্বর্ণান্ দিব্যবেশাননন্তঞ্চ তথার্চ্চয়েৎ।
নির্ঋত্যম্বুপয়োর্মধ্যে ব্রহ্মাণং চেন্দ্ররুদ্রয়োঃ ॥
ইতি ষষ্ঠাবরণম্ ॥ ৩৭১ ॥

অনুবাদ—তাহার বহির্ভাগে পূর্ব্বাদি অষ্টদিক-সমূহে সেই সেই কপিশাদি বর্ণযুক্ত দিব্যবেশান্বিত ইন্দ্র, অগ্নি, যম, নৈর্ঋত, বায়ু, বরুণ কুবের, ঈশান, এই অষ্ট দিকপালকে নৈর্ঋত ও বরুণের মধ্যে অধো দিকপাল অনন্তকে এবং ইন্দ্র ও রুদ্রের মধ্যে ঊর্দ্ধ দিকপাল ব্রহ্মাকে নিজ নিজ বীজবর্ণ, আধিপত্য, অস্ত্র বাহন স্বজনসহিত পূজা করিবে। ইহা ষষ্ঠ আবরণ ॥ ৩৭০-৩৭১ ॥

(প্রয়োগ—ওঁ লাং ইন্দ্রায় দেবাধিপতয়ে সায়ুধায় সবাহনায় সপরিবারায় কপিশবর্ণায় বিবিধ মণিগণ কিরণপ্রস্ফুরৎ ভূষণায় নমঃ ইত্যাদি)।

টীকা—দিক্‌পালান্ ইন্দ্রাদিনষ্ট, স্বস্বদিক্ষু ইন্দ্রাদিনাং নিজ-নিজাসু চতুরস্রস্য পূর্ব্বাদ্যষ্টদিক্ষু; তস্য তস্য ইন্দ্রাদেঃ বীজানি বীজাক্ষরাণি আধিপত্যানি দেবাধিপতিত্বাদীনি, অস্ত্রাণি বজ্রাদীন্যায়ুধানি, বাহনানি ঐরাবতাদীনি, স্বজনাঃ সারথ্যাদিপরিবারাস্তৈরন্বিতান্ ॥ ৩৭০ ॥

টীকা—ধ্যানার্থং তেষাং বর্ণাদিকং লিখতি—তত্তদিতি পাদেনৈকেন। সঃ প্রসিদ্ধঃ কপিশাদি-বর্ণো যেষাং, তান্; দিব্যঃ বিচিত্রমণিগণকিরণপ্রস্ফুরণাদিময়ো বেশঃ ভূষণং যেষাং তান্। অধুনা অধউর্দ্ধ-দিগ্‌দ্বয়পালয়োঃ পূজাসন্নিবেশং লিখতি—অনন্তমিতি। তথা তেনৈব প্রকারেণেতি— বীজাদিনা বর্ণাদিনা চান্বিতমিত্যর্থঃ। অনন্তং নির্ঋতেঃ অম্বুপস্য বরুণস্য চ মধ্যে অর্চ্চয়েৎ; ব্রহ্মাণঞ্চ ইন্দ্র-রুদ্রয়োর্মধ্যে তথৈবার্চ্চয়েৎ। তত্র বীজাক্ষরাণি—'লাং বাং মাং ক্ষাং রাং যাং সাং হাং হ্রীং আং' ইতি। বর্ণাদিকঞ্চোক্তং তত্রৈব—'কপিশ-কপিল-নীল-শ্যামল-শ্বেত-ধূম্রা-মল-সিত-শুচি-রক্তা বর্ণতো বাসবাদ্যাঃ। করকমল-বিরাজৎ-স্বায়ুধা দিব্যবেশা, বিবিধমণিগণাস্ত প্রস্ফুর-ভূষনাঢ্যাঃ ॥' ইতি; আধিপত্যানি চ; দেবতেজঃ-প্রেত-রক্ষো-জল-প্রাণ-নক্ষত্র-ভূত-নাগ-প্রজানাং ক্রমশঃ প্রয়োগঃ—'ওঁ লাং ইন্দ্রায় দেবাধিপতয়ে সায়ুধায় সবাহনায় সপরিবারায় কপিশবর্ণায় বিবিধমণিগণ-কিরণপ্রস্ফুরভূষণায় নমঃ' ইত্যাদিঃ। কুচিচ্চ বর্ণ-ভূষণপ্রয়োগো ন তিষ্ঠতি ॥ ৩৭১ ॥

ততো বহিশ্চাষ্টদিক্ষু মৌলিস্থানাত্মলক্ষণান্।
ভগবৎপার্ষদাংস্তত্র বর্ণায়ুধবিভূষণান্ ॥ ৩৭২ ॥
বজ্রং শক্তিঞ্চ দণ্ডঞ্চ খড়্গপাশাঙ্কুশান্ ক্রমাৎ।
যজেদ্‌গদাং ত্রিশূলঞ্চ চক্রাব্জে ত্বধউর্দ্ধয়োঃ ॥৩৭৩॥

অনুবাদ—তাহার বহির্ভাগে পূর্ব্বাদি অষ্টদিকে বর্ণ, আয়ুধ ও ভূষণ সহ নিজ নিজ লক্ষণাক্রান্ত ভগবানের প্রধান প্রধান পার্ষদগণের উপাসনা করিবে। তারমধ্যে অষ্টদিকে ক্রমান্বয়ে বজ্র, শক্তি, দণ্ড, খড়্গ, পাশ, অঙ্কুশ, গদা ও ত্রিশূলের এবং অধঃ ও ঊর্দ্ধদিকে চক্র ও পদ্মের পূজা করিবে ॥ ৩৭২-৩৭৩

টীকা—মৌলিস্থানি আত্মন আত্মনো লক্ষণানি আয়ুধ-চিহ্নানি যেষাং বজ্রাদীনাং, তান্ যজেদিতি—দ্বাভ্যামন্বয়ঃ। তেষাং তাদৃশমূর্ত্তিমত্ত্বাদৌ হেতুঃ—ভগবৎপার্ষদানিতি। তানেব বিবিচ্য লিখতি—বজ্রমিতি। অষ্টদিক্ষু বজ্রাদীনষ্ট, চক্রং পদ্মঞ্চেতি দ্বে. অধউর্দ্ধে চ ক্রমাৎ যজেৎ। বর্ণাদিকং চৈষাং তত্রৈবোক্তম্—অর্চ্চ্যা বহির্নিজ সুলক্ষিতঃ-মৌলিযুক্তাঃ, স্বস্বায়ুধাভয়সমুদ্যতপাণিপদ্মাঃ, 'কনকরজত-তোয়-দ্রাভ্র-চম্পারুণহিমনীলজবাপ্রবালভাসঃ ক্রমতঃ' ইতি, 'রুচাত্তবজ্রপূর্ব্বা রুচিরবিলেপনবস্ত্রমাল্যভূষাঃ' ইতি ॥ ৩৭২-৩৭৩ ॥

তন্মাহাত্ম্যঞ্চ

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে—

শঙ্খং চক্রং গদাং পদ্মং তোমরং মুষলং হলম্।
অন্যদ্বাপি হরেঃ শস্ত্রং স্মৃত্বা পাপাৎ প্রমুচ্যতে ॥
ইতি সপ্তমাবরণম্ ॥ ৩৭৪ ॥

অনুবাদ—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে যথা—শঙ্খ, চক্র, গদা,

পদ্ম, তোমর, মুষল, হল কিংবা শ্রীহরির অন্য কোন শস্ত্র স্মরণ করিলে পাপ হইতে নিষ্কৃতি লাভ হয়। ইহা সপ্তম আবরণ ॥ ৩৭৪ ॥

টীকা—অন্যৎ বজ্রাদিকং স্মৃত্বাপি, কিং পুনঃ পূজয়িত্বা ইত্যর্থঃ ॥ ৩৭৪ ॥

সর্ব্বানন্দপ্রদং হ্যেতৎ সপ্তাবরণপূজনম্।
অশক্তোঽঙ্গেন্দ্র-বজ্রাদ্যমাবৃতিত্রয়মর্চ্চয়েৎ ॥ ৩৭৫ ॥

অনুবাদ—যাবতীয় আনন্দপ্রদা এই সপ্তাবরণাত্মিকা পূজা। যদি কেহ সমস্ত আবরণের পূজা করিতে না পারেন তাহা হইলে অঙ্গ, ইন্দ্র ও বজ্র এই বিশিষ্ট তিনটি আবরণের পূজা করিবেন ॥ ৩৭৫ ॥

টীকা—অশক্তঃ সপ্তাবরণপূজনে অসমর্থশ্চেৎ, অঙ্গেন্দ্রবজ্রযুক্তমাবরণত্রয়ং পূজয়েৎ; এতদপি পূর্ব্ববৎ সকামজপাভিপ্রায়েণৈব ॥ ৩৭৫ ॥

ঈদৃক্ চৈকান্তিভির্জ্ঞেয়ং তত্তৎকামবতাং মতম্।
অন্যথা গোকুলে কৃষ্ণদেবে তত্তদসম্ভবাৎ ॥ ৩৭৬ ॥

অনুবাদ—এই প্রকার আবরণপূজা সেই সেই শত্রুবিজয়াদি কামনাকারী ব্যক্তিগণের সম্মত। ভগবদ্ভক্তগণ ইহা জানেন। অন্যথা অর্থাৎ সেই সেই কামনা ছাড়া গোকুলে শ্রীকৃষ্ণদেবের সহিত সেই সেই বিষয়ের মিলন অর্থাৎ রুক্মিণী প্রভৃতির সহিত মিলন অসম্ভব ॥ ৩৭৬ ॥

টীকা—ননু শ্রীভাগবতাদ্যুক্তানুসারেণ তথাত্রৈব পূর্ব্বলিখিতধ্যানানুসারেণ চ শ্রীবৃন্দাবনে গোপ-গোপ্যাদি-পরিবৃতস্য শ্রীগোপালদেবস্যাবরণপূজায়াং কথং শ্রীরুক্মিণ্যাদ্যাঃ শ্রীবসুদেবাদয়শ্চ সঙ্গচ্ছেরন্, একান্তিমতেন পরমবিরোধাপত্তেঃ? সত্যং, অয়ঞ্চাবরণপূজাবিধিঃ কামপরাণাং শত্রুজয়াদিকামসিদ্ধ্যভিপ্রায়েণৈবেতি লিখতি—ঈদৃক্ চেতি। এতল্লিখিতপ্রকারকমাবরণপূজনং তত্তৎকামবতাং 'জয়দং প্রধানেঽভয়দং বিপিনে' ইত্যাগমোক্ত-বিবিধকামপরাণামেব মতং সম্মতমিতি একান্তিভির্জ্ঞেয়ম্; অন্যথা তত্তৎকামব্যতিরেকেণ শ্রীভগবতি শ্রীকৃষ্ণে তত্রাপি গোকুলে তে তে রুক্মিণ্যাদয়ো ন সম্ভবন্তীত্যর্থঃ ॥ ৩৭৬ ॥

একান্তিভিস্তু রাধাদ্যা যথাধ্যানং প্রভোঃ প্রিয়াঃ।
প্রথমাবরণে পূজ্যাঃ কালে কৃষ্ণান্তিকং গতাঃ ॥৩৭৭॥

অনুবাদ—ভগবদ্ভক্তিপরায়ণগণ প্রথম আবরণে শ্রীরাধা প্রভৃতি প্রভুর প্রিয়াদিগকে পূর্ব্বে উক্ত ধ্যান অনুসারে পূজা করিবেন। তাঁহারা লজ্জাহেতু দূরে থাকিলেও পূজার সময় নিকটেই থাকেন ॥ ৩৭৭ ॥

টীকা—ননু তর্হি একান্তিভিঃ কথমাবরণপূজা কার্য্যা? তত্র লিখতি—একান্তিভিরিতি চতুর্ভিঃ। যথাধ্যানং পূর্ব্ব-লিখিত-ধ্যানানুসারেণ ক্রমদীপিকায়াং ভগবদ্ধ্যানানন্তরং তত্রৈব গোপীনাং ধ্যানোক্তেঃ, 'গোপীগোপপশূনাং বহিঃ স্মরেৎ' ইত্যাদিনা, যচ্চ তত্র 'গোভির্মুখাম্বুজবিলীনবিলোচনাভিঃ' ইত্যাদিশ্লোকষট্কেন গবাদিভ্যো গোপেভ্যো গোপকন্যেভ্যশ্চ পশ্চাত্তগবদ্ধ্যানে গোপ্যো নির্দ্দিষ্টা ইতি তচ্চ বাহ্যক্রমেণোহ্যম্; অন্যথা পূর্ব্বাপরবিরোধাপত্তেরিতি দিক্। কাল ইতি সদা লজ্জয়া প্রায়ো দূরতো বর্ত্তমানা অপি পূজোৎসবসময়ং প্রাপ্য কৃষ্ণস্যান্তিকং প্রাপ্তাঃ, অতএব প্রথমাবরণে পূজ্যাঃ, এবং কামপরাণাং তত্তৎপূজাবিধিরপ্যনুমত ইত্যূহ্যম্। পূজ্যা ইতি সর্ব্বত্রানুবর্ত্তত এব; বিভক্ত্যাদি-ব্যত্যয়েন যথাসম্ভবং সম্বন্ধনীয়ম্ ॥ ৩৭৭ ॥

ততো গোপকুমারাশ্চ তদ্বয়স্যাস্ততো বহিঃ।
নন্দো যশোদারোহিণ্যৌ গোপা গোপ্যশ্চ তৎসমাঃ ॥৩৭৮॥
ততশ্চ বৎসা গাবশ্চ বৃষারণ্যমৃগাদয়ঃ।
ততো ব্রহ্মাদয়ো দেবাঃ প্রাপ্তা নীরাজনোৎসবে ॥৩৭৯

অনুবাদ—তৎপরে প্রভুর বয়স্য গোপকুমারগণের পূজা করিতে হইবে। তাহার বহির্ভাগে নন্দ ও তৎসদৃশ গোপগণকে এবং যশোদা, রোহিণী ও তাঁহার মত গোপীগণের পূজা করিতে হইবে। পরে বৎস, গাভী, বৃষ ও বন্য মৃগাদির পূজা করিতে হইবে। তারপর নীরাজন উৎসবের সময় ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবগণের আরাধনা করিতে হইবে ॥ ৩৭৮-৩৭৯ ॥

টীকা—তস্য শ্রীকৃষ্ণস্য বয়স্যা গোপকুমারাঃ, তৎসমাঃ শ্রীনন্দযশোদাভ্যাং সহ সমানবয়স্কা ইত্যর্থঃ। তত্র নন্দসমা গোপাঃ; যশোদাসমা গোপ্য ইতি ॥৩৭৮

———

রামঃ কদাচিৎ কৃষ্ণস্য কদাচিন্মাতুরন্তিকে।
শ্রীনারদশ্চ পরিতো ভ্রমন্ হর্ষভরাকুলঃ ॥ ৩৮০ ॥
এবং যদ্ধ্যানপূজাদাবেকান্তিভ্যঃ প্ররোচতে।
কৃষ্ণায় রোচতেঽত্যন্তং তদেব চ সতাং মতম্ ॥৩৮১

অনুবাদ—শ্রীবলরামকে কখন কৃষ্ণের সমীপে কখন রোহিণী মাতার সমীপে আরাধনা করিবেন। আর আনন্দ ভরে কাছাকাছি ভ্রমণকারী শ্রীনারদও পূজিত হইবেন। এইরূপ ধ্যানপূজাদি বিষয়ে ভগবদ্ভক্তগণের যাহা রুচিকর তাহাই শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি জনক ও সাধুদিগের মত ॥ ৩৮০-৩৮১ ॥

টীকা—কদাচিৎ কৃষ্ণস্যান্তিকে পূজ্যঃ, মাতু রোহিণ্যাঃ [illegible] ৩৮০ ॥

টীকা—নন্বেবং তন্ত্রোক্তাদিক্রমেণ স্বচ্ছন্দ-পূজা-বিধিরয়ং শাস্ত্রপরাণাং সতাং সম্মতঃ কথং স্যাৎ? তত্র লিখতি—এবমিতি। ধ্যানপূজাদৌ বিষয়ে যদেকান্তিভ্যঃ প্রকর্ষেণ রোচতে, তদেব কৃষ্ণায় ভগবতেঽত্যন্তং রোচতে; অতঃ সদাং তদেব সম্মতমিত্যর্থঃ ॥ ৩৮১ ॥

———

তথা চ তৃতীয়স্কন্ধে (২৪।৩১) শ্রীকর্দ্দমস্তৌ (৯।১১)—
তান্যেব তেঽভিরূপাণি রূপাণি ভগবংস্তব।
যানি যানি চ রোচন্তে স্বজনানামরূপিণঃ ॥৩৮২॥
যদ্ধিয়া ত উরুগায় বিভাবয়ন্তি,
তত্তদ্বপুঃ প্রণয়সে সদনুগ্রহায় ॥ ৩৮৩ ॥

অনুবাদ—অতএব ভাগবতের তৃতীয়স্কন্ধে শ্রীকর্দ্দম স্তুতিতে বর্ণিত হইয়াছে—হে ভগবন্! অরূপী তোমার যে যে রূপ ভক্তগণের রুচিকর, সেই সকল রূপই তোমার অভিরূপ। সাধুগণ নিজের নিজের অন্তরে তোমার যে যে মূর্ত্তি চিন্তা করেন, তুমি তাঁহাদিগের প্রতি করুণা করিয়া সেই সেই মূর্ত্তি প্রকট করিয়া থাক ॥ ৩৮২-৩৮৩ ॥

টীকা—তদেব প্রমাণয়তি—তান্যেবেতি। শ্রীকপিলদেবং প্রতি শ্রীকর্দ্দমস্য বচনমিদম্—হে ভগবন্! তব রূপাণি অবতারা চতুর্ভুজত্ব-দ্বিভুজত্বাদ্যাকারা বা শুক্লকৃষ্ণাদিবর্ণা বা সৌন্দর্য্যাণি বা, স্বজনানামেকান্তভক্তানাং, তেভ্যো যানি যানি রোচন্তে, তান্যেব তে তব অভিরূপাণি যোগ্যানীত্যর্থঃ, পরমভক্তবাৎসল্যভরাৎ। যদ্বা, সম্মতানীত্যর্থঃ; যদ্বা, তান্যেব রূপাণি তে তুভ্যং রোচন্তে, যতঃ অভিরূপাণি তান্যেব পরমমনোহরাণি। অন্যৎ সমানম্। অরূপিণ ইতি—আদ্যে পক্ষে ন বিদ্যতে রূপী অবতারী যস্মাত্তস্য পরমাবতারিণ ইত্যর্থঃ। দ্বিতীয়-তৃতীয়-পক্ষদ্বয়ে অকারো বিষ্ণুস্তদ্রূপিণঃ, অতশ্চতুর্ভুজত্ব-শ্যামবর্ণত্বাদিমত ইত্যর্থঃ। চতুর্থে ন বিদ্যতে রূপী সৌন্দর্য্যবান্ অন্যো যস্মাৎ; তস্য সহজ-পরমসৌন্দর্য্যবত ইত্যর্থঃ। তথাভূতস্যাপি তব, অতঃ শুক্লাদিবর্ণবিশিষ্টস্যাস্য শ্রীকপিলাবতারস্য মহ্যং রোচনাদেবং ত্বয়াবতীর্ণমিতি শ্রীকর্দ্দমাভিপ্রায়ঃ। যদ্বা, রূপ্যতে দৃশ্যতে সাক্ষাৎ ক্রিয়তে ভগবান্ যৈস্তানি রূপাণি শ্রবণাদীনি নবধা-ভক্ত্যঙ্গানি যানি যাদৃশানি; অরূপিণঃ রূপঃ নিরূপণং তদ্বান্ রূপী, তদ্ব্যতিরিক্তস্য অনির্ব্বচনীয়মাহাত্ম্যস্য ইত্যর্থঃ। পরং পূর্ব্ববদেব, অতো মম গৃহত্যাগাদিনা অগ্রে শ্রবণাদি-ভক্ত্যেকনিষ্ঠত্ববুভুষা তুভ্যং রোচতে এবেতি তদভিপ্রায়ো জ্ঞেয়ঃ। এবমেকান্তিভ্যো যদ্রোচতে, তদেব ভগবতে রোচতে ইতি সিদ্ধম্ ॥ ৩৮২ ॥

———

অথ শ্রীমন্নামাষ্টকপূজা

ততোঽষ্টনামভিঃ কৃষ্ণং পুষ্পাঞ্জলিভিরর্চ্চয়েৎ।
কুর্য্যাত্তৈরেব বা পূজামশক্তোঽখিলদৈঃ প্রভোঃ ॥৩৮৪

অনুবাদ—অতঃপর শ্রীকৃষ্ণের নামাষ্টকের পূজা—তারপর নামাষ্টক রূপ-মন্ত্রদ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিতে হইবে। পূর্ব্বোক্ত বিধানে যদি কেহ প্রভুর পূজা করিতে অপারগ হন, তাহা হইলে তিনি অষ্ট নামেই পূজা করিবেন। তাহা হইলেই তাঁহার সকল পূজার ফল সিদ্ধ হইবে ॥ ৩৮৪ ॥

টীকা—ততস্তদাবরণপূজানন্তরম্, অষ্টভির্নামমন্ত্রৈঃ কৃষ্ণং পুষ্পাঞ্জলিভিঃ পূজয়েৎ শ্রীকৃষ্ণায় পুষ্পা-

ঞ্জলিং দদ্যাদিত্যর্থঃ তথা চ ক্রমদীপিকায়ামাবরণ-পূজানন্তরম্—'ইত্যর্চ্চয়িত্বা জলগন্ধপুষ্পৈঃ, কৃষ্ণাষ্টকেনাপ্যথ পুষ্পপূজাম্। কুর্য্যাদ্বুধঃ' ইতি। অস্যার্থঃ —ইতি পূর্ব্বোক্তপ্রকারেণাবরণানি জলাদিভিঃ পূজয়িত্বা, অথানন্তরং পুষ্পপূজাং পুষ্পৈঃ কৃষ্ণপূজাং কুর্য্যাদিত্যর্থঃ। কৃষ্ণপূজামিতি কুচিৎ পাঠঃ তথাপি স এবার্থঃ। জলগন্ধপুষ্পৈরিত্যস্য পূর্ব্বেণৈব সম্বন্ধাৎ; অতো ভিন্নোপক্রমায়াথশব্দপ্রয়োগ ইতি। অত্র চ কেচিন্মন্যন্তে—প্রত্যেকং নামৈকঃ পুষ্পাঞ্জলিরিত্যেবমষ্টনামভিরষ্টপুষ্পাঞ্জলীন্ দদ্যাদিতি; কেচিচ্চ সর্ব্বান্তে ত্রীন্ পুষ্পাঞ্জলীনিতি। তত্র চ যথাসম্প্রদায়ং ব্যবহারঃ। অধুনা পূর্ব্বলিখিততত্তদ্ভগবৎপূজালিখাবত্যন্তাসমর্থং প্রতি পক্ষান্তরং লিখতি—কুর্য্যাদিতি, অশক্তশ্চেত্তর্হি প্রভোঃ শ্রীকৃষ্ণস্য পূজাং কুর্য্যাৎ। কৈঃ? তৈঃ নামাষ্টকদেয়পুষ্পাঞ্জলিভিরেব; যদ্বা, তৈরষ্টনামভিঃ তৎকীর্ত্তনৈরেবেত্যর্থঃ। তাবন্মাত্রেণৈবাশেষপূজাফলং সংসিধ্যেদেবেতি লিখতি—অখিলদৈরিতি। তথা চ ক্রমদীপিকায়াম্—'এভিরেবাথবা পূজা কর্ত্তব্যা কংসবৈরিণঃ। সংসারসাগরোত্তীর্ণৈঃ সর্ব্বকামাপ্তয়ে বুধৈঃ॥' ইতি। কেচিচ্চ মন্যন্তে—অত্যন্তাসমর্থো হ্যাবরণপূজাং বিহায়াবরণপূজাপরিবর্ত্তেন তৈরেব পূজয়েৎ, আবরণপূজা-প্রসঙ্গোক্তত্বাদিতি। তদ্যুক্তং, যতো নামনির্দ্দেশান্তরমেব তদুক্তেঃ। তথা কংসবৈরিণঃ পূজা কর্ত্তব্যেত্যুক্তত্বাদেভিরেবেতি নির্দ্ধারাচ্চ পরমাশক্তস্য তৈরেব সর্ব্বা পূজাসম্পদ্যেতেত্যবগম্যতে ইতি দিক্॥ ৩৮৪॥

———

শ্রীকৃষ্ণো বাসুদেবশ্চ তথা নারায়ণঃ স্মৃতঃ।
দেবকীনন্দনশ্চৈব যদুশ্রেষ্ঠস্তথৈব চ॥ ৩৮৫॥
বার্ষ্ণেয়শ্চাসুরাক্রান্ত-ভারহারী তথা পরঃ।
ধর্ম্মসংস্থাপকশ্চেতি চতুর্থ্যন্তৈর্নমোযুতৈঃ॥ ৩৮৬॥

ইতি শ্রীগোপালভট্টবিলিখিতে শ্রীভগবদ্ভক্তিবিলাসে পৌষ্পিকো নাম সপ্তমো বিলাসঃ।

অনুবাদ—অষ্টনাম এইরূপ—শ্রীকৃষ্ণ, বাসুদেব, নারায়ণ, দেবকীনন্দন, যদুশ্রেষ্ঠ, বার্ষ্ণেয়, অসুরাক্রান্ত-ভারহারী ও ধর্ম্মস্থাপক 'শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ' এইরূপ চতুর্থী বিভক্তিযুক্ত নাম দ্বারা পূজা করিতে হইবে॥ ৩৮৫-৩৮৬॥

ইতি শ্রীগোপালভট্টবিলিখিত শ্রীভগবদ্ভক্তিবিলাসে পৌষ্পিক নামক সপ্তম বিলাস।

টীকা—তানি নামান্যেব লিখতি—শ্রীকৃষ্ণ ইতি দ্বাভ্যাম্। 'নম ইতি-শব্দেন যুতৈঃ তৈর্নামভিঃ পূজাং কুর্য্যাৎ' ইতি পূর্ব্বেণৈবান্বয়ঃ। এবং শ্রীকৃষ্ণাবতারসম্বন্ধিনাম্নামগ্রে লেখ্যেন মাহাত্ম্যবিশেষেণাশেষা পূজা স্বতঃ সম্পদ্যত এবেতি ভাবঃ। প্রয়োগ—'শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ' ইত্যাদি॥ ৩৮৫-৩৮৬॥

ইতি সপ্তমো বিলাসঃ।
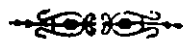
অষ্টম-বিলাসঃ

শ্রীচৈতন্য প্রভুং বন্দে যৎপাদাশ্রয়বীর্য্যতঃ।
সংগৃহ্ণাত্যাকরব্রাতাদজ্ঞো রত্নাবলীময়ম্ ॥ ১ ॥

অনুবাদ—এই দীনজন যাঁহার শ্রীচরণ অশ্রয় প্রভাবে সাগর সদৃশ আকর শাস্ত্রসমূহ হইতে রত্নাবলী আহরণ করিবার জন্য প্রবৃত্ত হইয়াছে, সেই শ্রীচৈতন্য প্রভুকে আমি বন্দনা করি ॥ ১ ॥

টীকা—এবং শ্রীভগবতোঽনুগ্রহপ্রভাবেণ বহুলগ্রন্থেভ্যঃ পরমোত্তমান্ শ্লোকান্ সংগৃহ্য লিখন্ ভক্ত্যা তং প্রণমতি—শ্রীচৈতন্যপ্রভুমিতি। যস্য পাদয়োরাশ্রয়ঃ শরণাপত্তিস্তস্য তেন বা যদ্বীর্য্যং প্রভাবঃ, তস্মাদ্ধেতোঃ তেন বা; আকরঃ সমুদ্রাদিস্থানীয়ং শাস্ত্রং, তস্য ব্রাতাৎ সমূহাৎ, রঙ্কোঽপ্যয়ং জনঃ, এবং শ্রদ্ধাপ্রযত্নাদিবিশেষঃ সূচিতঃ ॥ ১ ॥

অথ ধূপনম্

ততশ্চ ধূপমুৎসৃজ্য নীচৈস্তন্মুদ্রয়ার্পয়েৎ।
কৃষ্ণং সঙ্কীর্ত্তয়ন্ ঘণ্টাং বামহস্তেন বাদয়ন্ ॥ ২ ॥

অনুবাদ—অতঃপর ধূপদান—অতঃপর ধূপ নিবেদন করিয়া মাটি হইতে প্রভুর নাভিদেশ পর্য্যন্ত ধূপপাত্র উঠাইবে এবং বামহাতে ঘণ্টা বাজাইয়া ও শ্রীকৃষ্ণনাম সংকীর্ত্তন করিয়া তন্মুদ্রা দ্বারা অর্পণ করিবে ॥ ২ ॥

টীকা—উৎসৃজ্য 'এষ ধূপো নমঃ' ইতি মূলমন্ত্রেণোৎসর্গং কৃত্বা; নীচৈরিতি ভূমিতো দেবস্য শ্রীনাভিপর্য্যন্তং ধূপপাত্রং সমুত্থাপ্যেতি সদাচারতো জ্ঞেয়ম্; তথা 'ঘণ্টাঞ্চ স্বাহা, অস্ত্রায় ফট্' ইতি গন্ধাক্ষতকুসুমৈঃ পূজিতামিতি বোদ্ধব্যম্ ॥ ২ ॥

তথা চ বহ্বৃচপরিশিষ্টে—

ধূপস্য বীজনে চৈব ধূপেনাঙ্গবিধূপনে।
নীরাজনেষু সর্ব্বেষু বিষ্ণোর্নামানি কীর্ত্তয়েৎ ॥ ৩ ॥
জয়ঘোষং প্রকুর্ব্বীত কারুণ্যং চাভিকীর্ত্তয়েৎ।
তথা মঙ্গলঘোষঞ্চ জগদ্বীজস্য চ স্তুতিম্ ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—বহ্বৃচপরিশিষ্টে এই বিষয়ে বলা হইয়াছে—ধূপের বীজনে অর্থাৎ সৌগন্ধ সর্ব্বত্র যাহাতে বিস্তার লাভ করে, সেই জন্য পাখা দিয়া বাতাস দেওয়ার সময়, ধূপদ্বারা শ্রীঅঙ্গের সৌগন্ধ্য সম্পাদনের সময় এবং সর্ব্বপ্রকার নীরাজনে শ্রীবিষ্ণুর নামসমূহ কীর্ত্তন করিবে এবং জগৎকারণ প্রভুর জয়শব্দ ও মঙ্গলশব্দ উচ্চারণ, কারুণ্যগাথা কীর্ত্তন এবং ব্রহ্মাদি কৃত স্তুতি ও পাঠ করিবে ॥ ৩-৪ ॥

টীকা—ধূপস্য সর্ব্বতঃ প্রসারণার্থং ব্যজনাদিনা যদ্বীজনং, তস্মিন্; কারুণ্যং পূতনাদি-সদ্গতি-দাতৃত্বাদিকম্; জগদ্বীজস্য ভগবতঃ স্তুতিং ব্রহ্মাদি-ব্রহ্মাদিকৃতাম্ ॥ ৩-৪ ॥

অন্যত্র চ—

ততঃ সমর্পয়েদ্ধূপং ঘণ্টাবাদ্যজয়স্বনৈঃ।
ধূপস্থানং সমভ্যর্চ্চ্য তর্জ্জন্যা বাময়া হরেঃ ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—অন্যত্রও উক্ত হইয়াছে—বামহস্তের তর্জ্জনীদ্বারা ধূপপাত্র স্পর্শ করিয়া পূজাপূর্ব্বক ঘণ্টাশব্দ ও জয়শব্দ সহকারে শ্রীহরিকে ধূপ সমর্পণ করিবে ॥ ৫ ॥

টীকা—ধূপস্য স্থানং পাত্রং হরেঃ সমর্পয়েৎ ॥৫॥

তত্র মন্ত্রঃ

বনস্পতিরসোৎপন্নো গন্ধাঢ্যো গন্ধ উত্তমঃ।
আঘ্রেয়ঃ সর্ব্বদেবানাং ধূপোঽয়ং প্রতিগৃহ্যতাম্ ॥৬॥

অনুবাদ—বৃক্ষরসে উৎপন্ন, গন্ধযুক্ত শ্রেষ্ঠগন্ধ, দেবতাগণের আঘ্রাণযোগ্য এই ধূপ গ্রহণ করুন ॥৬॥

অথ ধূপাঃ

বামনপুরাণে—

রুহিকাখ্যং কণো দারু-সিহ্লকঞ্চাগুরুঃ সিতা।
শঙ্খো জাতীফলং শ্রীশে ধূপানি স্যুঃ প্রিয়াণি বৈ ॥৭॥

অনুবাদ—বামনপুরাণে উক্ত আছে যথা—জটা-

মাংসী, গুগ্‌গুল, দারু, সিহলক, অগুরু, শর্করা, শঙ্খ (নখী) জাতীফল, এই সকল দ্রব্যদ্বারা নির্ম্মিত ধূপ শ্রীবিষ্ণুর প্রিয় ॥ ৭ ॥

মূলাগমে—

সগুগ্‌গুল্বগুরূশীরসিতাজ্য-মধুচন্দনৈঃ ।
সারাঙ্গারবিনিক্ষিপ্তৈঃ কল্পয়েদ্‌ধূপমুত্তমম্ ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—মূলাগমে যথা—গুগ্‌গুল, অগুরু, উশীর, শর্করা, ঘৃত, মধু ও চন্দন উৎকৃষ্ট কাষ্ঠের অঙ্গারে বিনিক্ষেপ করিয়া অর্থাৎ উৎকৃষ্ট অঙ্গার চূর্ণের সহিত মিশ্রিত করিয়া উত্তম ধূপ তৈয়ারী করিবে ॥ ৮ ॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে চ—

তথৈব শুক্তগন্ধা যে ধূপাস্তে জগতঃ পতে ।
বাসুদেবস্য ধর্ম্মজ্ঞৈর্নিবেদ্যা দানবেশ্বর ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরেও বলা হইয়াছে—হে জগৎপতে ! হে দানবেশ্বর ! ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তিগণ সেইরূপ উৎকৃষ্ট গন্ধযুক্ত ধূপ বাসুদেবকে নিবেদন করিবে ॥৯

অথ ধূপেষু নিষিদ্ধম্

তত্রৈব—

ন ধূপার্থে জীবজাতম্ ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—ঐ গ্রন্থেই—প্রাণিজাত বস্তুদ্বারা ধূপ রচনা করিবে না ॥ ১০ ॥

টীকা—রুহিকা জটামাংসী, কণো গুগ্‌গুল্‌-বিশেষঃ, সিতা শর্করা, শঙ্খো নখী, ন জীবজাতং প্রাণ্যঙ্গসম্ভবং, নখীপূষ্যলক-মৃগমদাদিকং, ন দদ্যাদিতি শেষঃ। যচ্চ শঙ্খাদিকং পূর্ব্বং ধূপেষু বিহিতং, তত্র চ 'বিহিতপ্রতিষিদ্ধে স্তবিহিতালাভতোহর্চ্চয়েৎ' ইতি পুষ্পপ্রকরণলিখিত-ন্যায়োহবতারয়িতব্যঃ। এবমগ্রেহপ্যন্যত্রোহ্যম্ ॥ ৭-১০ ॥

তত্রৈবাপবাদঃ

বিনা মৃগমদং ধূপে জীবজাতং বিবর্জ্জয়েৎ ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—ধূপবিষয়ে মৃগমদ ব্যতীত অন্য প্রাণিজাত বস্তু পরিত্যাগ করিবে ॥ ১১ ॥

কালিকাপুরাণে—

ন যক্ষধূপং বিতরেন্মাধবায় কদাচন ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—কালিকাপুরাণে যথা—মাধবকে কদাচ যক্ষধূপ অর্থাৎ শালগাছের নির্য্যাসরূপ ধূপ নিবেদন করিবে না ॥ ১২ ॥

অগ্নিপুরাণে—

ন শল্লকীজং ন তৃণং ন শল্করসসম্ভূতম্ ।
ধূপং প্রত্যঙ্গনির্ম্মুক্তং দদ্যাৎ কৃষ্ণায় বুদ্ধিমান্ ॥১৩॥

অনুবাদ—অগ্নিপুরাণে যথা—শল্লকী (শালেয়ী) জাত, উশীরাদি তৃণজাত, শল্করস (শেহরের মজ্জা) সমুদ্ভব ও উহাদের কাণ্ডাদি প্রত্যঙ্গ সমুৎপন্ন ধূপ বুদ্ধিমান ব্যক্তি কৃষ্ণকে অর্পণ করিবেন না ॥ ১৩ ॥

টীকা—শল্লকী শালেয়ীতি প্রসিদ্ধা, তৃণম্ উশীরপ্রভৃতি, শল্কঃ শেহরেতি প্রসিদ্ধঃ, তস্য রসো মজ্জা। প্রত্যঙ্গনির্ম্মুক্তম্ অঙ্গম্ অঙ্গং প্রতিনির্ম্মুক্তং, সম্ভৃতং শয়ড়াকাণ্ডাদি, তচ্চ ন দদ্যাদিত্যর্থঃ, নিষিদ্ধপ্রকরণত্বাৎ। যদ্বা, প্রথমং নিষিদ্ধমুক্ত্বা পশ্চাদ্ধূপদানপ্রকারমাহ—প্রত্যঙ্গং, শ্রীভগবতঃ সর্ব্বাঙ্গেষু নির্ম্মুক্তং প্রসৃতং সংলগ্নং যথা স্যাদিতি ॥ ১৩ ॥

অথ ধূপনমাহাত্ম্যম্

নারসিংহে শ্রীমার্কণ্ডেয়-শতানীক-সংবাদে—

মহিষাখ্যং গুগ্‌গুলুঞ্চ আজ্যযুক্তং সশর্করম্ ।
ধূপং দদাতি রাজেন্দ্র নরসিংহস্য ভক্তিমান্ ॥ ১৪ ॥
স ধূপিতঃ সর্ব্বদিক্ষু সর্ব্বপাপবিবর্জ্জিতঃ ।
অপ্সরোগণযুক্তেন বিমানেন বিরাজতা ।
বায়ুলোকং সমাসাদ্য বিষ্ণুলোকে মহীয়তে ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ—অনন্তর ধূপদান মাহাত্ম্য শ্রীনৃসিংহপুরাণে শ্রীমার্কণ্ডেয়-শতানীক সংবাদে যথা—হে রাজেন্দ্র ! যে ভক্তিমান্ মনুষ্য চতুর্দ্দিক সুবাসিত করিয়া মহিষ গুগ্‌গুলু, ঘৃত ও শর্করাযুক্ত ধূপ

শ্রীনৃসিংহদেবকে প্রদান করেন, সকল পাপ হইতে মুক্ত হইয়া অপ্সরাদিগের সহিত রথে আরোহণ করতঃ বায়ুলোকে গমন করেন, তারপর সেখান হইতে বিষ্ণুলোকে গিয়া সম্মানের সহিত বাস করেন ॥ ১৪-১৫ ॥

স্কান্দে—

যে কৃষ্ণাগুরুণা কৃষ্ণং ধূপয়ন্তি কলৌ নরাঃ।
সকর্পূরেণ রাজেন্দ্র কৃষ্ণতুল্যা ভবন্তি তে ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ—স্কন্দপুরাণে যথা—হে রাজেন্দ্র! কলিকালে যে সমস্ত মনুষ্য কর্পূরের সহিত কৃষ্ণ অগুরু দ্বারা নির্ম্মিত ধূপ শ্রীকৃষ্ণকে নিবেদন করেন তাঁহারা কৃষ্ণ সদৃশ হইয়া থাকেন অর্থাৎ তাঁহারা সারূপ্য মুক্তি প্রাপ্ত হন ॥ ১৬ ॥

টীকা—কৃষ্ণতুল্যা ইতি তৎসারূপ্যপ্রাপ্তেঃ ॥ ১৬ ॥

সাজ্যেন বৈ গুগ্‌গুলুনা সুধূপেন জনার্দ্দনম্।
ধূপয়িত্বা নরো যাতি পদং তস্য সদা শিবম্ ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—ঘৃতের সহিত গুগ্‌গুলু মিশাইয়া ঐ শ্রেষ্ঠ ধূপদ্বারা শ্রীজনার্দ্দনকে ধূপিত করিলে মনুষ্য নিত্য মঙ্গলময় স্থানে গমন করেন ॥ ১৭ ॥

টীকা—সদা শিবং নিত্যমঙ্গলম্ ॥ ১৭ ॥

অগুরুন্তু সকর্পূরং দিব্যচন্দনসৌরভম্।
দত্ত্বা নিত্যং হরের্ভক্ত্যা কুলানাং তারয়েচ্ছতম্ ॥১৮॥

অনুবাদ—কর্পূর, অগুরু ও সুগন্ধি চন্দন দিয়া তৈরী ধূপ ভক্তিভরে নিত্য শ্রীহরিকে নিবেদন করিলে শতকুল উদ্ধার হয় ॥ ১৮ ॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর-তৃতীয়কাণ্ডে—

ধূপানামুত্তমং তদ্বৎ সর্ব্বকামফলপ্রদম্।
ধূপং তুরুষ্ককং দত্ত্বা বহ্নিষ্টোমফলং লভেৎ ॥১৯॥
দত্ত্বা তু কৃত্রিমং মুখ্যং সর্ব্বকামানবাপ্নুয়াৎ।
গন্ধযুক্তকৃতং দত্ত্বা যজ্ঞগোসবমাপ্নুয়াৎ ॥ ২০ ॥

অনুবাদ—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে তৃতীয়কাণ্ডে বর্ণিত হইয়াছে—উত্তম ধূপ নিবেদিত হইলে সর্ব্ববিধ কামনা সফল হয় আর তুরষ্ক ধূপ নিবেদন করিলে অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের ফল লাভ হয়। কৃত্রিম উৎকৃষ্ট ধূপ নিবেদন করিলে সর্ব্ববিধ কামনা সিদ্ধি হয়। গন্ধযুক্ত করিয়া নিবেদন করিলে গোমেধ যজ্ঞের ফল পাওয়া যায় ॥ ১৯-২০ ॥

দত্ত্বা কর্পূরনির্য্যাসং বাজিমেধফলং লভেৎ।
বসন্তে গুগ্‌গুলুং দত্ত্বা বহ্নিষ্টোমমবাপ্নুয়াৎ ॥ ২১ ॥
গ্রীষ্মে চন্দনসারেণ রাজসূয়ফলং লভেৎ।
তুরুষ্কস্য প্রদানেন প্রাবৃষ্যুত্তমতাং লভেৎ ॥ ২২ ॥
কর্পূরদানাচ্ছরদি রাজসূয়মবাপ্নুয়াৎ ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ—কর্পূর নির্য্যাস অর্পণ করিলে অশ্বমেধ যজ্ঞের এবং বসন্তকালে গুগ্‌গুলু দিলে অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের ফল হয়। গ্রীষ্মকালে চন্দনসার দ্বারা ধূপ দিলে রাজসূয় যজ্ঞের ফল হইয়া থাকে। বর্ষাকালে তুরস্কের ধূপ প্রদান করিলে উত্তমতা লাভ হয়। শরৎকালে কর্পূর অর্পণ করিলে রাজসূয় যজ্ঞের ফল পাওয়া যায় ॥ ২১-২৩ ॥

হেমন্তে মৃগদর্পেণ বাজিমেধফলং লভেৎ।
শিশিরেঽগুরুসারেণ সর্ব্বমেধফলং লভেৎ ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ—হেমন্তকালে মৃগনাভি অর্পণ করিলে অশ্বমেধযজ্ঞের ফল হয়। শিশিরকালে অগুরুসার নিবেদন করিলে সর্ব্বযজ্ঞের ফল পাওয়া যায় ॥২৪॥

টীকা—মৃগদর্পেণ কস্তুর্য্যা, সর্ব্বৈর্মেধৈর্যজ্ঞৈরপি সুদুর্লভম্ ॥ ২৪ ॥

পদমুত্তমমাপ্নোতি ধূপদঃ পুষ্টিমশ্নুতে।
ধূপলেখা যথৈবোর্দ্ধ্বং নিত্যমেব প্রসর্পতি।
তথৈবোর্দ্ধ্বগতো নিত্যং ধূপদানাদ্ভবেন্নরঃ ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ—ধূপদানকারী পরলোকে বৈকুণ্ঠরূপ উত্তমপদ প্রাপ্ত হয় ও ইহলোকে পুষ্টি লাভ করে। ধূপশিখা যেমন প্রতিদিন উর্দ্ধ্বগামী হয়, ধূপদাতাও

ধূপদান বশতঃ প্রত্যহ সেইরূপ উদ্ধ্বগামী হইতে থাকেন ॥ ২৫ ॥

টীকা—উত্তমং পদং শ্রীবৈকুণ্ঠাখ্যম্ ইহ লোকে চ পুষ্টিং পরিপূর্ণতাং লভতে ; যদ্বা, পোষণং তদনুগ্রহ ইতি দ্বিতীয়স্কন্ধোক্তলক্ষণাং পুষ্টিং সর্ব্বত্রানুভবতীত্যর্থঃ ॥ ২৫ ॥

———

প্রহলাদসংহিতায়াঞ্চ—

যো দদাতি হরের্ধূপং তুলসীকাষ্ঠবহ্নিনা ।
শতক্রতুসমং পুণ্যং গোহযুতং লভতে ফলম্ ॥
ইতি ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ—প্রহলাদসংহিতায় যথা—তুলসীকাষ্ঠের অগ্নিদ্বারা শ্রীহরিকে ধূপ দিলে শতযজ্ঞতুল্য ও দশ-হাজার গোদানের তুল্য ফল লাভ হয় ॥ ২৬ ॥

টীকা—গোহযুতং গবাময়ুতদানজঞ্চেত্যর্থঃ ॥২৬॥

———

ধূপয়েচ্চ তথা সম্যক্ শ্রীমদ্ভগবদালয়ম্ ।
ধূপশেষং ততো ভক্ত্যা স্বয়ং সেবেত বৈষ্ণবঃ ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ—বৈষ্ণবব্যক্তি শ্রীভগবন্মন্দির সর্ব্ব-প্রকারে ধূপ দিয়া সুবাসিত করিবেন, তারপর ভক্তি-পূর্ব্বক নিজে ধূপ শেষ গ্রহণ করিবেন ॥ ২৭ ॥

টীকা—তথেতি সমুচ্চয়ে, তেনৈব প্রকারেণেতি বা সম্যক্ ধূপয়েৎ ॥ ২৭ ॥

———

তথা চ পাদ্মে অম্বরীষং প্রতি গৌতমপ্রশ্নে—

ধূপশেষন্তু কৃষ্ণস্য ভক্ত্যা ভজসি ভূপতে ।
কৃত্বা চারাত্রিকং বিষ্ণোঃ স্বমূর্দ্ধা বন্দসে নৃপ ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ—সেইরূপ পদ্মপুরাণে অম্বরীষের প্রতি গৌতমের প্রশ্ন—হে নরপতে ! তুমি ভক্তিভরে শ্রীকৃষ্ণের ধূপ শেষ গ্রহণ কর কি ? এবং তাঁহার আরাত্রিক করিয়া মস্তকদ্বারা উহার বন্দনা কর কি ? ॥ ২৮ ॥

———

অথ শ্রীভগবদালয়-ধূপন-মাহাত্ম্যম্

কৃষ্ণাগুরুসমুত্থেন ধূপেন শ্রীধরালয়ম্ ।
ধূপয়েদ্বৈষ্ণবো যস্তু স মুক্তো নরকার্ণবাৎ ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ—অতঃপর শ্রীভগবন্মন্দিরে ধূপার্পণ মাহাত্ম্য—যে বিষ্ণুভক্ত ব্যক্তি কৃষ্ণাগুরুজাত ধূপদ্বারা শ্রীধরের মন্দির ধূপিত করেন, তিনি নিরয় সমুদ্র হইতে উত্তীর্ণ হইবেন ॥ ২৯ ॥

———

ধূপশেষসেবন-মাহাত্ম্যম্

পাদ্মে শ্রীগৌতমাম্বরীষ-সংবাদে—

তীর্থকোটিশতৈর্ধৌতো যথা ভবতি নির্ম্মলঃ ।
করোতি নির্ম্মলং দেহং ধূপশেষস্তথা হরেঃ ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ—ধূপশেষ সেবনের মাহাত্ম্য পদ্মপুরাণের শ্রীগৌতম-অম্বরীষ-সংবাদে বর্ণিত হইয়াছে—শতকোটি তীর্থে স্নান করিলে যে প্রকার পবিত্র হওয়া যায়, শ্রীহরির ধূপশেষ সেই প্রকার দেহকে পবিত্র করে ॥ ৩০ ॥

———

ন ভয়ং বিদ্যতে তস্য ভৌমং দিব্যং রসাতলম্ ।
কৃষ্ণধূপাবশেষেণ যস্যাঙ্গং পরিবাসিতম্ ॥ ৩১ ॥

অনুবাদ—শ্রীকৃষ্ণের ধূপাবশেষ দ্বারা যাঁহার শরীর সুবাসিত হইয়াছে, তাঁহার স্বর্গ, পৃথিবী কিংবা পাতাল কোন স্থান হইতেই ভয় থাকে না ॥ ৩১ ॥

টীকা—দিব্যং দিবি ভবং, রসাতলং পাতালভব-মিত্যর্থঃ ॥ ৩১ ॥

———

নাপদো বিপদস্তস্য ভবন্তি খলু দেহিনঃ ।
হরের্দত্তাবশেষেণ ধূপয়েদ্যস্তনুং সদা ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ—যিনি বিষ্ণুকে ধূপদান করিয়া তাঁহার অবশেষ দ্বারা সর্ব্বদা দেহ ধূপিত করেন, নিশ্চয় করিয়া বলিতেছি তাঁহার কোন আপদ বিপদ থাকে না ॥ ৩২ ॥

টীকা—আপদ্বিপদোঃ কার্য্যকারণত্বাদিনা ভেদঃ কল্প্যঃ ॥ ৩২ ॥

———

নাসৌখ্যং ন ভয়ং দুঃখং নাধিজং নৈব রোগজং ।
যঃ সেবয়েদ্ধূপশেষং বিষ্ণোরদ্ভুতকর্ম্মণঃ ॥ ৩৩ ॥

অনুবাদ—যিনি অদ্ভুতকর্ম্মা শ্রীবিষ্ণুর ধূপশেষ সেবন করেন, তাঁহার কোন সুখের অভাব হয় না। কোনরূপ ভয় থাকে না এবং মনঃপীড়া-জনিত অথবা রোগজনিত কোন প্রকার ক্লেশ আসে না ॥৩৩

টীকা—অসৌখ্যং সুখাভাবামাত্রং, সেবয়েদিতি স্বার্থে ইণ্। যদ্বা, অন্যমপি যং সেবয়েৎ, এবং সেবয়িত্বেত্যপি ॥ ৩৩ ॥

———

ক্রূরসত্ত্বভয়ং নৈব চ চৌরভয়ং কৃচিৎ।
সেবয়িত্বা হরের্ধূপং নির্ম্মাল্যং পাদয়োর্জলম্ ॥ ৩৪ ॥

অনুবাদ—শ্রীহরির ধূপ, নির্ম্মাল্য ও পাদোদক সেবা করিলে কোনরূপ হিংস্রজন্তুর কিংবা চোরের ভয় থাকে না ॥ ৩৪ ॥

———

হরিভক্তিসুধোদয়ে চ—

আঘ্রাণং যদ্ধরের্দত্তং ধূপোচ্ছিষ্টস্য সর্ব্বতঃ।
তদ্ভবব্যালদষ্টানাং ভবেৎ কর্ম্মবিষাপহম্ ॥ইতি॥৩৫

অনুবাদ—হরিভক্তিসুধোদয়েও বলা হইয়াছে—সংসাররূপ মহাসর্পকর্ত্তৃক দষ্ট ব্যক্তিগণ যদি শ্রীহরিতে অর্পিত চারিদিকে বিস্তৃত ধূপের আঘ্রাণ গ্রহণ করে, তাহা হইলে শ্রীহরি তাহাদের সংসার দুঃখরূপ বিষ ধ্বংস করিয়া দেন ॥ ৩৫ ॥

টীকা—সর্ব্বতঃ প্রসর্পতঃ ভবঃ সংসার এব ব্যালঃ মহাসর্পঃ, তেন দষ্টানাং জনানাং বিষং সংসারদুঃখম্ অপহন্তীতি তথা তৎ ॥ ৩৫ ॥

———

দর্শনাদপি ধূপস্য ধূপদানাদিজং ফলম্।
সর্ব্বমন্যেঽপি বিন্দন্তি তচ্চাগ্রে ব্যক্তিমেষ্যতি ॥৩৬॥

অনুবাদ—ধূপদাতাগণ ছাড়া অন্য ধূপদান দর্শনকারী ব্যক্তিগণও ধূপদানাদি জনিত সর্ব্বপ্রকার ফল পাইয়া থাকেন। এই বিষয়ে পরে বলা হইবে ॥৩৬॥

টীকা—অন্যে ধূপদাতৃ-ব্যতিরিক্তা জনা অপি ধূপস্য দর্শনাদপি, আদিশব্দেন ধূপশেষাঘ্রাণাচ্চ জায়ত ইতি তথা তৎ সর্ব্বফলং লভতে। তচ্চ ফলপ্রাপ্ত্যাদিকম্ অগ্রে মহানীরাজন-প্রকরণে প্রমাণবাক্যনিদর্শনাদিনা ব্যক্তং ভাবীত্যর্থঃ, তথা চ তত্রৈব লেখ্যম্—'ধূপঞ্চারাত্রিকং পশ্যেৎ করাভ্যাং তং প্রবন্দত' ইত্যাদি। ততশ্চারাত্রিকবদ্ধূপস্যাপি বন্দনং কেচিন্মন্যন্তে ॥ ৩৬ ॥

———

অথ দীপনম্

তথৈব দীপমুৎসৃজ্য প্রাগ্বদ্ ঘণ্টাঞ্চ বাদয়ন্।
পাদাব্জাদাদৃগব্জন্তন্মুদ্রয়োচ্চৈঃ প্রদীপয়েৎ ॥ ৩৭ ॥

অনুবাদ—ধূপের মত দীপও উৎসর্গ করিয়া আগের মত বামহাতে ঘণ্টা বাজাইতে বাজাইতে গন্ধ পুষ্পদ্বারা পূজিত তন্মুদ্রাযোগে প্রভুর পাদপদ্ম হইতে নেত্র পর্য্যন্ত ধূপাপেক্ষা সমধিক পরিমাণে দীপিত করিবে ॥ ৩৭ ॥

টীকা—তথা ধূপনলিখিত-প্রকারেণৈব, প্রাগ্বদিতি গন্ধাদিপূজিতাং ঘণ্টাং বামহস্তেন বাদয়ন্নিত্যর্থঃ। পাদাব্জাৎ শ্রীমূর্ত্তেঃ পাদাব্জমারভ্য আদৃগব্জং নেত্রাব্জপর্য্যন্তম্ অতএবোচ্চৈধূপাপেক্ষয়োচ্চতয়া তস্য দীপস্য মুদ্রয়া প্রকর্ষেণ দীপয়েৎ ॥ ৩৭ ॥

———

তত্র মন্ত্রঃ

গৌতমীয়ে—

সুপ্রকাশো মহাতেজাঃ সর্ব্বতস্তিমিরাপহঃ।
সবাহ্যাভ্যন্তরজ্যোতির্দীপোঽয়ং প্রতিগৃহ্যতাম্ ॥৩৮॥

অনুবাদ—গৌতমীয়তন্ত্রে যথা—অতিশয় উজ্জ্বল মহাতেজা যাবতীয় অন্ধকার বিনাশক এবং ভিতর ও বাহির জ্যোতিযুক্ত এই দীপ গ্রহণ করুন ॥ ৩৮ ॥

———

অথ দীপঃ

দীপং প্রজ্বালয়েৎশক্তৌ কর্পূরেণ ঘৃতেন বা।
গব্যেন তত্রাসামর্থ্যে তৈলেনাপি সুগন্ধিনা ॥ ৩৯ ॥

অনুবাদ—অতঃপর দীপের বিষয়—নিজ নিজ শক্তি অনুসারে কর্পূর কিংবা গব্যঘৃতযোগে দীপ প্রজ্বালিত করিবেন। যদি কোন ব্যক্তি তাহাতেও অপারগ হন তাহা হইলে তিনি সুগন্ধি তৈল যোগেও দীপ প্রজ্বালিত করিতে পারিবেন ॥ ৩৯ ॥

টীকা—শক্তৌ সত্যাং গব্যেন ঘৃতেন বা। তত্র কর্পূরঘৃতাভ্যাং দীপপ্রজ্বালনে বিষয়ে অসামর্থ্যে অশক্তৌ তু সুগন্ধিনা তিলাদিজাতেন তৈলেনাপি দীপং প্রজ্বালয়েৎ ॥ ৩৯ ॥

তথা চ নারদীয়কল্পে—

সঘৃতং গুগ্‌গুলুং ধূপং দীপং গোঘৃতদীপিতম্।
সমস্তপরিবারায় হরয়ে শ্রদ্ধয়ার্পয়েৎ ॥ ৪০ ॥

অনুবাদ—নারদীয়কল্পেও তদ্বিষয় বর্ণিত হইয়াছে—ঘৃতযুক্ত গুগ্‌গুলু ধূপ গব্যঘৃতযুক্ত দীপ জ্বালাইয়া শ্রদ্ধাপূর্ব্বক পরিবার সমন্বিত শ্রীহরিকে অর্পণ করিবে ॥ ৪০ ॥

ভবিষ্যোত্তরে—

ঘৃতেন দীপো দাতব্যো রাজন্ তৈলেন বা পুনঃ ॥৪১॥

অনুবাদ—ভবিষ্যপুরাণের উত্তরভাগে যথা—হে রাজন্! ঘৃত কিংবা তৈলদ্বারা দীপ অর্পণ করিতে হইবে ॥ ৪১ ॥

মহাভারতে চ—

হবিষা প্রথমঃ কল্পো দ্বিতীয়শ্চৌষধীরসৈঃ ॥ ৪২ ॥

অনুবাদ—মহাভারতেও যথা—ঘৃতযোগে দীপদান শ্রেষ্ঠ। অসমর্থ হইলে তিল, সরিষা, কুসুম্ভ প্রভৃতির তৈলদ্বারা দীপ দেওয়া চলিবে ॥ ৪২ ॥

টীকা—ওষধ্যঃ তিলসর্ষপকুসুম্ভাদয়স্তদ্রসৈঃ ॥৪২॥

অথ দীপে নিষিদ্ধম্

ভবিষ্যোত্তরে—

বসামজ্জাদিভির্দীপো ন তু দেয়ঃ কদাচন ॥ ৪৩ ॥

অনুবাদ—অনন্তর দীপার্পণে নিষিদ্ধ বস্তু ভবিষ্যপুরাণের উত্তরভাগে যথা—বসা ও মজ্জাদিদ্বারা কদাচ দীপ দিবে না ॥ ৪৩ ॥

মহাভারতে—

বসামজ্জাস্থিনির্য্যাসৈর্ন কার্য্যঃ পুষ্টিমিচ্ছতা ॥ ৪৪ ॥

অনুবাদ—মহাভারতে উক্ত হইয়াছে—পুষ্টিবাঞ্ছাকারী ব্যক্তি বসা, মজ্জা ও অস্থি-নির্য্যাস—এই সকল দ্বারা কখনও দীপ প্রদান করিবেন না ॥ ৪৪ ॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর-তৃতীয়কাণ্ডে—

নীলরক্তদশং দীপং প্রযত্নেন বিবর্জ্জয়েৎ ॥ ৪৫ ॥

অনুবাদ—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে তৃতীয়কাণ্ডে—নীল ও লোহিতবর্ণ দশা বিশিষ্ট দীপ সযত্নে বর্জ্জন করিবে ॥ ৪৫ ॥

কালিকাপুরাণে—

দীপবৃক্ষাশ্চ কর্ত্তব্যাস্তৈজসাদ্যৈশ্চ ভৈরব।
বৃক্ষেষু দীপো দাতব্যো ন তু ভূমৌ কদাচন ॥ ৪৬ ॥

অনুবাদ—কালিকাপুরাণে যথা—হে ভৈরব! তৈজসাদি (ধাতু নির্ম্মিত) দীপাধারে দীপ নিবেদন করিতে হইবে। মাটিতে কখনই দীপ রাখিতে নাই ॥ ৪৬ ॥

অথ দীপ-মাহাত্ম্যম্—

স্কান্দে ব্রহ্মনারদ-সংবাদে—

প্রজ্বাল্য দেবদেবস্য কর্পূরেণ চ দীপকম্।
অশ্বমেধমবাপ্নোতি কুলঞ্চৈব সমুদ্ধরেৎ ॥ ৪৭ ॥

অনুবাদ—অতঃপর দীপদান মাহাত্ম্য স্কন্দপুরাণে—ব্রহ্ম-নারদসংবাদে যথা—দেবদেবের সমীপে কর্পূরদ্বারা দীপ প্রজ্বালিত করিলে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হয় এবং বংশের উদ্ধার হইয়া থাকে ॥ ৪৭ ॥

অত্রৈবান্যত্র চ—

যো দদাতি মহীপাল কৃষ্ণস্যাগ্রে তু দীপকম্।
পাতকন্তু সমুৎসৃজ্য জ্যোতীরূপং লভেৎ পদম্ ॥৪৮॥

অনুবাদ—এই পুরাণে এবং অন্যত্রও আছে—হে ভূপ! যিনি কৃষ্ণের সমীপে দীপদান করেন, তিনি পাপ হইতে উদ্ধার লাভ করিয়া জ্যোতিঃ স্বরূপ বৈকুণ্ঠ লোক প্রাপ্ত হন ॥ ৪৮ ॥

টীকা—জ্যোতিঃ প্রকাশঃ স্বপ্রকাশঃ ব্রহ্ম বা তদ্রূপং, তদ্ঘনমিত্যর্থঃ ; পদং বৈকুণ্ঠলোকং ॥ ৪৮॥

বারাহে—

দীপং দদাতি যো দেবি মদ্ভক্ত্যা তু ব্যবস্থিতঃ।
নাত্রান্ধত্বং ভবেত্তস্য সপ্ত জন্মানি সুন্দরি ॥ ৪৯ ॥
যস্তু দদ্যাৎ প্রদীপং মে সর্ব্বতঃ শ্রদ্ধয়ান্বিতঃ।
স্বয়ংপ্রভেষু দেশেষু তস্যোৎপত্তির্বিধীয়তে ॥ ৫০ ॥

অনুবাদ—বরাহপুরাণে যথা—হে দেবি! হে সুন্দরি! যে ব্যক্তি ভক্তিপূর্ব্বক স্থিরচিত্তে আমাকে দীপ দান করে, এই জন্ম হইতে সাত জন্ম পর্য্যন্ত সে অন্ধদশা প্রাপ্ত হয় না। যে ব্যক্তি শ্রদ্ধান্বিত হইয়া আমাকে দীপদান করে, সেই ব্যক্তি ব্রহ্মলোকাদি কিংবা শ্বেতদ্বীপাদি স্থানে জন্ম গ্রহণ করে ॥ ৪৯-৫০॥

টীকা—ব্যবস্থিতঃ স্থিরচিত্তঃ ; অত্র অস্মিন্ লোকে, সপ্ত জন্মানি ব্যাপ্য যদন্ধত্বং ভাব্যমস্তি, তন্ন ভবেৎ ; যদ্বা, অত্র অস্যাং মদ্ভক্তৌ অন্ধত্বং জ্ঞানহীনতা ন স্যাৎ। তত্র চ সপ্ত জন্মানীতি কেনাপ্যপরাধেন জ্ঞানহানিকারণে জাতেঽপি জন্মসপ্তকং যাবৎ ; যদ্বা, সপ্তেতি বাহুল্যমাত্রে তাৎপর্য্যং, কদাপি জ্ঞানহানির্ন স্যাদিত্যর্থঃ। স্বয়ংপ্রভেষু স্বপ্রকাশেষু ব্রহ্মলোকাদিষু শ্বেতদ্বীপাদিষু বা ॥ ৪৯ ॥

হরিভক্তিসুধোদয়ে—

দত্তং স্বজ্যোতিষে জ্যোতির্যদ্বিস্তারয়তি প্রভাম্।
তদ্বর্দ্ধয়তি সজ্যোতির্দাতুঃ পাপতমোপহম্ ॥ ৫১ ॥

অনুবাদ—শ্রীহরিভক্তিসুধোদয়ে বলা হইয়াছে—স্বপ্রকাশ ভগবানে অর্পিত দীপ নিজের প্রভা বিস্তার করিয়া দাতার উত্তম জ্ঞান বৃদ্ধি করে এবং পাপরূপ তিমির বিনাশ করে ॥ ৫১ ॥

টীকা—সদুত্তমং, জ্যোতিঃ জ্ঞানম্ ॥ ৫১ ॥

নারসিংহে—

ঘৃতেন বাথ তৈলেন দীপং প্রজ্বালয়েন্নরঃ।
বিষ্ণবে বিধিবদ্ভক্ত্যা তস্য পুণ্যফলং শৃণু ॥ ৫২ ॥

অনুবাদ—নৃসিংহপুরাণে যথা—যে ব্যক্তি ভক্তি-সহকারে ঘৃত বা তৈলদ্বারা দীপ প্রজ্বালিত করিয়া যথাবিধানে বিষ্ণুকে অর্পণ করেন, তাঁহার পুণ্য ফল শ্রবণ কর ॥ ৫২ ॥

বিহায় পাপং সকলং সহস্রাদিত্যসপ্রভঃ।
জ্যোতিষ্মতা বিমানেন বিষ্ণুলোকে মহীয়তে ॥ ৫৩ ॥

অনুবাদ—তিনি সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হইয়া সহস্র সূর্য্য তুল্য তেজস্বী হন এবং জ্যোতির্ম্ময় রথে আরোহণ করিয়া বিষ্ণুলোকে যাইয়া সসম্মানে বাস করেন ॥ ৫২-৫৩ ॥

প্রহলাদসংহিতায়াঞ্চ—

তুলসী-পাবকেনৈব দীপং যঃ কুরুতে হরেঃ।
দীপলক্ষসহস্রাণাং পুণ্যং ভবতি দৈত্যজ ॥ ইতি ॥৫৪॥

অনুবাদ—প্রহলাদসংহিতাতেও যথা—হে দৈত্য-কুমার! যিনি তুলসীকাষ্ঠের অগ্নিদ্বারা শ্রীহরিকে দীপদান করেন, তিনি সহস্র লক্ষ দীপদানের ফলভাগী হন ॥ ৫৪ ॥

টীকা—তুলসীপাবকেন তুলসীকাষ্ঠাগ্নিনা ॥ ৫৪ ॥

পশ্চাদ্দীপঞ্চ তং ভক্ত্যা মূর্দ্ধ্না বন্দেত বৈষ্ণব।
ধূপস্যেবেক্ষণাত্তস্য লভন্তেঽন্যেঽপি তৎফলম্ ॥৫৫॥

অনুবাদ—বৈষ্ণবব্যক্তি প্রথমতঃ দীপদান করিয়া পরে ভক্তিপূর্ব্বক মস্তকদ্বারা সেই দীপের বন্দনা করিবেন। ধূপ দর্শক যেমন ধূপদানের ফল লাভ করেন, সেইরূপ দীপদাতা ছাড়া অন্য দীপ দর্শন-কারিগণও দীপ অর্পণ জনিত ফল লাভ করেন ॥৫৫

টীকা—ধূপস্যেবেতি—যথা ধূপস্যেক্ষণাৎ দর্শনাৎ ধূপদানাদিফলমন্যোঽপি লভন্তে, তথা তস্য দীপস্যা-পীক্ষণাদ্দীপদানাদিফলং দীপদাতুরিতরেঽপি জনাঃ প্রাপ্নুবন্তীত্যর্থঃ ॥ ৫৫ ॥

কেচিচ্চানেন দীপেন শ্রীমূর্ত্তের্মূর্দ্ধ্নি বৈষ্ণবাঃ।
নীরাজনমিহেচ্ছন্তি মহানীরাজনে যথা ॥ ৫৬ ॥

অনুবাদ—কোন কোন বৈষ্ণবব্যক্তি মহানীরাজনেরমত দীপের ভ্রামণদ্বারা ভগবানের মস্তকে নীরাজন ইচ্ছা করিয়া থাকেন ॥ ৫৬ ॥

টীকা—নীরাজনং ভ্রামমেণ নির্ম্মঞ্ছনং, মহানীরাজনং নৃত্যগীতানন্তরং পূজাশেষে ভাবি, তস্মিন্ যথা মূর্দ্ধনি নীরাজনং ক্রিয়তে, তথা ইহ ধূপানন্তর-দীপার্পণেঽপীচ্ছন্তি মন্যন্ত ইত্যর্থঃ ॥ ৫৬ ॥

তথা চ রামার্চ্চনচন্দ্রিকায়াং ধূপানন্তর-দীপপ্রসঙ্গে—
আরাত্রিকন্তু বিষমবহুবর্ত্তিসমন্বিতম্।
অভ্যর্চ্চ্য রামচন্দ্রায় বামমধ্যমথার্পয়েৎ ॥ ৫৭ ॥
নমো দীপেশ্বরায়েতি দদ্যাৎ পুষ্পাঞ্জলিং ততঃ।
অবধূপ্যাভ্যর্চ্চ্য বাদ্যৈর্মূর্দ্ধ্নি নীরাজয়েৎ প্রভুম্ ॥
ইতি ॥ ৫৮ ॥

অনুবাদ—সেইরূপ রামার্চ্চন চন্দ্রিকায়-ধূপদানের পর দীপদানের প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে যে,—অযুগ্ম ও বহুবর্ত্তি বিশিষ্ট নীরাজন দীপকে পুষ্পাদিদ্বারা পূজা করিয়া শ্রীরামচন্দ্রকে প্রদান করিবে। তারপর দীপেশ্বরায় নমঃ বলিয়া পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিবে এবং ঐ দীপ ঘুরাইয়া বাদ্যদ্বারা প্রভুকে পূজা করিয়া তাঁহার মস্তকে নীরাজন করিবে ॥ ৫৭-৫৮ ॥

টীকা—বিষমাভিঃ অযুগ্মাভির্বহুভির্বর্ত্তিভিঃ সমন্বিতম্ আরাত্রিকং নীরাজনদীপম্, অভ্যর্চ্চ্য পুষ্পাদিনা পূজয়িত্বা ; অর্পণপ্রকারমেবাহ—নম ইতি। অবধূপ্য ভ্রাময়িত্বা, বাদ্যৈঃ প্রভুমেবাভ্যর্চ্চ্য ॥ ৫৭-৫৮ ॥

অতএবেষ্যতে তস্য করাভ্যাং বন্দনঞ্চ তৈঃ।
নাম চারাত্রিকেত্যাদি বর্ত্তোঽপি বহুলাঃ সমাঃ ॥৫৯॥

অনুবাদ—অতএব শ্রীরামচন্দ্রের অর্চ্চনাদিপরায়ণ বৈষ্ণবগণ করদ্বারা তাঁহার বন্দনা, বহুসংখ্যক বিজোড় শলিতা সকল ও নীরাজনাদি ইচ্ছা করিয়া থাকেন ॥৫৯

টীকা—অতো মহানীরাজনবদ্ব্যবহারাদেব তস্য ধূপানন্তরদেয়দীপস্য বন্দনমপি তৈঃ শ্রীরামার্চ্চনাদিপরৈরিষ্যতে। আরাত্রিকেতি বিভক্ত্যভাবে নামস্বরূপমাত্রনির্দ্দেশাদদোষঃ। আরাত্রিকমিতি—আদি-শব্দেন নীরাজনমিতি নাম চেষ্যতে। তথা বহুলাশ্চ অসমাশ্চাযুগ্মা বর্ত্তোঽপীষ্যন্তে। এবং মতভেদো মন্ত্রদেবতাভেদেন ফলভেদাদিনা বোহ্যঃ ॥ ৫৯ ॥

প্রসঙ্গাল্লিখ্যতেঽত্রৈব শ্রীমদ্ভগবদালয়ে।
দীপদানস্য মাহাত্ম্যং কার্ত্তিকীয়ঞ্চ তদ্বিনা ॥ ৬০ ॥

অনুবাদ—এখানে প্রসঙ্গক্রমে শ্রীভগবৎমন্দিরে কার্ত্তিকমাসে দেয় দীপ ব্যতীত দীপার্পণের মাহাত্ম্য লিখিত হইতেছে ॥ ৬০ ॥

টীকা—অত্র ধূপানন্তরদীপদানপ্রসঙ্গ এব, শ্রীমতো ভগবত আলয়ে যদ্দীপদানং, তস্য কীর্ত্তিকীয়ং কার্ত্তিকমাসসম্বন্ধি যদ্দীপদান-মাহাত্ম্যং তদ্বিনা, তস্যাগ্রে প্রতিমাসপূজাপ্রসঙ্গে লেখ্যত্বাৎ ॥ ৬০ ॥

অথ শ্রীভগবদালয়ে প্রদীপপ্রদান-মাহাত্ম্যম্

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে প্রথমকাণ্ডে—
দীপদানাৎ পরং দানং ন ভূতং ন ভবিষ্যতি।
কেশবায়তনে কৃত্বা দীপবৃক্ষমনোহরম্।
অতীব ভ্রাজতে লক্ষ্ম্যা দিবমাসাদ্য সর্ব্বতঃ ॥ ৬১ ॥

অনুবাদ—অনন্তর শ্রীভগবন্মন্দিরে প্রদীপদানের মাহাত্ম্য বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে প্রথমকাণ্ডে বর্ণিত হইয়াছে—দীপদানের তুল্য দান হয় নাই আর হইবেও না। যিনি কেশবমন্দিরে মনোহর দীপতরু নির্ম্মাণ করেন, তিনি স্বর্গে যাইয়া পরম শোভায় বিভূষিত হন ॥৬১॥

দীপমালাং প্রযচ্ছন্তি যে নরাঃ শার্ঙ্গিণো গৃহে।
ভবন্তি তে চন্দ্রসমাঃ স্বর্গমাসাদ্য মানবাঃ ॥ ৬২ ॥

অনুবাদ—যে সকল মনুষ্য শ্রীহরিমন্দিরে দীপমালা প্রদান করেন, তাঁহারা দেবলোকে গমন করিয়া চন্দ্রতুল্য হইয়া থাকেন ॥ ৬২ ॥

দীপাগারং নরঃ কৃত্বা কূটাগারনিভং শুভম্।
কেশবালয়মাসাদ্য লোকে ভাতি স শক্রবৎ ॥ ৬৩ ॥

অনুবাদ—যিনি কেশবমন্দিরে গমন করিয়া

সেই দেবগৃহ দীপালোক দ্বারা মনোহর গৃহসদৃশ করেন, তিনি ইহলোকে ইন্দ্রবৎ শোভিত হন ॥ ৬৩ ॥

যথোজ্জ্বলো ভবেদ্দীপঃ সম্প্রদাতাপি যাদব।
তথা নিত্যোজ্বলো লোকে নাকপৃষ্ঠে বিরাজতে ॥৬৪॥
সদীপে চ যথা দেশে চক্ষুংষি ফলবন্তি চ।
তথা দীপস্য দাতারো ভবন্তি সফলেক্ষণাঃ ॥ ৬৫ ॥
একাদশ্যাঞ্চ দ্বাদশ্যাং প্রতিপক্ষন্তু যো নরঃ।
দীপং দদাতি কৃষ্ণায় তস্য পুণ্যফলং শৃণু ॥ ৬৬ ॥
সুবর্ণমণিমুক্তাঢ্যং মনোজ্ঞমতিসুন্দরম্।
দীপমালাকুলং দিব্যং বিমানমধিরোহতি ॥ ৬৭ ॥

অনুবাদ—দীপ যেমন উজ্জ্বল, হে যাদব! দীপদাতাও সেইরূপ নিত্য উজ্জ্বলমূর্তি প্রাপ্ত হইয়া সুরলোকে বিরাজ করেন। দীপালোকযুক্ত স্থানে যেমন নয়ন সফল হয়, সেইরূপ দীপদাতারও নয়ন সফল হয়। যে ব্যক্তি প্রতিপক্ষে একাদশী ও দ্বাদশী তিথিতে শ্রীকৃষ্ণকে দীপ অর্পণ করেন, তাঁহার পুণ্যফল শোন তিনি স্বর্ণ-মণি-মুক্তা-খচিত অতি মনোহর দীপসমূহে সুশোভিত স্বর্গীয় বিমানে আরোহণ করেন ॥ ৬৪-৬৭ ॥

টীকা—কেশবালয়মাসাদ্য দীপাগারং কৃত্বেতি সম্বন্ধঃ। কূটাগারং মঞ্জুগৃহং তৎসদৃশম্ এবং নিত্যদীপদান-মাহাত্ম্যমুক্তম্, কালবিশেষেঽপি ফলবিশেষমাহ—একাদশ্যামিতি দ্বাভ্যাম্ ॥ ৬৩-৬৭ ॥

পদ্মসূত্রোদ্ভবাং বর্ত্তিং গন্ধতৈলেন দীপকান্।
বিরোগঃ সুভগশ্চৈব দত্ত্বা ভবতি মানবঃ ॥ ৬৮ ॥
দীপদানং মহাপুণ্যমন্যদেবেষ্বপি ধ্রুবম্।
কিং পুনর্বাসুদেবস্যানন্তস্য তু মহাত্মনঃ ॥ ৬৯ ॥

অনুবাদ—যে মনুষ্য পদ্মসূত্রনির্ম্মিত বর্ত্তিকা গন্ধ-তৈলে সিক্ত করিয়া দীপদান করেন, তিনি রোগরহিত ও সৌভাগ্যশালী হন। যখন অন্যান্য দেবগণকে দীপদান করিলে নিঃসন্দেহে মহাপুণ্য হইয়া থাকে, তখন অনন্ত বাসুদেবকে ঐ দীপ অর্পণ করিলে যে মহাপুণ্য হইবে তাহাতে সংশয় কি? ৬৮-৬৯ ॥

টীকা—অধুনা সর্ব্বেষ্বেব দীপেষু বর্ত্ত্যাদিমাহাত্ম্যমাহ—পদ্মেতি। এবং তত্তৎ কামিনাং সুখপ্রবৃত্তয়ে তত্তৎফলমুক্ত্বা মুখ্যং ফলমাহ—দীপদানমিতি। অনন্তস্যেতি তদ্দীপদানস্যাপি ফলং অনন্তমেবেত্যর্থঃ, শ্রীবৈকুণ্ঠলোকপ্রাপণাৎ ॥ ৬৮-৬৯ ॥

তত্রৈব তৃতীয়কাণ্ডে—

দীপং চক্ষুঃপ্রদং দদ্যাৎ তথৈবোর্দ্ধ্বগতিপ্রদম্।
উর্দ্ধ্বং যথা দীপশিখা দাতা চোর্দ্ধ্বগতিস্তথা ॥ ৭০ ॥

অনুবাদ—ঐ গ্রন্থেরই তৃতীয়কাণ্ডে বর্ণিত হইয়াছে—দীপ চক্ষুঃপ্রদ ও উর্দ্ধ্বগতিপ্রদ। যে পরিমাণে দীপশিখা উপরে উঠে, দীপদাতাও সেই পরিমাণে উর্দ্ধ্বগামী হন ॥ ৭০ ॥

যাবদক্ষিনিমেষাণি দীপো দেবালয়ে জ্বলেৎ।
তাবদ্বর্ষসহস্রাণি নাকপৃষ্ঠে মহীয়তে ॥ ৭১ ॥

অনুবাদ—দেবালয়ে দীপ যত সংখ্যক চক্ষুর নিমেষকাল জ্বলিতে থাকে, দীপদাতা তত হাজার বৎসর বৈকুণ্ঠলোকে সসম্মানে বাস করেন ॥ ৭১ ॥

টীকা—নাকস্য স্বর্গস্য পৃষ্ঠে উপরি বৈকুণ্ঠলোক ইত্যর্থঃ। দ্বিতীয়স্কন্ধে ত্রিলোকপক্ষকথনে স্বর্গস্য ব্রহ্মলোকপর্য্যন্তত্বোক্তেঃ ॥ ৭১ ॥

বৃহন্নারদীয়ে বীতিহোত্রং প্রতি যজ্ঞধ্বজস্য পূর্ব্বজন্মবৃত্ত-কথনে—

প্রদীপঃ স্থাপিতস্তত্র সুরতার্থং দ্বিজোত্তম।
তেনাপি মম দুষ্কর্ম্ম নিঃশেষং ক্ষয়মাগতম্ ॥ ৭২ ॥

অনুবাদ—বৃহন্নারদীয়পুরাণে—বীতিহোত্রসকাশে যজ্ঞধ্বজের পূর্ব্বজন্ম বিবরণ কথন প্রসঙ্গে—যথা হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! আমি সম্ভোগ কামনায় সেই শ্রীহরিমন্দিরে দীপ জ্বালিয়া রাখিয়াছিলাম, তাহার দ্বারাই আমার সকল পাপ নিঃশেষে ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে ॥৭২॥

টীকা—এবং শ্রীভগবদালয়ে ভগবদুদ্দেশেন দীপদানফলং লিখিতম্, অধুনা পাপকর্ম্মোদ্দেশেনাপি তৎস্থানমাত্রে দীপপ্রজ্বালনফলং লিখতি—প্রদীপ ইতি। তত্র বিষ্ণুমন্দিরে, 'শূন্যং পূজাদিবিষ্ণোর্ম্মন্দিরং প্রাপ্ত-

বাস্থিশি' ইতি তত্র তস্য প্রস্তুতত্বাৎ। অত্রেয়মাখ্যায়িকা —যজ্ঞধ্বজো নাম রাজা পূর্ব্বজন্মনি দুর্জ্জন্মা চণ্ডালো মহাপাপাবলীনিরতঃ কদাচিৎ পরদারোপভোগার্থং পূজাদিরহিতং ভগবদালয়ং গতস্তৎ স্থানং সংমার্জ্জ্য, দীপং প্রজ্বাল্য, পাপকর্ম্মণা রাত্রিং গময়ন্, সদ্যো রক্ষিভিঃ প্রাপ্য হতো বৈকুণ্ঠলোকং প্রাপ্তস্তত্র ব্রহ্মাদিলোকেষু চ বিবিধসুখভোগানুপভুজ্যান্তে স্বেচ্ছয়া পৃথিব্যাং ভগবদ্ভাবপরো রাজা বভূবেতি ॥ ৭২ ॥

বিষ্ণুধর্ম্মে চ—

বিলীয়তে স্বহস্তে তু স্বাতন্ত্র্যে সতি দীপকঃ।
মহাফলো বিষ্ণুগৃহে ন দত্তো নরকায় সঃ ॥ ৭৩ ॥

অনুবাদ—বিষ্ণুধর্ম্মে যথা—বিষ্ণুগৃহে অর্পিত দীপ দীপদাতার হস্তে বিদ্যমান থাকিতে থাকিতে যদি স্বয়ং নির্ব্বাপিত হয়, তাহা হইলেও মহাফল হইয়া থাকে। সেই দীপ কখনও নিরয়গতি প্রদ হয় না ॥৭৩

নারদীয়ে মোহিনীং প্রতি শ্রীরুক্মাঙ্গদোক্তৌ—

তিষ্ঠন্তু বহুবিত্তানি দানার্থং বরবর্ণিনি।
হৃদয়ায়াসকর্ত্তৄণি দীপদানাদ্দিবং ব্রজেৎ ॥ ৭৪ ॥
তস্যাপ্যভাবে সুভগে পরদীপ-প্রবোধনম্।
কর্ত্তব্যং ভক্তিভাবেন সর্ব্বদানাধিকঞ্চ যৎ ॥
ইতি ॥ ৭৫ ॥

অনুবাদ—শ্রীনারদপুরাণে মোহিনীর প্রতি শ্রীরুক্মাঙ্গদের বাক্য—হে বরবর্ণিনি! দানের জন্য বহু পরিমিত ধনক্ষয় হৃদয়ের দুঃখপ্রদ, সুতরাং তাহা করিতে হইবে না। দীপদান করিলেই স্বর্গে গমন করিতে পারে। হে সুভগে! যদি দীপেরও অভাব হয়, তাহা হইলে ভক্তিপূর্ব্বক অন্যের দীপ প্রজ্বালিত করা উচিত। যেহেতু উহাও সর্ব্বপ্রকার দান অপেক্ষা অধিক ফলপ্রদ ॥ ৭৪-৭৫ ॥

টীকা—দিবং স্বর্গমিতি বামিন্যাস্তস্যা মোহিন্যাস্তত্রাদরবিশেষাৎ। যদ্বা, ঊর্দ্ধলোকমিত্যর্থঃ। বৈকুণ্ঠমিত্যনুক্তিস্তু তস্যাং তৎপ্রকাশনাযোগাদিতি দিক্; যৎ যস্মাৎ পরদীপস্য প্রবোধনমপি সর্ব্বদানেভ্যোঽধিকম্ ॥ ৭৪-৭৫ ॥

সদা কালবিশেষেঽপি ভক্ত্যা ভগবদালয়ে।
মহাদীপ প্রদানস্য মহিমাপ্যত্র লিখ্যতে ॥ ৭৬ ॥

অনুবাদ—ভগবন্মন্দিরে সর্ব্বদা ও অমাবস্যা প্রভৃতি তিথিভেদে মহাদীপ অর্পণের মহিমা এখানে লেখা হইতেছে ॥ ৭৬ ॥

অথ মহাদীপমাহাত্ম্যম্

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে প্রথমকাণ্ডে—

মহাবর্ত্তিঃ সদা দেয়া ভূমিপাল মহাফলা।
কৃষ্ণপক্ষে বিশেষেণ তত্রাপি চ বিশেষতঃ ॥ ৭৭ ॥
অমাবস্যা চ নির্দ্দিষ্টা দ্বাদশী চ মহাফলা।
আশ্বযুজ্যামতীতায়াং কৃষ্ণপক্ষশ্চ যো ভবেৎ ॥৭৮॥
অমাবস্যা তদা পুণ্যা দ্বাদশী চ বিশেষতঃ।
দেবস্য দক্ষিণে পার্শ্বে দেয়া তৈলতুলা নৃপ ॥ ৭৯ ॥
পলাষ্টকযুতাং রাজন্ বর্ত্তিং তত্র তু দাপয়েৎ।
বাসসা তু সমগ্রেণ সোপবাসো জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ৮০ ॥

অনুবাদ—অতঃপর মহাদীপমাহাত্ম্য বিষয়ে বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে প্রথমকাণ্ডে যথা—হে রাজন্! মহাফলপ্রদ মহাবর্ত্তি সতত অর্পণ করিবে। বিশেষতঃ কৃষ্ণপক্ষে, তারমধ্যে আবার বিশেষভাবে দ্বাদশী ও অমাবস্যা তিথিতে অর্পণ করিলে আরও বেশী ফল হইয়া থাকে। হে রাজন্ আশ্বিনমাসের পূর্ণিমার পরে কৃষ্ণপক্ষীয়া পুণ্যা তিথি দ্বাদশী ও অমাবস্যা দিনে প্রভুর দক্ষিণ ভাগে একশত অষ্টপল তৈল প্রদান করিবে এবং জিতেন্দ্রিয় হইয়া উপবাসী থাকিয়া অখণ্ডবসন দ্বারা বর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া সেই তৈল অর্পণ করিবে ॥ ৭৭-৮০ ॥

টীকা—সদা সর্ব্বস্মিন্নপি দিনে, কালবিশেষে অমাবস্যাদাবপি, আশ্বযুজ্যাম্ আশ্বিনপৌর্ণমাস্যাং, পলাষ্টকেন যুতা তৈলস্য তুলা পলশতম্ অষ্টোত্তরশতপলতৈলানীত্যর্থঃ। দাপয়েৎ দদ্যাৎ, অগ্রে দদ্ভেতুক্তেঃ। এবমগ্রেঽপি সমগ্রেণ অখণ্ডেন ॥ ৭৬-৮০ ॥

মহাবর্ত্তিদ্বয়মিদং সকৃদ্দত্ত্বা মহামতে।
স্বর্লোকং সুচিরং ভুক্ত্বা জায়তে ভূতলে যদা ॥ ৮১ ॥
তদা ভবতি লক্ষ্মীবান্ জয়দ্রবিণসংযুতঃ।
রাষ্ট্রে চ জায়তে যস্মিন্ দেশে চ নগরে তথা ॥৮২॥

কুলে চ রাজশার্দ্দূল তত্র স্যাৎ দীপবৎ-প্রভুঃ।
প্রত্যুজ্জ্বলশ্চ ভবতি যুদ্ধেষু কলহেষু চ ॥ ৮৩ ॥
খ্যাতিং যাতি তথা লোকে সদ্গুণানাঞ্চ সদ্গুণৈঃ।
একমপ্যথ যো দদ্যাদভীষ্টতময়োর্দ্বয়োঃ ॥ ৮৪ ॥
মানুষ্যে সর্ব্বমাপ্নোতি যদুক্তং তে মহাঽনঘ।
স্বর্গং তথাত্বমাপ্নোতি ভোগকালে তু যাদব ॥ ৮৫ ॥

অনুবাদ—হে মহামতে। যিনি একবার মাত্র এইরূপ দুইটি মহাবর্ত্তি শ্রীহরিকে প্রদান করেন, তিনি দীর্ঘকাল স্বর্গলোকে সুখভোগ করেন এবং যখন পৃথিবীতে পুনরায় দেহ ধারণ করেন তখন তিনি লক্ষ্মীবান্, ধনবান ও জয়শালী হন। হে রাজশ্রেষ্ঠ! তিনি রাজ্যে, নিজের দেশে, নগরে ও কুলে দীপবৎ জ্বলিতে থাকেন। তিনি যুদ্ধে ও কলহে অত্যুজ্জ্বল শ্রীধারণ করেন এবং এই পৃথিবীতে সদ্গুণশালিগণের মত সদ্গুণদ্বারা খ্যাতি প্রাপ্ত হন। অভীষ্টতম এই দুই প্রকার বর্ত্তির মধ্যে যিনি একটি মাত্র বর্ত্তিও শ্রীহরিকে অর্পণ করেন, হে যাদব! হে মহানঘ! তোমার নিকট যে সকল বলিলাম, সেই সমস্তই তিনি মনুষ্যলোকে প্রাপ্ত হন। আর ভোগ-সময়ে স্বর্গ ও লক্ষ্মীবত্ত্ব প্রভৃতি প্রাপ্ত হন ॥৮১-৮৫॥

সামান্যস্য তু দীপস্য রাজন্ দানং মহাফলম্।
কিং পুনর্মহতো দীপস্যাত্রেয়ত্তা ন বিদ্যতে ॥ ৮৬ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্! সামান্য দীপ দেওয়াতেই যখন এই প্রকার মহাফল লাভ হয়, তখন মহা-দীপার্পণে যে কত ফল হয়, তাহার পরিমাণ নির্ণয় করা সুকঠিন ॥ ৮৬ ॥

টীকা—যো দাপয়েৎ, স জায়ত ইত্যুত্তরেণান্বয়ঃ। দীপবৎ প্রভা তমোনাশিনী দ্যুতির্যস্য সঃ, সদ্গুণানাং জনানাং মধ্যে তথাত্বং লক্ষ্মীবত্ত্বাদিকং ইয়ত্তা ফলে পরিমিতিঃ ॥ ৮১-৮৬ ॥

অথ শোণমলিনাদি-বস্ত্রবর্ত্ত্যা দীপদাননিষেধঃ

শোণং বাদরকং বস্ত্রং জীর্ণং মলিনমেব চ।
উপভুক্তং ন বা দদ্যাৎ বর্ত্তিকার্থং কদাচন ॥
ইতি ॥ ৮৭ ॥

অনুবাদ—অতঃপর রক্তবর্ণ ও মলিনাদিবসন নির্ম্মিত বর্ত্তি দ্বারা দীপদান নিষেধ—রক্তবর্ণ, জীর্ণ, মলিন ও ব্যবহৃত কার্পাসবস্ত্র দ্বারা বর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া কদাচ দীপদান করিবে না ॥ ৮৭ ॥

স্বয়মন্যেন বা দত্তং দীপং ন শ্রীহরের্হরেৎ।
নির্ব্বাপয়েন্ন হিংস্যাচ্চ শুভমিচ্ছন্ কদাচন ॥ ৮৮ ॥

অনুবাদ—যিনি নিজের মঙ্গল ইচ্ছা করেন, তিনি কখনও নিজে অথবা অন্য কর্ত্তৃক শ্রীহরির সমীপে প্রদত্ত দীপ অন্যস্থানে লইয়া যাইবেন না, নিভাইয়া দিবেন না বা তৈলশূন্য করিবেন না ॥ ৮৮ ॥

টীকা—শুভমিচ্ছন্ জনঃ কদাপি ন হরেৎ, নান্যত্র নয়েৎ, ন নির্ব্বাপয়েৎ, ন হিংস্যাচ্চ, তৈলাদিনা ন বিযোজয়েৎ ॥ ৮৮ ॥

অথ দীপনির্ব্বাপণাদি-দোষঃ

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে প্রথমকাণ্ডে—

দত্ত্বা দীপো ন হর্ত্তব্যস্তেন কর্ম্ম বিজানতা।
নির্ব্বাপণঞ্চ দীপস্য হিংসনঞ্চ বিগর্হিতম্ ॥ ৮৯ ॥
যঃ কুর্য্যাদ্ধিংসনং তেন কর্ম্মণা পুষ্পিতেক্ষণঃ।
দীপহর্ত্তা ভবেদন্ধঃ কাণো নির্ব্বাণকৃদ্ভবেৎ ॥ ৯০ ॥

অনুবাদ—অনন্তর দীপ নির্বাপণাদি দোষ বিষয়ে বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে প্রথমকাণ্ডে বলা হইয়াছে—দীপদান করিয়া তাহা হরণ করিলে মহাপাপ হয়। দীপ-নেভান এবং হিংসন উভয়ই দূষণীয়। দীপ তৈলাদি বিরহিত করিলে নেত্রে পুষ্পরোগ (ছানি) হয়। দীপ অপহরণকারী অন্ধ এবং নির্ব্বাণকারী কাণা হইয়া থাকে ॥ ৮৯-৯০ ॥

টীকা—তেন হরণে যৎ কর্ম্ম মহাপাতকলক্ষণং তদ্বিজানতা জনেন; পুষ্পং চক্ষুরোগবিশেষস্তদ্যুক্ত-মীক্ষণং নেত্রং যস্য স ভবেৎ। তৎ পুষ্পিতেক্ষণ-ত্বাদিকঞ্চ দীপহিংসনকর্ত্তুর্নরকভোগানন্তরং দেহান্তরে জ্ঞেয়ম, অগ্রে লেখ্যবচনানুসারাৎ ॥ ৮৯-৯০ ॥

বিষ্ণুধর্ম্মে চ নারকান্ প্রতি শ্রীধর্ম্মরাজোক্তৌ –
যুষ্মাভির্যৌবনোন্মাদমুদিতৈরবিবেকিভিঃ।
দ্যূতোদ্দ্যোতায় গোবিন্দগেহাদ্দীপঃ পুরা হৃতঃ ॥৯১
তেনাদ্য নরকে ঘোরে ক্ষুত্তৃষ্ণাপরিপীড়িতাঃ।
ভবন্তি পতিতাস্তীব্রে শীতবাত-বিদারিতাঃ ॥ ৯২ ॥

অনুবাদ—বিষ্ণুধর্ম্মে নরকস্থিত ব্যক্তিদিগের প্রতি শ্রীধর্ম্মরাজের উক্তি—তোমরা পূর্ব্বে যৌবনের অহঙ্কারে পাগল এবং বিবেকরহিত হইয়া পাশা খেলায় আলোকের জন্য শ্রীগোবিন্দমন্দির হইতে দীপ হরণ করিয়াছিলে। এখন সেই কারণে ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় পীড়িত এবং অতিশয় শীতল বায়ুদ্বারা ক্লিষ্ট হইয়া দুস্তর ভীষণ নরকে পতিত হইয়াছ ॥ ৯১-৯০ ॥

টীকা—দ্যূতস্য উদ্দ্যোতায় প্রকাশনায় ॥ ৯১ ॥

তত্রৈব শ্রীপুলস্ত্যোক্তৌ চ—
তস্মাদায়তনে বিষ্ণোর্দদ্যাদ্দীপান্ দ্বিজোত্তম।
তাংশ্চ দত্ত্বা ন হিংসেত ন চ তৈলবিযোজিতান্ ॥৯৩॥

অনুবাদ—ঐ স্থানেই শ্রীপুলস্ত্যের উক্তি—হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! শ্রীবিষ্ণুমন্দিরে দীপ দিবে এবং কখনও উহা নিভাইবে না, বা তৈল শূন্য করিবে না ॥ ৯৩ ॥

কুর্ব্বীত দীপহন্তা চ মূকোঽন্ধোজায়তে মৃতঃ।
অন্ধে তমসি দুষ্পারে নরকে পচ্যতে কিল ॥ ৯৪ ॥

অনুবাদ—দীপ নির্ব্বাণকারী ইহলোকে বাক্‌শক্তি হীন ও অন্ধ হয় এবং দেহান্তে অন্ধতামিস্র নামক দুষ্পার নরকে বাস করে ইহাতে সন্দেহ নাই ॥ ৯৪ ॥

টীকা—ন হিংসেত, ন নির্ব্বাপয়েৎ। মৃতঃ সন্ মূকোঽন্ধশ্চ জায়তে ইহ লোকে অন্ধে তমসি অন্ধতামিস্রসংজ্ঞকে ॥ ৯৩-৯৪ ॥

ভূমৌ দীপদাননিষেধঃ

কালিকাপুরাণে—
দীপবৃক্ষাশ্চ কর্ত্তব্যাস্তৈজসাদ্যৈশ্চ ভৈরব।
বৃক্ষেষু দীপো দাতব্যো ন তু ভূমৌ কদাচন ॥৯৫॥

অনুবাদ—কালিকাপুরাণে যথা—হে ভৈরব! তৈজসাদিদ্বারা দীপতরু (পিল্‌শুজ) তৈয়ারী করাইয়া তাহাতেই দীপ অর্পণ করিবে কখনও মাটিতে রাখিবে না ॥ ৯৫ ॥

অথ নৈবেদ্যম্

দত্ত্বা পুষ্পাঞ্জলিং পীঠং পাদ্যমাচমনং তথা।
কৃত্বা পাত্রেষু কৃষ্ণায়ার্পয়েদ্ভোজ্যং যথাবিধি ॥ ৯৬ ॥

অনুবাদ—অতঃপর নৈবেদ্য—পুষ্পাঞ্জলি, আসন, পাদ্য ও আচমন অর্পণ করিয়া পাত্রে ভোজ্য (নিবেদন করিবার উপযুক্ত পায়সাদি নৈবেদ্য) রাখিয়া নিয়মপূর্ব্বক অর্থাৎ ছত্র, চামর, গীতবাদ্যাদি সহকারে শ্রীকৃষ্ণকে অর্পণ করিবে।

'অমৃতোপস্তরণমসি স্বাহা' এই মন্ত্রে জলগণ্ডূষও অর্পণ করিবে ॥ ৯৬ ॥

টীকা—ভোজ্যং পায়সাদি-নৈবেদ্যং পাত্রেষু কৃত্বা নিধায়ার্পয়েৎ। যথাবিধীত্যনেন ছত্রচামরগীতবাদ্যাদ্যুৎসবপূর্ব্বকং তদা নেতব্যমিত্যাদিকং জ্ঞেয়ম্। অমৃতোপস্তরণমসি স্বাহেতি জলগণ্ডূষঞ্চ দেয়মিত্যাদিকং লৌকিকব্যবহারানুসারেণ জ্ঞেয়ম্। অন্যচ্চাগ্রে বিশেষতো ব্যক্তং ভাবি ॥ ৯৬ ॥

অথ নৈবেদ্যার্পণবিধিঃ

অস্ত্রং জপ্ত্বাম্বুনা প্রোক্ষ্য নিবেদ্যঞ্চক্রমুদ্রয়া।
সংরক্ষ্য প্রোক্ষয়েদ্বায়ুবীজ-জপ্তজলেন চ ॥ ৯৭ ॥
তেন সংসোষ্য তদ্দোষমগ্নিবীজঞ্চ দক্ষিণে।
ধ্যাত্বা করতলেঽন্যত্তৎপৃষ্ঠে সংযোজ্য দর্শয়েৎ ॥৯৮॥
তদুত্থবহ্নিনা তস্য শুষ্কদোষং হৃদা দহেৎ।
ততঃ করতলে সব্যেঽমৃতবীজং বিচিন্তয়েৎ ॥ ৯৯ ॥

অনুবাদ—"অস্ত্রায় ফট্" মন্ত্রযোগে জপকরা জলদ্বারা নৈবেদ্য প্রোক্ষণপূর্ব্বক চক্রমুদ্রা ভ্রমণদ্বারা রক্ষণ করিবে। তারপর 'যং' এই বায়ুবীজ দ্বাদশবার জলে জপ করিয়া সেইজল নৈবেদ্যের উপর ছিটাইয়া দিতে হইবে। তাহার দ্বারা নিবেদ্য দ্রব্য সম্যক্ শুষ্ক করিয়া ডান হাতে 'রং' এই বহ্নিবীজ

চিন্তা করিবে এবং দক্ষিণ করতলের পৃষ্ঠভাগে বাম-করতল সংলগ্ন করিয়া দেখাইবে। তাহা হইতে উৎপন্ন অগ্নিদ্বারা নিবেদ্য দ্রব্যের শুষ্কত্ব দোষ মনে মনে দহন করিতে হইবে। তারপর বামহাতে 'ঠং' এই অমৃতবীজ ভাবনা করিবে ॥ ৯৭-৯৯ ॥

টীকা—নিবেদ্যং তদেব অস্ত্রমন্ত্রেণ জপ্তাভিঃ অদ্ভিঃ জলেন প্রোক্ষ্য। তৎ নিবেদ্যং চক্রমুদ্রয়া তদ্ভ্রামণেন সংরক্ষ্য বায়ুবীজং যমিতি তেন জপ্তং দ্বাদশবারানভিমন্ত্রিতং তজ্জলং তেন চ প্রোক্ষয়েৎ। তেন প্রোক্ষণেন তস্য নিবেদ্যস্য দোষং সংশোষ্য সম্যক্ শুষ্কং কৃত্বা দক্ষিণে করতলে অগ্নিবীজং রমিতি ধ্যাত্বা সঞ্চিন্ত্য, অন্যৎ বামকরতলং তস্য দক্ষিণকর-তলস্য পৃষ্ঠে সংযোজ্য লগ্নং কৃত্বা দর্শয়েৎ। তস্মাৎ প্রদর্শনাদুত্থেন জাতেন বহ্নিনা তস্য নিবেদ্যস্য শুষ্কং পূর্ব্বমেব শুষ্কতাং প্রাপ্তং দোষং দহেৎ। ততঃ কর-তলে সব্যহস্তে হৃদেতি মনসা ধ্যানেনৈব কার্য্য-মিত্যর্থঃ। এবমগ্রেঽপূহ্যং। অমৃতবীজং ঠমিতি ॥ ৯৭-৯৯ ॥

তৎপৃষ্ঠে দক্ষিণং পানিতলং সংযোজ্য দর্শয়েৎ।
তদুত্থয়া নিবেদ্যং তৎ সিঞ্চেদমৃতধারয়া ॥ ১০০ ॥
জলেন মূলজপ্তেন প্রোক্ষ্য তচ্চামৃতাত্মকম্।
সর্ব্বং বিচিন্ত্য সংস্পৃশ্য মূলং বারাষ্টকং জপেৎ ॥

অনুবাদ—অতঃপর ডানহাতের তলদেশে বামহাতের পৃষ্ঠভাগ যুক্ত করিয়া দেখাইবে এবং উক্ত মুদ্রা হইতে উৎপন্ন অমৃতধারা দ্বারা সেই নিবেদনের যোগ্য দ্রব্যে সেচন করিবে। তারপর মূল মন্ত্রযোগে অভিমন্ত্রিত জলদ্বারা ঐ নৈবেদ্য শোধিত করিয়া সেই সমস্তই অমৃতময় বলিয়া ভাবনা করিবে। তারপর উহা ডানহাত দ্বারা স্পর্শ করিয়া আটবার মূলমন্ত্র জপ করিবে ॥ ১০০-১০১ ॥

টীকা—তস্য সব্যকরতলস্য পৃষ্ঠে তস্মাদ্দর্শনা-দুত্থয়া অমৃতধারয়া, ততস্তালত্রয়দিগ্বন্ধনাভ্যাং সংরক্ষ্য কবচেনাবগুণ্ঠয়েদিতি বিধিঃ সৎসম্প্রদায়াত্তিয়ঃ, যথা-বিধীতি প্রাগ্লিখনাৎ। এবমন্যত্রাপি বোধব্যম্ ॥১০০॥

টীকা—তন্নিবেদ্যঞ্চ মূলমন্ত্রজপ্তেন জলেন প্রোক্ষ্য সর্ব্বং তচ্চ অমৃতাত্মকং সুধাময়ং বিচিন্ত্য সংস্পৃশ্য তদেব দক্ষিণহস্তেনাভিস্পৃশ্য ॥ ১০১ ॥

অমৃতীকৃত্য তদ্ধেনুমুদ্রয়া সলিলাদিভিঃ।
তচ্চ কৃষ্ণঞ্চ সংপূজ্য গৃহীত্বা কুসুমাঞ্জলিম্ ॥ ১০২ ॥
শ্রীকৃষ্ণং প্রার্থ্য তদ্বক্ত্রাত্তেজো ধ্যাত্বা বিনির্গতম্।
সংযোজ্য চ নিবেদ্যেতৎ পাত্রং বামেন সংস্পৃশন্ ॥
দক্ষেণ পাণিনাদায় গন্ধপুষ্পান্বিতং জলম্।
স্বাহান্তং মূলমুচ্চার্য্য তজ্জলং বিসৃজেদ্ভুবি ॥ ১০৪ ॥

অনুবাদ—তারপর ধেনুমুদ্রা প্রদর্শন করিয়া ঐ নৈবেদ্যকে পরিপূর্ণ বিবেচনা করিয়া গন্ধ জলাদিদ্বারা উহার এবং শ্রীকৃষ্ণের পূজা করিবে। পরে পুষ্পাঞ্জলি লইয়া শ্রীকৃষ্ণকে এই বলিয়া পূজা করিবে যে—হে ভগবন্। নৈবেদ্য গ্রহণের জন্য ত্বদীয় বদনপদ্ম হইতে তেজ বহির্গত হউক। এইরূপে পূজা করিয়া যেন প্রভুর বদনমণ্ডল হইতে তেজ বাহির হইয়া নৈবেদ্যের সহিত মিলিত হইতেছে, এই প্রকার ভাবনা করিতে হইবে। তারপর বামহাতে নৈবেদ্য পাত্র স্পর্শ করিয়া ডানহাতে গন্ধপুষ্প সংযুক্ত জল লইবে এবং মূলমন্ত্রের শেষে স্বাহা শব্দ যোগ করিয়া উচ্চারণ সহকারে 'শ্রীকৃষ্ণায় ইদং নৈবেদ্যম্ কল্পয়ামি' এই বলিয়া গন্ধ পুষ্পাদিসহ ডানহাতে রাখা সেই জল মাটিতে ফেলিয়া দিবে ॥ ১০২-১০৪ ॥

টীকা—তৎ নিবেদ্যং ধেনুমুদ্রয়া অমৃতীকৃত্য পরিপূর্ণং বিচিন্ত্য, তৎ নিবেদ্যঞ্চ সলিলাদিভিঃ জল-গন্ধপুষ্পৈঃ সংপূজ্য, কৃষ্ণঞ্চ 'কৃষ্ণায় নমঃ' ইতি তৈরেব সংপূজ্য, কুসুমাঞ্জলিং গৃহীত্বেত্যস্য পরেণান্বয়ঃ। শ্রীকৃষ্ণং প্রার্থ্য ভগবন্নৈবেদ্যগ্রহণায় শ্রীমুখতস্তে মহঃ প্রসরত্বিত্যভ্যর্চ্চ্য, তস্য শ্রীকৃষ্ণস্য বক্ত্রাৎ তেজো মহঃ বিনির্গতং ধ্যাত্বা নিবেদ্য তদেব সংযোজ্য তেন সহ সংযুক্তং ধ্যাত্বেত্যর্থঃ। তস্য নিবেদ্যস্য পাত্রং বামেন পাণিনা সংস্পৃশন্, দক্ষিণেন পাণিনা গন্ধাদিসহিতং জলমাদায় স্বাহান্তমিতি স্বাহান্তেঽপি মন্ত্রেঽস্মিন্ পুন-রন্তে স্বাহেতি প্রযুজ্যেত্যর্থঃ। তৎ দক্ষিণপাণিগৃহীতং গন্ধাদ্যন্বিতং জলং শ্রীকৃষ্ণায় ইদং নৈবেদ্যং কল্পয়া-মীতি দেবতীর্থেন ভুমৌ বিসৃজেদিতি ত্রিভিরন্বয়ঃ ॥ ১০২-১০৪ ॥

তৎপাণিভ্যাং সমুত্থাপ্য নিবেদ্যং তুলসীযুতম্।
পত্রাদ্যং তস্য মন্ত্রেণ ভক্ত্যা ভগবতেঽর্পয়েৎ ॥১০৫॥

অনুবাদ—অনন্তর সেই নৈবেদ্য তুলসীদলযুক্ত করিয়া দুইহস্তে ধারণপূর্ব্বক ভূমি হইতে তুলিয়া ধরিবে এবং ভক্তিসহকারে নৈবেদ্য অর্পণের মন্ত্রদ্বারা শ্রীভগবানকে নিবেদন করিবে ॥ ১০৫ ॥

নিবেদনমন্ত্রশ্চায়ম্—
নিবেদয়ামি ভবতে জুষাণেদং হবির্হরে ॥ইতি॥১০৬॥
অমৃতোপস্তরণমসি স্বাহেত্যুচ্চারয়ন্ হরেঃ।
দত্ত্বাথ বিধিবদ্বারিগণ্ডূষং বামপাণিনা।
দর্শয়েদ্গ্রাসমুদ্রান্তু প্রফুল্লোৎপল-সন্নিভাম্ ॥ ১০৭ ॥

অনুবাদ—অতঃপর নিবেদনের মন্ত্র কথিত হইতেছে যথা—নিবেদয়ামি ভবতে জুষাণেদং হবির্হরে। অর্থাৎ হে হরে! আপনাকে এই হবিঃ অর্পণ করিতেছি ইহা গ্রহণ করুন। পরে অমৃতোপস্তরণমসি স্বাহা মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক বামকরদ্বারা শ্রীহরিকে জলগণ্ডূষ দিয়া প্রফুল্ল কমলসদৃশ গ্রাসমুদ্রা দেখাইবে ॥ ১০৬-১০৭ ॥

টীকা—'তুলসীদল-সংমিশ্রং হরের্যচ্ছেচ্চ সর্ব্বদা' ইত্যাদিবচনতস্তুলসী-সাহিত্যস্যাবশ্যকত্বেন তন্নিবেদ্যং পাত্রসহিতং তুলসীযুতঞ্চ পাণিভ্যাং হস্তদ্বয়েন ধৃত্বা সমুত্থাপ্য, ভূমিতঃ সমুদ্ধৃত্য বারত্রয়ং সমুত্থাপয়ন্নিতি কেচিৎ। তস্য নিবেদ্যার্পণস্য মন্ত্রেণ; তত্তেজসে ইতি পাঠে তস্মৈ শ্রীভগবন্মুখনির্গতায় মহসে, তথাপি স এবার্থঃ ॥ ১০৫-১০৬ ॥

টীকা—অথানন্তরং বিধিবদ্যথা স্যাৎ, এতচ্চাগ্রেঽপি সর্ব্বত্রানুবর্ত্ত্যম্। ততশ্চ 'অমৃতোপস্তরণমসি' ইতি দেবহস্তে জলগণ্ডূষং দত্ত্বেতি জ্ঞেয়ম্ ॥ ১০৭ ॥

প্রাণাদি-মুদ্রা হস্তেন দক্ষিণেন তু দর্শয়েৎ।
মন্ত্রৈশ্চতুর্থীস্বাহান্তৈস্তারাদ্যৈস্তত্তদাহ্বয়ৈঃ ॥ ১০৮ ॥

অনুবাদ—বিশেষতঃ প্রথমে প্রণবযুক্ত এবং শেষে চতুর্থী বিভক্তি ও স্বাহাযুক্ত প্রাণাদি মন্ত্রদ্বারা দক্ষিণ করে প্রাণাদি পঞ্চমুদ্রা দেখাইবে। প্রাণাদি মন্ত্র যথা—ওঁ প্রাণায় স্বাহা, ওঁ অপানায় স্বাহা, ইত্যাদি ॥ ১০৮ ॥

তাৎপর্য্য—প্রাণাদি বলিতে প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান ও সমান—এই পাঁচটিকে বুঝিতে হইবে। প্রাণাদি মুদ্রার বিষয় ক্রমদীপিকায় উক্ত হইয়াছে। কনিষ্ঠা, অনামিকা অঙ্গুলিদ্বয় নিজ নিজ অঙ্গুষ্ঠের অগ্রভাগ দ্বারা স্পৃষ্ট হইলে প্রাণমুদ্রা। তর্জ্জনী, মধ্যমা ঐরূপে স্পৃষ্ট হইলে অপান মুদ্রা। অনামিকা মধ্যমা ও অঙ্গুষ্ঠ ঐ প্রকারে স্পৃষ্ট হইলে ব্যানমুদ্রা। অনামিকা, তর্জ্জনী, মধ্যমা ও অঙ্গুষ্ঠ স্পৃষ্ট হইলে উদানমুদ্রা এবং অনামিকা, তর্জ্জনী, মধ্যমা ও কনিষ্ঠা স্পৃষ্ট হইলে সমান মুদ্রা বলে ॥ ১০৮ ॥

টীকা—দক্ষিণহস্তেন তু প্রাণাদিমুদ্রাঃ পঞ্চ, মন্ত্রৈঃ পঞ্চভিঃ ক্রমেণ দর্শয়েৎ। আদিশব্দেন অপান-ব্যানোদান-সমানাঃ। মন্ত্রানেব লিখতি—তস্য তস্য প্রাণাদেরাহ্বয়ৈর্নামভিঃ; কথম্ভূতৈঃ? চতুর্থীবিভক্তিঃ, স্বাহা চ তে অন্তে যেষাং তৈঃ; তারঃ প্রণবঃ আদ্যো যেষাং তৈশ্চ। প্রাণাদিমুদ্রাশ্চোক্তাঃ ক্রমদীপিকায়াং—'স্পৃশেৎ কনিষ্ঠোপকনিষ্ঠিকে দ্বে, স্বাঙ্গুষ্ঠমূর্দ্ধা প্রথমেহ মুদ্রা। তথা পরা তর্জ্জনিমধ্যমে স্যা'-দনামিকা-মধ্যমিকে চ মধ্যা। অনামিকা তর্জ্জনি-মধ্যমাঃ স্যা'-ত্তদ্বচ্চতুর্থীসকনিষ্ঠিকাস্তাঃ। স্যাৎ পঞ্চমী তদ্বদিতি প্রতিষ্ঠা, প্রাণাদিমুদ্রা' ইতি। এতদর্থঃ—কনিষ্ঠানামিকে অঙ্গুল্যৌ স্বাঙ্গুষ্ঠমূর্দ্ধা চেৎ স্পৃশেৎ, তদা আদ্যা মুদ্রা স্যাৎ। তর্জ্জনী-মধ্যমে চেদঙ্গুষ্ঠমূর্দ্ধা স্পৃশেৎ, তদা দ্বিতীয়া, এবম্; অনামিকা-মধ্যমে চেৎ স্পৃশেৎ, তদা তৃতীয়া; অনামিকা-তর্জ্জনী-মধ্যমাশ্চেৎ স্পৃশেৎ তদা চতুর্থী; তা অনামিকা-তর্জ্জনী-মধ্যমাঃ কনিষ্ঠাসহিতাশ্চেৎ স্পৃশেৎ, তদা পঞ্চমীতি। প্রয়োগঃ—ওঁ প্রাণায় স্বাহা; ইত্যঙ্গুষ্ঠকনিষ্ঠিকানামিকাভিরিত্যেবমূহ্যং ॥ ১০৮ ॥

ততঃ স্পৃশংশ্চ করয়োরঙ্গুষ্ঠাভ্যামনামিকে।
প্রদর্শয়েন্নিবেদ্যস্য মুদ্রাং তস্য মনুং জপন্ ॥ ১০৯ ॥

অনুবাদ—তারপর দুই হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলি নিজ নিজ অনামিকা অঙ্গুলিতে স্পর্শ করিয়াইয়া নিবেদ্য মুদ্রা দেখাইবে ॥ ১০৯ ॥

তাৎপর্য্য—পাঁচটি অঙ্গুলির অগ্রভাগ পরস্পর সংলগ্ন হইয়া যদি উর্দ্ধমুখে অবস্থিত হয়, তাহা

হইলে তাহাকে নিবেদ্য মুদ্রা বলে। অথবা দুই হস্তের অঙ্গুষ্ঠদ্বয় যদি নিজ নিজ অনামিকাদ্বয় স্পর্শ করে, তাহা হইলেও তাহাকে নিবেদ্য মুদ্রা বলে ॥ ১০৯ ॥

টীকা—'পঞ্চাঙ্গুল্যগ্রসংলগ্না প্রোত্থিতোর্দ্ধমুখী যদি' ইত্যাদিনা পূর্ব্বমুপচারগণমুদ্রা-মধ্যে লিখিতা নিবেদ্য-মুদ্রা। যদ্বা, করদ্বয়স্যাঙ্গুষ্ঠদ্বয়েনানামিকাদ্বয়স্পর্শমেব নিবেদ্যমুদ্রা, তাং প্রদর্শয়েৎ। কিং কুর্ব্বন্? তস্য নিবেদ্যস্য মনুং মন্ত্রং জপন্ ॥ ১০৯ ॥

মন্ত্রশ্চায়ং ক্রমদীপিকায়াম্—

নন্দজোঽম্বুমনুবিন্দুযুগ্ নতিঃ
পার্শ্ব-রা-মরুদবাত্মনে নি চ।
রুদ্ধ ঙে-যুত নিবেদ্যমাত্মভূমাস-
পার্শ্বমনিলস্তথামিযুগিতি ॥১১০॥

অনুবাদ—নিবেদ্যমুদ্রার মন্ত্র যথা—ক্রমদীপিকায় বর্ণিত হইয়াছে—নন্দজ, অম্বুমনু, বিন্দু ইহাদিগের সহিত যুক্ অর্থাৎ যুক্ত, নতি অর্থাৎ নমঃ শব্দ এই সকল একত্র হইলে ঠৌঁ নমঃ হয়। পার্শ্ব প, রা ও য এই তিনটিতে পরায়, পরে অবাত্মনে অনন্তর নি এবং রুদ্ধ এই শব্দদ্বয়ে চতুর্থী বিভক্তি যুক্ত হইলে নিরুদ্ধায় হয়। তারপর নিবেদ্যং পরে আত্মভূ (ককার) মাস (ল্) তদ্‌যুক্ত প, অনিল ও আমি। এই সকল একত্র করিলে—ঠৌঁ নমঃ পরায় অবাত্মনেঽনিরুদ্ধায় নিবেদ্যং কল্পয়ামি এইরূপ হয় ॥ ১১০ ॥

টীকা—নন্দজঃ ঠকারঃ, অম্বুমনুঃ ঔকারঃ, কস্যচিন্মতে বকারঃ, তেন বিন্দুনা চানুস্বারেণ যুক্তঃ; নতির্নমঃশব্দঃ, পার্শ্বং পকারঃ, রা ইতি স্বরূপনির্দ্দেশঃ। মরুদ্‌যকারঃ, অবাত্মনে ইতি স্বরূপনির্দ্দেশঃ, তথা নি চ, রুদ্ধেতি চ তচ্চ পদং ঙেযুক্তং রুদ্ধায়েত্যর্থঃ। নিবেদ্যমিতি স্বরূপ নির্দ্দেশঃ। আত্মভূঃ ককারঃ, মাসং লকারঃ তদ্‌যুক্তঃ; পার্শ্বং পকারঃ, অনিলো যকারঃ, আমীতি স্বরূপনির্দ্দেশঃ,—ঠৌং নমঃ পরায় অবাত্মনেঽনিরুদ্ধায় নিবেদ্যং কল্পয়ামীতি ॥ ১১০ ॥

নিবেদ্যস্য মনুত্বেন স্বাভীষ্টং মনুমেব তে।
একান্তিনো জপন্তস্তু গ্রাসমুদ্রাং বিতন্বতে ॥ ১১১ ॥

ন চ ধ্যায়ন্তি তে কৃষ্ণবক্ত্রাত্তেজোবিনির্গমম্।
মঞ্জুলব্যবহারেণ ভোজয়ন্তি হরিং মুদা ॥ ১১২ ॥

অনুবাদ—ভগবদ্ভক্তগণ স্বীয় অভীষ্ট মন্ত্র নিবেদ্য দ্রব্যের মন্ত্ররূপে জপ করেন এবং গ্রাসমুদ্রা দেখাইয়া থাকেন। শ্রীবিষ্ণুমুখপদ্ম হইতে যে তেজ বহির্গত হয়, তাঁহারা এই প্রকার চিন্তা করেন না, পরন্তু শিষ্ট ব্যবহার অনুসারে হৃষ্ট চিত্তে শ্রীহরিকে ভোজন করাইয়া থাকেন ॥ ১১১-১১২ ॥

অন্যত্র চ—

শালীভক্তং সুভক্তং শিশির-
করসিতং পায়সং পূপসূপং
লেহ্যং পেয়ং সুচূষ্যং সিতম্-
মৃতফলং ঘারিকাদ্যং সুখাদ্যম্।
আজ্যং প্রাজ্যং সমিজ্যং নয়ন-
রুচিকরং বাজিকৈলামরীচ-
স্বাদীয়ঃ শাকরাজীপরিকরম-
মৃতাহারজোষং জুষস্ব ॥ ১১৩ ॥

অনুবাদ—অন্যত্রও যথা—হে ভগবন্! শাল্যোদন, হিমকরতুল্য শুভ্র উত্তম অন্ন, পায়স, পিষ্টক, সূপ, লেহ্য, পেয়, চূষ্য ও শুদ্ধ সুধাস্বরূপ ফল ঘারিকা প্রভৃতি উৎকৃষ্ট খাদ্য, নয়ন প্রীতিকর ঘৃত, এলাইচ মরীচ প্রভৃতি দ্বারা সংস্কৃত, অতি সুস্বাদু, অতি উত্তম ঘৃতবহুল পক্কান্ন এবং শাকাদি উপকরণ—এই সব অমৃততুল্য দ্রব্যের আস্বাদনজনিত সুখ ভোগ করুন ॥ ১১৩ ॥

টীকা—সিতং শুদ্ধং, ঘারিকা ঘীবরেতি প্রসিদ্ধা, তদাদ্যং শোভনখাদ্যং, আজ্যং ঘৃতং. প্রাজ্যং ঘৃত-প্রচুরপক্বং, সমিজ্যং পরমোত্তমমিত্যর্থঃ। শ্লোকোঽয়ং যবনিকান্তর্দ্ধানানন্তরং বহিরেব পাঠ্য ইতি জ্ঞেয়ম্। ক্রমদীপিকোক্তানু সারেণাদৌ তন্মুখ্যমন্ত্রস্য লিখিতত্বাৎ ॥ ১১৩ ॥

কিঞ্চ, গরুড়পুরাণে—

নৈবেদ্যং পরয়া ভক্ত্যা ঘণ্টাদ্যোর্জয়নিস্বনৈঃ।
নীরাজনৈশ্চ হরয়ে দদ্যাদ্দীপাসনং বুধঃ ॥ ১১৪ ॥

অনুবাদ—আরও গরুড়পুরাণে—সদাচার বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি ঘণ্টা প্রভৃতি জয়শব্দ ও নীরাজনা করিয়া অতিশয় ভক্তিসহকারে শ্রীহরিকে নৈবেদ্য ভোজনকাল পর্য্যন্ত স্থায়ী দীপ ও আসন প্রদান করিবেন ॥ ১১৪ ॥

টীকা—অন্যঞ্চ নৈবেদ্যার্পণবিধিং—লিখতি নৈবেদ্যমিতি। দীপঞ্চান্যমেকং ভোজনকালপর্য্যন্ত-স্থায়িনং আসনঞ্চ দদ্যাৎ ; বুধঃ সদাচারবিশেষবিদ্বা-নিত্যর্থঃ ॥ ১১৪ ॥

অথ নৈবেদ্য-পাত্রাণি

স্কান্দে শ্রীব্রহ্মনারদ সংবাদে—

নৈবেদ্যপাত্রং বক্ষ্যামি কেশবস্য মহাত্মনঃ।
হৈরণ্যং রাজতং তাম্রং কাংস্যং মৃন্ময়মেব চ।
পালাশং পদ্মপত্রঞ্চ পাত্রং বিষ্ণোরতিপ্রিয়ম্ ॥ ১১৫ ॥

অনুবাদ—অতঃপর নৈবেদ্যপাত্রসকল বিষয়ে স্কন্দ-পুরাণে শ্রীব্রহ্ম-নারদ-সংবাদে—এখন মহাত্মা কেশবের নৈবেদ্য পাত্রের বিষয় বর্ণন করিব। স্বর্ণপাত্র, রৌপ্যপত্র, তাম্রপত্র, কাংস্যপাত্র, মৃন্ময়পাত্র এবং পলাশপত্র ও পদ্মপত্র নির্ম্মিত পাত্র শ্রীবিষ্ণুর অত্যন্ত প্রীতিকর ॥ ১১৫ ॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে—

পাত্রাণান্তু প্রদানেন নরকঞ্চ ন গচ্ছতি ॥ ১১৬ ॥

অনুবাদ—ধর্ম্মোত্তরে যথা—শ্রীহরিকে পাত্রসমূহ প্রদান করিলে আর নরকে যাইতে হয় না ॥ ১১৬ ॥

পাত্রপরিমাণম্

দেবীপুরাণে—

ষট্‌ত্রিংশদঙ্গুলং পাত্রমুত্তমং পরিকীর্ত্তিতম্।
মধ্যমঞ্চ ত্রিভাগোনং কন্যসং দ্বাদশাঙ্গুলম্।
বস্বঙ্গুলবিহীনন্তু ন পাত্রং কারয়েৎ কৃচিৎ ॥ ১১৭ ॥

অনুবাদ—পাত্রের পরিমাণ—দেবীপুরাণে যথা—ছত্রিশ অঙ্গুলি পরিমিত পাত্র উত্তম, চব্বিশ আঙ্গুল-মাপের পাত্র নিকৃষ্ট। কখনও আট আঙ্গুলের কম পরিমাণের পাত্র নির্ম্মাণ করাইবে না ॥ ১১৭ ॥

টীকা—কন্যসং কনিষ্ঠং, বসুভিরষ্টভিরঙ্গুলিভি-বিহীনং অষ্টাঙ্গুলপরিমাণতো ন্যূনমিত্যর্থঃ। কৃচি-দিতি স্নানাদৌ চ সর্ব্বত্র ন কারয়েদিত্যর্থঃ ॥ ১১৭ ॥

অথ ভোজ্যানি

একাদশস্কন্ধে—(২৭।৩৪)—

গুড়পায়সসর্পীংষি শষ্কুল্যাপূপমোদকান্।
সংযাবদধিসূপাংশ্চ নৈবেদ্যং সতি কল্পয়েৎ ॥১১৮॥

অনুবাদ—অতঃপর ভোজ্যবিষয়, একাদশস্কন্ধে যথা—গুড়, পায়স, ঘৃত, শষ্কুলী, আপূপ, মোদক, সংযাব, দধি ও সূপ এই সমস্ত দ্রব্যের নৈবেদ্য বিভবা অনুসারে অর্পণ করিবে ॥ ১১৮ ॥

টীকা—গুড়শব্দেন সর্ব্বে ইক্ষুবিকারা গৃহ্যন্তে, তেষাং গুড়াত্মকত্বাৎ। শষ্কুল্যঃ তৈলপক্বিশেষাঃ, আপূপা মণ্ডকাদীনাং সমূহাঃ, সূপা ব্যঞ্জনানি ; সতি বিভবে ইতি শেষঃ। যদ্বা, গুড়-পায়সাদি নৈবেদ্যে সতি ॥ ১১৮ ॥

কিঞ্চ (১১।৪১)—

যদ্যদিষ্টতমং লোকে যচ্চাতিপ্রিয়মাত্মনঃ।
তত্তন্নিবেদয়েন্মহ্যং তদানন্ত্যায় কল্পতে ॥ ১১৯ ॥

অনুবাদ—আরও বর্ণিত হইয়াছে—সংসারে যে যে বস্তু প্রিয়তম এবং যাহা যাহা নিজের অতিশয় প্রীতিকর, সেই সমুদায় দ্রব্য আমাকে অর্পণ করিলে তাহা অনন্তফলের জন্য কল্পিত হয় ॥ ১১৯ ॥

টীকা—যচ্চাত্মনোঽত্যন্তপ্রিয়মিতি—লোকেঽনিষ্ট-মপি অবিহিতমপি স্বস্য প্রিয়ঞ্চেত্তর্হি দদ্যাদিত্যর্থঃ। অত্র চ বিহিতমেব ন তু নিষিদ্ধমিতি কেচিদাহুঃ ; অত্যন্তনিষিদ্ধে চ বৈষ্ণবানাং স্বত এবাপ্রবৃত্তেস্তন্ন দেয়-মেবেতি, কিং তদভিব্যঞ্জনেন ? ॥ ১১৯ ॥

ষষ্ঠস্কন্ধে (১৬।৫২)—

নৈবেদ্যঞ্চাধিগুণবদ্দদ্যাৎ পুরুষতুষ্টিদম্ ॥ ১২০ ॥

অনুবাদ—ষষ্ঠস্কন্ধে যথা—ভগবানের প্রীতিপ্রদ

অথবা পুরুষের আহারের পরিমাপে প্রীতিজনক অধিক গুণশালী ভোজ্য অর্পণ করিতে হইবে ॥১২০॥

টীকা—অধিগুণবৎ অধিকগুণসংযুক্তং, যতঃ পুরুষস্য ভগবতঃ তুষ্টিদম্। যদ্বা, পুরুষাহার-সম্মিতং দদ্যাৎ ন ততো ন্যূনমিত্যর্থঃ ॥ ১২০ ॥

———

বৌধায়নস্মৃতৌ চ—

নানাবিধান্নপানৈশ্চ ভক্ষণাদ্যৈর্মনোহরৈঃ।
নৈবেদ্যং কল্পয়েদ্বিষ্ণোস্তদভাবে চ পায়সম্।
কেবলং ঘৃতসংযুক্তম্ ॥ ১২১ ॥

অনুবাদ—বৌধায়নস্মৃতিতেও বলা হইয়াছে—বিবিধপ্রকার অন্ন-পান ও উত্তম ভক্ষ্যাদি দ্রব্যদ্বারা শ্রীবিষ্ণুর নৈবেদ্য রচনা করিবে। তাহার অভাবে কেবলমাত্র ঘৃত সংযুক্ত পায়স দিবে ॥ ১২১ ॥

টীকা—কেবলম্ একমেব পায়সং দদ্যাদিত্যর্থঃ; তচ্চ ঘৃতযুক্তমেব 'অঘৃতঞ্চাসুরং বিদুঃ' ইতি স্মৃতেঃ ॥ ১২১ ॥

———

বামনপুরাণে—

হবিষা সংস্কৃতা যে চ যবগোধূমশালয়ঃ।
তিলমুদ্গাদয়ো মাষা ব্রীহয়শ্চ প্রিয়া হরেঃ ॥১২২॥

অনুবাদ—বামনপুরাণে বলা হইয়াছে—যব, গম, ধান, তিল, মুগ, মাষকলাই, যব, চণক প্রভৃতি শস্য গব্যঘৃতযুক্ত হইলে শ্রীহরির প্রীতিকর হইয়া থাকে ॥ ১২২ ॥

টীকা—হবিষা গব্যঘৃতেন, ব্রীহয়ঃ যবাদিভ্যোঽন্যে চণকাদয়ঃ ॥ ১২২ ॥

———

গারুড়ে—

অন্নং চতুর্ব্বিধং পুণ্যং গুণাঢ্যঞ্চামৃতোপমম্।
নিষ্পন্নং স্বগৃহে যদ্বা শ্রদ্ধয়া কল্পয়েদ্ধরেঃ ॥ ১২৩ ॥

অনুবাদ—গরুড়পুরাণে যথা—স্বীয়গৃহে পক্ক, গুণযুক্ত, অমৃততুল্য ও পবিত্র চতুর্ব্বিধ অন্ন শ্রদ্ধা-পূর্ব্বক শ্রীহরিকে অর্পণ করিবে ॥ ১২৩ ॥

———

ভবিষ্যে—

পুষ্পং ধূপং তথা দীপং নৈবেদ্যং সুমনোহরম্।
খণ্ডলড্ডুক-শ্রীবেষ্ট কাসারাশোকবর্ত্তিকাঃ ॥১২৪॥
স্বস্তিকোল্লাসিকাদুগ্ধ-তিলবেষ্টকিলাটিকাঃ।
ফলানি চৈব পক্বানি নাগরঙ্গাদিকানি চ ॥ ১২৫ ॥
অন্যানি বিধিনা দত্ত্বা ভক্ষ্যাণি বিবিধানি চ।
এবমাদীনি চান্যানি দাপয়েদ্ভক্তিতো নৃপ ॥ ১২৬ ॥

অনুবাদ—ভবিষ্যপুরাণে বলা হইয়াছে—হে রাজন্। পুষ্প, ধূপ, দীপ, মনোহর নৈবেদ্য, খণ্ড,লড্ডুক, শ্রীবেষ্ট, কাসার, সেবালড্ডু, স্বস্তিক, উল্লাসিকা (লপ্সী) ক্ষীরের বড়া বা পুপিকা, তিলবেষ্ট, কিলাটিকা, (ক্ষীরসার) এবং নাগরঙ্গাদি পাকা ফল সকল শ্রদ্ধা সহকারে অর্পণ করিতে হইবে ॥ ১২৪-১২৬ ॥

টীকা—শ্রীবেষ্টং লজুষীতি প্রসিদ্ধং, কাসারঃ পৈবাকিকাদি-ঘৃতপক্বান্তনিক্ষেপ্যো মধুপক্বদ্রব্যবিশেষঃ, কসেরুরিতি প্রসিদ্ধঃ। অশোকবর্ত্তিকা সেবালড্ডু ইতি প্রসিদ্ধা। একমূর্দ্ধা পিষ্টময়ো রচিতঃ স্বস্তিকো মতঃ; উল্লাসিকা লপসীতি প্রসিদ্ধা, দুগ্ধবেষ্টঃ তিল-বেষ্টশ্চ, তত্র দুগ্ধবেষ্টঃ ক্ষীরবটকঃ পুপিকা বাতিল-বেষ্টঃ অগ্নসা ইতি প্রসিদ্ধঃ; কিলাটিকাঃ ক্ষীরসারঃ পটখিরিসেতি প্রসিদ্ধা অন্যানি চ ফলানি দত্ত্বা পশ্চাদ্ভক্ষ্যাণি দাপয়েৎ ইত্যত্র দদ্যাদিতি বা পাঠঃ ॥ ১২৪-১২৬ ॥

———

বারাহে—

যস্তু ভাগবতো দেবি অন্নাদ্যৈন্ তু প্রীণয়েৎ।
প্রীণিতস্তিষ্ঠতেহসৌ বৈ বহুজন্মানি মাধবি ॥ ১২৭ ॥
সর্ব্বব্রীহিময়ং গৃহ্য শুভং সর্ব্বরসান্বিতম্।
মন্ত্রেণ মে প্রদীয়েত ন কিঞ্চিদপি সংস্পৃশেৎ ॥১২৮॥

অনুবাদ—বরাহপুরাণে বর্ণিত হইয়াছে যে,—হে মাধবি। হে দেবি। যিনি অন্ন প্রভৃতি ভক্ষ্য দ্রব্যদ্বারা বৈষ্ণবগণের প্রীতি সম্পাদন করেন এবং সর্ব্বরসবিশিষ্ট মঙ্গলপ্রদ শস্যসমূহ গ্রহণপূর্ব্বক মন্ত্রদ্বারা আমাকে সমর্পণ করিয়া তাহার কিছুমাত্র স্পর্শ না করেন, বহুজন্ম পর্য্যন্ত তিনি সুখস্বচ্ছন্দে বাস করিয়া থাকেন ॥ ১২৭-১২৮ ॥

টীকা—অন্নাদ্যেন অন্নাদি ভক্ষ্যপেয়দ্রব্যেণ গৃহ্য গৃহীত্বা ॥ ১২৭-১২৮ ॥

ইঙ্গুদীফলবিল্বানি বদরামলকানি চ।
খর্জ্জূরাংশ্চাসনাংশ্চৈব মানবাংশ্চ পরূষকান্॥১২৯॥
শালোড়ুম্বরিকাংশ্চৈব তথা প্লক্ষফলানি চ।
পৈপ্পলং কণ্টকীয়ঞ্চ তুম্বুরুঞ্চ প্রিয়ঙ্গুকম্ ॥ ১৩০ ॥
মরীচং শিংশপাকঞ্চ ভল্লাতকরমর্দ্দকম্।
দ্রাক্ষাঞ্চ দাড়িম্বঞ্চৈব পিণ্ডখর্জ্জূরমেব চ ॥ ১৩১ ॥

অনুবাদ—ইঙ্গুদীফল, বেল, বদর, আমলকী, খেজুর, আসন (চারবীজ), নারিকেল, পরূষক, শাল, উড়ুম্বরিক, প্লক্ষফল, পিপ্পলীফল, কাঁঠাল, তুম্বুরু, প্রিয়ঙ্গু মরীচ, শিংশপা ভল্লাতক, করমর্দ্দক, দ্রাক্ষা, দাড়িম্ব, পিণ্ডখর্জ্জুর প্রভৃতি ফল ভগবানের অতিশয় প্রিয় ॥ ১২৯-১৩১ ॥

টীকা—আসনান্ চারবীজানি, মানবান্ নারিকেলফলানি পরূষকান্ পরুষা ইতি প্রসিদ্ধান্. এষু পুংস্ত্বমার্ষম্। অগ্রে অন্যত্রাপি এবং জ্ঞেয়ম্। এবং দেশভেদেন তত্তন্নাম প্রসিদ্ধেরপি ভেদাৎ, তত্তদ্ভাষয়া লিখিতানামপি তত্তদ্ব্যাণাং সর্ব্বদেশীয়ানাং দুর্জ্ঞেয়ত্বাৎ তল্লিখনপ্রয়াসেনালম্। তত্তদ্দেশবাসিভ্য এবাপেক্ষিত-তত্তদ্বিশেষো জ্ঞেয়ঃ। তথাপ্যত্রাপ্রসিদ্ধং কিঞ্চিৎ শ্রীমথুরাদেশভাষয়া অভিব্যজত ইতি ॥১২৯॥

সৌবীরং কেলিকঞ্চৈব তথা শুভফলানি চ।
পিণ্ডারকফলঞ্চৈব পুন্নাগফলমেব চ ॥ ১৩২ ॥
শমীঞ্চৈব কবীরঞ্চ খর্জ্জূরকমহাফলম্।
কুমুদস্য ফলঞ্চৈব বহেড়কফলন্তথা ॥ ১৩৩ ॥
অজং কর্কোটকঞ্চৈব তথা তালফলানি চ।
কদম্বঃ কৌমুদঞ্চৈব দ্বিবিধং স্থলকঞ্জয়োঃ ॥ ১৩৪ ॥
পিণ্ডিকন্দেতি বিখ্যাতং বংশনীপং ততঃ পরম্।
মধুকন্দেতি বিখ্যাতং মাহিষং কন্দমেব চ ॥ ১৩৫ ॥
করমর্দ্দককন্দঞ্চ তথা নীলোৎপলস্য চ।
মৃণালং পৌষ্করঞ্চৈব শালূকস্য ফলন্তথা ॥ ১৩৬ ॥
এতে চান্যে চ বহবঃ কন্দমূলফলানি চ।
এতানি চোপযোজ্যানি যে ময়া পরিকল্পিতাঃ ॥১৩৭॥

অনুবাদ—সৌবির, কেলিক, পিণ্ডারকফল, পুন্নাগফল, শমী, কবীর, খর্জ্জুর বা মহাফল, কুমুদফল, বহেড়াফল, অজ, কর্কোটক, তালফল, কদম্ব, কৌমুদ, দ্বিবিধ স্থলকঞ্জ, পিণ্ডিকন্দ, বংশীনীপ, মধুকন্দ, মাহিষকন্দ, করমর্দ্দককন্দ, নীলোৎপলকন্দ, মৃণাল, পুষ্করফল, শালুকফল, এই সকল ও অন্যান্য কন্দমূল ফলের বিষয় আমি যে বর্ণন করিয়াছি, সে সমস্তই আমার ভক্ষ্য ॥ ১৩২-১৩৭ ॥

মূলকস্য ততঃ শাকং চিঞ্চাশাকং তথৈব চ।
শাকঞ্চৈব কলায়স্য সর্ষপস্য তথৈব চ ॥ ১৩৮ ॥
বংশকস্য তু শাকঞ্চ শাকমেব কলম্বিকম্।
আর্দ্রকস্য চ শাকং বৈ পালঙ্কং শাকমেব চ ॥১৩৯॥
অম্লিলোড়কশাকঞ্চ কাশং কৌমারকন্তথা।
শুকমণ্ডলপত্রঞ্চ দ্বাবেব তরুবানকৌ ॥ ১৪০ ॥
চরস্য চৈব শাকঞ্চ মধুকোড়ুম্বরং তথা।
এতে চান্যে চ বহবঃ শতশোঽথ সহস্রশঃ।
কর্ম্মণ্যাশ্চৈব সর্ব্বে বৈ যে ময়া পরিকীর্ত্তিতাঃ ॥১৪১

অনুবাদ—মূলাশাক, চিঞ্চাশাক, কলায়শাক, সরিষাশাক, বংশকশাক, কলম্বীশাক, আর্দ্রকশাক, পালঙ্কশাক, অম্লিলোড়কশাক, কাশ কৌমারক, শুকমণ্ডলপত্র, দ্বিবিধ বৃক্ষের শুষ্কপত্র, চরশাক, মধুক ও উড়ুম্বর এই সকল ও অন্যান্য শতসহস্রবিধ শাকাদির বিষয় আমি যে কীর্ত্তন করিয়াছি সেই সকলই কর্ম্মোপযোগী ॥ ১৩৮-১৪১ ॥

ব্রীহীণাঞ্চ প্রবক্ষ্যামি উপযোগাংশ্চ মাধবি।
একচিত্তং সমাধায় তৎ সর্ব্বং শৃণু সুন্দরি ॥ ১৪২ ॥

অনুবাদ—হে সুন্দরি! হে মাধবি! এখন ভক্ষণীয় ব্রীহি সকলের বিষয় কীর্ত্তন করি, তুমি একাগ্রচিত্তে তাহা শ্রবণ কর ॥ ১৪২ ॥

ধর্ম্মাধর্ম্মিকরক্তঞ্চ সুগন্ধং শক্তশালিকম্।
দীর্ঘশূকং মহাশালিং বরকুঙ্কুমপত্রকম্ ॥ ১৪৩ ॥
গ্রামশালিং সমুদ্রাশাং সশ্রীশাং কুশশালিকাম্।
যবাশ্চ দ্বিবিধা জ্ঞেয়াঃ কর্ম্মণ্যা মম সুন্দরি ॥ ১৪৪॥

কর্ম্মণ্যাশ্চৈব মুদ্গাশ্চ তিলাঃ কৃষ্ণাঃ কুলত্থকাঃ
গোধূমকং মহামুদ্গমুদ্গাষ্টকমবাটজিৎ ॥ ১৪৫ ॥
কর্ম্মণ্যেতানি চোক্তানি ব্যঞ্জনানি প্রিয়াণ্যিতান্ ।
প্রতিগৃহ্ণাম্যহং হ্যেতান্ সর্ব্বান্ ভাগবতাৎ প্রিয়ান্ ॥

অনুবাদ—হে সুন্দরি ! ধর্ম্মরক্তশালি, অধর্ম্মরক্ত-শালি, দীর্ঘশূক, মহাশালি, শ্রেষ্ঠ কুঙ্কুমপত্র গ্রামশালি, মদ্রশশালি, শ্রীশশালি, কুশশালি ও দ্বিবিধ যব আমার কর্ম্মোপযোগী জানিবে। মুগ, তিল, কৃষ্ণকুলত্থকলাই, গম, মহামুগ মুদ্গাষ্টক এ সকলও কর্ম্মের উপযুক্ত। এই সকল দ্রব্য ও যে সমস্ত ব্যঞ্জনের বিষয় বলা হইয়াছে, সেই সমস্ত প্রিয় দ্রব্যই আমি বৈষ্ণবগণের নিকট হইতে গ্রহণ করি ॥ ১৪৩-১৪৬ ॥

———

কিঞ্চ—

যে মত্যৈবোপযোজ্যানি গব্যং দধি পয়ো ঘৃতম্ ॥১৪৭

অনুবাদ—আরও বর্ণিত হইয়াছে যে—গব্য-দধি, দুগ্ধ ও ঘৃত আমার ভক্ষণের উপযুক্ত ॥ ১৪৭ ॥

———

স্কান্দে চ ব্রহ্মনারদ-সংবাদে—

হবিঃ শাল্যোদনং দিব্যমাজ্যযুক্তং সশর্করম্ ।
নৈবেদ্যং দেবদেবায় যাবকং পায়সন্তথা ॥ ১৪৮ ॥
নৈবেদ্যানামভাবে তু ফলানি বিনিবেদয়েৎ ।
ফলানামপ্যভাবে তু তৃণগুল্মৌষধীরপি ॥ ১৪৯ ॥
ওষধীনামলাভে তু তোয়ঞ্চ বিনিবেদয়েৎ ।
তদলাভে তু সর্ব্বত্র মানসং প্রবরং স্মৃতম্ ॥ ১৫০ ॥

অনুবাদ—স্কন্দপুরাণে ব্রহ্ম-নারদ-সংবাদে বলা হইয়াছে—ঘৃত, শালিতণ্ডুলের অন্ন, উত্তম ঘৃত ও শর্করা-যুক্ত নৈবেদ্য এবং যবের পায়স দেবদেব শ্রীবিষ্ণুকে প্রদান করিবে। নৈবেদ্যাদির অভাব হইলে ফল নিবেদন করিবে। ফলেরও অভাব হইলে তৃণ, গুল্ম, এমন কি ঔষধি অর্পণ করা যায়। ইহারও অপ্রাপ্য হইলে কেবল জল অর্পণ করিবে। কোন কিছুই সংগ্রহ করিতে না পারিলে মানসে শ্রীভগবানের প্রিয় দ্রব্যাদি নিবেদন করিবে ॥ ১৪৮-১৫০ ॥

———

স্কান্দে মহেন্দ্রং প্রতি শ্রীনারদবচনম্—

যচ্ছন্তি তুলসীশাকং শৃতং যে মাধবাগ্রতঃ ।
কল্পান্তং বিষ্ণুলোকে তু বসন্তি পিতৃভিঃ সহ ॥ ১৫১॥

অনুবাদ—ঐ পুরাণেই ইন্দ্রের প্রতি দেবর্ষির বাক্য যথা—যাঁহারা শ্রীমাধবকে ঘৃতপক্ক তুলসী শাক অর্পণ করেন, তাঁহারা প্রলয়কাল পর্য্যন্ত পিতৃগণের শ্রীবিষ্ণুধামে অবস্থিতি করেন ॥ ১৫১ ॥

———

অথ নৈবেদ্য নিষিদ্ধানি

হারীতস্মৃতৌ—

নাভক্ষ্যং নৈবেদ্যার্থে ভক্ষ্যেষ্বপ্যজা
মহিষীক্ষীরং পঞ্চনখা মৎস্যাশ্চ ॥ ১৫২ ॥

অনুবাদ—অতঃপর নৈবেদ্যে নিষিদ্ধ দ্রব্যসকল সম্বন্ধে হারীতস্মৃতিতে বলা হইয়াছে—অভক্ষ্যদ্রব্য নৈবেদ্যে অর্পণ করিতে নাই। ভক্ষ্যদ্রব্যের মধ্যেও ছাগীদুগ্ধ, মহিষীদুগ্ধ, পঞ্চনখযুক্ত জন্তুর মাংস ও মৎস্য অর্পণ করিবে না ॥ ১৫২ ॥

———

দ্বারকামাহাত্ম্যে—

নীলীক্ষেত্রং বাপয়ন্তি মূলকং ভক্ষয়ন্তি যে ।
নৈবাস্তি নরকোত্তারঃ কল্পকোটিশতৈরপি ॥ ১৫৩ ॥

অনুবাদ—দ্বারকামাহাত্ম্যে যথা—যাহারা ক্ষেত্রে নীলী বপণ করে এবং মূলক ভক্ষণ করে, তাহারা শতকোটি কল্পেও নিরয় হইতে উদ্ধার পায় না ॥১৫৩

———

বারাহে—

মাহিষঞ্চাবিকং চাজমযজ্ঞীয়মুদাহৃতম্ ॥ ১৫৪ ॥

অনুবাদ—বরাহপুরাণে বলা হইয়াছে—মহিষ, মেষ ও ছাগ সম্বন্ধীয় ঘৃত যজ্ঞের অনুপযোগী বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে ॥ ১৫৪ ॥

———

কিঞ্চ—

মাহিষং বর্জ্জয়েন্মহ্যং ক্ষীরং দধি ঘৃতং যদি ॥১৫৫॥

অনুবাদ—আরও যথা—যদি কেহ আমাকে দধি,

দুগ্ধ ও ঘৃত অর্পণ করে, তাহা হইলে সে যেন মহিষ সম্বন্ধীয় ঐ সকল দ্রব্য বর্জ্জন করে ॥ ১৫৫ ॥

টীকা—মাহিষাদিকং দধ্যাদি ॥ ১৫৫ ॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে তৃতীয়কাণ্ডে—

অভক্ষ্যঞ্চাপ্যহৃদ্যঞ্চ নৈবেদ্যং ন নিবেদয়েৎ ।
কেশকীটাবপন্নঞ্চ তথা চাবিহিতঞ্চ যৎ ॥ ১৫৬ ॥
মূষিকালাঙ্গুলোপেতমবধূতমবক্ষুতম্ ।
উড়ুম্বরং কপিত্থঞ্চ তথা দন্তশঠঞ্চ যৎ ॥
এবমাদীনি দেবায় ন দেয়ানি কদাচন ॥ ১৫৭ ॥

অনুবাদ—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে তৃতীয়কাণ্ডে—অভক্ষ্য ও স্বাদবিহীন নৈবেদ্য নিবেদন করিবে না। যাহা নিষিদ্ধ, কেশ ও কীট সমন্বিত, মূষিকা ও লাঙ্গুল কর্তৃক কৃতোচ্ছিষ্ট, অবজ্ঞাবশতঃ ত্যক্ত এবং যাহার উপরে হাঁচা হইয়াছে সেই প্রকার বস্তু নিবেদনের উপযুক্ত নহে। ঔড়ুম্বর, কপিত্থ, জম্বীর প্রভৃতি দ্রব্যও দেবতাকে কদাচ দিবে না ॥ ১৫৬-১৫৭ ॥

টীকা—কেশকীটৈঃ দূষিতমিতি—পাকানন্তরং কেশকীটৈঃ দূষিতত্বং জ্ঞেয়ম্। বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে চ—কীটাবপন্নং যন্নিষিদ্ধং, তচ্চ কেশাদি-সহিতপাকাভিপ্রায়েণ। দেবদ্রোণ্যাং দেবযাত্রায়াং প্রকৃতিষু অবশ্যকৃত্যা মহোত্তরেষু তন্মাত্রমিতি কাকাদিভির্যাবৎ সংস্পৃষ্টং তাবদেবেত্যর্থঃ। দ্রোণঃ ষট্‌পঞ্চাশদধিকপলশতদ্বয়ম্। লালাকৃতং যত্র শ্লেষ্মপ্রক্ষিপ্তং তৎ। যদ্যপি আত্মভোগ্যাপেক্ষয়া তদুপখাতশোধনং, তত্র তত্রোক্তং, তথাপ্যাত্মভোগ্যং শুদ্ধং যৎ পরমেশ্বরার্পণেঽপি যোগ্যং স্যাদিতি, কিংবা ভগবদর্থপক্বান্নেঽপি প্রমাদাদিনা কথঞ্চিৎ ন দোষঃ সম্ভবেদিতি তত্তচ্ছুদ্ধিঃ লিখিতেতি দিক্। এবমন্যত্র তদপ্যূহ্যম্ ॥ ১৫৬ ॥

টীকা—লাঙ্গুলো জন্তুবিশেষঃ, অবধূতম্ অবজ্ঞয়া ত্যক্তং, অবক্ষুতং যস্যোপরি ক্ষুতং কৃতং তৎ। দন্তশঠং জম্বীরফলম্ ॥ ১৫৭ ॥

অথাভক্ষ্যাণি

কৌর্ম্মে—

বৃন্তাকং জালিকাশাকং কুসুম্ভাশ্মন্তকং তথা ।
পলাণ্ডুং লশুনং শুক্তং নির্য্যাসঞ্চৈব বর্জ্জয়েৎ ॥১৫৮॥
গৃঞ্জনং কিংশুকঞ্চৈব কুকুণ্ডঞ্চ তথৈব চ ।
উড়ুম্বরমলাবুঞ্চ জগ্ধা পততি বৈ দ্বিজঃ ॥ ১৫৯ ॥

অনুবাদ—অনন্তর অভক্ষ্য দ্রব্যসকল বিষয়ে কূর্ম্মপুরাণে বলা হইয়াছে—বার্ত্তাকী, জালিশাক, কুসুম্ভশাক, অশ্মন্তকশাক, পলাণ্ডু, লশুন, কাঞ্জিক ও নির্য্যাস ত্যাগ করিবে। গৃঞ্জন, কিংশুক, কুকুণ্ড, উড়ুম্বর ও অলাবু এ সকল দ্রব্য ভোজন করিলে দ্বিজ পতিত হয় ॥ ১৫৮-১৫৯ ॥

টীকা—'নাভক্ষ্যং নৈবেদ্যার্থে' ইতি হারীতস্মৃতৌ। 'অভক্ষ্যাঞ্চাপ্যহৃদ্যঞ্চ' ইতি বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে চাভক্ষ্যার্পণং নিষিদ্ধমিত্যভক্ষ্যাণি লিখতি—বৃন্তাকমিত্যাদিনা। কুসুম্ভশাকম্ অশ্মন্তকঞ্চ শাকবিশেষং, শুক্তং কাঞ্জিকং কুকুণ্ডং ফলবিশেষম্ ॥ ১৫৮-১৫৯॥

বৈষ্ণবে—

ভুঞ্জীতোদ্ধৃতসারাণি ন কদাচিন্নরেশ্বর ॥ ১৬০ ॥

অনুবাদ—বিষ্ণুপুরাণে যথা—হে রাজন্। পিণ্যাকাদি দ্রব্য ভোজন করিবে না ॥ ১৬০ ॥

টীকা—উদ্ধৃতসারাণি পিণ্যাকাদীনি ॥ ১৬০ ॥

স্কান্দে—

যো ভক্ষয়তি বৃন্তাকং তস্য দূরতরো হরিঃ ॥ ১৬১॥

অনুবাদ—স্কন্দপুরাণে, যথা—যে ব্যক্তি বৃন্তাক ভোজন করে, হরি তাহার বহুদূরে থাকেন ॥ ১৬১ ॥

কঞ্চান্যত্র—

বার্ত্তাকুং বৃহতীঞ্চৈব দগ্ধমন্নং মসূরকম্ ।
যস্যোদরে প্রবর্ত্তেত তস্য দূরতরো হরিঃ ॥ ১৬২ ॥

অনুবাদ—অন্যত্রও যথা—যে ব্যক্তি বার্ত্তাকু, বৃহতী, দগ্ধ অন্ন ও মসূর ভক্ষণ করে, শ্রীহরি তাহার অনেক দূরে অবস্থান করেন ॥ ১৬২ ॥

কিঞ্চ—

অলাবুং ভক্ষয়েদ্‌যস্তু দগ্ধমন্নং কলম্বিকাম্ ।
স নির্লজ্জঃ কথং ব্রূতে পূজয়ামি জনার্দ্দনম্ ॥১৬৩॥

অনুবাদ—আরও যথা—যে ব্যক্তি অলাবু, দগ্ধ অন্ন ও কলম্বীশাক ভক্ষণ করে, সেই নির্লজ্জ ব্যক্তি "আমি জনার্দ্দনের পূজা করিয়া থাকি" এ-কথা কিরূপে মুখে উচ্চারণ করিবে ? ১৬৩ ॥

অতএবোক্তং যামলে—

যত্র মদ্যং তথা মাংসং তথা বৃন্তাক-মূলকে।
নিবেদয়েন্নৈব তত্র হরেরৈকান্তিকী রতিঃ ॥ ১৬৪ ॥

অনুবাদ—অতএব যামলে উক্ত হইয়াছে—যে স্থানে মাংস, মদ্য, বৃন্তাক ও মূলক নিবেদিত হয়, সেখানে শ্রীহরির ঐকান্তিকী প্রীতি থাকে না ॥ ১৬৪॥

অথ নৈবেদ্যার্পণমাহাত্ম্যম্

স্কান্দে—

নৈবেদ্যানি মনোজ্ঞানি কৃষ্ণস্যাগ্রে নিবেদয়েৎ।
কল্পান্তং তৎপিতৃণান্তু তৃপ্তির্ভবতি শাশ্বতী ॥ ১৬৫ ॥
ফলানি যচ্ছতে যো বৈ সুহৃদ্যানি নরেশ্বর।
কল্পান্তং জায়তে তস্য সফলশ্চ মনোরথঃ ॥ ১৬৬ ॥

অনুবাদ—অনন্তর নৈবেদ্যার্পণ মাহাত্ম্য সম্বন্ধে স্কন্দপুরাণে বলা হইয়াছে—মনোজ্ঞ নৈবেদ্য শ্রীকৃষ্ণের পুরোভাগে নিবেদন করিলে কল্পান্ত পর্য্যন্ত তদীয় পিতৃগণ অক্ষয় তৃপ্তি লাভ করেন। হে নরেশ্বর ! যিনি উত্তম ফল সকল নিবেদন করেন, কল্পান্ত পর্য্যন্ত সেই ফলদাতার মনোরথ সফল হয় ॥ ১৬৫-১৬৬ ॥

নারসিংহে—

হবিঃ শাল্যোদনং দিব্যমাজ্যযুক্তং সশর্করম্।
নিবেদ্য নরসিংহায় যাবকং পায়সন্তথা ॥ ১৬৭ ॥
সমাস্তণ্ডুলসংখ্যায়া যাবত্যস্তাবতীর্নৃপ।
বিষ্ণুলোকে মহাভোগান্ ভুঞ্জনাস্তে সবৈষ্ণবাঃ ॥১৬৮

অনুবাদ—শ্রীনৃসিংহপুরাণে যথা—যাঁহারা শ্রীনৃসিংহদেবকে উত্তম ঘৃত, সশর্করাঘৃতযুক্ত শালিতণ্ডুলের অন্ন ও যবের পায়স অর্পণ করেন, তাঁহারা সেই নিবেদিত অন্নের তণ্ডুলের সংখ্যানুসারে তত বৎসর বৈষ্ণবগণের সহিত বিষ্ণুধামে পরম সুখভোগ করেন ॥১৬৭-১৬৮॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে—

অন্নদস্তৃপ্তিমাপ্নোতি স্বর্গলোকঞ্চ গচ্ছতি।
দত্ত্বা চ সংবিভাগায় তথৈবান্নমতন্দ্রিতঃ।
ত্রৈলোক্যতর্পিতে পুণ্যং তৎক্ষণাৎ সমবাপ্নুয়াৎ ॥১৬৯

অনুবাদ—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে বর্ণিত হইয়াছে যে—অন্নদাতার তৃপ্তিলাভ হয় এবং স্বর্গলোকে গমন হয়। সাবধান হইয়া শ্রীহরিকে অন্ন নিবেদন করিলে ত্রিলোক তৃপ্ত হয় এবং অন্নদাতা তৎক্ষণাৎ তজ্জনিত পুণ্যের অধিকারী হন ॥ ১৬৯ ॥

টীকা—সম্যক্ বিভাগো দেবানাং যজ্ঞভাগো যস্মাৎ, সঃ সংবিভাগো বিষ্ণুস্তস্মৈ ॥ ১৬৯ ॥

অক্ষয্যমন্নপানঞ্চ পিতৃভ্যশ্চোপতিষ্ঠতে।
ওদনং ব্যঞ্জনোপেতং দত্ত্বা স্বর্গমবাপ্নুয়াৎ ॥ ১৭০ ॥

অনুবাদ—উত্তম ব্যঞ্জনের সহিত অন্ন নিবেদন করিলে সুরপুরে গতি হয় এবং সেই অন্ন নিবেদনকারীর পিতৃগণ অক্ষয় অন্ন ও পানীয় লাভ করেন ॥ ১৭০ ॥

পরমান্নং তথা দত্ত্বা তৃপ্তিমাপ্নোতি শাশ্বতীম্।
বিষ্ণুলোকমবাপ্নোতি কুলমুদ্ধরতে তথা ॥ ১৭১ ॥
ঘৃতৌদন-প্রদানেন দীর্ঘমায়ুরবাপ্নুয়াৎ।
দধ্যোদন-প্রদানেন শ্রিয়মাপ্নোত্যনুত্তমাম্ ॥ ১৭২ ॥
ক্ষীরৌদন-প্রদানেন দীর্ঘজীবিতমাপ্নুয়াৎ।
ইক্ষুণাঞ্চ প্রদানেন পরং সৌভাগ্যমশ্নুতে।
রত্নানাঞ্চৈব ভাগী স্যাৎ স্বর্গলোকঞ্চ গচ্ছতি ॥১৭৩॥

অনুবাদ—পরমান্ন অর্পণ করিলে অক্ষয় তৃপ্তিলাভ, বিষ্ণুলোকে বাস ও বংশ উদ্ধার হয়। ঘৃতযুক্ত অন্ন প্রদান করিলে দীর্ঘ জীবন লাভ হয়, দধিযুক্ত অন্ন প্রদান করিলে ধন সম্পত্তি লাভ হয় এবং দুগ্ধ মিশ্রিত অন্ন প্রদান করিলে দীর্ঘ জীবন লাভ হয় এবং ইক্ষুদণ্ড প্রদানে অত্যন্ত সৌভাগ্যশালী হয় ॥ ১৭১-১৭৩ ॥

ফাণিতস্যপ্রদানেন অগ্ন্যাধানফলং লভেৎ ॥ ১৭৪ ॥
তথা গুড়প্রদানেন কামিতাভীষ্টমাপ্নুয়াৎ ॥ ১৭৫ ॥

অনুবাদ—বাতাসা প্রদানে অগ্ন্যাধানের ফল লাভ হইয়া থাকে আর গুড় প্রদান করিলে অভীষ্ট কামনা সিদ্ধ হয় ॥ ১৭৪-১৭৫ ॥

টীকা—অভীপ্সিতান্ কামান্ বাঞ্ছিতানি প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ। পাঠান্তরে কামিতম্ অভীষ্টঞ্চ বাঞ্ছাতীতম্ ॥ ১৭৫ ॥

নিবেদ্যেক্ষুরসং ভক্ত্যা পরং সৌভাগ্যমাপ্নুয়াৎ।
সর্ব্বান্ কামানবাপ্নোতি ক্ষৌদ্রং যশ্চ প্রযচ্ছতি ॥১৭৬
তদেব তুহিনোপেতং রাজসূয়মবাপ্নুয়াৎ।
বহ্নিষ্টোমমবাপ্নোতি যাবকস্য নিবেদকঃ।
অতিরাত্রমবাপ্নোতি তথাপূপনিবেদকঃ ॥ ১৭৭ ॥

অনুবাদ—ভক্তিপূর্ব্বক ইক্ষুরস প্রদানকারী অতিশয় সৌভাগ্যশালী হন আর মধু প্রদান করিলে সকল কামনা সুসিদ্ধ হয় এবং হিমযুক্ত ক্ষৌদ্র হইলে রাজসূয়-যজ্ঞের ফল হয়। যবের পায়স নিবেদনকারী অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের ফলভাগী ও পিষ্টক নিবেদনকারী অতিরাত্র যজ্ঞের ফলভাগী হন ॥১৭৬-১৭৭॥

টীকা—পূর্ব্বম্ ইক্ষুণামিতি ইক্ষুদণ্ডানাম্ অধুনা ইক্ষুণাং রসমিতি ভেদঃ ॥ ১৭৬ ॥

বৈদলানাঞ্চ ভক্ষ্যাণাং দানাৎ কামানবাপ্নুয়াৎ।
দীর্ঘজীবিতমাপ্নোতি ঘৃতপূরনিবেদকঃ ॥ ১৭৮ ॥
মোদকানাং প্রদানেন কামানাপ্নোত্যভিপ্সিতান্ ॥

অনুবাদ—মুগ, ছোলা প্রভৃতির জল অর্পণ করিলে কামনা সিদ্ধ হয়। চন্দ্রপুলী নিবেদন করিলে দীর্ঘজীবন লাভ করে এবং মোদক প্রদান করিলে অভীষ্ট সিদ্ধ হয় ॥ ১৭৮-১৭৯ ॥

টীকা—বৈদলানাং মুদ্গচণকাদিসূপানাম্ ॥১৭৮॥

নানাবিধানাং ভক্ষ্যাণাং দানাৎ স্বর্গমবাপ্নুয়াৎ।
ভোজনীয়-প্রদানেন তৃপ্তিমাপ্নোত্যনুত্তমাম্ ॥ ১৮০ ॥
তথা লেহ্য প্রদানেন সৌভাগ্যমধিগচ্ছতি।
বলবর্ণমবাপ্নোতি চূষ্যাণাঞ্চ নিবেদনে ॥ ১৮১ ॥

অনুবাদ—নানাবিধ ভক্ষ্য দ্রব্য দিলে স্বর্গে গতি হয় এবং ভোজ্য দ্রব্য প্রদানে মহতী তৃপ্তিলাভ হয়। লেহ্য দ্রব্য প্রদান কারী সৌভাগ্যশালী হয়, আবার চূষ্য দ্রব্য নিবেদনে শক্তি ও রূপ লাভ হয় ॥১৮০-১৮১

টীকা—দন্তৈরবখণ্ড্যাবখণ্ড্য যানি ভক্ষ্যন্তেঽপূপাদীনি তানি ভক্ষ্যাণি ; ভোজনীয়ং ভোজ্যম্ ॥ ১৮০ ॥

টীকা—যৎ কেবলং জিহ্বয়া বিলোড্য নিগীর্ষতে পায়সাদি, যচ্চ জিহ্বায়াং নিক্ষিপ্য রসাস্বাদেন নিগীর্ষতে দ্রবীভূতং গুড়াদি তল্লেহ্যম্। যানি দংষ্ট্রাভিনিষ্পীড্য সারাংশং নিগীর্ষাবশিষ্টং ত্যজ্যতে, যথেক্ষুদণ্ডাদীনি তানি চূষ্যানি ॥ ১৮১ ॥

কুল্মাষোল্লাসিকা-দাতা বহ্ন্যাধেয়ং ফলং লভেৎ।
তথা কৃষরদানেন বহ্নিষ্টোমমবাপ্নুয়াৎ ॥ ১৮২ ॥
ধানানাং ক্ষৌদ্রযুক্তানাং লাজানাঞ্চ নিবেদকঃ।
মুখ্যানাঞ্চৈব শক্তুনাং বহ্নিষ্টোমমবাপ্নুয়াৎ ॥১৮৩॥
বানপ্রস্থাশ্রিতং পুণ্যং লভেচ্ছাকনিবেদকঃ।
দত্ত্বা হরীতকঞ্চৈব তদেব ফলমাপ্নুয়াৎ ॥ ১৮৪ ॥

অনুবাদ—কিঞ্চিৎ স্বিন্নমাষ ও লপ্‌সী প্রদানে অগ্ন্যাধ্যানের ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। কৃষর অর্পণ করিলে অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের ফলভাগী হওয়া যায়। শাক নিবেদন করিলে বানপ্রস্থ আশ্রম জনিত পুণ্যলাভ হয়। মধু সংযুক্ত ধান (ভাজাযব) খই এবং ছাতু নিবেদন করিলে অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের ফল হয় এবং হরিতক শাক অর্পণ করিলেও ঐরূপ ফল হইয়া থাকে ॥ ১৮২-১৮৪ ॥

টীকা—কুল্মাষাঃ কিঞ্চিৎস্বিন্নমাষাঃ, উল্লাসিকা লপসীতি প্রসিদ্ধা ॥ ১৮২ ॥

টীকা—ধানানাং ভৃষ্টযবানাম্ ॥ ১৮৩ ॥

টীকা—হরীতকং হরিদ্বর্ণকং শাকং, শাকবিশেষং বা ॥ ১৮৪ ॥

দত্ত্বা শাকানি রম্যাণি বিশোকস্ত্বভিজায়তে।
দত্ত্বা চ ব্যঞ্জনার্থায় তথোপকরণানি চ ॥ ১৮৫ ॥
সুকুলে লভতে জন্ম কন্দমূলনিবেদকঃ।
নীলোৎপলবিদারীণাং তরুটস্য তথা দ্বিজাঃ ॥১৮৬॥
কন্দদানাদবাপ্নোতি বানপ্রস্থফলং শুভম্।
ত্রপুষের্বারুকং দত্ত্বা পুণ্ডরীকফলং লভেৎ ॥ ১৮৭ ॥

অনুবাদ—রমণীয় শাক ও ব্যঞ্জনের জন্য উপকরণ অর্পণ করিলে শোক থাকে না। কন্দমূল অর্পণকারী ব্যক্তি উত্তমকুলে জন্মগ্রহণ করেন। হে দ্বিজগণ! নীলোৎপল, বিদারি ও পদ্মবীজের কন্দ নিবেদন করিলে বানপ্রস্থাশ্রমের ফল লাভ হয়। শশা ও কর্কটী ফল অর্পণ করিলে পুণ্ডরীক দানের ফল লাভ হয় ॥ ১৮৫-১৮৭ ॥

কর্কন্ধুবদরে দত্ত্বা তথা পারেবতং ফলম্।
পরূষকন্তথাম্রঞ্চ পনসং নারিকেলকম্ ॥ ১৮৮ ॥
ভব্যং মোচন্তথা চোচং খর্জ্জুরমথ দাড়িমম্।
আম্রাতকস্রুবাম্লোট-ফলমানপিয়ালকম্ ॥ ১৮৯ ॥
জম্বুবিল্বামলঞ্চৈব জাত্যং বীণাতকন্তথা।
নারঙ্গ-বীজপূরে চ বাজফল্গুফলান্যপি ॥ ১৯০ ॥
এবমাদীনি দিব্যানি যঃ ফলানি প্রযচ্ছতি।
তথা কন্দানি মুখ্যানি দেবদেবায় ভক্তিতঃ ॥১৯১॥
ক্রিয়াসাফল্যমাপ্নোতি স্বর্গলোকন্তথৈব চ।
প্রাপ্নোতি ফলমারোগ্যং মৃদ্বীকানাং নিবেদকঃ ॥১৯২
রসান্ মুখ্যানবাপ্নোতি সৌভাগ্যমপি চোত্তমম্।
আম্রৈরভ্যর্চ্চ্য দেবেশমশ্বমেধফলং লভেৎ ॥ ১৯৩ ॥

অনুবাদ—কর্কন্ধু, বদর, পারেবত, (তিন্দুকাকৃতি) পরূষক, আম, কাঁঠাল, নারিকেল, কামরাঙ্গা, কদলী, চোচ, খেজুর, দাড়িম, আম্রাতক, স্রুবা, অম্লোট, ফলমান, পিয়ালক, জাম, বেল, আমলক, জাত্য, বীণাতক, নারঙ্গ, বীজপুর, বাজ ও ফল্গুফল, এই প্রকার উত্তম ফল ও উত্তম উত্তম কন্দসমূহ যিনি ভক্তি সহকারে দেবদেব শ্রীবিষ্ণুকে প্রদান করেন তাঁহার ক্রিয়া সম্পূর্ণ হয় এবং তিনি স্বর্গলোকে গমন করেন। দ্রাক্ষা নিবেদন করিলে আরোগ্য লাভ হয়, শ্রেষ্ঠ রসসমুদায় প্রাপ্তি হয় এবং উত্তম সৌভাগ্য ও বৃদ্ধিশীল হইতে থাকে। আম্রফল দ্বারা দেবেশ্বর শ্রীহরির পূজা করিলে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হয় ॥ ১৮৮-১৯৩ ॥

টীকা—তরুটং পদ্মবীজং তস্য কন্দো বিসং, ত্রপুষং সুখাশং, ইর্ব্বারুকং কর্কটীফলং, বদরং ক্ষুদ্রবদরং, পারেবতং তিন্দুকাকৃতিফলং, পক্বং সদ্ধবললোহিতং মধুরাম্লঞ্চ কামরূপদেশে প্রসিদ্ধম্। ভব্যং কর্ম্মরঙ্গফলম্। মোচং কদলীফলং, চোচং কাশ্মীরদেশোদ্ভবং গুড়ত্বচফলং, নারিকেলফলবিশেষং বা, স্রুবা কাঁঠাল ইতি প্রসিদ্ধা, অম্লোটঃ সাহলীতি প্রসিদ্ধঃ, ফলমানঃ বীজপূরভেদঃ, জাত্যং জাতীফলং বীণাতকং খণ্ডগুজম্ ইতি দ্রব্যগুণটীকায়াং লিখিতম্। বাজফলং ক্ষীরিকা ফল্গুফলানি গোষ্ঠোড়ুম্বরিকাফলানি ॥ ১৮৬-১৯০ ॥

কিঞ্চ—
মোচকং পনসং জম্বু তথান্যৎ কুম্ভলীফলম্।
প্রাচীনামলকং শ্রেষ্ঠং মধুকোড়ুম্বরস্য চ।
যন্ত্রপক্বমপি গ্রাহ্যং কদলীফলমুত্তমম্ ॥ ১৯৪ ॥

অনুবাদ—আরও যথা—মোচক, পনস, জাম, কুম্ভলীফল, প্রাচীনামলক, মধুকোড়ুম্বরফল, এই সকল শ্রেষ্ঠ ফল। উত্তম কদলীফল যন্ত্রদ্বারা পক্ব হইলেও গ্রহণীয় ॥ ১৯৪ ॥

টীকা—মৃদ্বীকা দ্রাক্ষা, কুম্ভলীফলং কারভতীতি প্রসিদ্ধং, প্রাচীনামলকং পানিপাবেতি প্রসিদ্ধম্ ॥১৯২-১৯৪ ॥

হরিভক্তিসুধোদয়ে চ—
যৎ কিঞ্চিদল্পং নৈবেদ্যং ভক্তভক্তিরসপ্লুতম্।
প্রতিভোজয়তি শ্রীশস্তদ্দাতৄন্ স্বসুখং দ্রুতম্ ॥
ইতি ॥ ১৯৫ ॥

অনুবাদ—শ্রীহরিভক্তিসুধোদয়ে—ভক্তের ভক্তিসহকারে অল্প পরিমাণও নৈবেদ্যদাতৃগণকে শীঘ্র সুখভোগ করান ॥ ১৯৫ ॥

ততঃ প্রাগ্বদ্বিচিত্রাণি পানকান্যুত্তমানি চ।
সুগন্ধি শীতলং স্বচ্ছং জলমপ্যর্পয়েত্ততঃ ॥ ১৯৬ ॥

অনুবাদ—নৈবেদ্যার্পণের পর নানাবিধ উত্তম পানীয় দ্রব্য এবং সুগন্ধি, শীতল ও নির্ম্মল জল পূর্ব্ববৎ অর্পণ করিবে ॥ ১৯৬ ॥

টীকা—ততঃ নৈবেদ্যার্পণানন্তরং প্রাগ্বদিতি নৈবেদ্যার্পণবৎ ইত্যর্থঃ। বিচিত্রাণি বিবিধানি ॥১৯৬

অথ পানকানি তন্মাহাত্ম্যঞ্চ

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে—
**পানকানি সুগন্ধীনি শীতলানি বিশেষতঃ।
নিবেদ্য দেবদেবায় বাজিমেধমবাপ্নুয়াৎ ॥ ১৯৭ ॥**

অনুবাদ—অনন্তর পানীয় দ্রব্য ও তন্মাহাত্ম্য বিষয়ে বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে লিখিত হইয়াছে—দেবদেবকে যদি সুগন্ধ ও শীতল পানীয় নিবেদন করা হয়, তাহা হইলে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল পাওয়া যায় ॥ ১৯৭ ॥

**ত্বগেলা-নাগকুসুম-কর্পূরসিতসংযুতৈঃ।
সিতাক্ষৌদ্রগুড়োপেতৈর্গন্ধবর্ণগুণান্বিতৈঃ ॥ ১৯৮ ॥
বীজপূরকনারঙ্গ-সহকারসমন্বিতৈঃ।
রাজসূয়মবাপ্নোতি পানকৈর্বিনিবেদিতৈঃ ॥ ১৯৯ ॥**

অনুবাদ—এলাইচ, দারুচিনি, দধি, নাগকুসুম ও কর্পূর এবং বীজপূর প্রভৃতি ফলের রসের সহিত শর্করা মধু ও গুড় দিয়া তৈরী এবং গন্ধ, বর্ণ ও গুণ-যুক্ত বীজপূর, নাগরঙ্গ মিশ্রিত পানক তৈয়ারী করিয়া নিবেদন করিলে প্রভু প্রীত হইয়া সমর্পণকারীকে রাজসূয় যজ্ঞের ফল প্রদান করেন ॥ ১৯৮-১৯৯ ॥

টীকা—সিতং—দধি-বীজপূরকাদিফলরস-নির্ম্মিত-মিত্যর্থঃ ॥ ১৯৮ ॥

**নিবেদ্য নারিকেলাম্বু বহ্নিষ্টোমফলং লভেৎ।
সর্ব্বকামবহা নদ্যো নিত্যং যত্র মনোরমাঃ।
তত্র পানপ্রদা যান্তি যত্র রামা গুণান্বিতাঃ ॥
ইতি ॥ ২০০ ॥**

অনুবাদ—সর্ব্বকামনাপূরণকারী নদীসমূহের অবস্থান ভূমিতে এবং গুণবতী রমণীগণের বিচরণ ভূমিতে নারিকেলের জলপ্রদাতা গমন করেন এবং তিনি অগ্নিষ্টোমযজ্ঞের ফলও লাভ করেন ॥ ২০০ ॥

টীকা—নিত্যমিত্যনেন শ্রীবৈকুণ্ঠলোকমভিপ্রেতি ॥ ২০০ ॥

**ইত্থং সমর্প্য নৈবেদ্যং দত্ত্বা জবনিকান্ততঃ।
বহির্ভূয় যথাশক্তি জপং সধ্যানমাচরেৎ ॥ ২০১ ॥**

অনুবাদ—এইভাবে নৈবেদ্যসমূহ নিবেদন করিয়া বাহিরে আসিয়া শক্তি অনুসারে ধ্যান ও জপ করিবে ॥ ২০১ ॥

টীকা—জবনিকাং তিরস্করণীম্ ॥ ২০১ ॥

অথ ধ্যানম্

**ব্রহ্মেশাদ্যৈঃ পরিত ঋষিভিঃ সূপবিষ্টৈঃ সমেতো,
লক্ষ্ম্যা শিঞ্জদ্বলয়করয়া সাদরং বীজ্যমানঃ।
মর্ম্মক্রীড়প্রহসিতমুখো হাসয়ন্ পংক্তিভোক্তৄন,
ভুঙ্‌ক্তে পাত্রে কনকঘটিতে ষড়্‌রসং শ্রীরমেশঃ ॥
ইতি ॥ ২০২ ॥**

অনুবাদ—অতঃপর ধ্যান—ব্রহ্মা-শিবাদি দেবগণ ও ঋষিগণ যাঁহার চতুর্দ্দিকে উপবিষ্ট আছেন, লক্ষ্মী-দেবী বলয়ধ্বনি সহকারে হস্তদ্বারা সাদরে যাঁহাকে বীজন করিতেছেন এবং সহাস্য মুখে পরিহাস পূর্ব্বক পঙ্‌ক্তি ভোজনকারীগণকে যিনি হাসাইতেছেন সেই লক্ষ্মীপতি সুবর্ণময় পাত্রে ষড়্‌বিধ রস ভোজন করিতেছেন ॥ ২০২ ॥

**একান্তিভিশ্চাত্মকৃতং সবয়স্যস্য গোকুলে।
যশোদালাল্যমানস্য ধ্যেয়ং কৃষ্ণস্য ভোজনম্ ॥২০৩॥**

অনুবাদ—বৈষ্ণবগণ গোকুলে জননী যশোমতী কর্ত্তৃক লালিত বয়স্যগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের নিজকৃত ভোজনের বিষয় চিন্তা করিবেন ॥ ২০৩ ॥

অথ হোমঃ

**নিত্যঞ্চাবশ্যকং হোমং কুর্য্যাৎ শক্ত্যনুসারতঃ।
হোমাশক্তৌ তু কুর্ব্বীত জপং তস্য চতুর্গুণম্ ॥ ২০৪**

অনুবাদ—সামর্থ্য অনুযায়ী আবশ্যকীয় হোম প্রত্যহই করণীয়। ইহাতে অক্ষমতা থাকিলে হোমের চারিগুণ জপ করিতে হইবে ॥ ২০৪ ॥

টীকা—শক্ত্যনুসারত ইতি—শক্তৌ অষ্টোত্তরং সহস্রম্ অশক্তৌ চ শতমিতি জ্ঞেয়ং, তস্য হোমস্য ॥ ২০৪ ॥

কেহপ্যেবং মন্বতেঽবশ্যং নিত্যহোমং সদাচরেৎ।
পুরশ্চরণহোমস্যাশক্তৌ হি স বিধির্মতঃ ॥ ২০৫ ॥
পূর্ব্বং দীক্ষাবিধৌ হোমবিধিশ্চ লিখিতঃ কিয়ান্।
তদ্বিস্তারশ্চ বিজ্ঞেয়স্তত্তচ্ছাস্ত্রাত্তদিচ্ছুভিঃ ॥ ২০৬ ॥

অনুবাদ—কাহারও কাহারও মতে নিত্য হোম অবশ্যই করা উচিত। কিন্তু পুরশ্চরণ সময়ে যে হোমের নিয়ম বলা হইয়াছে, তাহাতে সমর্থ না হইলে হোম সংখ্যার চারিগুণ জপ করিতে হইবে ইহা জানিও।

পূর্ব্বে দীক্ষানিয়মে হোমের বিধান কিছু পরিমাণে বর্ণনা করা হইয়াছে, অতএব বিশেষভাবে জানার ইচ্ছা থাকিলে তিনি সেই শাস্ত্র হইতে বিশেষ বিবরণ জানিতে পারিবেন ॥ ২০৫-২০৬ ॥

টীকা—কিং মন্বতে ? তল্লিখতি—অবশ্যমিত্যাদিনা। পুরশ্চরণে কর্ম্মণি যো হোমস্তস্মিন্নশক্তাবিব, স জপচতুর্গুণহোমকরণরূপো বিধিঃ ॥ ২০৫ ॥

———

সমাপ্তিং ভোজনে ধ্যাত্বা দত্ত্বা গাণ্ডূষিকং জলম্।
অমৃতাপিধানমসি স্বাহেত্যুচ্চারয়েৎ সুধীঃ ॥ ২০৭ ॥
বিসৃজেদ্দেববক্ত্রে তত্তেজঃ সংহারমুদ্রয়া।
নৈকান্তী তেজসঃ কুর্য্যান্নিষ্ক্রান্তিমিব সংক্রমম্ ॥২০৮

অনুবাদ—শ্রীভগবানের আহারের সমাপ্তি চিন্তা করিয়া বিজ্ঞব্যক্তি জলগণ্ডূষ প্রদান এবং অমৃতাপিধানমসি স্বাহা এই মন্ত্র উচ্চারণ করিবে। তারপর সংহার-মুদ্রাযোগে শ্রীকৃষ্ণের নৈবেদ্য গ্রহণের জন্য বহির্গত সেই তেজ প্রবেশ করাইবে। বৈষ্ণবগণ তেজের নিষ্ক্রমণের মত উহার সঙ্কোচ করিবেন না ॥ ২০৭-২০৮ ॥

টীকা—অমৃতাপিধানমসীতি জলগণ্ডূষং দত্ত্বেতি জ্ঞেয়ম্ ॥ ২০৭ ॥

———

অথ বলিদানম্

ততো জবনিকাং বিদ্বানপসার্য্য যথাবিধি।
বিষ্বক্সেনায় ভগবন্নৈবেদ্যাংশং নিবেদয়েৎ ॥ ২০৯

অনুবাদ—অতঃপর বলিদান—এই ভাবে আচমন দেওয়া হইলে পণ্ডিতব্যক্তি জবনিকা সরাইয়া প্রসাদী নৈবেদ্যের অংশবিশেষ লইয়া বিষ্বক্সেনকে নিয়মানুসারে প্রদান করিবেন ॥ ২০৯ ॥

———

তথা চ পঞ্চরাত্রে শ্রীনারদ—
বিষ্বক্সেনায় দাতব্যং নৈবেদ্যং তচ্ছতাংশকম্।
পাদোদকং প্রসাদঞ্চ লিঙ্গে চণ্ডেশ্বরায় চ ॥ ২১০ ॥

অনুবাদ—এই বিষয়ে পঞ্চরাত্র গ্রন্থে শ্রীনারদ কহিতেছেন—শ্রীকৃষ্ণে সমর্পিত নৈবেদ্যের শত ভাগের এক ভাগ পাদোদক বিষ্বক্সেনকে অর্পণ করিতে হইবে। আর যদি লিঙ্গে শ্রীশিবের পূজা করা হয়, তাহা হইলে ঐ প্রসাদী নৈবেদ্য চণ্ডেশ্বরকে নিবেদন করিতে হইবে ॥ ২১০ ॥

টীকা—তৎ নৈবেদ্যগ্রহণায় বিনির্গতং যৎ, শতাংশকমিতি নৈবেদ্যস্য শতাংশানামেকমংশমিত্যর্থঃ এবং সহস্রাংশমপি, লিঙ্গে চেৎ শ্রীশিবপূজা ক্রিয়তে, তদা চণ্ডেশ্বরায় তদ্গণাধ্যক্ষায় তন্নৈবেদ্যাদিকং দাতব্যমিত্যর্থঃ। এতচ্চ দৃষ্টান্তত্বেনোদাহরণং জ্ঞেয়ম্ ॥২১০॥

———

তদ্বিধিঃ

মুখ্যাদীশানতঃ পাত্রান্নৈবেদ্যাংশং সমুদ্ধরেৎ।
সর্ব্বদেবস্বরূপায় পরায় পরমেষ্ঠিনে ॥ ২১১ ॥
শ্রীকৃষ্ণসেবাযুক্তায় বিষ্বক্সেনায় তে নমঃ।
ইত্যুক্ত্বা শ্রীহরের্বামে তীর্থক্লিন্নং সমর্পয়েৎ ॥ ২১২ ॥
শতাংশং বা সহস্রাংশমন্যথা নিষ্ফলং ভবেৎ ॥২১৩॥

অনুবাদ—ইহার নিয়ম যেরূপ বলা হইয়াছে, তাহা—প্রধান পাত্রের ঈশান কোণের নৈবেদ্যের অংশ তুলিয়া লইবে এবং "সর্ব্বদেব স্বরূপায় পরায় পরমাত্মনে। শ্রীকৃষ্ণসেবাযুক্তায় বিষ্বক্সেনায় তে নমঃ।" উহা উচ্চারণ করিয়া পাদোদক দ্বারা সিক্ত উহার একশতাংশ কিংবা এক সহস্রাংশ শ্রীকৃষ্ণের বামপার্শ্বে সমর্পণ করিবে। ফল প্রাপ্তির জন্য ইহা অবশ্যই করণীয় ॥ ২১১-২১৩ ॥

টীকা—ঈশানত ইতি ঈশানকোণে মণ্ডলিকাং কৃত্বা স্থাপিতত্বাৎ ॥ তীর্থং শ্রীচরণোদকং তেন ক্লিন্নম্ আর্দ্রম্ ॥ ২১১-২১২ ॥

———

পশ্চাচ্চ বলিরিত্যাদি-শ্লোকাবুচ্চার্য্য বৈষ্ণবঃ ।
সর্ব্বেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যস্তচ্ছতাংশং বিনিবেদয়েৎ ॥২১৪

অনুবাদ—বৈষ্ণবব্যক্তি অতঃপর দুইটি শ্লোক পাঠ করতঃ বৈষ্ণবগণকে ঐ প্রসাদী নৈবেদ্যের এক শতাংশ নিবেদন করিবেন ॥ ২১৪ ॥

টীকা—কিঞ্চ পশ্চাচ্চেতি, তস্য নৈবেদ্যস্য শতাংশং শতাংশানামেকাংশং 'সর্ব্বেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমঃ' ইতি বিধিনা নিবেদয়েৎ। অত্র চ বিষ্বক্সেনায় বা বলিপ্রভৃতিভ্যো বা দদ্যাদিত্যেবং বিকল্পং কেচিদিচ্ছন্তি, তচ্চাযুক্তমেব, অবশ্যং বিষ্বক্সেনায় দেয়ত্বাৎ ॥ ২১৪ ॥

———

তৌ চ শ্লোকৌ—

বলিবিভীষণো ভীষ্মঃ কপিলো নারদোঽর্জ্জুনঃ ।
প্রহলাদশ্চাম্বরীষশ্চ বসুর্বায়ুসুতঃ শিবঃ ॥ ২১৫ ॥
বিষ্বক্‌সেনোদ্ধবাক্রূরাঃ সনকাদ্যাঃ শুকাদয়ঃ ।
শ্রীকৃষ্ণস্য প্রসাদোঽয়ং সর্ব্বে গৃহ্নন্তু বৈষ্ণবাঃ ॥২১৬

অনুবাদ—সেই শ্লোকদ্বয় এইরূপ—বলি, বিভীষণ, ভীষ্ম, কপিল, নারদ, অর্জ্জুন, প্রহলাদ, অম্বরীষ, বসু, হনুমান, শিব, বিষ্বক্সেন, উদ্ধব, অক্রূর, সনকাদি ও শুকাদি বৈষ্ণবগণ শ্রীকৃষ্ণের এই প্রসাদ গ্রহণ করুন ॥ ২১৫-২১৬ ॥

———

ইদং যদ্যপি যুজ্যেত দর্পণার্পণতঃ পরম্ ।
তথাপি ভক্তবাৎসল্যাৎ কৃষ্ণস্যাত্রাপি সম্ভবেৎ ॥২১৭

অনুবাদ—দর্পণ নিবেদনের পর যদিও বৈষ্ণবগণকে বলি অর্পণ যুক্তি সঙ্গত তবুও শ্রীকৃষ্ণের ভক্তগণের প্রতি বাৎসল্য প্রযুক্ত এখানে উহা করা যাইবে ॥ ২১৭ ॥

টীকা—ইদং বৈষ্ণবেভ্যো বলিদানং দর্পণস্য অর্পণম্ অগ্রে লেখ্যং ; ভগবতে নিবেদনং তস্মাৎ পরমনন্তরমেব যুজ্যেত। অকৃতাচমনস্যোচ্ছিষ্টহস্তস্য শ্রীভগবতো নিবিষ্টত্বাৎ, অত্র অস্মিন্ সময়েঽপি ভক্তবাৎসল্যাৎ সম্ভবেৎ, অন্যথা তদুচ্ছিষ্টস্যাত্যন্তপরিত্যাগেন তস্যৈবাসন্তোষোৎপত্তেরিতি দিক্ ॥২১৭॥

———

অথ বলিদানমাহাত্ম্যম্

নারসিংহে—

ততস্তদন্নশেষেণ পার্ষদেভ্যঃ সমন্ততঃ ।
পুষ্পাক্ষতৈর্বিমিশ্রেণ বলিং যস্তু প্রযচ্ছতি ॥ ২১৮ ॥
বলিনা বৈষ্ণবেনাথ তৃপ্তাঃ সন্তো দিবৌকসঃ ।
শান্তিং তস্য প্রযচ্ছন্তি শ্রিয়মারোগ্যমেব চ ॥ ২১৯ ॥

অনুবাদ—অতঃপর বলিদান মাহাত্ম্য সম্বন্ধে নৃসিংহপুরাণে কথিত হইয়াছে যে—অতঃপর ফুল আতপচাউল মিশ্রিত সেই অবশিষ্ট অন্ন দ্বারা পার্ষদগণকে যিনি বলি সমর্পণ করেন, দেবগণ বিষ্ণুপ্রসাদদাতাকে শান্তি প্রীত হইয়া সম্পত্তি ও দেহারোগ্য প্রদান করেন ॥ ২১৮-২১৯ ॥

টীকা—বৈষ্ণবেন বিষ্ণুসম্বন্ধিনা, তদুচ্ছিষ্টমহাপ্রসাদান্নেন দত্তত্বাৎ ; দিবৌকসঃ পার্ষদা এব যদ্বাঽন্যেঽপি দেবাঃ ॥ ২১৯ ॥

———

অথ জলগণ্ডূষাদ্যর্পণম্

উপলিপ্য ততো ভূমিং পুনর্গাণ্ডূষিকং জলম্ ।
দদ্যাত্রিরগ্রে কৃষ্ণস্য ততোঽস্মৈ দন্তশোধনম্ ॥২২০॥
পুনরাচমনং দত্ত্বা শ্রীপাণ্যোঃ শ্রীমুখস্য চ ।
মার্জ্জনায়াংশুকং দত্ত্বা সর্ব্বাণ্যঙ্গানি মার্জ্জয়েৎ ॥২২১

অনুবাদ—অতঃপর জল গণ্ডূষাদি অর্পণ—প্রথমেই স্থান পরিষ্কার করিয়া আচমনের নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে তিনবার গণ্ডূষ পরিমিত জল দিবে। তারপর তাঁহাকে দন্ত শোধনের জন্য সূক্ষ্ম ঘাসের ডগা দিবে, তারপর হাত ও মুখ ধুইবার জন্য পুনরায় আচমনীয় জল দিয়া শুদ্ধ বস্ত্র দ্বারা সমস্ত অঙ্গ মুছাইয়া দিবে ॥ ২২০-২২১ ॥

———

পরিধাপ্যাপরে বস্ত্রে পুনর্দত্ত্বাসনান্তরম্ ।
পাদ্যমাচমনীয়ঞ্চ পূর্ব্ববৎ পুনরর্পয়েৎ ॥ ২২২ ॥

অনুবাদ—তারপর বস্ত্রপরিবর্ত্তন করাইয়া যথাক্রমে পুনরায় আসন ও পাদ্য দিয়া পূর্ব্ববৎ পুনরায় আচমনীয় প্রদান করিবে ॥ ২২২ ॥

———

চন্দনাগুরুচূর্ণাদি প্রদদ্যাৎ করমার্জ্জনম্ ।
কর্পূরাদ্যাস্যবাসঞ্চ তাম্বুলং তুলসীমপি ॥ ২২৩ ॥

অনুবাদ—পরে করমার্জ্জনের নিমিত্ত চন্দন ও অগুরু চূর্ণাদি দিবে এবং মুখ সৌগন্ধ্য সম্পাদক কর্পূর লবঙ্গাদিযুক্ত তাম্বুল ও তুলসীপত্র প্রদান করিবে ॥ ২২৩ ॥

অথ মুখবাসাদিমাহাত্ম্যম্

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে তৃতীয়কাণ্ডে—
পূগজাতীফলে দত্ত্বা জাতীপত্রন্তথৈব চ ।
লবঙ্গফল-কক্কোলমেলাকটফলন্তথা ॥ ২২৪ ॥
তাম্বূলীনাং কিশলয়ং স্বর্গলোকমবাপ্নুয়াৎ ।
সৌভাগ্যমতুলং লোকে তথা রূপমনুত্তমম্ ॥ ২২৫ ॥

অনুবাদ—অতঃপর মুখবাসাদি মাহাত্ম্য সম্বন্ধে বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে তৃতীয়কাণ্ডে—সুপারী, জাতীফল, জাতীপত্র, লবঙ্গ, কক্কোল, এলাইচ, কণ্টফল ও তাম্বুল নিবেদন করিলে স্বর্গলোকে গতি হয় এবং দাতা অতিশয় সৌভাগ্য সম্পন্ন ও রূপবান্ হয় ॥ ২২৪-২২৫ ॥

স্কান্দে—
তাম্বুলঞ্চ সকর্পূরং সপূগং নরনায়ক ।
কৃষ্ণায় যচ্ছতি প্রীত্যা তস্য তুষ্টো হরিঃ সদা ॥২২৬

অনুবাদ—স্কন্দপুরাণে বলা হইয়াছে—যে ব্যক্তি প্রীতিপূর্ব্বক কর্পূর ও পূগ সহিত তাম্বুল শ্রীকৃষ্ণকে প্রদান করেন, শ্রীহরি তাঁহার প্রতি সতত সন্তুষ্ট থাকেন ॥ ২২৬ ॥

টীকা—ভূমিমুপলিপ্যেত, তদ্‌যদ্যপি সদাচারানুসারেণ শ্রীহস্তাদি-মার্জ্জনানন্তরমেবোপযুজ্যতে, তথাপি ক্রমদীপিকোক্তাপেক্ষয়াত্র লিখিতম্ । গাণ্ডুষিকং গণ্ডুষার্থং জলং, কৃষ্ণস্যাগ্রে পুরতঃ ভগবন্নাচামেতি ব্রুবন্ বারত্রয়ং দদ্যাৎ । তদনন্তরম্ অস্মৈ কৃষ্ণায় দন্তশোধনং সূক্ষ্মতৃণবিশেষাগ্রাদিকং দদ্যাৎ । আচমনমিতি আচমনার্থং বারিধারাত্রয়ং পুনর্দত্ত্বেতি জ্ঞেয়ম্ । করস্য মার্জ্জনং শোধনং গন্ধাপনয়নকরমিত্যর্থঃ । আস্যবাসং মুখবাসং কর্পূরলবঙ্গাদি, তুলসীমপি দদ্যাদিতি ভোজনানন্তরং বিজ্ঞোরপিতং তুলসীদলমিত্যতোহগ্রলেখ্যতন্মাহাত্ম্যপ্রতিপাদক- পঞ্চরাত্রবচনাৎ ॥ ২২০-২২৬ ॥

অথ পুনর্গন্ধার্পণম্

দিব্যং গন্ধং পুনর্দত্ত্বা যথেষ্টমনুলেপনৈঃ ।
দিব্যৈর্বিচিত্রৈঃ শ্রীকৃষ্ণং ভক্তিচ্ছেদেন লেপয়েৎ ॥২২৭
রম্যাণি চোর্দ্ধ্বপুণ্ড্রাণি সদ্বর্ণেন যথাস্পদম্ ।
সুগন্ধিনানুলেপেন কৃষ্ণস্য রচয়েত্তরাম্ ॥ ২২৮ ॥

অনুবাদ—পুনর্বার উত্তম গন্ধ নিবেদন করিয়া উত্তম উত্তম অনুলেপন দ্রব্যদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বাঙ্গ লেপন করিবে এবং নিজের কিংবা প্রভুর রুচি অনুযায়ী বিবিধরূপে তিলক রচনা করিয়া দিবে। ইহা-ছাড়া উৎকৃষ্ট বর্ণযুক্ত সুগন্ধময় অনুলেপন দ্রব্যদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের কপালে ও অন্যান্য অঙ্গে মনোহর ঊর্দ্ধ্বপুণ্ড্র ভালভাবে তৈয়ারী করিয়া দিবে ॥ ২২৭-২২৮ ॥

টীকা—যথেষ্টং ভগবতঃ স্বস্য বা রুচ্যনুসারেণ, ভক্তিচ্ছেদঃ পত্রভঙ্গ্যাদি-নির্ম্মাণ-প্রকারবিশেষস্তেন, পূর্ব্বং ভূষণান্তরং গন্ধার্পণং লিখিতং ভোজনাৎ প্রাগনুলেপনস্যাল্পত্বাপেক্ষ্যতঃ, ইদানীঞ্চ সর্ব্বাঙ্গলেপনায় বাহুল্যাপেক্ষয়া ভূষণপরিধানাৎ প্রথমমেব যুক্তমিতি দিক্ । সদ্বর্ণেনেতি—শ্রীশ্যামসুন্দরোপযুক্তপীতাদ্যুত্তমবর্ণেনেত্যর্থঃ । যথাস্পদমিতি—ললাটাদিস্থানেষ্বিত্যর্থঃ । এতচ্চাগ্রে এব ব্যক্তম্ । রচয়েত্তরাং পরমোৎকৃষ্টপ্রকারেণ বিরচয়েদিত্যর্থঃ । সর্ব্বাঙ্গানুলেপনেঽপি শোভাবিশেষার্থং হৃদয়াদিস্থানে ঊর্দ্ধ্বপুণ্ড্রবিরচনমিতি জ্ঞেয়ম্ ॥ ২২৭-২২৮ ॥

তথা চাগমে ধ্যানপ্রসঙ্গে—
ললাটে হৃদয়ে কুক্ষৌ কণ্ঠে বাহ্বোশ্চ পার্শ্বয়োঃ ।
বিরাজতোর্দ্ধ্বপুণ্ড্রেণ সৌবর্ণেন বিভূষিতম্ ॥
ইতি ॥ ২২৯ ॥

অনুবাদ—আগমে ধ্যান প্রসঙ্গে ঐ সকল স্থানের বিষয় বলা হইয়াছে—ললাট, হৃদয়, কুক্ষি, কণ্ঠ,

বাহুদ্বয় ও পার্শ্বদ্বয়ে বিরাজমান মনোহর বর্ণবিশিষ্ট উর্দ্ধ পুণ্ড্রে তিনি বিভূষিত হইয়াছেন ॥ ২২৯ ॥

টীকা—সৌবর্ণেন শোভনবর্ণবত্তেত্যর্থঃ। যদ্যপ্যেতৎ পুষ্পগন্ধাদ্যর্পণেন পূজনং গীতবাদ্যানন্তরমেব তান্ত্রিকাণাং সম্মতং, তথা চ ক্রমদীপিকায়াম্—তাম্বূলমপ্যভিসমর্প্য সুবাদ্যনৃত্যগীতৈঃ সুতৃপ্তমভিপূজয়েতাৎ পুরৈব। গন্ধাদিভিঃ সপরিবারমিতি, তথাপি গীত নৃত্যাদ্যর্থং দিব্যানুলেপ-বস্ত্রালঙ্করণাদিনা মহারাজবিভূতিভিশ্চ বিশিষ্টস্যৈব সভায়ামাগমনং লৌকিকব্যবহারানুসারেণ সমুপযুক্তম্। শক্তৌ চ সত্যাং পুনরপি গন্ধাদিনা পূজয়েদিতিচাগ্রে লেখ্যমেবিতি দিক্ ॥ ২২৯-২৩০ ॥

দিব্যানি কঞ্চুকোষ্ণীযকাঞ্চ্যাদীনি পরাণ্যপি।
বস্ত্রাণি সুবিচিত্রাণি শ্রীকৃষ্ণং পরিধাপয়েৎ ॥ ২৩০ ॥
ততো দিব্যকিরীটাদিভূষণানি যথারুচি।
বিচিত্রদিব্যমাল্যানি পরিধাপ্য বিভূষয়েৎ ॥ ২৩১ ॥

অনুবাদ—অত্যুৎকৃষ্ট কঞ্চুক, উষ্ণীষ ও কাঞ্চি প্রভৃতি অলংকার এবং বহুপ্রকারে বিচিত্র বসন শ্রীকৃষ্ণকে পরাইবে। তারপর উত্তম কিরীটাদি ভূষণ ও বিভিন্ন প্রকারের মনোহর মালা পরাইয়া রুচি অনুসারে সাজাইবে ॥ ২৩০-২৩১ ॥

অথ মহারাজোপচারার্পণম্

ততশ্চ চামরচ্ছত্রপাদুকাদীন্ পরানপি।
মহারাজোপচারাংশ্চ দত্ত্বাদর্শং প্রদর্শয়েৎ ॥ ২৩২ ॥

অনুবাদ—অতঃপর চামর, ছত্র, পাদুকা প্রভৃতি মহারাজের উপযুক্ত উপকরণ ও ধ্বজ পতাকা প্রভৃতি অন্যান্য দ্রব্য অর্পণ করিয়া দর্পণ দেখাইবে ॥ ২৩২ ॥

টীকা—চামরাদীন্ উপচারান্, পরানন্যান্ ধ্বজপতাকাদীন্, আদর্শং দর্পণম্ ॥ ২৩২ ॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে—
যথাদেশং যথাকালং রাজলিঙ্গং সুরালয়ে।
দত্ত্বা ভবতি রাজৈব নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ২৩৩ ॥

অনুবাদ—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে বলা হইয়াছে—যেরূপ দেশ ও কাল সেই অনুসারে দেবালয়ে রাজচিহ্ন অর্পণ করিলে রাজা হয়, এই বিষয়ে কোনও প্রকার তর্কের অবকাশ নাই ॥ ২৩৩ ॥

তত্র চামরমাহাত্ম্যম্

তথা চামরদানেন শ্রীমান্ ভবতি ভূতলে।
মুচ্যতে চ তথা পাপৈঃ স্বর্গলোকঞ্চ গচ্ছতি ॥ ২৩৪ ॥

অনুবাদ—চামর অর্পণ করিলে পৃথিবীতে শ্রীমান্ হয়। পাপমুক্ত হইয়া চামর প্রদানকারী স্বর্গে গমন করে ॥ ২৩৪ ॥

ছত্রস্য মাহাত্ম্যম্

তত্রৈব—
ছত্রং বহুশলাকঞ্চ ঝল্লরীবস্ত্রসংযুতম্।
দিব্যবস্ত্রৈশ্চ সংযুক্তং হেমদণ্ড-সমন্বিতম্ ॥ ২৩৫ ॥
যঃ প্রযচ্ছতি কৃষ্ণস্য ছত্রলক্ষযুতৈর্বৃতঃ।
প্রার্থ্যতে সোঽমরৈঃ সর্ব্বৈঃ ক্রীড়তে পিতৃভিঃ সহ ॥ ২৩৬ ॥

অনুবাদ—ঐ গ্রন্থেই বর্ণিত হইয়াছে—বহু শলাকাবিশিষ্ট, ঝালর ও দিব্যবস্ত্রসমন্বিত, সুবর্ণদণ্ড ছত্র, যিনি শ্রীকৃষ্ণকে প্রদান করেন, তিনি লক্ষ লক্ষ ছত্রে পরিবেষ্ঠিত হইয়া দেবগণের প্রার্থনীয় হন এবং পিতৃবর্গের সহিত ক্রীড়া করেন ॥ ২৩৫-২৩৬ ॥

টীকা—ঝল্লরীবস্ত্রং সূচিকর্ম্মাদি-বিনির্ম্মিতবিলম্বমানাঙ্গ-বিশেষস্তদ্‌যুক্তম্ ॥ ২৩৫ ॥

তত্রৈবান্যত্র—
রাজা ভবতি লোকেঽস্মিন্ ছত্রং দত্ত্বা দ্বিজোত্তমাঃ।
নাপ্নোতি রিপুজং দুঃখং সংগ্রামে রিপুজিদ্ভবেৎ ॥২৩৭

অনুবাদ—ঐ গ্রন্থের অন্যত্রও যথা—হে দ্বিজ শ্রেষ্ঠগণ! ছত্র প্রদান করিলে রাজা হয় এবং তাহার শত্রুজনিত দুঃখভোগ হয় না। ছত্রদাতা যুদ্ধে বিপক্ষকুলকে জয় করিতে সমর্থ হন ॥ ২৩৭ ॥

উপানৎসম্প্রদানেন বিমানমধিরোহতি।
যথেষ্টং তেন লোকেষু বিচরত্যমরপ্রভঃ ॥ ২৩৮ ॥

অনুবাদ—পাদুকা অর্পণ করিলে বিমানে আরোহণ করেন এবং দেবগণের মত প্রভাবশালী হইয়া যথেচ্ছ সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিতে পারেন ॥ ২৩৮ ॥

টীকা—পাদুকায়া মাহাত্ম্যঞ্চ পূর্ব্বং শ্রীমুখপ্রক্ষালনানন্তরং তৎসমর্পণে লিখিতমেবাস্তি ॥ ২৩৮ ॥

ধ্বজস্য মাহাত্ম্যম্

তত্রৈব—

লোকেষু ধ্বজভূতঃ স্যাদ্দত্ত্বা বিষ্ণোর্ব্বরং ধ্বজম্।
শক্রলোকমবাপ্নোতি বহ্‌ন্‌ব্দগণান্নরঃ ॥ ২৩৯ ॥

অনুবাদ—ঐ স্থানেই বলা হইয়াছে—শ্রীবিষ্ণুকে শ্রেষ্ঠধ্বজা অর্পণকারী ব্যক্তি লোকমধ্যে ধ্বজার মত শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী হন এবং বহু বহু বৎসর ব্যাপিয়া ইন্দ্রলোকে বাস করেন ॥ ২৩৯ ॥

কিঞ্চ—

যুক্তং পীতপতাকাভির্নিবেদ্য গরুড়ধ্বজম্।
কেশবায় দ্বিজশ্রেষ্ঠাঃ সর্ব্বলোকে মহীয়তে ॥
ইতি ॥ ২৪০ ॥

অনুবাদ—আরও যথা—হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ। পীতবর্ণপতাকাযুক্ত গরুড়াকৃতি ধ্বজা শ্রীকেশবের উদ্দেশ্যে নিবেদন করিলে নিবেদনকারী সর্ব্বলোকে পূজিত হন ॥ ২৪০ ॥

যৎ প্রাসাদে ধ্বজারোপমাহাত্ম্যং লিখিতং পুরা।
তদত্রাপ্যখিলং জ্ঞেয়ং তত্রাত্রত্যমিদং তথা ॥ ২৪১ ॥

অনুবাদ—পূর্ব্বে অট্টালিকায় যে ধ্বজারোপণমাহাত্ম্য লিখিত হইয়াছে, এস্থলেও ধ্বজারোপণের দ্বারা সেই প্রকার সমস্ত ফলই পাওয়া যাইবে জানিবেন ॥ ২৪১ ॥

টীকা—ধ্বজভূতঃ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ইত্যর্থঃ। গরুড়ধ্বজং গরুড়াকারধ্বজং, কৃত্রিমগরুড়যুক্তং বা ধ্বজং, তন্মাহাত্ম্যং তত্র ধ্বজার্পণেঽপি সর্ব্বং জ্ঞেয়ম্। তথা অত্রত্যং ধ্বজার্পণসম্বন্ধি ইদং লিখিতঞ্চ মাহাত্ম্যং তত্র ধ্বজারোপণে জ্ঞেয়ং, দ্বয়োঃ সাম্যাদিত্যর্থঃ ॥২৩৯-২৪১

কিঞ্চ ভবিষ্যে—

বিষ্ণোর্ধ্বজে তু সৌবর্ণং দণ্ডং কুর্য্যাদ্বিচক্ষণঃ।
পতাকা চাপি পীতা স্যাদ্‌গরুড়স্য সমীপগা ॥ ২৪২॥

অনুবাদ—ভবিষ্যপুরাণে আরও কথিত হইয়াছে—জ্ঞানবান্ ব্যক্তি শ্রীবিষ্ণুকে অর্পণ করার জন্য সোনাদ্বারা ধ্বজদণ্ড তৈয়ারী করিবেন। পতাকার রং পীত হইবে ও গরুড়ের নিকট ঐ ধ্বজাদণ্ড স্থাপন করিতে হইবে ॥ ২৪২ ॥

ব্যজনস্য মাহাত্ম্যম্

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে—

তালবৃন্তপ্রদানেন নির্বৃতিং প্রাপ্নুয়াৎ পরাম্ ॥ ২৪৩ ॥

অনুবাদ—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে—তালবৃন্ত প্রদান করিলে অতিশয় সুখ প্রাপ্ত হওয়া যায় ॥ ২৪৩ ॥

বিতানস্য মাহাত্ম্যম্

তত্রৈব—

বিতানকপ্রদানেন সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে।
পরাং নির্বৃতিমাপ্নোতি যত্র যত্রাভিজায়তে ॥ ২৪৪ ॥

অনুবাদ—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরেই বলা হইয়াছে—চন্দ্রাতপ প্রদান করিলে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হয় এবং চন্দ্রাতপদাতা যে যে স্থানে জন্মগ্রহণ করেন, সেই সেই স্থানেই অতিশয় সুখলাভ করেন ॥ ২৪৪ ॥

খড়্গাদীনাং মাহাত্ম্যম্

দত্ত্বা নিস্ত্রিংশকান্ মুখ্যান্ শত্রুভির্নাভিভূয়তে।
দত্ত্বা তদ্বন্ধনং মুখ্যমগ্ন্যাধেয়ফলং লভেৎ ॥ ২৪৫ ॥

অনুবাদ—শ্রীবিষ্ণুকে উত্তম খড়্গ প্রদান করিলে শত্রু কর্ত্তৃক পরাজিত হন না। উৎকৃষ্ট খড়্গকোষ প্রদান করিলে অগ্ন্যাধানের ফল লাভ করা যায় ॥ ২৪৫ ॥

টীকা—মুখ্যান্ শ্রেষ্ঠান্ ; তেষাং বন্ধনং কোষম্ ॥ ২৪৫ ॥

কিঞ্চ—

পতদ্‌গ্রহং তথা দত্ত্বা শুভদন্তুভিজায়তে ।
পাদপীঠপ্রদানেন স্থানং সর্ব্বত্র বিন্দতি ॥ ২৪৬ ॥
দর্পণস্য প্রদানেন রূপবান্ দর্পবান্ ভবেৎ ।
মার্জ্জয়িত্বা তথা তঞ্চ সুভগস্তুভিজায়তে ॥ ২৪৭ ॥

অনুবাদ—আরও যথা—পিকদান অর্পণ করিলে উহা মঙ্গলকর হয়। পাদপীঠ অর্পণ করিলে সকল স্থানে জয় লাভ হয়। দর্পণ দিলে দাতা রূপবান ও দর্পবান হইয়া থাকেন। আর দর্পণ মার্জ্জন করিয়া অর্পণ করিলে সৌভাগ্য লাভ হয় ॥ ২৪৬-২৪৭ ॥

টীকা—তং দর্পণং, মার্জ্জয়িত্বা নির্ম্মলীকৃত্য ॥২৪৭

যৎকিঞ্চিদ্দেবদেবায় দদ্যাদ্ভক্তিসমন্বিতঃ ।
তদেবাক্ষয়মাপ্নোতি স্বর্গলোকং স গচ্ছতি ॥ ২৪৮ ॥

অনুবাদ—ভক্তিসহকারে দেবদেব বিষ্ণুকে যে-কোন দ্রব্য দান করিলে তাহা নিশ্চয় অক্ষয় হয় এবং তৎ সমস্ত দ্রব্যদাতা স্বর্গলোকে গমন করেন ॥ ২৪৮॥

কিঞ্চ বামনপুরাণে শ্রীবলিং প্রতি শ্রীপ্রহলাদোক্তৌ—
শ্রদ্ধধানৈর্ভক্তিপরৈর্যান্যুদ্দিশ্য জনার্দ্দনম্ ।
বলিদানানি দীয়ন্তে অক্ষয়াণি বিদুর্বুধাঃ ॥ ২৪৯ ॥

অনুবাদ—বামনপুরাণে শ্রীবলির প্রতি শ্রীপ্রহলাদ বাক্য—ভক্তি-শ্রদ্ধাসহকারে শ্রীজনার্দ্দনকে উদ্দেশ করিয়া যে সমস্ত বলিদান নিবেদন করা হয়, সেই সমস্তই অক্ষয় বলিয়া পণ্ডিতগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন ॥ ২৪৯ ॥

টীকা—এবং বিবিধং সকামস্যাবান্তরফলং লিখিত্বা মুখ্যফলং লিখতি—শ্রদ্ধধানৈরিতি। দানানি দেয়ানি অক্ষয়াণি অক্ষয্যফলানি শ্রীবৈকুণ্ঠলোকপ্রাপকাণীত্যর্থঃ ॥ ২৪৯ ॥

অত্রাপি কেচিদিচ্ছন্তি দত্ত্বা পুষ্পাঞ্জলিত্রয়ম্ ।
পূর্ব্বোক্তা দশশঙ্খাদ্যা মুদ্রাঃ সংদর্শয়েদিতি ॥ ২৫০॥

অনুবাদ—কেহ কেহ এমনও বলিয়া থাকেন যে, এই সময়েও আগে তিনবার পুষ্পাঞ্জলি দিয়া পরে পূর্ব্বোক্ত শঙ্খাদি দশমুদ্রা দেখাইবে ॥ ২৫০ ॥

টীকা—অত্র অস্মিন্ সময়েঽপি ॥ ২৫০ ॥

অথ গীতবাদ্যনৃত্যানি

ততো বিচিত্রৈর্ললিতৈঃ কারিতৈর্বা স্বয়ংকৃতৈঃ ।
গীতৈর্বাদ্যৈশ্চ নৃত্যৈশ্চ শ্রীকৃষ্ণং পরিতোষয়েৎ ॥২৫১

অনুবাদ—তারপর নিজকৃত অথবা অন্যকৃত মনোরম বিবিধ গীতবাদ্য ও নৃত্য দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে সন্তুষ্ট করিবে ॥ ২৫১ ॥

টীকা—ললিতৈর্মনোহরৈঃ কারিতৈর্নর্ত্তক্যাদিদ্বারা, স্বয়মেব কৃতৈর্বা ॥ ২৫১ ॥

অথ তত্র নিষিদ্ধম্

নৃত্যাদি কুর্ব্বতো ভক্তান্নোপবিশিষ্টোঽবলোকয়েৎ ।
ন চ তির্য্যগ্‌ব্রজেত্তত্র তৈঃ সহান্তরয়ন্ প্রভুম্ ॥২৫২॥

তথা চোক্তং—
নৃত্যন্তং বৈষ্ণবং হর্ষাদাসীনো যস্তু পশ্যতি ।
খঞ্জো ভবতি রাজেন্দ্র সোঽয়ং জন্মনি জন্মনি ॥২৫৩

কিঞ্চ—
নৃত্যতাং গায়তাং মধ্যে ভক্তানাং কেশবস্য চ ।
তানুতে যস্তিরো যাতি তির্য্যগ্‌যোনিং স গচ্ছতি ॥২৫৪

অনুবাদ—অনন্তর সেই সকল বিষয়ে নিষিদ্ধ—ভক্তগণ যে সময়ে নৃত্যগীতাদি করেন, তৎকালে কেহ উপবেশন করিয়া দর্শন করিবেন না এবং নৃত্যাদিরত ভক্তবৃন্দ ও প্রভুকে আড়াল করিয়া তাহার মধ্যদিয়া বক্রভাবে যাইবেন না।

এই বিষয়ে উক্ত হইয়াছে—হে রাজেন্দ্র ! প্রেমানন্দে নৃত্যরত বৈষ্ণব ব্যক্তিকে যে আসনস্থ হইয়া দর্শন করে, সেই ব্যক্তি প্রতি জন্মেই খোঁড়া হইয়া থাকে। আরও বলা হইয়াছে—ভক্তগণ ছাড়া অন্য যে কোন ব্যক্তি কেশব ও তাঁহার ভক্তবৃন্দের মধ্য-

দেশ আবরণ করে, সে বা তাহারা তির্য্যগ্ যোনি পাইয়া থাকে ॥ ২৫২-২৫৪ ॥

টীকা—উপবিষ্টঃ সন্নাবলোকয়েৎ, তত্র নৃত্যাদৌ তেষাং ভগবতশ্চ মধ্যে তির্য্যগ্‌ব্রজনেনাচ্ছাদনাত্তৈঃ সহ প্রভুং ভগবন্তম্ অন্তরয়ন্ বিচ্ছেদয়ন্ ন তির্য্যগ্‌ব্রজেচ্চেত্যর্থঃ ॥ ২৫২ ॥

টীকা—হর্ষাৎ প্রেমানন্দেন নৃত্যন্তং, খঞ্জঃ শতং কাণে চ খঞ্জে চেতি ন্যায়েনাসংখ্যদোষদুষ্টো ভবতীত্যর্থঃ ॥ ২৫৩ ॥

টীকা—তান্ নৃত্যদ্‌গায়দ্ভক্তান্ ঋতে বিনা তেষাং নৃত্যাদিপরতয়া তদ্দোষানাপত্তেঃ ॥ ২৫৪ ॥

———

অথ গীতাদিমাহাত্ম্যম্

সামান্যতো নারসিংহে—

গীতবাদ্যাদিকং নাট্যং শঙ্খতূর্য্যাদিনিস্বনম্ ।
যঃ কারয়তি বিষ্ণোস্তু সন্ধ্যায়াং মন্দিরে নরঃ ।
সর্ব্বকালে বিশেষেণ কামগঃ কামরূপবান্ ॥ ২৫৫ ॥
সুসংগীত-বিদগ্ধৈশ্চ সেব্যমানোঽপ্সরোগণৈঃ ।
মহার্হেণ বিমানেন বিচিত্রেণ বিরাজতা ।
স্বর্গাৎ স্বর্গমনুপ্রাপ্য বিষ্ণুলোকে মহীয়তে ॥ ২৫৬ ॥

অনুবাদ—প্রথমে সাধারণ ভাবে নৃসিংহপুরাণে যথা—যে ব্যক্তি সর্ব্বদা বিশেষতঃ সন্ধ্যাকালে বিষ্ণু-মন্দিরে গীতবাদ্যাদি, নাট্য ও শঙ্খ, তূর্য্য প্রভৃতির ধ্বনি করেন কিংবা অন্যলোকের দ্বারা করান, তিনি যথেচ্ছভাবে গমনকারী ও স্বেচ্ছারূপী হন এবং সঙ্গীতনিপুণা অপ্সরাগণ-কর্ত্তৃক সেবিত হইয়া স্বর্গ হইতে স্বর্গান্তরে মহামূল্য বিচিত্র বিমানারোহণে ভ্রমণ করিতে করিতে শেষে বিষ্ণুলোকে গিয়া বাস করেন ॥ ২৫৫-২৫৬ ॥

টীকা—কারয়তীতি স্বার্থে ইণ্। অন্যেনাপি কারয়তীতি বা ॥ ২৫৫ ॥

টীকা—স্বর্গাৎ স্বর্গমিতি বিলস্বর্গাৎ ভৌমস্বর্গং, ভৌমস্বর্গাৎ দিব্যস্বর্গং, ততো মহর্লোকাদিকং ব্রজন্ ক্রমেণ তত্র তত্র স্বেচ্ছয়া সুখভোগান্ ভুঙ্‌ক্তেত্যর্থঃ ॥ ২৫৬ ॥

———

স্কান্দে বিষ্ণুনারদসংবাদে—

গীতং বাদ্যঞ্চ নৃত্যঞ্চ নাট্যং বিষ্ণুকথাং মুনে ।
যঃ করোতি স পুণ্যাত্মা ত্রৈলোক্যোপরি সংস্থিতঃ ॥২৫৭

অনুবাদ—স্কন্দপুরাণে বিষ্ণু-নারদ-সংবাদে যথা—হে মুনে ! যে পুণ্যাত্মা বিষ্ণুকথা অবলম্বন করিয়া গীত, বাদ্য ,নৃত্য ও নাট্য করেন, তিনি তিন লোকের উপরিস্থিত বৈকুণ্ঠধাম প্রাপ্ত হন ॥ ২৫৭ ॥

টীকা—নাট্যমভিনয়াদি; যদ্বা, দেশীয়মার্গভেদেন নাট্যনৃত্যয়োর্ভেদঃ। এবমগ্রেঽপি, ত্রৈলোক্যং ব্রহ্মলোকপর্য্যন্তং, তদুপরি বৈকুণ্ঠলোকে সম্যক্ স্থিতো ভবতি ॥ ২৫৭ ॥

———

বৃহন্নারদীয়ে শ্রীযমভগীরথসংবাদে—

দেবতায়তনে যস্তু ভক্তিযুক্তঃ প্রনৃত্যতি ।
গীতানি গায়ত্যথবা তৎফলং শৃণু ভূপতে ॥ ২৫৮ ॥
গন্ধর্ব্বরাজতাং গানৈর্নৃত্যাদ্রুদ্রগণেশতাম্ ।
প্রাপ্নোত্যষ্টকুলৈর্যুক্তস্ততঃ স্যান্মোক্ষভাঙ্‌নরঃ ॥২৫৯॥

অনুবাদ— বৃহন্নারদীয়পুরাণে শ্রীযম-ভগীরথ সংবাদে বর্ণিত আছে—হে রাজন্ ! যিনি ভক্তিভরে দেবালয়ে নৃত্য অথবা গান করেন, তার ফল শ্রবণ করুন। সেই ব্যক্তি গান দ্বারা গন্ধর্ব্বরাজত্ব ও নৃত্য-দ্বারা রুদ্রগণের ঈশ্বরত্ব লাভ করেন, তারপর অষ্ট-কুলের সহিত সংসার হইতে মুক্তি লাভ করেন ॥ ২৫৮-২৫৯ ॥

টীকা—মোক্ষঃ সংসারদুঃখান্মুক্তিঃ, মোক্ষয়তীতি শ্রীভগবান্ বা, তং ভজতি প্রাপ্নোতীতি তথা সঃ ॥২৫৯

———

লৈঙ্গে শ্রীমার্কণ্ডেয়াম্বরীষসংবাদে—

বিষ্ণুক্ষেত্রে তু যো বিদ্বান্ কারয়েদ্ভক্তিসংযুতঃ ।
গান-নৃত্যাদিকঞ্চৈব বিষ্ণ্বাখ্যাঞ্চ কথাং তথা ॥২৬০॥
জাতিং স্মৃতিঞ্চ মেধাঞ্চ তথৈব পরমাং স্থিতিম্ ।
প্রাপ্নোতি বিষ্ণুসালোক্যং সত্যমেতন্নরাধিপ ॥ ২৬১ ॥

অন্যত্র চ শ্রীভগবদুক্তৌ—

বিসৃজ্য লজ্জাং যোঽধীতে গায়তে নৃত্যতেঽপি চ ।
কুলকোটি-সমাযুক্তো লভতে মামকং পদম্ ॥২৬২॥

অনুবাদ—লিঙ্গপুরাণে শ্রীমার্কণ্ডেয়-অম্বরীষ সং-

বাদে বর্ণিত আছে—হে রাজন্! যে বিদ্বান্ ব্যক্তি ভক্তির সহিত বিষ্ণুক্ষেত্রে হরিকথা বিষয়ক নৃত্য-গীতাদি করান, তিনি উত্তম জাতি, স্মৃতি, মেধা ও স্থিতি অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তি ও ভক্তে নিষ্ঠা লাভ করেন এবং বিষ্ণুর সহিত সালোক্য প্রাপ্ত হন, ইহাতে কোন ভুল নাই, লজ্জাদি পরিত্যাগ করিয়া যে ব্যক্তি আমার সম্মুখে অধ্যয়ন, গান কিংবা নৃত্য করেন সেই ব্যক্তি কোটিকুলের সহিত আমার স্থান লাভ করেন ॥২৬২॥

টীকা—বিষ্ণ্বাখ্যাং বৈষ্ণবীমিত্যর্থঃ, যদ্বা, বিষ্ণুনা সহ তৎকথায়া অভেদাভিপ্রায়েণ বিষ্ণ্বাখ্যামিত্যুক্তম্; যদ্বা, বিষ্ণোরাখ্যা নামমাত্রমপি যস্যাং তামপি; পরমামিত্যস্য সর্ব্বৈরেবান্বয়ঃ; পরমাং জাতিং জন্মান্তরে ইহৈব বা সাধূনাং পূজ্যত্বেন, স্থিতিং নিষ্ঠাং ভগবদ্ভজনাদৌ ॥ ২৬০-২৬২ ॥

অতএবোক্তম্—

ভারতে নৃত্যগীতে তু কুর্য্যাৎ স্বাভাবিকেঽপি বা।
স্বাভাবিকেন ভগবান্ প্রীণাতীত্যাহ শৌনকঃ ॥২৬৩॥

অনুবাদ—অতএব কথিত হইয়াছে—ভরতমুনি-প্রণীত বা নিজ স্বাভাবিক নৃত্য-গীত প্রভৃতি করিবে। স্বাভাবিক নৃত্য-গীত দ্বারা শ্রীভগবান অত্যন্ত সন্তুষ্ট হন। শৌনকঋষি এই কথা বলিয়াছেন ॥ ২৬৩ ॥

টীকা—ভারতে ভরতমুনিপ্রণীতে নিজস্বভাবসিদ্ধে অপি বা সন্ধিরার্ষঃ ॥ স্বাভাবিকেনাপি নৃত্যগীতেন ॥ ২৬৩ ॥

অতএব নারদীয়ে—

বিষ্ণোর্গীতঞ্চ নৃত্যঞ্চ নটনঞ্চ বিশেষতঃ।
ব্রহ্মন্ ব্রাহ্মণজাতীনাং কর্ত্তব্যং নিত্যকর্ম্মবৎ ॥২৬৪॥

অনুবাদ—এই কারণে শ্রীনারদপুরাণে উক্ত হইয়াছে—হে ব্রহ্মণ! বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে নৃত্য, গীত ও অভিনয়াদি ব্রাহ্মণগণের নিত্য কর্ম্মের ন্যায় করণীয় ॥ ২৬৪ ॥

টীকা—বিষ্ণোঃ বিষ্ণ্বর্থমিত্যর্থঃ। নটনম্ অভিনয়নম্; যদ্বা, নাটয়তি নর্ত্তয়তীতি নটনং নাট্যম্ ॥২৬৪

কিন্তু স্মৃতৌ—

গীতনৃত্যানি কুর্ব্বীত দ্বিজদেবাদিতুষ্টয়ে।
ন জীবনায় যুঞ্জীত বিপ্রঃ পাপভিয়া ক্বচিৎ ॥
ইতি ॥ ২৬৫ ॥

অনুবাদ—স্মৃতিশাস্ত্রেও বলা হইয়াছে—দেবতা ও ব্রাহ্মণগণের সন্তোষের জন্য ব্রাহ্মণগণ নৃত্য গীত প্রভৃতি করিবেন। জীবিকার নিমিত্ত ইহা কখনও করিবেন না, করিলে পাপ ভাগী হইবেন ॥ ২৬৫ ॥

এবং কৃষ্ণপ্রীণনত্বাদ্গীতাদেনিত্যতা পরা।
সংসিদ্ধৈরবিশেষেণ জ্ঞেয়া সা হরিবাসরে ॥ ২৬৬ ॥

অনুবাদ—এই ভাবে শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিকর বলিয়া সিদ্ধ মাহাত্মাগণ গীতাদির নিত্যতা, বিশেষতঃ শ্রীহরি-বাসরে অধিক নিত্যতার কথা বলিয়াছেন ॥ ২৬৬ ॥

টীকা—ক্বচিৎ কদাচিদপি জীবনায় নিজবৃত্ত্যর্থং ন যুঞ্জীত, ন কুর্য্যাৎ; তত্র হেতুঃ—পাপাদ্ভিয়া, তথা সতি পাপং স্যাদিত্যর্থঃ। অধুনা গীতনৃত্যাদি নিত্যত্বং লিখতি—এবমিতি। পরা পরমা মাহোৎসবদিনেষু চাত্যন্তনিত্যমেব তদিতি লিখতি অবিশেষেণেতি ॥২৬৫-২৬৬ ॥

তথা চোক্তম্—

কেশবাগ্রে নৃত্যগীতং ন করোতি হরেদিনে।
বহ্নিনা কিং ন দগ্ধোঽসৌ গতঃ কিং ন
রসাতলম্ ॥ ২৬৭ ॥

অনুবাদ—অতএব উক্ত হইয়াছে—যে ব্যক্তি শ্রীহরিবাসরে অর্থাৎ শ্রীএকাদশী প্রভৃতিতে কেশবের সম্মুখে নৃত্য-গীত না করে, সেই ব্যক্তি কি অগ্নিদ্বারা দগ্ধ কিংবা পাতালগামী হয় না? অর্থাৎ হরি সন্তোষের নিমিত্ত শ্রীকেশবের সম্মুখে হরিবাসরে অবশ্যই নৃত্য-গীতাদি করণীয় ॥ ২৬৭ ॥

টীকা—হরেদিনে একাদশ্যাদাবপি ॥ ২৬৭ ॥

অথ বিশেষতো গীতস্য মাহাত্ম্যম্

দ্বারকা-মাহাত্ম্যে শ্রীমার্কেণ্ডেয়েন্দ্রদ্যুম্নসংবাদে—

কৃষ্ণং সন্তোষয়েদ্যস্তু সুগীতৈর্মধুরস্বনৈঃ।
সর্ব্ববেদফলং তস্য জায়তে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ২৬৮ ॥

অনুবাদ—অতঃপর বিশেষরূপে গীতের বিষয় দ্বারকামাহাত্ম্যে শ্রীমার্কণ্ডেয় ইন্দ্রদ্যুম্ন-সংবাদে বলা হইয়াছে—শ্রুতিমধুর গানদ্বারা যিনি শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিবিধান করেন, তিনি নিঃসংশয়ে নিখিল বেদ-পাঠের ফলভাগী হন ॥ ২৬৮ ॥

টীকা—'বেদানাং সামবেদোঽস্মি (শ্রীগী ১০।২২) ইতি ভগবদ্বিভূতিত্বেন তস্য শ্রৈষ্ঠ্যাৎ সুস্বরগানময়ত্বেন ভগবত্তোষণাদ্বা, তস্য পাঠাদিনা সর্ব্বতোঽধিকং ফলং তজ্জায়তে ॥ ২৬৮ ॥

স্কান্দে শ্রীমহাদেবোক্তৌ—

শ্রুতিকোটিসমং জপ্যং জপকোটিসমং হবিঃ।
হবিঃকোটিসমং গেয়ং গেয়ং গেয়সমং বিদুঃ ॥২৬৯॥

অনুবাদ—স্কন্দপুরাণে শ্রীমহাদেবের বাক্যে—জপদ্বারা কোটি শ্রুতির ফল লাভ হয়। নৈবেদ্যার্পণে কোটি জপের ফল সিদ্ধ হয়, গীত কোটি নৈবেদ্য অর্পণের সমতুল এবং গীতের সদৃশ গীত অর্থাৎ ইহার তুলনা হয় না ॥ ২৬৯ ॥

টীকা—হবির্নৈবেদ্যং, গেয়সমং নিরুপমমিত্যর্থঃ ॥ ২৬৯ ॥

কাশীখণ্ডে বিষ্ণুদূতশিবশর্ম্মসংবাদে—

যদি গীতং কৃচিদ্গীতং শ্রীমদ্ধরিহরাঙ্কিতম্।
মোক্ষন্তু তৎফলং প্রাহুঃ সান্নিধ্যমথবা তয়োঃ ॥২৭০॥

অনুবাদ—কাশীখণ্ডে বিষ্ণুদূত-শিবশর্ম্মা-সংবাদে-যথা—কোনস্থলে শ্রীহরিহর-বিষয়ক গীত অনুষ্ঠিত হয়, তাহার ফল মুক্তি কিংবা শ্রীহরিহরের নিকট অবস্থিতি বলিয়া নিরূপিত হইয়াছে ॥ ২৭০ ॥

টীকা—মোক্ষস্য তুচ্ছত্বেন পক্ষান্তরমাহ—সান্নিধ্যমিতি। তয়োঃ শ্রীহরিহরয়োঃ ॥ ২৭০ ॥

বিষ্ণুধর্ম্মে শ্রীভগবদুক্তৌ—

রাগেণাকৃষ্যতে চেতো গান্ধর্ব্বাভিমুখং যদি।
ময়ি বুদ্ধিং সমাস্থায় গায়েথা মম সৎকথাঃ ॥ ২৭১॥

অনুবাদ—শ্রীবিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে শ্রীভগবানের বাক্যে আছে—তোমার চিত্ত মল্লার প্রভৃতি রাগে আকৃষ্ট হইয়া যদি গান করিতে উৎসাহ বোধ করে, তাহা হইলে আমাতে মনঃসংযোগ করিয়া সৎকথা অর্থাৎ আমার রাসক্রীড়াদি বিষয়ক কথা অথবা সাধুগণের কথা আশ্রয় করিয়া গান করিবে ॥ ২৭১ ॥

টীকা—রাগেণ মল্লাররাগাদিনা; যদ্বা, বিষয়-প্রীত্যা যদ্যাকৃষ্যতে, ততশ্চ গান্ধর্ব্বাভিমুখং গীতোৎ-সুকং যদি স্যাৎ; যদ্বা, গান্ধর্ব্বাভিমুখং যদা স্যাত্তদা ময়ি বুদ্ধিং সমাস্থায় মনো নিবেশ্য; যদ্বা, ইমাঃ কৃষ্ণস্য গাথা ইত্যেতাবন্মাত্রং মনসি কৃত্বা, সতীঃ উত্তমাঃ রাস-ক্রীড়াদ্যাশ্রয়াঃ কথাঃ; যদ্বা, মম যে সন্তঃ, তেষাং কথা গায়েথাঃ, তেনৈবাখিলান্যরাগোঽপযাস্য-তীতি ভাবঃ; যদ্বা, পরমভাগ্যোদিতেন তেনৈব সর্ব্বং সেৎস্যতীতি ॥ ২৭১ ॥

হরিভক্তিসুধোদয়ে—

যো গায়তীশমনিশং ভুবি ভক্ত উচ্চৈঃ
স দ্রাক্ সমস্তজনপাপভিদেঽলমেকঃ।
দীপেষ্বসৎস্বপি নন্ন প্রতিগেহমন্ত-
র্ধ্বান্তং কিমত্র বিলসত্যমলে দ্যুনাথে ॥ ২৭২ ॥

অনুবাদ—শ্রীহরিভক্তিসুধোদয়ে যথা—যে ভক্ত পৃথিবীতে উচ্চৈঃস্বরে সতত ভগবদ্বিষয়ক গান করেন, তিনি একাকী সদ্যই সমস্ত লোকের পাপ নাশ করিতে নিশ্চয়ই সমর্থ হন। দীপালোকের অভাব হইলেও আকাশে সূর্য্যের অবস্থানে গৃহের অভ্যন্তরে কি আলোর অভাব হয়? ২৭২ ॥

টীকা—দ্রাক্ সদ্য এব সমস্তজনানাং পাপস্য ভিদে নাশনায় এক এব অলং সমর্থঃ, তদেবার্থান্তরোপন্যা-সেন দ্রঢ়য়তি—দীপেষ্বিতি ॥ ২৭২ ॥

যদানন্দকলং গায়ন্ ভক্তঃ পুণ্যাশ্রু বর্ষতি।
তৎ সর্ব্বতীর্থ-সলিলস্নানং স্বমলশোধনম্ ॥ ২৭৩ ॥

অনুবাদ—ভক্তজন পুলকে গদ্‌গদ হইয়া গান করিতে করিতে যে প্রেমাশ্রুধারা বর্ষণ করেন, তাহা নিঃস্ব পাপহারক এবং নিখিল তীর্থজলে স্নানের মত ফলপ্রদ হয় ॥ ২৭৩ ॥

টীকা—আনন্দেন কলো মধুরাস্ফুটধ্বনির্যথা

স্যাত্তথা গায়ন্ সন্ যৎ পুণ্যরূপং অশ্রু প্রেমাশ্রু বর্ষতি ; স্বানামপি মলশোধনম্ ॥ ২৭৩ ॥

বারাহে—

ব্রাহ্মণো বাসুদেবার্থং গায়মানোঽনিশং পরম্ ।
সম্যক্ তালপ্রয়োগেণ সন্নিপাতেন বা পুনঃ ॥ ২৭৪ ॥
নব বর্ষসহস্রাণি নব বর্ষশতানি চ ।
কুবেরভবনং গত্বা মোদতে বৈ যদৃচ্ছয়া ॥ ২৭৫ ॥
কুবেরভবনাদ্‌ভ্রষ্টঃ স্বচ্ছন্দগমনালয়ঃ ।
ফলমাপ্নোতি সুশ্রোণি মম কর্ম্মপরায়ণঃ ॥ ২৭৬ ॥

অনুবাদ—বরাহপুরাণে বর্ণিত হইয়াছে—হে সুন্দরি ! ব্রাহ্মণ ব্যক্তি যদি ঠিকমত তাল প্রয়োগ ও বিভিন্ন রাগাদি সহযোগে বাসুদেবের উদ্দেশ্যে সর্ব্বদা গান করেন, তাহা হইলে তিনি কুবের ভবনে যাইয়া নয়হাজার নয়শতবৎসর যথেচ্ছ বিচরণ করিয়া থাকেন। তারপর নিজের ইচ্ছানুসারে সেখান হইতে ভ্রষ্ট হইয়া এখানে সেখানে গমন ও বাস করিয়া আমাতে ভক্তিমান হইলে যে ফল হয়, সেই ফল লাভ করেন ॥ ২৭৪-২৭৬ ॥

টীকা—সন্নিপাতেন বিবিধরাগাদি-সমুচ্চয়েন। ননু কথং তস্য ততোঽপি ভ্রংশঃ সম্ভবেৎ ? সত্যং, স্বেচ্ছয়ৈব পরিত্যজ্যান্যত্র গচ্ছতীত্যাহ—স্বচ্ছন্দেন গমনমালয়শ্চ নিবাসস্থানং যস্য সঃ। ননু তর্হি কা গতিস্তস্য স্যাৎ ? তত্রাহ—মম কর্ম্মপরায়ণঃ মদ্ভক্তিপরঃ সন্ ফলং তদনুরূপম্ ; যদ্বা, পরমফলত্বেন বিখ্যাতং শ্রীবৈকুণ্ঠম্ ; যদ্বা, মৎসেবাপরত্বং ফলং প্রাপ্নোতি ॥ ২৭৪-২৭৬ ॥

নারায়ণানাং বিধিনা গানং শ্রেষ্ঠতমং স্মৃতম্ ।
গানেনারাধিতো বিষ্ণুঃ স্বকীর্ত্তিজ্ঞানবর্চ্চসা ।
দদাতি তুষ্টঃ স্থানং স্বং যথাস্মৈ
কৌশিকায় বৈ ॥ ২৭৭ ॥

অনুবাদ—জীব সকলের অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম মধ্যে কিংবা শ্রীভগবদারাধনার অনুষ্ঠেয় কর্ম্মসমূহ মধ্যে বিধাতা গানকেই শ্রেষ্ঠতম বলিয়া স্থির করিয়াছেন। যিনি গানদ্বারা বিষ্ণুর আরাধনা করিয়া থাকেন তাঁহার কীর্ত্তি, জ্ঞান ও প্রভাব ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং ভগবান প্রীত হইয়া তাঁহাকে কৌশিক বিপ্রের ন্যায় নিজ স্থান অর্পণ করেন ॥ ২৭৭ ॥

টীকা—নারায়ণানাং নারায়ণারাধনকর্ম্মণাং ; যদ্বা, নারং জীবসমূহঃ, তদাশ্রয়ভূতানাং কর্ম্মণাং মধ্য ইত্যর্থঃ। জ্ঞানস্য বর্চ্চঃ প্রভাবো যস্মাত্তেন ; যদ্বা, স্বস্য কীর্ত্তি-জ্ঞান-বর্চ্চোভিঃ সহিতং দ্বন্দ্বৈক্যম্। কৌশিকায়েত্যত্র তত্রৈবাখ্যায়িকেয়ম্—'কৌশিকনামা বিপ্রো ভগবদ্‌গীতপ্রভাবেণ সশিষ্যং সসেবকো গীতশ্রোতৃভিঃ সহিতো বৈকুণ্ঠলোকং গতো ভগবতা বহুসংমানিতঃ' ইতি ॥ ২৭৭ ॥

কিঞ্চ—

এষ বো মুনিশার্দূলাঃ প্রোক্তো গীতক্রমো মুনেঃ ।
ব্রাহ্মণো বাসুদেবাখ্যং গায়মানোঽনিশং পরম্ ॥২৭৮
হরেঃ সালোক্যমাপ্নোতি রুদ্রগানাধিকো ভবেৎ ।
কর্ম্মণা মনসা বাচা বাসুদেবপরায়ণঃ ।
গায়ন্ ত্যংস্তমাপ্নোতি তস্মাদ্‌গেয়ং পরং বিদুঃ ॥২৭৯

অনুবাদ—আরও যথা—হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ। দেবর্ষি নারদের গীতশিক্ষার ক্রম তোমাদিগকে বলিয়াছি। ব্রাহ্মণ সর্ব্বদা বাসুদেব-বিষয়ক গান করিলে সালোক্য মুক্তি লাভ করেন এবং গীতবিষয়ে শ্রীরুদ্রদেব অপেক্ষাও বেশী দক্ষতা লাভ করিতে পারেন। কায়-মনো-বাক্যে ভগবৎপরায়ণ হইয়া নৃত্যগীত করিলে শ্রীবিষ্ণু লভ্য হন। তাই ভগবৎ প্রাপ্তির পক্ষে গীতই প্রধান হেতু বলিয়া কীর্ত্তিত হয় ॥ ২৭৮-২৭৯ ॥

টীকা—এষ ইত্যাদিঃ সূতোক্তিঃ ; মুনেঃ শ্রীনারদস্য গীতশিক্ষাক্রমঃ ; তদাখ্যায়িকা চ তত্রৈব প্রসিদ্ধা ; যথা—'দ্বারকায়াং শ্রীরুক্মিণীসত্যভামাদের্দাসীভ্যোঽসৌ যত্নাদ্‌গানবিদ্যামশিক্ষত' ইতি ॥ ২৭৮ ॥

টীকা—রুদ্রাদপি গানেন অধিকো বিশিষ্টো ভবেদিতি ॥ ২৭৯ ॥

প্রথমস্কন্ধে শ্রীনারদোক্তৌ (৬।৩৪)—

প্রগায়তঃ স্ববীর্য্যাণি তীর্থপাদঃ প্রিয়শ্রবাঃ ।
আহূত ইব মে শীঘ্রং দর্শনং যাতি চেতসি ॥ ২৮০ ॥

অনুবাদ—শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথমস্কন্দে শ্রীনারদ বলিয়াছেন—যাঁহার পাদপদ্ম হইতে গঙ্গাদি তীর্থসমূহ প্রকটিত হইয়াছেন এবং যাঁহার কীর্ত্তি অত্যন্ত প্রিয়, সেই শ্রীকৃষ্ণের লীলা গান সময়ে তিনি যেন আহূতের ন্যায় সত্বর আসিয়া আমার হৃদয়ে দর্শন দান করেন।

যাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ ধ্যানাদি দ্বারাও সুলভ নয়, তিনিই গীতদ্বারা অনায়াসলভ্য হইয়া থাকেন, এই জন্য ভগবন্মাহাত্ম্যগণের মহিমা ধ্যান অপেক্ষাও অধিক ॥ ২৮০ ॥

টীকা—স্বস্য ভগবতো বীর্য্যাণি অদ্ভুতচরিতানি পূতনামোক্ষাদীনি ; তীর্থং গঙ্গাদি, পাদাৎ চরণাব্জ-শৌচোদকাৎ যস্য সঃ শ্রীকৃষ্ণঃ ; কিঞ্চ প্রিয়ং শ্রবঃ কীর্ত্তির্যস্য সঃ, অত আহূতঃ ইব, আদরেণ নিমন্ত্রিত ইব ; যদ্বা বলাদা কৃষ্যানীত ইব। এবং পূর্ব্বং চিত্তাদন্তর্হিতে ধ্যানাদিপ্রযত্নেন যো ময়া পুনর্হৃদি দ্রষ্টুং ন শক্তঃ, সোঽয়ং গানাৎ স্বয়মেব সদ্যঃ সাক্ষাদিব চিত্তে দৃশ্যতে ইতি ধ্যানাদপি তদ্বীর্য্য গানস্য মাহাত্ম্যং সূচিতম্ ॥ ২৮০ ॥

———

দ্বাদশস্কন্ধে শ্রীসূতোক্তৌ (১২।৪৯-৫০)—

মৃষা গিরস্তা হ্যসতীরসৎকথা
ন কথ্যতে যদ্ভগবানধোক্ষজঃ।
তদেব সত্যং তদুহৈব মঙ্গলং
তদেব পুণ্যং ভগবদ্গুণোদয়ম্ ॥ ২৮১ ॥

অনুবাদ—দ্বাদশস্কন্ধে শ্রীসূতের উক্তিতে আছে—শ্রীহরিকীর্ত্তনই মহাফলপ্রদ, হরিকীর্ত্তন ছাড়া বাক্য ব্যয় বৃথা প্রলাপমাত্র, যাহাতে ভগবানের প্রসঙ্গ নাই সে সকল বাণী অসতী ও মিথ্যাভূতা ? কিন্তু যাহাতে ভগবদ্গুণের প্রসঙ্গ বিরাজিত তাহাই সত্য তাহাই মঙ্গল কর ও তাহাই পুণ্য জনক বলিয়া প্রসিদ্ধ ॥ ২৮১ ॥

———

তদেব রম্যং রুচিরং নবং নবং
তদেব শশ্বন্মনসো মহোৎসবম্।
তদেব শোকার্ণবশোষণং নৃণাং
যদুত্তমঃশ্লোক-যশোঽনুগীয়তে ॥ ২৮২ ॥

অনুবাদ—উত্তম শ্লোক শ্রীহরির যশোগাথা যাহাতে কীর্ত্তন করা হইয়াছে তাহাই রমণীয়, তাহাই সুন্দর তাহাই ক্ষণে ক্ষণে নূতন, তাহাই নিরন্তর চিত্তের মহোৎসব স্বরূপ এবং তাহাই মনুষ্যগণের শোকসাগর শোষণকারী ॥ ২৮২ ॥

টীকা—অসতীঃ অসত্যঃ দুষ্টা ইত্যর্থঃ ; যতঃ অসত্যমেব কথান্তাঃ। যৎ যাসু, কিং তর্হি সত্য-মৃত্তনাদিকঞ্চ ? তদাহ—উত্তমঃ শ্লোকস্য শ্রীকৃষ্ণস্য যশোঽনুগীয়ত ইতি যৎ তদেব সত্যম্। উহ হর্ষে প্রসিদ্ধৌ বা, ভগবদ্গুণানামৈশ্বর্য্যাদীনামুদয়ঃ গায়কে শ্রোতৃপ্রভৃতিষু চ প্রকাশো যস্মাত্তৎ, রম্যং জগৎ-সন্তোষদং, রুচিরং শ্রবণরুচিকরং যতো নবং নবং প্রতিক্ষণ-নূতনমিত্যর্থঃ ; মহানুৎসবো যস্মাৎ তৎ ॥ ২৮১-২৮২ ॥

———

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে—

দত্ত্বা চ গীতং ধর্ম্মজ্ঞা গন্ধর্ব্বৈঃ সহ মোদতে।
স্বয়ং গীতেন সংপূজ্য তস্যৈবানুচরো ভবেৎ ॥২৮৩॥

অনুবাদ—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে বলা হইয়াছে—হে ধার্ম্মিকগণ। যিনি অপরের দ্বারা গান করাইয়া শ্রীভগবানের উপাসনা করেন, তিনি গন্ধর্ব্বগণের সহিত ক্রীড়া করেন। যিনি নিজে গান করিয়া বিষ্ণুর উপাসনা করেন, তিনি বিষ্ণুরই অনুচর হন ॥ ২৮৩ ॥

———

পাদ্মে শ্রীকৃষ্ণ-সত্যভামাসংবাদীয়-কার্ত্তিক-মাহাত্ম্যে শ্রীপৃথু-নারদ-সংবাদে শ্রীভগবদুক্তৌ—

নাহং বসামি বৈকুণ্ঠে ন যোগিহৃদয়ে রবৌ
মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ ॥ ২৮৪ ॥
তেষাং পূজাদিকং গন্ধ-পাদ্যাদ্যৈঃ ক্রিয়তে নরৈঃ।
তেন প্রীতিং পরাং যামি ন তথা মৎপ্রপূজনাৎ ॥২৮৫

অনুবাদ—পদ্মপুরাণে শ্রীকৃষ্ণ সত্যভামার সংবাদ-বিষয়ক কার্ত্তিক মাহাত্ম্য এবং শ্রীপৃথু-নারদসংবাদে শ্রীভগবানের কথায়—হে নারদ। আমি নিজ-ধামে অথবা যোগিগণের হৃদয়ে, কিংবা সূর্য্যমণ্ডলেও বাস করি না, আমার ভক্তগণ যথায় গান করেন

আমি সেখানেই অবস্থান করি। মনুষ্যগণ পাদ্য, অর্ঘ্য, গন্ধ প্রভৃতি দ্বারা সেই ভক্তগণের পূজা করিলে আমি যেরূপ প্রীত হই, আমার আরাধনায় সেরূপ প্রীতিলাভ করি না ॥ ২৮৪-২৮৫ ॥

টীকা—তেষাং মদ্ভক্তানাম্, আদি-শব্দাদনুগমনাদি, আদ্যশব্দাৎ পুষ্পাস্তস্তবনাদীনি ॥ ২৮৫ ॥

অতএবোক্তং—

কর্ম্মণ্যৌপয়িকত্বেন ব্রাহ্মণোহন্য ইতি স্মৃতঃ।
কারিকায়ামতঃ প্রোক্তং বিপ্রো গীতৈ রমেদিতি ॥২৮৬

অনুবাদ—অতএব কথিত হইয়াছে—আরাধনায় ব্রাহ্মণ যোগ্য বলিয়া শাস্ত্রকারগণ তাঁহাকে বিষ্ণুদাস বলিয়াছেন। এই জন্য কারিকায় কথিত হইয়াছে—বিপ্র ভগবদ্বিষয়ক গীতদ্বারা তৃপ্তিলাভ করিবেন ॥ ২৮৬ ॥

টীকা—কর্ম্মণি ভগবদারাধন-লক্ষণে, ঔপয়িকত্বেন তদ্‌যোগ্যত্বাৎ, অন্যঃ দাস ইতি স্মৃতঃ শাস্ত্রৈঃ স্মৃতিকৃদ্ভির্বা। কারিকায়াম্ উপনিষদ্ভাগবিশেষে শ্লোকনিবদ্ধ-শ্রুত্যাদিগ্রন্থে বা ॥ ২৮৬ ॥

অথ নৃত্যস্য মাহাত্ম্যম্

দ্বারকামাহাত্ম্যে তত্রৈব—

যো নৃত্যতি প্রহৃষ্টাত্মা ভাবৈর্বহু সুভক্তিতঃ।
স নির্দহতি পাপানি জন্মান্তরশতেষ্বপি ॥ ২৮৭ ॥

অনুবাদ—দ্বারকামাহাত্ম্যে—যিনি সানন্দে অতিশয় ভক্তিভরে সযত্নে অধিক নৃত্য করেন, তাঁহার শত শত জন্মের পাপ ভস্মীভূত হয় ॥ ২৮৭ ॥

টীকা—ভাবৈঃ শৃঙ্গারাদিরসৈঃ, বিবিধচেষ্টাভির্বা; বহু যথা স্যাৎ তথা, জন্মান্তরশতেষু কৃতানি করিষ্যমাণান্যপি পাপানি ॥ ২৮৭ ॥

হরিভক্তিসুধোদয়ে—

বহুধোৎসার্য্যতে হর্ষাৎ বিষ্ণুভক্তস্য নৃত্যতঃ।
পদ্ভ্যাং ভূমের্দিশোঽক্ষিভ্যাং দোর্ভ্যাং
বাহ্যমঙ্গলং দিবঃ ॥ ২৮৮ ॥

অনুবাদ—শ্রীহরিভক্তিসুধোদয়ে এই বিষয়ে বলা হইয়াছে—আনন্দহেতু নৃত্যরত বিষ্ণুপরায়ণ ব্যক্তির পাদদ্বারা পৃথিবীর, নয়নদ্বারা দিঙ্‌মণ্ডলের ও বাহুদ্বারা স্বর্গের অমঙ্গল বিশেষভাবে ধ্বংস হয় ॥ ২৮৮ ॥

টীকা—নৃত্যতো বিষ্ণুভক্তস্য পাদাদিভিঃ ক্রমাদ্ভূম্যাদেরমঙ্গলমুৎসার্য্যতে বিনশ্যেত ইত্যর্থঃ ॥ ২৮৮ ॥

বারাহে—

যশ্চ নৃত্যতি সুশ্রোণি পুরাণোক্তং সমাসতঃ।
ত্রিংশদ্বর্ষসহস্রাণি ত্রিংশদ্বর্ষশতানি চ।
পুষ্করদ্বীপমাসাদ্য মোদতে বৈ যদৃচ্ছয়া ॥ ২৮৯ ॥
পুষ্করাচ্চ পরিভ্রষ্টঃ স্বচ্ছন্দগমনালয়ঃ।
ফলমাপ্নোতি সুশ্রোণি মম কর্ম্মপরায়ণঃ ॥ ২৯০ ॥

অনুবাদ—বরাহপুরাণে যথা—হে সুশ্রোণি! যিনি ভরতাদি মুনি-কথিত শাস্ত্র অনুসারে অল্প পরিমাণেও নৃত্য করেন, তিনি পুষ্কর দ্বীপে গিয়া ত্রিংশৎ সহস্র ও ত্রিংশৎ শত বৎসর পর্য্যন্ত যথেচ্ছ বিহার করেন। তারপর সেই স্থান হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া ইচ্ছানুসারে যথা তথা গমন ও বাস করেন এবং আমাতে ভক্তিনিষ্ঠ হওয়ার ফল লাভ করেন, অর্থাৎ আমার ধামে বাস করিতে পারেন ॥ ২৮৯-২৯০ ॥

টীকা—পুরাণোক্তং ভরতাদি-পুরাতনমন্যুক্তং যথা স্যাৎ তচ্ছাস্ত্রানুসারেণেত্যর্থঃ। সমাসতঃ সংক্ষেপেণাপি যো নৃত্যতি; যদ্বা, সমাসতঃ পুরাণোক্তং তস্য ফলমিতি শেষঃ। তদেবাহ—ত্রিংশদিত্যাদিনা। অন্যল্লিখিতার্থমেব ॥ ২৮৯ ॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে—

নৃত্যং দত্ত্বা তথাপ্নোতি রুদ্রলোকমসংশয়ম্।
স্বয়ং নৃত্যেন সংপূজ্য তস্যৈবানুচরো ভবেৎ ॥২৯১॥

অনুবাদ—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে যথা—অপরকৃত নৃত্যদ্বারা প্রভুর উপাসনা করিলে নিঃসন্দেহে রুদ্রলোক লাভ হয়। আর স্বয়ং নৃত্য করিয়া প্রভুর আরাধনা করিলে তাঁহার অনুচরত্ব লাভ হয় ॥ ২৯১ ॥

অন্যত্র শ্রীনারদোক্তৌ—

নৃত্যতাং শ্রীপতেরগ্রে তালিকাবাদনৈর্ভৃশম্ ।
উড্ডীয়ন্তে শরীরস্থাঃ সর্ব্বে পাতকপক্ষিণঃ ॥ ২৯২ ॥

অনুবাদ—অন্যস্থলেও শ্রীনারদের বাক্যে—যাঁহারা কমলাপতির অগ্রে করতালি দিয়া পুনঃ পুনঃ নৃত্য করেন, তাঁহাদিগের শরীরস্থ পাতকরূপ পক্ষিগণ উড়িয়া পলায়ন করে ॥ ২৯২ ॥

টীকা—শরীরস্থাঃ স্বস্য সর্ব্বেষামপি বা ॥ ২৯২ ॥

অথ বাদ্যস্য মাহাত্ম্যম্

সঙ্গীতশাস্ত্রে—

বীণাবাদন-তত্ত্বজ্ঞঃ শ্রুতি-জাতি-বিশারদঃ ।
তালজ্ঞশ্চাপ্রয়াসেন মোক্ষমার্গং নিযচ্ছতি ॥ ২৯৩ ॥

অনুবাদ—অতঃপর বাদ্যের মাহাত্ম্য বিষয়ে সঙ্গীত-শাস্ত্রে যথা—বীণাবাদনে যিনি দক্ষ, শ্রুতি ও জাতি বিষয়ে যিনি নিপুণ এবং তাল প্রয়োগে পটু, তিনি মোক্ষের অধীশ্বর বিষ্ণুকে অনায়াসেই বশীভূত করেন ॥ ২৯৩ ॥

টীকা—শ্রুতয়ঃ ষট্ত্রিংশদ্ভেদাঃ, জাতয়ঃ সপ্ত-স্বরাঃ, মেঘনাদবসন্তাদি-রাগালাপভেদা বা তত্তদ-ভিজ্ঞঃ । মোক্ষো মার্গো উপায়ভূতো যস্মিন্ ভগবতি বৈকুণ্ঠলোকে বা তং নিযচ্ছতি বশীকরোতি ; অন্যে-ভ্যোঽপি নিতরাং যচ্ছতি দদাতীতি বা ॥ ২৯৩ ॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে—

বাদ্যং দত্ত্বা তথা বিপ্রঃ শক্রলোকমবাপ্নুয়াৎ ।
স্বয়ং বাদ্যেন সংপূজ্য তস্যৈবানুচরো ভবেৎ ॥২৯৪॥
বাদ্যানামপি দেবস্য তন্ত্রীবাদ্যং সদা প্রিয়ং ।
তেন সংপূজ্য বরদং গাণপত্যমবাপ্নুয়াৎ ॥ ২৯৫ ॥

অনুবাদ—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে এই বিষয়ে বলা হই-য়াছে—বিপ্র অন্যকৃত বাদ্যদ্বারা বিষ্ণুর আরাধনা করিলে ইন্দ্রলোক প্রাপ্ত হন। আর নিজে বাজনা বাজাইয়া উপাসনা করিলে বিষ্ণুর অনুচর হন। যাবতীয় বাদ্যের মধ্যে তন্ত্রীবাদ্য ভগবানের সর্ব্বদা প্রিয়। সেই তন্ত্রীবাদ্যদ্বারা বরদ শ্রীহরির আরাধনা করিলে গণপতিলোক প্রাপ্ত হওয়া যায় ॥ ২৯৪-২৯৫॥

অথ শক্তৌ পুনঃ পূজা

শক্তশ্চেৎ সপরীবারং কৃষ্ণং গন্ধাদিভিঃ পুনঃ ।
পঞ্চোপচারৈর্মূলেন সংপূজ্যার্ঘ্যং সমর্পয়েৎ ॥ ২৯৬॥

অনুবাদ—অতঃপর সামর্থ্য থাকিলে পুনর্বার পূজা—যদি সামর্থ্য থাকে তাহা হইলে মূলমন্ত্রদ্বারা গন্ধাদি পঞ্চ উপচারে পুনরায় পরিবার সহিত শ্রীকৃষ্ণের পূজা করিয়া অর্ঘ্য সমর্পণ করিতে হইবে ॥ ২৯৬ ॥

টীকা—সপরিবারং পূর্ব্বলিখিতাবরণসহিতং, 'সপরিবারায় কৃষ্ণায় নমঃ' ইত্যুচার্য্য মূলমন্ত্রেণ গন্ধা-দিভিঃ পঞ্চভিরুপচারৈঃ পুনঃ সম্যক্ পূজয়িত্বা 'সপরি-বারায় কৃষ্ণায় ইদমর্ঘং স্বাহা' ইতি অর্ঘ্যং নিবেদয়ে-দিত্যর্থঃ ॥ ২৯৬ ॥

অথ নীরাজনম্

ততশ্চ মূলমন্ত্রেণ দত্ত্বা পুষ্পাঞ্জলিত্রয়ম্ ।
মহানীরাজনং কুর্য্যান্মহাবাদ্য-জয়স্বনৈঃ ॥ ২৯৭ ॥
প্রজ্বালয়েত্তদর্থঞ্চ কর্পূরেণ ঘৃতেন বা ।
আরাত্রিকং শুভে পাত্রে বিষমানেকবর্ত্তিকম্ ॥২৯৮॥

অনুবাদ—তারপর মূলমন্ত্র পাঠ করিয়া তিনবার পুষ্পাঞ্জলি দিয়া মহাবাদ্য ও জয়ধ্বনি সহকারে মহা-নীরাজন করা কর্ত্তব্য এবং ঐ নীরাজনের জন্য সুবর্ণাদি নির্ম্মিত উৎকৃষ্ট পাত্রে কর্পূর বা ঘৃতদ্বারা বিজোড় ও অনেক পলিতা (বর্ত্তিকা) দিয়া দীপ জ্বালিবে ॥২৯৭-২৯৮ ॥

টীকা—তদর্থং মহানীরাজননিমিত্তম্ । আরাত্রিকং দীপং শুভে উত্তমে সুবর্ণাদি-নির্ম্মিতে বিস্তীর্ণে পাত্রে বিষমা অযুগ্মা অনেকাশ্চ বদ্ধা বর্ত্তিকা বর্ত্ত্যো যস্মিন্ তম্ ॥ ২৯৮ ॥

অথ নীরাজনমাহাত্ম্যম্

স্কান্দে ব্রহ্মনারদ-সংবাদে—

বহুবর্ত্তিসমাযুক্তং জ্বলন্তং কেশবোপরি ।
কুর্য্যাদারাত্রিকং যস্তু কল্পকোটিং বসেদ্দিবি ॥ ২৯৯ ॥

অনুবাদ—স্কন্দপুরাণে ব্রহ্মনারদ-সংবাদে বলা হইয়াছে—যিনি বহু পলিতাযুক্ত জ্বলন্ত দীপ দ্বারা

শ্রীকেশবের শিরোদেশে আরাত্রিক করেন, কোটি কল্প-কাল পর্য্যন্ত তিনি স্বর্গে বাস করেন ।। ২৯৯ ।।

কর্পূরেণ তু যঃ কুর্য্যাৎ ভক্ত্যা কেশবমূর্দ্ধনি ।
আরাত্রিকং মুনিশ্রেষ্ঠ প্রবিশেদ্বিষ্ণুমব্যয়ম্ ।। ৩০০ ।।

অনুবাদ—হে মুনিশ্রেষ্ঠ ! কর্পূরদ্বারা ভক্তিপূর্ব্বক যিনি শ্রীকেশবের মস্তকে নীরাজন করেন, তিনি অব্যয় শ্রীবিষ্ণুর নিকটেই বাস করিবার অধিকার লাভ করেন ।। ৩০০ ।।

টীকা—কেশবোপরীতি, কেশবমূর্দ্ধনীতি চ; প্রায়ঃ শ্রীমস্তকনির্ম্মঞ্ছনং বোধয়তি প্রবিশেদিতি অত্যন্তসন্নিকৃষ্টো ভূত্বা তিষ্ঠেদিত্যর্থঃ। ন ব্যয়ো ভক্তানাং যস্মাদিতি মোক্ষো নিরস্ত এব ।।২৯৯-৩০০।।

তত্রৈবান্যত্র—
দীপ্তিমন্তং সকর্পূরং করোত্যারাত্রিকং নৃপ ।
কৃষ্ণস্য বসতে লোকে সপ্ত কল্পানি মানবঃ ।।৩০১।।

অনুবাদ—ঐ স্কন্দপুরাণেই অন্যত্র বলা হইয়াছে—হে রাজন্ ! যে ব্যক্তি জ্বলন্ত কর্পূরযুক্ত দীপদ্বারা নীরাজন করেন, তিনি সাতকল্প কাল পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণ-ধামে বাস করেন ।। ৩০১ ।।

টীকা—সপ্ত কল্পানীতি অসংখ্যত্বে তাৎপর্য্যম্, অথবা শ্বেতদ্বীপাদৌ বৈকুণ্ঠলোকে তাবৎকালং স্থিত্বা পশ্চাৎ পরমোৎসাহেন তাদৃশভক্তিপ্রচারণায় স্বেচ্ছয়া অবতরণাভিপ্রায়েণোক্তম্ ।। ৩০১ ।।

তত্রৈব শ্রীশিব-উমা-সংবাদে—
মন্ত্রহীনং ক্রিয়াহীনং যৎ কৃতং পূজনং হরেঃ ।
সর্ব্বং সম্পূর্ণতামেতি কৃতে নীরাজনে শিবে ।।৩০২।।

অনুবাদ—ঐ গ্রন্থেই শ্রীশিব-উমা-সংবাদে বলা হইয়াছে—হে পার্ব্বতি ! ভগবানের নীরাজন করিলে মন্ত্রবর্জ্জিত ও ক্রিয়াবর্জ্জিত পূজাও সম্পূর্ণ ফলপ্রদ হয় ।। ৩০২ ।।

টীকা—শিবে হে পার্ব্বতি ।। ৩০২ ।।

হরিভক্তিসুধোদয়ে—
কৃত্বা নীরাজনং বিষ্ণোর্দীপাবল্যা সুদৃশ্যয়া ।
তমোবিকারং জয়তি জিতে তস্মিংশ্চ কো ভবঃ ।।৩০৩

অনুবাদ—শ্রীহরিভক্তিসুধোদয়ে উক্ত হইয়াছে—সুদৃশ্য দীপরাজিদ্বারা শ্রীবিষ্ণুর নীরাজন করিলে তমোবিকার কামক্রোধাদি অথবা অজ্ঞানবিকার অভিমান প্রভৃতি বিনষ্ট হয় এবং সংসারও নাশ হয় ।। ৩০৩ ।।

টীকা—তমস্তমোগুণঃ অজ্ঞানং বা সত্ত্বাবরকত্বাৎ, তস্য বিকারং কামক্রোধাদিকং, দ্বিতীয়পক্ষে দেহাভি-মানাদিকং, তস্মিন্ তমোবিকারে; ভবঃ সংসারঃ কঃ স্যাৎ, অপি তু ন কশ্চিদপি, স্বতএব জিতো ভবতীত্যর্থঃ ।। ৩০৩ ।।

অন্যত্র চ—
কোটয়ো ব্রহ্মহত্যানামগম্যাগমকোটয়ঃ ।
দহত্যালোকমাত্রেণ বিষ্ণোঃ সারাত্রিকং মুখম্ ।।
ইতি ।। ৩০৪ ।।

অনুবাদ—অন্যত্রও বলা হইয়াছে—নীরাজন সময়ে দীপালোকে অধিক শোভমান শ্রীবিষ্ণুর শ্রীমুখ দর্শনমাত্রই কোটি কোটি ব্রহ্মঘ্নপাপ ও কোটি কোটি অগম্যাগমন জনিত পাপ দগ্ধ হইয়া যায় ।। ৩০৪ ।।

টীকা—কোটয়ঃ কোটীঃ, যা কোটয়স্তা ইতি বা; সারাত্রিকং দীপসহিতং দীপালোকেনাধিকং শোভমান-মিত্যর্থঃ ।। ৩০৪ ।।

যচ্চ দীপস্য মাহাত্ম্যং পূর্ব্বং লিখিতমস্তি তৎ ।
দ্রষ্টব্যং সর্ব্বমত্রাপি প্রায়েণাভেদতোঽনয়োঃ ।।৩০৫

অনুবাদ—ধূপ প্রদানের পর অর্পিত দীপ ও নীরা-জন দীপ, এই দুই প্রকার দীপের পার্থক্য না থাকায় পূর্ব্বে দীপের যে সমস্ত মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে, এস্থলেও প্রায় সেই সমস্তই জানিতে হইবে ।। ৩০৫ ।।

টীকা—অত্র নীরাজনেঽপি তৎ সর্ব্বং মাহাত্ম্যং দ্রষ্টব্যং মন্তব্যং জ্ঞেয়ম্ । তত্র হেতুঃ—অনয়োঃ ধূপানন্তরদীপস্য এতন্নীরাজনদীপস্য চেতি দ্বয়োর-ভেদাৎ । প্রায়েণেতি স্বমতে বর্ত্ত্যাদিভেদাৎ ।। ৩০৫ ।।

অতঃ সাদরমুত্থায় মহানীরাজনন্ত্বিদম্ ।
দ্রষ্টব্যং দীপবৎ সর্ব্বৈর্বন্দ্যমারাত্রিকঞ্চ যৎ ॥৩০৬॥

অনুবাদ—অতএব সকলে সাদরে উত্থিত হইয়া এই মহানীরাজন দীপকেও নীরাজন দীপের ন্যায় দর্শন ও বন্দনা করিবেন ॥ ৩০৬ ॥

টীকা—অতোঽস্মান্মাহাত্ম্যবিশেষাৎ ॥ ৩০৬ ॥

তদুক্তং শ্রীপুলস্ত্যেন বিষ্ণুধর্ম্মে—
ধূপং চারাত্রিকং পশ্যেৎ করাভ্যাঞ্চ প্রবন্দতে ।
কুলকোটিং সমুদ্ধৃত্য যাতি বিষ্ণোঃ পরং পদম্ ॥৩০৭

অনুবাদ—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে শ্রীপুলস্ত্য মুনির কথায়—ধূপ ও নীরাজন দীপ দর্শন এবং হস্তদ্বয়দ্বারা বন্দনা করিলে কোটিকুল উদ্ধার হয় ও বিষ্ণুধাম লাভ করা যায় ॥ ৩০৭ ॥

মূলাগমে চ—
নীরাজনঞ্চ যঃ পশ্যেদ্দেবদেবস্য চক্রিণঃ ।
সপ্ত জন্মানি বিপ্রঃ স্যাদন্তে চ পরমং পদম্ ॥৩০৮॥

অনুবাদ—মূলাগমেও এইরূপই বলা হইয়াছে—যিনি দেবদেব চক্রধারীর নীরাজন দর্শন করেন, তিনি সপ্তজন্ম বিপ্র হইয়া পরিণামে পরমপদ লাভ করেন ॥ ৩০৮ ॥

অথ শঙ্খাদিবাদন-মাহাত্ম্যম্

বৃহন্নারদীয়ে শ্রীযমভগীরথ-সংবাদে—
কেশবায়তনে রাজন্ কুর্ব্বন্ শঙ্খরবং নরঃ ।
সর্ব্বপাপ-বিনির্ম্মুক্তো ব্রহ্মণা সহ মোদতে ॥ ৩০৯ ॥

অনুবাদ—অতঃপর শঙ্খাদিবাদন মাহাত্ম্য বৃহন্নারদীয়পুরাণে শ্রীযম-ভগীরথ-সংবাদে যথা—হে রাজন্! শ্রীকেশবের মন্দিরে শঙ্খবাদ্যকারী সকল পাপ হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়া ব্রহ্মলোকে বাস করেন ॥ ৩০৯ ॥

করশব্দং প্রকুর্ব্বন্তি কেশবায়তনেষু যে ।
তে সর্ব্বে পাপনির্ম্মুক্তা বিমানেশা যুগদ্বয়ম্ ॥ ৩১০ ॥

অনুবাদ—যাঁহারা কেশবের গৃহে করধ্বনি করেন, তাঁহারা সকল পাপমুক্ত হইয়া দুইযুগ বিমানসমূহের ঈশ্বরত্ব লাভ করেন ॥ ৩১০ ॥

টীকা—বিমানানামীশাঃ স্বামিনো ভবন্তি ॥ ৩১০॥

তালাদিকাংস্যনিনদং কুর্ব্বন্ বিষ্ণুগৃহে নরঃ ।
যৎ ফলং লভতে রাজন্ শৃণুষ্ব গদতো মম ॥৩১১॥
সর্ব্বপাপ-বিনির্ম্মুক্তো বিমানশত-সঙ্কুলঃ ।
গীয়মানশ্চ গন্ধর্ব্বৈর্বিষ্ণুনা সহ মোদতে ॥ ৩১২ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্! শ্রীবিষ্ণুর মন্দিরে তাল প্রভৃতি কাংস্যধ্বনি করিলে মানুষের যে ফল লাভ হয়, আমি তাহা বলিতেছি শ্রবণ করুন। ঐ বাদক মনুষ্য সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হইয়া শত শত বিমানে আরোহণ পূর্ব্বক শ্রীবিষ্ণুর সহিত আনন্দ ভোগ করিয়া থাকেন এবং গন্ধর্ব্বগণ তাঁহার কীর্ত্তিগাথা কীর্ত্তন করেন ॥ ৩১১-৩১২ ॥

ভেরীমৃদঙ্গপটহ-নিশানাদ্যৈশ্চ ডিণ্ডিমৈঃ ।
সন্তর্প্য দেবদেবেশং যৎ ফলং লভতে শৃণু ॥ ৩১৩ ॥
দেবস্ত্রীশত-সংযুক্তঃ সর্ব্বকামসমন্বিতঃ ।
স্বর্গলোকমনুপ্রাপ্য মোদতে পঞ্চকল্পকম্ ॥
ইতি ॥ ৩১৪ ॥

অনুবাদ—ভেরী, মৃদঙ্গ পটহ, নিশানবাদ্য ও ডিণ্ডিমাদি বাদ্যযন্ত্র দ্বারা দেবদেব শ্রীবিষ্ণুকে সন্তুষ্ট করিতে পারিলে যে ফল লাভ হয়, তাহা অবধান করুন। সেই বাদক ব্যক্তি শত শত দেবস্ত্রীগণ কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া ও সর্ব্বকাম সমন্বিত হইয়া দেবলোকে গমন করেন এবং পঞ্চকল্প ধরিয়া সেখানে বিহার করেন ॥ ৩১৩-৩১৪ ॥

টীকা—নিশানো বাদিত্রবিশেষঃ ॥ ৩১৩ ॥

অথ সজলশঙ্খনীরাজনম্

ততশ্চ সজলং শঙ্খং ভগবন্মস্তকোপরি ।
ত্রির্ভ্রাময়িত্বা কুর্ব্বীত পুনর্নীরাজনং প্রভোঃ ॥ ৩১৫ ॥

অনুবাদ—তারপর জলপূর্ণ শঙ্খ ভগবানের মস্ত-

কোপরি তিনবার ঘুরাইয়া পুনরায় প্রভুর নীরাজন করিবে ॥ ৩১৫ ॥

টীকা—জলপূর্ণশঙ্খেন পুনর্নীরাজনং লিখতি—ততশ্চেতি ॥ ৩১৫ ॥

তন্মাহাত্ম্যঞ্চ

দ্বারকামাহাত্ম্যে তত্রৈব—

শঙ্খে কৃত্বা তু পানীয়ং ভ্রামিতং কেশবোপরি ।
সন্নিধৌ বসতে বিষ্ণোঃ কল্পান্তং ক্ষীরসাগরে ॥
ইতি ॥ ৩১৬ ॥

অনুবাদ—দ্বারকামাহাত্ম্যের ঐ স্থানেই তন্মাহাত্ম্য বলা হইয়াছে যথা—যিনি জলপূর্ণ শঙ্খ শ্রীকেশবের মস্তকোপরি ভ্রমণ করাইয়া থাকেন, তিনি কল্পান্তকাল পর্য্যন্ত ক্ষীরসাগরে শ্রীবিষ্ণুর নিকট বাস করিতে পারেন ॥ ৩১৬ ॥

টীকা—যেন ভ্রামিতং, স বসতে বসতি ॥৩১৬॥

নীরাজনদ্বয়ং চৈতত্তাম্বূলস্যার্পণাৎ পরং ।
কেচিদিচ্ছন্তি কেচিচ্চ দর্পণার্পণতঃ পরম্ ॥ ৩১৭ ॥

অনুবাদ—কেহ কেহ তাম্বূল প্রদানের পর, কেহ বা দর্পণ অর্পণ করার পর এই দুই প্রকার নীরাজন করেন ॥ ৩১৭ ॥

তথা চ পঞ্চরাত্রে—

পুনরাচমনং দদ্যাৎ করোদ্বর্ত্তনমেব চ ।
সকর্পূরঞ্চ তাম্বূলং কুর্য্যান্নীরাজনং তথা ॥ ৩১৮ ॥
সমর্প্য মুকুটাদীনি ভূষণানি বিচক্ষণঃ ।
আদর্শয়েত্তথাদর্শং প্রকল্প্য ছত্রচামরে ॥ ৩১৯ ॥

অনুবাদ—এই বিষয়ে পঞ্চরাত্রে বর্ণিত হইয়াছে—পুনরাচমন, হস্তমার্জ্জন ও কর্পূরের সহিত তাম্বূল অর্পণ করিয়া নীরাজন করিবে। পণ্ডিতব্যক্তি মুকুটাদি ভূষণ, ছত্র, ও চামর অর্পণ পূর্ব্বক দর্পণ দেখাইবেন ॥ ৩১৮-৩১৯ ॥

গারুড়ে চ—

অথ ভুক্তবতে দত্ত্বা জলৈঃ কর্পূরবাসিতৈঃ ।
আচমনঞ্চ তাম্বূলং চন্দনৈঃ করমার্জ্জনম্ ॥ ৩২০ ॥
পুষ্পাঞ্জলিং ততঃ কৃত্বা ভক্ত্যাদর্শং প্রদর্শয়েৎ ।
নীরাজনং পুনঃ কার্য্যং কর্পূরং বিভবে সতি ॥৩২১॥

অনুবাদ—গরুড়পুরাণে এই বিষয়ে বলা হইয়াছে—ভোজনের পর প্রথমতঃ আচমনের জন্য কর্পূর বাসিত জল, তারপর তাম্বূল, তারপর করমার্জ্জনের জন্য চন্দন নিবেদন করিয়া পুষ্পাঞ্জলি দিবে এবং তৎপরে ভক্তিসহকারে দর্পণ দেখাইবে। সামর্থ্য থাকিলে তারপর কর্পূরদ্বারা পুনরায় নীরাজন করিবে ॥৩২০-৩২১ ॥

অতএব বায়ুপুরাণে—

আরাত্রিকন্তু নিঃস্নেহং নিঃস্নেহয়তি দেবতাম্ ।
অতঃ সংশময়িত্বৈব পুনঃ পূজনমাচরেৎ ॥ ৩২২ ॥

অনুবাদ—অতএব বায়ুপুরাণে বর্ণিত হইয়াছে—নীরাজন পাত্র স্নেহরহিত হইলে দেবতাকে স্নেহরহিত করে, এই জন্য তাহা নির্ব্বাপণ করিয়া পুনরায় পূজা আরম্ভ করিবে ॥ ৩২২ ॥

তাৎপর্য্য—পূর্ব্বে দীপ-নির্ব্বাপণের যে সমুদায় দোষ লিখিত হইয়াছে তাহা দীপসম্বন্ধেই জানিতে হইবে, নীরাজন বিষয়ে নহে।

টীকা—আরাত্রিকং নীরাজনপাত্রং নিঃস্নেহং ঘৃতাদিরহিতং, নিঃস্নেহাং দয়ারহিতাং, সংশময়িত্বা সংশময্য নির্ব্বাপ্যেত্যর্থঃ। যশ্চ পূর্ব্বং দীপনির্ব্বাপণদোষ উক্তঃ, স দীপবিষয়ক এব, ন তু নীরাজনবিষয়কো জ্ঞেয়ঃ ॥ ৩২২ ॥

অতএব দ্বারকামাহাত্ম্যে তত্রৈব—

কৃত্বা পূজাদিকং সর্ব্বং জ্বলন্তং কৃষ্ণমূর্দ্ধনি ।
আরাত্রিকং প্রকুর্বাণো মোদতে কৃষ্ণসন্নিধৌ ॥
॥ ইতি ॥ ৩২৩ ॥

অনুবাদ—অতএব দ্বারকামাহাত্ম্যে ঐ স্থানেই কথিত হইয়াছে—যিনি পূজাদি সমুদায় সম্পাদন করিয়া প্রজ্বলিত দীপপঙ্ক্তিদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের মস্তকো-

পরি নীরাজন করেন, তিনি শ্রীকৃষ্ণসন্নিধানে আনন্দ-ভোগের অধিকারী হন ॥ ৩২৩ ॥

কেচিন্নীরাজনাৎ পশ্চাদিচ্ছন্তি প্রণতিং ততঃ।
প্রদক্ষিণং ততঃ স্তোত্রং গীতনৃত্যাদিকং ততঃ ॥৩২৪

অনুবাদ—কেহ কেহ নীরাজনের পর প্রণাম, তারপর প্রদক্ষিণ, তারপর স্তব ও শেষে নৃত্যাদি ইচ্ছা করেন ॥ ৩২৪ ॥

টীকা—প্রণতিং বন্দনং, ততঃ প্রণতেঃ পশ্চাৎ প্রদক্ষিণমিচ্ছন্তি, এবমগ্রেঽপি ॥ ৩২৪ ॥

এবং ভাগবতাঃ স্বস্বসম্প্রদায়ানুসারতঃ।
প্রবর্ত্তন্তে প্রভোর্ভক্তৌ ভক্ত্যা সর্ব্বং হি শোভনম্ ॥৩২৫
ততো নিক্ষিপ্য দেবস্যোপরি পুষ্পাঞ্জলিত্রয়ম্।
বিচিত্রৈর্মধুরৈঃ স্তোত্রৈঃ স্তুতিং কুর্ব্বীত
ভক্তিমান্ ॥ ৩২৬ ॥

অনুবাদ—বৈষ্ণবগণ এইরূপে নিজ নিজ সম্প্রদায় অনুসারে ভক্তির সহিত প্রভুর অর্চ্চনাদি করিবেন, যেহেতু ভক্তি-পূর্ব্বক যে-সমস্ত কার্য্য কৃত হয়, সে, সমস্তই সম্পূর্ণ হয় ॥ ৩২৪ ॥

অনুবাদ—অতঃপর ভক্তিভরে শ্রীহরির মস্তকে তিনবার পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিয়া বিচিত্র ও মধুর স্তোত্রদ্বারা স্তব করিবেন ॥ ৩২৫-৩২৬ ॥

টীকা—ননু পরস্পরং সংবাদাভাবেনানির্দ্ধার-দোষঃ স্যাত্তত্র লিখতি—ভক্ত্যেতি ॥ ৩২৫ ॥

অথ স্তুতিবিধিঃ

মহাভারতে—
আরিরাধয়িষুঃ কৃষ্ণং বাচং জিগদিষামি যাম্।
তয়া ব্যাস-সমাসিন্যা প্রীয়তাং মধুসূদনঃ ॥
ইতি ॥ ৩২৭ ॥

অনুবাদ—মহাভারতে যথা—শ্রীকৃষ্ণের আরাধন বাসনায় যে সকল বাক্য বলিতে চাই, বিস্তৃত ও সংক্ষিপ্ত সেই সকল বাক্যদ্বারা শ্রীমধুসূদনের প্রসন্নতা বিহিত হউক ॥ ৩২৭ ॥

টীকা—কৃষ্ণমারিরাধয়িষুঃ আরাধয়িতুমিচ্ছন্, জিগদিষামি গদিতুমিচ্ছামি, ব্যাসো বিস্তারঃ, সমাসঃ সংক্ষেপস্তদ্‌যুক্তয়া, তয়া বাচা ॥ ৩২৭ ॥

আরম্ভে চ স্তুতেরেতং শ্লোকং স্তুতিপরঃ পঠেৎ।
সত্যাং তস্যাং সমাপ্তৌ চ শ্লোকং সঙ্কীর্ত্তয়েদিমম্ ॥৩২৮
ইতি বিদ্যাতপোযোনিরযোনির্বিষ্ণুরীরিতঃ।
বাগ্‌যজ্ঞেনার্চ্চিতো দেবঃ প্রীয়তাং মে জনার্দ্দনঃ ॥৩২৯

অনুবাদ—স্তুতিকারী স্তুতির আরম্ভে পূর্ব্বে কথিত 'আরিরাধয়িষু' ইত্যাদি শ্লোক ও স্তুতি সমাপ্ত হইলে পশ্চাৎ কথিত 'ইতি বিদ্যা' ইত্যাদি শ্লোক পাঠ করিবেন। বিদ্যা ও তপস্যার হেতু এই অযোনিজ, বাক্য ও যজ্ঞদ্বারা পূজিত দেবজনার্দ্দন আমার প্রতি প্রসন্ন হউন ॥ ৩২৮-৩২৯ ॥

টীকা—এতম্ আরিরাধয়িষুরিত্যাদিকং, তস্যাঃ স্তুতেঃ সমাপ্তৌ সত্যাম্। ইমম্ ইতি—বিদ্যেত্যাদিকম্ ॥ ৩২৮ ॥

অথ স্তোত্রাণি

পূর্ব্বতাপনীয়শ্রুতিষু —
ওঁ নমো বিশ্বরূপায় বিশ্বস্থিত্যন্তহেতবে।
বিশ্বেশ্বরায় বিশ্বায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥ ৩৩০ ॥
নমো বিজ্ঞানরূপায় পরমানন্দরূপিণে।
কৃষ্ণায় গোপীনাথায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥৩৩১॥
নমঃ কমলনেত্রায় নমঃ কমলমালিনে।
নমঃ কমলনাভায় কমলাপতয়ে নমঃ ॥ ৩৩২ ॥
বর্হাপীড়াভিরামায় রামায়াকুণ্ঠমেধসে।
রমামানসহংসায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥ ৩৩৩ ॥
কংসবংশবিনাশায় কেশিচানূরঘাতিনে।
বৃষভধ্বজবন্দ্যায় পার্থসারথয়ে নমঃ ॥ ৩৩৪ ॥
বেণুবাদনশীলায় গোপালায়াহিমর্দিনে।
কালিন্দীকূললোলায় লোলকুণ্ডলবল্গবে ॥ ৩৩৫ ॥
বল্লবীনয়নাম্ভোজ-মালিনে নৃত্যশালিনে।
নমঃ প্রণতপালায় শ্রীকৃষ্ণায় নমো নমঃ ॥ ৩৩৬ ॥
নমঃ পাপপ্রণাশায় গোবর্দ্ধনধরায় চ।
পূতনাজীবিতান্তায় তৃণাবর্ত্তাসু-হারিণে ॥ ৩৩৭ ॥

অনুবাদ—পূর্ব্বতাপনীয় শ্রুতিতে যথা—বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও নাশের কারণ, বিশ্বের ঈশ্বর ও বিশ্বরূপ গোবিন্দকে প্রণাম। বিজ্ঞান ও পরমানন্দস্বরূপ গোপীনাথ গোবিন্দ ও কৃষ্ণকে নমস্কার। পদ্মলোচন, পদ্মমালী, পদ্মনাভ, পদ্মাপতিকে নমস্কার। যাঁহার মস্তক ময়ূরপুচ্ছে শোভিত, অকুণ্ঠবুদ্ধিবিশিষ্ট, লক্ষ্মীর মানসসরোবরের হংসস্বরূপ সেই গোবিন্দকে প্রণাম। কংসবংশনাশকারী, কেশী ও চানূর নিধনকারী, মহাদেবের বন্দনীয় এবং অর্জ্জুন সারথিকে নমস্কার। বেণুবাদনরত, গোরক্ষক, কালিয়মর্দ্দন, কালিন্দী কূলবিহারী, চঞ্চলকুণ্ডলদ্বারা শোভমান, গোপীগণের নয়নকমলের মাল্যধারী, নৃত্যশালী এবং প্রণতগণের পালক শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার। পাপ-প্রণাশক, গোবর্দ্ধনধারী, পূতনা ও তৃণাবর্ত্তের প্রাণ বিনাশকারীকে প্রণাম ॥ ৩৩০-৩৩৭ ॥

টীকা—লোলাভ্যাং কুণ্ডলাভ্যাং, বলগবে সুন্দরায়, বল্লবীনাং নয়নান্যেবাম্ভোজানি, তেষাং মালা পঙ্ক্তীস্তদ্বতে, তাভিঃ সদা পরময়া শক্ত্যা দৃশ্যমানয়েত্যর্থঃ ॥ ৩৩৫-৩৩৬ ॥

———

নিষ্কলায় বিমোহায় শুদ্ধায়াশুদ্ধিবৈরিণে।
অদ্বিতীয়ায় মহতে শ্রীকৃষ্ণায় নমো নমঃ ॥ ৩৩৮ ॥
প্রসীদ পরমানন্দ প্রসীদ পরমেশ্বর।
আধিব্যাধিভুজঙ্গেন দষ্টং মামুদ্ধর প্রভো ॥ ৩৩৯ ॥
শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণীকান্ত গোপীজনমনোহর।
সংসারসাগরে মগ্ন মামুদ্ধর জগদ্‌গুরো ॥ ৩৪০ ॥
কেশব ক্লেশহরণ নারায়ণ জনার্দ্দন।
গোবিন্দ পরমানন্দ মাং সমুদ্ধর মাধব ॥ ৩৪১ ॥

অনুবাদ—পরিপূর্ণ, মোহশূন্য শুদ্ধ, পরমপাবন, অতুলনীয় ও পরম পূজনীয় শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার। হে পরমানন্দ আপনি প্রসন্ন হউন, হে পরমেশ্বর। আপনি প্রসন্ন হউন। হে প্রভো! মনঃপীড়া ও ব্যাধিরূপ সর্পদষ্ট আমাকে আপনি রক্ষা করুন। হে কৃষ্ণ! হে রুক্মিণীকান্ত! হে গোপীজনমনোহারিন্! হে জগদ্‌গুরো! সংসারসাগরে মগ্ন আমাকে উদ্ধার করুণ। হে কেশব! হে ক্লেশনাশন! হে নারায়ণ! হে জনার্দ্দন, হে গোবিন্দ! হে পরমানন্দ! হে মাধব! আমাকে পরিত্রাণ করুন ॥৩৩৮-৩৪১॥

টীকা—নিষ্কলায় পরিপূর্ণায় নির্ম্মায়ায়েতি বা, অশুদ্ধিবৈরিণে পরমপাবনায়েত্যর্থঃ। অদ্বিতীয়ায় নিরুপমায়েত্যর্থঃ ॥ ৩৩৮ ॥

———

বিশেষতঃ কলিকালে স্তোত্রাণি

একাদশস্কন্ধে (৫।৩৩-৩৪)—

ধ্যেয়ং সদা পরিভবঘ্নমভীষ্টদোহং
তীর্থাস্পদং শিববিরিঞ্চিনুতং শরণ্যম্।
ভৃত্যার্ত্তিহং প্রণতপাল! ভবাব্ধিপোতং
বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দম্ ॥ ৩৪২ ॥
ত্যক্ত্বা সুদুস্ত্যজসুরেপ্সিতরাজ্যলক্ষ্মীং
ধর্ম্মিষ্ঠ! আর্য্যবচসা যদগাদরণ্যম্।
মায়ামৃগং দয়িতয়েপ্সিতমন্বধাবদ্
বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দম্ ॥৩৪৩॥

অনুবাদ—একাদশস্কন্ধে যথা—হে প্রণতপালক! হে মহাপুরুষ! আপনার যে চরণকমল ধ্যানযোগ্য, ইন্দ্রিয় ও কুটুম্বাদি জনিত পরাভব বিনাশক, মনোরথপূরক, গঙ্গা প্রভৃতি তীর্থের আশ্রয়, শিব ও ব্রহ্মার স্তুত, আশ্রয়যোগ্য, ভক্তবৃন্দের দুঃখমোচনকারী এবং সংসাররূপ দুস্তরসাগর-পারকারী সেই শ্রীচরণযুগলকে আমি বন্দনা করি। হে ধর্ম্মিষ্ঠ মহাপুরুষ! যাহা অন্যের পক্ষে ত্যাগ করা দুষ্কর এবং দেবতাগণেরও বাঞ্ছিত, সেই রাজ্যলক্ষ্মী ত্যাগ করিয়া আপনি পিতৃবাক্যে বনে গমন করিয়াছিলেন এবং নিজপ্রিয়ার সন্তোষের জন্য মায়ামৃগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইয়াছিলেন, অতএব আপনার শ্রীচরণকমল আমি বন্দনা করি ॥ ৩৪২-৩৪৩ ॥

টীকা—বিশেষতঃ একাদশস্কন্ধোক্ত-শ্লোকদ্বয়েন কলিকালে স্তুয়াদিতি শিষ্টাচারাল্লিখতি—ধ্যেয়মিতি। হে প্রণতপাল! হে মহাপুরুষ! তে তব চরণারবিন্দং বন্দে। কথম্ভূতম্? ধ্যেয়ং ধ্যাতুং যোগ্যং, সদেতি সর্ব্বত্র সম্বধ্যতে। ধ্যেয়ত্বে হেতবঃ—ইন্দ্রিয়কুটুম্বাদিভির্যঃ পরিভবস্তিরস্কারঃ তং হন্তীতি তথা তৎ। কিঞ্চ, অভীষ্টদোহং মনোরথপূরকং, কিঞ্চ, তীর্থাস্পদং গঙ্গাদ্যাশ্রয়ত্বেন পরমপাবনং, কিঞ্চ, শিববিরিঞ্চিভ্যাং নুতং স্তুতম্, ননু তৌ কৃতার্থাবেব,

কিমর্থং তাভ্যাং নুতং তত্রাহ ।—শরণ্যম্ আশ্রয়ণা-যোগ্যং সুখবিশেষার্থমিতি ভাবঃ ; যদ্বা, পরমেশ্বরত্বেনাবশ্য-সেব্যত্বাৎ তন্নাহাত্ম্যবিশেষেণাকর্ষণাদ্বা । ননু ব্রহ্মাদিস্তুত্যং কথং প্রাকৃতস্য গোচরঃ স্যাৎ ? ন ভৃত্যার্ত্তিহং যস্য কস্যাপি ভৃত্যমাত্রস্যার্ত্তিহন্তারম্ । ন কেবলমাগন্তুকমার্ত্তিমাত্রং হন্তি, ভবাব্ধিপোতং সংসারার্ণবতারকঞ্চ ; যদ্বা, শিব-বিরিঞ্চিনুতমিতি পরমৈশ্বর্য্যমুক্ত্বা, শরণ্যমিতি শরণাগতবাৎসল্যমুক্ত্বা, ভক্তানাং সদা সঙ্গিত্বমাহ—ভৃত্যানামার্ত্তিং বিরহদুঃখং সাক্ষাৎকারাদিনা হন্তহীতি । কিঞ্চ, প্রণতান্ স্বস্বভক্তান্ বরদানাদিনা পালয়ন্তীতি প্রণতপালা ইন্দ্রাদয়ো দেবাস্তেষামপি ভবাব্ধিপোতম্ অথবা পরিভবঘ্নমভীষ্টদোহমিতি বিশেষণাভ্যাং কামিনাং সর্ব্বদুঃখনাশকত্বং কামপরিপূরকত্বং চোক্তম্ ; তীর্থাস্পদমিতি মুমুক্ষুণাং মুক্তিপ্রদত্বং, শিববিরিঞ্চিনুতমিতি মুক্তানামপি স্তুত্যত্বেন সুখবিশেষাত্মকত্বং পরমাকর্ষকত্বঞ্চ । শরণ্যং পরমাশ্রয়মিতি দাসানাং সর্ব্বপুরুষার্থময়ত্বং, কিংবা শরণং বৈকুণ্ঠধাম ভগবানেব বা তৎপ্রদমিত্যর্থঃ । ইতি পরমপদ-প্রদত্বং, ভৃত্যানাং রুক্মিণী-প্রভৃতীনাং ভার্য্যাণাং বিরহার্ত্তিঘ্নমিতি পরমপ্রেমবিষয়ত্বং ; প্রণতান্ বৈষ্ণবান্ পালয়ন্তি, অন্নাদিদানেন পুষ্ণন্তি, দুষ্টজনাদিভ্যো বা রক্ষন্তীতি প্রণতপালাঃ ; যদ্বা, প্রণতা বৈষ্ণবা এব পালাঃ পালকা যেষাং জনানাং তেষাং বৈষ্ণবসেবকানাং ভবাব্ধিপোতং ভক্তিপ্রদানেনানায়াসতো বৈকুণ্ঠলোকপ্রাপণাৎ ; সংসারদুঃখপরম্পরাহারকমিতি—নিজদাসানুদাসানামপি সর্ব্বদুঃখক্ষপণাদিকম্ ॥ ৩৪২ ॥

টীকা—ইদানীং স্বয়মাপ্তকামত্বান্নৈরপেক্ষ্যং ভক্তার্থঞ্চ সাপেক্ষতাং দর্শয়ন্ শ্রীরামচন্দ্রং স্তৌতি—ত্যক্ত্বেতি । হে ধর্ম্মিষ্ঠ সদাচারপ্রবর্ত্তক, হে মহাপুরুষ পুরুষোত্তম ! অন্যৈর্দুস্ত্যজা যা সুরেপ্সিতা রাজ্যলক্ষ্মীরযোধ্যাসাম্রাজ্য-বিভূতিস্তাং ত্যক্ত্বা যত্তে চরণারবিন্দম অরণ্যং দণ্ডকবনাদিকমগাৎ ; কিং রাজ্যবৈকল্যদর্শনেন ? ন হি, আর্য্যস্য গুরোর্দশরথস্য বচসা কেকয়ীং প্রতি তদীয়বচনসত্যতা-প্রতিপালনায়েত্যর্থঃ ; এবং ধর্ম্মিষ্ঠত্বমুক্ত্বা মহাপুরুষত্বং দর্শয়ন্ ভক্তজনবশ্যতামাহ—দয়িতয়া শ্রীসীতয়া ঈপ্সিতং মায়ামৃগং মায়য়া স্বর্ণময়াকারহরিণং যদন্বাবত্তদ্বন্দে ; যদ্বা, 'কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাহকৃষ্ণম্' (শ্রীভাঃ ১১।৫।৩২) ইতি তত্রৈব প্রাগুক্তেঃ, কলৌ শ্রীকৃষ্ণস্য পরমপূজ্যত্বাৎ তদীয়লীলাবর্ণনেন তমেব স্তৌতি—রাজ্যলক্ষ্মীং শ্রীমথুরাসম্পত্তিম্ ; অবিবক্ষিতত্বাদসন্ধিঃ ; ধর্ম্মিষ্ঠস্য পূর্ব্বজন্মনি একাগ্রতয়া কৃতভগবদারাধনলক্ষণধর্ম্মস্য আর্য্যস্য শ্রীবসুদেবস্য ; যদ্বা, ধর্ম্মিষ্ঠয়োরার্য্যয়োঃ শ্রীবসুদেবদেবক্যোর্বচসা, তত্র 'অয়ন্ত্বসভ্যঃ' (শ্রীভাঃ (১০।৩।২২) ইত্যাদিনা বসুদেবস্য, 'জন্ম তে ময্যসৌ' (শ্রীভাঃ ১০।৩।২৯) ইত্যাদিনা দেবক্যাঃ । অরণ্যং বৃহদ্বনাদিকং ; যদ্বা, ধর্ম্মিষ্ঠে ভক্তিলক্ষণধর্ম্মনিষ্ঠে শ্রীনন্দগোপরাজে, যদরণ্যং ব্রজভূমিলক্ষণং তৎ । এবং সত্যপি মহাপুরুষত্বেনৈব সদাচার-প্রবর্ত্তকত্বং ভক্তজনাধীনত্বঞ্চ জ্ঞেয়ম্ । পরমদুর্ল্লভতামাহ—মায়য়া লক্ষ্ম্যা অপি মৃগ্যত ইতি মৃগম্ ; যদ্বা, ভক্তজনাধীনত্বমেবাহ—মায়য়া লক্ষ্ম্যা মৃগং ক্রীড়ামৃগবৎ পরাধীনমিত্যর্থঃ । অরণ্যগমনে নিগূঢ়হেত্বন্তরম্—দয়িতয়া শ্রীরাধয়া ঈপ্সিতং পূর্ব্বস্মিন্নিহাপি জন্মনি বিবিধারাধনেন প্রাপ্তুমিষ্টমতএব অন্বধাবচারণ্যমেব । গোপালনাদিক্রীড়য়া সর্ব্বতো ধাবন্নিব পরিবভ্রামেত্যর্থঃ ॥ ৩৪৩ ॥

———

বৈদিকানীদৃশান্যেব কৃষ্ণে পৌরাণিকান্যপি ।
তান্ত্রিকাণি চ শস্তানি স্তোত্রাণ্যপি নবান্যপি ॥ ৩৪৪ ॥

অনুবাদ—এইরূপ বেদোক্ত, পুরাণোক্ত তন্ত্রোক্ত, এবং নবীন কবিগণ রচিত স্তোত্রসকল শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি বিধানে প্রশস্ত ॥ ৩১৪ ॥

টীকা—ঈদৃশানি এতাদৃশ-শ্রীগোকুললীলামৃতময়ানি বৈদিকানি কৃষ্ণস্তোত্রাণি শস্তানি ভবন্তি । যদ্বা, কৃষ্ণে শস্তানি তৎসুখকরাণীত্যর্থঃ । অভিনবানি আধুনিক-কবিনিবদ্ধানি ॥ ৩৪৪ ॥

———

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে হংসগীতায়াং—
অভ্রষ্টলক্ষণৈঃ কৃত্বা স্বয়ং বিরচিতাক্ষরৈঃ ।
স্তবং ব্রাহ্মণশার্দ্দূলাস্তস্মাৎ কামানবাপ্নুয়াৎ ॥৩৪৫॥

অনুবাদ—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে হংসগীতায় উক্ত হইয়াছে—হে বিপ্র শ্রেষ্ঠগণ ! যাহার লক্ষণ অভ্রষ্ট, এরূপ

স্বয়ং বিরচিত অক্ষর সকল দ্বারা শ্রীভগবানের স্তব করিলে তিনি নিখিল কামনা সফল করেন ॥ ৩৪৫ ॥

স্তুতিমাহাত্ম্যম্

বিষ্ণুধর্ম্মে—

সর্ব্বদেবেষু যৎ পুণ্যং সর্ব্ববেদেষু যৎ ফলম্ ।
নরস্তৎ ফলমাপ্নোতি স্তুত্বা দেবং জনার্দ্দনম্ ॥৩৪৬॥

অনুবাদ—বিষ্ণুধর্ম্মে, যথা—দেবতাগণের আরাধনায় যে ফল হয় এবং সমস্ত বেদপাঠে যে ফল হয়, শ্রীজনার্দ্দনদেবের স্তুতি করিলেই সেই ফল হইয়া থাকে ॥ ৩৪৬ ॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে—

ন বিত্তদাননিচয়ৈর্বহুভির্মধুসূদনঃ ।
তথা তোষমবাপ্নোতি যথা স্তোত্রৈর্দ্বিজোত্তমাঃ ॥৩৪৭॥

অনুবাদ—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে যথা—হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ ! শ্রীমধুসূদন স্তুতিদ্বারা যে প্রকার প্রীত হন, বহু বহু ধন দানেও সেই প্রকার প্রীত হন না ॥ ৩৪৭ ॥

নারসিংহে—

স্তোত্রৈর্জপৈশ্চ দেবাগ্রে যঃ স্তৌতি মধুসূদনম্ ।
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তো বিষ্ণুলোকমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৩৪৮ ॥

অনুবাদ—নৃসিংহপুরাণে বলা হইয়াছে—যিনি স্তোত্র ও জপদ্বারা শ্রীমধুসূদনের পুরোভাগে স্তব করেন, তিনি সমস্ত রকম পাপ হইতে সমুত্তীর্ণ হইয়া বিষ্ণুলোক লাভ করেন ॥ ৩৪৮ ॥

হরিভক্তিসুধোদয়ে—

স্তবমমেয়মাহাত্ম্যং ভক্তিগ্রথিতরম্যবাক্ ।
ভবেদ্ব্রহ্মাদিদুর্লভ্য-প্রভুকারুণ্যভাজনম্ ॥ ৩৪৯ ॥

অনুবাদ—শ্রীহরিভক্তিসুধোদয়ে, যথা—যিনি ভক্তিপূর্ব্বক বিরচিত মনোহর স্তবদ্বারা ভগবানের অপরিমেয় মাহাত্ম্য বর্ণন করেন, তিনি প্রভুর, ব্রহ্মাদি-দেবগণ-দুর্ল্লভ করুণালাভের যোগ্য হন ॥ ৩৪৯ ॥

টীকা—ভক্ত্যা প্রেম্ণা গ্রথিতাঃ ক্রমেণ নিবদ্ধাঃ অতএব রম্যা বাগ্‌যস্য সঃ ; ব্রহ্মাদি-দুর্ল্লভ্যং যৎ প্রভোর্ভগবতঃ কারুণ্যং তস্য ভাজনং বিষয়ঃ ॥৩৪৯॥

যথা নরস্য স্তবতো বালকস্যেব তুষ্যতি ।
মুগ্ধবাক্যৈর্ন হি তথা বিবুধানাং জগৎপিতা ॥৩৫০॥

অনুবাদ—বালকের ন্যায় স্তবকারী মনুষ্যগণের মুগ্ধবাক্যে জগৎপিতা যে প্রকার প্রীত হন, বিদ্বানগণের বাক্যেও সেই প্রকার সন্তুষ্ট হন না ॥ ৩৫০ ॥

টীকা—বিবুধানাং দেবানাং বিদুষামপি বা ॥৩৫০

অবলং প্রভুরীপ্সিতোন্নতিং কৃতযত্নং স্বযশঃস্তবে ঘৃণী ।
স্বয়মুদ্ধরতি স্তনার্থিনং, পদলগ্নং জননীব বালকম্ ॥ ৩৫১ ॥

অনুবাদ—জননী যে প্রকার স্তনপানে ইচ্ছুক পদলগ্ন স্বীয় বালককে উঠাইয়া স্তন প্রদান করেন, সেই প্রকার দয়ালু প্রভু সযত্নে স্তবকারী অক্ষম-ব্যক্তিকে অভীষ্ট উন্নতি প্রদান করিয়া আশ্রয় দিয়া থাকেন ॥ ৩৫১ ॥

টীকা—অবলম্ অশক্তম্ ॥ ৩৫১ ॥

স্কান্দে অমৃতসারোদ্ধারে—

শ্রীকৃষ্ণস্তবরত্নৌঘৈর্যেষাং জিহ্বা ত্বলঙ্কৃতা ।
নমস্যা মুনিসিদ্ধানাং বন্দনীয়া দিবৌকসাম্ ॥৩৫২॥

অনুবাদ—স্কন্দপুরাণে অমৃতসারোদ্ধারে বলা হইয়াছে—যাঁহাদের জিহ্বা শ্রীকৃষ্ণের স্তবরূপ রত্ন সকলে অলঙ্কৃত হয়, তাঁহারা সিদ্ধ, মুনি ও দেবগণের বন্দনীয় হন ॥ ৩৫২ ॥

তত্রৈব কার্ত্তিক-মাহাত্ম্যে শ্রীব্রহ্মনারদ-সংবাদে—

স্তোত্রাণাং পরমং স্তোত্রং বিষ্ণোর্নামসহস্রকম্ ।
হিত্বা স্তোত্রসহস্রাণি পঠনীয়ং মহামুনে ॥ ৩৫৩ ॥

অনুবাদ—কার্ত্তিকমাহাত্ম্যে শ্রীব্রহ্ম-নারদ-সংবাদে উক্ত হইয়াছে—হে মহামুনে ! সহস্রস্তোত্র পরিত্যাগ

করিয়া স্তোত্রসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিষ্ণুর সহস্রনাম স্তব পাঠ করিবে ॥ ৩৫৩ ॥

তেনৈকেন মুনিশ্রেষ্ঠ পঠিতেন সদা হরিঃ।
প্রীতিমায়াতি দেবেশো যুগকোটিশতানি চ ॥
ইতি ॥ ৩৫৪ ॥

অনুবাদ—হে মুনিশ্রেষ্ঠ। সেই একটি মাত্র সহস্রনাম-স্তোত্র সতত পঠিত হইলে দেবেশ্বর শত-কোটি যুগকাল প্রীত থাকেন ॥ ৩৫৪ ॥

স্নানে যৎ স্তোত্রমাহাত্ম্যং লিখিতং লেখ্যমগ্রতঃ।
যচ্চ কীর্ত্তনমাহাত্ম্যং সর্ব্বং জ্ঞেয়মিহাপি তৎ ॥৩৫৫

অনুবাদ—স্নানপ্রকরণে যে স্তোত্রমাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে এবং ইহার পরে যে কীর্ত্তনমাহাত্ম্য বর্ণিত হইবে, সেই সকল মাহাত্ম্য এই স্তুতি প্রকরণেও জানিবে ॥ ৩৫৫ ॥

টীকা—যদ্যপি স্নপনে সহস্রনাম-মাহাত্ম্যং লিখিত-মস্তি, তথাপি স্তোত্রেষু মধ্যে সহস্রনাম-স্তোত্রস্য পরম-শ্রৈষ্ঠ্যাপেক্ষয়া পুনরত্রোল্লিখিতম্। যচ্চ কীর্ত্তনমাহাত্ম্য-মগ্রতো লেখ্যং তৎ সর্ব্বম্ ইহ স্তুতিমাহাত্ম্যেঽপি জ্ঞেয়ং, সর্ব্বেষামেবৈষাং কীর্ত্তনরূপত্বাৎ ॥ ৩৫৫ ॥

তন্নিত্যতা

বিষ্ণুধর্ম্মে—

নূনং তৎ কণ্ঠশালূকমথবা প্রতিজিহ্বিকা।
রোগো বান্যো ন সা জিহ্বা যা ন স্তৌতি হরেগু'ণান্ ॥ ৩৫৬ ॥

অনুবাদ—অনন্তর স্তোত্রের নিত্যতা বিষয়ে শ্রীবিষ্ণু-ধর্ম্মোত্তরে, যথা—যে রসনা শ্রীহরিগুণ কীর্ত্তন না করে, তাহা কণ্ঠশালূক অর্থাৎ গলরোগবিশেষ অথবা আলজিহ্বা কিম্বা অন্যপ্রকার রোগ ॥ ৩৫৬ ॥

টীকা—কণ্ঠশালূকঃ গলরোগবিশেষঃ ॥ ৩৫৬ ॥

অথ বন্দনম্

প্রণমেদথ সাষ্টাঙ্গং তন্মুদ্রাঞ্চ প্রদর্শয়েৎ।
পঠেৎ প্রতিপ্রণামঞ্চ প্রসীদ ভগবন্নিতি ॥ ৩৫৭ ॥

অনুবাদ—অতঃপর সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিবে ও তন্মুদ্রা দেখাইবে এবং প্রত্যেক প্রণামেই 'হে ভগবন্! আপনি প্রসন্ন হউন' এইরূপ বলিবে ॥ ৩৫৭ ॥

তদুক্তমেকাদশে শ্রীভগবতা—

স্তবৈরুচ্চাবচৈঃ স্তোত্রৈঃ পৌরাণৈঃ প্রাকৃতৈরপি।
স্তুত্বা প্রসীদ ভগবন্নিতি বন্দেত দণ্ডবৎ ॥ ৩৫৮ ॥

অনুবাদ—একাদশস্কন্ধে শ্রীভগবান বলিয়াছেন—পৌরাণিক ও আধুনিক বিবিধ স্তুতি পাঠ করিয়া 'হে ভগবন্! আপনি সন্তুষ্ট হউন' বলিয়া দণ্ডবৎ নিপতিত হইয়া বন্দনা করিতে হইবে ॥ ৩৫৮ ॥

টীকা—প্রাকৃতৈরর্ব্বাচীনৈর্লোকভাষানিবদ্ধৈরিতি বা ॥ ৩৫৮ ॥

অথ প্রণামবিধিঃ

তত্রৈব—

শিরো মৎপাদয়োঃ কৃত্বা বাহুভ্যাঞ্চ পরস্পরম্।
প্রপন্নং পাহি মামীশ ভীতং মৃত্যুগ্রহার্ণবাৎ ॥ ৩৫৯ ॥

অনুবাদ—ঐ একাদশস্কন্ধেই বলা হইয়াছে—দুই হাত দিয়া আমার চরণযুগল ধারণ করিয়া মস্তক অবনত করিয়া 'হে প্রভো! আমি মৃত্যুর আক্রমণ-রূপ সাগর হইতে ভীত এবং আপনার শ্রীচরণে শরণাগত, আমাকে রক্ষা করুন'। এইরূপ নিবেদন করিতে করিতে প্রণাম করিবে ॥ ৩৫৯ ॥

টীকা—বাহুভ্যাং দক্ষিণোত্তরাভ্যাং পরস্পরং মম দক্ষিণোত্তরপাদৌ গৃহীত্বা ; যদ্বা, পরস্পরং নিবদ্ধাভ্যাং কৃতাপরাধ ইব প্রপন্নং পাহীত্যাদি বিজ্ঞাপ্য প্রণমে-দিত্যর্থঃ ॥ ৩৫৯ ॥

কিঞ্চাগমে—

দোর্ভ্যাং পদ্ভ্যাঞ্চ জানুভ্যামুরসা শিরসা দৃশা।
মনসা বচসা চেতি প্রণামোঽষ্টাঙ্গ ঈরিতঃ ॥ ৩৬০ ॥
জানুভ্যাঞ্চৈব বাহুভ্যাং শিরসা বচসা ধিয়া।
পঞ্চাঙ্গকঃ প্রণামঃ স্যাৎ পূজাসু প্রবরাবিমৌ ॥
ইতি ॥ ৩৬১ ॥

অনুবাদ—আরও আগমে যথা—দুই হাত, দুই পা, দুই হাঁটু, বক্ষঃস্থল, মাথা, দৃষ্টি, মন ও বাক্য এই আট অঙ্গদ্বারা প্রণাম 'অষ্টাঙ্গ' শব্দদ্বারা নিরূপিত হইয়াছে। দুই হাঁটু, দুই বাহু, মস্তক, বুদ্ধি ও বাক্য এই পঞ্চ অঙ্গদ্বারা প্রণাম পঞ্চাঙ্গ প্রণাম বলিয়া কথিত হয়। পূজার অঙ্গীভূত এই অষ্টাঙ্গ ও পঞ্চাঙ্গ প্রণামই বহুল প্রচলিত ॥ ৩৬০-৩৬১ ॥

টীকা—প্রণামেঽষ্টাঙ্গানি দর্শয়তি—পদ্ভ্যামিতি। পাদাদিভিঃ প্রণামঃ ক্রমেণ তত্তদঙ্গৈর্ভূম্যবষ্টম্ভনেন তৎসংস্পর্শনাৎ। দৃশা প্রণামঃ চক্ষুরীষন্নিমীলনাৎ, মনসা শিরো মৎপাদয়োঃ কৃত্বা ইত্যাদি-ধ্যানেন; বচসা চ ভগবন্ প্রসীদ, ইত্যাদিরূপেণোহ্যঃ॥ ৩৬০॥

টীকা—ইমৌ অষ্টাঙ্গপঞ্চাঙ্গপ্রণামৌ ॥ ৩৬১ ॥

গরুড়ং দক্ষিণে কৃত্বা কুর্য্যাত্তৎপৃষ্ঠতো বুধঃ।
অবশ্যঞ্চ প্রণামাংস্ত্রীন্ শক্তশ্চেদধিকাধিকান্ ॥৩৬২॥

অনুবাদ—বিদ্বান্ ব্যক্তি প্রণামের সময় শ্রীভগবানের নিকটে অবস্থিত গরুড়কে ডানদিকে রাখিয়া বাম দিকে প্রণাম করিবেন। প্রণাম অবশ্যই তিনবার করিতে হইবে। সামর্থ্য থাকিলে বেশীবার প্রণামে কোনও ক্ষতি নাই ॥ ৩৬২ ॥

টীকা—গরুড়ং ভগবদভিমুখে বর্ত্তমানং দক্ষিণে কৃত্বেতি ভগবতঃ পুরোভাগে পৃষ্ঠদেশে বামেঽত্যন্তনিকটে চ প্রণামনিষেধাৎ। তথা চাগ্রে লেখ্যম্—'অগ্রে পৃষ্ঠে বামভাগে' ইত্যাদি। ত্রীন্ প্রণামানবশ্যং কুর্য্যাৎ, যচ্চ নমস্কারেণ চৈকেনেত্যাদিকমগ্রে লেখ্যং তচ্চ মাহাত্ম্যপরতয়ৈব, ন তু বিধেয়ত্বেন। যথা একপ্রদক্ষিণায়া নিষিদ্ধত্বেঽপি 'প্রদক্ষিণেন চৈকেন' ইত্যাদিকং মাহাত্ম্যপরমেব সঙ্গচ্ছতে, অন্যথাতিবিরোধাৎ। শক্তশ্চেত্তবতি তর্হি ততোঽধিকান্ ষড়াদীন্ অষ্টচত্বারিংশদন্তান্, ততোপ্যঽধিকান্ অষ্টোত্তরশতাদীন্ কুর্য্যাৎ ॥ ৩৬২ ॥

তথা চ নারদপঞ্চরাত্রে—
সঙ্কিং বীক্ষ্য হরিং চাদ্যং গুরূন্ স্বগুরুমেব চ।
দ্বিচতুর্ব্বিংশদথবা চতুর্ব্বিংশত্তদর্দ্ধকম্।
নমেত্তদর্দ্ধমথবা তদর্দ্ধং সর্ব্বথা নমেৎ ॥ ৩৬৩ ॥

অনুবাদ—নারদপঞ্চরাত্রে এই বিষয়ে বলা হইয়াছে—প্রথমে শ্রীহরিকে তারপর নিজ গুরুবর্গকে (পিতা মাতা প্রভৃতিকে) ও নিজের শ্রীগুরুদেবকে আটচল্লিশবার কিংবা ছব্বিশবার অথবা আঠারবার কিংবা নয়বার সর্ব্বথা প্রণামের বিধান আছে॥৩৬৩

(সর্ব্বক্ষেত্রেই শয়ন ও ভোজনকালে প্রণাম অবিহিত)।

টীকা—সঙ্কিং ভোজনশয়নাদ্যবসরং, বীক্ষ্য আলোচ্য তদ্ব্যতিরিক্তকালে ইত্যর্থঃ। লোকে সদাচারানুসারতঃ, আদ্যং হরিং শ্রীকৃষ্ণম্। গুরবশ্চোক্তাঃ কৌর্ম্মে।—'যো ভাবয়তি যা সূতে যেন বিদ্যোপদিশ্যতে। জ্যেষ্ঠো ভ্রাতা চ ভর্ত্তা চ পঞ্চৈতে গুরবঃ স্মৃতাঃ॥' ইতি তান্। দ্বিচতুর্ব্বিংশদিতি অষ্টচত্বারিংশদিত্যর্থঃ ॥ ৩৬৩ ॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে—
দেবার্চ্চাদর্শনাদেব প্রণমেন্মধুসূদনম্।
স্থানাপেক্ষা ন কর্ত্তব্যা দৃষ্টার্চ্চাং দ্বিজসত্তমাঃ।
দেবার্চ্চাদৃষ্টিপূতং হি শুচি সর্ব্বং প্রকীর্ত্তিতম্ ॥৩৬৪

অনুবাদ—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরেও বলা হইয়াছে—হে বিপ্রেন্দ্রগণ! দেবপ্রতিমা দেখামাত্রই শ্রীমধুসূদনকে প্রণাম করিবে এই বিষয়ে কোন স্থানাপেক্ষা নাই। দেববিগ্রহ দর্শনের পর যাহাই দর্শন করা হউক না কেন, তাহা পবিত্র বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন ।।৩৬৪।।

অথ নমস্কারমাহাত্ম্যম্

নারসিংহে—
নমস্কারঃ স্মৃতো যজ্ঞঃ সর্ব্বযজ্ঞেষু চোত্তমঃ।
নমস্কারেণ চৈকেন নরঃ পূতো হরিং ব্রজেৎ ॥৩৬৫॥

অনুবাদ—শ্রীনৃসিংহপুরাণে—নমস্কারকে যজ্ঞস্বরূপ বলা হইয়াছে এবং ইহাই সর্ব্বযজ্ঞ শিরোমণি। মনুষ্য একমাত্র নমস্কার দ্বারাই পবিত্র হইয়া শ্রীভগবানকে লাভ করার যোগ্য হয় ॥ ৩৬৫ ॥

টীকা—সর্ব্বেষু যজ্ঞেষু মধ্যে নমস্কারঃ উত্তমো যজ্ঞঃ দেবতারাধনং স্মৃতঃ স্মৃতিকৃদ্ভিঃ ॥ ৩৬৫ ॥

স্কান্দে—

দণ্ডপ্রণামং কুরুতে বিষ্ণবে ভক্তিভাবিতঃ।
রেণুসংখ্যং বসেৎ স্বর্গে মন্বন্তরশতং নরঃ ॥৩৬৬॥

অনুবাদ—স্কন্দপুরাণে—ভক্তিভরে শ্রীবিষ্ণুকে দণ্ডবৎ প্রণামকারীর প্রণামকালে যত সংখ্যক ধূলিকণা তাঁহার শরীরে যুক্ত হয়, তিনি তত শত মন্বন্তর দেবলোকে বাস করেন ॥ ৩৬৬ ॥

টীকা—রেণুসংখ্যমিতি—দণ্ডপ্রণামাচরণে যাবন্তো রেণবো গাত্রৈঃ সংস্পৃশ্যন্তে, তাবৎসংখ্যং তেষাং প্রত্যেকং মন্বন্তরশতং বসেদিত্যর্থঃ। এবমসংখ্যত্বে তাৎপর্য্যম্। স্বর্গে উর্দ্ধলোকে বসেদিতি বৈকুণ্ঠপ্রাপ্তৌ কস্যচিৎ ক্রমগত্যাপেক্ষয়া ॥ ৩৬৬ ॥

———

তত্রৈব শ্রীব্রহ্মনারদ-সংবাদে—

প্রণম্য দণ্ডবদ্ ভূমৌ নমস্কারেণ যোঽর্চ্চয়েৎ।
স যাং গতিমবাপ্নোতি ন তাং ক্রতুশতৈরপি।
নমস্কারেণ চৈকেন নরঃ পূতো হরিং ব্রজেৎ ॥৩৬৭

অনুবাদ—স্কন্দপুরাণেই শ্রীব্রহ্ম-নারদ-সংবাদে উক্ত হইয়াছে—মাটীতে দণ্ডের মত সমস্ত শরীর স্পর্শ করাইয়া প্রণামকারী ব্যক্তির পূজা শত শত যজ্ঞানুষ্ঠানের চেয়েও বেশী ফলপ্রদ। একমাত্র প্রণাম দ্বারাই মনুষ্য পবিত্র হইয়া শ্রীহরির নিকটে গমন করে ॥ ৩৬৭ ॥

টীকা—নমস্কারমাত্রেণ যোঽর্চ্চয়েৎ, প্রণামরূপমর্চ্চনং যঃ কুর্য্যাদিত্যর্থঃ ॥ ৩৬৭ ॥

———

তত্রৈব শ্রীশিবোমাসংবাদে—

ভূমিমাপীড্য জানুভ্যাং শির আরোপ্য বৈ ভুবি।
প্রণমেদ্ যো হি দেবেশং সোঽশ্বমেধফলং লভেৎ ॥৩৬৮

অনুবাদ—ঐ গ্রন্থেরই শ্রীশিব-উমা-সংবাদে বলা হইয়াছে—মাটিতে হাঁটু দুইটি ও মস্তক স্থাপন করিয়া দেবদেব শ্রীভগবানকে যিনি প্রণাম করেন তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞের ফলভাগী হইয়া থাকেন ॥ ৩৬৮ ॥

———

তত্রৈবান্যত্র—

তীর্থকোটিসহস্রাণি তীর্থকোটিশতানি চ।
নারায়ণ-প্রণামস্য কলাং নার্হন্তি ষোড়শীম্ ॥৩৬৯॥
শাঠ্যেনাপি নমস্কারং কুর্ব্বতঃ শার্ঙ্গধন্বনে।
শতজন্মার্জ্জিতং পাপং তৎক্ষণাদেব নশ্যতি ॥৩৭০॥

অনুবাদ—ঐ স্কন্দপুরাণেরই অন্যস্থানে উক্ত আছে—শ্রীনারায়ণকে প্রণাম রূপ যজ্ঞদ্বারা আরাধনা করিলে যে ফল লাভ হয়, শত সহস্র কোটি তীর্থেও কলামাত্র লাভ হয় না। শঠতার সহিতও যদি শার্ঙ্গধন্বা শ্রীহরিকে নমস্কার করা যায়, তাহা হইলে শতজন্মের পাপ তৎক্ষণাৎ নাশ প্রাপ্ত হয় ॥ ৩৬৯-৩৭০ ॥

———

রেণুমণ্ডিতগাত্রস্য কণা দেহে ভবন্তি যৎ।
তাবদ্বর্ষসহস্রাণি বিষ্ণুলোকে মহীয়তে ॥ ৩৭১ ॥

অনুবাদ—প্রণাম করিবার সময় শরীরে যতগুলি ধূলিকণা সংযুক্ত হয়, তত হাজার বৎসর সসম্মানে শ্রীবিষ্ণুলোকে অবস্থানের অধিকার জন্মে ॥ ৩৭১ ॥

টীকা—কণা রেণুপরিমাণবঃ, যদিত্যব্যয়ং যাবন্ত ইত্যর্থঃ। কলা যে ইতি পাঠেঽপি স এবার্থঃ ॥৩৭১

———

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে—

অভিবাদ্য জগন্নাথং কৃতার্থশ্চ তথা ভবেৎ।
নমস্কারক্রিয়া তস্য সর্ব্বপাপ-প্রণাশিনী ॥ ৩৭২ ॥

অনুবাদ—এই বিষয়ে বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে—শ্রীজগন্নাথদেবকে প্রণামকারীব্যক্তি কৃতকৃতার্থ হন এবং তাঁহার সমস্ত প্রকার পাপ ধ্বংস হয় ॥ ৩৭২ ॥

———

জানুভ্যাঞ্চৈব পাণিভ্যাং শিরসা চ বিচক্ষণঃ।
কৃত্বা প্রণামং দেবস্য সর্ব্বান্ কামানবাপ্নুয়াৎ ॥৩৭৩

অনুবাদ—বুদ্ধিমান ব্যক্তি দুই হাঁটু, দুই হাত এবং মস্তক দ্বারা শ্রীভগবানকে প্রণাম করিলে কাম্যবস্তুসমূহ পাইতে পারেন ॥ ৩৭৩ ॥

———

বিষ্ণুপুরাণে—

অনাদিনিধনং দেবং দৈত্যদানবদারণম্।
যে নমন্তি নরা নিত্যং ন হি পশ্যন্তি তে যমম্ ॥৩৭৪

অনুবাদ—শ্রীবিষ্ণুপুরাণে উক্ত হইয়াছে যে, দৈত্য-দানববিনাশী, অনাদি, অনন্ত, শ্রীভগবানকে যে সব মানুষ নিত্য প্রণাম করেন, তাঁহারা যমলোক দর্শন হইতে রক্ষা পান ॥ ৩৭৪ ॥

যে জনা জগতাং নাথ নিত্যং নারায়ণং দ্বিজাঃ।
নমন্তি ন হি তে বিষ্ণোঃ স্থানাদন্যত্র গামিনঃ ॥৩৭৫

অনুবাদ—হে বিপ্রগণ! জগন্নাথ শ্রীহরিকে সর্ব্বদা প্রণামকারী মনুষ্যগণ বিষ্ণুলোক হইতে অন্যত্র গমন করেন না ॥ ৩৭৫ ॥

নারদীয়ে—

একোঽপি কৃষ্ণস্য কৃতঃ প্রণামো
দশাশ্বমেধাবভৃথৈর্ন তুল্যঃ।
দশাশ্বমেধী পুনরেতি জন্ম
কৃষ্ণপ্রণামী ন পুনর্ভবায় ॥ ৩৭৬ ॥

অনুবাদ—শ্রীনারদপুরাণে—একটিমাত্র প্রণাম শ্রীকৃষ্ণে প্রযুক্ত হইলে দশ সংখ্যক অশ্বমেধ যজ্ঞের অবভৃথস্নানের অপেক্ষাও বেশী ফল দান করে। দশাশ্বমেধ যজ্ঞকারী ব্যক্তির পুনর্জন্ম হয়, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকে প্রণামকারী ব্যক্তি আর জন্মগ্রহণ করেন না অর্থাৎ তিনি শ্রীকৃষ্ণধামে আশ্রয় লাভ করেন ॥ ৩৭৬ ॥

হরিভক্তিসুধোদয়ে—

বিষ্ণোর্দণ্ডপ্রণামার্থং ভক্তেন পততা ভুবি।
পাতিতং পাতকং কৃৎস্নং নোত্তিষ্ঠতি পুনঃ সহ ॥৩৭৭

অনুবাদ—শ্রীহরিভক্তিসুধোদয়ে বলা হইয়াছে—ভক্ত ব্যক্তি যখন শ্রীবিষ্ণুকে প্রণাম করেন, তখন তিনি দণ্ডবৎ ভূমিতে পতিত হয়েন, সেই সময় তাঁহার পাপ সকলও পাতিত বা বিনষ্ট হয়। পরে তিনি ভূমি-ত্যাগ করিয়া উত্থিত হন কিন্তু তাঁহার পাপগুলি আর উঠিতে পারে না তাহা নাশপ্রাপ্ত হয় ॥ ৩৭৭ ॥

টীকা—সহ তেন পুনর্নোত্তিষ্ঠতি কদাচিদপি পশ্চাত্তস্য পাতকং ন স্যাদিত্যর্থঃ ॥ ৩৭৭ ॥

পাদ্মে দেবদূত-বিকুণ্ডলসংবাদে—

তপস্তপ্ত্বা নরো ঘোরমরণ্যে নিয়তেন্দ্রিয়ঃ।
যৎ ফলং সমবাপ্নোতি তন্নত্বা গরুড়ধ্বজম্ ॥৩৭৮॥

অনুবাদ—পদ্মপুরাণে দেবদূত-বিকুণ্ডল-সংবাদে বলা হইয়াছে—ইন্দ্রিয়সমূহ সংযত করিয়া বনমধ্যে নিয়ত দুষ্কর তপস্যার দ্বারা মনুষ্যগণ যে ফল লাভের অধিকারী হন, গরুড়ধ্বজ শ্রীভগবানকে নমস্কার করিলেই সেই ফল লাভ করা যায় ॥ ৩৭৮ ॥

কৃত্বাপি বহুশঃ পাপং নরো মোহসমন্বিতঃ।
ন যাতি নরকং নত্বা সর্ব্বপাপহরং হরিম্ ॥ ৩৭৯ ॥

অনুবাদ—বহুপাপ-কার্য্য-হেতু মোহগ্রস্ত ব্যক্তি যদি শ্রীহরিকে নমস্কার করে, তাহা হইলে সে আর নিরয়গামী হয় না ॥ ৩৭৯ ॥

তত্রৈব বেদনিধিস্তুতৌ—

অপি পাপং দুরাচারং নরং তৎ প্রণতং হরে।
নেক্ষন্তে কিঙ্করা যাম্যা উলূকাস্তপনং যথা ॥৩৮০॥

অনুবাদ—এই গ্রন্থেরই বেদনিধিস্তুতিতে বলা হইয়াছে—সূর্য্যের দিকে দৃষ্টিসঞ্চালনে অক্ষম পেচকের ন্যায় শ্রীহরিপ্রণামকারী দুরাচারী ও পাপী-দিগের প্রতিও যমদূতগণ দৃষ্টি সঞ্চালনে সক্ষম হন না ॥ ৩৮০ ॥

টীকা—নেক্ষন্তে ঈক্ষিতুমপি ন শক্নুবন্তীত্যর্থঃ ॥৩৮০

বিষ্ণুপুরাণে শ্রীযমস্য নিজভটানুশাসনে—

হরিমমরগণার্চ্চিতাঙ্ঘ্রি পদ্মং
প্রণমতি যঃ পরমার্থতো হি মর্ত্ত্যঃ।
তমপগত-সমস্ত-পাপবন্ধং
ব্রজ পরিহৃত্য যথাগ্নিমাজ্যসিক্তম্ ॥ ৩৮১ ॥

অনুবাদ—শ্রীবিষ্ণুপুরাণে যমরাজের দূতগণের অনুশাসনে—যাঁহার চরণকমল দেবতাগণেরও অর্চ্চ্য,

সেই শ্রীহরিকে ভক্তিসহকারে যে ব্যক্তি প্রণাম করেন, তাঁহার সমূহপাপরাশি বিনষ্ট হয়, অতএব হোমাগ্নির মত পবিত্র সেই মনুষ্যকে ত্যাগ করিয়া তোমরা অন্যত্র যাইবে ॥ ৩৮১ ॥

টীকা—পরমার্থতঃ তত্ত্বতঃ, অতএবাপগত-সমস্ত-পাপবন্ধম্ ॥ ৩৮১ ॥

ব্রহ্মবৈবর্ত্তে—

শরণাগতরক্ষণোদ্যতং হরিমীশং প্রণমন্তি যে নরাঃ।
ন পতন্তি ভবাম্বুধৌ স্ফুটং
পতিতানুদ্ধরতি স্ম তানসৌ ॥৩৮২॥

অনুবাদ—ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে বলা হইয়াছে যে, শরণাগতরক্ষক শ্রীহরিকে যে সমস্ত মানুষ প্রণাম করেন, সংসাররূপ সমুদ্রে তাঁহারা কখনই পতিত হন না, যদি বা কখনও পতিত হয়েন, তাহা হইলে শ্রীভগবানই দয়াপর বশ হইয়া তাঁহাদিগকে উদ্ধার করেন ॥ ৩৮২ ॥

টীকা—পূর্ব্বং পশ্চাদ্বা কথঞ্চিদ্ভবাম্বুধৌ পতিতানপি সতঃ তান্ প্রণামকর্ত্তৃন্ অসৌ হরিরুদ্ধরতি স্ম উদ্দধার; যদ্বা, স্ম হেতৌ, পতিতান্ ভ্রষ্টানপি তান্ নরানসাবুদ্ধরতি, যতঃ তৎ কিং বক্তব্যং, তৎপ্রণাম-কারিণো ন পতন্তীত্যর্থঃ ॥ ৩৮২ ॥

অষ্টমস্কন্ধে চ বলিবাক্যে (২৩।২)—

অহো প্রণামায় কৃতঃ সমুদ্যমঃ
প্রপন্নভক্তার্থবিধৌ সমাহিতঃ।
যল্লোকপালৈস্ত্বদনুগ্রহোঽমরৈ-
রলব্ধপূর্ব্বোঽপসদেঽসুরেঽর্পিতঃ ॥ ৩৮৩ ॥

অনুবাদ—শ্রীমদ্ভাগবতে অষ্টমস্কন্দে শ্রীবলিমহারাজের কথায়—তোমার শরণাগত ভক্তগণের মত সাবধানে আমি তোমাকে প্রণাম করিবার উদ্যোগ করিয়াছি মাত্র, তাহাতেই তুমি এই হীন অসুরের প্রতি যেরূপ অনুগ্রহ দেখাইয়াছ, এই প্রকার অনুকম্পা পূর্ব্বে লোকপাল দেবতাগণও পান নাই ॥ ৩৮৩ ॥

টীকা—অহো ভগবন্, ত্বৎপ্রণামস্য মহিমা, যদর্থং কৃতঃ সমুদ্যম এব প্রপন্নানাং ত্বদেকনিষ্ঠ-ভক্তানাং যোঽর্থস্তস্য বিধৌ অভক্তেঽপি ময়ি তস্য সম্পাদনে সমাহিতঃ অপ্রমত্তঃ স্থিতঃ কৃতঃ? যৎ যেনোদ্যমেন লোকপালৈরমরৈঃ সত্ত্বপ্রধানৈরপ্যলব্ধ-পূর্ব্বস্ত্বদনুগ্রহঃ অপসদে নীচে রাক্ষসে ময্যর্পিতঃ। অয়ং ভাবঃ—পরমেশ্বরায় তুভ্যমহং বরাকস্ত্রিলোকীং দত্তবানিত্যেতদাস্তাং, প্রণামোঽপি ন সম্যক্কৃতঃ, কিন্তু তদর্থমুদ্যমমাত্রং কৃতং, তেন চ কর্ম্ম তপো-দানাদি-কোটিভিরপ্যলভ্যস্ত্বদনুগ্রহঃ সম্পাদিতঃ, অহো তৎপ্রণামপ্রভাবাশ্চর্য্যত্বমিতি ॥ ৩৮৩ ॥

অতএব নারায়ণব্যূহস্তবে—

অহো ভাগ্যমহো ভাগ্যমহো ভাগ্যং নৃণামিদম্।
যেষাং হরিপদাব্জাগ্রে শিরো ন্যস্তং যথা তথা ॥৩৮৪

অনুবাদ—অতএব শ্রীনারায়ণ ব্যূহস্তবে—কোনও প্রকারে শ্রীহরিচরণকমলের আগে যে সব ব্যক্তির মস্তক প্রণত থাকে, আহা! তাহাদের কি সৌভাগ্য, কি সৌভাগ্য ॥ ৩৮৪ ॥

টীকা—যথা তথা যেন কেনাপি প্রকারেণেত্যর্থঃ ॥ ৩৮৪ ॥

কিঞ্চনারসিংহে শ্রীযমোক্তৌ—

তস্য বৈ নারসিংহস্য বিষ্ণোরমিততেজসঃ।
প্রণামং যে প্রকুর্ব্বন্তি তেষামপি নমো নমঃ ॥৩৮৫॥

অনুবাদ—আরও নৃসিংহপুরাণে শ্রীযমবাক্য—অসীমতেজঃবিশিষ্ট শ্রীনৃসিংহরূপধারী সেই শ্রীবিষ্ণুকে যাঁহারা প্রণাম করেন, তাঁহাদিগের উদ্দেশ্যে আমার পুনঃ পুনঃ প্রণাম ॥ ৩৮৫ ॥

ভবিষ্যোত্তরে চ জলধেনুপ্রসঙ্গে—

বিষ্ণোর্দেবজগদ্ধাতুর্জ্জনার্দ্দনজগৎপতেঃ।
প্রণামং যে প্রকুর্ব্বন্তি তেষামপি নমো নমঃ ॥
ইতি ॥ ৩৮৬ ॥

অনুবাদ—ভবিষ্যপুরাণের উত্তর ভাগে জলধেনু প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে—জগৎপতি জগদ্ধাতা জনার্দ্দন শ্রীবিষ্ণুকে প্রণামকারী ব্যক্তিগণকেও পুনঃ পুনঃ প্রণাম ॥ ৩৮৬ ॥

টীকা—তেষাং তেভ্যোঽপি নমো নমঃ ভক্ত্যা বীপ্সা ॥ ৩৮৫-৩৮৬ ॥

অথ প্রণামনিত্যতা

বৃহন্নারদীয়ে লুব্ধকোপাখ্যানারম্ভে—

সকৃদ্বা ন নমেদ্যস্তু বিষ্ণবে শর্ম্মকারিণে।
শবোপমং বিজানীয়াৎ কদাচিদপি নালপেৎ ॥৩৮৭॥

অনুবাদ—বৃহন্নারদীয়পুরাণে লুব্ধক উপাখ্যানের আরম্ভে বলা হইয়াছে—সর্ব্বমঙ্গল বিধানকারী শ্রীবিষ্ণুকে যে ব্যক্তি একবারও নমস্কার না করে, তাহাকে মৃতদেহ (শব) তুল্য জানিবে, কদাচ তাহার সহিত বার্ত্তালাপ করিবে না ॥ ৩৮৭ ॥

টীকা—অপ্যর্থে বা-শব্দঃ, নালপেৎ তং ন সম্ভাষেত, নাস্তিকত্বাপত্তেঃ ॥ ৩৮৭ ॥

কিঞ্চ পাদ্মে বৈশাখ-মাহাত্ম্যে যমব্রাহ্মণসংবাদে—

পশ্যন্তো ভগবদ্দ্বারং নামশস্ত্রপরিচ্ছদম্।
অকৃত্বা তৎপ্রণামাদি যান্তি তে নরকৌকসঃ ॥৩৩৮॥

অনুবাদ—আরও পদ্মপুরাণে বৈশাখ-মাহাত্ম্যে যম-ব্রাহ্মণ-সংবাদে—শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি নাম এবং সুদর্শন প্রভৃতি ভগবানের অস্ত্রাদিদ্বারা শোভিত ভগবন্মন্দির দেখিয়াও যাহারা ভগবানকে প্রণাম ও দর্শন না করিয়া চলিয়া যায়, তাহারা নরকবাসী হইয়া থাকে ॥ ৩৮৮ ॥

টীকা—নাম শ্রীকৃষ্ণাদি, শস্ত্রং সুদর্শনাদি, তাভ্যাং শোভিতমিত্যর্থঃ. ইতি ভগবদালয়লক্ষণমুক্তম্। তস্য ভগবতঃ প্রণামম্ ; আদি-শব্দেন দর্শনাদি অকৃত্বা যে যান্তি ॥ ৩;৮ ॥

অথ নমস্কারে নিষিদ্ধানি

বিষ্ণুস্মৃতৌ—

জন্মপ্রভৃতি যৎ কিঞ্চিৎ পুমান্ বৈ ধর্ম্মমাচরেৎ।
সর্ব্বং তন্নিষ্ফলং যাতি একহস্তাভিবাদনাৎ ॥৩৮৯॥

অনুবাদ—অনন্তর নমস্কারে নিষেধসমূহ বিষ্ণুস্মৃতিতে—শ্রীভগবানকে এক হস্তদ্বারা প্রণাম করিলে সেই ব্যক্তির জন্মাবধি কৃত ধর্ম্মাচরণ নিষ্ফল হইয়া থাকে ॥ ৩৮৯ ॥

বারাহে—

বস্ত্রপ্রাবৃতদেহস্তু যো নরঃ প্রণমেত মাম্ ॥
শ্বিত্রী স জায়তে মূর্খঃ সপ্ত জন্মানি ভামিনি ॥৩৯০॥

অনুবাদ—বরাহপুরাণে বলা হইয়াছে—সর্ব্বশরীর বস্ত্রাবৃত করিয়া যে ব্যক্তি আমাকে প্রণাম করে, সে সাতজন্ম পর্য্যন্ত ধবলকুষ্ঠরোগী ও মূর্খ হয় ॥ ৩৯০ ॥

কিঞ্চান্যত্র—

অগ্রে পৃষ্ঠে বামভাগে সমীপে গর্ভমন্দিরে।
জপহোমনমস্কারান্ন কুর্য্যাৎ কেশবালয়ে ॥ ৩৯১ ॥

অনুবাদ—আরও অন্যত্র যথা—শ্রীভগবানের মন্দিরমধ্যে, ভগবানের সম্মুখে, পিছনে, বামভাগে, নিকটে জপ হোম ও নমস্কার করিবে না।। ৩৯১ ॥

টীকা—অগ্রাদিকং ভগবত এব জ্ঞেয়ং, তত্র ন কুর্য্যাৎ। কেশবালয় ইতি আলয়ব্যতিরিক্তস্থানে তু কুর্য্যাদিত্যর্থঃ ॥ ৩৯১ ॥

অপি চ—

সকৃদ্ভূমৌ নিপতিতো ন শক্তঃ প্রণমেন্মুহুঃ।
উত্থায়োত্থায় কর্ত্তব্যং দণ্ডবৎ প্রণিপাতনম্ ॥
ইতি ॥ ৩৯২ ॥

অনুবাদ—আরও বলা হইয়াছে—সমর্থব্যক্তি ভূমিতলে সকৃৎ পতিত হইয়া কেবল মস্তক চালনার দ্বারা বারংবার প্রণাম করিবে না। প্রতিবারই মাটি হইতে উঠিয়া পুনরায় দণ্ডবৎ প্রণাম করিতে হইবে ॥ ৩৯২ ॥

টীকা—শক্তশ্চেত্তর্হি ভূমৌ সকৃন্নিপতিতঃ সন্ শিরশ্চালনাদিমাত্রেণ মুহুর্ন প্রণমেৎ। ননু তর্হি কথং প্রণমেৎ ? তদাহ উত্থায়েতি ॥ ৩৯২ ॥

অথ প্রদক্ষিণা

ততঃ প্রদক্ষিণাং কুর্য্যাৎ ভক্ত্যা ভগবতো হরেঃ।
নামানি কীর্ত্তয়ন্ শক্তৌ তাঞ্চ সাষ্টাঙ্গবন্দনাম্ ॥৩৯৩

অনুবাদ—অতঃপর ভক্তিভরে ভগবান শ্রীহরিকে প্রদক্ষিণ এবং তাঁহার শ্রীনাম কীর্ত্তন করিবে ও সামর্থ্য থাকিলে সাষ্টাঙ্গ প্রণামের মাধ্যমে প্রদক্ষিণ করিবে ॥ ৩৯৩ ॥

টীকা—শক্তৌ সত্যাঞ্চ তাং প্রদক্ষিণাম্ অষ্টাঙ্গেন বন্দনেন প্রণামেন সহিতাং কুর্য্যাৎ ॥ ৩৯৩ ॥

প্রদক্ষিণাসংখ্যা

নারসিংহে—

একাং চণ্ড্যাং রবৌ সপ্ত তিস্রো দদ্যাদ্বিনায়কে।
চতস্রঃ কেশবে দদ্যাৎ শিবে ত্বর্ধপ্রদক্ষিণাম্ ॥৩৯৪॥

অনুবাদ—নৃসিংহপুরাণ মতে—সূর্য্যকে সাতবার শ্রীবিষ্ণুকে চারিবার, গণেশকে তিনবার, চণ্ডীকে একবার এবং মহাদেবকে অর্দ্ধবার প্রদক্ষিণের নিয়ম বলা হইয়াছে ॥ ৩৯৪ ॥

অথ প্রদক্ষিণমাহাত্ম্যম্—

বারাহে—

প্রদক্ষিণাং যে কুর্ব্বন্তি ভক্তিযুক্তেন চেতসা।
ন তে যমপুরং যান্তি যান্তি পুণ্যকৃতাং গতিম্ ॥৩৯৫

অনুবাদ—বরাহপুরাণে বলা হইয়াছে—শ্রীহরিকে ভক্তিযুক্ত হৃদয়ে যাঁহারা প্রদক্ষিণ করেন, তাঁহারা ভক্তজনোচিত গতি লাভ করেন। তাঁহারা যমপুরগামী হন না ॥ ৩৯৫ ॥

টীকা—পুণ্যমত্র ভক্তিলক্ষণং, তৎকৃতাং ভক্তানামিত্যর্থঃ ॥ ৩৯৫ ॥

যস্ত্রিঃ প্রদক্ষিণং কুর্য্যাৎ সাষ্টাঙ্গকপ্রণামকম্।
দশাশ্বমেধস্য ফলং প্রাপ্নুয়ান্নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৩৯৬ ॥

অনুবাদ—সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া তিনবার শ্রীভগবানকে যিনি প্রদক্ষিণ করেন, দশ অশ্বমেধযজ্ঞের ফল তাঁহার লভ্য হয়, ইহাতে সন্দেহ নাই ॥ ৩৯৬ ॥

স্কান্দে শ্রীব্রহ্মনারদসংবাদে—

বিষ্ণোর্বিমানং যঃ কুর্য্যাৎ সকৃদ্ভক্ত্যা প্রদক্ষিণম্।
অশ্বমেধসহস্রস্য ফলমাপ্নোতি মানবঃ ॥ ৩৯৭ ॥

অনুবাদ—স্কন্দপুরাণে শ্রীব্রহ্ম-নারদ-সংবাদে উক্ত হইয়াছে—শ্রীবিষ্ণুমন্দির অথবা শ্রীভগবানের রথ একবার মাত্র ভক্তিসহকারে প্রদক্ষিণ করিলে সহস্র অশ্বমেধযজ্ঞের ফল লাভ করা যায় ॥ ৩৯৭ ॥

টীকা—বিমানমিব বিমানং প্রাসাদং রথং বা ॥৩৯৭

তত্রৈব চাতুর্ম্মাস্যমাহাত্ম্যে—

চতুর্বারং ভ্রমীভিস্তু জগৎ সর্ব্বং চরাচরম্।
ক্রান্তং ভবতি বিপ্রাগ্র্য তত্তীর্থগমনাধিকম্ ॥ ৩৯৮ ॥

অনুবাদ—ঐ স্কন্দপুরাণেই চাতুর্ম্মাস্য মাহাত্ম্য-প্রসঙ্গে যথা—হে দ্বিজবর! শ্রীভগবানকে চারিবার প্রদক্ষিণ করা হইলে চরাচর সকল বিশ্ব প্রদক্ষিণ করা হয় এবং এই প্রদক্ষিণ দ্বারা তীর্থভ্রমণ হইতেও অধিক ফল লাভ করা যায় ॥ ৩৯৮ ॥

টীকা—ক্রান্তং পরিক্রান্তং, ভ্রমী প্রদক্ষিণা, তীর্থগমনাধিকম্ ॥ ৩৯৮ ॥

তত্রৈবান্যত্র—

প্রদক্ষিণন্তু যঃ কুর্য্যাৎ হরিং ভক্ত্যা সমন্বিতঃ।
হংসযুক্তবিমানেন বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি ॥ ৩৯৯ ॥

অনুবাদ—স্কন্দপুরাণেরই অন্যস্থলে বর্ণিত হইয়াছে—শ্রীহরিকে ভক্তিভরে প্রদক্ষিণকারী ব্যক্তি হংসযুক্ত বিমানারোহণে বিষ্ণুলোকে গমন করেন ॥ ২৯৯ ॥

নারসিংহে—

প্রদক্ষিণেন চৈকেন দেবদেবস্য মন্দিরে।
কৃতেন যৎ ফলং নৃণাং তচ্ছৃণুষ্ব নৃপাত্মজঃ।
পৃথ্বীপ্রদক্ষিণফলং যত্তৎ প্রাপ্য হরিং ব্রজেৎ ॥৪০০॥

অনুবাদ—নৃসিংহপুরাণে এই প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে—হে রাজনন্দন! দেবশ্রেষ্ঠ শ্রীহরির শ্রীমন্দির একবারমাত্র প্রদক্ষিণের দ্বারা মনুষ্যগণ যে ফলভাগী হন,

তাহা শ্রবণ করুন পৃথিবী প্রদক্ষিণের ফল লাভ করিয়া তাহারা ভগবান শ্রীহরিকে প্রাপ্ত হন ॥ ৪০০ ॥

অন্যত্র চ—

এবং কৃত্বা তু কৃষ্ণস্য যঃ কুর্য্যাদ্দ্বিঃ প্রদক্ষিণম্ ।
সপ্তদ্বীপবতীপুণ্যং লভতে তু পদে পদে ।
পঠন্নামসহস্রন্তু নামান্যেবাথ কেবলম্ ॥ ৪০১ ॥

অনুবাদ—অন্যত্রও উক্ত আছে—যে ব্যক্তি এই প্রকারে শ্রীহরিকে দুইবার প্রদক্ষিণ করেন ও সহস্র-নাম কিংবা প্রভুর নাম কীর্ত্তন করেন, সেই ব্যক্তি সপ্তদ্বীপবতী এই পৃথিবী প্রদক্ষিণের অথবা দানের ফল প্রতি পদেপদে লাভ করেন ॥ ৪০১ ॥

টীকা—সপ্তদ্বীপবত্যাঃ পৃথিব্যাঃ পুণ্যং দানেন প্রদক্ষিণীকরণেন বা যৎ ফলং তদিত্যর্থঃ। অথেতি অথবা ; আবর্ত্ততে পরিভ্রমতি ॥ ৪০১ ॥

হরিভক্তিসুধোদয়ে—

বিষ্ণুং প্রদক্ষিণীকুর্ব্বন্ যস্তত্রাবর্ত্ততে পুনঃ ।
তদেবাবর্ত্তনং তস্য পুনর্নাবর্ত্ততে ভবে ॥ ৪০২ ॥

অনুবাদ—হরিভক্তিসুধোদয়ে যথা—শ্রীবিষ্ণুকে একবার প্রদক্ষিণ করিয়া পুনরায় যিনি প্রদক্ষিণ করেন, এই সংসারে আর তাঁহাকে আসিতে হয় না ॥ ৪০২ ॥

বৃহন্নারদীয়ে যমভগীরথ-সংবাদে—

প্রদক্ষিণত্রয়ং কুর্য্যাৎ যো বিষ্ণোর্মনুজেশ্বর ।
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তো দেবেন্দ্রত্বং সমশ্নুতে ॥ ৪০৩ ॥

অনুবাদ—বৃহন্নারদীয়পুরাণে যম-ভগীরথ-সংবাদে বলা হইয়াছে—হে নরেন্দ্র! শ্রীবিষ্ণুকে তিন-বার প্রদক্ষিণকারী ব্যক্তি সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হইয়া ইন্দ্রত্ব প্রাপ্ত হন ॥ ৪০৩ ॥

তত্রৈব প্রদক্ষিণমাহাত্ম্যে সুধর্ম্মোপাখ্যানারম্ভে—

ভক্ত্যা কুর্ব্বন্তি যে বিষ্ণোঃ প্রদক্ষিণচতুষ্টয়ম্ ।
তেঽপি যান্তি পরং স্থানং সর্ব্বলোকোত্তমোত্তমম্ ॥
ইতি ॥ ৪০৪ ॥

অনুবাদ—ঐ পুরাণেই প্রদক্ষিণ-মাহাত্ম্যে সুধর্ম্মার উপাখ্যান আরম্ভে কথিত হইয়াছে—ভক্তিসহকারে শ্রীবিষ্ণুকে যাঁহারা চারিবার প্রদক্ষিণ করেন, তাঁহারাও সর্ব্বলোকের উত্তম স্থান হইতেও পরম উত্তম স্থানে অর্থাৎ ভগবল্লোকে গমন করেন ॥ ৪০৪ ॥

টীকা—অপি নিশ্চয়ে, পূর্ব্বোক্ত-সমুচ্চয়ে বা, প্রয়ান্তীতি বা পাঠঃ ॥ ৪০৪ ॥

তৎ খ্যাতং যৎ সুধর্ম্মস্য পূর্ব্বস্মিন্ গৃধ্রজন্মনি ।
কৃষ্ণপ্রদক্ষিণাভ্যাসান্মহাসিদ্ধিরভূদিতি ॥ ৪০৫ ॥

অনুবাদ—বৃহন্নারদীয় পুরাণে এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে যে, পূর্ব্বতন গৃধ্রজন্মে শ্রীকৃষ্ণকে প্রদক্ষিণ করার অভ্যাসেই সুধর্ম্মার এইরূপ মহাসিদ্ধি লাভ হইয়াছিল ॥ ৪০৫ ॥

টীকা—তৎ খ্যাতং বৃহন্নারদীয়তঃ প্রসিদ্ধমেব, অতস্তদ্বিশেষলিখনেনালমিতি ভাবঃ। কিং তদিতি লিখতি—যৎ সুধর্ম্ম স্যেতি ; তদাখ্যায়িকা চ তত্রৈব প্রসিদ্ধা ॥ ৪০৫ ॥

অথ প্রদক্ষিণায়াং নিষিদ্ধম্

বিষ্ণুস্মৃতৌ—

একহস্তপ্রণামশ্চ একা চৈব প্রদক্ষিণা ।
অকালে দর্শনং বিষ্ণোর্হন্তি পুণ্যং পুরাকৃতম্ ॥৪০৬॥

অনুবাদ—বিষ্ণুস্মৃতিতে উক্ত হইয়াছে—একবার প্রদক্ষিণ, একহস্তে প্রণাম ও অকালে অর্থাৎ শয়ন ভোজনাদিকালে শ্রীবিষ্ণুকে দর্শন করিলে পূর্ব্বার্জ্জিত পুণ্য নষ্ট হয় ॥ ৪০৬ ॥

টীকা—অকালে ভোজনাদিসময়ে ॥ ৪০৬ ॥

কিঞ্চ—

কৃষ্ণস্য পুরতো নৈব সূর্য্যস্যেব প্রদক্ষিণাম্ ।
কুর্য্যাদ্ভ্রমরিকারূপাং বৈমুখ্যাপাদনীং প্রভো ॥৪০৭॥

অনুবাদ—আরও বলা হইয়াছে—শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে সূর্য্য প্রদক্ষিণ করা উচিত নয়, কারণ এই প্রকার করিতে গেলে ভগবানের দিকে পিছন ফিরিতে হয় ॥ ৪০৭ ॥

টীকা—ভ্রমরিকা আবর্ত্তবদ্‌ভ্রমণং, তদ্রূপাং প্রদক্ষিণাং নৈব কুর্য্যাৎ। তত্র হেতুঃ—প্রভৌ ভগবতি বৈমুখ্যং পৃষ্ঠদানং, তস্য আপাদনীং কারিণীম্ ॥ ৪০৭ ॥

তথা চোক্তং—

প্রদক্ষিণং ন কর্ত্তব্যং বিমুখত্বাচ্চ কারণাৎ ॥ ৪০৮ ॥

অনুবাদ—এই বিষয়ে বলা হইয়াছে—বৈমুখ্য-রূপ কারণের জন্যই প্রদক্ষিণ নিষিদ্ধ হইয়াছে ॥৪০৮

অথ কর্ম্মাদ্যর্পণম্

ততঃ শ্রীকৃষ্ণপাদাব্জে দাস্যেনৈব সমর্পয়েৎ।
ত্রিভির্মন্ত্রৈঃ স্বকর্ম্মাণি সর্ব্বাণ্যাত্মনমপ্যথ ॥ ৪০৯ ॥

অনুবাদ—অতঃপর তিনটি মন্ত্রদ্বারা শ্রীকৃষ্ণপাদ-পদ্মে দাস্যভাবে নিজকৃতকর্ম্মসকল সমর্পণ করিতে হইবে এবং তারপর নিজ আত্মাকেও সমর্পণ করিতে হইবে ॥ ৪০৯ ॥

টীকা—দাস্যেনৈব ব্রহ্মার্পণাদিরূপেণ, অথানন্তরং আত্মানমপি তথৈব সমর্পয়েৎ ॥ ৪০৯ ॥

মন্ত্রাশ্চ

ইতঃ পূর্ব্বং প্রাণবুদ্ধিদেহধর্ম্মাধিকারতো জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্ত্যবস্থাসু মনসা বাচা কর্ম্মণা হস্তাভ্যাং পদ্ভ্যা-মুদরেণ শিশ্না যৎ স্মৃতং, যদুক্তং, যৎ কৃতং, তৎ সর্ব্বং শ্রীকৃষ্ণার্পণং ভবতু স্বাহা। মাং মদীয়ঞ্চ সকলং হরয়ে সমর্পয়ামীতি। ওঁ তৎ সৎ ॥ ইতি ॥ ৪১০ ॥

অনুবাদ—এই মন্ত্র তিনটি হইতেছে—প্রাণ, বুদ্ধি, দেহ ও ধর্ম্মে অধিকারী হইয়া আমি ইহার পুর্ব্বে জাগ্রৎ স্বপ্ন ও সুষুপ্তি অবস্থায় মনে যাহা স্মরণ করিয়াছি, বাক্যে যাহা বলিয়াছি এবং কর্ম্ম অর্থাৎ কায়িক ব্যাপার, হস্ত, পদ, উদর ও শিশ্নদ্বারা যাহা করিয়াছি তৎসমুদায় শ্রীকৃষ্ণে অর্পিত হউক। নিজেকে এবং নিজ সম্বন্ধীয় সমস্ত কিছু শ্রীহরিচরণে সমর্পণ করিতেছি। তারপর ওঁ তৎ সৎ এই মন্ত্র প্রয়োগ করিতে হইবে ॥ ৪১০ ॥

টীকা—মনসা যৎ স্মৃতং, বাচা যদুক্তং, হস্তাদিভিঃ কর্ম্মণা যৎ কৃতমিতি সম্বন্ধঃ। তত্র শিশ্না শিশ্নেন ॥ ৪১০ ॥

অথ তত্র কর্ম্মার্পণম্

বৃহন্নারদীয়ে—

বিরাগী চেৎ কর্ম্মফলে ন কিঞ্চিদপি কারয়েৎ।
অর্পয়েৎ স্বকৃতং কর্ম্ম প্রীয়তামিতি মে হরিঃ ॥ ৪১১

অনুবাদ—বৃহন্নারদীয়পুরাণে বলা হইয়াছে—যে ব্যক্তির কর্ম্মফলাশায় বিরক্তি জন্মিয়াছে, তিনি 'ভগবান্ আমার প্রতি প্রীত হউন' এই কথা বলিয়া নিজকৃতকর্ম্ম শ্রীকৃষ্ণে সমর্পণ করিবেন ॥ ৪১১ ॥

টীকা—হরির্মে প্রীয়তামিত্যেবং সমর্পয়েৎ ॥৪১১

অতএব কূর্ম্মপুরাণে—

প্রীণাতু ভগবানীশঃ কর্ম্মণানেন শাশ্বতঃ।
করোতি সততং বুদ্ধ্যা ব্রহ্মার্পণমিদং পরম্ ॥৪১২॥
যদ্বা ফলানাং সংন্যাসং প্রকুর্য্যাৎ পরমেশ্বরে।
কর্ম্মণামেতদপ্যাহুর্ব্রহ্মার্পণমনুত্তমম্ ॥ ৪১৩ ॥

অনুবাদ—অতএব কূর্ম্মপুরাণে দেখা যায়—ভগ-বান্ ঈশ্বর যিনি নিত্যস্বরূপ তিনি আমার এই কর্ম্ম-দ্বারা প্রসন্ন হউন, সর্ব্বদাই এইরূপ ভাবে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে সেইসকলই শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মার্পণ অথবা কর্ম্মের ফলসমূহ পরমেশ্বরকে অর্পণ করা হইলে তাহাও শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মার্পণ শব্দে অভিহিত হইতে পারে পারে ॥ ৪১২-৪১৩ ॥

টীকা—প্রীণাত্বিতি-বুদ্ধ্যা করোতি যৎ, পরং শ্রেষ্ঠং, নাহং কর্ত্তা সর্ব্বমেতৎ ব্রহ্মৈব কুরুতে, তথা হ্যত্র তদ্‌ব্রহ্মার্পণং প্রোক্তমিত্যাদিনা তত্রৈবোক্ত প্রকার-দর্শনাৎ। সংন্যাসং সমর্পণং কর্ম্মণাং বা সংন্যাসম্ ॥ ৪১২-৪১৩ ॥

অথ কর্ম্মার্পণবিধিঃ

দক্ষেণ পাণিনার্ঘ্যস্থং গৃহীত্বা চুলুকোদকম্।
নিধায় কৃষ্ণপাদাব্জ-সমীপে প্রার্থয়েদিদম্ ॥ ৪১৪ ॥

পাদত্রয়ক্রমাক্রান্ত ত্রৈলোক্যেশ্বর কেশব।
ত্বৎপ্রসাদাদিদং তোয়ং পাদ্যং তেঽস্তু জনার্দ্দন॥৪১৫

অনুবাদ—অর্ঘ্যপাত্র হইতে এক গণ্ডূষ জল ডানহাতে নিয়ে শ্রীকৃষ্ণের পদকমলের নিকট রেখে প্রার্থনা করিতে হইবে—হে ত্রিভুবনাধিপতে। হে ত্রিবিক্রম! হে কেশব! হে জনার্দন! আপনার দয়ায় এই জল আপনার পাদ্য হউক ॥ ৪১৪-৪১৫ ॥

টীকা—দক্ষেণ দক্ষিণেন, অর্ঘ্যাম্বু অর্ঘ্যপাত্রবর্ত্তি চুলুকমাত্রোদকম্ ॥ ৪১৪ ॥

অথ কর্ম্মার্পণমাহাত্ম্যম্

বৃহন্নারদীয়ে—

পরলোকফলপ্রেপ্সুঃ কুর্য্যাৎ কর্ম্মাণ্যতন্দ্রিতঃ।
হরের্নিবেদয়েত্তানি তৎ সর্ব্বং ত্বক্ষয়ং ভবেৎ ॥৪১৬॥

অনুবাদ—বৃহন্নারদীয়পুরাণে বলা হইয়াছে—পরলোকে ফল লাভের বাসনায় যিনি সাবধানে ক্রিয়ানুষ্ঠান করেন এবং সেই সমস্ত কার্য্য শ্রীহরির পাদপদ্মে সমর্পণ করেন, সেই পুণ্যাত্মার সমস্ত কিছুই অক্ষয় হইয়া থাকে ॥ ৪১৬ ॥

অতএব নারায়ণব্যূহস্তবে—

কৃষ্ণার্পিতফলাঃ কৃষ্ণং স্বধর্ম্মেণ যজন্তি যে।
বিষ্ণুভক্ত্যর্থিনো ধন্যাস্তেভ্যোঽপীহ নমো নমঃ ॥ ৪১৭

অনুবাদ—অতএব শ্রীনারায়ণব্যূহস্তবে বলা হইয়াছে—যে সকল ব্যক্তি বিষ্ণুভক্তি পরায়ণ হইয়া শ্রীকৃষ্ণে সমস্ত কর্ম্মের ফল প্রদান করিয়া নিজ নিজ ধর্ম্মানুসারে তাঁহার পূজায় রত থাকেন, তাঁহারা ধন্য অতএব তাঁহাদিগকেও পুনঃ পুনঃ প্রণাম ॥ ৪১৭ ॥

অথ স্বার্পণাবিধিঃ

অহং ভগবতোঽংশোঽস্মি সদা দাসোঽস্মি সর্ব্বথা।
তৎকৃপাপেক্ষকো নিত্যমিত্যাত্মানং সমর্পয়েৎ ॥৪১৮

অনুবাদ—শ্রীভগবানের অংশে আমার উৎপত্তি এবং সর্ব্বদা সর্ব্বপ্রকারে তাঁহার দাস। আমি সতত তাঁহার কৃপাপ্রার্থী, এইভাবে আত্মসমর্পণ করিতে হইবে ॥ ৪১৮ ॥

টীকা—'অংশোঽস্মি' ইত্যনেন নিত্যমুক্তশুদ্ধস্বভাবত্বাদিকং, অতঃ সদা দাসোঽস্মীতি নিত্যদাস্যং চাভিপ্রেতম্। এবং সর্ব্বপ্রকারেণ ; যদ্বা, তথাপি সর্ব্বথা যা তস্য ভগবতঃ কৃপা, তস্যা অপেক্ষকঃ, তদেকপ্রার্থক ইতি প্রেমপরতা সূচিতা। ইতি এবমেবাত্মানং সম্যগর্পয়েৎ নিবেদয়েৎ, ন ত্বেকোনেত্যর্থঃ ॥ ৪১৮ ॥

তথা চোক্তং শ্রীশঙ্করাচার্য্যপাদৈঃ—

সত্যপি ভেদাপগমে নাথ তবাহং ন মামকীনস্ত্বম্।
সামুদ্রো হি তরঙ্গঃ ক্বচন সমুদ্রো ন তারঙ্গঃ ॥৪১৯॥

অনুবাদ—এই বিষয়ে শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন—হে প্রভো! হে নাথ! সংসার ও ব্রহ্মের মধ্যে মায়ার দ্বারা কৃত ভেদজ্ঞান দূর হইলে আমার অনুভব হইবে যে আমি তোমারই অংশভূত অর্থাৎ দাস। আমি তুমি নহি অর্থাৎ আমি ব্রহ্ম নহি। জলময় তরঙ্গ সাগরেরই অংশ কিন্তু তাহা কখনও সাগর পদবাচ্য হয় না ॥ ৪১৯ ॥

টীকা—তচ্চ মায়াবাদ্যাচার্য্যোক্ত্যাপি সংবাদয়তি—সত্যপীতি ; ভেদস্য মায়াকৃতসংসারিত্বাদেরপগমে রত্তেঽপি আত্মতত্ত্বজ্ঞানে সত্যপীত্যর্থঃ। 'তবাহং দাসোস্মি' ইত্যর্থঃ, ন তু মামকীনস্ত্বম্, অংশেনাংশিনো ব্যাপকত্বাসম্ভবাৎ, তথা সতি সাম্যাপত্তেঃ। এবং ভেদাভেদসিদ্ধান্তোক্তমভেদেঽপি ভেদং দৃষ্টান্তেন সাধয়তি—সামুদ্র ইতি। তরঙ্গস্য জলময়ত্বাদিনা সমুদ্রাদভিন্নত্বেঽপি অংশতয়া পরিচ্ছিন্নত্বাদিনা ততো ভিন্ন এবেতি দিক্। এতচ্চ শ্রীভাগবতামৃতটীকায়াং বিস্তরেণ বিবৃতমেবাস্তি ॥ ৪১৯ ॥

অথাত্মার্পণমাহাত্ম্যম্

সপ্তমস্কন্ধে শ্রীপ্রহ্লাদোক্তৌ (৬।২৬)—

ধর্ম্মার্থকাম ইতি যোঽভিহিতস্ত্রিবর্গ
ঈক্ষা ত্রয়ী নয়-দমৌ বিবিধা চ বার্ত্তা।
মন্যে তদেতদখিলং নিগমস্য সত্যং
স্বাত্মার্পণং স্বসুহৃদঃ পরমস্য পুংসঃ ॥ ৪২০ ॥

অনুবাদ—সপ্তমস্কন্ধে শ্রীপ্রহ্লাদবাক্য যথা—ধর্ম্ম, অর্থ, কামরূপ ত্রিবর্গ সাধনের জন্য যে ঈক্ষা অর্থাৎ আত্মজ্ঞান, ত্রয়ী অর্থাৎ ধর্ম্মজ্ঞান, নয় (তর্ক), দম অর্থাৎ দণ্ডনীতি ও বার্ত্তা অর্থাৎ জীবিকার বিষয় বলা হইয়াছে, এ সমস্তই বেদের প্রতিপাদ্য বিষয় বলিয়া গণ্য এবং অন্তর্য্যামী পুরুষ শ্রেষ্ঠ শ্রীবিষ্ণুতে যে আত্মার্পণ তাহাই সত্য বলিয়া মান্য করা হয় ॥ ৪২০ ॥

টীকা—ধর্ম্মোঽর্থঃ কামশ্চেতি যস্ত্রিবর্গঃ, তদর্থঞ্চ যে ঈক্ষাদ্যা অভিহিতাঃ, ঈক্ষা আত্মবিদ্যা, ত্রয়ী ধর্ম্ম-বিদ্যা, নয়স্তর্কঃ, দমো দণ্ডনীতিঃ, বিবিধা চ বার্ত্তা জীবিকা, তদেতৎ সর্ব্বং নিগমস্য বেদস্যার্থজাতং প্রসুহৃদঃ স্বান্তর্য্যামিনো নিজপ্রিয়তমস্য বা পরমস্য পুরুষোত্তমস্য শ্রীকৃষ্ণস্য স্বাত্মার্পণং স্বাত্মনি অর্পণং সংযোজনম্ ; যদ্বা, স্বাত্মনঃ স্বকীয়দেহস্য মনসো বা কিংবা জীবাত্মনস্তস্মিন্নর্প্যতেঽনেনেত্যর্পণং, তৎ সাধনঞ্চেত্তর্হি সত্যং মন্যে, সত্যপরত্বাৎ ; অন্যথা তু তৎ সর্ব্বমসত্যমেব ; অথবা তদেতদখিলং নিগমস্য ত্রৈগুণ্যবিষয়স্য প্রতিপাদ্যং মন্যে। সত্যং, পুনর্নিস্ত্রৈ-গুণ্যলক্ষণং পরমস্য পুংসঃ স্বাত্মার্পণমেবেত্যর্থঃ ; তথা চ শ্রীভগবদ্গীতাসু (২।৪৫)—'ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন' ইতি ॥ ৪২০ ॥

———

একাদশে শ্রীভগবদুদ্ধসংবাদে (২৯।৩৪)

মর্ত্ত্যো যদা ত্যক্তসমস্তকর্ম্মা
নিবেদিতাত্মা বিচিকীর্ষিতো মে।
তদামৃতত্বং প্রতিপদ্যমানো
ময়াত্মভূয়ায় চ কল্পতে বৈ ॥ ৪২১ ॥

অনুবাদ—একাদশস্কন্ধে শ্রীকৃষ্ণ ও উদ্ধবের কথোপকথনে—সমস্ত কর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক মানুষ যদি আমায় আত্মনিবেদন করে ও আমার প্রীতিকর কার্য্যের অনুষ্ঠানে ব্রতী হয়, তাহা হইলে অমরত্ব লাভ করিয়া আমাকে প্রাপ্ত হয় ॥ ৪২১ ॥

টীকা—মর্ত্ত্যো যদা ত্যক্ত-সমস্তকর্ম্মা সন্ নিবেদি-তাত্মা ভবতি, তদাসৌ মে বিচিকীর্ষিতঃ প্রেমভক্ত্যাদি-প্রদানেন বিশিষ্টঃ কর্ত্তুমিষ্টো ভবতি। তথা চ অমৃতত্বং সংসারধ্বংসেন মরণাতীতত্বং পরমানন্দ-রসং বা ; যদ্বা, মমাধরামৃতং গোপ্যত্বেন স্পষ্টং তদনুক্তিঃ। অবিরতপানেন তত্র সংলগ্নত্বাৎ অভেদ-বিবক্ষায়াং ত্ব-প্রত্যয়ঃ। প্রতিপদ্যমানঃ প্রাপ্নুবন্, ময়া সহ আত্মভূয়ায় অত্যন্তসংযোগায় কল্পতে যোগ্যঃ সমর্থো বা ভবতি, বৈ ধ্রুবম্ ॥ ৪২১ ॥

———

অথ জপঃ

জপস্য পুরতঃ কৃত্বা প্রাণায়ামত্রয়ং বুধঃ।
মন্ত্রার্থস্মৃতিপূর্ব্বঞ্চ জপেদষ্টোত্তরং শতম্।
মূলং লেখ্যেন বিধিনা সদৈব জপমালয়া ॥ ৪২২ ॥
শক্তোঽষ্টাধিকসাহস্রং জপেত্তং চার্পয়ন্ জপম্।
প্রাণায়ামাংশ্চ কৃত্বা ত্রীন্ দদ্যাৎ কৃষ্ণকরে জলম্ ॥৪২৩

অনুবাদ—জপ করিবার সময় আগে তিনবার প্রাণায়াম করিয়া জ্ঞানীব্যক্তি মন্ত্রার্থ স্মরণ করিবেন ও পরে লিখিত নিয়মানুসারে জপমালাতেই এক শত আট বার মূলমন্ত্র জপ করিবেন। যদি সামর্থ্য থাকে তাহা হইলে এক হাজার আট বার জপ করিবেন এবং জপ শেষ হইলে তিনবার প্রাণায়াম করিয়া শ্রীকৃষ্ণের হস্তে জল প্রদান করিবেন ॥ ৪২২-৪২৩ ॥

টীকা—মন্ত্রস্যার্থঃ অভিধেয়ং তস্য স্মৃতিরনু-সন্ধানং, তৎপূর্ব্বকং মূলং নিজমন্ত্রং, লেখ্যেন অগ্রে পুরশ্চরণপ্রকরণে লিখিষ্যমাণেন বিধিনা, তত্র চ সর্ব্বদা জপমালয়ৈব অষ্টোত্তরশতবারান্ জপেৎ। অর্থশ্চ পূর্ব্বতাপনীয়াদ্যুক্তানুসারেণ জ্ঞেয়ঃ। তথা চ ক্রমদীপিকায়াম্—'স্বাহেতি স্বাত্মানঙ্গময়ামি' ইতি 'স্বতেজসে তস্মৈ' ইতি তথা ; অথবা 'ব্রজযুবতীনাং দয়িতায় জুহোমি মাং মদীয়মপি' ইতি ; এবং শ্রীভগবচ্চরণারবিন্দে স্বাত্মসমর্পণরূপ এবার্থ ইতি দিক্ ॥ ৪২২ ॥

———

তত্র চায়ং মন্ত্রঃ

গুহ্যাতিগুহ্যগোপ্তা ত্বং গৃহাণাস্মৎকৃতং জপম্।
সিদ্ধির্ভবতু মে দেব ত্বৎপ্রসাদাত্ত্বয়ি স্থিতে ॥
ইতি ॥ ৪২৪ ॥

অনুবাদ—এই বিষয়ে মন্ত্র—হে দেব! আপনি গুহ্য এবং অতীব গুহ্য বিষয়েরও রক্ষক। আমার

করা এই জপ গ্রহণ করুন। তন্নিষ্ঠ ব্যক্তিগণ যে সিদ্ধি লাভ করেন, আপনার কৃপায় আমার সেই সিদ্ধি লাভ হউক ॥ ৪২৪ ॥

টীকা—শক্তশ্চেদষ্টাধিকসহস্রবারান্ সংজপেৎ। তচ্চ জপং সমর্পয়ন্, শ্রীভগবতি স্থিতে সাক্ষাদ্বর্ত্তমানে সতি ; যদ্বা, ত্বয়ি স্থিতঃ ত্বন্নিষ্ঠো যো জনস্তস্মিন্ যা সিদ্ধিঃ, সা মে ভবতু ॥ ৪২৩-৪২৪ ॥

জপপ্রকারো যোঽপেক্ষ্যো মালাদিনিয়মাত্মকঃ।
পুরশ্চর্য্যাপ্রসঙ্গে তু স বিলেখিষ্যতেঽগ্রতঃ ॥ ৪২৫ ॥
অর্পিতং তচ্চ সঞ্চিন্ত্য স্বীকৃতং প্রভুণাখিলম্।
পুনঃ স্তুত্বা যথাশক্তি প্রণম্য প্রার্থয়েদিদম্ ॥ ৪২৬ ॥

অনুবাদ—জপের বিশেষ পার্থক্য ও মালার নিয়মাদি পরে পুরশ্চরণ প্রকরণে লেখা হইবে। শ্রীভগবানে অর্পিত হইলে সেই সমুদায় জপ তিনি যেন গ্রহণ করিলেন, এই প্রকার চিন্তা করিবে এবং শক্তি অনুসারে পুনরায় স্তুতি এবং প্রণাম করিয়া এইরূপ ভাবে প্রার্থনা করিবে ॥ ৪২৫-৪২৬ ॥

টীকা—আদি-শব্দাৎ অঙ্গুল্যাদি, বাগাদি চ। সোঽগ্রে লেখিষ্যতে ; অতএব জ্ঞেয়ঃ ইতি ভাবঃ ॥৪২৫

টীকা—ভগবত্যর্পিতং তচ্চ জপমখিলং প্রভুণা ভগবতা স্বীকৃত অঙ্গীকৃতমিতি সঞ্চিন্ত্য ॥ ৪২৬ ॥

অথ প্রার্থনম্

আগমে—

মন্ত্রহীনং ক্রিয়াহীনং ভক্তিহীনং জনার্দ্দন।
যৎ পূজিতং ময়া দেব পরিপূর্ণং তদস্তু মে ॥৪২৭॥

অনুবাদ—আগমে যথা—হে জনার্দ্দন! হে দেব! আমি মন্ত্রহীন, ক্রিয়াহীন ও ভক্তিরহিত হইয়া যে পূজা করিয়াছি তাহা তোমার দয়ায় পূর্ণতা লাভ করুক ॥ ৪২৭ ॥

কিঞ্চ—

যদ্দত্তং ভক্তিমাত্রেণ পত্রং পুষ্পং ফলং জলম্।
আবেদিতং নিবেদ্যন্তু তদ্গৃহাণানুকম্পয়া ॥ ৪২৮ ॥
বিধিহীনং মন্ত্রহীনং যৎকিঞ্চিদুপপাদিতম্।
ক্রিয়ামন্ত্রবিহীনং বা তৎ সর্ব্বং ক্ষন্তুমর্হসি ॥৪২৯॥

অনুবাদ—আরও যথা—ভক্তির সহিত পত্র, পুষ্প, ফল, জল যাহা কিছু নিবেদিত হইয়াছে, অর্পিত সেই সমস্ত দ্রব্য আপনি অনুগ্রহ করিয়া স্বীকার করুন। মন্ত্রহীন, বিধিহীন অথবা ক্রিয়ামন্ত্ররহিত যে কার্য্য সম্পাদিত হইয়াছে, সেই সকল দোষ ক্ষমা করুন ॥ ৪২৮-৪২৯ ॥

টীকা—আবেদিতং সমর্পিতম্ ॥ ৪২৮ ॥

কিঞ্চ—

অজ্ঞানাদথবা জ্ঞানাদশুভং যন্ময়া কৃতম্।
ক্ষন্তুমর্হসি তৎ সর্ব্বং দাস্যেনৈব গৃহাণ মাম্ ॥৪৩০
স্থিতিঃ সেবাগতির্যাত্রা স্মৃতিশ্চিন্তা স্তুতির্বচঃ।
ভূয়াৎ সর্ব্বাত্মনা বিষ্ণো মদীয়ং ত্বয়ি চেষ্টিতম্ ॥৪৩১

অনুবাদ—আরও উক্ত হইয়াছে—সজ্ঞানে বা অজ্ঞানতাহেতু আমা-কর্ত্তৃক যে সমস্ত অশুভকার্য্য কৃত হইয়াছে, সেই সমস্ত ক্ষমা করুন এবং আমাকে দাস-ভাবে গ্রহণ করুন। হে বিষ্ণো! আমার স্থিতি, সেবা, গতি, যাত্রা, স্মৃতি, চিন্তা, স্তুতি ও বাক্য প্রভৃতি সকল চেষ্টা যেন আপনার প্রীতির উদ্দেশ্যেই সম্পন্ন হয় ॥ ৪৩০-৪৩১ ॥

টীকা—যত্র কুত্রাপি কথঞ্চিন্মম স্থিতিরূর্দ্ধ্বাবস্থানং তব সেবারূপা ভবত্বিত্যর্থঃ। এবমন্যদপূহ্যম্, ইত্থং সর্ব্বাত্মনা মদীয়ং চেষ্টিতং ত্বয়ি ভূয়াৎ তদ্ভক্তিরূপং ভবত্বিত্যর্থঃ ॥ ৪৩১ ॥

অপি চ—

কৃষ্ণ রাম মুকুন্দ বামন বাসুদেব জগদ্গুরো।
মৎস্য কচ্ছপ নারসিংহ বরাহ রাঘব পাহি মাম্ ॥৪৩২
দেব-দানব-নারদাদি-বন্দ্য দয়ানিধে।
দেবকীসুত দেহি মে তব পাদভক্তিমচলাম্ ॥৪৩৩॥

অনুবাদ—আরও যথা—হে কৃষ্ণ! হে রাম! হে মুকুন্দ! হে বামন! হে বাসুদেব! হে জগদ্-গুরো! হে মৎস্য! হে কচ্ছপ! হে নৃসিংহ! হে বরাহ! হে রাঘব! আমাকে পালন করুন।

হে দেবদৈত্যনারদাদি বন্দ্য ! হে করুণানিধে ! হে দেবকীনন্দন ! আপনার পাদপদ্মে আমাকে অচলা ভক্তি দান করুন ॥ ৪৩২-৪৩৩ ॥

———

শ্রীবিষ্ণুপুরাণে—

নাথ যোনিসহস্রেষু যেষু যেষু ব্রজাম্যহম্।
তেষু তেম্বচ্যুতা ভক্তিরচ্যুতাস্তু সদা ত্বয়ি ॥ ৪৩৪ ॥

অনুবাদ—শ্রীবিষ্ণুপুরাণে কথিত হইয়াছে—সহস্র-যোনির মধ্যে আমি যে যে স্থানে জন্ম গ্রহণ করিব, হে নাথ ! হে অচ্যুত ! সেই জন্মের সকল গুলিতেই যেন আমার আপনাতে সর্ব্বদা অচলা ভক্তি থাকে॥৪৩৪॥

টীকা—অচ্যুতা অব্যভিচারিণী ॥ ৪৩৪ ॥

———

যা প্রীতিরবিবেকানাং বিষয়েম্বনপায়িনী।
ত্বামনুস্মরতঃ সা মে হৃদয়ান্মাপসর্পতু ॥ ৪৩৫ ॥

অনুবাদ—বিষয়ানুরক্ত জনগণের প্রীতি কেবল বিষয়ে আসক্ত, কিন্তু আপনার স্মরণে আমার যে প্রীতির উৎপন্ন হইল, ইহা যেন তাহাদিগের অব্যবচ্ছিন্না প্রীতির মত আমার হৃদয়ে সর্ব্বদাই অবস্থিতি করে ॥ ৪৩৫ ॥

টীকা—যা যাদৃশী প্রীতিরবিবেকানাং বিষয়াসক্তানাং বিষয়েষু অনপায়িনী অব্যবচ্ছিন্না ভবতি, সাতাদৃশী প্রীতিঃ ত্বামনুস্মরতঃ সতো মে হৃদয়াৎ নাপসর্পতু, নাপযাতু, সদা তৎস্মরণে সংপদ্যতামিত্যর্থঃ ; যদ্বা, হে মাপ, হে লক্ষ্মীপতে, সা বিষয়ে প্রীতিস্ত্বামনুস্মরতো মে হৃদয়াৎ সর্পতু নির্গচ্ছতু, তৎপ্রীতৌ সত্যাং ত্বদনুস্মরণাসিদ্ধেরিত্যর্থঃ ; যদ্বা, হৃৎ অয়ন্তে স্বভাবতঃ প্রাপ্নুবন্তীতি হৃদয়া বিষয়াঃ গৃহপুত্রাদয়ো বা, তান্ কদাচিৎ কালান্তরে স্মরতোঽপি মে সা প্রীতিস্ত্বামনু-লক্ষ্যীকৃত্য অনপায়িনী সতী সর্পতু প্রসরতু। অবিবেকানামপি কদাচিৎ বিষয়েষু প্রীতেরপায়ং কুণ্ঠতাং চাশঙ্ক্যোক্তম্—অনপায়িনীতি ॥৪৩৫

———

পাণ্ডবগীতায়াম্—

কীটেষু পক্ষিষু মৃগেষু সরীসৃপেষু
রক্ষঃ-পিশাচ-মনুজেম্বপি যত্র তত্র।
জাতস্য মে ভবতু কেশব তে প্রসাদাৎ
ত্বয্যেব ভক্তিরতুলাঽব্যভিচারিণী চ ॥৪৩৬॥

অনুবাদ—পাণ্ডবগীতায়—নিজ কর্ম্মদোষে পশু, পক্ষী, কীট, মৃগ, সরীসৃপ, রাক্ষস, পিশাচ এবং মনুষ্য-জাতি যে দেহেই আমি বিচরণ করি না কেন, হে কেশব ! আপনার দয়ায় আমার সেই সেই দেহেই যেন আপনাতে দৃঢ়া ও অচলা ভক্তি থাকে ॥ ৪৩৬ ॥

———

পাদ্মে—

যুবতীনাং যথা যূনি যূনাঞ্চ যুবতৌ যথা।
মনোঽভিরমতে তদ্বন্মনো মে রমতাং ত্বয়ি ॥৪৩৭॥

অনুবাদ—পদ্মপুরাণে বলা হইয়াছে—যুবতীতে যুবার এবং যুবাতে যুবতীর যে প্রকার আসক্তি হয়, সেই প্রকার যেন আমার মন আপনাতে একান্ত আসক্ত থাকে ॥ ৪৩৭ ॥

———

অথাপরাধ-ক্ষমাপণম্

ততোঽপরাধান্ শ্রীকৃষ্ণং ক্ষমাশীলং ক্ষমাপয়েৎ।
সকাকু কীর্ত্তয়ন্ শ্লোকানুত্তমান্ সাম্প্রদায়িকান্ ॥৪৩৮

অনুবাদ—তারপর সম্প্রদায়শুদ্ধ উত্তমশ্লোকসমূহ কাতরস্বরে পাঠ পূর্ব্বক ক্ষমাশীল শ্রীকৃষ্ণের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিবে ॥ ৪৩৮ ॥

———

তথাহি—

অপরাধসহস্রাণি ক্রিয়ন্তেঽহর্নিশং ময়া।
দাসোঽহমিতি মাং মত্বা ক্ষমস্ব মধুসূদন ॥ ৪৩৯ ॥

অনুবাদ—সেই বিষয়ে বর্ণিত হইয়াছে—সহস্র সহস্র অপরাধ অহোরাত্র করা হইতেছে, হে প্রভো ! আমাকে দাসরূপে স্বীকার করিয়া সেই সকল অপ-রাধ ক্ষমা করুণ ॥ ৪৩৯ ॥

———

কিঞ্চ—

প্রতিজ্ঞা তব গোবিন্দ ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি।
ইতি সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য প্রাণান্ সংধারয়াম্যহম্ ॥৪৪০

অনুবাদ—আরও বলা হইয়াছে—আমার ভক্ত কখনও বিনাশ প্রাপ্ত হয় না, হে গোবিন্দ ! তুমি এই-

রূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছ, আমি ইহা স্মরণ করিয়াই প্রাণ ধারণ করিতেছি ॥ ৪৪০ ॥

টীকা—ননু তবাপরাধাঃ ক্ষম্যা ন ভবন্তীতি চেত্তত্র লিখতি—প্রতিজ্ঞেতি। অন্যথা অপরাধাচরণানন্তরমেব প্রাণান্ ত্যক্ষ্যামীতি ভাবঃ ॥ ৪৪০ ॥

অথাপরাধাঃ

আগমে—

যানৈর্বা পাদুকৈর্বাপি গমনং ভগবদ্গৃহে।
দেবোৎসবাদ্যসেবা চ অপ্রণামস্তদগ্রতঃ ॥ ৪৪১ ॥
উচ্ছিষ্টে বাঽথবাঽশৌচে ভগবদ্দর্শনাদিকম্।
একহস্তপ্রণামশ্চ তৎপুরস্তাৎ প্রদক্ষিণম্ ॥ ৪৪২ ॥
পাদপ্রসারণং চাগ্রে তথা পর্য্যঙ্কবন্ধনম্।
শয়নং ভক্ষণং বাপি মিথ্যাভাষণমেব চ ॥ ৪৪৩ ॥
উচ্চৈর্ভাষা মিথো জল্পো রোদনানি চ বিগ্রহঃ।
নিগ্রহানুগ্রহৌ চৈব নৃষু চ ক্রূরভাষণম্ ॥ ৪৪৪ ॥
কম্বলাবরণঞ্চৈব পরনিন্দা পরস্তুতিঃ।
অশ্লীলভাষণং চৈব অধোবায়ুবিমোক্ষণম্ ॥ ৪৪৫ ॥
শক্তৌ গৌণোপচারশ্চ অনিবেদিত-ভক্ষণম্।
তত্তৎকালোদ্ভবানাঞ্চ ফলাদীনামনর্পণম্ ॥ ৪৪৬ ॥
বিনিযুক্তাবশিষ্টস্য প্রদানং ব্যঞ্জনাদিকে।
পৃষ্ঠীকৃত্যাসনঞ্চৈব পরেষামভিবাদনম্ ॥ ৪৪৭ ॥
গুরৌ মৌনং নিজস্তোত্রং দেবতানিন্দনং তথা।
অপরাধাস্তথা বিষ্ণোর্দ্বাত্রিংশৎ পরিকীর্তিতাঃ ॥৪৪৮

অনুবাদ—অতঃপর অপরাধসমূহ আগমে উক্ত হইয়াছে—ভগবদালয়ে যাওয়ার সময় যান বা পাদুকা ব্যবহার, দেবোৎসবাদি পালন না করা, দেবতা প্রভৃতির অগ্রে প্রণাম না করা, উচ্ছিষ্ট বা অশুচি অবস্থায় ভগবদ্দর্শনাদি, একহস্তে প্রণাম, ভগবানের সম্মুখভাগে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ, ভগবানের আগে পা ছড়ান, জানুদ্বয় বন্ধন করিয়া বসা, শোওয়া, খাওয়া, মিথ্যাকথা বলা, জোরে জোরে বার্তালাপ করা, পরস্পর বাক্যালাপ করা, ক্রন্দন, ঝগড়া করা, কাহাকেও শাসন করা, অনুগ্রহ দেখান, মানুষকে রূঢ় কথা বলা বা গালিগালাজ করা, কম্বল আবরণ, অপরের নিন্দা করা, অপরের প্রশংসা করা, অশ্লীল কথা বলা, অধোবায়ু ত্যাগ, শক্তি থাকাসত্ত্বেও সাধারণ উপচার প্রদান, অনিবেদিত দ্রব্য ভোজন, যথাকালে উৎপন্ন দ্রব্য (ফল মূলাদি) অপ্রদান, যে জিনিষের অগ্রভাগ অন্যে গ্রহণ করিয়াছে এরূপ বস্তু নিবেদন, ভগবানকে পিছনদিকে রাখিয়া বসা, ভগবানের সম্মুখে অন্যকে অভিবাদন, গুরুদেবের সম্মুখে স্তবাদি না করিয়া চুপ করিয়া থাকা, নিজের প্রশংসা এবং দেবতার নিন্দা—শ্রীবিষ্ণুর নিকট এই বত্রিশ প্রকার অপরাধের কথা বলা হইয়াছে ॥ ৪৪১-৪৪৮ ॥

এই বত্রিশ প্রকার অপরাধকেই বৈষ্ণব সমাজে সেবাপরাধ বলা হয়।

টীকা—অগ্র ইত্যনুবর্ত্তত এব, বায়ুবিমোক্ষণমিত্যন্তম্; তথা পৃষ্ঠীকৃত্যাসনমিত্যত্র পরেষামভিবাদনমিত্যত্রাপি জ্ঞেয়ম্। গুরৌ মৌনং স্তুত্যাদ্যকরণম্ ॥ ৪৪১-৪৪৮ ॥

বারাহে—

দ্বাত্রিংশদপরাধা যে কীর্ত্ত্যন্তে বসুধে ময়া।
বৈষ্ণবেন সদা তে তু বর্জ্জনীয়া প্রযত্নতঃ ॥ ৪৪৯ ॥
যে বৈ ন বর্জ্জয়ন্ত্যেতান্ অপরাধান্ ময়োদিতান্।
সর্ব্বধর্ম্মপরিভ্রষ্টাঃ পচ্যন্তে নরকে চিরম্ ॥ ৪৫০ ॥
রাজান্নভক্ষণঞ্চৈকমাপদ্যপি ভয়াবহম্।
ধ্বান্তাগারে হরেঃ স্পর্শঃ পরং সুকৃত-নাশনঃ ॥৪৫১॥

অনুবাদ—বরাহপুরাণে ধরণীকে সম্বোধন করিয়া বরাহদেব বলিতেছেন—বৈষ্ণবব্যক্তি মৎকীর্তিত বত্রিশ প্রকার অপরাধ সযত্নে বর্জ্জন করিবেন। যাহারা আমার কথিত এই সকল অপরাধ বর্জ্জন না করে, তাহারা সর্ব্বধর্ম্ম হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া নরকে চিরকাল বাস করে। রাজান্ন ভোজন একটি বিষম অপরাধ, বিপদ্‌কালেও রাজান্ন ভোজন পরিহার করা উচিত। অন্ধকারময় গৃহে শ্রীহরিকে স্পর্শ করা পুণ্য ধ্বংসকারী কাজ ॥ ৪৪৯-৪৫১ ॥

টীকা—একমপরাধং বিজানীয়াদিতি শেষঃ; একং কেবলমিতি বা ॥ ৪৫১ ॥

তথৈব বিধিমুল্লঙ্ঘ্য সহসা স্পর্শনং হরেঃ।
দ্বারোদ্‌ঘাটো বিনা বাদ্যং ক্রোড়মাংসনিবেদনম্ ॥৪৫২

পাদুকাভ্যাং তথা বিষ্ণোর্মন্দিরায়োপসর্পণম্ ।
কুক্কুরোচ্ছিষ্টকলনং মৌনভঙ্গোঽচ্যুতার্চ্চনে ॥৪৫৩॥
তথা পূজনকালে চ বিড়ুৎসর্গায় সর্পণম্ ॥
শ্রাদ্ধাদিকমকৃত্বা চ নবান্নস্য চ ভক্ষণম্ ॥ ৪৫৪ ॥
অদত্ত্বা গন্ধমাল্যাদি ধূপনং মধুঘাতিনঃ ।
অকর্ম্মণ্যপ্রসূনেন পূজনঞ্চ হরেস্তথা ॥ ৪৫৫ ॥
অকৃত্বা দন্তকাষ্ঠঞ্চ কৃত্বা নিধুবনং তথা ।
স্পৃষ্ট্বা রজস্বলাং দীপং তথা মৃতকমেব চ ॥৪৫৬॥
রক্তং নীলমধৌতঞ্চ পারক্যং মলিনং পটম্ ।
পরিধায় মৃতং দৃষ্ট্বা বিমুচ্যাপানমারুতম্ ॥ ৪৫৭ ॥
ক্রোধং কৃত্বা শ্মশানঞ্চ গত্বা ভুক্ত্বাপ্যজীর্ণভুক্ ।
ভক্ষয়িত্বা ক্রোড়মাংসং পিণ্যাকং জালপাদকম্ ॥৪৫৮
তথা কুসুম্ভশাকঞ্চ তৈলাভ্যঙ্গং বিধায় চ ।
হরেঃ স্পর্শো হরেঃ কর্ম্মকরণং পাতকাবহম্ ॥৪৫৯॥

অনুবাদ—নিয়ম না মানিয়া শ্রীহরির স্পর্শ, বাদ্যব্যতীত শ্রীমন্দিরের দরজা খোলা, শূকরমাংস অর্পণ, পাদুকাপরিহিত অবস্থায় শ্রীমন্দিরে গমন, কুক্কুরের উচ্ছিষ্ট স্পর্শ, বিষ্ণুপূজাকালে মৌনভঙ্গ, পূজার সময় মলত্যাগের জন্য গমন, শ্রাদ্ধাদি না করিয়া নবান্নভোজন, গন্ধমাল্যাদি ও ধূপন ব্যতীত এবং অপ্রচলিত পুষ্পে শ্রীহরির পূজা, দাঁত না মাজিয়া, স্ত্রীসম্ভোগ করিয়া, রজস্বলা নারী, দীপ ও মৃতদেহ স্পর্শ করিয়া, রক্তবর্ণ, নীলবর্ণ, না ধোওয়া, অপরের বস্ত্র ও ময়লা কাপড় পরিয়া, মৃতদেহ দর্শন করিয়া অধোবায়ু ত্যাগ করিয়া, ক্রুদ্ধ হইয়া, শ্মশানে গিয়া, অজীর্ণভোজী হইয়া, শূকরমাংস, পিন্যাক, জালপাদক (হাঁস) ও কুসুম্ভশাক ভক্ষণ করিয়া ও সর্ব্বাঙ্গে তৈল মর্দন করিয়া শ্রীহরিকে স্পর্শ করা এবং তাঁহার সেবাকার্য্য করা, এই সকল কার্য্য করিলে অতিশয় পাতকের সঞ্চার হয় ॥ ৪৫২-৪৫৯ ॥

টীকা—বিধিমুল্লঙ্ঘ্য আচমনাদিকমকৃত্বেত্যর্থঃ ॥ ৪৫২ ॥

টীকা—কলনং স্পর্শনম্ ॥ ৪৫৩ ॥

কিঞ্চ তত্রৈব—

মম শাস্ত্রং বহিষ্কৃত্য অস্মাকং যঃ প্রপদ্যতে ।
মুক্ত্বা চ মম শাস্ত্রাণি শাস্ত্রমন্যৎ প্রভাষতে ॥ ৪৬০ ॥
মদ্যপস্তু সমাসাদ্য প্রবিশেদ্ভবনং মম ॥ ৪৬১ ॥
যো মে কুসুম্ভশাকেন প্রাপণং কুরুতে নরঃ ॥৪৬২॥

অনুবাদ—ঐ বরাহপুরাণ গ্রন্থেই আরও উল্লিখিত হইয়াছে—মৎ কথিত পঞ্চরাত্রাদি শাস্ত্র অথবা ভক্তি-প্রধান-গ্রন্থে অনাদর দেখাইয়া যে ব্যক্তি আমাদিগকে উপাসনা করে এবং আমার শাস্ত্রসমূহ খুলিয়া উপেক্ষা করতঃ অন্য শাস্ত্রকে প্রকর্ষরূপে বলে, মদ্যপায়ীর সঙ্গ করিয়া আমার মন্দিরে প্রবেশ করে ও যে ব্যক্তি কুসুম্ভ শাকের সহিত আমার নৈবেদ্য প্রস্তুত করে, তাহারা সবাই অপরাধী ॥ ৪৬০-৪৬২ ॥

টীকা—মম শাস্ত্রং মদুক্তং পঞ্চরাত্রাদি, যদ্বা ভক্তিপ্রধানং বহিষ্কৃত্য অনাদৃত্য ; অস্মাকম্ অস্মান্ ॥ ৪৬০ ॥

টীকা—ভবনং সমাসাদ্য প্রাপ্য বিশেৎ ; যদ্বা, সমাসাদ্যেতি ভূত্বা ইত্যর্থঃ। মদ্যপমিতি—দ্বিতীয়ান্ত-পাঠো বা, ততশ্চ সমাসাদ্য সমাগম্য স্পৃষ্ট্বেত্যর্থঃ ॥ ৪৬১ ॥

অপি চ—

মম দৃষ্টেরভিমুখং তাম্বূলং চর্ব্বয়েত্তু যঃ ।
কুরুবকপলাশৈস্তৈঃ পুষ্পৈঃ কুর্য্যান্মমার্চ্চনম্ ॥ ৪৬৩ ॥
মমার্চ্চামাসুরে কালে যঃ করোতি বিমূঢ়ধীঃ ।
পীঠাসনোপবিষ্টো যঃ পূজয়েদ্বা নিরাসনঃ ॥ ৪৬৪ ॥
বামহস্তেন মাং ধৃত্বা স্নাপয়েদ্বা বিমূঢ়ধীঃ ।
পূজা পর্য্যুষিতৈঃ পুষ্পৈঃ ষ্ঠীবনং গর্ব্বকল্পনম্ ॥৪৬৫
তির্য্যক্‌পুণ্ড্রধরো ভূত্বা যঃ করোতি মমার্চ্চনম্ ।
যাচিতৈঃ পত্রপুষ্পাদ্যৈর্যঃ করোতি মমার্চ্চনম্ ॥৪৬৬
অপ্রক্ষালিতপাদো যঃ প্রবিশেন্মম মন্দিরম্ ।
অবৈষ্ণবস্য পক্বান্নং যো মহ্যং বিনিবেদয়েৎ ॥৪৬৭॥
অবৈষ্ণবেষু পশ্যৎসু মম পূজাং করোতি যঃ ।
অপূজয়িত্বা বিঘ্নেশং সম্ভাষ্য চ কপালিনম্ ॥ ৪৬৮ ॥
নরঃ পূজান্তু যঃ কুর্য্যাৎ স্নপনঞ্চ নখাম্ভসা ।
অমৌনী ঘর্ম্মলিপ্তাঙ্গো মম পূজাং করোতি যঃ ॥৪৬৯

অনুবাদ—আরও যথা—আমার দৃষ্টির সম্মুখে তাম্বূল চর্ব্বণ করে যে ব্যক্তি, কিংবা কুরাবক ও পলাশকুসুমে আমার পূজা করে অথবা যে ব্যক্তি আসুরিককালে আমার পূজা করে, যে পীঠাসনে

কিংবা আসন ছাড়াই আমার পূজা করে, বামহস্তে ধরিয়া যে জ্ঞানহীনব্যক্তি আমাকে স্নান করায়, বাসি ফুলে আমার পূজা করে যে জন, যে ব্যক্তি আমার মন্দিরে থুতু ফেলে ও গরব দেখায়, তির্য্যগ্‌পুণ্ড্রধারী যে ব্যক্তি আমার পূজায় ব্যাপৃত হয়, সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি ফুল চাহিয়া আমার পূজা করে, পা না ধুইয়া যে লোক আমার মন্দিরে প্রবেশ করে, বৈষ্ণব ছাড়া অন্য লোকের রান্না করা নৈবেদ্য যে ব্যক্তি আমাকে নিবেদন করে, অবৈষ্ণব ব্যক্তির সম্মুখে যে আমার পূজা করে, যে ব্যক্তি গণেশের পূজা না করিয়া এবং কপালধারীর সহিত আলাপ করিয়া পূজা করে, নখস্পৃষ্ট জল দিয়া যে আমাকে স্নান করায়, মৌন ভঙ্গ করিয়া এবং ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে যে আমার পূজা করে, ইহারা সবাই অপরাধী বলিয়া গণ্য হয় ॥ ৪৬৩-৪৬৯ ॥

টীকা—প্রাপণং নৈবেদ্যম্, ষ্ঠীবনং গর্ব্বকল্পনঞ্চেতি দ্বয়ং ভগবদালয়ে জ্ঞেয়ম্ ॥ ৪৬২-৪৬৫ ॥

টীকা—যাচিতৈঃ যাচিত্বা গৃহীতৈঃ শক্তৌ সত্যামিতি শেষঃ ॥ ৪৬৬ ॥

টীকা—নখাম্ভসা নখস্পৃষ্টজলেন ॥ ৪৬৯ ॥

জ্ঞেয়াঃ পরেঽপি বহবোঽপরাধাঃ সদসম্মতৈঃ ।
আচারৈঃ শাস্ত্রবিহিত-নিষিদ্ধাতিক্রমাদিভিঃ ।
তত্রাপি সর্ব্বথা কৃষ্ণনির্ম্মাল্যন্তু ন লঙ্ঘয়েৎ ॥৪৭০॥

অনুবাদ—ইহা ব্যতীত সাধুগণের অসম্মত আচার ও শাস্ত্রবিহিত এবং নিষিদ্ধ আচারাদি লঙ্ঘন করিলেও অপরাধ হয়। শ্রীকৃষ্ণের নির্ম্মাল্যেও কখনও অনাদর করিবে না ॥ ৪৭০ ॥

টীকা—ন কেবলমেতাবন্ত এব, অন্যেঽপি সন্তীতি লিখতি—জ্ঞেয়া ইতি। সতাং বৈষ্ণবানামসম্মতৈরাচারৈঃ কৃত্বা হেতুভির্বা ; তানেব লিখতি—শাস্ত্রেতি। শাস্ত্রেণ বিহিতং নিষিদ্ধঞ্চ যৎ তদতিক্রমাদিভিঃ। আদিশব্দেন নিজসম্প্রদায়াচারাতিক্রমাদয়ঃ ॥ ৪৭০ ॥

তথা চ নারসিংহে শান্তনুং প্রতি নারদবাক্যম্—
অতঃ পরন্তু নির্ম্মাল্যং ন লঙ্ঘয় মহীপতে ।
নরসিংহস্য দেবস্য তথান্যেষাং দিবৌকসাম্ ॥৪৭১॥

অনুবাদ—নৃসিংহপুরাণোক্ত শান্তনুর প্রতি শ্রীনারদের উক্তি যথা—হে নরেন্দ্র। অতঃপর শ্রীনৃসিংহদেবের ও অন্যান্য দেবতার নির্ম্মাল্যে অনাদর দেখাইও না ॥ ৪৭১ ॥

কৃষ্ণস্য পরিতোষেপ্সু র্ন তচ্ছপথমাচরেৎ ।
নানাদেবস্য নির্ম্মাল্যমুপযুঞ্জীত ন কুচিৎ ॥ ৪৭২ ॥

অনুবাদ—শ্রীকৃষ্ণের সন্তোষ বিধানে যাঁহার ইচ্ছা, তিনি কখনও তাঁহার নামে শপথ গ্রহণ করিবেন না এবং কোনও প্রকারেই বিভিন্ন দেবদেবীর নৈবেদ্য ভোজন করিবেন না ॥ ৪৭২ ।

তথা বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে—
আপদ্যপি চ কষ্টায়াং দেবেশ-শপথং নরঃ ।
ন করোতি হি যো ব্রহ্মংস্তস্য তুষ্যতি কেশবঃ ॥৪৭৩
ন ধারয়তি নির্ম্মাল্যমন্যদেবধৃতন্তু যঃ ।
ভুঙ্‌ক্তে ন চান্যনৈবেদ্যং তস্য তুষ্যতি কেশবঃ ॥
ইতি ॥ ৪৭৪ ॥

অনুবাদ—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরেও বলা হইয়াছে—আপদকালে বা কষ্টের সময় আসিলেও যিনি ভগবানের শপথ না করেন, হে ব্রহ্মন্! কেশব তাঁহার প্রতি প্রীত থাকেন। অন্য দেবতার নির্ম্মাল্য এবং প্রসাদ যিনি গ্রহণ করেন না, শ্রীকেশব তাঁহার প্রতি তুষ্ট হন ॥ ৪৭৩-৪৭৪ ॥

অথাপরাধশমনম্

সংবৎসরস্য মধ্যে চ তীর্থেঃ শৌকরকে মম ।
কৃতোপবাসঃ স্নানেন গঙ্গায়াং শুদ্ধিমাপ্নুয়াৎ ॥৪৭৫॥
মথুরায়াং তথাপ্যেবং সাপরাধঃ শুচির্ভবেৎ ॥৪৭৬॥
অনয়োস্তীর্থয়োরন্তে যঃ সেবেৎ সুকৃতী নরঃ ।
সহস্রজন্মজনিতানপরাধান্ জহাতি সঃ ॥ ৪৭৭ ॥

অনুবাদ—অনন্তর অপরাধ শমন—অপরাধ করার সংবৎসর মধ্যে শৌকরতীর্থে উপবাসী থাকিয়া গঙ্গায় স্নান করিলে শুদ্ধ হয়। মথুরাতেও ঐ প্রকার অনুষ্ঠান করিলে পবিত্রতা লাভ হয়। এই দুই

তীর্থের নিকটে থাকিয়া যিনি ভগবানের সেবা করেন, তিনি যথার্থই পুণ্যবান, তাঁহার সহস্রজন্মের সঞ্চিত অপরাধ নিঃশেষে ধ্বংস হয় ॥ ৪৭৫-৪৭৭ ॥

স্কান্দে—

অহন্যহনি যো মর্ত্ত্যো গীতাধ্যায়ন্তু সংপঠেৎ।
দ্বাত্রিংশদপরাধৈস্তু অহন্যহনি মুচ্যতে ॥ ৪৭৮ ॥

অনুবাদ—স্কন্দপুরাণে এই বিষয়ে উক্ত হইয়াছে—প্রত্যহ গীতাধ্যায় অধ্যয়নকারী ব্যক্তি দিন দিন বত্রিশপ্রকার অপরাধ হইতে মুক্তিলাভ করেন। অর্থাৎ প্রত্যহ শ্রীগীতার অন্ততঃ এক অধ্যায় পাঠ করিলে প্রভু সেবাপরাধ গ্রহণ করেন না ॥ ৪৭৮ ॥

তত্র কার্ত্তিকমাহাত্ম্যে—

তুলস্যা কুরুতে যস্তু শালগ্রামশিলার্চ্চনম্।
দ্বাত্রিংশদপরাধাংশ্চ ক্ষমতে তস্য কেশবঃ ॥ ৪৭৯ ॥

অনুবাদ—ঐ গ্রন্থেরই কার্ত্তিকমাহাত্ম্যে বলা হইয়াছে—তুলসীদিয়া শালগ্রামশিলার যিনি পূজা করেন, শ্রীকেশব তাঁহার বত্রিশপ্রকার অপরাধ ক্ষমা করেন ॥ ৪৭৯ ॥

তত্রৈবান্যত্র—

দ্বাদশ্যাং জাগরে বিষ্ণোর্যঃ পঠেৎ তুলসীস্তবম্।
দ্বাত্রিংশদপরাধানি ক্ষমতে তস্য কেশবঃ ॥ ৪৮০ ॥

অনুবাদ—স্কন্দপুরাণেরই অন্যত্র বলা হইয়াছে—দ্বাদশীতে জাগরণ করিয়া যিনি তুলসীস্তব পাঠ করেন, তাঁহার বত্রিশ প্রকার অপরাধই শ্রীকেশব মার্জ্জনা করেন ॥ ৪৮০ ॥

যঃ করোতি হরেঃ পূজাং কৃষ্ণশস্ত্রাঙ্কিতো নরঃ।
অপরাধসহস্রাণি নিত্যং হরতি কেশবঃ ॥ইতি॥৪৮১॥

অনুবাদ—কৃষ্ণশস্ত্রচিহ্ন শরীরে ধারণ করিয়া যিনি শ্রীহরির পূজা করেন, শ্রীকেশব তাঁহার হাজার রকম অপরাধ ক্ষমা করেন ॥ ৪৮১ ॥

অথ শেষগ্রহণম্

ততো ভগবতা দত্তং মন্যমানো দয়ালুনা।
মহাপ্রসাদ ইত্যুক্ত্বা শেষং শিরসি ধারয়েৎ ॥ ৪৮২ ॥

অনুবাদ—অতঃপর ভগবান যেন অনুগ্রহপূর্ব্বক দান করিলেন, এইরূপ ভাবনা করিয়া 'মহাপ্রসাদ' এই বাক্য উচ্চারণ সহকারে মস্তকে নির্ম্মাল্য ধারণ করিতে হইবে ॥ ৪৮২ ॥

টীকা—শেষং নির্ম্মাল্যম্ ॥ ৪৮২ ॥

অথ নির্ম্মাল্যধারণনিত্যতা

পাদ্মে শ্রীগৌতমাম্বরীষ-সংবাদে—

অম্বরীষ হরের্লগ্নং নীরং পুষ্পং বিলেপনম্।
ভক্ত্যা ন ধত্তে শিরসা শ্বপচাদধিকো হি সঃ ॥৪৮৩॥

অনুবাদ—অতঃপর নির্ম্মাল্য ধারণের নিত্যতা বিষয়ে পদ্মপুরাণে শ্রীগৌতম-অম্বরীষ-সংবাদে লিখিত আছে—হে অম্বরীষ! শ্রীহরির গাত্রসংলগ্ন বারি, পুষ্প ও চন্দন যে ব্যক্তি ভক্তিভরে শিরোপরি ধারণ না করে, সেইব্যক্তি চণ্ডাল হইতেও অধম বলিয়া গণ্য হয় ॥২৩৮

অথ শ্রীভগবন্নির্ম্মাল্যমাহাত্ম্যম্

স্কান্দে ব্রহ্মনারদ-সংবাদে—

কৃষ্ণোত্তীর্ণন্তু নির্ম্মাল্যং যস্যাঙ্গং স্পৃশতে মুনে।
সর্ব্বরোগৈস্তথা পাপৈর্ম্মুক্তো ভবতি নারদ ॥ ৪৮৪ ॥

অনুবাদ—স্কন্দপুরাণে ব্রহ্ম-নারদ-সংবাদে উক্ত হইয়াছে যে, শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ হইতে অবতারিত নির্ম্মাল্য যিনি শরীরে স্পর্শ করান, হে মুনে! সেই ব্যক্তি সর্ব্বরোগ ও সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হন ॥ ৪৮৪ ॥

টীকা—নির্ম্মাল্যম্ অনুলেপনাদি ॥ ৪৮৪ ॥

বিষ্ণোর্নির্ম্মাল্যশেষেণ যো গাত্রং পরিমার্জ্জয়েৎ।
দুরিতানি বিনশ্যন্তি ব্যাধয়ো যান্তি খণ্ডশঃ ॥ ৪৮৫ ॥
মুখে শিরসি দেহে তু বিষ্ণূত্তীর্ণান্তু যো বহেৎ।
তুলসীং মুনিশার্দ্দূল ন তস্য স্পৃশতে কলিঃ ॥৪৮৬॥

অনুবাদ—বিষ্ণুনির্ম্মাল্যের অবশেষ দ্বারা যিনি শরীর মার্জ্জন করেন, তাঁহার পাপসকল ধ্বংস ও

ব্যাধিসমূহ খণ্ড খণ্ড হয়। যে ব্যক্তি মুখে, মাথায় ও শরীরে শ্রীবিষ্ণুর শ্রীঅঙ্গ হইতে অবতারিত নির্ম্মাল্য ও তুলসী ধারণ করেন, কলি সেই ব্যক্তিকে স্পর্শ করিতে পারে না। হে মুনিবর। ইহা তোমার জ্ঞাতার্থে বলিলাম ॥ ৪৮৫-৪৮৬ ॥

কিঞ্চ—

বিষ্ণুমূর্তিস্থিতং পুণ্যং শিরসা যো বহেন্নরঃ।
অপর্য্যুষিতপাপস্তু যাবদ্যুগচতুষ্টয়ম্ ॥ ৪৮৭ ॥
কিং করিষ্যতি সুস্নাতো গঙ্গায়াং ভূসুরোত্তম।
যো বহেৎ শিরসা নিত্যং তুলসীং বিষ্ণুসেবিতাম্ ॥৪৮৮

অনুবাদ—আরও বলা হইয়াছে—শ্রীবিষ্ণুর অঙ্গ-লগ্ন পবিত্র নির্ম্মাল্য যিনি নিজ মস্তকে ধারণ করেন, হে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ। তাঁহার চারিযুগ-কৃত পাপসমূহ তৎ-ক্ষণাৎ বিনষ্ট হয়। বিষ্ণুভুক্তা তুলসী যিনি প্রত্যহ মাথায় ধারণ করেন, তাঁহার আর যথাবিধি গঙ্গা স্নানের প্রয়োজন হয় না ॥ ৪৮৭-৪৮৮ ॥

টীকা—পুণ্যং শ্রীতুলস্যাদি, অপর্য্যুষিতপাপঃ সদ্যঃ-সংক্ষীণপাপঃ ॥ ৪৮৭ ॥

বিষ্ণুপাদাব্জসংলগ্নামহোরাত্রোষিতাং শুভাম্।
তুলসীং ধারয়েদ্‌যো বৈ তস্য পুণ্যমনন্তকম্ ॥৪৮৯॥
অহোরাত্রং শিরে যস্য তুলসী বিষ্ণুসেবিতা।
ন স লিপ্যতি পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা ॥ ৪৯০ ॥

অনুবাদ—দিবানিশি শ্রীবিষ্ণুর পাদপদ্মে অবস্থিতা শুভতুলসী ধারণকারী ব্যক্তির পুণ্যের সীমা নাই। বিষ্ণুভুক্তা তুলসী যাঁহার মস্তকে দিবানিশি অবস্থান করেন, পদ্মপত্রে জলের ন্যায় কোনও পাপই তাঁহাতে লিপ্ত হইতে পারে না ॥ ৪৮৯-৪৯০ ॥

টীকা—শিরে শিরসি, ন লিপ্যতি, ন লিপ্যতে ॥ ৪৯০ ॥

কিঞ্চ—

বিষ্ণোঃ শিরঃপরিভ্রষ্টাং ভক্ত্যা যস্তুলসীং বহেৎ।
সিধ্যন্তি সর্ব্বকার্য্যাণি মনসা চিন্তিতানি চ ॥ ৪৯১ ॥

অনুবাদ—আরও বলা হইয়াছে যে, শ্রীবিষ্ণুর মস্তক হইতে স্খলিতা তুলসীপত্র যিনি ভক্তিভরে ধারণ করেন, তাঁহার সমস্ত প্রকার ইচ্ছা পূর্ণ হয় ॥ ৪৯১ ॥

অপি চ—

প্রমার্জ্জয়তি যো দেহং তুলস্যা বৈষ্ণবো নরঃ।
সর্ব্বতীর্থময়ং দেহং তৎক্ষণাৎ দ্বিজ জায়তে ॥৪৯২॥

অনুবাদ—আরও যথা—হে দ্বিজ। যে বৈষ্ণব ব্যক্তি শরীরে বিষ্ণুর নির্ম্মাল্য-তুলসী ঘর্ষণ করেন, তাঁহার শরীর ঘর্ষণ সময়েই সর্ব্বতীর্থময় হইয়া যায় ॥ ৪৯২ ॥

টীকা—বৈষ্ণব ইত্যনেন শ্রীভগবন্নির্ম্মাল্যতুলস্যেতি বোধ্যম্ ॥ ৪৯২ ॥

গারুড়ে—

হরের্মূর্ত্ত্যবশেষস্তু তুলসীকাষ্ঠচন্দনম্।
নির্ম্মাল্যন্তু বহেদ্‌যস্তু কোটিতীর্থফলং লভেৎ ॥ ৪৯৩॥

অনুবাদ—গরুড়পুরাণে উক্ত হইয়াছে—শ্রীহরির বিগ্রহলগ্ন তুলসীকাষ্ঠ চন্দনের অবশেষ ও নির্ম্মাল্য ধারণকারী বৈষ্ণবজনের কোটি তীর্থ ফল লাভ হয় ॥ ৪৯৩ ॥

নারদপঞ্চরাত্রে—

ভোজনানন্তরং বিষ্ণোরর্পিতং তুলসীদলম্।
তৎক্ষণাৎ পাপনির্ম্মোকশ্চান্দ্রায়ণশতাধিকঃ ॥৪৯৪॥

অনুবাদ—নারদপঞ্চরাত্রে এই বিষয়ে বলা হই-য়াছে—শ্রীবিষ্ণুর নৈবেদ্য নিবেদনের পর তাহাতে সমর্পিত তুলসীপত্র প্রসাদরূপে সেবন করিলে সেবন মাত্রই পাপ হইতে মুক্তিলাভ এবং শত চান্দ্রায়নব্রত অপেক্ষাও বেশী ফল লাভ হয় ॥ ৪৯৪ ॥

টীকা—পাপান্নির্ম্মোকঃ নিঃশেষেণ মুক্তিশ্চান্দ্রায়ণ-শতাদপ্যধিকঃ ইতি সবাসনা শেষপাপসঙ্ক্ষয়ক্ষপণাৎ ॥ ৪৯৪ ॥

কিঞ্চিন্যাত্র—

কৌতুকং শৃণু মে দেবি বিষ্ণোনির্ম্মাল্যবহ্নিনা ।
তাপিতং নাশমায়াতি ব্রহ্মহত্যাদিপাতকম্ ॥ ৪৯৫ ॥

অনুবাদ—অন্যত্র আরও কথিত হইয়াছে যথা—হে দেবি ! কৌতুকের কথা শ্রবণ কর, বিষ্ণুর নির্ম্মাল্যরূপ অগ্নিতে ব্রহ্মবধ প্রভৃতি যে কোন পাতকই ভস্মীভূত হয় ॥ ৪৯৫ ॥

টীকা—নির্ম্মাল্যং প্রসাদতুলস্যাদি, তদেব বহ্নিস্তেন তাপিতং দগ্ধং সৎ ॥ ৪৯৫ ॥

একাদশস্কন্ধে শ্রীভগবন্তং প্রত্যুদ্ধবোক্তৌ (৬।৪৬)—

ত্বয়োপযুক্তস্রগ্গন্ধবাসোঽলঙ্কারচর্চ্চিতাঃ ।
উচ্ছিষ্টভোজিনো দাসাস্তব মায়াং জয়েম হি ॥৪৯৬॥

অনুবাদ—একাদশস্কন্ধে শ্রীভগবানের প্রতি উদ্ধবের উক্তিতে বলা হইয়াছে—হে প্রভো ! তোমার উপভুক্তা মাল্য, চন্দন, বসন, অলংকার প্রভৃতি এবং তোমার ভুক্তাবশেষ অন্ন ভোজন করিয়াই অনুগত দাস আমরা তোমার মায়া জয় করিতে পারিব ॥ ৪৯৬ ॥

অতএব স্কান্দে শ্রীযমস্য দূতানুশাসনে—

পাদোদকরতা যে চ হরেনির্ম্মাল্যধারকাঃ ।
বিষ্ণুভক্তিরতা যে বৈ তে তু ত্যাজ্যাঃ সুদূরতঃ ॥
ইতি ॥ ৪৯৭ ॥

অনুবাদ—অতএব স্কন্দপুরাণে দূতগণের প্রতি যমরাজের উপদেশ—বিষ্ণুপাদোদকে অনুরক্ত যে সকল ব্যক্তি, যাঁহারা শ্রীহরির নির্ম্মাল্য ধারণ করেন এবং যাঁহারা বিষ্ণুভক্তিতে অত্যন্ত আসক্ত তাঁহাদিগকে অনেক দূর হইতেই ত্যাগ করিবে কারণ তাঁহারা আমার অধিকারভুক্ত নহেন ॥ ৪৯৭ ॥

বিসর্জ্জনন্তু চেৎ কার্য্যং বিসৃজ্যাবরণানি তৎ ।
দেবে তন্মুদ্রয়া প্রার্থ্য দেবং হৃদি বিসর্জ্জয়েৎ ॥৪৯৮

অনুবাদ—যদি বিসর্জ্জন করিতে হয় তাহা হইলে আবরণ সকল পরিত্যাগ করাইয়া বিসর্জ্জনী মুদ্রা-দ্বারা প্রার্থনা করিয়া দেবতাকে স্বহৃদয়ে বিসর্জ্জন করিবে ॥ ৪৯৮ ॥

তথা চোক্তম্—

পূজিতোঽসি ময়া ভক্ত্যা ভগবন্ কমলাপতে ।
সলক্ষ্মীকো মম স্বান্তং বিশ বিশ্রান্তিহেতবে ॥৪৯৯॥

অনুবাদ—এই বিষয়ে বলা হইয়াছে—আমি ভক্তিপূর্ব্বক দেবীলক্ষ্মীর সহিত তোমার পূজা করিলাম, হে ভগবন্ ! হে কমলাপতে ! এখন বিশ্রামের নিমিত্ত আমার অন্তঃকরণে প্রবিষ্ট হও ॥ ৪৯৯ ॥

প্রার্থ্যৈবং পাদুকে দত্ত্বা সাঙ্গমুদ্বাসয়েদ্ধরিম্ ।
প্রাণায়ামং ষড়ঙ্গঞ্চ কৃত্বা মুদ্রাং বিসর্জ্জনীম্ ॥৫০০॥

অনুবাদ—এই প্রকার প্রার্থনা করিয়া পাদুকা নিবেদন পূর্ব্বক প্রাণায়াম, ষড়ঙ্গন্যাস ও বিসর্জ্জনী মুদ্রা দেখাইয়া অঙ্গসহ শ্রীহরিকে বিসর্জ্জন করিবে ॥ ৫০০ ॥

অথ পূজাবিধি-বিবেকঃ

অয়ং পূজাবিধির্মন্ত্রসিদ্ধ্যর্থস্য জপস্য হি ।
অঙ্গং ভক্তেস্তু তন্নিষ্ঠৈর্ন্যাসাদীনন্তরেষ্যতে ॥ ৫০১ ॥

অনুবাদ—অতঃপর পূজাবিধি নিরূপণ—এ পর্য্যন্ত যে সমস্ত পূজাবিধি বর্ণিত হইল, এগুলি মন্ত্রসিদ্ধির নিমিত্ত করণীয় । ইহা জপাঙ্গের নিয়ম । ভক্তির অঙ্গস্বরূপ যে পূজা ভক্তগণ করেন, সে পূজায় ন্যাসাদির তেমন অপেক্ষা নাই ॥ ৫০১ ॥

টীকা—এবং ক্রমদীপিকাদ্যুক্তানুসারেণ প্রায়ঃ কামপরাণাং পূজাবিধিং লিখিত্বা ইদানীং শ্রীভগবদ্ভক্তিপরাণাং পূজাবিধিং তত্রৈব বিভজ্য দর্শয়তি—অয়মিতি । পঞ্চমাদি-বিলাসচতুষ্টয়েন লিখিতোঽয়ং পূজাবিধিঃ শ্রীভগবদর্চ্চনপ্রকারঃ, জপস্য অঙ্গং, ক্রমদীপিকাদ্যভিপ্রেতস্য তত্তৎকামেন জপস্যৈব তত্র প্রাধান্যাৎ । কথম্ভূতস্য ?—মন্ত্রস্য সিদ্ধিঃ সাধনং, সৈব অর্থঃ প্রয়োজনং যস্য তস্য, অতস্তত্তৎফলার্থং জপেন মন্ত্রসাধনস্যৈব বিধেয়ত্বাৎ মন্ত্রাদীনাং শ্রীভগ-

বতা সহাভেদাপাদনার্থং তত্তন্ন্যাসাদিকমিতি ভাবঃ। ভক্তের্নবিধায়াস্তু অঙ্গং যঃ পূজাবিধিঃ স চ ন্যাসাদীন্ প্রকারান্ অন্তরা বিনৈব ভক্তিনিষ্ঠৈরিষ্যতে। আদি-শব্দেন আবাহনাদি-কতিপয়মুদ্রাদি চ। ভক্তিপরৈঃ সাক্ষাদ্ভগবদ্বুদ্ধ্যা শ্রীমূর্ত্ত্যাদিপূজনে ন্যাসাদ্যযোগাদিত্যেষা দিক্ ॥ ৫০১ ॥

তত্র দেবালয়ে পূজা নিত্যত্বেন মহাপ্রভোঃ।
কাম্যত্বেনাপি গেহে তু প্রায়ো নিত্যতয়া মতা॥৫০২॥

অনুবাদ—ভক্তিপূজনস্থলে দেবমন্দিরে শ্রীভগবদর্চ্চন উপাসকগণের পক্ষে নিত্য হইতে পারে, কিংবা কাম্যও হইতে পারে। কিন্তু নিজগৃহে অর্চ্চন তাঁহাদিগের পক্ষে নিত্য করণীয় ॥ ৫০২ ॥

টীকা—ভক্ত্যঙ্গপূজাবিধৌ চ দেবালয়নিজগৃহভেদেন কথঞ্চিদ্ভেদমপি পরং দর্শয়তি—তত্রেতি। তস্মিন্ ভক্ত্যঙ্গ-পূজাবিধৌ যা দেবালয়ে নিজগৃহাৎ পৃথক্ত্বেন কেবলং ভগবদর্থং স্বয়ং নির্ম্মিতো মন্দিরে পূর্ব্বসিদ্ধে বা দেবকুলাদৌ মহাপ্রভোঃ শ্রীভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য পূজা, সা তদুপাসকানাং নিত্যত্বেন কাম্যতেনাপি মতা ভক্তিনিষ্ঠৈঃ। একাদশীব্রতাদিবদিত্যত্র দৃষ্টান্তো দ্রষ্টব্যঃ। মহাপ্রভোরিতি নিত্যত্বে কাম্যত্বে চ হেতুরূনেয়ঃ, তস্যৈবাপূজনে মহাদোষশ্রবণাৎ, পূজনে চাশেষবাঞ্ছিত-বাঞ্ছাতীতফল সিদ্ধেশ্চ। তৎসর্ব্বমগ্রে তৎপ্রকরণে ব্যক্তং ভাবি। গেহে নিজগৃহে চ যা পূজা, সা প্রায়ো নিত্যত্বেনৈব মতা। এবং দেবালয়ে পূজায়া নিত্যতয়াবশ্য-কর্ত্তব্যত্বাদকরণে প্রত্যবায়ঃ। সম্পাদনঞ্চ তস্যাঃ কেবলং কর্ত্তব্যত্বেন শ্রীভগবৎপ্রীত্যুদ্দেশেন বা। কাম্যতয়া চ তত্তৎফলাপেক্ষয়া যথাবিধি-শ্রেষ্ঠ-প্রেষ্ঠ-দ্রব্য-সমর্পণাদি কালানতিক্রমণমপরাধবর্জ্জনাদিকঞ্চ জ্ঞেয়ম্। গৃহে চ নিত্যত্বেন কেবলমকরণে প্রত্যবায়পরিহারাৎ ফলানুসন্ধানাভাবাচ্চ নিজনিয়মপরিপালনানুসারেণ স্বগৃহসিদ্ধ-দ্রব্যার্পণাদিকমেবেতি। যদ্যপি অগ্নিহোত্রাদৌ নিত্যকর্ম্মণ্যপি সামান্যতো ব্রহ্মলোকাদিপ্রাপ্তিঃ ফলং, যথা শ্রূয়তে, তথাত্রাপি পরমপদপ্রাপ্তিঃ ফলমস্ত্যেব, তথাপি সেবৈকেন্তচ্চানন্নুসন্ধেয়ম্। কেবলং কর্ত্তব্যত্বেনৈব কার্য্যমিত্যুক্তম্। প্রায় ইত্যনেন দেবালয়বদ্গৃহেঽপি কস্যচিৎ কদাচিৎ কামেনাপি পূজা সম্মতেতি ॥ ৫০২ ॥

সেবাদিনিয়মো দেবালয়ে দেবস্য চেষ্যতে।
প্রায়ঃ স্বগেহে স্বচ্ছন্দসেবা স্বব্রতরক্ষয়া ॥ ৫০৩ ॥

অনুবাদ—দেবমন্দিরে পূজা করিতে হইলে প্রভুর সেবাদির নিয়ম মানিতে হইবে, কিন্তু নিজগৃহে নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী সাধ্যমত পূজা করিতে পারা যায়, কেবল নিজ ব্রতভঙ্গ না হইলেই হইল ॥ ৫০৩॥

টীকা—তদেবাভিব্যঞ্জয়ন্ তত্তৎ ভেদফলং লিখতি—সেবাদীতি। দেবস্য ভগবতঃ সেবায়া ভক্তিবিশেষেণ পূজায়া নিয়মঃ যস্মিন্ কালে যেন দ্রব্যেণ, যথা যেন কর্ত্রা কার্য্যতাদিরূপঃ, তথা, 'যদ্যৎ প্রিয়তমং লোকে যচ্চাতিপ্রিয়মাত্মনঃ' (শ্রীভা ১১।১১।৪১) ইত্যাদিবচনানুসারেণ তত্তদ্দ্রব্যার্পণরূপশ্চ; তথা কেবলং শ্রীভগবদুদ্দেশেনৈব যথাকালং নিত্যনিয়মিতভোগার্পণাদিরূপশ্চ। আদি-শব্দাৎ 'অগ্রে পৃষ্ঠে বামভাগে' ইত্যাদিবচনানুসারেণ যস্মিন্ স্থানে যথা নমস্কার্য্যমিতি প্রণামনিয়মঃ; তথা যত্র ভোজনাদিকমুপযুজ্যতে, তত্রৈব তৎ কর্ত্তব্যমিত্যাদি প্রকারকো বারাহাদ্যুক্ত-দেবালয়-বিষয়-কাপরাধ-পরিহারাদিনিয়মশ্চেষ্যতে ভক্তিনিষ্ঠৈঃ; অন্যথা সম্যক্‌ফলাসিদ্ধেঃ। অতো ব্রতদিনেঽপ্যন্যদিনবদ্ভোগসমর্পণং সম্মতং স্যাৎ। এবং কেচিদ্দ্বাদশ্যাং দিবাপি ভগবতঃ স্বাপনমিচ্ছন্তি, নিজগৃহে তু স্বচ্ছন্দেন নিজেচ্ছয়া বেষ্যতে। যদা যত্র যেন দ্রব্যেণ যথা সেবা কর্ত্তুং শক্যতে, তদা তত্র তেন তথা কার্য্যা, ন তু কাল-দেশ-দ্রব্যাদি-নিয়মেনেত্যর্থঃ। গৃহস্থানামবশ্যকৃত্য-কুটুম্বভরণাদিব্যাপারপরতয়া নিজভৃত্যাতিথ্যাদ্যপেক্ষয়া চ তত্তন্নিয়মাসিদ্ধেঃ। অতো নিজপরিবারবৈষ্ণবাভ্যাগতাদ্যপেক্ষয়া ভগবদর্প্যভোগস্য কদাচিদ্বহুলতাঽল্পতা চ স্যাৎ। তত্র চ স্বস্য আত্মনো যদ্ব্রতং নিয়মঃ বৈষ্ণবত্বেন নিত্যং বৃন্তাক-মসূরাদিবর্জ্জনং, দশম্যাদৌ ক্ষারাদিবর্জ্জনং চাতুর্ম্মাস্যাদৌ শাকাদি-কলিঙ্গাদিবর্জ্জনঞ্চ, তথা দ্বাদশ্যনতিক্রমণাদিকঞ্চ, তস্য রক্ষয়া তৎ-পরিপালনানুসারেণেত্যর্থঃ। অতো ব্রতদিনে কেচিদন্নঞ্চ ন সমর্পয়ন্তি; এবং যদা যান্যেবাত্মোপ-

ভোগযোগ্যানি, তদা তান্যেব ভগবতে সমর্প্যাণীতি ভাবঃ। যদি বা ভক্তিবিশেষতঃ কদাচিত্তানি সমর্প্যেরন্, তদা নিজব্রতাপেক্ষয়া স্বয়ং নোপযোক্তব্যানি কস্মৈচিদ্বৈষ্ণবায় দেয়ানি, জলে বার্প্যাণি। একান্তিভিশ্চ ভাববিশেষেণ চেত্তানি স্বয়মুপযুজ্যেরন্; ততশ্চ তেষাং ব্রতাদাবনধিকারান্ন কোঽপি দোষো ঘটেতেত্যগ্রে লেখ্যমেব। প্রায় ইত্যনেন চ দেবালয় ইব ভক্তিবিশেষেণ কস্যচিৎ কদাচিৎ কশ্চিৎ সেবা-নিয়মোঽভিপ্রেতঃ। এতচ্চ লৌকিকেন সেবা-শব্দেনাপি লৌকিকবন্ধুবৎ শ্রীভগবতি সূচিতেন ভাববিশেষণানুমতমেব। যদ্যপি স্বব্রতরক্ষয়েত্যত্রাপি প্রায়ঃশব্দসম্বন্ধে কৃতে কদাচিৎ কস্যচিৎ ভক্তিবিশেষেণ নিজব্রতানাদরশ্চাপদ্যতে, তথাপি কৃষ্ণস্তস্য পরাঙ্মুখ ইত্যাদিবচনাৎ কান্তিকাদিব্রতাকরণে মহাদোষশ্রবণাৎ, বৈষ্ণবৈঃ স্বব্রতং পরিপাল্যমেবেতি; তথা ন ব্যাখ্যেয়ম্। কিঞ্চ, যদ্যপি গৃহেঽপি পূজাপরাধবর্জ্জনাদিকমপেক্ষ্যতে, তথাপি উচ্চৈর্ভাষা মিথোজল্প ইত্যাদ্যপরাধানাং প্রায়ো গৃহে বর্জ্জনস্যাশক্যত্বাৎ তত্তন্নিয়মো ন সম্ভবেদিতি জ্ঞেয়ম্। ইত্থং চৈককালং দ্বিকালং বেত্যাদিবচনাৎ এককালমপি পূজা; তথা নিজগৃহপ্রদেশে সমাবেশেন যত্র কুত্রাপি ভাগবতে নমস্কারঃ, শ্রীভগবৎ-পুরতো ভোজনঞ্চোপপদ্যতে। এবমন্যদপ্যূহ্যম্। এবমেব সর্ব্বমবিরুদ্ধমনবদ্যঞ্চ স্যাৎ। অন্যথা দ্বাত্রিংশদপরাধেষু ভগবদগ্রতো ভজন-নিষেধস্য 'নৈবেদ্যশেষং তুলসীবিমিশ্রিতম্' ইত্যাদৌ মুরারেঃ পুরতো ভোজনে মহাগুণতয়া বিধানস্য চেত্যাদের্বহুল-বিরোধাপত্তেরিত্যেষা দিক্ ॥ ৫০৩ ॥

ইতি শ্রীভগবদ্ভক্তিবিলাসটীকায়াং দিগ্দর্শিন্যাম্
অষ্টমো বিলাসঃ ॥ ৮ ॥

———

কিঞ্চ বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে—

ঘৃতেন স্নপিতং দেবং চন্দনেনানুলেপয়েৎ।
সিতজাত্যাশ্চ কুসুমৈঃ পূজয়েত্তদনন্তরম্ ॥ ৫০৪ ॥
শ্বেতেন বস্ত্রযুগ্মেন তথা মুক্তাফলৈঃ শুভৈঃ।
মুখ্যকর্পূরধূপেন পয়সা পায়সেন চ ॥ ৫০৫ ॥
পদ্মসূত্রস্য বর্ত্ত্যা চ ঘৃতধূপেন চাপ্যথ।
পূজয়েৎ সর্ব্বথা যত্নাৎ সর্ব্বকামপ্রদার্চ্চনাম্ ॥৫০৬॥
কৃত্বেমাং মুচ্যতে রোগী রোগাৎ শীঘ্রমসংশয়ম্।
দুঃখার্ত্তো মুচ্যতে দুঃখাৎ বদ্ধো মুচ্যেত বন্ধনাৎ ॥৫০৭
রাজগ্রস্তশ্চ মুচ্যেত তথা রাজভয়ান্নরঃ।
ক্ষেমেণ গচ্ছেদধ্বানং সর্ব্বানর্থবিবর্জ্জিতঃ ॥
॥ ইতি ৫০৮ ॥

ইতি শ্রীগোপালভট্ট-বিলিখিতে শ্রীভগবদ্ভক্তিবিলাসে প্রাতরর্চ্চা-সমাপনো নামাষ্টমো বিলাসঃ ॥

অনুবাদ—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে আরও বলা হইয়াছে—শ্রীবিষ্ণুকে ঘৃতদ্বারা স্নান করাইয়া তাঁহার শ্রীবিগ্রহে চন্দন মাখাইতে হইবে। তারপর সাদাফুল দ্বারা পূজা করিতে হইবে। তারপর সাদা কাপড় ও চাদর, পবিত্র মুক্তাফল, কর্পূরের ধূপ, দুগ্ধ, পায়স, পদ্মসূত্রের বত্তি ও ঘৃতযুক্ত ধূপ দ্বারাও ভক্তিপূর্ব্বক পূজা করিতে হইবে। এই পূজা সমস্ত প্রকার অভীষ্টদানকারিণী। এইভাবে পূজা করিলে রোগী রোগ হইতে শীঘ্র মুক্ত হইবে, ইহা নিশ্চিত। দুঃখে পতিত ব্যক্তি দুঃখ হইতে এবং বন্দী বন্ধন হইতে মুক্ত হন। ইঁহার অনুগ্রহে অপরাধী ব্যক্তি রাজভয় হইতে মুক্তি পায় এবং পথিক জন কোন প্রকার বিপদ ছাড়াই নিজ ইচ্ছামত এই সংসারে ভ্রমণ করেন ॥ ৫০৪-৫০৮ ॥

ইতি শ্রীগোপালভট্ট বিলিখিত ভগবদ্ভক্তিবিলাসে প্রাতরর্চ্চাসমাপন নামক অষ্টম বিলাস।

নবম-বিলাসঃ

স প্রসীদতু চৈতন্যদেবো যস্য প্রসাদতঃ।
মহাপ্রসাদজাতার্হঃ সদ্যঃ স্যাদধমোঽপ্যয়ম্ ॥ ১ ॥

অনুবাদ—অধম হইয়াও যাঁহার করুণায় আমি তৎক্ষণাৎ মহাপ্রসাদসমূহ পাইবার যোগ্যতা অর্জ্জন করিতে পারি, সেই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু আমার প্রতি প্রসন্ন হউন ॥ ১ ॥

টীকা—অধুনা মহাপ্রসাদপ্রকরণং লিখন্ পরম-গুরু-শ্রীভগবৎ প্রসাদং প্রার্থয়তে স ইতি। মহা-প্রসাদো নাম ভগবদুচ্ছিষ্টাদি, তস্য জাতং সমুচ্চয়ঃ তদ্‌যোগ্যঃ স্যাৎ। এবমেতল্লিখনে পরমাযোগ্য-স্যাপ্যাত্মনো ভগবৎ-প্রসাদেনৈব যোগ্যতা সম্ভাবিতেতি পূর্ব্ববদূহ্যম্। এবমগ্রেঽপি বোদ্ধব্যম্ ॥ ১ ॥

অথ শঙ্খোদকং তচ্চ কৃষ্ণদৃষ্টিসুধোক্ষিতম্।
বৈষ্ণবেভ্যঃ প্রদায়াভিবন্দ্য মূর্দ্ধনি ধারয়েৎ ॥ ২ ॥

অনুবাদ—অনন্তর শ্রীকৃষ্ণের শুভদৃষ্টিরূপ অমৃত-পাতে শঙ্খস্থিত যে জল মহাপবিত্র হইয়াছে, তাহা বৈষ্ণবগণকে আগে দিয়া প্রণাম করিয়া পরে নিজের মস্তকে দিবে ॥ ২ ॥

টীকা—তচ্চেতি যৎ পূর্ব্বং পূজোপকরণাদ্য-ভ্যুক্ষণানন্তরং পুনর্ভৃতজলে শ্রীভগবদগ্রতো ন্যস্তে শঙ্খে স্থিতং পশ্চাচ্চ তেন শঙ্খেন ত্রিভ্রামণতো ভগবন্নী-রাজনমনুষ্ঠিতং তদা তৎস্থজলস্যাপি নীরাজনেন সৌভাগ্যং জাতমস্তি তদিত্যর্থঃ। অতএব পূর্ব্বং ভগবদগ্রতো ন্যস্তত্বাৎ কৃষ্ণস্য দৃষ্টিরূপয়া সুধয়া উক্ষিতং সিক্তং চেতি মহাসৌভাগ্যজাতং দর্শিতম্। যদি চ শঙ্খান্তরেণ সদ্যোজলভৃতেন ভগবন্নীরাজনমেব দ্রষ্টব্যং, তথাপি তচ্ছঙ্খজলস্য নীরাজনেন ভগবদ্দৃষ্টি-গোচরতা-বাপ্ত্যা, কিংবা নীরাজনানন্তরং স্তবনবন্দ-নাদ্যর্থমবশ্যং ভগবদগ্রতো ধার্য্যত্বেন তদ্দৃষ্টি-সুধোক্ষি-তত্বং সম্পদ্যত এব; এবঞ্চ পূর্ব্বস্থাপিতেনৈব শঙ্খেন ক্ষীরাদিস্নপনং বোদ্ধব্যং, অন্যথা শঙ্খবাহুল্যাপত্তেঃ। ততশ্চ স্নাপনানন্তরং তস্য রিক্তত্বাৎ, তথা নীরাজন-শঙ্খস্য জলগ্রহণাচ্চ পুনরগ্রে লেখ্যং ভগবদগ্রতঃ শঙ্খ-স্থাপনং যুক্তমেব। ন চ বক্তব্যমিদং পূর্ব্বং শঙ্খঃ স্থাপিতোঽস্ত্যেব ক্ষীরস্নপনাদিকং নীরাজনঞ্চ শঙ্খান্ত-রেণৈবেতি পুনঃ শঙ্খস্থাপনেনালমিতি, যতঃ শিষ্টা-চারানুসারেণ বিষ্ণুভক্তিচন্দ্রোদয়াদৌ গ্রন্থে 'শ্রীনৃসিংহা-রণ্যাদিভিঃ প্রামাণিকবর্গৈর্লিখিতং—পূজাসমাপ্তৌ পুষ্পাদিনা পূজা-পূর্ব্বকং শঙ্খস্য বিশেষতঃ স্থাপনম-পেক্ষ্যত এব। পূর্ব্বস্তু পূজোপকরণাদ্যভ্যুক্ষণো-পক্ষীণজলঃ শঙ্খঃ পূজারম্ভে মঙ্গলার্থং কেবলং জলেনা-পূর্ব্ব স্থাপিত আসীদিতি বিশেষঃ ॥ ২ ॥

শঙ্খোদকমাহাত্ম্যম্

স্কান্দে ব্রহ্ম-নারদ-সংবাদে—

শঙ্খোদকং হরের্ভক্তির্নির্ম্মাল্যং পাদয়োর্জ্জলম্।
চন্দনং ধূপশেষন্তু ব্রহ্মহত্যাপহারকম্ ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—স্কন্দপুরাণে ব্রহ্ম-নারদ-সংবাদে উক্ত হইয়াছে—শ্রীহরির শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি নবধাভক্তি, নির্ম্মাল্য, পাদোদক, উপভুক্ত চন্দন ও ধূপ এবং পূজার শেষ শঙ্খস্থিত জল—এই সকল বস্তু ব্রহ্মহত্যা পাপ বিনাশক ॥ ৩ ॥

টীকা—ভক্তিঃ শ্রবণকীর্ত্তনাদি-নববিধা ॥ ৩ ॥

তত্রৈব শঙ্খমাহাত্ম্যে—

শঙ্খস্থিতন্তু যত্তোয়ং ভ্রামিতং কেশবোপরি।
বন্দতে শিরসা নিত্যং গঙ্গাস্নানেন তস্য কিম্ ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—ঐ স্কন্দপুরাণেই শঙ্খমাহাত্ম্য-প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে—শঙ্খ জলপূর্ণ করিয়া শ্রীকেশবের মস্ত-কোপরি ভ্রমণ করাইয়া তাহা যিনি নিজের মাথায় ধারণ করেন, তাঁহার আর গঙ্গাস্নানের আবশ্যকতা নাই অর্থাৎ উহাতেই তাঁহার গঙ্গাস্নান ফল হয় ॥ ৪ ॥

টীকা—যো বন্দতে তস্য ॥ ৪ ॥

ন দাহো ন ক্লমো নার্ত্তির্নরকাগ্নিভয়ং ন হি।
যস্য শঙ্খোদকং মূর্দ্ধ্নি কৃষ্ণদৃষ্ট্যাবলোকিতম্ ॥ ৫ ॥

ন গ্রহা ন চ কুষ্মাণ্ডাঃ পিশাচোরগ-রাক্ষসাঃ ।
দৃষ্ট্বা শঙ্খোদকং মূর্দ্ধ্নি বিদ্রবন্তি দিশো দশ ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দৃষ্টিপাত-পূত শঙ্খ-জল যিনি মস্তকে ধারণ করেন, তিনি যাতনা, গ্লানি, শোক বা নরকাগ্নির ভয় হইতে মুক্ত হন। গ্রহ, কুষ্মাণ্ড, পিশাচ, ভুজঙ্গ, রাক্ষস সকলেই মস্তকে শঙ্খ-জল দেখিলে দশদিকে পলায়ন করে ॥ ৫-৬ ॥

টীকা—যস্য মূর্দ্ধ্নি বর্ত্ততে গ্রহাদয়ঃ মূর্দ্ধ্নি স্থিতং শঙ্খোদকং দৃষ্ট্বা ন কিঞ্চিৎ কর্ত্তুং শক্নুবন্তি, প্রত্যুত বিদ্রবন্তি পলায়ন্ত ইত্যর্থঃ ॥ ৫-৬ ॥

———

কৃষ্ণমূর্দ্ধ্নি ভ্রামিতন্তু জলং তচ্ছঙ্খসংস্থিতম্ ।
কৃত্বা মূর্দ্ধন্যবাপ্নোতি মুক্তিং বিষ্ণোঃ প্রসাদতঃ ॥৭॥
ভ্রাময়িত্বা হরেমূর্ধ্নি মন্দিরং শঙ্খবারিণা ।
প্রোক্ষয়েদ্বৈষ্ণবো যস্তু নাশুভং তদ্গৃহে ভবেৎ ॥৮॥

অনুবাদ—শ্রীহরির মস্তকোপরি ভ্রামিত শঙ্খোদক মস্তকে ধারণ করিলে শ্রীবিষ্ণুর অনুগ্রহে মুক্তি লাভ হয়। শ্রীহরির মস্তকের উপর ভ্রমণ করাইয়া সেই শঙ্খজল দিয়া শ্রীমন্দির প্রোক্ষণ করিলে তাঁহার আবাসে অমঙ্গল থাকে না ॥ ৭-৮ ॥

———

নীরাজনজলং যত্র যত্র পাদোদকং হরেঃ ।
তিষ্ঠতে মুনিশার্দ্দূল বর্দ্ধন্তে তত্র সম্পদঃ ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—শ্রীহরির নীরাজনবারি ও চরণোদক যেখানে অবস্থিত, হে মুনি শ্রেষ্ঠ! তথায় সমস্তসম্পদ বৃদ্ধি পায় ॥ ৯ ॥

———

তত্রৈবাগ্রে—
নীরাজনজলং বিষ্ণোর্যস্য গাত্রাণি সংস্পৃশেৎ ।
যজ্ঞাবভৃথলক্ষাণাং স্নানজং লভতে ফলম্ ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—ঐ স্কন্দপুরাণেই কিছু পরে বলা হইয়াছে—শ্রীবিষ্ণুর নীরাজনজল স্পৃষ্ট ব্যক্তি লক্ষযজ্ঞের অবভৃথ-স্নানজনিত ফলভাগী হইয়া থাকেন ॥ ১০ ॥

———

তত্রৈব শ্রীশিবোক্তৌ—
পাদোদকেন দেবস্য হত্যাযুত-সমন্বিতঃ ।
শুধ্যতে নাত্র সন্দেহস্তথা শঙ্খোদকেন হি ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—ঐ স্থানে শ্রীশিবের উক্তিতে দেখা যায় —শ্রীহরির চরণোদক ও শঙ্খবারি অযুতহত্যা জনিত মহাপাপী ব্যক্তিকেও শুদ্ধ করিয়া থাকেন, ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই ॥ ১১ ॥

———

বৃহদ্বিষ্ণুপুরাণে চ—
তীর্থাধিকং যজ্ঞশতাচ্চ পাবনং
জলং সদা কেশবদৃষ্টিসংস্থিতম্ ।
ছিনত্তি পাপং তুলসীবিমিশ্রিতং
বিশেষতশ্চক্রশিলাবিনির্ম্মিতম্ ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—বৃহদ্বিষ্ণুপুরাণে উক্ত হইয়াছে—শ্রীতুলসীসমন্বিত কেশবের দৃষ্টিপ্রাপ্ত জল, বিশেষতঃ শালগ্রাম শিলোদক সর্ব্বদা সমস্ত তীর্থজল হইতেও অধিক পবিত্র, শতযজ্ঞ অপেক্ষাও শুদ্ধিকারক এবং উহা দ্বারা পাপ দূরীভূত হয় ॥ ১২ ॥

টীকা—চক্রশিলাবিনির্ম্মিতং ভগবচ্চরণামৃত-মিত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥

———

অথ তীর্থধারণম্

কৃষ্ণপাদাব্জতীর্থঞ্চ বৈষ্ণবেভ্যঃ প্রদায় হি ।
স্বয়ং ভক্ত্যাভিবন্দ্যাদৌ পীত্বা শিরসি ধারয়েৎ ॥১৩॥

অনুবাদ—শ্রীকৃষ্ণপাদোদক অগ্রে মহাত্মা বৈষ্ণব-গণকে প্রদান করিয়া পরে প্রণাম পূর্ব্বক প্রথমে পান ও তারপর মাথায় লইতে হইবে ইহাই নিয়ম ॥ ১৩॥

———

তস্য মন্ত্রবিধিশ্চ প্রাক্ প্রাতঃস্নানপ্রসঙ্গতঃ ।
লিখিতো হ্যধুনা পানে বিশেষো লিখ্যতে কিয়ান্ ॥১৪

অনুবাদ—এই বিষয়ে মন্ত্রাদির যে নিয়ম, তাহা পূর্ব্বে প্রাতঃস্নান-প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে, এখন পান-বিষয়ে কয়েকটি বিশেষ বিধি লিখিত হইতেছে ॥১৪॥

টীকা—বিধির্ধারণপ্রকারশ্চ; কিয়ান্ সংক্ষিপ্তো বিধিবিশেষো লিখ্যতে ॥ ১৪ ॥

———

স চোক্তঃ—

ওঁ চরণং পবিত্রং বিততং পুরাণং
যেন পূতস্তরতি দুষ্কৃতানি।
তেন পবিত্রেণ শুদ্ধেন পূতা
অপি পাপ্মানমরাতিং তরেম ॥ ১৫ ॥
লোকস্য দ্বারমার্চ্চয়ৎ পবিত্রং
জ্যোতিষ্মৎ বিভ্রাজমানং মহস্ত-
দমৃতস্য ধারা বহুধা দোহমানং
চরণং লোকে সুধিতাং দধাতু ॥ ইতি ॥১৬॥

অনুবাদ—এক্ষণে মন্ত্রটি বলা হইতেছে—বহু প্রাচীনকাল হইতেই পবিত্র চরণামৃতের মাহাত্ম্য প্রসিদ্ধ আছে। চরণামৃত দ্বারা পবিত্র হইয়া জনগণ পাপ হইতে পরিত্রাণ লাভ করে এবং ঐ চরণোদক স্পর্শে পবিত্র হইয়া আমরা পাপপূর্ণ এই সংসারও সমুত্তীর্ণ হই। ইহা স্বর্গের দ্বারস্বরূপ, জ্যোতির্ম্ময়, পবিত্র, বন্দনীয় এবং সমুজ্জ্বল। সেই চরণামৃতের পূজা করিলাম। এই অমৃতধারাস্বরূপ চরণামৃত পুনঃ পুনঃ ক্ষরিত হইয়া ধরণীতে অমৃততুল্য আদরণীয় হউন ॥ ১৫-১৬ ॥

টীকা – চরণং চরণারবিন্দং, তদুদকমিত্যর্থঃ। অরাতিং সংসারলক্ষণম্ ॥ ১৫ ॥

টীকা—সুধিতাং সুধাবদাদরণীয়তামিত্যর্থঃ ॥১৬

———

ইমং মন্ত্রং সমুচ্চার্য্য সর্ব্বদুষ্টগ্রহাপহম্।
প্রাশ্নীয়াৎ প্রোক্ষয়েদ্দেহং পুত্রমিত্রপরিগ্রহম্ ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—সর্ব্বপ্রকার দুষ্টগ্রহের কুপ্রভাব বিনাশকারী এই মন্ত্র পাঠ করিয়া চরণামৃত পান করিবে এবং নিজের শরীরে, পুত্র, মিত্র, স্ত্রী, কুটুম্ব প্রভৃতির শরীরেও ছিটাইয়া দিবে ॥ ১৭ ॥

———

কিঞ্চ—

বিষ্ণোঃ পাদোদকং পীতং কোটিহত্যাঘনাশনম্।
তদেবাষ্টগুণং পাপং ভূমৌ বিন্দুনিপাতনাৎ ॥১৮॥

অনুবাদ—আরও কথিত হইয়াছে—কোটি সংখ্যক হত্যাজনিত পাপ কেবল শ্রীবিষ্ণুর পাদোদক পান দ্বারাই ধ্বংস হয়। মনে রাখিবে এই পাদোদক যদি মাটিতে বিন্দুমাত্র পতিত হয় তাহা হইলে তাহার আটগুণ পাপ হয় ॥ ১৮ ॥

টীকা—তত্তস্মাৎ পানোক্তপুণ্যাদষ্টগুণমিত্যর্থঃ ॥১৮

———

অথ চরণোদকপানমাহাত্ম্যম্

পাদ্মে গৌতমাম্বরীষ-সংবাদে—

হরেঃ স্নানাবশেষন্তু জলং যস্যোদরে স্থিতম্।
অম্বরীষ প্রণম্যোচ্চৈঃ পাদপাংশুঃ প্রগৃহ্যতাম্ ॥১৯॥

অনুবাদ—অতঃপর চরণোদকমাহাত্ম্য সম্বন্ধে পদ্মপুরাণে গৌতম-অম্বরীষ-সংবাদে—হে অম্বরীষ! যাঁহার উদরে শ্রীহরির স্নানাবশেষ বারি থাকে, তুমি তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া তাঁহার চরণধূলি গ্রহণ করিবে ॥ ১৯ ॥

———

তত্রৈব দেবদূত-বিকুণ্ডল-সংবাদে—

যে পিবন্তি নরা নিত্যং শালগ্রামশিলাজলম্।
পঞ্চগব্যসহস্রৈস্তু সেবিতৈঃ কিং প্রয়োজনম্ ॥ ২০ ॥

অনুবাদ—দেবদূত-বিকুণ্ডল-সংবাদেও কথিত হইয়াছে—প্রত্যহ শালগ্রামশিলোদক পানকারী ব্যক্তিগণের হাজার হাজার বার পঞ্চগব্য পানের আর প্রয়োজন থাকে না—অর্থাৎ শালগ্রাম শিলোদক পান সমস্ত কিছুর পূর্ণতা দান করে ॥ ২০ ॥

———

কোটিতীর্থসহস্রৈস্তু সেবিতৈঃ কিং প্রয়োজনম্।
নিত্যং যদি পিবেৎ পুণ্যং শালগ্রাম-শিলাজলম্ ॥২১

অনুবাদ—সর্ব্বদা পবিত্র শালগ্রামশিলোদক পান করিলে সহস্র কোটি তীর্থ সেবনের আর প্রয়োজন হয় না ॥ ২১ ॥

———

শালগ্রামশিলাতোয়ং যঃ পিবেদ্বিন্দুনা সমম্।
মাতুঃ স্তন্যং পুনর্নৈব স পিবেদ্ভক্তিভাঙ্নরঃ ॥২২॥

অনুবাদ—বিন্দুপরিমিত শালগ্রামশিলোদক ভক্তিপূর্ব্বক পান করিলে আর পুনরায় মাতৃস্তন্য পানের

ভয় থাকে না। অর্থাৎ তাঁহাকে আর জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না ॥ ২২॥

কিঞ্চ—

দহন্তি নরকান্ সর্ব্বান্ গর্ভবাসঞ্চ দারুণম্ ।
পীতং যৈস্তু সদা নিত্যং শালগ্রাম-শিলাজলম্ ॥২৩॥

অনুবাদ—আরও বলা হইয়াছে—যাঁহারা প্রত্যহ শালগ্রামশিলার জল পান করিয়াছেন, তাঁহারা সমস্ত রকম নরক ভোগ ও গর্ভবাস ক্লেশ ভস্মীভূত করিয়াছেন ॥ ২৩ ॥

তত্রৈব শ্রীযমধূম্রকেতু-সংবাদে—

শালগ্রামশিলাতোয়ং বিন্দুমাত্রন্তু যঃ পিবেৎ ।
সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যেত মুক্তিমার্গে কৃতোদ্যমঃ ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ—ঐ পদ্মপুরাণেই শ্রীযম-ধূম্রকেতু-সংবাদে—বিন্দুমাত্র শালগ্রামশিলোদক পানকারী ব্যক্তি সকল রকম পাপ হইতে মুক্ত হইয়া মুক্তিমার্গের জন্য চেষ্টাযুক্ত হইবেন ॥ ২৪ ॥

তত্রৈব পুলস্ত্যভগীরথসংবাদে—

পাদোদকস্য মাহাত্ম্যং ভগীরথ বদামি তে ।
পাবনং সর্ব্বতীর্থেভ্যো হত্যাকোটিবিনাশকম্ ॥২৫॥
ধৃতে শিরসি পীতে চ সর্ব্বাস্তুষ্যন্তি দেবতাঃ ।
প্রায়শ্চিত্তন্তু পাপানাং কলৌ পাদোদকং হরেঃ ॥২৬॥

অনুবাদ—ঐ পুরাণেই পুলস্ত্য-ভগীরথ-সংবাদে—শ্রীচরণোদকের মাহাত্ম্য তোমাকে কহিতেছি,—হে ভগীরথ। তুমি তাহা শ্রবণ কর। শ্রীহরির চরণোদক সকল তীর্থ হইতেও পবিত্রতাকারক এবং কোটি সংখ্যক হত্যাজনিত পাপ বিনাশক। এই শ্রীচরণোদক পান ও মস্তকে ধারণ করিলে সর্ব্বদেবতারই প্রসন্নতা জন্মে। কলিযুগে শ্রীহরির চরণোদকই সকল পাপের প্রায়শ্চিত্ত, ইহা জানিও ॥ ২৫-২৬ ॥

কিঞ্চ—

ত্রিভিঃ সারস্বতং তোয়ং সপ্তাহেন তু নার্ম্মদম্ ।
সদ্যঃ পুনাতি গাঙ্গেয়ং দর্শনাদেব যামুনম্ ॥ ২৭ ॥
পুনন্ত্যেতানি তোয়ানি স্নানদর্শনকীর্ত্তনৈঃ ।
পুনাতি স্মরণাদেব কলৌ পাদোদকং হরেঃ ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ—আরও কথিত হইয়াছে—সরস্বতী নদীর জল দিবসত্রয়ে, নর্ম্মদা নদীর জল এক সপ্তাহে, গঙ্গাজল তৎক্ষণাৎ এবং শ্রীযমুনার জল দর্শনমাত্রেই পবিত্র করেন। এই সকল তীর্থবারি দর্শন, স্নান ও কীর্ত্তন দ্বারাই পবিত্রতাবিধায়ক, কিন্তু এই কলিকালে শ্রীহরির চরণামৃত স্মরণমাত্রেই পবিত্রতাবিধায়ক ॥ ২৭-২৮ ॥

কিঞ্চ—

অর্চ্চিতৈঃ কোটিভিলিঙ্গৈর্নিত্যং যৎ ক্রিয়তে ফলম্ ।
তৎ ফলং শতসাহস্রং পীতে পাদোদকে হরেঃ ॥২৯॥
অশুচির্ব্বা দুরাচারো মহাপাতকসংযুতঃ ।
স্পৃষ্ট্বা পাদোদকং বিষ্ণোঃ সদা শুধ্যতি মানবঃ ॥৩০
পাপকোটিযুতো যস্তু মৃত্যুকালে শিরোমুখে ।
দেহে পাদোদকং তস্য ন প্রয়াতি যমালয়ম্ ॥ ৩১ ॥
ন দানং ন হবির্যেষাং স্বাধ্যায়ো ন সুরার্চ্চনম্ ।
তেঽপি পাদোদকং পীত্বা প্রয়ান্তি পরমাং গতিম্ ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ—আরও বর্ণিত হইয়াছে যে—প্রত্যহ কোটি শিবলিঙ্গ পূজার ফল অপেক্ষাও শত সহস্রগুণ বেশী ফল প্রদানকারী শ্রীহরি পাদোদক পান।

শুচি, অশুচি, দুরাচারী অথবা মহাপাতকী যাহাই হউক না কেন, বিষ্ণুপাদোদক স্পর্শ মাত্রই সে পবিত্র হইয়া থাকে। মরণ সময়ে মস্তকে, মুখে ও শরীরে শ্রীহরিপাদোদকের স্পর্শ পাইলে কোটি পাপে লিপ্ত পাপীকেও আর শমন সদনে যাইতে হয় না। দান, হোম, বেদপাঠ কিংবা দেবপূজা রহিত ব্যক্তিও শ্রীহরিচরণোদক পান করিয়া পরমাগতির অধিকারী হয় ॥ ২৯-৩২ ॥

টীকা—তস্য শিরসি মুখে চ পাদোদকং চেত্তর্হি স ন প্রয়াতীত্যর্থঃ ॥ ৩১ ॥

টীকা—হবিঃশব্দেন হোমাদ্যুপলক্ষ্যতে ॥ ৩২ ॥

কার্ত্তিকে কার্ত্তিকী যোগে কিং করিষ্যতি পুষ্করে।
নিত্যং চ পুষ্করং তস্য যস্য পাদোদকং হরেঃ ॥৩৩॥
বিশাখা-ঋক্ষ-সংযুক্তা বৈশাখী কিং করিষ্যতি।
পিণ্ডারকে মহাতীর্থে উজ্জয়িন্যাং ভগীরথ ॥ ৩৪ ॥
মাঘমাসে প্রয়াগে তু স্নানং বৈ কিং করিষ্যতি।
প্রয়াগঃ সততং তস্য যস্য পাদোদকং হরেঃ ॥৩৫॥
প্রবোধবাসরে প্রাপ্তে মথুরায়াঞ্চ তস্য কিম্।
নিত্যঞ্চ যামুনং স্নানং যস্য পাদোদকং হরেঃ ॥৩৬॥
কাশ্যামুত্তরবাহিন্যাং গঙ্গায়ান্তু মৃতস্য কিম্।
যস্য পাদোদকং বিষ্ণোর্মুখে চৈবাবতিষ্ঠতে ॥ ৩৭ ॥

অনুবাদ—শ্রীহরির চরণোদক পানকারী ব্যক্তি নিত্যই পুষ্কর স্নানের ফলভাগী হইতেছেন। কার্ত্তিক-মাসে কৃত্তিকা-নক্ষত্রযুক্ত পুষ্কর স্নানে তাঁহার আর প্রয়োজন নাই। ঐ ব্যক্তির বিশাখা-নক্ষত্রযুক্তা বৈশাখী পূর্ণিমায় উজ্জয়িনীর পিণ্ডারক মহাতীর্থে স্নানদ্বারাই বা কি ফল লাভ হইবে? প্রত্যহ শ্রীহরির পাদোদক পানকারী ব্যক্তি মাঘ মাসে প্রয়াগে স্নান করিয়াই বা কি অধিক পুণ্য লাভ করিবেন? তাঁহার প্রত্যহ প্রয়াগ স্নানাদি হইতেছে। যিনি প্রত্যহ শ্রীহরির পাদোদক পান করেন, উত্থানদ্বাদশীতে পুনরায় তাঁহার যমুনা স্নানের আবশ্যকতা নাই—তিনি নিত্যই শ্রীযমুনায় স্নান করিতেছেন। যাঁহার বদনবিবরে শ্রীবিষ্ণুপাদোদক রহিয়াছে, কাশীতে উত্তরবাহিনী গঙ্গাতীরে দেহত্যাগেই বা তাঁহার বেশী কি ফল লাভ হইবে? অর্থাৎ শ্রীবিষ্ণু-চরণোদক সর্ব্বফলদায়ী ॥ ৩৩-৩৭ ॥

কিঞ্চ—

হিত্বা পাদোদকং বিষ্ণোর্যোঽন্যতীর্থানি গচ্ছতি।
অনর্ঘং রত্নমুৎসৃজ্য লোষ্ট্রং বাঞ্ছতি দুর্ম্মতিঃ ॥৩৮॥
কুরুক্ষেত্র-সমো দেশো বিন্দুঃ পাদোদকং মতঃ ॥৩৯

অনুবাদ—আরও বলা হইয়াছে—শ্রীবিষ্ণুর চরণোদক পরিত্যাগ করিয়া বা তাহাতে অবহেলা করিয়া যে ব্যক্তি অন্যতীর্থে যায়, সেই দুর্ম্মতি অমূল্য রত্ন পরিত্যাগ করিয়া মাটির ঢেলায় আসক্ত হয়। সাধুগণ বিন্দুমাত্র পাদোদককে কুরুক্ষেত্র তীর্থতুল্য জ্ঞান করিয়া থাকেন ॥ ৩৮-৩৯ ॥

টীকা—যস্য পাদোদকং সেব্যং স্যাদিতি শেষঃ, স দেশো মতঃ সদ্ভিঃ। বিন্দুঃ বিন্দুমাত্রম্ ॥৩৩-৩৯

পতেদ্যত্রাক্ষয়ং পুণ্যং নিত্যং ভবতি তদ্গৃহে।
গয়াপিণ্ডসমং পুণ্যং পুত্রাণামপি জায়তে ॥ ৪০ ॥

অনুবাদ—শ্রীহরির চরণোদক যে গৃহে সর্ব্বদা বিদ্যমান থাকেন, সেই গৃহে অক্ষয় পুণ্য থাকে এবং তথায় পুত্রগণের গয়া পিণ্ডদান তুল্য ফল লাভ হয় ॥ ৪০ ॥

পাদোদকেন দেবস্য যে কুর্য্যুঃ পিতৃতর্পণম্।
নাসুরাণাং ভয়ং তস্য প্রেতজন্যং ন রাক্ষসম্ ॥৪১॥
ন রোগস্য ভয়ঞ্চৈব নাস্তি বিঘ্নকৃতাং ভয়ম্।
ন দুষ্টা নৈব ঘোরাক্ষাঃ শ্বাপদোত্থভয়ং ন হি ॥৪২॥

অনুবাদ--শ্রীহরির পাদোদক দ্বারা পিতৃ-তর্পণ অসুর, প্রেত ও রাক্ষস ভয় হারক, রোগ, বিঘ্ন ও ভীষণ সর্পসমূহ হইতে ভয় অথবা হিংস্র প্রাণীর ভয়ও ইহাতে বিনষ্ট হয় ॥ ৪১-৪২ ॥

গ্রহাঃ পীড়াং ন কুর্ব্বন্তি চৌরা নশ্যন্তি দারুণাঃ।
কিন্তস্য তীর্থগমনে দেবর্ষীণাঞ্চ দর্শনে ॥ ৪৩ ॥
যস্য পাদোদকং মূর্দ্ধি শালগ্রামশিলোদ্ভবম্।
প্রীতো ভবতি মার্ত্তণ্ডঃ প্রীতো ভবতি কেশবঃ।
ব্রহ্মা ভবতি সুপ্রীতো প্রীতো ভবতি শঙ্করঃ ॥ ৪৪ ॥
পাদোদকস্য মাহাত্ম্যং যঃ পঠেৎ কেশবাগ্রতঃ।
স যাতি পরমং স্থানং যত্র দেবো জনার্দ্দনঃ ॥ ৪৫ ॥

অনুবাদ—গ্রহগণ পীড়া জন্মাইতে পারে না, দারুণ চৌরভয়ও থাকে না। তৎকালে তীর্থ গমনে বা দেবতা কিংবা ঋষিগণকে দর্শনেরই বা কি প্রয়োজন? শালগ্রাম শিলা বিধৌত জল যাঁহার মাথায় আছে, সূর্য্য, কেশব, ব্রহ্মা ও শঙ্কর তাহার প্রতি সন্তুষ্ট থাকেন। কেশবের সম্মুখে যিনি পাদোদক মাহাত্ম্য পাঠ করেন, তিনি বৈকুণ্ঠ ধামে গমন করেন ॥৪৩-৪৫

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে শ্রীব্রহ্মনারদ-সংবাদে—

প্রায়শ্চিত্তং যদি প্রাপ্তং কৃচ্ছ্রং বা ত্বঘমর্ষণম্ ।
সোঽপি পাদোদকং পীত্বা শুদ্ধিং প্রাপ্নোতি তৎক্ষণাৎ ॥ ৪৬ ॥

অনুবাদ—ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে শ্রীব্রহ্ম-নারদ-সংবাদে বলা হইয়াছে—অঘমর্ষণমন্ত্র জপ অথবা কৃচ্ছ্র প্রায়শ্চিত্তের আবশ্যক হইলে সেই ব্যক্তি যদি চরণোদক পান করেন, তাহা হইলেই শুদ্ধিলাভ করিবেন, ঐ সমস্তের প্রয়োজন হইবে না ॥ ৪৬ ॥

অশৌচং নৈব বিদ্যেত সূতকে মৃতকেঽপি চ ।
যেষাং পাদোদকং মূর্ধ্নি প্রাশনং যে চ কুর্ব্বত ॥৪৭॥
অন্তকালেঽপি যস্যেহ দীয়তে পাদয়োর্জলম্ ।
সোঽপি সদ্গতিমাপ্নোতি সদাচারৈর্বহিষ্কৃতঃ ॥৪৮॥

অনুবাদ—চরণামৃত পানকারী বা মস্তকে চরণামৃত ধারণকারী ব্যক্তির জননাশৌচ বা মৃতাশৌচ নাই। সদাচার হীন ব্যক্তিকেও অন্ততঃ মরণকালে যদি শ্রীহরির পাদোদক পান করান যায়, তাহা হইলে ঐ প্রকার ব্যক্তিও সদ্গতি লাভ করে ॥ ৪৭-৪৮ ॥

টীকা—সদাচারৈর্বহিষ্কৃতোঽপি চেৎ ॥ ৪৮ ॥

অপেয়ং পিবতে যস্তু ভুঙ্ক্তে যশ্চাপ্যভোজনম্ ।
অগম্যাগমনা যে বৈ পাপাচারাশ্চ যে নরাঃ ।
তেঽপি পূজ্যা ভবন্ত্যাশু সদ্যঃ পাদাম্বুসেবনাৎ ॥৪৯॥

অনুবাদ—অপেয়পায়ী, অভোজ্য ভোজী, অগম্যাগমনকারী ও স্বভাবতঃ পাপীও শ্রীহরির পাদোদক সেবনদ্বারা তৎক্ষণাৎ পূজনীয় হয় ॥ ৪৯ ॥

টীকা—অভোজনম্ অভক্ষ্যম্ ॥ ৪৯ ॥

কিঞ্চ—

অপবিত্রং যদন্নং স্যাৎ পানীয়ঞ্চাপি পাপিনাম্ ।
ভুক্ত্বা পীত্বা বিশুদ্ধঃ স্যাৎ পীত্বা পাদোদকং হরেঃ ॥ ৫০ ॥
তপ্তকৃচ্ছ্রাৎ পঞ্চগব্যান্মহাকৃচ্ছ্রাদিশিষ্যতে ।
চান্দ্রায়ণাৎ পারকৃচ্ছ্রাৎ পরাকাদপি সুব্রত ।
কায়শুদ্ধির্ভবত্যাশু পীত্বা পাদোদকং হরেঃ ॥ ৫১ ॥

অনুবাদ—আরও বর্ণিত হইয়াছে—হে সুব্রত ! পাপীদিগের অপবিত্র অন্ন ভক্ষণ ও জলপান যে ব্যক্তি করিয়াছে, সেই ব্যক্তি যদি শ্রীহরির চরণোদক পান করে, তাহা হইলে সে পবিত্রতা লাভ করে। পঞ্চগব্য, তপ্তকৃচ্ছ্র, মহাকৃচ্ছ্র, চান্দ্রায়ণ, পারকৃচ্ছ্র বা পরাকব্রত এ সকল হইতেও শ্রীহরির পাদোদক শ্রেষ্ঠ। উহা পান করামাত্র শরীর পবিত্র হয় ॥ ৫০-৫১ ॥

টীকা—তপ্তকৃচ্ছ্র মহাকৃচ্ছ্রাদিকং নাম ব্রতবিশেষঃ ॥ ৫১ ॥

অগুরুং কুঙ্কুমঞ্চাপি কর্পূরঞ্চানুলেপনম্ ।
বিষ্ণুপাদাম্বু-সংলগ্নং তদ্ধি পাবনপাবনম্ ॥ ৫২ ॥
দৃষ্টিপূতন্তু যত্তোয়ং বিষ্ণুনা প্রভবিষ্ণুনা ।
তদ্ধি পাপহরং পুত্র কিং পুনঃ পাদয়োর্জলম্ ॥৫৩॥
এতদর্থমহং পুত্র শিরসা বিষ্ণুতৎপরঃ ।
ধারয়ামি পিবাম্যদ্য মাহাত্ম্যং বিদিতং মম ॥ ৫৪ ॥

অনুবাদ—হে পুত্র ! অগুরু, কুঙ্কুম, কর্পূর এবং চন্দনাদি অনুলেপন দ্রব্য শ্রীবিষ্ণুপাদোদক যুক্ত হইলে পবিত্রবস্তুকেও পবিত্র করে। ভগবান শ্রীবিষ্ণু কর্ত্তৃক নিরীক্ষিত জল যখন পবিত্র হইয়া পাপ নাশ করে, তখন আর শ্রীবিষ্ণুর পাদোদক মাহাত্ম্য অধিক কি বলিব ? হে বৎস ! এইজন্য আমি আজ বিষ্ণুপরায়ণ হইয়া পাদোদক ধারণ ও পান করিতেছি, আমি ইহার মাহাত্ম্য জানি ॥ ৫২-৫৪ ॥

টীকা—বিষ্ণুনা কর্ত্রা দৃষ্ট্যা কৃত্বা পূতং পাবিতমিত্যর্থঃ ; যদ্বা, বিষ্ণুনা বিষ্ণোরিত্যর্থঃ ॥ ৫৩ ॥

প্রিয়স্ত্বমগ্রজঃ পুত্রস্তদর্থং গদিতং ময়া ।
রহস্যং মে ত্বনর্হস্য ন বক্তব্যং কদাচন ॥ ৫৫ ॥
ধারয়স্ব সদা মূর্ধ্নি প্রাশনং কুরু নিত্যশঃ ।
জন্মমৃত্যু-জরা-দুঃখৈর্মোক্ষ্যং যাস্যসি পুত্রক ॥ ৫৬ ॥

অনুবাদ—তুমি আমার প্রিয় অগ্রজপুত্র। এই জন্য তোমাকে এই গোপ্য কথা বলিলাম। অযোগ্য, অপাত্র ব্যক্তির নিকট ইহা কখনও বলিও না। শ্রীহরি-পাদোদক প্রত্যহ ধারণ ও পানের দ্বারা জন্ম, মৃত্যু,

জরা ও দুঃখরাশি হইতে মুক্ত হইবে। হে পুত্র! চিন্তার কোন কারণ নাই ॥ ৫৫-৫৬ ॥

টীকা—অনর্হস্য অযোগ্যস্য অবৈষ্ণবস্যেত্যর্থঃ, তং প্রতি ন বক্তব্যম্ ॥ ৫৫ ॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে—

সদ্যঃ ফলপ্রদং পুণ্যং সর্ব্বপাপবিনাশনম্।
সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যং সর্ব্বদুঃখবিনাশনম্ ॥ ৫৭ ॥
দুঃস্বপ্ননাশনং পুণ্যং বিষ্ণুপাদোদকং শুভম্।
সর্ব্বোপদ্রব-হন্তারং সর্ব্বব্যাধি-বিনাশনম্ ॥ ৫৮ ॥

অনুবাদ—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে বলা হইয়াছে—বিষ্ণু-চরণোদক পবিত্র, সকল পাপ সংহারক, সর্ব্বমঙ্গলের মঙ্গল স্বরূপ, আশুফলপ্রদ, সর্ব্বদুঃখ বিনাশক, দুঃস্বপ্ন নিবারক সকল প্রকার উপদ্রবনাশ কারক ও সর্ব্ব-ব্যাধিনাশক ॥ ৫৭-৫৮ ॥

টীকা—হন্তারমিত্যার্ষং, হন্তৃ ॥ ৫৮ ॥

সর্ব্বোৎপাত-প্রশমনং সর্ব্বপাপনিবারণম্।
সর্ব্বকল্যাণসুখদং সর্ব্বকামফলপ্রদম্ ॥ ৫৯ ॥
সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদং ধন্যং সর্ব্বধর্ম্মবিবর্দ্ধনম্।
সর্ব্বশত্রু-প্রশমনং সর্ব্বভোগপ্রদায়কম্ ॥ ৬০ ॥
সর্ব্বতীর্থস্য ফলদং মূর্দ্ধ্নি পাদাম্বুধারণম্।
প্রয়াগস্য প্রভাসস্য পুষ্করস্য চ সেবনে।
পৃথূদকস্য তীর্থস্য আচান্তো লভতে ফলম্ ॥ ৬১ ॥
চক্রতীর্থে ফলং যাদৃক্ তাদৃক্ পাদাম্বুধারণাৎ।
সরস্বত্যাং গয়ায়াঞ্চ গত্বা যৎ প্রাপ্নুয়াৎ ফলম্।
তৎ ফলং লভতে শ্রেষ্ঠং মূর্দ্ধ্নি পাদাম্বুধারণাৎ ॥৬২॥

অনুবাদ—মাথায় শ্রীবিষ্ণুপাদোদক ধারণ করিলে সমস্ত রকম উৎপাত শান্তি, সকল প্রকার পাপ বিরতি, সর্ব্ববিধ কল্যাণ ও সুখের উৎপত্তি, সমস্ত রকম বাসনার সিদ্ধি, সর্ব্বসিদ্ধি লাভ, যশঃ প্রাপ্তি, সর্ব্বধর্ম্মবৃদ্ধি, সকল শত্রুবিনাশ, সকল ভোগ লাভ এবং সকলতীর্থ ফল লাভ হইয়া থাকে। প্রয়াগ, প্রভাস, পুষ্কর এবং পৃথূদক তীর্থের জল সেবন করিলে যে ফল হয়, শ্রীহরি পাদোদক পান করিলে সেই ফল লাভ হয়। আরও চক্রতীর্থে যে রকম ফল পাওয়া যায়, শ্রীবিষ্ণু-পাদোদক ধারণ করিলেও সেইরূপ ফল পাওয়া যায়। গয়া ও সরস্বতীতে গেলে যে ফল পাওয়া যায়, শ্রীবিষ্ণুর চরণোদক পান বা মস্তকে ধারণেও সেই ফল হয় ॥ ৫৯-৬২ ॥

টীকা—সেবনে যৎ ফলং তৎ, আচান্তঃ কৃতপাদোদকাচমনঃ ॥ ৬১ ॥

স্কান্দে—

পাদোদকস্য মাহাত্ম্যং দেবো জানাতি শঙ্করঃ।
বিষ্ণুপাদচ্যুতা গঙ্গা শিরসা যেন ধারিতা।
স্থানং নৈবাস্তি পাপস্য দেহিনাং দেহমধ্যতঃ ॥৬৩॥

অনুবাদ—স্কন্দপুরাণেও বলা হইয়াছে—দেবাদিদেব শঙ্কর, যিনি শ্রীহরিচরণচ্যুতা গঙ্গাকে মস্তকে ধারণ করিয়াছেন, তিনিই পাদোদক মাহাত্ম্য জানেন। দেহীদের মধ্যে কেবল তাঁহারই দেহে পাপের স্থান নাই ॥ ৬৩ ॥

টীকা—দেহিনাং মধ্যে তস্যৈকস্য দেহমধ্যে পাপস্য স্থানং নৈবাস্তি। দেহিনঃ ইতি বা পাঠঃ ॥৬৩

সবাহ্যাভ্যন্তরং যস্য ব্যাপ্তং পাদোদকেন বৈ।
পাদোদং বিষ্ণুনৈবেদ্যমুদরে যস্য তিষ্ঠতি ॥ ৬৪ ॥
নাশ্রয়ং লভতে পাপং স্বয়মেব বিনশ্যতি।
মহাপাপগ্রহগ্রস্তো ব্যাপ্তো রোগশতৈর্যদি ॥ ৬৫ ॥
হরেঃ পাদোদকং পীত্বা মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ।
শিরসা তিষ্ঠতে যেষাং নিত্যং পাদোদকং হরেঃ ॥৬৬
কিং করিষ্যতি তে লোকে তীর্থকোটিমনোরথৈঃ।
অয়মেব পরো ধর্ম্ম ইদমেব পরন্তপঃ।
ইদমেব পরং তীর্থং বিষ্ণুপাদাম্বু যৎ পিবেৎ ॥৬৭॥

অনুবাদ—যাঁহার উদরে শ্রীবিষ্ণুর পাদোদক ও প্রসাদী নৈবেদ্য রহিয়াছে, যাঁহার বাহ্যাভ্যন্তর পাদোদকদ্বারা স্নাত, তাহাতে পাপ স্থান পায় না, তাহা আপনা হইতেই বিনষ্ট হয়। শত শত পীড়ায় পীড়িত ও মহাপাতকগ্রস্ত ব্যক্তিও শ্রীহরির চরণোদক পান করিলে নিস্তার পাইয়া থাকে, ইহাতে সন্দেহ নাই। যাঁহাদিগের মস্তকে শ্রীহরির পাদোদক সর্ব্বদা বিরাজমান, তাঁহারা কোটি তীর্থের বাসনা করিবেন

কেন ? শ্রীবিষ্ণুপাদোদক পানই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম উহাই শ্রেষ্ঠ তপস্যা এবং উহাই শ্রেষ্ঠ তীর্থ ॥ ৬৪-৬৭ ॥

টীকা—বাহ্যং মস্তকাদি, তেন সহিতমাভ্যন্তরং জঠরান্তর্নাড্যাদি, তত্র বাহ্যং মস্তকাদৌ ধারণেন, আভ্যন্তরঞ্চ পানেন ব্যাপ্তমিত্যর্থঃ ॥ ৬৪ ॥

তত্রৈব শ্রীশিব-উমা-সংবাদে—

বিলয়ং যান্তি পাপানি পীতে পাদোদকে হরেঃ ।
কিং পুনর্বিষ্ণুপাদোদং শালগ্রামশিলাচ্যুতম্ ॥ ৬৮ ॥
বিশেষেণ হরেৎ পাপং ব্রহ্মহত্যাদিকং প্রিয়ে ।
পীতে পাদোদকে বিষ্ণোর্যদি প্রাণৈর্বিমুচ্যতে ।
হত্বা যমভটান্ সর্ব্বান্ বৈষ্ণবং লোকমাপ্নুয়াৎ ॥৬৯

অনুবাদ—ঐ স্কন্দপুরাণেই শ্রীশিব-উমা-সংবাদে বলা হইয়াছে—শ্রীহরিপ্রতিমার পাদোদক পান করিলে সমস্ত পাপ বিনষ্ট হয়। শালগ্রামশিলা বিধৌত বিষ্ণুর পাদোদকের মাহাত্ম্য অধিক আর কি বলিব ? হে প্রিয়তমে। শ্রীবিষ্ণুর পাদোদক ব্রহ্মহত্যাদি পাপেরও বিশেষরূপে নাশক। শ্রীহরির পাদোদক পান করতঃ দেহত্যাগ করিলে যমদূতগণকে নিরাশ করিয়া শ্রীবিষ্ণুলোকে যাওয়া যায় ॥ ৬৮-৬৯ ॥

টীকা—হরেঃ প্রতিমারূপস্যেত্যর্থঃ। কিং পুনরিতি প্রতিমাতঃ শ্রীশালগ্রামশিলায়াঃ মাহাত্ম্যবিশেষাভিপ্রায়েণ। অতএবাহ—বিশেষেণেতি সমূলং সর্ব্বমেবেত্যর্থঃ ; যদ্বা, হরেঃ পাদোদকে গঙ্গাজলরূপে, অন্যৎ সমানম্ ॥ ৬৮-৬৯ ॥

তত্রৈব শ্রীশিব-কার্ত্তিকেয়-সংবাদে শ্রীশালগ্রামশিলা-মাহাত্ম্যে—

ছিন্নস্তেন মহাসেন গর্ভাবাসঃ সুদারুণঃ ।
পীতং যেন সদা বিষ্ণোঃ শালগ্রামশিলাজলম্ ॥ ৭০ ॥

অনুবাদ—ঐ পুরাণেই শ্রীশিব-কার্ত্তিকেয়-সংবাদে শ্রীশালগ্রামশিলা মাহাত্ম্যে উক্ত হইয়াছে—যিনি প্রত্যহ শালগ্রাম শিলোদক পান করিয়াছেন, হে কার্ত্তিকেয়! তিনি ভীষণ গর্ভবাস ক্লেশ জয় করিয়াছেন ॥ ৭০ ॥

যে পিবন্তি নরা নিত্যং শালগ্রামশিলাজলম্ ।
পঞ্চগব্যসহস্রৈস্তু প্রাশিতৈঃ কি প্রয়োজনম্ ॥ ৭১ ॥

অনুবাদ—নিত্য শালগ্রামশিলাজল পানকারী ব্যক্তিগণের সহস্র পঞ্চগব্য পানের আবশ্যকতা কোথায় ? ৭১

প্রায়শ্চিত্তে সমুৎপন্নে কিং দানৈঃ কিমুপোষণৈঃ ।
চান্দ্রায়ণৈশ্চ তীর্থৈশ্চ পীত্বা পাদোদকং শুচি ॥ ৭২ ॥

অনুবাদ—পবিত্র শ্রীবিষ্ণুর পাদোদক পান করার পর প্রায়শ্চিত্তের জন্য দান, উপবাস, চান্দ্রায়ন অথবা তীর্থসেবা করিবার কি কোন প্রয়োজন আছে ? ৭২ ॥

বৃহন্নারদীয়ে লুব্ধকোপাখ্যানারম্ভে—

হরিপাদোদকং যস্তু ক্ষণমাত্রঞ্চ ধারয়েৎ ।
স স্নাতঃ সর্ব্বতীর্থেষু বিষ্ণোঃ প্রিয়তরস্তথা ॥ ৭৩ ॥

অনুবাদ—বৃহন্নারদীয়পুরাণে লুব্ধকোপাখ্যানের আরম্ভে কথিত হইয়াছে—শ্রীহরির পাদোদক ক্ষণমাত্র ধারণ দ্বারাই সকল তীর্থ স্নান সম্পন্ন হয় এবং ঐ ব্যক্তি শ্রীবিষ্ণুর অতিশয় প্রিয় পাত্র হন ॥ ৭৩ ॥

অকালমৃত্যুশমনং সর্ব্বব্যাধিবিনাশনম্ ।
সর্ব্বদুঃখোপশমনং হরিপাদোদকং শুভম্ ॥ ৭৪ ॥

অনুবাদ—শুভ শ্রীহরির চরণোদক অকালমৃত্যু, সর্ব্বব্যাধি ও সকল প্রকার দুঃখ বিনাশ করেন ॥৭৪॥

তত্রৈব তদুপাখ্যানান্তে—

হরিপাদোদকস্পর্শাল্লুব্ধকো বীতকল্মষঃ ।
দিব্যং বিমানমারুহ্য মুনিমেনমথাব্রবীৎ ॥ ৭৫ ॥
হরিপাদোদকং যস্মান্ময়ি ত্বং ক্ষিপ্তবান্ মুনে ।
প্রাপিতোঽস্মি ত্বয়া তস্মাত্তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্ ॥৭৬

অনুবাদ - ঐ পুরাণেই ঐ আখ্যানভাগের শেষাংশে বলা হইয়াছে—ব্যাধ শ্রীহরির পাদোদক স্পর্শহেতু পাপ মুক্ত হইয়া দিব্য বিমানে আরোহণ করিয়া মুনিকে বলিল, হে মুনে। আপনার দেওয়া শ্রীহরির চরণামৃত স্পর্শে আমি শ্রীবিষ্ণুর পরমধাম প্রাপ্ত হইলাম ॥৭৫-৭৬

হরিভক্তিসুধোদয়ে—

পাদং পূর্ব্বং কিল স্পৃষ্টা গঙ্গাভূৎ স্মর্তৃমোক্ষদা।
বিষ্ণোঃ সদ্যস্তু তৎসঙ্গি পাদাম্বু কথমীড্যতে ॥ ৭৭॥
তাপত্রয়ানলো যোঽসৌ ন শাম্যেৎ সকলাব্ধিভিঃ।
দ্রুতং শাম্যতি সোঽল্পেন শ্রীমদ্বিষ্ণুপদাম্বুনা ॥ ৭৮ ॥

অনুবাদ—হরিভক্তিসুধোদয়ে বলা হইয়াছে—পুরাকালে গঙ্গা শ্রীবিষ্ণুরচরণ স্পর্শ করিয়াই স্মরণকারীর সদ্যঃ মোক্ষদাত্রী হইয়াছেন, অতএব শ্রীবিষ্ণুর পাদোদকের স্তব কিরূপে করিব? সকল সমুদ্র একত্র মিলিত হইয়াও যে ত্রিতাপরূপ অগ্নিকে নির্ব্বাপণ করিতে পারে না, সেই অগ্নি অল্পপরিমাণ শ্রীবিষ্ণুর চরণামৃত দ্বারাই শীঘ্র নির্ব্বাপিত হয় ॥ ৭৭-৭৮ ॥

———

যুদ্ধাস্ত্রাভেদ্য-কবচং ভবাগ্নি-স্তম্ভনৌষধম্।
সর্ব্বাঙ্গৈঃ সর্ব্বথা ধার্য্যং পাদ্যং শুচিপদঃ সদা ॥৭৯
অমৃতত্বাবহং নিত্যং বিষ্ণুপাদাম্বু যঃ পিবেৎ।
স পিবত্যমৃতং নিত্যং মাসে মাসে তু দেবতাঃ ॥৮০॥

অনুবাদ—ভগবৎচরণপদ্মের পাদ্য যুদ্ধাস্ত্রের পক্ষে অভেদ্য কবচ স্বরূপ, ইহা সংসাররূপ অনলের স্তম্ভনকারী ঔষধ বিশেষ, অতএব সর্ব্বদা বিষ্ণুপাদোদক নাভির উপরে অর্থাৎ উর্দ্ধাঙ্গে ধারণ করিতে হয়। দেবগণ মাসে মাসে অমৃত সেবন করেন কিন্তু অমৃতত্ব সম্পাদক শ্রীহরির পাদোদক নিত্য পান করিলে তাহাতেই অমৃত পান করা হয় ॥ ৭৯-৮০ ॥

টীকা—সর্ব্বাঙ্গৈরিতি নাভেরূর্দ্ধাঙ্গৈরিতি জ্ঞেয়ঃ ॥৭৯

———

মাহাত্ম্যমিয়দিত্যস্য বক্তা যোঽপি স নির্ভয়ঃ।
নম্বনর্ঘমণের্ম্মূল্যং কল্পয়ন্নঘমশ্নুতে ॥ ৮১ ॥

অনুবাদ—এই ভাবে শ্রীবিষ্ণুপাদোদকের মাহাত্ম্য কীর্ত্তনকারীরও ভয় বিনষ্ট হয়। কিন্তু এই চরণামৃতরূপ অমূল্য মণির মূল্য অর্থাৎ ফলের পরিমাণ নির্দ্ধারণকারী পাপভাগী হইয়া থাকেন ॥ ৮১ ॥

———

অন্যত্রাপি—

স ব্রহ্মচারী স ব্রতী আশ্রমী চ সদা শুচিঃ।
বিষ্ণুপাদোদকং যস্য মুখে শিরসি বিগ্রহে ॥ ৮২ ॥
জন্ম-প্রভৃতি পাপানাং প্রায়শ্চিত্তং যদীচ্ছতি।
শালগ্রামশিলাবারি পাপহারি নিষেব্যতাম্ ॥ ৮৩ ॥

অনুবাদ—অন্যত্রও বলা হইয়াছে—মাথায়, মুখে ও শরীরে শ্রীবিষ্ণুপাদোদকের অবস্থিতি হইলে ব্রহ্মচারী, আশ্রমী, ব্রতী সততই পবিত্রতা লাভ করেন। যাহার আজন্ম সঞ্চিত পাতকরাশি ধ্বংস করিবার ইচ্ছা হইবে, সে সর্ব্বপাপহারী শ্রীশালগ্রামশিলোদক সেবন করুক ॥

———

অতএব তেজোদ্রবিণ-পঞ্চরাত্রে শ্রীব্রহ্মণোক্তম্—

পীঠপ্রণালাদুদকং পৃথগাদায় পুত্রক।
সিঞ্চয়েন্মূর্ধ্নি ভক্তানাং সর্ব্বতীর্থময়ং হি তৎ ॥
ইতি ॥ ৮৪ ॥

অনুবাদ—অতএব তেজোদ্রবিণ-পঞ্চরাত্রে শ্রীব্রহ্মা বলিয়াছেন—হে বৎস! শ্রীহরিপীঠপ্রণালী হইতে জল ভিন্নরূপে লইয়া ভক্তগণের মাথায় দিবে, কারণ ঐ জল সর্ব্ব তীর্থময় ॥ ৮৪ ॥

টীকা—পীঠং শ্রীভগবদাসনং, তস্য প্রণালাৎ ॥৮৪

———

পাদোদকস্য মাহাত্ম্যং বিখ্যাতং সর্ব্বশাস্ত্রতঃ।
লিখিতুং শক্নুয়াৎ কো হি সিন্ধূর্মীন্ গণয়ন্নপি ॥ ৮৫
বিশেষতশ্চ পাদোদং তুলসীদলসংযুতম্।
শঙ্খে কৃত্বা বৈষ্ণবেভ্যো দত্ত্বা প্রাগ্বৎ পিবেৎ স্বয়ম্ ॥৮৬

অনুবাদ—শ্রীবিষ্ণুপাদোদকের মাহাত্ম্য অখিলশাস্ত্র-মধ্যে বিখ্যাত। কখনও সমুদ্রতরঙ্গ গণনা করা সম্ভব হইলেও ইঁহার মাহাত্ম্য বর্ণনা সম্ভব নয়। বিশেষ করিয়া তুলসীদলসংযুক্ত শ্রীবিষ্ণুর চরণোদক শঙ্খে করিয়া মন্ত্র উচ্চারণ সহকারে বৈষ্ণবগণকে দিবে ও নিজে পান করিবে ॥ ৮৫-৮৬ ॥

টীকা—প্রাগ্বদিতি তন্মন্ত্রোচ্চারণাদি-বিধিনেত্যর্থঃ ॥ ৮৬ ॥

———

অথ শঙ্খকৃত-পাদোদক-মাহাত্ম্যম্

স্কান্দে শ্রীব্রহ্মনারদ সংবাদে—

কৃত্বা পাদোদকং শঙ্খে বৈষ্ণবানাং মহাত্মনাম্।
যো দদ্যাত্তুলসীমিশ্রং চান্দ্রায়ণশতং লভেৎ ॥ ৮৭ ॥

গৃহীত্বা কৃষ্ণপাদাম্বু শঙ্খে কৃত্বা তু বৈষ্ণবঃ ।
যো বহেৎ শিরসা নিত্যং স মুনিস্তাপসোত্তমঃ ॥৮৮॥

অনুবাদ—অনন্তর শঙ্খধৃত পাদোদকের মাহাত্ম্য স্কন্দপুরাণে শ্রীব্রহ্ম-নারদ-সংবাদে—তুলসীমিশ্রিত শ্রীবিষ্ণুচরণোদক শঙ্খে করিয়া যে ব্যক্তি বৈষ্ণব-মহাত্মাগণকে প্রদান করেন, শত চান্দ্রায়ণব্রতের ফল তাঁর প্রাপ্য হয়। শ্রীকৃষ্ণের চরণামৃত শঙ্খে করিয়া যিনি মস্তকে বহন করেন, তিনি মুনি এবং তাপসোত্তম বলিয়া পরিগণিত হন ॥ ৮৭-৮৮ ॥

পাদ্মে দেবদূত-বিকুণ্ডল-সংবাদে—
শালগ্রামশিলাতোয়ং যদি শঙ্খভৃতং পিবেৎ ।
হত্যাকোটিবিনাশঞ্চ কুরুতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৮৯ ॥

অনুবাদ—পদ্মপুরাণে দেবদূতা-বিকুণ্ডল-সংবাদে—শালগ্রামশিলা বিধৌত জল শঙ্খে করিয়া পান করিলে পানকারী ব্যক্তির কোটি হত্যা পাপ বিনষ্ট হয়, ইহাতে সন্দেহাবকাশ নাই ॥ ৮৯ ॥

অগস্ত্যসংহিতায়াম্—
শালগ্রামশিলাতোয়ং তুলসীদলবাসিতম্ ।
যে পিবন্তি পুনস্তেষাং স্তন্যপানং ন বিদ্যতে ॥
ইতি ॥ ৯০ ॥

অনুবাদ—অগস্ত্যসংহিতায় উক্ত হইয়াছে—তুলসীপত্রের মিশ্রণ হেতু সুগন্ধি শালগ্রামশিলাজল যাঁহারা পান করেন, তাঁহারা আর জন্ম গ্রহণ করিয়া মাতৃস্তন্য পান করেন না ॥ ৯০ ॥

শ্রীবিষ্ণোর্বৈষ্ণবানাঞ্চ পাবনং চরণোদকম্ ।
সর্ব্বতীর্থময়ং পীত্বা কুর্য্যাদাচমনং ন হি ॥ ৯১ ॥

অনুবাদ—শ্রীবিষ্ণুর ও বৈষ্ণবগণের পবিত্র পাদোদক সর্ব্বতীর্থস্বরূপ, উহা পান করিয়া পরে আচমন করা নিষেধ ॥ ৯১ ॥

টীকা—আচমনং ন হি নৈব কুর্য্যাদিতি অস্পৃশ্যস্পর্শনাদিনা কথঞ্চিৎ প্রাপ্তমাচমনং চরণোদকপানানন্তরং পুনস্তচ্ছুদ্ধয়ে ন কুর্য্যাৎ। যদ্বা, 'স্নাত্বা ভুক্ত্বা পয়ঃ পীত্বা' ইত্যাদিনা জলপানানন্তরং স্মৃতিবিহিতং যদাচমনং তচ্ছ্রীচরণোদকপানানন্তরং ন কার্য্যমিত্যর্থঃ। এবঞ্চ পিপাসয়া চরণোদকস্য পানং বিজ্ঞেয়ং, ন চ প্রাশনরূপমাচমনমাত্রমিতি ॥ ৯১ ॥

তদুক্তং স্কান্দে শিবেন—
বিষ্ণোঃ পাদোদকং পীত্বা পশ্চাদশুচিশঙ্কয়া ।
আচামতি চ যো মোহাদ্ ব্রহ্মহা স নিগদ্যতে ॥ ৯২ ॥

অনুবাদ—স্কন্দপুরাণে শ্রীশিব কহিয়াছেন—অশুচি বিবেচনায় অজ্ঞাতবশতঃ শ্রীবিষ্ণুচরণোদক ও ভক্তপাদোদক পান করিয়া আচমন করিলে ব্রহ্ম-হত্যার পাপ হয় ॥ ৯২ ॥

টীকা—অশুচি-শঙ্কয়া অশুদ্ধ্যাশঙ্কয়েত্যর্থঃ ॥৯২॥

শ্রুতিশ্চ—
ভগবান্ পবিত্রং, ভগবৎ-পাদৌ পবিত্রং,
ভগবৎ-পাদোদকং পবিত্রং ন তৎপান আচমনীয়ম্ ।
যথা হি সোম ইতি ॥ ৯৩ ॥

অনুবাদ—শ্রুতিতেও উক্ত হইয়াছে—শ্রীভগবান ও তাঁহার চরণযুগল পবিত্র, তাঁহার পাদোদকও পবিত্র, ঐ পাদোদক পান করিয়া আচমন করা নিষিদ্ধ, কারণ উহা সোম বলিয়া কথিত হইয়াছে ॥ ৯৩ ॥

সৌপর্ণে চ—
বিষ্ণুপাদোদকং পীত্বা ভক্তপাদোদকং তথা ।
য আচামতি সংমোহাদ্ ব্রহ্মহা স নিগদ্যতে ॥
ইতি ॥ ৯৪ ॥

অনুবাদ—গরুড়পুরাণেও ঐপ্রকার উক্তি রহিয়াছে, যথা—অজ্ঞতাহেতু শ্রীবিষ্ণুপাদোদক ও ভক্ত-পাদোদক পান করিয়া আচমন করিলে ব্রহ্মঘাতক বলিয়া চিহ্নিত হইতে হয় ॥ ৯৪ ॥

ততঃ শুদ্ধং পয়ঃপূর্ণং গন্ধপুষ্পাক্ষতান্বিতম্ ।
আধারোপরি সংন্যস্যেচ্ছঙ্খং ভগবদগ্রতঃ ॥ ৯৫ ॥

অনুবাদ—শ্রীচরণামৃত সেবনের পর জলপূর্ণ গন্ধ, পুষ্প ও আতপচাউল যুক্ত পবিত্র শঙ্খ শ্রীভগবানের সম্মুখে আধারের উপর রাখিবে, কারণ শঙ্খ মাটিতে রাখিতে নাই ॥ ৯৫ ॥

অথ শ্রীভগবদগ্রতঃ শঙ্খস্থাপন-মাহাত্ম্যম্

স্কান্দে ব্রহ্মনারদ-সংবাদে শঙ্খমাহাত্ম্যে—

পুরতো বাসুদেবস্য সপুষ্পং সজলাক্ষতম্।
শঙ্খমভ্যর্চ্চিতং পশ্যেৎ তস্য লক্ষ্মীর্ন দুর্ল্লভা ॥ ৯৬ ॥
সপুষ্পং বারিজং যস্য দুর্ব্বাক্ষত-সমন্বিতম্।
পুরতো বাসুদেবস্য তস্য শ্রীঃ সর্ব্বতোমুখী ॥ ৯৭ ॥

অনুবাদ—অতঃপর শ্রীভগবৎসম্মুখে শঙ্খস্থাপনের মাহাত্ম্য স্কন্দপুরাণে ব্রহ্ম-নারদ-সংবাদে—বাসুদেবের সম্মুখভাগে রক্ষিত, পূজিত, পুষ্প, জল ও আতপচাউল সমন্বিত শঙ্খ অবলোকন করিলে কমলা সুলভা হন। বাসুদেবের সম্মুখে যিনি পুষ্প, দুর্ব্বা ও তণ্ডুলযুক্ত শঙ্খ রক্ষা করেন, সকল বিষয়েই তাঁহার সৌভাগ্য লাভ হয় ॥ ৯৬-৯৭ ॥

টীকা—বারিজং শঙ্খঃ। পুরতস্তিষ্ঠতীতি শেষঃ ॥ ৯৭ ॥

গত্বাথ ভক্তিমান্ শ্রীমত্তুলস্যাঃ কাননে প্রভুম্।
সংপূজ্যাভ্যর্চ্চয়েত্তাঞ্চ শ্রীকৃষ্ণচরণপ্রিয়াম্ ॥ ৯৮ ॥

অনুবাদ—তাহার পর ভক্তির সহিত তুলসীবনে যাইয়া প্রভু শ্রীকৃষ্ণের পূজা সমাপণান্তে শ্রীকৃষ্ণ-প্রিয়া তুলসীর পূজা করিতে হইবে ॥ ৯৮ ॥

টীকা—তাং তুলসীঞ্চ ॥ ৯৮ ॥

অথ শ্রীতুলসীবনপূজা

প্রাগ্‌দত্ত্বার্ঘ্যং ততোভ্যর্চ্চ্য গন্ধপুষ্পাক্ষতাদিনা।
স্তুত্বা ভগবতীং তাঞ্চ প্রণমেৎ প্রার্থ্য দণ্ডবৎ ॥ ৯৯ ॥

অনুবাদ—অতঃপর তুলসীবনপূজা—প্রথমে অর্ঘ্য প্রদান করিয়া পরে গন্ধ, পুষ্প ও আতপচাউল প্রভৃতি দ্বারা পূজা করিতে হইবে। তারপর ভগবতী শ্রীতুলসীকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া প্রার্থনা করিতে হইবে ॥ ৯৯ ॥

অত্রার্ঘ্যমন্ত্রঃ

শ্রিয়ঃ শ্রিয়ে শ্রিয়াবাসে নিত্যং শ্রীধরসৎকৃতে।
ভক্ত্যা দত্তং ময়া দেবি অর্ঘ্যং গৃহ্ণ নমোঽস্তু তে ॥ ১০০

অনুবাদ—তুলসীকে অর্ঘ্যার্পণের মন্ত্র—হে দেবি তুলসি! তুমি কমলার আশ্রয় ও নিবাসস্থান। শ্রীধর সর্ব্বদা তোমাকে সমাদর করেন। ভক্তিসহকারে আমি তোমাকে অর্ঘ্য অর্পণ করিতেছি, গ্রহণ করুন, তোমাকে প্রণাম ॥ ১০০ ॥

টীকা—গৃহ্ণ গৃহাণ ॥ ১০০ ॥

পূজামন্ত্রঃ

নির্ম্মিতা ত্বং পুরা দেবৈরর্চ্চিতা ত্বং সুরাসুরৈঃ।
তুলসী হর মে পাপং পূজাং গৃহ্ণ নমোঽস্তু তে ॥ ১০১

অনুবাদ—পূজার মন্ত্র - হে তুলসি! দেবগণের দ্বারা পুরাকালে তুমি নির্ম্মিতা হইয়াছ। সুরাসুর সবাই তোমার পূজা করেন। তুমি আমার পাপ বিনাশ কর এবং আমার এই পূজা গ্রহণ কর, তোমাকে প্রণাম করি ॥ ১০১ ॥

টীকা—তুলসীতি—দীর্ঘান্ত-পাঠে সম্বোধনেঽপি ছন্দোভঙ্গভিয়া দৈর্ঘ্যমার্ষম্; যদ্বা, ত্বমিত্যস্য বিশেষণম্ ॥ ১০১ ॥

স্তুতিশ্চ

মহাপ্রসাদজননী সর্ব্বসৌভাগ্যবর্দ্ধিনী।
আধিব্যাধিহরী নিত্যং তুলসি ত্বং নমোঽস্তু তে ॥ ১০২

অনুবাদ—স্তুতি—হে দেবি তুলসি! তুমি সর্ব্ব সৌভাগ্য বৃদ্ধি কারিণী, মহাপ্রসাদ জননী এবং নিত্য আধিব্যাধিহরণকারিণী, তোমাকে নমস্কার ॥ ১০২ ॥

প্রার্থনা

শ্রিয়ং দেহি যশো দেহি কীর্ত্তিমায়ুস্তথা সুখম্।
বলং পুষ্টিং তথা ধর্ম্মং তুলসি ত্বং প্রসীদ মে ॥ ১০৩

অনুবাদ—প্রার্থনা—হে দেবি! তুমি আমাকে শ্রী, যশঃ, কীর্ত্তি, আয়ু, সুখ, বল, পুষ্টি ও ধর্ম্ম দান কর এবং আমার প্রতি প্রসন্ন হও ॥ ১০৩ ॥

প্রণামবাক্যম্

অবন্তীখণ্ডে—

যা দৃষ্টা নিখিলাঘসঙ্ঘশমনী স্পৃষ্টা বপুঃপাবনী,
রোগাণামভিবন্দিতা নিরসিনী সিক্তান্তকত্রাসিনী।
প্রত্যাসত্তিবিধায়িনী ভগবতঃ কৃষ্ণস্য সংরোপিতা,
ন্যস্তা তচ্চরণে বিমুক্তিফলদা তস্যৈ
তুলস্যৈ নমঃ ॥ ১০৪ ॥

অনুবাদ—প্রণামবাক্য বিষয়ে অবন্তীখণ্ডে যেরূপ বলা হইয়াছে—যাঁহার দর্শনে সমস্ত পাপ বিনষ্ট হয়, যাঁহাকে স্পর্শ করিলে দেহ পবিত্র হয়, যাঁহাকে বন্দনা করিলে রোগসমূহ নিবারিত হয়, সেচন করিলে যম-ভয় দূর হয়, রোপণ করিলে ভগবৎসান্নিধ্য লাভ হয় এবং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের চরণকমলে সমর্পণ করিলে মুক্তি ফল অর্থাৎ প্রেমভক্তি পাওয়া যায়, সেই শ্রীতুলসীমহারাণীকে প্রণাম করি ॥ ১০৪ ॥

টীকা—প্রত্যাসত্তিঃ সম্বন্ধবিশেষঃ; বিমুক্তিঃ বিশিষ্টা মুক্তিঃ, শ্রীবৈকুণ্ঠলোকপ্রাপ্তি-লক্ষণা, তদেব ফলং; যদ্বা, বিমুক্তের্মোক্ষস্য ফলং প্রেম-ভক্তিঃ তৎ দদাতীতি তথা সা ॥ ১০৪ ॥

ভগবত্যাস্তুলস্যাস্তু মাহাত্ম্যামৃতসাগরে।
লোভাৎ কূর্দ্দিতুমিচ্ছামি ক্ষুদ্রস্তৎ ক্ষম্যতাং ত্বয়া ॥১০৫

অনুবাদ—হে ভগবতি তুলসি! ক্ষুদ্র হইয়াও আমি লোভবশতঃ তোমার মাহাত্ম্যরূপ অমৃতসাগরে লম্ফদিতে ইচ্ছা করিতেছি, তুমি নিজগুণে তাহা ক্ষমা কর ॥ ১০৫ ॥

টীকা—শ্রীব্রহ্মাদ্যনির্ব্বাচ্যমপি ভগবৎপাদপদ্ম-প্রিয়তমায়াঃ শ্রীতুলস্যা মাহাত্ম্যং পরমোপাদেয়ত্বেন লোভতো লিখন্নাদৌ নিজচাপল্যাপরাধং ক্ষমাপয়তি ভগবত্যা ইতি। কূর্দ্দিতুম্ উৎপ্লুত্য নিপতিতুং ক্ষুদ্রোঽপ্যহম্ ॥ ১০৫ ॥

অথ তুলসীবনপূজা-মাহাত্ম্যম্

স্কান্দে—

শ্রবণদ্বাদশীযোগে শালগ্রামশিলার্চ্চনে।
যৎ ফলং সঙ্গমে প্রোক্তং তুলসীপূজনেন তৎ ॥১০৬॥

অনুবাদ—অতঃপর-তুলসীবন-পূজা মাহাত্ম্য সম্বন্ধে স্কন্দপুরাণে বলা হইয়াছে—সঙ্গমস্থানে শ্রবণ দ্বাদশী-যোগে শ্রীশালগ্রামশিলা পূজা করিলে যেফল হয়, তুলসীপূজা করিলেও সেই ফল হয়, এরূপ কথিত হইয়াছে ॥ ১০৬ ॥

গারুড়ে—

ধাত্রীফলেন যৎ পুণ্যং জয়ন্ত্যাং সমুপোষণে।
খগেন্দ্র! ভবতে নৃণাং তুলসী-পূজনেন তৎ ॥১০৭॥

অনুবাদ—গরুড়পুরাণে বলা হইয়াছে—আমলকী সেবন করিলে ও শ্রীজন্মাষ্টমী কিংবা জয়ন্তী দ্বাদশীতে উপবাস করিলে যে ফল লাভ হয়, হে খগরাজ! শ্রীতুলসীপূজা করিলে মনুষ্যগণ সেই ফলের অধিকারী হয় ॥ ১০৭ ॥

টীকা—ধাত্রীফলেনেতি—তদ্ভক্ষণাদিনেত্যর্থঃ। জয়ন্ত্যাং জন্মাষ্টম্যাং মহাদ্বাদশীভেদে বা উপবাসে চ যৎ পুণ্যং; যদ্বা, জয়ন্ত্যপোষণে ধাত্রীফলস্নানাদিনা যৎ পুণ্যং ভবতে ভবতি ॥ ১০৭ ॥

প্রয়াগস্নাননিরতৌ কাশ্যাং প্রাণবিমোক্ষণে।
যৎ ফলং বিহিতং দেবৈস্তুলসী-পূজনেন তৎ ॥১০৮॥

অনুবাদ—দেবতাগণ কাশীতে দেহত্যাগের এবং প্রত্যহ প্রয়াগস্নানের যে ফল নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, শ্রীতুলসীপূজা করিলে সেই ফল লাভ হয়। ইহাতে সন্দেহ নাই ॥ ১০৮ ॥

অগস্ত্যসংহিতায়াম্—

চতুর্ণামপি বর্ণানামাশ্রমাণাং বিশেষতঃ।
স্ত্রীণাঞ্চ পুরুষাণাঞ্চ পূজিতেষ্টং দদাতি হি ॥ ১০৯ ॥
তুলসী রোপিতা সিক্তা দৃষ্টা স্পৃষ্টা চ পাবয়েৎ।
আরাধিতা প্রযত্নেন সর্ব্বকামফলপ্রদা ॥ ১১০ ॥

অনুবাদ—অগস্ত্যসংহিতায় উক্ত হইয়াছে—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়াদি চতুর্বর্ণ মধ্যে বিশেষ করিয়া চারি আশ্রমের মধ্যে নরনারী যে কেহ তুলসীপূজা করিলে তুলসী তাহাকে ইষ্টফল প্রদান লাভ করেন ॥১০৯॥

অনুবাদ—তুলসী রোপণ, তুলসীকে জলদান, তুলসী বৃক্ষ দর্শন ও তাঁহাকে স্পর্শ করিলে পবিত্রতা লাভ হয় এবং সযত্নে আরাধনা করিলে সর্ব্বপ্রকার বাঞ্ছা সিদ্ধ হয় ॥ ১১০ ॥

কিঞ্চ—

প্রদক্ষিণং ভ্রমিত্বা যে নমস্কুর্ব্বন্তি নিত্যশং ।
ন তেষাং দুরিতং কিঞ্চিদক্ষীণমবশিষ্যতে ॥ ১১১ ॥

অনুবাদ—আরও বলা হইয়াছে—প্রত্যহ প্রদক্ষিণ-পূর্ব্বক যাঁহারা তুলসীকে প্রণাম করেন, তাঁহাদের কোন পাপই ধ্বংস হইতে বাকী থাকে না অর্থাৎ সমস্ত পাপই নিঃশেষে নষ্ট হয় ॥ ১১১ ॥

বৃহন্নারদীয়ে যজ্ঞধ্বজোপ্যাখ্যানান্তে—

পূজ্যমানা চ তুলসী যস্য বেশ্মনি তিষ্ঠতি ।
তস্য সর্ব্বাণি শ্রেয়াংসি বর্দ্ধন্তেঽহরহদ্বিজাঃ ॥১১২॥

অনুবাদ—বৃহন্নারদীয়পুরাণে যজ্ঞধ্বজোপাখ্যা-নের শেষভাগে বলা হইয়াছে—প্রত্যহ পূজিতা তুলসী যে আলয়ে অবস্থান করেন, হে দ্বিজগণ! তথায় প্রতি-দিন সর্ব্বপ্রকার মঙ্গল বৃদ্ধি পাইতে থাকে ॥ ১১২ ॥

অতএব পাদ্মে দেবদূত-বিকুণ্ডল-সংবাদে—

পক্ষে পক্ষে তু সংপ্রাপ্তে দ্বাদশ্যাং বৈশ্যসত্তম ।
ব্রহ্মাদয়োঽপি কুর্ব্বন্তি তুলসীবন-পূজনম্ ॥ ১১৩ ॥

অনুবাদ—অতএব পদ্মপুরাণে দেবদূত-বিকুণ্ডল-সংবাদে বলা হইয়াছে—হে বৈশ্য শ্রেষ্ঠ! প্রতিপক্ষের দ্বাদশী তিথির সমাগমে ব্রহ্মাদি দেবতাগণও তুলসী কাননের পূজা করেন ॥ ১১৩ ॥

অথ শ্রীতুলসীস্তুতি-মহিমা

অনন্যমনসা নিত্যং তুলসীং স্তৌতি যো নরঃ ।
পিতৃদেবমনুষ্যাণাং প্রিয়ো ভবতি সর্ব্বদা ॥ ১১৪ ॥

অনুবাদ—অতএব শ্রীতুলসীস্তুতির মহিমা—অনন্য মনে প্রত্যহ শ্রীতুলসীর স্তবকারী ব্যক্তি পিতৃ-গণের, দেবগণের ও মনুষ্যগণের প্রীতি ভাজন হইয়া থাকেন ॥ ১১৪ ॥

অথ তুলসীবন-মাহাত্ম্যম্

স্কান্দে—

রতিং বধ্নাতি নান্যত্র তুলসীকাননং বিনা ।
দেবদেবো জগৎস্বামী কলিকালে বিশেষতঃ ॥১১৫॥
হিত্বা তীর্থসহস্রাণি সর্ব্বানপি শিলোচ্চয়ান্ ।
তুলসীকাননে নিত্যং কলৌ তিষ্ঠতি কেশবঃ ॥১১৬॥

অনুবাদ—অতঃপর তুলসীবনমাহাত্ম্য সম্বন্ধে স্কন্দ-পুরাণে—জগৎপতি তুলসীকানন ব্যতীত অন্য কোন বস্তুতেই এই কলিকালে প্রীত হন না। শ্রীকেশব হাজার হাজার তীর্থক্ষেত্র ও পর্ব্বতসমূহ পরিহার করিয়া বিশেষ করিয়া কলিকালে তুলসীবনেই নিত্য অবস্থান করেন ॥ ১১৫-১১৬ ॥

নিরীক্ষিতা নরৈর্যস্তু তুলসী-বনবাটিকা ।
রোপিতা যৈশ্চ বিধিনা সংপ্রাপ্তং পরমং পদম্ ॥১১৭

অনুবাদ—নিয়মসম্মত ভাবে তুলসীরোপণকারী মনুষ্যগণ বা তুলসীবন দর্শনকারী জনগণ পরমপদ লাভ করিয়া থাকেন ॥ ১১৭ ॥

ন ধাত্রী সফলা যত্র ন বিষ্ণুস্তুলসীবনম্ ।
তৎ শ্মশানসমং স্থানং সন্তি যত্র ন বৈষ্ণবাঃ ॥১১৮॥
কেশবার্থে কলৌ যে তু রোপয়ন্তীহ ভূতলে ।
কিং করিষ্যত্যসন্তুষ্টো যমোঽপি সহ কিঙ্করৈঃ ॥১১৯

অনুবাদ—ফলদানকারী ধাত্রীবৃক্ষ, শ্রীবিষ্ণুবিগ্রহ, তুলসীবন বা বৈষ্ণবগণ যে স্থানে না থাকেন, তাহা শ্মশানতুল্য। কলিকালে যাঁহারা এই পৃথিবীতে শ্রীকেশবের জন্য তুলসীরোপণ করেন, যমরাজ ও তাঁহার দূতেরা রাগান্বিত হইয়াই বা তাঁহাদের কি করিবেন? অর্থাৎ এই প্রকার ব্যক্তিদের উপর যমের কোন অধিকার নাই ॥ ১১৮-১১৯ ॥

তুলস্যা রোপণং কার্য্যং শ্রবণেন বিশেষতঃ।
অপরাধসহস্রাণি ক্ষমতে পুরুষোত্তমঃ ॥ ১২০ ॥

অনুবাদ—বিশেষ করিয়া শ্রবণানক্ষত্রের যোগে তুলসী রোপণ করিতে হয়। এরূপ করিলে পুরুষোত্তম শ্রীহরি রোপণকারী ব্যক্তির সহস্র অপরাধ মার্জ্জনা করেন ॥ ১২০ ॥

দেবালয়েষু সর্ব্বেষু পুণ্যক্ষেত্রেষু যো নরঃ।
বাপয়েত্তুলসীং পুণ্যাং তত্তীর্থং চক্রপাণিনঃ ॥১২১॥
ঘটৈর্যন্ত্রঘটীভিশ্চ সিঞ্চিতং তুলসীবনম্।
জলধারাভিবিপ্রেন্দ্র প্রীণিতং ভুবনত্রয়ম্ ॥ ১২২ ॥

অনুবাদ—হে বিপ্রবর! মনুষ্যগণ যে সকল দেবমন্দিরে বা পুণ্য ভূমিতে পবিত্র তুলসীবৃক্ষ রোপণ করেন, সেই সমস্ত স্থানই চক্রধারী শ্রীহরির তীর্থ-স্বরূপ। ঘট বা যন্ত্রঘটী দ্বারা তুলসী কাননে জল সেচন করিলে ঐ জলধারা দ্বারা ত্রিভুবনের তৃপ্তি সাধিত হয় ॥ ১২১-১২২ ॥

টীকা—জলধারাভিঃ সিঞ্চিতং সিক্তম্ ॥ ১২২ ॥

তত্রৈব শ্রীব্রহ্ম-নারদ-সংবাদে—

তুলসীগন্ধমাদায় যত্র গচ্ছতি মারুত।
দিশো দশ চ পূতাঃ স্যুর্ভূতগ্রামশ্চতুর্ব্বিধঃ ॥ ১২৩ ॥
তুলসীকাননোদ্ভূতা ছায়া যত্র ভবেদ্দ্বিজ।
তত্র শ্রাদ্ধং প্রদাতব্যং পিতৄণাং তৃপ্তিহেতবে ॥১২৪॥
তুলসীবীজনিকরঃ পততে যত্র নারদ।
পিণ্ডদানং কৃতং তত্র পিতৃণাং দত্তমক্ষয়ম্ ॥ ১২৫ ॥

অনুবাদ—স্কন্দপুরাণেরই শ্রীব্রহ্ম-নারদ-সংবাদে বলা হইয়াছে—যে স্থানে বাতাস তুলসীর গন্ধ বহিয়া প্রবাহিত হয়, হে দ্বিজ! তাহার দশদিক্ ও চারি প্রকার প্রাণীই পবিত্র হয়। তুলসীবনের ছায়া যেখানে পতিত হয়, হে নারদ! পিতৃগণের তৃপ্তি উৎপাদনের নিমিত্ত সে স্থানে শ্রাদ্ধ কার্য্য করা কর্ত্তব্য। তুলসীবীজ যেখানে পতিত হয়, সেই স্থানে পিতৃগণের উদ্দেশ্যে পিণ্ড-দান করিলে তাহা অক্ষয় হইয়া থাকে ॥১২৩-১২৫॥

টীকা—চতুর্ব্বিধং জরায়ুজাণ্ডজ-স্বেদজোদ্ভিজ্জ-ভেদেন ॥ ১২৩ ॥

তত্রৈবাগ্রে—

দৃষ্টা স্পৃষ্টা তথা ধ্যাতা কীর্ত্তিতা নমিতা শ্রুতা।
রোপিতা সেবিতা নিত্যং পূজিতা তুলসী শুভা ॥১২৬

অনুবাদ—ঐ ব্রহ্ম-নারদ-সংবাদেরই অগ্রে—প্রত্যহ তুলসীর দর্শন, স্পর্শন, ধ্যান, কীর্ত্তন, প্রণাম, শ্রবণ, রোপণ, পরিচর্য্যা বা পূজা যাহা কিছু করা যায় তাহাতেই কল্যাণ লাভ হইয়া থাকে ॥ ১২৬ ॥

টীকা—নমিতা, নতা, সেবিতা জলসেকাদিনা ॥১২৬

নবধা তুলসীং নিত্যং যে ভজন্তি দিনে দিনে।
যুগকোটি-সহস্রাণি তে বসন্তি হরের্গৃহে ॥ ১২৭ ॥
রোপিতা তুলসী যাবৎ কুরুতে মূলবিস্তরম্।
তাবৎ-কোটিসহস্রন্তু তনোতি সুকৃতং কলৌ ॥১২৮॥

অনুবাদ—নিত্য এই নয় প্রকারে যাঁহারা শ্রীতুলসীর পরিচর্য্যা করেন, তাঁহারা সহস্র কোটিযুগ পর্য্যন্ত শ্রীহরিধামে বাস করিয়া থাকেন। এই কলিযুগে তুলসী রোপিতা হইয়া যত মূল বিস্তার করেন, রোপণকারী ব্যক্তির পুণ্যও তত সহস্রকোটি বিস্তার লাভ করে ॥ ১২৭-১২৮ ॥

যাবচ্ছাখাপ্রশাখাভিবীজপুষ্পৈঃ ফলৈর্মুনে।
রোপিতা তুলসী পুংভিবর্দ্ধতে বসুধাতলে ॥ ১২৯ ॥
কুলে তেষান্তু যে জাতা যে ভবিষ্যন্তি যে মৃতাঃ।
আকল্পং যুগসাহস্রং তেষাং বাসো হরের্গৃহে ॥১৩০॥

অনুবাদ—এই পৃথিবীতে তুলসী রোপিতা হইয়া যত শাখা, প্রশাখা, বীজ, পুষ্প ও ফলে বৃদ্ধি পাইতে থাকেন, হে মুনে! সেই রোপণকারী মনুষ্যগণের কুলে যাঁহারা জন্মিয়াছেন, যাঁহারা জন্মিয়াছিলেন ও যাঁহারা জন্মাইবেন তাঁহারাও ব্রহ্মপরিমাণে সহস্র যুগ-কাল শ্রীহরিধামে বাস করেন ॥ ১২৯-১৩০ ॥

টীকা—প্রশাখা উপশাখাঃ; তেষাং কুলে যাবন্তঃ পুরুষাঃ, তানেবাহ—যে জাতা ইত্যাদি। আকল্পং ব্রহ্মদিনং ব্যাপ্য যৎ যুগসাহস্রং, তৎ প্রাপ্য ॥১২৯-১৩০

তত্রৈব চাবন্তীখণ্ডে—

তুলসী যে বিচিন্বন্তি ধন্যাস্তৎ-করপল্লবাঃ।
কেশবার্থে কলৌ যে চ রোপয়ন্তীহ ভূতলে॥ ১৩১॥
স্নানে দানে তথা ধ্যানে প্রাশনে কেশবার্চ্চনে।
তুলসী দহতে পাপং রোপণে কীর্ত্তনে কলৌ॥১৩২॥

অনুবাদ—ঐ স্কন্দপুরাণেরই অবন্তীখণ্ডে বলা বলা হইয়াছে—কলিযুগে পৃথিবীতে শ্রীকেশবের প্রীতি বিধানের জন্য যাঁহারা তুলসী চয়ন ও রোপণ করেন, তাঁহাদের হাত ধন্য। এই কালে স্নানে, দানে, ধ্যানে, ভক্ষণে ও কেশবপূজায় তুলসী ব্যবহার এবং তুলসী রোপণ ও তুলসীমহিমা-কীর্ত্তন করিলে শ্রীতুলসী পাপরাশিকে দাহ করেন॥ ১৩১-১৩২॥

টীকা—যে চ রোপয়ন্তি, তে ধন্যা ইত্যাদি॥১৩১

কাশীখণ্ডে স্বদূতান্ প্রতি শ্রীযমানুশাসনে—

তুলস্যলঙ্কৃতা যে যে তুলসী-নাম-জাপকাঃ।
তুলসীবনপালা যে তে ত্যাজ্যা দূরতো ভটাঃ॥১৩৩॥

অনুবাদ—কাশীখণ্ডে শ্রীযমরাজ নিজের দূতগণকে কহিতেছেন—যাঁহারা তুলসীভূষণে ভূষিত, তুলসী-নাম জপকারী ও তুলসীকানন রক্ষক, হে দূতগণ! দূর হইতে তাঁহাদিগকে পরিহার করিবে॥ ১৩৩॥

তথৈব ধ্রুবচরিতে—

তুলসী যস্য ভবনে প্রত্যহং পরিপূজ্যতে।
তদ্গৃহং নোপসর্পন্তি কদাচিৎ যমকিঙ্করাঃ॥ ১৩৪॥

অনুবাদ—ধ্রুবচরিতেও এই বিষয়ে বলা হইয়াছে. যথা—যাঁহার আলয়ে প্রত্যহ শ্রীতুলসীর আরাধনা হয়, সেই সমস্ত গৃহ যমদূতগণের দর্শনে বঞ্চিত থাকে, অর্থাৎ যমদূতের সেখানে যাইতে পারে না॥ ১৩৪॥

পাদ্মে দেবদূত-বিকুণ্ডল-সংবাদে—

ন পশ্যন্তি যমং বৈশ্য তুলসীবনরোপণাৎ।
সর্ব্বপাপহরং সর্ব্বকামদং তুলসীবনম্॥ ১৩৫॥
তুলসীকাননং বৈশ্য গৃহে যস্মিংস্তু তিষ্ঠতে।
তদ্গৃহং তীর্থভূতং হি নো যান্তি যমকিঙ্করাঃ॥১৩৬
তাবদ্বর্ষসহস্রাণি যাবদ্বীজদলানি চ।
বসন্তি দেবলোকে তু তুসলীং রোপয়ন্তি যে॥১৩৭॥
তুলসীগন্ধমাঘ্রায় পিতরস্তুষ্টমানসাঃ।
প্রয়ান্তি গরুড়ারূঢ়াস্তৎপদং চক্রপাণিনঃ॥ ১৩৮॥

অনুবাদ—পদ্মপুরাণে দেবদূত-বিকুণ্ডল-সংবাদে বলা হইয়াছে—হে বৈশ্য! সর্ব্বপ্রকার কামনাপূরণ-কারী, সর্ব্বপ্রকার পাপ হরণকারী তুলসীকানন রোপণ করিলে যম দর্শনের সম্ভাবনা লুপ্ত হয়। যে গৃহে তুলসীবন বিরাজিত, তাহা তীর্থস্বরূপ। যমদূতেরা ঐ সমস্ত গৃহের নিকটবর্ত্তী হইতে পারে না। তুলসী রোপণকারী ব্যক্তিগণের তুলসীর বীজ ও পত্রের সংখ্যা অনুযায়ী তত হাজার বৎসর সুরলোকে বাস হয়। তুলসীর গন্ধ সেবন করিয়া পিতৃগণ সানন্দে গরুড়ের পিঠে চড়িয়া চক্রপাণির বৈকুণ্ঠধামে গমন করেন॥ ১৩৫-১৩৮॥

টীকা—তৎ শ্রীবৈকুণ্ঠাখ্যম্ অনির্ব্বচনীয়ং বা পদম্॥ ১৩৮॥

দর্শনং নর্ম্মদায়াস্তু গঙ্গাস্নানং বিশাংবর।
তুলসীদলসংস্পর্শঃ সমমেতত্রয়ং স্মৃতম্॥ ১৩৯॥
রোপণাৎ পালনাৎ সেকাৎ দর্শনাৎ স্পর্শনান্নৃণাম্।
তুলসী দহতে পাপং বাঙ্মনঃকায়সঞ্চিতম্॥ ১৪০॥

অনুবাদ—হে বৈশ্যবর! গঙ্গাস্নান, নর্ম্মদাদর্শন, তুলসীপত্র সংস্পর্শ, এই তিনটিই সমমূল্য বলিয়া বিবেচিত হয়। তুলসী রোপণ, পালন, জলসেচন দর্শন এবং স্পর্শন করিলে মনুষ্যগণের দেহ, বাক্য ও মনে সঞ্চিত পাতকসমূহ ভস্মীভূত হইয়া যায়॥১৩৯-১৪০॥

আম্রবৃক্ষসহস্রেণ পিপ্পলানাং শতেন চ।
যৎ ফলং হি তদেকেন তুলসীবিটপেন তু॥ ১৪১॥
বিষ্ণুপূজনসংযুক্তস্তুলসীং যস্তু রোপয়েৎ।
যুগাযুতদশৈকং স রোপকো রমতে দিবি॥ ১৪২॥

অনুবাদ—হে বৈশ্য! এক হাজার আমগাছ ও একশত পিপ্পল গাছে যে ফল, তুলসীর একটি মাত্র ডালে সেই ফল হইয়া থাকে। বিষ্ণুপূজক যে ব্যক্তি

তুলসী রোপণ করেন, তিনি লক্ষযুগ সময় পরমানন্দে দেবলোকে অবস্থান করেন ॥ ১৪১-১৪২॥

———

তত্রৈব বৈশাখমাহাত্ম্যে—

পুষ্করাদীনি তীর্থানি গঙ্গাদ্যাঃ সরিতস্তথা।
বাসুদেবাদয়ো দেবা বসন্তি তুলসীদলে ॥ ১৪৩ ॥

অনুবাদ—ঐ পদ্মপুরাণেরই বৈশাখ-মাহাত্ম্যে উল্লিখিত হইয়াছে যে—পুষ্করাদি তীর্থগণ, গঙ্গাদি নদীগণ ও বাসুদেবাদি দেবগণ তুলসীর পাতায় পাতায় অবস্থান করেন ॥ ১৪৩ ॥

———

দারিদ্র্য-দুঃখ-রোগার্ত্তি-পাপানি সুবহূন্যপি।
তুলসী হরতি ক্ষিপ্রং রোগানিব হরীতকী ॥ ১৪৪ ॥

অনুবাদ হরিতকী যে-প্রকার রোগের উপশম ঘটায়, সেই-প্রকার তুলসীও বহু বহু দারিদ্রক্লেশ, রোগ ও পাতক নাশ করেন ॥ ১৪৪ ॥

———

তত্রৈব কার্ত্তিক-মাহাত্ম্যে—

যদ্গৃহং তুলসী ভাতি রক্ষাভির্জলসেচনৈঃ।
তদ্গৃহং যমদূতাশ্চ দূরতো বর্জ্জয়ন্তি হি ॥ ১৪৫ ॥

অনুবাদ—ঐ পদ্মপুরাণেই কার্ত্তিকমাহাত্ম্য-প্রসঙ্গে বর্ণিত হইয়াছে—কাঁটার বেড়া দিয়া সযত্নে রক্ষিত এবং জলসেচনাদি দ্বারা বর্দ্ধিত তুলসী যে গৃহে বিরাজ করেন, যমদূতগণ দূর হইতেই সেই গৃহ পরিহার করে ॥ ১৪৫ ॥

টীকা—রক্ষাভিঃ কণ্টকাবরণাদিভিঃ ॥ ১৪৫ ॥

———

তুলস্যাস্তর্পণং যে চ পিতৄনুদ্দিশ্য মানবাঃ।
কুর্ব্বন্তি তেষাং পিতরস্তৃপ্তা বর্ষাযুতং জলৈঃ ॥১৪৬॥
পরিচর্য্যাঞ্চ যে তস্যাঃ রক্ষয়াবালবন্ধনৈঃ।
শুশ্রূষিতো হরিস্তৈস্তু নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ১৪৭ ॥

অনুবাদ—তুলসীমিশ্রিত জলদ্বারা তর্পণকারী ব্যক্তিবর্গের পিতৃগণ সেই জলে দশ হাজার বৎসর তৃপ্ত থাকেন। যাঁহারা আলবাল বন্ধনদ্বারা রক্ষা ও পরিচর্য্যা করিয়া তুলসীর সেবা করেন, তাঁহারা শ্রীহরির পূজাই করেন, ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই ॥ ১৪৬-১৪৭ ॥

টীকা—আবালম্ আলবালং তদ্বন্ধনৈর্যা রক্ষা, তয়া পরিচর্য্যাং যে কুর্ব্বন্তীতি শেষঃ ॥১৪৬-১৪৭॥

———

নাবজ্ঞা জাতু কার্য্যাস্যা বৃক্ষভাবান্মনীষিভিঃ।
যথা হি বাসুদেবস্য বৈকুণ্ঠে ভোগবিগ্রহঃ ॥ ১৪৮ ॥
শালগ্রামশিলারূপং স্থাবরং ভুবি দৃশ্যতে।
তথা লক্ষ্ম্যেক্যমাপন্না তুলসী ভোগবিগ্রহা ॥ ১৪৯ ॥
অপরং স্থাবরং রূপং ভুবি লোকহিতায় বৈ।
স্পৃষ্টা দৃষ্টা রক্ষিতা চ মহাপাতকনাশিনী ॥১৫০॥

অনুবাদ—বিবুধগণ তুলসীকে গাছ মনে করিয়া যেন কখনও অবহেলা না করেন। বৈকুণ্ঠে বাসুদেব বিগ্রহের শালগ্রামশিলারূপী প্রস্তরময় দেহ ধরণীতে দেখা যায়, সেই প্রকার শ্রীলক্ষ্মীদেবীর আর এক স্থাবর দেহরূপে তুলসী লোকহিতের জন্য এই ধরা-ধামে বিরাজিতা আছেন। এই তুলসী স্পর্শে, দর্শনে ও পালনে মহাপাতকসমূহ নষ্ট হয় ॥ ১৪৮-১৫০ ॥

———

অগস্ত্যসংহিতায়াম্—

বিষ্ণোস্ত্রৈলোক্যনাথস্য রামস্য জনকাত্মজা।
প্রিয়া তথৈব তুলসী সর্ব্বলোকৈকপাবনী ॥ ১৫১ ॥
তুলসী-বাটিকা যত্র পুষ্পান্তরশতাবৃতা।
শোভতে রাঘবস্তত্র সীতয়া সহিতঃ স্বয়ম্ ॥ ১৫২ ॥
তুলসীবিপিনস্যাপি সমন্তাৎ পাবনং স্থলম্।
ক্রোশমাত্রং ভবত্যেব গাঙ্গেয়স্যেব পাথসঃ ॥ ১৫৩ ॥
তুলসীসন্নিধৌ প্রাণান্ যে ত্যজন্তি মুনীশ্বর।
ন তেষাং নরকক্লেশঃ প্রয়ান্তি পরমং পদম্ ॥ ১৫৪ ॥

অনুবাদ—অগস্ত্যসংহিতায় বলা হইয়াছে—জনক-নন্দিনী যেমন রামবিগ্রহধারী ত্রিলোকনাথ শ্রীবিষ্ণুর প্রেয়সী, সেইরূপ সমস্ত লোকের পরিত্রাণকারিণী তুলসীও শ্রীবিষ্ণুর প্রেয়সী। যে স্থানে মধ্যে মধ্যে বিবিধ পুষ্পে পরিশোভিত তুলসীবন থাকে, স্বয়ং শ্রীরামচন্দ্র সেখানে সীতাদেবীর সহিত বর্ত্তমান থাকেন। হে মুনিশ্রেষ্ঠ! গঙ্গার চতুর্দ্দিকবর্ত্তী একক্রোশ স্থান যেমন

পবিত্র সেই প্রকার তুলসীবনের চারিদিকের এক-ক্রোশ স্থান পবিত্র। তুলসীর সন্নিধানে প্রাণত্যাগ-কারী ব্যক্তিগণের নরকযাতনা রহিত হয়, তাঁহারা বৈকুণ্ঠধামে গমন করেন ॥ ১৫১-১৫৪ ॥

টীকা—তথৈবেতি—যথা জনকাত্মজা সীতা প্রিয়া, তথা তুলসী চেত্যর্থঃ ॥ ১৫১ ॥

কিঞ্চ—

অনন্যদর্শনাঃ প্রাতর্যে পশ্যন্তি তপোধন।
অহোরাত্রকৃতং পাপং তৎক্ষণাৎ প্রহরন্তি তে ॥১৫৫

অনুবাদ—আরও যথা—প্রভাতে যাঁহারা বিছানা ছাড়িয়া প্রথমেই তুলসী দর্শন করেন, হে তপোধন! তাঁহাদের দিবারাত্র-কৃত পাতক তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হয় ॥ ১৫৫ ॥

টীকা—প্রহরন্তি প্রকর্ষেণ হরন্তি বিনাশয়ন্তি, স্বস্যান্যেষামপি বা ॥ ১৫৫ ॥

গারুড়ে—

কৃতং যেন মহাভাগ তুলসীবনরোপণম্।
মুক্তিস্তেন ভবেদ্দত্তা প্রাণিনাং বিনতাসুত ॥ ১৫৬॥
তুলসী বাপিতা যেন পুণ্যারামে বনে গৃহে।
পক্ষীন্দ্র তেন সত্যোক্তং লোকাঃ
সপ্ত প্রতিষ্ঠিতাঃ ॥ ১৫৭ ॥

অনুবাদ—গরুড়পুরাণে বলা হইয়াছে—হে পক্ষি-রাজ! হে বিনতানন্দন! তুলসীবন রোপণকারী ব্যক্তি তাঁহার প্রাণিগণকে মুক্ত করিয়াছেন। হে পক্ষীন্দ্র! যিনি পবিত্র উপবন, বন ও গৃহে তুলসী রোপণ করিয়াছেন, তিনি সপ্তলোক সংস্থাপন করিলেন, আমি ইহা সত্য করিয়া বলিতেছি ॥ ১৫৬-১৫৭ ॥

টীকা—সত্যোক্তং সত্যবচনমেবৈতদিত্যর্থঃ ॥১৫৭

তুলসীকাননে যস্তু মুহূর্ত্তমপি বিশ্রমেৎ।
জন্মকোটিকৃতাৎ পাপান্মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥১৫৮॥
প্রদক্ষিণাং যঃ কুরুতে পঠন্নাম-সহস্রকম্।
তুলসীকাননে নিত্যং যজ্ঞাযুতফলং লভেৎ ॥১৫৯॥

অনুবাদ—এক মুহূর্ত্তকালও তুলসীবনে অবস্থান-কারী ব্যক্তি কোটি জন্মকৃত পাতক হইতে মুক্ত হন, ইহাতে সন্দেহাবকাশ নাই। যিনি প্রত্যহ সহস্রনাম পাঠ করিতে করিতে তুলসীকানন প্রদক্ষিণ করেন, তিনি দশ হাজার যজ্ঞের ফলভাগী হন ॥১৫৮-১৫৯॥

হরিভক্তিসুধোদয়ে—

নিত্যং সন্নিহিতো বিষ্ণুঃ সস্পৃহস্তুলসীবনে।
অপি মেঽক্ষতপত্রৈকং কশ্চিদ্ধন্যোঽর্পয়েদিতি ॥ ১৬০

অনুবাদ—হরিভক্তিসুধোদয়ে বলা হইয়াছে—একটি অখণ্ড তুলসীপত্র কোন ভাগ্যবান ব্যক্তি-কর্ত্তৃক প্রদত্ত হইবে, এই আশায় শ্রীবিষ্ণু সর্ব্বদা তুলসী কাননবাসী হইয়া অবস্থান করেন ॥ ১৬০ ॥

বৃহন্নারদীয়ে গঙ্গাপ্রসঙ্গে—

সংসার-পাপবিচ্ছেদি গঙ্গানাম প্রকীর্ত্তিতম্।
তথা তুলস্যা ভক্তিশ্চ হরিকীর্ত্তিপ্রবক্তরি ॥ ১৬১ ॥

অনুবাদ—বৃহন্নারদীয়পুরাণে গঙ্গাপ্রসঙ্গে বর্ণিত আছে—গঙ্গার নাম কীর্ত্তন দ্বারা যেরূপ সংসারপাপ দূর হয়, তুলসী এবং শ্রীহরিগুণ কীর্ত্তনকারীর প্রতি ভক্তি দেখাইলেও সেই ফল প্রাপ্তি হয় ॥ ১৬১ ॥

টীকা—যথা তুলস্যা নাম চ, হরিকীর্ত্তিপ্রবক্তরি ভক্তিশ্চ ॥ ১৬১ ॥

তুলসীকাননং যত্র যত্র পদ্মবনানি চ।
পুরাণপঠনং যত্র তত্র সন্নিহিতো হরিঃ ॥ ১৬২ ॥

অনুবাদ—তুলসীকাননে, পদ্মবনে এবং পুরাণশাস্ত্র পাঠ স্থলে শ্রীহরি সর্ব্বদা বাস করেন ॥ ১৬২ ॥

তত্রৈব যম-ভগীরথ-সংবাদে—

তুলসীরোপণং যে তু কুর্ব্বতে মনুজেশ্বর।
তেষাং পুণ্যফলং বক্ষ্যে বদতস্তং নিশাময় ॥১৬৩॥
সপ্তকোটিকুলৈর্যুক্তো মাতৃতঃ পিতৃতস্তথা।
বসেৎ কল্পশতং সাগ্রং নারায়ণসমীপগঃ ॥ ১৬৪ ॥

অনুবাদ—ঐ বৃহন্নারদীয়পুরাণে শ্রীযম-ভগীরথ-সংবাদে—যাঁহারা তুলসী রোপণ করেন, হে রাজন্। এক্ষণে তাঁহাদের পুণ্যের কথা কহিতেছি মন দিয়া শ্রবণ কর। তাঁহারা পিতৃকুলের সপ্তকোটি ও মাতৃকুলের সপ্তকোটি পুরুষের সহিত শ্রীনারায়ণের নিকট কিঞ্চিদধিক শতকল্পকাল অবস্থান করেন ॥১৬৩-১৬৪

তৃণানি তুলসীমূলাৎ যাবন্ত্যপহিনোতি বৈ।
তাবতীর্ব্রহ্মহত্যা হি ছিনত্ত্যেব ন সংশয়ঃ ॥ ১৬৫ ॥

অনুবাদ—তুলসীবৃক্ষের মূল হইতে যত পরিমাণে ঘাস তুলিয়া ফেলা যায়, তত পরিমাণ ব্রহ্মহত্যা জনিত পাতক ধ্বংস হয়, ইহাতে সংশয় নাই॥ ১৬৫॥

টীকা—অপহিনোতি দূরীকরোতি ॥ ১৬৫ ॥

তুলস্যাং সিঞ্চয়েদ্যস্তু চুলুকোদকমাত্রকম্।
ক্ষীরোদশায়িনা সার্দ্ধং বসেদাচন্দ্রতারকম্ ॥ ১৬৬ ॥

অনুবাদ—শ্রীতুলসীবৃক্ষে গণ্ডূষপরিমাণ জল-সেচনকারী চন্দ্রতারকার অবস্থান কাল পর্য্যন্ত ক্ষীরোদশায়ী ভগবানের সহিত বাস করিতে পারিবেন ॥১৬৬

কণ্টকাবরণং বাপি বৃতিং কাষ্ঠৈঃ করোতি যঃ।
তুলস্যাঃ শৃণু রাজেন্দ্র তস্য পুণ্যফলং মহৎ ॥১৬৭॥

অনুবাদ—কাঁটা দিয়া কিংবা কাঠ দিয়া যিনি তুলসীর বেড়া তৈরী করেন, তাঁহার মহৎ পুণ্যের কথা শ্রবণ কর ॥ ১৬৭ ॥

টীকা—বৃত্তিম্ আবরণম্ ॥ ১৬৭ ॥

যাবদ্দিনানি সন্তিষ্ঠেৎ কণ্টকাবরণং প্রভো।
কুলত্রয়যুতস্তাবৎ তিষ্ঠেদ্ব্রহ্মপদে যুগম্ ॥ ১৬৮ ॥
প্রাকারকল্পকো যস্তু তুলস্যা মনুজেশ্বর।
কুলত্রয়েণ সহিতো বিষ্ণোঃ সারূপ্যতাং ব্রজেৎ ॥১৬৯

অনুবাদ—হে রাজন্। যতদিন ঐ কাঁটার বেড়া থাকিবে, তত যুগকাল তিনি তিন কুলের সহিত ব্রহ্মলোকবাসী হইবেন। যিনি তুলসীর চারিদিকে প্রাচীর তৈরী করিবেন, তিনি তিনকুলের সহিত শ্রীবিষ্ণুর সারূপ্য লাভ করিবেন ॥ ১৬৮-১৬৯ ॥

অতএব তত্রৈব যজ্ঞধ্বজোপাখ্যানান্তে—
দুর্ল্লভা তুলসীসেবা দুর্ল্লভা সঙ্গতিঃ সতাম্।
দুর্ল্লভা হরিভক্তিশ্চ সংসারার্ণব-পাতিনাম্ ॥ ১৭০ ॥

অনুবাদ—অতএব ঐ বৃহন্নারদীয়পুরাণেই যজ্ঞধ্বজের উপাখ্যানের শেষাংশে—তুলসীসেবা, সাধুসঙ্গ ও শ্রীহরিভক্তি তাহাদের পক্ষে দুর্ল্লভা, যাহারা সংসার রূপ সাগরে পতিত রহিয়াছে ॥ ১৭০ ॥

পুরাণান্তরেষু চ—
যৎ ফলং ক্রতুভিঃ স্বিষ্টৈঃ সমাপ্তবরদক্ষিণৈঃ।
তৎ ফলং কোটিগুণিতং রোপয়িত্বা হরেঃ প্রিয়াম্ ॥ ১৭১ ॥
তুলসীং যে প্রযচ্ছন্তি সুরাণামর্চ্চনায় বৈ।
রোপয়ন্তি শুচৌ দেশে তেষাং লোকোঽক্ষয়ঃ স্মৃতঃ ॥ ১৭২ ॥
রোপিতাং তুলসীং দৃষ্ট্বা নরেণ ভুবি ভূমিপ।
বিবর্ণবদনো ভূত্বা তল্লিপিং মার্জ্জয়েদ্যমঃ ॥ ১৭৩ ॥

অনুবাদ—অন্যান্য পুরাণেও বর্ণিত হইয়াছে—শাস্ত্র সম্মতভাবে বহুবিধ দক্ষিণার সহিত বহুবিধ যজ্ঞানুষ্ঠানে যে ফল লাভ হয়, শ্রীহরির প্রিয়া তুলসী রোপণ করিলে তাহার কোটিগুণ বেশী ফল হইয়া থাকে। হে রাজন্। দেবপূজায় তুলসী প্রদানকারী এবং পবিত্র স্থানে তুলসী রোপণকারী ব্যক্তি অক্ষয় লোক লাভ করেন। পৃথিবীতে মনুষ্য যদি তুলসী রোপণ করেন, তাহা হইলে যমরাজ তদ্দর্শনে বিরসবদন হইয়া তাঁহার পাপলিপি মুছিয়া ফেলিতে প্রবৃত্ত হন ॥ ১৭১-১৭৩ ॥

টীকা—রোপয়িত্বা প্রাপ্নোতি ইতি শেষঃ ॥ ১৭১ ॥

তুলসীতি চ যো ব্রূয়াৎ ত্রিকালং বদনে যদি।
নিত্যং স গোসহস্রস্য ফলমাপ্নোতি ভূসুর ॥ ১৭৪ ॥

অনুবাদ—তুলসী এই নাম যিনি ত্রিসন্ধ্যায় মুখে

উচ্চারণ করেন, হে দ্বিজবর ! তিনি প্রত্যহ সহস্র সংখ্যক গোদানের ফল পাইতে পারেন ॥ ১৭৪ ॥

তেন দত্তং হুতং জপ্তং কৃতং শ্রাদ্ধং গয়াশিরে ।
তপস্তপ্তং খগশ্রেষ্ঠ তুলসী যেন রোপিতা ॥ ১৭৫ ॥

অনুবাদ—যিনি তুলসী রোপণ করিয়াছেন, হে পক্ষিবর ! তিনি দান, হোম, জপ, গয়াশ্রাদ্ধ, তপস্যা প্রভৃতি সবকিছুই করিয়াছেন ॥ ১৭৫ ॥

শ্রুতাভিলষিতা দৃষ্টা রোপিতা সিঞ্চিতা নতা ।
তুলসী দহতে পাপং যুগান্তাগ্নিরিবাখিলম্ ॥ ১৭৬ ॥

অনুবাদ—প্রলয়কালীন অগ্নির দ্বারা যেমন সমস্ত কিছুই দগ্ধ হইয়া যায়, সেই প্রকার তুলসী-মাহাত্ম্য শ্রবণ, তুলসী দর্শন, রোপণ, সিঞ্চন ও প্রণাম দ্বারা সকল পাপ দগ্ধীভূত হয় ॥ ১৭৬ ॥

কেশবায়তনে যস্তু কারয়েত্তুলসীবনম্ ।
লভতে চাক্ষয়ং স্থানং পিতৃভিঃ সহ বৈষ্ণবঃ ॥১৭৭॥

অনুবাদ—কেশবালয়ে তুলসীবন নির্ম্মাণকারী বৈষ্ণব পিতৃগণের সহিত অক্ষয় স্থান লাভ করেন ॥ ১৭৭ ॥

অন্যত্রাপি—

তুলসীকাননে শ্রাদ্ধং পিতৃণাং কুরুতে তু যঃ ।
গয়াশ্রাদ্ধং কৃতং তেন ভাষিতং বিষ্ণুনা পুরা ॥১৭৮॥
তুলসীগহনং দৃষ্ট্বা বিমুক্তো যাতি পাতকাৎ ।
সর্ব্বথা মুনিশার্দ্দূল ব্রহ্মহা পুণ্যভাগ্ ভবেৎ ॥ ১৭৯ ॥

অনুবাদ—অন্যত্রও বলা হইয়াছে—হে মুনিশ্রেষ্ঠ ! শ্রীবিষ্ণু পুরাকালে বলিয়াছেন, তুলসীবনে যিনি পিতৃ-লোকের শ্রাদ্ধ করেন, তাঁহার তাহাতেই গয়াশ্রাদ্ধ নিষ্পন্ন হয় । তুলসী কানন দর্শন করিলে মনুষ্যগণ সমস্ত পাতক হইতে পরিত্রাণ পায় এবং ব্রহ্মঘাতীও সর্ব্বপ্রকারে পবিত্র হইয়া যায় ॥ ১৭৮-১৭৯ ॥

কিঞ্চ স্কান্দে বশিষ্ঠ-মান্ধাতৃ-সংবাদে—

শুক্লপক্ষে যদা রাজন্ তৃতীয়া বুধ-সংযুতা ।
শ্রবণেন মহাভাগ তুলসী চাতিপুণ্যদা ॥ ইতি ॥১৮০॥

অনুবাদ—আরও স্কন্দপুরাণে বশিষ্ঠ মান্ধাতৃসংবাদে—শুক্লপক্ষের তৃতীয়া যদি বুধবার সংযুক্ত হয়, হে রাজন্ ! তাহা হইলে ঐ দিনে তুলসী-মাহাত্ম্য শ্রবণে তুলসী অতিশয় পুণ্য দান করেন ॥ ১৮০ ॥

প্রসঙ্গাৎ শ্রীতুলস্যা হি মৃদঃ কাষ্ঠস্য চাধুনা ।
মাহাত্ম্যং লিখ্যতে কৃষ্ণে অর্পিতস্য দলস্য চ ॥১৮১॥

অনুবাদ—প্রসঙ্গক্রমে এক্ষণে শ্রীকৃষ্ণকে তুলসী মৃত্তিকা, তুলসী কাষ্ঠের চন্দন ও তুলসীদল অর্পণের মাহাত্ম্য লিখিতেছি ॥ ১৮১ ॥

অথ শ্রীতুলসী-মৃত্তিকা-কাষ্ঠাদি-মাহাত্ম্যম্

স্কান্দে ব্রহ্ম-নারদ-সংবাদে—

ভূগতৈস্তুলসীমূলৈর্মৃত্তিকা স্পর্শিতা তু যা ।
তীর্থকোটি-সমা জ্ঞেয়া ধার্য্যা যত্নেন সা গৃহে ॥১৮২॥
যস্মিন্ গৃহে দ্বিজশ্রেষ্ঠ তুলসীমূলমৃত্তিকা ।
সর্ব্বদা তিষ্ঠতে দেহে দেবতা ন স মানুষঃ ॥১৮৩॥
তুলসী-মৃত্তিকা-লিপ্তো যদি প্রাণান্ পরিত্যজেৎ ।
যমেন নেক্ষিতুং শক্তো যুক্তঃ পাপশতৈরপি ॥১৮৪॥

অনুবাদ—অতঃপর শ্রীতুলসী-মৃত্তিকা-কাষ্ঠাদির মাহাত্ম্য স্কন্দপুরাণে শ্রীব্রহ্ম-নারদসংবাদে বর্ণিত আছে—তুলসীমূল মৃত্তিকার মধ্যে প্রবেশ করিয়া যতখানি মৃত্তিকা স্পর্শ করিয়াছে, ঐ মৃত্তিকা কোটিতীর্থের সমান ইহা জানিতে হইবে । ঐ মৃত্তিকা সযত্নে গৃহে রাখিবে । যাঁহার গৃহে বা শরীরে তুলসীমূলের মৃত্তিকা থাকে, তাঁহাকে দেবতাই বলা যায় । মরণের সময় তুলসীতলার মৃত্তিকা শরীরে লাগান থাকিলে শত শত পাতকের পাতকীও যমরাজের দৃষ্টির বাহিরে থাকেন ॥ ১৮২-১৮৪ ॥

টীকা—দেহে চ যস্য তিষ্ঠতি ॥ ১৮৩ ॥

শিরসি ক্রিয়তে যৈস্তু তুলসীমূলমৃত্তিকা।
বিঘ্নানি তস্য নশ্যন্তি সানুকূলা গ্রহাস্তথা ॥ ১৮৫ ॥
তুলসীমৃত্তিকা যত্র কাষ্ঠং পত্রঞ্চ বেশ্মনি।
তিষ্ঠতে মুনিশার্দ্দূল নিশ্চলং বৈষ্ণবং পদম্ ॥১৮৬॥

অনুবাদ—হে বিপ্রবর! যেব্যক্তি তুলসীমূলের মৃত্তিকা মস্তকে ধারণ করেন, তাঁহার সর্ব্বপ্রকার বাধা-বিপত্তি বিনষ্ট হয় এবং গ্রহগণ তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হন। যে গৃহে তুলসীতলার মৃত্তিকা, তুলসীকাষ্ঠ ও তুলসীপাতা থাকে, হে মুনিবর! সেই গৃহে বিষ্ণু নিশ্চলভাবে অবস্থান করেন ॥ ১৮৫-১৮৬ ॥

টীকা—তদ্বৈষ্ণবং পদং বিষ্ণুস্থানমেব ॥ ১৮৬ ॥

———

তত্রৈবান্যত্র—

মঙ্গলার্থঞ্চ দোষঘ্নং পবিত্রার্থং দ্বিজোত্তম।
তুলসীমূলসংলগ্নাং মৃত্তিকামাবহেদ্বুধঃ ॥ ১৮৭ ॥
তন্মূলমৃত্তিকাং যো বৈ ধারয়িষ্যতি মস্তকে।
তস্য তুষ্টো বরান্ কামান্ প্রদদাতি জনার্দ্দনঃ ॥১৮৮

অনুবাদ—স্কন্দপুরাণেরই অন্যস্থানে লিখিত হইয়াছে—হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! মঙ্গল ও পবিত্রতার নিমিত্ত নিপুণ ব্যক্তি দোষহারিণী তুলসীমূলের মৃত্তিকা শরীরে লেপন করেন, তুলসীমূলমৃত্তিকা মস্তকে ধারণ করেন, শ্রীজনার্দ্দন সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার বাসনা পূর্ণ করেন ॥ ১৮৭-১৮৮ ॥

টীকা—দোষঘ্নং দোষনাশার্থমিত্যর্থঃ; যদ্বা, ক্রিয়াবিশেষণম্, দোষঘ্নীমিতি বা পাঠঃ ॥ ১৮৭ ॥

———

বৃহন্নারদীয়ে গঙ্গাপ্রসঙ্গে—

তুলসীমূলসম্ভূতা হরিভক্তপদোদ্ভবা।
গঙ্গোদ্ভবা চ মৃল্লেখা নয়ত্যচ্যুতরূপতাম্ ॥ ১৮৯ ॥

অনুবাদ—বৃহন্নারদীয়পুরাণে গঙ্গা-প্রসঙ্গে—তুলসীমূলের মৃত্তিকা, বৈষ্ণবগণের পদচিহ্নযুক্ত মৃত্তিকা এবং গঙ্গামৃত্তিকা দ্বারা যে ব্যক্তি তিলকাদি ধারণ করেন, তিনি সাক্ষাৎ শ্রীবিষ্ণুস্বরূপ বলিয়া গণ্য হন ॥১৮৯॥

টীকা—মৃদো মূললেখা রেখা, তয়া লেখা পুণ্ড্রাদি-রচনা বা ॥ ১৮৯ ॥

———

গারুড়ে—

যদ্গৃহে তুলসী কাষ্ঠং পত্রং শুষ্কমথার্দ্রকম্।
ভবতে নৈব পাপং তদ্গৃহে সংক্রমতে কলৌ ॥১৯০॥

অনুবাদ—গরুড়পুরাণে বলা হইয়াছে—রসযুক্ত বা শুষ্ক তুলসীকাষ্ঠ যে গৃহে থাকে, সেই গৃহে এই কলিযুগে পাপের প্রবেশাধিকার নাই ॥ ১৯০ ॥

———

শ্রীপ্রহলাদসংহিতায়াং তথা বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরেঽপি—

পত্রং পুষ্পং ফলং কাষ্ঠং ত্বক্ শাখা পল্লবাঙ্কুরম্।
তুলসী-সম্ভবং মূলং পাবনং মৃত্তিকাদ্যপি ॥ ১৯১ ॥
হোমং কুর্ব্বন্তি যে বিপ্রাস্তুলসীকাষ্ঠবহ্নিনা।
লবে লবে ভবেৎ পুণ্যমগ্নিষ্টোমশতোদ্ভবম্ ॥১৯২ ॥
নৈবেদ্যং পচতে যস্তু তুলসীকাষ্ঠবহ্নিনা।
মেরুতুল্যং ভবেদন্নং তদ্দত্তং কেশবায় হি ॥ ১৯৩ ॥

অনুবাদ—শ্রীপ্রহলাদসংহিতায় উক্ত হইয়াছে এবং শ্রীবিষ্ণুধর্ম্মোত্তরেও বলা হইয়াছে—শ্রীতুলসীর পত্র, পুষ্প, ফল, কাষ্ঠ, ত্বক্, শাখা, পল্লব, অঙ্কুর, মূল ও মৃত্তিকা সব কিছুই পবিত্র। তুলসীকাষ্ঠে হোম নিষ্পন্নকারী ব্রাহ্মণগণ প্রতিকণায় শত অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের ফল পাইয়া থাকেন। তুলসীকাষ্ঠের অগ্নিতে নৈবেদ্য অন্ন রান্না করিয়া শ্রীকেশবকে যিনি নিবেদন করেন, তাঁহার সেই নৈবেদ্য অন্ন মেরু সমান হইয়া থাকে ॥ ১৯১-১৯৩ ॥

———

শরীরং দহ্যতে যেষাং তুলসীকাষ্ঠবহ্নিনা।
ন তেষাং পুনরাবৃত্তির্বিষ্ণুলোকাৎ কথঞ্চন ॥ ১৯৪ ॥

অনুবাদ—যাঁহাদের শরীর তুলসীকাষ্ঠের অগ্নিতে দাহ করা হয়, তাঁহারা কখনই বিষ্ণুলোক হইতে পুনরাগমন করেন না ॥ ১৯৪ ॥

———

গ্রস্তো যদি মহাপাপৈরগম্যাগমনাদিকৈঃ।
মৃতঃ শুধ্যতি দাহেন তুলসীকাষ্ঠবহ্নিনা ॥ ১৯৫ ॥

অনুবাদ—অগম্যাগমনাদি মহাপাতকের পাতকীকেও মৃত্যুর পর যদি তুলসীকাষ্ঠের অগ্নিতে দাহ

করা হয়, তাহা হইলে ঐ ব্যক্তি তাহার কৃত সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হয় ॥ ১৯৫ ॥

তীর্থং যদি ন সংপ্রাপ্তং স্মৃতির্বা কীর্ত্তনং হরেঃ।
তুলসীকাষ্ঠদগ্ধস্য মৃতস্য ন পুনর্ভবঃ ॥ ১৯৬ ॥

অনুবাদ—যে কোনদিন তীর্থে যায় নাই বা শ্রীহরিনামকীর্ত্তনকরে নাই, এই প্রকার ব্যক্তিকেও মরণের পর তুলসীকাষ্ঠের অগ্নিতে দাহ করিলে তাহার আর পুনরায় জন্ম হয় না ॥ ১৯৬ ॥

যদ্যেকং তুলসীকাষ্ঠং মধ্যে কাষ্ঠচয়স্য হি।
দাহকালে ভবেন্মুক্তিঃ পাপকোটিযুতস্য চ ॥ ১৯৭ ॥

অনুবাদ—কোটিপাপে পাপী হইলেও দাহ করিবার সময় অন্যান্য কাঠের সঙ্গে এক টুকরা মাত্র তুলসীকাঠ দিয়া দাহ করিলে ঐ মৃত ব্যক্তি সর্ব্বপাপমুক্ত হয় ॥ ১৯৭ ॥

জন্মকোটিসহস্রৈস্তু তোষিতো যৈর্জনার্দ্দনঃ।
দহ্যন্তে তে জনা লোকে তুলসীকাষ্ঠবহ্নিনা ॥ ১৯৮ ॥

অনুবাদ—সহস্রকোটিজন্ম একাদিক্রমে যাঁহারা শ্রীভগবান জনার্দ্দনকে সন্তুষ্ট করিয়াছেন, এই পৃথিবীতে ভাগ্যফলে তাঁহাদের শরীরই তুলসীকাষ্ঠের অগ্নিতে দগ্ধ হয় ॥ ১৯৮ ॥

অগস্ত্যসংহিতায়াম্—

যঃ কুর্য্যাত্তুলসীকাষ্ঠৈরক্ষমালাং সুরূপিণীম্।
কণ্ঠমালাঞ্চ যত্নেন কৃতং তস্যাক্ষয়ং ভবেৎ ॥১৯৯॥

অনুবাদ—অগস্ত্যসংহিতায় বলা হইয়াছে—যে ব্যক্তি তুলসীকাষ্ঠ-নিম্মিত সুন্দর জপমালা ও কণ্ঠমালা ব্যবহার করেন, তাঁহার পূজাদি সকল কার্য্য অক্ষয় হয় ॥ ১৯৯ ॥

অথ তুলসীপত্রধারণ-মাহাত্ম্যম্

স্কান্দে শ্রীব্রহ্ম-নারদ-সংবাদে—

যস্য নাভিস্থিতং পত্রং মুখে শিরসি কর্ণয়োঃ।
তুলসীসম্ভবং নিত্যং তীর্থৈস্তস্য মুখৈশ্চ কিম্ ॥২০০॥

অনুবাদ—অতঃপর তুলসীপত্র-ধারণের মাহাত্ম্য স্কন্দপুরাণে শ্রীব্রহ্ম-নারদ-সংবাদে বর্ণিত আছে—যে ব্যক্তির নাভিতে, মুখে, মাথায়, দুইকানে নিত্য তুলসীপত্র (ভগবন্নিবেদিত তুলসীপত্র) থাকে, সেই ব্যক্তির তীর্থযাত্রা বা যজ্ঞের প্রয়োজন কোথায় ? ২০০ ॥

টীকা—মুখাদৌ স্থিতং তুলসীপত্রমিতি ভগবদর্পিতমিতি জ্ঞেয়ম্। এবমগ্রেঽপি, পূর্ব্বং তদর্পিত-মহাপ্রসাদস্য মাহাত্ম্যোক্তেঃ অত্রার্পণাদি-শব্দাভাবাচ্চেতি দিক্ ॥ ২০০ ॥

তত্রৈবান্যত্র—

শক্রঘ্নঞ্চ সুপুণ্যঞ্চ শ্রীকরং রোগনাশনম্।
কৃত্বা ধর্ম্মমবাপ্নোতি শিরসা তুলসীদলম্ ॥ ২০১ ॥
যঃ কশ্চিদ্বৈষ্ণবো লোকে মিথ্যাচারোঽপ্যনাশ্রমী।
পুনাতি সকলান্ লোকান্ শিরসা তুলসী বহন্ ॥২০২

অনুবাদ—স্কন্দপুরাণেই অন্যত্র বলা হইয়াছে—তুলসীপাতা পুণ্য বৃদ্ধিকরে, অরি দমন করে, সৌভাগ্য লাভ করায় এবং রোগনাশ করে এই প্রকার মহিমময়ী তুলসী মাথায় রাখিলে ধর্ম্ম লাভ হয়। বৈষ্ণবব্যক্তি এই পৃথিবীতে আশ্রম-ধর্ম্মহীন ও মিথ্যা বা কপটাচারী হইলেও তুলসী ধারণের দ্বারা ত্রিলোক পবিত্র করিতে পারেন ॥ ২০১-২০২ ॥

টীকা—ননু বৈষ্ণবশ্চেত্তর্হি কথং ভগবদনর্পিতাং বহেৎ ? তত্রাহ—মিথ্যাচার ইতি। দম্ভমাত্রেণ বৈষ্ণব ইত্যর্থঃ সোঽপি ॥ ২০২ ॥

বৃহন্নারদীয়ে শ্রীযম-ভগীরথ-সংবাদে—

কর্ণেন ধারয়েদ্যস্তু তুলসীং সততং নরঃ।
তৎ কাষ্ঠং বাপি রাজেন্দ্র তস্য নাস্ত্যপপাতকম্ ॥২০৩

অনুবাদ—বৃহন্নারদীয়পুরাণে শ্রীযম-ভগীরথ-সংবাদে উক্ত হইয়াছে—তুলসীপত্র বা তুলসীকাষ্ঠ সর্ব্বদা যে ব্যক্তি কর্ণে ধারণ করেন, হে নৃপবর। তাঁহার উপপাতক নষ্ট হয় ॥ ২০৩ ॥

হরিভক্তিসুধোদয়ে বৈষ্ণববিপ্রং প্রতি যমদূতানামুক্তৌ—

কস্মাদিতি ন জানীমস্তুলস্যা হি প্রিয়ো হরিঃ।
গচ্ছন্তং তুলসীহস্তং রক্ষন্নেবানুগচ্ছতি ॥ ২০৪ ॥

অনুবাদ—শ্রীহরিভক্তিসুধোদয়ে বৈষ্ণববিপ্রের প্রতি যমদূতগণের উক্তি অনুসারে—শ্রীহরি তুলসী প্রিয়! ইহার কারণ জানা যায় নাই, কিন্তু শ্রীহরি তুলসী হস্তে গমনকারী ব্যক্তি'র পিছনে পিছনে যাইয়া তাহাকে রক্ষা করেন ॥ ২০৪ ॥

পুরাণান্তরে চ—

যঃ কৃত্বা তুলসীপত্রং শিরসা বিষ্ণুতৎপরঃ।
করোতি ধর্ম্মকার্য্যাণি ফলমাপ্নোতি চাক্ষয়ম্ ॥২০৫॥

অনুবাদ—অন্যপুরাণেও এইরূপই বলা হইয়াছে—মাথায় তুলসীপাতা লইয়া যে ভক্ত-ব্যক্তি ধর্ম্ম-কার্য্য সকল করেন, তাঁহার অক্ষয় ফল লাভ হয় ॥ ২০৫ ॥

টীকা—বিষ্ণুতৎপর ইতি—বিষ্ণুতৎপরত্বেন তুলসীমাহাত্ম্যং জ্ঞাত্বা শ্রীবিষ্ণুপ্রীত্যর্থমিত্যর্থঃ; যদ্বা, অকারপ্রশ্লেষেণাবৈষ্ণবোঽপীত্যর্থঃ ॥ ২০৫ ॥

অথ তুলসীভক্ষণমাহাত্ম্যম্

গরুড়পুরাণে—

মুখে তু তুলসীপত্রং দৃষ্ট্বা শিরসি কর্ণয়োঃ।
কুরুতে ভাস্করিস্তস্য দুষ্কৃতস্য তু মার্জ্জনম্ ॥২০৬॥
ত্রিকালং বিনতাপুত্র প্রাশয়েত্তুলসীং যদি।
বিশিষ্যতে কায়শুদ্ধিশ্চান্দ্রায়ণশতং বিনা ॥ ২০৭ ॥

অনুবাদ—অনন্তর তুলসীপত্র ভক্ষণের মাহাত্ম্য গরুড়পুরাণে বলা হইয়াছে—মাথায়, দুইকানে ও মুখে তুলসীপত্র থাকিলে তাহা দেখিয়া যম তাহার পাপ ক্ষমা করিয়া থাকেন ॥ ২০৬ ॥

অনুবাদ—তিন সন্ধ্যায় তুলসীপত্র ভক্ষণ করিলে, হে বিনতানন্দন গরুড়! শত চান্দ্রায়ণ অপেক্ষাও অধিক দেহশুদ্ধি হইয়া থাকে ॥ ২০৭ ॥

টীকা—বিশিষ্যতে বিশিষ্টো ভবতি ॥ ২০৭ ॥

স্কান্দে শ্রীবশিষ্ঠমান্ধাতৃ-সংবাদে—

চান্দ্রায়ণাত্তপ্তকৃচ্ছ্রাৎ ব্রহ্মকূর্চ্চাৎ কুশোদকাৎ।
বিশিষ্যতে কায়শুদ্ধিস্তুলসীপত্রভক্ষণাৎ ॥ ২০৮ ॥

অনুবাদ—স্কন্দপুরাণে বশিষ্ঠ-মান্ধাতৃ-সংবাদে—চান্দ্রায়ণ, তপ্তকৃচ্ছ্র, ব্রহ্মকূর্চ ও কুশোদক ব্রত অপেক্ষা তুলসী ভক্ষণে শরীর অধিক শুদ্ধ হইয়া থাকে ॥২০৮॥

তথা চ তুলসীপত্রভক্ষণাৎ ভাববর্জ্জিতঃ।
পাপোঽপি সদ্গতিং প্রাপ্ত ইত্যেতদপি বিশ্রুতম্ ॥ ২০৯ ॥

অনুবাদ—তুলসীপত্র ভক্ষণ করিলে ভাববর্জ্জিত মহাপাপীও দেহত্যাগের পর সদ্গতি লাভ করিয়া থাকে, এরূপ প্রসিদ্ধি আছে ॥ ২০৯ ॥

তথা চ স্কান্দে শ্রীব্রহ্মণা নারদং প্রতি কথিতে অমৃতসারোদ্ধারে লুব্ধকোপাখ্যানান্তে যমদূতান্ প্রতি শ্রীবিষ্ণুদূতানাং বচনম্—

ক্ষীরাব্ধৌ মথ্যমানে হি তুলসী কামরূপিণী।
উৎপাদিতা মহাভাগা লোকোদ্ধারণহেতবে ॥ ২১০ ॥

অনুবাদ—আরও স্কন্দপুরাণে দেবর্ষির প্রতি শ্রীব্রহ্মার উক্তি রহিয়াছে, অমৃতসারোদ্ধার-প্রস্তাবে লুব্ধকোপাখ্যানের শেষে যমদূতগণের প্রতি শ্রীবিষ্ণু-দূতগণের বাক্যে—ক্ষীরসাগর মথিত হইলে কাম-রূপিণী মহাভাগা তুলসী লোকের উদ্ধারের নিমিত্ত আবির্ভূতা হইলেন ॥ ২১০ ॥

যস্যাঃ স্মরণমাত্রেণ দর্শনাৎ কীর্ত্তনাদপি।
বিলয়ং যান্তি পাপানি কিং পুনর্বিষ্ণুপূজনাৎ ॥২১১॥
জাতরূপময়ং পুষ্পং পদ্মরাগময়ং শুভম্।
হিত্বা তু রত্নজাতানি গৃহ্ণাতি তুলসীদলম্ ॥ ২১২ ॥

অনুবাদ—তুলসী দর্শন, স্মরণ ও মাহাত্ম্য-কীর্ত্তন দ্বারাই পাপসমূহ দূরীভূত হয়। বিষ্ণুপূজার মাহাত্ম্যের কথা আর কি বলিব? স্বর্ণময় পদ্মরাগ মণিময় এমন কি রত্ন খচিত শুভ বিভিন্ন প্রকার কুসুম-সমূহ অনাদর করিয়া শ্রীবিষ্ণু তুলসীপত্রই স্বীকার করেন ॥ ২১১-২১২ ॥

ভক্ষিতং লুব্ধকেনাপি পত্রং তুলসিসম্ভবম্ ।
পশ্চাদ্দিষ্টান্তমাপন্নো ভস্মীভূতং কলেবরম্ ॥২১৩॥

অনুবাদ—তুলসীপত্র ভক্ষণ করিয়া যদি ব্যাধও অন্তে দেহত্যাগ করে, তাহা হইলে তাহার দেহস্থিত পাপসমূহ ভস্মীভূত হয় ॥ ২১৩ ॥

টীকা—দিষ্টান্তং মৃত্যুম্ ॥ ২১৩ ॥

সিতাসিতং যথা নীরং সর্ব্বপাপক্ষয়াবহম্ ।
তথা চ তুলসীপত্রং প্রাশিতং সর্ব্বকামদম্ ॥ ২১৪ ॥

অনুবাদ—শুক্ল ও কৃষ্ণ অর্থাৎ গঙ্গা ও যমুনার জল যেমন সমস্ত পাপ নাশ করে, সেইরূপ (সাধারণ সবুজ বর্ণের) এবং কৃষ্ণ তুলসীপত্র ভক্ষণ করিলে সর্ব্ববাঞ্ছাপূর্ত্তি হয় ॥ ২১৪ ॥

যথা জাতবলো বহ্নির্দহতে কাননাদিকম্ ।
প্রাশিতং তুলসীপত্রং তথা দহতি পাতকম্ ॥ ২১৫ ॥

অনুবাদ—প্রবল অগ্নির দ্বারা যেমন অরণ্যাদি দগ্ধ হয়, সেইরূপ তুলসীপত্র ভক্ষিত হইলে তাহার তেজোরাশি দ্বারা পাতকসমূহ দগ্ধ হয় ॥ ২১৫ ॥

যথা ভক্তিরতো নিত্যং নরো দহতি পাতকম্ ।
তুলসীভক্ষণাত্তদ্বৎ দহতে পাপসঞ্চয়ম্ ॥ ২১৬ ॥

অনুবাদ—প্রত্যহ শ্রীহরিভক্তিতে নিযুক্ত থাকিয়া মনুষ্য যেমন স্বীয় পাতকসমূহ দগ্ধ করে, সেইরূপ তুলসীপত্র ভক্ষণ দ্বারাও সঞ্চিত পাপ দগ্ধ হয় ॥২১৬॥

চান্দ্রায়ণসহস্রস্য পরাকাণাং শতস্য চ ।
ন তুল্যং জায়তে পুণ্যং তুলসীপত্রভক্ষণাৎ ॥ ২১৭ ॥

অনুবাদ—তুলসীপত্র ভক্ষণ করিলে যেপ্রকার পুণ্য সঞ্চয় হয়, হাজার চান্দ্রায়ণব্রত ও শত সংখ্যক পরাকব্রত আচরণ করিলেও সেইরূপ পুণ্য সঞ্চয় হয় না ॥ ২১৭ ॥

কৃত্বা পাপসহস্রাণি পূর্ব্বে বয়সি মানবঃ ।
তুলসীভক্ষণান্মুচ্যেত শ্রুতমেতৎ পুরা হরে ॥ ২১৮ ॥

অনুবাদ—শ্রীহরির নিকট হইতে পূর্ব্বে ইহা শ্রুত হইয়াছে,—যে মনুষ্য প্রথম বয়সে হাজার হাজার পাতক করিয়াও পরে যদি তুলসীপাতা ভক্ষণ করে, তবে সে ঐ সকল পাতক হইতে মুক্ত হয় ॥ ২১৮ ॥

টীকা—এতচ্চ মাহাত্ম্যবিশেষ এব ; হরেঃ ভগবতঃ সকাশাৎ ॥ ২১৮ ॥

তাবত্তিষ্ঠন্তি পাপানি দেহিনাং যমকিঙ্করাঃ ।
যাবন্ন তুলসীপত্রং মুখে শিরসি তিষ্ঠতি ॥ ২১৯ ॥

অনুবাদ—হে যম-কিঙ্করগণ ! সেই পর্য্যন্তই শরীরীর শরীরে পাপ থাকে, যে পর্য্যন্ত তাহার মুখে ও মাথায় তুলসীপত্রের অবস্থান না হয় ॥ ২১৯ ॥

অমৃতাদুত্থিতা ধাত্রী তুলসী বিষ্ণুবল্লভা ।
স্মৃতা সংকীর্ত্তিতা ধ্যাতা প্রাশিতা সর্ব্বকামদা ॥২২০

অনুবাদ—অমৃত হইতে ধাত্রীর উৎপত্তি এবং শ্রীবিষ্ণুর প্রিয়তমা হইতেছেন তুলসী, তাই উভয়ের স্মরণ, কীর্ত্তন, ধ্যান ও ভক্ষণ সর্ব্বকামনাপূরক হইয়া থাকে ॥ ২০ ॥

তত্রৈব শ্রীযমং প্রতি শ্রীভগবদ্বাক্যম্—

ধাত্রীফলঞ্চ তুলসী মৃত্যুকালে ভবেদ্যদি ।
মুখে যস্য শিরে দেহে দুর্গতির্নাস্তি তস্য বৈ ॥ ২২১॥

অনুবাদ—ঐ স্কন্দপুরাণেই শ্রীযমের প্রতি শ্রীভগবদ্বাক্যে রহিয়াছে, যথা—মৃত্যু সময়ে কোনও ব্যক্তির মুখে, মাথায় ও শরীরে তুলসীপত্র ও আমলকী ফল থাকিলে তাহার কখনও দুর্গতি হয় না ॥ ২২১ ॥

টীকা—শিরে শিরসি ॥ ২২১ ॥

যুক্তো যদি মহাপাপৈঃ সুকৃতং নার্জ্জিতং ক্বচিৎ ।
তথাপি গীয়তে মোক্ষস্তুলসী ভক্ষিদা যদি ॥ ২২২ ॥

অনুবাদ—বহু মহাপাতক লিপ্ত এবং কোনপ্রকার পুণ্যার্জ্জনহীন ব্যক্তিও তুলসীপত্র ভক্ষণ করিলে মুক্ত হয় ॥ ২২২ ॥

লুব্ধকেনাত্মদেহেন ভক্ষিতং তুলসীদলম্।
সংপ্রাপ্তো মৎপদং নূনং কৃত্বা প্রাণস্য সংক্ষয়ম্ ॥২২৩

অনুবাদ—ব্যাধ মর্ত্ত্যদেহে তুলসীপত্র ভক্ষণ করিয়া প্রাণত্যাগের পর আমার লোক প্রাপ্ত হইয়াছে, ইহা নিশ্চয় জানিও ॥ ২২৩ ॥

পুরাণান্তরে চ—
উপোষ্য দ্বাদশীং শুদ্ধাং পারণে তুলসীদলম্।
প্রাশয়েদ্যদি বিপ্রেন্দ্র অশ্বমেধাষ্টকং লভেৎ ॥২২৪॥

অনুবাদ—অন্যপুরাণেও বলা হইয়াছে—শুক্লা-দ্বাদশীতে উপবাস করিয়া তৎপর দিন অর্থাৎ পারণের দিনে তুলসীপত্র ভক্ষণ করিলে, হে বিপ্রশ্রেষ্ঠ! আটটি অশ্বমেধযজ্ঞের ফল লাভ হয় ॥ ২২৪ ॥

তথৈব তুলসীস্পর্শাৎ কৃষ্ণচক্রেণ রক্ষিতঃ।
ব্রহ্মবন্ধুরিতি খ্যাতো হরিভক্তিসুধোদয়ে ॥ ২২৫ ॥

অনুবাদ—শ্রীহরিভক্তিসুধোদয় গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণকে ব্রহ্মবন্ধু বলা হইয়াছে, কারণ ঐরূপ তুলসীর স্পর্শে শ্রীকৃষ্ণচক্র কর্ত্তৃক ঐ বিপ্র রক্ষিত হইয়াছিলেন।।২২৫

অতএবোক্তম্—
কিঞ্চিত্রমস্যাঃ পতিতং তুলস্যা
দলং জলং বা পতিতং পুনীতে।
লগ্নাধিভালস্থলমালবাল-
মৃৎস্নাপি কৃৎস্নাঘবিনাশনায় ॥ ইতি ॥২২৬॥

অনুবাদ—অতএব বলা হইয়াছে—অহো! এই শ্রীতুলসীর আশ্চর্য্য মাহাত্ম্যের কথা আর কি বলিব? ইঁহার পতিত পত্র ও জল এবং মূলে অবস্থিত মাটি ললাটে লেপন করিলে সমস্ত পাপ নাশ প্রাপ্ত হয় ॥ ২২৬ ॥

টীকা—এতচ্চ মাহাত্ম্যবিশেষ এব ॥ ২২৬ ॥

শ্রীমত্তুলস্যাঃ পত্রস্য মাহাত্ম্যং যদ্যপীদৃশম্।
তথাপি বৈষ্ণবৈস্তন্ন গ্রাহ্যং কৃষ্ণার্পণং বিনা ॥ ২২৭ ॥

অনুবাদ—এইরূপ মাহাত্ম্যের কথা উল্লিখিত থাকিলেও বৈষ্ণবগণ শ্রীকৃষ্ণকে সমর্পণ না করিয়া তুলসীপত্র গ্রহণ করিবেন না ॥ ২২৭ ॥

টীকা—তর্হি কিং বৈষ্ণবৈরপ্যনিবেদিতং তদ্গ্রাহ্যম্? নেতি, লিখতি—শ্রীমদিতি। কৃষ্ণার্পণং বিনা তৎ পত্রং ন গ্রাহ্যম্ ॥ ২২৭ ॥

কৃষ্ণপ্রিয়ত্বাৎ সর্ব্বত্র শ্রীতুলস্যাঃ প্রসঙ্গতঃ।
সংকীর্ত্ত্যমানং ধাত্র্যাশ্চ মাহাত্ম্যং লিখ্যতেঽধুনা ॥২২৮

অনুবাদ—শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি সম্পাদনকারিণী বলিয়া শ্রীতুলসীর প্রসঙ্গে সর্ব্বত্র ধাত্রীরও মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে। এইজন্য এখন ধাত্রীর মাহাত্ম্য লিখিতেছি ॥ ২২৮ ॥

অথ ধাত্রী-মাহাত্ম্যম্

স্কান্দে ব্রহ্ম-নারদ-সংবাদে—
ধাত্রীচ্ছায়াং সমাশ্রিত্য যোঽর্চ্চয়েচ্চক্রপাণিনম্।
পুষ্পে পুষ্পেঽশ্বমেধস্য ফলং প্রাপ্নোতি মানবঃ ॥২২৯

অনুবাদ—স্কন্দপুরাণে ব্রহ্ম-নারদ-সংবাদে উক্ত হইয়াছে—আমলকী বৃক্ষের ছায়ায় বসিয়া যে ব্যক্তি ভগবান চক্রপাণির পূজা করেন, তিনি তাঁর প্রদত্ত প্রতিটি পুষ্পের জন্য অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হন ॥ ২২৯ ॥

তত্রৈবাগ্রে—
ধাত্রীচ্ছায়াস্তু সংস্পৃশ্য কুর্য্যাৎ পিণ্ডং তু যো মুনে।
মুক্তিং প্রযান্তি পিতরঃ প্রসাদান্মাধবস্য চ ॥ ২৩০ ॥

অনুবাদ—ঐ স্কন্দপুরাণেই স্থানান্তরে বলা হইয়াছে—ধাত্রীবৃক্ষের ছায়া সংস্পর্শ করিয়া যিনি পিণ্ড প্রদান করেন, হে মুনিবর! শ্রীমাধব প্রসন্ন হইয়া তাঁহার পিতৃপুরুষগণকে মুক্তি দান করেন ॥ ২৩০ ॥

মূর্দ্ধ্নি ঘ্রাণে মুখে চৈব দেহে চ মুনিসত্তম।
ধত্তে ধাত্রীফলং যস্তু স মহাত্মা সুদুর্লভঃ ॥ ২৩১ ॥

অনুবাদ—হে মুনিশ্রেষ্ঠ! নাকে, মুখে, মাথায় ও হাতে যিনি ধাত্রী ফল ধারণ করেন, সেইরূপ মহাত্মা সহজ লভ্য নহে ॥ ২৩১ ॥

টীকা—দেহে চ অন্যস্মিন্ করাদ্যঙ্গেঽপি ॥২৩১॥

ধাত্রীফলবিলিপ্তাঙ্গো ধাত্রীফলবিভূষিতঃ।
ধাত্রীফলকৃতাহারো নরো নারায়ণো ভবেৎ ॥২৩২॥

অনুবাদ—ধাত্রীফল খাইয়া, শরীরে ধারণ করিয়া, ধাত্রীফলে অঙ্গ লেপন করিয়া মনুষ্য নারায়ণ তুল্য হইতে পারে ॥ ২৩২ ॥

যঃ কশ্চিদ্বৈষ্ণবো লোকে ধত্তে ধাত্রীফলং মুনে।
প্রিয়ো ভবতি দেবানাং মনুষ্যাণান্তু কা কথা ॥২৩৩॥

অনুবাদ—এই পৃথিবীতে বৈষ্ণবগণের মধ্যে যাঁহারা ধাত্রীফল ধারণ করেন, হে মুনিবর! মনুষ্য-গণের কি কথা, তিনি দেবগণেরও প্রিয় হইয়া থাকেন ॥ ২৩৩ ॥

যঃ কশ্চিদ্বৈষ্ণবো লোকে মিথ্যাচারোঽপি দুষ্টধীঃ।
পুনাতি সকলাঁল্লোকান্ ধাত্রীফলদলান্বিতঃ ॥২৩৪॥

অনুবাদ—আচারভ্রষ্ট ও দুষ্ট বুদ্ধি হইয়াও বৈষ্ণবব্যক্তি ধাত্রীফল ও ধাত্রীপত্র ধারণ করিলে সকল লোককে পবিত্র করিতে পারেন ॥ ২৩৪ ॥

ধাত্রীফলানি যো নিত্যং বহতে করসম্পুটে।
তস্য নারায়ণো দেবো বরমেকং প্রযচ্ছতি ॥ ২৩৫ ॥

অনুবাদ—যে ব্যক্তি নিত্য অঞ্জলিপুটে ধাত্রীফল ধারণ করেন, শ্রীনারায়ণ তাঁহার প্রতি প্রীত হইয়া এক বর দান করিয়া থাকেন ॥ ২৩৫ ॥

ধাত্রীফলঞ্চ ভোক্তব্যং কদাচিৎ করসম্পুটাৎ।
যশঃ শ্রিয়মবাপ্নোতি প্রসাদাচ্চক্রপাণিনঃ ॥ ২৩৬ ॥

অনুবাদ—করসম্পুট হইতে কখনও কেহ যদি ধাত্রী-ফল ভক্ষণ করেন, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি চক্রপাণির কৃপায় যশঃ ও সম্পদ লাভ করেন ॥ ২৩৬ ॥

টীকা—করসম্পুটাদিতি—পূর্ব্বং মঙ্গলার্থং যত্র করসম্পুটে ধৃতং, তস্মাদপি ॥ ২৩৬ ॥

ধাত্রীফলঞ্চ তুলসী মৃত্তিকা দ্বারকোদ্ভবা।
সফলং জীবিতং তস্য ত্রিতয়ং যস্য বেশ্মনি ॥২৩৭॥

অনুবাদ—শ্রীদ্বারকাধামের মৃত্তিকা (গোপীচন্দন) তুলসী, ধাত্রীফল—এই তিনটি বস্তু যাঁহার গৃহে থাকে, তাঁহার জীবন সার্থক ॥ ২৩৭ ॥

ধাত্রীফলেস্তু সংমিশ্রং তুলসীদলবাসিতম্।
পিবতে বহতে যস্তু তীর্থকোটিফলং লভেৎ ॥ ২৩৮ ॥

অনুবাদ—যে ব্যক্তি ধাত্রীফলসমূহে মিশ্রিত ও তুলসীদলে সুবাসিত জল পান ও বহন করেন, তিনি কোটিতীর্থের ফল প্রাপ্ত হন ॥ ২৩৮ ॥

টীকা—বহত ইতি পাঠে নিরন্তরশ্লোক-বক্ষ্যমাণ-তোয়মেব সম্বন্ধনীয়ম্ ॥ ২৩৮ ॥

যস্মিন্ গৃহে ভবেত্তোয়ং তুলসীদলবাসিতম্।
ধাত্রীফলৈশ্চ বিপ্রেন্দ্র গাঙ্গেয়ৈঃ কিং প্রয়োজনম্ ॥২৩৯

অনুবাদ—হে বিপ্রশ্রেষ্ঠ! তুলসীপত্র দ্বারা সুবা-সিত এবং ধাত্রীফল সমূহে মিশ্রিত জল যাঁহার গৃহে আছে, তাঁহার আর গঙ্গা জলের কি প্রয়োজন? ২৩৯॥

তুলসীদলনৈবেদ্যং ধাত্র্যা যস্য ফলং গৃহে।
কবচং বৈষ্ণবং তস্য সর্ব্বপাপবিনাশনম্ ॥ ২৪০ ॥

অনুবাদ—গৃহে অবস্থিত তুলসী পাতাযুক্ত নৈবেদ্য ও ধাত্রীফল সর্ব্বপাপ নাশকারী এবং বৈষ্ণব কবচ, এইরূপ কথিত হয় ॥ ২৪০ ॥

ব্রহ্মপুরাণে চ—

ধাত্রীফলানি তুলসী হ্যন্তকালে ভবেদ্যদি।
মুখে চৈব শিরস্যঙ্গে পাতকং নাস্তি তস্য বৈ ॥২৪১॥

অনুবাদ—ব্রহ্মপুরাণেও বলা হইয়াছে—মরণের সময় মুখে, মাথায় ও শরীরে তুলসীপাতা ও ধাত্রীফল থাকিলে ঐ ব্যক্তির নিশ্চয়ই আর পাতক থাকিতে পারে না ॥ ২৪১ ॥

কৃত্বা তু ভগবৎ-পূজাং ন তীর্থে স্নানমাচরেৎ ।
ন চ দেবালয়োপেতাঽস্পৃশ্যসংস্পর্শনাদিনা ॥ ২৪২ ॥

অনুবাদ—ভগবৎপূজা নির্ব্বাহের পরে এবং দেবালয়ে উপস্থিত নীচ জাতির সংস্পর্শে আসিলেও আর তীর্থেও স্নান করা উচিত নয়। আদিশব্দ প্রয়োগ দ্বারা—শ্রীমন্দির ছাড়া অন্যস্থানেও এই নিয়ম বুঝিতে হইবে ॥ ২৪২ ॥

টীকা—এবং পূজাবিধিং লিখিত্বা তদনন্তরকৃত্যং লিখন্নাদৌ তীর্থপ্রাপ্ত্যাদিনা বিহিতস্যাপি স্নানস্য নিষেধং লিখতি—কৃত্বেতি। দেবালয়মুপেতা যেঽস্পৃশ্যা নীচজাতয়ঃ, তেষাং স্পর্শনেন চ ন স্নানমাচরেৎ। আদি-শব্দেন যত্র কুত্রাপি ভগবৎপূজাদ্যুৎসবে সম্প্রাপ্তানাং স্পর্শনাদিকম্ ॥ ২৪২ ॥

অথ স্নাননিষেধ-কালঃ

স্মৃত্যর্থসারে—
ন স্নায়াদুৎসবে তীর্থে মাঙ্গল্যং বিনিবর্ত্ত্য চ ।
অনুব্রজ্য সুহৃদ্বন্ধূনর্চ্চয়িত্বেষ্টদেবতাম্ ॥ ২৪৩ ॥

অনুবাদ—অতঃপর স্নানে নিষেধকাল সম্বন্ধে স্মৃত্যর্থসারে কথিত হইয়াছে—উৎসবে, তীর্থে, মঙ্গলকার্য্য সমাধার পরে, সুহৃৎ ও বন্ধুবর্গের অনুগমনের পরে এবং ইষ্টদেবতার পূজার পর স্নান করা উচিত নয় ॥ ২৪৩ ॥

টীকা—তীর্থে ন স্নায়াৎ ॥ ২৪৩ ॥

বিষ্ণুস্মৃতৌ চ—
বিষ্ণ্বালয়সমীপস্থান্ বিষ্ণুসেবার্থমাগতান্ ।
চাণ্ডালান্ পতিতান্ বাপি স্পৃষ্ট্বা ন স্নানমাচরেৎ ॥ ২৪৪ ॥
দেবযাত্রা-বিবাহেষু যজ্ঞোপকরণেষু চ ।
উৎসবেষু চ সর্ব্বেষু স্পৃষ্টাস্পৃষ্টির্ন বিদ্যতে ॥২৪৫

অনুবাদ—বিষ্ণুস্মৃতিতেও বলা হইয়াছে—শ্রীবিষ্ণু সেবার জন্য আগত চণ্ডাল বা পতিত ব্যক্তি বা বিষ্ণুমন্দিরের নিকটবর্ত্তী ব্যক্তিদিগকে স্পর্শ করিয়া স্নান করিবে না। দেবযাত্রায়, বিবাহে, যজ্ঞের উপকরণে ও উৎসবাদিতে নীচজাতির স্পর্শ অস্পৃশ্য-দোষ বাচ্য হয় না ॥ ২৪৪-২৪৫ ॥

টীকা—বিষ্ণ্বালয়স্য সমীপে তিষ্ঠন্তি নিবসন্তীতি তথা তান্, ততশ্চ কালে বিষ্ণোঃ সেবা দর্শনাদি, তদর্থং বিষ্ণ্বালয়ান্তরাগতানিত্যর্থঃ; যদ্বা বিষ্ণ্বালয়সমীপবর্ত্তিনঃ; কুতঃ? বিষ্ণুসেবার্থং যতঃ কুতোঽপ্যাগতান্, যদ্বা, বিষ্ণুসেবার্থমাগতাংশ্চ ॥ ২৪৪ ॥

এবং প্রাতঃ সমভ্যর্চ্চ্য শ্রীকৃষ্ণং তদনন্তরম্ ।
শাস্ত্রাভ্যাসং দ্বিজঃ শক্ত্যা কুর্য্যাদ্বিপ্রো বিশেষতঃ ॥২৪৬

অনুবাদ—এইভাবে প্রাতঃকালে শ্রীকৃষ্ণপূজা নির্ব্বাহের পর ত্রৈবর্ণিক দ্বিজ বিশেষ করিয়া ব্রাহ্মণ শাস্ত্রাভ্যাস করিবেন অর্থাৎ শাস্ত্রাভ্যাসের পূর্ব্বেই স্নান ও আহ্নিক কার্য্য করণীয় ॥ ২৪৬ ॥

টীকা—দ্বিজঃ ত্রৈবর্ণিকঃ ॥ ২৪৬ ॥

যত উক্তম্—
শ্রুতিস্মৃতী উভে নেত্রে বিপ্রাণাং পরিকীর্ত্তিতে ।
একেন বিকলঃ কাণো দ্বাভ্যামন্ধঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥২৪৭

অনুবাদ—শ্রুতি ও স্মৃতি এই দুইটিকে ব্রাহ্মণগণের লোচন বলা হইয়াছে, সেইজন্য ইহাদের মধ্যে একটি না থাকিলে কাণা এবং দুটিরই অভাবে অন্ধ বলা যায় ॥ ২৪৭ ॥

টীকা—বিপ্রস্তু বিশেষতঃ শাস্ত্রাভ্যাসং কুর্য্যাদিত্যত্র হেতুং লিখতি—শ্রুতীতি। একেন শ্রুতিরূপেণ স্মৃতিরূপেণ বা নেত্রেণ বিকলঃ বিহীনঃ, দ্বাভ্যাং বিকলঃ অন্ধঃ ॥ ২৪৭ ॥

কিঞ্চ, কৌর্ম্মে ব্যাসগীতায়াম্—
যোঽন্যত্র কুরুতে যত্নমনধীত্য শ্রুতিং দ্বিজাঃ ।
স সংমূঢ়ো ন সংভাষ্যো বেদবাহ্যো দ্বিজাতিভিঃ ॥২৪৮

অনুবাদ—কূর্ম্মপুরাণে ব্যাসগীতায় আরও বলা

হইয়াছে—হে বিপ্রগণ। বেদাধ্যয়ন না করিয়া যে ব্যক্তি অন্য বিষয়ে যত্ন করে, সে মূর্খ ও বেদ বহির্ভূত, ব্রাহ্মণগণ তাহার সহিত সম্ভাষণ করিবেন না ।।২৪৮।।

ন বেদপাঠমাত্রেণ সন্তুষ্যেদেষ বৈ দ্বিজাঃ ।
যথোক্তাচারহীনস্তু পঙ্কে গৌরিব সীদতি ॥ ২৪৯ ॥
যোঽধীত্য বিধিবদ্বেদং বেদার্থং ন বিচারয়েৎ ।
স চান্ধঃ শূদ্রকল্পস্তু পদার্থং ন প্রপদ্যতে ।।ইতি।।২৫০

অনুবাদ—কেবল বেদপাঠ করিয়াই সন্তুষ্ট হইলে চলিবে না, হে দ্বিজগণ। যথা বিহিত আচার রহিত হইলে কাদায় পতিত গোরুর মত তাহার কেবল কষ্ট ভোগই হইবে। যে ব্যক্তি নিয়মপূর্ব্বক বেদাধ্যয়ন করিয়াছেন, কিন্তু তাহার অর্থ বিচার করেন নাই, তাঁহাকে অন্ধ এবং শূদ্রবৎ মনে করা হয়, অতএব তাঁহারা বস্তু লাভ করিতে পারেন না ।।২৪৯-২৫০

অতোঽধীত্যান্বহং বিদ্বানথাধ্যাপ্য চ বৈষ্ণবঃ ।
সমর্প্য তচ্চ কৃষ্ণায় যতেত নিজবৃত্তয়ে ॥ ২৫১ ॥
বৃত্তৌ সত্যাঞ্চ শৃণুয়াৎ সাধূন্ সঙ্গত্য সৎকথাম্।।২৫২

অনুবাদ—এই জন্য প্রত্যহ বেদাধ্যয়ন করিবেন ও বেদনিপুণ হইলে শিষ্যগণকে পড়াইবেন এবং বৈষ্ণবব্যক্তি হইলে শ্রীকৃষ্ণে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা সমর্পণ করিয়া নিজের জীবনধারণের জন্য চেষ্টা করিবেন। জীবিকার কোন অসুবিধা না থাকিলে সাধুগণের সহিত সঙ্গ করিয়া সৎকথা ও ভগবৎকথা শ্রবণ কীর্ত্তন করিবেন ॥ ২৫১-২৫২ ॥

টীকা—বিদ্বান্ শাস্ত্রজ্ঞশ্চেৎ, অধ্যাপ্য শাস্ত্রং শিষ্যান্ পাঠয়িত্বা, বৈষ্ণবশ্চেৎ, তৎ অধ্যয়নমধ্যাপনঞ্চ কৃষ্ণায় সমর্প্য ॥ ২৫১ ॥

টীকা—সতীমুত্তমাং শ্রীবিষ্ণুবৈষ্ণবাশ্রয়াং কথাম্ ॥ ২৫২ ॥

অথ বৃত্তিসম্পাদনম্

সপ্তমস্কন্ধে (১১।১৮-২০)—

ঋতামৃতাভ্যাং জীবেত মৃতেন প্রমৃতেন বা ।
সত্যানৃতাভ্যামপি বা ন শ্ববৃত্ত্যা কদাচন ॥ ২৫৩ ॥

অনুবাদ—শ্রীমদ্ভাগবতের সপ্তমস্কন্ধে বলা হইয়াছে—বিপ্র জাতির যে চারিপ্রকার জীবিকার কথা বলিলাম, হে রাজন্! তার মধ্যে ঋত ও অমৃতদ্বারা কিংবা মৃত ও প্রমৃতদ্বারা অথবা সত্যানৃতদ্বারা সকল জাতিই জীবন ধারণ করিতে পারে, কিন্তু শ্ববৃত্তি বা দাসত্ব দ্বারা কোন অবস্থাতেই জীবিকানির্ব্বাহ করিবে না ॥ ২৫৩ ॥

ঋতমুঞ্ছশিলং প্রোক্তমমৃতং স্যাদযাচিতম্ ।
মৃতন্তু নিত্যং যাচ্ঞা স্যাৎ প্রমৃতং
কর্ষণং স্মৃতম্ ॥ ২৫৪ ॥
সত্যানৃতন্তু বাণিজ্যং শ্ববৃত্তির্নীচসেবনম্ ॥ ২৫৫ ॥
আত্মনো নীচলোকানাং সেবনং বৃত্তিসিদ্ধয়ে ।
নিতরাং নিন্দ্যতে সদ্ভির্বৈষ্ণবস্য বিশেষতঃ ॥ ২৫৬ ॥

অনুবাদ—ঋত-শব্দের অর্থ উঞ্ছ ও শীল, অমৃতের অর্থ অযাচিত, মৃতশব্দের অর্থ প্রত্যহ ভিক্ষা, প্রমৃতের অর্থ কৃষিকার্য্য, সত্যানৃতের অর্থ বাণিজ্য এবং শ্ব-বৃত্তির অর্থ হইতেছে নীচ সেবা। জীবিকার জন্য নিজ অপেক্ষা নীচ ব্যক্তিদিগের সেবা নিন্দনীয়, সাধুগণ দ্বারা এইরূপই কীর্ত্তিত আছে, বিশেষ করিয়া বৈষ্ণবগণের পক্ষে ইহা অতিশয় নিন্দনীয় ॥ ২৫৪-২৫৬ ॥

টীকা—আত্মনঃ সকাশাৎ যে নীচা লোকাস্তেষাং, বৈষ্ণবস্য তু নীচলোকসেবনং বিশেষতোঽধিকং নিন্দ্যতে, নীচসেবনেন নীচানামবৈষ্ণবদুষ্টজনানামধীনত্বমহাদোষাপত্তেঃ ॥ ২৫৬ ॥

তদুক্তং —

সেবা শ্ববৃত্তির্যৈরুক্তা ন সম্যক্ তৈরুদাহৃতম্ ।
স্বচ্ছন্দচরিতঃ ক্ব শ্বা বিক্রীতাসুঃ ক্ব সেবকঃ ।।২৫৭।।
পণীকৃত্যাত্মনঃ প্রাণান্ যে বর্ত্তন্তে দ্বিজাধমাঃ ।
তেষাং দুরাত্মনামন্নং ভুক্ত্বা চান্দ্রায়ণঞ্চরেৎ ॥
ইতি ॥ ২৫৮ ॥

অনুবাদ— এই বিষয়ে বলা হইয়াছে—যাঁহারা সেবাকে কুক্কুর বৃত্তি বলিয়াছেন, তাঁহারা ঠিক ঠিক বলেন নাই। ইচ্ছামত বিচরণকারী কুক্কুর ও প্রাণ-

বিক্রেতা সেবকের মধ্যে বহু পার্থক্য বর্ত্তমান। যে সব ব্রাহ্মণাধম নিজের প্রাণকে পণ রাখিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করে, সেই দুষ্ট ব্যক্তিগণের অন্ন ভোজন করিলে চান্দ্রায়ন ব্রতাচরণ করিতে হইবে ॥ ২৫৭-২৫৮ ॥

শুক্লবৃত্তেরসিদ্ধৌ চ ভোজ্যান্নান্ শূদ্রবর্গতঃ।
তথৈব গ্রাহ্যাগ্রাহ্যাণি জানীয়াচ্ছাস্ত্রতো বুধঃ ॥২৫৯॥

অনুবাদ—পবিত্রভাবে জীবিকানির্ব্বাহের অসুবিধা ঘটিলে যে সমস্ত শূদ্রের অন্ন ভোজনযোগ্য, সেই সকল শূদ্রগণ হইতে অন্ন গ্রহণ করিবেন। এই ভাবে শূদ্রান্ন গ্রহণকে অগ্রহণ বলিয়া শাস্ত্রসম্মতভাবে বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ উল্লেখ বা স্থির করিয়াছেন ॥ ২৫৯ ॥

শুক্লবৃত্তিশ্চ

শ্রীবিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে তৃতীয়কাণ্ডে—
প্রতিগ্রহেণ যল্লব্ধং যাজ্যতঃ শিষ্যতস্তথা।
গুণান্বিতেভ্যো বিপ্রস্য শুক্লং তৎ ত্রিবিধং স্মৃতম্ ॥২৬০
যুদ্ধোপকারাল্লব্ধঞ্চ দণ্ডাচ্চ ব্যবহারতঃ।
ক্ষত্রিয়স্য ধনং শুক্লং ত্রিবিধং পরিকীর্ত্তিতম্ ॥২৬১॥
কৃষি-বাণিজ্য-গোরক্ষাঃ কৃত্বা শুক্লং তথা বিশঃ।
দ্বিজশুশ্রূষয়া লব্ধং শুক্লং শূদ্রস্য কীর্ত্তিতম্ ॥২৬২॥

অনুবাদ—অতঃপর পবিত্র জীবিকা বিষয়ে শ্রীবিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে তৃতীয়কাণ্ডে—যজমান, শিষ্য অথবা গুণান্বিত ব্যক্তি হইতে প্রতিগ্রহ দ্বারা যে লাভ হয়, বিপ্রের পক্ষে ঐ তিন প্রকার শুক্ল অর্থাৎ পবিত্র বৃত্তি বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। যুদ্ধোপকার, দণ্ড এবং ব্যবহার অর্থাৎ কার্য্যাকার্য্য বিচারদ্বারা প্রাপ্ত এই তিন প্রকার ধন ক্ষত্রিয়ের পক্ষে শুক্ল বৃত্তি বলিয়া কথিত হয়। কৃষিকার্য্য, বাণিজ্য ও গোরক্ষার দ্বারা প্রাপ্ত ধন বৈশ্যের পক্ষে পবিত্র আর ব্রাহ্মণগণের সেবা দ্বারা লব্ধধন শূদ্রের পক্ষে পবিত্র বলিয়া কীর্ত্তিত ॥ ২৬০-২৬২ ॥

ক্রমাগতং প্রীতিদানং প্রাপ্তঞ্চ সহ ভার্য্যয়া।
অবিশেষেণ সর্ব্বেষাং ধনং শুক্লং প্রকীর্ত্তিতম্ ॥২৬৩

অনুবাদ—পরম্পরাক্রমে প্রাপ্ত, প্রীতিযুক্তদান, স্ত্রীর সহিত প্রাপ্ত এই তিন প্রকার ধন সকলের পক্ষেই পবিত্র বলিয়া নিরূপিত হইয়াছে জানিবে ॥ ২৬৩ ॥

অথ গ্রাহ্যাগ্রাহ্যাণি

কৌর্ম্মে তত্রৈব—
নাদ্যাচ্ছূদ্রস্য বিপ্রোঽন্নং মোহাদ্বা যদি কামতঃ।
স শূদ্রযোনিং ব্রজতি যস্তু ভুঙ্‌ক্তে হ্যনাপদি ॥২৬৪॥

অনুবাদ—কূর্ম্মপুরাণে জীবিকা-বিষয়ে বলা হইয়াছে—ব্রাহ্মণ শূদ্রের অন্ন ভোজন করিবেন না। মোহবশতঃ বা স্বেচ্ছায়, আপদ্‌কালে শূদ্রান্ন ভোজনকারী ব্যক্তি শূদ্রযোনি প্রাপ্ত হন ॥ ২৬৪ ॥

দুষ্কৃতং হি মনুষ্যস্য সর্ব্বমন্নে প্রতিষ্ঠিতম্।
যো যস্যান্নং সমশ্নাতি স তস্যাশ্নাতি কিল্বিষম্ ॥২৬৫

অনুবাদ—অন্নের মধ্যে মানবগণের সমস্ত পাপ নিহিত থাকে, সুতরাং যিনি যাহার অন্ন ভোজন করেন, তিনি তাহার পাপ ভোজন করেন, অর্থাৎ তাহার পাপের অংশীদার হন ॥ ২৬৫ ॥

আর্দ্ধিকঃ কুলমিত্রশ্চ স্বগোপালশ্চ নাপিতঃ।
এতে শূদ্রেষু ভোজ্যান্না দত্ত্বা স্বল্পপণং বুধৈঃ ॥২৬৬॥
পায়সং স্নেহপক্বং যৎ গোরসং চৈব শক্তবঃ।
পিণ্যাকঞ্চৈব তৈলঞ্চ শূদ্রাদ্‌গ্রাহ্যং তথৈব চ ॥২৬৭॥

অনুবাদ—ভাগচাষী, পরম্পরাক্রমে নিজবংশের হিতকারী, নিজ গো-পালক ও নাপিত শূদ্রজাতির মধ্যে ইঁহাদের অন্ন ভোজ্য। বিদ্বানব্যক্তিগণ কিঞ্চিৎ মূল্য দিয়া শূদ্রের নিকট হইতে পায়স, ঘৃত বা তৈল পক্ব, গোদুগ্ধ, ছাতু, তিলের খৈল ও তৈল লইতে পারিবেন ॥ ২৬৬-২৬৭ ॥

অঙ্গিরাঃ—
গোরসং চৈব শক্তূংশ্চ তৈল-পিণ্যাকমেব চ।
অপূপান্ ভক্ষয়েচ্ছূদ্রাৎ যৎকিঞ্চিৎ পয়সা কৃতম্ ॥২৬৮

অনুবাদ—ঋষি অঙ্গিরা বলিয়াছেন—দুধ, ছাতু, তৈল, পিণ্যাক, পিঠা এবং দুধদিয়া তৈরী যে কোন দ্রব্য শূদ্রের নিকট হইতে লইয়া ভোজন করা যায় ॥ ২৬৮ ॥

অত্রিস্মৃতৌ—

স্বসুতায়াশ্চ যো ভুঙ্‌ক্তে স ভুঙ্‌ক্তে পৃথিবীমলম্ ।
নরেন্দ্রভবনে ভুক্ত্বা বিষ্ঠায়াং জায়তে কৃমিঃ ॥২৬৯॥

অনুবাদ—অত্রিস্মৃতিতেও উক্ত হইয়াছে—যে ব্যক্তি নিজ কন্যার দ্রব্য ভোজন করে, সে পৃথিবীর মল ভোজন করে এবং রাজগৃহে ভোজন করিলে বিষ্ঠার কৃমি হইয়া জন্ম গ্রহণ করে ॥ ২৬৯ ॥

অন্যত্র চ—

দাস-নাপিত-গোপাল-কুলমিত্রার্দ্ধসীরিণঃ ।
ভোজ্যান্নাঃ শূদ্রবর্গেঽমী তথাত্মবিনিবেদকঃ ॥ ২৭০ ॥

অনুবাদ—অন্যত্র বলা হইয়াছে—নাপিত, গো-রক্ষক, ভৃত্য, কুলমিত্র এবং ধনাদির বিভাগকারী, শূদ্রবর্গের মধ্যে ইহাদের অন্ন ভোজন যোগ্য। আর যে ব্যক্তি আত্মসমর্পণ করে তাহার অন্নও ভোজন করা যাইতে পারে ॥ ২৭০ ॥

টীকা—দাসাঃ কৈবর্ত্তাঃ কুলমিত্রাণি পারম্পর্য্যেণ নিজবংশহিতকারিণঃ, অর্দ্ধসীরিণঃ বিত্তাদিবিভাগিনঃ ॥ ২৭০ ॥

মধূদকং ফলং মূলমেধাংস্যভয়দক্ষিণা ।
অভ্যুদ্যতানি ত্বেতানি গ্রাহ্যাণ্যপি নিকৃষ্টতঃ ॥২৭১॥

অনুবাদ—মধু, জল, ফল, মূল, কাঠ ও অভয়-দান—এইগুলি বিনা প্রার্থনায় উপস্থিত হইলে নির্ব্বি-চারে নিকৃষ্ট জাতির লোকের নিকট হইতেও গ্রহণ করা যায় ॥ ২৭১ ॥

খলক্ষেত্রগতং ধান্যং কূপবাপীষু যজ্জলং ।
অগ্রাহ্যাদপি তদ্‌গ্রাহ্যং যচ্চ গোষ্ঠগতং পয়ঃ ॥২৭২॥

অনুবাদ—গোষ্ঠস্থিত দুগ্ধ, কুয়া ও সরোবরের জল এবং খামার বাড়ীর ধান, এই দ্রব্যগুলি অগ্রাহ্য মানুষদিগের নিকট হইতে লইলেও দোষ হয় না ॥২৭২

পানীয়ং পায়সং ভক্ষ্যং ঘৃতং লবণমেব চ ।
হস্তদত্তং ন গৃহ্ণীয়াৎ তুল্যং গোমাংসভক্ষণৈঃ ॥২৭৩

অনুবাদ—হস্তদত্ত হইলে জল, পায়স, ভক্ষ্য, ঘি ও নুন গ্রহণের যোগ্য নয়। গ্রহণে গোমাংস ভক্ষণের তুল্য হয় অর্থাৎ এই সকল দ্রব্য কেবল হস্তে করিয়া দিলেই এই প্রকার দোষাবহ হয় ॥২৭৩ ॥

মনুস্মৃতৌ—

সামুদ্রং সৈন্ধবং চৈব লবণে পরমাদ্ভুতে ।
প্রত্যক্ষে অপি তে গ্রাহ্যে নিষেধস্ত্বন্যগোচরঃ ॥২৭৪॥
আয়সেনৈব পাত্রেণ যদন্নমুপনীয়তে ।
ভোক্তা তদ্বিট্‌সমং ভুঙ্‌ক্তে দাতা চ নরকং ব্রজেৎ ॥ ২৭৫ ॥
গোরক্ষকান্ বাণিজকান্ তথা কারুকশীলিনঃ ।
প্রেষ্যান্ বার্দ্ধুষিকাংশ্চৈব বিপ্রান্ শূদ্রবদাচরেৎ ॥২৭৬

অনুবাদ—মনুস্মৃতিতে বলা হইয়াছে—সমুদ্র হইতে উৎপন্ন এবং সৈন্ধব, এই উভয় বিধ লবণই উৎকৃষ্ট—ইহা প্রত্যক্ষ গ্রহণ করা যায়, অন্য প্রত্যক্ষ নিষিদ্ধ। লৌহপাত্রে আনীত অন্ন ভোজনে ভোক্তা বিষ্ঠাতুল্য ভোজন করে এবং দাতা নিরয়গামী হইয়া থাকে। যে সব ব্রাহ্মণ গোরক্ষক, ব্যবসায়ী, কটাদি নির্ম্মাতা, ভৃত্য এবং সূদ গ্রহণকারী, তাহাদের সহিত শূদ্রবৎ আচরণ করা বিধেয় ॥ ২৭৪-২৭৬ ॥

টীকা—বিপ্রেভ্যোঽপি সর্ব্বেভ্যঃ শুক্লবৃত্তির্ন সিধ্য-তীত্যভিপ্রেত্য লিখতি—গোরক্ষকানিতি। কারুক-শীলিনঃ কটাদিকারিণঃ ॥ ২৭৬ ॥

কৌর্ম্মে চ তত্রৈব—

তৃণং কাষ্ঠং ফলং পুষ্পং প্রকাশং বৈ হরেদ্ বুধঃ ।
ধর্ম্মার্থং কেবলং বিপ্র হ্যন্যথা পতিতো ভবেৎ ॥২৭৭
তিলমুদ্‌গযবাদীনাং মুষ্টির্গ্রাহ্যা পথি স্থিতৈঃ ।
ক্ষুধার্ত্তৈর্নান্যথা বিপ্রা ধর্ম্মবিদ্ভিরিতি স্থিতিঃ ॥ ২৭৮॥

অনুবাদ—কূর্ম্মপুরাণেও উক্তস্থলে বলা হইয়াছে—জ্ঞানবান ব্যক্তি কেবল ধর্ম্মের নিমিত্ত প্রকাশ্যভাবে ঘাস, কাঠ, ফল ও ফুল সংগ্রহ করিবেন। এরূপ না করিলে পাতিত্যদোষ হইবে। হে ব্রাহ্মণগণ! ক্ষুধার্ত্ত পথিক তিল, মুগ ও যব প্রভৃতির মুষ্ঠিমাত্র লইবে, অন্য অবস্থায় লইবে না, ধর্ম্মশাস্ত্রগণ এই প্রকার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন ॥ ২৭৭-২৭৮ ॥

বৈষ্ণবানাং হি ভোক্তব্যং প্রার্থ্যান্নং বৈষ্ণবৈঃ সদা।
অবৈষ্ণবানামন্নন্তু পরিবর্জ্জ্যমমেধ্যবৎ ॥ ২৭৯ ॥

অনুবাদ—বৈষ্ণবগণ বৈষ্ণবগণের অন্ন সর্ব্বদা চাহিয়া ভোজন করিবেন। অবৈষ্ণব-ব্রাহ্মণের অন্নও অমেধ্যবৎ ত্যাগ করা উচিত ॥ ২৭৯ ॥

টীকা—এবং ব্রাহ্মণস্য শুক্লবৃত্তৌ শূদ্রাণাং সর্ব্বেষামেবান্নবর্জ্জনে প্রাপ্তে অপবাদং দর্শয়ন্ বৈষ্ণবানাঞ্চ শুক্লবৃত্তিমভিব্যজয়ন্, অবৈষ্ণবত্বেঽপি বিপ্রাণামপ্যন্নং বৈষ্ণবৈর্বর্জ্জনীয়মিত্যভিপ্রেত্য লিখতি—বৈষ্ণবানামিতি। হি নির্দ্ধারে প্রার্থ্যাপি; অমেধ্যং পুরীষাদি, তদ্বৎ ॥২৭৯

তথা চ পাদ্মে দেবদূত-বিকুণ্ডল-সংবাদে—

প্রার্থয়েদ্বৈষ্ণবাদন্নং প্রযত্নেন বিচক্ষণঃ।
সর্ব্বপাপবিশুদ্ধ্যর্থং তদভাবে জলং পিবেৎ ॥ ২৮০ ॥

অনুবাদ—এই বিষয়ে পদ্মপুরাণে দেবদূত-বিকুণ্ডল-সংবাদে বলা আছে—সর্ব্ব প্রকার পাপ শুদ্ধির জন্য বিচক্ষণ ব্যক্তি সযত্নে বৈষ্ণবের নিকট অন্ন চাহিয়া লইবেন। অন্ন না পাইলে কেবলমাত্রজল পান করিবেন ॥ ২৮০ ॥

নারদীয়ে—

মহাপাতকসংযুক্তো ব্রজেদ্বৈষ্ণবমন্দিরম্।
যাচয়েদন্নমমৃতং তদভাবে জলং পিবেৎ ॥ ২৮১ ॥

অনুবাদ—নারদপুরাণে বলা হইয়াছে—বৈষ্ণবালয়ে যাইয়া মহাপাতকী ব্যক্তিও অমৃতময় অন্ন মাগিবে, অন্ন না পাইলে অন্ততঃ জলটুকু চাহিয়া পান করিবে ॥ ২৮১ ॥

বিষ্ণুস্মৃতৌ—

শ্রোত্রিয়ান্নং বৈষ্ণবান্নং হুতশেষঞ্চ যদ্ধবিঃ।
আনখাৎ শোধয়েৎ পাপং তুষাগ্নিঃ কনকং যথা ॥২৮২

অনুবাদ—বৈষ্ণবস্মৃতিতে বলা হইয়াছে যে—তুষাগ্নি যেমন সোনাকে শুদ্ধ করে, সেইরূপ বেদজ্ঞের অন্ন, বৈষ্ণবের অন্ন এবং হোমাবশিষ্ট ঘৃত—এই সব দ্রব্য নখ পর্য্যন্ত শরীরের সমূহ পাপ বিনষ্ট করে ॥ ২৮২ ॥

টীকা—শ্রোত্রিয়ান্নমিতি, হুতশেষং হবিরিতি চ দৃষ্টান্ততয়াত্র জ্ঞেয়ম্ ॥ ২৮২ ॥

স্কান্দে মার্কণ্ডেয়-ভগীরথ-সংবাদে—

শুদ্ধং ভাগবতস্যান্নং শুদ্ধং ভাগীরথীজলম্।
শুদ্ধং বিষ্ণুপরং চিত্তং শুদ্ধমেকাদশীব্রতম্ ॥ ২৮৩ ॥
অবৈষ্ণবগৃহে ভুক্ত্বা পীত্বা বা জ্ঞানতোঽপি বা।
শুদ্ধিশ্চান্দ্রায়ণে প্রোক্তা ইষ্টাপূর্ত্তং বৃথা সদা ॥২৮৪॥

অনুবাদ—স্কন্দপুরাণে মার্কণ্ডেয়-ভগীরথ-সংবাদে উক্ত হইয়াছে—গঙ্গাজল, বিষ্ণুপরায়ণ চিত্ত, একাদশী ব্রত এবং ভগবদ্ভক্তের অন্ন সর্ব্বদা পবিত্র। অবৈষ্ণব গৃহে ভুল করিয়া ভোজন বা পান করিলে চান্দ্রায়ণ ব্রত করিয়া পবিত্র হইতে হয়, নতুবা তাহার ইষ্ট ও পূর্ত্ত সমস্ত কর্ম্ম ফলহীন হইয়া থাকে ॥২৮৩-২৮৪ ॥

টীকা—শুদ্ধমিতি—সূতকাদৌ নিষিদ্ধমপি শুদ্ধমেবেত্যর্থঃ। তথা চ বিষ্ণুস্মৃতৌ—'শিববিষ্ণর্চ্চনে দীক্ষা যস্য চাগ্নিপরিগ্রহঃ। ব্রহ্মচারি-যতীনাঞ্চ শরীরে নাস্তি সূতকম্ ॥' ইতি। তত্র দৃষ্টান্তাঃ—অশুচি-সংসর্গাদিনাপি যথা গঙ্গাজলং শুদ্ধমেবেত্যাদয়ঃ; তদুক্তং—'অপি চাণ্ডালভাণ্ডস্থং তজ্জলং পাবনং মৎ' ইত্যাদি ॥ ২৮৩ ॥

শ্রীপ্রহ্লাদবাক্যে চ—

কেশবার্চ্চা গৃহে যস্য ন তিষ্ঠতি মহীপতে।
তস্যান্নং নৈব ভোক্তব্যমভক্ষ্যেণ সমং স্মৃতম্ ॥২৮৫

অনুবাদ—শ্রীপ্রহ্লাদ মহাশয়ও বলিয়াছেন—যাহার গৃহে শ্রীকৃষ্ণের অর্চ্চাবিগ্রহ নাই, হে রাজন্!

তাহার অন্ন কখনও ভোজন করা উচিত নয়, যেহেতু তাহা অভক্ষ্য বলিয়া বিহিত হইয়াছে ॥ ২৮৫ ॥

কেচিদ্বৃত্ত্যনপেক্ষস্য জপশ্রদ্ধাবতঃ প্রভৌ।
বিশ্বস্তস্যাদিশন্ত্যস্মিন্ কালেঽপি কৃতিনো জপম্ ॥২৮৬

অনুবাদ—জপবিষয়ে শ্রদ্ধাবান কোন কোন অভিজ্ঞ ব্যক্তি উপদেশ করেন,—প্রভুতে বিশ্বাস রাখিয়া অর্থাৎ শ্রীভগবান জগতের জীবসমূহের বৃত্তিদাতা অতএব আমার জীবিকার চেষ্টা নিষ্প্রয়োজন, এই প্রকার ভাবিয়া—অধ্যয়ন, অধ্যাপনা ও বৃত্তির সম্পাদন কালেও জপ করিবে ॥ ২৮৬ ॥

টীকা—বৃত্তৌ বৃত্তিসম্পাদনে অনপেক্ষস্য আসক্তিরহিতস্য, যতঃ প্রভৌ ভগবতি বিশ্বস্তস্য, ভগবান্ জগতাং বৃত্তিদঃ, কিন্তৎপ্রয়াসেনেতি বিশ্বাসং গতস্য, যতঃ কৃতিনঃ অভিজ্ঞস্য অতো জপে শ্রদ্ধা প্রীতিস্তদ্বতঃ। অস্মিন্ অধ্যয়নাধ্যাপনবৃত্তি-সম্পাদনসম্বন্ধিনি কালেঽপি জপমেবাদিশন্তি। কেচিৎ কৃতিন ইতি বা ॥ ২৮৬ ॥

অথ মাধ্যাহ্নিক-কৃত্যানি

মধ্যাহ্নে স্নানতঃ পূর্ব্বং পুষ্পাদ্যাহৃত্য বা স্বয়ম্।
ভৃত্যাদিনা বা সম্পাদ্য কুর্য্যান্মাধ্যাহ্নিকীঃ ক্রিয়াঃ ॥ ২৮৭ ॥

অনুবাদ—অতঃপর মধ্যাহ্নকালের কৃত্যসকল—মধ্যাহ্নস্নানের আগেই পুষ্পাদি সংগ্রহ করিতে হইবে। তাহা নিজে অথবা অপরের দ্বারা করা হইলে মধ্যাহ্নকালীন কৃত্যসমূহ করিবে ॥ ২৮৭ ॥

স্নানাশক্তৌ চ মধ্যাহ্নে স্নানমাচর্য্য মান্ত্রিকম্।
যথোক্তং ভগবৎপূজাং শক্তশ্চেৎ প্রাগ্বদাচরেৎ ॥২৮৮

অনুবাদ—যদি মধ্যাহ্নস্নান সম্ভব না হয়, তাহা হইলে মন্ত্রদ্বারা স্নান সমাধাপূর্ব্বক আগে যেরূপ বলা হইয়াছে, সেরূপভাবে ভগবদর্চ্চনা করিবে এবং সমর্থ থাকিলে প্রাতঃকৃত্যের অনুরূপ আচরণ করিবে ॥২৮৮

টীকা—প্রাগ্বৎ যথা প্রাতঃকৃত্যং তথেত্যর্থঃ ॥২৮৮

অথ বৈষ্ণববৈশ্বদেবাদি-বিধিঃ

ততঃ কৃষ্ণার্পিতেনৈব শুদ্ধেনান্নেন বৈষ্ণবঃ।
বৈশ্বদেবাদিকং দৈবং কর্ম্ম পৈত্রঞ্চ সাধয়েৎ ॥২৮৯॥

অনুবাদ—অনন্তর বৈষ্ণবগণের বৈশ্বদেবাদি বিধি—বৈষ্ণবব্যক্তি অতঃপর শ্রীকৃষ্ণকে নিবেদিত পবিত্র অন্নদ্বারা বৈশ্বদেবাদি দৈব ও পৈত্র কার্য্য সাধন করিবেন ॥ ২৮৯ ॥

তদুক্তং—

ষষ্ঠে দিনবিভাগে তু কুর্য্যাৎ পঞ্চ মহামখান্।
দৈবো হোমেন যজ্ঞঃ স্যাৎ ভৌতস্তু বলিদানতঃ ॥২৯০
পৈত্রো বিপ্রান্নদানেন পৈত্রেণ বলিনাথবা।
কিঞ্চিদন্নপ্রদানাদ্বা তর্পণাদ্বা চতুর্ব্বিধঃ ॥ ২৯১ ॥
নৃযজ্ঞোঽতিথিসৎকারাৎ হন্তকারেণ চাম্বুনা।
ব্রহ্মযজ্ঞো বেদজপাৎ পুরাণপঠনেন বা ॥ ২৯২ ॥

অনুবাদ—এই বিষয়ে উক্ত হইয়াছে—দিনের ষষ্ঠভাগে দেবযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, নৃযজ্ঞ ও ব্রহ্মযজ্ঞ এই পঞ্চ মহাযজ্ঞ করিবে। হোমদ্বারা দেবযজ্ঞ, বলি বা সেবার উপকরণ প্রদান দ্বারা ভূতযজ্ঞ, চারি প্রকার পিতৃযজ্ঞ অর্থাৎ ব্রাহ্মণগণকে অন্ন প্রদান, পিতৃসম্বন্ধীয় বলি প্রদান কিঞ্চিৎ অন্ন প্রদান বা তর্পণ করিবে। অতিথি সৎকার কিংবা পানীয়শালা অথবা জল দিয়া নৃযজ্ঞ এবং বেদ বা পুরাণ পাঠ দ্বারা ব্রহ্মযজ্ঞ করিতে হইবে ॥ ২৯০-২৯২ ॥

টীকা—ভৌতো ভূতসম্বন্ধী যজ্ঞঃ, পৈত্রশ্চ যজ্ঞশ্চতুর্ব্বিধঃ, চতুর্ব্বিধত্বমেবাহ—বিপ্রেতি। অত্র চ বিশেষঃ কৌর্ম্মে—'দেবযজ্ঞং ভূতযজ্ঞং পিতৃযজ্ঞং তথৈব চ। মানুষ্যং ব্রহ্মযজ্ঞঞ্চ পঞ্চ যজ্ঞান্ প্রচক্ষতে ॥ যদি স্যাৎ তর্পণাদর্ব্বাক্ ব্রহ্মযজ্ঞঃ কৃতো ন হি। কৃত্বা মানুষ্যযজ্ঞং বৈ ততঃ স্বাধ্যায়মাচরেৎ। কুশপুঞ্জে সমাসীনঃ কুশপাণিঃ সমাহিতঃ। শালাগ্নৌ লৌকিকে বাথ জলে ভূম্যামথাপি বা। বৈশ্বদেবশ্চ কর্ত্তব্যো দেবযজ্ঞঃ স বৈ স্মৃতঃ ॥' ইত্যাদি ॥ ২৯০-২৯১ ॥

তন্নিত্যতা

কৌর্ম্মে—

অকৃত্বা চ দ্বিজঃ পঞ্চ মহাযজ্ঞান্ দ্বিজোত্তমাঃ।
ভুঞ্জীত চেৎ সুমূঢ়াত্মা তির্য্যগ্‌যোনিং স গচ্ছতি ॥২৯৩

অনুবাদ—কূর্ম্মপুরাণে ব্রাহ্মণগণকে সম্বোধন করিয়া বলা হইয়াছে—দ্বিজ পঞ্চ যজ্ঞ না করিয়া ভোজন করিলে তির্য্যগ্ যোনি প্রাপ্ত হন ॥ ২৯৩ ॥

———

অথ বৈষ্ণবশ্রাদ্ধবিধিঃ

প্রাপ্তে শ্রাদ্ধদিনেঽপি প্রাগন্নং ভগবতেঽর্পয়েৎ ।
তচ্ছেষেণৈব কুর্ব্বীত শ্রাদ্ধং ভাগবতো নরঃ ॥২৯৪॥

অনুবাদ—অতঃপর বৈষ্ণবশ্রাদ্ধবিধি—শ্রাদ্ধদিবস উপস্থিত হইলে ভগবৎপরায়ণ মানুষ প্রথমে শ্রীভগবানকে অন্ন নিবেদন করিয়া তাহা দিয়াই শ্রাদ্ধ করিবেন ॥ ২৯৪ ॥

টীকা—তচ্ছেষেণ ভগবন্নিবেদিতেনৈব, যতো ভাগবতঃ ভগবদ্ভক্তঃ ॥ ২৯৪ ॥

———

যচ্চ স্মৃতৌ—

গৃহাগ্নিশিশুদেবানাং যতীনাং ব্রহ্মচারিণাম্ ।
পিতৃপাকো ন দাতব্যো যাবৎ পিণ্ডান্ন নির্ব্বপেৎ ॥
ইতি ॥ ২৯৫ ॥

অনুবাদ—স্মৃতিতে যাহা বলা হইয়াছে—পিণ্ডদান যে পর্য্যন্ত না করা হয়, সেই পর্য্যন্ত পিতৃনিমিত্ত পাক করা অন্ন, গৃহাগ্নি, শিশু, দেব, যতি ও ব্রহ্মচারীগণকে দিবে না ॥ ২৯৫ ॥

টীকা—তত্র নিষেধবাক্যমুল্লিখন্ বহুতরবচনৈস্তদ্বাধয়িত্বা ভগবদপিতান্নাদিনৈব শ্রাদ্ধবিধানং সাধয়তি—গৃহাগ্নীত্যাদিনা অপ্রকল্পিতা ইত্যন্তেন ॥ ২৯৫ ॥

———

ঈদৃক্ সামান্যবচনং বিশেষবচনব্রজৈঃ ।
শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণাদিবর্ত্তিভির্বধ্যতে ধ্রুবম্ ॥ ২৯৬ ॥

অনুবাদ—গৃহাগ্নি ইত্যাদি সামান্য বচন শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণাদিবর্ত্তি প্রভৃতির বিশেষ বিশেষ বচনদ্বারা নিশ্চয় বাধা প্রাপ্ত হয় ॥ ২৯৬ ॥

টীকা—ঈদৃক্ গৃহাগ্নীতি শ্লোকসদৃশম্ ॥ ২৯৬ ॥

———

তথা চ পাদ্মে—

বিষ্ণোর্নিবেদিতান্নেন যষ্টব্যং দেবতান্তরম্ ।
পিতৃভ্যশ্চাপি তদ্দেয়ং তদানন্ত্যায় কল্পতে ॥ ২৯৭ ॥

অনুবাদ—এই বিষয়ে পদ্মপুরাণে যেরূপ বলা হইয়াছে, তাহা—শ্রীবিষ্ণুর প্রসাদী অন্ন দিয়া অন্যান্য পূজা করা উচিত, পিতৃগণের ক্ষেত্রেও প্রসাদী অন্ন দানই বিধেয়, এরূপ করিলে তাহা অনন্তফল প্রদান করে ॥ ২৯৭ ॥

টীকা—বিশেষবচনান্যেব দর্শয়তি—বিষ্ণোরিতি ॥ ২৯৭ ॥

———

মোক্ষধর্ম্মে নারদোক্তৌ—

সাত্বতং বিধিমাস্থায় প্রাক্ সূর্য্যমুখনিঃসৃতম্ ।
পূজয়ামাস দেবেশং তচ্ছেষেণ পিতামহান্ ॥ ২৯৮ ॥

অনুবাদ—মোক্ষধর্ম্মে দেবর্ষি নারদের শ্রীমুখোক্তি—শ্রীসূর্য্যদেব-কর্ত্তৃক কথিত বিধি অনুসারে আগে বৈষ্ণবসম্বন্ধীয় নিয়ম অবলম্বন করিয়া শ্রীভগবানের অর্চ্চনা করতঃ তন্নিবেদিত প্রসাদী অন্নদ্বারা পিতামহগণের পূজা করিবে ॥ ২৯৮ ॥

টীকা—সাত্বতমিতি—সাত্বতা বৈষ্ণবাস্তৎসম্বন্ধিনমিত্যর্থঃ । দেবেশং শ্রীভগবন্তং, তচ্ছেষেণ ভগবন্নিবেদিতেনেত্যর্থঃ । ন চাত্র বক্তব্যং যদন্নাদিকং ভোজনপাত্রেষু নিধায়ান্নসংস্কারাদ্যর্পণবিধিনা ভগবতেঽপিতং, তস্য যদবশিষ্টং রন্ধনপাত্রাদাবস্তি তেনেতি, বিষ্ণোর্নিবেদিতান্নেনেতি পাদ্মোক্তেঃ । ন চ তদপ্যবশিষ্টমেবেতি শঙ্কনীয়ং, যতঃ সংস্কারাদিবিধিনা ভগবতোঽগ্রে যৎ সমর্প্যতে, তদেব নিবেদিতমিত্যুপপদ্যতে ইতি । অতস্তস্যৈব ভগবদ্ভুক্তোচ্ছিষ্টস্য ভক্ত্যা শেষ ইত্যাদ্যুক্তিঃ । অন্যথা গৃহভাণ্ডাদৌ স্থিতস্য ঘৃতখণ্ডাদি দ্রব্যস্য কিঞ্চিদর্পণাত্তত্রাপি শেষত্বব্যাপ্ত্যা নিবেদিতত্বপ্রসঙ্গঃ স্যাৎ, তচ্চাযুক্তম্ । তত্র তত্র স্থিতস্য দ্রব্যস্য সর্ব্বস্যৈব উচ্ছিষ্টত্বেন পুনর্ভগবতেঽর্পণাযোগাদিতি দিক্ । এবঞ্চ ভগবদুচ্ছিষ্টস্য পরমভক্ত্যা মহাপ্রসাদতয়া গ্রহণে শিষ্টকৃতো যজ্ঞাবশিষ্টদ্রব্যকরণকহোম ইব দত্তাপহারদোষপ্রসঙ্গশ্চ ন স্যাৎ । অন্যথা শ্রীচরণামৃতপানেঽনুলেপতুলস্যাদিনির্ম্মাল্যগ্রহণেঽপি সর্ব্বত্রৈব দত্তাপহারদোষব্যাপ্তিঃ স্যাৎ ; ন চ সা যুক্তা, যতঃ তত্তদ্গ্রহণে মহাফলপ্রতিপাদকানি তত্র তত্র বচনানি শতশঃ সন্তি, তেষু চ কানিচিৎ শ্রীচরণামৃতপানাদিপ্রসঙ্গে পূর্ব্বে লিখিতানি ।

অত্র চ লিখিতং 'বিষ্ণোর্নিবেদিতান্নে' ইতি। লেখ্যান্যপি দেবান্ পিতৄন্ সমুদ্দিশ্যেতি মুকুন্দগাত্রলগ্নেনেতি সর্ব্বপ্রযত্নেনেত্যাদীনি। শ্রুতিশ্চ—'একএব নারায়ণঃ' ইত্যাদিঃ। এতচ্চাগ্রে লেখ্যোঃ 'পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ম্' (শ্রীগীঃ ৯।২৬) ইত্যাদিভিরনর্পিতোপভোগনিষেধবচনৈঃ। তথা 'অম্বরীষ নবং বস্ত্রম্' ইত্যাদিভিস্তদুপভোগবিধিবচনৈরপি নিতরাং দ্রষ্টব্যম্। বিশেষতশ্চাত্র মহতাং বহূনাং শিষ্টানামাচার এব পরমং প্রমাণমিতি। ভগবন্মায়াহতানাং ভগবৎপ্রসাদবঞ্চিতানাং দুষ্টবুদ্ধীনাং সর্ব্বথোপেক্ষ্যৈবোপযুক্তেতি সর্ব্বেষাং সাধূনাং মতম্ ॥ ২৯৮ ॥

———

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে—

যঃ শ্রাদ্ধকালে হরিভুক্তশেষং,
দদাতি ভক্ত্যা পিতৃদেবতানাম্।
তেনৈব পিণ্ডাংস্তুলসীবিমিশ্রা-
নাকল্পকোটিং পিতরঃ সুতৃপ্তাঃ ॥ ২৯৯ ॥

অনুবাদ—ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে বলা হইয়াছে—শ্রাদ্ধের সময় যিনি ভক্তিভরে শ্রীহরির ভুক্তাবশেষ মহাপ্রসাদ এবং তাহা দ্বারা নির্ম্মিত তুলসীপত্র সংযুক্ত পিণ্ড পিতৃপুরুষ ও দেবগণকে অর্পণ করেন, তাঁহার পিতৃপুরুষগণ কোটিকল্পকাল পরিতৃপ্ত থাকেন ॥ ২৯৯ ॥

টীকা—অধুনা পিতৃভ্যোঽপি ভগবদুচ্ছিষ্ট-মহাপ্রসাদদানে বহুলবচনানি প্রমাণয়ন্ আদৌ তত্র নিত্যশ্রাদ্ধাদিবিষয়মেব তৎ, ন চ পার্ব্বণাদিপরমিতি কেষাঞ্চিদজ্ঞানাং মতং নিরস্যতি—যঃ শ্রাদ্ধেতি। হরের্ভুক্তঞ্চ তৎ, অতএব শেষঞ্চ ॥ ২৯৯ ॥

———

স্কান্দে শ্রীশিবোক্তৌ

দেবান্ পিতৄন্ সমুদ্দিশ্য যদ্বিষ্ণোর্বিনিবেদিতম্।
তানুদ্দিশ্য ততঃ কুর্য্যাৎ প্রদানং তস্য চৈব হি ॥৩০০
প্রয়ান্তি তৃপ্তিমতুলাং সোদকেন তু তেন বৈ।
মুকুন্দগাত্রলগ্নেন ব্রাহ্মণানাং বিলেপনম্ ॥ ৩০১ ॥
চন্দনেন তু পিণ্ডানাং কর্ত্তব্যং পিতৃতৃপ্তয়ে।
দেবানাঞ্চ পিতৄণাঞ্চ জায়তে তৃপ্তিরক্ষয়া ॥ ৩০২ ॥
এবং কৃতে মহীপাল মা ভবেৎ সংশয়ঃ কৃচিৎ ॥৩০৩

অনুবাদ—স্কন্দপুরাণে শ্রীশিব কহিতেছেন—দেবগণ ও পিতৃগণকে উদ্দেশ্য করিয়া শ্রীবিষ্ণুকে যাহা অর্পণ করা হয়—শ্রীবিষ্ণুকে অর্পিত সেই বস্তু সেই সেই দেবতা ও পিতৃগণকে প্রদান করিবে। শ্রীবিষ্ণুকে প্রদত্ত জলের সহিত পিণ্ড প্রদত্ত হইলে পিতৃলোকের সীমাহীন তৃপ্তি লাভ হয়। শ্রীমুকুন্দের বিগ্রহে অনুলিপ্ত প্রসাদী চন্দনদ্বারা ব্রাহ্মণগণের বিলেপন বিধিসম্মত এবং পিতৃলোকের পরিতৃপ্তির জন্য ঐ চন্দনদ্বারা পিণ্ডের বিলেপন কর্ত্তব্য। এই ভাবে অনুষ্ঠান করিলে দেবগণ ও পিতৃগণ অক্ষয়-তৃপ্তি লাভ করেন, হে রাজন্! ইহাতে কোনও প্রকার সন্দেহ করিও না ৩০০-৩০৩ ॥

টীকা—তস্য বিষ্ণুনিবেদিতস্যৈব প্রদানং তান্ দেবাদীন্ উদ্দিশ্য কুর্য্যাৎ ॥ ৩০০ ॥

টীকা—কৃচিদিতি—ভগবদুচ্ছিষ্ট-দানেন গৌণ্যাপত্ত্যা পিত্রাদিতৃপ্তিঃ স্যান্ন বেতি, দত্তাপহারদোষঃ স্যান্ন বেত্যাদৌ, কুত্রাপি সংশয়ঃ শঙ্কাপি ন ভবেদিত্যর্থঃ ॥ ৩০৩ ॥

———

তত্রৈব শ্রীপুরুষোত্তমখণ্ডে—

অন্নাদ্যং শ্রাদ্ধকালে তু পতিতাদ্যৈর্নিরীক্ষিতম্।
তুলসীদলমিশ্রেণ সলিলেনাভিষিঞ্চয়েৎ ॥ ৩০৪ ॥
তদন্নং শুদ্ধতামেতি বিষ্ণোর্নৈবেদ্যমিশ্রিতম্।
বিষ্ণোর্নৈবেদ্যশেষন্তু তস্মাদ্দেয়ং দ্বিজন্মনাম্।
পিণ্ডে চৈব বিশেষেণ পিতৄণাং তৃপ্তিমিচ্ছতা ॥৩০৫॥

অনুবাদ—ঐ স্কন্দপুরাণেই শ্রীপুরুষোত্তমখণ্ডে বলা হইয়াছে—পতিত লোকগণ কর্ত্তৃক শ্রাদ্ধকালীন অন্নাদি দৃষ্ট হইলে সেই দোষ নিবারণের জন্য তাহাতে তুলসী জলের ছিটা দিবে এবং ঐ অন্ন ভগবৎপ্রসাদের সহিত মিশাইলে উহা পবিত্র হয়। এই কারণে ব্রাহ্মণগণকে ভগবৎপ্রসাদান্ন অর্পণ করিবে ও বিশেষরূপে পিতৃগণের তৃপ্তি সাধন করিতে চাহিলে পিণ্ডে শ্রীবিষ্ণুর নৈবেদ্যশেষ অর্পণ করিবে ॥ ৩০৪-৩০৫ ॥

টীকা—অভিষিঞ্চয়েৎ অভিষেচয়েৎ, স্বার্থে ইণ ॥ ৩০৪ ॥

———

তত্রৈব শ্রীব্রহ্ম-নারদ-সংবাদে—

পিতৄনুদ্দিশ্য যৈঃ পূজা কেশবস্য কৃতা নরৈঃ।
ত্যক্ত্বা তে নারকীং পীড়াং মুক্তিং যান্তি মহামুনে ॥ ৩০৬ ॥

অনুবাদ—ঐ স্কন্দপুরাণেই শ্রীব্রহ্ম-নারদ-সংবাদে উক্ত হইয়াছে—পিতৃগণের উদ্দেশ্যে যাঁহারা শ্রীকেশবের অর্চ্চনা করেন, হে মহামুনে! তাঁহারা নারকীপীড়া পরিত্যাগ করিয়া মুক্তি লাভ করেন ॥ ৩০৬ ॥

ধন্যাস্তে মানবা লোকে কলিকালে বিশেষতঃ।
যে কুর্ব্বন্তি হরেনিত্যং পিত্রর্থং পূজনং মুনে ॥৩০৭॥
কিং দত্তৈর্বহুভিঃ পিণ্ডৈর্গয়াশ্রাদ্ধাদিভির্মুনে।
যৈরর্চ্চিতো হরির্ভক্ত্যা পিত্রর্থঞ্চ দিনে দিনে ॥ ৩০৮ ॥
যমুদ্দিশ্য হরেঃ পূজা ক্রিয়তে মুনিপুঙ্গব।
উদ্ধৃত্য নরকাবাসাত্তং নয়েৎ পরমং পদম্ ॥ ৩০৯ ॥
যো দদাতি হরেঃ স্থানং পিতৄনুদ্দিশ্য নারদ।
কর্ত্তব্যং হি পিতৄণাং যত্তৎ কৃতং তেন ভো দ্বিজ ॥ ৩১০ ॥

অনুবাদ—কলিকালে এই সংসারে যে সব মানুষ পিতৃলোকের জন্য নিত্য শ্রীহরিপূজা করেন, হে মুনিবর! তাঁহারা ধন্য। গয়াশ্রাদ্ধ প্রভৃতি বহু পিণ্ডদানেও তাঁহাদের কোন প্রয়োজন নাই। যাহাকে উদ্দেশ্যপূর্ব্বক শ্রীহরিপূজা করা যায়, তাহাকে নিশ্চিত নরকবাস হইতে উদ্ধার করিয়া পরমপদে স্থাপন করা হয়। যিনি পিতৃগণকে উদ্দেশ্য করিয়া শ্রীহরির স্থান অর্থাৎ দেবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন, তিনি পিতৃগণের প্রতি তাঁহার কর্ত্তব্য সম্পাদন করেন ॥ ৩০৭-৩১০ ॥

শ্রুতৌ চ—

এক এব নারায়ণ আসীৎ, ন ব্রহ্মা,
নেমে দ্যাবা-পৃথিব্যৌ, সর্ব্বে দেবাঃ,
সর্ব্বে পিতরঃ, সর্ব্বে মনুষ্যাঃ,
বিষ্ণুনা অশিতমশ্নন্তি বিষ্ণুনাঘ্রাতং, জিঘ্রন্তি,
বিষ্ণুনা পীতং পিবন্তি, তস্মাদ্বিদ্বাংসো
বিষ্ণুপহৃতং ভক্ষয়েয়ুঃ ॥ ইতি ॥ ৩১১ ॥

অনুবাদ—শ্রুতিতেও যথা—কোনও একসময় একমাত্র শ্রীনারায়ণ ছিলেন। ব্রহ্মা, স্বর্গাদি ও পৃথিবী কিছুই তখন ছিল না। সমস্ত দেবতা, সমস্ত পিতৃলোক ও মানবকুল শ্রীবিষ্ণুর ভুক্তান্ন ভোজন করেন। তাঁহারা আঘ্রাত দ্রব্য আঘ্রাণ ও পান করা দ্রব্যের অবশেষ পান করেন, সুতরাং বিবুধগণ বিষ্ণুভুক্তাবশেষ ভোজন করিবেন ॥ ৩১১ ॥

টীকা—ন চ বক্তব্যমিদম্, অন্যোদ্দেশেন ভগবতে অন্নাদিসমর্পণং গৌণ্যাপত্তা ভগবৎপ্রীতিবিশেষাসাধনাৎ ফলবিশেষজনকং ন স্যাদিতি, যতো নিজপিত্রাদিহিতার্থং কৃতং পূজনং ভগবতঃ পরমপ্রীণনমেবেতি। পরম-ফলসম্পাদকমেব স্যাদিতি লিখতি—পিতৄনুদ্দিশ্যেত্যাদিনা। এবঞ্চ পিত্রাদার্থং ভগবৎপূজায়াং পশ্চাৎ কৃতায়াং ভগবন্নিবেদিতেনৈব স্বতঃ-শ্রাদ্ধাদি-সম্পত্ত্যা তন্মহাগুণসিদ্ধের্মুক্ত্যাদি-মহাফলমুপপদ্যত এবেতি ভাবঃ। যদ্বা, শ্রাদ্ধাগ্রহপরিত্যাগেন পিত্রর্থং ভক্তিবিশেষেণ ভগবৎপূজয়া স্বতএব ফলবিশেষঃ সিধ্যেৎ। এবমেব, যথা তরোর্মূলনিষেচনেন তৃপ্যন্তি তৎস্কন্ধভুজোপশাখা' (শ্রীভাঃ ৪।৪১।১৪) ইত্যাদিন্যায়াৎ পিত্রাদীনাঞ্চ পরমতৃপ্তিঃ সিধ্যতি। ন তু কেবলনিজশ্রাদ্ধদানেন তেষামপি ভগবদুচ্ছিষ্টমহাপ্রসাদাপেক্ষয়েতি দিক্ ॥ ৩০৬-৩১১ ॥

অতএবোক্তং শ্রীভগবতা বিষ্ণুধর্ম্মে—

প্রাণেভ্যো জুহুয়াদন্নং মন্নিবেদিতমুত্তমম্।
তৃপ্যন্তি সর্ব্বদা প্রাণা মন্নিবেদিতভক্ষণাৎ ॥ ৩১২ ॥
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন প্রদেয়ং মন্নিবেদিতম্।
মমাপি হৃদয়স্থস্য পিতৄণাঞ্চ বিশেষতঃ ॥ ৩১৩ ॥

অনুবাদ—অতএব বিষ্ণুধর্ম্মে শ্রীভগবানের উক্তি—আমাতে নিবেদিত উৎকৃষ্ট অন্ন প্রাণ প্রভৃতিকে অর্পণ করিলেই আমার প্রসাদ ভক্ষণ হেতু প্রাণাদি বায়ু সর্ব্বদা পরিতৃপ্ত থাকে, অতএব সর্ব্বজীবহৃদে অবস্থিত পরমাত্মস্বরূপ আমাকে বিশেষ করিয়া পিতৃগণকে আমার প্রসাদী অন্ন যত্ন সহকারে নিবেদন করিবে ॥ ৩১২-৩১৩ ॥

টীকা—মমেত্যাদি ষষ্ঠী চতুর্থ্যর্থে। হৃদয়স্থস্য

পরমাত্মরূপস্যেত্যর্থঃ। এবং ভগবতে নিবেদ্যৈব পিত্রাদিভ্যো দেয়মিত্যুপপাদিতম্ ॥ ৩১২ ॥

কিঞ্চতত্রৈবান্যত্র—

ভক্ষ্যং ভোজ্যঞ্চ যৎকিঞ্চিদনিবেদ্যাগ্র-ভোক্তরি।
ন দেয়ং পিতৃদেবেভ্যঃ প্রায়শ্চিত্তী যতো ভবেৎ ॥৩১৪
সর্গাদৌ কথিতো দেবৈরগ্রভুগ্ ভগবান্ হরিঃ।
যজ্ঞভাগভুজো দেবাস্ততস্তেন প্রকল্পিতাঃ ॥ ৩১৫ ॥

অনুবাদ—ঐ বিষ্ণুধর্ম্মেরই অন্যত্র আরও বলা হইয়াছে—শ্রীভগবান অগ্রভোক্তা, অতএব তাঁহাকে ভক্ষ্য ভোজ্য কিছু সামগ্রী নিবেদন না করিয়া পিতৃ-গণকে দিবে না, কারণ অনিবেদিত বস্তু পিতৃগণকে দিলে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। সৃষ্টির প্রথম অব-স্থায় দেবতারা শ্রীভগবান শ্রীহরিকেই অগ্রভোক্তারূপে নির্ণয় করিয়াছেন, সেই জন্য শ্রীভগবান ও দেবগণকে যজ্ঞভাগ-ভোক্তারূপে নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন ॥ ৩১৪-৩১৫ ॥

টীকা—অধুনা কদাচিদপ্যনিবেদিতং দাতব্যমিতি লিখতি—ভক্ষ্যমিতি। ভক্ষ্যভোজ্যয়োশ্চর্ব্ব্যাচর্ব্ব্যত্বেন ভেদঃ। যৎকিঞ্চিদপি, অগ্রভোক্তরি পরমেশ্বরে, যতঃ অনিবেদিতদানাৎ প্রায়শ্চিত্তী পাতকী ভবেৎ ॥ ৩১৪॥

টীকা—তদেবোপপাদয়তি—সর্গাদাবিতি। অগ্র-ভুজে ভগবতেঽদত্তে ভুক্তে সতি চৌর্য্যেণেব দেবাদীনা-মপি পাপং স্যাদিতি ভাবঃ ॥ ৩১৫ ॥

অথ শ্রাদ্ধে বৈষ্ণবভোজনমাহাত্ম্যম্

স্কান্দে শ্রীমার্কণ্ডেয়-ভগীরথ-সংবাদে—

যস্তু বিদ্যাবিনির্ম্মুক্তং মূর্খং মত্বা তু বৈষ্ণবম্।
বেদবিদ্ভ্যোঽদদাদ্বিপ্রঃ শ্রাদ্ধং তদ্রাক্ষসং ভবেৎ ॥৩১৬
সিকথমাত্রন্তু যদ্ভুঙ্‌ক্তে জলং গণ্ডূষমাত্রকম্।
তদন্নং মেরুণা তুল্যং তজ্জলং সাগরোপমম্ ॥৩১৭

অনুবাদ—অতঃপর শ্রাদ্ধে বৈষ্ণবভোজন-মাহাত্ম্য—স্কন্দপুরাণে শ্রীমার্কণ্ডেয়-ভগীরথ-সংবাদে—বিদ্যা-হীন বৈষ্ণবকে মূর্খ ভাবিয়া যে বিপ্র বেদজ্ঞদিগকে শ্রাদ্ধ দান করেন, তাহা রাক্ষসশ্রাদ্ধ হইয়া থাকে। শ্রাদ্ধকালে বৈষ্ণব যদি একগ্রাসপরিমিত অন্ন ভোজন এবং এক গণ্ডূষ জল পান করেন, তাহা হইলে সেই অন্ন মেরুতুল্য ও সেই জল সাগরসমান হইয়া থাকে ॥ ৩১৬-৩১৭ ॥

ব্রহ্মপুরাণে শ্রীব্রহ্মবচনম্—

শঙ্খাঙ্কিততনুর্বিপ্রো ভুঙ্‌ক্তে যস্য চ বেশ্মনি।
তদন্নং স্বয়মশ্নাতি পিতৃভিঃ সহ কেশবঃ ॥ ৩১৮ ॥

অনুবাদ—ব্রহ্মপুরাণে শ্রীব্রহ্মার বচন—শঙ্খাদি চিহ্নধারী বিপ্রবৈষ্ণব যাঁহার বাড়ীতে ভোজন করেন, পিতৃগণের সহিত স্বয়ং শ্রীকেশব তাঁহার গৃহে ভোজন করিয়া থাকেন ॥ ৩১৮ ॥

টীকা—শঙ্খাঙ্কিততনুঃ বৈষ্ণব ইত্যর্থঃ ॥ ৩১৮ ॥

স্মৃতিশ্চ—

সুরাভাণ্ডস্থপীযূষং যথা নশ্যতি তৎক্ষণাৎ।
চক্রাঙ্করহিতং শ্রাদ্ধং তথা শাতাতপোঽব্রবীৎ ॥৩১৯॥

অনুবাদ—স্মৃতিশাস্ত্রেও বলা হইয়াছে—সুরা-ভাণ্ডে ধৃত অমৃত যেমন কর্ম্মের অযোগ্য হয়, সেইরূপ—চক্রাঙ্ক অর্থাৎ বৈষ্ণবরহিত শ্রাদ্ধও বিনাশ প্রাপ্ত হয়। শাতাতপমুনি এইরূপ বলিয়াছেন ॥ ৩১৯ ॥

কিঞ্চ বিষ্ণুরহস্যে—

নিবেশয়েন্নরো মোহাদন্যপঙ্‌ক্তৌ হরেঃ প্রিয়ম্।
স পতেন্নিরয়ে ঘোরে পঙ্‌ক্তিভেদী নরাধমঃ ॥৩২০॥

অনুবাদ—শ্রীবিষ্ণুরহস্যে আরও বলা হইয়াছে—মোহবশতঃ যে ব্যক্তি বৈষ্ণবগণকে অবৈষ্ণবের সারিতে প্রবেশ করায়, সেই পঙ্‌ক্তিভেদী নরাধম ভয়াবহ নরকে পতিত হয় ॥ ৩২০ ॥

টীকা—চক্রেণ অঙ্কশ্চিহ্নং যস্মিন্ বৈষ্ণবে তেন রহিতম্। এবং শ্রাদ্ধে অবশ্যং বৈষ্ণবভোজনাৎ বৈষ্ণবস্য চ ভগবন্নিবেদিতভোজননির্দ্ধারাৎ ভগবন্নি-বেদিতেনৈব শ্রাদ্ধাদিকমিতি প্রসিদ্ধম্; অন্যেষাম-বৈষ্ণবানাং পঙ্‌ক্তৌ ॥ ৩১৯-৩২০ ॥

অথ শ্রীভগবদর্পণে নিষিদ্ধম্

নিবেদিতং যদন্যস্মৈ তদুচ্ছিষ্টং হি কথ্যতে।
অতঃ কথঞ্চিদপি তন্ন শ্রীভগবতেঽর্পয়েৎ ॥ ৩২১ ॥

অনুবাদ—উচ্ছিষ্ট তাহাকেই বলে, যাহা অন্যের উদ্দেশ্যে নিবেদিত হয়, এইজন্য এই ধরণের দ্রব্য কখনও শ্রীভগবানকে নিবেদন করিবে না ॥ ৩২১ ॥

———

তথা চৈকাদশস্কন্ধে শ্রীভগবদুক্তৌ—
অপি দীপাবলোকং মে নোপযুঞ্জ্যান্নিবেদিতম্ ॥৩২২

অনুবাদ—শ্রীভগবানে নিবেদিতব্য বস্তু বিষয়ে একাদশে শ্রীভগবানের কথায়—অন্যকে দেওয়া দীপালোকও আমার গ্রহণ যোগ্য নহে ॥ ৩২২ ॥

টীকা—অন্যস্মৈ নিবেদিতং, মহ্যং নোপযুঞ্জ্যাৎ, ন সমর্পয়েৎ ॥ ৩২১-৩২২ ॥

———

নারদীয়ে—
পিতৃশেষন্তু যো দদ্যাদ্ধরয়ে পরমাত্মনে।
রেতোদাঃ পিতরস্তস্য ভবন্তি ক্লেশভাগিনঃ ॥ ৩২৩ ॥

অনুবাদ—নারদপুরাণে যথা—পিতৃলোকের ভুক্তাবশেষ যে ব্যক্তি পরমাত্ম ভগবানকে নিবেদন করে, সেই ব্যক্তির পিতৃগণ রেতঃ পান করিয়া কষ্টভোগ করেন ॥ ৩২৩ ॥

টীকা—রেতোদাঃ রেত এব উদম্ উদকং পেয়ং যেষাং তথাভূতাঃ সন্তঃ। বিসর্গলোপেঽপি পুনঃ সন্ধিরার্ষঃ ॥ ৩২৩ ॥

———

শ্রীবিষ্ণুধর্ম্মে—
হরিশেষং হরির্দদ্যাৎ পিতৃণামক্ষয়ং ভবেৎ।
ন পুনঃ পিতৃশেষন্তু হরের্ব্রহ্মাদি-সদ্গুরোঃ ॥ ৩২৪ ॥

অনুবাদ—শ্রীবিষ্ণুধর্ম্মে বলা হইয়াছে—শ্রীহরির প্রসাদী পরমান্ন পিতৃগণকে অর্পণ করিবে, এর দ্বারাই পিতৃলোক অক্ষয়তৃপ্তি লাভ করিবেন। শ্রীহরি যেহেতু ব্রহ্মাদি সকল দেবতার গুরু, অতএব কখনও তাঁহাকে পিতৃগণের ভুক্তাবশেষ নিবেদন করিবে না ॥ ৩২৪ ॥

টীকা—হবিঃ পরমান্নং পিতৃণাং পিতৃভ্যো দদ্যাৎ, যতস্তৎ অক্ষয়ম্ অক্ষয্যফলং ভবেদিত্যর্থঃ। হরেঃ হরয়ে ন দদ্যাৎ, তত্র হেতুঃ—ব্রহ্মেতি ॥ ৩২৪ ॥

———

অন্যত্র চ—
দক্ষাদয়শ্চ পিতরো ভৃত্যা ইন্দ্রাদয়ঃ সুরাঃ।
অতস্তদ্ভুক্তশেষন্তু বিষ্ণোর্নৈব নিবেদয়েৎ ॥ইতি॥৩২৫

অনুবাদ—আরও বলা হইয়াছে—ইন্দ্রাদি দেবগণ ও দক্ষাদি পিতৃগণ সকলেই শ্রীবিষ্ণুর দাস, তাই কখনই ইঁহাদের ভুক্তাবশেষ শ্রীবিষ্ণুকে নিবেদন করিবে না ॥ ৩২৫ ॥

———

এবমাবশ্যকং কৃত্বা বৈষ্ণবেভ্যো বিভজ্য চ।
শ্রীমন্মহাপ্রসাদান্নং ভুঞ্জীত সহ বন্ধুভিঃ ॥ ৩২৬ ॥

অনুবাদ—এই প্রকারে দরকারী কাজগুলি সমাধা করিয়া বৈষ্ণবগণকে বিভাগ করিয়া দিয়া বন্ধুবর্গের সহিত ভগবৎপ্রসাদ ভোজন করিবে। এইরূপই প্রচলিত সদাচার ॥ ৩২৬ ॥

টীকা—শ্রীমতো ভগবতঃ, যদ্বা, শ্রীমদ্ভগবন্নিবেদিতত্বেন পরমশোভাযুক্তং, তদুচ্ছিষ্টত্বেন চ মহাপ্রসাদরূপমন্নম্ ॥ ৩২৬ ॥

———

তথা চ প্রহ্লাদপঞ্চরাত্রে—
স্বভাবস্থৈঃ কর্ম্মজড়ান্ বঞ্চয়ন্ দ্রবিণাদিভিঃ।
হরের্নৈবেদ্যসম্ভারান্ বৈষ্ণবেভ্যঃ সমর্পয়েৎ ॥ ৩২৭ ॥

অনুবাদ—শ্রীপ্রহলাদপঞ্চরাত্রে এই বিষয়ে বলা হইয়াছে—শ্রীহরিকে নিবেদিত নৈবেদ্যসমূহ বৈষ্ণবগণকে অর্পণ করিবে। যাহারা কর্ম্মজড় ও অবৈষ্ণব তাহাদিগকে অনিবেদিত বস্তু প্রদান করিলেই চলিবে ॥ ৩২৭ ॥

টীকা—স্বভাবস্থৈঃ স্বতএব বর্ত্তমানৈঃ অনিবেদিতৈরিত্যর্থঃ ॥ ৩২৭ ॥

———

অতএব বৈষ্ণবতন্ত্রে—
হরেনিবেদিতং কিঞ্চিন্ন দদ্যাৎ কর্হিচিদ্বুধঃ।
অভক্তেভ্যঃ সশল্যেভ্যো যদ্দদন্নিরয়ে ব্রজেৎ ॥৩২৮॥

অনুবাদ—অতএব বৈষ্ণবতন্ত্রে বলা হইয়াছে—পণ্ডিত ব্যক্তি দশমীবিদ্ধা একাদশী বা বিদ্ধা ব্রতোপবাসকারী এবং কর্ম্মকাণ্ডীয় অনুষ্ঠানসমূহে আসক্ত অবৈষ্ণবদিগকে শ্রীহরির নৈবেদ্যাবশেষ কখনই দিবেন না। দিলে নরকগতি হয় ॥ ৩২৮ ॥

টীকা—সশল্যেভ্যো বিদ্ধোপবাসিভ্যঃ কর্ম্মজড়েভ্য ইত্যর্থঃ ॥ ৩২৮ ॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে চ—

অবৈষ্ণবে দেবধৃতং নির্ম্মাল্যং ন প্রযচ্ছতি।
নৈবেদ্যং বা মহাভাগ তস্য তুষ্যতি কেশবঃ ॥
ইতি ॥ ৩২৯ ॥

অনুবাদ—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরেও বলা হইয়াছে—দেবতাকে দেওয়া নির্ম্মাল্য বা নৈবেদ্য যিনি অবৈষ্ণবকে প্রদান না করেন, হে মহাভাগ! কেশব তাঁহার প্রতি প্রীত হন ॥ ৩২৯ ॥

কথঞ্চিদপি নাশ্নীয়াদকৃত্বা কৃষ্ণপূজনম্।
ন চাসমর্প্য গোবিন্দে কিঞ্চিদ্ভুঞ্জীত বৈষ্ণবঃ ॥৩৩০॥

অনুবাদ—কৃষ্ণপূজা না করিয়া বা গোবিন্দকে নিবেদন না করিয়াও বৈষ্ণবব্যক্তি কিছু মাত্রও ভোজন করিবেন না বা কোন দ্রব্যের কিয়দংশও ভোগ করিবেন না ॥ ৩৩০ ॥

অথ পূজাব্যতিরিক্ত-ভোজনদোষাঃ

শ্রীকূর্ম্মপুরাণে—

অনর্চ্চয়িত্বা গোবিন্দং যৈর্ভুক্তং ধর্ম্মবর্জ্জিতৈঃ।
শ্বানবিষ্ঠাসমং চান্নং নীরঞ্চ সুরয়া সমম্ ॥ ৩৩১ ॥

অনুবাদ—অতঃপর পূজা ব্যতিরেকে ভোজন-দোষ-সমূহ শ্রীকূর্ম্মপুরাণে বর্ণিত আছে—শ্রীগোবিন্দের পূজা না করিয়া ভোজন করিলে সেই সকল ধর্ম্মচ্যুত ব্যক্তির অন্ন কুক্কুরের বিষ্ঠাতুল্য ও জল মদের তুল্য হয় ॥ ৩৩১ ॥

টীকা—শৌবানেতি বক্তব্যে শ্বানেত্যার্ষম্; কচিচ্চ শুন ইতি পাঠঃ ॥ ৩৩১ ॥

কিঞ্চ—

যো মোহাদথবালস্যাদকৃত্বা দেবতার্চ্চনম্।
ভুঙ্‌ক্তে স যাতি নরকং শূকরেষ্বিহ জায়তে ॥৩৩২

অনুবাদ—আরও বলা হইয়াছে যে—আলস্য বশতঃ বা মোহবশতঃ শ্রীহরির অর্চ্চনা না করিয়া আহার করিলে সে নরক গামী হয় এবং এই পৃথিবীতে শূকরদেহে জন্ম গ্রহণ করে ॥ ৩৩২ ॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে—

এককালঃ দ্বিকালং বা ত্রিকালং পূজয়েদ্ধরিম্।
অপূজ্য ভোজনং কুর্ব্বন্ নরকাণি ব্রজেন্নরঃ ॥৩৩৩॥

অনুবাদ—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে বলা হইয়াছে—দিনে একবার, দুইবার বা তিনবার শ্রীহরির অর্চ্চনা করা কর্ত্তব্য। পূজা না করিয়া আহার করিলে বহুবিধ নরকে গমন করিবে ॥ ৩৩৩ ॥

টীকা—অপূজ্য অপূজয়িত্বা ॥ ৩৩৩ ॥

নারদীয়ে চ—

প্রাতর্মধ্যন্দিনং সায়ং বিষ্ণুপূজা স্মৃতা বুধৈঃ।
অশক্তো বিস্তরেণৈব প্রাতঃ সম্পূজ্য কেশবম্ ॥৩৩৪
মধ্যাহ্নে চৈব সায়ঞ্চ পুষ্পাঞ্জলিমপি ক্ষিপেৎ।
মধ্যাহ্নে বা বিস্তরেণ সংক্ষেপেণাথ বা হরিম্ ॥৩৩৫
সংভোজ্য ভোজনং কুর্য্যাদন্যথা নরকং ব্রজেৎ ॥৩৩৬

অনুবাদ—শ্রীনারদপুরাণে বলা হইয়াছে—যাঁহারা বিদ্বান ব্যক্তি তাঁহারা প্রাতেঃ, মধ্যাহ্নে ও সন্ধ্যায় শ্রীহরির অর্চ্চনা করার বিধান দিয়াছেন। বিশেষ ভাবে অর্চ্চনা করার সামর্থ্য না থাকিলে অন্ততঃ প্রাতঃকালে পূজা করিয়া মধ্যাহ্নে ও সন্ধ্যাবেলায় পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিবে। আর মধ্যাহ্নসময়ে শ্রীহরিকে বহুলভাবে বা সংক্ষেপে নৈবেদ্য অর্পণ করিয়া নিজে আহার করিবে, ইহার অন্যথা হইলে নরক গতি হয় ॥ ৩৩৪-৩৩৬ ॥

অথানর্পিত-ভোগনিষেধঃ

হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে—

ন দেবাপূজ্য ভুঞ্জীত ভগবন্তং জনার্দ্দনম্।
ন তৎ স্বয়ং সমশ্নীয়াৎ যদ্বিষ্ণৌ ন নিবেদয়েৎ ॥৩৩৭

অনুবাদ—অনন্তর অনর্পিত ভোগনিষেধ, হয়-শীর্ষ পঞ্চরাত্রে—পরমেশ্বর শ্রীহরিকে পূজা না করিয়া আহার করা নিষেধ, সেইরূপ যাহা শ্রীবিষ্ণুতে অনিবেদিত, তাহাও নিজে ভোজন করিবে না ॥ ৩৩৭ ॥

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে—

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়মন্নপানাদ্যমৌষধম্ ।
অনিবেদ্য ন ভুঞ্জীত যদাহারায় কল্পিতম্ ॥ ৩৩৮ ॥
অনিবেদ্য তু ভুঞ্জানঃ প্রায়শ্চিত্তী ভবেন্নরঃ ।
তস্মাৎ সর্ব্বং নিবেদ্যৈব বিষ্ণোর্ভুঞ্জীত সর্ব্বদা ॥৩৩৯

অনুবাদ—ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে বলা হইয়াছে যে—পাতা, ফুল, ফল, জল, অন্ন, পান প্রভৃতি এমন কি ঔষধ এবং যাহা নিজের ভোগের জন্য কল্পিত হইয়াছে, শ্রীহরিকে নিবেদন না করিয়া তাহা ভোজন করিবে না। নিবেদন না করিয়া আহার করিলে মনুষ্যকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়, সুতরাং সবসময়েই যাবতীয় দ্রব্য শ্রীবিষ্ণুকে অর্পণ করিয়া ভোজন করিবে ॥ ৩৩৮-৩৩৯ ॥

টীকা—আহারায় নিজোপভোগায় ॥ ৩৩৮ ॥

পাদ্মে গৌতমাম্বরীষ-সংবাদে—

অম্বরীষ গৃহে পক্বং যদভীষ্টং সদাত্মনঃ ।
অনিবেদ্য হরের্ভুঞ্জন্ সপ্তকল্পানি নারকী ॥ ৩৪০ ॥

অনুবাদ—পদ্মপুরাণে গৌতম অম্বরীষসংবাদে—অম্বরীষ মহারাজকে গৌতম বলিতেছেন, হে মহারাজ! নিজের ইচ্ছামত যে সমস্ত দ্রব্য ভোজনের জন্য পাক করা হয়, তাহা শ্রীহরির উদ্দেশ্যে সমর্পণ না করিয়া ভোজন করিলে সপ্তকল্প যাবৎ নরক-যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় ॥ ৩৪০ ॥

তত্রৈবোত্তরখণ্ডে শিব-উমা-সংবাদে—

অবৈষ্ণবানামন্নঞ্চ পতিতানাং তথৈব চ ।
অনর্পিতং তথা বিষ্ণৌ শ্বমাংস-সদৃশং ভবেৎ ॥৩৪১

অনুবাদ—ঐ পদ্মপুরাণেরই উত্তরখণ্ডে শ্রীশিব-উমা-সংবাদে উক্ত আছে—পতিতদিগের অন্ন, অবৈষ্ণবদিগের অন্ন ও শ্রীবিষ্ণুকে নিবেদন না করা অন্ন সারমেয়মাংসতুল্য ॥ ৩৪১ ॥

বিষ্ণুস্মৃতৌ—

অনিবেদ্য তু যো ভুঙ্ক্তে হরয়ে পরমাত্মনে ।
মজ্জন্তি পিতরস্তস্য নরকে শাশ্বতীঃ সমাঃ ॥৩৪২॥

অনুবাদ—শ্রীবিষ্ণুস্মৃতিতে বলা হইয়াছে—পরমাত্মা শ্রীহরিকে নিবেদন না করিয়া যে ব্যক্তি ভোজন করে, তাহার পিতৃপুরুষগণ চিরকাল নরকে পচিতে থাকেন ॥ ৩৪২ ॥

অতএব গৌতমাম্বরীষ-সংবাদে এব—

অম্বরীষ নবং বস্ত্রং ফলমন্নং রসাদিকম্ ।
কৃত্বা বিষ্ণূপভুক্তন্তু সদা সেব্যং হি বৈষ্ণবৈঃ ॥৩৪৩

অনুবাদ—অতএব গৌতম-অম্বরীষ-সংবাদে কথিত হইয়াছে—হে মহারাজ অম্বরীষ! বৈষ্ণব-ব্যক্তিগণ নূতন কাপড়, প্রাপ্ত ফুল, ফল, অন্ন এবং রস প্রভৃতি সবদ্রব্যই শ্রীভগবানে সমর্পণ করিয়া গ্রহণ করিবেন ॥ ২৪৩ ॥

টীকা—বিষ্ণোরুপভোগ্যং কৃত্বা যথাবিধ্যর্পণাদিনা, তং ভোজয়িত্বেত্যর্থঃ ॥ ৩৪৩ ॥

বিষ্ণুধর্ম্মাগ্নিপুরাণয়োঃ—

গন্ধান্নবরভক্ষ্যাংশ্চ স্রজো বাসাংসি ভূষণম্ ।
দত্ত্বা তু দেবদেবায় তচ্ছেষাণ্যুপভুঞ্জতে ॥ ৩৪৪ ॥

অনুবাদ—বিষ্ণুধর্ম্ম ও অগ্নিপুরাণে বর্ণিত আছে—উৎকৃষ্ট অন্ন, মোদকাদি ভক্ষ্য দ্রব্য, গন্ধ, মাল্য, বসন, ভূষণ প্রভৃতি সব কিছুই শ্রীবিষ্ণুকে নিবেদন করিয়া সাধুগণ তার অবশেষ গ্রহণ করিয়া থাকেন ॥ ৩৪৪ ॥

টীকা—গন্ধান্ অন্নানি বরভক্ষ্যাংশ্চ মোদকাদীন্, উপভুঞ্জতে সাধব ইতি সদাচারো দর্শিতঃ ॥ ৩৪৪ ॥

গারুড়ে—

পাদোদকং পিবেন্নিত্যং নৈবেদ্যং ভক্ষয়েদ্ধরেঃ ।
শেষাশ্চ মস্তকে ধার্য্যা ইতি বেদানুশাসনম্ ॥ ৩৪৫ ॥

অনুবাদ—গরুড়পুরাণে বলা হইয়াছে—প্রত্যহ শ্রীহরির পাদোদক পান, হরিনৈবেদ্য সেবন এবং মাথায় তুলসী প্রভৃতি ধারণ করিবার আদেশ বেদে আছে ॥ ৩৪৫ ॥

টীকা—শেষাশ্চ তুলস্যাদয়ঃ ॥ ৩৪৫ ॥

ষষ্ঠস্কন্ধে পুংসবনব্রত-প্রসঙ্গে—

উদ্বাস্য দেবং স্বে ধাম্নি তন্নিবেদিতমগ্রতঃ।
অদ্যাদাত্মবিশুদ্ধ্যর্থং সর্ব্বকামার্থসিদ্ধয়ে ॥ ৩৪৬ ॥

অনুবাদ—ষষ্ঠস্কন্ধে পুংসবনব্রত প্রসঙ্গে—যাঁহার আরাধনা করা হইতেছে সেই দেবতাকে তাঁহার স্বস্থানে যাইতে অনুরোধ করিয়া নিজের বিশুদ্ধির জন্য এবং সমস্ত কামনা পূর্ত্তির নিমিত্ত প্রথমে প্রভুর প্রসাদী দ্রব্য ভোজন বা সেবন করিবে ॥ ৩৪৬ ॥

টীকা—দেবং ভগবন্তং, স্বে ধাম্নি স্বহৃদয়ে, অগ্রতঃ প্রাক্ উদ্বাস্য বিসর্জ্জ্য ॥ ৩৪৬ ॥

অষ্টমস্কন্ধে চ পয়োব্রত-প্রসঙ্গে (১৬।৪১)—

নিবেদিতং তদ্ভক্তায় দদ্যাৎ ভুঞ্জীত বা স্বয়ম্ ॥৩৪৭

অনুবাদ—অষ্টমস্কন্ধে পয়োব্রতপ্রসঙ্গে বলা হইয়াছে—শ্রীভগবানে নিবেদিত দ্রব্যসমূহ বৈষ্ণবগণকে ভোজন করাইবে অথবা স্বয়ং ভোজন করিবে ॥৩৪৭॥

টীকা—তদ্ভক্তায় বৈষ্ণবায় ॥ ৩৪৭ ॥

গৌতমীয়তন্ত্রে—

শুক্লোপচারসম্ভারৈর্নিত্যশো হরিমর্চ্চয়েৎ।
নিবেদ্য কৃষ্ণায় বিধিবদন্নং ভুঞ্জীত তৎ স্বয়ম্।
অথবা সাত্বতে দদ্যাদ্‌যদি লভ্যেত ভক্তিতঃ ॥৩৪৮॥

অনুবাদ—গৌতমীয়তন্ত্রে যথা—প্রত্যহই পবিত্র উপকরণসমূহ সংগ্রহ করিয়া শ্রীহরির পূজা করিবে। যথা নিয়মে শ্রীকৃষ্ণকে অন্ন নিবেদন করিয়া সেই প্রসাদী অন্ন নিজে ভোজন করিবে কিংবা বৈষ্ণব অতিথি পাইলে তাঁহাকে ভক্তিসহকারে ভোজন করাইবে ॥ ৩৪৮ ॥

শরৎপ্রদীপে চ—

ভক্তক্ষণক্ষণো দেবঃ স্মৃতিঃ সেবা স্ববেশ্মনি।
স্বভোজ্যস্যার্পণং দানং ফলমিন্দ্রাদি-দুর্ল্লভম্ ॥৩৪৯॥

অনুবাদ—শরৎপ্রদীপেও বলা হইয়াছে—ভক্তগণের উৎসবই শ্রীবিষ্ণুর উৎসবে পরিণত হয়। নিজের বাড়ীতে থাকিয়া ভগবানের চিন্তন, তাঁহার সেবা বলিয়া গণ্য এবং নিজের ভক্ষ্য দ্রব্য তাঁহাকে নিবেদনই দান—এই ভাবে সেবার ফল বৈকুণ্ঠ লাভ, ইহা ইন্দ্রাদি দেবতাগণেরও সুলভ নহে ॥ ৩৪৯ ॥

টীকা—এবমনর্পিতোপভোগদোষজাতং দর্শয়িত্বা ত্বেন চ নিবেদিতস্যৈবোপভোগং বিলিখ্যাধুনা তদেব দ্রঢ়য়ন্ ভগবদর্পিতস্য গ্রহণেঽপি দত্তাপহারদোষো ন প্রসজ্যেতেতি ভগবৎবাৎসল্যভরতো ন্যায়ান্তরেণ সাধয়তি—ভক্তেতি, ভক্তস্য ক্ষণঃ অবসর এব উৎসব এব বা ক্ষণো যস্য, স্ববেশ্মনি স্থিতেন যা স্মৃতিঃ, সৈব সেবা, স্বভোজ্যস্য নিজভক্ষ্যস্যৈবার্পণং যত্তদেব তস্মৈ দানম্, এবং সুসেব্যত্বং ভক্তবাৎসল্যঞ্চোক্তম্। তৎফলঞ্চ ইন্দ্রাদিদুর্ল্লভং স্যাৎ, শ্রীবৈকুণ্ঠলোকপ্রাপ্তেঃ। এবঞ্চার্পণদানয়োর্ভেদোঽপ্যভিহিতঃ; যতো নৃপাদিভ্যঃ সূদাসাদিভিরিব ভগবতো ভৃত্যৈর্দ্রব্যাণামর্পণমেব ক্রিয়তে, ন তু দানং, তস্যৈব সর্ব্বদ্রব্যাদি-স্বামিত্বেন তেষাং তত্র স্বত্বাভাবাৎ। ততো ভগবতে যদ্দীয়তে, তদর্পণমিত্যুচ্যতে, ন তু দানমিতি। অতএব পাদাদ্যুপচারং কল্পয়ামীত্যেব সৎসম্প্রদায়প্রয়োগঃ, এবঞ্চ 'দদ্যাৎ পুরুষতুষ্টিদম্' ইত্যাদৌ দান-শব্দস্যার্পণমেবার্থোঽবগন্তব্যঃ। ন চ শঙ্কনীয়ং, স্বত্বাভাবে পিত্রাদিভ্যঃ কথং তদ্দানং ঘটতামিতি ? মহাপ্রসাদতয়া স্বীকৃতেষু তেষু স্বতোৎপত্তেঃ, শ্রাদ্ধাদিবিধিবলেন তৎকল্পনাদ্বা। ন চ বক্তব্যম্—উচ্ছিষ্টদ্রব্যদানেন শ্রাদ্ধাদৌ গৌণ্যাপত্তিরিতি ভগবদর্পণেন দ্রব্যসংস্কারবিশেষসম্পত্ত্যা ফলবিশেষজনকত্বেন পরমমুখ্যতাপত্তেঃ। এতচ্চ পূর্ব্বং সূচিতমেব. তৎফলঞ্চ লিখিতম্। ইত্থঞ্চ, 'তস্মাৎ সর্ব্বং নিবেদ্যৈব বিষ্ণোর্ভুঞ্জীত সর্ব্বদা' ইত্যাদৌ, 'ওদনঃ পক্ত্বা ভুজ্যতে ইত্যাদিবৎ এককর্ম্মত্বেন যন্নিবেদ্যতে, তদেব ভুঞ্জীতেত্যর্থো নিতরাং সিদ্ধঃ ; ন হ্যন্যৎ নিবেদ্য অন্যদ্ভুঞ্জীতেতি পৃথক্‌কর্ম্মান্তরকল্পনদোষাপত্তেঃ, 'অনিবেদ্য ন ভুঞ্জীত যদাহারায় কল্পিতম্' ইত্যাদিনা বিরোধাচ্চ। অতএব

তত্ত্ববিদঃ সাধবঃ পক্বান্নাদিকমশেষমেব ভগবদগ্রে নীত্বা পরিবেশ্য বিধিবদর্পয়ন্তি। যচ্চ বাহুল্যেন পরিবেশণাদ্যশক্ত্যা রন্ধন-পাত্রাদৌ তিষ্ঠেত তদপি শঙ্খোদক-তুলসীদল-নিক্ষেপণাদিনা বিনিবেদিততামাপাদয়তীতি দিক্ ॥ ৩৪৯ ॥

অথ নৈবেদ্যভক্ষণবিধিঃ

দৃষ্ট্বা মহাপ্রসাদান্নং তৎ প্রাঙ্নত্বাভিমন্ত্রয়েৎ।
ষ্বেষ্টনাম্না ততো মূলমনুনা বারসপ্তকম্ ॥ ৩৫০ ॥

অনুবাদ—অনন্তর নৈবেদ্য ভক্ষণবিধি—মহাপ্রসাদান্ন দেখামাত্রই তাঁহার বন্দনা করিয়া গায়ত্রী-মন্ত্র উচ্চারণ করতঃ সেই অন্নকে অভিমন্ত্রিত করিতে হইবে, তারপর মূলমন্ত্র দ্বারা সাতবার অভিমন্ত্রিত করিবে ॥ ৩৫০ ॥

টীকা—প্রাক্ প্রথমং নত্বা অভিবন্দ্য তদন্নং গায়ত্র্যা অভিমন্ত্রয়েৎ, ততস্তদনন্তরং মূলমন্ত্রেণ সপ্ত বারান্ অভিমন্ত্রয়েৎ ॥ ৩৫০ ॥

ধর্ম্মরাজাদিভাগঞ্চাপাস্য শ্রীচরণামৃতম্।
তুলসীঞ্চাত্র নিক্ষিপ্য শ্লোকান্ সংকীর্ত্তয়েদিমান্॥৩৫১

অনুবাদ—তারপর সেই মহাপ্রসাদান্ন হইতে ধর্ম্মরাজ প্রভৃতির অংশ লইয়া তাহাতে তুলসীপাতা ও ভগবচ্চরণামৃত দিয়া এই শ্লোকসমূহ পাঠ করিতে হইবে ॥ ৩৫১ ॥

টীকা—আদি-শব্দেন পিত্রাদয়ঃ। অপাস্য তদন্নাদপনীয়, শ্রীচরণামৃতং ভগবৎপাদোকম্; অত্র মন্ত্রে ॥ ৩৫১ ॥

যস্যোচ্ছিষ্টং হি বাঞ্ছন্তি ব্রহ্মাদ্যা ঋষয়োঽমলাঃ।
সিদ্ধাদ্যাশ্চ হরেস্তস্য বয়মুচ্ছিষ্টভোজিনঃ ॥ ৩৫২ ॥

অনুবাদ—সিদ্ধগণ ও ব্রহ্মাদি লোকপালগণ যাঁহার প্রসাদান্ন আকাঙ্ক্ষা করেন, আমরা সেই শ্রীহরির ভুক্তাবশেষ ভোজনকারী ॥ ৩৫২ ॥

কিঞ্চ—

যস্য নাম্না বিনশ্যন্তি মহাপাতকরাশয়ঃ।
তস্য শ্রীকৃষ্ণদেবস্য বয়মুচ্ছিষ্টভোজিনঃ ॥ ৩৫৩ ॥
উচ্ছিষ্টভোজিনস্তস্য বয়মদ্ভুতকর্ম্মণঃ।
যো বাল্যলীলয়া তাংস্তান্ পুতনাদীনপাতয়ৎ ॥৩৫৪

অনুবাদ—আরও যাঁহার শ্রীনামদ্বারা রাশিকৃত মহাপাতকসমূহ বিনষ্ট হয়, আমরা সেই শ্রীকৃষ্ণের উচ্ছিষ্ট সেবী। বাল্যলীলার সময়ে যিনি অবলীলা-ক্রমে পুতনাদিকে বধ করিয়াছেন আমরা সেই বিচিত্র-লীল শ্রীকৃষ্ণের উপভুক্ত শেষ গ্রহণকারী ॥ ৩৫৩-৩৫৪

টীকা—তাংস্তান্ অনির্ব্বাচ্যবলপরাক্রমাদিযুক্তান্, 'যেন লীলাবরাহেণ হিরণ্যাক্ষো নিপাতিত' ইত্যেতৎ পদ্যার্দ্ধং পঠন্তি, তচ্চ নিজেষ্টদেবলীলানুসারেণেতি জ্ঞেয়ম্ ॥ ৩৫৪ ॥

একাদশস্কন্ধে (৬।৪৬)—

ত্বয়োপযুক্তস্রগ্‌গন্ধবাসোঽলঙ্কারচর্চ্চিতাঃ।
উচ্ছিষ্ট-ভোজিনো দাসাস্তব মায়াং জয়েমহি ॥৩৫৫

অনুবাদ—একাদশে বলা হইয়াছে—হে নন্দনন্দন! হে শ্রীকৃষ্ণ! আমাদিগকে তোমার দাস বলিয়া জানিও। আমরা তোমাকে নিবেদন করা মালা, চন্দন, বসন, ভূষণ গ্রহণ করিয়া তোমার উচ্ছিষ্ট ভোজন-কারী হইয়া তোমার মায়াকে জয় করিব ॥ ৩৫৫ ॥

ততোঽমৃতোপস্তরণমসীত্যুক্ত্বা যথাবিধি।
পঞ্চ প্রাণাহুতীঃ কৃত্বা ভুঞ্জীত পুরতঃ প্রভোঃ ॥৩৫৬

অনুবাদ—তারপর যথা নিয়মে—'অমৃতোপস্তরণ-মসি' এই মন্ত্র পাঠ করিয়া পঞ্চপ্রাণের উদ্দেশ্যে আহুতি প্রদান করিয়া দেবগৃহের বাহিরে ভোজন করিবে। দেবমন্দিরের ভিতরে ভোজন সর্ব্বথা নিষিদ্ধ ॥৩৫৬॥

টীকা—প্রভোর্ভগবতঃ পুরতোঽগ্রে ভুঞ্জীত 'যোঽশ্নাতি নিত্যং পুরতো মুরারেঃ' ইতি স্কান্দোক্তেঃ। যচ্চ বারাহে 'শয়নং ভোজনঞ্চাগ্রে' ইত্যাদ্যপরাধে-যুক্তং, তদপি বহির্দেবালয়ে শ্রীমূর্ত্তিপূজাবিষয়ং ন তু স্বগৃহে শালগ্রামশিলাপূজাবিষয়মিতি বিবেচনীয়ম্; এতচ্চ পূর্ব্বং লিখিতমেব ॥ ৩৫৬ ॥

তত্র চ বিশেষঃ

শ্রীবিষ্ণুপুরাণে ঔর্ব্ব-সগরসংবাদে—
প্রশস্তরত্নপাণিস্তু ভুঞ্জীত প্রযতো গৃহী ॥ ৩৫৭ ॥

অনুবাদ—শ্রীবিষ্ণুপুরাণে ঔর্ব-সগর-সংবাদে—প্রশস্ত রত্নাদি হস্তে ধারণ করতঃ গৃহস্থ ব্যক্তি পবিত্রভাবে ভোজন করিবেন ॥ ৩৫৭ ॥

টীকা—গৃহীতি—পূর্ব্বং সর্ব্বত্র গৃহস্থকৃত্যলিখনাদত্রাপি যুক্তমেব তৎ, দ্রব্যসমর্পণাদিযোগ্যত্বেন পূজাবিধৌ তস্যৈব প্রাধান্যাৎ ভগবদর্থত্যক্তপরিগ্রহস্য চ বিরক্তস্য যথালাভং ভগবন্তং পূজয়তো ন তাদৃশো বিধিনিষেধাবকাশঃ কল্প্যত ইতি শ্রীভাগবতাদিশাস্ত্রপ্রসিদ্ধমেব কিঞ্চিৎ প্রাক্ লিখিতমগ্রে চ লেখ্যমিতি ॥ ৩৫৭ ॥

———

পুণ্যগন্ধধরঃ শস্তমাল্যধারী নরেশ্বর।
নৈকবস্ত্রধরোঽথার্দ্রপাণিপাদো নরাধিপ ॥ ৩৫৮ ॥
বিশুদ্ধবদনঃ প্রীতো ভুঞ্জীত ন বিদিঙ্মুখঃ।
প্রাঙ্মুখোদঙ্মুখো বাপি ন চৈবান্যমুখো নরঃ ॥৩৫৯

অনুবাদ – হে রাজন্! পূর্ব্ব মুখে কিংবা উত্তর মুখে উপবেশন করিয়া ভিজাহাতে ও ভিজাপায়ে অর্থাৎ হাত পা ধুইয়া সানন্দে পবিত্র গন্ধ লেপন ও শুভ মাল্য ধারণ করিয়া সন্তুষ্ট চিত্তে ভোজন করিবে। এক কাপড়ে, অগ্নি প্রভৃতি কোণের দিকে মুখ করিয়া বা অন্যদিকে মুখ করিয়া বসিয়া ভোজন করিতে নাই ॥ ৩৫৮-৩৫৯ ॥

টীকা—প্রাঙ্মুখ উদঙ্মুখো বা ভুঞ্জীত ॥৩৫৯॥

———

দত্ত্বা তু ভক্তং শিষ্যেভ্যঃ ক্ষুধিতেভ্যস্তথা গৃহী।
প্রশস্তশুদ্ধপাত্রেষু ভুঞ্জীতাকুপিতো নৃপ ॥ ৩৬০ ॥

অনুবাদ—শিষ্য, ভক্ত ও ক্ষুধাতুর ব্যক্তিগণকে অন্ন দান করিয়া অক্রোধে প্রশস্ত শুদ্ধপাত্রে ভোজন করাই গৃহস্থের কর্ত্তব্য ॥ ৩৬০ ॥

টীকা—প্রশস্তং ভগবন্নিবেদনাৎ ॥ ৩৬০ ॥

———

নাসন্দীসংস্থিতে পাত্রে নাদেশে চ নরেশ্বর।
নাকালে নাতিসংকীর্ণে দত্ত্বাগ্রঞ্চ নরোঽগ্নয়ে ॥
নাশেষং পুরুষোঽশ্নীয়াদন্যত্র জগতীপতে ॥ ৩৬১ ॥

অনুবাদ—হে নৃপেন্দ্র! কাঠের তৈরী ত্রিপদীর উপর ভোজন পাত্র রাখিয়া, অতি সংকীর্ণ স্থানে বা অযোগ্য স্থানে এবং সন্ধ্যাদি অকালে ভোজন নিষিদ্ধ। প্রসাদী অন্নের কিছুটা আগে আগুনে দিয়া ভোজন করিতে হয় এবং পাত্রে কিছু রাখিয়া ভোজন করারই নিয়ম। পুরুষের পক্ষে একেবারে নিঃশেষে ভোজন নিষিদ্ধ ॥ ৩৬১ ॥

টীকা—আসন্দী দারুময়ত্রিপাদী, অদেশে অযোগ্যস্থানে, অকালে সন্ধ্যাদিসময়ে, আকাশ ইতি পাঠে অনাবৃতে। অগ্রমন্নং দত্ত্বা পরিশিষ্টস্যান্নস্য কিঞ্চিদগ্নৌ ক্ষিপ্ত্বা ॥ ৩৬১ ॥

———

মধ্বম্বুদধি-সর্পির্ভ্যঃ শক্তুভ্যশ্চ বিবেকবান্।
অশ্নীয়াৎ তন্ময়ো ভূত্বা পূর্ব্বন্তু মধুরং রসম্ ॥৩৬২॥

অনুবাদ—মধু, জল, দধি, ঘৃত ও ছাতু এই সমস্ত জিনিষের ভাল মন্দ বিবেচনা করিয়া মনোযোগ সহকারে আগে মধুর রস ভোজন করিবে ॥ ৩৬২ ॥

টীকা—তন্ময়ো ভূত্বাঽন্নে দত্তচিত্তঃ সন্ ॥ ৩৬২ ॥

———

লবণাম্লে তথা মধ্যে কটুতিক্তাদিকাংস্ততঃ।
প্রাগ্দ্রবং পুরুষোঽশ্নীয়াৎ মধ্যে চ কঠিনাশনম্ ॥৩৬৩
অন্তে পুনর্দ্রবাশী তু বলারোগ্যে ন মুঞ্চতি।
পঞ্চগ্রাসং মহামৌনং প্রাণাদ্যাপ্যায়নায় তৎ ॥৩৬৪॥
ভুক্ত্বা সম্যগথাচম্য প্রাঙ্মুখোদঙ্মুখোঽপি বা।
যথাবৎ পুনরাচামেৎ পাণী প্রক্ষাল্য মূলতঃ ॥৩৬৫॥

অনুবাদ—খাওয়ার সময় মধ্যভাগে লবণ ও অম্লরস খাওয়া উচিত, তারপর কটুতিক্ত প্রভৃতি রসযুক্ত খাদ্য গ্রহণ করিবে। পুরুষ মানুষ যদি আগে তরল পদার্থ, মধ্যে কঠিন এবং শেষে পুনরায় তরলপদার্থ গ্রহণ করেন, তাহা হইলে তাঁহার বল ও আরোগ্য অক্ষয় হয়। পূর্ব্ব বা উত্তর মুখে বসিয়া আচমন করতঃ মৌনী হইয়া প্রাণাদির তৃপ্তির জন্য

আগে পঞ্চগ্রাস ও তারপর ভোজন করতঃ পুনর্বার ভালভাবে হাত মুখ ধুইয়া আচমন করিবে ॥৩ . ৩-৩৬৫

স্বস্থঃ প্রশান্তচিত্তশ্চ কৃতাসনপরিগ্রহঃ।
অভীষ্টদেবতানাঞ্চ কুর্ব্বীত স্মরণং নরঃ ॥ ৩৬৬ ॥

অনুবাদ—তারপর সুস্থ এবং প্রশান্ত চিত্তে আসনে উপবেশন পূর্ব্বক ইষ্ট দেবতা স্মরণ করাই মানুষের কর্ত্তব্য ॥ ৩৬৬ ॥

অগস্তিরগ্নির্বড়বানলশ্চ,
ভুক্তং মমান্নং জরয়ন্ত্বশেষম্।
সুখঞ্চ মে তৎ পরিণামসম্ভবং,
যচ্ছন্ত্বরোগং মম চাস্তু দেহে ॥ ৩৬৭ ॥

অনুবাদ—অগস্তি, অগ্নি ও বাড়বানল আমার ভুক্ত অন্ন ভালভাবে জীর্ণ করুন, ভোজনের পরিপাক জন্য সুখোৎপাদন করুন এবং আমার শরীর ব্যাধিহীন হউক ॥ ৩৬৭ ॥

বিষ্ণুঃ সমস্তেন্দ্রিয়-দেহদেহি-
প্রধানভূতো ভগবান্ যথৈকঃ।
সত্যেন তেনান্নমশেষমেত-
দারোগ্যদং মে পরিণামমেতু ॥ ৩৬৮ ॥

অনুবাদ—সকল ইন্দ্রিয়, শরীর ও শরীরধারীদের মধ্যে যে প্রকার শ্রীবিষ্ণু শ্রেষ্ঠ, সেইপ্রকার সত্যদ্বারা এই সকল অন্ন আমার পক্ষে আরোগ্যদায়ক হইয়া পরিণাম প্রাপ্ত হউক ॥ ৩৬৮ ॥

ইত্যুচ্চার্য্য স্বহস্তেন পরিমৃজ্য তথোদরম্।
অনায়াসপ্রদায়ীনি কুর্য্যাৎ কর্ম্মাণ্যতন্দ্রিতঃ ॥ ৩৬৯ ॥

অনুবাদ—এই মন্ত্র দুইটি উচ্চারণ করিয়া নিজের হাতে উদর মার্জ্জনা করতঃ আলস্য ত্যাগ করিয়া যাহাতে বেশী পরিশ্রম না হয়, এরূপ কার্য্যাদি করিবে অর্থাৎ আহারের পর দৈহিক শ্রমসাধ্য কর্ম্ম পরিহার করা কর্ত্তব্য ॥ ৩৬৯ ॥

কৌর্ম্মে ব্যাসগীতায়াম্—
প্রাঙ্মুখোঽন্নানি ভুঞ্জীত সূর্য্যাভিমুখমেব বা।
আসীনঃ স্বাসনে সিদ্ধে ভূম্যাং পাদৌ নিধায় চ ॥৩৭০

অনুবাদ—কূর্ম্মপুরাণে ব্যাসগীতায় বর্ণিত হইয়াছে যে—সূর্য্যের দিকে মুখ করিয়া কিংবা পূর্ব্বদিকে মুখ করিয়া স্বস্তিদায়ক আসনে বসিয়া মাটিতে দুইপা রাখিয়া ভোজন করিবে ॥ ৩৭০ ॥

আয়ুষ্যং প্রাঙ্মুখো ভুঙ্‌ক্তে যশস্যং দক্ষিণামুখঃ।
শ্রিয়ং প্রত্যঙ্মুখো ভুঙ্‌ক্তে ঋতং ভুঙ্‌ক্তে
উদঙ্মুখঃ ॥ ৩৭১ ॥

অনুবাদ—পরমায়ু বৃদ্ধি হয় পূর্ব্ব মুখে, যশোলাভ দক্ষিণে, সম্পত্তি লাভ পশ্চিমে এবং উত্তর মুখে ভোজনে সর্ব্ব বাঞ্ছিত লাভ হইয়া থাকে ॥ ৩৭১ ॥

পঞ্চার্দ্রো ভোজনং কুর্য্যাৎ ভূমৌ পাত্রং নিধায় চ।
উপবাসেন তত্তুল্যং মনুরাহ প্রজাপতিঃ ॥ ৩৭২ ॥

অনুবাদ—হস্তদ্বয়, পদদ্বয় ও মুখ ভালভাবে ধুইয়া ও মাটিতে পাত্র রাখিয়া ভোজন করিলে উহা অনশন তুল্য হইয়া থাকে অর্থাৎ এই ভাবে ভোজন করিলে রোগাদির সম্ভাবনা কম থাকে, প্রজাপতি মনু ইহা বলিয়াছেন ॥ ৩৭২ ॥

উপলিপ্তে শুচৌ দেশে পাদৌ প্রক্ষাল্য বৈ করৌ।
আচম্যার্দ্রাননোঽক্রোধঃ পঞ্চার্দ্রো
ভোজনঞ্চরেৎ ॥ ৩৭৩ ॥
মহাব্যাহৃতিভিস্ত্বন্নং পরিবার্য্যোদকেন তু।
অমৃতোপস্তরণমসীত্যাপোশানক্রিয়াং চরেৎ ॥৩৭৪॥

অনুবাদ—গোময়লেপন দ্বারা পরিষ্কৃত পবিত্র স্থানে হাত, পা ধুইয়া, আচমন করিয়া, মুখ ভিজা অবস্থায় ক্রোধ বর্জ্জন করিয়া পঞ্চার্দ্ররূপে ভোজন করা উচিত। গায়ত্রী পাঠ করিয়া জলধারা দ্বারা অন্নকে বেষ্টন পূর্ব্বক 'অমৃতোপস্তরণমসি' এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া আচমন করিবে ॥ ৩৭৩-৩৭৪ ॥

স্বাহাপ্রণবসংযুক্তং প্রাণায়েত্যাহুতিং ততঃ।
অপানায় ততো হুত্বা ব্যানায় তদনন্তরম্ ॥ ৩৭৫ ॥
উদানায় ততঃ কুর্য্যাৎ সমানায়েতি পঞ্চমীম্।
বিজ্ঞায় তত্ত্বমেতেষাং জুহুয়াদাত্মনি দ্বিজাঃ ॥ ৩৭৬ ॥
শেষমন্নং যথাকামং ভুঞ্জীত ব্যঞ্জনৈর্য্যুতম্।
ধ্যাত্বা তন্মনসা দেবমাত্মানং বৈ প্রজাপতিম্ ॥৩৭৭॥
অমৃতাপিধানমসীত্যুপরিষ্টাদপঃ পিবেৎ ॥ ৩৭৮ ॥

অনুবাদ—তারপর স্বাহা ও প্রণবযুক্ত প্রাণায়, অর্থাৎ ওঁ প্রাণায় স্বাহা, অপানায় স্বাহা ইত্যাদি ক্রমে পঞ্চ প্রাণকে আহুতি দিতে হইবে। হে বিপ্রগণ! এই সকল বিষয়ে সমস্ত কিছু ভালোভাবে জানিয়া আপনাতে আহুতি দিতে হইবে, তারপর ইচ্ছামত অবশেষ অন্নব্যঞ্জন ভোজন করিতে হয়। ভোজনের পর তদ্‌গতচিত্ত হইয়া নিজেকে প্রজাপতি দেবরূপে চিন্তা করিয়া 'অমৃতাবিপধানমসি স্বাহা' এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া আচমন করিতে হইবে ॥ ৩৭৫-৩৭৮ ॥

টীকা—প্রত্যঙ্মুখঃ সন্ চেদ্ভুঙ্‌ক্তে, তদা শ্রিয়মেব ভুঙ্‌ক্তে, সর্ব্বসম্পদং লভত ইত্যর্থঃ, ঋতং সত্যং সর্ব্বং বাঞ্ছিতং প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ। আত্মনি জুহুয়াৎ আত্মনা সহৈষামৈক্যং ভাবয়েদিত্যর্থঃ। তৎ ততঃ ভোজনানন্তরমিত্যর্থঃ ॥ ৩৭১-৩৭৬ ॥

কিঞ্চ তত্রৈব—

যস্তু ভুঙ্‌ক্তে বেষ্টিতশিরা যচ্চ ভুঙ্‌ক্তে বিদিঙ্মুখঃ।
সোপানৎকশ্চ যদ্ভুঙ্‌ক্তে সর্ব্বং বিদ্যাত্তদাসুরম্ ॥৩৭৯
নার্দ্ধরাত্রে ন মধ্যাহ্নে নাজীর্ণে নার্দ্রবস্ত্রধৃক্।
ন চ ভিন্নাসনগতো ন যানে সংস্থিতোঽপি বা ॥৩৮০
ন ভিন্নভাজনে চৈব ন ভূম্যাং ন চ পাণিষু।
অনারোগ্যমনায়ুষ্যমস্বর্গ্যং চাতিভোজনম্।
অপুণ্যং লোকবিদ্বিষ্টং তস্মাত্তৎ পরিবর্জ্জয়েৎ ॥৩৮১

অনুবাদ—আরও ঐ কূর্ম্মপুরাণেই বলা হইয়াছে—মস্তক আবৃত করিয়া আহার, অগ্ন্যাদি কোণাভিমুখ হইয়া আহার এবং চামড়ার জুতা পরিয়া আহার আসুরিক আহার বলিয়া পরিগণিত। নিশীথে, মধ্যাহ্নে, অজীর্ণে, ভিজাকাপড়ে, ভাঙ্গাপিঁড়িতে বসিয়া, যানের উপরে বসিয়া, ভাঙ্গাবাসনে, মাটিতে ও হাতে লইয়া ভোজন করিবে না, অতিভোজন আরোগ্যের বাধাসৃষ্টি করে, পরমায়ুক্ষয় করে, স্বর্গলাভের বাধাসৃষ্টি করে, পাপ জন্মায় এবং লোকনিন্দারও কারণ হয়, তাই অতিভোজন সর্ব্বথা পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য ॥ ৩৭৯-৩৮১ ॥

কিঞ্চ—

ন বামহস্তেনোদ্ধৃত্য পিবেদ্বক্ত্রেণ বা জলম্ ।৩৮২॥

অনুবাদ—আরও বামহাতে বাসন উঠাইয়া অথবা মুখ দিয়া জল পান করা উচিত নয় ॥ ৩৮২ ॥

বিষ্ণুস্মৃতৌ—

পিবতঃ পততে তোয়ং ভাজনে মুখনির্গতম্।
অভোজ্যং তদ্ভবেদন্নং ভুক্ত্বা চান্দ্রায়ণং চরেৎ ॥৩৮৩

অনুবাদ—বিষ্ণুস্মৃতিতে যথা—জলপানের সময় মুখ হইতে জল ভোজনপাত্রে পড়িলে সেই অন্ন ভোজনের অযোগ্য হয়। তাহা ভোজন করিলে চান্দ্রায়ণ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয় ॥ ৩৮৩ ॥

মার্কণ্ডেয়ে—

ভুঞ্জীতান্নঞ্চ তচ্চিত্তো হ্যন্তর্জানু সদা নরঃ।
উপঘাতাদৃতে দোষান্নান্নস্যোদীরয়েদ্ বুধঃ ॥ ৩৮৪ ॥

অনুবাদ—মার্কণ্ডেয়পুরাণে বলা হইয়াছে—জানুদেশ মধ্যস্থিত স্থানে অন্ন রাখিয়া মনোযোগ সহকারে সর্ব্বদা ভোজন বিধেয়। বিদ্বানব্যক্তি কাক বা বিড়ালাদির উচ্ছিষ্ট ছাড়া অন্নের অন্য কোন দোষ দেখেন না ॥ ৩৮৪ ॥

অন্যত্র চ—

হস্তাদৃতেঽম্বুনান্যেনানশ্নন্ পাত্রাদৃতে পিবেৎ।
দক্ষিণন্তু পরিত্যজ্য বামে নীরং নিধাপয়েৎ।
অভোজ্যং তদ্ভবেদন্নং পানীয়ঞ্চ সুরাসমম্ ॥ ৩৮৫ ॥

অনুবাদ—অন্যত্রও বর্ণিত হইয়াছে—পাত্র ব্যতীত কেবল হাতে করিয়া জল পান করা নিষেধ এবং হাত দিয়া না ধরিয়া কেবল মুখের সাহায্যে জল পান

উচিত নয়। ডানদিক বাদ দিয়া বামদিকে জল রাখিলে সেই জল মদতুল্য ও অন্ন অভোজ্য হয় ॥ ৩৮৫ ॥

টীকা—অশ্নন্, ভুঞ্জানঃ সন্ হস্তাদৃতে পাণিং বিনা কেবলং মুখেন জলং ন পিবেৎ ; তথা পাত্রং বিনা করাদিনা ন পিবেদিত্যর্থঃ ; অন্যথা অভোজ্যাদিকং স্যাদিত্যর্থঃ ॥ ৩৮৫ ॥

তৃপ্তো দদ্যাদ্ধি তদন্নং শেষং দুর্গততৃপ্তয়ে ॥ ৩৮৬ ॥

অনুবাদ—আহারের পর যে অন্ন অবশিষ্ট থাকিবে তাহা দুর্গতলোকেদের তৃপ্তির জন্য অর্পণ করিবে, ॥৩৮৬

টীকা—তৃপ্তঃ সমাপ্তভোজনঃ সন্ ॥ ৩৮৬ ॥

সম্যগাচম্য দক্ষাঙ্ঘ্রেরঙ্গুষ্ঠে বারি নিক্ষিপেৎ ॥৩৮৭॥
ততঃ সংস্মৃত্য সন্তুষ্টঃ পুষ্টিদামিষ্টদেবতাম্ ।
সন্নিকৃষ্টৈর্বৃতঃ শিষ্টৈর্জপেদন্নপতের্মনূন্ ।
অন্নপতেঽন্নস্য নো দেহি ॥ ইত্যাদি ॥ ৩৮৮ ॥

অনুবাদ—নিয়মানুযায়ী আচমন করিয়া ডান পায়ের বুড়া আঙ্গুলে জলছিটা দিবে। তারপর পুষ্টি প্রদানকারিণী ইষ্টদেবতাকে স্মরণ করিয়া প্রীতি অনুভব করিবে। অতঃপর নিকটস্থ শিষ্টজন-কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া অন্নপতেঽন্নস্য নো দেহি' ইত্যাদি অন্নপতিমন্ত্র জপ করিতে হইবে ॥ ৩৮৭-৩৮৮ ॥

টীকা—অঙ্গুষ্ঠে বারি নিক্ষিপেৎ ; মন্ত্র—অঙ্গুষ্ঠেতি ॥ ৩৮৭-৩৮৮ ॥

ভক্ষয়েদথ তাম্বুলং প্রসাদং বল্লবীপ্রভোঃ ।
শিষ্টৈরিষ্টৈর্জপেদ্দিব্যং ভগবন্নামমঙ্গলম্ ॥ ৩৮৯ ॥

অনুবাদ—তারপর শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদী তাম্বুল খাইয়া মনোমত শিষ্ট জনের সহিত উপবিষ্ট হইয়া শ্রীভগবানের অত্যুত্তম মঙ্গলময় শ্রীনাম জপ করিবে ॥ ৩৮৯ ॥

টীকা—বল্লবীপ্রভোঃ ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য প্রসাদমিতি তন্নিবেদিতমিত্যর্থঃ ॥ ৩৮৯ ॥

অথ নৈবেদ্য-মাহাত্ম্যম্

বারাহে—
যো মমৈবার্চ্চনং কৃত্বা তত্র প্রাপণমুত্তমম্ ।
শেষমন্নং সমশ্নাতি ততঃ সৌখ্যতরং নু কিম্ ॥৩৯০

অনুবাদ—অতঃপর নৈবেদ্য মাহাত্ম্য-বিষয়ে বরাহপুরাণে উক্ত হইয়াছে যে—আমার পুজা করতঃ আমাকে উৎকৃষ্ট অন্ন নিবেদন করিয়া তাহার শেষাংশ ভোজন করিলে, তদপেক্ষা কি বেশী সুখ হইতে পারে ? ৩৯০ ॥

টীকা—প্রাপণমুপহারং, তদেবাহ—শেষমন্নমিতি ॥ ৩৯০ ॥

স্কান্দে—
তবোপহারং ভুক্ত্বা যঃ সেবতে যজ্ঞপুরুষম্ ।
সেবিতং তেন নিয়তং পুরোডাশো মহাধিয়া ॥৩৯১॥

অনুবাদ—স্কন্দপুরাণে—তোমাকে প্রদত্ত উপহার ভোজন করিয়া যিনি যজ্ঞপুরুষের সেবা করেন, সেই মহামতি দ্বারা সর্ব্বদাই যজ্ঞশেষ দ্রব্য সেবন করা হয় ॥ ৩৯১ ॥

টীকা—পুরোডাশঃ যজ্ঞশেষদ্রব্যম্ ॥ ৩৯১ ॥

কিঞ্চ তত্রৈব—
শঙ্খোদকং তীর্থবরাদ্বরিষ্ঠং
পাদোদকং তীর্থগণাদ্গরিষ্ঠম্ ।
নৈবেদ্যশেষং ক্রতুকোটিপুণ্যং
নির্ম্মাল্যশেষং ব্রতদানতুল্যম্ ॥ ৩৯২ ॥

অনুবাদ—ঐ পুরাণেই আরও বলা হইয়াছে—শঙ্খজল উৎকৃষ্টতীর্থ হইতেও প্রধান, পাদোদক সর্ব্বতীর্থ হইতে শ্রেষ্ঠ, নৈবেদ্যের অবশেষ কোটিযজ্ঞের পুণ্য স্বরূপ এবং নির্ম্মাল্যশেষ ব্রতের ও দানের সমান ॥ ৩৯২ ॥

টীকা—বিষ্ণোর্নৈবেদ্যশেষং পাদজলেন বিমিশ্রিতং সহেতি বা। কচিদ্বিষ্ণোরিত্যত্র সিক্তমিতি বা পাঠঃ ॥ ৩৯২ ॥

নৈবেদ্যশেষং তুলসীবিমিশ্রং
বিশেষতঃ পাদজলেন সিক্তম্ ।
যোঽশ্নাতি নিত্যং পুরতো মুরারেঃ
প্রাপ্নোতি যজ্ঞাযুত-কোটিপুণ্যম্ ॥ ৩৯৩ ॥

অনুবাদ—শ্রীতুলসী যুক্ত বিষ্ণুর নৈবেদ্যশেষ বিশেষ করিয়া চরণামৃত মিশ্রিত করিয়া যিনি প্রত্যহ শ্রীভগবানের অগ্রে ভোজন করেন, তিনি দশহাজার কোটি যজ্ঞের পুণ্য লাভ করেন ॥ ৩৯৩ ॥

ষড়্ভির্মাসোপবাসৈস্তু যৎ ফলং পরিকীর্ত্তিতম্ ।
বিষ্ণোর্নৈবেদ্যশেষে যৎ ফলং তত্তু্জতাং কলৌ ॥৩৯৪

অনুবাদ—এই কলিযুগে শ্রীবিষ্ণুর নৈবেদ্যশেষ ভোজন করিলে ছয়মাস অনশন জনিত ফল লাভ হয় ॥ ৩৯৪ ॥

টীকা—ভুঞ্জতাং বিষ্ণুনৈবেদ্যশেষেণাপি তৎ ফলম্ ॥ ৩৯৪ ॥

কিঞ্চ, তত্র শ্রীশালগ্রামশিলামাহাত্ম্যে—
ভক্ত্যা ভুনক্তি নৈবেদ্যং শালগ্রামশিলার্পিতম্ ।
কোটিং মখস্য লভতে ফলং শত সহস্রশঃ ॥ ৩৯৫ ॥

অনুবাদ—ঐ স্কন্দপুরাণেই শ্রীশালগ্রামশিলা মাহাত্ম্যে—শ্রীশালগ্রামশিলার্পিত নৈবেদ্যশেষ ভোজন করিলে শত সহস্র কোটি যজ্ঞের ফল লাভ হয় ॥৩৯৫

টীকা—ভুনক্তি ভুঙ্‌ক্তে, মখস্য কোটিং লভতে, স যজ্ঞকোটিং কৃতবানিত্যর্থঃ । তস্য চ কিং ফলমিত্যপেক্ষায়ামাহ—ফলমিতি । শতসহস্রশঃ অনন্তমিত্যর্থঃ । যদ্বা, শতসহস্রশো যা যজ্ঞকোটিস্তদ্রূপং ফলং লভতে ॥ ৩৯৫ ॥

ব্রহ্মচারি-গৃহস্থৈশ্চ বানপ্রস্থৈশ্চ ভিক্ষুভিঃ ।
ভোক্তব্যং বিষ্ণুনৈবেদ্যং নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥৩৯৬
ভুক্ত্বান্যদেবনৈবেদ্যং দ্বিজশ্চান্দ্রায়ণঞ্চরেৎ ।
ভুক্ত্বা কেশবনৈবেদ্যং যজ্ঞকোটিফলং লভেৎ ॥৩৯৭॥

অনুবাদ—চতুরাশ্রমের ব্রহ্মচারী, গৃহী, বানপ্রস্থী ও ভিক্ষু এই সকল লোকই শ্রীবিষ্ণুনৈবেদ্য ভোজন করিবেন, ইহাতে বিচার নিষ্প্রয়োজন। ব্রাহ্মণ ব্যক্তি অন্য দেবতার নৈবেদ্য ভোজন করিলে চান্দ্রায়ণ প্রায়শ্চিত্ত করিবেন, আর বিষ্ণুনৈবেদ্য ভোজন করিলে কোটি যজ্ঞের ফল পাইবেন ॥ ৩৯৬-৩৯৭ ॥

তত্রৈব শ্রীব্রহ্ম-নারদ-সংবাদে—
অগ্নিষ্টোমসহস্রৈস্তু বাজপেয়শতৈরপি ।
তৎ ফলং প্রাপ্যতে নূনং বিষ্ণোর্নৈবেদ্যভক্ষণাৎ ॥৩৯৮
হৃদি রূপং মুখে নাম নৈবেদ্যমুদরে হরেঃ ।
পাদোদকঞ্চ নির্ম্মাল্যং মস্তকে যস্য সোঽচ্যুতঃ ॥৩৯৯

অনুবাদ—ঐ স্কন্দপুরাণেই শ্রীব্রহ্ম-নারদ-সংবাদে—এক হাজার অগ্নিষ্টোম যজ্ঞ ও একশত অশ্বমেধ যজ্ঞ করিলে যে ফল পাওয়া যায়, শ্রীবিষ্ণুর নৈবেদ্য, শেষ ভোজনে অবশ্যই সেই ফল লভ্য হয়। যাঁহার অন্তঃকরণে শ্রীহরির রূপরাশি, মুখে নাম ও উদরে শ্রীহরির নৈবেদ্য এবং মাথায় হরির চরণামৃত ও নির্ম্মাল্য আছে, তিনি শ্রীঅচ্যুত সদৃশ মহীয়ান্ ॥৩৯৮-৩৯৯ ॥

টীকা—অচ্যুতঃ অচ্যুততুল্য ইত্যর্থঃ, সারূপ্যাদি-প্রাপ্ত্যা ; যদ্বা, ভক্তিমার্গান্নিজেষ্টাদ্বা চ্যুতো ন ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৩৯৯ ॥

কিঞ্চ—
পাবনং বিষ্ণুনৈবেদ্যং সুরসিদ্ধর্ষিভিঃ স্মৃতম্ ।
অন্যদেবস্য নৈবেদ্যং ভুক্ত্বা চান্দ্রায়ণঞ্চরেৎ ॥৪০০॥

অনুবাদ—আরও বলা হইয়াছে—শ্রীবিষ্ণুনৈবেদ্য দেব, সিদ্ধ ও ঋষিগণ কর্ত্তৃক পরমপবিত্র বলিয়া কীর্ত্তিত। তাঁহারাই বলিয়াছেন—অন্য দেবতার নৈবেদ্য ভোজন করিলে চান্দ্রায়ণ ব্রত করিতে হইবে ॥ ৪০০ ॥

কোটিযজ্ঞৈস্তু যৎ পুণ্যং মাসোপোষণকোটিভিঃ ।
তৎ ফলং প্রাপ্যতে পুংভির্বিষ্ণোর্নৈবেদ্যভক্ষণাৎ ॥৪০১
তুলস্যাশ্চ রজোজুষ্টং নৈবেদ্যস্য চ ভক্ষণম্ ।
নির্ম্মাল্যঞ্চ ধৃতং যেন মহাপাতকনাশনম্ ॥ ৪০২ ॥

অনুবাদ—কোটি যজ্ঞানুষ্ঠানে, কোটি মাসোপবাসে যে পুণ্য অর্জ্জিত হয়, শ্রীবিষ্ণুর নৈবেদ্য ভক্ষণদ্বারা মনুষ্য সেই ফল লাভ করে। তুলসীর ধূলিযুক্ত নৈবেদ্যভোজন এবং নির্ম্মাল্য ধারণে মহাপাতক বিনষ্ট হয় ॥ ৪০১-৪০২ ॥

বৃহদ্বিষ্ণুপুরাণে—

নৈবেদ্যং জগদীশস্য অন্নপানাদিকঞ্চ যৎ।
ভক্ষ্যাভক্ষ্যবিচারশ্চ নাস্তি তদ্ভক্ষণে দ্বিজাঃ ॥৪০৩॥
ব্রহ্মবন্নির্ব্বিকারং হি যথা বিষ্ণুস্তথৈব তৎ ॥ ৪০৪ ॥
বিকারং যে প্রকুর্ব্বন্তি ভক্ষণে তদ্দ্বিজাতয়ঃ।
কুষ্ঠব্যাধিসমাযুক্তাঃ পুত্রদারবিবর্জ্জিতাঃ।
নিরয়ং যান্তি তে বিপ্রা যস্মান্নাবর্ত্ততে পুনঃ ॥৪০৫॥

অনুবাদ—বৃহদ্বিষ্ণুপুরাণে বলা হইয়াছে—হে বিপ্রগণ! অবগত হও, শ্রীবিষ্ণুর নৈবেদ্য এবং অন্ন-পানাদি যে কোন দ্রব্য ভোজনবিষয়ে ভক্ষ্যাভক্ষ্য বিচার করিতে নাই। শ্রীবিষ্ণুনৈবেদ্য ব্রহ্মতুল্য নির্বিকার। উহা শ্রীবিষ্ণুরই অনুরূপ, যে সকল ব্রাহ্মণ বিষ্ণুনৈবেদ্য ভক্ষণব্যাপারে বিকারগ্রস্ত হন, তাঁহারা কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত এবং স্ত্রীপুত্রাদিবর্জ্জিত হইয়া অনন্ত-কালের জন্য নরকগামী হন ॥ ৪০৩-৪০৫ ॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে—

নবমন্নং ফলং পুষ্পং নিবেদ্য মধুসূদনে।
পশ্চাদ্ভুঙ্‌ক্তে স্বয়ং যশ্চ তস্য তুষ্যতি কেশবঃ ॥৪০৬

অনুবাদ—শ্রীবিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে—শ্রীমধুসূদনকে যিনি নূতন অন্ন, ফল, ফুল, প্রভৃতি অর্পণ করিয়া পরে নিজে ভোজন করেন, শ্রীকেশব তাঁহাকে অত্যন্ত প্রীতি করেন ॥ ৪০৬ ॥

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে—

মুকুন্দাশনশেষন্তু যো হি ভুঙ্‌ক্তে দিনে দিনে।
সিক্‌থে সিক্‌থে ভবেৎ পুণ্যং
চান্দ্রায়ণশতাধিকম্ ॥ ৪০৭ ॥

অনুবাদ—ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে বলা হইয়াছে—শ্রীমুকুন্দের নৈবেদ্যশেষ যিনি নিত্য গ্রহণ করেন, সেই ব্যক্তির প্রতিগ্রাসে শত চান্দ্রায়ণব্রত হইতেও অধিক পুণ্যার্জ্জন হয় ॥ ৪০৭ ॥

অন্যত্রাপি—

একাদশীসহস্রৈস্তু মাসোপোষণকোটিভিঃ।
তৎ ফলং প্রাপ্যতে পুংভির্বিষ্ণোর্নৈবেদ্যভক্ষণাৎ ॥
ইতি ॥ ৪০৮ ॥

অনুবাদ—অন্যস্থানেও উক্ত আছে—শ্রীবিষ্ণুর নৈবেদ্য ভক্ষণমাত্রই সহস্র একাদশী ব্রতের ও কোটি মাসোপবাসব্রতের ফল লাভ হয় ॥ ৪০৮ ॥

টীকা—একাদশীসহস্রৈরিত্যনেন তদ্‌ব্রতগণাদপি ভগবন্নৈবেদ্যভক্ষণস্য মাহাত্ম্যমধিকমুক্তম্। যচ্চাগ্রে ভাগবতলক্ষণে লেখ্যং স্কান্দবচনম্—'প্রাণাত্যয়ে ন চাশ্নন্তি দিনং প্রাপ্য হরের্নরাঃ' ইতি, তচ্চ ভগবন্মহা-প্রসাদব্যতিরিক্তপরমিতি জ্ঞেয়ম্। ন চ বক্তব্যম্—বৈষ্ণবানামনিবেদিতভক্ষণং সদা নিষিদ্ধমেবেতি, যতস্তদ্বচনং ন বৈষ্ণববিষয়ম্; কিন্তু প্রাণাত্যয়েঽপি সতি যে নাশ্নন্তি তে ভাগবতা ইতি সামান্যোক্তেঃ। যদ্বা, ভগবদ্ভক্তিরেব তদ্‌ব্রতমিতি বুদ্ধ্যা ভগবৎপ্রীত্য-পেক্ষয়া তত্র মহাপ্রসাদান্নভক্ষণেনাপি ন দোষঃ কোঽপি প্রসজ্যেতেতি কেষাঞ্চিৎ সতাং মতম্। ততশ্চৈতদ্বচনং নৈবেদ্যমাহাত্ম্যপরমেব, ন তু তদ্‌ব্রতনিষেধকমিতি মন্তব্যম্; যদ্বা, নিজবিশ্বাসবিশেষেণ ভগবদধরামৃত-মহাপ্রসাদবুদ্ধ্যা তদন্নাদ্যুপভোগো ভক্তিরূপাদপ্যেকা-দশীব্রতাদেকান্তিনাং পরমফলত্বেনোপাদেয় ইতি যুক্তমেবোক্তম্—'একাদশীসহস্রৈঃ' ইতি ॥ ৪০৮ ॥

ততো যথোক্তমাচম্য তাম্বূলাদি বিভজ্য চ।
মহাপ্রসাদং দাস্যেন গৃহ্ণীয়াৎ প্রযতঃ স্বয়ম্ ॥৪০৯

অনুবাদ—অতঃপর নিয়মানুযায়ী আচমন করিয়া তাম্বূলাদি নিবেদনপূর্ব্বক পবিত্র চিত্তে নিজে দাস্যের নিমিত্ত মহাপ্রসাদ তাম্বূলাদি গ্রহণ করিবে ॥ ৪০৯ ॥

টীকা—মহাপ্রসাদরূপং তাম্বূলাদি, আদি-শব্দেন স্রক্‌চন্দনাদি, আচম্য প্রযতঃ সন্ দাস্যেন নিমিত্তেন গৃহ্ণীয়াৎ উপযুঞ্জ্যাৎ ॥ ৪০৯ ॥

তথা চ নবমস্কন্ধে শ্রীমদম্বরীষচরিতে (৪।২০)—

কামন্তু দাস্যে ন তু কামকাম্যয়া,
যথোত্তমঃশ্লোকজনাশ্রয়া রতিঃ ॥ ৪১০ ॥

অনুবাদ—নবমস্কন্ধে মহারাজ অম্বরীষ-চরিত্রে বলা হইয়াছে—তিনি মাল্য-চন্দনাদি-বিষয়-সেবাকে ভগবজ্জনাশ্রয়া রতি লাভের জন্য ভগবদ্দাস্যে তৎপর হইয়া গ্রহণ করিতেন, পরন্তু তাহা নিজ ভোগের ইচ্ছায় নহে, ভগবৎপ্রসাদ-মর্য্যাদা রক্ষার জন্যই মাত্র ॥ ৪১০ ॥

টীকা—কামং স্রক্‌চন্দনাদিভোগং চকারেতি পূর্ব্বশ্লোকস্থেনান্বয়ঃ। দাস্যে নিমিত্তে, ন তু ভোগেচ্ছয়া, তত্রাপ্যুত্তমঃ শ্লোকজনা বৈষ্ণবাস্তদ্বিষয়া রতিঃ প্রীতির্যথা স্যাত্তথা চকারেতি ভগবদ্ভক্ত-বিষয়ক-ভক্তেঃ পরমোপাদেয়ত্বমগ্রে লেখ্যং সূচিতম্ ॥ ৪১০ ॥

॥ ইতি নবমবিলাসটীকা ॥

নৈবেদ্যভক্ষণে যচ্চ নির্ম্মাল্যগ্রহণে চ যৎ।
মাহাত্ম্যমাদৌ লিখিতং জ্ঞেয়ং সর্ব্বমিহাপি তৎ ॥৪১১

ইতি শ্রীগোপালভট্ট-বিলিখিতে ভগবদ্ভক্তিবিলাসে মহাপ্রসাদো নাম নবমো বিলাসঃ ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—পূর্ব্বলিখিত নৈবেদ্যভক্ষণ জন্য এবং নির্ম্মাল্যগ্রহণ জন্য মাহাত্ম্য এখানেও জানিতে হইবে ॥ ৪১১ ॥

ইতি শ্রীগোপালভট্টবিলিখিত ভগবদ্ভক্তি বিলাসে মহাপ্রসাদ নামক নবম বিলাস।
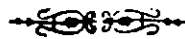
দশম-বিলাসঃ

শ্রীকৃষ্ণচরণাম্ভোজমধুপেভ্যো নমো নমঃ।
কথঞ্চিদাশ্রয়াদ্যেষাং শ্বাপি তদ্গন্ধভাগ্‌ভবেৎ ॥ ১ ॥

অনুবাদ—কুক্কুরবৎ অতিহীন জনও কোন-প্রকারে যাঁহাদের আশ্রয় পাইলে শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মের গন্ধভাগী হয়, শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মের ভ্রমরসদৃশ সেই সকল ভক্তবৃন্দের শ্রীচরণে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করি ॥১

টীকা—

শ্রীচৈতন্যপদাম্ভোজ-রসিকেভ্যো নমো নমঃ।
বহুধা যততেঽজ্ঞোঽয়ং যেষাং প্রীতিচিকীর্ষয়া ॥

অথ শ্রীভগবন্মহাপ্রসাদসেবনানন্তরং সৎসঙ্গসেবাং লিখন্, তৎসুসিদ্ধয়ে সতঃ প্রণমতি—শ্রীকৃষ্ণেতি, শ্রীকৃষ্ণস্য চরণাম্ভোজয়োর্মধু ভক্তিরসং পিবন্তীতি তথা তেভ্যঃ শ্রীভগবদ্ভক্তেভ্য ইত্যর্থঃ। নমো নম ইতি বীপ্সা ভক্তিবিশেষেণ। অপীত্যস্য পূর্ব্বত্রাপি সম্বন্ধঃ। যেষাং শ্রীকৃষ্ণচরণাম্ভোজমধুপানাং কেনচিদপি প্রকারেণ য আশ্রয়ঃ শরণাগতিঃ, তস্মাদপি শ্বা তত্তুল্যঃ পরমনীচজনোঽপীত্যর্থঃ, তস্য তস্য শ্রীকৃষ্ণচরণাম্ভোজমধুনঃ, তেষাং বা শ্রীকৃষ্ণচরণাম্ভোজ-মধুপানাং গন্ধং ভজতি প্রাপ্নোতীতি তাদৃশো ভবেৎ। শ্বাপীত্যনেন চ যথা কমলমধুপানমত্তস্য ভ্রমতো ভ্রমরস্য কথঞ্চিৎ সম্বন্ধাৎ তন্মুখনির্গলন্মধুগন্ধেন কুক্কুরেংঽপ্যামোদিতো ভবেদিত্যত্র দৃষ্টান্ত উহ্যঃ অতস্তল্লক্ষণাদিলিখনরূপ-সজ্জনাশ্রয়াৎ সৎসঙ্গাখ্যভক্তি-বিলাসস্য লিখনমযোগ্যাদপি মত্তঃ সুখং সম্যক্ ঘটেতেতি ভাবঃ ॥ ১ ॥

অথ শ্রীকৃষ্ণভক্তানাং সভাং সবিনয় শুভাম্।
গচ্ছেদ্বৈষ্ণবচিহ্নাঢ্যং পাতুং কৃষ্ণকথাসুধাম্ ॥ ২ ॥

অনুবাদ—মহাপ্রসাদাদি গ্রহণ করতঃ শ্রীহরি-মন্দির-তিলক, মাল্য ও মুদ্রাদি বৈষ্ণবচিহ্নে বিভূষিত হইয়া বিনয় সহকারে শ্রীহরিকথারূপ অমৃত পান করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণভক্ত সাধুগণের সভায় গমন করিবে ॥ ২ ॥

টীকা—অথ মহাপ্রসাদাদিগ্রহণানন্তরম্, শুভাং নির্দ্দোষাং সর্ব্বসদ্‌গুণাঢ্যাং চেত্যর্থঃ। সবিনয়ং যথা

স্যাত্তথা গচ্ছেৎ ; কিমর্থম্ ? কৃষ্ণস্য কথৈব সুধা, তাং পাতুম্। যদ্যপি 'ন রোধয়তি মাং যোগঃ' (শ্রীভাঃ ১১।১২।১) ইত্যাদিনাঽগ্রতো লেখ্যেন বচনজাতেন সতাং সঙ্গতিমাত্রস্যাপি পরমোপাদেয়ত্বমুক্তং, তথাপি ভগবৎকথামৃতরসপানমেব পরমোপাদেয়মিতি, কিংবা 'তস্মিন্ মহন্মুখরিতা মধুভিচ্চরিত্র-পীযূষশেষসরিতঃ পরিতঃ স্রবন্তি (শ্রীভাঃ ৪।২৯।৪১) ইত্যাদিন্যায়েন সৎসঙ্গতো ভগবৎকথাসুধাপানং স্বতএব সম্পদ্যত ইতি" তৎ-স্বভাবানুভাবমাত্রমত্র লিখিতমিতি দিক্। কথম্ভূতঃ ? বৈষ্ণবানাং চিহ্নৈঃ হরিমন্দির-তিলক-মালা-মুদ্রাদিভিরাঢ্যঃ যুক্তঃ সন্ ; অন্যথা বৈষ্ণবাজ্ঞানেন প্রত্যুত্থানাদ্যকরণাৎ, সভাসদাং তেষামপরাধাপত্ত্যা তস্যাপ্যপরাধাপত্তেঃ ॥ ২ ॥

তথা চ স্মৃতিঃ—

ইতিহাসপুরাণাভ্যাং ষষ্ঠ-সপ্তমকৌ নয়েৎ ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—এই বিষয়ে স্মৃতিশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে—মহাভারতাদি ইতিহাস ও পুরাণ দ্বারা আটভাগে বিভক্ত দিনের ষষ্ঠ ও সপ্তম ভাগ অতিবাহিত করিবে ॥ ৩ ॥

টীকা—ভগবৎপূজানন্তরং মধ্যাহ্নে সৎসঙ্গ ইতি কেষাঞ্চিন্মতং নিরস্যন্ ভোজনানন্তরমেব সৎসঙ্গ ইতি স্বমতং দ্রঢ়য়ন্ স্মৃতিবচনং প্রমাণয়তি—ইতিহাসেতি, ইতিহাসো ভরতাদিঃ, ষষ্ঠ-সপ্তমৌ অষ্টধা-বিভক্তদিনভাগৌ নয়েৎ, পঞ্চমভাগে গৃহস্থস্য ভোজনবিধানাৎ ॥ ৩ ॥

অথ শ্রীভগবদ্ভক্তানাং লক্ষণানি

সামান্যতঃ লৈঙ্গে—

বিষ্ণুরেব হি যস্যৈষ দেবতা বৈষ্ণবঃ স্মৃতঃ ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—অতঃপর শ্রীভগবদ্ভক্তগণের লক্ষণসমূহ লিঙ্গপুরাণে সাধারণভাবে বলা হইয়াছে যে—শ্রীবিষ্ণুই যাঁহার উপাস্য দেবতা তিনিই বৈষ্ণব বলিয়া কথিত হন ॥ ৪ ॥

টীকা—বিষ্ণুভক্তমেব লক্ষয়তি—বিষ্ণুরেবেতি। দেবতা ইষ্টদেবত্বেন পূজ্য ইত্যর্থঃ, এষ বৈষ্ণবঃ বিষ্ণুভক্তঃ স্মৃতঃ ॥ ৪ ॥

অত্র বিশেষঃ

ব্রত-কর্ম্ম-গুণ-জ্ঞান-ভোগজন্মাদিমৎস্বপি।
শৈবেষ্বপি চ কৃষ্ণস্য ভক্তাঃ সন্তি তথা তথা ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—এই বিষয়ে বিশেষ লক্ষণ—উপবাসাদি ব্রত, সদাচারাদি কর্ম্মসমূহ, করুণাদিগুণ, আত্মানাত্মবিবেকাদি জ্ঞান, বিষয়ভোগ, সদ্বংশে জন্ম ও বিদ্যা, ধন প্রভৃতি যুক্ত ব্যক্তিগণে তথা শৈবগণমধ্যেও উক্ত বিশেষপ্রকার ব্রতাদি দ্বারাই শ্রীকৃষ্ণের ভক্তগণ বিদ্যমান আছেন ॥ ৫ ॥

টীকা—এবং বিষ্ণুদেবতাকত্বমাত্রেণ সামান্যতো ভগবদ্ভক্তানাং লক্ষণং লিখিত্বা ইদানীং ব্রতাদি বিশেষেণ বিশেষতো লক্ষণানি লিখতি—ব্রতেতি। ব্রতমুপবাসাদি, কর্ম্ম সদাচারঃ, গুণঃ করুণাদিঃ, জ্ঞানমাত্মানাত্মবিবেকাদি, ভোগঃ বিষয়সেবা, জন্ম সৎকুলোৎপত্ত্যাদি, আদি-শব্দাৎ বিদ্যাবিত্তাদিঃ, তত্তদ্-যুক্তেষু। যদ্যপি ব্রতাদীনামহেতুত্বাৎ তেষু বিষ্ণুভক্তা ন সম্ভবন্তি, তথাপি তেষু জনেষু মধ্যে তথা শৈবেষ্বপি মধ্যে ; চকার উক্ত সমুচ্চয়ে, তথা তথা তেন ব্রতাদি বিশেষেণৈব প্রকারেণ কৃষ্ণস্য ভক্তাঃ সন্তি বর্ত্তন্তে। ব্রতাদিনিষ্ঠতত্তদ্‌সাম্প্রদায়িকমধ্যে ভগবদ্ভক্তিহেতুর্ভগবদ্ব্রতাদিপরতয়া তত্তদ্বিশেষতো ভগবদ্ভক্তা জ্ঞেয়া ইত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥

তত্র ব্রতিষু মধ্যে ভগবদ্ভক্তিহেতু-ব্রতপরতা ভগবদ্ভক্তলক্ষণম্

তথা স্কান্দে শ্রীমার্কণ্ডেয়-ভগীরথ-সংবাদে—

দশমীশেষ-সংযুক্তং দিনং বৈষ্ণববল্লভম্।
নোপাসতে মহীপাল তে বৈ ভাগবতা নরাঃ ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—কথিত ব্রতিগণের মধ্যে ভগবদ্ভক্তির নিমিত্ত ব্রতপরত্বই ভগবদ্ভক্তের লক্ষণ, এই বিষয়ে স্কন্দপুরাণে শ্রীমার্কণ্ডেয়-ভগীরথ-সংবাদে—যে সকল মনুষ্য দশমীশেষ যুক্ত একাদশীর উপবাস না করেন,

হে রাজন্! তাঁহাদিগকে অবশ্যই ভাগবত বলিয়া জানিতে হইবে ॥ ৬ ॥

টীকা—তদেব ক্রমেণ বিবিচ্য লিখতি—তত্রেত্যাদিনা হরেঃ প্রিয় ইত্যন্তেন। ভগবদ্ব্রতানি একাদশ্যুপবাসাদীনি, তৎপরতা ভগবদ্ভক্তানাম্ লক্ষণম্। তত্র হেতুঃ—ভগবদ্ভক্তের্হেতুরিতি একাদশীব্রতাদিভিরেব শ্রবণাদিমুখ্যভক্তিপ্রবৃত্তিঃ। যদ্বা ভক্তির্হেতুর্যস্যাং সা, ভগবদ্ভক্তিং বিনা ভগবদ্ব্রতে স্বপ্রবৃত্তেরিতি দিক্। এবমগ্রেঽপ্যূহ্যম্; বৈষ্ণববল্লভং দিনমেকাদশী ॥ ৬ ॥

প্রাণাত্যয়ে ন চাশ্নন্তি দিনং প্রাপ্য হরের্নরাঃ।
কুর্ব্বন্তি জাগরং রাত্রৌ সদা ভাগবতা হি তে ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—প্রাণসংশয় উপস্থিত হইলেও যাঁহারা শ্রীহরিবাসরে ভোজন করেন না এবং ঐ দিবস রাত্রি জাগরণ করেন, তাঁহাদিগকে সর্ব্বথা ভাগবত বলিয়া জানিবে ॥ ৭ ॥

টীকা—প্রাণাত্যয়ে মরণ-সঙ্কটেঽপি প্রাপ্তে সতি ॥৭

উপোষ্য দ্বাদশীং শুদ্ধাং রাত্রৌ জাগরণান্বিতাম্।
অল্পাস্তু সাধয়েদ্যস্তু স বৈ ভাগবতো নরঃ ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—তিনিই ভাগবত, যিনি উপবাস থাকিয়া রাত্রিতে জাগরণ করিয়া শুদ্ধা দ্বাদশীকে অল্পপরিমাণে হইলেও সাধন করেন ॥ ৮ ॥

ভক্তির্ন বিচ্যুতা যেষাং ন চ্যুতানি ব্রতানি চ।
সুপ্রিয়ঃ শ্রীপতির্যেষাং তে স্যুর্ভাগবতা নরাঃ ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—যাঁহারা একাদশী ব্রতের ও কার্ত্তিকাদি ব্রতের নিয়ম ভঙ্গ করেন না এবং ভক্তি হইতে বিচ্যুত নহেন ও শ্রীপতি যাঁহাদের প্রীতির পাত্র সেই সকল মনুষ্যই ভাগবত ॥ ৯ ॥

টীকা—ভগবদ্ভক্তির্ন বিচ্যুতেত্যেতল্লক্ষণং নির্দিশতি—ব্রতানি একাদশীকার্ত্তিকাদি-নিয়মাঃ ন চ্যুতানি নাপযাতানি, যেষাং ব্রতানাং সম্বন্ধেন শ্রীপতিঃ সুপ্রিয়ঃ স্যাৎ ॥ ৯ ॥

কর্ম্মিষু ভগবদর্পণাদিনা তদাজ্ঞা-বুদ্ধ্যা বা ভক্তিহেতুঃ সদাচারপরতা—

ধর্ম্মার্থং জীবিতং যেষাং সন্তানার্থঞ্চ মৈথুনম্।
পচনং বিপ্রমুখ্যার্থং জ্ঞেয়াস্তে বৈষ্ণবা নরাঃ ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—কর্ম্মীগণের মধ্যে, কর্ম্মফল শ্রীভগবানে অর্পণাদি ভক্ত্যঙ্গসহকারে এবং শ্রুতি-স্মৃতি ইত্যাদি শ্রীভগবানের আদেশ আমি তাহা পালন করিতেছি, এই জ্ঞানে বা ভক্তিহেতু সদাচার পালন।

কেবল ধর্ম্মের জন্য যাঁহাদিগের জীবন, সন্তানের জন্য মৈথুন এবং বিপ্রশ্রেষ্ঠের নিমিত্ত অন্নাদি রন্ধন, সেই সকল মনুষ্যগণকে বৈষ্ণব জানিতে হইবে ॥১০॥

টীকা—ভগবতি অর্পণং কর্ম্মণস্তৎফলস্য বা নিবেদনম্, আদি-শব্দাচ্চ ভগবতান্তর্য্যামিণা প্রেরিতোঽহং করোমীতি দাসভাববিশেষস্তেন নন্বেবমপি কর্ম্মণোঽত্যন্তবহিরঙ্গত্বেন তথান্তর্য্যামিদৃষ্ট্যা সমর্পণাৎ জ্ঞানবিশেষস্পর্শেন চ সাক্ষাদ্ভক্তিহেতুত্বাভাবাৎ তৎপরত্বেন ভগবদ্ভক্তলক্ষণং ন ঘটত ইত্যাশঙ্ক্য পক্ষান্তরং লিখতি—তস্য ভগবতঃ আজ্ঞা, 'শ্রুতিস্মৃতী মমৈবাজ্ঞে' ইতি বচনাদরেণ তত্তদ্বিহিতকর্ম্মাচরণং, ভগবদাজ্ঞা-প্রতিপালনমেবেতি সিধ্যতি। এবং ভগবদর্পণাদিনা কৃতঃ সদাচারঃ সৎকর্ম্ম ভগবদ্ভক্তি-হেতুর্ভবতি, অতস্তৎপরতা কর্ম্মিষু মধ্যে ভগবদ্ভক্তলক্ষণমিত্যর্থঃ। এবমগ্রেঽপি জ্ঞেয়ম্।

ধর্ম্মার্থমিত্যাদৌ যদ্যপি সাক্ষাদ্ভগবদর্পণাদিকং ন শ্রূয়তে, তথাপি তে বৈষ্ণবাঃ জ্ঞেয়া ইত্যাদুক্ত্যা তত্র তত্র ভগবদর্পণাদিকমূহ্যমেব, অন্যথা কেবলতত্তৎকর্ম্মনিষ্ঠয়া ভগবৎসম্বন্ধমাত্রাভাবাদ্বৈষ্ণবত্বানুপপত্তেঃ অথবা ধর্ম্মার্থমেব জীবিতং, ন তু বিষয়ভোগার্থং, সন্তানার্থমেব মৈথুনং, ন তু সুখার্থং, পচনম্ অন্নাদি-পাকক্রিয়া বিপ্রমুখ্যার্থমেব, ন তু স্বার্থম্। তে বৈষ্ণবাঃ বৈষ্ণবত্বব্যতিরেকেণ তাদৃশশুদ্ধচিত্তত্বাভাবতস্তথা-প্রবৃত্ত্যসম্ভবাদিতি দিক্ ॥ ১০ ॥

অধ্বগন্তু পথি শ্রান্তং কালেঽত্র গৃহমাগতম্।
যোঽতিথিং পূজয়েদ্ভক্ত্যা বৈষ্ণবঃ স ন সংশয়ঃ ॥১১

অনুবাদ—পথ পরিক্রমাহেতু পরিশ্রান্ত পথিক উপযুক্ত সময়ে গৃহে আসিলে অতিথিজ্ঞানে প্রীতি-

সহকারে যিনি তাঁহার পরিচর্য্যা করেন, নিঃসন্দেহে তিনি বৈষ্ণব ॥ ১১ ॥

টীকা—ভক্ত্যা ভগবৎপ্রীত্যা ॥ ১১ ॥

সদাচাররতাঃ শিষ্টাঃ সর্ব্বভূতানুকম্পকাঃ।
শুচয়স্ত্যক্তরাগা যে সদা ভাগবতা হি তে ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—তাঁহারাই সর্ব্বদা ভাগবত বলিয়া গণ্য হন, যাঁহারা সদাচার পালনকারী, শাস্ত্রানুগত, সর্ব্বপ্রাণির প্রতি দয়াবান্, পবিত্র এবং কর্ম্মফলে অনাসক্ত ॥ ১২ ॥

টীকা—শিষ্টাঃ শাস্ত্রপরাঃ, ত্যক্তৌ রাগঃ কর্ম্মফলাদৌ যৈস্তে, এবঞ্চ ভগবদর্পণমায়াতমেব ॥ ১২ ॥

পাদ্মে বৈশাখমাহাত্ম্যে শ্রীনারদাম্বরীষ-সংবাদে—
জীবিতং যস্য ধর্ম্মার্থে ধর্ম্মো হর্য্যর্থমেব চ।
অহোরাত্রাণি পুণ্যার্থে তং মন্যে বৈষ্ণবং জনম্ ॥১৩

অনুবাদ—পদ্মপুরাণে বৈশাখমাহাত্ম্যে শ্রীনারদ-অম্বরীষ-সংবাদে বলা হইয়াছে—ধর্ম্মের জন্য যাঁহারা জীবন, ধর্ম্ম ও শ্রীহরির জন্য এবং দিবারাত্র পুণ্য কর্ম্ম নিমিত্ত যিনি ব্যয় করেন তাঁহাকে বৈষ্ণব বলিয়া মনে করি ॥ ১৩ ॥

টীকা—এবং যস্য পুণ্যার্থেঽহোরাত্রাণি ভবন্তি তম্ ॥ ১৩ ॥

লৈঙ্গে চ—
বিষ্ণুভক্তিসমাযুক্তান্ শ্রৌতস্মার্ত্তপ্রবর্ত্তকান্।
প্রীতো ভবতি যো দৃষ্ট্বা বৈষ্ণবোঽসৌ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ—লিঙ্গ পুরাণেও বলা হইয়াছে—শ্রুতি ও স্মৃতি প্রতিপাদ্য কর্ম্ম প্রবর্ত্তক বিষ্ণুভক্তি বিশিষ্ট ব্যক্তিগণকে দর্শন করিয়া যিনি তুষ্ট হন, তিনি বৈষ্ণব বলিয়া আখ্যাত হন ॥ ১৪ ॥

টীকা—শ্রৌতানাং স্মার্ত্তানাঞ্চ কর্ম্মণাং প্রবর্ত্তকান্ ॥ ১৪ ॥

গুণবৎসু ভক্তিহেতুঃ কৃপালুত্বাদি-সদ্গুণশীলতা।

স্কান্দে তথৈব—
পরদুঃখেনাত্মদুঃখং মন্যন্তে যে নৃপোত্তম।
ভগবদ্ধর্ম্মনিরতাস্তে নরা বৈষ্ণবা নৃপ ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ—ভগবদ্ভক্তিহেতু কৃপালুত্বাদি সদ্গুণশীলতা বিষয়ে স্কন্দপুরাণে শ্রীমার্কণ্ডেয়-ভগীরথ-সংবাদে ভগীরথকে সম্বোধন করিয়া বলা হইয়াছে—যাঁহারা অপরের দুঃখকে নিজের দুঃখ বলিয়া মনে করেন, এই প্রকার ভগবদ্ধর্ম্মানুরক্ত মনুষ্যগণকে বৈষ্ণব বলিয়া জানিতে হইবে ॥ ১৫ ॥

টীকা—অতস্ত এব নরা ভগবদ্ধর্ম্মনিরতা বৈষ্ণবাঃ; যদ্বা, বৈষ্ণবা ইত্যত্র হেতুঃ ভগবতো ধর্ম্মঃ স্বভাবঃ পরদুঃখাসহিষ্ণুতাদিস্তত্র নিতরাং রতা ইতি ॥ ১৫ ॥

তৃতীয়স্কন্ধে শ্রীকপিলদেবহূতি-সংবাদে—
তিতিক্ষবঃ কারুণিকাঃ সুহৃদঃ সর্ব্বদেহিনাম্।
অজাতশত্রবঃ শান্তাঃ সাধবঃ সাধুভূষণাঃ ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ—তৃতীয়-স্কন্ধে শ্রীকপিল-দেবহূতিসংবাদে—তিতিক্ষু কারুণিক সর্ব্বজীব সুহৃৎ এবং অজাতশত্রু ব্যক্তিগণকেই সাধু বলা হইয়াছে। সুশীলতাই ইঁহাদের অলংকার ॥ ১৬ ॥

টীকা—যে তিতিক্ষব ক্ষমাশীলাঃ, সুহৃদঃ নিরুপাধ্যুপকারিণঃ, শান্তাঃ ক্রোধাদিরহিতা বিনয়াদিমন্তো বা, সাধু সুশীলমেব ভূষণং যেষাং তে; তুলসীমালাদি সদ্ব্যংবা, তে সাধবঃ ভগবদ্ভক্তা ইত্যর্থঃ। 'অহং ভক্তপরাধীনঃ' (শ্রীভাঃ ৯।৪।৬৩) ইত্যুপক্রম্য সাধবো হৃদয়ং মহ্যম্' (শ্রীভাঃ ৯।৪।৬৮) ইত্যাদ্যুপসংহারে বদতা শ্রীভগবতা সাধব এব ভক্তা ইত্যভিব্যঞ্জনাৎ। এবং মহচ্ছব্দেনাপি মুখ্যতয়া ভগবদ্ভক্ত এনাভিধীয়তে, শ্রীপ্রহলাদোক্তৌ—'হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্গুণাঃ' (শ্রীভাঃ ৫।১৮।১২) ইত্যাদিবচনার্থবিচারাৎ। তথা সচ্ছব্দেনাপি ভগবদ্ভক্ত এব—'যৎ-পাদপঙ্কজপলাশ-বিলাসভক্ত্যা, কর্ম্মাশয়ং গ্রথিতমুদ্গ্রথয়ন্তি সন্তঃ' (শ্রীভাঃ ৪।২২।৩৯) ইত্যাদিবচনার্থানুসারাদিত্যেষা দিক্ ॥ ১৬ ॥

পঞ্চমস্কন্ধে ঋষভদেবস্য পুত্রানুশাসনে—
মহৎসেবাং দ্বারমাহুর্বিমুক্তে-
স্তমোদ্বারং যোষিতাং সঙ্গিসঙ্গম্।
মহান্তস্তে সমচিত্তাঃ প্রশান্তা
বিমন্যবঃ সুহৃদঃ সাধবো যে ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—পঞ্চমস্কন্ধে শ্রীঋষভদেবের পুত্রানুশাসনে—হে পুত্রগণ! বিদ্বান ব্যক্তিগণের মতে মহৎ সেবাই মুক্তিদ্বার, স্ত্রীসঙ্গীর সঙ্গ সংসারের বা নরকের দ্বার বলিয়া জানিবে। যাঁহারা সর্ব্বভূতে সমদর্শী, প্রশান্ত ক্রোধরহিত, সর্ব্বজীব সুহৃৎ এবং সদাচার-নিষ্ঠ, তাঁহারাই মহৎ ॥ ১৭ ॥

টীকা—বিমুক্তেঃ বিশিষ্টায়া মুক্তেঃ শ্রীবৈকুণ্ঠ-লোকপ্রাপ্তিলক্ষণায়াঃ তমসঃ সংসারস্য নরকস্য বা দ্বারম্, সাধবঃ শাস্ত্রানুবর্ত্তিনঃ ॥ ১৭ ॥

———

একাদশস্কন্ধে ভগবৎ-প্রদত্তোদ্ধব-প্রশ্নোত্তরে (১১।২৯-৩১)—
কৃপালুরকৃতদ্রোহস্তিতিক্ষুঃ সর্ব্বদেহিনাম্।
সত্যসারোঽনবদ্যাত্মা সমঃ সর্ব্বোপকারকঃ ॥ ১৮ ॥
কামাক্ষুভিতধীর্দান্তো মৃদুঃ শুচিরকিঞ্চনঃ।
অনীহো মিতভুক্ শান্তঃ স্থিরো মচ্ছরণো মুনিঃ ॥১৯
অপ্রমত্তো গভীরাত্মা ধৃতিমান্ জিতষড়্গুণঃ।
অমানী মানদঃ কল্যো মৈত্রঃ কারুণিকঃ কবিঃ ॥২০

অনুবাদ—একাদশ-স্কন্ধে উদ্ধবের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীভগবান কহিতেছেন—পরদুঃখ, কাতর, সহিষ্ণু, অকৃতদ্রোহ, সত্যসার, অসূয়াদি রহিত, সুখদুঃখে সমভাবাপন্ন, সর্ব্বোপকারক, কামসকলে অক্ষুব্ধচিত্ত, বাহ্যেন্দ্রিয় নিগ্রহশীল, কোমল স্বভাব, সদাচার সম্পন্ন, অপরিগ্রহী, দৃষ্টক্রিয়াশূন্য, লঘ্বাহারী, সংযতান্তঃকরণ, স্বধর্ম্মনিষ্ঠ, মদেকাশ্রয়, মননশীল সাবধানী, নির্বিকার, ধৈর্য্যশীল, জিতষড়্গুণ, বাসনারহিত, মানদায়ক, পর প্রবোধন সমর্থ, অবঞ্চক কারুণিক ও সম্যগ্ জ্ঞানীই বৈষ্ণবপদবাচ্য ॥ ১৮-২০ ॥

টীকা—শ্রীভগবতা প্রকর্ষেণ দত্তে উদ্ধবকৃতপ্রশ্নস্য 'সাধুস্তবোত্তমঃশ্লোকঃ মতঃ কীদৃগ্‌বিধঃ প্রভো' ইত্যস্য উত্তরে প্রতিবচনে কৃপালুঃ পরমদুঃখাসহিষ্ণুঃ, সর্ব্ব-দেহিনাং কেষাঞ্চিদপ্যকৃত-দ্রোহঃ; যদ্বা, সর্ব্বদেহিনাম্ উত্তম-মধ্যমনীচানাং তিতিক্ষুঃ অপরাধসহিষ্ণুঃ, সত্যং সারঃ স্থিরং বলং যস্য সঃ, অনবদ্যাত্মা অসূয়াদি-রহিতঃ, সুখদুঃখয়োঃ সমঃ, যথাশক্তি সর্ব্বেষামুপকারকঃ, কামৈরক্ষুভিতচিত্তঃ, দান্তঃ সংযত-বাহ্যেন্দ্রিয়ঃ, মৃদুঃ অকঠিনচিত্তঃ, শুচিঃ সদাচারঃ, অকিঞ্চনঃ অপরিগ্রহঃ, অনীহঃ দৃষ্টক্রিয়াশূন্যঃ, মিত-ভুক্ লঘ্বাহারঃ, শান্তঃ নিয়তান্তকরণঃ, স্থিরঃ স্বধর্ম্ম-নিয়মাদৌ, মচ্ছরণঃ মদেকাশ্রয়ঃ, মুনির্মননশীলঃ বৃথাবার্ত্তাত্যাগী বা, অপ্রমত্তঃ সাবধানঃ, গভীরাত্মা নির্ব্বিকারঃ, ধৃতিমান্ বিপদ্যপি অকৃপণঃ, জিতষড়্-গুণঃ ক্ষুৎ-পিপাসে শোকমোহৌ জরামৃত্যু ষড়ূর্ম্ময়ঃ—এতে জিতা যেন সা, অমানী মানাকাঙ্ক্ষারহিতঃ, অন্যেভ্যো মানদঃ, কল্যঃ পরবোধনে দক্ষঃ, মৈত্রঃ অবঞ্চকঃ, কারুণিকঃ করুণয়ৈব সর্ব্বত্র প্রবর্ত্তমানঃ, ন তু দৃষ্টলোভেন, কবিঃ সম্যগ্‌জ্ঞানী ভগবদ্বর্ণশীলো বা; যদ্যপ্যেতে পরদুঃখাসহিষ্ণুতাদয়ো গুণাঃ কতি-চিদন্যেষ্বপি সম্ভবেয়ুঃ তথাপি 'যস্যাস্তি ভক্তির্ভগ-বত্যকিঞ্চনা, সর্ব্বৈগুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ' (শ্রীভাঃ ৫।১৮।১২) ইত্যাদি-ন্যায়েন সর্ব্বেষামেষাং গুণানাং ভগবদ্ভক্তেষ্বেব সম্যক্ বৃত্তেঃ। কিংবা ভগবদ্ভক্তানাং শুদ্ধসাত্ত্বিকতয়া তেষ্বেব নিষ্ঠাব্যাপ্ত্যা তৈর্গুণৈর্ভগ-বদ্ভক্তত্বং বোধ্যত ইতি দিক্। এবমগ্রেঽপূহ্যং ॥১৮-২০

———

বিষ্ণুপুরাণে যম-তদ্ভটসংবাদে—
ন চলতি নিজবর্ণধর্ম্মতো যঃ
সমমতিরাত্ম-সুহৃদ্বিপক্ষপক্ষে।
ন হরতি ন চলতি কিঞ্চিদুচ্চৈঃ
স্থিরমনসং তমবেহি বিষ্ণুভক্তম্ ॥ ২১ ॥

অনুবাদ—শ্রীবিষ্ণুপুরাণে যম-যমদূতসংবাদে উক্ত হইয়াছে—যিনি স্বীয় বর্ণাশ্রমধর্ম্মে অবিচলিত, শত্রু মিত্রে সমবুদ্ধি সম্পন্ন, অনুদ্ধত, পরদ্রব্যে স্পৃহাহীন এবং স্থির চিত্ত তিনিই বিষ্ণুভক্ত ॥ ২১ ॥

———

জ্ঞানিষু ভক্তিহেতুর্জ্ঞানবত্তা

একাদশে (২।৪৫-৫২) হবিযোগেশ্বরোত্তরে—
সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেৎ ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ।
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ ॥ ২২ ॥

অনুবাদ—একাদশ-স্কন্ধে শ্রীহবিযোগেশ্বরের উত্তরে—হে নরেন্দ্র। পরমাত্মা শ্রীহরি যাঁহার দৃষ্টিতে নিখিল বস্তুর ও জীবের নিয়ন্তা বা বিভূতি স্বরূপ এবং পরমাত্মা ভগবানে সর্ব্বভূতের অস্তিত্ব দর্শন করেন তিনি ভাগবত শ্রেষ্ঠ ॥ ২২ ॥

টীকা—শ্রীহবিযোগেশ্বরস্য উত্তরে, 'অথ ভাগবতং ব্রূত যদ্ধর্ম্মো যাদৃশো নৃণাম্। যথা চরতি যদ্ব্রূতে যৈর্লিঙ্গৈর্ভগবৎপ্রিয়ঃ ॥' (শ্রীভাঃ ১১।২।৪৪) ইতি শ্রীনিমিপ্রশ্নস্য প্রতিবচনে। তত্র যদ্ধর্ম্মো যস্মিন্ ধর্ম্মে পরিনিষ্ঠিত ইত্যস্যোত্তরম্—সর্ব্বভূতেষ্বেতি। 'আততত্বাচ্চ মাতৃত্বাদাত্মা হি পরমো হরিঃ' ইতি তন্ত্রোক্তেঃ, আত্মনো হরেঃ সর্ব্বভূতেষু মশকাদিষ্বপি নিয়ন্তৃত্বেন বর্ত্তমানস্য ভগবদ্ভাবং নিরতিশয়ৈশ্বর্য্যমেব যঃ পশ্যেৎ ন তু তারতম্যম্। অয়ঞ্চাত্মজ্ঞানপর ইতি জ্ঞেয়ং প্রকরণবলাৎ। এবমগ্রে 'ঈশ্বরে' ইত্যাদি-পদদ্বয়েঽপি। অতএব পশ্যেদিতি সম্ভাবনায়াং সপ্তমী। আত্মজ্ঞানপরস্য তাদৃশভগবজ জ্ঞানাসত্ত্বাত্তথা আত্মনি হরাবেব ভূতানি চ যঃ পশ্যেৎ। কথম্ভূতে ভগবতি ?—অপ্রচ্যুতৈশ্বর্য্যাদিরূপে, ন পুনর্জড়মলিনভূতাশ্রয়ত্বেন জাড্যাদিপ্রসক্ত্যা ঐশ্বর্য্যাদি-প্রচ্যুতিং পশ্যেৎ, স সর্ব্বত্র পরিপূর্ণং ভগবত্তত্ত্বং পশ্যন্ ভাগবতোত্তম ইত্যর্থঃ ॥ ২২ ॥

ন যস্য স্ব-পর ইতি বিত্তেষ্বাত্মনি বা ভিদা।
সর্ব্বভূতসমঃ শান্ত স বৈ ভাগবতোত্তমঃ ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ—ধনসম্পদে বা আত্মায় নিজের ও পরের এই ভেদবুদ্ধি যাঁহার নাই, সর্ব্বজীবে সমদর্শী ও শান্ত, তিনিই ভাগবতোত্তম ॥ ২৩ ॥

টীকা—বিত্তেষু স্বীয়ং পরকীয়ং বেতি আত্মনি চ স্বপরো বোত ভেদো যস্য নাস্তি, যতঃ সব্বভূতেষু সমঃ। ভগবদ্দৃষ্ট্যা ভগবত্তত্ত্বদৃষ্ট্যা বা, ব্যবহারাদিনা তুল্যং, অতএব শান্তঃ ভগবন্নিষ্ঠবুদ্ধিঃ, 'সমো মন্নিষ্ঠতা-বুদ্ধেঃ (শ্রীভাঃ ১১।১৯।৩৬) ইতি ভগবদুক্তেঃ। বৈ প্রসিদ্ধৌ, অস্য চ সদা ভগবন্নিষ্ঠত্বেন সর্ব্বত্র সদ্ব্যবহারাদিনা পূর্ব্বোক্তাদপি শ্রৈষ্ঠ্যমুহ্যম্; অতএব তস্মাদুত্তরো লেখ্যঃ এবমগ্রেঽপি ॥ ২৩ ॥

একাদশে শ্রীভগবদুক্তৌ (১১।৩৩)—

জ্ঞাত্বা জ্ঞাত্বাথ যে বৈ মাং যাবান্ যশ্চাস্মি যাদৃশঃ।
ভজন্ত্যনন্যভাবেন তে মে ভক্ততমা মতাঃ ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ—একাদশস্কন্ধে শ্রীভগবান কহিতেছেন—সচ্চিদানন্দরূপ সর্ব্বাত্মা দেশকাল অপরিচ্ছিন্ন আমাকে না জানিয়া বা জানিয়াও যাঁহারা একান্তভাবে ভজন করেন, তাঁহারাও আমার ভক্ততম, ইহাই আমি মনে করি ॥ ২৪ ॥

টীকা—যাবান্ দেশকালাপরিচ্ছিন্নঃ, যশ্চ সর্ব্বাত্মা, তং মাং জ্ঞাত্বা জ্ঞাত্বা পুনঃ পুনর্জ্ঞাত্বা একান্তভাবেন যে ভজন্তি। যদি চৈবং ব্যাখ্যেয়ং, যাবান্ নিত্যকৈশোরাদিরূপঃ, যশ্চ শ্রীদেবকীনন্দন-যশোদাবৎসল্যেত্যাদি-রূপঃ যাদৃশঃ সহজপরমসৌন্দর্য্যগুণ-লীলারসবিশেষাশ্রয়ঃ। অন্যৎ সমানম্; ভাবঃ প্রেম্ন এব পূর্ব্বাবস্থা, তত্রাপীশ্বরদৃষ্ট্যা ভয়গৌরবাদিনা বিশুদ্ধত্বাভাবাৎ বিশুদ্ধপরমপুরুষার্থরূপপ্রেম্নো ন্যূনঃ, অতএব শ্রীস্বামিপাদৈশ্চ তদ্ব্যাখ্যাতং সর্ব্বলক্ষণসারমাহেতি। যদ্বা, প্রথমং জ্ঞাত্বা অথানন্তরমজ্ঞাত্বা ভক্তিপরিপাকেনানুসন্ধায়েতি। যদ্বা, অপ্যর্থে অথ-শব্দঃ। জ্ঞাত্বা ত্বজ্ঞাত্বাপি কেবলমেকান্তিত্বেন যে ভজন্তি পরিচরন্ত্যেব, তদা প্রেমপরতাদৌ পদ্যমেতদ্দ্রষ্টব্যম্ ॥২৪

তত্রৈব হবিযোগেশ্বরোত্তরে (১১।২।৪৬-৪৭)—

ঈশ্বরে তদধীনেষু বালিশেষু দ্বিষৎসু চ।
প্রেমমৈত্রীকৃপোপেক্ষা যঃ করোতি স মধ্যমঃ ॥২৫॥

অনুবাদ—যিনি ঈশ্বরে প্রেম, তদধীন জনে অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তজনের সহিত মিত্রতা, অজ্ঞলোকেদের প্রতি কৃপা এবং ভগবদ্বিমুখ জনের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করেন, তিনি মধ্যমশ্রেণীর ভক্ত ॥ ২৫ ॥

টীকা—ঈশ্বরে ভগবতি প্রেম, তদধীনেষু তদ্ভক্তেষু মৈত্রী সখ্যং, বালিশেষু অজ্ঞেষু কৃপাং, দ্বিষৎসু চোপেক্ষাং যৎ করোতি, স মধ্যমভাগবত ইত্যর্থঃ, তাদৃশভেদদর্শনাৎ; যদ্বা, সর্ব্বভূতেষ্বিত্যস্যায়মর্থো দ্রষ্টব্যঃ—আত্মনো যো ভগবান্ ইষ্টদেবঃ শ্রীকৃষ্ণস্তস্য ভাবং প্রেম সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেৎ, তথা যানি ভূতানি সর্ব্বাণি তেষাঞ্চ ভাবং ভগবতি যঃ পশ্যেৎ; তেষাং তদ্ভাবে হেতুঃ—'আত্মনি আত্মবৎ স্মৃতো জগতঃ

প্রেমাস্পদে; যদ্বা, চেতয়িতরি তৎপ্রেরণপ্রসাদেনৈব তদ্ভাব ইত্যর্থঃ। কিংবা আত্মনোঽপি চেতয়িতৃত্বেন তস্য পরমাত্মতয়াত্মনোঽপি সকাশাৎ পরমপ্রেমাস্পদত্বং যুক্তমেবেতি। এবঞ্চ স্বয়ং পরমপ্রেমরসপ্লুততয়া স্বানুমানেনান্যেষ্বপি তথাদৃষ্ট্যাসৌ ভাগবতোত্তম এব ইত্যর্থঃ' ইতি। তদপেক্ষয়া চাস্য মধ্যমত্বমূচিতমেব। তাদৃশপ্রেমরাহিত্যেন সর্ব্বত্র তাদৃশদৃষ্ট্যভাবাৎ ইত্থং ব্যাখ্যায় চ পদ্যমিদং প্রেমপরতাদৌ দ্রষ্টব্যম্ ॥ ২৫ ॥

———

অর্চ্চায়ামেব হরয়ে পূজাং যঃ শ্রদ্ধয়েহতে।
ন তদ্ভক্তেষু চান্যেষু স ভক্তঃ প্রাকৃতঃ স্মৃতঃ ॥২৬॥

অনুবাদ—প্রতিমাতে শ্রদ্ধাসহকারে যিনি শ্রীহরির পূজা করেন কিন্তু তাঁহার ভক্ত কিংবা অন্যকে পূজা করেন না, তিনি প্রাকৃত ভক্ত ॥ ২৬ ॥

টীকা—অর্চ্চায়াং প্রতিমায়ামেব পূজামীহতে করোতি, ন তদ্ভক্তেষু অন্যেষু চ সুতরাং ন করোতি প্রাকৃতঃ প্রকৃতিপ্রারম্ভঃ, অধুনৈব প্রারব্ধভক্তিঃ, শনৈরুত্তমো ভবিষ্যতীত্যর্থঃ। অর্চ্চায়ামিত্যনেন চ তস্য তত্রার্চ্চাবুদ্ধ্যপগমসূচনাৎ। 'পূজ্যে বিষ্ণৌ শিলাধীঃ' ইত্যাদিবচনপ্রামাণ্যেন দোষবিশেষাপত্তেস্তথা বৈষ্ণবাসম্মাননাচ্চ কনিষ্ঠত্বং দর্শিতম্। যদ্বা, অর্চ্চায়ামিতি নিমিত্তসপ্তমী। পূজার্থমেব হরেঃ পূজাং শ্রদ্ধয়া করোতি, তথা অন্যেষু চ দেবতান্তরেষু ভক্তঃ, ন চ তদ্ভক্তেষু বৈভবেষু ভক্তঃ, স প্রাকৃতঃ কনিষ্ঠো ভাগবত ইত্যর্থঃ। সোঽপি ভগবৎপূজা-প্রবৃত্ত্যা কালেনোত্তমো ভবতীতি জ্ঞেয়ম্। অস্য চ দেবোত্তমাদিজ্ঞানেনৈব, কিংবা হরেঃ পূজনেনৈব লোকেষু নিজপূজা স্যাদিত্যনেন তৎপূজায়াং প্রবৃত্তের্জ্ঞানিত্বং গময়তি ॥ ২৬ ॥

———

ভোগবৎসু ভক্তিহেতুর্ভোগানাসক্ততা

হবিযোগেশ্বরোত্তরে (শ্রীভাঃ ১১।২।৪৮)—

গৃহীত্বাপীন্দ্রিয়ৈরর্থান্ যো ন দ্বেষ্টি ন কাঙ্ক্ষতি।
বিষ্ণোর্মায়ামিদং পশ্যন্ স বৈ ভাগবতোত্তমঃ ॥২৭॥

অনুবাদ—ভোগবিশিষ্ট ব্যক্তিগণের ভোগবিষয়ে অনাসক্ততা ভক্তির হেতু হইয়া থাকে—হবিযোগেশ্বরের উত্তরে—হে মহারাজ! ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা অর্থ গ্রহণ করিয়াও যিনি এই পৃথিবীকে বিষ্ণুমায়ারূপে অনুভব করতঃ ঐ সমস্ত মায়িক ভোগ্য দ্রব্যে আনন্দ বা নিরানন্দ প্রকাশ করেন না, সেই ব্যক্তিই ভাগবতোত্তম ॥ ২৭ ॥

টীকা—শ্রীকৃষ্ণাবিষ্টচিত্তো ন গৃহ্ণাত্যেব, ইন্দ্রিয়ৈরর্থান্ বিষয়ান্ গৃহীত্বাপীত্যপিশব্দার্থঃ; ন দ্বেষ্টি—তেষাং দোষবত্ত্বেঽপি সতি ন নিন্দাদিকং করোতীত্যর্থঃ। ন কাঙ্ক্ষতি গুণবত্ত্বেঽপি সতি ন কাময়তে, যথোৎপন্নমেব তান্ সেবতে ইত্যর্থঃ, ভোগানাসক্তত্বাৎ। তত্রৈব হেতুঃ—ইদমর্থাদিকং সর্ব্বমপি বিষ্ণোর্মায়াং মায়েতি পশ্যন্নিতি ॥ ২৭ ॥

———

সজ্জন্মবিদ্যাদিমৎসু ভক্তিহেতুর্নিরভিমানিতা

তত্রৈব (শ্রীভাঃ ১১।২।৫১)—

ন যস্য জন্মকর্ম্মভ্যাং ন বর্ণাশ্রমজাতিভিঃ।
সজ্জতেঽস্মিন্নহং ভাবো দেহে বৈ স হরেঃ প্রিয়ঃ ॥২৮
ভাবাঃ কথঞ্চিদ্ভক্ত্যেব জ্ঞানানাসক্ত্যমানিতা।
ভক্তিনিষ্ঠাপকা জায়ান্ততো হ্যত্তমতোদিতা ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ—সৎকুলে জন্ম ও বিদ্যাদিবিশিষ্ট ব্যক্তিগণের নিরভিমানতাই ভক্তির কারণ, একাদশস্কন্ধেই বলা হইয়াছে—এই পাঞ্চভৌতিক দেহে যাঁহার জন্ম, কর্ম্ম, বর্ণ, আশ্রম ও জাতিহেতু অহংভাবে জন্মায় না, হে মহারাজ! তিনিই হরিপ্রিয়। অমানিতা জ্ঞান এবং অনাসক্তি প্রভৃতি ভাব সকল কিঞ্চিৎ পরিচর্য্যাদি ভক্তিদ্বারাই ভক্তির পরিপোষক হয়, এই হেতু পূর্ব্ব পূর্ব্ব ভাব হইতে তাহাদের উৎকর্ষ হইয়া থাকে ॥২৮-২৯ ॥

টীকা—জন্ম সৎকুলং, কর্ম্ম তপ আদি, বর্ণো বিপ্রত্বাদিঃ, আশ্রমঃ ব্রহ্মচর্য্যাদিঃ জাতিঃ মূর্দ্ধাভিষিক্তাম্বষ্ঠতাদ্যনুলোমজত্বং, তৈরপ্যস্মিন্ ঈদৃশগুণবত্যপি দেহে যস্যাহংভাবঃ মহাকুলীনোঽহমিত্যাদ্যভিমানো নসজ্জতে, স হরেঃ প্রিয়ো ভগবদ্ভক্তোত্তমো জ্ঞেয় ইত্যর্থঃ ॥ ২৮ ॥

টীকা—নন্বেবং নির্ব্বিশেষ-ভগবদ্ভক্তলক্ষণমেবায়াতং, তৎ কুতঃ ? তত্র তত্র এষ ভাগবতোত্তম ইত্যাদি-নির্দ্দেশাৎ ; তত্রাহ—ভাবা ইতি। কথঞ্চিৎ কেনাপি কিঞ্চিৎপরিচর্য্যাভাবাদিনা প্রকারেণ যা ভক্তিস্তয়ৈব, ন তু কর্ম্মাদিনা যাস্তাঃ পূর্ব্বলিখিতা জ্ঞানাদয়ো জাতা বা যদি ; তত্র জ্ঞানং সর্ব্বভূতেষ্বিত্যাদিষু অনাসক্তিশ্চ ভোগানাসক্তত্বং 'গৃহীত্বাপীন্দ্রিয়ৈঃ' ইত্যত্র, অমানিতা চ নিরভিমানত্বং 'ন যস্য জন্ম' ইত্যত্র দর্শিতম্। কথম্ভূতাঃ ? ভক্তেঃ নিষ্ঠাপকাঃ পরিপাক-প্রাপকাঃ, অনেন চ ভক্তের্জাততয়া প্রাপ্তং ভক্তের্জ্ঞানাদিফলত্বং নিরস্তং, ভক্তিজাতাবান্তর-ফলরূপ-জ্ঞানাদিপরিকরৈর্ভক্তের্ভক্তিনিষ্ঠাফলত্বাৎ। হি-শব্দোঽবধারণে। ততস্তেভ্যস্তদভিপ্রায়েণৈব বা উত্তমতা তেষাম্ উদিতা উদ্গতা, তত্র তত্রোক্তা বা, অন্যথা জ্ঞানাদিমাত্রপরত্বেন ভাগবতোত্তমত্বাদ্যনুপপত্তেঃ। এতচ্চ শ্রীভাগবতামৃতোত্তরখণ্ডে সকারণং বিবৃতমেবাস্তি। অত্র চ তাদৃশ-জ্ঞানাদ্যনঙ্গীকারেণাসামান্যভক্তমাত্রলক্ষণে তে লিখিতাঃ, তথাপি ভাগবতোত্তম ইত্যাদিকং পূর্ব্বলিখিতভগবদ্ভক্তপরাদ্যপেক্ষয়োহ্যমিত্যেষা দিক্ ॥ ২৯ ॥

শৈবেষু শ্রীশিবকৃষ্ণাভেদকাঃ

বৃহন্নারদীয়ে—

শিবে চ পরমেশানে বিষ্ণৌ চ পরমাত্মনি।
সমবুদ্ধ্যা প্রবর্ত্তন্তে তে বৈ ভাগবতোত্তমাঃ ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ—শৈবগণের মধ্যে শ্রীশিব ও শ্রীকৃষ্ণে অভেদজ্ঞানকারিগণই বৈষ্ণব, বৃহন্নারদীয়পুরাণে উক্ত হইয়াছে—পরমাত্মা শ্রীবিষ্ণুতে এবং পরম ঈশান শ্রীশিবে সমবুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তিগণই ভাগবতোত্তম ॥৩০

টীকা—যথা জ্ঞানাদি-সম্প্রদায়েষু ভগবজ্জ্ঞানাদিপরতয়া ভগবদ্ভক্তলক্ষণং লিখিতম্, তথা শৈবসম্প্রদায়েষ্বপি শ্রীশিবেন সহ শ্রীকৃষ্ণস্যাভেদকতা অপৃথক্ দর্শনং ভগবদ্ভক্তলক্ষণমিত্যর্থঃ ॥ ৩০ ॥

অন্যচ্চ তেষাং ভগবচ্ছাস্ত্রার্থপরতাদিকম্।
সাক্ষাদ্ভক্ত্যাত্মকং মুখ্যং লক্ষণং লিখ্যতেঽধুনা ॥৩১

অনুবাদ—ভগবদ্ভক্তগণের অন্যান্য ভগবৎ শাস্ত্রপরত্বাদি অন্যান্য ভক্তি লক্ষণ থাকিলেও এখন সাক্ষাৎ ভক্তিস্বরূপ ভগবদ্ভক্তির প্রধান বা মুখ্য লক্ষণ বর্ণনা করিতেছি ॥ ৩১ ॥

টীকা—যদ্যপি পূর্ব্ববৎ শাস্ত্রপরেষু ভাগবতশাস্ত্রপরতা ভগবদ্ভক্তলক্ষণসিদ্ধেস্তৎস্তৎকল্পনয়াঽলমিতি শ্রীভাগবতশাস্ত্রপরতাদাবত্রাপি ব্যাখ্যা ঘটতে, তথাপি শ্রীভাগবতশাস্ত্রপরতাদৌ সাক্ষাদেব ভগবদ্ভক্তলক্ষণসিদ্ধেস্তৎকল্পনয়ালম্। অতএব লিখতি—অন্যচ্চেতি। তেষাং ভগবদ্ভক্তানাং সাক্ষাদ্ভক্ত্যাত্মকং ভক্তিস্বরূপম্, অতএব পূর্ব্বং সর্ব্বত্র ভক্তিহেতুরিতি ঘটিতম্ ॥ ৩১ ॥

শ্রীভাগবতশাস্ত্রপরতা

স্কান্দে—

যেষাং ভাগবতং সদা তিষ্ঠতি সন্নিধৌ।
পূজয়ন্তি চ যে নিত্যং তে স্যুর্ভাগবতা নরাঃ ॥ ৩২ ॥
যেষাং ভাগবতং শাস্ত্রং জীবিতাদধিকং ভবেৎ।
মহাভাগবতাঃ শ্রেষ্ঠা বিষ্ণুনা কথিতা নরাঃ ॥ ৩৩ ॥

অনুবাদ—স্কন্দপুরাণে বর্ণিত হইয়াছে যে—ভাগবত শাস্ত্র যাঁহারা সর্ব্বদা রক্ষা করেন ও পূজা করেন, সেই সকল মনুষ্য ভাগবত বলিয়া আখ্যায়িত হন। ভাগবত শাস্ত্র যাঁহাদের প্রাণ হইতেও অধিক, শ্রীভগবান সেই শ্রেষ্ঠ মানবগণকে মহাভাগবত বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন ॥ ৩২-৩৩ ॥

টীকা—ভাগবতং ভগবৎপরং শ্রীমদ্ভাগবতাখ্যং বা ॥ ৩২ ॥

বৈষ্ণবসম্মান-নিষ্ঠা

লৈঙ্গে—

বিষ্ণুভক্তমথায়াতং যো দৃষ্ট্বা সুমুখঃ প্রিয়ঃ।
প্রণামাদি করোত্যেব বাসুদেবে যথা তথা।
স বৈ ভক্ত ইতি জ্ঞেয়ঃ স পুনাতি জগত্রয়ম্ ॥ ৩৪ ॥
রুক্ষাক্ষরা গিরঃ শৃণ্বন্ তথা ভাগবতেরিতাঃ।
প্রণাম-পূর্ব্বকং ক্ষান্ত্যা যো বদেদ্বৈষ্ণবো হি সঃ ॥৩৫

অনুবাদ—বৈষ্ণবসম্মানবিষয়ে নিষ্ঠা সম্বন্ধে লিঙ্গপুরাণে বলা হইয়াছে—শ্রীবাসুদেবকে যে প্রকার প্রণামাদি করা হয়, সেইপ্রকার যিনি শ্রীবিষ্ণুভক্ত-ব্যক্তিকে আসিতে দেখিয়া প্রীতিসহকারে সহাস্যবদনে প্রণামাদি করেন, তাঁহাকে ভগবদ্ভক্ত বলিয়া জানিতে হইবে। তিনি ত্রিভুবন পবিত্র করিতে সমর্থ।

ভগবদ্ভক্তের মুখ নির্গত কটু কথা শুনিয়াও যিনি সহিষ্ণুতা অবলম্বন পূর্ব্বক তাঁহাকে প্রণাম করিয়া সম্ভাষণাদি করেন, তিনি নিশ্চয়ই বৈষ্ণব ॥ ৩৪-৩৫ ॥

টীকা—যদ্যপি বৈষ্ণবসম্মানন-মাত্রমেব ভক্তিহেতু-ত্বেন পূর্ব্ববৎ ভগবদ্ভক্তলক্ষণং স্যাৎ, তথাপি কদা-চিদন্যস্যাপ্যাতিথ্যাদিনা তৎ ঘটেত ইতি ভগবদ্ভ্তপর-তাদিবৎ তৎপরত্বাভাবেন ভগবদ্ভক্তত্বাহানি-প্রসঙ্গাদত্র নিষ্ঠাশব্দপ্রয়োগঃ। এবমগ্রেঽপুহ্যম্ ॥ ৩৪ ॥

টীকা—তথেতি পূর্ব্বসমুচ্চয়ে. অনির্ব্বচনীয়া ইতি বা, ভাগবতেন বৈষ্ণবেন ঈরিতা উক্তাঃ গিরঃ বাক্যানি শৃণ্বন্নপি; ক্ষান্ত্বা তা গিরঃ সোঢ়া বদেৎ সম্ভাষেৎ ॥ ৩৫ ॥

ভোজনাচ্ছাদনং সর্ব্বং যথাশক্ত্যা করোতি যঃ।
বিষ্ণুভক্তস্য সততং স বৈ ভাগবতঃ স্মৃতঃ ॥ ৩৬ ॥

অনুবাদ—যে ব্যক্তি সবসময় নিজের সামর্থ্য অনুসারে ভগবদ্ভক্তগণের অন্নবস্ত্রাদি প্রয়োজনীয় দ্রব্য দান করেন, তাঁহাকে অবশ্যই ভগবদ্ভক্ত বলিতে হইবে ॥ ৩৬ ॥

টীকা—যথাশক্ত্যা যথাশক্তি; যদ্বা যথা যথাবৎ শক্ত্যা স্বশক্তিং ন্যস্যেত্যর্থঃ ॥ ৩৬ ॥

গারুড়ে—
যেন সর্ব্বাত্মনা বিষ্ণুভক্ত্যা ভাবো নিবেশিতঃ।
বৈষ্ণবেষু কৃতাত্মত্বান্মহাভাগবতো হি সঃ ॥ ৩৭ ॥

অনুবাদ—গরুড়পুরাণে বলা হইয়াছে—যিনি সর্ব্বতোভাবে শ্রীবিষ্ণুভক্তিতে চিত্ত সন্নিবিষ্ট করিয়া বৈষ্ণবগণে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন, তিনি নিশ্চয় মহাভাগবত বলিয়া অভিহিত ॥ ৩৭ ॥

শ্রীতুলসীসেবানিষ্ঠা

বৃহন্নারদীয়ে শ্রীভগবন্মার্কণ্ডেয়সংবাদে—
তুলসীকাননং দৃষ্ট্বা যে নমস্কুর্ব্বতে নরাঃ।
তৎকাষ্ঠাঙ্কিতকর্ণা যে তে বৈ ভাগবতোত্তমাঃ ॥৩৮॥
তুলসীগন্ধমাঘ্রায় সন্তোষং কুর্ব্বতে তু যে।
তন্মূলমৃদ্ধৃতা যৈশ্চ তে বৈ ভাগবতোত্তমাঃ ॥ ৩৯ ॥

অনুবাদ—শ্রীতুলসী সেবায় নিষ্ঠা বিষয়ে বৃহন্নার-দীয়পুরাণে শ্রীভগবান-মার্কণ্ডেয়-সংবাদে উক্ত হইয়াছে যে—যাঁহারা তুলসী কানন দেখিয়া প্রণাম করেন এবং তুলসীকাষ্ঠ কর্ণে ধারণ করেন, তাঁহারা নিশ্চয় ভাগ-বতোত্তম। যাঁহারা তুলসীর গন্ধ আঘ্রাণ করতঃ আন-ন্দিত হন এবং তুলসী মূলের মাটি দিয়া ললাটাদিতে তিলকাদি নির্ম্মাণ করেন, তাঁহারা নিশ্চয় ভাগবতোত্তম ॥ ৩৮-৩৯ ॥

টীকা—তস্যাস্তুলস্যা মূলস্য মৃৎ মৃত্তিকা তিলকা-দিরূপেণ ভালাদৌ যৈর্ধৃতা ॥ ৩৯ ॥

শ্রীভগবতঃ কথাপরতা

বৃহন্নারদীয়ে শ্রীভগবন্মার্কণ্ডেয়সংবাদে—
মৎকথাশ্রবণে যেষাং বর্ত্ততে সাত্ত্বিকী মতিঃ।
তদ্বক্তরি সুভক্তিশ্চ তে বৈ ভাগবতোত্তমাঃ ॥ ৪০ ॥

অনুবাদ—শ্রীভগবানের কথায় তৎপরতা সম্বন্ধে ঐ বৃহন্নারদীয়পুরাণেই শ্রীভগবদুক্তি—আমার কথা শোনার জন্য যাঁহাদের সাত্ত্বিকী মতি রহিয়াছে এবং মৎকথা যাঁহারা কীর্ত্তন করেন, তাঁহাদিগের প্রতি ভক্তি আছে, তাঁহারা নিশ্চয় ভাগবতোত্তম ॥ ৪০ ॥

টীকা—এবং ভক্তি-বাহ্যাঙ্গবতাং ভগবদ্ভক্তানাং লক্ষণানি লিখিত্বেদানীং ভক্ত্যন্তরঙ্গবতাং লক্ষণানি লিখতি—মৎকথেত্যাদিনা যাবদেতল্লক্ষণসমাপ্তি। সাত্ত্বিকী কামাদিরহিতা স্থিরা বা, তস্য মৎকথায়া বক্তরি কথকে ॥ ৪০ ॥

স্কান্দে শ্রীভগবদর্জ্জুনসংবাদে—

মৎকথাং কুরুতে যস্তু মৎকথাঞ্চ শৃণোতি যঃ।
হৃষ্যতে মৎকথায়াঞ্চ স বৈ ভাগবতোত্তমঃ॥ ৪১॥

অনুবাদ— স্কন্দপুরাণে শ্রীভগবদর্জ্জুন-সংবাদে— আমার কথার বক্তা, শ্রোতা এবং যিনি আমার কথায় আনন্দ পান, তিনি নিশ্চয় ভাগবতোত্তম॥ ৪১॥

তৃতীয়স্কন্ধে (২৫।২৩) তত্রৈব—

মদাশ্রয়াঃ কথা মৃষ্টাঃ শৃণ্বন্তি কথয়ন্তি চ।
তপন্তি বিবিধাস্তাপা নৈতান্মদ্‌গতচেতসঃ॥ ৪২॥

অনুবাদ—তৃতীয়স্কন্দে কপিল-দেবহূতি-সংবাদে কপিলদেবের উক্তিতে যাঁহারা সবসময় অপ্রগল্‌ভ হইয়া আমার পবিত্র কথা শ্রবণ এবং কীর্ত্তন করেন, তাঁহাদিগের চিত্ত আমাতে নিবিষ্ট থাকাতে ত্রিতাপ জ্বালা তাঁহাদিগের ব্যাথা জন্মাইতে পারে না॥ ৪২॥

টীকা—এতান্ মৎকথায়াঃ শ্রোতৄন্ বক্তৄংশ্চ তাপা আধ্যাত্মিকাদয়ঃ ন তপন্তি, ন ব্যথয়ন্তি। কুতঃ? কথয়ৈব মদ্‌গতং চেতো যেষাং তান্; যদ্বা, যে তাপৈর্নাভিভূয়ন্তে, তে সাধব ইত্যত্রার্থো দ্রষ্টব্যঃ, সাধু-লক্ষণান্তরুক্তত্বাৎ। ততশ্চ শ্রবণাদিত্রয়ং তাপানভি-ভূতত্বং চৈকমিত্যেবং লক্ষণচতুষ্টয়মুক্তম্; যদ্বা, মদ্‌-গতচেতস ইতি—মৎস্মরণপরাংশ্চ ন তপন্তীত্যর্থঃ; এবং ক্রমেণ শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণ-পরাণাং মাহাত্ম্যং জ্ঞেয়ম্. তে সাধব ইতি—সাধুলক্ষণান্তঃপাতিত্বাৎ স্বত এবায়াতি॥ ৪২॥

নামপরতা

বৃহন্নারদীয়ে তত্রৈব—

মন্মানসাশ্চ মদ্ভক্তা মদ্ভক্তজন-লোলুপাঃ।
মন্নামশ্রবণাসক্তাস্তে বৈ ভাগবতোত্তমাঃ॥ ৪৩॥

অনুবাদ—শ্রীনামে তৎপরতা, বৃহন্নারদীয়পুরাণে শ্রীভগবদুক্তিতে যথা—আমার ভক্ত আমাতে সমর্পিত চিত্ত, আমার ভক্তজনের প্রতি লোভ পরায়ণ এবং আমার নাম শ্রবণে অনুরক্ত, ইহাঁরা নিশ্চয় ভাগবতো-ত্তম॥ ৪৩॥

টীকা—মদ্ভক্তা ইতি—মৎসেবাদিপরা ইত্যর্থঃ। যদ্যপ্যেবং লক্ষণচতুষ্টয়মুক্তং, তথাপ্যন্যত্র স্মরণাদি-ত্রয়বত্তেরত্র নামপরতা-প্রকরণে নামশ্রবণাসক্তত্বমেব একং লক্ষণম্, তৎ ত্রয়ঞ্চ তত্র দৃষ্টান্তত্বেন জ্ঞেয়ম্; এবমন্যত্রাপি॥ ৪৩॥

যেঽভিনন্দন্তি নামানি হরেঃ শৃণ্বন্তি হর্ষিতাঃ।
রোমাঞ্চিতশরীরাশ্চ তে বৈ ভাগবতোত্তমাঃ॥ ৪৪॥

অনুবাদ—শ্রীহরিনাম শ্রবণে যাঁহারা আনন্দ পান এবং সানন্দে তাহা শ্রবণ করেন ও শ্রীনাম শ্রবণে রোমাঞ্চিত কলেবর হন, তাঁহারা নিশ্চয় ভাগবতোত্তম॥ ৪৪॥

তত্রৈবান্যত্র—

অন্যেষামুদয়ং দৃষ্ট্বা যেঽভিনন্দন্তি মানবাঃ।
হরিনামপরা যে চ তে বৈ ভাগবতোত্তমাঃ॥ ৪৫॥

অনুবাদ—ঐ বৃহন্নারদীয়পুরাণেরই অন্যত্র উক্ত আছে যে—অন্যের উন্নতি দেখিয়া যাঁহারা আনন্দিত হন এবং যাঁহারা হরিনাম পরায়ণ তাঁহারা অবশ্যই ভাগবতোত্তম॥ ৪৫॥

টীকা—নামপরা ইতি—নামশ্রবণকীর্ত্তনাদিকারিণ ইত্যর্থঃ॥ ৪৫॥

স্মরণপরতা

তত্র স্বধর্ম্মনিষ্ঠয়া রাগদ্বেষাদিনিবৃত্ত্যা স্মরণম্॥

শ্রীবিষ্ণুপুরাণে যম-ভত্তট সংবাদে—

ন চলতি য উচ্চৈঃ শ্রীভগবৎপাদারবিন্দে,
সিতমনাস্তমবেহি বিষ্ণুভক্তম্॥ ৪৬॥

অনুবাদ—স্মরণে তৎপরতা, এই বিষয়ে স্বধর্ম্ম নিষ্ঠাদ্বারা রাগদ্বেষাদি দূরীভূত হইলেই স্মরণ হয়।

শ্রীবিষ্ণুপুরাণে যম-যমদূত-সংবাদে বর্ণিত হইয়াছে —শ্রীভগবদ্‌পাদপদ্মে অতিশয় শুদ্ধমনা অর্থাৎ সুবিশুদ্ধ চিত্ত এবং যিনি কখনই বিচলিত হন না, তাঁহাকেই বিষ্ণুভক্ত বলিয়া জানিবে॥ ৪৬॥

টীকা—এবং কথাপরতয়া নামপরতয়া চ ভগ-

বদ্ভক্তানাং শ্রবণ-কীর্ত্তনপরত্বং লক্ষণং লিখিত্বা ইদানীং 'ন চলতি' ইত্যাদিনা 'অর্কতাপ' ইত্যন্তেন স্মরণপরত্বং লিখন্ তত্র বিশেষং লিখতি—তত্রেতি। স্বধর্ম্মনিষ্ঠয়া রাগতো দ্বেষাচ্চ; আদি-শব্দেন কলিকলুষলোভাদেশ্চ সকাশান্নিবৃত্তিরূপরতিঃ, তয়া যৎ স্মরণম্ তত্র তু স্মরণপরং শ্রীমদ্ভগবদ্ভক্তং সসাধনং নির্দ্দিশতি—ন চলতীতি। উচ্চৈঃ শ্রীকৃষ্ণবিষয়কত্বাদতিশয়েন সিতং স্বচ্ছং রাগাদিরহিতং মনো যস্য; যদ্বা, প্রস্তাবাদর্থাপত্ত্যা বিষ্ণাবেব, কিংবা উচ্চৈঃ পরমোচ্চতরেঽত্যন্ত-দুর্ল্লভে শ্রীভগবচ্চরণারবিন্দে সিতং বদ্ধং মনো যেন তং বিষ্ণুভক্তং বিদ্ধি। সিতমনস্ত্বস্যাবিজ্ঞেয়ত্বাৎ জ্ঞাপকচিহ্নান্যাহ—ন চলতীতি। বিষ্ণোরিয়মাজ্ঞেত্যেবং হি ক্রিয়মাণঃ স্বধর্ম্মো বিষ্ণুং প্রীণয়ন্ সত্ত্ব-শুদ্ধিদ্বারা তদ্ভক্তিহেতুত্বেনাত্র স্মরণস্য সাধনম্। শুদ্ধসত্ত্বস্য রাগাদ্যভাবাদাত্মনঃ সুহৃৎপক্ষে বিপক্ষপক্ষে চ সমমতিত্বং, পরস্বহরণাদিনিবৃত্তিশ্চ স্বতএব ভবতীতি তদপি তস্য সাধনমুপপদ্যত এব। ততশ্চৈবং ব্যাখ্যেয়ম্—যো ন চলতি, স উচ্চৈঃ সিতমনাঃ স্যাৎ, তঞ্চ বিষ্ণুভক্তং বিদ্ধীতি। তত্র চ স্বধর্ম্মনিষ্ঠাদীনাং স্বাতন্ত্র্যেণ সর্ব্বেষামপি সাধনত্বং, কিংবা যথাসম্ভবং হেতু-হেতুমত্ত্বং দ্রষ্টব্যম্; এবমগ্রেঽপ্যূহ্যম্ ॥ ৪৬ ॥

কলিকলুষমলেন যস্য নাত্মা
বিমলমতের্মলিনীকৃতস্তমেনম্।
মনসি কৃত-জনার্দ্দনং মনুষ্যং
সততমবেহি হরেরতীবভক্তম্ ॥ ৪৭ ॥

অনুবাদ—যে বিমলমতির আত্মা কলিকলুষমল দ্বারা মলিনীকৃত হয় না এবং সর্ব্বদাই যিনি শ্রীজনার্দ্দনকে মনের মধ্যে ধারণ করেন, তাঁহাকে শ্রীহরির অতিশয় ভক্ত বলিয়া জানিতে হইবে ॥ ৪৭ ॥

টীকা—অস্যৈব প্রপঞ্চঃ—কলিকলুষ ইত্যাদিনা। যদ্বা, ন হরতি, ন চলতীত্যাদিনা পরস্বহরণ-পরদ্রোহনিবৃত্তিলক্ষণমাত্র-পাপনিবৃত্তিরুক্তা; ইদানীং কলিকালীন-বিবিধপাপবর্গনিবৃত্তিরেব বিষ্ণুভক্তস্য সাধনং স্বভাবং বা লিখতি—কলীতি। আত্মা বুদ্ধিঃ মনো বা, মনসাপি পাপং যো নাচরতি, কিং পুনর্বাচা কায়েন বেত্যর্থঃ। অতঃ মনসি সততং কৃতো জনার্দ্দনো যেন তম্, অতীবেতি—পরমদুস্তর-কলিকালীনপাপপরম্পরয়া প্রমাদাদিনা কথঞ্চিদপ্যস্পর্শাৎ ॥ ৪৭ ॥

কনকমপি রহস্যবেক্ষ্য বুদ্ধ্যা
তৃণমিব যঃ সমবৈতি পরস্বম্।
ভবতি চ ভগবত্যনন্যচেতাঃ
পুরুষবরং তমবেহি বিষ্ণুভক্তম্ ॥ ৪৮ ॥

অনুবাদ—নির্জ্জনস্থানে পতিত পরস্ব সুবর্ণ খণ্ডকেও যিনি অবহেলায় পরিত্যাগ করিয়া একান্তভাবে শ্রীভগবৎপাদপদ্মে অভিনিবিষ্ট থাকেন, সেই পুরুষশ্রেষ্ঠকে বিষ্ণুভক্ত বলিয়া জানিবে ॥ ৪৮ ॥

টীকা—অধুনা পাপমূল-লোভরাহিত্যঞ্চ বিষ্ণুভক্তস্য পূর্ব্ববৎ সাধনং স্বভাবো বেত্যাহ—কনকমপীতি। পরস্বং কনকমিত্যন্বয়ঃ, অবেক্ষ্য দৃষ্ট্বা বুদ্ধ্যা তৃণমিব সমবৈতি, অত্যন্ততুচ্ছবুদ্ধ্যা নাদত্ত ইত্যর্থঃ ॥ ৪৮ ॥

স্ফটিকগিরিশিলামলঃ ক্ব বিষ্ণু-
র্মনসি নৃণাং ক্ব চ মৎসরাদি-দোষঃ।
ন হি তুহিনময়ূখরশ্মিপুঞ্জে
ভবতি হুতাশনদীপ্তিজঃ প্রতাপঃ ॥ ৪৯ ॥

অনুবাদ—মৎসরাদি দোষদুষ্ট মনুষ্য কোথায় আর স্ফটিকপর্ব্বতের প্রস্তরখণ্ডের মত সম্পূর্ণ নির্ম্মল বিষ্ণুই বা কোথায়? অর্থাৎ যাঁহার মনে নির্ম্মল বিষ্ণু স্ফূর্ত্তিশীল, তাঁহার মনে মৎসরাদি দোষ থাকিতে পারে না, তদ্রূপ যেমন চন্দ্রের কিরণে অগ্নির দীপ্তি জনিত উত্তাপ থাকে না ॥ ৪৯ ॥

টীকা—অধুনা নিঃশেষ-দোষ-রাহিত্যং বিষ্ণুভক্তস্য সাধনাতিশয়ং স্বভাবং বেতি বদন্ তদেব দ্রঢয়ন্ বোধবতাস্তু শ্রীভগবান্ ন সুদূরতর ইত্যাহ স্ফটিকেতি, স্ফটিকগিরেঃ শিলেবামলঃ, অতো মৎসরাদি-দোষবতাং মনসি বিষ্ণুর্ন সম্ভবত্যেবেতি দৃষ্টান্তেন বোধয়তি—ন হীতি। তুহিনময়ূখশ্চন্দ্রস্তস্য রশ্মীনাং পুঞ্জে সতি বিষয়ে বা, এবং দৃষ্টান্তেন কদ্বয়োক্তমনোঽন্যবিরোধিত্বং সাধিতম্ ॥ ৪৯ ॥

বিমলমতিরমৎসরঃ প্রশান্তঃ
শুচিচরিতোঽখিল-সত্ত্বমিত্রভূতঃ ॥
প্রিয়-হিতবচনোঽস্তমানমায়ো
বসতি সদা হৃদি তস্য বাসুদেবঃ ॥ ৫০ ॥

অনুবাদ—যিনি নির্ম্মৎসর, অমলমতি, প্রশান্ত, বিশুদ্ধ আচারযুক্ত, সর্ব্বজীবোপকারক, প্রিয় ও হিত-ভাষী এবং গর্ব্ব, দম্ভরহিত, তাঁহার হৃদয়ে শ্রীবাসুদেব সতত অধিষ্ঠান করেন ॥ ৫০ ॥

টীকা—অশেষ-সদ্‌গুণবতামেব চিত্তে ভগবান্ সদা পরিস্ফুরতীত্যতঃ সদ্‌গুণবত্ত্বেব তস্য সাধনং স্বভাবো বেতি লিখতি—বিমলেতি। অত্র প্রথমপদ-ত্রয়েণান্তঃকরণে সদ্‌গুণো দর্শিতঃ; বিমলমতেরেব বিবরণম্—'অমৎসরঃ প্রশান্তশ্চ রাগদ্বেষাদিরহিতঃ' ইতি। যদ্যপি বিমলমতিত্বেনৈব কামাদ্যরিষড়্-বর্গজয়োঽপি বৃত্তঃ, তথাপি পরমদুর্জ্জয়স্য মৎসর-দোষস্য জয়ে সত্যেব বিমলমতিতা স্যাৎ ইত্যভি-প্রায়েণামৎসর ইতি পৃথগুক্তিঃ; যদ্বা, বিমলমতিত্বে হেতুঃ—অমৎসর ইতি; তত্রাপি হেতুঃ—প্রশান্ত ইতি। এবমপি তথৈবার্থঃ। কর্ম্মণি সদ্‌গুণং দর্শয়তি—শুচি শুদ্ধং চরিতং যস্য; কিঞ্চ অখিলানাং সত্ত্বানাং প্রাণিনাং মিত্রভূতঃ, স্বভাবতো হিতকারী; বচসি সদ্‌গুণং দর্শয়তি—প্রিয়ং সর্ব্বেষাং শ্রবণ-মনঃ-সুখাবহং হিতঞ্চ পরিণামেঽপি শুভকরং বচনং যস্য, তচ্চ ন দাম্ভিকত্বেন কিন্তু বিশুদ্ধভাবেনৈব। কিঞ্চ, তথাপি ন গর্ব্বস্পর্শ ইতি—নির্দম্ভ-নিরহঙ্কারতালক্ষণ-গুণবিশেষমাহ—অস্তে নিরস্তেমানমায়ে গর্ব্বদম্ভৌ যেন সঃ; যদ্বা, মান এব ভগবন্মায়া, অবিদ্যামূল-কাখিল-দোষাণামহঙ্কারপ্রাধান্যাৎ, অহঙ্কারমূলত্বাচ্চা-খিলমায়িকপ্রপঞ্চস্য। অন্যৎ পূর্ব্ববদেব। এবঞ্চ সতি সর্ব্বসদ্‌গুণমূলনিরহঙ্কারতৈব দর্শিতা ॥ ৫০ ॥

———

বসতি হৃদি সনাতনে চ তস্মিন্
ভবতি পুমান্ জগতোঽস্য সৌম্যরূপঃ।
ক্ষিতিরসমতিরম্যমাত্মনোঽন্তঃ
কথয়তি চারুতয়ৈব শালপোতঃ ॥ ৫১ ॥

অনুবাদ—শালবৃক্ষ যেমন কোমলতাহেতু নিজের শরীরস্থ পরম উত্তম পৃথিবিরস সূচনা করে, সেই প্রকার সনাতন শ্রীবিষ্ণু হৃদয়মধ্যে অবস্থান করিলে সেই ব্যক্তিও মনোহর মূর্ত্তি সম্পন্ন হন ॥ ৫১ ॥

টীকা—রুচিরপ্রসন্নরূপতা চ প্রকটমেব, তস্য লক্ষণং স্বভাব এব বেতি লিখতি—বসতীতি। মুখ-প্রসাদাদিচিহ্নং তদন্তঃস্থং পরমানন্দঘনং শ্রীবিষ্ণুং সূচয়তীত্যত্রান্যার্থনিদর্শনমাহ—ক্ষিতীতি। চারুতয়া কোমলতয়া শালপোতঃ শালবৃক্ষঃ সর্জ্জস্য শিশুর্বা আত্মনোঽন্তঃস্থিতং পরমোত্তমং ক্ষিতিরসং কথয়তি সূচয়তীত্যর্থঃ। এবং চ 'উচ্চৈঃ সিতমনসম্' ইতি 'মনসি কৃতজনার্দ্দনম্' ইতি 'ভগবদনন্যচেতাঃ' ইতি, 'বসতি সদা হৃদি তস্য' ইত্যাদিনা ভগবচ্ছরণ-পরতৈবোক্তা। স্বধর্ম্মনিষ্ঠাদীনি চ তস্য স্বাভাবিকানি সাধনানি বা বিবিচ্য দ্রষ্টব্যানীতি পুরা লিখিতমেব। অত্র চ সৌম্যরূপতা প্রায়ো লক্ষণেষ্বেবান্তর্ভবতি, 'অবিভ্রন্ রুচিরং রূপং যথা হরিনিষেবয়া' ইত্যাদুক্তে-রিত্যেষা দিক্ ॥ ৫১ ॥

———

অন্যবিজয়ে বৈরাগ্যাদিনা চ স্মরণম্

একাদশস্কন্ধে শ্রীহবিযোগেশ্বরোত্তরে
(২।৪৯, ৫৩-৫৪)—

দেহেন্দ্রিয়-প্রাণমনোধিয়াং যো
জন্মাপ্যয়ক্ষুদ্ভয়তর্ষকৃচ্ছ্রৈঃ।
সংসারধর্ম্মৈরবিমুহ্যমানঃ স্মৃত্যা
হরের্ভাগবতপ্রধানঃ ॥ ৫২ ॥

অনুবাদ—অন্যবিজয়ে বৈরাগ্যাদি দ্বারা স্মরণ—একাদশস্কন্ধে শ্রীহবি যোগেশ্বর উত্তরে বলিলেন—শ্রীহরিস্মরণ হেতু যিনি এই দেহের উৎপত্তি ও নাশ, প্রাণের ক্ষুধা, চিত্তের ভয়, বুদ্ধির তৃষ্ণা এবং ইন্দ্রিয় বর্গের শ্রমরূপ সংসারধর্ম্মের দ্বারা বিমুগ্ধ হন না, তিনিই ভাগবত প্রধান ॥ ৫২ ॥

টীকা—অন্যবিজয়েন অন্যবৈরাগ্যেণ চ আদি-শব্দাৎ শ্রদ্ধাদিনা চ যৎ স্মরণং তৎ, তত্রান্যবিজয়েন স্মরণম্—দেহেন্দ্রিয়েতি। হরেঃ স্মৃত্যা হেতুনা দেহাদীনাং সংসারধর্ম্মৈর্জন্মাপ্যয়াদিভিঃ কৃত্বা যোঽবি-মুহ্যমানঃ, ন বাধিতো ভবতি, তথা সর্ব্বেন্দ্রিয়-বৃত্ত্যাদিজয়েনান্যবিস্মরণাৎ স ভাগবতপ্রধানঃ। তত্র দেহস্য জন্মাপ্যয়ৌ, প্রাণস্য ক্ষুৎ, মনসো ভয়ং,

বুদ্ধেস্তর্ষস্তৃষ্ণা ইন্দ্রিয়াণাং কৃচ্ছ্রং শ্রমঃ ; যদ্বা, দেহাদীনাং জন্মাদিভিরন্যৈশ্চ সংসারধর্ম্মৈঃ সুখদুঃখাদিভিরবিমুহ্যমানঃ সন্, যঃ স্মৃত্যা বিশিষ্টো ভবতি। এবং বহুবিঘ্নজয়েন স্মরণপরো ভাগবত-শ্রেষ্ঠ ইত্যর্থঃ ॥ ৫২ ॥

ত্রিভুবনবিভবহেতবেঽপ্যকুণ্ঠ-
স্মৃতিরজিতাত্মসুরাদিভির্বিমৃগ্যাৎ।
ন চলতি ভগবৎ-পদারবিন্দা-
ল্লবনিমিষার্দ্ধমপি স বৈষ্ণবাগ্র্যঃ ॥ ৫৩ ॥

অনুবাদ—ত্রিভুবনের সম্পদের অধীশ্বর হইতে পারিলেও যিনি ইন্দ্রাদি দেবগণ কর্ত্তৃক অন্বেষণীয় শ্রীভগবচ্চরণারবিন্দ হইতে ক্ষণ মাত্রও বিচলিত হন না এবং ভগবৎপদারবিন্দকেই সার বলিয়া স্থির করিয়াছেন, তিনিই বৈষ্ণবাগ্র্য ॥ ৫৩ ॥

টীকা—অন্য বৈরাগ্যাদিনা স্মরণম্—'ত্রিভুবন'—ইতি, ত্রৈলোক্যরাজ্যার্থমপি ; যদ্বা, ত্রীণি ভুবনানি যস্মাদ্বিধাতুস্তস্য বিভবঃ পারমেষ্ঠ্যং পদং, তদর্থমপি ; যদ্বা, ত্রিভুবনস্যাপি, কিমুতাত্মনো যো বিভবঃ ভবাভাবো মোক্ষঃ, তদর্থমপি লবার্দ্ধমপি নিমিষার্দ্ধমপি ভগবৎপদারবিন্দভজনাৎ যো ন চলতি, স বৈষ্ণবাগ্র্যঃ। ননু লবার্দ্ধ-নিমিষার্দ্ধ-ভজনোপরমে চৈতাবান্ লাভো ভবেৎ, তৎ কুতো ন চলেৎ ? তত্রাহ—অকুণ্ঠস্মৃতিঃ ভগবৎপদারবিন্দতোঽন্যৎ সারং নাস্তীত্যেবংরূপা অকুণ্ঠা অনপগতা স্মৃতির্যস্য সঃ। ভগবৎপদারবিন্দাদন্যৎ সারং নাস্তীতি কুতঃ ? অত আহ—অজিতে হরারেব আত্মা যেষাং তথাভূতৈঃ সুরাদিভিরপি দুর্ল্লভাৎ ; কিন্তু কেবলং বিমৃগ্যাৎ, তদপেক্ষয়া সর্ব্বস্য তুচ্ছত্বং স্মরন্ যো ন চলতীত্যর্থঃ ; যদ্বা, ভগবৎপদারবিন্দাৎ হৃদি গৃহীতাৎ ন চলতি ন স্মরণাদ্বিরমতীত্যর্থঃ। ত্রিভুবনবিভবার্থঃ লবনিমিষার্দ্ধমপি ততোঽচলনে হেতুঃ—অকুণ্ঠা অনবচ্ছিন্না স্মৃতির্যস্য। সদৈব ভগবৎ-স্মৃত্যা অন্যস্য মনসি প্রবেশাভাবাদিতি স্মরণস্যৈব পরমপুরুষার্থতামাহ—অজিতম্ অপরিচ্ছেদাদিনা অবশীকৃতং ব্রহ্ম তদাত্মানন্দস্বরূপা মুক্তা ইত্যর্থঃ। তাদৃশা যে সুরা ব্রহ্মাদয়ঃ, আদি-শব্দাৎ মুন্যাদয়শ্চ তৈরপি বিমৃগ্যাৎ বিশেষতঃ প্রার্থ্যাদিতি ; অন্যৎ সমানম্ ॥ ৫৩ ॥

ভগবত উরুবিক্রমাঙ্ঘ্রিশাখা-
নখমণিচন্দ্রিকয়া নিরস্ততাপে।
হৃদি কথমুপসীদতাং পুনঃ স
প্রভবতি চন্দ্র ইবোদিতেঽর্কতাপঃ ॥ ৫৪ ॥

অনুবাদ—চন্দ্রোদয় হইলে যেমন সূর্য্যতাপ থাকিতে পারে না, সেইপ্রকার ভগবান ত্রিবিক্রমের চরণনখমণির শীতল দীপ্তি দ্বারা উপাসকের হৃদয়-তাপ নিবারিত হইলে আর কি প্রকারে তাহা পুনরায় উদিত হইবে ॥ ৫৪ ॥

টীকা—কিঞ্চ, বিষয়াভিসন্ধিনা চলনমপি কামেনাতিতাপে সতি ভবেৎ, তত্তু ভগবৎসেবানির্বৃতৌ ন সম্ভবতীত্যাহ—ভগবত ইতি। উরুবিক্রমৌ চ তাবঙ্ঘ্রী চ তয়োঃ শাখা অঙ্গুলয়ঃ, তাসু নখানি তান্যেব মণয়ঃ তেষাং চন্দ্রিকা শীতলা দীপ্তিঃ, তয়া নিরস্তঃ কামাদিতাপো যস্মিন্। উপসীদতাং ভজতাং হৃদি কথং পুনঃ স তাপঃ প্রভবতি ? চন্দ্রে উদিতে সতি অর্কস্য তাপ ইব। যদ্বা, অহো ইতঃ পূর্ব্বং চিরং বঞ্চিত আসং, অহো বতকিঞ্চিত্ত্বাবদ্ভগবদন্তর্দ্ধানং ভবিতা,' হা হন্ত কদা সাক্ষাদিমং দ্রক্ষ্যামি' ইত্যাদি-তাপোঽপি তস্য সদা তৎস্মরণানন্দতো ন স্যাৎ। কুতোঽন্যকামদুঃখমিত্যাহ—ভগবত ইতি। উরবো মহান্তো বিক্রমাঃ শকটপরিবর্ত্তনকালিয়মর্দ্দনাদ্যা যস্য তস্যৈকস্যাপ্যঙ্ঘ্রেঃ, শাখাশব্দেন কল্পদ্রুমত্বং রূপ্যতে, শ্রীচরণকল্পদ্রুমস্য শাখা স্বল্পাংশবৎ কনিষ্ঠাঙ্গুলিঃ, তন্নখমণিচন্দ্রিকয়ৈবৈকয়া তৎসকৃৎস্মরণমাত্রানন্দ-বিশেষেণৈবেত্যর্থঃ, নিরস্তঃ তাপঃ, 'ইতঃ পূর্ব্বং চিরং বঞ্চিতোঽস্মি' ইত্যাদিরূপোঽপি যস্মাৎ তস্মিন্ হৃদি স তাপঃ কথমুপসীদতাং সমীপমায়াতু ? তত্র দৃষ্টান্তেনার্থান্তরমুপন্যস্যতি—চন্দ্রে উদিতে ইব উদ্গতপ্রায়েঽপি সতি অর্কতাপঃ প্রভবতি কিম্ ? কাক্বা অপি তু, সন্ধ্যায়ামপি ন কিঞ্চিৎ কর্ত্তুং শক্নোতীত্যর্থঃ। এবং স্মরণানন্দনিষ্ঠয়া যঃ কেনাপি তাপেন নাভিভূতঃ, স চ বৈষ্ণবাগ্র্য ইতি ভাগবত-লক্ষণান্তরুক্তত্বাৎ পূর্ব্ববদিদমপি লক্ষণমেকমুহ্যম্ ॥৫৪

অথ পূজাপরতা

স্কান্দে তত্রৈব—

যেঽর্চ্চয়ন্তি সদা বিষ্ণুং যজ্ঞেশং বরদং হরিম্।
দেহিনঃ পুণ্যকর্ম্মাণঃ সদা ভাগবতা হি তে ॥ ৫৫ ॥

অনুবাদ—স্কন্দপুরাণে বলা হইয়াছে – বর প্রদানকারী যজ্ঞেশ্বর শ্রীহরির যাঁহারা পূজা করেন, সর্ব্বদা তাঁহারা পুণ্যকর্ম্মা ভাগবত বলিয়া গণ্য হন ॥ ৫৫ ॥

———

লৈঙ্গে—

বিষ্ণুক্ষেত্রে শুভান্যেব করোতি স্নেহসংযুতঃ।
প্রতিমাঞ্চ হরের্নিত্যং পূজয়েৎ প্রযতাত্মবান্ ॥ ৫৬ ॥
বিষ্ণুভক্তঃ স বিজ্ঞেয়ঃ কর্ম্মণা মনসা গিরা।
নারায়ণপরো নিত্যং ভূপো ভাগবতো হিঃ সঃ ॥৫৭॥

অনুবাদ—লিঙ্গপুরাণে উক্ত হইয়াছে—হে নরেন্দ্র! ভক্তিমান হইয়া যিনি বিষ্ণুক্ষেত্রে ভগবানের যাত্রোৎসব প্রভৃতি শুভকার্য্যসকল অনুষ্ঠান করেন এবং প্রত্যহ সযত্নে শ্রীহরির বিগ্রহ পূজা করেন, তিনিই ভগবদ্ভক্ত। আরও, কায়মনোবাক্যে যে ব্যক্তি নিত্য নারায়ণপরায়ণ, তিনিও ভাগবত পদবাচ্য বলিয়া স্বীকৃত ॥ ৫৬-৫৭ ॥

টীকা—এবং শ্রবণ কীর্ত্তন-স্মরণপরতারূপং ভগবদ্ভক্তলক্ষণং ক্রমেণ লিখিত্বা ইদানীমর্চ্চনাদিপরতালক্ষণং লিখতি—যেঽর্চ্চয়ন্তীতি ত্রিভিঃ। যদ্যপি 'শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্। অর্চ্চনং বন্দনম্' ইত্যাদিভক্তিলক্ষণাভিধায়ি-প্রসিদ্ধবচনেঽবগ্রে লেখ্যেষু স্মরণানন্তরমেব পাদসেবোক্তেঃ স্মরণপরতানন্তরং পাদসেবাপরতৈব লিখিতুং যুজ্যতে, তথাপি প্রায়ঃ পাদসেবার্চ্চনয়োরেকরূপত্বেনৈক্যাভিপ্রায়াদর্চ্চনপরতৈব লিখিতেতি জ্ঞেয়ম্। অর্চ্চনে হেতুত্বেন যোগ্যত্বেন বা যজ্ঞেশমিত্যাদিবিশেষণত্রয়ম্। এবার্থে হি-শব্দঃ, ত এব পুণ্যকর্ম্মাণঃ, ত এব চ ভাগবতাঃ, শুভানি যাত্রোৎসবাদীনি, স্নেহো ভক্তিঃ; অনুক্তং সংগৃহ্ণাতি; এবং কর্ম্মণা পরিচর্য্যাদিনা, মনসা স্মরণাদিনা, গিরা চ স্তুত্যাদিনা যো নারায়ণপরঃ, স চ ভাগবত এবেতি। এবং পরিচর্য্যা বন্দনাদীনাং পূজ্যাঙ্গত্বং, তত্তৎপরতাপি ভগবদ্ভক্তলক্ষণমেবোহ্যম্, তচ্চ স্বয়মেবাগ্রে লেখ্যং, লক্ষণানি চ যান্যগ্র ইতি ॥ ৫৫-৫৬ ॥

———

অথ বৈষ্ণবধর্ম্মনিষ্ঠতাদি

পাদ্মোত্তরখণ্ডে—

তাপাদিপঞ্চসংস্কারী নবেজ্যা-কর্ম্মকারকঃ।
অর্থপঞ্চকবিদ্বিপ্রো মহাভাগবতো হি সঃ ॥ ৫৮ ॥

অনুবাদ— অনন্তর বৈষ্ণবধর্ম্মে নিষ্ঠিতাদি, পদ্মপুরাণে উত্তরখণ্ডে—তাপ প্রভৃতি পাঁচ প্রকার সংস্কার দ্বারা সংস্কৃত যে বিপ্র, নয় প্রকার পূজাকর্ম্ম বিশিষ্ট এবং অর্থপঞ্চক জ্ঞাতা, সেই ব্রাহ্মণ অবশ্যই মহাভাগবত ॥ ৫৮ ॥

টীকা—এবম্ একৈকলক্ষণেন একৈকস্য ভাগবতস্য লক্ষণং লিখিত্বা অধুনা মুদ্রাধারণাদিনা-সমুচিত-শ্রবণাদিনা জ্ঞানবিশেষেণ চ লক্ষণং লিখতি—তাপাদীতি, তাপঃ তপ্তমুদ্রাধারণং তদাদিপঞ্চসংস্কারযুক্তঃ, পঞ্চসংস্কারাশ্চ তত্রৈবোক্তাঃ—'তাপঃ পুণ্ড্রস্তথা নাম মন্ত্রো যাগস্তু পঞ্চমঃ' ইতি। অস্যার্থঃ—নাম শ্রীকৃষ্ণদাসেত্যাদি, মন্ত্রঃ শ্রীগুরোঃ সকাশাৎ মন্ত্রগ্রহণং, যাগঃ-হোমপূর্ব্বক-যথাবিধিদীক্ষাগ্রহণমিত্যর্থঃ, নব ইজ্যাকর্ম্মাণি পূজাসম্বন্ধিকৃত্যানি শ্রবণাদীনি পাদ্মোক্তার্চ্চনাদীনি বা, সর্ব্বেষাং তেষাং পূজাঙ্গত্বাৎ। তানি চ তত্রৈবোক্তানি—অর্চ্চনং মন্ত্রপঠনং যাগযোগৌ মহাত্মনঃ। নামসংকীর্ত্তনং সেবা তচ্চিহ্নৈরঙ্কনং তথা। তদীয়ারাধনং চর্ষা নবধা ভিদ্যতে শুভে ॥' ইতি। অস্যার্থঃ—হে শুভে পার্ব্বতি! অর্চ্চনং যথাবিধ্যুপচারার্পণং, যাগো নিত্যহোমঃ, যোগো মনসি ভগবতঃ সংযোজনং ধ্যানাদীত্যর্থঃ, সেবা প্রণামঃ, তস্য মহাত্মনো ভগবতশ্চিহ্নৈঃ চক্রাদিভিরঙ্কনং, গোপীচন্দনাদিনা স্বাঙ্গেষু লিখনং, চর্য্যা পরিচর্য্যা, অর্থপঞ্চকং চত্বারো ধর্ম্মাদয়ঃ পুরুষার্থাঃ পঞ্চমপুরুষার্থশ্চ ভক্তিরিত্যেতান্ পঞ্চার্থান্; যদ্বা পঞ্চতত্ত্বানি অনাত্মাত্মপরমাত্ম-পরমেশ্বর-তদ্ভক্তানামিত্যেবং পঞ্চানাং যাথার্থ্যানি বেত্তীতি তথা সঃ। অশেষবৈষ্ণবধর্ম্ম-সমুচিতত্বাৎ অস্য পূর্ব্বতঃ শ্রৈষ্ঠ্যম্। তত্র চ বিপ্রশ্চেন্মহাভাগবতোত্তমঃ, অন্যস্তু মহাভাগবত ইত্যর্থঃ ॥ ৫৮ ॥

———

একান্তিকতা

গারুড়ে—

একান্তেন সদা বিষ্ণৌ যস্মাদ্দেবে পরায়ণাঃ।
তস্মাদেকান্তিনঃ প্রোক্তাস্তদ্ভাগবতচেতসঃ ॥ ৫৯ ॥

অনুবাদ—গরুড়পুরাণে যেরূপ বলা হইয়াছে তাহা—সর্ব্বদা একান্তভাবে শ্রীবিষ্ণুর শরণাগত যাঁহারা, সেই ভগবদ্গতচিত্ত ব্যক্তিগণই একান্তী আখ্যায় আখ্যায়িত হন ॥ ৫৯ ॥

তদ্বিজ্ঞানেনানন্যপরতা

একাদশে উদ্ধবপ্রশ্নোত্তরে (১১।৩৩)—

জ্ঞাত্বাজ্ঞাত্বাথ যে বৈ মাং যাবান্ যশ্চাস্মি যাদৃশঃ।
ভজন্ত্যনন্যভাবেন তে বৈ ভাগবতা মতাঃ ॥ ৬০ ॥

একাদশস্কন্ধে (২।৫০)—

ন কামকর্ম্মবীজানাং যস্য চেতসি সম্ভবঃ।
বাসুদেবৈকনিলয়ঃ স বৈ ভাগবতোত্তমঃ ॥ ৬১ ॥

অনুবাদ—ভগবদ্বিজ্ঞানদ্বারা অনন্যপরতা বিষয়ে একাদশস্কন্ধে শ্রীউদ্ধবের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ কহিতেছেন—সচ্চিদানন্দরূপ, সর্ব্বাত্মা, দেশকাল অপরিচ্ছিন্ন আমাকে জানিয়া বা না জানিয়া অনন্যভাবে যাঁহারা ভজনা করেন, তাঁহারাও ভাগবত ইহা জানিও।

যাঁহার চিত্তে কর্ম্মবাসনার আর উৎপত্তি হয় না এবং একমাত্র বাসুদেবকেই যিনি আশ্রয় করিয়াছেন, তিনি নিশ্চয় ভাগবতোত্তম ॥ ৬০-৬১ ॥

টীকা—এবং পৃথক্ পৃথক্ ভগবদ্ভক্তানাং লক্ষণং লিখিত্বা ইদানীং তৈঃ সর্ব্বৈরপি সমুচিতৈর্ভগবদেকনিষ্ঠতারূপং সখ্যাত্মনিবেদনবিশেষাত্মকং লক্ষণবিশেষং লিখতি—ন কামেতি দ্বাদশভিঃ। তত্র একান্তিতায়াঃ সামান্যলক্ষণম্—বাসুদেবঃ বসুদেবনন্দনঃ শ্রীকৃষ্ণ এবৈকো নিলয় আশ্রয়ো যস্যেতি। তল্লিঙ্গমেব দর্শয়তি—কামাশ্চাভিলাষা বিষয়ভোগা বা, কর্ম্মাণি তৎকারণানি তৎসিদ্ধার্থচেষ্টা বা, বীজানি চ বাসনাঃ, তন্মূলানি তেষাং যস্য চেতস্যপি সম্ভব উৎপত্তির্নস্যাদিতি। সর্ব্বথা ভগবদেকনিষ্ঠয়া তদন্যবাহ্যান্তরচেষ্টাদিরহিতো য ইত্যর্থঃ ॥ ৬১ ॥

সা চ একান্তিকা চতুর্ধা তত্র ধর্ম্মানাদরেণ শ্রীমদুদ্ধবপ্রশ্নোত্তর এব (শ্রীভাঃ ১১।১১।৩২)—

আজ্ঞায়ৈবং গুণান্ দোষান্ ময়াদিষ্টানপি স্বকান্।
ধর্ম্মান্ সন্ত্যজ্য যঃ সর্ব্বান্ মাং ভজেৎ
স চ সত্তমঃ ॥ ৬২ ॥

অনুবাদ—এই একান্তিতা চারি প্রকার, তাহার মধ্যে ধর্ম্মের প্রতি আদরহীনতা ভগবদ্ভক্তের লক্ষণ, শ্রীউদ্ধবের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীভগবদুক্তি—হে উদ্ধব। আমা কর্ত্তৃক আদিষ্ট বেদরূপী স্বধর্ম্মসমূহ ত্যাগ করিয়া ও ধর্ম্মাধর্ম্মের দোষ গুণ জানিয়া যিনি আমার ভজনা করেন তিনিও সত্তম ॥ ৬২ ॥

টীকা—সা চ সর্ব্বনৈরপেক্ষ্যেণ তদেকনিষ্ঠতারূপা একান্তিতা চতুর্দ্ধা চতুর্ভিঃ প্রকারৈঃ। একো ধর্ম্মানাদরং, অন্যশ্চ কর্ম্মজ্ঞানাদ্যশেষনিরপেক্ষতা, অপরো বিঘ্নাকুলত্বেঽপি রতিপরতাপরশ্চ প্রেমৈকপরতেতি। তত্র ধর্ম্মানাদরেণৈকান্তিতাং লিখতি—আজ্ঞায়ৈবমিতি। ময়া বেদরূপেণাদিষ্টান্ স্বধর্ম্মান্ সন্ত্যজ্য সম্যক্ ত্যক্ত্বা যো মাং ভজেৎ। তুর্থে চকারঃ, স তু সত্তমঃ পূর্ব্বোক্তসাধুতঃ শ্রেষ্ঠ ইত্যর্থঃ। কিমজ্ঞানাৎ নাস্তিক্যাদ্বা? ন, ধর্ম্মাচরণে এবমীদৃশান্ কৃপালুতাদিসদৃশান্ সত্ত্বশুদ্ধ্যাদিগুণান্ বিপক্ষে দোষাংশ্চ আজ্ঞায় সম্যক্ জ্ঞাত্বাপি মদ্ভক্ত্যৈব সর্ব্বং ভবিষ্যতীতি দৃঢ়নিশ্চয়েনৈব সর্ব্বধর্ম্মান্ মন্নিষ্ঠতাবিক্ষেপকতয়া সন্ত্যজ্যেত্যর্থঃ ॥ ৬২ ॥

ভগবদ্গীতায়াং (১৮।৬৬)—

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥ ৬৩

অনুবাদ—এই বিষয়ে শ্রীগীতাবাক্য যথা—হে অর্জ্জুন। নিত্যনৈমিত্তিকাদি কর্ম্ম লক্ষণযুক্ত সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্ম পরিত্যাগ করতঃ একমাত্র আমাকে আশ্রয় কর, সর্ব্ববিধ পাপ হইতে আমি তোমাকে মুক্ত করিব ॥ ৬৩ ॥

টীকা—সর্ব্বান্ নিত্যনৈমিত্তিকাদি-কর্ম্মলক্ষণান্ পরিত্যজ্য সর্ব্বথা ত্যক্ত্বা মামেকং শরণং ব্রজ, মদেকনিষ্ঠো ভবেত্যর্থঃ। যদ্বা, শরণাগতত্বমাত্রেণাপি মামেকমাশ্রয়, কিমু তৈকান্তিত্বেন? ননু বিহিতা-

করণেন পাপং স্যাৎ, তত্রাহ—সর্ব্বেভ্যো বিহিতাকরণজেভ্যঃ কথঞ্চিন্নিষিদ্ধাচরণজেভ্যশ্চ, তথা সংসারদুঃখকারণকর্ম্মরূপেভ্যঃ তদ্বাসনাদিরূপেভ্যোঽপি পাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামীতি অতঃ মা শুচঃ, পাপভয়েন ভীষ্মদ্রোণাদিবধেন বা শোকং মা কুরু। এবঞ্চান্যলোকশিক্ষণার্থমর্জ্জুনমধিকৃত্যোক্তং, ন তু তং প্রতি তথোপদেশঃ, তস্য নরাবতারত্বেন পরমসখ্যাদিনা চ স্বত এব পরমভাগবতত্বাৎ ॥ ৬৩ ॥

চতুর্থস্কন্ধে (২৯।৪৭)—

যদা যস্যানুগৃহ্ণাতি ভগবানাত্মভাবিতঃ।
স জহাতি মতিং লোকে বেদে চ পরিনিষ্ঠিতাম্॥৬৪

অনুবাদ—চতুর্থস্কন্ধে বলা হইয়াছে—মনোমধ্যে ধ্যানের বিষয়ীভূত হইয়া শ্রীভগবান যখন যাঁহাকে দয়া করেন, তখন তিনি বেদবিষয়ে পরিনিষ্ঠিতা মতি বিসর্জ্জন দেন। কারণ বেদ ত্রিগুণাতীত প্রেমময় স্বরূপ নন্দনন্দনের সরাসরি সংবাদ দেন না, এই বিষয়ে ভগবানের বিশেষ কৃপার অপেক্ষা আছে॥৬৪॥

টীকা—ধর্ম্মত্যাগস্তু কর্ম্মপরলোকবেদাপেক্ষাত্যাগেনৈব স্যাৎ, স চ ভগবতোঽনুগ্রহেণ ভগবদ্ভক্তস্য স্বতঃ সম্পদ্যত ইত্যাশয়েন লিখতি—যদেতি। যস্য যমনুগ্রহে হেতুঃ—আত্মনি মনসি ভাবিতো ধ্যাতঃ সন্; যদ্বা, স তদা আত্মভাবিতঃ শুদ্ধচিত্তঃ সন্ ভগবদ্যুক্তঃ সন্ বা, লোকব্যবহারে বেদে চ কর্ম্মমার্গে পরিনিষ্ঠিতাং পূর্ব্বজন্মাভ্যাসেন পরমনিষ্ঠাং প্রাপ্তামপি মতিং জহাতি। অতএব শ্রীভগবদ্গীতাসু (২।৪৫)—'ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন' ইতি ॥ ৬৪ ॥

অন্যসর্ব্বনিরপেক্ষতা

শ্রীভগবদুদ্ধবসংবাদে (শ্রীভাঃ ১১।২৬।২৭)
ঐলোপাখ্যানে—

সন্তোঽনপেক্ষা মচ্চিত্তাঃ প্রশান্তাঃ সমদর্শিনঃ।
নির্ম্মমা নিরহংকারা নির্দ্বন্দ্বা নিষ্পরিগ্রহাঃ ॥ ৬৫ ॥

অনুবাদ—শ্রীভগবদুদ্ধবসংবাদে ঐলোপাখ্যানে কথিত হইয়াছে—প্রশান্ত, সমদর্শী, নিরপেক্ষ, মদ্গত চিত্ত, নির্ম্মম, নিরহঙ্কারী নির্দ্বন্দ্ব ও পরিগ্রহ শূন্য হইলেই সাধুগণ সৎ বলিয়া কীর্ত্তিত হন ॥ ৬৫ ॥

টীকা—এবং ধর্ম্মানাদরেণৈকান্তিতালক্ষণং লিখিত্বা ইদানীং ভগবদ্ব্যতিরিক্তৈহিকামুষ্মিকাদ্যশেষনৈরপেক্ষ্যেণ যা একান্তিতা, তল্লক্ষণং লিখতি—সন্ত ইতি। 'সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ' (শ্রীভাঃ ১১।২৬।২৬) ইত্যুক্ত্যাপেক্ষিতং সতাং লক্ষণং মুখ্যমাহ—সন্ত ইতি। অনপেক্ষাঃ মদ্ব্যতিরিক্তে কুত্রচিদপেক্ষারহিতা যে তে সন্তঃ। তত্র হেতুঃ—ময্যেব চিত্তং যেষাং তে; প্রশান্ত ইত্যাদিবিশেষণষট্‌কস্য যথাসম্ভবং হেতুহেতুমত্তোহ্যা। তত্র প্রশান্তা রাগদ্বেষাদিরহিতাঃ, সমদর্শিনঃ মিত্রে শত্রৌ চৈকদৃষ্টয়ঃ, নির্ম্মমা মমত্বমোহহীনাঃ, নিরহঙ্কারাঃ অভিমানশূন্যাঃ, নির্দ্বন্দ্বাঃ শীতোষ্ণাদিনাঽনাকুলাঃ। নিষ্পরিগ্রহাঃ অকিঞ্চনাঃ ॥ ৬৫ ॥

অতএব শ্রীকপিলদেবহূতি-সংবাদে
(শ্রীভাঃ ৩.২৫।২৪)—

তত্র তে সাধবঃ সাধ্বি সর্ব্বসঙ্গবিবর্জ্জিতাঃ।
সঙ্গস্তেষ্বথ তে প্রার্থ্যঃ সঙ্গদোষহরা হি তে ॥ ৬৬ ॥

অনুবাদ—অতএব কপিলদেবহূতি-সংবাদে—যাঁহারা সর্ব্বসঙ্গরহিত, হে মাতঃ! তাঁহারা সাধুপদবাচ্য। সেই প্রকার সাধুসঙ্গই তোমার কর্ত্তব্য। যেহেতু সাধুগণ সঙ্গজনিত দোষ হরণ করিয়া থাকেন ॥ ৬৬ ॥

টীকা—সর্ব্বেণ বাহ্যেন আন্তরেণ চ সঙ্গেন অনাসক্ত্যা চ বিশেষতো বর্জ্জিতা রহিতাঃ। এতচ্চ একান্তিলক্ষণং দর্শিতম্। অথ অতঃ তেষ্বেব সঙ্গস্ত্বয়া প্রার্থ্যঃ, স্বতঃ পরমপুরুষার্থত্বেন পরমদুর্ল্লভত্বান্মনসাপি বাঞ্ছনীয়ঃ, কিমুত বক্তব্যং সাক্ষাৎকার্য্য ইত্যর্থঃ। যদ্বা, ননু তর্হি তৈঃ সহ মম সঙ্গো ভবতা ক্রিয়তাম্, তত্রাহ—তৈঃ সঙ্গঃ তেষ্বেব ত্বয়া প্রার্থ্যঃ। এবার্থে অথশব্দঃ, তেষাং কৃপয়ৈব স্বভক্ত্যা তৎসঙ্গঃ প্রাপ্যেত, ন ত্বন্যথেত্যর্থঃ। ননু সঙ্গতঃ কথঞ্চিদ্রাগদ্বেষা অপি সম্ভবেয়ুঃ তত্রাহ—সঙ্গে যে দোষাস্তান্ হরন্তীতি তথা তে; যদ্বা, সর্ব্বসঙ্গবিবর্জ্জিতানাং তেষাং সঙ্গো গৃহাদিসঙ্গবত্যা ময়া কথং প্রাপ্যঃ? তত্রাহ—সঙ্গেতি।

গৃহাদি-সঙ্গদোষং দর্শনমাত্রেণৈব তে হরিষ্যন্তীত্যর্থঃ; যদ্বা, সঙ্গ এব দোষরূপো যেষাং তে নিঃসঙ্গা যতয় ইত্যর্থঃ, তানপি হরন্তি স্বগুণৈরাকর্ষন্তীতি তথা তে। অতস্তেষাং মাহাত্ম্যেনৈবাকৃষ্টা সতী স্বয়মেব সর্ব্বং ত্যক্ত্বা যাস্যতীত্যর্থঃ। অলমতিবিস্তরেণ ॥ ৬৬ ॥

বিঘ্নাকুলত্বেঽপি মনোরতিপরতা

স্কান্দে চ তত্রৈব—

যস্য কৃচ্ছ্রগতস্যাপি কেশবে রমতে মনঃ।
ন বিচ্যুতা চ ভক্তির্বৈ স বৈ ভাগবতো নরঃ ॥ ৬৭ ॥
আপদ্গতস্য যস্যেহ ভক্তিরব্যভিচারিণী।
নান্যত্র রমতে চিত্তং স বৈ ভাগবতো নরঃ ॥ ৬৮ ॥

অনুবাদ—বিঘ্নাকুলত্বেও মনের রতিপরতা, স্কন্দপুরাণে—যাঁহার মন কষ্টে পড়িলেও শ্রীকেশবে অনুরক্ত থাকে এবং যে ব্যক্তি হরিভক্তি রহিত হন না তিনি অবশ্যই ভগবদ্ভক্ত। আপদ গ্রস্ত হইলেও শ্রীহরিতে যাঁহার ঐকান্তিকী ভক্তি থাকে, যাঁহার মনোবুদ্ধি হরি ব্যতীত অন্যত্র আসক্ত নহে, তিনিই ভাগবত ॥ ৬৭-৬৮ ॥

টীকা—রতির্ভাবঃ, স চ আগমে 'প্রেম্নস্তু প্রথমাবস্থা ভাব ইত্যভিধীয়তে' ইতি তৎপরতয়া মনোরম ইতি রতিরুক্তা। ভক্তিঃ শ্রবণাদিলক্ষণা, ভাগবতোত্তমা ইতি বা পাঠঃ, এবমগ্রেঽপি। ভক্তিরত্র রতিঃ, অন্যত্র কেশবব্যতিরিক্তে চিত্তং ন রমতে, তত্র প্রেমাকৃষ্টত্বাৎ ॥ ৬৭-৬৮ ॥

প্রেমৈকপরতা চ

শ্রীঋষভদেবস্য পুত্রানুশাসনে (শ্রীভাঃ ৫।৫।৩)—

যে বা ময়ীশে কৃতসৌহৃদার্থা
জনেষু দেহম্ভরবার্ত্তিকেষু।
গৃহেষু জায়াত্মজরাতিমৎসু
ন প্রীতিযুক্তা যাবদর্থাশ্চ লোকে ॥ ৬৯ ॥

অনুবাদ—শ্রীঋষভদেবের পুত্রানুশাসনে কথিত হইয়াছে যে—ঈশ্বররূপী আমার সহিত যাঁহারা সৌহার্দ্দ্য স্থাপন করেন এবং ঐ সৌহার্দ্দ্যকেই একমাত্র পুরুষার্থ বলিয়া জানেন, বিষয়ানুরক্ত জনের প্রতি এবং স্ত্রীপুত্রধন জনাদিতে যিনি আসক্তিহীন আর সংসারে কেবল দেহযাত্রা নির্ব্বাহের জন্যই যাঁহারা ধনাকাঙ্ক্ষা পোষণ ব্যতীত অধিক ধনে স্পৃহা করেন না, তাহারাই মহাপুরুষ ॥ ৬৯ ॥

টীকা—অধুনা প্রেমৈকপরতয়া যৈকান্তিতা, তল্লক্ষণং লিখতি—যে বেতি ত্রিভিঃ। পূর্ব্বং 'মহান্তস্তে সমচিত্তাঃ প্রশান্তাঃ' ইত্যর্দ্ধশ্লোকেন মহত্তাং সামান্যলক্ষণমুক্ত্বা ইদানীং মুখ্যলক্ষণমাহ—ময়ি ঈশে ভগবতি কৃতং সৌহৃদং প্রেমৈব অর্থঃ পুরুষার্থো যেষাং তে। বা-শব্দেনান্যনিরপেক্ষস্যৈবাস্য লক্ষণত্বং দর্শিতম্। তদ্বাহ্যলিঙ্গমাহ—দেহং বিভর্ত্তীতি দেহম্ভরা বিষয়বার্ত্তা এব ন ধর্ম্মাদিবিষয়বার্ত্তাপি যেষু; যদ্বঃ, দেহম্ভরেব বার্ত্তা জীবনোপায়ধনাদির্ন তু ভগবৎপূজাদার্থা যেষাং তেষু জনেষু গৃহেষু চ জায়াদিযুক্তেষু ন প্রীতিযুক্তাঃ। রাতির্মিত্রং ধনং বা, লোকে যাবদর্থাশ্চ যাবদর্থমেবার্থো যেষাং মধ্যপদলোপী সমাসঃ। দেহনির্ব্বাহাধিক-স্পৃহাশূন্যা ইত্যর্থঃ। যদ্বা, ননু প্রীত্যভাবাদ্দেহাদীনামুপেক্ষাপত্ত্যা দেহনির্ব্বাহঃ কথমস্তু? তত্রাহ—লোকে যাবানর্থোঽস্তি, স এবার্থো যেষাম্, লোকাঃ প্রারব্ধবশেন স্বয়মেব স্বধনাদিনা তদ্দেহপোষণাদিকং কর্য্যুরেবেতি ভাবঃ। পূর্ব্বামাসক্তিরহিতত্বোক্তা, অনাসক্তৌ চ কথঞ্চিৎ কদাচিৎ কুত্রাপি প্রীতিরপি ঘটেত, কিন্তু আসক্ত্যভাবান্নির্ম্মূলা বিনশ্বরা চ। তত্র চ সর্ব্বথা সর্ব্বদা সর্ব্বত্র প্রীতিরাহিত্যমেবোক্তং, অতোঽস্য লক্ষণস্য পূর্ব্বতোঽপি শ্রৈষ্ঠ্যং দ্রষ্টব্যম্। এবমগ্রেঽপি ॥ ৬৯ ॥

ত্রিধা প্রেমৈকপরতা প্রেম্নঃ স্যাত্তারতম্যতঃ।
উত্তমা মধ্যমা চাসৌ কনিষ্ঠা চেতি ভেদতঃ ॥ ৭০ ॥

অনুবাদ—উত্তমা, মধ্যমা ও কনিষ্ঠা ভেদে প্রেমের তারতম্যানুসারে প্রেমৈকপরতা তিন প্রকার ॥ ৭০ ॥

তত্রোত্তমা

যথা একাদশে হবিযোগেশ্বরোত্তরে (২।৪৫)—

সর্ব্বভূতেষু পশ্যেদ্ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ।
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ ॥ ৭১ ॥

অনুবাদ—একাদশস্কন্ধে শ্রীহবিযোগেশ্বরের উত্তরে—হে রাজন্! যিনি সর্ব্বভূতে নিজের ভগবদ্ভাব এবং ভগবানে সর্ব্বভূতকে নিরীক্ষণ করেন, তিনিই ভাগবত শ্রেষ্ঠ ॥ ৭১ ॥

স্বেষ্টদেবস্য ভাবং যঃ সর্ব্বভূতেষু পশ্যতি।
ভাবয়ন্তি চ তান্যস্মিন্নিত্যর্থঃ সম্মতঃ সতাম্ ॥ ৭২ ॥

অনুবাদ—সর্ব্বজীবে নিজ অভীষ্টদেবের ভাব অর্থাৎ সত্তা দর্শন করেন এবং ভগবানে ভূতগণের অবস্থিতি চিন্তা করেন, তিনিই ভাগবত বলিয়া সাধুগণ কর্তৃক অভিহিত হন ॥ ৭২ ॥

শ্রীকপিলদেবহূতি-সংবাদে (শ্রীভাঃ ৩।২৫।২২)—
ময্যনন্যেন ভাবেন ভক্তিং কুর্ব্বন্তি যে দৃঢ়াম্।
মৎকৃতে ত্যক্তকর্ম্মাণস্ত্যক্তস্বজনবান্ধবাঃ ॥ ৭৩ ॥

অনুবাদ—শ্রীকপিল-দেবহূতি-সংবাদে—আমার প্রতি প্রেমনিষ্ঠাহেতু যাঁহারা অনন্যভাবে ভক্তির দৃঢ়তা লাভ করেন, তাঁহারা আমার জন্য কর্ম্মত্যাগ এবং প্রয়োজনে আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধব প্রভৃতিকেও ত্যাগ করেন ॥ ৭৩ ॥

টীকা—ন বিদ্যতেঽন্যৎ কিঞ্চিৎ ফলানুসন্ধানাদিকং যস্মিন্ তেন বিশুদ্ধেন ভাবেনেত্যর্থঃ। ভাবেন প্রেম্না, অতএব দৃঢ়াং পরমনিষ্ঠাং প্রাপ্তাং ভক্তিং শ্রবণাদিরূপাং বিবিধাং কেবলং নামসংকীর্ত্তনাত্মিকাং বা যে কুর্ব্বন্তি, তে সাধব ইত্যুত্তরশ্লোকেনান্বয়ঃ। অতএব মৎকৃতে মম কর্ম্মণি নিমিত্তে; যদ্বা, মৎপ্রাপ্ত্যর্থং, যদ্বা মৎপ্রীত্যেত্যর্থঃ; ত্যক্তানি কর্ম্মাণি নিত্যনৈমিত্তিকাদীনি সর্ব্বাণ্যেব যৈঃ; তথা ত্যক্তাঃ স্বজনা জ্ঞাতয়ো বান্ধবাশ্চ সম্বন্ধিনো যৈস্তে। এতচ্চ প্রেমনিষ্ঠতায়া বাহ্যলক্ষণং জ্ঞেয়ম্। পূর্ব্বমাসক্তিত্যাগ এব, ততশ্চ প্রীত্যভাব এবোক্তঃ। অত্র সর্ব্বথা সমূলত্যাগ এব দর্শিতঃ। এবং পূর্ব্বপূর্ব্বতোঽস্য শ্রৈষ্ঠ্যমায়াতম্। ইত্থং ব্রতপরতামারভ্য প্রেমপরতাপর্য্যন্তমুত্তরোত্তরং, তথা তত্তদবান্তরে চ শ্রৈষ্ঠ্যমূহ্যম্। অতএব সর্ব্বতঃ শ্রেষ্ঠতমত্বাদস্যাঃ সর্ব্বান্তে লিখনম্। এবং শ্রীহবিযোগেশ্বরেণাপি 'বিসৃজতি' ইত্যেতদুক্তমিতি দিক্ ॥ ৭৩ ॥

শ্রীহবিযোগেশ্বরোত্তরে চ (শ্রীভাঃ ১১।২।৫৫)—
বিসৃজতি হৃদয়ং ন যস্য সাক্ষা-
দ্ধরিরবশাভিহিতোঽপ্যঘৌঘনাশঃ।
প্রণয়রসনয়া ধৃতাঙ্ঘ্রিপদ্মঃ
স ভবতি ভাগবতপ্রধান উক্তঃ ॥ ৭৪ ॥

অনুবাদ—শ্রীহবিযোগেশ্বরের উত্তরে—যাঁহার শ্রীনাম অবশভাবে উচ্চারণ করিলেও সকল প্রকার পাতক বিনষ্ট হয়, সেই ভগবান শ্রীহরি প্রেমরজ্জুদ্বারা বদ্ধ-পাদপদ্ম হইয়া যাঁহার হৃদয় ত্যাগ করিতে পারেন না, তিনিই ভাগবতোত্তম বলিয়া কীর্ত্তিত হন ॥ ৭৪ ॥

টীকা—'সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেৎ' ইত্যাদিনা বহুধা ভাগবতস্য লক্ষণমুক্ত্বা ইদানীমুক্ত সমস্তলক্ষণসারমাহ—বিসৃজতীতি; হরিরেব সাক্ষাৎ স্বয়ং যস্য হৃদয়ং ন বিসৃজতি ন মুঞ্চতি; কথম্ভূতঃ? অবশেনাপ্যভিহিতমাত্রোঽপি অঘৌঘং পাপসমূহং সংসারবেগং বা নাশয়তি যঃ সঃ। তৎ কিমিতি ন বিসৃজতি? যতঃ প্রণয়রসনয়া প্রেমশৃঙ্খলয়া ধৃতং হৃদয়ে বদ্ধং অঙ্ঘ্রিপদ্মং যস্য সঃ; স এব ভাগবতপ্রধান উক্তো ভবতি তত্ত্ববিদ্ভিরিতি। প্রধান-শব্দঃ 'কোষে অস্ত্রিয়াম্' ইত্যুক্তঃ; যদ্বা, বৈষ্ণবাগ্র্য ইতি পূর্ব্বেণ সম্বন্ধঃ; প্রকরণবলাদধ্যাহার্য্যমেব বা। ভাগবতো ভগবদ্ভক্তো ভাগবতাখ্যশাস্ত্রং বা প্রধানং যস্য স ইতি বাহ্যলক্ষণং তস্যেতি ॥ ৭৪ ॥

তত্র মধ্যমা

হবিযোগেশ্বরোক্তাবেব (শ্রীভাঃ ১১।২।৪৬)—
ঈশ্বরে তদধীনেষু বালিশেষু দ্বিষৎসু চ।
প্রেমমৈত্রী-কৃপোপেক্ষা যঃ করোতি স মধ্যমঃ ॥৭৫॥

অনুবাদ—অনন্তর মধ্যম ভক্তের লক্ষণ ঐ যোগেশ্বরের উত্তরে—যিনি শ্রীভগবানে প্রেম, তাঁহার ভক্তগণে মৈত্রী বা সখ্যতা, অজ্ঞ জনগণের প্রতি কৃপা এবং ভগবৎ বিমুখ জনের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করেন, ভেদ জ্ঞান থাকায় তিনি মধ্যম ভক্ত বলিয়া পরিগণিত ॥ ৭৫

তত্র কনিষ্ঠা

তত্রৈব (শ্রীভাঃ ১১।২।৪৭)—

অর্চ্চায়ামেব হরয়ে পূজাং যঃ শ্রদ্ধয়েহতে।
ন তদ্ভক্তেষু চান্যেষু স ভক্তঃ প্রাকৃতঃ স্মৃতঃ ॥৭৬॥

অনুবাদ—অনন্তর কনিষ্ঠ ভক্তের লক্ষণ ঐ স্থানেই কথিত হইয়াছে—শ্রদ্ধাপূর্ব্বক শ্রীহরির পূজক, কিন্তু শ্রীহরিভক্ত বা অন্যের পূজায় বিমুখ এই প্রকার ব্যক্তি ভক্তির প্রথম অধিকারী। ইঁহারা ক্রমপর্য্যায়ে ভক্তির উত্তম অধিকারী হইবেন, ইহাতে সন্দেহ নাই ॥৭৬॥

শ্রদ্ধয়া পূজনং প্রেম-বোধকং ভক্ত ইত্যপি।
লক্ষণানি চ যান্যগ্রে ভক্তের্লেখ্যানি তান্যপি ॥ ৭৭ ॥

অনুবাদ—ভক্তব্যক্তির শ্রদ্ধাপূর্ব্বক অর্চ্চনাই প্রেম প্রকাশক। তারপর বন্দনাদি যে সমস্ত ভক্তির লক্ষণ কথিত হইবে, সেই সকল লক্ষণান্বিত হইলেই তাঁহাকে ভগবদ্ভক্ত বলা যাইবে।' ৭৭ ॥

বন্দনাদীনি বিদ্যন্তে যেষু ভাগবতা হি তে।
এতানি লক্ষণানীত্থং গৌণমুখ্যাদিভেদতঃ ॥ ৭৮ ॥
উহ্যানি লক্ষণান্যেবং বিবেচ্যানি পরাণ্যপি ॥ ৭৯ ॥

অনুবাদ—ব্রতপরতা পর্য্যন্ত এই ভাবে যে সকল মহাভাগবত লক্ষণ ও ভগবদ্ভক্ত লক্ষণ বর্ণিত হইয়াছে, তন্মধ্যে কিছু গৌণ ও কিছু মুখ্য বা প্রধান বলিয়া জানিবে ॥ ৭৮-৭৯ ॥

টীকা—ননু 'সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেৎ' ইত্যাদৌ বহুবিধোঽপি ভগবদ্ভক্তঃ, 'এষ ভাগবতোত্তমঃ ইত্যাদিনা শ্রীভাগবতে সামান্যেনৈব সর্ব্ব উক্তঃ, তথাত্রাপি লিখিতঃ, কিন্তু ভগবদ্ব্রতকর্ম্মাদিপরতায়া জ্ঞানাদিপরতায়াশ্চ তথা কথাদিপরতয়া একান্তিতায়াশ্চ পৃথগ্লিখনাৎ তারতম্যপ্রতীতের্ভেদো ভাসত এব, স চ ব্যক্তং ন লিখিতঃ; কথং বিবেচনীয় ইত্যপেক্ষায়াং লিখতি—এতানীতি। ইত্থম্ অনেন লিখিতপ্রকারেণ, লিখিতানি এতানি ব্রতপরতাদীনি মহাভাগবতলক্ষণান্তানি ভগবদ্ভক্তলক্ষণানি গৌণমুখ্যাদিভেদেন কানি চ গৌণানি কনিষ্ঠানি, কানি চ মুখ্যানি; আদিশব্দাৎ তত্রৈব কানিচিদ্বহিরঙ্গানি কানিচিচ্ছান্তরঙ্গানীত্যাদিভেদেন উহ্যানি বিবিচ্য বোদ্ধব্যানি। তত্র ব্রতকর্ম্মাদিপরতা গৌণলক্ষণং, জ্ঞানাদিপরতা তত্তদপেক্ষয়া মুখ্যলক্ষণমপি ভক্তের্বহিরঙ্গমেব; অতএব সা তস্য সাক্ষাদ্ভগবদ্ভক্তলক্ষণাসম্পত্তেস্তত্র তত্র ভক্তিহেতুরিতি লিখিতম্। শ্রবণাদীনি চ মুখ্যলক্ষণান্যন্তরঙ্গান্যেব. একান্তিতা চ পরমমুখ্যা অত্যন্তান্তরঙ্গা চ, তত্র তত্রৈবান্তরগৌণমুখ্যাদীন্যপ্যুহ্যানি। এবং গৌণমুখ্যাদিভেদেন অপরাণি অত্র লিখিতানি বন্দনাদীন্যপি বিবেচ্যানি, বিবিচ্য জ্ঞেয়ানি, তথা তত্তল্লক্ষণানাং তারতম্যাদীনা ভগবদ্ভক্তানামপি তারতম্যং বিবেচনীয়মিতি দিক্ ॥ ৭৮-৭৯ ॥

ঈদৃগ্-লক্ষণবন্তঃ স্যুর্দুর্ল্লভা বহবো জনাঃ।
দিব্যা হি মণয়ো ব্যক্তং ন বর্ত্তেরন্নিতস্ততঃ ॥ ৮০ ॥

অনুবাদ—এই সকল লক্ষণে লক্ষণান্বিত ব্যক্তি সংখ্যায় খুবই অল্প। কারণ চিন্তামণি প্রভৃতি অমূল্যরত্ন সকল স্থানে পাওয়া যায় না ॥ ৮০ ॥

টীকা—ননু কর্ম্মজ্ঞানাদিপরাঃ সর্ব্বত্র বহবো দৃশ্যন্তে, লিখিতলক্ষণাশ্চ মহাভাগবতা একান্তিনো ন দৃশ্যন্তে, সত্যং তে নিগূঢ়া এবেতি লিখতি—ঈদৃগিতি। তথা চ হরিভক্তিসুধোদয়ে—'সুদুর্ল্লভা ভাগবতা হি লোকে' ইতি। দিব্যা অমূল্যাশ্চিন্তামণ্যাদয়ঃ, ইতস্ততঃ সর্ব্বত্রেত্যর্থঃ; ব্যক্তমিতি সন্ত্যেব, অন্যথা লোকরক্ষানুপপত্তেঃ। কিন্তু, অলক্ষিতং কুচিৎ কুশ্চিৎ বর্ত্তত ইতি ভাবঃ ॥ ৮০ ॥

অতএবোক্তং মোক্ষধর্ম্মে নারদীয়ে—

জায়মানং হি পুরুষং যং পশ্যেন্মধুসূদনঃ।
সাত্ত্বিকঃ স তু বিজ্ঞেয়ো ভবেন্মোক্ষার্থ-নিশ্চয়ঃ ॥
ইতি ॥ ৮১ ॥

অনুবাদ—অতএব নারদীয়পুরাণে মোক্ষধর্ম্মে কথিত হইয়াছে – যে জায়মান পুরুষের প্রতি ভগবান শ্রীমধুসূদন দৃষ্টিদান করেন, তিনি সাত্ত্বিক বলিয়া উক্ত হন। মুক্তি ফল ভক্তির জন্য তাঁহার দৃঢ়-নিশ্চয়তা হইয়া থাকে ॥ ৮১ ॥

টীকা—স এব মোক্ষার্থে মোক্ষস্য অর্থঃ ফলং ভক্তিস্তস্মিন্নিশ্চিতঃ কৃতনিশ্চয়ো ভবতি ; এবং পরম-দুর্লভত্বমেব সিদ্ধম্ ॥ ৮১ ॥

এবং সংক্ষিপ্য লিখিতাদ্বৈষ্ণবানান্তু লক্ষণাৎ।
মাহাত্ম্যমপি বিজ্ঞেয়ং লিখ্যতেহন্যচ্চ তৎ কিয়ৎ ॥৮২

অনুবাদ—এই ভাবে সংক্ষেপে বর্ণিত লক্ষণ দ্বারা বৈষ্ণব-মাহাত্ম্যও প্রকাশ পাইল। এখন সংক্ষেপে অপর কতিপয় বৈষ্ণব-মাহাত্ম্য বর্ণিত হইতেছে ॥৮২॥

টীকা—'সুপ্রিয়ঃ শ্রীপতির্যেষাম্' ইত্যাদিরূপাৎ, তথা 'সদাচাররতা' ইত্যাদিরূপাৎ, 'তিতিক্ষবঃ' ইত্যাদি-রূপাচ্চ, 'মহৎসেবাং দ্বারমাহুর্বিমুক্তেঃ' (শ্রীভা ৫।৫।২) ইত্যাদিরূপাদপি লক্ষণাৎ বিজ্ঞেয়ং স্যাদেব ; তৎ মাহাত্ম্যং অন্যচ্চ কিয়ৎ সংক্ষিপ্তং লিখ্যতে ॥ ৮২ ॥

অথ ভগবদ্ভক্তানাং মাহাত্ম্যম্

সৌপর্ণে শ্রীশক্রোক্তৌ—

কলৌ ভাগবতং নাম যস্য পুংসঃ প্রজায়তে।
জননী পুত্রিণী তেন পিতৃণান্তু ধুরন্ধরঃ ॥ ৮৩ ॥

অনুবাদ—অতঃপর ভগবদ্ভক্ত-মাহাত্ম্য বিষয়ে গরুড়পুরাণে দেবরাজ কহিতেছেন—কলিকালে ভগবদ্ভক্ত বলিয়া প্রসিদ্ধ হইলে সেই ব্যক্তিদ্বারা জননী পুত্রবতী হন ও সেই পুরুষ পিতৃবর্গের ভারবাহী হন ॥ ৮৩ ॥

টীকা—ভাগবতং নাম—বৈষ্ণব ইতি নাম ; যদ্বা, শ্রীকৃষ্ণদাসেত্যাদিসংজ্ঞাপি ; তথাপি দীক্ষয়ৈব তাদৃশ-নামোৎপত্ত্যা ভগবদ্ভক্তত্বং সিদ্ধমেব ; যদ্বা, নামমাত্রেণ তাদৃশ-মাহাত্ম্যং কিং পুনরাচারাদিনেত্যর্থঃ। এব-মন্যদপ্যূহ্যং ॥ ৮৩ ॥

কলৌ ভাগবতং নাম দুর্লভং নৈব লভ্যতে।
ব্রহ্মরুদ্রপদোৎকৃষ্টং গুরুণা কথিতং মম ॥ ৮৪ ॥

অনুবাদ—অর্থাৎ এই কলিযুগে ভগবদ্ভক্ত হওয়াই জীবনের লক্ষ্য উচিত। দেবগুরু বৃহস্পতি আমাকে বলিয়াছেন কলিযুগে ভগবদ্ভক্ত এই নাম দুষ্প্রাপ্য ইহা কদাচ সুলভ নহে। এই ভাগবত নাম রুদ্রপাদ অপেক্ষাও উত্তম ॥ ৮৪ ॥

টীকা—গুরুণা শ্রীবৃহস্পতিনা ॥ ৮৪ ॥

যস্য ভাগবতঃ চিহ্নং দৃশ্যতে তু হরির্মুনে।
গীয়তে চ কলৌ দেবা জ্ঞেয়াস্তে নাস্তি সংশয়ঃ ॥ ৮৫

অনুবাদ—কলিকালে যিনি তপ্তমুদ্রাদি চিহ্ন ধারণ করেন, হে মুনে! যাঁহাদিগের বদনে শ্রীহরিনাম গীত হন, তাঁহারা দেবতুল্য, ইহাতে সন্দেহ নাই ॥৮৫॥

টীকা—চিহ্নং তপ্তমুদ্রাদিলক্ষণং, হরির্গীয়তে চ যৈঃ তে কলৌ দেবা জ্ঞেয়াঃ। কলাবিত্যস্য পূর্ব্বেণ বান্বয়ঃ ॥ ৮৫ ॥

মার্কণ্ডেয়োক্তৌ—

সমীপে তিষ্ঠতে যস্য হ্যন্তকালেহপি বৈষ্ণবঃ।
গচ্ছতে পরমং স্থানং যদ্যপি ব্রহ্মহা ভবেৎ ॥ ৮৬ ॥

অনুবাদ—শ্রীমার্কণ্ডেয় বলিয়াছেন—মৃত্যুকালে বৈষ্ণবজন নিকটে থাকিলে ব্রহ্মঘাতী পাপীও পরম-পদ লাভে সমর্থ হয় ॥ ৮৬ ॥

টীকা—গচ্ছতে গচ্ছতি ॥ ৮৬ ॥

নারদীয়ে শ্রীবামদেবরুক্মাঙ্গদ-সংবাদে—

শ্বপচোহপি মহীপাল বিষ্ণোর্ভক্তো দ্বিজাধিকঃ।
বিষ্ণুভক্তিবিহীনো যো যতিশ্চ শ্বপচাধিকঃ ॥ ৮৭ ॥

অনুবাদ—শ্রীনারদীয়পুরাণে বামদেবরুক্মাঙ্গদ-সংবাদে বলা হইয়াছে,—হে নরেন্দ্র! শ্বপচ অর্থাৎ চণ্ডাল ব্যক্তিও বৈষ্ণব হইলে দ্বিজ হইতে উত্তম হইয়া থাকেন এবং বিষ্ণুভক্তি রহিত হইলে যতি ব্যক্তিও চণ্ডাল হইতে হীন বলিয়া গণ্য হন ॥ ৮৭ ॥

টীকা—দ্বিজাৎ বিপ্রাদপ্যধিক উত্তমঃ। শ্বপচাদ-প্যধিকঃ পরমনিকৃষ্ট ইত্যর্থঃ। অধম ইত্যেব বা পাঠঃ ॥ ৮৭ ॥

স্কান্দে রেবাখণ্ডে শ্রীব্রহ্মোক্তৌ—

ইন্দ্রো মহেশ্বরো ব্রহ্মা পরং ব্রহ্ম তদৈব হি।
শ্বপচোহপি ভবত্যেব যদা তুষ্টোহসি কেশব ॥ ৮৮ ॥

অনুবাদ—স্কন্দপুরাণে রেবাখণ্ডে শ্রীব্রহ্মার উক্তি—হে কেশব। তুমি প্রীত হইলে শ্বপচ জনও ইন্দ্র শিব, ব্রহ্মা ও পরব্রহ্ম-স্বরূপ হয় ॥ ৮৮ ॥

টীকা—যদা তুষ্টোঽসি তদেব শ্বপচোঽপি ইন্দ্রাদির্ভবতি। তত্র পরব্রহ্মেতি—মুক্তস্তন্ময়ো বেত্যর্থঃ ॥৮৮

—————

শ্বপচাদপি কষ্টত্বং ব্রহ্মেশানাদয়ঃ সুরাঃ।
তদৈবাঽচ্যুত যান্ত্যেতে যদৈব ত্বং পরাঙ্মুখঃ ॥৮৯॥
স কর্ত্তা সর্ব্বধর্ম্মাণাং ভক্তো যস্তব কেশব।
স কর্ত্তা সর্ব্বপাপানাং যো ন ভক্তস্তবাচ্যুত ॥ ৯০ ॥
ধর্ম্মো ভবত্যধর্ম্মোঽপি কৃতো ভক্তৈস্তবাচ্যুত।
পাপং ভবতি ধর্ম্মোঽপি তবাভক্তৈঃ কৃতো হরে ॥৯১
নিঃশেষধর্ম্মকর্ত্তা বাঽপ্যভক্তো নরকে হরে।
সদা তিষ্ঠতি ভক্তস্তে ব্রহ্মহাপি বিশুধ্যতি ॥ ৯২ ॥
নিশ্চলা ত্বয়ি ভক্তির্যা সৈব মুক্তির্জনার্দ্দন।
মুক্তা এব হি ভক্তাস্তে তব বিষ্ণো যতো হরে ॥৯৩॥

অনুবাদ—হে অচ্যুত। তুমি বিমুখ হইলে বিরিঞ্চি, হর প্রভৃতি দেবগণও শ্বপচ অপেক্ষা হীন হন।

হে অচ্যুত। তোমার ভক্তই সর্ব্বধর্ম্ম কর্ত্তা এবং তোমার প্রতি যে ব্যক্তি ভক্তিমান নহে, সেই ব্যক্তিই সর্ব্বপ্রকার পাপে পাপী, ইহাই শাস্ত্রাভি মত।

হে অচ্যুত। হে হরে। তোমার ভক্তগণ কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত অধর্ম্মও ধর্ম্ম বলিয়া গণ্য এবং তোমার অভক্ত কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত ধর্ম্মও অধর্ম্ম বলিয়া গণনীয় হয়।

হে পুরুষোত্তম। হে জনার্দ্দন। তোমাতে ভক্তি-শূন্য ব্যক্তির নরকে বাস হয় এবং তোমাতে ভক্তিমান মনুষ্য ব্রহ্মঘাতী হইলেও পবিত্র হইয়া থাকে।

তোমার প্রতি যে অচলা ভক্তি, তাহাকেই মুক্তি বলিয়া কীর্ত্তন করা হয় এবং ইহাতে কোনই সন্দেহ নাই যে তোমার ভক্তগণই মুক্ত ॥ ৮৯-৯৩ ॥

টীকা—ন চ্যুতঃ, কথঞ্চিদপি ন ভ্রষ্টো ভবতি ভক্তো যস্মাদিতি তৎসম্বোধনম্—হে অচ্যুতেতি। তথা চোক্তম্—'ন চ্যবন্তেঽপি যদ্ভক্তা মহত্যাং প্রলয়াপদি। অতোঽচ্যুতোঽখিলে লোকে স একঃ' ইত্যাদি; এতচ্চাগ্রে লেখ্যমেব ॥ ৯০ ॥

টীকা—তব ভক্তৈঃ কৃতঃ অধর্ম্মঃ কদাচিত্তীর্থাদাবধিকপ্রতিগ্রহাদিনা পাপমপি ধর্ম্ম এব ভবতি, ভক্ত্যা ত্বদর্থমেব কৃতত্বাৎ। তবাভক্তৈঃ কৃতো ধর্ম্মো যোগাদিরপি পাপমেব ভবতি, ত্বদনাদরাৎ; তদুক্তম্। 'অরিমিত্রং বিষং পথ্যমধর্ম্মো ধর্ম্মতাং ব্রজেৎ। প্রসন্নে পুণ্ডরীকাক্ষে বিপরীতে বিপর্য্যয়ঃ ॥' ইতি ॥ ৯১ ॥

টীকা—নরকে সদা তিষ্ঠতি, অভক্ত্যা ভগবদনাদরেণ নাস্তিকত্বাপত্তেঃ; তথা চোক্তমেকাদশস্কন্ধে (৫।৩)—'য এষাং পুরুষং সাক্ষাদাত্মপ্রভবমীশ্বরম্। ন ভজন্ত্যবজানন্তি স্থানাদ্ভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ' ॥ ইতি ৯২ ॥

টীকা—দেহান্তে বিমুচ্যত ইতি কিং বক্তব্যং, ত্বয়ি ভক্তিনিষ্ঠয়া তস্মিন্নেব দেহে মুক্ত এবাসাবিত্যাশয়েনাহ—নিশ্চলেতি জনার্দ্দনে হে জন্মলক্ষণসংসারনাশক। বিষ্ণো হে অপরিচ্ছিন্ন। হরে হে সংসারদুঃখহরেতি সম্বোধনত্রয়েণ তব ভক্তৈর্ভক্তানাঞ্চ তাদৃশত্বং যুক্তমেবেতি দোত্যতে ॥ ৯৩ ॥

—————

তত্রৈব দুর্ব্বাসোনারদ-সংবাদে—

নূনং ভাগবতা লোকে লোকরক্ষা-বিশারদাঃ।
ব্রজন্তি বিষ্ণুনাদিষ্টা হৃদিস্থেন মহামুনে ॥ ৯৪ ॥

অনুবাদ—ঐ স্কন্দপুরাণেই দুর্ব্বাসা-নারদ-সংবাদে কথিত হইয়াছে—হে মহামুনে! লোকরক্ষা-বিশারদ ভগবদ্ভক্তগণ হৃদয়ে অধিষ্ঠিত শ্রীহরির আদেশানুসারেই এই সংসারে বিচরণ করিয়া থাকেন ॥ ৯৪ ॥

টীকা—ব্রজন্তীত্যাদৌ গচ্ছন্তি ভ্রমন্তীতি বা ॥৯৪॥

—————

ভগবানেব সর্ব্বত্র ভূতানাং কৃপয়া হরিঃ।
রক্ষণায় চরল্লোকান্ ভক্তরূপেণ নারদ ॥ ৯৫ ॥

অনুবাদ—হে নারদ। জীবগণের রক্ষার নিমিত্ত কৃপাপরবশ হইয়া ভগবান জনার্দ্দনই ভক্তরূপে এই জগৎ-সংসারে পরিভ্রমণ করেন ॥ ৯৫ ॥

—————

তত্রৈব শ্রীব্রহ্মনারদসংবাদে—

যস্তু বিষ্ণুপরো নিত্যং দৃঢ়ভক্তির্জিতেন্দ্রিয়ঃ।
স্বগৃহেঽপি বসন্ যাতি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্ ॥৯৬

অশ্বমেধসহস্রাণাং সহস্রং যঃ করোতি বৈ।
নাসৌ তৎফলমাপ্নোতি তদ্ভক্তৈর্যদবাপ্যতে ॥ ৯৭ ॥

অনুবাদ—ঐ স্কন্দপুরাণে ব্রহ্ম-নারদ-সংবাদে—নিত্য দৃঢ়ভক্তিযুক্ত হরিপরায়ণ, জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি নিজের গৃহে থাকিয়াও শ্রীবিষ্ণুর পরমধামে গমন করেন। দশলক্ষ অশ্বমেধযজ্ঞকারীও শ্রীহরিভক্ত-গণের প্রাপ্য ফল পাইতে পারেন না ॥ ৯৬-৯৭ ॥

তত্রৈবামৃতসারোদ্ধারে শ্রীযম-তদ্ভটসংবাদে—
সর্ব্বত্র বৈষ্ণবাঃ পূজ্যাঃ স্বর্গে মর্ত্তে রসাতলে।
দেবতানাং মনুষ্যাণাং তথৈবোরগরক্ষসাম্ ॥ ৯৮ ॥
যেষাং স্মরণমাত্রেণ পাপ-লক্ষশতানি চ।
দহ্যন্তে নাত্র সন্দেহো বৈষ্ণবানাং মহাত্মনাম্ ॥ ৯৯ ॥

অনুবাদ—ঐ গ্রন্থে অমৃতসারোদ্ধারে শ্রীযম-যম-দূত-সংবাদে বলা হইয়াছে—স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল সর্ব্বত্রই শ্রীবৈষ্ণবগণ দেবতা, মনুষ্য, পন্নগ ও রাক্ষসকুলের পূজার যোগ্য। বৈষ্ণব মহাত্মগণের স্মরণমাত্রই শতলক্ষ পাপ বিনষ্ট হয় ইহাতে সন্দেহ নাই ॥ ৯৮-৯৯ ॥

টীকা—নিত্যং বিষ্ণুপরত্বে হেতুঃ—দৃঢ়া নিশ্চলা ভক্তির্যস্যেতি, অতএব জিতেন্দ্রিয়ঃ। যেষাং বৈষ্ণবা-নাম্, অতএব মহাত্মনাং স্মরণমাত্রেণ ॥ ৯৬-৯৯ ॥

যেষাং পাদরজেনৈব প্রাপ্যতে জাহ্নবীজলম্।
নার্ম্মদং যামুনং চৈব কিং পুনঃ পাদয়োর্জলম্ ॥১০০
যেষাং বাক্যজলৌঘেন বিনা গঙ্গাজলৈরপি।
বিনা তীর্থসহস্রেণ স্নাতো ভবতি মানবঃ ॥ ১০১ ॥

অনুবাদ—যমুনা, জাহ্নবী ও নর্ম্মদা নদীরজল যাঁহাদের চরণরেণুতে পাওয়া যায়, যাঁহাদের উপদেশ কিংবা যাঁহাদের মুখোচ্চারিত শ্রীহরিসংকীর্ত্তনরূপ জলদ্বারা মনুষ্যগণ অসংখ্য অসংখ্য তীর্থ ও গঙ্গাজল ছাড়াই স্নাত হয়, তাঁহাদের পাদোদক মাহাত্ম্য আর কি বলিব? ১০০-১০১ ॥

টীকা—পাদস্য রজেন রজসৈব, নার্ম্মদং যামুনঞ্চ জলং প্রাপ্যতে। 'কিং পুনস্তেষাং পাদয়োর্জলং, তন্মা-হিমা কিং পুনর্বক্তব্য ইত্যর্থঃ। অস্য পানসম্ভবেন রজসঃ সকাশান্মাহাত্ম্যাপেক্ষয়া কিং পুনরিতি ন্যায়োক্তিঃ ॥ ১০০ ॥

টীকা—বাক্যমুপদেশরূপং ভগবৎকথাকীর্ত্তনাদি-রূপং বা, তদেব জলৌঘঃ পয়ঃপূরঃ, তেনৈব ॥১০১॥

তত্রৈব চাতুর্ম্মাস্যমাহাত্ম্যে—
তাবৎ ভ্রমন্তি সংসারে পিতরঃ পিণ্ডতৎপরাঃ।
যাবৎ কুলে ভক্তিযুক্তঃ সুতো নৈব প্রজায়তে ॥১০২॥
স এব জ্ঞানবাঁল্লোকে যোগিনাং প্রথমো হি সঃ।
মহাক্রতূনামাহর্ত্তা হরিভক্তিযুতো হি যঃ ॥ ১০৩ ॥

অনুবাদ—ঐ স্থানেই চাতুর্ম্মাস্য মাহাত্ম্যে উক্ত হইয়াছে—যে পর্য্যন্ত বংশে ভক্তিমান পুত্রের জন্ম না হয়, তত দিনই পিতৃকুল পিণ্ডলুব্ধ হইয়া সংসারে ভ্রমণ করেন। সংসারে শ্রীহরিভক্তি পুরুষই জ্ঞানী, যোগিবর ও সর্ব্বযজ্ঞের আহর্ত্তা বলিয়া অভিহিত ॥ ১০২-১০৩ ॥

কাশীখণ্ডে ধ্রুবচরিতে—
ন চ্যবন্তে হি যদ্ভক্তা মহত্যাং প্রলয়াপদি।
অতোঽচ্যুতোঽখিলে লোকে স একঃ
সর্ব্বগোঽব্যয়ঃ ॥ ১০৪ ॥
ন তস্মাদ্ভগবদ্ভক্তাৎ ভেতব্যং কেনচিৎ কৃচিৎ।
নিয়তং বিষ্ণুভক্তা যে ন তে স্যুঃ পরতাপিনঃ ॥১০৫

অনুবাদ—কাশীখণ্ডে শ্রীধ্রুব চরিতে কথিত হই-য়াছে—মহাপ্রলয়রূপ আপদেও শ্রীহরিভক্তগণের মানসিকতার তারতম্য ঘটে না, এই কারণেই শ্রীহরি অখিল সংসারে অচ্যুত সর্ব্বগামী ও অব্যয় শব্দ দ্বারা কীর্ত্তিত হন। তাই শ্রীহরিভক্ত হইতে কাহারও কোন ভয়ের আশঙ্কা নাই। বিষ্ণুভক্তগণ কদাচ অপরের তাপ উৎপাদন করেন না। ইঁহারা শ্রীভগবানের মতই জীবগণের তাপ হরণ করিয়াই বিচরণ করেন ॥ ১০৪-১০৫ ॥

টীকা—প্রলয়াপদি অপি ॥ ১০৪ ॥

তত্রৈবাগ্রে—
ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যঃ শূদ্রো বা যদি বেতরঃ।
বিষ্ণুভক্তিসমাযুক্তো জ্ঞেয়ঃ সর্ব্বোত্তমোত্তমঃ ॥১০৬॥

শঙ্খচক্রাঙ্কিততনুঃ শিরসা মঞ্জরীধরঃ।
গোপীচন্দনলিপ্তাঙ্গো দৃষ্টশ্চেত্তদঘং কুতঃ ॥ ১০৭ ॥

অনুবাদ—ঐ স্কন্দপুরাণেই অগ্রে বর্ণিত হইয়াছে —শ্রীহরিভক্ত হইলে ব্রাহ্মণাদি যে কোন জাতিই হউক, সর্ব্বাপেক্ষা তিনি শ্রেষ্ঠ বলিয়া কীর্তিত হন। শঙ্খচক্রচিহ্নে চিহ্নিত-গাত্র মস্তকে তুলসীমঞ্জরী-ভূষিত ও গোপীচন্দনের দ্বারা লিপ্ত কলেবর মহাত্মাকে দেখিতে পাইলে আর পাতকাশঙ্কা কোথায়? ১০৬-১০৭ ॥

টীকা—তুলসীমঞ্জরীধরঃ, শিরসেত্যত্র তুলসীতি বা পাঠঃ; তত্তদা ॥ ১০৭ ॥

মহাভারতে রাজধর্ম্মে—

ঈশ্বরং সর্ব্বভূতানাং জগতঃ প্রভবাপ্যয়ম্।
ভক্তা নারায়ণং দেবং দুর্গাণ্যতিতরন্তি তে ॥ ১০৮ ॥

অনুবাদ—মহাভারতে রাজধর্ম্ম-বর্ণন-প্রসঙ্গে—সর্ব্বজীবেশ্বর ও জগদুৎপত্তিলয়কারী শ্রীহরির ভক্তগণ বিবিধ দুষ্পার দুঃখ হইতে উত্তীর্ণ হন ॥ ১০৮ ॥

টীকা—যে ভক্তা অভজন্, দুর্গাণি দুস্তরবিবিধ-দুঃখানি ॥ ১০৮ ॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে—

শয়নাদুত্থিতো যস্তু কীর্তয়েন্মধুসূদনম্।
কীর্তনাত্তস্য পাপানি নাশমায়ান্ত্যশেষতঃ ॥ ১০৯ ॥

অনুবাদ—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে—প্রাতঃকালে নিদ্রাশেষে শ্রীমধুসূদন নাম কীর্তন করিলে পাতকরাশি সম্পূর্ণ-রূপে দূরীভূত হয় ॥ ১০৯ ॥

তত্রৈব—

যস্যাপ্যনন্তে জগতামধীশে
ভক্তিঃ পরা যাদব-দেবদেবে।
তস্মাৎ পরং নাপরমস্তি কিঞ্চিৎ
পাত্রং ত্রিলোকে পুরুষপ্রবীর ॥ ১১০ ॥

অনুবাদ—ঐ বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরেই বলা হইয়াছে—হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! অনন্ত, জগদীশ্বর, যাদব দেবদেব শ্রীহরির প্রতি যিনি ভক্তিপরায়ণ, তাঁহার থেকে উৎ-কৃষ্ট পাত্র এই স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতালে কোথাও নাই ॥১১০

দ্বারকা-মাহাত্ম্যে শ্রীপ্রহলাদ-বলিসংবাদে—

নিত্যং যে প্রাতরুত্থায় বৈষ্ণবানান্তু কীর্তনম্।
কুর্ব্বন্তি তে ভাগবতাঃ কৃষ্ণতুল্যাঃ কলৌ বলে ॥১১১

অনুবাদ—দ্বারকা-মাহাত্ম্যে—শ্রীপ্রহলাদ-বলি-মাহাত্ম্যে—প্রত্যহ প্রাতঃকালে বিছানা ছাড়িয়া যাঁহারা বৈষ্ণব-নাম কীর্ত্তন করেন, হে বলি মহারাজ! কলি-যুগে তাঁহারাই ভাগবত ও কৃষ্ণ তুল্য ॥ ১১১ ॥

হরিভক্তিসুধোদয়ে—

স্বদর্শন-স্পর্শন-পূজনৈঃ কৃতী
তমাংসি বিষ্ণুপ্রতিমেব বৈষ্ণবঃ।
ধ্বন্বন্ বসত্যত্র জনস্য যন্ন তৎ
স্বার্থং পরং লোকহিতায় দীপবৎ ॥ ১১২ ॥

অনুবাদ—হরিভক্তিসুধোদয়ে — শ্রীহরিপ্রতিমা-তুল্য পুণ্য চরিত বৈষ্ণব নিজের দর্শন, স্পর্শন ও অর্চ্চনদ্বারা লোকের অজ্ঞানান্ধকার দূর করিবার নিমিত্তই দীপবৎ পরহিতের জন্য এই সংসারে বাস করেন, নিজের জন্য নহে ॥ ১১২ ॥

টীকা—বিষ্ণুপ্রতিমেব স্বদর্শনাদিভির্জনস্য সর্ব্ব-লোকস্য তমাংসি পাপানি অজ্ঞানানি বা ধ্বন্বন্ নাশয়ন্; অত্র লোকে বৈষ্ণবো যদ্বসতি, তৎস্বার্থং ন, কিন্তু পরং কেবলং লোকহিতায়ৈব। অত্র দৃষ্টান্তঃ—যথা দীপ ইতি ॥ ১১২ ॥

ইতিহাসসমুচ্চয়ে শ্রীলোমশবাক্যে—

যে ভজন্তি জগদ্যোনিং বাসুদেবং সনাতনম্।
ন তেভ্যো বিদ্যতে তীর্থমধিকং রাজসত্তম ॥ ১১৩॥

অনুবাদ—ইতিহাসসমুচ্চয়ে শ্রীলোমশ মুনির কথায়—জগৎকারণ সনাতন বাসুদেবকে যাঁহারা আরাধনা করেন, হে নৃপবর! তাঁহারাই শ্রেষ্ঠতীর্থ স্বরূপ, তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠতীর্থ আর হয় না ॥ ১১৩॥

টীকা—ততোঽধিকং শ্রেষ্ঠম্ ॥ ১১৩ ॥

যত্র ভাগবতাঃ স্নানং কুর্ব্বন্তি বিমলাশয়াঃ ।
তত্তীর্থমধিকং বিদ্ধি সর্ব্বপাপবিশোধনম্ ॥ ১১৪ ॥
যত্র রাগাদিরহিতা বাসুদেবপরায়ণাঃ ।
তত্র সন্নিহিতো বিষ্ণুর্নৃপতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১১৫ ॥

অনুবাদ—হে নৃপ! শুদ্ধমতি ভগবদ্ভক্তগণ যেখানে অবগাহন করেন, সেই স্থান সর্ব্বপাপবিনাশক তীর্থশ্রেষ্ঠ বলিয়া জানিবে। রাগাদিরহিত শ্রীহরি-পরায়ণ বৈষ্ণবগণকর্ত্তৃক অধিকৃত স্থানে শ্রীহরি সর্ব্বদাই অবস্থান করেন, ইহাতে সংশয় নাই ॥১১৪-১১৫॥

টীকা—অধিকং সর্ব্বতঃ শ্রেষ্ঠং বিদ্ধি; কুতঃ? সর্ব্বেষামেব পাপানাং বিশেষেণ বাসনোন্মূলনেন শোধনম্ ॥ ১১৪ ॥

ন গন্ধৈর্ন তথা তোয়ৈর্ন পুষ্পৈশ্চ মনোহরৈঃ ।
সান্নিধ্যং কুরুতে দেবো যত্র সন্তি ন বৈষ্ণবাঃ ॥১১৬
বলিভিশ্চোপবাসৈশ্চ নৃত্যগীতাদিভিস্তথা ।
নিত্যমারাধ্যমানোঽপি তত্র বিষ্ণুর্ন তৃপ্যতি ॥ ১১৭ ॥

অনুবাদ—যে স্থানে বৈষ্ণবগণ বিরাজিত নহেন, সেই স্থানে গন্ধ, জল ও মনোহর কুসুমদ্বারা পূজিত হইলেও শ্রীহরি সেখানে বাস করেন না। বৈষ্ণবগণ-কর্ত্তৃক অনধিষ্ঠিত স্থানে উপহার, অনশন ও নৃত্য-গীতাদি দ্বারা আরাধ্যমান হইলেও শ্রীহরি প্রীতিলাভ করেন না ॥ ১১৬-১১৭ ॥

টীকা—বলিভিঃ উপহারৈঃ, যত্র বৈষ্ণবা ন সন্তি, তত্র ন তৃপ্যতি, ন তুষ্যতি ॥ ১১৭ ॥

তস্মাদেতে মহাভাগা বৈষ্ণবা বীতকল্মষাঃ ।
পুনন্তি সকলাঁল্লোকাংস্তত্তীর্থমধিকং ততঃ ॥ ১১৮ ॥

অনুবাদ—এই কারণেই এই সমস্ত নিষ্পাপ মহাভাগ বৈষ্ণবগণ নিখিললোক পবিত্র করেন। অতএব তাঁহারা তীর্থ হইতেও অধিক ॥ ১১৮ ॥

টীকা—তস্মাদেত এব লোকান্ পুনন্তি, ততস্তস্মাদ্ধেতোঃ। তদিত্যব্যয়ং ত ইত্যর্থঃ; যদ্বা, তীর্থবিশেষণত্বান্নপুংসকত্বং, বৈষ্ণবা এব পরমং তীর্থমিত্যর্থঃ ॥ ১১৮ ॥

শূদ্রং বা ভগবদ্ভক্তং নিষাদং শ্বপচং তথা ।
বীক্ষতে জাতিসামান্যাৎ স যাতি নরকং ধ্রুবম্ ॥১১৯

অনুবাদ—শূদ্র, চণ্ডাল বা শ্বপচ যাহাই হউন না কেন, বৈষ্ণব ব্যক্তিকে যে সামান্য জাতিগত দৃষ্টিতে হীন ভাবে, সে নরকগামী হয়, ইহাতে সন্দেহ নাই ॥ ১১৯ ॥

টীকা—জাতিসামান্যাৎ নীচজাতিরয়মিতি; যদ্বা, যথান্যঃ শূদ্রস্তথায়মপীত্যাদিপ্রকারেণ সমানজাতিতয়া যো বীক্ষতে ॥ ১১৯ ॥

তস্মাদ্বিষ্ণুপ্রসাদায় বৈষ্ণবান্ পরিতোষয়েৎ ।
প্রসাদসুমুখো বিষ্ণুস্তেনৈব স্যান্ন সংশয়ঃ ॥ ১২০ ॥

অনুবাদ—এই কারণে শ্রীহরির প্রীতি সাধনের নিমিত্ত বৈষ্ণবগণের সন্তোষ বিধান করিবে। বৈষ্ণবগণের প্রসন্নতা হইলেই শ্রীহরি প্রসন্ন হইবেন, ইহাতে সংশয় নাই ॥ ১২০ ॥

টীকা—তেন বৈষ্ণবপরিতোষণেনৈব ॥ ১২০ ॥

তত্রৈব শ্রীনারদপুণ্ডরীক-সংবাদে—

যে নৃশংসা দুরাত্মানঃ পাপাচাররতাঃ সদাঃ ।
তেঽপি যান্তি পরং ধাম নারায়ণপরাশ্রয়াঃ ॥ ১২১ ॥
লিপ্যন্তে ন চ পাপেন বৈষ্ণবা বিষ্ণুতৎপরাঃ ।
পুনন্তি সকলাঁল্লোকান্ সহস্রাংশুরিবোদিতঃ ॥১২২॥

অনুবাদ—ঐ ইতিহাসসমুচ্চয় গ্রন্থেই শ্রীনারদ-পুণ্ডরীক-সংবাদে কথিত হইয়াছে যে—নারায়ণ পরায়ণ ব্যক্তিগণের আশ্রিত হইলে নিষ্ঠুর, দুরাত্মা ও সর্ব্বদা পাপাচারীগণেরও পরমধাম বৈকুণ্ঠে স্থান লাভ হয়। যাঁহারা বিষ্ণুপরায়ণ, সেই প্রকার বৈষ্ণবগণ কখনও পাপাচারে লিপ্ত হন না, তাঁহারা দিবাকর তুল্য উদিত হইয়া সমস্ত জগৎ পবিত্র করেন ॥১২১-১২২॥

টীকা—নারায়ণ এব পরঃ পরম আশ্রয়ো যেষাং তে; যদ্বা, নারায়ণপরা বৈষ্ণবাস্তদাশ্রয়া অপি সন্তঃ ॥ ১২১ ॥

জন্মান্তরসহস্রেষু যস্য স্যাদ্বুদ্ধিরীদৃশী ।
দাসোঽহং বাসুদেবস্য সর্ব্বাঁল্লোকান্ সমুদ্ধরেৎ ॥১২৩

স যাতি বিষ্ণুসালোক্যং পুরুষো নাত্র সংশয়ঃ।
কিং পুনস্তদ্গতপ্রাণাঃ পুরুষাঃ সংযতেন্দ্রিয়াঃ॥১২৪

অনুবাদ—হাজার হাজার জন্মের পর 'আমি বাসুদেবের দাস', যাঁহার এই প্রকার মতি হয়, তিনি জগৎ সংসার উদ্ধারে সমর্থন হন এবং অবশ্যই হরিলোক প্রাপ্ত হন। হরিগত প্রাণ, সংযতেন্দ্রিয় পুরুষের কথা আর কি বলিব? ১২৩-১২৪ ॥

কিঞ্চ—

স্মৃতঃ সম্ভাষিতো বাপি পূজিতো বা দ্বিজোত্তমাঃ।
পুনাতি ভগবদ্ভক্তাশ্চাণ্ডালোঽপি যদৃচ্ছয়াঃ॥ ১২৫ ॥

অনুবাদ—আরও বলা হইয়াছে—হে বিপ্রেন্দ্রগণ! ভগবদ্ভক্ত যদি চণ্ডাল হন, তবুও তাঁহাকে স্মরণ, তাঁহার সঙ্গে বার্ত্তালাপ ও তাঁহার পূজা করিলে তাঁহার ইচ্ছামাত্রেই পবিত্রতা লাভ হয়॥ ১২৫ ॥

টীকা—যদৃচ্ছয়া যথাকথঞ্চিদপীত্যর্থঃ, অস্য স্মৃতঃ ইত্যাদিনান্বয়ঃ॥ ১২৫ ॥

শ্রীব্যাসবাক্যে—

জন্মান্তরসহস্রেষু বিষ্ণুভক্তো ন লিপ্যতে।
যস্য সন্দর্শনাদেব ভস্মীভবতি পাতকম্॥ ১২৬ ॥

অনুবাদ—শ্রীব্যাসদেব বলিয়াছেন যে—বিষ্ণুভক্তের দর্শনমাত্রেই পাতক ভস্মীভূত হয়। ভক্তব্যক্তি জন্মসহস্রের মধ্যেও কখনও প্রমাদ বশতঃ কোন পাপানুষ্ঠান করিলেও তাহাতে লিপ্ত হন না॥ ১২৬ ॥

টীকা—ন লিপ্যতে প্রমাদাদিনা কথঞ্চিৎ কৃতৈরপি পাপৈঃ, অন্যেষামপি পাতকং সর্ব্বং ভস্মীভবতি সমূলং বিনশ্যতি॥ ১২৬ ॥

ইতিহাসসমুচ্চয়ে শ্রীভগবদ্বাক্যে—

ন মে প্রিয়শ্চতুর্ব্বেদী মদ্ভক্তঃ শ্বপচঃ প্রিয়ঃ।
তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যঃ স চ পূজ্যো
যথা হ্যহম্॥ ১২৭ ॥

অনুবাদ—ইতিহাসসমুচ্চয়ে শ্রীভগবান বলিতেছেন—আমাতে ভক্তিপরায়ণ না হইলে চতুর্ব্বেদ অভ্যাসসম্পন্ন ব্যক্তিও আমার প্রিয় হন না। আমার প্রতি ভক্তিপরায়ণ শ্বপচও আমার প্রিয়। সেই প্রকার ভক্তিমান শ্বপচকেই দান করিবে, তাঁহার নিকট হইতে গ্রহণ করিবে। সেই শ্বপচ আমার মতই পূজার পাত্র॥ ১২৭ ॥

টীকা—চতুর্ব্বেদী বেদচতুষ্টয়াভ্যাসযুক্তোঽপি বিপ্রো ন মদ্ভক্তশ্চেৎ তর্হি ন মে প্রিয়ঃ; শ্বপচোঽপি মদ্ভক্তশ্চেন্মম প্রিয় ইত্যর্থঃ, তস্মৈ তাদৃশশ্বপচায়ৈব॥ ১২৭ ॥

তত্রৈব ব্রহ্মবাক্যে—

সভর্ত্তৃকা বা বিধবা বিষ্ণুভক্তিং করোতি যা।
সমুদ্ধরতি চাত্মানং কুলমেকোত্তরং শতম্॥ ১২৮ ॥

অনুবাদ—ঐ গ্রন্থেই শ্রীব্রহ্মার উক্তিতে—সধবা বা বিধবা যাহাই হউন, বিষ্ণুভক্তিপরায়ণা হইলে একাধিক শতকুল পরিত্রাণ করিতে পারেন॥ ১২৮ ॥

দ্বারকামাহাত্ম্যে প্রহলাদবলি-সংবাদে—

সংকীর্ণযোনয়ঃ পূতা যে ভক্তা মধুসূদনে।
ম্লেচ্ছতুল্যাঃ কুলীনাস্তে যে ন ভক্তা জনার্দ্দনে॥১২৯

অনুবাদ—দ্বারকা-মাহাত্ম্যে প্রহলাদ-বলি-সংবাদে কথিত আছে—নীচ জাতিও ভগবান মধুসূদনের ভক্ত হইলে পরমপবিত্র হন, আর হরিভক্তিবিহীন কুলীনব্যক্তিও ম্লেচ্ছতুল্য হইয়া থাকে॥ ১২৯ ॥

আদিপুরাণে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদে—

বৈষ্ণবান্ ভজ কৌন্তেয় মা ভজস্বান্যদেবতাঃ।
পুনন্তি বৈষ্ণবাঃ সর্ব্বে সর্ব্বদেবমিদং জগৎ।
মদ্ভক্তো দুর্লভো যস্য স এব মম দুর্লভঃ॥ ১৩০॥
তৎপরো দুর্লভো নাস্তি সত্যং সত্যং ধনঞ্জয়।
জগতাং গুরবো ভক্তা ভক্তানাং গুরবো বয়ম্॥১৩১
সর্ব্বত্র গুরবো ভক্তা বয়ঞ্চ গুরবো যথা।
অস্মাকং বান্ধবা ভক্তা ভক্তানাং বান্ধবা বয়ম্।
অস্মাকং গুরবো ভক্তা ভক্তানাং গুরবো বয়ম্।
মদ্ভক্তা যত্র গচ্ছন্তি তত্র গচ্ছামি পার্থিব।
ভক্তানামনুগচ্ছন্তি মুক্তয়ঃ শ্রুতিভিঃ সহ॥ ১৩২ ॥

অনুবাদ—আদিপুরাণে শ্রীকৃষ্ণ-অর্জ্জুন-সংবাদে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে কহিতেছেন হে পার্থ! দেবতান্তরের উপাসনায় কি প্রয়োজন? তুমি বৈষ্ণবগণের উপাসনা কর। বৈষ্ণবগণ নিখিল দেবগণের সহিত এই জগৎ পবিত্র করিয়া থাকেন। আমার ভক্ত যাঁহার নিকট দুর্ল্লভ, আমিও তাঁহার সুলভ নহি। আমার ভক্ত যাঁহার প্রিয় সেই ব্যক্তি আমারও প্রিয়। হে ধনঞ্জয়! আমি ত্রিসত্য করিয়া বলিতেছি, ভক্ত অপেক্ষা আমার প্রিয় আর নাই। ভক্তগণ জগৎ সংসারের গুরু এবং আমি ভক্তগণের গুরু। যে প্রকার আমি সকলের গুরু আমার ভক্তগণও সেইরূপ। ভক্তগণ আমার বান্ধব, ভক্তগণের আমি বান্ধব, ভক্তগণ আমার গুরু এবং আমিও ভক্তগণের গুরু। ভক্তগণ যে স্থানে গমন করেন, হে অর্জ্জুন! আমিও সেই স্থানে গমন করি। মুক্তিগণ শ্রুতিগণের সহিত ভক্তবৃন্দের অনুসরণ করেন ॥ ১৩০-১৩২ ॥

টীকা—কুলং কুলানি চ, দুর্ল্লভো বল্লভঃ ॥ ১২৮-১৩০ ॥

যে মে ভক্তজনাঃ পার্থ ন মে ভক্তাশ্চ তে জনাঃ।
মদ্ভক্তানাঞ্চ যে ভক্তাস্তে মে ভক্ততমা মতাঃ ॥১৩৩
যে কেচিৎ প্রাণিনো ভক্তা মদর্থে ত্যক্তবান্ধবাঃ।
তেষামহং পরিক্রীতো নান্যক্রীতো ধনঞ্জয় ॥ ১৩৪ ॥

অনুবাদ—যাঁহারা আমার ভক্ত, হে কৌন্তেয়! তাঁহারা প্রকৃত ভক্ত বলিয়া গণ্য নহেন, পরন্তু আমার ভক্তগণের ভক্তবৃন্দই আমার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভক্ত বলিয়া গণ্য হয়েন। যাঁহারা আমাতে ভক্তিমান হইয়া আমাকে প্রাপ্ত হওয়ার জন্য বন্ধুবান্ধবগণকে পরিত্যাগ করিয়াছেন, সেই সকল ভক্তের নিকট আমি নিজেকে বিক্রয় করিয়া দিয়াছি। ভক্তগণ ব্যতীত আর কেহ আমাকে ক্রয় করিতে পারে না ॥ ১৩৩-১৩৪ ॥

টীকা—তেষামহং পরিক্রীতস্তৈঃ পরিক্রীতঃ ॥ ১৩৪ ॥

এষাং ভক্ষ্যং সুনির্ণীতং শ্রূয়তাং নিশ্চিতং মম।
উচ্ছিষ্টমবশিষ্টঞ্চ ভক্তানাং ভোজনদ্বয়ম্ ॥ ১৩৫ ॥
নামযুক্তজনাঃ কেচিজ্জাত্যান্তরসমন্বিতাঃ।
কুর্ব্বন্তি মে যথা প্রীতিং ন তথা বেদপারগাঃ ॥১৩৬॥

অনুবাদ—এক্ষণে ভক্তগণের ভক্ষ্য বিষয়ে যাহা নির্দ্ধারিত হইয়াছে, হে কুন্তীপুত্র! তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর—ভক্তদিগের দুই প্রকার ভোজন—উচ্ছিষ্ট ও অবশিষ্ট। যাহা শ্রীভগবানে নিবেদিত হয় তাহাই উচ্ছিষ্ট দ্রব্য, আর অগ্রভাগ দেওয়ার পর পাকপাত্রে যাহা থাকে তাহাই অবশিষ্ট। অন্য জাতি, নীচ ব্যক্তি যদি আমার নামপরায়ণ হন, তাহা হইলে তাহাতে আমি যে প্রকার প্রীতিলাভ করি, বেদবিচক্ষণ বিপ্রের বেদপাঠেও সেরূপ প্রীতিলাভ করি না ॥ ১৩৫-১৩৬ ॥

টীকা—সুনির্ণীতং নিশ্চিতমিতি—বাক্যভেদাদ-পৌনরুক্ত্যম্; অবশিষ্টং পুরস্তাদানীতং পাকপাত্রাদৌ স্থিতম্ ॥ ১৩৫ ॥

বৃহন্নারদীয়ে মার্কণ্ডেয়ং প্রতি শ্রীভগবদুক্তৌ—
বিষ্ণুভক্তকুটুম্বীতি বদন্তি বিবুধাঃ সদা।
তদেব পালয়িষ্যামি মজ্জনো নানৃতং বদেৎ ॥১৩৭॥

অনুবাদ—বৃহন্নারদীয়পুরাণে শ্রীভগবান ঋষি মার্কণ্ডেয়কে বলিতেছেন—বিষ্ণুভক্তজন কুটুম্বী, দেবগণ এইরূপ বলেন, যেহেতু আমার ভক্তগণ মিথ্যাবাদী নহেন, সেই হেতু আমি তাঁহাদের এই বাক্য সত্য করিব ॥ ১৩৭ ॥

টীকা—ভক্ত এব কুটুম্বং তদ্বানিতি; যদ্বা, ভক্তৈঃ কৃত্বা কুটুম্বীতি, তদেব পালয়িষ্যামীতি যথা—স্বকুটুম্বমকৃত্যেনাপি পরিপাল্যতে, তথা নিজভক্তো ময়া পরিপাল্য ইত্যর্থঃ ॥ ১৩৭ ॥

মম জন্ম কুলে যস্য তৎকুলং মোক্ষগামি বৈ।
ময়ি তুষ্টে মুনিশ্রেষ্ঠ কিমসাধ্যং বদস্ব মে ॥ ১৩৮ ॥

অনুবাদ—হে ঋষিবর! আমি যে বংশে অবতীর্ণ হই, সেই বংশ মোক্ষভাগী হয়। আমি প্রীত হইলে কোন কিছুই সাধ্যাতীত থাকে না, ইহা জানিবে ॥ ১৩৮ ॥

টীকা—যস্য কুলে মজ্জন্ম তস্য কুলং, যস্যোত্যত্র যস্মিন্নিতি বা পাঠঃ ॥ ১৩৮ ॥

ময়ি ভক্তিপরো যস্তু মদ্‌যাজী মৎকথাপরঃ ।
মদ্ধ্যানী স্বকুলং সর্ব্বং নয়ত্যচ্যুতরূপতাম্ ॥ ১৩৯ ॥
মদর্থং কর্ম্ম কুর্ব্বাণো মৎপ্রণামপরো নরঃ ।
মন্মনাঃ স্বকুলং সর্ব্বং নয়ত্যচ্যুতরূপতাম্ ॥ ১৪০ ॥

অনুবাদ—আমার পূজক আমাতে ভক্তিমান, আমার কথায় শ্রদ্ধাবান্, আমার ধ্যানকারী, আমার কর্ম্মকারী, আমাতে প্রণতি ও আমার মননশীল ব্যক্তি নিজের বংশের সকলকে ভগবৎস্বারূপ্য দিয়া থাকেন ॥ ১৩৯-১৪০ ॥

টীকা—অচ্যুতরূপতাং মৎসারূপ্যমিত্যর্থঃ ; যদ্বা, ন চ্যুতং, কথঞ্চিৎ কদাচিদপি ন নিজস্বভাবাদ্‌ভ্রষ্টং রূপং যেষাং বৈকুণ্ঠবাসিনাং তদ্ভাবমিত্যর্থঃ ॥ ১৪০ ॥

অহমেব দ্বিজশ্রেষ্ঠা নিত্যং প্রচ্ছন্নবিগ্রহঃ ।
ভগবদ্ভক্তরূপেণ লোকান্ রক্ষামি সর্ব্বদা ॥ ১৪১ ॥

অনুবাদ—প্রচ্ছন্নদেহে আমি আমার ভক্তরূপে সকল জগৎ-সংসার সর্ব্বদা রক্ষা করি, হে মুনিবর ! ইহা জানিও ॥ ১৪১ ॥

টীকা—ভগবদ্ভক্তা মদ্ভক্তাঃ, যদ্বা, ভগবন্ত ঐশ্বর্য্যাদিগুণযুক্তাঃ ; যদ্বা, পরমগৌরবেণ ভগবচ্ছব্দ-প্রয়োগঃ । ভগবন্তঃ যে মদ্ভক্তাস্তদ্রূপেণ ॥ ১৪১ ॥

তত্রৈবাদিতিমাহাত্ম্যে শ্রীসূতোক্তৌ—

বিপ্রাঃ শৃণুধ্বং মাহাত্ম্যং হরিভক্তিরতাত্মনাম্ ।
হরিধ্যানপরাণান্তু কঃ সমর্থঃ প্রবাধিতুম্ ॥ ১৪২ ॥
হরিভক্তিপরো যত্র তত্র ব্রহ্মা হরিঃ শিবঃ ।
তত্র দেবাশ্চ সিদ্ধাদ্যা নিত্যং তিষ্ঠন্তি সত্তমাঃ ॥১৪৩

অনুবাদ—ঐ বৃহন্নারদীয় পুরাণেই অদিতি মাহাত্ম্যে শ্রীসূত মহারাজের কথায়—হে ব্রাহ্মণগণ ! শ্রীহরিভক্তগণের মাহাত্ম্য শ্রবণ কর, হরিধ্যান পরায়ণগণের কোন প্রকার পাতকাদির সঞ্চার যদি হয় ও তাঁহাতে তাঁহার কোন ব্যাঘাত হয় না। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহাদেব, দেবগণ, সিদ্ধগণ হরিভক্ত-কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত স্থানে সর্ব্বদা অবস্থান করেন ॥ ১৪২-১৪৩

টীকা—প্রবাধিতুং কথঞ্চিৎ পাপাদৌ জাতেঽপি কাঞ্চিদপি বাধাং বিঘ্নং বা কর্ত্তুম্ ॥ ১৪২ ॥

টীকা—দেবাঃ ইন্দ্রাদ্যাঃ, হে সত্তমাঃ। যদ্বা, সিদ্ধাদ্যাঃ সত্তমাঃ পরমসাধবঃ ; যদ্বা, সত্তমাঃ শ্রীনারদাদয়শ্চ তত্রৈব নিত্যং তিষ্ঠন্তি ॥ ১৪৩ ॥

নিমিষং নিমিষার্দ্ধং বা যত্র তিষ্ঠন্তি সত্তমাঃ ।
তত্রৈব সর্ব্বশ্রেয়াংসি তত্তীর্থং তত্তপোবনম্ ॥ ১৪৪ ॥

অনুবাদ—নিমেষ বা নিমেষার্দ্ধকাল বিষ্ণুভক্তগণ যেখানে অবস্থান করেন, সেই স্থান নিখিল মঙ্গলের আশ্রয়, তীর্থ ও তপোবন স্বরূপ বলিয়া কীর্ত্তিত ॥ ১৪৪ ॥

টীকা—সত্তমা হরিভক্তা যত্র ॥ ১৪৪ ॥

তত্রৈবাদিতিং প্রতি শ্রীভগবদুত্তরে—

রাগদ্বেষবিহীনা যে মৎভক্তা মৎপরায়ণাঃ ।
বদন্তি সততং তে মাং গতাসূয়া অদাম্ভিকাঃ ॥১৪৫॥

অনুবাদ—ঐ গ্রন্থেই অদিতির প্রতি শ্রীভগবানের বাক্যে বর্ণিত হইয়াছে—রাগদ্বেষাদিবর্জ্জিত মৎপরায়ণ ভক্তগণ সর্ব্বদা দম্ভ ও অসূয়া ত্যাগ করিয়া আমার রূপ-গুণাদি কীর্ত্তন করিয়া থাকেন ॥ ১৪৫ ॥

পরাপকারবিমুখা মদ্ভক্তার্চ্চনতৎপরাঃ ।
মৎকথাশ্রবণাসক্তা বহন্তি সততং হি মাম্ ॥ ১৪৬ ॥

অনুবাদ—আমার ভক্তগণের পূজায় যাঁহারা সর্ব্বদা নিযুক্ত থাকেন, কখনও অপরের ক্ষতি করেন না, আর আমার কথা শ্রবণে অনুরাগ প্রকাশ করেন তাঁহারাই সর্ব্বদা আমাকে বহন করেন ॥ ১৪৬ ॥

তত্রৈব ধ্বজারোপণমাহাত্ম্যে শ্রীবিষ্ণুদূতোক্তৌ—

যতীনাং বিষ্ণুভক্তানাং পরিচর্য্যাপরায়ণৈঃ ।
ঈক্ষিতা অপি গচ্ছন্তি পাপিনোঽপি পরাং গতিম্ ॥১৪৭

অনুবাদ—ধ্বজারোপণ-মাহাত্ম্য শ্রীবিষ্ণুদূতবাক্য অনুযায়ী—হরিভক্ত ও সন্ন্যাসীগণের যাঁহারা সেবা করেন, তাঁহারা যাঁহাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন, পাতকী হইলেও তাঁহাদের পরমাগতি লাভ হয় ॥১৪৭

টীকা—অপিশব্দস্য সর্ব্বাত্রানুসঙ্গঃ। যতীনামপি বিষ্ণুভক্তানাং পরিচর্য্যাপরায়ণৈরপি ॥ ১৪৭ ॥

তত্রৈব শ্রীভগবত্তোষপ্রকারপ্রশ্নোত্তরে—

রিপবস্তং ন হিংসন্তি ন বাধন্তে গ্রহাশ্চ তম্‌।
রাক্ষসাশ্চ ন খাদন্তি নরং বিষ্ণুপরায়ণম্‌ ॥ ১৪৮ ॥

অনুবাদ—ঐ গ্রন্থেই—শ্রীভগবত্তোষপ্রকার প্রশ্নের উত্তরে—দুষ্ট লোকেরা বিষ্ণুভক্তগণকে হিংসা করিতে পারে না, গ্রহগণ দুঃখ দিতে পারে না, রাক্ষসেরাও গিলিয়া ফেলিতে পারে না ॥ ১৪৮ ॥

টীকা—ন হিংসন্তি, হিংসাং কর্ত্তুং ন শক্নুবন্তীত্যর্থঃ; যদ্বা, কুলক্রমাগতবৈরবন্তোঽপি ন দ্বিষন্তি, পরমপ্রীতিবিষয়ত্বাৎ। এবমগ্রেঽপ্যূহ্যম্‌ ॥ ১৪৮ ॥

ভক্তির্দৃঢ়া ভবেদ্‌যস্য দেবদেবে জনার্দ্দনে।
শ্রেয়াংসি তস্য সিধ্যন্তি ভক্তিমন্তোঽধিকাস্ততঃ ॥১৪৯

তত্রৈবাগ্রে—

অদ্যাপি চ মুনিশ্রেষ্ঠা ব্রহ্মাদ্যা অপি দেবতাঃ।
প্রভাবং ন বিজানন্তি বিষ্ণুভক্তিরতাত্মনাম্‌ ॥ ১৫০ ॥

অনুবাদ—দেবদেব শ্রীজনার্দ্দনে অচলা ভক্তি থাকিলে নিখিল কল্যাণ লাভ হয়, কারণ ভক্তিপরায়ণ ব্যক্তিগণই শ্রেষ্ঠ। হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! ব্রহ্মাদি দেবগণও আজ পর্যন্ত শ্রীহরিভক্তগণের মাহাত্ম্য সম্যক্‌ অবগত নহেন ॥ ১৪৯-১৫০ ॥

কিঞ্চ—

ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাখ্যাঃ পুরুষার্থা দ্বিজোত্তমাঃ।
হরিভক্তিপরাণাং বৈ সম্পদ্যন্তে ন সংশয়ঃ ॥ ১৫১ ॥

অনুবাদ—আরও বলা হইয়াছে—যে, বিষ্ণুভক্তগণই ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চতুর্ব্বিধ পুরুষার্থ লাভ করেন, ইহাতে সন্দেহ নাই ॥ ১৫১ ॥

টীকা—হে দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ১৫১ ॥

তত্রৈব লুব্ধকোপাখ্যানস্যাদৌ—

যে বিষ্ণুনিরতাঃ শান্তা লোকানুগ্রহতৎপরাঃ।
সর্ব্বভূতদয়াযুক্তা বিষ্ণুরূপাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥ ১৫২ ॥
বিষ্ণুভক্তিবিহীনা যে চাণ্ডালাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ।
চাণ্ডালা অপি বৈ শ্রেষ্ঠা হরিভক্তিপরায়ণাঃ ॥১৫৩॥

অনুবাদ—ঐ পুরাণেই লুব্ধকোপাখ্যানের প্রথমাংশে উক্ত আছে—শ্রীবিষ্ণুতে অনুরাগী, শান্ত, পরোপকারী ও সর্ব্বজীবে দয়াবান ব্যক্তিগণই হরিস্বরূপ বলিয়া পরিকীর্ত্তিত। শ্রীহরিভক্তিবর্জ্জিত ব্যক্তিগণকে চণ্ডাল বলা হয়, আর হরিভক্তি নিষ্ঠ হইলে চণ্ডালও শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য হন। অর্থাৎ বৈষ্ণবত্বে গুরুত্ব জাতিত্ব এখানে একান্তই গৌণ ॥ ১৫২-১৫৩ ॥

টীকা—বিষ্ণুনিরতা ইত্যস্য লক্ষণানি—শান্তা ইত্যাদিবিশেষণানি ত্রীণি। তত্রানুগ্রহ-শব্দেনোপকারঃ, দয়া-শব্দেন তৎকারণং স্নেহো জ্ঞেয়ঃ; যদ্বা, লোকানুগ্রহঃ লোককর্ত্তৃকস্ববিষয়কোঽনুগ্রহস্তৎপরাস্তদেকাপেক্ষকা ইত্যর্থঃ। সর্ব্বভূতেষু দয়াযুক্তাশ্চ, বিষ্ণুরূপা বিষ্ণুতুল্যা ইত্যর্থঃ ॥ ১৫২ ॥

তত্রৈব যজ্ঞধ্বজোপাখ্যানস্যাদৌ শ্রীসূতবাক্যম্‌—

হরিভক্তিরসাস্বাদমুদিতা যে নরোত্তমাঃ।
নমস্করোম্যহং তেষাং তৎসঙ্গী মুক্তিভাগ্‌ যতঃ ॥১৫৪
হরিভক্তিপরা যে চ হরিনামপরায়ণাঃ।
দুর্ব্বৃত্তা বা সুবৃত্তা বা তেষাং নিত্যং নমো নমঃ ॥১৫৫
অহো ভাগ্যমহো ভাগ্যং বিষ্ণুভক্তিরতাত্মনাম্‌।
যস্মান্মুক্তিঃ করস্থৈব যোগিনামপি দুর্ল্লভা ॥১৫৬॥

অনুবাদ—ঐ স্থানেই যজ্ঞধ্বজোপাখ্যানের আদিতে শ্রীসূতবাক্যে—শ্রীবিষ্ণু ভক্তিরূপ রসের আস্বাদনে আনন্দিত ব্যক্তিগণকে আমি প্রণাম করি, তাঁহাদিগের সান্নিধ্য হইতেও মোক্ষ লাভ হয়। হরিভক্তি পরায়ণ ও হরিনামনিরত ব্যক্তিগণ দুর্ব্বৃত্তই হউন, বা সুবৃত্তই হউন, তাঁহাদিগকে নিত্য পুনঃ পুনঃ প্রণাম করি। অহো হরিভক্তগণের কি সৌভাগ্য! কি সৌভাগ্য! কারণ তাঁহাদিগের অনুগ্রহবশতঃ যোগিজনেরও দুর্ল্লভ মোক্ষ করতলগত হয় ॥ ১৫৪-১৫৬ ॥

টীকা—তেষাং তেভ্যো নমস্করোমি, যতঃ তেষাং সঙ্গ্যপি মুক্তিভাক্‌ জীবন্মুক্তঃ এবেত্যর্থঃ। অতস্তেষাং

বাহ্যাচারো ন কদাপি বিচার্য্যঃ, সর্ব্বথা সম্মান এব কার্য্য ইত্যাশয়েনাহ—দুর্বৃত্তা বেতি ॥ ১৫৪-১৫৫ ॥

টীকা—যস্মাদন্যস্যাপি তেষাং প্রসাদান্মুক্তিঃ করস্থা স্বাধীনৈব। যেষামিতি পাঠেঽপি তথৈবার্থঃ। যদ্বা, স্বাশ্রিতেভ্যো মুমুক্ষুভ্যো দাতুং করনিহিতেত্যর্থঃ ॥ ১৫৬ ॥

তত্রৈব কলিপ্রসঙ্গে—

ঘোরে কলিযুগে প্রাপ্তে সর্ব্বধর্ম্মবিবর্জ্জিতে।
বাসুদেবপরা মর্ত্ত্যাঃ কৃতার্থা নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১৫৭ ॥
অত্যন্তদুর্ল্লভা প্রোক্তা হরিভক্তিঃ কলৌ যুগে।
হরিভক্তিরতানাং বৈ পাপবন্ধো ন জায়তে ॥ ১৫৮ ॥
বেদবাদরতাঃ সর্ব্বে তথা তীর্থনিষেবিণঃ।
হরিভক্তিরতৈঃ সার্দ্ধং কলাং নার্হন্তি ষোড়শীম্ ॥১৫৯

অনুবাদ—ঐ গ্রন্থেই কলিপ্রসঙ্গে বলা হইয়াছে যে—সর্ব্বধর্ম্মশূন্য ঘোর কলিকাল আসিলে বাসুদেব-পরায়ণ ব্যক্তিগণই কৃতার্থ হইবেন, ইহাতে সন্দেহ নাই। কথিত আছে, ঐ কলিকালে হরিভক্তি অত্যন্ত দুর্ল্লভা; হরিভক্তিনিষ্ঠগণের পাতকরূপ বন্ধন জন্মে না। বেদবাদপরায়ণ ও নিখিল তীর্থসেবকগণ শ্রীহরিভক্তবৃন্দের ষোলভাগের একভাগেরও তুল্য নন ॥ ১৫৭-১৫৯ ॥

টীকা—পাপরূপো বন্ধঃ; যদ্বা, পাপেন কথঞ্চিৎ কৃতেনাপি বন্ধঃ ॥ ১৫৮ ॥

অতএবোক্তং দেবৈস্তত্রৈব ভারতবর্ষ-প্রসঙ্গে—

হরিকীর্ত্তনশীলো বা তদ্ভক্তানাং প্রিয়োঽপি বা।
শুশ্রূষুর্বাপি মহতাং স বন্দ্যোঽস্মাভিরুত্তমঃ ॥১৬০॥

অনুবাদ—অতএব ঐ পুরাণেই ভারতবর্ষ প্রসঙ্গে দেবগণের উক্তিতে—হরিভক্তগণের প্রিয় অথবা মহাজনগণের সেবা-নিরত কিংবা হরিকীর্ত্তন পরায়ণ শ্রেষ্ঠজনই আমাদের বন্দনীয় ॥ ১৬০ ॥

টীকা—যতঃ স এবোত্তমঃ সর্ব্বতঃ শ্রেষ্ঠঃ ॥১৬০॥

পাদ্মে শ্রীভগবদ্ব্রহ্ম-সংবাদে—

দর্শনধ্যানসংস্পর্শৈর্মৎস্যকূর্ম্মবিহঙ্গমাঃ।
পুষ্ণন্তি স্বান্যপত্যানি তথাহমপি পদ্মজ ॥ ১৬১ ॥
মুহূর্ত্তেনাপি সংহর্ত্তুং শক্তো যদ্যপি দানবান্।
মদ্ভক্তানাং বিনোদার্থং করোমি বিবিধাঃ ক্রিয়াঃ ॥ ১৬২ ॥

অনুবাদ—পদ্মপুরাণে শ্রীভগবৎ-ব্রহ্ম-সংবাদে—শ্রীভগবান ব্রহ্মাকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—যে প্রকার, মৎস্য, কচ্ছপ ও পক্ষিগণ দর্শন, ধ্যান ও স্পর্শ দ্বারা নিজ নিজ অপত্যগণকে পোষণ করে, সেই প্রকার আমিও সেইরূপে নিজ ভক্তগণকে পোষণ করি। আমি মুহূর্ত্ত মধ্যে দানবগণের বিনাশে সক্ষম হইলেও ভক্তগণের আনন্দ বিধানের উদ্দেশ্যেই কার্য্যের অনুষ্ঠান করি ॥ ১৬১-১৬২ ॥

টীকা—পদ্মজ হে ব্রহ্মন্! যথা মৎস্যাদয়ো দর্শনাদিভিঃ ক্রমেণ স্বান্যপত্যানি পুষ্ণন্তি, তথাহমপি দর্শনাদিভিঃ সমুচিতৈরেব সর্ব্বৈঃ স্বভক্তান্ পুষ্ণামীত্যর্থঃ ॥ ১৬১ ॥

টীকা—ইত্থং মম সর্ব্বং রূপলীলাদিবৈভবং ভক্তোৎসবার্থমেবেত্যাহ—মুহূর্ত্তেনাপীতি ॥ ১৬২ ॥

তত্রৈব মাঘ-মাহাত্ম্যে দেবদূতবিকুণ্ডল-সংবাদে—

ন যমং যমলোকং ন ন দূতান্ ঘোরদর্শনান্।
পশ্যন্তি বৈষ্ণবা নূনং সত্যং সত্যং ময়োদিতম্ ॥১৬৩
শ্বপাকমিব নেক্ষেত লোকে বিপ্রমবৈষ্ণবম্।
বৈষ্ণবো বর্ণবাহ্যোঽপি পুনাতি ভুবনত্রয়ম্ ॥ ১৬৪ ॥
ন শূদ্রা ভগবদ্ভক্তাস্তে তু ভাগবতা মতাঃ।
সর্ব্ববর্ণেষু তে শূদ্রা যে ন ভক্তা জনার্দ্দনে ॥১৬৫॥
বিষ্ণুভক্তস্য যে দাসা বৈষ্ণবান্নভুজশ্চ যে।
তেঽপি ক্রতুভুজাং বৈশ্য গতিং যান্তি নিরাকুলাঃ ॥১৬৬

অনুবাদ ঐ পুরাণেই মাঘমাহাত্ম্যে দেবদূত-বিকুণ্ডল-সংবাদে কথিত হইয়াছে—আমি সংশয় রহিত হইয়া পুনঃ পুনঃ সত্য করিয়া বলিতেছি যে, বৈষ্ণবগণ যম, যমালয় কিংবা ঘোরদর্শন করেন না। বিষ্ণুভক্তিরহিত ব্রাহ্মণকে চণ্ডাল অপেক্ষা হীনজ্ঞান করিবে। বৈষ্ণব অন্ত্যজ জাতি হইলেও ত্রিভুবন পবিত্র করেন। ভগবদ্ভক্তিপরায়ণ ব্যক্তিগণ

কখনও শূদ্র বলিয়া গণ্য নহেন, তাঁহারাও ভাগবত বলিয়া কীর্ত্তিত। চারিবর্ণমধ্যে কেশবে ভক্তিহীন ব্যক্তিরাই শূদ্র। হে বশ্য! বিষ্ণুভক্তের দাস ও বৈষ্ণবের অন্ন ভোজনকারী ব্যক্তিগণ নিরাকুল হইয়া যজ্ঞভুক্‌গণের গতি লাভ করেন ॥ ১৬৩-১৬৬ ॥

তত্রৈব বৈশাখ-মাহাত্ম্যে পঞ্চ-পুরুষাণামুক্তৌ—

ভব্যানি ভূতানি জনার্দ্দনস্য
পরোপকারায় চরন্তি বিশ্বম্‌ ॥ ১৬৭ ॥

অনুবাদ—ঐ গ্রন্থেই বৈশাখমাহাত্ম্যে পঞ্চ পুরুষগণের বাক্যে—হরিভক্তগণ পরোপকারের নিমিত্তই সংসারে ভ্রমণ করেন ॥ ১৬৭ ॥

তথা—

সন্তঃ প্রতিষ্ঠা দীনানাং দৈবাদুষ্কৃতপাপ্মানাম্‌।
আর্ত্তানামার্তিহন্তারো দর্শনাদেব সাধবঃ ॥ ১৬৮ ॥

অনুবাদ—এই বিষয়ে বলা হইয়াছে—পূর্ব্বে অনুষ্ঠিত কুকার্য্যজনিত পাতকে যাহারা পাতকী, সেই সকল দীনজনের পক্ষে সাধুগণই একান্ত আশ্রয়। সাধুজনের দর্শনে পীড়িতদিগের পীড়া তৎক্ষণাৎ দূরীভূত হয় ॥ ১৬৮ ॥

টীকা—দৈবাৎ পূর্ব্বদুষ্কর্ম্মবশাৎ অকস্মাদ্বা উদ্ভূতং যৎ পাপং তদ্বতাং, পাঠান্তরেঽপি স এবার্থঃ, অতএব দীনানাং জনানাং সন্ত এব প্রতিষ্ঠা আশ্রয়ঃ; যদ্বা, সাক্ষাৎ প্রতিষ্ঠারূপা এব, যথা প্রতিমাদীনাং প্রতিষ্ঠৈয়ব শোধনং, পূজ্যত্বাদিকঞ্চ সম্পদ্যতে, তথা সন্ত এব তেষাং তদিত্যর্থঃ ॥ ১৬৮ ॥

তত্রৈবোত্তরখণ্ডে শিবপার্ব্বতী সংবাদে—

ন কর্ম্মবন্ধনং জন্ম বৈষ্ণবানাঞ্চ বিদ্যতে।
বিষ্ণোরনুচরত্বং হি মোক্ষমাহুর্মনীষিণঃ ॥ ১৬৯ ॥
ন দাস্যং বৈ পরেশস্য বন্ধনং পরিকীর্ত্তিতম্‌।
সর্ব্ববন্ধননির্ম্মুক্তা হরিদাসা নিরাময়াঃ ॥ ১৭০ ॥

অনুবাদ—ঐ পুরাণেরই উত্তরখণ্ডে শিব-পার্ব্বতী-সংবাদে কথিত হইয়াছে—কর্ম্মবন্ধন-জনিত জন্ম হইতে বৈষ্ণবগণ মুক্ত। বুধগণ শ্রীহরির দাসত্বকেই মুক্তি বলিয়াছেন, তাই পরমেশ্বর শ্রীহরির দাসত্ব কখনও ভববন্ধনের কারণ হইতে পারে না। শ্রীহরিদাসগণ কলুষ রহিত এবং সর্ব্বপ্রকার বন্ধন মুক্ত ॥ ১৬৯-১৭০ ॥

টীকা—কর্ম্মণা বধ্যতে সম্বধ্যতে ইতি কর্ম্মবন্ধনম্‌, অনুচরত্বং দাস্যং, হি যতঃ ॥ ১৬৯ ॥

টীকা—বন্ধনং সংসারবন্ধাপাদকং, নিরাময়া নির্দ্দোষাঃ ॥ ১৭০ ॥

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে জন্মাষ্টমীব্রত-মাহাত্ম্যে শ্রীচিত্রগুপ্তোক্তৌ—

দর্শন-স্পর্শনালাপ-সহবাসাদিভিঃ ক্ষণাৎ।
ভক্তাঃ পুনন্তি কৃষ্ণস্য সাক্ষাদপি চ পুক্কশম্‌ ॥ ১৭১ ॥
ত্যক্তসর্ব্বকুলাচারো মহাপাতকবানপি।
বিষ্ণোর্ভক্তং সমাশ্রিত্য নরো নার্হতি যাতনাম্‌ ॥১৭২॥

অনুবাদ—ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে জন্মাষ্টমী-ব্রত-মাহাত্ম্যে শ্রীচিত্রগুপ্ত বাক্যে—দর্শন, স্পর্শন, আলাপ ও একসঙ্গে বাস প্রভৃতির দ্বারা শ্রীহরিভক্তগণ সাক্ষাৎ চণ্ডালকেও শীঘ্রই পবিত্র করেন। বিষ্ণুভক্তের আশ্রয় গ্রহণকারী ব্যক্তি নিখিল কুলাচার-ত্যাগী ও সমস্ত পাপে পাপী ব্যক্তিও ক্লেশ ভোগ হইতে রক্ষা পান ॥ ১৭১-১৭২ ॥

বাশিষ্ঠে—

যস্মিন্‌ দেশে মরৌ তজ্জ্ঞো নাস্তি সজ্জনপাদপঃ।
সফলঃ শীতলচ্ছায়ো ন তত্র দিবসং বসেৎ ॥১৭৩॥
সদা সন্তোঽভিগন্তব্যা যদ্যপ্যুপদিশন্তি ন।
যা হি স্বৈরকথাস্তেষামুপদেশা ভবন্তি তে ॥ ১৭৪ ॥

অনুবাদ—বাশিষ্ঠে কথিত হইয়াছে—ভগবদ্ভক্ত, সফল শীতলছায়া-বিশিষ্ট সজ্জনরূপ তরু বিহীন মরুপ্রদেশে একদিনও বাস করা উচিত নয়। সর্ব্বদা সাধুগণের নিকটেই যাওয়া উচিত। সাধুগণ যদি উপদেশ নাও দেন, তবুও তাঁহাদের স্বচ্ছন্দ শাস্ত্র কথা আলাপনই উপদেশ মনে করিবে ॥ ১৭৩-১৭৪॥

টীকা—তং ভগবন্তং জানাতীতি তজ্জ্ঞঃ। দিবসমেকদিনমপি ॥ ১৭৩ ॥

টীকা—তেষাং যাঃ স্বৈরকথাঃ অন্যোঽন্যং

স্বচ্ছন্দবার্ত্তাস্তা অপি। তে তব; ত এব বা; উপ-দেশবিশেষণত্বেন পুংস্ত্বম্, উপদেশা ভবিষ্যন্তি ॥ ১৭৪॥

গারুড়ে—

সত্রযাজিসহস্রেভ্যঃ সর্ব্ববেদান্তপারগঃ।
সর্ব্ববেদান্তবিৎকোট্যা বিষ্ণুভক্তো বিশিষ্যতে ॥১৭৫॥
বৈষ্ণবানাং সহস্রেভ্য একান্ত্যেকো বিশিষ্যতে।
একান্তিনস্তু পুরুষা গচ্ছন্তি পরমং পদম্ ॥ ১৭৬ ॥

অনুবাদ—গরুড়পুরাণে বলা হইয়াছে—সর্ব্ব-বেদান্তে অভিজ্ঞ একজন ব্যক্তি সহস্র সংখ্যক যাজ্ঞিক অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। একজন বিষ্ণুভক্ত কোটি বেদান্তবিদ্ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং একজন একান্তী বৈষ্ণব বৈষ্ণব-সহস্র হইতেও শ্রেষ্ঠ। একান্তী বৈষ্ণবগণই পরমপদ পাইয়া থাকেন। ১৭৫-১৭৬॥

শ্রীভগবদ্‌গীতাসু (৯।৩০।৩৩)—

অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্‌ব্যবসিতো হি সঃ ॥১৭৭॥
ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি।
কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি ॥১৭৮॥
মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেঽপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ।
স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্।
কিং পুনর্ব্রাহ্মণাঃ পুণ্যা ভক্ত্যা রাজর্ষয়স্তথা ॥ ১৭৯॥

অনুবাদ—শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতায় বলা হইয়াছে—অনন্যভক্ত হইয়া আমার উপাসনা করিলে সুদুরা-চার ব্যক্তিও সমুচিত অধ্যবসায়ী সাধু বলিয়া মান-নীয় হইতে পারেন। তিনিই আশু ধর্ম্মশীল ও নিত্য শান্তিভাগী হন। হে কৌন্তেয়! আমার ভক্তগণ কখনও বিনাশ প্রাপ্ত হয় না, ইহা নিশ্চিত। নিকৃষ্ট জন্মা, অন্ত্যজাদি, স্ত্রীগণ, বৈশ্য জাতি অথবা শূদ্রজাতি আমার আশ্রয় লইলে পরমাগতি লাভ করে। অত-এব পুণ্যজন্মা ব্রাহ্মণ অথবা ক্ষত্রিয় বংশে জাত রাজর্ষি ভক্তের পক্ষে সন্দেহ কি? ১৭৭-১৭৯॥

টীকা—মদ্ভক্তেরবিতর্ক্যঃ প্রভাব ইতি দর্শয়ন্নাহ—অপীতি; অত্যন্তং দুরাচারোঽপি নরো যদি পৃথক্-ত্বেন দেবতান্তরভক্তিমকুর্ব্বন্ মামেব পরমেশ্বরং শ্রীদেবকীনন্দনং ভজতি, মদ্‌ভজনে মতিং কুর্য্যাদি-ত্যর্থঃ, তর্হি সাধুঃ শ্রেষ্ঠ এব মন্তব্যঃ। যতোঽসৌ সম্যগ্ ব্যবসিতঃ শোভনমধ্যবসায়ং কৃতবান্ ॥ ১৭৭॥

টীকা—ননু কথং সমীচীনাধ্যবসায়মাত্রেণ সাধু-র্মন্তব্যঃ? তত্রাহ ক্ষিপ্রমিতি, দুরাচারোঽপি মাং ভজন্ শীঘ্রং ধর্ম্মচিত্তো ধর্ম্মস্বরূপো বা ভবতি প্রাপ্নোতি; যদ্বা, ভগবদ্ভক্তিলক্ষণস্য ধর্ম্মস্য আত্মা প্রবর্ত্তকো ভবতি; ততশ্চ শশ্বচ্ছান্তিং শাশ্বতীমুপরমশান্তিং পর-মেশ্বরনিষ্ঠাং নিতরাং গচ্ছতি প্রাপ্নোতি। কুতর্ক-কর্কশবাদিনো নৈবং মন্যেরন্নিতি শোকব্যাকুলমর্জ্জুনং প্রোৎসাহয়তি। হে কৌন্তেয়! পটহকাহলাদি-(কোলাহলাদি) মহাঘোষ-পূর্ব্বকং বিবদমানানাং সভাং গত্বা বাহুমুৎক্ষিপ্য নিঃশঙ্কং প্রতিজানীহি প্রতি-জ্ঞাং কুরু কথম্? মে পরমেশ্বরস্য, যদ্বা, মে পরমে-শ্বরভক্তস্যাপি ভক্তঃ সুদুরাচারোঽপি ন প্রণশ্যতি, অপি তু কৃতার্থ এব ভবতীতি। ততশ্চ তে প্রৌঢ়িবাদ-বিজৃম্ভ-বিধ্বংসিতকুতর্কাঃ সন্তো নিঃসংশয়ং ত্বামেব গুরুত্বেনাশ্রয়েরন্ ॥ ১৭৮ ॥

টীকা—আচারভ্রষ্টং মদ্ভক্তিঃ পবিত্রীকরোতীতি কিমত্র চিত্রম্? যতো মদ্ভক্তির্যথাকথঞ্চিৎ মদাশ্রয়াপি বা দুষ্কুলানপ্যনধিকারিণোঽপি সংসারান্মোচয়তীত্যাহ—মাং হীতি। যেঽপি পাপযোনয়ঃ স্যুঃ, নিকৃষ্ট-জন্মানোঽন্ত্যজাদয়ো ভবেয়ুঃ, যেঽপি বৈশ্যাঃ কেবলং কৃষ্যাদিনিরতাঃ, স্ত্রিয়ঃ শূদ্রাদয়শ্চাধ্যয়নাদিরহিতাঃ, তেঽপি মাং ব্যপাশ্রিত্য সংসেব্য; যদ্বা, বিধিত্যাগা-দিনা বিরূপতয়া অপকর্ষেণাপি যথাকথঞ্চিদাশ্রয়মাত্রং কৃত্বাপি পরাং গতিং বৈকুণ্ঠপ্রাপ্তিলক্ষণাং যান্তি লভন্তে। হি নিশ্চিতং, যদৈবং তদা সজ্জাতয়ঃ সৎকুলাঃ সদা-চারশ্চ মদ্ভক্তাঃ পরাং গতিং যান্তীতি কিং বক্তব্য-মিত্যাহ—কিমিতি। পুণ্যাঃ সুকৃতিনো ব্রাহ্মণাঃ, তথা রাজানশ্চৈতে ঋষয়শ্চ, এবম্ভূতাঃ ভক্তাঃ সন্তঃ পরাং গতিং যান্তীতি কিং পুনর্বক্তব্যমিত্যর্থঃ ॥ ১৭৯ ॥

কিঞ্চ তত্রৈব (৬।৪৭)—

যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্‌গতেনান্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো।
মতঃ ॥ ১৮০ ॥

অনুবাদ—গীতাতে আরও বলা হইয়াছে—যাঁহারা কৃষ্ণরূপ আমার চরণযুগলে অন্তরাত্মা সমর্পণ করিয়া শ্রদ্ধার সহিত আমার আরাধনা করেন, যোগিগণের মধ্যে তাঁহারাই আমার মতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যোগী ॥ ১৮০ ॥

টীকা—যুক্ততমঃ সর্ব্বযোগিশ্রেষ্ঠ ইত্যর্থঃ ॥১৮০॥

শ্রীভাগবতস্য প্রথমস্কন্ধে শ্রীপরীক্ষিত উক্তৌ (১৯।৩৩)—

যেষাং সংস্মরণাৎ পুংসঃ সদ্যঃ শুধ্যন্তি বৈ গৃহাঃ।
কিং পুনর্দর্শন-স্পর্শ-পাদশৌচাসনাদিভিঃ ॥ ১৮১ ॥

অনুবাদ—শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথমস্কন্ধে শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজের কথায়—হে প্রভো! লোকসকলের গৃহ আপনাদের স্মরণমাত্রেই পবিত্র হয়, দর্শন, স্পর্শন, পাদপ্রক্ষালন ও তাঁহাদের উপবেশনের দ্বারা যে পবিত্র হইবে, তাহাতে সন্দেহ কোথায়? ১৮১ ॥

তৃতীয়স্কন্ধে শ্রীবিদুরস্য (১৩।৪)—

শ্রুতস্য পুংসাং সুচিরশ্রমস্য
নন্বঞ্জসা সূরিভিরীড়িতোঽর্থঃ।
তত্তদ্‌গুণানুশ্রবণং মুকুন্দ-
পাদারবিন্দং হৃদয়েষু যেষাম্ ॥ ১৮২ ॥

অনুবাদ—তৃতীয় স্কন্ধে শ্রীবিদুরের কথায়—হে মুনিবর! শ্রীমুকুন্দের চরণকমল যাঁহাদের হৃদয়ে বিদ্যমান, তাঁহাদের গুণকীর্ত্তন বা প্রশংসা শ্রবণই পুরুষগণের চিরকালের শ্রমদ্বারা উপার্জ্জিত শাস্ত্র পাঠের ফল এবং বিজ্ঞব্যক্তিগণ সুখে তাঁহারই যথার্থরূপে স্তব করেন ॥ ১৮২ ॥

টীকা—যেষাং ভবাদৃশাং সংস্মরণাদপি, সং-শব্দস্তস্যৈব স্বতঃ সম্যক্‌ত্বাভিপ্রায়েণ ঈষদর্থে বা। পুংসামিতি—অবিশেষেণাখিলজনানামেবেত্যর্থঃ। আদিশব্দেন সম্ভাষণাদীনি, সুচিরং শ্রমো যস্মিন্ তস্য পুংসাং শ্রুতস্য শাস্ত্রাভ্যাসস্য অয়মেব অর্থঃ ফলম্। ননু নিশ্চিতম্, অঞ্জসা সুখেন, ঈড়িতঃ স্তুতস্তমেবাহ—মুকুন্দপাদারবিন্দং যেষাং হৃদয়েষ্বস্তি, তেষাং গুণানুস্মরণমিতি। অঞ্জসেত্য স্যাত্রৈবান্বয়ঃ ॥১৮১-১৮২॥

দেবহূতিং প্রতি কপিলদেবস্য (শ্রীভাঃ ৩।২৫।৩৮)—

ন কর্হিচিন্মৎপরাঃ শান্তরূপে
নংক্ষ্যন্তি নো মেঽনিমিষো লেঢ়ি হেতিঃ।
যেষামহং প্রিয় আত্মা সুতশ্চ
সখা গুরুঃ সুহৃদো দৈবমিষ্টম্ ॥ ১৮৩ ॥

অনুবাদ—জননী দেবহূতির প্রতি শ্রীকপিলদেবের উক্তি—হে মাতঃ! মৎপরায়ণ ব্যক্তিগণ ভক্তিযোগের দ্বারা মুক্ত হইয়া আমার বৈকুণ্ঠধামে আসিয়া এখানেই সানন্দে বহুভোগের মধ্যে কালাতিপাত করেন। এই ভোগের স্বর্গাদিস্থানের মত ক্ষয়ের আশঙ্কা নাই, আমার অনিমিষ কালচক্র তাঁহাদিগকে গ্রাস করে না। ফলতঃ আমি যাঁহাদের আত্মবৎ প্রিয়, পুত্রবৎ স্নেহভাজন, সখার তুল্য বিশ্বাসের পাত্র, গুরুতুল্য উপদেষ্টা, সুহৃৎ সদৃশ হিতকারী এবং ইষ্টদেবের মত পূজনীয় অর্থাৎ যাঁহারা এইভাবে মৎসর্ব্বস্ব হইয়া ভজনা করেন, আমার কালচক্র তাঁহাদের কাছে পরাস্ত হয় ॥ ১৮৩ ॥

টীকা—হে শান্তরূপে। কদাচিদপি ন নঙ্‌ক্ষ্যন্তি, ভোগহীনা ন ভবন্তি। তত্র হেতুঃ—অনিমিষো মে হেতিঃ মদীয়ং কালচক্রং ন লেঢ়ি, ন তান্ গ্রসতি; যদ্বা, জিহ্বাগ্রেণাপি ন স্পৃশতি, তত্রৈব হেতুঃ—যেষামিতি। সুত ইব স্নেহবিষয়ঃ; সখেব বিশ্বাসাস্পদং, গুরুরিবোপদেষ্টা, সুহৃদিব হিতকারী, ইষ্টং দৈবতমিব পূজ্যম্, এবং সর্ব্বভাবেন যে মাং ভজন্তি, তান্ মদীয়ং কালচক্রং ন গ্রসতীত্যর্থঃ। যদ্বা, ন নঙ্‌ক্ষ্যন্তি বিচিত্রবিষয়াদিভোগেঽপি নিজমার্গান্ন ভ্রশ্যন্তীত্যর্থঃ। যদ্বা, মমাদৃশ্যা ন ভবন্তি, অতঃ কালচক্রং জিহ্বয়া লেঢ়ুং কথঞ্চিৎ স্প্রষ্টুং ন শক্নোতীত্যর্থঃ। চকারোঽত্র বিকল্পে তেষামেকতরত্বেনৈব সর্ব্বসিদ্ধেঃ। যদ্বা, যেষাং সাক্ষাৎ প্রিয়াদিরূপোঽপ্যহং ভবামি। তত্র প্রিয়ঃ উপকারাদিনা প্রীতিবিষয়ঃ, আত্মা স্বভাবত এব প্রিয়ঃ, সুহৃদঃ সর্ব্বজ্ঞাতয়ঃ সম্বন্ধিনশ্চ। ইষ্টং দৈবতং, আত্মপ্রদো নাথঃ, এষাং দুর্ঘটত্বং যথোত্তরমূহ্যং; যথা প্রিয়ো ভর্ত্তা দণ্ডকারণ্যবাসিমুনীনাং গোপীজনানাঞ্চ আত্মা স্বয়মেবাহম্। এবমত্র ভক্তমাহাত্ম্যবর্ণনরসেন ক্রমো নাপেক্ষিতঃ ॥ ১৮৩ ॥

চতুর্থে শ্রীধ্রুবস্য (৯।১০)—

যা নির্ব্বৃতিস্তনুভৃতাং তব পাদপদ্ম-
ধ্যানাদ্ভবজ্জনকথাশ্রবণেন বা স্যাৎ।
সা ব্রহ্মণি স্বমহিমন্যপি নাথ মাভূৎ
কিংবান্তকাসিলুলিতাৎ পততাং বিমানাৎ॥১৮৪॥

অনুবাদ—চতুর্থস্কন্ধে শ্রীধ্রুব মহারাজ বলিতেছেন—হে প্রভো! আপনার শ্রীচরণকমল চিন্তা অথবা আপনার ভক্তজনের উপদেশ শ্রবণ দ্বারা দেহীদের যে মুক্তি প্রাপ্তি হয় (সেবানন্দরূপ), আত্মানন্দ স্বরূপ ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারে তাহা হয় না, অতএব যাহারা যমরাজের কালস্বরূপ তরবারি দ্বারা ছিন্ন বিমান হইতে পতিত হইতেছে, তাহাদের কথা আর কি বলিব? ১৮৪॥

টীকা—তনুভৃতামবিশেষেণ সর্ব্বেষামেব জীবানাম্, অপ্যর্থে বা-শব্দঃ, ভবজ্জনানাং কথায়াঃ শ্রবণেনাপি; যদ্বা, বিকল্প এব, ততশ্চ পাদপদ্মধ্যানেন সহ বৈষ্ণবকথাশ্রবণস্য সাম্যতো মাহাত্ম্যবিশেষ উক্তো ভবতি। স্বমহিমনি নিজানন্দরূপে; যদ্বা, স্বঃ অসাধারণঃ অন্যানন্দাদ্যপেক্ষয়া বিশিষ্টো মহিমা যস্য তস্মিন্নপি মা ভূৎ, ন ভবেদিত্যর্থঃ। অন্তকস্য অসিনা কালেন লুলিতাৎ খণ্ডিতাৎ বিমানাৎ পততাং সা নাস্তীতি, কিমু বক্তব্যম্॥ ১৮৪॥

শ্রীরুদ্রস্য (শ্রীভাঃ ৪।২৪।২৯)—

স্বধর্ম্মনিষ্ঠঃ শতজন্মভিঃ পুমান্
বিরিঞ্চিতামেতি ততঃ পরং হি মাম্।
অব্যাকৃতং ভাগবতোঽথ বৈষ্ণবং
পদং যথাহং বিবুধাঃ কলাত্যয়ে॥ ১৮৫॥

অনুবাদ—ঐ স্থানেই শ্রীরুদ্রদেবের কথায়—যাঁহারা নিজ নিজ ধর্ম্মে নিষ্ঠাবান, তাঁহাদের বহুজন্মের পর ব্রহ্মত্ব প্রাপ্তি হয়, তারপর রুদ্রত্বপ্রাপ্তি হয় অর্থাৎ এইরূপ ক্রমোন্নতি হয় কিন্তু ভগবদ্ভক্ত এই দেহান্তেই প্রপঞ্চাতীত বৈষ্ণবপদ লাভ করেন। ইহার উদাহরণ—আমি রুদ্র হইয়া অধিকারীর মত বিদ্যমান আছি; এই দেবতাগণ অধিকারী হইয়া আছেন, কিন্তু যখন আমাদের অধিকারকাল শেষ হইবে, তখন লিঙ্গদেহ ভঙ্গ হইলে সকলেই প্রপঞ্চাতীত পদ প্রাপ্ত হইব॥ ১৮৫॥

টীকা—স্বধর্ম্মনিষ্ঠঃ পুমান্ বহুভির্জন্মভিঃ বিরিঞ্চিতাং প্রাপ্নোতি, ততোঽপি পুণ্যাতিশয়েন মামেতিঃ; ভাগবতস্তু অথ দেহান্তে ভাগবতত্বানন্তরং বা অব্যাকৃতং প্রপঞ্চাতীতং বৈষ্ণবং পদমেতি। যথাহং রুদ্রো ভূত্বা আধিকারিকবদ্বর্ত্তমানঃ বিবুধা দেবাশ্চ আধিকারিকাঃ, কলাত্যয়ে অধিকারান্তে লিঙ্গভঙ্গে সত্যেষ্যান্তি; যদ্বা, কলাত্যয়ে প্রকৃত্যতিক্রমে॥১৮৫॥

পঞ্চমে শ্রীজড়ভরতস্য (১২।১২)—

রহূগণৈতৎ তপসা ন যাতি
ন চেজ্যয়া নির্ব্বাপণাদ্গৃহাদ্বা।
ন ছন্দসা নাপি জলাগ্নিসূর্য্যৈ-
বিনা মহৎপাদরজোঽভিষেকাৎ॥ ১৮৬॥

অনুবাদ—পঞ্চমস্কন্ধে শ্রীজড়ভরত-বাক্যে—হে রহূগণ! এই প্রকার জ্ঞান মহাত্মাগণের কৃপাভিষেক ব্যতীত তপস্যা, বৈদিক কর্ম্ম বা অন্নাদি সংবিভাগ কিংবা গৃহস্থ-ধর্ম্মার্থ পরোপকার অথবা বেদাভ্যাস বা জল, অগ্নি কিংবা সূর্য্যদেবের উপাসনা কোন কিছু দ্বারাই পাওয়া যায় না॥ ১৮৬॥

টীকা—হে রহূগণ! এতৎ শ্রীবাসুদেবরূপং যত্ত্ব তপসা পুরুষো ন যাতি, ইজ্যয়া বৈদিককর্ম্মণা, নির্ব্বপণাৎ অন্নাদিসংবিভাগেন, গৃহাদ্বা, তন্নিমিত্তপরোপকারেণ, ছন্দসা বেদাভ্যাসেন, জলাগ্ন্যাদিভিরুপাসিতৈরপি, অভিষেকশব্দেন মহৎপাদরজসঃ সর্ব্বতীর্থময়ত্বং সূচ্যতে॥ ১৮৬॥

ষষ্ঠে শ্রীপরীক্ষিতঃ (১৪।৩-৫)—

রজোভিঃ সমসংখ্যাতাঃ পার্থিবৈরিহ জন্তবঃ।
তেষাং যে কেচনেহন্তে শ্রেয়ো বৈ মনুজাদয়ঃ॥১৮৭॥
প্রায়ো মুমুক্ষবস্তেষাং কেচনৈব দ্বিজোত্তম।
মুমুক্ষূণাং সহস্রেষু কশ্চিন্মুচ্যেত সিধ্যতি॥ ১৮৮॥
মুক্তানামপি সিদ্ধানাং নারায়ণপরায়ণঃ।
সুদুর্লভঃ প্রশান্তাত্মা কোটিষ্বপি মহামুনে॥ ১৮৯॥

অনুবাদ—এই বিষয়ে ষষ্ঠস্কন্ধে শ্রীপরীক্ষিৎ

মহারাজের কথায়—পৃথিবীর পরমাণুর মত সংখ্যাতীত জীবকণা বিদ্যমান। তন্মধ্যে অল্প কয়েকজন মাত্র শ্রেয়ঃ সাধন অর্থাৎ ধর্ম্মাচরণে তৎপর। হে দ্বিজোত্তম! ঐ শ্রেয়ঃ সাধনকারীগণের মধ্যেও অল্প সংখ্যকই মুমুক্ষু হয়। ঐ প্রকার মুমুক্ষু জীব সকলেই যে সিদ্ধিলাভ করেন, তাহা নহে। হাজারের মধ্যে কদাচিৎ কোন জন গৃহাদি সঙ্গত্যাগী ও তত্ত্বজ্ঞ হন। যে সমস্ত পুরুষ ঐ প্রকার তত্ত্বজ্ঞ ও মুক্ত তাঁহাদের কোটি জনের মধ্যে আবার নারায়ণ পরায়ণ ও প্রশান্তাত্মা খুবই দুর্ল্লভ ॥ ১৮৭-১৮৯ ॥

টীকা—পার্থিবৈ রজোভিঃ পরমাণুভিঃ সমাঃ সংখ্যাতা অনন্তা ইত্যর্থঃ; জন্তবো জীবাঃ, তেষাং মধ্যে যে কেচন কতিপয়ে শ্রেয়ো ধর্ম্মমীহন্তে কুর্ব্বন্তি ॥ ১৮৭ ॥

টীকা—মুচ্যন্তে গৃহাদিসঙ্গান্মুচ্যতে, সিধ্যতি তত্ত্বং জানাতি; যদ্বা, মুচ্যেত সংসারান্মুক্তো ভবেৎ, তস্মিন্নপি কশ্চিদেব সিধ্যতি, স্বস্বরূপানুভবরূপমানন্দাংশং প্রাপ্নোতি। এব মুক্তেঃ সকাশাৎ সিদ্ধেবিশেষঃ সিদ্ধঃ; যদ্বা, মুচ্যেত জীবন্মুক্তো ভবেৎ, সিধ্যতি ভগবতি পরমানন্দসমুদ্রে লীয়তে; এবং জীবন্মুক্তত্বে স্বরূপানুভবরূপানন্দাংশমাত্রানুভবাৎ, সিদ্ধত্বে চানন্দবিশেষানুভবেন পূর্ব্বতোঽস্য শ্রৈষ্ঠ্যং সিদ্ধমেব। ভগবল্লয়ত্বেঽপি পৃথক্‌স্থিত্যাতিপ্রায়েণোত্তরশ্লোকে সিদ্ধানামিতি বহুত্বম্; এতচ্চ শ্রীভাগবতামৃতোত্তরখণ্ডে সম্যক্ নিরূপিতমেবাস্তি ॥ ১৮৮ ॥

টীকা—মুক্তানামপি সিদ্ধানামপি কোটিষ্বপি মধ্যে সুদুর্ল্লভঃ পরমদুষ্প্রাপ্যঃ। এবং পরমদৌর্ল্লভ্যেনাস্যাত্যন্তশ্রেষ্ঠতমত্বমুক্তম্। প্রশান্তাত্মেতি—স্বরূপমাত্রনির্দ্দেশঃ, তস্যৈব মুখ্যতমত্বং সংপূর্ণপ্রশান্তত্বাৎ; হে মহামুনে! ইতি এতচ্চ ত্বমেব সম্যগ্‌জানাসি নান্যঃ; যদ্বা, ত্বমেবৈকঃ এতাদৃশঃ, নান্য ইতি ভাবঃ ॥ ১৮৯ ॥

———

শ্রীশিবস্য (শ্রীভাঃ ৬।১৭।২৮)—

নারায়ণপরাঃ সর্ব্বে ন কুতশ্চন বিভ্যতি।
স্বর্গাপবর্গ-নরকেষ্বপি তুল্যার্থদর্শিনঃ ॥ ১৯০ ॥

অনুবাদ ষষ্ঠ স্কন্ধে শ্রীশিববাক্য—যাঁহারা নারায়ণ পরায়ণ তাঁহারা স্বর্গ, মোক্ষ ও নরক এই তিনটিকেই সমভাবে দর্শন করেন। ইঁহারা অকুতোভয়। ॥ ১৯০ ॥

টীকা—কুতশ্চন কস্মাচ্চিদপি দেবাদেঃ শাপাদের্বাসকাশান্ন ভয়ং প্রাপ্নুবন্তি যতঃ স্বর্গাদিষ্বপি তুল্যোঽর্থঃ প্রয়োজনমিতি দ্রষ্টুং শীলং যেষাং তে, তথা ন চান্যৎ কিমপি বাঞ্ছন্ত্যপীতি ভাবঃ ॥১৯০॥

———

সপ্তমে শ্রীপ্রহলাদস্য(৫।৩২)—

নৈষাং মতিস্তাবদুরুক্রমাঙ্ঘ্রিং
স্পৃশত্যনর্থাপগমো যদর্থঃ।
মহীয়সাং পাদরজোঽভিষেকং
নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ ॥ ১৯১ ॥

অনুবাদ—সপ্তমস্কন্ধে শ্রীপ্রহলাদ মহারাজ বলিতেছেন—হে পিতঃ! একবিষ্ণুই সকল প্রাণীতে যদিও গূঢ় এবং সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বভূতের অন্তর্য্যামী ইহা সত্য, তবুও বিষয়াভিমান রহিত মহত্তম পুরুষগণের পদধূলিদ্বারা যে পর্য্যন্ত অভিষিক্ত না হওয়া যায়, সেই পর্য্যন্ত বেদবাক্য দ্বারা ঐ প্রকার শ্রীবিষ্ণুকে জানিলেও সংসারাসক্ত পুরুষদিগের মতি তাঁহার চরণ সান্নিধ্য পাইতে পারে না, বরং অসম্ভাবনাদি দ্বারা বিঘ্ন প্রাপ্ত হয়, পরন্তু এরূপ ভগবচ্চরণারবিন্দ প্রাপ্ত হইতে পারিলেই সংসার ক্ষয় প্রাপ্ত হয় ॥ ১৯১ ॥

টীকা—নিষ্কিঞ্চনানাং নিরস্তবিষয়াভিমানানাং ভগবৎপ্রীত্যা ত্যক্তাশেষপরিগ্রহাণাং বা, অতএব মহত্তমানাং পাদরজোঽভিষেকং যাবন্ন বৃণীত, প্রীত্যা ন ভজেৎ, তাবৎ শ্রুতিবাক্যাদিনা জ্ঞাতমপি এষাং দুরাশয়ানাং মতিঃ উরুক্রমস্য ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণস্যাঙ্ঘ্রিং ন স্পৃশতি, ন প্রাপ্নোতি, অসম্ভাবনাদিভিবিহন্যত ইত্যর্থঃ। অনর্থস্য সংসারস্যাপগমো যস্যা অঙ্ঘ্রিস্পর্শিন্যা মতেরর্থঃ প্রয়োজনং, মহদনুগ্রহাভাবান্ন তত্ত্বনিশ্চয়ঃ, নাপি মোক্ষস্তেষামিত্যর্থঃ; যদ্বা, অনর্থস্য অর্থতয়া ভাসমানস্য বিচারেণানর্থরূপস্য। যদ্বা, বেদান্তাদৌ ন বিদ্যতেঽর্থো যস্মাৎ তস্য মোক্ষস্যাপগমো যস্য পাদরজোঽভিষেকস্যার্থঃ। ভগ-

বস্তুতঃ কৃপাবিশেষমন্তরেণ ন মোক্ষেচ্ছানিবৃত্তিঃ, ন চ তাং বিনা মতের্ভগবচ্চরণারবিন্দস্পর্শনমপীতি ॥১৯১॥

কিঞ্চ (শ্রীভাঃ ৭।৯।১০)—

বিপ্রাদ্দ্বিষড়্‌গুণযুতাদরবিন্দনাভ-
পাদারবিন্দবিমুখাৎ শ্বপচং বরিষ্ঠম্‌ ।
মন্যে তদর্পিতমনোবচনেহিতার্থ-
প্রাণং পুনাতি স কুলং ন তু ভূরিমানঃ ॥ ১৯২ ॥

অনুবাদ—শ্রীপ্রহলাদ মহারাজ আরও বলিয়াছেন—হে প্রভো ! আমার মনে হয় যে, দ্বাদশগুণযুক্ত ব্রাহ্মণও যদি পদ্মনাভ শ্রীভগবানের পদারবিন্দ বিমুখ হন, তবে তাহা অপেক্ষা যাঁহার মন, বাক্য, কর্ম্ম, অর্থ ও প্রাণ ভগবানেই সমর্পিত, সেই প্রকার চণ্ডালও নিজের বংশ পবিত্র করিতে পারেন, কিন্তু প্রভূত গর্ব্বান্বিত ঐ প্রকার বিপ্র কুল দূরের কথা নিজের আত্মাকেও পবিত্র করিতে সমর্থ হন না। প্রকৃতপক্ষে ভক্তিহীনের পক্ষে গুণও গর্ব্বপ্রকাশ ও অর্থোপার্জ্জনের কারণেই হয়, আত্মশোধনের কারক হয় না, তাই সে চণ্ডাল অপেক্ষাও নিকৃষ্ট ॥ ১৯২ ॥

টীকা—'মন্যে ধনাভিজনরূপতপঃশ্রুতৌজস্তেজঃ-প্রভাববলপৌরুষবুদ্ধিযোগাঃ (শ্রীভাঃ ৭।৯।৯) ইতি পূর্ব্বোক্তা যে ধনাদয়ঃ দ্বিষট্‌ দ্বাদশগুণাস্তৈর্যুক্তাদ্বিপ্রা-দপি শ্বপচং বরিষ্ঠং মন্যে ; যদ্বা, উদ্যমপর্ব্বণি সনৎ-সুজাতোক্তা দ্বাদশ ধর্ম্মাদয়ো গুণাঃ দ্রষ্টব্যাঃ ; তথাহি—ধর্ম্মশ্চ সত্যঞ্চ দমস্তপশ্চ, অমাৎসর্য্যং হ্রীস্তিতি-ক্ষাঽনসূয়া। যজ্ঞশ্চ দানঞ্চ ধৃতিঃ শ্রুতঞ্চ, ব্রতানি বৈ দ্বাদশ ব্রাহ্মণস্য ॥' ইতি। কথম্ভূতাৎ বিপ্রাৎ ? অরবিন্দনাভস্য পাদারবিন্দতো বিমুখাৎ। কথম্ভূতং শ্বপচং ? তস্মিন্‌ অরবিন্দনাভপাদারবিন্দে অর্পিতা মন আদয়ো যেন তম্‌ ; ঈহিতং কর্ম্ম ; বরিষ্ঠত্বে হেতুঃ—সঃ এবম্ভূতঃ শ্বপচঃ স্বং কুলং পুনাতি, ভূরি-র্মানো গর্ব্বো যস্য, স তু বিপ্র আত্মানমপি ন পুনাতি, কুতঃ কুলম্‌ ? যতো ভক্তিহীনস্যৈতে গুণা গর্ব্বায়ৈব ভবন্তি, অতো হীন ইতি ভাবঃ। যদ্বা, তাদৃশাৎ বিপ্রাৎ শ্বপচমেবাহং মন্যে আদ্রিয়ে, ভগবদ্বিমুখত্বেন বিপ্রস্য শ্বপচতোঽপ্যধমত্বম্‌। শ্বপচস্য চ জাত্যাদি-স্বভাবেন ভগবজ্‌জ্ঞানাদ্যসম্ভবাৎ কেবলং ভগবত্যাভি-মুখ্যাভাবঃ, ন তু বৈমুখ্যম্‌ ; অতস্তস্মাদপ্যয়মেব সাধুঃ। অতএব তং মন্যে ইতি। তদর্পিতমনো-বচনেহিতার্থপ্রাণং সন্তং বরিষ্ঠং সর্ব্বোৎকৃষ্টাং মন্যে ; তত্র হেতুঃ —পুনাতীতি। যদ্বা, আদিতো বিপ্রস্য সন্ধ্যোপাসনাদৌ স্বত এব নিত্যং ভগবদাভিমুখ্যম-স্ত্যেব, পশ্চাচ্ছাধ্যয়নাদিনা তাদৃশদ্বাদশগুণাঃ সম্পন্নাঃ, অতোঽধুনাভিমুখ্যবিশেষস্তাবদ্দূরেঽস্তু, অথচ 'অহমেব সত্যং পরং ব্রহ্ম নারায়ণঃ, মত্তোঽন্যচ্চ দৃষ্টশ্রুতং সর্ব্বং মন্মায়াকল্পিতং ময্যধ্যস্তমেব' ইত্যাদিমিথ্যাভি-মানেন সতা ভগবৎপাদারবিন্দাৎ বৈমুখ্যং গতাদিতি ; অন্যৎ সমানম্‌ ॥ ১৯২ ॥

অষ্টমে শ্রীগজেন্দ্রস্য (৩।২০)—

একান্তিনো যস্য ন কিঞ্চনার্থং
বাঞ্ছন্তি যে বৈ ভগবৎপ্রপন্নাঃ ।
অত্যদ্ভুতং যচ্চরিতং সুমঙ্গলং
গায়ন্ত আনন্দসমুদ্রমগ্নাঃ ॥ ১৯৩ ॥

অনুবাদ—অষ্টমস্কন্ধে শ্রীগজেন্দ্রের ভাষায়—ভগবানের কাছে যাঁহাদের কোন প্রার্থনা নাই এবং যে সব ভক্তজন একান্তভাবে শ্রীভগবানের ভজনা করেন, তাঁহারাই শ্রীভগবানের অদ্ভুত মঙ্গলময় চরিত্র-গাথা গানদ্বারা আনন্দসাগরে নিমগ্ন থাকেন ॥ ১৯৩ ॥

টীকা—ভগবৎপ্রপন্না যে একান্তিনঃ, ভগবদ্ভক্তেষু মধ্যে যে একান্তভক্তা ইত্যর্থঃ ; যদ্বা, ভগবদ্ভির্ব্রহ্মা-দিভিমুক্তৈর্বা প্রপন্না আশ্রিতা, অতএব তে তস্য ভগ-বতশ্চরিতং গায়ন্তঃ সন্তস্তত এব আনন্দরসসমুদ্রমগ্নাঃ সন্তঃ যস্য অর্থম্‌ ঐশ্বর্য্যাদিকং, যদ্বা, যস্যেতি যস্মাৎ কাঞ্চনার্থং মোক্ষাদিকং শ্রীবৈকুণ্ঠলোকমপি ন বাঞ্ছন্তি। কুতঃ ? সুমঙ্গলং পরমসুখাত্মকম্‌ অত্যদ্ভু-তঞ্চ অনির্ব্বচনীয়-মাহাত্মমিতি। এবমেকান্তিনাং মাহাত্ম্যং লক্ষণঞ্চোক্তম্‌ ॥ ১৯৩ ॥

নবমে শ্রীভগবতঃ (৪।৬৩-৬৬,৬৮)—

অহং ভক্তপরাধীনো হ্যস্বতন্ত্র ইব দ্বিজ ।
সাধুভির্গ্রস্তহৃদয়ো ভক্তৈর্ভক্তজনপ্রিয়ঃ ॥ ১৯৪ ॥

অনুবাদ—নবমস্কন্ধে শ্রীবৈকুণ্ঠনাথের বাক্যে—

হে বিপ্রবর ! আমি ভক্তের অধীন, সেই হেতু পরাধীনের মত ; ভক্তজন আমার প্রিয়, এই জন্য সাধু ভক্তগণ আমার হৃদয় অধিকার করিয়া রহিয়াছেন ॥ ১৯৪ ॥

টীকা—কথম্ভূতৈঃ ? সাধুভির্ভক্তৈঃ ন তু কর্ম্মাদিপরৈঃ ; এবমগ্রেঽপূহ্যম্ ॥ ১৯৪ ॥

নাহমাত্মানমাশাসে মদ্ভক্তৈঃ সাধুভির্বিনা ।
শ্রিয়ং চাত্যন্তিকীং ব্রহ্মন্ যেষাং গতিরহং পরা ॥১৯৫

অনুবাদ—হে ব্রাহ্মণ—যাহাদিগের পরমাগতি আমিই, সেই সকল সাধু ভক্তজন ছাড়া আমি নিজেকে এবং আমার একান্ত আপন শ্রীদেবীকেও ভাল বাসি না ॥ ১৯৫ ॥

টীকা—নাশাসে ন স্পৃহয়ামি, নাপেক্ষে বা, আত্যন্তিকীং মদেকনিষ্ঠাম্ ॥ ১৯৫ ॥

যে দারাগারপুত্রাপ্তান্ প্রাণান্ বিত্তমিমং পরম্ ।
হিত্বা মাং শরণং যাতাঃ কথং তাংস্ত্যক্তুমুৎসহে ॥১৯৬

অনুবাদ—অতএব যাঁহারা পুত্র, পরিবার, আত্মীয় স্বজন, ধন, প্রাণ, গৃহ এবং ইহ ও পরলোক সব কিছুই পরিহার করিয়া আমার শরণাপন্ন হইয়াছেন, আমি কি প্রকারে তাঁহাদের ত্যাগ করিতে পারি ? অর্থাৎ মৎসর্ব্বস্ব ব্যক্তিগণকে কখনই আমি ত্যাগ করি না ॥ ১৯৬ ॥

টীকা—দারাদীন্ বিত্তঞ্চ ধনং, নৃণামিতি ভগবদুক্তেঃ ; ইমং পরঞ্চ লোকং হিত্বা উপেক্ষ্য ॥ ১৯৬ ॥

ময়ি নির্ব্বদ্ধহৃদয়াঃ সাধবঃ সমদর্শিনঃ ।
বশে কুর্ব্বন্তি মাং ভক্ত্যা সৎস্ত্রিয়ঃ সৎপতিং যথা ॥১৯৭

অনুবাদ—সাধ্বী স্ত্রী সৎপতিকে যে প্রকার বশীভূত করেন, সর্ব্বত্র সমদর্শী সাধু পুরুষগণও আমাতে দৃঢ়ভাবে লগ্ন চিত্ত হওয়ায় সেই প্রকার বশীভূত বা বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য করিয়াছেন ॥ ১৯৭ ॥

টীকা—ময়ি নির্ব্বদ্ধহৃদয়ত্বাদেব সমদর্শিনঃ ইতি —স্বর্গনরকাদিষু তুল্যদৃষ্টয়ঃ ; তদুক্তমেব শ্রীরুদ্রেণ —'স্বর্গাপবর্গনরকেষ্বপি তুল্যার্থদর্শিনঃ' (শ্রীভাঃ ৬।১৭।২৮) ইতি ॥ ১৯৭ ॥

সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধূনাং হৃদয়ং ত্বহম্ ।
মদন্যত্তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি ॥ ১৯৮ ॥

অনুবাদ—সাধুগণ আমার হৃদয় আর আমিও তাঁহাদের হৃদয়, তাঁহারা আমাকে ছাড়া আর কাহাকেও জানেন না, আমিও তাঁহাদিগকে ছাড়া অন্যের কথা চিন্তা করিতে পারি না ॥ ১৯৮ ॥

টীকা—অতঃ মম হৃদয়ম্ অন্তরঙ্গং সারবস্তু বা, অহঞ্চ তেভ্যোঽন্যৎ মনাগপি ন জানে, এবং তৈর্মম হৃদয়াক্রমণাৎ তেষামধীন এবাহং, ন স্বতন্ত্র ইতি ভাবঃ ॥ ১৯৮ ॥

তত্রৈব শ্রীদুর্ব্বাসসঃ (শ্রীভাঃ ৯।৫।১৫)—

দুষ্করঃ কো নু সাধূনাং দুস্ত্যজো বা মহাত্মনাম্ ।
যৈঃ সংগৃহীতো ভগবান্ সাত্বতামৃষভো হরিঃ ॥১৯৯॥
যন্নামশ্রুতিমাত্রেণ পুমান্ ভবতি নির্ম্মলঃ ।
তস্য তীর্থপদঃ কিংবা দাসানামবশিষ্যতে ॥ ২০০ ॥

অনুবাদ—নবমস্কন্ধে ঋষি দুর্ব্বাসার ভাষায়—সাত্বতপতি শ্রীহরিকে যাঁহারা বশীভূত করিয়াছেন, (ভক্তি দ্বারা) সেই সমস্ত মহাত্মা সাধুগণের অসাধ্য বা দুস্ত্যজ কি আছে ? যাঁহার নাম শুনিলেই মানুষ নির্ম্মল হয়, সেই তীর্থপাদ শ্রীভগবানের দাসগণের কোন্ কার্য্যই বা অবশিষ্ট থাকে ? ১৯৯-২০০ ॥

টীকা—সাত্বতাং সাত্বতানাং ঋষভঃ শ্রীদেবকীনন্দনঃ, ভগবান্ পরমস্বতন্ত্রোঽপি হরির্যথাকথঞ্চিৎ স্মৃতোঽপি সংসারদুঃখাপহারকঃ, যৈঃ সংগৃহীতঃ ভক্ত্যা বশীকৃতস্তেষাং সাধূনাম্, অতএব মহাত্মনাং কোঽর্থো দুষ্করঃ দুস্ত্যজো বা, অতো ব্রহ্মাদিদুষ্করমৎপ্রাণরক্ষণাদিকং মন্মহাপরাধক্ষমাদিকঞ্চ যুক্তমেবেতি ভাবঃ ॥ ১৯৯ ॥

টীকা—নির্ম্মলঃ অবিদ্যাসম্বন্ধমলরহিতঃ মুক্ত ইত্যর্থঃ । দাসানাং সেবাপরাণাং সর্ব্বথা ভক্তিপরাণাং বা ॥ ২০০ ॥

দশমে দেবস্তুতৌ (২।৩৩)—

তথা ন তে মাধব তাবকাঃ কৃচিদ্
ভ্রশ্যন্তিমার্গাত্ত্বয়ি বদ্ধসৌহৃদাঃ ।
ত্বয়াভিগুপ্তা বিচরন্তি নির্ভয়া
বিনায়কানীকপমূর্দ্ধসু প্রভো ॥ ২০১ ॥

অনুবাদ—দশমস্কন্ধে দেবস্তুতিতে উক্ত হইয়াছে —ব্রহ্মাদিদেবগণের উক্তিতে, হে মাধব ! আপনার প্রেমরজ্জুতে দৃঢ়বদ্ধ, যে সমস্ত আপনার ভক্ত তাঁহারা কখনও সাধনমার্গ হইতে স্খলিত হন না। তাঁহারা আপনার দ্বারা সর্ব্বদা সর্ব্বতোভাবে রক্ষিত বলিয়া নির্ভয়ে বিঘ্নকারীদের অধিপতিগণের শিরোপরি ভ্রমণ করিয়া থাকেন অথবা তাহাদের মাথাকে সিঁড়ি করিয়া বৈকুণ্ঠধামে গমন করেন ॥ ২০১ ॥

টীকা—মাধব হে শ্রীমধুবংশসমুদ্রচন্দ্র ! ত্বর্থে তথাশব্দঃ । 'যেঽন্যেরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিনঃ' (শ্রীভাঃ ১০।২।৩২) ইত্যাদিনোক্তেভ্যোঽভক্তেভ্যো ভিন্নক্রমাপেক্ষয়া তাবকাস্তদীয়াস্তু কৃচিৎ কদাচিদপি মার্গাৎ সাধনাদপি ন ভ্রশ্যন্তি, ন স্খলন্তি কিমুত প্রাপ্তপরমপদাৎ ; যদ্বা, মৃগ্যতে ইতি মার্গং শ্রীমচ্চরণারবিন্দযুগলং, তস্মাদপি ন ভ্রশ্যন্তি, কিমুত, ভক্তিমার্গাৎ। কুতঃ ? ত্বয়ি বদ্ধং দৃঢ়তয়া যোজিতং সৌহৃদং প্রেম যৈস্তে । অত্র বদ্ধ-শব্দেনেদং সূচ্যতে—যথা দৃঢ়রজ্জ্বা মহাবৃক্ষে দৃঢ়ং বদ্ধা নৌর্নদীবেগাদিনা স্বস্থানাচ্চালয়িতুং ন শক্যেত, তথা প্রেমবিশেষেণ ভগবচ্চরণাব্জনিবদ্ধাত্মনামাপৎস্বপি কথঞ্চিৎ নিজসাধ্যসাধনতঃ স্খলনং ন স্যাদিতি । তথেত্যস্য বদ্ধসৌহৃদা ইত্যনেন বা সম্বন্ধঃ। তেনানির্ব্বচনীয়প্রকারেণেত্যর্থঃ, অতএব বিনায়কা বিঘ্নহেতবস্তেষামনীকানি স্তোমাঃ সৈন্যানি বা তানি পান্তি, যে তন্মুখ্যাস্তেষাং মূর্দ্ধসু বিচরন্তি, বিঘ্নান্ জয়ন্তীত্যর্থঃ । যতঃ ত্বয়া অভিতো গুপ্তা রক্ষিতাঃ, অতএব নির্ভয়াঃ কুতশ্চিদপি শঙ্কারহিতাঃ সন্তঃ, অত্র চ মূর্দ্ধসু বিচরন্তীত্যনেনৈবং সূচ্যতে—অত্যুচ্চপদারোহণার্থং যথা নিঃশ্রেণিকাপেক্ষ্যতে, তথা ভাগবতানাং ভগবৎপদারোহণার্থং বিঘ্না এব নিঃশ্রেণিকা ভবেয়ুঃ, বিঘ্নেষু জাতেষু ভগবৎস্মরণাদভিনিবেশবিশেষোৎপত্তেঃ । বিঘ্নজয়ে চ ভগবদ্বাৎসল্যবিশেষানুসন্ধানাদিনা ভক্তিবিশেষসম্পত্তেশ্চেতি দিক্ তাবকা মার্গান্ন ভ্রশ্যন্তি, ত্বয়ি বদ্ধসৌহৃদাস্তু ত্বয়াভিগুপ্তা মূর্দ্ধসু বিচরন্তীতি বাক্যদ্বয়ম্ । অস্মাকমুপরি বিচরন্তি, হে বিনায়কানীকপ গরুড়স্তোমপতে ! অন্যৎ সমানম্ ॥ ২০১ ॥

———

শ্রীবাদরায়ণেঃ (শ্রীভাঃ ১০।৯।২১)—

নায়ং সুখাপো ভগবান্ দেহিনাং গোপিকাসুতঃ ।
জ্ঞানিনাঞ্চাত্মভূতানাং যথা ভক্তিমতামিহ ॥ ২০২ ॥

তত্রৈব শ্রীভগবতঃ (শ্রীভাঃ ১০।১০।৪১)—

সাধূনাং সমচিত্তানাং সুতরাং মৎকৃতাত্মনাম্ ।
দর্শনান্নো ভবেদ্বন্ধঃ পুংসোঽক্ষ্ণোঃ সবিতুর্যথা ॥২০৩

কিঞ্চ (শ্রীভাঃ ১০।৮৪।১১)—

ন হ্যম্ময়ানি তীর্থানি ন দেবা মৃচ্ছিলাময়াঃ ।
তে পুনন্ত্যুরুকালেন দর্শনাদেব সাধবঃ ॥ ২০৪ ॥

অনুবাদ—দশমস্কন্ধে শ্রীশুকদেব মহারাজ পরীক্ষিৎকে কহিতেছেন—ভক্তিমান জনগণের পক্ষে নন্দনন্দন যে প্রকার সুখলভ্য, দেহাভিমানী তপস্বীগণের এবং নিবৃত্তাভিমান আত্মভূত জ্ঞানিগণেরও সেই প্রকার সহজ লভ্য নহেন ।

শ্রীভগবানের বাক্যে—স্বধর্ম্মশীল, সমদর্শী আমাতে অর্পিত চিত্ত ব্যক্তিগণ সূর্য্যদর্শনে চক্ষুর অন্ধকার হীনতার ন্যায় আমার দর্শন প্রাপ্ত হইয়া সংসার বন্ধন হইতে মুক্ত হন । আরও বলা হইয়াছে—জলময় স্থানমাত্রই তীর্থপদ বাচ্য নহে এবং মাটির তৈরী বা পাথরের তৈরী প্রতিমা মাত্রই দেবতা নহেন, কারণ ঐ সকল বস্তু বহুকালে মানুষকে পবিত্র করেন, কিন্তু সাধুগণ দর্শনমাত্রেই সকলকে পবিত্র করিতে পারেন ॥ ২০২-২০৪ ॥

টীকা —গোপিকাসুতোঽয়ং ভগবান্ শ্রীদামোদরঃ দেহিনাং দেহাভিমানিনাং তাপসাদীনাং জ্ঞানিনাঞ্চ নিবৃত্তাভিমানিনাম্, অতএব আত্মভূতানাং স্বরূপং প্রাপ্তানামাত্মারামাণামিত্যর্থঃ । অতএব ন সুখাপঃ ন সুলভঃ ; যদ্বা, ভক্তিমতাং বিশেষণং আত্মভূতানামিতি ; আত্মস্বরূপাণাং ভগবতঃ পরমপ্রিয়তমানামিত্যর্থঃ, অতএব সুখাপঃ ॥ ২০২ ॥

টীকা—সাধূনাং স্বধর্ম্মবর্ত্তিনাং সমচিত্তানাং আত্মবিদাং, সুতরাং মৎকৃতাত্মনাম্ । এষাং কৃপাতিরেকাৎ সুতরামিত্যুক্তম্ । যদ্বা, সাধূনামেব বিশেষণদ্বয়ং সমচিত্তানামিতি মৎকৃতাত্মনামিতি চ। দর্শনাদপি

পুংসঃ সর্ব্বস্যৈব পুংমাত্রস্য সংসারবন্ধঃ সুতরাং ন ভবেৎ, স্বয়মেব সমূলং বিনশ্যতীত্যর্থঃ। তত্র দৃষ্টান্তঃ—সবিতুর্দর্শনাদক্ষোর্যথা তমো বন্ধো ন ভবেদিতি ॥ ২০৩ ॥

টীকা—তীর্থেভ্যো দেবেভ্যোঽপি সাধব এব শ্রেষ্ঠা ইত্যাহ—ন হীতি। অম্ময়ানি তীর্থানি মৃন্ময়াঃ শিলময়াশ্চ দেবা ন ভবন্তীতি ন, অপি তু ভবন্ত্যেব। তথাপি সাধুনাং তেষাং চ মহদন্তরমিত্যাহ—তে পুনন্তীতি। অতঃ সাধব এব মহাতীর্থানি পরমদেবতাশ্চ, অতএব নিত্যং সেব্যা ইতি ভাবঃ। তদুক্তং তত্রৈব (শ্রীভাঃ ১০।৪৮।৩০)—'ভবদ্বিধা মহাভাগাঃ সংনিষেব্যা অর্হত্তমাঃ। শ্রেয়স্কামৈর্নৃভির্নিত্যং দেবাঃ স্বার্থা ন সাধবঃ ॥' ইতি ॥ ২০৪ ॥

অপি চ (শ্রীভাঃ ১০।৮৪।১২-১৩)—

নাগ্নির্ন সূর্য্যো ন চ চন্দ্রতারকা
ন ভূর্জলং খং শ্বসনোঽথ বাঙ্মনঃ।
উপাসিতা ভেদকৃতো হরন্ত্যঘং
বিপশ্চিতো ঘ্নন্তি মুহূর্ত্তসেবয়া ॥ ২০৫ ॥

অনুবাদ—আরও বলা হইয়াছে—অগ্নি, সূর্য্য, চন্দ্র, তারা, পৃথিবী, জল, আকাশ, বায়ু, বাক্য ও মন ইহারা ভেদবুদ্ধিতে আরাধিত হইলে পাপের মূল যে অজ্ঞান তাহা নাশে সক্ষম নহেন, কিন্তু সাধুসেবার দ্বারা মুহূর্ত্তমাত্রেই সমস্ত অজ্ঞান বিনষ্ট হয় ॥২০৫

টীকা—বাঙ্মনসয়োরপ্যুপাসনাবিষয়ত্বং, 'যো বাচং ব্রহ্মেত্যুপাস্তে', 'যো মনো ব্রহ্মেত্যুপাস্তে' (শ্রীছা ৭।২।২, ৭।৩।২) ইতি শ্রুতেঃ। অঘং পাপং তন্মূলমজ্ঞানং বা ন হরন্তি; কুতঃ? ভেদকৃতঃ ভেদকর্ত্তারঃ। যদ্বা, ভগবতা সহ বিচ্ছেদকারকাঃ। পৃথক্ পৃথক্ তত্তদুপাসনেন ভগবৎপরতাহান্যাপাদনাৎ। বিপশ্চিতঃ ভগবদ্ভক্তাস্তু তদেকপরতাপাদকাঃ; যদ্বা, বিপশ্চিতঃ, অদ্বৈতদর্শিনোঽপি ভেদকৃতঃ, 'সত্যপি ভেদাপগমে নাথ তবাহং ন মামকীনস্ত্বম্' ইত্যাদ্যুক্ত-ভেদন্যায়েন জীবতত্ত্বাৎ ভগবত্তত্ত্বস্য ভেদকর্তারঃ বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-তত্ত্বাভিজ্ঞাঃ পরমভাগবতা যে ইত্যর্থঃ, তে মুহূর্ত্তমাত্র-সেবয়ৈবাঘং ঘ্নন্তীতি ॥ ২০৫ ॥

যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাতুকে
স্বধীঃ কলত্রাদিষু ভৌম ইজ্যধীঃ।
যত্তীর্থবুদ্ধিঃ সলিলে ন কর্হিচি-
জ্জনেষ্বভিজ্ঞেষু স এব গোখরঃ ॥ ২০৬ ॥

অনুবাদ—সাধুগণকে অবহেলা করিয়া আত্মাদি-বুদ্ধি দ্বারা আসক্ত ব্যক্তি অতিমন্দ বলিয়া পরিগণিত হয়, কারণ বাত-পিত্ত-শ্লেষ্মাত্মক দেহে আত্মজ্ঞান, স্ত্রী পুত্রাদিতে আত্মীয়জ্ঞান, মাটির তৈরী মূর্ত্তিতে দেবতা-জ্ঞান ও জলে তীর্থজ্ঞান থাকিলে এবং সাধুব্যক্তিগণে ঐ প্রকার জ্ঞান না থাকিলে সেই ব্যক্তি গোতৃণবাহী গাধা বলিয়া গণ্য হয় ॥ ২০৫-২০৬ ॥

টীকা—অতঃ সাধব এবাত্মাদিরূপাঃ, তাংস্ত বিহায়ান্যাত্রাত্মাদিবুদ্ধ্যা সজ্জন্নতিমন্দ এবেত্যাহ—যস্যেতি। ত্রয়ো ধাতবো বাতপিত্তশ্লেষ্মাণঃ প্রকৃতয়ো যস্য তস্মিন্ কুণপে মৃততুল্যে শরীরে আত্মবুদ্ধি অহমিতি বুদ্ধিঃ, কলত্রাদিষু স্বধীঃ স্বীয়া ইতি বুদ্ধিঃ, ভৌমে ভূবিকারে মৃন্ময়প্রতিমাদৌ ইজ্যধীঃ দেবতা-বুদ্ধিঃ, সলিল এব যৎ যস্য তীর্থবুদ্ধিঃ, অভিজ্ঞেষু তত্ত্ববিৎসু কদাচিদপি আত্মাদিবুদ্ধয়ো যস্য ন সন্তি, স এব গোষ্বপি খরঃ দারুণঃ অত্যবিবেকীত্যর্থঃ। যদ্বা, গবাং তৃণাদিভারবাহকঃ খরো গর্দ্দভঃ, এবং সাধব এবাত্মাদিরূপা ইতি তেষাং মাহাত্ম্যোক্তিঃ ॥ ২০৬ ॥

শ্রুতিস্তুতৌ (শ্রীভাঃ ১০।৮৭।২৭)—

তব পরি যে চরন্ত্যখিলসত্ত্বনিকেততয়া
ত উত পদাক্রমন্ত্যবিগণয্য শিরো নির্ঋতেঃ।
পরিবয়সে পশূনিব গিরা বিবুধানপি তাং
স্ত্বয়ি কৃতসৌহৃদাঃ খলু পুনন্তি ন যে বিমুখাঃ ॥২০৭

অনুবাদ—দশমস্কন্ধে দেবস্তুতিতে বলা হইয়াছে —অখিল জগতের আধার স্বরূপ আপনাকে যাঁহারা উপাসনা করেন, তাঁহারা অবহেলায় মৃত্যুর মস্তকে পদাঘাত করিবার সামর্থ্য রাখেন, আর যাঁহারা ভগবদুপাসনায় বিমুখ তাঁহারা শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত হইলেও রজ্জুবদ্ধ পশুবৎ বাক্য জালে আবদ্ধ হইয়া মুক্তি অর্জ্জনে অসমর্থ হয়, যেহেতু আপনার প্রতি অনুরক্ত

সাধুগণ নিজেকে এবং অপর জনকে মুক্ত করিলেও অভক্তজনকে পবিত্র করেন না ॥ ২০৭ ॥

টীকা—তবেতি কর্ম্মণি ষষ্ঠী ; ত্বাং যে পরিচয়ন্তি, ছন্দসি ব্যবহিতাশ্চেতি যচ্ছব্দেন ব্যবধানমদোষঃ। কেন রূপেণ ? অখিলসত্ত্বনিকেততয়া অখিলানি সত্ত্বানি নিকেতো যস্য সঃ, তথা তস্য ভাবস্তত্তা তয়া সর্ব্বভূতাবাসতয়েত্যর্থঃ, অতএব অবিগণয্য তিরস্কৃত্য ত এব নির্ঋতের্মৃত্যোঃ শিরঃ মূর্ধানং পদা পদেনাক্রামন্তি মৃত্যোর্মূর্ধ্নি পদং দধতি, তং তরন্তি মুচ্যন্ত ইত্যর্থঃ। যে পুনর্বিমুখা অভক্তস্তান্ গিরা বেদলক্ষণয়া বাচা পশূনিব বিবুধান্ বিদুষোঽপি পরিবয়সে বধ্নাসি। কুতঃ ? ত্বয়ি কৃতসৌহৃদাঃ—কৃতঃ সৌহৃদং প্রেম যৈস্তে ; খলু নিশ্চিতং, পুনন্তি পবিত্রয়ন্তি, আত্মানমন্যানপীতি শেষঃ নেতরে। তথা চ শ্রুতিঃ —'তস্য বাক্ তন্ত্রির্নামানি দামানি তদস্যেদং বাচা তন্ত্র্যা নামভির্দামভিঃ সর্ব্বং সিতম্' ইতি যদ্বা, যেঽখিলসত্ত্বনিকেততয়া পরিচরন্তি, তে মৃত্যোঃ শিরঃ পদাক্রামন্তি, অবিবেকিনস্তু বধ্নন্তি, বদ্ধসৌহৃদাস্তু জগদেব মোচয়ন্তীত্যর্থঃ। অন্যৎ সমানম্ ; যদ্বা, অবিগণয্য স্বধর্ম্মাদিকমনাদৃত্য উত অপি। অখিলসত্ত্বনিকেততয়া, কিমুত প্রেম্না যে পরিচরন্তি ভজন্তে, যদ্বা, অখিলসত্ত্বেষু অন্তর্য্যামিতয়া ভগবদ্দৃষ্ট্যা তয়া পরিচর্য্যামাত্রমপি কুর্ব্বন্তি, কিং পুনঃ সাক্ষাদ্ভূতভগবতীব ত্বদীয়—শ্রীমূর্ত্তৌ প্রেম্না, যে সর্ব্বদা ভজন্তি তেঽপি সংসারান্মুচ্যন্তে, ন চ কেবলমেতাবদেব, ত্বৎপরম-প্রসাদপাত্রতামপি যান্তীত্যাহুঃ। বিবুধান্ সর্ব্বজ্ঞানপি তান্ পরিচারকান্ গিরা 'অহং ভক্তপরাধীনঃ' ইত্যাদিবচনেন পশূন্-বিবেকহীনানিব পরিবয়সে বশীকরোমি। ত্বদ্ভক্তিমাহাত্ম্য-শ্রবণেন তদ্রসেন কিমপ্যননুসন্দধানান্ সহসা প্রেমাব্ধৌ পাতয়সীত্যর্থঃ। তথা চোক্তং শ্রীভগবদ্গীতাদিভিঃ (শ্রীভাঃ ১০।৩১।৮) —'মধুরয়া গিরা বল্গুবাক্যয়া' ইত্যাদি। এবং ত্বয়ি কৃতসৌহৃদাস্তু, খল্বিতি সমুচ্চয়ে, যে ত্বয়ি ন বিমুখাঃ, তত্ত্বজ্ঞানে জাতেঽপি ভক্ত্যত্যাগিনস্তেঽপি পুনন্তি, জগদপি সংসারান্মোচয়ন্তীত্যর্থঃ ; যদ্বা, ত্বয়ি যে বিমুখাঃ, শুষ্কজ্ঞাননিষ্ঠয়া ভক্তিত্যাগেন বৈমুখ্যং গতাস্তাংস্তু ন পুনন্তি ভগবদ্বৈমুখ্যমহাপাপফলভোগেন তেষামন্যেষাঞ্চ শিক্ষণার্থং ভক্তিমাহাত্ম্য-প্রদর্শনার্থঞ্চ ; যদ্বা, যে বিমুখাস্তান্ন পুনন্তি, কিং কাক্বা, অপি তু পুনন্ত্যেব, অগ্ন্যাদেরুষ্ণতাদিবত্তেষাং প্রকৃত্যা পাবনত্বাদিতি ; অন্যৎ সমানম্ ॥ ২০৭ ॥

একাদশে শ্রীবসুদেবস্য (২।৫-৬)—

ভূতানাং দেবচরিতং দুঃখায় চ সুখায় চ।
সুখায়ৈব হি সাধুনাং ত্বাদৃশামচ্যুতাত্মনাম্ ॥ ২০৮ ॥
ভজন্তি যে যথা দেবান্ দেবা অপি তথৈব তান্।
ছায়েব কর্ম্মসচিবাঃ সাধবো দীনবৎসলাঃ ॥ ২০৯ ॥

অনুবাদ—একাদশস্কন্ধে শ্রীবসুদেব-বাক্য যথা —দেবতাদেরও মহজ্জনের সম্মাননা করা কর্ত্তব্য, যেহেতু দেবচরিত লোকের সুখ ও দুঃখ উভয় নিমিত্তই হইয়া থাকে, কিন্তু আপনার মত ভগবদনুরক্ত সাধুগণের আচরণ কেবল সুখের জন্যই হইয়া থাকে। দেবগণ কর্ম্মানুসারে ফল দেন কিন্তু সাধুগণ দীনবৎসল তাই তাঁহাদের দান পাত্রাপাত্র বা কোন কর্ম্মের অপেক্ষা করে না। তাঁহাদের দান হেতু রহিত ॥ ২০৮-২০৯ ॥

টীকা—দেবৈরপি মহতামুপমানমনুচিতমিত্যাহ —ভূতানামিতি। দেবানাং চরিতমতিবৃষ্ট্যাদিনা ভূতানাং দুঃখায়াপি ভবতি। ত্বয়া সদৃশানামপি, অতঃ অচ্যুতে আত্মা মনোমাত্রং, ন তু সর্ব্বেন্দ্রিয়বৃত্তির্যেষাং তেষামপি ॥ ২০৮ ॥

টীকা—কিঞ্চ, সুখং কুর্ব্বন্তোঽপি দেবা ভজনানুসারেণৈব কুর্ব্বন্তি, ন তথা সাধবঃ ইত্যাহ—ভজন্তীতি। ছায়েব যথা পুরুষো যাবৎ করোতি, তাবদেব তস্য ছায়াপি, তথা কর্ম্মসচিবাঃ কর্ম্মসহায়াঃ দীনাঃ সৎকর্ম্মাদিরাহিত্যেন সদার্ত্তাস্তেষু বৎসলাঃ ॥ ২০৯ ॥

তত্রৈব শ্রীভগবতঃ (শ্রীভাঃ ১১।২০।৩৬)—

ন ময্যেকান্তভক্তানাং গুণদোষোদ্ভবা গুণাঃ।
সাধূনাং সমচিত্তানাং বুদ্ধেঃ পরমুপেয়ুষাম্ ॥২১০॥

অনুবাদ—একাদশে শ্রীউদ্ধবের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের বাক্য—অপ্রাকৃত পরমেশ্বরকে যাঁহারা লাভ করিয়াছেন, সেই সমস্ত একান্ত ভক্ত, সমচিত্ত সাধুগণের

পক্ষে বিধি-নিষেধক পাপ-পুণ্যাদি বিচারের বিষয় নহে ॥ ২১০ ॥

টীকা—ভক্তিনিষ্ঠানান্ত ন গুণদোষা ইত্যাহ—ময়ীতি; ময়ি যে একান্তভক্তাঃ, কর্ম্মজ্ঞানাদ্যশেষনৈরপেক্ষ্যেণ ভক্তিনিষ্ঠাং প্রাপ্তাস্তেষাং গুণদোষৈবিহিত-প্রতিষিদ্ধৈরুদ্ভবো যেষাং তে গুণাঃ পুণ্যপাপাদয়ঃ। সাধূনাং নিরন্তরাগাদীনাম্, অতঃ সমচিত্তানাম্, তত এব বুদ্ধেঃ পরমীশ্বরং মাং প্রাপ্তানাম্; যদ্বা, গুণাঃ সৎকর্ম্মাচরণাদয়স্তদুদ্ভবা যে গুণাঃ সত্ত্বশুদ্ধ্যাদয়ঃ, দোষাঃ সৎকর্ম্মত্যাগাদয়স্তদুদ্ভবাশ্চ যে গুণা জ্ঞাননিষ্ঠাদয়ঃ। জ্ঞাননিষ্ঠার্থং শ্রীভগবৎপাদাদিভির্জ্ঞানকর্ম্মসমুচ্চয়-দোষদর্শনেন কর্ম্মত্যাগোপপাদনাৎ তে ন সন্তি, কিং কাকা? অপি তু সন্ত্যেব, একান্তভক্তত্বেন পূর্ব্বমেব স্বতঃ সর্ব্বগুণসিদ্ধেঃ; তদুক্তম্ (শ্রীভাঃ ৫।১৮।১২)—'যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা ইত্যাদি; তদেবাভিব্যঞ্জয়ন্ বিশিনষ্টি—সাধূনামিত্যাদি; যদ্বা, গুণদোষোদ্ভবা যেঽর্থাঃ সত্ত্বশুদ্ধাদয়ঃ জ্ঞাননিষ্ঠাদয়শ্চ, তে তেষাং গুণা উপকারকা মহিমানো বা ন ভবন্তি, কিং দোষা এবেত্যর্থঃ। একান্তভক্ততায়াঃ সাধনত্বেন পূর্ব্বমেব তদ্গুণানাং সিদ্ধেরধুনা পুনঃ সাধনপ্রবৃত্ত্যা ভক্তিনিষ্ঠাহান্যপত্তেঃ; যদ্বা, গুণা বহুলোপচারসমর্পণাদয়স্তদুদ্ভবা যে গুণাঃ সাধনবিশেষাঃ; দোষাশ্চ পূজাবিধ্যতিক্রমাদয়স্তদুদ্ভবগুণা দ্বাত্রিংশদাদয়ঃ, তে ময়ি ন ভবন্তি, তেষামারাধনবিশেষাশ্চ ময়া পাপেক্ষ্যন্তে, ন চাপরাধা গৃহ্যন্ত, ইত্যর্থঃ। অন্যৎ সর্ব্বত্র সমানম্। অলমতিবিস্তরেণ ॥ ২১০ ॥

———

কিঞ্চ (শ্রীভাঃ ১১।২৬।৩১-৩৪)—

যথোপশ্রয়মাণস্য ভগবন্তং বিভাবসুম্।
শীতং ভয়ং তমোঽপ্যেতি সাধূন্ সংসেবতস্তথা ॥২১১

অনুবাদ—আরও বলা হইয়াছে—অগ্নিদেবতাকে আশ্রয় করিলে যেমন শীত, ভয় ও অন্ধকার থাকে না, সেই প্রকার শ্রদ্ধার সহিত সাধুসেবা করিলে পাতকসমূহ নিঃশেষে বিনষ্ট হয় ॥ ২১১ ॥

টীকা—অস্তু তাবৎ সাধূনাং মাহাত্ম্যং, তদাশ্রিতানামপি মাহাত্ম্যমনির্ব্বচনীয়মিতি লিখতি—যথেতি। বিভাবসুমগ্নিম্ উপশ্রয়মাণস্য সমীপে গত্বা সেবমানস্য; অপ্যেতি নশ্যতি, তথা কর্ম্মাদিজাড্যং আগামি-সংসার-ভয়ং, তন্মূলমজ্ঞানঞ্চ নশ্যতীত্যর্থঃ। সাধূন্ সংসেবেতঃ শ্রদ্ধয়া কিঞ্চিদ্দ্রব্যপ্রদানাদিনা দূরতোঽপি সেবমানস্য ॥ ২১১ ॥

———

নিমজ্জ্যোন্মজ্জতাং ঘোরে ভবাব্ধৌ পরমায়ণম্।
সন্তো ব্রহ্মবিদঃ শান্তা নৌর্দৃঢ়েবাপ্সু মজ্জতাম্ ॥২১২

অনুবাদ—জলমগ্ন ব্যক্তির পক্ষে নৌকার ন্যায় ঘোর-সংসারসাগরে নিমগ্ন জনগণের পক্ষে শান্ত ও ব্রহ্মজ্ঞ সাধুরাই একমাত্র গতি ॥ ২১২ ॥

টীকা—নিমজ্জোন্মজ্জতাম্ উচ্চাবচযোনীর্গচ্ছতাম্; যদ্বা, ভবাব্ধৌ নিমজ্জ্য পশ্চাৎ উন্মজ্জতাং সন্তরিষ্যতাম্; পরমায়ণং পরমাশ্রয়ঃ, ব্রহ্মবিদ ইতি —আত্মতত্ত্বমাত্রোপদেশেন ভবাব্ধিতারণসিদ্ধেঃ; যদ্বা, বেদার্থবেদিনঃ 'শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ম্' (শ্রীভাঃ ১১।৩।২১) ইতি গুরুলক্ষণোক্তেঃ ॥ ২১২ ॥

———

অন্নং হি প্রাণিনাং প্রাণা আর্ত্তানাং শরণং ত্বহম্।
ধর্ম্মো বিত্তং নৃণাং প্রেত্য সন্তোঽর্বাগ্-
বিভ্যতোঽরণম্ ॥ ২১৩ ॥

অনুবাদ—প্রাণিগণের অন্নই যেমন প্রাণ, সেইরূপ আমি আর্ত্তদের আশ্রয়। মনুষ্যদিগের পরকালের ধন ধর্ম্ম, সেই প্রকার সাধুগণ সংসারপতনে ভীত জনগণের সর্ব্বশেষ শরণ্য বা আশ্রয় ॥ ২১৩ ॥

টীকা—কিঞ্চ, যথান্নমেব প্রাণা জীবনম্, অহমেব যথা শরণম্, ধর্ম্ম এব যথা প্রেত্য পরলোকে বিত্তম্, তথা সন্ত এব অর্বাক্ সর্ব্বান্তে সংসারপতনাদ্বিভ্যতঃ পুংসঃ অরণং শরণম্; যদ্বা, যতঃ কুতশ্চিদ্বিভ্যতো জনস্য অর্বাক্ নূতনং জীর্ণত্বাদিদোষহীনং শরণম্ ॥ ২১৩ ॥

———

সন্তো দিশন্তি চক্ষূংষি বহিরর্কঃ সমুত্থিতঃ।
দেবতা বান্ধবাঃ সন্তঃ সন্ত আত্মাহমেব চ ॥ ২১৪ ॥

অনুবাদ—বাহিরে উদিত দিবাকরের মত সাধুরা

সগুণ নির্গুণ জ্ঞান উপদেশ করিয়া থাকেন, এইজন্য সাধুরাই দেবতা, বান্ধব এবং আমার তুল্য আত্ম-স্বরূপ ইহা জানিবে ॥ ২১৪ ॥

টীকা—কিঞ্চ, চক্ষুংষি সগুণনির্গুণজ্ঞানানি, অর্কঃ পুনঃ সম্যগুত্থিতোঽপি বহিঃ তদপ্যেকমেব চক্ষু-রিত্যর্থঃ। অতঃ সতাং সেবয়ৈব কৃতার্থতা স্যাৎ, ইত্যাহ দেবতা ইতি ॥ ২১৪ ।

———

কিঞ্চ (শ্রীভাঃ ১১।২০।৩৪)—

ন কিঞ্চিৎ সাধবো ধীরা ভক্তা হ্যেকান্তিনো মম।
বাঞ্ছন্ত্যপি ময়া দত্তং কৈবল্যমপুনর্ভবম্ ॥ ২১৫ ॥

অনুবাদ—ঐ একাদশ স্কন্ধেই বলা হইয়াছে—আমাতে ঐকান্তিকী ভক্তি সম্পন্ন ধীর প্রকৃতির সাধুগণ অন্য বস্তুর কথা দূরে থাকুক আমার দেওয়া আত্যন্তিক মুক্তি অথবা পুনর্জন্মরাহিত্যও স্বীকার করেন না ॥ ২১৫ ॥

টীকা—ধীরা ধীমন্তঃ, যতঃ মম একান্তিনঃ ময্যেব প্রীতিযুক্তাঃ ; যদ্বা, ভক্ত্যেকনিষ্ঠাযুক্তাঃ, অতো ময়া দত্তমপি নগৃহ্ণন্তি, কিং পুনর্বক্তব্যং ন বাঞ্ছন্তী-ত্যর্থঃ ; যদ্বা, বাঞ্ছন্ত্যপি কিং পুনর্বক্তব্যং, ন গৃহ্ণ-ন্তীতি—কৈবল্যমাত্যন্তিকমপি, অপুনর্ভবং মোক্ষম্ ॥ ২১৫ ॥

———

দ্বাদশে চ শ্রীপরীক্ষিতঃ (১২।১০।২৫)—

ন হ্যদ্ভুতমিদং মন্যে মহতামচ্যুতাত্মনাম্।
অজ্ঞেষু তাপতপ্তেষু ভূতেষু যদনুগ্রহঃ ॥ ২১৬ ॥

অনুবাদ—দ্বাদশস্কন্ধে শ্রীপরীক্ষিতের কথায়—ত্রিতাপে সন্তপ্ত অজ্ঞজনের প্রতি ভগবদনুরক্ত মহাজন-গণের এই প্রকার অনুগ্রহ মোটেই আশ্চর্য্য জনক নহে ॥ ২১৬ ॥

টীকা—অজ্ঞেষু ভগবদ্ভক্তজনাদিমহিমানভিজ্ঞেষু, অতএব তাপৈস্তপ্তেষু ভূতেষু প্রাণিমাত্রেষু অনুগ্রহ ইতি যৎ, ইমদদ্ভুতঘটমানং ন মন্যে ; যতঃ অচ্যুতস্যৈব আত্মা স্বভাবঃ দীনানামেকশরণত্বাদিরূপো যেষামিতি ॥ ২১৬ ॥

———

শ্রীরুদ্রস্য চ মার্কণ্ডেয়মধিকৃত্য (৬।৩)—

শ্রবণাদ্দর্শনাদ্বাপি মহাপাতকিনোঽপি বঃ।
শুধ্যেরন্নন্ত্যজাশ্চাপি কিমু সম্ভাষণাদিভিঃ ॥ ২১৭ ॥

অনুবাদ—ঐ দ্বাদশেই শ্রীমার্কণ্ডেয়ের প্রতি শ্রীরুদ্রের বাক্য—অন্ত্যজ মহাপাপিগণও তোমাদের নামাদি শ্রবণ এবং তোমাদের দর্শন দ্বারা পবিত্র হয়, অতএব তোমাদের সহিত আলাপ করিলে যে কি হয়, তাহা আর কি বলিব ? ২১৭ ॥

টীকা—অস্তু তাবৎ মহতাং সঙ্গ-সেবাদিকং, নামশ্রবণাদিনাপি মহাদুষ্টা অপি মুক্তা ভবন্তীতি শ্রীমার্কণ্ডেয়বিষয়ক শিববচনং লিখতি—শ্রবণাদিতি। বঃ ভগবদ্ভক্তানাং যুষ্মাকং, মহাপাতকিনঃ মহাপাপ-কর্ম্মরতাঃ, অন্ত্যজাশ্চ মহাপাপজাতয়ঃ, শুধ্যেরন্ তত্তৎপাপতঃ সংসারমহামলাদ্বা বিমুক্তা ভবন্তি। আদি-শব্দেন প্রণামাদিঃ ॥ ২১৭ ॥

———

অতএব শ্রীধর্ম্মরাজস্য স্বদূতানুশাসনে ষষ্ঠস্কন্ধে (৩।২৭)—

তে দেবসিদ্ধপরিগীতপবিত্রগাথা
যে সাধবঃ সমদৃশো ভগবৎপ্রপন্নাঃ।
তান্নোপসীদত হরের্গদয়াভিগুপ্তান্
নৈষাং বয়ং ন চ বয়ঃ প্রভবাম দণ্ডে ॥ ২১৮ ॥

অনুবাদ—অতএব ষষ্ঠস্কন্ধে শ্রীধর্ম্মরাজের দূতানু-শাসন বিষয়ে শ্রীযমরাজ কহিতেছেন—হে দূতগণ! আজ হইতে তোমরা আমার এই শাসনবাক্য শ্রবণ করিয়া স্মরণে রাখ। শ্রীভগবানের শরণাগত সাধু পুরুষগণ সর্ব্বত্র সমদর্শী হইয়া থাকেন। দেবগণ ও সিদ্ধগণ তাঁহাদের পবিত্র গাথা কীর্ত্তন করেন, কখনও তোমরা ঐ সব সাধুগণের কাছে যাইবে না, শ্রীভগবানের গদা সর্ব্বতোভাবে তাঁহাদিগকে রক্ষা করিতেছেন। তাই তাঁহাদের দণ্ডবিধানে আমার অধিকার নাই। কালও তাঁহাদের দণ্ডবিধানে সমর্থ নহে ॥ ২১৮ ॥

টীকা—এবং সর্ব্বশাস্ত্রসারাখিল-বেদফলস্বরূপ-শ্রীভাগবতে প্রতিস্কন্ধমেব ভগবদ্ভক্তানাং মাহাত্ম্যং বিভাতীতি স্কন্ধক্রমেণ লিখিত্বা ইদানীং পূর্ব্ববৎ সাক্ষান্মাহাত্ম্যাভাবেঽপি কেষাঞ্চিদ্বচনানাং তাৎপর্য্যেণ

বিশেষতো মাহাত্ম্য এব পর্য্যবসানাৎ তানি পৃথগ্-লিখতি—তে দেবেত্যাদিনা নমো নম ইত্যন্তেন। যে ভগবন্তং প্রপন্না যথা কথঞ্চিদপ্যাশ্রিতাঃ অতএব সাধবঃ সুশীলাঃ সমদৃশশ্চ, তে দেবৈঃ সিদ্ধৈশ্চ শ্রীসনকাদিভিঃ পরিগীতপবিত্রগাথাঃ অনুবর্ণিতপবিত্র-কথাঃ। অতস্তান্নোপসীত তৎসমীপমপি নোপগচ্ছত তৎপ্রতিবেশিনোঽপি পরিত্যজতেত্যর্থঃ। কিঞ্চ, গদয়া কৌমোদক্যাঽভিতো গুপ্তান্; ততস্তৎসমীপগতাঃ সন্ত-স্তয়া হনিষ্যধ্বে ইতি ভাবঃ। তেষাং কথঞ্চিৎ পাপে জাতেঽপি ন কোঽপি কিঞ্চিৎ কর্ত্তুং শক্নুয়াৎ, ভগবৎ-প্রপন্নত্বেনৈব সর্ব্বপাপক্ষয়াপত্তেরিত্যাহ—নৈষামিতি। বয়মিতি নিজভৃত্যাদ্যপেক্ষয়া বহুত্বম্। বয়ঃ কালো-ঽপি সর্ব্বনিয়ন্তা ন প্রভবতি ॥ ২১৮ ॥

———

তথা শ্রীবিষ্ণুপুরাণে—

যমনিয়মবিধূতকল্মষাণা-
মনুদিনমচ্যুতসক্তমানসানাম্।
অপগতমদমান-মৎসরাণাং
ব্রজ ভট দূরতরেণ মানবানাম্ ॥ ২১৯ ॥

অনুবাদ—বিষ্ণুপুরাণে বলা হইয়াছে—যাঁহাদের পাপরাশি যম-নিয়ম প্রভৃতি দ্বারা দূরীভূত হইয়াছে, যাঁহারা অপ্রমত্ত, অমানী ও মাৎসর্য্য দোষরহিত ভগবদাসক্ত চিত্ত সেই সকল বৈষ্ণবমহাত্মাগণের নিকট হইতে তোমরা সর্ব্বদা দূরে দূরে থাকিবে।।২১৯

টীকা—অচ্যুতাসক্তমানসানাং ভগবৎস্মরণপরা-ণাং, যদ্বা, অচ্যুতাসক্তা ভগবদনুরক্তাস্তেষু মানসমপি যেষাং তেষামপি। যম-নিয়ম-বিধূত-কল্মষাণামিতি—অপগত-মদ-মান-মৎসরণামিতি চ, বিশেষণদ্বয়ম্ অচ্যুতাসক্তমানসানাং স্বভাবঃ সাধনং বা পূর্ব্ববৎ জ্ঞেয়ম্। দূরতরেণ ব্রজেতি তন্নিকটবর্ত্তিনামপি নিকটং ন গচ্ছেতি পূর্ব্ববদর্থঃ; এবমগ্রেঽপি ॥ ২১৯॥

———

সকলমিদমহঞ্চ বাসুদেবঃ
পরমপুমান্ পরমেশ্বরঃ স একঃ।
ইতি মতিরমলা ভবত্যনন্তে
হৃদয়গতে ব্রজ তান্ বিহায় দূরাৎ ॥ ২২০ ॥

অনুবাদ—এই নিখিল জগৎ এবং আমিও শ্রীবাসুদেব হইতে ভিন্ন নহি, তিনিই একমাত্র পরমে-শ্বর পরমপুরুষ, এই বলিয়া যাঁহাদের হৃদয়ে অব-স্থিত অনন্তের প্রতি নির্ম্মলবুদ্ধির উদয় হয়, তাঁহা-দিগকে পরিত্যাগ করিয়া দূরে থাকিবে ॥ ২২০ ॥

টীকা—তথৈব জ্ঞানভক্তানামপি তন্নিকটকবর্ত্তি-নামপি নিকটং ন গচ্ছেত্যাহ—সকলমিতি। ইদং জগৎ সকলং বাসুদেব এব, বাসুদেবাভিন্নং ন ভবতি, অহঞ্চ বাসুদেবাৎ ভিন্নো ন ভবামি, তদংশত্বাজ্জীবা-নাং স চাস্মত্তো ন ভিন্নঃ সর্ব্বনিয়ন্তৃত্বাদিনেতি ভেদা-ভেদন্যায়েনাহ। স বাসুদেবঃ এবৈকঃ পরমেশ্বরঃ, যতঃ পরমপুমান্ প্রকৃত্যাধিষ্ঠাতুঃ পুরুষাদপি পরমঃ পরব্রহ্মাত্মকত্বাৎ। অতো বয়ং সেবকাঃ, স চ পরমসেব্য ইতি ভাবঃ। শুদ্ধভক্তিমদ্ভ্যো জ্ঞানভক্তানাং ন্যূনত্বাৎ দূরাদিত্যুক্তং, তত্র চ দূরতবেণেতি ॥ ২২০ ॥

———

কমলনয়ন বাসুদেব বিষ্ণো
ধরণিধরাচ্যুত শঙ্খচক্রপাণে।
ভব শরণমিতীরয়ন্তি যে বৈ
ভব শরণমিতীরয়ন্তি যে বৈ
ত্যজ ভট দূরতরেণ তানপাপান্ ॥ ২২১ ॥

অনুবাদ—হে দূতগণ! হে বিষ্ণো! হে পৃথ্বী-শ্বর! হে অচ্যুত! হে বাসুদেব! হে পদ্মপলাশ-লোচন! এইরূপ বলিয়া সর্ব্বদা যাঁহারা কীর্ত্তন করেন, শ্রীভগবানের শরণাগত তোমরা সেই সকল মহাত্মা ব্যক্তিগণকে পরিত্যাগ করিয়া দূরে অবস্থান করিও ॥ ২২১ ॥

টীকা—পাপকারিণামপি ভগবৎকীর্ত্তনকৃতাস্তত্বে-ত্যাহ—কমলনয়নেতি, ঈরয়ন্তি উচ্চারয়ন্তি, অপাপা-নিতি কথঞ্চিৎ পাপে জাতেঽপ্যপাপানেবেত্যর্থঃ ॥ ২২১ ॥

———

বসতি মনসি যস্য সোঽব্যয়াত্মা
পুরুষবরস্য ন তস্য দৃষ্টিপাতে।
তব গতিরথবা মমাস্তি চক্র-
প্রতিহতবীর্য্যবলস্য সোঽন্যলোক্যঃ ॥ ২২২ ॥

অনুবাদ—যাঁহার হৃদয়ে সেই অব্যয়াত্মা পরম-পুরুষ বাস করিতেছেন, তাঁহার দৃষ্টি যতদূর যায়, ততদূর পর্য্যন্ত সুদর্শন চক্র ভ্রমণ করিতেছেন। সেই চক্রের দ্বারা প্রতিহত ক্ষমতাহীন তোমার বা আমার তথায় যাইবার ক্ষমতা নাই। তিনি অন্য লোকে অর্থাৎ শ্রীবৈকুণ্ঠে গমনের উপযুক্ত পাত্র ॥ ২২২ ॥

টীকা—দূরতরেণ ব্রজেত্যাদি যদুক্তং, তত্র হেতুমাহ—বসতীতি। তস্য দৃষ্টিপাতং যাবদ্বিষ্ণোশ্চক্রং পরিভ্রমতি, অতস্তচ্চক্রাৎ প্রতিহতং বীর্য্যং বলঞ্চ যস্য তথাভূতস্য তব বা মম বা তাবতি দেশে পাপিষ্ঠং জনমানেতুমপি গতির্নাস্তি। স পুনরন্যলোক্যঃ বৈকুণ্ঠলোকার্হঃ, ন ত্বস্মল্লোকার্হ ইতি ॥ ২২২ ॥

নারসিংহে বিষ্ণুপুরাণে চ—

অহমমরগণার্চ্চিতেন ধাত্রা
যম ইতি লোকহিতাহিতে নিযুক্তঃ।
হরিগুরুবিমুখান্ প্রশাস্মি মর্ত্ত্যান্
হরিচরণপ্রণতান্নমস্করোমি ॥ ২২৩ ॥

অনুবাদ—শ্রীনৃসিংহপুরাণে ও বিষ্ণুপুরাণে কথিত হইয়াছে—পুরাকালে লোকহিতের জন্য অর্থাৎ ব্যক্তিগণের আচরিত ভাল বা মন্দফলের বিধান করার জন্য সর্ব্বলোক নমস্য পদ্মযোনি বিধি আমাকে যমরাজপদে অধিষ্ঠিত করিয়াছেন। অতএব আমি গুরুরূপ শ্রীহরিপাদপদ্মে বিমুখ মনুষ্যগণকে পীড়া দিয়া থাকি এবং শ্রীহরিচরণানুগত ব্যক্তিগণকে প্রণাম করি ॥ ২২৩ ॥

টীকা—যময়তি নিয়ময়তীতি যমো নিয়ন্তেতি লোকানাং হিতে নিমিত্তে পুণ্যফলস্বর্গাদিদানার্থম্, অহিতে চ নিমিত্তে পাপফল-নরকাদিদানার্থং নিযুক্তোঽপি সন্, হরিরেব গুরুস্তদ্বিমুখান্ অভক্তানেব প্রশাস্মি প্রকর্ষেণ দণ্ডং করোমি ॥ ২২৩ ॥

সুগতিমভিলষামি বাসুদেবা-
দহমপি ভাগবতস্থিতান্তরাত্মা।
মধুবধ বশগোঽস্মি ন স্বতন্ত্রঃ
প্রভবতি সংযমনে মমাপি কৃষ্ণঃ ॥ ২২৪ ॥

অনুবাদ—বৈষ্ণবগণ যদি কখনও পাপাচার করেন, তবুও আমি তাঁহাদের উপর কর্ত্তৃত্ব করিতে পারি না। আমি ভগবদ্ভক্তগণের পাদপদ্মে নিশ্চলা ভক্তি রাখিয়া তাঁহাদের কৃপায় বৈকুণ্ঠে শ্রীবাসুদেবের নিকট যাইবার ইচ্ছা রাখি। আমি স্বাধীন নহি, শ্রীকৃষ্ণের অধীন, আমারও শাসনবিষয়ে শ্রীকৃষ্ণই প্রভু ॥ ২২৪ ॥

টীকা—সুগতিং মুক্তিং শ্রীবৈকুণ্ঠলোকপ্রাপ্তিং বা, ভাগবতেষু ভগবদ্ভক্তেষু স্থিতঃ, স্থিরতাং প্রাপ্তঃ অন্তরাত্মা মনো যস্য তথাভূতঃ সন্, তেষু কদাচিৎ পাপেঽপি জাতে মমৈশ্বর্য্যং নাস্তীত্যাহ—মধুবধেতি শ্রীকৃষ্ণাধীন এবাহং, ন স্বতন্ত্রোঽস্মি ॥ ২২৪ ॥

ন হি শশকলুষচ্ছবিঃ কদাচি-
ত্তিমিরপরাভবতামুপৈতি চন্দ্রঃ।
ভগবতি চ হরাবনন্যচেতা
ভৃশমলিনোঽপি বিরাজতে মনুষ্যঃ ॥ ২২৫ ॥

অনুবাদ—চন্দ্র কলঙ্কলাঞ্ছিত হইলেও যে প্রকার অন্ধকারের কাছে পরাস্ত হয় না, সেইরূপ সাধুজন শ্রীহরিতে একান্ত চিত্ত হওয়ায় অতিশয় মলিন হইলেও শোভা পাইয়া থাকেন অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তগণ পাপাচার করিলেও তাহা তাঁহাদিগকে কলঙ্কিত করিতে পারে না ॥ ২২৫ ॥

টীকা—তেষাং কথঞ্চিৎ জাতেঽপি পাপে ন কোঽপি দোষঃ স্যাৎ, প্রত্যুত ভগবদ্বিশ্বাসবিশেষেণ শোভৈব স্যাদিত্যাহ—ন হীতি। শশরূপং কলুষং কলঙ্কঃ, তস্য ছবিশ্চায়া বা যস্মিন্ সোঽপি যথা তয়া তস্য শোভাবিশেষ এব স্যাৎ, তথেত্যর্থঃ ॥ ২২৫ ॥

পাদ্মে দেবদূত-বিকুণ্ডল-সংবাদে—

প্রাহাস্মান্ যমুনাভ্রাতা সাদরং হি পুনঃ পুনঃ।
ভবদ্ভির্বৈষ্ণবাস্ত্যাজ্যা ন তে স্যুর্মম গোচরাঃ ॥২২৬॥
দুরাচারো দুষ্কৃলোঽপি সদা পাপরতোঽপি বা।
ভবদ্ভির্বৈষ্ণবস্ত্যাজ্যো বিষ্ণুঞ্চেদ্ভজতে নরঃ ॥ ২২৭ ॥

অনুবাদ—পদ্মপুরাণে দেবদূতি-বিকুণ্ডল-সংবাদে—যমুনার ভ্রাতা যমরাজ আমাদিগকে আদর করিয়া

পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন—তোমরা বৈষ্ণব ব্যক্তিগণকে পরিত্যাগ করিবে, তাঁহারা আমার অধিকার ভুক্ত নহেন। দুরাচার দুষ্টবংশে জাত ও সর্ব্বদা পাপ-কর্ম্মকারী হইলেও বিষ্ণু ভজনাকারী ব্যক্তি বৈষ্ণব বলিয়া পরিগণিত। তোমরা তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিবে ॥ ২২৬-২২৭ ॥

টীকা—মম গোচরাঃ মদধিকারবিষয়াঃ ॥২২৬॥

———

বৈষ্ণবো যদ্গৃহে ভুঙ্‌ক্তে যেষাং বৈষ্ণবসঙ্গতিঃ।
তেঽপি বঃ পরিহার্য্যাঃ স্যুস্তৎসঙ্গহতকিল্বিষাঃ ॥২২৮

অনুবাদ—যাঁহারা বৈষ্ণবব্যক্তিগণের সঙ্গে বস-বাস করেন এবং যাঁহারা বৈষ্ণবের বাড়ীতে ভোজন করেন তাঁহারা বৈষ্ণব সঙ্গ করার ফলে পাপ রহিত হন সুতরাং তোমরা তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিবে ॥ ২২৮ ॥

টীকা—তেঽপি দুরাচারাদয়োঽপি স্যুস্তথাপি তে পরিহার্য্যাঃ দূরতস্ত্যাজ্যা ইত্যর্থঃ; যতস্তেষাং বৈষ্ণবা-নাং সঙ্গেন হতং কিল্বিষং যেষাং তে ॥ ২২৮ ॥

———

স্কান্দে অমৃতসারোদ্ধারে—

একাদশ্যামভুঞ্জানা যুক্তাঃ পাপশতৈরপি।
ভবদ্ভিঃ পরিহর্ত্তব্যা হিতা মে যদি সর্ব্বদা ॥২২৯॥
যে স্মরন্তি জগন্নাথং মৃত্যুকালে জনার্দ্দনম্।
পাপকোটিশতৈর্যুক্তা ন তে গ্রাহ্যা মমাজ্ঞয়া ॥২৩০॥
ন ব্রহ্মা ন শিবাগ্নীন্দ্রা নাহং নান্যে দিবৌকসঃ।
শক্তা ন নিগ্রহং কর্ত্তুং বৈষ্ণবানাং মহাত্মনাম্ ॥২৩১॥
অতোঽহং সর্ব্বকালঞ্চ বৈষ্ণবানাং বিভেমি বৈ।
ভবদ্ভিঃ পরিহর্ত্তব্যা বৈষ্ণবা যে সদৈব হি ॥ ২৩২ ॥
বৈষ্ণবা বিষ্ণুবৎ পূজ্যা মম মান্যা বিশেষতঃ।
তেষাং কৃতেঽপমানেঽপি বিনাশো
জায়তে ধ্রুবম্ ॥ ২৩৩ ॥

অনুবাদ—স্কন্দপুরাণে অমৃতসারোদ্ধারে—যমরাজ তাঁহার দূতগণকে বলিতেছেন,—তোমরা আমার হিতকারী হইলে একাদশীতে উপবাসকারী ব্যক্তিগণ শত শত পাতকে যুক্ত হইলেও তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিবে। কোটি কোটি পাপে লিপ্ত হইলেও মৃত্যু-কালে যাঁহারা দেবদেব জনার্দ্দনকে স্মরণ করেন, আমি আদেশ করিতেছি তাঁহাদিগকে সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিবে। ব্রহ্মা, শিব, অগ্নি, ইন্দ্র, আমি এবং অন্যান্য দেবতাগণ কেহই মহাত্মা বৈষ্ণবগণকে নিগ্রহ করিতে পারি না। আমি (যম) বৈষ্ণবগণের নিকটে সর্ব্বদাই ভীতভাবে অবস্থান করি। অতএব তোমরা বৈষ্ণবগণকে পরিত্যাগ করিবে। বৈষ্ণবগণ বিষ্ণুবৎ পূজ্য, বিশেষ করিয়া আমার মান্যব্যক্তি। বৈষ্ণবের অবমাননা করিলে ঐ অবমানাকারী অবশ্যই বিনাশ প্রাপ্ত হয় ॥ ২২৯-২৩৩ ॥

টীকা—মমাজ্ঞয়েতি —অন্যথা মদাজ্ঞাভঙ্গে ময়ৈব ভবন্তো দণ্ডয়িতব্যা ইত্যর্থঃ; যদ্বা, মমাজ্ঞয়াপি কদা-চিৎ প্রমাদেন ময়াজ্ঞায়াং দত্তায়ামপীত্যর্থঃ ॥২৩০॥

টীকা—বৈষ্ণবানাং বৈষ্ণবেভ্যো বিভেমি, তেষ্ব-পরাধেন ভগবৎক্রোধবিশেষোৎপত্তেঃ। অতঃ সদৈব পরিহর্ত্তব্যাঃ ॥ ২৩২ ॥

টীকা—সর্ব্বেষামেব পূজ্যাঃ, বিশেষতশ্চ মম ভগবদ্ধর্ম্মাভিজ্ঞস্য মান্যাঃ ॥ ২৩৩ ॥

———

কিঞ্চ—

যেষাং স্মরণমাত্রেণ পাপলক্ষশতানি চ।
দহ্যন্তে নাত্র সন্দেহো বৈষ্ণবানাং মহাত্মনাম্ ॥২৩৪॥
যেষাং পাদরজেনৈব প্রাপ্যতে জাহ্নবীজলম্।
নার্ম্মদং যামুনঞ্চৈব কিং পুনং পাদয়োর্জলম্ ॥ ২৩৫ ॥
যেষাং বাক্যজলৌঘেন বিনা গঙ্গাজলৈরপি।
বিনা তীর্থসহস্রেণ স্নাতো ভবতি মানবঃ ॥ ২৩৬ ॥

অনুবাদ—আরও যথা—মহাত্মা বৈষ্ণবগণের স্মরণমাত্রেই শত শত পাপ ভস্মীভূত হয়, ইহাতে সন্দেহ করিও না। যাঁহাদের চরণরেণু দ্বারা গঙ্গা, নর্ম্মদা ও যমুনার জল প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাঁহাদিগের চরণযুগলের জলের কথা আর কি বলিব? বৈষ্ণব-গণের বাক্যরূপজলরাশিদ্বারা গঙ্গা বা সহস্র সহস্র তীর্থ ছাড়াই মনুষ্যগণ স্নাত হইয়া থাকে ॥ ২৩৪-২৩৬ ॥

টীকা—যেষাং বৈষ্ণবানাম্ অতএব মহাত্মনাং স্মরণমাত্রেণ ॥ ২৩৪ ॥

টীকা—পাদস্য রজেন রজসৈব; নার্ম্মদং যামুনঞ্চ

জলং প্রাপ্যতে, কিং পুনস্তেষাং পাদয়োর্জলং, তন্মহিমা কিং বক্তব্য ইত্যর্থঃ। অস্য পানসম্ভবেন রজসঃ সকাশাৎ মাহাত্ম্যাপেক্ষয়া কিং পুনরিতি ন্যায়োক্তিঃ ॥ ২৩৫ ॥

টীকা—বাক্যমুপদেশরূপং ভগবৎকথাকীর্ত্তনাদিরূপং বা, তদেব জলৌঘঃ পয়ঃপুরস্তেনৈব ॥ ২৩৬ ॥

কিঞ্চ—

ব্রহ্মলোকে ন মে বাসো ন মে বাসো হরালয়ে।
নালয়ে লোকপালানাং বৈষ্ণবানাং পরাভবে ॥২৩৭॥

অনুবাদ—তিনি আরও বলিয়াছেন হে দূতগণ! আমার দ্বারা বা তোমাদের দ্বারা বৈষ্ণবগণের পরাভব উপস্থিত হইলে ব্রহ্মলোকে, কৈলাসে বা লোকপালগণের লোকে কোথাও আমার বাস হইবে না না ॥ ২৩৭ ॥

টীকা—পরাভবে মত্তো ভবদ্ভ্যো বা কথঞ্চিৎ তিরস্কারে সতি ব্রহ্মলোকাদিষ্বপি বাসং কর্ত্তুং ন শক্নোমীত্যর্থঃ ॥ ২৩৭ ॥

ন দেবা ন চ গন্ধর্ব্বা ন যক্ষোরগরাক্ষসাঃ।
ত্রাতুং সমর্থা ঋষয়ো বৈষ্ণবানাং পরাভবে ॥ ২৩৮ ॥
করোমি কর্ম্মণা বাচা মনসাপি ন বিপ্রিয়ম্।
বৈষ্ণবানাং মহাভাগাঃ সুদর্শনভয়াদপি ॥ ২৩৯ ॥
একতো ধাবতে চক্রমেকতো হরিবাহনম্।
একতো বিষ্ণুদূতাশ্চ বৈষ্ণবে চার্দ্দিতে ময়া ॥২৪০॥

অনুবাদ—বৈষ্ণবগণের পরাভবে দেব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, উরগ, রাক্ষস বা ঋষি কেহই রক্ষা করিতে সমর্থ নহে। হে মহাত্মগণ! সুদর্শনচক্রের ভয়েই আমি কায়বাক্যমনে বৈষ্ণবগণের অপ্রিয় অনুষ্ঠানে সমর্থ নহি। বৈষ্ণবগণ আমার দ্বারা পীড়িত হইলে একদিকে সুদর্শন ও একদিকে শ্রীহরির বাহন গরুড় এবং অপরদিকে বিষ্ণুদূতগণ আমার প্রতি ধাবিত হইতে থাকেন ॥ ২৩৮-২৪০ ॥

বৃহন্নারদীয়ে চৈকাদশী-মাহাত্ম্যে—

যে বিষ্ণুভক্তিনিরতাঃ প্রযতাঃ কৃতজ্ঞা
একাদশীব্রতপরা বিজিতেন্দ্রিয়াশ্চ।
নারায়ণাচ্যুত হরে শরণং ভবেতি
শান্তা বদন্তি সততং তরসা ত্যজধ্বম্ ॥২৪১॥

অনুবাদ—বৃহন্নারদীয়পুরাণে একাদশীমাহাত্ম্যে—শ্রীযম নিজের দূতগণকে পুনরায় সাবধান করিয়া বলিতেছেন—তোমরা সর্ব্বদা শান্ত ও সতর্ক হইয়া তাঁহাদিগকে বর্জ্জন করিবে, যাঁহারা বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ, যত্নশীল, কৃতজ্ঞ, শ্রীএকাদশীব্রতপরায়ণ ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া হে অচ্যুত! হে নারায়ণ! হে হরে! আমরা তোমার শরণাপন্ন হইলাম এইরূপ বলেন ॥ ২৪১ ॥

নারায়ণার্পিতধিয়ো হরিভক্তভক্তান্
স্বাচারমার্গনিরতান্ গুরুসেবকাংশ্চ।
সৎপাত্রদাননিরতান্ হরিকীর্ত্তিভক্তান্
দূতাস্ত্যজধ্বমনিশং হরিনামসক্তান্ ॥ ২৪২ ॥

অনুবাদ—শ্রীহরিতে বুদ্ধি সমর্পণকারী, বৈষ্ণবগণের বৈষ্ণবমার্গে আগ্রহান্বিত, গুরুসেবক, বৈষ্ণবে দানশীল শ্রীহরিলীলাগানে তৎপর, শ্রীহরিনামে অনুরক্ত তোমরা সর্ব্বদা সযত্নে তাঁহাদিগকে ত্যাগ করিও ॥ ২৪২ ॥

টীকা—হে মহাভাগা ইতি স্বদূতান্ প্রতি শিক্ষণার্থং যমস্য সলালনং সম্বোধনম্। হরিবাহনং গরুড়ঃ, অর্দ্দিত ইবার্দ্দিতে পীড়ার্থোদ্যমেঽপি কৃতে সতীত্যর্থঃ। বিষ্ণুভক্তিনিরতানেবাহ—প্রযতা ইত্যাদিনা। স্বাচারো বৈষ্ণবধর্ম্মস্তন্মার্গনিরতান্, সৎপাত্রাণি বৈষ্ণবাস্তেভ্যো যদ্দানং তস্মিন্ নিরতান্ ॥ ২৩৯-২৪২ ॥

পাষণ্ডসঙ্গরহিতান্ হরিভক্তিতুষ্টান্
সৎসঙ্গলোলুপতরাংশ্চ তথাতিপুণ্যান্।
শম্ভোর্হরেশ্চ সমবুদ্ধিমতস্তথৈব
দূতাস্ত্যজধ্বমুপকারপরান্ নরাণাম্ ॥ ২৪৩ ॥

অনুবাদ—হে দূতগণ! অবৈষ্ণবের সঙ্গত্যাগী, শ্রীহরিভক্তিতে সন্তুষ্ট, সৎসঙ্গ লোভী, পরমমঙ্গল স্বরূপ বৈষ্ণবচিহ্নধারী হরিহরে সমবুদ্ধি সম্পন্ন এবং হরিভক্তিবিষয়ে উপদেশ দ্বারা মনুষ্যগণের উপকারে তৎপর ব্যক্তিগণকে ত্যাগ করিবে ॥ ২৪৩ ॥

টীকা—পাষণ্ডা বিষ্ণুবিমুখাঃ, অতিপুণ্যান্ পরম-মঙ্গলরূপ-বৈষ্ণবচিহ্নধারিণ ইত্যর্থঃ। উপকারঃ ভগবত্তত্ত্বোপদেশাদিরূপস্তৎপরান্ ॥ ২৪৩ ॥

———

যে দীক্ষিতা হরিকথামৃতসেবকৈশ্চ
নারায়ণস্মৃতিপরায়ণমানসৈশ্চ।
বিপ্রেন্দ্রপাদজলসেবনসংপ্রহৃষ্টৈ-
স্তান্ পাপিনোঽপি চ ভটাঃ সততং ত্যজধ্বম্ ॥২৪৪

অনুবাদ—শ্রীহরিকথামৃতের সেবক যাঁহারা, যাঁহাদের স্মরণে সর্ব্বদা শ্রীহরি বিদ্যমান, বৈষ্ণব ব্রাহ্মণগণের চরণামৃতসেবনে যাঁহারা আনন্দিত, তাঁহারা যাহাদের প্রতি কৃপাদৃষ্টি করেন, হে দূতগণ! তাহারা পাপকার্য্যরত হইলেও সর্ব্বদা তাহাদিগকে ত্যাগ করিও ॥ ২৪৪ ॥

টীকা—বিপ্রেন্দ্রা বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণাঃ ॥ ২৪৪ ॥

———

অতএবোক্তং শ্রীনারদেন চতুর্থস্কন্ধশেষে
(৩১।২২)—

শ্রিয়মনুচরতীং তদর্থিনশ্চ
দ্বিপদপতীন্ বিবুধাংশ্চ যঃ স্বপূর্ণঃ।
ন ভজতি নিজভৃত্যবর্গতন্ত্রঃ
কথমমুমুদ্বিসৃজেৎ পুমান্ কৃতজ্ঞঃ ॥২৪৫॥

অনুবাদ—অতএব চতুর্থস্কন্ধের শেষে শ্রীনারদের কথায়—যিনি নিজেই পরিপূর্ণ এবং নিজভক্তজনের প্রতি অনুরক্ত হওয়ায় অনুবর্ত্তমানা শ্রী এবং সকাম রাজগণ ও দেবগণেরও অনুবৃত্তি গ্রহণ করেন না, সেই প্রকার ভগবানকে কোন্ কৃতজ্ঞব্যক্তি অল্পসময়ের জন্যও বর্জ্জন করিতে পারে? ২৪৫ ॥

টীকা—অনুচরন্তীং অনুবর্ত্তমানামপি শ্রিয়ং, তদর্থিনঃ সকামান্ দ্বিপদপতীন্ নরেন্দ্রান্ বিবুধান্ দেবানপি যো নানুবর্ত্ততে, যতঃ স্বৈর্নিজভক্তৈরেব পূর্ণঃ, অতঃ স্বভৃত্যবর্গানুরক্ত এব কেবলম্; যদ্বা, ন ভজতীত্যত্র হেতুদ্বয়ম্—স্বপূর্ণঃ স্বেন আত্মনৈব পূর্ণ ইতি নিজভৃত্যবর্গতন্ত্রঃ ইতি চ; যদ্বা, স্বপূর্ণোঽপি নিজভৃত্যবর্গাধীনঃ সন্ ন ভজতি, এবম্ভূতমমুং হরিম্ উৎ ঈষদপি কথং বিসৃজেৎ? কৃতজ্ঞঃ—তস্য কৃতম্ উপকারং কর্ম্ম বা জানাতি অনুসন্দধাতি য ইত্যর্থঃ। এবমন্তে ভগবদ্বশীকরণরূপো ভগবদ্ভক্তানাং মাহাত্ম্য-বিশেষো দর্শিতঃ ॥ ২৪৫ ॥

———

অতএব প্রার্থনম্

নারায়ণব্যূহস্তবে—

নাহং ব্রহ্মাপি ভূয়াসং ত্বদ্ভক্তিরহিতো হরে।
ত্বয়ি ভক্তস্তু কীটোঽপি ভূয়াসং জন্মজন্মসু ॥২৪৬॥

অনুবাদ—অতএব শ্রীনারায়ণব্যূহস্তবে শ্রীভগবানের কাছে প্রার্থনা—হে ভগবন্! আমি তোমার ভক্তি রহিত হইয়া ব্রহ্মপদও ইচ্ছা করি না, তোমার ভক্তরূপে জন্মে জন্মে যদি কীটও হই, তাহাও আমার পছন্দ ॥ ২৪৬ ॥

টীকা—জন্মজন্মস্বিতি—মুক্তিবিষয়কে নৈরপেক্ষ্যং দর্শিতং, তত্র ভক্তিরসাভাবাৎ ॥ ২৪৬ ॥

———

শ্রীব্রহ্মস্তুতৌ চ দশমস্কন্ধে (১৪।৩০)—

তদস্তু মে নাথ স ভূরিভাগো
ভবেঽত্র বান্যত্র তু বা তিরশ্চাম্।
যেনাহমেকোঽপি ভবজ্জনানাং
ভূত্বা নিষেবে তব পাদপল্লবম্ ॥ ২৪৭ ॥

অনুবাদ—দশমস্কন্ধে শ্রীব্রহ্মস্তুতিতে বলা হইয়াছে—হে প্রভো! ভক্তগণের পরমোৎকর্ষহেতু এই ব্রহ্ম জন্মে কিংবা অন্য পশুপক্ষী প্রভৃতি যে কোন জন্মে আমার যেন সেই মহাসৌভাগ্যের উদয় হয়, যাহাতে আমি তোমার অনুগত ভক্তগণের মধ্যে যে কোন একজন হইয়া শ্রীপাদপল্লব উত্তমরূপে সেবা করিতে পারি ॥ ২৪৭ ॥

টীকা—তত্তস্মাত্ত্বদ্ভক্তানামেব পরমোৎকর্ষাদ্ধেতোঃ, অত্র ভবে ব্রহ্মজন্মনি তিরশ্চামপি মধ্যে যজ্জন্ম, তস্মিন্ বা ভূরিভাগো মহদ্ভাগ্যং মে সোঽস্তু, যেন ভাগ্যেন ভবদীয়ানাং জনানাম্ একোঽপি যঃ কশ্চিদপি ভূত্বা ত্বৎপাদপল্লবং নিষেবে অত্যর্থং সেবে ॥ ২৪৭ ॥

———

অতএবোক্তং শ্রীনারায়ণব্যূহস্তবে—

যে ত্যক্তলোকধর্ম্মার্থা বিষ্ণুভক্তিবশং গতাঃ।
ভজন্তি পরমাত্মানং তেভ্যো নিত্যং নমো নমঃ ॥২৪৮

অনুবাদ—অতএব শ্রীনারায়ণ ব্যূহস্তবে-কথিত হইয়াছে—স্ত্রী-পুত্র-পরিবার, বর্ণাশ্রম, ধন-সম্পদ এমন কি মোক্ষ পর্য্যন্ত বর্জ্জন করিয়া বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ হইয়া পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণকে যাঁহারা আরাধনা করেন, তাঁহাদিগকে নিত্য নমস্কার, নমস্কার ॥ ২৪৮ ॥

টীকা—এবং মাহাত্ম্যপ্রকরণমুপসংহরন্ ভগবদ্ভক্তান্ প্রণমতি—য ইতি। ত্যক্তাঃ লোকাঃ কলত্র-পুত্রাদয়ঃ, ধর্ম্মা বর্ণাশ্রমাচারাদয়ঃ অর্থাশ্চ ধনানি মোক্ষাদয়ো বা যৈস্তথাভূতাঃ সন্তো যে পরমাত্মানং শ্রীকৃষ্ণং ভজন্তি। তর্হি কিমর্থম্? ইত্যত্রাহ বিষ্ণু-ভক্তের্বশং গতাঃ তদ্রসাকৃষ্টচিত্তত্বাদিত্যর্থঃ। তদুক্ত-মেব—'কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থংভূতগুণো হরিঃ' (শ্রীভাঃ ১।৭।১০) ইতি। এবং চান্তে পরমমাহাত্ম্য-বিশেষো দর্শিত ইতি দিক্ ॥ ২৪৮ ॥

এবং শ্রীভগবদ্ভক্তমাহাত্ম্যামৃতবারিধেঃ।
বিচিত্রভঙ্গলেখার্হো লোভলোলং বিনাস্তি কঃ॥ ২৪৯॥

অনুবাদ—এই প্রকার শ্রীভগবদ্ভক্তমাহাত্ম্যরূপ অমৃতসাগরে বিচিত্র তরঙ্গ পরম্পরার লেখনের যোগ্য রসতৃষ্ণাহেতু চঞ্চল ব্যক্তি ব্যতীত আর কে আছে? ॥ ২৪৯ ॥

টীকা—অসংখ্যেয়স্য ভগবদ্ভক্তানাং মাহাত্ম্যস্য লিখনদ্বারা সংখ্যায়া ইয়ত্তাপাদনেন নিজচাপল্যমুত্তাব্য তৎ পরিহরতি—এবমিতি। শ্রীভগবদ্ভক্তমাহাত্ম্য-মেবামৃতবারিধিস্তস্য বিচিত্রাণাং ভঙ্গানামূর্ম্মীণাং পর-ম্পরাণাং লেখস্য লিখনস্য অর্হো যোগ্যঃ। লোভেন তদ্রসতৃষ্ণয়া লোলং চঞ্চলং জনং বিনা কোঽন্যোঽ-স্ত্যস্তি? কেবলং চাঞ্চল্যেনৈব তদ্যোগ্যঃ স্যান্ন চান্যথা কথঞ্চিৎ, তচ্চ তন্মাধুরীবিশেষণাকর্ষণাদেবত্যর্থঃ ॥ ২৪৯ ॥

অতঃ শ্রীভগবদ্ভক্তজনানাং সঙ্গতিঃ সদা।
কার্য্যা সর্ব্বৈঃ প্রযত্নেন দ্বৌ লোকৌ
বিজিগীষুভিঃ ॥ ২৫০ ॥

অনুবাদ—অতএব যাঁহারা ইহলোক ও পরলোক জয় করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, তাঁহারা সর্ব্বপ্রযত্নে সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বদা ভগবদ্ভক্তগণের সঙ্গ করিবেন ॥ ২৫০ ॥

টীকা—অতঃ লিখিতাদস্মাৎ মাহাত্ম্যাদ্ধেতোঃ, দ্বৌ লোকৌ বিজিগীষুভিঃ, লোকদ্বয়ং বিশেষতো জেতুমিচ্ছদ্ভিঃ, ঐহিকামুষ্মিক-সাধনসাধ্যবর্গং বশী-কর্ত্তুং সর্ব্বৈরেব সদা কার্য্যেত্যর্থঃ ॥ ২৫০ ॥

অথ শ্রীভগবদ্ভক্তসঙ্গমাহাত্ম্যম্

ভগবদ্ভক্তপাদাব্জপাদুকাভ্যো নমোঽস্তু মে।
যৎসঙ্গমঃ সাধনঞ্চ সাধ্যং চাখিলমুত্তমম্ ॥ ২৫১ ॥

অনুবাদ—অতঃপর শ্রীভগবদ্ভক্তসঙ্গ-মাহাত্ম্য— নিখিল সাধ্য-সাধনের ফল যাঁহাদের সঙ্গ, সেই ভগবৎ ভক্তগণের পাদুকাগুলিকে আমরা প্রণাম করিতেছি ॥ ২৫১ ॥

টীকা—ইদানীং তেষাং সঙ্গমাহাত্ম্যং লিখন্ তৎ-সুসিদ্ধয়ে প্রথমং তান্ প্রণমতি—ভগবদিতি; যদ্যপি ভগবদ্ভক্তানাং মাহাত্ম্যলিখনেন তৎসঙ্গতি-মাহাত্ম্যং, তথা তৎসঙ্গতিমাহাত্ম্যলিখনেন তেষাঞ্চ মাহাত্ম্যং লিখিতং স্যাৎ, তথাপি সঙ্গং বিনাপি দূরতঃ কথঞ্চিৎ সেবয়াপি কৃতার্থতা স্যাদিত্যভিপ্রায়েণ পৃথক্ পৃথক্ লিখিতম্। উত্তমং সর্ব্বতঃ শ্রেষ্ঠমখিলং সাধনং সাধ্যঞ্চ ফলম্, এবং সংক্ষেপেণ মাহাত্ম্যমখিলমেবো-ল্লিখিতম্ ॥ ২৫১ ॥

তত্র সর্ব্বপাতকমোচকতা

বৃহন্নারদীয়ে যজ্ঞমাল্যুপাখ্যানান্তে—

হরিভক্তিপরাণান্তু সঙ্গিনাং সঙ্গমাত্রতঃ।
মুচ্যতে সর্ব্বপাপেভ্যো মহাপাতকবানপি ॥ ২৫২ ॥

অনুবাদ—শ্রীভগবদ্ভক্তসঙ্গের সর্ব্বপাতকমোচ-কতা বৃহন্নারদীয়পুরাণে যজ্ঞমালির উপাখ্যানের শেষে বর্ণিত হইয়াছে,—যাঁহারা শ্রীহরিভক্তিপরায়ণ, তাঁহাদের সহিত যাঁহারা সঙ্গ বা মেলামেশা করেন, তাদৃশ ব্যক্তিগণের সঙ্গমাত্রেই মহাপাতকী ব্যক্তিও সকল পাপ হইতে মুক্ত হয় ॥ ২৫২ ॥

টীকা—তদেব বিবেচয়ন্ যথোত্তরং শ্রৈষ্ঠ্যক্রমেণ লিখতি—হরিভক্তীত্যাদিনা সাধুসমাগম ইত্যন্তেন। সঙ্গিনাং গৃহাদ্যাসক্তিমতামপি; যদ্বা, হরিভক্তিপরাণাং যে সঙ্গিনস্তেষামপি ॥ ২৫২ ॥

সামান্যতোঽনর্থনিবর্ত্তকতাঽর্থপ্রাপকতা চ

পাদ্মে বৈশাখ-মাহাত্ম্যে শ্রীমুনিশর্ম্মাণং প্রতি প্রেতানামুক্তৌ—

বিনাশয়ত্যপযশো বুদ্ধিং বিশদয়ত্যপি।
প্রতিষ্ঠাপয়তি প্রায়ো নৃণাং বৈষ্ণবদর্শনম্ ॥ ২৫৩ ॥

অনুবাদ—ভগবদ্ভক্তসঙ্গে সামান্যতঃ অনর্থনিবর্ত্তকতা ও অর্থপ্রাপকতা, পদ্মপুরাণে বৈশাখ-মাহাত্ম্যে শ্রীমুনিশর্ম্মার প্রতি প্রেতদিগের উক্তি—বৈষ্ণবমূর্ত্তি দর্শন মনুষ্যগণের নিন্দা বা অপযশ বিনাশ করে, বুদ্ধিকে উত্তম গুণযুক্ত করে এবং প্রায়শঃই প্রতিষ্ঠা লাভ করায় ॥ ২৫৩ ॥

টীকা—প্রতিষ্ঠাপয়তি প্রতিষ্ঠাং করোতি, তত্র প্রায় ইতি কস্যাশ্চিৎ প্রতিষ্ঠায়া বৈষ্ণবৈরুপেক্ষ্যত্বাৎ; বৈষ্ণবানাং দর্শনমাত্রমপি, অস্তু তাবৎ সঙ্গঃ ॥ ২৫৩ ॥

তত্র শ্রীযমব্রাহ্মণ-সংবাদে মহারথনৃপোক্তৌ—

যদা প্রপদ্যমানস্য ভগবন্তং বিভাবসুম্।
শীতং ভয়ং তমোঽপ্যেতি সাধূন্
সংসেবতঃ সদা ॥ ২৫৪ ॥

অনুবাদ—ঐ পুরাণেই শ্রীযম-ব্রাহ্মণ-সংবাদে মহীরথ রাজার কথায় ভগবান অগ্নির শরণাপন্ন জন যেমন শীত, ভয় ও অন্ধকার হইতে রক্ষা পান, সেইরূপ সর্ব্বদা সাধুসঙ্গকারী ব্যক্তি সর্ব্বপ্রকার ভয় হইতে মুক্তি পাইয়া থাকেন ॥ ২৫৪ ॥

টীকা—পূর্ব্বং যথোপশ্রয়মাণস্যেত্যত্র দূরতোঽপি সেবামাত্রমপেক্ষিতং, ন তু সঙ্গঃ; অত্র চ প্রপদ্যমানস্যেত্যনেন সঙ্গ এবেতি ভেদঃ। এবং সং-শব্দেনাত্র সঙ্গোঽভিপ্রেতঃ, তত্র চ শ্রদ্ধয়েত্যেষা দিক্ ॥ ২৫৪ ॥

তত্রৈব প্রেতোপাখ্যানে প্রেতোক্তৌ—

অপাকরোতি দুরিতং শ্রেয়ঃ সংযোজয়ত্যপি।
যশো বিস্তারয়ত্যাশু নৃণাং বৈষ্ণবসঙ্গমঃ ॥ ২৫৫ ॥

অনুবাদ—ঐ পুরাণে প্রেতোপাখ্যানে প্রেতের ভাষায়—বৈষ্ণবসঙ্গ শীঘ্রই মনুষ্যগণের পাপ নিরারণ, মঙ্গল-সংযোজন ও যশঃ বিস্তার করেন ॥২৫৫॥

টীকা—দুরিতং পাপং, শ্রেয়ঃ মঙ্গলং, যশঃ মুক্তত্ব-ভক্তত্বাদিমাহাত্ম্যম্; যদ্বা, দুরিতং সংসারং, শ্রেয়শ্চতুর্বর্গং, যশঃ মুক্তেভ্যোঽপ্যুৎকর্ষাদিকম্; আশু ইত্যস্য পূর্ব্ববাক্যত্রয় এব সম্বন্ধঃ ॥ ২৫৫ ॥

অথ সর্ব্বতীর্থাধিকতা

তত্রৈব—

গঙ্গাদিপুণ্যতীর্থেষু যো নরঃ স্নাতুমিচ্ছতি।
যঃ করোতি সতাং সঙ্গং তয়োঃ সৎসঙ্গমো
বরঃ ॥ ২৫৬ ॥

অনুবাদ—বৈষ্ণবসঙ্গ সমুদায় তীর্থ অপেক্ষা অধিক, ঐ পদ্মপুরাণেই বর্ণিত হইয়াছে—যে ব্যক্তি গঙ্গাদি পুণ্যতীর্থসমূহে স্নান করেন এবং যিনি সৎসঙ্গ করেন, এই দুইজনের মধ্যে সৎসঙ্গকারী ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ ॥ ২৫৬ ॥

টীকা—স্নাতুমিচ্ছতি শ্রদ্ধয়া স্নাতীত্যর্থঃ, তয়োঃ স্নাতৃসঙ্গকর্ত্রোর্মধ্যে বরঃ শ্রেষ্ঠঃ ॥ ২৫৬ ॥

অথ সর্ব্বসৎকর্ম্মাধিকতা

তত্রৈব ভগীরথনৃপোক্তৌ—

যঃ স্নাতঃ শান্তিসিতয়া সাধুসঙ্গতিগঙ্গয়া।
কিন্তস্য দানৈঃ কিং তীর্থৈঃ
কিন্তপোভিঃ কিমধ্বরৈঃ ॥ ২৫৭ ॥

অনুবাদ—বৈষ্ণবসঙ্গ সর্ব্ব সৎকর্ম্ম অপেক্ষা অধিক, ঐ পদ্মপুরাণেই রাজা ভগীরথের কথায়—সৎ-সঙ্গতিরূপা শান্তি-সমুজ্জ্বলা গঙ্গায় যিনি স্নাত হইয়াছেন, সেই ব্যক্তির দান, তপস্যা, তীর্থসেবা, যজ্ঞানুষ্ঠান ইত্যাদি কোন কিছুরই প্রয়োজন নাই ॥ ২৫৭ ॥

টীকা—সাধুসঙ্গতিরেব গঙ্গা, তয়া স্নাতঃ। কথম্ভূতয়া? শান্ত্যা সিতয়া পরমোজ্জ্বলয়া, গঙ্গাপি শুক্লবর্ণা ভবতি। এবং সাধুসঙ্গতেঃ শান্ত্যাত্মকত্বাৎ গঙ্গায়াশ্চ শুক্লবর্ণমাত্রাত্মকত্বাৎ সাধুসঙ্গতেরুৎকর্ষঃ; যদ্বা,

শান্তিরেব সিতা শর্করা যস্যামিতি গঙ্গায়ান্তথাত্বাভাবাৎ সাধুসঙ্গতেরুৎকর্ষো বিতর্ক্যঃ ॥ ২৫৭ ॥

অথ সর্ব্বেষ্টসাধকতা

তত্রৈব—

যানি যানি দুরাপাণি বাঞ্ছিতানি মহীতলে।
প্রাপ্যন্তে তানি তান্যেব সাধূনামেব সঙ্গমাৎ ॥২৫৮॥

অনুবাদ—বৈষ্ণবসঙ্গই সর্ব্ববিধ ইষ্টসাধক, ঐ পুরাণেই বলা হইয়াছে—এই পৃথিবীতে মনুষ্যের ঈপ্সিত দুষ্প্রাপ্য যে সকল বস্তু আছে, সেই সমস্তই সধুসঙ্গ প্রভাবে লভ্য হইয়া থাকে ॥ ২৫৮ ॥

অথ অনর্থস্যাপ্যর্থত্বাপাদকতা

বশিষ্ঠে—

শূন্যমাপূর্ণতামেতি মৃতিরপ্যমৃতায়তে।
আপৎ সম্পদিবাভাতি বিদ্বজ্জন-সমাগমে ॥ ২৫৯ ॥

অনুবাদ—বৈষ্ণবসঙ্গই অনর্থের অর্থসাধক, বাশিষ্ঠে যথা—যাঁহারা ভক্তিদেবীর মাহাত্ম্য সম্যক্ অবগত সেই প্রকার বুধব্যক্তির সহিত সঙ্গ হইলে বন্ধুবিয়োগাদি দ্বারা শূন্য গৃহ পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। মৃত্যু অমৃতত্বে এবং আপদ্ সম্পদে পরিবর্ত্তিত হয় ॥ ২৫৯ ॥

টীকা—শূন্যং বন্ধুবিয়োগাদিনা রিক্ততাং প্রাপ্তমপি গৃহাদি অমৃতায়তে, ভগবৎপদপ্রাপণাৎ। সম্পৎ ধনৈশ্বর্য্যাদিঃ; ইবেতি লোকোক্তৌ, বিদ্বাংসঃ শ্রীভগবদ্ভক্তিমাহাত্ম্যাভিজ্ঞাঃ ॥ ২৫৯ ॥

তৃতীয়স্কন্ধে (৩।২৫।২০) শ্রীদেবহূতেরুক্তৌ—

সঙ্গো যঃ সংসৃতের্হেতুরসৎসু বিহিতোঽধিয়া।
স এব সাধুষু কৃতো নিঃসঙ্গত্বায় কল্পতে ॥ ২৬০ ॥

অনুবাদ—তৃতীয়স্কন্ধে শ্রীদেবহূতির উক্তিতে—অজ্ঞানতাহেতু যে অসৎসঙ্গ সংসার বন্ধনের কারণ, সেই সঙ্গই আবার সাধুগণের সহিত হইলে নিঃসঙ্গত্ব অর্থাৎ বিমুক্তির কারণ স্বরূপ হয় ॥ ২৬০ ॥

শ্রীকপিলদেবোক্তৌ (শ্রীভাঃ ৩।২৫।২০)

প্রসঙ্গমজরং পাশমাত্মনঃ কবয়ো বিদুঃ।
স এব সাধুষু কৃতো মোক্ষদ্বারমপাবৃতম্ ॥ ২৬১ ॥

অনুবাদ—ঐ স্থানেই শ্রীকপিলদেব মাতাকে কহিলেন—হে মাতঃ! আত্মার দৃঢ় বন্ধন স্বরূপ হইতেছে আসক্তি, ইহাই বুধগণের মত। আবার যদি এই আসক্তি সাধুগণের চরণে যুক্ত হয়, তাহা হইলে মুক্তিদ্বাররূপে পরিগণিত হয় ॥ ২৬১ ॥

টীকা—অধিয়া বিবেকহীনেন জনেন অসৎসু বিহিতো যঃ সংসারস্য হেতুঃ সঙ্গবিষয়ভোগাদিরূপঃ; অপ্যর্থে এবশব্দঃ, সোঽপি সাধুষু কৃতশ্চেত্তর্হি নিঃসঙ্গত্বায় সংসারনাশায় কল্পতে, সমর্থো ভবতি ॥ ২৬০ ॥

টীকা—প্রসঙ্গমত্যন্তাসক্তিম্; অপাবৃতং নিরাবরণং ॥ ২৬১ ॥

যতঃ অরিমিত্রং বিষং পথ্যমধর্ম্মো ধর্ম্মতাং ব্রজেৎ।
প্রসন্নে পুণ্ডরীকাক্ষে বিপরীতে বিপর্য্যয়ঃ ॥ ২৬২ ॥

অনুবাদ—যেহেতু শ্রীভগবান প্রসন্ন হইলে শত্রু মিত্র, বিষ পথ্য এবং অধর্ম্ম ধর্ম্ম হয়, আর ইহার বৈপরীত্যে অর্থাৎ ভগবানের অপ্রসন্নতায় সকল বিপর্য্যয় অর্থাৎ মিত্র-শত্রু, পথ্য-অপথ্য এবং ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম হইয়া যায় অতএব ভগবানের প্রসন্নতাই সাধ্য ॥ ২৬২ ॥

টীকা—ননু তাদৃশস্য মহানর্থস্য কথমীদৃশত্বম্? শ্রীভগবৎকারুণ্যমহিম্নৈবেতি লিখতি—অরিরিতি দ্বাভ্যাম্, 'ধর্ম্মো ভবত্যধর্ম্মোঽপি' ইতি পূর্ব্বং লিখিতার্থমেব; যৎপ্রভাবত ইত্যস্যোভয়ত্রাপি সম্বন্ধঃ; অতোঽত্র হেত্বনুসন্ধানাদিকং ন কার্য্যমিতি ভাবঃ ॥ ২৬২ ॥

কিঞ্চ শ্রীভগবদ্বাক্যম্—

মন্নিমিত্তং কৃতং পাপমপি ধর্ম্মায় কল্পতে।
মামনাদৃত্য ধর্ম্মোঽপি পাপং স্যাৎ মৎপ্রভাবতঃ ॥২৬৩

অনুবাদ—আরও শ্রীভগবান কহিতেছেন—আমার জন্য যদি পাপ কাজও করা হয়, তাহা আমার প্রভাবে

ধর্ম্মের নিমিত্তরূপে কল্পিত হয়, আর আমাকে অনাদর করিয়া কৃত ধর্ম্মানুষ্ঠানও অধর্ম্ম হইয়া থাকে ॥ ২৬৩ ॥

———

অথ দেহিদৈহিকাদিবিস্মারকতা

চতুর্থস্কন্ধে (৯।১২) শ্রীধ্রুবোক্তৌ—

তে ন স্মরন্ত্যতিতরাং প্রিয়মীশ মর্ত্ত্যম্
যে চান্বদঃ সুতসুহৃদ্গৃহবিত্তদারাঃ।
যে ত্বব্জনাভ ভবদীয়পদারবিন্দ-
সৌগন্ধ্যলুব্ধহৃদয়েষু কৃতপ্রসঙ্গাঃ ॥ ২৬৪ ॥

অনুবাদ—অতঃপর বৈষ্ণবসঙ্গ দেহী অর্থাৎ দেহ-বিশিষ্ট জীব ও দেহ সম্বন্ধীয় বিষয়সমূহ বিস্মরণ করায়, ইহা চতুর্থ-স্কন্ধে শ্রীধ্রুবমহারাজের কথায়—হে পদ্মনাভ ! আপনার শ্রীপাদপদ্মের সৌগন্ধ্যে যাঁহাদের হৃদয় অতিশয় লুব্ধ হইয়াছে, তাঁহাদের সঙ্গকারীগণ অত্যন্ত প্রিয় এই মানব দেহ ও এই দেহ সম্বন্ধীয় পুত্র, কলত্র, গৃহ, বিত্ত, মিত্রাদি কিছুই চিন্তা করেন না ॥২৬৪

টীকা—তে অতিতরাম্ অত্যন্তং প্রিয়মপি মর্ত্ত্যং দেহং ন স্মরন্তি নানুসংদধতে ; অতিতরামিত্যস্যান্তে-বান্বয়ঃ, সম্যগ্বিস্মরন্তীত্যর্থঃ। যে চ সুতাদয়ঃ অদঃ মর্ত্ত্যমনুসম্বদ্ধাস্তানপি ন স্মরন্তি ; তে কে ন স্মরন্তি ; যে কৃতপ্রসঙ্গাঃ। কেষু ? ভবদীয়ং ভবদীয়ানামপি যৎ পদারবিন্দসৌগন্ধ্যং তস্মিন্ লুব্ধমপি হৃদয়ং যেষাং তেষু ; তু-শব্দেনান্যেষাং কেবলযোগাদি-নিষ্ঠানাং দেহাভিমানান্নিবৃত্তিং, তত্র তত্রাভিমানবিশেষং বা দর্শয়তি ॥ ২৬৪ ॥

———

অথ জগদানন্দকতা

পাদ্মে তত্রৈব প্রেতোক্তৌ—

রসায়নময়ী শীতা পরমানন্দদায়িনী।
নানন্দয়তি কং নাম বৈষ্ণবাশ্রয়চন্দ্রিকা ॥ ২৬৫ ॥

অনুবাদ—ভগবদ্ভক্তসঙ্গ জগতের আনন্দকর, ইহা পদ্মপুরাণে প্রেতের উক্তি—রসায়নময়ী শীতলা পরমানন্দদায়িনী, বৈষ্ণবাশ্রয়রূপা জ্যোৎস্না কাহাকে না আনন্দিত করে ? ২৬৫ ॥

টীকা—রসায়নং রোগহর্ত্তা, পুষ্ট্যাদিকর্ত্তা, স্বাদু-কৌষধবিশেষঃ তন্ময়ী ; শীতা শীতলা তাপহরেত্যর্থঃ। চন্দ্ররশ্মিরপি অমৃতময়ত্বাদ্রসায়নময়ী সদা এব পিত্তোপশমনাদি-স্বভাবকত্বাৎ। অন্যৎ সমমেব ॥২৬৫

———

অথ মোক্ষপ্রদত্বম্

দশমস্কন্ধে শ্রীমুচুকুন্দস্তুতৌ (৫১।৫৩)—

ভবাপবর্গো ভ্রমতো যদা ভবে-
জ্জনস্য তর্হ্যচ্যুত সৎসমাগমঃ।
সৎসঙ্গমো যর্হি তদৈব সদ্গতৌ
পরাবরেশে ত্বয়ি জায়তে মতিঃ ॥ ২৬৬ ॥

অনুবাদ—ভগবদ্ভক্তসঙ্গের মোক্ষদায়কত্ব দশমস্কন্ধে শ্রীমুচুকুন্দের স্তুতিতে বর্ণিত আছে—শ্রীমুচুকুন্দ কহিলেন হে অচ্যুত ! যখন আপনার কৃপায় সংসারিজনের সংসার বন্ধন ঘুচিয়া যায় তখন সাধু সঙ্গ লাভ হয়। সেই সময়েই সর্ব্বসঙ্গ নিবৃত্তি দ্বারা আব্রহ্মস্তম্ব-পর্য্যন্ত সকলেই ঈশ্বর আপনাতে মতি স্থির করে, ইহার পর আপনার শ্রীচরণে মতি হইলেই মুক্তি করতলগত হয় ॥ ২৬৬ ॥

টীকা—ভো অচ্যুত ! ভ্রমতঃ সংসরতো জনস্য যদা ত্বদনুগ্রহেণ ভবস্য বন্ধস্য অপবর্গঃ অন্তো ভবেৎ, কালঃ প্রাপ্তঃ স্যাৎ, তদা সতাং সঙ্গমো ভবেৎ। যদা চ সৎসঙ্গমো ভবেৎ, তদা সর্ব্বসঙ্গনিবৃত্ত্যা কার্য্য-কারণনিয়ন্তরি ত্বয়ি ভক্তির্ভবতি, ততো মুচ্যত ইত্যর্থঃ। যদি বায়মর্থঃ—ভবস্য গৃহাদ্যাসক্তি-লক্ষণস্য সংসারস্যাপবর্গঃ পরিত্যাগো যদা ভবেৎ, তদৈব অচ্যুতঃ স্থিরঃ সৎসমাগমো ভবেৎ। পূর্ব্বাবদ্ধা বিষয়মহিমবতঃ পরমপুরুষার্থতা-বোধনার্থং বিশে-ষণদ্বয়ম্। সতাং মুক্তানামপি ভক্তানামেব বা গতৌ প্রাপ্যে ; পরাবরয়োঃ চিচ্ছক্তি-মায়াশক্ত্যোঃ লক্ষ্মী-ভূম্যোর্বা পরাণাং শ্রীগোপীনাম্, অবরাণাঞ্চ শ্রীরুক্মি-ণ্যাদীনামীশে স্বামিনীতি তদা চ ভগবৎপ্রেমপ্রদত্বেঽয়ং শ্লোকো দ্রষ্টব্যঃ ॥ ২৬৬ ॥

———

অতএবোক্তং শ্রীপ্রচেতোভিশ্চতুর্থস্কন্ধে (৩০।৩৫-৩৭)

যত্রেড্যন্তে কথা মৃষ্টাস্তৃষ্ণায়াঃ প্রশমো যতঃ।
নৈর্ব্বরং যত্র ভূতেষু নোদ্বেগো যত্র কশ্চন ॥ ২৬৭ ॥

যত্র নারায়ণঃ সাক্ষান্ন্যাসিনাং পরমা গতিঃ।
প্রস্তূয়তে সৎকথাসু মুক্তসঙ্গৈঃ পুনঃ পুনঃ॥ ২৬৮॥
তেষাং বিচরতাং পদ্ভ্যাং তীর্থানাং পাবনেচ্ছয়া।
ভীতস্য কিং ন রোচেত তাবকানাং সমাগমঃ॥২৬৯॥

অনুবাদ—অতএব চতুর্থস্কন্ধে প্রচেতোগণের উক্তি—হে প্রভো! তোমার যে সকল সঙ্গিগণের নিকটে তৃষ্ণাশান্তি-কারিণী পবিত্রগুণগাথার প্রসঙ্গ হইয়া থাকে, যাঁহারা জীবসমূহে শত্রুতাশূন্য, যাঁহারা উদ্বেগ রহিত, যে মুক্তসঙ্গিগণ সৎকথার অবসরে যতিগণের পরমাগতি সাক্ষাৎ ভগবান্ নারায়ণের প্রসঙ্গ বারংবার কীর্ত্তন করেন, তীর্থগণকে পবিত্র করিবার ইচ্ছায় যাঁহারা পদব্রজে তীর্থপরিক্রমা করেন, আপনার সেই ভক্তগণের সঙ্গলাভ করিতে সংসার-ভীত কোন্ ব্যক্তির ইচ্ছা না হয়? ২৬৭-২৬৯॥

টীকা—যত্র যেষু, যতো যাভ্যঃ কথাভ্যঃ, নির্ব্বৈরং বৈরাভাবঃ, যত্র যাসু কথাসু মুক্তসঙ্গৈস্তেরেব নারায়ণঃ সাক্ষাৎ প্রস্তূয়তে; যদ্বা, ন্যাসিনামপি গতিরাশ্রয়ো নারায়ণো ভগবান্ যত্র সাক্ষাদস্তীতি। মুক্তসঙ্গৈঃ শ্রীসনকাদিভিঃ সৎকথাসু মধ্যে প্রস্তূয়তে; যদ্বা, মুক্তসঙ্গৈরাত্মারামৈরপি যত্র নারায়ণ এব সাক্ষাৎ প্রস্তূয়তে ন তু জ্ঞানাদি; এতাদৃশং যেষাং মাহাত্ম্যমিত্যর্থঃ॥ ২৬৭-২৬৮॥

টীকা—পদ্ভ্যাং পাবনেচ্ছয়া; যদ্বা, পদ্ভ্যাং বিচরতামিতি সৌলভ্যমুক্তম্। সংসারাদ্ভীতস্যাপি কিং ন রোচেত? অপি তু রোচত এব, ভীতানামনন্যগতিত্বাৎ; তদুক্তং ভগবতৈব—'সন্তোঽর্বাক্ বিভ্যতোঽরণম্ ইতি॥ ২৬৯॥

অথ সর্ব্বসারতা

বৃহন্নারদীয়ে শ্রীনারদ-সনৎকুমার-সংবাদে—
অসারভূতে সংসারে সারমেতদজাত্মজ।
ভগবদ্ভক্তসঙ্গো হি হরিভক্তিং সমিচ্ছতাম্॥ ২৭০॥

অনুবাদ—ভগবদ্ভক্তসঙ্গের সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব বৃহন্নারদীয়-পুরাণে শ্রীনারদ-সনৎকুমার-সংবাদে—হে ব্রহ্মপুত্র যাঁহারা সর্ব্বতোভাবে শ্রীহরিভক্তি বাঞ্ছা করেন তাঁহাদের সম্বন্ধে এই অসার ভগবদ্ভক্ত সঙ্গই সার ইহা জানিবে॥ ২৭০॥

টীকা—সংসারে, প্রপঞ্চে, কিম্? তদাহ—ভগবদ্ভক্তসঙ্গ ইতি। হরিভক্তিং সম্যগিচ্ছতাং জনানামিতি হরিভক্তিবাঞ্ছাবিশেষং বিনা ভগবদ্ভক্ত-সঙ্গমাহাত্ম্যাননুভবাৎ; যদ্বা, তেষাং শ্রেষ্ঠসাধনমেতদেবেতি ব্যাখ্যায়াং শ্লোকো ভক্তিসম্পাদকতায়াং দ্রষ্টব্যঃ॥ ২৭০॥

পাদ্মে তত্রৈব মহারথনৃপোক্তৌ—
অসাগরোত্থং পীযূষমদ্রব্যং ব্যসনৌষধম্।
হর্ষশ্চালোকপর্য্যন্তঃ সতাং কিল সমাগমঃ॥ ২৭১॥

অনুবাদ—পদ্মপুরাণে উক্ত স্থানেই মহারথ নৃপতির বাক্যে—সৎ-সমাগম অসাগরোদ্ভূত অমৃত, সহজলভ্য মহৌষধ ও সকলের আনন্দবিধানকারী॥ ২৭১॥

টীকা—সতাং সমাগমঃ পীযূষং ভবত্যেব, কিন্তু অসাগরোত্থম্; অতঃ সাগরোদ্ভূতস্য দেবভোগ্য-পীযূষস্য মথনাদিপরিশ্রমেণৈব সাধনাৎ বারুণ্যাদিসম্বন্ধাচ্চ ততোঽপ্যস্য শ্রৈষ্ঠ্যং সূচিতম্। তথাহ—দ্রব্যমিতি, দ্রব্যময়ৌষধে পাকক্রিয়া-প্রয়াসোঽথ ভক্ষণাদিযত্নশ্চাপেক্ষ্যতে ইত্যত্র তত্তদভাবাদস্য শ্রৈষ্ঠ্যম্। তথা 'সুখস্যান্তে ভবেদ্দুঃখম্' ইতি ন্যায়েনান্যো হর্ষঃ শোকাবসান এব স্যাৎ, অয়ং হর্ষয়তীতি হর্ষরূপো বা শোকান্তো ন ভবতি, কিন্তু সদা হর্ষ এব; আতোঽস্য নিত্যপরমানন্দময়ত্বমিত্যর্থঃ। এবঞ্চ সর্ব্বসারতৈব সিদ্ধা॥ ২৭১॥

অথ ভগবৎ কথামৃতপানৈকহেতুতা

পাদ্মে বৈশাখ-মাহাত্ম্যে শ্রীনারদোক্তৌ—
প্রসঙ্গেন সতামাত্মমনঃশ্রুতিরসায়নঃ।
ভবন্তি কীর্ত্তনীয়স্য কথাঃ কৃষ্ণস্য কোমলাঃ॥২৭২॥

অনুবাদ—অনন্তর ভগবৎকথামৃতপানের এক-হেতুত্ব ঐ গ্রন্থেরই বৈশাখমাহাত্ম্যে শ্রীনারদের উক্তিতে—সৎপ্রসঙ্গে জীবগণের কর্ণ ও মনের সুখদায়িনী কীর্ত্তনীয় শ্রীকৃষ্ণের কোমল-কথা সমূহই হইয়া থাকে॥ ২৭২॥

টীকা—আত্মনাং সর্ব্বেষামেব জীবানাং মনসঃ

শ্রুত্যোশ্চ রসায়নাঃ সুখপ্রাপকাঃ যতঃ কোমলাঃ মধুরাঃ ॥ ২৭২ ॥

তৃতীয়স্কন্ধে শ্রীকপিলদেবোক্তৌ (২৫।২৫)—

সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্যসংবিদো
ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি
শ্রদ্ধা রতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি ॥ ২৭৩ ॥

অনুবাদ—তৃতীয়স্কন্ধে শ্রীকপিলদেব জননী দেবহূতিকে বলিতেছেন—সাধুগণের সহিত সংসর্গবশতঃ আমার বীর্য্যপ্রকাশক কথা উপস্থিত হয়, তাহা হৃদয় ও কর্ণের আনন্দদায়ক, তাই তাহা সেবন করিলে শীঘ্রই আমাতে (ভগবান শ্রীহরিতে) শ্রদ্ধা, রতি ও ভক্তি ক্রমে ক্রমে উৎপন্ন হয় ॥ ২৭৩ ॥

টীকা—বীর্য্যস্য সম্যগ্বেদনং যাসু তাঃ বীর্য্যসংবিদঃ, অতএব হৃৎকর্ণরসায়নাঃ সুখদাঃ, তাসাং জোষণাৎ সেবনাৎ অপবর্গোঽবিদ্যানিবৃত্তির্মোক্ষো বা বর্ত্ম যস্মিন্ তস্মিন্ হরৌ প্রথমং শ্রদ্ধা, ততো রতিস্ততো ভক্তিঃ অনুক্রমিষ্যতি ক্রমেণৈব ভবিষ্যতি ইত্যর্থঃ। রতিশ্চ রত্যাখ্যো ভাবঃ, ভক্তিশ্চ প্রেমলক্ষণা ; এতদ্বিবরণঞ্চ শ্রীমহানুভাবৈরেব রসার্ণবে কৃতমস্ত্যেব ॥ ২৭৩ ॥

চতুর্থে শ্রীনারদোক্তৌ (২৯।৪০-৪১)—

যত্র ভাগবতা রাজন্ সাধবো বিশদাশয়াঃ ।
ভগবদ্গুণানুকথন-শ্রবণব্যগ্রচেতসঃ ॥ ২৭৪ ॥
তস্মিন্ মহন্মুখরিতা মধুভিচ্চরিত্র-
পীযূষশেষসরিতঃ পরিতঃ স্রবন্তি ।
তা যে পিবন্ত্যবিতৃষো নৃপ গাঢ়কর্ণৈ-
স্তান্ন স্পৃশন্ত্যশনতৃড়্ভয়শোকমোহাঃ ॥ ২৭৫ ॥

অনুবাদ—চতুর্থস্কন্ধে দেবর্ষি শ্রীনারদের কথায়—যেখানে ভগবানের গুণগাথা শ্রবণ ও কীর্ত্তনের জন্য বিশদাশয় সাধুগণ ব্যগ্রচিত্ত হইয়া বিরাজ করেন, হে রাজন ! সেই স্থানে মহদ্ব্যক্তিগণের শ্রীমুখ হইতে ভগবান মধুসূদনের অমলচরিত্র কথা প্রায়ই কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। হে নৃপবর ! ভগবানের চরিত গাথা সাক্ষাৎ অমৃতবাহিনী নদী। সাবধানে ঐ নদীর সেবকগণ ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ভয়, শোক ও মোহ প্রভৃতির স্পর্শ হইতে মুক্ত থাকেন। ফলস্বরূপ ভক্তি রসিক ব্যক্তিগণে ক্ষুধা, তৃষ্ণা প্রভৃতির ভক্তিরসাস্বাদনে বাধা সৃষ্টি করিবে সে সম্ভাবনা কোথায় ? ॥ ২৭৪-২৭৫ ॥

টীকা—ননু সাধুসঙ্গং বিনা স্বয়মেব হরিকথা-চিন্তনাদিনা ভক্তির্ভবেদিত্যাশঙ্ক্যাহ—যত্রেতি দ্বাভ্যাম্। যস্মিন্ স্থানে ভগবতো গুণানুকথনে শ্রবণে চ ব্যগ্রং সত্বরমত্যাসক্তং বা চেতো যেষাং তে ॥ ২৭৪ ॥

টীকা—তস্মিন্ স্থানে মহদ্ভির্মুখরিতাঃ কীর্ত্তিতাঃ ; যদ্বা, মহান্তঃ মৌনাদিশীলা অপি মুখরিতাঃ যাভিঃ তাঃ। মধুভিদশ্চরিতমেব, পীযূষং, তদেব শিষ্যত ইতি শেষো যাসু তাঃ। অসারাংশরহিত-শুদ্ধামৃত-বাহিন্য ইত্যর্থঃ। অবিতৃষঃ অলংবুদ্ধিশূন্যাঃ সন্তঃ গাঢ়ৈঃ সাবধানৈঃ কর্ণৈঃ যে তাঃ সরিতঃ পিবন্তি সেবন্তে। অশনশব্দেন ক্ষুল্লভ্যতে অশনাদয়ঃ তান্ন স্পৃশন্তি, ভক্তিরসিকান্ন বাধন্ত ইত্যর্থঃ। নৃপ হে প্রাচীনবর্হিঃ ! সৎসঙ্গমন্তরেণ স্বয়মেব কথাচিন্তনাদা-বালস্যাদিনা রসাবেশাভাবতঃ ক্ষুৎপিপাসাদ্যভিভূতস্য ভক্ত্যসম্ভবাদবশ্যং সৎসঙ্গো বিধেয়ঃ, ততশ্চ ভগবৎ-কথামৃতরসপানাদিরূপা ভক্তি অতঃ সম্পদ্যত এবেতি ভাবঃ ॥ ২৭৫ ॥

পঞ্চমে শ্রীব্রাহ্মণরহূগণসংবাদে (১২।১৩)—

যত্রোত্তমঃশ্লোকগুণানুবাদঃ
প্রস্তূয়তে গ্রাম্যকথাবিঘাতঃ ।
নিষেব্যমাণোঽনুদিনং মুমুক্ষো-
র্মতিং সতীং যচ্ছতি বাসুদেবে ॥ ২৭৬ ॥

অনুবাদ—পঞ্চমস্কন্ধে শ্রীব্রাহ্মণ-রহূগণ-সংবাদে—হে নৃপবর ! সাধুগণ সর্ব্বদাই উত্তমশ্লোক শ্রীভগবানের গুণানুবাদ কীর্ত্তনই করেন। তাঁহারা কখনই গ্রাম্য কথার লেশমাত্র উচ্চারণ করেন না। সেই ভগবদ্গুণানুবাদের সর্ব্বদা সেবা করিতে পারিলে তাহাই শ্রীভগবান বাসুদেবের প্রতি মুমুক্ষুজনের সদ্বুদ্ধি প্রদান করিয়া থাকে ॥ ২৭৬ ॥

টীকা—যত্র যেষু মহৎসু, গ্রাম্যকথানাং বিঘাতো

যস্মাৎ মুমুক্ষোরপি, সতীং মতিং প্রেমভক্তিমিত্যর্থঃ ॥ ২৭৬ ॥

———

একাদশে ভগবদুদ্ধব-সংবাদে শ্রীঐলোপাখ্যানান্তে
(২৬।২৮-২৯)—

তেষু নিত্যং মহাভাগ মহাভাগেষু মৎকথাঃ।
সম্ভবন্তি হি তা নৃণাং জুষতাং প্রপুনন্ত্যঘম্ ॥২৭৭॥
তা যে শৃণ্বন্তি গায়ন্তি হ্যনুমোদন্তি চাদৃতাঃ।
মৎপরাঃ শ্রদ্দধানাশ্চ ভক্তিং বিন্দন্তি তে ময়ি ॥২৭৮

অনুবাদ—একাদশস্কন্ধে ভগবদুদ্ধব-সংবাদে শ্রীঐল-উপাখ্যানের শেষে শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে কহিতেছেন—সেই সাধুগণের নিকটে শিষ্টলোকের মঙ্গলজনক আমার কথা আলোচিত হয় এবং তাহা শ্রবণকারী ব্যক্তিগণের হিতকারী হইয়া পাপ নাশ করে। যে সকল শ্রদ্ধাবান ভক্ত সাদরে সেই সকল কথা শ্রবণ বা গান করেন, অথবা ঐ সব অনুষ্ঠানের অনুমোদন করেন তাঁহারা আমাতে ভক্তি লাভ করিয়া থাকেন ॥ ২৭৭-২৭৮ ॥

টীকা—সম্ভবন্তি সম্যক্ জায়ন্তে, তাঃ কথা এব অঘং পাপং প্রকর্ষেণ পুনন্তি, সবাসনমুন্মুলয়ন্তি, সংসার-দুঃখং নাশয়ন্তীতি বা ॥ ২৭৭ ॥

———

ভক্তিসম্পাদকতা

বৃহন্নারদীয়ে তত্রৈব—

ভক্তিস্তু ভগবদ্ভক্তসঙ্গেন পরিজায়তে।
সৎসঙ্গঃ প্রাপ্যতে পুম্ভিঃ সুকৃতৈঃ পূর্ব্বসঞ্চিতৈঃ ॥২৭৯

অনুবাদ—ভগবদ্ভক্তসঙ্গ ভক্তিসম্পাদক—বৃহন্নারদীয়পুরাণে উক্ত স্থানেই বর্ণিত আছে—ভগবদ্ভক্তসঙ্গ-দ্বারা ভক্তি জন্মে এবং পূর্ব্বজন্ম সঞ্চিত সুকৃতি-বশতঃ মনুষ্যগণের সৎসঙ্গ লাভ হয় ॥ ২৭৯ ॥

টীকা—শ্রবণাদিভিরেব মৎপরাঃ শ্রদ্দধানাশ্চ শ্রবণাদিষ্বেব প্রীতিমন্তঃ সন্তঃ ভক্তিং প্রেমলক্ষণাং বিন্দন্তি। ভগবদ্ভক্তসঙ্গস্য দৌর্ল্লভ্যমাহ—সৎসঙ্গ ইতি ॥ ২৭৮-২৭৯ ॥

———

শ্রীভগবদ্বশীকারিতা

একাদশে শ্রীভগবদুদ্ধব সংবাদে
(১১।৪৯, ১২।১-২)—

অথৈতৎ পরমং গুহ্যং শৃণ্বতো যদুনন্দন।
সুগোপ্যমপি বক্ষ্যামি ত্বং মে
ভৃত্যঃ সুহৃৎ সখা ॥ ২৮০ ॥
ন রোধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম্ম এব বা।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো নেষ্টাপূর্ত্তং ন দক্ষিণা ॥২৮১॥
ব্রতানি যজ্ঞশ্ছন্দাংসি তীর্থানি নিয়মা যমাঃ।
যথাঽবরুন্ধে সৎ-সঙ্গ সর্ব্বসঙ্গাপহো হি মাম্ ॥২৮২॥

অনুবাদ—ভগবদ্ভক্তসঙ্গ শ্রীভগবদ্বশীকারক একাদশস্কন্ধে শ্রীভগবদুদ্ধবসংবাদে শ্রীকৃষ্ণ বাক্য—হে উদ্ধব। তুমি আমার ভৃত্য, সুহৃৎ ও সখা অতএব তাহা অত্যন্ত গোপনীয় হইলেও এই পরমগুহ্য বিষয় তোমাকে বলিতেছি শোন। অষ্টাঙ্গযোগ, তত্ত্ববিবেক, অহিংসাদিধর্ম্ম, বেদপাঠ তপস্যা, সন্ন্যাস, যজ্ঞ, কূপারামাদি নির্ম্মাণ, দান, একাদশী প্রভৃতি ব্রত, দেবপূজা, রহস্য মন্ত্র, তীর্থভ্রমণ, নিয়ম ও যম, এই সমস্ত অনুষ্ঠানও সেই প্রকার বশীভূত করিতে পারে না। সর্ব্বসংসারসঙ্গের অপহারক সাধুসঙ্গ আমাকে যে প্রকার বশীভূত করিতে পারে ॥ ২৮০-২৮২ ॥

টীকা—সাংখ্য-যোগাদীনি সাধনান্তর-সব্যপেক্ষাণি সব্যভিচারাণি চ, মৎসঙ্গস্তু স্বতন্ত্র এব, সমর্থঃ ফলাব্যভিচারী চেতি বর্ণয়িতুমাহ—অথেতি ত্রিভিঃ। এতদ্বক্ষ্যমাণং পরমং গুহ্যং শৃণু, যতস্ত্বং মম ভৃত্যঃ, সুহৃৎ, জ্ঞাতিঃ, সখা চ, অতঃ সুগোপ্যমপি বক্ষ্যামি। ন রোধয়তি ন বশীকরোতি, যোগোঽষ্টাঙ্গঃ, সাংখ্যং তত্ত্বানাং বিবেকঃ, ধর্ম্মঃ সামান্যতোঽহিংসাদিঃ বর্ণাশ্রমাচারো বা, স্বাধ্যায়ো বেদজপঃ, তপঃ কৃচ্ছ্রাদি, ত্যাগঃ সংন্যাসঃ, ইষ্টাপূর্ত্তম্ ইষ্টং পূর্ত্তঞ্চ; তত্র ইষ্টমগ্নিহোত্রাদি, পূর্ত্তং কূপারামাদিনির্ম্মাণম্; দক্ষিণা-শব্দেন সামান্যতো দানং লক্ষ্যতে, ব্রতানি একাদশ্যুপবাসাদীনি, যজ্ঞো দেবপূজা, ছন্দাংসি রহস্যমন্ত্রাঃ, নিয়মা বাহ্যেন্দ্রিয়নিগ্রহাদয়ঃ, যমা অন্তঃকরণসংযমাদয়; যদ্বা, 'অহিংসা সত্যমস্তেয়মসঙ্গো হ্রীরসঞ্চয়ঃ। আস্তিক্যং ব্রহ্মচর্য্যঞ্চ মৌনং স্থৈর্য্যং ক্ষমা ভয়ম্ ॥ শৌচং জপস্তপো হোমঃ শ্রদ্ধাতিথ্যং মদর্চ্চনম্। তীর্থাটনং পরার্থেহা তুষ্টিরাচার্য্যসেব-

নম্ ॥' (শ্রীভাঃ ১১।১৯।৩৩-৩৪) ইতি ভগবদুক্ত-লক্ষণা গ্রাহ্যাঃ। অত্র অস্তেয়ং মনসাপি পরস্বাগ্রহণং, আস্তিক্যং ধর্ম্মে বিশ্বাসঃ, ভয়ং পাপাদিভ্যঃ, শৌচং বাহ্যমান্তরঞ্চেতি দ্বয়ম্, অতো দ্বাদশনিয়মাঃ শ্রদ্ধা ধর্ম্মাদয় ইতি। অবরুন্ধে বশীকরোতি. সর্ব্বসঙ্গাপহঃ বাহ্যান্তরাশেষাসক্তি-নিরসনঃ ॥ ২৮০ ২৮২ ॥

অতএবোক্তং বিদুরেণ তৃতীয়স্কন্ধে (৭।১৯)

যৎসেবয়া ভগবতঃ কূটস্থস্য মধুদ্বিষঃ।
রতিরাসো ভবেত্তীব্রঃ পাদয়োর্ব্যসনার্দ্দনঃ ॥২৮৩॥

অনুবাদ—অতএব তৃতীয়স্কন্ধে শ্রীবিদুর মহারাজের বাক্য—হে মৈত্রেয়! হে মুনে! আপনাদের ন্যায় মহাত্মাদের শ্রীপাদপদ্ম সেবার দ্বারা কি না হয়? আপনাদের সেবার দ্বারা নির্ব্বিকার, মধুদ্বেষি শ্রীভগবানের পাদপদ্মে তীব্র রতি জাত হয় এবং তাহাতেই সংসার ক্ষয় পায় ॥ ২৮৩ ॥

টীকা—যেষাং ভগবদ্ভক্তানাং সেবয়া সঙ্গরূপয়া, কূটস্থস্য নির্ব্বিকারস্যাপি; যদ্বা, শ্রীগোবর্দ্ধনশৃঙ্গোপরি বর্ত্তমানস্য মধুদ্বিষো ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য পাদয়োঃ চরণারবিন্দয়োঃ রতিরাসঃ প্রেমোৎসবঃ তীব্রঃ স্বাভাবিকো ভবেৎ। ব্যসনং সংসারদুঃখমর্দ্দয়তি নাশয়তীতি তথা সঃ; যদ্বা, মধুদ্বিট্সম্বন্ধিরত্যা প্রেম্না রতিযুক্তো বা রাসঃ রাসক্রীড়া তীব্রঃ অতুৎকটঃ দেবাদীনামপি মোহনত্বাৎ বহুকালব্যাপিত্বাচ্চ। পাদয়োর্ব্যসনানি দুঃখান্যর্দয়তীতি তথা সঃ, সর্ব্বেন্দ্রিয়ানন্দকস্যাপি রাসস্য প্রায়ো নৃত্যবিশেষত্বেন গতিবিশেষসম্পত্তেঃ যদ্বা, মধুদ্বিষঃ পাদয়োরিত্যেবান্বয়ঃ। ততশ্চ তচ্চরণারবিন্দদ্বয়েন সহেত্যর্থঃ পূর্ব্ববদেব, অতোঽস্য ফলবিশেষত্বেনান্তে লেখ্যঃ ॥ ২৮৩ ॥

অথ স্বতঃ পরমপুরুষার্থতা

প্রথমস্কন্ধে শ্রীশৌনকাদীনাম্ (১৮।১৩), চতুর্থে চ শ্রীপ্রচেতসামুক্তৌ (৩০।৩৪)—

তুলয়াম লবেনাপি ন স্বর্গং নাপুনর্ভবম্।
ভগবৎসঙ্গিসঙ্গস্য মর্ত্ত্যানাং কিমুতাশিষঃ ॥ ২৮৪ ॥

অনুবাদ—অতঃপর ভগবদ্ভক্তসঙ্গের স্বতঃ পরমপুরুষার্থত্ব প্রথমস্কন্ধে শ্রীশৌনকাদির এবং চতুর্থস্কন্ধে শ্রীপ্রচেতোগণের উক্তি অনুযায়ী—হে প্রভো! ভগবৎসঙ্গিগণের সঙ্গলেশের সঙ্গে আমরা স্বর্গ এবং মোক্ষেরও তুলনা করি না; এই বিষয়ে মানবজাতির আকাঙ্ক্ষিত অন্যান্য বিষয়ের কথা আর কি বলিব? ॥ ২৮৪ ॥

টীকা—ভগবৎসঙ্গিনো ভগবদ্ভক্তাঃ, তেষাং সঙ্গস্য যো লবঃ অত্যল্পঃ কালঃ, তেনাপি স্বর্গং ন তুলয়াম, সমং ন পশ্যাম, ন চাপুনর্ভবং মোক্ষম্। মর্ত্ত্যানাং তুচ্ছা আশিষো রাজ্যাদ্যা ন তুলয়ামেতি কিমুত বক্তব্যম্। এবং ফলরূপাৎ স্বর্গাৎ অপবর্গাদপ্যধিকত্বেন সৎসঙ্গস্য পরমফলত্বং সিদ্ধম্ ॥ ২৮৪ ॥

চতুর্থে শ্রীপ্রচেতসঃ প্রতি শ্রীশিবোপদেশে (২৪।৫৭)—

ক্ষণার্দ্ধেনাপি তুলয়ে ন স্বর্গং নাপুনর্ভবম্।
ভগবৎসঙ্গিসঙ্গস্য মর্ত্ত্যানাং কিমুতাশিষঃ ॥ ২৮৫ ॥

অনুবাদ—চতুর্থস্কন্ধে শ্রীপ্রচেতার প্রতি শ্রীশিবের উপদেশ বাক্য—মর্ত্ত্যগণের রাজ্য প্রভৃতি বিষয়ের কথা দূরে থাকুক, ভগবৎ-সঙ্গিগণের অর্দ্ধক্ষণ সঙ্গের সহিত স্বর্গ বা মোক্ষেরও তুলনা হয় না ॥ ২৮৫ ॥

টীকা—ভগবৎ-সঙ্গিসঙ্গস্য ক্ষণার্দ্ধেনাপি স্বর্গং ন তুলয়ে, সমং ন পশ্যামি, ন বাপুনর্ভম্ ॥ ২৮৫ ॥

দ্বাদশে শ্রীমার্কণ্ডেয়োপাখ্যানে শ্রীশিবস্য (১০।৭)—

তথাপি সংবদিষ্যামো ভবান্যেতেন সাধুনা।
অয়ং হি পরমো লাভো নৃণাং সাধুসমাগমঃ ॥২৮৬

অনুবাদ—দ্বাদশস্কন্ধে শ্রীমার্কণ্ডেয়োপাখ্যানে শ্রীশিব কহিলেন—তুমি অনুরোধ করিতেছ, তাই হে দেবি! আমি ইহার সহিত কথা বলিব, যেহেতু সাধুসমাগমই সকলের পক্ষে পরম লাভ জনক ॥ ২৮৬ ॥

টীকা—যদ্যপি 'নৈবেচ্ছত্যাশিষঃ ক্বাপি ব্রহ্মর্ষির্মোক্ষমপ্যুত। ভক্তিং পরাং ভগবতি লব্ধবান্ পুরুষেঽব্যয়ে ॥' (শ্রীভাঃ ১২।১০।১৬), তথাপি অনেন মার্কণ্ডেয়েন সহ সংবদিষ্যামঃ, সম্ভাষাং করিষ্যামঃ, যতঃ সাধুভিঃ সমাগমঃ সংযোগঃ অয়মেব পরমো লাভঃ ফলম্ ॥ ২৮৬ ॥

অতএব শ্রীপ্রহ্লাদং প্রতি শ্রীধরণ্যোক্তম্ হরিভক্তিসুধোদয়ে—

অক্ষোঃ ফলং ত্বাদৃশদর্শনং হি
তন্বাঃ ফলং তাদৃশগাত্রসঙ্গঃ ।
জিহ্বাফলং ত্বাদৃশকীর্ত্তনং হি
সুদুর্ল্লভা ভাগবতা হি লোকে ॥ ২৮৭ ॥

অনুবাদ—অতএব হরিভক্তিসুধোদয়ে শ্রীপ্রহলাদের প্রতি শ্রীবসুমতীর বাক্য—সেই প্রকার ভক্তগণের দর্শনই নেত্রদ্বয়ের ফল, গাত্রসঙ্গই দেহের ফল এবং তাঁহাদের নাম কীর্ত্তনই জিহ্বার ফল কারণ এই সংসারে ভগবদ্ভক্তগণই পরম দুর্ল্লভ ॥ ২৮৭ ॥

টীকা—ত্বাদৃশানাং কথঞ্চিৎ ত্বদনুকরণবতামপি দর্শনমেবাক্ষ্ণোঃ ফলম্, এবমন্যদপি ॥ ২৮৭ ॥

———

অতএব বিদুরেণ তৃতীয়স্কন্ধে (৭।২০)—

দুরাপা হ্যল্পতপসঃ সেবা বৈকুণ্ঠবর্ত্মসু ।
যত্রোপগীয়তে নিত্যং দেবদেবো জনার্দ্দনঃ ॥২৮৮॥

অনুবাদ—তৃতীয়স্কন্ধে শ্রীবিদুরের বাক্যে—যাঁহারা মহদ্ব্যক্তি তাঁহারা সব সময়ের জন্যই ভগবান জনার্দ্দনের গুণকীর্ত্তন করেন, তাঁহারা ভগবানের অথবা তাঁর বাসস্থান বৈকুণ্ঠধামের মার্গস্বরূপ। তাঁহাদিগের সেবা অল্পতপা ব্যক্তিগণের পক্ষে অনায়াসলভ্য হয় না অর্থাৎ বহু তপস্যার ফলেই প্রকৃত সাধুসঙ্গ লাভ হয় ॥ ২৮৮ ॥

টীকা—বৈকুণ্ঠবর্ত্মসু শ্রীভগবতঃ তল্লোকস্য বা মার্গভূতেষু মহৎসু সেবা সঙ্গাদিরূপা অল্পতপসঃ ভাগ্যবিশেষহীনস্য জনস্য দুরাপা যত্র যৈরিত্যর্থঃ ; যদ্বা, যেষু বিষয়েঽন্যৈরপি সর্ব্বৈর্গীয়তে, অতস্তেষাং সান্নিধ্যমাত্রেণৈব কৃতার্থতা, ন চোপদেশাপেক্ষাপীতি ভাবঃ ; যদ্বা যেষু নিমিত্তেষু যৎপ্রাপ্ত্যর্থমিত্যর্থঃ, এবঞ্চ সৎসঙ্গস্য স্বতঃ পুরুষার্থতা সিদ্ধৈব ॥ ২৮৮ ॥

———

শ্রীবিদেহেনাপ্যেকাদশস্কন্ধে (২।২৯)—

দুর্ল্লভো মানুষো দেহো দেহিনাং ক্ষণভঙ্গুরঃ ।
তত্রাপি দুর্ল্লভং মন্যে বৈকুণ্ঠপ্রিয়দর্শনম্ ॥ ২৮৯ ॥

অনুবাদ—একাদশস্কন্ধে শ্রীবিদেহের উক্তিতে—দেহধারণকারী প্রাণিদের মধ্যে এই ক্ষণভঙ্গুর মনুষ্য দেহ দুর্ল্লভ, তাহার মধ্যে আবার শ্রীবিষ্ণুভক্তগণের দর্শন লাভ আরও দুর্ল্লভ ॥ ২৮৯ ॥

টীকা—বহবো দেহা ভবন্তি যেষান্তে দেহিনো জীবাস্তেষাং ক্ষণভঙ্গুরোঽপি মানুষো দেহো দুর্ল্লভঃ, পরমপুরুষার্থসাধনত্বাৎ। বৈকুণ্ঠঃ প্রিয়ো যেষাং বৈকুণ্ঠস্য বা প্রিয়াস্তেষাং দর্শনমপি, কিমুত সঙ্গাদিকম্ ॥ ২৮৯ ॥

———

অতএব হি প্রাথিতং শ্রীধ্রুবেণ চতুর্থস্কন্ধে (৯।১১)—

ভক্তিং মুহুঃ প্রবহতাং ত্বয়ি মে প্রসঙ্গো
ভূয়াদনন্ত মহতামমলাশয়ানাম্ ।
যেনাঞ্জসোল্বণমুরুব্যসনং ভবাব্ধিম্
নেষ্যে ভবদ্গুণকথামৃতপানমত্তঃ ॥ ২৯০ ॥

অনুবাদ—অতএব চতুর্থস্কন্ধে শ্রীধ্রুব মহারাজ প্রার্থনা করিতেছেন—বিমলমতি মহাপুরুষগণ সর্ব্বদা আপনাতে ভক্তিপরায়ণ, হে দেবদেব! হে অনন্ত! আমার প্রার্থনা—তোমার কথা শ্রবণের জন্য তাঁহাদিগের সহিত যেন আমার প্রসঙ্গ হয়। যেহেতু মহৎসঙ্গ পাইলেই আমি আপনার গুণকথা পানে মত্ত হইয়া অনায়াসে এই ভীষণ মহাঘোর বিপদসঙ্কুল ভবসাগর সহজেই উত্তীর্ণ হইতে পারিব ॥ ২৯০ ॥

টীকা—ভক্তিং ত্বয়ি প্রবহতাং সাতত্যেন কুর্ব্বতাম্ অতএবামলাশয়নাং প্রসঙ্গো মে ময়া সহ ভূয়াৎ। ননু মোক্ষং কিং ন যাচসে ? অত আহ—যেন মহৎপ্রসঙ্গেন অঞ্জসা অযত্নত এব, উরূণি ব্যসনানি যস্মিন্ তৎ, নেষ্যে পারং গমিষ্যামি। ভগবদ্গুণকথৈবামৃতং, তস্য পানেন মত্তঃ সন্ ; অত্র মত্ত-শব্দেনৈবং সূচ্যতে—যথা মদিরামত্তো ন জানাতি কথং রাত্রির্গতা, দিনমায়াতং বেত্তি, তথা সৎসঙ্গজাতকথামৃতপানমত্তোঽপি ন জানাতি কথং সংসারোঽপগতঃ, মোক্ষো বা জাত ইতি। এবমমৃতপানস্য যথা দেহগেহাদ্যননুসন্ধানং ন ফলং, কিন্তু পরমমধুররসাস্বাদনাদিকমেব, তথা সৎসঙ্গস্য ভগবৎকথামৃতপানমেব ফলং, মোক্ষস্ত্বানুষঙ্গিকঃ স্বয়মেবোপস্থাস্যতি, কিন্তদ্যাচনেনেতি ভাবঃ ॥ ২৯০ ॥

———

প্রচেতসঃ প্রত্যুপদেশে শ্রীশিবেন চ
(শ্রীভাঃ ৪।২৪।৫৮)—
অথানঘাঙ্ঘ্রেস্তব কীর্ত্তিতীর্থয়োর-
ন্তর্বহিঃস্নানবিধূতপাপানাম্ ।
ভূতেষ্বনুক্রোশ-সুসত্ত্বশীলিনাং
স্যাৎ সঙ্গমোঽনুগ্রহ এষ নস্তব ॥ ২৯১ ॥

অনুবাদ—প্রচেতোগণের প্রতি শ্রীশিবের উপদেশ প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে—তোমার কীর্ত্তনগাথারূপ অমৃত-ধারায় এবং চরণোদ্ভূতা গঙ্গাধারায় যাঁহারা স্নাত এবং তজ্জন্য পাতকশূন্য, যাঁহারা দয়ালু ও রাগাদি-রহিত হে প্রভো। আপনি এইরূপ কৃপা করুন, যাহাতে এই প্রকার ভগবদ্ভক্তগণে সঙ্গলাভ করি ॥ ২৯১ ॥

টীকা—অথ অতো হেতোঃ, অনঘৌ অঘহরাবঙ্ঘ্রী যস্য তস্য তব কীর্ত্তির্যশঃ তীর্থং গঙ্গা তয়োঃ ক্রমে-ণান্তর্বহিঃ-স্নানাভ্যাং বিধূতঃ বিনাশিতঃ পাপ্মা যেষা-মন্যেষামপি যৈরিতি বা ; অতএব ভূতেষু অনুক্রোশঃ কৃপা সুসত্ত্বঞ্চ রাগাদিরহিতং চিত্তং শীলং চার্জ্জবাদি, তদ্বতাং সঙ্গোঽস্মাসু অস্তু। এষ এব নোঽস্মান্ প্রতি ত্বদনুগ্রহঃ ॥ ২৯১ ॥

শ্রীপ্রচেতোভিশ্চ (শ্রীভাঃ ৪।৩০।৩৩)—
যাবত্তে মায়য়া স্পৃষ্টা ভ্রমাম ইহ কর্ম্মভিঃ ।
তাবদ্ভবৎপ্রসঙ্গানাং সঙ্গঃ স্যান্নো ভবে ভবে ॥২৯২॥

অনুবাদ—শ্রীপ্রচেতোগণও বলিয়াছেন যে,—হে প্রভো! আমরা তোমার মায়ায় মোহিত হইয়া যত-দিন সংসারে ভ্রমণ করিব ততদিন যেন তোমার সঙ্গিগণের সঙ্গলাভ করি ॥ ২৯২ ॥

টীকা—স্পৃষ্টা ব্যাপ্তাঃ সন্তো বয়ং কর্ম্মভির্যাবদিহ প্রপঞ্চমধ্যে ভ্রমামস্তাবদ্ভবতি প্রকৃষ্টঃ সঙ্গো যেষাং তেষাং সঙ্গোঽস্মাকং জন্মনি জন্মনি স্যাৎ। যাবদ্-ভ্রমামস্তাবদিতি শ্রীবৈকুণ্ঠলোকপ্রাপ্তৌ স্বত এব ভগ-বদ্ভক্তানাং সঙ্গসিদ্ধেঃ ; যদ্বা, যাবৎ কর্ম্মভির্ভ্রমামঃ মায়য়া অস্পৃষ্টা মুক্তা বা ভবামঃ। এবং ভবে সং-সারে অভবে চ মোক্ষে সঙ্গঃ স্যাৎ ; অন্যৎ সমানম্ ॥ ২৯২ ॥

শ্রীপ্রহলাদেনাপি সপ্তমস্কন্ধে (ভাঃ ৭।৯।২৪)—
তস্মাদমূস্তনুভৃতামহমাশিষোঽজ্ঞ
আয়ুঃ শ্রিয়ং বিভবমৈন্দ্রিয়মাবিরিঞ্চাৎ ।
নেচ্ছামি তে বিলুলিতানুরুবিক্রমেণ
কালাত্মনোপনয় মাং নিজভৃত্যপার্শ্বম্ ।
ইতি ॥ ২৯৩ ॥

অনুবাদ—সপ্তমস্কন্ধে শ্রীপ্রহলাদমহারাজের কথায়—হে প্রভো। দেহিগণের ঐ সকল ভোগাবসানের ফল আমার জানা আছে এই কারণেই আমি আয়ু, শ্রী,যশঃ, ধনসম্পদ ব্রহ্মাদিদেবতার ভোগ্য বিষয়, অনিমাদি সিদ্ধি কিছুই আকাঙ্ক্ষা করি না, যেহেতু স্পষ্টই দেখা যাইতেছে আপনি নিজেই বিক্রমশালী কালরূপ ধারণ করিয়া ঐ গুলির বিনাশ সাধন করেন। অতএব আমার এই মাত্র প্রার্থনা আপনার কিঙ্করগণের নিকট আমাকে লইয়া যান ॥ ২৯৩ ॥

টীকা—যস্মাৎ লোকপ্রার্থ্যাঃ স্বর্গিণামায়ুরাদয়ো বিভবা মৎপিতৃক্রোধ-ভ্রূক্ষেপেণৈব বিনষ্টাস্তস্মাৎ আশিষঃ ভোগান্, ঐন্দ্রিয়ম্ ইন্দ্রিয়ৈর্ভোগ্যং, ব্রহ্মণো ভোগ্যমভিব্যাপ্য কিমপি নেচ্ছামি ; যতো তত্তৎপরি-পাকং বিদ্বান্ নশ্বরত্বাদিত্যর্থঃ। তে কালাত্মনা কাল-রূপ-স্বরূপেণ উরুবিক্রমেণ বিলুলিতান্ অণিমাদী-নপি ; যদ্বা, কালাত্মনা অবিলুলিতান্ অস্পৃষ্টান্ অর্থান্ সালোক্যসারূপ্যসামীপ্যসাযুজ্যলক্ষণানপি নেচ্ছামি। তর্হি কিমিচ্ছসীত্যত আহ—উপনয়েতি। পরমফল-রূপস্তদ্ভক্তসঙ্গমো যত্র কুত্রাপি ভূয়াৎ, তত্র মম স্থানা-দ্যাগ্রহো নাস্তীতি ভাবঃ ॥ ২৯৩ ॥

অথাসৎসঙ্গদোষাঃ

অসদ্ভিঃ সহ সঙ্গস্তু ন কর্ত্তব্যঃ কদাচন ।
যস্মাৎ সর্ব্বার্থহানিঃ স্যাদধঃপাতশ্চ জায়তে ॥২৯৪॥

অনুবাদ – অতঃপর অসৎসঙ্গের দোষ—অসৎ ব্যক্তিগণের সঙ্গে কখনও সঙ্গ করিবে না। কারণ তাহাতে সকল অর্থের হানি ও অধঃপতন হয় ॥২৯৪

টীকা—এবং সৎসঙ্গসেবনমুপপাদ্য তস্যৈব দার্ঢ্যায়াসৎসঙ্গবর্জ্জনং লিখতি—অসদ্ভিরিতি। সর্ব্বে-ষামৈহিকানামামুষ্মিকাণাঞ্চ অর্থানাং সাধনানাং সাধ্যা-

নাপ্যঞ্জ হানিঃ ক্ষয়ঃ স্যাৎ, ন চ তাবদেব, কিন্তু অধঃ-পাতঃ নরকাদি ভোগশ্চ জায়তে ॥ ২৯৪॥

শ্রীকাত্যায়নবাক্যে—

বরং হুতবহজ্বালাপঞ্জরান্তর্ব্যবস্থিতিঃ ।
ন শৌরিচিন্তাবিমুখজনসংবাসবৈশসম্ ॥ ২৯৫॥

অনুবাদ—শ্রীকাত্যায়নের কথায়—আগুনের শিখারূপ খাঁচায় বাস করাও ভাল, কিন্তু যেন শ্রীকৃষ্ণ চিন্তা-বিমুখজনের সহিত সঙ্গরূপ ক্লেশ ভোগ করিতে না হয় ॥ ২৯৫ ॥

টীকা—বিশেষেণ অবস্থিতির্নিবাসঃ শৌরিঃ শ্রীকৃষ্ণস্তস্য চিন্তায়া অপি বিমুখো যো জনস্তেন সং-বাসঃ সহবাস এব বৈশসং পীড়া তু নৈব সোঢ়ব্য-মিত্যর্থঃ, লোকদ্বয়ো স্বকুলস্যাপ্যনর্থাবহত্বাৎ ॥ ২৯৫॥

পাদ্মে উত্তরখণ্ডে শ্রীউমামহেশ্বর-সংবাদে—

অবৈষ্ণবাস্তু যে বিপ্রাশ্চাণ্ডালাদধমাঃ স্মৃতাঃ ।
তেষাং সম্ভাষণং স্পর্শং সোমপানাদি বর্জ্জয়েৎ ॥২৯৬

অনুবাদ—পদ্মপুরাণে উত্তরখণ্ডে শ্রীউমা-মহেশ্বর-সংবাদে বলা হইয়াছে—অবৈষ্ণব ব্রাহ্মণদের সঙ্গে কথা বলা, তাঁহাদিগকে ছোঁওয়া এবং তাঁহাদের সহিত একসঙ্গে পান ভোজন বর্জ্জন করিবেন, যেহেতু তাঁহারা চণ্ডাল হইতেও বেশী পতিত বলিয়া কথিত হন ॥২৯৬

টীকা—কথঞ্চিৎ সম্ভাষণে সত্যপি স্পর্শং বর্জ্জয়েৎ, কথঞ্চিৎ স্পর্শে সত্যপি সোমপানং বর্জ্জয়েদিত্যর্থঃ। আদিশব্দেন সহবাসান্ন-ভক্ষণাদি ॥ ২৯৬ ॥

তৃতীয়স্কন্ধে শ্রীকপিল-দেবহূতি-সংবাদে
(৩।৩৩-৩৫)

সত্যং শৌচং দয়া মৌনং বুদ্ধিহ্রীঃ শ্রীর্যশঃ ক্ষমা ।
শমো দমো ভগশ্চেতি যৎসঙ্গাৎ
যাতি সংক্ষয়ম্ ॥ ২৯৭ ॥
তেষ্বশান্তেষু মূঢ়েষু যোষিৎক্রীড়ামৃগেষু চ ।
সঙ্গং ন কুর্য্যাচ্ছোচ্যেষু খণ্ডিতাত্মস্বসাধুষু ॥ ২৯৮ ॥
ন তথাস্য ভবেন্মোহো বন্ধশ্চান্যপ্রসঙ্গতঃ ।
যোষিৎসঙ্গাদ্‌যথা পুংসো যথা তৎসঙ্গিসঙ্গতঃ ॥২৯৯॥

অনুবাদ—তৃতীয়স্কন্ধে শ্রীকপিল-দেবহূতিসংবাদে শ্রীকপিলদেব জননীকে বলিতেছেন হে মাতঃ। অসৎ-সঙ্গ অত্যন্ত অহিত কর। অসৎসঙ্গের প্রভাবে সত্য, শৌচ, দয়া, মৌন, মতি, হ্রী, শ্রী, কীর্ত্তি, ক্ষমা, শম, দম ঐশ্বর্য্য প্রভৃতি শুভসূচক সব কিছুই নষ্ট হয়। এই জন্য ঐ সকল মূর্খ, অশান্ত নারীগণের ক্রীড়ামৃগ স্বরূপ, নিন্দনীয়, দেহাত্মবুদ্ধি সম্পন্ন অসৎ জনের সহিত কদাপি সঙ্গ করা উচিত নহে। অসাধু লোকের সঙ্গ যেমন অহিত কর সেইরূপ অবৈধ স্ত্রী-সঙ্গ এবং স্ত্রীসঙ্গীর সঙ্গও অতিশয় অনিষ্ট কর। এই উভয়ের সঙ্গপ্রভাবে যেমন মোহ ও বন্ধন হয় অন্য সঙ্গে তেমন অনিষ্ট হয় না ॥ ২৯৭-২৯৯ ॥

টীকা—শমোঽন্তঃকরণোপরতিঃ, দমো বাহ্যে-ন্দ্রিয়সংযমঃ, ভগঃ ভাগ্যং, যোষিতাং ক্রীড়ামৃগবদধী-নেষু। খণ্ডিতাত্মসু দেহাত্মবুদ্ধিষু অস্থিরচিত্তেষ্বিতি বা, অতএব শোচ্যেষু নিন্দ্যেষু ॥ ২৯৭-২৯৮ ॥

টীকা—অত্র চ যোষিতাং যোষিদাসক্তানাঞ্চ সঙ্গোঽবশ্যং ত্যাজ্য ইত্যাহ—ন তথেতি। যথা চ যোষিৎসঙ্গিনাং সঙ্গতো বন্ধো মোহশ্চ, তথা অন্য-প্রসঙ্গতো ন ভবেৎ ॥ ২৯৯ ॥

একাদশে চ শ্রীভগবদুদ্ধ-সংবাদে (২৬।৩)—

সঙ্গং ন কুর্য্যাদসতাং শিশ্নোদরতৃপাং ক্বচিৎ ।
তস্যানুগস্তমস্যন্ধে পতত্যন্ধানুগোঽন্ধবৎ ॥ ৩০০ ॥

অনুবাদ—একাদশস্কন্ধে শ্রীউদ্ধবসংবাদে —ভোজন ও ইন্দ্রিয় পরায়ণ অসৎ লোকের সঙ্গ করিলে অন্ধের অনুগামী অন্ধের মত অন্ধতম কূপে পতিত হইতে হয়। অতএব এই প্রকার ব্যক্তির সঙ্গ সর্ব্বতোভাবে পরিহার করিবে ॥ ৩০০ ॥

টীকা—অসতাং লক্ষণমাহ—শিশ্নোদরে তর্পয়-ন্তীতি শিশ্নোদরতৃপস্তেষাং ক্বচিৎ কদাচিদপি। আস্তাং তাবত্তাদৃশানাং বহূনাং সঙ্গঃ, তস্যৈব কস্যাপ্যনুগঃ অনুবর্ত্তী, অন্ধমনুগচ্ছতি যোঽন্ধস্তদ্বৎ ॥ ৩০০ ॥

ভগবদ্ভক্তিহীনা যে মুখ্যাঽসন্তস্ত এব হি ।
তেষাং নিষ্ঠা শুভা ক্বাপি ন
স্যাৎ সচ্চরিতৈরপি ॥ ৩০১ ॥

অনুবাদ—ভগবদ্ভক্তিবিমুখ জনেরাই অসাধু প্রধান, সদাচারনিষ্ঠ হইলেও কোন স্থানে তাহাদের শুভগতি হয় না ॥ ৩০১ ॥

টীকা—যদ্যপি যোষিদাসক্তাঃ শিশ্নোদরতর্পণপরা এবাসন্তো নির্দ্দিষ্টাঃ, তথাপ্যভক্তা এবাসৎসু মুখ্যাঃ ভগবদ্ভক্ত্যভাবেন সর্ব্বদোষাশ্রয়ত্বাৎ ; অতস্তেষাং কথঞ্চিৎ কুত্রাপি শুভং ন স্যাদিতি সৎসঙ্গতিদার্ঢ্যায়ৈব লিখতি—ভগবদ্ভক্তীতি। মুখ্যাশ্চ তে অসন্তশ্চ পরমাসাধব ইত্যর্থঃ ; নিষ্ঠা গতিঃ প্রাপ্যমিত্যর্থঃ ॥ ৩০১ ॥

অথাসতাং নিষ্ঠা

বৃহন্নারদীয়ে প্রায়শ্চিত্তপ্রকরণান্তে—

কিং বেদৈঃ কিমু বা শাস্ত্রৈঃ কিমু তীর্থনিষেবণৈঃ।
বিষ্ণুভক্তি-বিহীনানাং কিন্তপোভিঃ কিমধ্বরৈঃ ॥৩০২

অনুবাদ—অতঃপর অসদ্ব্যক্তিগণের গতি বৃহন্নারদীয়পুরাণে প্রায়শ্চিত্ত প্রকরণের অন্তে বিষ্ণুভক্তি বিহীন ব্যক্তিদের বেদ, শাস্ত্র, তপস্যা তীর্থসেবা ও যজ্ঞানুষ্ঠানে কি ফল হইবে ? ৩০২ ॥

টীকা—বেদাদিভিঃ কিং ? অপি তু ন কিমপি ফলমিত্যর্থঃ। সর্ব্বেষাং সৎকর্ম্মণাং ভগবদ্ভক্তিসাধনত্বাৎ তদভাবে চ বৈয়র্থ্যাপত্তেঃ ; তদুক্তম্—'ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাম্' (শ্রীভাঃ ১।২।৮) ইত্যাদি ॥৩০২॥

শ্রীগারুড়ে—

অন্তং গতোঽপি বেদানাং সর্ব্বশাস্ত্রার্থবেদ্যপি।
যো ন সর্ব্বেশ্বরে ভক্তস্তং
বিদ্যাৎ পুরুষাধমম্ ॥ ৩০৩ ॥

অনুবাদ—শ্রীগরুড়পুরাণে বলা হইয়াছে—সর্ব্বেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভক্তিমান্ না হইলে সর্ব্ববেদ পারদর্শী ও সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা হইলেও পুরুষাধম বলিয়া গণ্য হয় ॥ ৩০৩ ॥

তৃতীয়স্কন্ধে (৯।১০) শ্রীব্রহ্মস্তৌ—

অহ্ন্যাপৃতার্ত্তকরণা নিশি নিঃশয়ানা
নানামনোরথধিয়া ক্ষণভগ্ননিদ্রাঃ।
দৈবাহতার্থরচনা ঋষয়োঽপি দেবা
যুষ্মৎ-প্রসঙ্গবিমুখা ইহ সংসরন্তি ॥ ৩০৪ ॥

অনুবাদ—তৃতীয়স্কন্ধে শ্রীব্রহ্মস্তুতিতে—হে প্রভো! অভক্ত হইলে বিবেকবান ব্যক্তিগণও দুর্গতিগ্রস্ত হয়। তোমাতে ভক্তি বিমুখ ঋষিগণ ও দেবগণেরও ভব যন্ত্রণা হইয়া থাকে। দিনের বেলা ইন্দ্রিয় বর্গ বিবিধ বিষয়ে ব্যাপৃত থাকায় ক্লিষ্ট হয় এবং রাত্রিতে নিদ্রার সময়েও সুখ হীন হইয়া পুনঃ পুনঃ স্বপ্ন দেখিয়া নিদ্রাসুখ বঞ্চিত হয় আর দুরদৃষ্টহেতু অর্থ উপার্জ্জনের উদ্যম ব্যহত হয়, এই জন্য বিবেকী জনেরও তোমার প্রতি ভক্তি করা উচিত ॥ ৩০৪ ॥

টীকা—বিবেকিনোঽপ্যভক্তাশ্চেৎ সদা সংসারদুঃখাদ্যনুভবন্ত্যেবেত্যাহ—অহ্নীতি। দিবসে আপৃতানি চ তানি আর্ত্তানি চ ক্লিষ্টানি করণানি ইন্দ্রিয়াণি যেষাম্ ; রাত্রাবপি সুখলবো নাস্তি, যতো নিঃশয়ানাঃ স্বপ্নদর্শনেন চ ক্ষণে ক্ষণে ভগ্ননিদ্রাঃ, দৈবেন আহতাঃ সর্ব্বতঃ প্রতিহতাঃ অর্থরচনাঃ অর্থার্থোদ্যমা যেষাম্ ॥ ৩০৪ ॥

অতএবোক্তং ষষ্ঠে (১।১৮)—

প্রায়শ্চিত্তানি চীর্ণানি নারায়ণপরাঙ্মুখম্।
ন নিষ্পুনন্তি রাজেন্দ্র সুরাকুম্ভমিবাপগাঃ ॥ ৩০৫ ॥

অনুবাদ—অতএব ষষ্ঠস্কন্ধে—হে নৃপ! নদী সকল যেমন মদ্যভাণ্ড পবিত্র করিতে সমর্থ নহে, সেই প্রকার নিয়ম অনুসারে অনুষ্ঠিত মহাপ্রায়শ্চিত্ত ও নারায়ণ পরাঙ্মুখ জনকে পবিত্র করিতে পারে না। একমাত্র ভক্তিই সর্ব্বত্র সর্ব্বতোভাবে পবিত্রতা বিধান করিতে পারেন ॥ ৩০৫ ॥

টীকা—চীর্ণানি কৃতান্যপি ন নিষ্পুনন্তি, শোধয়ন্তি, মহতামপ্যশোধকত্বে দৃষ্টান্তঃ সুরাকুম্ভমাপগা ইবেতি ॥ ৩০৫ ॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে—

কুতঃ পাপক্ষয়স্তেষাং কুতস্তেষাঞ্চ মঙ্গলম্।
যেষাং নৈব হৃদিস্থোঽয়ং মঙ্গলায়তনো হরিঃ ॥৩০৬

অনুবাদ—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে বলা হইয়াছে—মঙ্গলময় শ্রীহরি যাহাদের হৃদয়ে অবস্থান করেন না, তাহাদের কি প্রকারে মঙ্গল হইবে? পাপক্ষয়েরই বা সম্ভাবনা কোথায়? ৩০৬ ॥

টীকা—মঙ্গলম্ ঐহিকামুষ্মিকশ্রেয়ঃ, হৃদিস্থোঽপি ন স্যাৎ, মনসাপি ন চিন্ত্যত ইত্যর্থঃ ॥ ৩০৬ ॥

অতএব বৃহন্নারদীয়ে লুব্ধকোপাখ্যানারম্ভে—

হরিপূজা-বিহীনাশ্চ বেদবিদ্বেষিণস্তথা ।
দ্বিজগো-দ্বেষিণশ্চাপি রাক্ষসাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ ॥৩০৭॥

অনুবাদ—অতএব বৃহন্নারদীয়পুরাণে লুব্ধকোপাখ্যানের আরম্ভে যাঁহারা শ্রীহরিপূজা বিমুখ, বেদবিদ্বেষী এবং গো-ব্রাহ্মণে হিংসা পরায়ণ তাঁহাদিগকে রাক্ষস বলিয়া গণ্য করা হয় ॥ ৩০৭ ॥

টীকা—হরিপূজাবিহীনত্বাদেব বেদাদিবিদ্বেষিণো রাক্ষসাশ্চ পরিকীর্ত্তিতাঃ ॥ ৩০৭ ॥

অতএব নিজদূতান্ প্রতি ধর্ম্মরাজস্যানুশাসনং ষষ্ঠস্কন্ধে (৩।২৮-২৯)

তানানয়ধ্বমসতো বিমুখান্ মুকুন্দ-
পাদারবিন্দমকরন্দরসাদজস্রম্ ।
নিষ্কিঞ্চনৈঃ পরমহংসকুলৈ রসজ্ঞৈ-
র্জুষ্টাদ্গৃহে নিরয়বর্ত্মনি বদ্ধতৃষ্ণান্ ॥ ৩০৮ ॥

অনুবাদ—অতএব ষষ্ঠস্কন্ধে নিজ দূতগণের প্রতি ধর্ম্মরাজ যমের অনুশাসন প্রসঙ্গে—হে দূতগণ! অকিঞ্চন রসজ্ঞ পরমহংসকুল সেবিত শ্রীহরিচরণ-কমল-মধুরসপানে বিমুখ এবং নরকমার্গস্বরূপ গৃহ-সুখে বদ্ধতৃষ্ণ ব্যক্তিগণকে আমার নিকট লইয়া আসিও ॥ ৩০৮ ॥

টীকা—অসতো দুষ্টান্ তানেবাহ—মুকুন্দপদারবিন্দয়োর্মকরন্দরূপো রসঃ ভক্তিলক্ষণস্তস্মাদ্বিমুখান্। কথম্ভূতান্? রসজ্ঞৈঃ ভক্তিসুখাভিজ্ঞৈঃ রসবিবেকিভির্বা পরমহংসকুলৈঃ, অতএব নিষ্কিঞ্চনৈঃ অভিমানশূন্যৈর্নিরপেক্ষৈর্বা, অজস্রং জুষ্টান্ সেবিতান্; যদ্বা, অজস্রং বিমুখানিতি সম্বন্ধঃ। তাদৃশে মহারসে সকৃৎ ক্ষণমপি যেঽভিমুখা ন ভবন্তি, তানিত্যর্থঃ। অসত্বং ভাপকমাহ—নিরয়বর্ত্মনি স্বধর্ম্মশূন্যে গৃহে অনিবেদিতভোগাদৌ বা বদ্ধাস্তৃষ্ণা যৈস্তান্ দণ্ডার্থমিহানয়ধ্বম্; এবং তেষাং লক্ষণং নিষ্ঠা চোক্তা ॥ ৩০৮ ॥

জিহ্বা ন বক্তি ভগবদ্গুণনামধেয়ং
চেতশ্চ ন স্মরতি তচ্চরণারবিন্দম্ ।
কৃষ্ণায় নো নমতি যচ্ছির একদাপি
তানানয়ধ্বমসতোঽকৃতবিষ্ণুকৃত্যান্ ॥ ৩০৯ ॥

অনুবাদ—যাহাদের রসনা একবারও ভগবানের গুণকীর্ত্তন বা নামোচ্চারণ না করে, যাহাদের মন একবারও ভগবচ্চরণ-পদ্ম স্মরণ না করে, যাহাদের মস্তক শ্রীকৃষ্ণচরণকমলে একবারও প্রণত হয় না এবং যাহারা আজন্ম ভগবদ্-ব্রতের অনুষ্ঠান করে নাই, সেই সকল দুষ্ট ব্যক্তিগণকে আমার নিকট লইয়া আসিও ॥ ৩০৯ ॥

টীকা—কিঞ্চ, যৎ যেষাং জিহ্বেত্যাদ্যন্বয়ঃ, ন কৃতঃ বিষ্ণুকৃত্যং ভগবদ্ব্রতম্ একাদশ্যুপবাস-কার্ত্তিকনিয়মাদি যৈস্তাংশ্চ একদাপীত্যস্য পূর্ব্বাবাক্যদ্বয়ে সম্বন্ধঃ। অপি-শব্দস্যাপি সর্ব্বত্রানুষঙ্গঃ। ততশ্চায়মর্থঃ—জিহ্বাপি গুণ-কৃত-নামধেয়ং দীনবৎসল ইত্যাদিকমপি ন বক্তীতি যথা কথঞ্চিদেব নামোচ্চারণম্, তচ্চ নিজার্ত্ত্যাদি-হেতুনাপি, ন ত্বর্থানুসন্ধানপূর্ব্বকং শ্রদ্ধয়া শ্রীকৃষ্ণস্য নাম সম্যগুচ্চারণং করোতীত্যর্থঃ। এবং চেতোঽপি তচ্চরণারবিন্দমপীতি যথাকথঞ্চিন্মনোমাত্রেণৈবাঙ্গস্য স্পর্শনং, ন তু সর্ব্বাঙ্গস্য, শ্রীমচ্চরণারবিন্দয়োর্বা সম্যক্ ধ্যানম্; তথা শিরোঽপি কৃষ্ণায়াপীতি, শিরোভির্নমনমাত্রেণ বন্দনং, তচ্চ কৃষ্ণোদ্দেশেন যং কঞ্চিদপ্যালক্ষ্যেতি, ন তু সর্ব্বাঙ্গৈঃ সাক্ষাৎ শ্রীমূর্ত্ত্যাদিকং বেতি। এবং কথঞ্চিদপি শ্রীকৃষ্ণভক্তিসম্বন্ধহীনা যে তানেবানয়ধ্বমিতি। অতএব জিহ্বাদি-শব্দপ্রয়োগঃ, অন্যথা জিহ্বাদীনামেব বচনাদিব্যাপারাৎ পুনস্তত্তচ্ছব্দপ্রয়োগস্য বৈয়র্থ্যাপত্তেরিতি দিক্ ॥ ৩০৯ ॥

অথ শ্রীবৈষ্ণবনিন্দাদিদোষঃ

স্কান্দে মার্কণ্ডেয়-ভগীরথ-সংবাদে—

যো হি ভাগবতং লোকমুপহাসং নৃপোত্তম ।
করোতি তস্য নশ্যন্তি অর্থধর্ম্মযশঃসুতাঃ ॥ ৩১০ ॥

নিন্দাং কুর্ব্বন্তি যে মূঢ়া বৈষ্ণবানাং মহাত্মনাম্ ।
পতন্তি পিতৃভিঃ সার্দ্ধং মহারৌরবসংজ্ঞিতে ॥৩১১॥

অনুবাদ—অনন্তর শ্রীবৈষ্ণব-নিন্দাদি-দোষ সম্বন্ধে স্কন্দপুরাণে মার্কণ্ডেয়-ভগীরথ-সংবাদে—হে নৃপেন্দ্র ! ভগবদ্ভক্তকে উপহাস করিলে ধর্ম্ম, অর্থ, কীর্ত্তি ও সন্তানসন্ততি বিনষ্ট হয়। মহাত্মা বৈষ্ণবগণের নিন্দাকারী মূর্খব্যক্তিগণ পিতৃগণের সহিত মহারৌরব নরকে পতিত হয় ॥ ৩১০-৩১১ ॥

টীকা—অসতাং নিষ্ঠামেব বিশেষতো দর্শয়ন্ তেষু চাসৎসু মধ্যে বৈষ্ণববিষয়কাপরাধিনোঽসত্তম-মুখ্যা ইত্যভিপ্রেত্য তেষাঞ্চ নিষ্ঠাদিকং পূর্ব্বতো বিশেষেণ পৃথক্ লিখতি—যো হীত্যাদীনা অচ্যুত ইত্যন্তেন ॥ ৩১০ ॥

হন্তি নিন্দতি বৈ দ্বেষ্টি বৈষ্ণবান্নাভিনন্দতি ।
ক্রুধ্যতে যাতি নো হর্ষং দর্শনে পতনানি ষট্ ॥৩১২॥

অনুবাদ—যে ব্যক্তি বৈষ্ণবগণকে প্রহার, নিন্দা, দ্বেষ বা অনাদর করে বা তাঁহাদের প্রতি ক্রোধকরে ও তাঁহাদের দেখিলে আনন্দ প্রকাশ করে না, সে নরকগামী হয়। এই ছয়টি নরকে পতনের কারণ ॥ ৩১২ ॥

টীকা—ভাগবতং প্রতি, হন্তি প্রহরতি, দর্শনে সত্যপি হর্ষং ন যাতি নাপ্নোতি—এতানি ষট্ পতনানি পাতিত্যাপাদকানি নরকাবহানীত্যর্থঃ ॥ ৩১২ ॥

তত্রৈবামৃতসারোদ্ধারে শ্রীযমোক্তৌ—

জন্মপ্রভৃতি যৎকিঞ্চিৎ সুকৃতং সমুপার্জ্জিতম্ ।
নাশমায়াতি তৎ সর্ব্বং পীড়য়েদ্যদি বৈষ্ণবান্ ॥৩১৩

অনুবাদ—ঐ স্কন্দপুরাণেই অমৃতসারোদ্ধারে শ্রীযমরাজের বাক্য যথা—বৈষ্ণবগণকে কষ্ট দিলে কষ্ট প্রদানকারী ব্যক্তির আজন্মসঞ্চিত পুণ্যসকল বিনষ্ট হয় ॥ ৩১৩ ॥

দ্বারকা-মাহাত্ম্যে প্রহলাদবলি-সংবাদে—

করপত্রৈশ্চ ফাল্যন্তে সুতীব্রৈর্যমশাসনৈঃ ।
নিন্দাং কুর্ব্বন্তি যে পাপা বৈষ্ণবানাং মহাত্মনাম্ ॥৩১৪
পূজিতো ভগবান্ বিষ্ণুর্জন্মান্তরশতৈরপি ।
প্রসীদতি ন বিশ্বাত্মা বৈষ্ণবে চাপমানিতে ॥৩১৫॥

অনুবাদ—দ্বারকামাহাত্ম্যে প্রহলাদ-বলি-সংবাদে বলা হইয়াছে—মহাত্মা বৈষ্ণবগণের নিন্দাবাদ করিলে যমদূতগণ ধারাল করপাত্র দ্বারা সেই পাপীর দেহ ছিন্ন ভিন্ন করে। শত শত জন্ম অর্চ্চিত হইলেও ভগবান শ্রীহরি বৈষ্ণবের অবমাননাকারীর প্রতি প্রসন্ন হন না ॥ ৩১৪-৩১৫ ॥

দশমস্কন্ধে (৭৪।৪০) চ—

নিন্দাং ভগবতঃ শৃণ্বংস্তৎপরস্য জনস্য বা ।
ততো নাপৈতি যঃ সোঽপি
যাত্যধঃ সুকৃতাচ্চ্যুতঃ ॥৩১৬॥

অনুবাদ—দশমস্কন্ধে বলা হইয়াছে—ভগবানের কিংবা ভগবৎ ভক্তের নিন্দা শ্রবণ করিয়া যে ব্যক্তি সেখান হইতে অন্য স্থানে গমন না করে, সেই ব্যক্তির সুকৃতি নষ্ট হয় এবং সে নরকে পতিত হয় ॥৩১৬॥

টীকা—অস্তু বৈষ্ণবনিন্দাকারিণাং পরমানর্থঃ, বৈষ্ণবনিন্দাশ্রোতৃণামপি মহানরকং স্যাদিতি লিখতি—নিন্দামিতি। ততস্তস্মাৎ নিন্দাশ্রবণাৎ তৎস্থানাদ্বা, সুকৃতাৎ পূর্ব্বপূর্ব্বকৃতাদপি পুণ্যাদ্ভ্রষ্টঃ সন্ অধো যাতি নিন্দাকর্ত্তা চ সুকৃতাচ্চ্যুতঃ অধো যাতীতি কিং বক্তব্যমিত্যপি-শব্দার্থঃ ॥ ৩১৪-৩১৬ ॥

অতএবোক্তং শ্রীবিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে—

জীবিতং বিষ্ণুভক্তস্য বরং পঞ্চ দিনানি চ ।
ন তু কল্পসহস্রাণি ভক্তিহীনস্য কেশবে ॥ ৩১৭ ॥

অনুবাদ—অতএব বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে—শ্রীকেশবের প্রতি ভক্তিহীন হইয়া সহস্র কল্প বাঁচিয়া থাকার চেয়ে বিষ্ণুভক্ত হইয়া মাত্র পাঁচদিন বাঁচিয়া থাকাও ভাল ॥ ৩১৭ ॥

টীকা—অতো ভগবদ্ভক্তিহীনস্য সদ্য এব মরণং শ্রেয়ঃ, চিরজীবনং চ মহানর্থায়েবেত্যাশয়েন লিখতি—জীবিতমিতি ॥ ৩১৭ ॥

অতএবোক্তং শ্রীভাগবতে ঐলোপাখ্যানান্তে (১১।২৬।২৬)—

ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্।
সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ ॥ ৩১৮ ॥

অনুবাদ—অতএব শ্রীভাগবতে ঐলোপাখ্যানের শেষে বর্ণিত হইয়াছে—বুদ্ধিমান ব্যক্তির কর্ত্তব্য হইল দুষ্টসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া সৎসঙ্গে অনুরাগী হওয়া, কারণ সাধুগণ দয়াপরবশ হইয়া যে উপদেশ দেন তাহাতে মনোব্যথা দূরীভূত হয় ॥ ৩১৮ ॥

টীকা—সন্তো ভগবদ্ভক্তা এব, ন তু কর্ম্মজ্ঞানাদিপরাঃ, মনসো ব্যাসঙ্গং গৃহাদ্যাসক্তিং কামাদিসম্বন্ধং বা, উক্তিভিঃ হিতোপদেশৈঃ ॥ ৩১৮ ॥

অথ শ্রীভগবদ্ভক্তান্ সল্লক্ষণবিভূষিতান্।
গত্বা তান্ দূরতো দৃষ্ট্বা দণ্ডবৎপ্রণমেন্মুদা ॥৩১৯॥

অনুবাদ—তারপর তপ্তমুদ্রাদি বৈষ্ণবচিহ্নে বিভূষিত শ্রীভগবদ্ভক্তগণের নিকট যাইয়া সানন্দে দূর হইতে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিবে ॥ ৩১৯ ॥

টীকা—সদ্ভিরুক্তৈস্তপ্তমুদ্রাধারণাদিভির্লক্ষণৈর্বিভূষিতান্ ॥ ৩১৯ ॥

অথ শ্রীবৈষ্ণবসমাগম-বিধিঃ

তেজোদ্রবিণপঞ্চরাত্রে—

বৈষ্ণবো বৈষ্ণবং দৃষ্ট্বা দণ্ডবৎ প্রণমেদ্ভুবি।
উভয়োরন্তরা বিষ্ণুঃ শঙ্খচক্রগদাধরঃ ॥ ৩২০ ॥

অনুবাদ—অনন্তর শ্রীবৈষ্ণবসমাগমে ব্যবস্থা, তেজোদ্রবিণ পঞ্চরাত্রে কথিত হইয়াছে যে, একজন বৈষ্ণবের কর্ত্তব্য বৈষ্ণব দেখিলে ভূমিতে দণ্ডবৎ পতিত হইয়া প্রণাম করা, যেহেতু শঙ্খ চক্র গদা পদ্মধারী শ্রীহরি উভয়েরই অন্তরে বর্ত্তমান রহিয়াছেন ॥ ৩২০ ॥

টীকা—বৈষ্ণবো বৈষ্ণবং দৃষ্ট্বা প্রণমেদিতি দ্বয়োরন্যোন্যমেব প্রণামোঽভিপ্রেতঃ, অতএব তয়োরুভয়োর্মধ্যে বিষ্ণুর্বর্ত্তি তিষ্ঠতীত্যর্থঃ। যচ্চ কৌর্ম্মে ব্যাসগীতায়াম্—'ন কুর্য্যাদ্যোঽভিবাদ্যস্য দ্বিজঃ প্রত্যভিবাদনম্। নাভিবাদ্যঃ স বিদুষা যথা শূদ্রস্তথৈব সঃ ॥' ইতি প্রত্যভিবাদনমাত্রমুক্তম্, তচ্চ স্মার্ত্তজনপরমিতি জ্ঞেয়ম্। যদ্বা, অভিবাদন-প্রত্যভিবাদনাভ্যাং প্রণাম-প্রতিপ্রণামবাচিভ্যামন্যোঽন্যনমস্কার এবাভিপ্রেত ইতি ॥ ৩২০ ॥

তত্র চ বিশেষো বৃহন্নারদীয়ে—

সভায়াং যজ্ঞশালায়াং দেবতায়তনেষ্বপি।
প্রত্যেকন্তু নমস্কারো হন্তি পুণ্যং পুরাকৃতম্ ॥৩২১॥
পুণ্যক্ষেত্রে পুণ্যতীর্থে স্বাধ্যায়সময়ে তথা।
প্রত্যেকন্তু নমস্কারো হন্তি পুণ্যং পুরাকৃতম্ ॥৩২২॥

অনুবাদ—বৃহন্নারদীয়পুরাণে বৈষ্ণব প্রণতি বিষয়ে নিম্নরূপ ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছে—সভা, যজ্ঞগৃহ ও দেবালয় এই সমস্ত স্থানে প্রত্যেককে পৃথক্ পৃথক্ প্রণাম করিলে পূর্ব্বসঞ্চিত পুণ্য ধ্বংস হয় এবং পুণ্য ক্ষেত্রে পুণ্য তীর্থে এবং বেদাধ্যয়নকালে প্রত্যেকের প্রতি যে আলাদা আলাদা প্রণাম তাহা পূর্ব্ব সঞ্চিত পুণ্য নষ্ট করে ॥ ৩২১-৩২২ ॥

টীকা—তত্র চ সর্ব্বান্ সভাস্থিতান্ একত্রৈব প্রণমেন্ন তু প্রত্যেকমিতি লিখতি—সভায়ামিতি ॥ ৩২১ ॥

বৈষ্ণবঞ্চাগতং বীক্ষ্যাভিগম্যালিঙ্গ্য বৈষ্ণবম্।
বৈদেশিকং প্রীণয়েয়ুর্দর্শয়ন্তঃ স্ববৈষ্ণবান্ ॥ ৩২৩ ॥

অনুবাদ—অন্যস্থান হইতে আগত বৈষ্ণব দর্শনে তাঁহার নিকট যাইয়া আলিঙ্গন করিবে এবং নিজসঙ্গী বৈষ্ণবগণকে তাঁহাদের নাম উল্লেখ করিয়া পরিচয় দিয়া আনন্দিত করাইবে ॥ ৩২৩ ॥

টীকা—এবং যাত্রিকস্য কৃত্যং লিখিত্বা সভ্যানামপি কৃত্যং লিখতি—বৈষ্ণবঞ্চেত্যাদিনাপূজাভ্যধিকেত্যন্তেন। বৈদেশিকং দূরদেশাদগতঞ্চেৎ, স্বকীয়ান্ বৈষ্ণবান্ দর্শয়ন্তঃ তত্তন্নামকথনাদিনা পরিচয়ং কারয়ন্তঃ সন্তঃ ॥ ৩২৩ ॥

তথা চোক্তং শ্রীব্রহ্মণা তেজোদ্রবিণপঞ্চরাত্রে—

নারায়ণাশ্রয়ং ভক্তং দেশান্তরসমাগতম্।
প্রীণয়েদ্দর্শয়ংস্তস্য ভক্ত্যা নারায়ণাশ্রয়ান্ ॥
ইতি ॥ ৩২৪ ॥

অনুবাদ—অতএব তেজোদ্রবিণ পঞ্চরাত্রে শ্রীব্রহ্মার বাক্য—বিদেশ হইতে সমাগত নারায়ণ-পরায়ণ ভক্তকে দেখিয়া নিজের নারায়ণাশ্রয় ভক্তগণকে দেখাইয়া ভক্তিভরে তাঁহার প্রীতি সাধন করিবেন ॥ ৩২৪ ॥

ততশ্চ বৈষ্ণবঃ প্রাপ্তঃ সন্তর্প্য বচনামৃতৈঃ ।
সদ্বন্ধুরিব সংমান্যোঽন্যথা
দোষো মহান্ স্মৃতঃ ॥৩২৫॥

অনুবাদ—এইহেতু শ্রীবৈষ্ণবের আগমন ঘটিলে মধুর বাক্যে সৎ বন্ধুর মত তাঁহার সহিত ব্যবহার করিবে, এরূপ না করিলে দোষভাগী হইতে হয় ॥৩২৫

অথ বৈষ্ণবসম্মাননিত্যতা

স্কান্দে শ্রীমার্কণ্ডেয়ভগীরথ-সংবাদে—
দৃষ্ট্বা ভাগবতং দৈবাৎ সম্মুখে যো ন যাতি হি।
ন গৃহ্ণাতি হরিস্তস্য পূজাং দ্বাদশবার্ষিকীম্ ॥৩২৬॥

অনুবাদ—অতঃপর বৈষ্ণব সম্মাননের নিত্যতা স্কন্দপুরাণে শ্রীমার্কণ্ডেয়-ভগীরথ-সংবাদে—অকস্মাৎ ভগবদ্ভক্ত দৃষ্ট হইলে যিনি তাঁহার নিকট না যান, শ্রীভগবান দ্বাদশবৎসর পর্য্যন্ত তাঁহার পূজা গ্রহণ করেন না ॥ ৩২৬ ॥

যো ন গৃহ্ণাতি ভূপাল বৈষ্ণবং গৃহমাগতম্ ।
তদ্গৃহং পিতৃভিস্ত্যক্তং শ্মশানমিব ভীষণম্ ॥৩২৭॥
অথবাভ্যাগতং দূরাৎ যো নার্চ্চয়তি বৈষ্ণবম্ ।
স্বশক্ত্যা নৃপশার্দ্দূল নান্যঃ পাপরতস্ততঃ ॥ ৩২৮ ॥

অনুবাদ—হে নৃপেন্দ্র ! যে ব্যক্তি গৃহাগত বৈষ্ণব মাহাত্মাকে গ্রহণ করে না, তাহার শ্মশানতুল্য ভীষণ গৃহ পিতৃগণ বর্জ্জন করেন। দূরদেশ হইতে অভ্যাগত বৈষ্ণবকে সামর্থ্যানুসারে যে ব্যক্তি পূজা করে না তাহা অপেক্ষা পাপী আর নাই ॥ ৩২৭-৩২৮॥

টীকা—দূরাৎ দূরদেশাদভ্যাগতম্ ॥ ৩২৮ ॥

শ্রান্তং ভাগবতং দৃষ্ট্বা কঠিনং যস্য মানসম্ ।
প্রসীদতি ন দুষ্টাত্মা শ্বপচাদধিকো হি সঃ ॥৩২৯॥

অনুবাদ—শ্রীহরিভক্তকে পরিশ্রান্ত দেখিয়া যাহার কঠিন চিত্ত প্রসন্ন বা দ্রব না হয়, সেই দুষ্টাত্মা শ্বপচ হইতেও অধিক নিকৃষ্ট ॥ ৩২৯ ॥

বিপ্রং ভাগবতং দৃষ্ট্বা দীনমাতুরমানসম্ ।
ন করোতি পরিত্রাণং কেশবো ন প্রসীদতি ॥৩৩০॥

অনুবাদ—যে ব্যক্তি দীনভাবাপন্ন কাতর ভগবদ্ভক্ত ব্রাহ্মণকে দেখিয়া তাঁহার রক্ষাবিধান না করে, শ্রীহরি তাহার প্রতি অপ্রসন্ন হন ॥ ৩৩০ ॥

টীকা—কঠিনং স্নেহার্দ্রং ন স্যাৎ, ন চ প্রসীদতি, অতঃ স এব দুষ্টাত্মা শ্বপচাদপ্যধিকঃ পরমাধম ইত্যর্থঃ। নমস্কারেণাপি নার্চ্চয়েৎ ॥ ৩২৯-৩৩১ ॥

দৃষ্ট্বা ভাগবতং বিপ্রং নমস্কারেণ নার্চ্চয়েৎ ।
দেহিনস্তস্য পাপস্য ন চ বৈ ক্ষমতে হরিঃ ॥৩৩১॥
অপূজিতো যদা গচ্ছেদ্বৈষ্ণবো গৃহমেধিনঃ ।
শতজন্মার্জ্জিতং ভূপ পুণ্যমাদায় গচ্ছতি ॥ ৩৩২ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্ ভগবদ্ভক্ত ব্রাহ্মণকে দেখিয়া প্রণাম এবং পূজা না করিলে শ্রীহরি সেই পাতকীকে কখনও ক্ষমা করেন না। বৈষ্ণব পূজা না পাইয়া গৃহ হইতে ফিরিয়া গেলে সেই গৃহীর শত জন্মার্জ্জিত পুণ্য সেই বৈষ্ণবের সঙ্গে গমন করে ॥ ৩৩১-৩৩২ ॥

অনভ্যর্চ্চ্য পিতৄন্ দেবান্ ভুঞ্জতে হরিবাসরে ।
তৎপাপং জায়তে ভূপ বৈষ্ণবানামতিক্রমে ॥৩৩৩॥
পূর্ব্বং কৃত্বা তু সম্মানমবজ্ঞাং কুরুতে তু যঃ ।
বৈষ্ণবানাং মহীপাল সান্বয়ো যাতি সংক্ষয়ম্ ॥৩৩৪

অনুবাদ—হে নৃপ ! বৈষ্ণবগণকে অবহেলা করিলে পিতৃদেবার্চ্চন-বিমুখতা পাপে ও শ্রীহরিবাসরে ভোজন জন্য পাপে লিপ্ত হইতে হয়। প্রথমে বৈষ্ণবগণের প্রতি মর্য্যাদা প্রদর্শন করিয়া পরে অবজ্ঞা করিলে সবংশে বিনষ্ট হইতে হয় ॥ ৩৩৩-৩৩৪ ॥

টীকা—হরিবাসরে চ যে ভুঞ্জতে, তেষাং যৎ পাপং তৎ, অতিক্রমে অপূজনাদিনাপরাধে সতি ॥ ৩৩৩ ॥

পাদ্মে বৈশাখমাহাত্ম্যে যমব্রাহ্মণ-সংবাদে—

বৈষ্ণবং জনমালোক্য নাভ্যুত্থানং করোতি যঃ।
প্রণয়াদরতো বিপ্র স নরো নরকাতিথিঃ ॥৩৩৫॥

অনুবাদ—পদ্মপুরাণে বৈশাখ-মাহাত্ম্যে যম-ব্রাহ্মণ সংবাদে কথিত হইয়াছে যে, বৈষ্ণব দেখিয়া প্রীতি ও আদর পূর্ব্বক দাঁড়াইয়া সম্মান না দেখাইলে নরক-গামী হইতে হয় ॥ ৩৩৫ ॥

টীকা—নরকাতিথিঃ বহুল-নরকদুঃখং চিরং ভুঙ্ক্তে ইত্যর্থঃ ॥ ৩৩৫ ॥

চতুর্থস্কন্ধে (২২।১১) চ—

ব্যালালয়দ্রুমা হ্যেতেহপ্যরিক্তাখিলসম্পদঃ।
যদ্গৃহাস্তীর্থপাদীয়-পাদতীর্থবিবর্জ্জিতাঃ ॥ ৩৩৬ ॥

অনুবাদ—চতুর্থস্কন্ধে বলা হইয়াছে—সাধুবৈষ্ণব-গণের পাদোদক বর্জ্জিত গৃহ সকল যদি সমস্ত ধন সম্পদে পূর্ণ হয় তবুও সর্পের বাসস্থান বৃক্ষ কোঠরের তুল্য ভয়াবহ জানিবে ॥ ৩৩৬ ॥

টীকা—ব্যালানামালয়া দ্রুমা এব, অরিক্তাঃ পূর্ণাঃ অখিলাঃ সম্পদো যেষু তাদৃশা অপি ; যদ্গৃহা যে গৃহাঃ তীর্থপাদীয়া বৈষ্ণবাস্তেষাং পাদতীর্থেন পাদোদকেন বা বিবর্জ্জিতাঃ ॥ ৩৩৬ ॥

অথ বৈষ্ণবস্তুতিঃ

স্কান্দে—

ধন্যোঽহং কৃতকৃত্যোঽহং যদ্যূয়ং গৃহমাগতাঃ।
দুর্ল্লভং দর্শনং নূনং বৈষ্ণবানাং যথা হরেঃ ॥৩৩৭॥
মেরুমন্দরতুল্যা বৈ পুণ্যপুঞ্জা ময়া কৃতাঃ।
সংপ্রাপ্তং দর্শনং যদ্বৈ বৈষ্ণবানাং মহাত্মনাম্ ॥৩৩৮॥

অনুবাদ—অনন্তর বৈষ্ণবস্তুতি, স্কন্দপুরাণে বলা হইয়াছে—বৈষ্ণবব্যক্তি আগমন করিলে গৃহস্থ বলি-বেন আমার গৃহে আপনাদের শুভাগমনে আমি ধন্য হইলাম। কৃতকৃত্য হইলাম। শ্রীহরিদর্শনের মত বৈষ্ণব দর্শনও নিশ্চয় দুর্ল্লভ। আমি নিশ্চয় মেরুমন্দর তুল্য রাশি রাশি পুণ্য সঞ্চয় করিয়াছি, সেই নিমিত্তই মহাত্মা বৈষ্ণবগণের দর্শন লাভ করি-লাম ॥ ৩৩৭-৩৩৮ ॥

টীকা—বচনামৃতৈঃ সন্তর্প্যেতি লিখিতং, তান্যেব লিখতি—ধন্যোঽহমিত্যাদীনি সপ্ত। অত্র চ ধন্যো-ঽহমিত্যাদি-বচনপাঠেন তদর্থনির্বচনেন বা স্তুতিঃ কার্য্যেতি জ্ঞেয়ম্ ॥ ৩৩৭ ॥

টীকা—যৎ যস্মাৎ যেভ্যঃ পুণ্যপুঞ্জেভ্যঃ ইতি বা ॥ ৩৩৮ ॥

দশমস্কন্ধে শ্রীগর্গাচার্য্যং প্রতি শ্রীনন্দস্য বাক্যম্ (৮।৪)—

মহদ্বিচলনং নৃণাং গৃহিণাং দীনচেতসাম্।
নিঃশ্রেয়সায় ভগবন্ কল্পতে নান্যথা ক্বচিৎ ॥৩৩৯॥

অনুবাদ—দশমস্কন্ধে শ্রীগর্গাচার্য্যকে শ্রীনন্দমহা-রাজ কহিতেছেন—হে প্রভো। গৃহস্থগণের মঙ্গল-সাধন করিবার জন্যই মহৎ ব্যক্তিগণ নিজের আশ্রম হইতে অন্য স্থানে গমনাগমন করেন, তাঁহাদের নিজের প্রয়োজনে নহে। গৃহীগণ অত্যন্ত কৃপণ, অল্প সময়ের নিমিত্তও গৃহত্যাগ করিতে পারে না, তাই মহাপুরুষগণ কৃপাপর বশ হইয়া নিজেই গৃহস্থ-গণের আলয়ে আসিয়া দর্শন দেন। হে ভগবন্! ইহা ব্যতীত আমি সাধুদের গৃহি-গৃহে আগমনের অন্য কারণ দেখি না ॥ ৩৩৯ ॥

টীকা—মহতাং স্বাশ্রমাদন্যত্র বিচলনং গমনং ন স্বার্থং, কিন্তু গৃহিণাং মঙ্গলায়। ননু তর্হি ত এব মহদ্দর্শনার্থং কিমিতি নাগচ্ছন্তি ? তত্রাহ—দীনচেত-সাং কৃপণানাং ক্ষণমপি গৃহং ত্যক্তুমশক্নুবতামিত্যর্থঃ। যদ্বা, গৃহিণাং নিঃশ্রেয়সায় মহতাং বিচলনং ভগবৎ-পূজাপরতাদিস্বধর্ম্মত্যাগোঽপি কল্পতে যোগ্যং ভবতি। কুতঃ ? দীনচেতসাং সদা পরমার্ত্তানামিত্যর্থঃ। স্বার্থানপেক্ষণাৎ ন চ ক্বচিৎ কদাচিদপি, অন্যথা পূজাঽলাভাদিত্যর্থঃ ॥ ৩৩৯ ॥

চতুর্থস্কন্ধে (২২।৭, ১০, ১৩-১৪) সনকাদীন্ প্রতি পৃথুমহারাজস্য—

অহো আচরিতং কিং মে মঙ্গলং মঙ্গলায়নাঃ।
যস্য বো দর্শনং হ্যাসীদ্দুর্দর্শানাং চ যোগিভিঃ ॥৩৪০

অনুবাদ—চতুর্থস্কন্ধে শ্রীসনকাদির প্রতি পৃথু

মহারাজের কথায়—অহো! মহাপুরুষগণ! আপনারাই মঙ্গলায়ন, যোগিগণের কাছেও আপনাদের দর্শন দুর্ল্লভ। এই জন্য আপনাদের দর্শন লাভ করিয়া ভাবিতেছি আমি এমন কি মঙ্গলানুষ্ঠান করিয়াছি? ৩৪০ ॥

টীকা—মঙ্গলময়নং যেষাং হে মঙ্গলায়নাঃ, ময়া কিং মঙ্গলমাচরিতম্? যস্য মে যোগিভিরপি দুর্দ্দর্শানাম্ ॥ ৩৪০ ॥

অধনা অপি তে ধন্যাঃ সাধবো গৃহমেধিনঃ।
যদ্‌গৃহা হ্যর্হবর্য্যাম্বু-তৃণভূমীশ্বরাবরাঃ ॥ ৩৪১ ॥

অনুবাদ—অহো! পূজ্যপাদগণ যাঁহাদের বাড়ীতে যাইয়া জল, আসন, ভূমি এবং গৃহস্বামী ও ভৃত্যগণকে স্বীকার করেন, নির্দ্ধন হইলেও সেই গৃহস্থ নিশ্চয়ই ধন্যবাদের যোগ্য ॥ ৩৪১ ॥

টীকা—যেষাং সাধূনাং গৃহাঃ অর্হাণাং পূজ্যানাং বর্ষা বরণীয়াঃ স্বীকারার্হাঃ, চর্য্যেতি পাঠে আচরণযোগ্যাঃ অম্ব্বাদয়ো যেষু তাদৃশাঃ। অম্বু চ তৃণঞ্চ ভূমিশ্চ ঈশ্বরো গৃহস্বামী চ অবরাশ্চ ভৃত্যাদয়ঃ ॥ ৩৪১ ॥

কচ্চিন্নঃ কুশলং নাথা ইন্দ্রিয়ার্থবেদিনাম্।
ব্যসনাবাপ এতস্মিন্ পতিতানাং স্বকর্ম্মভিঃ ॥৩৪২॥
ভবৎসু কুশলং প্রশ্ন আত্মারামেষু নেষ্যতে।
কুশলাকুশলা যত্র ন সন্তি মতিবৃত্তয়ঃ ॥ ৩৪৩ ॥

অনুবাদ—হে মহাপুরুষগণ! আমরা নিজ নিজ কর্ম্মফলে অখিল দুঃখের কৃষিক্ষেত্র স্বরূপ এই সংসারে পতিত হইয়া ইন্দ্রিয়-ভোগ্য রূপরসাদি বিষয় সুখকেই পরম পুরুষার্থ বলিয়া বোধ করি, সুতরাং আমরা কি ভাবে কুশলী হইব? আপনারা আমার গৃহে অভ্যাগত, অভ্যাগত ব্যক্তির কুশল জিজ্ঞাসাই গৃহস্থের কর্ত্তব্য, ইহা সত্য হইলেও আপনারা আত্মারাম, সুতরাং কুশল অথবা অকুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসার অবকাশ কোথায়? ৩৪২-৩৪৩ ॥

টীকা—হে নাথাঃ, কচ্চিদিতি প্রশ্নে। ইন্দ্রিয়ার্থং বিষয়মেব অর্থং পুরুষার্থং যে বিদন্তি তেষাং নঃ, ব্যসনানি উপ্যন্তে যস্মিন্ সংসারে ॥ ৩৪২ ॥

টীকা—ননু ভাগবতানামেব কুশলং পৃচ্ছ্যতে, ন ত্বাত্মনস্তত্রাহ—ভবৎস্বিতি। কুশলা অকুশলাশ্চ মতেবৃত্তয়োঽপি যেষাং ন সন্তি ॥ ৩৪৩ ॥

অথ বৈষ্ণবাভিগমন-মাহাত্ম্যম্

স্কান্দে শ্রীমার্কণ্ডেয়ভগীরথ-সংবাদে—

সম্মুখং ব্রজমানস্য বৈষ্ণবানাং নরাধিপ।
পদে পদে যজ্ঞফলং প্রাহুঃ পৌরাণিকা দ্বিজাঃ ॥ ৩৪৪

অনুবাদ—অতঃপর বৈষ্ণবনিকটে গমনের মাহাত্ম্য স্কন্দপুরাণে শ্রীমার্কণ্ডেয়-ভগীরথ-সংবাদে উক্ত হইয়াছে—হে রাজন্! পৌরাণিক দ্বিজগণ বলিয়াছেন যে, যাঁহারা বৈষ্ণবগণের সম্মুখে উপস্থিত হন, তাঁহাদের পদে পদে যজ্ঞফল লাভ হয় ॥ ৩৪৪।

টীকা—এবং বৈষ্ণবানামভিগমনং সম্মাননং স্তুতিঞ্চ লিখিত্বা ইদানীং তত্তন্মাহাত্ম্যং লিখতি সম্মুখমিত্যাদিনা নরা ইত্যন্তেন ॥ .৪৪ ॥

অথ বৈষ্ণবস্তুতি-মাহাত্ম্যম্

তত্রৈব—

প্রত্যক্ষং বা পরোক্ষং বা যঃ প্রশংসতি বৈষ্ণবম্।
ব্রহ্মহা মদ্যপঃ স্তেয়ী গুরুগামী সদা নৃণাম্।
মুচ্যতে পাতকাৎ সদ্যো বিষ্ণুরাহ নৃপোত্তম ॥৩৪৫॥

অনুবাদ—অতঃপর বৈষ্ণবস্তুতি মাহাত্ম্য সম্বন্ধে ঐ স্কন্দপুরাণেই কথিত হইয়াছে—মনুষ্যগণের মধ্যে সর্ব্বদা সুরাপায়ী, ব্রহ্মহত্যাকারী, স্বর্ণস্তেয়ী এবং গুরুদারগামী হইলেও হে রাজন্ সম্মুখে বা পরোক্ষে বৈষ্ণবজনের প্রশংসাকারী ব্যক্তি শীঘ্রই পাতক হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া থাকেন। ইহা স্বয়ং বিষ্ণুর শ্রীমুখ বচন ॥ ৩৪৫ ॥

টীকা—গুরুগামী গুরুতল্পগঃ, নৃণাং মধ্যে, নর ইতি পাঠো বা ॥ ৩৪৫ ॥

কিঞ্চ—

প্রত্যক্ষং বা পরোক্ষং বা যে প্রশংসন্তি বৈষ্ণবম্।
প্রসাদাদ্বাসুদেবস্য তে তরন্তি ভবার্ণবম্ ॥ ৩৪৬ ॥

অনুবাদ—আরও বলা হইয়াছে—যাঁহারা প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে বৈষ্ণবের প্রশংসা করেন, বাসুদেবের কৃপায় তাঁহারা অবহেলায় ভবসাগর পার হইয়া যান ॥ ৩৪৬ ॥

টীকা—যদ্যপি যথালিখনক্রমং বৈষ্ণবসম্মানন-মাহাত্ম্যানন্তরমেব বৈষ্ণবস্তুতিমাহাত্ম্যং লিখিতুমুপ-যুজ্যতে, তথাপি প্রথমং স্তুতিস্ততঃ সম্মাননমিত্য-পেক্ষয়া তথা সম্মাননমাহাত্ম্যস্য বাহুল্যাচ্চ তস্য পশ্চাল্লিখনম্ ॥ ৩৪৬ ॥

অথ শ্রীবৈষ্ণবসম্মাননমাহাত্ম্যম্

তত্রৈবামৃতসারোদ্ধারে—

শ্রদ্ধয়া দত্তমন্নঞ্চ বৈষ্ণবাগ্নিষু জীর্য্যতি ।
তদন্নং মেরুণা তুল্যং ভবতে চ দিনে দিনে ॥৩৪৭॥
দৈবে পৈত্রে চ যো দদ্যাৎ বারিমাত্রন্তু বৈষ্ণবে ।
সপ্তোদধিসমং ভূত্বা পিতৃণামুপতিষ্ঠতি ॥ ৩৪৮ ॥

অনুবাদ—অনন্তর বৈষ্ণবসম্মানন-মাহাত্ম্য স্কন্দ-পুরাণে অমৃতসারোদ্ধার প্রস্তাবে বলা হইয়াছে—শ্রদ্ধা-পূর্ব্বক প্রদত্ত অন্ন বৈষ্ণবগণের উদরানলে জীর্ণতাপ্রাপ্ত হইলে উহা দিন দিন বৃদ্ধি পাইয়া সুমেরু তুল্য হইয়া থাকে। দেবকার্য্যে কিংবা পিতৃকার্য্যে বৈষ্ণবকে জলমাত্র অর্পণ করিলে সেই জল সপ্ত সমুদ্র তুল্য হইয়া পিতৃ-লোক সমীপে সমাগত হয় ॥ ৩৪৭-৩৪৮ ॥

বিষ্ণুধর্ম্মে—

কিং দানৈঃ কিং তপোভির্বা
যজ্ঞৈশ্চ বিবিধৈঃ কৃতৈঃ ।
সর্ব্বং সম্পদ্যতে পুংসাং
বিষ্ণুভক্তাভিপূজনাৎ ॥ ৩৪৯ ॥
পূজয়েৎ বৈষ্ণবানেতান্ প্রযত্নেন বিচক্ষণঃ ।
স্বশক্ত্যা বৈষ্ণবেভ্যো যদ্দত্তং স্যাদক্ষয়ং ভবেৎ ॥৩৫০॥

অনুবাদ—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে বলা হইয়াছে—দান, তপস্যা ও বিবিধ যজ্ঞানুষ্ঠানে বিশেষ কোন ফল হয় না, কিন্তু হরিভক্তের পূজা করিলে সমস্ত সম্পত্তিই লাভ হয়। এই জন্য সযত্নে এই বৈষ্ণবগণের পূজা করাই সুধীজনের কর্ত্তব্য। বৈষ্ণবগণকে নিজের সাধ্য অনুযায়ী যাহা দেওয়া যায়, তাহাই অক্ষয় ফল-প্রদ হয় ॥ ৩৪৯-৩৫০ ॥

বৃহন্নারদীয়ে যজ্ঞমাল্যুপাখ্যানান্তে—

হরিভক্তিরতান্ যস্তু হরিবুদ্ধ্যা প্রপূজয়েৎ ।
তস্য তুষ্যন্তি বিপ্রেন্দ্রা ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাদয়ঃ ॥ ৩৫১ ॥

অনুবাদ—বৃহন্নারদীয়পুরাণে যজ্ঞমালীর উপাখ্যা-নের শেষে কথিত হইয়াছে যে—বিষ্ণুভক্তি নিষ্ঠ বৈষ্ণবগণকে শ্রীহরিজ্ঞানে পূজা করিলে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহাদেব সকলেরই প্রীতি সাধিত হয় ॥ ৩৫১ ॥

টীকা—সর্ব্বদোষনির্হারকত্বাদ্বৈষ্ণবা এবাগ্নয়স্তেষু জীর্য্যতি, সুখং তৈর্ভুজ্যতে ইত্যর্থঃ। হে বিপেন্দ্রাঃ ॥ ৩৪৭-৩৫১ ॥

হরিপূজারতানাঞ্চ হরিনামরতাত্মনাম্ ।
শুশ্রূষাভিরতা যান্তি পাপিনোঽপি
পরাং গতিম্ ॥ ৩৫২ ॥

অনুবাদ—পাতকী হইলেও হরিপূজা-নিষ্ঠ ও হরিনামপরায়ণ বৈষ্ণববৃন্দের সেবাকারিগণের পরমা-গতি হইয়া থাকে ॥ ৩৫২ ॥

তত্রৈব যজ্ঞধ্বজোপাখ্যানস্যারম্ভে—

সংসারসাগরং তর্ত্তুং য ইচ্ছেন্মুনিপুঙ্গবাঃ ।
স ভজেদ্ধরিভক্তানাং
ভক্তাংস্তে পাপহারিণঃ ॥ ৩৫৩ ॥

অনুবাদ—ঐ বৃহন্নারদীয়পুরাণেই যজ্ঞধ্বজো-পাখ্যানের আরম্ভে—হে মুনীন্দ্রগণ! ভবসাগর তর-ণেচ্ছু ব্যক্তিগণ শ্রীহরিভক্তগণের সেবকগণের আরা-ধনা করুন, কারণ তাঁহারা পাপহরণে সমর্থ ॥৩৫৩॥

টীকা—তে হরিভক্ত-ভক্তাঃ। পাপং সংসার-দুঃখং, তদপহারিণ ॥ ৩৫৩ ॥

তদন্তে চ—

যো বিষ্ণুভক্তান্ নিষ্কামান্ ভোজয়েৎ শ্রদ্ধয়ান্বিতঃ ।
ত্রিসপ্তকুল-সংযুক্তঃ স যাতি হরিমন্দিরম্ ॥৩৫৪॥

বিষ্ণুভক্তায় যো দদ্যান্নিষ্কামায় মহাত্মনে।
পানীয়ং বা ফলং বাপি স এব
ভগবান্ হরিঃ ॥ ৩৫৫ ॥

অনুবাদ—উক্ত উপাখ্যানের শেষে—নিষ্কাম বিষ্ণু ভক্তগণকে যিনি শ্রদ্ধাসহকারে ভোজন করান, তিনি একবিংশতি কুলসহ হরিধামে গমন করিবেন। যিনি নিষ্কাম মহাত্মা বিষ্ণু ভক্তকে পানীয় জল অথবা ফলাদি দান করেন তিনি হরিতুল্য গণনীয় ॥ ৩৫৪-৩৫৫ ॥

———

বিষ্ণুপূজাপরাণাস্তু শুশ্রূষাং কুর্ব্বতে হি যে।
তে যান্তি বিষ্ণুভবনং ত্রিসপ্তপুরুষান্বিতাঃ ॥ ৩৫৬ ॥
দেবপূজাপরো যস্য গৃহে বসতি সর্ব্বদা।
তত্রৈব সর্ব্বদেবাশ্চ হরিশ্চৈব শ্রিয়ান্বিতঃ ॥৩৫৭॥

অনুবাদ—যাঁহারা বিষ্ণুভক্তিনিষ্ঠ ব্যক্তিগ'ণের সেবা করেন, তাঁহারা একবিংশতি পুরুষের সহিত বৈকুণ্ঠধামে গমন করেন। যাঁহার বাড়ীতে শ্রীকৃষ্ণ-পূজাপরায়ণ বৈষ্ণব বাস করেন, সেই বাড়ীতে দেবতা-গণ এবং স্বয়ং শ্রীহরি লক্ষ্মীর সহিত বাস করেন ॥ ৩৫৬-৩৫৭ ॥

টীকা—দেবঃ শ্রীকৃষ্ণস্তস্য পূজাপরঃ ॥ ৩৫৭ ॥

———

লৈঙ্গে—

নারায়ণপরো বিদ্বান্ যস্যান্নং প্রীতমানসঃ।
অশ্নাতি তদ্ধরেরাস্যং গতমন্নং ন সংশয়ঃ ॥৩৫৮॥
সার্চ্চনাদপি বিশ্বাত্মা প্রীতো ভবতি মাধবঃ।
দৃষ্ট্বা ভাগবতস্যান্নং স ভুঙ্‌ক্তে ভক্তবৎসলঃ ॥৩৫৯

অনুবাদ—লিঙ্গপুরাণে উক্ত হইয়াছে—নারায়ণ-পরায়ণ বিদ্বান্ ব্যক্তি সন্তুষ্ট চিত্তে যে অন্ন ভোজন করেন, সেই অন্ন নিশ্চয়ই শ্রীহরির বদনকমলগত হয় অর্থাৎ বৈষ্ণব জনের মুখেই শ্রীভগবান আহার করেন। জগদাত্মা ভক্তবৎসল শ্রীহরি নিজের পূজা অপেক্ষাও বৈষ্ণবের অন্ন দেখিয়া সন্তুষ্ট হন এবং তাহা ভোজন করেন ॥ ৩৫৮-৩৫৯ ॥

টীকা—স ভক্তবৎসলো মাধবঃ শ্রীকৃষ্ণঃ ॥৩৫৯॥

———

ব্রাহ্মে শ্রীভগবদ্বাক্যম্—
নৈবেদ্যং পুরতো ন্যস্তং দৃষ্ট্বৈব স্বীকৃতং ময়া।
ভক্তস্য রসনাগ্রেণ রসমশ্নামি পদ্মজ ॥ ৩৬০ ॥

অনুবাদ—ব্রহ্মপুরাণে শ্রীভগবানের বাক্য—আমার শালগ্রামাদি মূর্ত্তির সম্মুখে যে অন্ন নিবেদিত হয়, হে ব্রহ্মন্! আমি দর্শন মাত্রই তাহা স্বীকার করি, কিন্তু ভক্তের জিহ্বার সাহায্যে তাহার রসাস্বাদন করি ॥ ৩৬০ ॥

টীকা—পুরতঃ শ্রীশালগ্রামশিলাদিরূপিণো মমা-গ্রতো ন্যস্তমেব সৎ ॥ ৩৬০ ॥

———

পাদ্মোত্তরখণ্ডে শ্রীশিবোমা-সংবাদে—
আরাধনানাং সর্ব্বেষাং বিষ্ণোরারাধনং পরম্।
তস্মাৎ পরতরং দেবি তদীয়ানাং সমর্চ্চনম্ ॥৩৬১

অনুবাদ—পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডে শ্রীশিব-উমা-সংবাদে বলা আছে—শ্রীবিষ্ণুর আরাধনা সমস্ত প্রকার আরাধনা গুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং বৈষ্ণবগণের আরাধনা তদপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ ॥ ৩৬১ ॥

টীকা—পরং শ্রেষ্ঠং, পরতরং পরমশ্রেষ্ঠম্ ॥৩৬১

———

অর্চ্চয়িত্বা তু গোবিন্দং তদীয়ান্নার্চ্চয়েত্তু যঃ।
ন স ভাগবতো জ্ঞেয়ঃ কেবলং দাম্ভিকঃ স্মৃতঃ ॥৩৬২
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন বৈষ্ণবান্ পূজয়েৎ সদা।
সর্ব্বং তরতি দুঃখৌঘং মহাভাগবতার্চ্চনাৎ ॥৩৬৩॥

অনুবাদ—বৈষ্ণব-পূজা-বিরহিত গোবিন্দপূজক ভগবদ্ভক্ত বলিয়া স্বীকৃতি লাভ করেন না, তাহাকে দাম্ভিকই বলা যায়, সুতরাং সর্ব্বদা সযত্নে বৈষ্ণব-পূজা করণীয়, কারণ মহাভাগবতের পূজা সর্ব্বদুঃখ-হারিণী ॥ ৩৬২-৩৬৩ ॥

টীকা—মহৎ যৎ ভাগবতানামর্চ্চনং, তস্মাৎ ॥ ৩৬৩ ॥

———

একাদশে শ্রীভগবদ্বাক্যম্ (১১।৪৪; ১১।২১)—
বৈষ্ণবে বন্ধুসৎকৃত্যা ॥ ৩৬৪ ॥
মদ্ভক্তপূজাভ্যধিকা ॥ ৩৬৫ ॥

অনুবাদ—একাদশস্কন্ধে শ্রীভগবান কহিতেছেন—বৈষ্ণবব্যক্তির সহিত বন্ধুর মত ব্যবহার ও মর্য্যাদা দান করিবে। আমার পূজা অপেক্ষা আমার ভক্তের পূজা অধিক প্রীতিকর ॥ ৩৬৪-৩৬৫ ॥

টীকা—বৈষ্ণবেঽধিষ্ঠানে মৎপূজনঞ্চ, তস্মিন্নেব বন্ধুবৎ সম্মাননেত্যর্থঃ ॥ ৩৬৪ ॥

টীকা—পুনশ্চ কথয়িষ্যামি মদ্ভক্তেঃ কারণং পরমিতি প্রতিজ্ঞয়োক্তম্—মদ্ভক্তেতি, মদ্ভক্তানাং পূজা মত্তোঽপ্যভ্যধিকা বিশেষেণ কার্য্যেত্যর্থঃ ॥ ৩৬৫ ॥

কিঞ্চ, স্কান্দে শ্রীমার্কণ্ডেয়-ভগীরথ সংবাদে—

কর্ম্মণা মনসা বাচা যেঽর্চ্চয়ন্তি সদা হরিম্।
তেষাং বাক্যং নরৈঃ কার্য্যং তে হি
বিষ্ণুসমা নরাঃ ॥ ৩৬৬ ॥

অনুবাদ—স্কন্দপুরাণে শ্রীমার্কণ্ডেয়-ভগীরথ-সংবাদে কথিত আছে—কায়মনোবাক্যে নিরন্তর যাঁহারা শ্রীহরির পূজা করেন, সেই সব ভজনকারী মহাত্মাগণের বাক্য পালন করা মনুষ্যগণের কর্ত্তব্য যেহেতু ঐ মহাত্মাগণ শ্রীহরির তুল্য মাহাত্ম্য সম্পন্ন ॥ ৩৬৬ ॥

টীকা—এবমন্নাদিসমর্পণেন সম্মাননং লিখিত্বা ইদানীং বাক্যপরিপালনেনাপি সম্মানঃ কার্য্যঃ ইতি লিখতি—কর্ম্মণেতি। কায়াদিব্যাপারেণ ত্রিধা সদা যে অর্চ্চয়ন্তি ; যদ্বা, কর্ম্মাদিনা তেষাং বচঃ কার্য্যমিতি সম্বন্ধঃ ॥ ৩৬৬ ॥

ইত্যাদৃতোঽনুশৃণুয়াদ্ভক্তিশাস্ত্রাণি তত্র চ।
শ্রীভাগবতমত্রাপি কৃষ্ণলীলাকথাং মুহুঃ ॥ ৩৬৭ ॥

অনুবাদ—এই বৈষ্ণবজনের সহিত প্রীতি বিনিময় করিয়া তাঁহাদের নিকট ভক্তিমূলক শাস্ত্রসমূহ বিশেষতঃ ভাগবতঃ শ্রবণ এবং তাহার মধ্যেও দশমস্কন্ধ বর্ণিত শ্রীকৃষ্ণলীলা কথা অনুক্ষণ শ্রবণ করিবে ॥ ৩৬৭ ।

টীকা—ইতি এবমাদৃতঃ সন্ ভগবদ্ভক্তিপরাণি শাস্ত্রাণ্যেব অনু নিরন্তরং শৃণুয়াৎ। তত্র ভক্তিশাস্ত্রেষু চ মধ্যে শ্রীভাগবতং বিশেষতোঽনুশৃণুয়াৎ। অত্র শ্রীভাগবতেঽপি কৃষ্ণস্য লীলাকথাং দশমস্কন্ধাদিসম্বন্ধিনীমনু নিরন্তরং শৃণুয়াদিত্যর্থঃ ॥ ৩৬৭ ॥

অথ বৈষ্ণবশাস্ত্র-মাহাত্ম্যম্

স্কান্দে শ্রীব্রহ্মনারদসংবাদে—

বৈষ্ণবানি চ শাস্ত্রাণি যে শৃণ্বন্তি পঠন্তি চ।
ধন্যাস্তে মানবা লোকে তেষাং
কৃষ্ণঃ প্রসীদতি ॥ ৩৬৮ ॥

অনুবাদ—অতঃপর বৈষ্ণবশাস্ত্র মাহাত্ম্য, স্কন্দপুরাণে ব্রহ্ম-নারদ সংবাদে উক্ত হইয়াছে—এই সংসারে বৈষ্ণবশাস্ত্র শ্রবণ ও অধ্যয়নকারী ব্যক্তিগণই ধন্য। শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্নতা লাভে তাঁহারা ধন্য হন। ৩৬৮ ॥

বৈষ্ণবানি চ শাস্ত্রাণি যেঽর্চ্চয়ন্তি গৃহে নরাঃ।
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তা ভবন্তি সর্ব্ববন্দিতাঃ ॥ ৩৬৯ ॥

অনুবাদ—নিজ নিজ গৃহে বৈষ্ণবশাস্ত্রের পূজা করিয়া মনুষ্যগণ নিখিল পাতক হইতে মুক্ত হইয়া সকলের পূজ্য হইতে পারেন ॥ ৩৬৯ ॥

টীকা—ভক্তিশাস্ত্রাদীনাঞ্চৈষাং প্রত্যেকং মাহাত্ম্যং লিখিষ্যন্নাদৌ সামান্যতো বিষ্ণুভক্তিসম্বন্ধিশাস্ত্রমাহাত্ম্যং লিখতি—বৈষ্ণবানিত্যাদিনা সদেত্যন্তেন। পূর্ব্বঞ্চ পূজাঙ্গত্বেন স্বপনে পুরাণপাঠস্য মাহাত্ম্যং লিখিতং, অধুনা চ পূজানন্তরং সৎসঙ্গে বৈষ্ণবশাস্ত্রশ্রবণাদীনাং মাহাত্ম্যমিতি ভেদঃ। কিন্তু প্রায়ো দ্বয়োরৈক্যাৎ তত্র লিখিতং মাহাত্ম্যমত্র দ্রষ্টব্যমত্র লিখিতং তত্র চেতি ॥ ৩৬৯ ॥

সর্ব্বস্বেনাপি বিপ্রেন্দ্র কর্ত্তব্যঃ শাস্ত্রসংগ্রহঃ।
বৈষ্ণবৈস্তু মহাভক্ত্যা তুষ্ট্যর্থং চক্রপাণিনঃ ॥৩৭০॥

অনুবাদ—ভগবান শ্রীহরির প্রীতি উৎপাদনের নিমিত্ত বিশেষ ভক্তির সহিত বৈষ্ণবশাস্ত্র সংগ্রহ বৈষ্ণবগণের অবশ্য কর্ত্তব্য হওয়া উচিত ॥ ৩৭০ ॥

তিষ্ঠতে বৈষ্ণবং শাস্ত্রং লিখিতং যস্য মন্দিরে।
তত্র নারায়ণো দেবঃ স্বয়ং বসতি নারদ ॥ ৩৭১ ॥

অনুবাদ—হে নারদ! বৈষ্ণবশাস্ত্র লিখিত হইয়া যাঁহার গৃহে অবস্থান করেন, শ্রীমন্নারায়ণও সেই গৃহে অবস্থান করেন ॥ ৩৭১ ॥

পৌরাণং বৈষ্ণবং শ্লোকং শ্লোকার্দ্ধমথবাপি চ।
শ্লোকপাদং পঠেদ্‌যস্তু গোসহস্রফলং লভেৎ ॥৩৭২॥
দেবতানামৃষীণাঞ্চ যোগিনামপি দুর্ল্লভম্।
বিপ্রেন্দ্র বৈষ্ণবং শাস্ত্রং মনুষ্যাণাঞ্চ কা কথা। ৩৭৩

অনুবাদ—পুরাণ সম্বন্ধীয় শ্রীবিষ্ণুমাহাত্ম্য-প্রকাশক শ্লোকের একটি, আধখানি বা এক চতুর্থাংশও অধ্যয়ন করিলে গোসহস্র দানের ফল লাভ হয়। মনুষ্যের কথা দূরে থাকুক বৈষ্ণবশাস্ত্র দেবগণ, ঋষিগণ ও যোগিগণেরও দুর্ল্লভ ॥ ৩৭২-৩৭৩ ॥

টীকা—পৌরাণং পুরাণসম্বন্ধিনং, বৈষ্ণব বিষ্ণুপরম্ ॥ ৩৭২ ॥

তত্রৈব শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদে—

মম শাস্ত্রাণি যে নিত্যং পূজয়ন্তি পঠন্তি চ।
তে নরাঃ কুরুশার্দ্দূল মমাতিথ্যং গতাঃ সদা ॥৩৭৪॥
মম শাস্ত্রপ্রবক্তারং মম শাস্ত্রানুচিন্তকম্।
চিন্তয়ামি ন সন্দেহো নরং তং চাত্মবৎ সদা ॥৩৭৫॥

অনুবাদ—ঐ স্কন্দপুরাণেই শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদে বলা হইয়াছে—হে অর্জ্জুন! প্রত্যহ আমার শাস্ত্র সমূহের পূজা ও পাঠ যাঁহারা করেন, তাঁহারা মৎ সম্বন্ধে সর্ব্বদা অতিথির মত পূজ্য হন। আমি সর্ব্বদা আমার শাস্ত্র বক্তাকে ও শাস্ত্র চিন্তককে নিজের মনে করি ইহাতে সংশয় নাই ॥ ৩৭৪-৩৭৫ ॥

টীকা—আতিথ্যমতিথিবৎ পরমাদরণীয়তামিত্যর্থঃ ॥ ৩৭৪ ॥

টীকা—চিন্তয়ামি কদাচিদপি ন বিস্মরামীত্যর্থঃ, যদ্বা, তস্য যোগক্ষেমমনুসন্দধে ॥ ৩৭৫ ॥

অথ শ্রীমদ্ভাগবত-মাহাত্ম্যম্

তত্রৈব—

জীবিতাদধিকং যেষাং শাস্ত্রং ভাগবতং কলৌ।
ন তেষাং ভবতি ক্লেশো যাম্যঃ কল্পশতৈরপি ॥৩৭৬॥

অনুবাদ—অতঃপর শ্রীমদ্ভাগবত মাহাত্ম্য, ঐ স্কন্দপুরাণেই উক্ত হইয়াছে—কলিযুগে যাহারা ভাগবত-শাস্ত্রকে নিজের জীবন অপেক্ষাও বেশী বলিয়া মনে করেন, শতকল্পেও তাঁহাদিগকে যম যন্ত্রণা পাইতে হয় না ॥ ৩৭৬ ॥

ধারয়ন্তি গৃহে নিত্যং শাস্ত্রং ভাগবতং হি যে।
আস্ফোটয়ন্তি বল্‌গন্তি তেষাং
প্রীতাঃ পিতামহাঃ ॥ ৩৭৭ ॥

অনুবাদ—যাঁহারা নিত্য ভাগবত শাস্ত্র গৃহমধ্যে রক্ষা করেন, তাঁহাদিগের পিতৃপুরুষগণ সানন্দে উদ্দণ্ড নৃত্য করিতে থাকেন ॥ ৩৭৭ ॥

টীকা—প্রীতাঃ হৃষ্টাঃ সন্তঃ বল্‌গন্তি নৃত্যাদিকং কুর্ব্বন্তি ॥ ৩৭৭ ॥

যাবদ্দিনানি বিপ্রর্ষে শাস্ত্রং ভাগবতং গৃহে।
তাবৎ পিবন্তি পিতরঃ ক্ষীরং সর্পির্মধূদকম্ ॥৩৭৮॥
যেঽর্চ্চয়ন্তি সদা গেহে শাস্ত্রং ভাগবতং নরাঃ।
প্রীণিতাস্তৈশ্চ বিবুধা যাবদাহূতসংপ্লবম্ ॥৩৭৯॥

অনুবাদ—শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্র যতদিন পর্য্যন্ত গৃহে বিরাজ করেন, হে বিপ্রর্ষে! পিতৃগণ ততদিন ক্ষীর, মধু ও জল সেবন করিয়া থাকেন। যাঁহারা গৃহে সর্ব্বদা ভাগবতশাস্ত্রের পূজা করেন, তাঁহারা মহাপ্রলয় পর্য্যন্ত দেববৃন্দের তৃপ্তি সাধন করিয়াছেন জানিবে ॥ ৩৭৮-৩৭৯ ॥

টীকা—আহূতেত্যত্র ভকারস্থানে হকারশ্ছান্দসঃ, ভূতসংপ্লবো মহাপ্রলয়স্তৎপর্য্যন্তম্ ॥ ৩৭৯ ॥

যচ্ছন্তি বৈষ্ণবে ভক্ত্যা শাস্ত্রং ভাগবতং হি যে।
কল্পকোটিসহস্রাণি বিষ্ণুলোকে বসন্তি তে ॥৩৮০॥
শ্লোকার্দ্ধং শ্লোকপাদং বা বরং ভাগবতং গৃহে।
শতশোঽথ সহস্রৈশ্চ কিমন্যৈঃ শাস্ত্রসংগ্রহৈঃ ॥৩৮১॥

অনুবাদ—বৈষ্ণবগণকে ভক্তিভরে যাঁহারা ভাগবত শাস্ত্র অর্পণ করেন সহস্র কোটি কল্প তাঁহারা বিষ্ণুলোকে বাস করেন। শ্রীমদ্ভাগবতের অর্দ্ধ শ্লোক কিংবা একচতুর্থাংশও বাড়ীতে থাকা মঙ্গলজনক। শত শত সহস্র সহস্র অন্য শাস্ত্র সংগ্রহের প্রয়োজন নাই—শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্রই সমস্ত কিছুর পরিপূরক ॥ ৩৮০-৩৮১ ॥

টীকা—ভাগবতং শ্রীভাগবতীয়মিত্যর্থঃ ॥ ৩৮০ ॥

ন যস্য তিষ্ঠতে গেহে শাস্ত্রং ভাগবতং কলৌ।
ন তস্য পুনরাবৃত্তির্যাম্যাৎ পাশাৎ কদাচন ॥৩৮২॥
কথং স বৈষ্ণবো জ্ঞেয়ঃ শাস্ত্রং ভাগবতং কলৌ।
গৃহে ন তিষ্ঠতে যস্য স বিপ্রঃ শ্বপচাধমঃ ॥ ৩৮৩ ॥
যত্র যত্র ভবেদ্বিপ্র শাস্ত্রং ভাগবতং কলৌ।
তত্র তত্র হরির্যাতি ত্রিদশৈঃ সহ নারদ ॥ ৩৮৪ ॥
তত্র সর্ব্বাণি তীর্থানি নদীনদসরাংসি চ।
যত্র ভাগবতং শাস্ত্রং তিষ্ঠতে মুনিসত্তম ॥ ৩৮৫ ॥
তত্র সর্ব্বাণি তীর্থানি সর্ব্বে যজ্ঞাঃ সুদক্ষিণাঃ।
যত্র ভাগবতং শাস্ত্রং পূজিতং তিষ্ঠতে গৃহে ॥৩৮৬॥

অনুবাদ—কলিকালে যাঁহার গৃহে ভাগবত শাস্ত্র নাই তাঁহাকে যম পাশ হইতে আর পুনরাগমন করিতে হয় না। অর্থাৎ তিনি যমের বাড়ীতেই থাকেন। যাঁহার বাড়ীতে ভাগবত শাস্ত্র বিরাজিত নহেন, তাঁহাকে কি প্রকারে বৈষ্ণব বলিয়া জানা যাইবে। সেই বিপ্র চণ্ডাল অপেক্ষাও অধম। হে নারদ! যে যে স্থানে ভাগবত-শাস্ত্র বিরাজ করেন স্বয়ং শ্রীহরি দেবগণকে লইয়া সেখানে গমন করেন। যে স্থানে ভাগবত শাস্ত্র বিদ্যমান থাকেন, সেই স্থানে নদী নদ এবং সরোবর প্রভৃতি নিখিল তীর্থই বিরাজ করেন।

ভাগবত-শাস্ত্র পূজিত হইয়া যে গৃহে বিদ্যমান থাকেন সেই স্থানে নিখিল তীর্থ ও সুদক্ষিণ সর্ব্বযজ্ঞ বিরাজমান রহিয়াছেন ॥ ৩৮২-৩৮৬ ॥

টীকা—শ্রীভাগবতসংগ্রহস্য নিত্যতামাহ—ন যস্যেতি দ্বাভ্যাম্ ॥ ৩৮২ ॥

কিঞ্চ—

নিত্যং ভাগবতং যস্তু পুরাণং পঠতে নরঃ।
প্রত্যক্ষং ভবেত্তস্য কপিলাদানজং ফলম্ ॥ ৩৮৭ ॥
শ্লোকার্দ্ধং শ্লোকপাদং বা নিত্যং ভাগবতোদ্ভবম্।
পঠেৎ শৃণোতি বা ভক্ত্যা
গোসহস্রফলং লভেৎ ॥ ৩৮৮ ॥
যঃ পঠেৎ প্রযতো নিত্যং শ্লোকং ভাগবতং মুনে।
অষ্টাদশপুরাণানাং ফলং প্রাপ্নোতি মানবঃ ॥৩৮৯॥

অনুবাদ—আরও যথা—যে ব্যক্তি নিত্য ভাগবত-পুরাণ অধ্যয়ন করেন, তিনি প্রতি অক্ষরে কপিলা-দানের ফল লাভ করেন। ভক্তিপূর্ব্বক ভাগবতের শ্লোকার্দ্ধ কিংবা পাদ মাত্র নিত্য পাঠ বা শ্রবণ করিলে সহস্র গো-দান জনিত ফল লাভ হয়। হে মুনিবর! শুদ্ধচিত্ত হইয়া যিনি ভাগবতের শ্লোক নিত্য পাঠ করেন তিনি অষ্টাদশপুরাণ পাঠের ফল প্রাপ্ত হন ॥ ৩৮৭-৩৮৯ ॥

তত্রৈব মার্কণ্ডেয়-ভগীরথ-সংবাদে—

যো হি ভাগবতে শাস্ত্রে বিঘ্নমাচরতে পুমান্।
নাভিনন্দতি দুষ্টাত্মা কুলানাং পাতয়েচ্ছতম্ ॥৩৯০॥

অনুবাদ—ঐ গ্রন্থেই মার্কণ্ডেয়-ভগীরথ-সংবাদে—ভাগবত অধ্যয়নাদিতে যিনি বিঘ্নাচরণ করেন ও অভিনন্দন জানান না, সেই দুষ্টাত্মা নিজের শত সংখ্যক বংশকে অধোগামী করেন ॥ ৩৯০ ॥

টীকা—বিঘ্নং তৎপাঠাদাবন্তরায়ং, ন চ তদভিনন্দতি যঃ ॥ ৩৯০ ॥

পাদ্মে গৌতমাম্বরীষ-সংবাদে—

অম্বরীষ শুকপ্রোক্তং নিত্যং ভাগবতং শৃণু।
পঠস্ব স্বমুখেনাপি যদীচ্ছসি ভবক্ষয়ম্ ॥ ৩৯১ ॥
শ্লোকং ভাগবতং বাপি শ্লোকার্দ্ধং পাদমেব বা।
লিখিতং তিষ্ঠতে যস্য গৃহে তস্য সদা হরিঃ।
বসতে নাত্র সন্দেহো দেবদেবো জনার্দ্দনঃ ॥৩৯২॥

অনুবাদ—পদ্মপুরাণে গৌতম-অম্বরীষ-সংবাদে—হে মহারাজ! যদি তোমার ভববন্ধন ছিন্ন করিবার ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে প্রত্যহ শ্রীশুক কথিত শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ বা পাঠ কর। ভাগবতের একশ্লোক কিংবা অর্দ্ধশ্লোক অথবা পাদমাত্র লিখিত হইয়া যাঁহার

গৃহে বিরাজ করেন, দেবদেব শ্রীহরি সদা সর্ব্বদা তাঁহার আলয়ে অবস্থান করেন ৩৯১-৩৯২ ॥

দ্বারকা-মাহাত্ম্যে শ্রীমার্কণ্ডেয়েন্দ্রদ্যুম্ন-সংবাদে—

শ্রীমদ্ভাগবতং শাস্ত্রং পঠতে কৃষ্ণসন্নিধৌ।
কুলকোটিশতৈর্যুক্তঃ ক্রীড়তে যোগিভিঃ সহ ॥৩৯৩॥

অনুবাদ—দ্বারকামাহাত্ম্যে শ্রীমার্কণ্ডেয়-ইন্দ্রদ্যুম্ন সংবাদে—শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে শ্রীমদ্ভাগবতশাস্ত্র পাঠ করিলে নিজের কোটিকুল সমন্বিত হইয়া ভক্তি রসিক বৈষ্ণবগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণসমীপে ক্রীড়ারত থাকা যায় ॥ ৩৯৩ ॥

টীকা—কৃষ্ণসন্নিধৌ ক্রীড়তি, যোগিভিঃ ভক্তি-যোগপরৈঃ ; যদ্বা, কৃষ্ণসংযোগবদ্ভি সহ ক্রীড়তি ॥৩৯৩

গারুড়ে—

অর্থোঽয়ং ব্রহ্মসূত্রাণাং ভারতার্থ-বিনির্ণয়ঃ।
গায়ত্রীভাষ্যরূপোঽসৌ বেদার্থপরিবৃংহিতঃ ॥৩৯৪॥

অনুবাদ—গরুড়পুরাণে কথিত হইয়াছে—এই শ্রীমদ্ভাগবতশাস্ত্র বেদান্তসূত্রের অর্থ-স্বরূপ, মহা-ভারতের অর্থ নির্ণয়কারী, গায়ত্রী মন্ত্রের ভাষ্য, বেদ-সমূহের অর্থবোধক ও পুরাণগণ মধ্যে শ্রেষ্ঠ ॥ ৩৯৪॥

পুরাণানাং সামরূপঃ সাক্ষাদ্ভগবতোদিতঃ।
দ্বাদশস্কন্ধযুক্তোঽয়ং শতবিচ্ছেদসংযুতঃ।
গ্রন্থোঽষ্টাদশসাহস্রঃ শ্রীমদ্ভাগবতাভিধঃ ॥ ৩৯৫ ॥

অনুবাদ—সাক্ষাৎ শ্রীভগবান কর্ত্তৃক কথিত, দ্বাদশস্কন্ধবিশিষ্ট শত প্রকরণ-সংযুক্ত এবং অষ্টা-দশ সহস্র শ্লোক-সমন্বিত এই শ্রীমদ্ভাগবত ॥ ৩৯৫ ॥

টীকা—ব্রহ্মসূত্রাণাং, বেদান্তসূত্রাণাম্, পুরাণানাং মধ্যে সামরূপঃ শ্রেষ্ঠ ইত্যর্থঃ। সারেতি বা পাঠঃ। বিচ্ছেদাঃ প্রকরণানি ॥ ৩৯৪-৩৯৫ ॥

তস্মিন্নেব শ্রীভাগবতে প্রথমস্কন্ধে
(১।২, ৩।৪০-৪১)—

ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবোঽত্র পরমো নির্ম্মৎসরাণাং সতাং বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু শিবদং তাপত্রয়োন্মূলনম্।
শ্রীমদ্ভাগবতে মহামুনিকৃতে কিংবা পরৈরীশ্বরঃ সদ্যো হৃদ্যবরুধ্যতেঽত্র কৃতিভিঃ শুশ্রূষুভিস্তৎক্ষণাৎ ॥ ৩৯৬ ॥

অনুবাদ—শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথমস্কন্ধে—মহামুনি শ্রীনারায়ণ এই ভাগবতশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন, এই শাস্ত্রে সর্ব্বজীবে দয়াবান, মাৎসর্য্য-দোষ রহিত পরম-হংসকুলের অনুষ্ঠেয় পরমধর্ম্ম নিরূপিত হইয়াছে। ইহাতে আধ্যাত্মিকাদি ত্রিতাপ নাশক পরমার্থ স্বরূপ তত্ত্ব জানা যায়। অতএব অন্যান্য শাস্ত্রে বা অন্যবিধ অনুষ্ঠানের কি প্রয়োজন ? সুকৃতিবান্ ব্যক্তিগণ ইহার শ্রবণ মাত্রেই পরাৎপর পরমেশ্বরকে হৃদয় মধ্যে আসীন করিতে পারিবেন ॥ ৩৯৬ ॥

টীকা—তথা স্বতঃ প্রমাণভূতানাং বেদানাং সর্ব্বাণ্যেব বচনানি প্রমাণভূতানি তথা সর্ব্ববেদফলস্য শ্রীভাগবতস্য বচনান্যেব স্বয়ং পরমপ্রমাণভূতানীতি তৈরেব তন্মাহাত্ম্যং লিখতি—ধর্ম্ম ইত্যাদিভিঃ। তত্র প্রথমং শ্রোতৃপ্রবর্ত্তনায় শ্রীভাগবতস্য কাণ্ডত্রয় বিষয়েভ্যঃ সর্ব্বশাস্ত্রেভ্যঃ শ্রৈষ্ঠ্যং দর্শয়তি—ধর্ম্ম ইতি। অত্র শ্রীমতি সুন্দরে সাক্ষাদ্ভক্তিসম্পত্তিমতি বা ভাগ-বতে পরমো ধর্ম্মো নিরূপ্যতে। সাক্ষাদেবাস্তীতি বা, এতৎসেবয়ৈব স স্বতঃ প্রাপ্তঃ স্যাদিতি ভাবঃ। পর-মত্বে হেতুঃ—প্রকর্ষেণ উজ্ঝিতং ত্যক্তং কৈতবং ফলাভিসন্ধিলক্ষণং কপটং যস্মিন্ সঃ। প্র-শব্দেন মোক্ষাভিসন্ধিরপি নিরস্তঃ, কেবলমীশ্বরারাধনলক্ষণো ধর্ম্ম ইত্যর্থঃ। অধিকারিতোঽপি ধর্ম্মস্য পরমত্বমাহ —নির্ম্মৎসরাণাম্, পরোৎকর্ষাসহনং মৎসরঃ, তদ্র-হিতানাং সতাং ভূতানুকম্পিনাম্ ; যদ্বা, পরমত্বহেতু-তয়া প্রোজ্ঝিতকৈতবত্বমেব প্রতিপাদয়তি ; মৎসর-কারণে বর্ত্তমানেঽপি মৎসরহীনানাং সতাং ভগবদ্ভক্তা-নামিত্যর্থঃ। কর্ম্মিণাং স্পর্দ্ধাদিহেতুসম্ভাবেন মৎসর-স্বভাবত্বাৎ, জ্ঞানিনাঞ্চ কর্ম্মাদিপরিত্যাগেন মৎসরকা-রণাভাবাৎ, ভক্তানাস্তু পূজাদিভগবদ্ধর্ম্মপরাণাং কর্ম্মিণামেব মৎসরসম্ভবেঽপি ভক্তিস্বভাবেন পরস্পর-মাসক্ত্যা ভগবৎকথা-শ্রবণাদিনান্যোন্যং প্রীতিসম্পত্ত্যা মৎসরাদিদোষানুৎপত্তেঃ এবং কর্ম্মকাণ্ডবিষয়েভ্যঃ শাস্ত্রেভ্যঃ শ্রৈষ্ঠ্যমুক্তং, জ্ঞানকাণ্ডবিষয়েভ্যোঽপি শ্রৈষ্ঠ্য-মাহ—বেদ্যমিতি। বাস্তবং পরমার্থভূতং বস্তু বেদ্যং, ন তু বৈশেষিকাণামিব দ্রব্যগুণাদিরূপম্ ; যদ্বা, বাস্তব-

শব্দেন বস্তুনোঽংশো জীবঃ, বস্তুনঃ শক্তির্মায়া চ, বস্তুনঃ কার্য্যং জগচ্চ, তৎসর্ব্বং বস্তেব, ন তু ততঃ পৃথগিতি। বেদ্যং অযত্নেনৈব জ্ঞাতুং শক্যম্; ততঃ কিম্? অত আহ—শিবদং পরমসুখদম, আধ্যাত্মিকাদি-তাপত্রয়োন্মূলনঞ্চ; যদ্বা বস্তু সারভূতং ভগবদ্ভক্তিলক্ষণং তস্যাপি বস্তু প্রেম তৎ বেদ্যং প্রাপ্যং, বিদলাভ ইত্যস্মাৎ। এবং সাধনসাধকসাধ্যদ্বারা ক্রমেণ শ্রৈষ্ঠ্যং দর্শিতং, কর্ত্তৃতোঽপি শ্রৈষ্ঠ্যমাহ—মহামুনিঃ নারায়ণস্তেন প্রথমতঃ সংক্ষেপেণ কৃতে। দেবতাকাণ্ডগতং শ্রৈষ্ঠ্যমাহ—পরৈঃ শাস্ত্রৈস্তদুক্তসাধনৈর্বা ঈশ্বরো হৃদি কিং বা সদ্য এব অবরুধ্যতে স্থিরীক্রিয়তে। বা-শব্দঃ কটাক্ষে, কিন্তু বিলম্বেন কথঞ্চিদেব। অত্র তু শুশ্রূষুভিঃ শ্রোতুমিচ্ছদ্ভিরপি তৎক্ষণাদবরুধ্যতে; যদ্বা, অপরৈঃ প্রয়োজনৈর্বর্ণিতৈঃ কিম্? সদ্যঃ সম্প্রতি স্থিতো য ঈশ্বরঃ শ্রীকৃষ্ণঃ, তদবতারস্যৈব নিরন্তরবর্ণনে শ্রীভাগবতপ্রবৃত্তেঃ; যদ্বা, সদ্যঃ সপদ্যেব হৃদ্যবরুধ্যতে, প্রকটসর্ব্বাঙ্গলাবণ্যতত্তল্লীলা-পরিকরপরিবারাদিসহিতঃ সাক্ষাদিব সদানুভূয়ত ইত্যর্থঃ; যদ্বা হৃদি স্থিতো যং সোঽবরুধ্যতে সাক্ষান্নিজসমীপং প্রাপ্যতে। কীদৃশঃ সঃ? নির্ব্বক্তুমযোগ্যো যঃ ক্ষণঃ মরণকাল ইত্যর্থঃ, তমত্তি নাশয়তীতি তথা সঃ, মরণাদিসংসারদুঃখহন্তেত্যর্থঃ; যদ্বা, স অনির্ব্বচনীয়ঃ ক্ষণ উৎসবঃ মুক্তিলক্ষণস্তমত্তি নিজভক্তিমহিম্না নিরস্যতি তথা সঃ; যদ্বা, তং প্রসিদ্ধং ক্ষণম্ ইন্দ্রমহম্ অত্তি—শ্রীগোবর্দ্ধনপূজাপ্রবর্ত্তনেন হন্তীতি সঃ। যদ্বা, তস্মিন্ শ্রীগোবর্দ্ধনমহোৎসবে তদখিলবলিভক্ষণেনোপচারাস্তমেব অত্তি ভক্ষয়তীতি তথা সঃ, 'বলিমাদৎ বৃহদ্বপুঃ' (শ্রীভাঃ ১০।২৪।৩৫) ইতি তত্রৈবোক্তেঃ; যদ্বা, তাসাং শ্রীগোপীনাং, তস্যা বা শ্রীরাধায়াঃ, তন্নামাগ্রহণং গৌরবাদিনা, ক্ষণং গৃহাদ্যাশ্লেষোৎসবং বাহ্যমান্তরঞ্চ প্রেমবিশেষবিস্তারণেন প্রায়ো বিরহদুঃখপ্রদানেন বা নাশয়তীতি তথা সঃ। এতচ্চ শ্রীভাগবতামৃতে বিস্তরতো লিখিতমস্তি। এবং সর্ব্বথা শ্রীকৃষ্ণ এবেত্যর্থঃ, শ্রীভাগবতেঽস্মিন্ শ্রীকৃষ্ণস্যৈব নায়কত্বেন প্রাধান্যাৎ। তথা চ—'যৎ কৃতঃ কৃষ্ণসংপ্রশ্নঃ' (শ্রীভাঃ ১।২।৫) ইত্যত্র শ্রীস্বামিপাদৈর্ব্যাখ্যাতম্—'যতঃ কৃষ্ণবিষয়ঃ প্রশ্নঃ কৃতঃ, সর্ব্বশাস্ত্রসারোদ্ধারপ্রশ্নস্যাপি শ্রীকৃষ্ণে পর্য্যবসানাৎ' ইতি, অতএব তত্তদুপাখ্যানাদেঃ সর্ব্বস্যাপি শ্রীকৃষ্ণ এব তাৎপর্য্যং, সাক্ষাদেব ভাতীতি দিক্। ননু তর্হি ইদমেব সর্ব্বে কিমতি ন শৃণ্বন্তি? তত্রাহ—কৃতিভিঃ। এতচ্ছ্রবণেচ্ছা তু পুণ্যৈর্বিনা নোৎপদ্যত ইত্যর্থঃ; যদ্বা, কৃতিভিঃ পণ্ডিতৈঃ, সদসদ্বিচারাভাবেনাস্য শুশ্রূষানুৎপত্তেঃ। এবং সর্ব্বথা সর্ব্বতঃ শ্রৈষ্ঠ্যাদিদমেব নিত্যমবশ্যং শ্রোতব্যমিতি ভাবঃ ॥ ৩৯৬ ॥

ইদং ভাগবতং নাম পুরাণং ব্রহ্মসম্মিতম্।
উত্তমঃশ্লোকচরিতং চকার ভগবানৃষিঃ ॥ ৩৯৭ ॥
নিঃশ্রেয়সায় লোকস্য ধন্যং স্বস্ত্যয়নং মহৎ।
তদিদং গ্রাহয়ামাস সুতমাত্মবতাং বরম্।
সর্ব্ববেদেতিহাসানাং সারং সারং সমুদ্ধৃতম্ ॥৩৯৮॥

অনুবাদ—হে ঋষিগণ! আপনাদের নিকট এই ভাগবতপুরাণ বর্ণিত হইতেছে, ইহা নিখিল বেদ সদৃশ, ইহাতে উত্তমঃশ্লোক শ্রীহরির লীলাকথা বর্ণিত হইয়াছে। ভগবান বেদব্যাস লোকহিতায় এই শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন অতএব ইহা সমস্ত পুরুষার্থ প্রাপক এবং পরম শুভদায়ক ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। মহামুনি বেদব্যাস এই শাস্ত্রে বেদ সকল ও ইতিহাসের সারভূত অংশ উদ্ধার করিয়া নিজ পুত্র ধীরশ্রেষ্ঠ শ্রীশুকদেবকে পড়াইয়াছিলেন ॥ ৩৯৭-৩৯৮ ॥

টীকা—ইদং পুরাণং ভাগবতং নাম শ্রীভাগবতসংজ্ঞম্; যদ্বা, নামপুরাণং নামপ্রধানং পুরাণমিদমিত্যর্থঃ, সর্ব্বত্রৈব বিশেষতো ভগবন্নাম-মাহাত্ম্যপ্রতিপাদনাৎ। ব্রহ্মসম্মিতং সর্ব্ববেদতুল্যম্, যদ্বা, অষ্টাদশসাহস্রী-সংহিতারূপেণ সম্মিতং পরিমিতিমেব প্রাপ্তং পরব্রহ্মৈব, 'কৃষ্ণে স্বধামোপগতে (শ্রীভাঃ ১।৩। ৪৩) ইত্যাদিবক্ষ্যমাণত্বাৎ। উত্তমঃশ্লোকস্য চরিতং যস্মিন্ তৎ; যদ্বা, উত্তমাঃ সর্ব্বতঃ শ্রেষ্ঠাঃ উত্তমসো বা তমো অজ্ঞানাদিদুঃখং, তন্নিবর্ত্তকাঃ শ্লোকাঃ পদ্যানি চরিতানি চাখ্যানানি যস্মিন্। ভগবানেব ঋষিঃ ব্যাসরূপঃ সন্ চকার নিববন্ধ ॥ ৩৯৭ ॥

টীকা—ধন্যং ধনাবহং, স্বস্ত্যয়নং সর্ব্বমঙ্গলপ্রাপকম্; যদ্বা, প্রেমধনাবহমতএব সর্ব্বমঙ্গলাশ্রয়ম্। কিঞ্চ, মহৎ সর্ব্বোৎকৃষ্টং স্বতঃ পরমফলরূপমেবেত্যর্থঃ। তত্তস্মাদেব হেতোঃ, সুতং শ্রীশুকদেবং,

মহত্ত্বমেবাভিব্যঞ্জয়তি—সর্ব্বেতি। সারমভিধেয়েষু শ্রেষ্ঠং বীপ্সয়া সর্ব্বং সারমিত্যর্থঃ। সমুদ্ধৃতমিত্যনেন ক্ষীরোদমহাসাগরাদমৃতমেবেতি সূচিতম্। অতএব আত্মবতাং ধীরাণাং জীবন্মুক্তানাং বা বরং, পরমভক্তত্বাৎ, অতএব তং গ্রাহয়ামাস, অন্যথা তস্যাত্র প্রবৃত্ত্যসম্ভবাদিতি দিক্ ॥ ৩৯৮ ॥

———

কিঞ্চ (শ্রীভাঃ ১।৩।৪৩)—

কৃষ্ণে স্বধামোপগতে ধর্ম্মজ্ঞানাদিভিঃ সহ।
কলৌ নষ্টদৃশামেষ পুরাণার্কোঽধুনোদিতঃ ॥৩৯৯॥

অনুবাদ—আরও বলা হইয়াছে যে, ধর্ম্মজ্ঞান প্রভৃতির সহিত শ্রীকৃষ্ণ নিজধামে গমন করিলে এই কলিযুগে যাবতীয় লোকেরই চক্ষুঃ অজ্ঞান অন্ধকারে অন্ধ হইয়াছিল, সেই সময়েই পুরাণরূপ এই দিবাকরের উদয় হইল ॥ ৩৯৯ ॥

টীকা—'ব্রূহি যোগেশ্বরে কৃষ্ণে ব্রহ্মণ্যে ধর্ম্মবর্ম্মণি। স্বাং কাষ্ঠামধুনোপেতে ধর্ম্মঃ কং শরণং গতঃ ॥' (শ্রীভাঃ ১।১।২৩) ইত্যস্য শ্রীশৌনকাদিপ্রশ্নস্য উত্তরমাহ—কৃষ্ণে ইতি। স্বধাম বৈকুণ্ঠমুপগতে সতি, অধুনা কলৌ নষ্টদৃশাং সতাং লোকানাম্ এষ ভাগবতাখ্যঃ পুরাণার্কঃ ধর্ম্মাদিভিঃ সহ উদিতঃ। যথার্কোদয়ে তমোনাশাচ্চক্ষুরিন্দ্রিয়প্রবৃত্ত্যা দৃশ্যং দৃশ্যেত তথাস্য প্রাকট্যেন সর্ব্বাজ্ঞাননিবৃত্তের্ভক্তিপ্রবৃত্ত্যা শ্রীকৃষ্ণঃ সাক্ষাদিব প্রাপ্যত ইত্যর্থঃ ॥ ৩৯৯ ॥

———

কিঞ্চ (শ্রীভাঃ ১।৭।৬-৭)—

অনর্থোপশমং সাক্ষাদ্ভক্তিযোগমধোক্ষজে।
লোকস্যাজানতো ব্যাসশ্চক্রে সাত্বতসংহিতাম্ ॥৪০০॥
যস্যাং বৈ শ্রূয়মাণায়াং কৃষ্ণে পরমপুরুষে।
ভক্তিরুৎপদ্যতে পুংসঃ শোকমোহভয়াপহা ॥৪০১॥

অনুবাদ—আরও বলা হইয়াছে—অধোক্ষজ শ্রীভগবানে ভক্তিপরায়ণ হইলে সংসাররূপ সাক্ষাৎ অনর্থের নিবৃত্তি হয়। ভক্তিযোগ-বিষয়ে অনভিজ্ঞ লোকেদের উপকারের নিমিত্ত শ্রীব্যাস এই শ্রীমদ্ভাগবতরূপ সাত্বত সংহিতা প্রণয়ন করিলেন। ইহা শ্রবণে শোক, মোহ ও ভয়নাশিনী শ্রীকৃষ্ণভক্তির উদয় হয় ॥ ৪০০-৪০১ ॥

টীকা—সাক্ষাদেব অনর্থং সংসারম্; যদ্বা ন অর্থো ভক্তিলক্ষণো যস্মিন্ তং মোক্ষম্ উপশময়তীতি তথা তম্। ভক্তিযোগমজানতো লোকস্যার্থে সাত্বতসংহিতাং শ্রীভাগবতাখ্যাম্ ॥ ৪০০ ॥

টীকা—অনর্থোপশমং দর্শয়তি—যস্যামিতি। শ্রূয়মাণায়ামেব, কিং পুনঃ শ্রুতায়ামিত্যর্থঃ। পরমপুরুষে পুরুষোত্তমে, ভক্তিঃ পুরুষোত্তম-বিষয়কভাববিশেষঃ, পুংসঃ যস্য কস্যচিজ্জনস্যেত্যর্থঃ। শোকঃ সংসারিত্বাদিনানুতাপঃ, মোহস্তন্মূলমজ্ঞানং, ভয়ং সংসারঃ, তান্যপহন্তীতি তথা সা; যদ্বা, শোকঃ ভগবদপ্রাপ্ত্যানুতাপঃ, মোহঃ গৃহাদ্যাসক্তিঃ, ভয়ং লোকাদিভ্যঃ, তান্যপহন্তীতি তথা সা। এতচ্চানর্থোপশমতারূপমানুষঙ্গিকফলং দর্শিতম্ ॥ ৪০১ ॥

———

দ্বিতীয়ে শ্রীশুকোক্তৌ (২।১।৯-১০)—

পরিনিষ্ঠিতোঽপি নৈর্গুণ্যে উত্তমঃশ্লোকলীলয়া।
গৃহীতচেতা রাজর্ষে আখ্যানং যদধীতবান্ ॥ ৪০২ ॥
তদহং তেঽভিধাস্যামি মহাপৌরুষিকো ভবান্।
যস্য শ্রদ্দধতামাশু স্যান্মুকুন্দে মতিঃ সতী ॥ ৪০৩ ॥

অনুবাদ—দ্বিতীয়স্কন্ধে শ্রীশুক বাক্য—হে রাজন্ নির্গুণ ব্রহ্মে পরিনিষ্ঠিত হইলেও উত্তমঃশ্লোক শ্রীহরির লীলা আমার চিত্তবৃত্তিকে আকৃষ্ট করিয়াছিল এবং তাহারই ফলে আমি ইহা অধ্যয়ন করিয়াছি। তুমি পরমভক্ত, এই হেতু তোমার নিকট এই শাস্ত্রের ব্যাখ্যা করিতেছি। এই লীলাকথায় শ্রদ্ধাবান হইলে ভগবান মুকুন্দে অমলা মতি হয় ॥ ৪০২-৪০৩ ॥

টীকা—ব্রহ্মানন্দপরিনিষ্ঠিতস্য শ্রীবাদরায়ণেরেতদধ্যয়নে প্রবৃত্ত্যাঃ পরমফলত্বং দর্শয়ন্ তদ্বচনেনৈব লিখতি—পরিনিষ্ঠিত ইতি। গৃহীতচেতা আকৃষ্টচিত্তঃ, আখ্যানং শ্রীভাগবতরূপম্ ॥ ৪০২ ॥

টীকা—মহাপুরুষো ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণস্তদীয়ঃ, এবং বৈষ্ণবেষ্বেব শ্রীভাগবতমভিধেয়মিত্যুক্তম্। যস্য যস্মিন্ শ্রদ্ধাং কুর্ব্বতামপি, সতী অহৈতুকী মতিঃ প্রেমেত্যর্থঃ ॥ ৪০৩ ॥

———

দ্বাদশে চ (১৩।১৪-১৬, ১৮)—

রাজন্তে তাবদন্যানি পুরাণানি সতাং গণে।
যাবদ্ভাগবতং নৈব শ্রূয়তেঽমৃতসাগরঃ ॥ ৪০৪ ॥
সর্ব্ববেদান্তসারং হি শ্রীভাগবতমিষ্যতে।
তদ্রসামৃততৃপ্তস্য নান্যত্র স্যাদ্রতিঃ কচিৎ ॥ ৪০৫ ॥

অনুবাদ—দ্বাদশস্কন্ধে এই বিষয়ে বলা হইয়াছে—অমৃতসমুদ্রস্বরূপ এই পুরাণ যতদিন পর্য্যন্ত শ্রবণ না করা যায় ততদিনই সজ্জন সমাজে অন্য পুরাণগুলি সমাদৃত হন। সর্ব্ববেদান্তসার এই শ্রীমদ্ভাগবত ইহার অমৃত ধারায় পরিতৃপ্তি জন্মিলে কখনও আর অন্য কিছুতে রতি জন্মায় না ॥ ৪০৪-৪০৫ ॥

টীকা—অমৃতং ভগবদ্ভক্তিরসঃ, তস্য সাগরঃ ॥৪০৪

টীকা—তদ্রসঃ, তস্যাস্বাদনং তৎপ্রীতির্বা, স এবামৃতং তেন তৃপ্তস্য, অন্যত্র বেদান্তাদৌ ॥ ৪০৫ ॥

নিম্নগানাং যথা গঙ্গা দেবানামচ্যুতো যথা।
বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভুঃ পুরাণানামিদং তথা ॥৪০৬॥
শ্রীমদ্ভাগবতং পুরাণমমলং যদ্বৈষ্ণবানাং প্রিয়ং
যস্মিন্ পারমহংস্যমেকমমলং জ্ঞানং পরং গীয়তে।
যত্র জ্ঞানবিরাগভক্তিসহিতং নৈষ্কর্ম্ম্যমাবিষ্কৃতং
তচ্ছৃণ্বন্ বিপঠন্ বিচারণপরো
ভক্ত্যা বিমুচ্যেন্নরঃ ॥ ৪০৭ ॥

অনুবাদ—নদী মধ্যে গঙ্গা, দেবগণ মধ্যে শ্রীবিষ্ণু, বিষ্ণুভক্তগণ মধ্যে শ্রীশিব যেমন, তেমনই পুরাণ মধ্যে এই ভাগবত। এই বিমল ভাগবত পুরাণ বৈষ্ণবগণের অতিশয় প্রিয়, ইহাতে পরমহংসগণের প্রাপ্য ভগবদ্ভক্তি মাহাত্ম্য বিষয়ে একমাত্র শ্রেষ্ঠ বিশুদ্ধ জ্ঞান পরিগীত হইয়াছে এবং জ্ঞান-বিরাগ-ভক্তি-বিশিষ্ট নৈষ্কর্ম্ম্য আবিষ্কৃত হইয়াছে, অতএব ভক্তির সহিত ইহার শ্রবণ, অধ্যয়ন ও বিচার করিলে মনুষ্য মুক্তি গতি প্রাপ্ত হয় ॥ ৪০৬-৪০৭ ॥

টীকা—বৈষ্ণবানাং প্রিয়ত্বে হেতুমাহ—যস্মিন্নিত্যাদিনা। পারমহংস্যাং পরমহংসৈঃ প্রাপ্যং, যদ্বা, পরমহংসানামপি হিতং পরং জ্ঞানং ভগবদ্ভক্তি-মাহাত্ম্যাদিবিষয়ম্, অতোঽমলং সর্ব্বমলনিবর্ত্তকম্; অতএব শ্রীভাগবতে ব্যাখ্যাতম্—আদৌ জ্ঞানং, ততস্তত্ত্ববেদনং, ততো বিরাগঃ বিষয়াদিবৈরাগ্যং, ততো ভক্তিশ্চ শ্রবণাদিলক্ষণা, তৎসহিতং নৈষ্কর্ম্ম্যং নিষ্কর্ম্মাণো ভগবদ্ভক্তাস্তৈঃ প্রাপ্যং ভগবৎপ্রেম আবিষ্কৃতং সাক্ষাদিব দর্শিতম্। এতচ্ছ্রবণাদিপ্রবৃত্ত্যা এব স্বতস্তত্তৎসিদ্ধেঃ। তৎ শ্রীমদ্ভাগবতং ভক্ত্যা শৃণ্বন্ বিপঠন্ সংকীর্ত্তয়ন্ বিচারণপরশ্চ তদর্থং বিচারয়ংশ্চ সন্ নরঃ সর্ব্বো জনঃ বিশেষেণ মুচ্যতে, শ্রীবৈকুণ্ঠলোকং প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ ॥ ৪০৭ ॥

অতএবোক্তম্ (শ্রীভাঃ ১।১।৩)—

নিগমকল্পতরোর্গলিতং ফলং
শুকমুখাদমৃতদ্রবসংযুতম্।
পিবত ভাগবতং রসমালয়ং
মুহুরহো রসিকা ভুবি ভাবুকাঃ ॥ ৪০৮ ॥

অনুবাদ—অতএব প্রথমস্কন্ধে—হে রসিক ভাবুকগণ! এই শ্রীমদ্ভাগবত নিখিল পুরুষার্থ প্রদানকারী বেদরূপ কল্পতরুর ফল, ইহা শ্রীশুকদেবের মুখামৃত-দ্রব সংযুক্ত হইয়া এই পৃথিবী মণ্ডলে অখণ্ডরূপে পতিত হইয়াছে, ইহাতে পরিত্যাগ যোগ্য হেয়াংশ কিছুই নাই সুতরাং তোমরা এই ফল মুক্তি পর্য্যন্ত পুনঃ পুনঃ পান কর ॥ ৪০৮ ॥

টীকা—এবং প্রায়ঃ সাধনরূপত্বমস্য দর্শিতং, অধুনা স্বতঃ পরমফলরূপত্বং দর্শয়ন্ সর্ব্বদা পরমাদরেণেদমেব সেব্যমিতি লিখতি—নিগমেতি, নিগমো বেদঃ, স এব কল্পতরুঃ সর্ব্বপুরুষার্থোপায়ত্বাৎ সেবকস্যাভীষ্টপূরকত্বাদ্বা, তস্য ফলমিদং শ্রীভাগবতং নাম; তত্তু বৈকুণ্ঠগতং নারদেনানীয় শ্রীব্যাসায় দত্তং, তেন চ শ্রীশুকমুখে নিহিতং, তচ্চ তন্মুখাদ্ভুবি গলিতং শিষ্যপ্রশিষ্যাদিরূপ-পল্লবপরম্পরয়া শনৈরখণ্ডমেবাবতীর্ণং, ন তুচ্চনিপাতেন স্ফুটিতমিত্যর্থঃ। অত এবামৃতরূপেণ দ্রবেণ সংযুতম্; লোকে হি শুকমুখস্পৃষ্টং ফলমমৃতমিব স্বাদুভবতীতি প্রসিদ্ধম্। অত্র তু শুকো মুনিঃ অমৃতং পরমানন্দঃ, স এব দ্রবো রসঃ; 'রসো বৈ সঃ রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি (শ্রীতৈঃ ২।৭।১) ইতি শ্রুতেঃ। যদ্বা, দ্রবয়তি জগচ্চিত্তমার্দ্রয়তীতি দ্রবঃ, স এব পরমমধুরত্বাদিনা অমৃতরূপঃ, শ্রীকৃষ্ণ-চরণারবিন্দ-বিষয়কপ্রেমেত্যর্থঃ। অতঃ হে রসিকাঃ! তত্রাপি ভাবুকাঃ রসবিশেষভাবনাচতুরাঃ। অহো

ভুবি গলিতমিত্যলভ্য-লাভোক্তিঃ। ইদং ভাগবতং নাম ফলং মুহুঃ পিবত ; ননু ত্বগষ্ট্যাদিকং বিহায় ফলাদ্রসঃ পীয়তে, কথং ফলমেব পাতব্যম্ ? তত্রাহ —রসং রসরূপম্, অতস্ত্বগষ্ট্যাদের্হেয়াংশস্যাভাবাৎ ফলমেব কৃৎস্নং পিবত। অত্র চ—রসতাদাত্ম্য-বিবক্ষয়া রসবত্ত্বস্যাবিবক্ষিতত্বাৎ অগুণবচনেঽপি রস-শব্দে মতুপঃ প্রাপ্ত্যভাবাৎ তেন বিনৈব রসং ফলমিতি সামানাধিকরণ্যম্। অত্র ফলমিত্যুক্তে পানাসম্ভবো হেয়াংশপ্রসক্তিশ্চ ভবেদিতি তন্নিবৃত্ত্যর্থং রসমিত্যুক্তম্ ; রসমিত্যুক্তেঽপি গলিতস্য রসস্য পাতুমশক্যত্বাৎ ফল-মিত্যুক্তমিতি দ্রষ্টব্যম্। ন চ ভাগবতামৃতপানং মোক্ষেঽপি ত্যাজ্যমিত্যাহ—আলয়ং লয়ো মোক্ষঃ, অভিবিধাবাকারঃ, লয়মভিব্যাপ্য। ন হীদং স্বর্গাদি-সুখবৎ মুক্তেরুপেক্ষ্যং কিন্তু সেব্যমেবেত্যর্থঃ। বক্ষ্যতি হি—'আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে' (শ্রীভাঃ ১।৭।১০) ইত্যাদি ॥ ৪০৮ ॥

কিঞ্চ (শ্রীভাঃ ১২।১৩)—

যঃ স্বানুভাবমখিলশ্রুতিসারমেক-
মধ্যাত্মদীপমতিতিতীর্ষতাং তমোঽন্ধম্।
সংসারিণাং করুণয়াহ পুরাণগুহ্যং
তং ব্যাসসূনুমুপযামি গুরুং মুনীনাম্ ॥ ৪০৯ ॥

অনুবাদ—আরও বলা হইয়াছে—এই ঘোর সংসাররূপ অন্ধকার তরণেচ্ছু সংসারিগণের প্রতি করুণা করিয়া এই অসাধারণ প্রভাব, বেদসার, অধ্যাত্মদীপ, অতীব গুহ্য পুরাণ কথা বলিয়াছেন, সেই মুনি গুরু ব্যাসনন্দন শ্রীশুকদেবের শরণ লইতেছি ॥ ৪০৯ ॥

টীকা—এবং শ্রীভাগবতস্যাসাধারণমাহাত্ম্যমেব দর্শয়ন্ তচ্চোপসংহরন্ ভক্ত্যা তত্র প্রবক্তারং শ্রীব্যাস-নন্দনমাশ্রয়তি—য ইতি। অন্ধং গাঢ়ন্তমঃ সংসা-রাখ্যং মায়াখ্যং বা। অত্যন্তং সম্যক্তয়া তরিতু-মিচ্ছতাং সংসারিণাং জনানাং করুণয়া তদ্বিষয়ক-কৃপয়া যঃ পুরাণেষু মধ্যে গুহ্যং গোপ্যমাহ। গোপ্যত্বে হেতুত্বেন চত্বারি বিশেষণানি—স্বো নিজঃ অসাধারণঃ অনুভাবঃ প্রভাবঃ—'ঈশ্বরঃ সদ্যো হৃদ্যবরুধ্যতে (শ্রীভাঃ ১।১।২) ইত্যাদিরূপো যস্য, অখিলশ্রুতীনাং সারম্, একম্ অদ্বিতীয়মনুপমমিত্যর্থঃ। আত্মানং কার্য্যকারণসঙ্ঘমধিকৃত্য বর্ত্তমানমাত্মতত্ত্বমধ্যাত্মম্ ; যদ্বা, আত্মানং ভগবন্তং হরিমধিকৃত্য বর্ত্তমানমধ্যাত্মং, তৎপ্রসাদৈকলভ্যং তৎপ্রেমেত্যর্থঃ। তস্য দীপং সাক্ষাৎ প্রকাশকম্। উপযামি শরণং ব্রজামি ॥৪০৯॥

ভগবদ্ধর্ম্মবক্তারং ভগবচ্ছাস্ত্রবাচকম্।
বৈষ্ণবং গুরুবদ্ভক্ত্যা পূজয়েজ্জ্ঞানদায়কম্ ॥৪১০॥

অনুবাদ—ভগবচ্ছাস্ত্র-বক্তা, ভগবদ্ধর্ম্মবক্তা ও জ্ঞানদাতা বৈষ্ণবকে ভক্তিপূর্ব্বক গুরুদেবের ন্যায় পূজা করিবে ॥ ৪১০ ॥

টীকা—গুরুর্মন্ত্রোপদেষ্টা, তদ্বৎ জ্ঞানস্য ভগ-বদ্ধর্ম্মাদিবিষয়কস্য দায়কং ভগবচ্ছাস্ত্রবাচনেন ভগ-বদ্ধর্ম্মপ্রতিপাদনাৎ ॥ ৪১০ ॥

অথ শ্রীভগবচ্ছাস্ত্রবক্তৃ-মাহাত্ম্যম্

নারদপঞ্চরাত্রে ঋষীন্ প্রতি শ্রীশাণ্ডিল্যোক্তৌ—
বৈষ্ণবজ্ঞানবক্তারং যো বিদ্যাদ্বিষ্ণুবদ্গুরুম্।
পূজয়েদ্বাঙ্মনঃকায়ৈঃ স শাস্ত্রজ্ঞঃ স বৈষ্ণবঃ ॥৪১১॥
শ্লোকপাদস্য বক্তাপি যঃ পূজ্যঃ স সদৈব্য হি।
কিং পুনর্ভগবদ্বিষ্ণোঃ স্বরূপং বিতনোতি যঃ ॥৪১২॥

অনুবাদ—অতঃপর শ্রীভগবচ্ছাস্ত্রবক্তার মাহাত্ম্য নারদ পঞ্চরাত্রে শ্রীশাণ্ডিল্য মুনি ঋষিগণকে কহিতে-ছেন—বিষ্ণুসম্বন্ধীয় জ্ঞানের বক্তাকে যিনি বিষ্ণুতুল্য গুরুরূপে জানেন ও তাঁহাকে কায়মনোবাক্যে পূজা করিয়া থাকেন, তিনিই যথার্থ শাস্ত্রজ্ঞ ও বৈষ্ণব। যিনি বিষ্ণুধর্ম্মাদি-মাহাত্ম্য বিস্তার করিয়া থাকেন তাঁহার কথা দূরে থাকুক, পাদমাত্র শ্লোক বক্তাও সর্ব্বদা পূজার যোগ্য ॥ ৪১১-৪১২ ॥

টীকা—স্বরূপং তত্ত্বং তদ্ধর্ম্মাদি-মাহাত্ম্যম্ ॥৪১২॥

কিঞ্চ—

নারায়ণঃ পরং ব্রহ্ম তজ্জ্ঞানেনাথ গম্যতে।
জ্ঞানস্য সাধনং শাস্ত্রং শাস্ত্রঞ্চ গুরুবক্ত্রগম্ ॥৪১৩॥
ব্রহ্মপ্রাপ্তিরতো হেতোর্গুর্ব্বধীনা সদৈব হি।
হেতুনানেন বৈ বিপ্রা গুরুর্গুরুতরঃ স্মৃতঃ ॥৪১৪॥

যস্মাদ্দেবো জগন্নাথঃ কৃত্বা মর্ত্যময়ীং তনুম্।
মগ্নানুদ্ধরতে লোকান্ কারুণ্যাচ্ছাস্ত্রপাণিনা ॥ ৪১৫ ॥
তস্মাদ্ভক্তির্গুরৌ কার্য্যা সংসারভয়ভীরুণা।
শাস্ত্রজ্ঞানেন মোহজ্ঞানং তিমিরং বিনিপাতয়েৎ ॥৪১৬
শাস্ত্রং পাপহরং পুণ্যং পবিত্রং ভোগমোক্ষদম্।
শান্তিদঞ্চ মহার্থঞ্চ বক্তি যঃ স জগদ্গুরুঃ ॥ ৪১৭ ॥

অনুবাদ—আরও বলা হইয়াছে—ব্রহ্মজ্ঞানবলে শ্রীনারায়ণকে পাওয়া অতীব দুঃসাধ্য। জ্ঞানের সাধন শাস্ত্র এবং শাস্ত্রও গুরুমুখগত সুতরাং ব্রহ্মলাভ একান্তভাবেই গুরুর অধীন। হে দ্বিজগণ! এইজন্য শ্রীগুরুদেবকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলা হয়। ভগবান জগৎপতি শ্রীহরি গুরুরূপ পরিগ্রহ করিয়া করুণা পূর্ব্বক শাস্ত্ররূপ বাহুদ্বারা সংসার-সাগরে পতিত ব্যক্তিগণকে উদ্ধার করিয়া থাকেন। যিনি শাস্ত্র জ্ঞানদ্বারা অজ্ঞানরূপ অন্ধকার দূরীভূত করেন, সেই শ্রীগুরুদেবে ভক্তি পরায়ণ হওয়া সংসারভয় ভীত জনের অবশ্য কর্ত্তব্য। শাস্ত্র পাতকনাশক, পুণ্য, বিশুদ্ধ, ভোগ-মোক্ষ দানকারী, শান্তি প্রদাতা ও ভক্তিলক্ষণ স্বরূপ। যিনি এই শাস্ত্রবক্তা তিনি জগদ্গুরু ॥ ৪১৩-৪১৭ ॥

টীকা—হে বিপ্রাঃ ॥ ৪১৪ ॥

টীকা—শাস্ত্রমেব পাণিঃ উদ্ধারহেতুত্বাৎ, তেন ॥৪১৫

টীকা—মহানর্থঃ ভক্তিলক্ষণো যস্মাত্তৎ ॥ ৪১৭ ॥

অথ শ্রীকৃষ্ণলীলা-শ্রবণমাহাত্ম্যম্, তত্র পাপাদিশোধকত্ব

স্কান্দে ব্রহ্মনারদসংবাদে—

তেষাং ক্ষীণং মহৎ পাপং বর্ষকোটিশতোদ্ভবম্।
বিপ্রেন্দ্র নাস্তি সন্দেহো যে
শৃণ্বন্তি হরেঃ কথাম্ ॥ ৪১৮ ॥

অনুবাদ—শ্রীকৃষ্ণলীলাকথা-শ্রবণ-মাহাত্ম্য, তন্মধ্যে উক্ত লীলা কথার পাপাদি শোধকত্ব বিষয়ে স্কন্দ-পুরাণে ব্রহ্মনারদ সংবাদে বলা হইয়াছে—ইহাতে কখনও সন্দেহ করা উচিত নয় যে, শ্রীহরিকথা শ্রবণকারী ব্যক্তিগণের শতকোটি বৎসরের সঞ্চিত মহাপাপও ক্ষীণতা প্রাপ্ত হয় ॥ ৪১৮ ॥

তত্রৈবান্যত্র—

সর্ব্বাশ্রমাভিগমনং সর্ব্বতীর্থাবগাহনম্।
ন তথা পাবনং নৃণাং নারায়ণ-কথা যথা ॥ ৪১৯ ॥

অনুবাদ—স্কন্দপুরাণেরই অন্যস্থানে বলা হইয়াছে—শ্রীনারায়ণের কথা মনুষ্যগণকে যে প্রকার পবিত্র করেন, সকল আশ্রমধর্ম্মের আচরণ বা সকল তীর্থে অবগাহন দ্বারাও সেইরূপ পবিত্রতার সম্ভাবনা নাই ॥ ৪১৯ ॥

টীকা—সর্ব্বেষামাশ্রমাণাং ব্রহ্মচর্য্যাদীনাম্ অভিগমনং ক্রমেণ তত্তদ্ধর্ম্মানুষ্ঠানম্। কথেতি। সামান্যতো যদ্যপি কথায়াঃ শ্রবণং কীর্ত্তনাদিকং চোক্তং স্যাৎ, তথাপি শ্রবণানন্তরমেব কীর্ত্তনাদি সম্ভবতীতি আদৌ শ্রবণাপেক্ষা; যদ্বা, শ্রবণে সতি স্বতঃ কীর্ত্তনাদি সিধ্যতীতি। কথায়াং শ্রবণস্য প্রাধান্যাভিপ্রায়েণ পদ্যমেতদত্র সংগৃহীতম্। কিঞ্চ, 'শৃণ্বতাং ব্রুবতাম্' ইত্যাদৌ চ যদ্যপি কীর্ত্তনাদেরপি স্পষ্টং মাহাত্ম্যমুচ্যতে, তথাপি শ্রবণপ্রকরণেঽত্র লিখনাৎ তত্তদত্র দৃষ্টান্তত্বেনোহ্যম্। যদি বা তৎ সর্ব্বং স্বতন্ত্রমেব মন্তব্যং, তর্হি এক এব মহাভাগবতো রসিকতয়া কদাচিৎ বক্তা, কদাচিৎ শ্রোতা, যুগপদ্বা শ্রবণাদিকর্ত্তেত্যেবং শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি-মিশ্রিত-প্রকরণং শ্রীবিষ্ণুপুরাণলিখিতানুসারেণ পৃথক্ কল্পয়িতব্যম্। অত্র চ প্রয়োজনবিশেষাভাবেন গ্রন্থবিস্তরভয়েন চ ন লিখিতমিতি দিক্; এবমন্যদপ্যূহ্যম্ ॥ ৪১৯ ॥

বৃহন্নারদীয়ে যজ্ঞধ্বজোপাখ্যানারম্ভে—

অহো হরিকথা লোকে পাপঘ্নী পুণ্যদায়িনী।
শৃণ্বতাং ব্রুবতাঞ্চৈব তদ্ভাবানাং বিশেষতঃ ॥৪২০॥

অনুবাদ—বৃহন্নারদীয়পুরাণে যজ্ঞধ্বজোপাখ্যানের আরম্ভে—অহো! এই সংসারে হরিকথাই পাপনাশিনী ও পুণ্যদানকারিণী। ভক্তির সহিত শ্রীহরি কথা শ্রবণে উহা বিশেষরূপে পাপনাশিনী ও পুণ্যদানকারিণী হন সন্দেহ নাই ॥ ৪২০ ॥

টীকা—তস্যাং হরিকথায়াং ভাবো ভক্তির্যেষাং তেষাং কথা-চিন্তকানাং বা ॥ ৪২০ ॥

প্রথমস্কন্ধে (২।১৭)—
শৃণ্বতাং স্বকথাঃ কৃষ্ণঃ পুণ্যশ্রবণকীর্ত্তনঃ।
হৃদ্যন্তঃস্থো হ্যভদ্রাণি বিধুনোতি
সুহৃৎ সতাম্ ॥ ৪২১ ॥

অনুবাদ—প্রথমস্কন্ধে বলা হইয়াছে—সাধুগণের মঙ্গলকারী, পুণ্যশ্রবণ-কীর্ত্তন ভগবান কৃষ্ণ নিজ-কথা শ্রবণকারী জনগণের হৃদয়াভ্যন্তরে অবস্থান করিয়া তাহার চিত্তের যাবতীয় কামাদি অশুভ বাসনা ধ্বংস করেন ॥ ৪২১ ॥

টীকা—পুণ্যে শ্রবণকীর্ত্তনে যস্য সঃ, হৃদি যানি অভদ্রাণি কামাদিবাসনাস্তানি, অন্তঃস্থঃ হৃদয়স্থঃ সন্ সতাং কথাশ্রবণাদিপরাণাং, সুহৃদ্ধিতকারী ॥ ৪২১ ॥

একাদশে চ দেবস্তুতৌ (৬।)—
শুদ্ধির্নৃণাং ন তু তথেড্য দুরাশয়ানাং
বিদ্যাশ্রুতাধ্যয়ন-দান-তপঃক্রিয়াভিঃ।
সত্ত্বাত্মনামৃষভ তে যশসি প্রবৃদ্ধ-
সচ্ছ্রদ্ধয়া শ্রবণসংভৃতয়া যথা স্যাৎ ॥ ৪২২ ॥

অনুবাদ—একাদশস্কন্ধে দেবগণ স্তুতি প্রসঙ্গে বলিয়াছেন —হে ঋষভ! হে স্তবনীয়! আপনার যশোরাশি শ্রবণ হেতু বৃদ্ধিপ্রাপ্ত শ্রদ্ধাদ্বারা সাধুগণের যে প্রকার চিত্তশুদ্ধি হয়, বিদ্যা, অধ্যয়ন, দান ও তপস্যাদি অনুষ্ঠান দ্বারাও সংসারিগণের সেই প্রকার হয় না ॥ ৪২২ ॥

টীকা—হে ঈড্য! হে ঋষভ! দুরাশয়ানাং রাগিণাং বিদ্যাদিভিস্তথা শুদ্ধির্ন ভবতি। অত্র বিদ্যা উপাসনা, শ্রুতং শাস্ত্রং, অধ্যয়নং বেদাভ্যাসঃ, তপঃ স্বধর্ম্মাচরণং, ক্রিয়া যজ্ঞাদয়ঃ, সত্ত্বাত্মনাং সতাং, তে যশসি শ্রবণেন সম্ভৃতয়া পরিপুষ্টয়া অতিবৃদ্ধয়া সচ্ছ্রদ্ধয়া উত্তমপ্রীত্যা পরমাদরেণ বা ; যদ্বা, সতামিব শ্রদ্ধয়া আস্তিক্যমাত্রেণাপি যথা স্যাৎ ; যদ্বা, শুদ্ধির্ন স্যাদিত্যত্র হেতুঃ—দুরাশয়ানাং বিদ্যাদিভিরেব দুষ্টাভিমানবতাং সতামিতি। শুদ্ধিঃ স্যাদিত্যত্র হেতুঃ—যশসি প্রবৃদ্ধসচ্ছ্রদ্ধয়ৈব সত্ত্বাত্মনাং শুদ্ধচিত্তানাং সতামিতি। যদ্বা, হে সত্ত্বাত্মনামৃষভ! সাত্বতবর্গপ্রভো! দুরাশয়ানামপি যশসি প্রবৃদ্ধসচ্ছ্রদ্ধয়া যথা শুদ্ধিঃ স্যাৎ, তথা বিদ্যাদিভির্ন স্যাৎ, যদ্বা, তথা সত্ত্বাত্মনাং সাত্ত্বিকানামপি বিদ্যাদিভির্ন স্যাৎ ভগবৎকথাশ্রবণাভাবাৎ ॥ ৪২২ ॥

অথ ক্ষুত্তৃড়াদি-সর্ব্বদুঃখনিবর্ত্তকত্বম্

দশমে শ্রীবাদরায়ণিং প্রতি শ্রীপরীক্ষিদুক্তৌ (১।১৩)—
নৈষাতিদুঃসহা ক্ষুন্মাং ত্যক্তোদমপি বাধতে।
পিবন্তং ত্বন্মুখাম্ভোজচ্যুতং হরিকথামৃতম্ ॥ ৪২৩ ॥

অনুবাদ—দশমস্কন্ধে শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজ শ্রীশুকদেবকে কহিলেন—আমি আমৃত্যু অনশন-ব্রত লইয়া জল পর্য্যন্ত ত্যাগ করিয়াছি, কিন্তু তোমার মুখ-পদ্ম নির্গত শ্রীকৃষ্ণকথামৃত পানহেতু দুঃসহা ক্ষুধা-তেও আমি বিন্দুমাত্র ক্লেশানুভব করিতেছি না ॥৪২৩

টীকা—এষা ক্ষুৎ তু অনশনব্রতোত্থা সর্ব্বানর্থ-মূলভূতা সদ্যো মহাতিপ্রদত্বেন সর্ব্বৈরনুভূয়মানা বা অন্যেষামতিদুঃসহাপি মাং ত্যক্তোদমপি ন বাধতে, ন পীড়য়তি ; যদ্বা, কায়িকব্যাপারাদিবাধমপি নাচরতি। কুতঃ ? সর্ব্বদুঃখং হরতীতি হরিস্তস্য কথৈবামৃতং তৎ পিবন্তং, তচ্চ ত্বন্মুখাম্ভোজচ্যুতমিতি গুণবিশেষো দর্শিতঃ। হরিকথামৃতপানাভাবে চ সদ্য এব জীবনং ন স্যাদিত্যর্থঃ ॥ ৪২৩ ॥

স্কান্দে চ তত্রৈব—
শ্রীপ্রদং বিষ্ণুচরিতং সর্ব্বোপদ্রব-নাশনম্।
সর্ব্বদুঃখোপশমনং দুষ্টগ্রহনিবারণম্ ॥ ৪২৪ ॥

অনুবাদ—স্কন্দপুরাণেও বলা হইয়াছে—শ্রীবিষ্ণু-চরিত শ্রবণ করিলে সম্পত্তি লাভ, সর্ব্বপ্রকারের উপদ্রব নাশ, সকল দুঃখের উপশম ও কুগ্রহ নিবারণ হয় ॥ ৪২৪ ॥

অথ প্রকর্ষেণ সর্ব্বমঙ্গলকারিত্বম্

তত্রৈব—
শ্রোতব্যং সাধুচরিতং যশোধর্ম্মজয়ার্থিভিঃ।
পাপাক্ষয়ার্থং দেবর্ষে স্বর্গার্থং ধর্ম্মবুদ্ধিভিঃ ॥ ৪২৫ ॥
আয়ুষ্যমারোগ্যকরং যশস্যং পুণ্যবর্দ্ধনম্।
চরিতং বৈষ্ণবং নিত্যং শ্রোতব্যং সাধুবুদ্ধিনা ॥৪২৬॥

কুটুম্ববৃদ্ধিং বিজয়ং শত্রুনাশং যশো বলম্।
করোতি বিষ্ণুচরিতং সর্ব্বকামফলপ্রদম্ ॥ ৪২৭॥

অনুবাদ—অনন্তর শ্রীকৃষ্ণলীলা শ্রবণ-উত্তমরূপে সর্ব্বমঙ্গলপ্রদ, ঐ স্কন্দপুরাণেই বলা হইয়াছে—হে নারদ! যশঃ, ধর্ম্ম ও জয় প্রার্থীগণের এবং ধর্ম্ম-বুদ্ধি ও সাধুবুদ্ধি-ব্যক্তিগণের পাপক্ষয় ও স্বর্গলাভের জন্য আয়ুবর্দ্ধক, আরোগ্যপ্রদ, যশঃপ্রদ, ও পুণ্য বর্দ্ধক বিষ্ণুচরিত প্রত্যহ শ্রবণ করা উচিত। বিষ্ণু-চরিত গাথা—বিজয়, অরিক্ষয়, যশোবৃদ্ধি, কুটুম্ববৃদ্ধি, বলবর্দ্ধন এবং সমস্ত অভীষ্ট পূরণকারী ॥৪২৫-৪২৭

টীকা—কিং বহুনোক্তেন? সর্ব্বেষামেব কামানাং বাঞ্ছানাং ফলং প্রকর্ষেণ দদাতীতি তথা তৎ ॥৪২৭॥

অথ সর্ব্বসৎকর্ম্মফলত্বম্

প্রথমস্কন্ধে (২।৮)—

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেনকথাসু যঃ।
নোৎপাদয়েদ্যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্ ॥৪২৮

অনুবাদ—অতঃপর শ্রীকৃষ্ণলীলা-শ্রবণ সর্ব্ব সৎ-কর্ম্মের ফলস্বরূপ, প্রথমস্কন্ধে বলা হইয়াছে—শ্রীহরি কথায় অনুরাগের অভাবে সুচারুরূপে অনুষ্ঠিত ধর্ম্মাচরণও কেবল শ্রমমাত্র সারই হইয়া থাকে—অর্থাৎ ভগবৎ কথায় অনুরাগই সমস্ত ফল প্রাপ্তির প্রধান হেতু ॥ ৪২৮ ॥

টীকা—যো ধর্ম্ম ইতি প্রসিদ্ধঃ, স যদি বিষ্বক্সেন-কথাসু রতিং নোৎপাদয়েৎ, তর্হি স্বনুষ্ঠিতোঽপি সন্ অয়ং শ্রমো জ্ঞেয়ঃ। কথাস্বিতি বহুত্বং গৌরবেণ, যাসু কাসুচিদিত্যেতদ্বিবক্ষয়া বা। ননু মোক্ষাদ্যর্থস্য ধর্ম্মস্য শ্রমত্বমস্ত্যেব, অত আহ—কেবলং বিফলশ্রম ইত্যর্থঃ, ভগবৎকথারত্যনুৎপত্ত্যা মোক্ষাসিদ্ধেঃ, নিজ-সাধ্যভগবৎকথারত্যনুৎপাদনাদ্বা। নন্বস্তি তত্রাপি স্বর্গাদিফলমিত্যাশঙ্ক্য এবকারেণ নিরাকরোতি, ক্ষয়িষ্ণুত্বান্ন তৎ ফলমিত্যর্থঃ ননু 'অক্ষয্যং হ বৈ চাতুর্ম্মাস্যযাজিনঃ সুকৃতং ভবতি' ইত্যাদি-শ্রুতের্ন তৎফলস্য ক্ষয়িষ্ণুত্বমিত্যাশঙ্ক্য হি-শব্দেন সাধয়তি, তদ্বৎ 'যথেহ কর্ম্মজিতো লোকঃ ক্ষীয়তে, এবমেবামুত্র পুণ্যজিতো লোকঃ ক্ষীয়তে' ইতি তর্কানুগৃহীতয়া শ্রুত্যা ক্ষয়প্রতিপাদনাৎ। যদ্বা, ননু সত্ত্বশুদ্ধিদ্বারা মোক্ষঃ ফলমস্ত, তত্রাহ—কেবলমিতি। তত্রাপি বিফলশ্রম এবেতি ভাবঃ, বৈষ্ণবৈর্মোক্ষস্যাপ্যনাদৃতত্বাৎ। যদ্বা, ননু ভক্তিবিঘ্নরূপবিবিধসংসারদুঃখনিরসনার্থং তেষা-মপাসাবপেক্ষ্যঃ স্যাৎ, তত্রাহ—এবেতি। তথাপি তস্যাতিতুচ্ছত্বাৎ কেবলং শ্রম এবেতি ভাবঃ। ননু মোক্ষঃ পরমপুরুষার্থো বেদান্তাদৌ প্রসিদ্ধঃ তত্রাহ—হীতি। 'অজ্ঞানসংজ্ঞৌ ভববন্ধমোক্ষৌ' (শ্রীভাঃ ১০।১৪।২৬) ইত্যাদিভির্বচনৈর্মোক্ষস্য মায়িকতুল্যতা-প্রতিপাদনাৎ। তচ্চ বিস্তরেণ শ্রীভাগবতামৃতোত্তর-খণ্ডে ব্যক্তমেবাস্তি। এবং শ্রীকৃষ্ণকথারত্যুৎপাদন-মেব সর্ব্বধর্ম্মফলমিতি তাৎপর্য্যম্ ॥ ৪২৮ ॥

অথ শ্রোত্রেন্দ্রিয়-সাফল্যকারিত্বম্

তৃতীয়ে শ্রীবিদুরমৈত্রেয়-সংবাদে (৬।৩৭)—

একান্তলাভং বচসো নু পুংসাং
সুশ্লোকমৌলেগু্ণবাদমাহুঃ।
শ্রুতেশ্চ বিদ্বদ্ভিরুপাকৃতায়াং
কথাসুধায়ামুপসংপ্রয়োগম্ ॥ ৪২৯ ॥

অনুবাদ—অতঃপর শ্রীকৃষ্ণলীলা-কথায় শ্রবণে-ন্দ্রিয়ের সাফল্যকারিত্ব, তৃতীয়স্কন্ধে শ্রীবিদুর-মৈত্রেয়-সংবাদে—বিদুরকে শ্রীমৈত্রেয় বলিতেছেন—পুণ্যকীর্তি শ্রীভগবানের গুণকীর্ত্তন ভক্তজনগণের বাক্যের এবং মহাত্মাগণ-কীর্তিত শ্রীহরিকথামৃত-শ্রবণ দ্বারাই পুরুষগণের কান দুইটির সার্থকতা ইহাই বিদ্বদভিমত ॥ ৪২৯ ॥

টীকা—একান্ততো লাভং ফলং নু নিশ্চিতমাহুঃ—শ্রুতেঃ শ্রোত্রস্য চ। উপাকৃতায়াং নিরূপিতায়াম্, উপসংপ্রয়োগং সন্নিধাবর্পণম্ ॥ ৪২৯ ॥

অথ আয়ুঃসাফল্যকারিত্বম্

দ্বিতীয়ে শৌনকোক্তৌ (৩।১৭)—

আয়ুর্হরতি বৈ পুংসামুদ্যন্নস্তঞ্চ যন্নসৌ।
তস্যর্ত্তে যৎ ক্ষণো নীত উত্তমঃশ্লোকবার্ত্তয়া ॥ ৪৩০॥

অনুবাদ—অতঃপর শ্রীকৃষ্ণলীলা-শ্রবণে আয়ুর

সাফল্য কারিত্ব দ্বিতীয়স্কন্ধে শ্রীসূতের প্রতি শ্রীশৌনিকের বাক্য—সূর্য্যের উদয়াস্তের দ্বারা প্রত্যহ জীবগণের আয়ুহৃত হইতেছে, সুতরাং তুমি শ্রীহরিকথা শোনাইয়া আমাদের জীবিত কালকে সার্থক কর ॥ ৪৩০ ॥

টীকা—অসৌ সূর্য্যঃ উদ্যন্ উদ্‌গচ্ছন্ অস্তমদর্শনঞ্চ যন্ গচ্ছন্ যৎ যেন ক্ষণো নীতঃ, তস্যায়ুর্জীবনকালম্ ঋতে বর্জ্জয়িত্বা হরতি। এবং শ্রীভগবদ্বার্ত্তারহিতস্য বৃথৈবায়ুর্গচ্ছতি। একদাপি শ্রীভগবৎকথয়া সর্ব্বমেবায়ুঃ সফলং স্যাদিতি ভাবঃ ॥ ৪৩০ ॥

অথ পরমবৈরাগ্যোৎপাদকত্বম্

তৃতীয়ে বিদুরোক্তৌ (৫।১৩)—

সা শ্রদ্দধানস্য বিবর্দ্ধমানা
বিরক্তিমন্যত্র করোতি পুংসঃ।
হরেঃ পদানুস্মৃতিনির্বৃতস্য
সমস্তদুঃখাত্যয়মাশু ধত্তে ॥ ৪৩১ ॥

অনুবাদ—অতঃপর শ্রীকৃষ্ণলীলা-শ্রবণে পরমবৈরাগ্যের উৎপাদকত্ব, তৃতীয়স্কন্ধে শ্রীবিদুর মহাশয়ের কথায়—যাঁহারা শ্রদ্ধাযুক্ত সেই সকল ব্যক্তিগণের বুদ্ধি ক্রমে ক্রমে পরিশুদ্ধ হইয়া গ্রাম্যসুখে বৈরাগ্য আনয়ন করে। পরে তাহাকে শ্রীহরিপাদপদ্মের অনুস্মরণে পুলকিত করিয়া অল্পকাল মধ্যেই তাহার সর্ব্বপ্রকার দুঃখ বিনষ্ট করে ॥ ৪৩১ ॥

টীকা—সা হরিকথা শ্রদ্দধানস্য প্রীতিং বিশ্বাসং বা কুর্ব্বতঃ, তয়া বিনা তাদৃশবিরক্ত্যসিদ্ধেঃ, প্রবৃত্ত্যভাবাচ্চ। যদ্বা, আস্তিক্যমাত্রং কুর্ব্বতোঽপি পুংমাত্রস্য, অন্যত্র গ্রাম্যসুখে হরিকথাব্যতিরিক্তে বা সর্ব্বত্র। ততঃ কিম্? অত আহ—হরেরিতি, হরেঃ পাদয়োরনুস্মৃতিঃ নিরন্তরস্মরণং, তয়া নির্বৃতস্য সতঃ ॥৪৩১

চতুর্থে শ্রীপৃথুচরিতান্তে শ্রীমৈত্রেয়োক্তৌ (২৩।১২)—

ছিন্নান্যধীরধিগতাত্মগতির্নিরীহ-
স্তত্তত্যজেঽচ্ছিনদিদং বয়ুনেন যেন।
তাবন্ন যোগগতিভির্যতিরপ্রমত্তো
যাবদ্গদাগ্রজকথাসু রতিং ন কুর্য্যাৎ ॥ ৪৩২॥

অনুবাদ—চতুর্থস্কন্ধে শ্রীপৃথুমহারাজের সহিত শ্রীমৈত্রেয়ের উক্তিতে দেহে আত্মবুদ্ধি ছিন্ন হওয়ায় এবং ভগবৎ-স্বরূপ-লাভ করায় মহারাজ পৃথুর উপস্থিত অণিমাদি সিদ্ধিতেও আর স্পৃহা রহিল না, অতএব যে জ্ঞানবলে অসম্ভাবনাদির নিদান-স্বরূপ হৃদয়গ্রন্থি কর্ত্তিত হইল, তাহা ত্যাগ করিলেন। কারণ শ্রীহরিকথায় আসক্তি বা অনুরাগ না জন্মান পর্য্যন্ত যোগগতিতে সন্ন্যাসী প্রমত্ততা ত্যাগ করিতে পারে না ॥ ৪৩২ ॥

টীকা—ছিন্না বিনষ্টা অন্যধীঃ দেহাত্মবুদ্ধির্দ্দেবান্তরবিষয়কবুদ্ধির্বা ভক্তিব্যতিরিক্তজ্ঞানাদিবিষয়কবুদ্ধির্বা যস্য সঃ। যতঃ অধিগতা অধিকং প্রাপ্তা আত্মগতিঃ আত্মতত্ত্বং শ্রীকৃষ্ণো বা তদ্ভক্তির্বা যেন সঃ, অতএব নিরীহঃ প্রাপ্তাসু সিদ্ধিষ্বপি নিঃস্পৃহঃ দেহাদ্যর্থচেষ্টারহিতো বা। কিঞ্চ, যেন বয়ুনেন জ্ঞানেন ইদং পূর্ব্বোক্তং সংশয়পদং সংসারবন্ধনং বা অচ্ছিনৎ তত্ত্যাজ—পৃথুঃ তৎপ্রযত্নাদপ্যুপররামেত্যর্থঃ, ফলে সিদ্ধে সাধনপ্রয়াসানুপপত্তেঃ। তস্যাণিমাদিসিদ্ধিষু চতুর্ব্বিধমোক্ষেষ্বপি নিঃস্পৃহত্বং যুক্তমেবেত্যাহ—তাবন্নাপ্রমত্তঃ, কিন্তু প্রমত্তো ভবত্যেব। যতির্জ্ঞাননিষ্ঠোঽপি, অতঃ পৃথোঃ শ্রীকৃষ্ণকথারত্যা তত্র তত্র ন লোভো জাত ইত্যর্থঃ ॥ ৪৩২ ॥

একাদশে চ শ্রীভগবন্তং প্রত্যুদ্ধববাক্যে (৬।৪৪)—

তব বিক্রীড়িতং কৃষ্ণ নৃণাং পরমমঙ্গলম্।
কর্ণপীযূষমাস্বাদ্য ত্যজন্ত্যন্যস্পৃহাং জনাঃ ॥ ৪৩৩ ॥

অনুবাদ—একাদশস্কন্ধে শ্রীভগবানের প্রতি শ্রীউদ্ধবের বাক্যে—হে কৃষ্ণ! পরমমঙ্গল জনক এবং কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট অমৃতধারার ন্যায় তোমার ক্রীড়াবিষয় আস্বাদন করিয়া মনুষ্যগণ সহজেই অন্য বাসনা ত্যাগ করে ॥ ৪৩৩ ॥

টীকা—আস্বাদ্য প্রীত্যা নিশম্য; অন্যস্মিন্ বিষয়ভোগাদৌ মোক্ষেঽপি স্পৃহাম্ ॥ ৪৩৩ ॥

অথ সংসারতারকত্বম্

চতুর্থে প্রচেতসঃ প্রতি শ্রীভগবদুক্তৌ (৩০।১৯)—

গৃহেষ্বাবিশতাঞ্চাপি পুংসাং কুশলকর্ম্মণাম্।
মদ্বার্ত্তা-যাতযামানাং ন বন্ধায় গৃহা মতাঃ ॥ ৪৩৪ ॥

অনুবাদ—অতঃপর শ্রীকৃষ্ণলীলাকথা-শ্রবণের সংসারতারকত্ব চতুর্থস্কন্ধে প্রচেতোগণের প্রতি শ্রীভগবানের উক্তিতে—ইহা সত্য যে গৃহাশ্রম হইতে বন্ধনের উৎপত্তি হয়, কিন্তু হে বৎসগণ! গৃহাশ্রমী হইয়াও কর্ম্ম সকল আমায় অর্পণ করিলে একপ্রহর-কালমাত্রও আমার কথা প্রসঙ্গে কাটাইলে সেই গৃহাশ্রম কখনও বন্ধের কারণ হয় না অর্থাৎ গৃহাশ্রম বা সন্ন্যাসাশ্রম যাহাই হউক না কেন বন্ধন-মুক্তির হেতু ভগবদ্ভক্তি ॥ ৪৩৪ ॥

টীকা—আবিশতাম্ আসক্ত্যা নিবসতামপি, কুশলং মদর্পিতং কর্ম্ম যেষাং ; মদ্বার্ত্তয়া যাতো যামঃ কালঃ একপ্রহরমাত্রো বা যেষাং, ন বন্ধায় মতাঃ, কিন্তু সংসারবন্ধমোচনায়ৈব মতাঃ সদ্ভিরিত্যর্থঃ ॥ ৪৩৪ ॥

অথ সর্ব্বার্থপ্রাপকত্বম্

স্কান্দে তত্রৈব—

ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং যদিষ্টঞ্চ নৃণামিহ।
তৎ সর্ব্বং লভতে বৎস কথাং শ্রুত্বা হরেঃ সদা ॥৪৩৫

অনুবাদ—অতঃপর কৃষ্ণলীলা-কথা-শ্রবণে সর্ব্বার্থ প্রাপকত্ব—স্কন্দপুরাণে উক্ত স্থানেই বলা হইয়াছে—হে নারদ মনুষ্যগণ এই সংসারে যদি ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ চায়, তাহা হইলে সর্ব্বদা শ্রীহরিকথাশ্রবণ করিতে হইবে। এইরূপ করিলে তাহারা সব কিছুই লাভ করিতে পারিবে ॥ ৪৩৫ ॥

টীকা—বৎস হে নারদ! যদ্বা, হরের্বৎসসম্বন্ধি-কথাং বৎসপালনলীলাবার্ত্তামিত্যর্থঃ ॥ ৪৩৫ ॥

দ্বাদশে চ শ্রীশুকোক্তৌ (৪।৪০)—

সংসারসিন্ধুমতিদুস্তরমুত্তিতীর্ষো-
র্নান্যঃ প্লবো ভগবতঃ পুরুষোত্তমস্য।
লীলাকথারসনিষেবণমন্তরেণ
পুংসো ভবেদ্বিবিধ-দুঃখদবার্দ্দিতস্য ॥ ৪৩৬ ॥

অনুবাদ—দ্বাদশস্কন্ধে শ্রীশুকদেবের কথায়—সংসারে বিবিধ দুঃখ-রূপ দাবাগ্নির দ্বারা পীড়িত এবং দুস্তর সংসারসমুদ্র পার হইতে ইচ্ছুক ব্যক্তি-গণের বিষয়ে পুরুষোত্তম শ্রীভগবানের লীলাকথা-রস সেবন ব্যতীত অন্য কোন উপায় নাই ॥ ৪৩৬ ॥

টীকা—বিবিধং দুঃখমেব দাবানলঃ, তেনার্দ্দিতস্য পীড়িতস্য, অত উত্তিতীর্ষোঃ পুংসঃ ভগবতো যা লীলাকথাস্তাসাং রসস্তন্নিষেবণমন্তরেণ অন্যঃ প্লবঃ উত্তরণসাধনং ন ভবেৎ ॥ ৪৩৬ ॥

দ্বারকামাহাত্ম্যে—

নিত্যং কৃষ্ণকথা যস্য প্রাণাদপি গরীয়সী।
ন তস্য দুর্ল্লভং কিঞ্চিদিহ লোকে পরত্র চ ॥ ৪৩৭॥

অনুবাদ—দ্বারকামাহাত্ম্যে উক্ত হইয়াছে—শ্রীকৃষ্ণ-কথা যাহার প্রাণাপেক্ষা প্রিয়, তাঁহার ইহলোক ও পর লোকে সব কিছুই সুলভ ॥ ৪৩৭ ॥

টীকা—প্রাণাদপি কথা গরীয়সীতি—নিজজীব-নাদপি কথাশ্রবণাদৌ যস্যাসক্তিরিত্যর্থঃ ॥ ৪৩৭ ॥

দ্বিতীয়স্কন্ধে (৩।১২)—

জ্ঞানং যদা প্রতিনিবৃত্তগুণোর্ম্মিচক্র-
মাত্মপ্রসাদ উত যত্র গুণেষ্বসঙ্গঃ।
কৈবল্যসম্মতপথস্ত্বথ ভক্তিযোগঃ
কো নির্বৃতো হরিকথাসু রতিং ন কুর্য্যাৎ ॥৪৩৮

অনুবাদ—দ্বিতীয়স্কন্ধে—শ্রীশুকদেব মহারাজ পরীক্ষিৎকে কহিলেন, হরিকথা শ্রবণ করিতে করিতে এরূপ জ্ঞানের উদয় হয় যে তাহাতে সমস্ত রাগ এক-বারে নিবৃত্ত হয়। ইহাতে মনের প্রসন্নতা জন্মে এবং রূপরসাদি বিষয়ে বৈরাগ্য উৎপন্ন হয়, সুতরাং তাহা-কেই মুক্তিপথ স্বরূপ কিংবা ভক্তিযোগ বলা হয়। বিষয়-সুখে বিরাগী ব্যক্তিমাত্রই সেই কথায় রতি করিয়া থাকে ॥ ৪৩৮ ॥

টীকা—যৎ যাসু কথাসু জ্ঞানং ভবতি। কীদৃশং? আ সর্ব্বতঃ প্রতিনিবৃত্তম্ উপরতং গুণোর্ম্মীণাং রাগা-দীনাং চক্রং সমূহো যস্মাৎ, তদ্ধেতুরাত্মনো মনসঃ প্রসাদশ্চ যত্র যাসু। আত্মপ্রসাদহেতুঃ গুণেষু বিষয়েষু অসঙ্গো বৈরাগ্যঞ্চ। উভয়ত্রেতি পাঠে ইহামুত্র চ গুণেষ্বসঙ্গঃ। অথ তত্তদনন্তরং কৈবল্যমিত্যেব

সম্মতঃ পন্থা যো ভক্তিযোগঃ, স চ ভবতি। নির্বৃতঃ অন্যত্র, শ্রবণসুখেন নির্বৃত ইতি বা ॥ ৪৩৮ ॥

অথ মোক্ষাধিকত্বম্

দশমস্কন্ধে শ্রুতিস্তুতৌ (৮৭।২১)—

দুরবগমাত্মতত্ত্বনিগমায় তবাত্ততনো-
শ্চরিতমহামৃতাব্ধিপরিবর্ত্তপরিশ্রমণাঃ।
ন পরিলষন্তি কেচিদপবর্গমপীশ্বর তে
চরণসরোজহংসকুল-সঙ্গবিসৃষ্টগৃহাঃ ॥ ৪৩৯ ॥

অনুবাদ—অতঃপর শ্রীকৃষ্ণলীলাকথা-শ্রবণের মোক্ষ অপেক্ষা আধিক্য, দশমস্কন্ধে শ্রুতিগণ কহিতেছেন—হে ঈশ্বর ! দুর্ব্বোধ আত্মতত্ত্ব জানাইবার নিমিত্ত আবিষ্কৃত মূর্ত্তি আপনার চরিত্ররূপ মহাসাগরে স্নান করিয়া বিগতশ্রম ব্যক্তিগণের মধ্যে কেহ কেহ আপনার চরণ কমলে হংসকুলের মত রমমান ভক্তগণের সঙ্গ করিয়া শ্রমক্লান্তি রহিত হইয়া মুক্তিকেও অবহেলা করেন ॥ ৪৩৯ ॥

টীকা—ভো ঈশ্বর ! দুর্ব্বোধং যৎ আত্মনস্তব তত্ত্বং তস্য নিগমায় জ্ঞাপনায় তবাত্ততনোঃ আবিষ্কৃতমূর্ত্তেঃ চরিতমেব মহামৃতাব্ধিঃ, তস্মিন্ পরিবর্ত্তো বিগাহস্তেন পরিশ্রমণাঃ পরিবর্জ্জনার্থং শ্রমণং শ্রমঃ, গতশ্রমা ইত্যর্থঃ। যদ্বা, তৎ পরিশ্রমণমভ্যাসো যেষাং তে ; যদ্বা, চরিতমহামৃতাব্ধেঃ পরিবর্ত্তাস্তরঙ্গাস্তেষু পরিশ্রমণাঃ কৃতপরিশীলনাঃ ত্বন্মধুরকথারসসেবিন ইত্যর্থঃ। অপবর্গমপি ন পরিলষন্তি নেচ্ছন্তি, কুতোঽন্যৎ। কেচিদিতি এবম্ভূতা ভক্তিরসিকা বিরলা ইতি দর্শয়তি। ন কেবলমন্যন্নেচ্ছন্তি, কিন্তু তেনৈব সুখেন পূর্ণাঃ সন্তঃ পূর্ব্বসিদ্ধগৃহাদিসুখমপ্যপেক্ষন্তে ইত্যাহ—তব চরণসরোজে হংসা ইব রমমাণা যে ভক্তাস্তেষাং কুলং, তেন সঙ্গস্তেন বিসৃষ্টা গৃহা যৈস্তে তথা ; যদ্বা, চরিতমহামৃতাব্ধিপরিবর্ত্তপরিশ্রমণত্বে হেতুঃ—'চরণসরোজহংসকুলসঙ্গবিসৃষ্টগৃহাঃ' ইতি অর্থস্তু তথৈব। শ্রুতিশ্চ মুক্তেরপ্যাধিক্যং ভক্তের্দর্শয়তি—'যং সর্ব্বে বেদা নমন্তি, মুমুক্ষবো ব্রহ্মবাদিনশ্চ' ইতি। ব্যাখ্যাতঞ্চ সর্ব্বজ্ঞৈর্ভাষ্যকৃদ্ভিঃ—মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভগবন্তং ভজন্তে ইতি ॥৪৩৯

তৃতীয়স্কন্ধে শ্রীকপিলদেবহূতি-সংবাদে (২৫।৩৪)—

নৈকাত্মতাং মে স্পৃহয়ন্তি কেচিন্মৎ-
পাদসেবাভিরতা মদীহাঃ।
যেঽন্যোঽন্যতো ভাগবতাঃ প্রসজ্য
সভাজয়ন্তে মম পৌরুষাণি ॥ ৪৪০ ॥

অনুবাদ—তৃতীয়স্কন্ধে শ্রীকপিলদেবহূতি সংবাদে কপিলদেবের বাক্য—হে মাতঃ, আমার পদসেবানিষ্ঠ ব্যক্তিদের সমস্ত চেষ্টাই আমার সুখের, জন্য, বিশেষতঃ যাঁহারা পরস্পর মিলিত হইয়া সানুরাগে আমার লীলাকথা কীর্ত্তন করেন। এই প্রকার ভাগবত পুরুষ সেই প্রকার মুক্তি অর্থাৎ আমার সহিত একাত্মতা ইচ্ছা করেন না ॥ ৪৪০ ॥

টীকা—মোক্ষাদপি ভক্তের্গরিষ্ঠত্বমেবোপপাদয়তি নৈকাত্মতামিতি, একাত্মতাং সাযুজ্যমোক্ষং, পাদসেবাভিরতত্বমেবাহ—মদীহা মদর্থমেব ঈহাঃ শ্রবণবাগিন্দ্রিয়াদিব্যাপারা যেষাম্। তামেবাভিব্যঞ্জয়তি—যে ইতি। প্রসজ্য আসক্তিং কৃত্বা পৌরুষাণি বীর্য্যাণি সভাজয়ন্তে শ্রবণকীর্ত্তনাদিনা সংমানয়ন্তি। প্রসজ্যেত্যনেন অন্যোঽন্যপ্রীতিহেতুঃ পৌরুষসভাজনস্য স্বাভাবিকো রসবিশেষো দর্শিতঃ, অতএব গরিষ্ঠত্বং সিদ্ধমিতি দিক্ ॥ ৪৪০ ॥

অথ বৈকুণ্ঠলোকপ্রাপকত্বম্

দ্বিতীয়ে শ্রীসূতোক্তৌ (২।৩৭)—

পিবন্তি যে ভগবত আত্মনঃ সতাং
কথামৃতং শ্রবণপুটেষু সংভৃতম্।
পুনন্তি তে বিষয়বিদূষিতাশয়ং
ব্রজন্তি তচ্চরণসরোরুহান্তিকাম্ ॥ ৪৪১ ॥

অনুবাদ—অতঃপর শ্রীকৃষ্ণলীলা-কথা-শ্রবণের বৈকুণ্ঠলোক প্রাপকত্ব, দ্বিতীয়স্কন্ধে শ্রীসূত গোস্বামী কহিতেছেন—ভগবান্ শ্রীহরি ভক্তগণের আত্মপ্রকাশক, তাঁহার কথামৃত যাঁহারা কর্ণদ্বয়ের মাধ্যমে পান করেন, তাঁহাদের চিত্তবৃত্তি বিষয়-দূষিত হইলেও তাঁহারা তাহা পবিত্র করিয়া শ্রীবিষ্ণুর পাদপদ্মে গমন করেন ॥ ৪৪১ ॥

টীকা—সতাং জ্ঞানিনামাত্মনঃ আত্মত্বেন প্রকাশ-

মানস্য ; যদ্বা, সতাং ভক্তানামাত্মনঃ পরমপ্রিয়স্য, শ্রবণপুটৈঃ সম্ভৃতং পিবন্তীতি সুখমাদরেণ, মুহুঃ শৃণ্বন্তীত্যর্থঃ। বিষয়ৈর্বিদূষিতং মলিনীকৃতমাশয়ম্; যদ্বা, বিষয়ৈর্বিদূষিত আশয়ো যস্য তমপি পুনন্তি শোধয়ন্তি, কিমুতাত্মানম্; কিঞ্চ, তস্য চরণপদ্মান্তিকং শ্রীবৈকুণ্ঠলোকং ব্রজন্তি ॥ ৪৪১ ॥

তৃতীয়ে কপিলদেবস্তুতৌ (৫।৪৫)—

পানেন তে দেব কথাসুধায়াঃ
প্রবৃদ্ধভক্ত্যা বিশদাশয়া যে।
বৈরাগ্যসারং প্রতিলভ্য বোধং
যথাঞ্জসান্বীয়ুরকুণ্ঠধিষ্ণ্যম্ ॥ ৪৪২ ॥

অনুবাদ—তৃতীয়স্কন্ধে শ্রীকপিলদেব স্তুতিতে—ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ভক্তিদ্বারা যাঁহাদের চিত্তবৃত্তি নির্ম্মল হইয়াছে এবং যাঁহারা তোমার কথারূপ অমৃতপানে অভ্যস্ত, তাঁহারা বৈরাগ্যসার জ্ঞানলাভান্তে শ্রীবৈকুণ্ঠধাম প্রাপ্ত হন ॥ ৪৪২ ॥

টীকা—বৈরাগ্যং সারঃ বলং যস্য তম্; যদ্বা; বৈরাগ্যস্য সারঃ ফলরূপং বোধং ভগবদ্ভক্তিমাহাত্ম্যাদিজ্ঞানং যথাবৎ প্রতিলভ্য লব্ধ্বা অঞ্জসা সুখেন অকুণ্ঠধিষ্ণ্যং শ্রীবৈকুণ্ঠলোকম্ অন্বীয়ুঃ প্রাপুঃ ॥ ৪৪২ ॥

স্কান্দে অমৃতসারোদ্ধারে শ্রীযমস্য দূতানুশাসনে—

যে শৃণ্বন্তি কথাং বিষ্ণোর্যে পঠন্তি হরেঃ কথাম্।
কুলাযুতং নাবলোক্যং গতাস্তে ব্রহ্ম শাশ্বতম্ ॥৪৪৩

অনুবাদ—স্কন্ধপুরাণে অমৃতসারোদ্ধারে শ্রীধর্ম্মরাজ দূতগণকে কহিতেছেন—হে দূতগণ! যাঁহারা বিষ্ণুকথা শ্রবণ করেন এবং যাঁহারা পাঠ করেন, তোমরা তাঁহাদের অযুতকুলের প্রতি কখনও দৃষ্টিপাত করিও না। তাঁহারা সকলে শ্রীবৈকুণ্ঠলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন ॥ ৪৪৩ ॥

টীকা—ব্রহ্মস্বরূপং শাশ্বতং নিরপায়পদং শ্রীবৈকুণ্ঠলোকমিত্যর্থঃ ॥ ৪৪৩ ॥

যস্য বিষ্ণুকথালাপৈর্নিত্যং প্রমুদিতং মনঃ।
তস্য ন চ্যবতে লক্ষ্মীস্তৎপদঞ্চ করে স্থিতম্ ॥৪৪৪॥

অনুবাদ—বিষ্ণুকথা আলাপনে যাঁহার মন নিত্য হর্ষান্বিত, লক্ষ্মী কখনও তাঁহাকে পরিত্যাগ করেন না এবং তিনি বৈকুণ্ঠলোক করতলগত করিয়াছেন ॥ ২৪৪ ॥

টীকা—তস্য বিষ্ণোঃ পদং স্থানং শ্রীবৈকুণ্ঠলোকঃ, করে স্থিতং সুলভমিত্যর্থঃ ॥ ৪৪৪ ॥

অথ প্রেমসম্পাদকত্বম্

দ্বাদশে (৩।১৫)—

যস্তূত্তমঃশ্লোকগুণানুবাদঃ
সঙ্গীয়তেঽভীক্ষ্ণমমঙ্গলঘ্নঃ।
তমেব নিত্যং শৃণুয়াদভীক্ষ্ণং
কৃষ্ণেঽমলাং ভক্তিমভীপ্সমানঃ ॥ ৪৪৫ ॥

অনুবাদ—অতঃপর শ্রীকৃষ্ণলীলাকথা-শ্রবণের প্রেম সম্পাদকত্ব, দ্বাদশস্কন্ধে শ্রীশুকদেব রাজা পরীক্ষিৎকে কহিলেন—হে রাজন্! শ্রীকৃষ্ণে প্রেমলক্ষণা ভক্তিলাভের ইচ্ছায় সর্ব্বদা তাঁহার অমঙ্গল নাশক গুণানুবাদ শ্রবণ করাই পারমার্থিক বলিয়া জানিবে ॥ ৪৪৫ ॥

টীকা—তমেব, ন তু তদ্ব্যতিরিক্তং শৃণুয়াৎ। নিত্যং প্রত্যহং, তত্রাপ্যভীক্ষ্ণম্; যদ্বা, অভীক্ষ্ণং কৃষ্ণে যা অমলা ভক্তিঃ প্রেমলক্ষণা তামভীপ্সমানঃ, গুণানুবাদশ্রবণেনৈব সা সম্পদ্যেতেত্যর্থঃ ॥ ৪৪৫ ॥

অথ শ্রীভগবদ্বশীকারিত্বম্

স্কান্দে—

যত্র যত্র মহীপাল বৈষ্ণবী বর্ত্ততে কথা।
তত্র তত্র হরির্যাতি গৌর্যথা সুতবৎসলা ॥ ৪৪৬ ॥

অনুবাদ—অতঃপর শ্রীকৃষ্ণলীলাকথা-শ্রবণের ভগবদ্বশীকারিত্ব স্কন্দপুরাণে যথা—যেখানে যেখানে বিষ্ণুকথা বিদ্যমান, হে রাজন্! সেখানে সেখানে ভগবান হরি সন্তান বৎসলা গাভীর মত গমন করেন ॥ ৪৪৬ ॥

শ্রীবিষ্ণুধর্ম্মে শ্রীভগবদুক্তৌ, স্কান্দে চ
শ্রীভগবদর্জ্জুন-সংবাদে—
মৎকথাবাচকং নিত্যং মৎকথাশ্রবণে রতম্।
মৎকথাপ্রীতমনসং নাহং ত্যক্ষ্যামি তং নরম্ ॥৪৪৭

অনুবাদ—শ্রীবিষ্ণুধর্ম্মে শ্রীভগবদ্বাক্যে এবং স্কন্দ-পুরাণে, শ্রীভগবদর্জ্জুন-সংবাদে এই বিষয়ে কথিত হইয়াছে—আমি তাহাকে কখনই ত্যাগ করি না, যিনি প্রত্যহ আমার কথা বলেন, আমার কথা শ্রবণে অনু-রাগ প্রকাশ করেন এবং আমার কথায় যাঁহার প্রীতি হয় ॥ ৪৪৭ ॥

———

দশমস্কন্ধে ব্রহ্মস্তুতৌ (১৪।৩)—
জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব
জীবন্তি সন্মুখরিতাং ভবদীয়বার্ত্তাম্।
স্থানেস্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনু-বাঙ্মনোভি-
র্যে প্রায়শোঽজিত জিতোঽপ্যসি তৈস্ত্রিলোক্যাম্ ॥৪৪৮

অনুবাদ—দশমস্কন্ধে ব্রহ্মস্তুতি-প্রসঙ্গে ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণকে কহিতেছেন—হে ভগবন্! জ্ঞান বিষয়ে অল্প চেষ্টাও না করিয়া যে সকল ব্যক্তি সৎস্থানেই অব-স্থান করিয়া সাধুজনকর্ত্তৃক নিত্য প্রকটিত, নিজ হইতে শ্রুতিগত তোমার কথা কায়মনোবাক্যে ও শ্রদ্ধায় অবলম্বন করিয়া থাকেন, তাঁহারা অন্য কোন কর্ম্ম না করিলেও ত্রৈলোক্য মধ্যে অন্যান্য সকলের প্রায়শঃ অজিত আপনাকে জয় করিয়া থাকে। অর্থাৎ আপনি আপনার গুণগ্রাহী ব্যক্তিগণের বশীভূত থাকেন ॥ ৪৪৮ ॥

টীকা—উদপাস্য ঈষদপ্যকৃত্বা, সদ্ভির্মুখরিতাং স্বত এব নিত্যং প্রকটিতাম্; যদ্বা, সন্তঃ সংযত-বাচোঽপি মুখরিতা যয়া তাং ভবদীয়াং ভবদীয়ানাং বা ভগবদ্ভক্তানামপি বার্ত্তাম্। সৎস্থান এব স্থিতাঃ, সৎসন্নিধিমাত্রেণ সন্মুখরিতত্বেন বা স্বত এব শ্রুতি-গতাং শ্রবণং প্রাপ্তাম্; তনুবাঙ্মনোভির্নমন্তঃ সৎ-কুর্ব্বন্তঃ যে জীবন্তি কেবলং, ন ত্বন্যৎ যদ্যপি কুর্ব্বন্তি, তৈঃ প্রায়শস্ত্রিলোক্যামন্যৈরজিতোঽপি ত্বং জিতঃ প্রাপ্তঃ বশীকৃতো বাঽসি। যদ্বা, শ্রুতিগতাং বেদবর্ত্তিনীং সন্মুখরিতাং ভবদীয়বার্ত্তাং প্রায়শো নমন্তঃ, তদুদ্দেশেন নমনং কুর্ব্বন্তোঽপি; অপ্যর্থে এবকারঃ; প্রায়শ ইতি —কদাচিদশক্ত্যাদিনা ন নমন্তোঽপীত্যর্থঃ। জীবন্তি যদ্যপি স্বপ্রাণান্ পোষয়ন্তি; যদ্বা, বার্ত্তামুপজীবন্তি, তয়া নিজজীবিকাং সাধয়ন্তি। তথাপি হে অজিত! ত্রিলোক্যাং সর্ব্বত্রৈবেত্যর্থঃ, তনুবাঙ্মনোভিঃ কৃত্বা তৈরপি ত্বং জিতোঽসি, কিং পুনর্যত্নতঃ সতাং স্থানে গত্বা ভক্ত্যা ত্বৎকথাশ্রবণাদিপরৈরিত্যর্থঃ। তত্র তন্বা জিতত্বং, সততবিচিত্রপরিচর্য্যাদিশক্ত্যা, বাচা চ সতত-ত্বন্নামাদিস্ফূর্ত্ত্যা, মনসা চ সততচিন্তান্তরাবির্ভাবেন; যদ্বা, তৈরেব তন্বাদিভিঃ সহ জিতোঽসি, ততশ্চ তন্বা সহ জিতত্বং সততং শ্রীমূর্ত্তেঃ স্ফূর্ত্ত্যাদি, বাচা সহ জিতত্বঞ্চ তেনৈব তৎস্তুত্যাদিকং, মনসা সহ জিতত্বঞ্চ তেনৈব তস্য ধ্যানাদিকমিতি দিক্। অন্যৎ সমানম্। এবং জ্ঞানানাদরেণ ভগবৎকথাশ্রবণপরতায়া মাহাত্ম্যং দর্শিতম্ ॥ ৪৪৮ ॥

———

অথ স্বতঃ পরমপুরুষার্থতা

তৃতীয়ে শ্রীসনকাদি-স্তুতৌ (১৫।৪৮)—
নাত্যন্তিকং বিগণয়ন্ত্যপি তে প্রসাদং
কিংবান্যদর্পিতভয়ং ভ্রুব উন্নয়ৈস্তে।
যেঽঙ্গ ত্বদঙ্ঘ্রিশরণা ভবতঃ কথায়াঃ
কীর্ত্তন্যতীর্থযশসঃ কুশলা রসজ্ঞাঃ ॥ ৪৪৯ ॥

অনুবাদ—অতঃপর শ্রীকৃষ্ণলীলাকথা-শ্রবণের স্বতঃ পরমপুরুষার্থকতা বিষয়ে তৃতীয়স্কন্ধে শ্রীসন-কাদির স্তবে উক্ত হইয়াছে—হে প্রভো! অতিশয় রমণীয় ও পবিত্রতা হেতু তোমার যশঃসমূহ কীর্ত্ত-নের যোগ্য এবং তীর্থীভূত। তোমার কথা রসজ্ঞ বিজ্ঞব্যক্তিগণ তোমার আত্যন্তিক অনুগ্রহ স্বরূপ মোক্ষপদও ইচ্ছা করেন না, তোমার ভ্রূভঙ্গী ভীতি সঙ্কুল ইন্দ্রাদি পদের কথা আর কি বলিব ? ৪৪৯ ॥

টীকা—আত্যন্তিকং মোক্ষাখ্যমপি তে প্রসাদং বৈকুণ্ঠলোকং বা তে ন বিগণয়ন্তি নাদ্রিয়ন্তে, কিমুত অন্যৎ ব্রাহ্ম্যাদিপদম্। তে তব ভ্রুব উন্নয়ৈঃ উজ্জৃম্ভৈ-রর্পিতং নিহিতং ভয়ং যস্মিন্ তৎ; কে তে ? অঙ্গ হে ভগবন্! যে ভবতঃ কথায়াঃ রসজ্ঞাঃ, যতঃ কুশলাঃ নিপুণা, যতস্তদঙ্ঘ্র্যাশ্রয়াঃ। কথম্ভূতস্য ? রমণীয়ত্বেন পাবনত্বেন চ কীর্ত্তনার্হং তীর্থঞ্চ যশো যস্য

তস্য। এবং কথারসজ্ঞানাং বৈকুণ্ঠলোকানাদরেণ কথায়াঃ স্বতঃ পরমফলত্বং সিদ্ধম্ ॥ ৪৪৯ ॥

চতুর্থে শ্রীভগবন্তং প্রতি সিদ্ধানাং স্তুতৌ (৭।৩৫)—

অয়ং তে কথামৃষ্টপীযূষনদ্যাং
মনোবারণঃ ক্লেশ-দাবাগ্নিদগ্ধঃ।
তৃষার্ত্তোঽবগাঢ়ো ন সস্মার দাবং
ন নিষ্ক্রামতি ব্রহ্মসম্পন্নবন্নঃ ॥ ৪৫০ ॥

অনুবাদ—চতুর্থস্কন্ধে শ্রীসিদ্ধগণের স্তুতি শ্রীভগবানের প্রতি—হে ভগবন্! সংসার-দাবাগ্নিতে দগ্ধ এবং বিষয়-তৃষ্ণায় কাতর আমাদের মনোরূপ মত্ত-হস্তী আপনার কথা রূপ পরিশুদ্ধ অমৃত নদীতে অবগাহন করুক, তাহা হইলে ঐ দাবাগ্নি একবারে নির্ব্বাপিত হইবে এবং পরব্রহ্ম-সাযুজ্যের ন্যায় আর সেখান হইতে ফিরিয়া আসিবে না অর্থাৎ তোমার ধাম প্রাপ্ত হইবে ॥ ৪৫০ ॥

টীকা—অয়ং মনোগজঃ ত্বৎ কথৈব মৃষ্টং শুদ্ধং পরমমধুরং বা পীযূষং, তন্ময়ী যা নদী, তস্যামবগাঢ়ঃ প্রবিষ্টঃ দাবাগ্নিতুল্যং সংসারতাপং ন স্মরতি স্ম, ন চ ততো নির্গচ্ছতি, তস্যৈব স্বতঃ পরমপুরুষার্থত্বাৎ। ব্রহ্মসম্পন্নবৎ—ব্রহ্মৈক্যপ্রাপ্তো জন ইব ॥ ৪৫০ ॥

অতএবোক্তং প্রথমস্কন্ধে শ্রীশৌনকাদিভিঃ (১।১৯)—

বয়ন্তু ন বিতৃপ্যাম উত্তমঃশ্লোকবিক্রমে।
যচ্ছৃণ্বতাং রসজ্ঞানাং স্বাদু স্বাদু পদে পদে ॥ ৪৫১ ॥

অনুবাদ—অতএব প্রথমস্কন্ধে শ্রীশৌনকাদির উক্তি—আমরা যাগ যোগ প্রভৃতিতে তৃপ্ত হইলেও হে সূত। উত্তমশ্লোক শ্রীভগবানের চরিতকথা শুনিতে শুনিতে রসজ্ঞগণের পদে পদে স্বাদু হইতেও স্বাদু বোধ হইয়া থাকে, সেই চরিত কথায় আমরাও সর্ব্বদা সতৃষ্ণ রহিয়াছি ॥ ৪৫১ ॥

টীকা—এবং লীলাকথাশ্রবণস্য পাপাদিশোধকত্বমারভ্য স্বতঃ পরমপুরুষার্থতান্তং মাহাত্ম্যং যথোত্তরশ্রৈষ্ঠ্যং ক্রমেণ লিখিত্বা ইদানীং কেষুচিদ্বচনেষু পূর্ব্ববৎ সাক্ষান্মাহাত্ম্যাভিধায়কত্বাভাবেঽপি তাৎপর্য্যেণ তত্রৈব পর্য্যবসানান্মাহাত্ম্যদার্ঢ্যায়ৈব তানি সংগৃহ্ণাতি—বয়ন্ত্বিত্যাদিনা সেব্যতামিত্যন্তেন। এবমগ্রেঽপ্যন্যত্র বোদ্ধব্যম্। যোগযাগাদিষু তৃপ্তাঃ স্ম উদ্গচ্ছতি তমো যস্মাৎ স উত্তমঃ, তথাভূতঃ শ্লোকো যশো যস্য তস্য বিক্রমে তু বিশেষেণ ন তৃপ্যামঃ, অলমিতি ন মন্যামহে। অত্র হেতুঃ—যদ্বিক্রমং শৃণ্বতাং, যদ্বা, অন্যে তৃপ্যন্তু নাম, বয়ন্তু নেতি তু-শব্দস্যান্বয়ঃ। অয়মর্থঃ—ত্রিধা হ্যলংবুদ্ধির্ভবতি, উদরাদিভরণেন বা, রসাজ্ঞানেন বা, স্বাদবিশেষাভাবাদ্বা। অত্র শৃণ্বতামিত্যনেন শ্রোত্রস্যাকাশত্বাৎ ন ভরণমিত্যুক্তম্। রসজ্ঞানামিত্যনেন চ অজ্ঞানতঃ পশুবত্তৃপ্তিনিরাকৃতা। ইক্ষুভক্ষণবদ্রসান্তরাভাবেন তৃপ্তিং নিরাকরোতি—পদে পদে প্রতিক্ষণং স্বাদুতোঽপি স্বাদিতি ॥ ৪৫১ ॥

কিঞ্চ (শ্রীভাঃ ১।১৮।১৪)—

কো নাম লোকে রসবিৎ কথায়াং
মহত্তমৈকান্তপরায়ণস্য।
নান্তং গুণানামগুণস্য জগ্মু-
র্যোগেশ্বরা যে ভবপাদ্মমুখ্যাঃ ॥ ৪৫২ ॥

অনুবাদ—তাঁহারা আরও বলিয়াছেন, যথা—মহত্তম পুরুষগণের একান্ত আশ্রয় ও প্রাকৃত গুণরহিত শ্রীভগবান শ্রীকৃষ্ণের মঙ্গলকর গুণ-সমূহের অন্ত, যোগেশ্বর ব্রহ্মা-শিবাদিও প্রাপ্ত হন নাই, সেই শ্রীকৃষ্ণের লীলাকথায় কি কোনও রসজ্ঞব্যক্তি কখনও পরিতৃপ্তি লাভ করিতে পারেন ? ৪৫২ ॥

টীকা—রসবিৎ রসজ্ঞঃ মহত্তমানাং শ্রীনারদাদীনামেকান্তং পরময়নমাশ্রয়ো যস্তস্য কথায়াম্, অগুণস্য প্রাকৃতগুণরহিতস্য, কল্যাণগুণানামন্তং যে যোগেশ্বরাস্তেঽপি ন জগ্মুঃ, এতাবন্ত ইতি ন পরিগণয়াঞ্চক্রুঃ। ভবঃ শিবঃ, পাদ্মো ব্রহ্মা চ মুখ্যো যেষাংতে ॥ ৪৫২ ॥

তৃতীয়ে শ্রীবিদুরেণ (৫।৭)—

ক্রীড়ন্ বিধত্তে দ্বিজগোসুরাণাং
ক্ষেমায় কর্ম্মাণ্যবতারভেদৈঃ।
মনো ন তৃপ্যত্যপি শৃণ্বতাং নঃ
সুশ্লোকমৌলেশ্চরিতামৃতানি ॥ ৪৫৩ ॥

অনুবাদ—তৃতীয়স্কন্ধে শ্রীবিদুর কহিতেছেন—গো-ব্রাহ্মণ এবং দেবগণের মঙ্গলের জন্য সেই ভগবান মৎস্যাদি অবতার গ্রহণ করিয়া যে যে ক্রীড়া করেন এবং যে যে কর্ম্ম করেন, সে সমস্তই আমাদিগকে বলুন। পুণ্যশ্লোক শিরোমণি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরিতামৃত যতই শ্রবণ করি না কেন, আমাদের মনের অতৃপ্তি থাকিয়াই যায় আরও শুনিবার ইচ্ছা হয় ॥ ৪৫৩ ॥

টীকা—মৎস্যাদ্যবতারভেদৈঃ ক্রীড়ন্ যানি বিচিত্রাণি কর্ম্মাণি বিধত্তে, তানি সুশ্লোকমৌলেঃ সুশ্লোকাঃ পুণ্যকীর্ত্তয়স্তেষাং মৌলিরিবাধিক্যেনোপরি বিরাজমানস্তস্য চরিতামৃতানি শৃণ্বতামপি নোঽস্মাকং মনো ন তৃপ্যতি ॥ ৪৫৩ ॥

দশমস্কন্ধে চ শ্রীপরীক্ষিতা (৫২।২০)—

ব্রহ্মন্ কৃষ্ণকথাঃ পুণ্যা মাধ্বীর্লোকমলাপহাঃ।
কো নু তৃপ্যেত শৃণ্বান্ শ্রুতজ্ঞো নিত্যনূতনাঃ ॥৪৫৪

অনুবাদ—দশমস্কন্ধেও শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজের কথায়—হে ব্রহ্মন্! মহাফল প্রদা, শ্রুতি সুখদা, কলিমলাপহা এবং নিত্য নব অর্থাৎ প্রতি পদে পদে আশ্চর্য্যবৎ প্রতীয়মানা এই কৃষ্ণ কথা শুনিয়া কোন শ্রুত সারবিদ্ ব্যক্তি পরিতৃপ্ত হইয়া থাকেন? অর্থাৎ কেহই পরিপূর্ণ তৃপ্তি পান না তাই উহা বলিতে আজ্ঞা হউক ॥ ২৫৪ ॥

টীকা—পুণ্যা মহাফলাঃ, মাধ্বীঃ শ্রুতিসুখাঃ, লোকস্য মলাপহাশ্চ শৃণ্বান্ শৃণ্বন্নিত্যর্থঃ; শ্রুতজ্ঞঃ শ্রুতসারবিৎ, নিত্যনূতনাঃ প্রতিক্ষণমাশ্চর্য্যবৎ প্রতীয়মানাঃ ॥ ৪৫৪ ॥

অতো হি শ্রীপৃথুরাজেন প্রার্থিতম্ (শ্রীভাঃ ৪।২০।২৪)—

ন কাময়ে নাথ তদপ্যহং ক্বচি-
ন্ন যত্র যুষ্মচ্চরণাম্বুজাসবঃ।
মহত্তমান্তর্হৃদয়ান্মুখচ্যুতো
বিধৎস্ব কর্ণাযুতমেষ মে বরঃ ॥ ৪৫৫ ॥

অনুবাদ—চতুর্থস্কন্ধে শ্রীপৃথুরাজের প্রার্থনা—হে প্রভো! হে কৈবল্য পতি! আপনার যশঃ শ্রবণাদি-দ্বারা সুখ প্রাপ্তির সম্ভাবনা না থাকিলে মুক্তি পদ বা ঐ প্রকার কিছুও আমার প্রার্থনীয় নহে। হৃদয় পূর্ণ করিয়া আপনার যশঃ যাহাতে শ্রবণ করিতে পারি সেই জন্য আমাকে অযুত কর্ণ দেওয়া হউক, আমি ইহাই প্রার্থনা করি ॥ ৪৫৫ ॥

টীকা—মহত্তমানামন্তর্হৃদয়ান্মুখদ্বারা নির্গতো যুষ্মাকং তব ত্বদীয়ানাঞ্চ পদাম্ভোজমকরন্দযশঃশ্রবণসুখং যত্র নাস্তি, তৎ কৈবল্যমপি ক্বচিৎ কদাচিদপি ন কাময়ে। তর্হি কিং কাময়সে? তদাহ—যশঃশ্রবণায় কর্ণানামযুতং বিধৎস্ব। ননু কোঽপ্যেবং ন বৃতবানস্তি? কিমন্যচ্চিন্তয়? ইত্যাহ—মম তু এষ এব বর ইতি ॥ ৪৫৫ ॥

অতএব নিশ্চিত্যোক্তং পাদ্মে বৈশাখ-মাহাত্ম্যে অম্বরীষং প্রতি শ্রীনারদেন—

নাতঃ পরং পরমতোষবিশেষতোষং
পশ্যামি পুণ্যমুচিতঞ্চ পরস্পরেণ।
সন্তঃ প্রসজ্য যদনন্তগুণাননন্ত-
শ্রেয়োবিধীনধিকভাবভুজো ভজন্তি ॥ ৪৫৬ ॥

অনুবাদ—অতএব পদ্মপুরাণে বৈশাখ-মাহাত্ম্যে শ্রীঅম্বরীষ মহারাজকে দেবর্ষি শ্রীনারদ নিশ্চয় করিয়া বলিয়াছেন—ভক্তি বিশেষ নিষ্ঠ ভগবদ্ভক্তগণ পরস্পর আকৃষ্ট হইয়া অনন্ত মহিম শ্রীভগবানের অনন্ত মঙ্গলপ্রদ গুণগণের যে ভজনা করেন, তাহা অপেক্ষা পরমপরিতোষের বিশেষ তোষ স্বরূপ উচিত পুণ্য আর দেখা যায় না ॥ ৪৫৬ ॥

টীকা—পরস্পরেণ আসজ্য অন্যোন্যম্ আসক্তিং কৃত্বা অনন্তস্য ভগবতো গুণান্, অধিকভাবভুজঃ ভক্তিবিশেষযুক্তাঃ সন্ত ইত্যর্থঃ ॥ ৪৫৬ ॥

প্রথমস্কন্ধে শ্রীসূতেন (১৮।১০)—

যা যাঃ কথা ভগবতঃ কথনীয়োরুকর্ম্মণঃ।
গুণকর্ম্মাশ্রয়াঃ পুম্ভিঃ সংসেব্যাস্তা বুভূষুভিঃ ॥৪৫৭॥

অনুবাদ—প্রথমস্কন্ধে শ্রীসূত কহিতেছেন—অদ্ভুত কর্ম্মা শ্রীভগবানের গুণ-কর্ম্ম-বিষয়ে যে সকল কথা আছে যাঁহারা সদ্ভাব ইচ্ছা করেন সেই পুরুষগণের তাহা শ্রবণ করা উচিত ॥ ৪৫৭ ॥

টীকা—কিং বহুনা, এতাবদেব কর্ত্তব্যমিতি সর্ব্বশাস্ত্রসারং কথয়তি—যা যা ইতি। কথনীয়ানি উরূণি কর্ম্মাণি যস্য তস্য, গুণকর্ম্মাশ্রয়া গুণকর্ম্ম-বিষয়াঃ, বুভূষুভিঃ সম্ভাবমিচ্ছদ্ভিঃ ॥ ৪৫৭ ॥

দশমস্কন্ধশেষে চ শ্রীবাদরায়ণিনা (৯০।৪৯)—

ইত্থং পরস্য নিজধর্ম্মরিরক্ষয়াত্ত-
লীলাতনোস্তদনুরূপবিড়ম্বনানি।
কর্ম্মাণি কর্ম্মকষণানি যদূত্তমস্য
শ্রূয়াদমুষ্য পদয়োরনুবৃত্তিমিচ্ছন্ ॥ ইতি ॥৪৫৮॥

অনুবাদ—দশমস্কন্ধশেষেও শ্রীশুকবাক্য রহিয়াছে, যথা—লীলাবিগ্রহসকল যাঁহার নিজ ধর্ম্ম রক্ষার জন্য, সেই যদূত্তম শ্রীকৃষ্ণের সেই প্রকার কর্ম্ম ও চরিতসমূহ তাঁহার চরণকমলের প্রতি একনিষ্ঠতা প্রাপ্তি কামী ব্যক্তিগণের শ্রবণ করা উচিত॥ ৪৫৮॥

টীকা—ইত্থমুক্তপ্রকারেণ নিজধর্ম্মো ভগবদ্ধর্ম্মঃ, তস্য রিরক্ষয়া স্বীকৃতমৎস্যকূর্ম্মাদিনানামূর্ত্তেঃ পরমেশ্বরস্য বিশেষতো যদূত্তমস্য সতঃ তদনুরূপানুকারীণি কর্ম্মকষণানি কর্ম্মনিবন্ধননিরসনানি কর্ম্মাণি চ চরিতানি শ্রূয়াৎ শৃণুয়াদিত্যর্থঃ। যদ্বা, ভবান্ শ্রূয়াদিতি শ্রীপরীক্ষিতং প্রতি; যদ্বা, সর্ব্বোঽপি জনঃ শ্রূয়াদিতি সর্ব্বলোকং প্রতি শ্রীবাদরায়ণেরাশীঃ, এবমপি তদেব তাৎপর্য্যম্। অনুবৃত্তিং তদেকনিষ্ঠতাম্ ॥ ৪৫৮ ॥

অতঃ কৃষ্ণকথায়ান্তু সত্যামন্যকথাশ্রুতিম্।
তদশ্রুতিঞ্চ বৈমুখ্যং তস্যাং তৃপ্তিমপি ত্যজেৎ ॥৪৫৯

অনুবাদ—অতএব শ্রীকৃষ্ণকথা থাকিতে অন্য কথা শ্রবণ, ভগবৎকথা শ্রবণ না করা, শ্রীকৃষ্ণ কথায় অশ্রদ্ধা প্রদর্শন, কৃষ্ণকথায় তৃপ্তি অর্থাৎ অল্প শ্রবণ করিয়াই বিরক্তি পূর্ব্বক অনেক হইয়াছে এইরূপ বুদ্ধি ত্যাগ করিবে ॥ ৪৫৯ ॥

টীকা—অতোঽস্মাল্লিখিতাদ্ধেতোঃ, সত্যাং বর্ত্তমানায়ান্তু অন্যকথায়াঃ শ্রুতিং শ্রবণং, তথা তস্যাঃ কৃষ্ণকথায়াঃ অশ্রুতিম্ অশ্রবণং, তথা তস্যাং কৃষ্ণকথায়াং বৈমুখ্যম্, অশ্রদ্ধয়া বলাত্ততঃ পরাঙ্মুখত্বমিত্যর্থঃ। তৃপ্তিং কিঞ্চিৎ শ্রবণানন্তরং তত্র বিরক্ত্যা অলংবুদ্ধিমপি ত্যজেৎ বর্জ্জয়েৎ ॥ ৪৫৯ ।

অথ শ্রীভগবৎকথাত্যাগাদিদোষঃ

তৃতীয়স্কন্ধে কপিলদেবহূতি-সংবাদে (৩২।১৯)—

নূনং দৈবেন নিহতা যে চাচ্যুতকথাসুধাম্।
হিত্বা শৃণ্বন্ত্যসদ্গাথাঃ পুরীষমিব বিড়্ভুজঃ ॥৪৬০

অনুবাদ—অতঃপর শ্রীভগবৎকথা-ত্যাগাদি দোষ, তৃতীয়স্কন্ধে শ্রীকপিলদেবহূতি সংবাদে বলা হইয়াছে—অচ্যুত ভগবানের কথামৃত পরিত্যাগ করিয়া যাহারা বিষ্ঠাভোজী শূকরের বিষ্ঠাভোজনের মত অসৎ সকলের কথা শ্রবণ করে, তাহারা অবশ্যই দৈবহত ইহা জানিও অর্থাৎ তাহারা ভাগ্যহীন ॥৪৬০॥

টীকা—এতদেব ক্রমেণ দর্শয়তি—নূনমিত্যাদিনা পশুঘ্নাদিত্যন্তেন। তত্রাদৌ অন্যকথাশ্রবণদোষং লিখতি—নূনমিতি দ্বাভ্যাম্। যে তু অচ্যুতস্য কথাসুধাং হিত্বা অসতাং গাথাং শৃণ্বন্তি, তে নূনং দৈবেন নিহতাঃ ॥ ৪৬০ ॥

তত্রৈব শ্রীবৈকুণ্ঠবর্ণনে (১৫।২৩)—

যন্ন ব্রজন্ত্যঘভিদো রচনানুবাদা-
চ্ছৃণ্বন্তি যেঽন্যবিষয়াঃ কুকথা মতিঘ্নীঃ।
যাস্তু শ্রুতা হতভগৈর্নৃভিরাত্তসারা-
স্তাংস্তান্ ক্ষিপন্ত্যশরণেষু তমঃসু হন্ত ॥ ৪৬১ ॥

অনুবাদ—ঐ তৃতীয়স্কন্ধেই শ্রীবৈকুণ্ঠ বর্ণনে—পাপ নাশকারী শ্রীভগবানের সৃষ্ট্যাদি লীলানুবাদ-বিমুখ হইয়া যে সকল ব্যক্তি অর্থ কামাদি মতিভ্রংশ-কারিণী কুকথায় আসক্ত হয়, তাহারা কখনও সেই বৈকুণ্ঠধামে যাইতে পারে না, তাহাদের দুর্ভাগ্যের কথা কি বলিব? অন্য বিষয়ক কুকথা শ্রবণ তাহাদের পূর্ব্বার্জ্জিত পুণ্য সকল হরণ করিয়া তাহাদিগকে নিরাশ্রয় নরকে নিক্ষেপ করে ॥ ৪৬১ ॥

টীকা—যৎ বৈকুণ্ঠং ন ব্রজন্তি; কে? যে কুকথাঃ শৃণ্বন্তি। কাস্তাঃ? অঘং পাপং সংসারদুঃখং বা ভিনত্তি নাশয়তীতি; যদ্বা, অঘাসুরং ভিনত্তি মূর্দ্ধ্নি বিদারিতবান্ যঃ, সোঽঘভিৎ তস্য, শ্রীকৃষ্ণস্য রচনা

সৃষ্ট্যাদিলীলা, শাদ্বলজেমনাদিক্রীড়া বা, তস্য অনুবাদাৎ কথনাদন্যবিষয়াঃ, অর্থকামাদিবার্ত্তা যাগযোগাদ্যাশ্রয়া বা মতিভ্রংশিকাঃ। তেষামব্রজনে হেতুঃ—অশরণেষু নিরাশ্রয়েষু, যদ্বা, ন কেবলং তেষাং তত্রাব্রজনমাত্রং, তাভিশ্চ তেষাং পুণ্যক্ষয়ো দুস্তরনরকপাতশ্চ ভবতীত্যাহ—যাস্ত হতভাগ্যেরেব নরৈঃ শ্রুতাঃ সত্যস্তাংস্তান্ শ্রোতৄন্ অশরণেষু নিরাশ্রয়েষু তমঃসু নরকেষু ক্ষিপন্তি। হন্ত খেদে; কথম্ভূতাঃ? আত্তং সারং শ্রোতৄণাং পুণ্যং যাভিস্তাঃ॥ ৪৬১॥

কিঞ্চ স্কান্দে ব্রহ্মনারদ-সংবাদে—

বাচ্যমানন্তু যে শাস্ত্রং বৈষ্ণবং পুরুষাধমাঃ।
ন শৃণ্বন্তি মুনিশ্রেষ্ঠ তেষাং স্বামী সদা যমঃ॥৪৬২॥
ন শৃণ্বন্তি ন হৃষ্যন্তি বৈষ্ণবীং প্রাপ্য যে কথাম্।
ধনমায়ুর্যশো ধর্ম্মঃ সন্তানশ্চৈব নশ্যতি॥ ৪৬৩॥
ন শৃণোতি হরের্যস্তু কথাং পাপপ্রণাশিনীম্।
অচিরাদেব দেবর্ষে সমূলস্তু বিনশ্যতি॥ ৪৬৪॥

অনুবাদ—স্কন্দপুরাণে ব্রহ্ম-নারদ-সংবাদে আরও বলা হইয়াছে—পঠ্যমান বৈষ্ণবশাস্ত্র যে সকল নরাধম শ্রবণ করে না, হে মুনিশ্রেষ্ঠ! তাহারা সর্ব্বদার জন্যই নরকবাসী হয়, যমই তাহাদের প্রভু। যাহারা বৈষ্ণবী কথা শ্রবণের সুযোগ পাইয়াও তাহা শ্রবণ করে না বা তাহাতে আনন্দিত হয় না তাহাদের ধন আয়ুঃ, যশঃ, ধর্ম্ম ও সন্তান ধ্বংস হয়। হে নারদ! যে ব্যক্তি শ্রীহরির পাপ প্রণাশিনী কথা শ্রবণ হইতে বিরত থাকে, শীঘ্রই সে সমূলে বিনাশ প্রাপ্ত হয়॥ ৪৬২-৪৬৪॥

টীকা—অথাশ্রবণদোষং লিখতি—বাচ্যমানন্ত ইত্যাদিচতুর্ভিঃ। সদা যমঃ স্বামীতি সততং নরকে বাস ইত্যর্থঃ॥ ৪৬২॥

দ্বিতীয়স্কন্ধে শ্রীশৌনকোক্তৌ (৩।২০)—

বিলে বতোরুক্রমবিক্রমান্ যে
ন শৃণ্বতঃ কর্ণপুটে নরস্য।
জিহ্বাঽসতী দার্দুরিকেব সূত
ন চোপগায়ত্যুরুগায়গাথাঃ॥ ৪৬৫॥

অনুবাদ - দ্বিতীয়স্কন্ধে শ্রীশৌনকের কথায়—মনুষ্যের কর্ণছিদ্র ভগবৎ কথা শ্রবণ রহিত হইলে বৃথা বলিয়াই গণ্য হয়। আর তাহার যে দুষ্টা জিহ্বা ভগবৎকথা গান করে না তাহা ভেক জিহ্বা তুল্য॥ ৪৬৫॥

টীকা—ন শৃণ্বতঃ অশৃণ্বতো নরস্য যে কর্ণপুটে, তে বিলে বৃথারন্ধ্রে ইত্যর্থঃ। ন চেদুপগায়তি তস্য জিহ্বা অসতী দুষ্টা, দর্দ্দুরো ভেকস্তদীয়-জিহ্বেব॥ ৪৬৫॥

তৃতীয়ে শ্রীব্রহ্মস্তৌ (৯।৭, ৫।১৪)—

দৈবেন তে হতধিয়ো ভবতঃ প্রসঙ্গাৎ
সর্ব্বাশুভোপশমনাদ্বিমুখেন্দ্রিয়া যে।
কুর্বন্তি কামসুখলেশলবায় দীনা
লোভাভিভূতমনসোঽকুশলানি শশ্বৎ॥ ৪৬৬॥

অনুবাদ—তৃতীয়স্কন্ধে শ্রীব্রহ্মস্তুতিতে—সর্ব্ব দুঃখহারিণী আপনার লীলাকথার প্রসঙ্গ হইতে বিমুখ হইয়া যাহারা তুচ্ছ কমলাদি সুখাশায় লুব্ধ হৃদয়ে সর্ব্বদা অমঙ্গল জনক কর্ম্মাদি করিয়া থাকে, তাহারা নিশ্চয় দৈবকর্ত্তৃক হতবুদ্ধি ও দুর্ভাগা॥৪৬৬॥

টীকা—বৈমুখ্যদোষং লিখতি—দৈবেনেতি দ্বাভ্যাম্। প্রসঙ্গাৎ শ্রবণকীর্ত্তনাদিরূপাৎ কথায়া বা, সর্ব্বাণি অশুভানি অমঙ্গলানি দুঃখানি বা উপশময়তীতি তথা তস্মাৎ। বিমুখানি অশ্রদ্ধয়া নিবৃত্তানি ইন্দ্রিয়াণি যেষাং তে, বিমুখেন্দ্রিয়ত্বং তৎফলং তদ্ধেতুং বা অভিব্যঞ্জয়তি—কুর্ব্বন্তীতি। অকুশলানি অক্ষেমকরাণি কর্ম্মাণি॥ ৪৬৬॥

তান্ শোচ্যশোচ্যানবিদোঽনুশোচে
হরেঃ কথায়াং বিমুখানঘেন।
ক্ষিণোতি দেবোঽনিমিষস্তু যেষা-
মায়ুর্বৃথাবাদ-গতিস্মৃতীনাম্॥ ৪৬৭॥

অনুবাদ—তৃতীয়স্কন্ধে শ্রীবিদুর মহাশয়ের বাক্যে—বৃথা, কায়, বাক্য, মন ও ব্যবহারে আসক্ত যে সকল ব্যক্তির আয়ু অনিমিষকাল ক্ষয় করিতেছেন পাপহেতু শ্রীহরিকথায় বিমুখ শোচ্যগণেরও শোচনীয়

সেই মূঢ় ব্যক্তিগণের জন্য আমি শোক করিতেছি ॥ ৪৬৭ ॥

টীকা—এবম্ভূতায়াং কথায়াং যে ন রমন্তে, শোচ্য-শোচ্যান্—শোচ্যা যে তেষামপি শোচ্যান্, ততঃ অবিদঃ ভারতাদি-তাৎপর্য্যানভিজ্ঞান্ হরিকথানভিজ্ঞান্ বা শোচ্যান্। যে জ্ঞাত্বাপি হরেঃ কথায়াং বিমুখাস্তান্ তেষামপি শোচ্যানিতি যোজ্যম্। অনিমিষঃ কালো যেষামায়ুঃ ক্ষপয়তি, অত্র হেতুঃ—বৃথৈব ভগবৎকথা-বৈমুখ্যেন বিফলা বাদগতিস্মৃতয়ঃ বাগ্‌দেহমনো-ব্যাপারা যেষাং তেষাম্ ॥ ৪৬৭ ॥

———

শ্রীমৈত্রেয়োক্তৌ চ (শ্রীভাঃ ৩।১৩।৫০)—

কো নাম লোকে পুরুষার্থসারবিৎ
পুরাকথানাং ভগবৎকথাসুধাম্।
আপীয় কর্ণাঞ্জলিভির্ভবাপহা-
মহো বিরজ্যেত বিনা নরেতরম্ ॥ ৪৬৮ ॥

অনুবাদ—শ্রীমৈত্রেয় বলিয়াছেন—অহো! এই জগতে পশু ছাড়া পুরুষার্থ-সারবেত্তা কোন্ জন পুরা-বৃত্ত মধ্যে সংসার-নাশক ভগবৎকথামৃত শ্রবণাঞ্জলি দ্বারা পান করিতে বিরত হয়? ৪৬৮॥

টীকা—তৃপ্তিদোষং লিখতি—কো নামেতি ত্রিভিঃ। পুরা-কথানাং পূর্ব্ববৃত্তানাং মধ্যে ভগবৎ-কথাসুধাং কথঞ্চিদাপীয় কো বিরজ্যেত? বিরমেৎবিরক্ত্যা তৃপ্তিং যাতীত্যর্থঃ। নরেতরং পশু বিনা, সারাসার-জ্ঞানাভাবাৎ ॥ ৪৬৮ ॥

———

চতুর্থে শ্রীপৃথুস্তুতৌ চ (২০।২৬)—

যশঃ শিবং সুশ্রব আর্য্যসঙ্গমে
যদৃচ্ছয়া চোপশৃণোতি তেহসকৃৎ।
কথং গুণজ্ঞো বিরমেদ্‌বিনা পশুং
শ্রীর্যৎ প্রবব্রে গুণসংগ্রহেচ্ছয়া ॥ ৪৬৯ ॥

অনুবাদ—চতুর্থস্কন্ধে শ্রীপৃথুমহারাজ স্তুতি-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—হে প্রভো! মুক্তিফল পরিত্যাগ করিয়া আমার সাধনাঙ্গ ভক্তি প্রার্থনা করায় অন্যরূপ মনে করিবেন না, পরম মঙ্গলস্বরূপ আপনার যশঃ সাধু-সঙ্গের ফলে যদৃচ্ছাক্রমে যে ব্যক্তির একবার কর্ণ গোচর হয়, যদি সে গুণগ্রাহী হয় তাহা হইলে সে কি আর তাহা হইতে বিরত হয়? ফলতঃ পশু ছাড়া অন্য কেহই তাহা হইতে নিবৃত্ত হয় না, যেহেতু স্বয়ং কমলা সকল পুরুষার্থ একত্র সংগ্রহ করিবার ইচ্ছায় ঐ যশঃ প্রার্থনা করিয়াছিলেন ॥ ৪৬৯ ॥

টীকা—ননু ভক্তির্মুক্তিফলা, অতঃ ফলং বিহায় সাধনে কোহয়মাগ্রহঃ? ইত্যাশঙ্ক্যাহ—যশ ইতি। হে সুশ্রবো মঙ্গলকীর্ত্তে! শিবং পরমসুখাত্মকং তে যশঃ সতাং সঙ্গমে যঃ সকৃদপি যদৃচ্ছয়াপি উপ শ্রোতৃণাং সমীপে উপবিষ্টমাত্রোহপি শৃণোতি, গুণজ্ঞ-শ্চেৎ কথামাহাত্ম্যাভিজ্ঞশ্চেৎ, স কথং বিরমেৎ? পশুং বিনা—পশুরেব বিরমতি, নান্য ইত্যর্থঃ। গুণাতিশয়ং সূচয়তি, শ্রীর্যৎ যশ এব প্রকর্ষেণ বৃতবতী, গুণানাং সর্ব্বপুরুষার্থানাং সংগ্রহঃ সমাহারস্তদিচ্ছয়া, অতো যশঃ-সেবয়ৈব পরমানন্দোঽবান্তরফলত্বেনা-খিলার্থসিদ্ধিরপীতি; কিং মূলপরিত্যাগেন পত্র-মাত্রচ্ছায়াশ্রয়ণেনেতি দিক্। অথবা মৎকথাশ্রবণ-মাত্রেণ কৃতার্থ এবাসি, কিং পুনস্তচ্ছ্রবণাগ্রহেণ? তত্রাহ—যশ ইতি। অন্যথা গুণজ্ঞত্বাভাবেন পশুত্বা-পত্তেরিতিভাবঃ, অন্যৎ সমানম্ ॥ ৪৬৯ ॥

———

দশমারম্ভে শ্রীপরীক্ষিৎ প্রশ্নে (১।৪)—

নিবৃত্ততর্ষৈরুপগীয়মানা-
ভবৌষধাচ্ছ্রোত্রমনোভিরামাৎ।
ক উত্তমঃশ্লোকগুণানুবাদাৎ
পুমান্ বিরজ্যেত বিনা পশুঘ্নাৎ ॥ ৪৭০ ॥

অনুবাদ—দশমস্কন্ধের আরম্ভে শ্রীপরীক্ষিত মহা-রাজের প্রশ্নে—মুক্ত, মুমুক্ষু ও বিষয়ী এই তিন প্রকার মনুষ্য মধ্যে হে ব্রহ্মন্! কোন প্রকার মনুষ্যেরও শ্রীহরি চরিত্র শ্রবণে অলংবুদ্ধি হয় না। ফলতঃ উত্তমঃশ্লোক শ্রীভগবানের গুণানুবাদ মুক্তজনদ্বারা সদা সর্ব্বদার জন্যই পরিকীর্ত্তিত হন এবং এই শ্রীহরির গুণকীর্ত্তন ভবরোগের মহৌষধ। ইহাতে মুমুক্ষুগণের তাহাই মোক্ষের উপায় এবং কর্ণ ও মনের আনন্দদায়ক বলিয়া বিষয়ীগণেরও পরম বিষয়। অতএব আত্ম-ঘাতী কিংবা পশুঘাতী ব্যতীত কোন্ ব্যক্তি তাহা হইতে বিরত হইবে? ৪৭০ ॥

টীকা—অত্র লোকে ত্রিবিধা জনাঃ—মুক্তা মুমুক্ষবো বিষয়িণশ্চ, তেষাং মধ্যে কস্যাপি নাত্রালং-প্রত্যয় ইত্যাহ—নিবৃত্ততর্ষৈরিতি, গতত্বক্ষৈর্মুক্তৈর-পীত্যর্থঃ। মুমুক্ষূণাময়মেবোপায় ইত্যাহ—ভবৌষধাদিতি। বিষয়িণাং পরমো বিষয়োঽয়মেবেত্যাহ—শ্রোত্রমনোঽভিরামাদিতি। উত্তমঃশ্লোকস্য শ্রীকৃষ্ণস্য গুণা ভক্তবাৎসল্যাদয়ঃ; যদ্বা, উত্তমশ্লোকা যুধিষ্ঠিরাদয়ো ভগবদ্ভক্তাস্তেষামপি গুণা মহিমানঃ, তেষামনুবাদঃ কথনং তস্মাৎ; যদ্বা অনুবাদয়তীতি অনুবাদঃ শ্রবণং, শ্রোতৃণাং শ্রবণেনৈব বক্তুর্বচনপ্রবর্দ্ধনাৎ; যদ্বা, অনুবাদঃ কথা আখ্যায়িকেত্যর্থঃ, তস্মাৎ কো বিরজ্যেত, নির্বিণ্ণো ভবেৎ বিরমেদিত্যর্থঃ। এবং মুক্তানাং পরমফলত্বেন মুমুক্ষূণাং সংসারদুঃখবিনাশ-নাত্মানন্দ-প্রকাশনয়োঃ পরমসাধনত্বেন, বিষয়িণাং চেন্দ্রিয়সুখপ্রদত্বেন সদা সেব্যত্বান্ন কেষাঞ্চিদপি তৃপ্তিরুচিতেতি ভাবঃ। যদ্যপি মুক্তানাং মুমুক্ষূণামপি বস্তু-স্বভাবতঃ শ্রোত্রমনোঽভিরামত্বং স্যাদেব, তথাপি একান্তিনো যস্য ন কঞ্চনার্থং, বাঞ্ছন্তি যে বৈ ভগবৎ-প্রপন্নাঃ। অত্যদ্ভুতং তচ্চরিতং সুমঙ্গলং, গায়ন্ত আনন্দসমুদ্রমগ্নাঃ॥ (শ্রীভাঃ ৮।৩।২০) ইত্যাদি-ন্যায়েন শ্রীনারদাদীনামিব, 'জিতন্তে পুণ্ডরীকাক্ষ' ইত্যাদি-সংকীর্ত্তনপরশ্রীশ্বেতদ্বীপনিবাসিনামিব চ মুক্তানাং প্রায়ঃ কীর্ত্তনপরত্বেন বহিরন্তশ্চানন্দরস-নিমগ্নত্বাৎ, তথা মুমুক্ষূণাং কেবলং মোক্ষমাত্রাপেক্ষয়া বহিঃশ্রোত্রমনোঽভিরামতানপেক্ষণাৎ। ইন্দ্রিয়-সুখৈকাপেক্ষকাণাং বিষয়িণামেব বিষয়াসক্ত্যা লজ্জা-দিনা চ কীর্ত্তনাসম্ভবাৎ শ্রবণমাত্রদ্বারা শ্রোত্রমনোঽ-ভিরামত্বমুক্তম্; যদ্বা, উপগানেন মুক্তানামপি স্বতএব শ্রোত্রমনোঽভিরামতা সিধ্যত্যেব, মুমুক্ষূণাঞ্চ ভবৌষধত্বেন সদা তৎকীর্ত্তন-শ্রবণ-স্মরণম্. তেন চ তত্তদিন্দ্রিয়াভিরামত্বং সিধ্যত্যেব। বিষয়িণাঞ্চ পূর্ব্বোক্ত-যুক্ত্যা কেবলশ্রোত্রমনসোরেবাভিরামত্বম্। যদ্যপি বিষয়িণামপি কদাচিৎ জ্ঞানাদিনা বাগভিরামত্বমপি ঘটেত তথাপি শ্রীপরীক্ষিতা নিজশ্রবণাপেক্ষয়া শ্রীগুণ-গৌরবেণ চ তথোক্তম্। এবং গুণানুবাদস্য সাধ্যত্বং সাধনত্বঞ্চ দর্শিতম্। তত্র স্তুতিক্রমোল্লঙ্ঘনেন সাধ্য-ত্বাৎ পশ্চাৎ সাধনত্বোক্তিঃ। শ্রীপরীক্ষিতো বিনয়-ভরেণ বিষয়িষু নিজান্তঃপাতবিবক্ষয়া। অতঃ সর্ব্বথা সর্ব্বসেব্যাত্তস্মাৎ কো বিরজ্যেত? কিঞ্চ, পুমাংশ্চেৎ স্ত্রীবদশক্তঃ ক্লীবচিত্তশ্চ কথঞ্চিদ্বিরজ্যেতাপীত্যর্থঃ; যদ্বা, পুংস এব সর্ব্বত্র প্রাধান্যাৎ পুমানিত্যুক্তম্। তেন চ সর্ব্বোঽপি জনঃ উপলক্ষ্যতে। অপগতা শুক্ শোকো যস্মাৎ তমাত্মানং হন্তীতি অপশুঘ্নস্তস্মাৎ। 'ঘুটো ধুট্যেকবর্গে' ইতি গকারলোপঃ। পশুঘাতিনো ব্যাধাদিতি বা। বিষয়িত্ব-সম্ভবেঽপি পশুঘাতার্থ-নিরন্তরারণ্যপরিভ্রমণাদি-মহাদুঃখেন লোকদ্বয়-সুখো-পেক্ষয়া বিষয়িত্বস্যাপ্যসিদ্ধে পৃথঙ্নির্দ্দেশঃ। অস্মিন্ শ্লোকে আপীয়েত্যাদ্যভাবেঽপি শ্রবণানন্তরং কো বিরজ্যেতেত্যেব জ্ঞেয়ম্। নবমস্কন্ধ-কথা-শ্রবণা-নন্তরমেব শ্রীপরীক্ষিত এবৈত দুক্তেরিতি দিক্। অলমতিবিস্তরেণ॥ ৪৭০॥

অতএবোক্তং দেবৈঃ পঞ্চমস্কন্ধে (৫।১৯।২৩)—

ন যত্র বৈকুণ্ঠকথা-সুধাপগা
ন সাধবো ভাগবতাস্তদাশ্রয়াঃ।
ন যত্র যজ্ঞেশমখা মহোৎসবাঃ
সুরেশলোকোঽপি ন বৈ স সেব্যতাম্॥৪৭১॥

অনুবাদ—অতএব পঞ্চমস্কন্ধে দেবগণ বলিতে-ছেন—শ্রীভগবানের কথারূপ অমৃতবাহিনী নদী যেখানে নাই, ভক্ত ও ভাগবতগণের অধিষ্ঠান যেখানে নাই, নৃত্যাদি উৎসব যুক্ত যজ্ঞেশ্বর ভগবানের যজ্ঞ-রূপ অর্চ্চনা যেখানে নাই, সেই স্থান ব্রহ্মলোক হইলেও আশ্রয় যোগ্য নয়॥ ৪৭১॥

টীকা—যত্র বৈকুণ্ঠকথামৃতনদ্যো ন সন্তি, মধুর-মধুরা ভগবৎকথাঃ সততং ন বর্ত্তন্তে, যদ্বা, বৈকুণ্ঠস্য কথাসুধা আপগাশ্চ শ্রীগঙ্গাযমুনাদিনদ্যঃ, বৈকুণ্ঠশব্দেন তৎকথাসুধাপগানামপ্যকুণ্ঠত্বং সর্ব্বথা সূচিতম্। তদা-শ্রয়াঃ কথাপগাশ্রয়াঃ, মহান্তো নৃত্যাদ্যুৎসবা যেষু তথাভূতা, যজ্ঞেশস্য বিষ্ণোর্মখাঃ পূজাঃ, যদ্বা, মহোৎ-সবাশ্চ জন্মাষ্টম্যাদিবিষয়কাঃ, যজ্ঞেশশব্দেন স এব-মখ যোগ্যঃ, ন ত্বন্য ইত্যভিপ্রেতম্ যদ্বা, গোবর্দ্ধন-মখ-প্রবর্ত্তকত্বদ্যজ্ঞভোক্তা শ্রীগোবর্দ্ধনধরঃ শ্রীকৃষ্ণোঽ-ভিহিতঃ। সুরেশস্য ব্রহ্মণোঽপি লোকো ন সেব্যতাং, শ্রদ্ধয়া চিরং নোপভুজ্যতাং, কিন্তু দ্রুতমেব পরিত্যাজ্য-

তামিত্যর্থঃ ; যদ্বা, সেবিতুং ন গম্যতামিত্যর্থঃ। বৈ প্রসিদ্ধৌ ॥ ৪৭১ ॥

অতো নিষেব্যমাণাঞ্চ সর্ব্বথা ভগবৎকথাম্।
মুহুস্তদ্রসিকান্ পৃচ্ছেন্মিথো মোদবিবৃদ্ধয়ে ॥ ৪৭২ ॥

অনুবাদ—অতএব সর্ব্বপ্রকারে শ্রীভগবৎকথা শ্রবণ করিলেও ভগবৎকথারসিক-ব্যক্তিগণকে বারংবার জিজ্ঞাসা করিবেন, তাহাতে পরস্পর আনন্দ বৃদ্ধি ঘটিবে ॥ ৪৭২ ॥

টীকা—অতোঽস্মান্মাহাত্ম্যবিশেষাদ্ধেতোঃ, অপ্যর্থে চকারঃ, সর্ব্বথা শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণাদ্যখিল-প্রকারেণ নিতরাং সেব্যমানামপি, মিথঃ প্রষ্টৃশ্রোতৃবক্তৃণামন্যোঽন্যং প্রীতিবিবৃদ্ধয়ে ভগবৎকথারসিকান্ পৃচ্ছেৎ ॥৪৭২

অথ ভগবৎকথাসক্তিঃ

দশমস্কন্ধে (১৩।২)—

সতাময়ং সারভৃতাং নিসর্গো
যদর্থবাণীশ্রুতিচেতসামপি।
প্রতিক্ষণং নব্যবদচ্যুতস্য যৎ
স্ত্রিয়া বিটানামিব সাধুবার্ত্তা ॥ ৪৭৩ ॥

অনুবাদ—অনন্তর ভগবৎকথায় আসক্তি, দশমস্কন্ধে—যাঁহারা সারগ্রহণকারী সাধুপুরুষ তাঁহাদের কাছে অচ্যুতবার্ত্তাই বাক্য, কর্ণ ও মনের বিষয় স্ত্রৈণ পুরুষদিগের কামিনীবার্ত্তার মত তাঁহারাও অচ্যুত ভগবানের কথা অনুক্ষণ নূতন নূতন রূপে অনুভব করেন, ইহাই তাঁহাদের স্বভাব ॥ ৪৭৩ ॥

টীকা—সারভৃতাং সারগ্রাহিণাং সতাময়মেব নিসর্গঃ স্বভাবঃ। কোঽসৌ ? অচ্যুতস্য বার্ত্তা প্রতিক্ষণং সাধু যথা স্যাত্তথা নব্যবস্তবতীতি যৎ। বিটানাং স্ত্রৈণানাং স্ত্রিয়াঃ কামিন্যা বার্ত্তেব। কথম্ভূতানামপি সতাম্ ? অচ্যুতবার্ত্তেব অর্থো যেষাং তানি বাণীশ্রুতিচেতাংসি যেষাং তথাভূতানামপি ॥ ৪৭৩ ॥

অতএব তত্রৈব (শ্রীভাঃ ১০।৮৭।১১)—
তুল্যশ্রুততপঃশীলাস্তুল্যস্বীয়ারিমধ্যমাঃ।
অপি চক্রুঃ প্রবচনমেকং শুশ্রূষবোঽপরে ॥
ইতি ॥ ৪৭৪ ॥

অনুবাদ—অতএব উক্ত দশমস্কন্ধেই আবার বলা হইয়াছে—সেখানকার ঋষিগণ, স্বাধ্যায়, তপস্যা ও চরিত্র বিষয়ে এবং শত্রু মিত্র সকলের প্রতি সমভাবাপন্ন বলিয়া সকলেই প্রবচনের যোগ্য হইলেও ভগবৎকথা-রসিকাহেতু একজনকে বক্তারূপে গ্রহণ করিয়া অন্যান্য সকলে শ্রবণ করিতে লাগিলেন ॥ ৪৭৪ ॥

টীকা—অতএব শ্রীসনকাদয়স্তথা চক্রুরিতি লিখতি—তুল্যেতি। শ্রুতাদিভিরবিশেষাঃ অরিমিত্রোদাসীন-হীনত্বেন নিরুপমকরুণাঃ, অতঃ সর্ব্বে প্রবচনযোগ্যা অপি ভগবৎকথারসিকতয়া একং প্রবক্তারমন্যঞ্চ প্রষ্টারং কৃত্বা পরে শুশ্রূবুরিত্যর্থঃ ॥ ৪৭৪ ॥

তথা বৈষ্ণবধর্ম্মাংশ্চ ক্রিয়মাণানপি স্বয়ম্।
সংপৃচ্ছেত্তদ্বিদং সাধূনন্যোঽন্যপ্রীতিবৃদ্ধয়ে ॥ ৪৭৫ ॥
শ্রদ্ধয়া ভগবদ্ধর্ম্মান্ বৈষ্ণবায়ানুপৃচ্ছতে।
অবশ্যং কথয়েদ্বিদ্বানন্যথা দোষভাগ্ভবেৎ ॥ ৪৭৬ ॥

অনুবাদ—বৈষ্ণবধর্ম্মসকল নিজে যজন করিলেও পরস্পর প্রীতি বাড়াইবার নিমিত্ত সেই ধর্ম্ম বিষয়ে সাধুগণকে জিজ্ঞাসা করিবে। শ্রদ্ধার সহিত বারংবার জিজ্ঞাসা করিলে বৈষ্ণবধর্ম্মে নিষ্ণাতব্যক্তি অবশ্যই ইহার উত্তর দিবেন, অন্যথা দোষভাগী হইবেন ॥ ৪৭৫-৪৭৬ ॥

টীকা—তথেতি পূর্ব্বলিখিত-সমুচ্চয়ে। স্বয়ং ক্রিয়মাণানপি বৈষ্ণবধর্ম্মান্, তান্ বৈষ্ণবধর্ম্মান্ যে বিদন্তি, তান্ সাধূন্ সম্যক্ পৃচ্ছেৎ ॥ ৪৭৫ ॥

টীকা—ননু ভগবদ্ধর্ম্মাঃ পরমাগাপ্যাঃ প্রশ্নমাত্রেণ কথং কথ্যাঃ ? তত্র লিখতি শ্রদ্ধয়েতি। বিদ্বান্ বৈষ্ণবধর্ম্মাভিজ্ঞশ্চেৎ অবশ্যং কথয়েদেব ; কুতঃ বৈষ্ণবায় তত্র চ শ্রদ্ধয়া বারং বারং পৃচ্ছতে। চতুর্থী দ্বিতীয়ার্থে সুগমত্বায় ॥ ৪৭৬ ॥

তদুক্তম্—
নাখ্যাতি বৈষ্ণবং ধর্ম্মং বিষ্ণুভক্তস্য পৃচ্ছতঃ।
কলৌ ভাগবতো ভূত্বা পুণ্যং যাতি শব্দাব্দিকম্ ॥৪৭৭

অনুবাদ—এই বিষয়ে আরও বলা হইয়াছে—এই কলিযুগে বিষ্ণুভক্তগণ বৈষ্ণবধর্ম্ম জিজ্ঞাসা করিলে

ভগবদ্ভক্ত হইয়াও যিনি সেই ধর্ম্ম-বিষয়ে না বলেন, তাঁহার একশত বৎসরের পুণ্য নষ্ট হয় ॥ ৪৭৭ ॥

অথ শ্রীভগবদ্ধর্ম্ম প্রতিপাদন মাহাত্ম্যম্

স্কান্দে ব্রহ্মনারদসংবাদে—

বৈষ্ণবে বৈষ্ণবং ধর্ম্মং যো দদাতি দ্বিজোত্তমঃ।
সসাগরমহীদানে যৎ ফলং লভতেঽধিকম্ ॥৪৭৮॥

অনুবাদ—অতঃপর ভগবদ্ধর্ম্ম-প্রতিপাদনের মাহাত্ম্য স্কন্দপুরাণে ব্রহ্ম-নারদ-সংবাদে কথিত আছে—বৈষ্ণবকে বৈষ্ণবধর্ম্ম দানকারী বিপ্রশ্রেষ্ঠ সসাগরা পৃথিবী দান অপেক্ষাও বেশী ফল পাইয়া থাকেন ॥৪৭৮

টীকা—যৎ ফলং, ত:তাহ্প্যধিকং লভতে ॥৪৭৮

কিঞ্চ, তত্রৈব—

অজ্ঞানায় চ যো জ্ঞানং দদ্যাদ্ধর্ম্মোপদেশনম্।
কৃৎস্নাং বা পৃথিবীং দদ্যাত্তেন
তুল্যং হিং তৎ স্মৃতম্ ॥ ৪৭৯ ॥

অনুবাদ—স্কন্দপুরাণের ঐ স্থানেই আরও বলা হইয়াছে—অজ্ঞানব্যক্তিকে ধর্ম্মোপদেশদানকারী ব্যক্তি সমগ্র পৃথিবীদানের সমান পুণ্য লাভ করিয়া থাকেন ॥ ৪৭৯ ॥

টীকা—বিশেষতশ্চ ভগবদ্ধর্মং সম্যগজানতে বৈষ্ণবায় অবশ্যং কথয়েদিত্যাহ—অজ্ঞানায়েতি। ভগবদ্ধর্ম্মোপদেশনরূপং জ্ঞানং; যদ্বা, সামান্যধর্ম্মোপদেশরূপমপি ॥ ৪৭৯ ॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে—

তৎকথাং শ্রাবয়েদ্‌যস্তু তদ্ভক্তান্ মানবোত্তমঃ।
গোদানফলমাপ্নোতি স নরস্তেন কর্ম্মণা ॥ ৪৮০ ॥

অনুবাদ—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে বলা হইয়াছে—বিষ্ণুভক্তগণকে শ্রীবিষ্ণুর কথা যে নরবর শ্রবণ করান সেই ব্যক্তি গোদানের ফল লাভ করেন ॥ ৪৮০ ॥

পাদ্মে দেবদূতবিকুণ্ডলসংবাদে—

জ্ঞানমজ্ঞায় যো দদ্যাদ্বেদশাস্ত্রসমুদ্ভবম্।
অপি দেবাস্তমর্চ্চন্তি ভববন্ধবিদারকম্ ॥৪৮১॥

অনুবাদ—পদ্মপুরাণে দেবদূত-বিকুণ্ডল-সংবাদে—অজ্ঞানব্যক্তিকে যিনি বেদশাস্ত্র সমুদ্ভূত জ্ঞান প্রদান করেন, সেই সংসারমোচনকারী ব্যক্তিকে দেবতারাও পূজা করিয়া থাকেন ॥ ৪৮১ ॥

টীকা—অর্চ্চন্তি অর্চ্চয়ন্তি, যতঃ আত্মনোঽন্যেষামপি সংসারমোচকম্ ॥ ৪৮১ ॥

বৃহন্নারদীয়ে—

সৎসঙ্গদেবার্চ্চন-সৎকথাসু
পরোপদেশেঽভিরতো মনুষ্যঃ।
স যাতি বিষ্ণোঃ পরমং পদং তৎ
দেহাবসানেঽচ্যুততুল্যতেজাঃ ॥ ৪৮২ ॥

অনুবাদ—বৃহন্নারদীয়পুরাণে—যিনি দেবপূজা, সৎসঙ্গ, সৎকথা ও পরোপদেশে অনুরক্ত, তিনি এই দেহাবসানের পর ভগবত্তুল্য তেজস্বী হইয়া শ্রীবিষ্ণুর পরমধামে গমন করেন ॥ ৪৮২ ॥

টীকা—সৎসঙ্গাদিষু পরোপদেশে চ যোঽভিরতঃ; যদ্বা, সৎসঙ্গাদিষু বিষয়েষু যঃ পরং প্রত্যুপদেশস্তস্মিন্ যোঽভিরতঃ, তৎ অনির্ব্বচনীয়ম্, যদ্বা, তস্য উপদেশসম্বন্ধিনো দেহস্যান্ত এব, ন তু জন্মান্তরে ইত্যর্থঃ। ভগবত্তুল্যতেজাঃ সন্ সারূপ্যাদিপ্রাপ্তেঃ ॥ ৪৮২ ॥

তে চ শ্রীভগবদ্ধর্ম্মা ভগবদ্ভক্তলক্ষণৈঃ।
ব্যঞ্জিতাঃ কতিচিন্মুখ্যা লিখ্যন্তেঽত্র
পরেঽপি তে ॥ ৪৮৩ ॥
তে তু যদ্যপি বিখ্যাতাঃ শ্রীমদ্ভাগবতাদিষু।
তথাপি যত্নাদেকত্র সংগৃহ্যন্তে সসাধনাঃ ॥ ৪৮৪ ॥

অনুবাদ—পূর্ব্ববর্ণিত ভগবদ্ভক্তলক্ষণ দ্বারা কতিপয় মুখ্য ভগবদ্ধর্ম্ম প্রকাশ করা হইয়াছে, এখন এইস্থানে অন্য কতকগুলি ভগবদ্ধর্ম্মের কথা লিখিত হইতেছে। শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি গ্রন্থে স্পষ্টরূপেই সেই সব ধর্ম্মের কথা বলা হইলেও সুলভনিমিত্ত সাধনের সহিত সেই বচনসমূহ সযত্নে একত্র সংগ্রহ করিতেছি ॥ ৪৮৩-৪৮৪ ॥

টীকা—কে তে বৈষ্ণবধর্ম্মাঃ? ইত্যপেক্ষায়াং লিখতি—পূর্ব্বলিখিতৈর্ভগবদ্ভক্তানাং লক্ষণৈর্দ্বার-

ভূতৈর্মুখ্যাঃ শ্রেষ্ঠাঃ কতিচিদ্ব্যক্তিতাঃ ব্যক্তীকৃতা এব, অপরেঽপি তে শ্রীভগবদ্ধর্ম্মাঃ কতিচিদত্র লিখ্যন্তে। শ্রীভগবদ্ধর্ম্মা ভক্তেরঙ্গান্যেব, তানি চ মুখ্যানি গৌণানি চ কানিচিচ্চ তৎসাধনানি সর্ব্বাণ্যেব একত্রাত্র লেখ্যানীত্যর্থঃ ॥ ৪৮৫ ॥

টীকা—ননু শ্রীভগবদ্ধর্মাঃ সর্ব্বশাস্ত্রেষু ব্যক্তমেব বর্ত্তন্তে, কিন্তল্লিখনশ্রমেণ ? সত্যং, তথাপি নানাস্থানস্থিতানি সমাহৃত্য সবিশেষমেকত্র সংগৃহ্যন্ত ইতি লিখতি—তে স্থিতি। এবং ভক্তলক্ষণেষু পূর্ব্বং লিখিতানামপি কেষাঞ্চিৎ পুনরত্র সংগৃহীতবচনান্তর্বর্ত্তিত্বেন লিখনাদপি ন দোষঃ, একত্রৈব সুখলাভাৎ। সসাধনা ভগবদ্ধর্ম্মস্য সাধনৈঃ সহিতাঃ। তানি চাগ্রে তত্র তত্রৈবাভিব্যঞ্জয়িতব্যানি ॥ ৪৮৪ ॥

———

অথ ভগবদ্ধর্ম্মাঃ

তে চোক্তাঃ কাশীখণ্ডে দ্বারকামাহাত্ম্যে চন্দ্রশর্ম্মণা—

অদ্য প্রভৃতি কর্ত্তব্যং যন্ময়া কৃষ্ণ তচ্ছৃণু।
একাদশ্যাং ন ভোক্তব্যং কর্ত্তব্যো জাগরঃ সদা ॥৪৮৫
মহোৎসবঃ প্রকর্ত্তব্যঃ প্রত্যহং পূজনন্তব।
পলার্ধেনাপি বিদ্ধন্তু ভোক্তব্যং বাসরন্তব ॥ ৪৮৬ ॥
ত্বৎপ্রীত্যাষ্টৌ ময়া কার্য্যা দ্বাদশ্যো ব্রতসংযুতাঃ।
ভক্তির্ভাগবতী কার্য্যা প্রাণৈরপি ধনৈরপি ॥ ৪৮৭ ॥

অনুবাদ—কাশীখণ্ডে দ্বারকামাহাত্ম্যে চন্দ্রশর্ম্মা কর্ত্তৃক ভগবদ্ধর্ম্ম সকল কথিত হইয়াছে—হে কৃষ্ণ! এখন আমার কি করিতে ইচ্ছা হয়, তাহা শ্রবণ কর, শ্রীএকাদশীতে ভোজন করিব না এবং সর্ব্বদা জাগরণ করিব। প্রত্যহ মহোৎসব ও তোমার পূজা করিব। একাদশী ও জন্মাষ্টমী প্রভৃতি তোমার দিবস সকল যদি অর্দ্ধপল দ্বারাও বিদ্ধ হয় তাহা পরিত্যাগ করিয়া তোমার প্রীতি সাধন নিমিত্ত ব্রতসংযুক্ত অষ্ট মহাদ্বাদশী পালন করিব এবং প্রাণ ও ধন দ্বারাও ভগবদ্ভক্তির অনুশীলন করিব ॥৪৮৫-৪৮৭॥

———

নিত্যং নামসহস্রন্তু পঠনীয়ন্তব প্রিয়ম্।
পূজা তু তুলসীপত্রৈর্ম্ময়া কার্য্যা সদৈব হি ॥ ৪৮৮ ॥
তুলসীকাষ্ঠসম্ভূতা মালা ধার্য্যা সদা ময়া।
নৃত্যগীতং প্রকর্ত্তব্যং সংপ্রাপ্তে জাগরে তব ॥৪৮৯॥
তুলসীকাষ্ঠসম্ভূতচন্দনেন বিলেপনম্।
করিষ্যামি তবাগ্রে চ গুণানাং তব কীর্ত্তনম্ ॥৪৯০
মথুরায়াং প্রকর্ত্তব্যং প্রত্যব্দং গমনং ময়া।
তৎকথাশ্রবণং কার্য্যং তথা পুস্তকবাচনম্ ॥ ৪৯১ ॥

অনুবাদ—তোমার প্রিয় সহস্রনাম নিত্য পাঠ করিব। তুলসীপত্র দ্বারা সর্ব্বদা তোমার পূজা করিব এবং তুলসীকাষ্ঠ নির্ম্মিত মালা ধারণ করিব। তোমার জাগরণের দিনে নৃত্য-গীত প্রভৃতি অনুষ্ঠান করিব। তুলসী-কাষ্ঠ হইতে প্রাপ্ত চন্দন দ্বারা তোমার শ্রীঅঙ্গ বিলেপন ও তোমার সমীপে তোমার গুণগাথা কীর্ত্তন করিব। প্রতি বৎসর মথুরায় যাইব এবং তোমার কথা শ্রবণ করিব ও শ্রীমদ্ভাগবতাদি পুস্তক পাঠ করিব ॥ ৪৮৮-৪৯১ ॥

টীকা—বাসরং একাদশী-জন্মাষ্টম্যাদি; ভক্তি পরিচর্য্যালক্ষণা; পুস্তকং শ্রীভাগবতাদি ॥৪৮৬-৪৯১॥

———

নিত্যং পাদোদকং মূর্দ্ধ্নি ময়া ধার্য্যং প্রযত্নতঃ।
নৈবেদ্য-ভক্ষণঞ্চাপি করিষ্যামি যতব্রতঃ ॥ ৪৯২ ॥
নির্ম্মাল্যং শিরসা ধার্য্যং ত্বদীয়ং সাদরং ময়া।
তব দত্ত্বা যদিষ্টন্তু ভক্ষণীয়ং মুদা ময়া ॥ ৪৯৩ ॥

অনুবাদ—আমি সযত্নে প্রত্যহ তোমার পাদোদক মস্তকে ধারণ করিব এবং তোমার প্রসাদী নৈবেদ্য ভোজন করিব, তোমার নির্ম্মাল্য মস্তকে ধারণ এবং তোমার প্রিয় বস্তু তোমাকে নিবেদন করিয়াই সানন্দে তাহা গ্রহণ করিব ॥ ৪৯২-৪৯৩ ॥

টীকা—ইষ্টং প্রিয়ং যদ্বস্তু, তৎ তুভ্যং দত্ত্বা সমর্প্যৈব ময়া ভক্ষণীয়ম্ ॥ ৪৯৩ ॥

———

তথা তথা প্রকর্ত্তব্যং তব তুষ্টিঃ প্রজায়তে।
সত্যমেতন্ময়া কৃষ্ণ তবাগ্রে পরিকীর্ত্তিতম্ ॥ ৪৯৪ ॥

অনুবাদ—হে কৃষ্ণ! আমি তোমার সম্মুখে ইহা সত্য করিয়া বলিতেছি যে, যে বস্তু তোমার প্রীতিকর আমি যথারীতি তাহাই করিব ॥ ৪৯৪ ॥

টীকা—তত্তচ্চ সর্ব্বং তব প্রীত্যর্থমেব যথাবিধি

কার্য্যং ন ত্বন্যার্থমিত্যাহ—তথেতি। যদ্বা, অনুক্ত-মন্যদপি সংগৃহ্ণাতি তথা তথেতি, তত্তৎপ্রকারো-হন্যশ্চেত্যর্থঃ ॥ ৪৯৪ ॥

সপ্তমস্কন্ধে শ্রীপ্রহ্লাদেন (৭।৭।৩২)—

গুরুশুশ্রূষয়া ভক্ত্যা সর্ব্বলাভার্পণেন চ।
শ্রদ্ধয়া তৎকথায়াঞ্চ সাধুসঙ্গেন চৈব হি।
তৎপাদবন্দনাদ্যৈশ্চ তল্লিঙ্গেক্ষার্হণাদিভিঃ ॥ ৪৯৫ ॥
হরিঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু ভগবানাস্ত ঈশ্বরঃ।
ইতি ভূতানি মনসা কামৈস্তৈঃ সাধু মানয়েৎ ॥৪৯৬॥

অনুবাদ—সপ্তমস্কন্ধে শ্রীপ্রহ্লাদের বাক্য বালকগণের প্রতি—হে দৈত্য বালকগণ। গুরুসেবা, গুরুভক্তি, সমস্ত প্রকার লব্ধ বস্তু শ্রীগুরুপাদপদ্মে নিবেদন, তাঁহার কথায় এবং সাধুসঙ্গে শ্রদ্ধা, তাঁহার চরণবন্দনাদি, তাঁহার শ্রীমূর্ত্তিদর্শন ও পূজাদি তথা ভগবান শ্রীহরিকে সর্ব্বভূতে বর্ত্তমান চিন্তা এবং সর্ব্বভূতে অভীষ্ট দান দ্বারা উত্তমরূপে সম্মান করিবে ॥ ৪৯৫-৪৯৬ ॥

টীকা—গুরোঃ শুশ্রূষয়া তস্যৈব ভক্ত্যা প্রেম্ণা, তস্মিন্নেব সর্ব্বেষাং লাভানাং লব্ধানামর্পণেন চ, সাধবঃ সদাচারা যে ভক্তা বৈষ্ণবাস্তেষাং সঙ্গেন, তল্লিঙ্গানাং শ্রীমূর্ত্তীনামীক্ষণমর্হণঞ্চাদির্যেষাং বন্দনাদীনাং তৈশ্চ ॥ ৪৯৫ ॥

টীকা—কামৈশ্চ তত্তদিষ্টদানৈঃ, এবং নিজ্জিত-ষড়্বর্গৈঃ ক্রিয়তে ভক্তিরিত্যনেন সর্ব্বেষামেবান্বয়ঃ। অত্র চ ঈশ্বরারাধনাদীনি ভক্ত্যঙ্গানি তৎ-সাধনানি চ গুরু-শুশ্রূষাদীনি জ্ঞেয়ানি ॥ ৪৯৬ ॥

একাদশে চ শ্রীকবিযোগেশ্বরেণ (২।৩৪)—

যে বৈ ভাগবতা প্রোক্তা উপায়া আত্মলব্ধয়ে।
অঞ্জঃ পুংসামবিদুষাং বিদ্ধি ভাগবতান্ হি তান্ ॥৪৯৭

অনুবাদ—একাদশস্কন্ধে শ্রীকবিযোগেশ্বর মহারাজের বাক্য—মূঢ় বা কৃপণ লোকদের সহজে আত্মলাভ সিদ্ধির জন্য শ্রীহরি যে সমস্ত উপদেশ করিয়াছেন এবং যাহা আদেশ করিয়াছেন তৎসমুদয়ই ভাগবতধর্ম্ম বলিয়া জানিবে ॥ ৯৭ ॥

টীকা—সামান্যেন ভাগবতলক্ষণমাহ—যে বৈ ইতি। মন্বাদিমুখেন বর্ণাশ্রমাদিধর্ম্মানুক্ত্বাহতিরহস্যত্বাৎ স্বমুখেনৈব ভগবতা অবিদুষামপি পুংসাম্ অঞ্জঃ সুখেনৈবাত্মলব্ধয়ে জীবস্য স্বরূপস্ফূর্ত্ত্যৈ, ভগবতঃ প্রাপ্তয়ে বা যে বৈ উপায়াঃ 'যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি' (শ্রীগীঃ ৯।২৭) ইত্যাদিনা সর্ব্বকর্ম্মার্পণ-রূপাঃ প্রোক্তাস্তান্ বিদ্ধি ; এতে চ প্রায়ঃ সাধনান্যেব ; যদ্বা, অন্তরঙ্গত্বাভাবেন মুখ্যাঃ। যদ্বা, দাস্যান্তর্গতা বাহ্যাঃ ; যদ্বা, 'মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু' (শ্রীগীঃ ১৮।৬৫) ইত্যাদিনা স্মরণাদয়ঃ যে অর্জ্জুনং প্রতি, তথা 'শ্রদ্ধামৃতকথায়াং মে' (শ্রীভাঃ ১১।১৯।২০) ইত্যাদিনা যে চোদ্ধবং প্রতি স্বয়ং শ্রীভগবতা প্রোক্তাস্তান্ ; ততশ্চ সর্ব্বে প্রায়ো মুখ্যা এবেতি ॥ ৪৯৭ ॥

তত্রৈব প্রবুদ্ধযোগেশ্বরেণ (শ্রীভাঃ ১১।৩।২৩-৩০)—

সর্ব্বতো মনসোঽসঙ্গমাদৌ সঙ্গঞ্চ সাধুষু।
দয়াং মৈত্রীং প্রশ্রয়ঞ্চ ভূতেষ্বদ্ধা যথোচিতম্ ॥৪৯৮

অনুবাদ—ঐ একাদশস্কন্ধেই প্রবুদ্ধ যোগেশ্বরের বাক্যে—প্রবুদ্ধ বলিলেন হে রাজন্! বিষয় হইতে মনকে সরাইয়া লইয়া অনাসক্ত হইয়া সৎসঙ্গ করিবে। পরে হীন জনের প্রতি কৃপা, সমভাবাপন্ন লোকের সঙ্গে মিত্রতা এবং নিজ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ লোকের প্রতি যথোচিত সম্মান শিক্ষা করিবে ॥৪৯৮॥

শৌচং তপস্তিতিক্ষাঞ্চ মৌনং স্বাধ্যায়মার্জ্জবম্।
ব্রহ্মচর্য্যমহিংসাং চ সমত্বং দ্বন্দ্বসংজ্ঞয়োঃ ॥ ৪৯৯ ॥

অনুবাদ—তারপর মৃত্তিকা ও জল দ্বারা বাহ্যিক শৌচ এবং দম্ভ, মান প্রভৃতি বর্জ্জন দ্বারা আন্তরিক শৌচ, তারপর তপঃ অর্থাৎ স্বধর্ম্মাচরণ, ক্ষমা, মৌন অর্থাৎ বৃথাবাক্যের উচ্চারণ, স্বাধ্যায়, সারল্য, ব্রহ্মচর্য্য, অহিংসা অর্থাৎ প্রাণি মাত্রের অনিষ্ট না করা এবং শীত উষ্ণ ও সুখ-দুঃখাদির সহ্য করার অভ্যাস করিবে ॥ ৪৯৯ ॥

সর্ব্বত্রাত্মেশ্বরান্বীক্ষাং কৈবল্যমনিকেততাম্।
বিবিক্তচীরবসনং সন্তোষং যেন কেনচিৎ ॥ ৫০০ ॥

অনুবাদ—তারপর সচ্চিৎস্বরূপে সর্ব্বত্র আত্মার ঈক্ষণ, ঈশ্বরকে নিয়ন্তা বলিয়া মান্য, জনহীন স্থানে বাস, গৃহাদিতে অভিমান শূন্যতা, বিজনপতিত পবিত্র

বস্ত্র খণ্ড বা বল্কল পরিধান এবং যে কোন প্রকারে হউক সন্তোষ শিক্ষা করিবে ॥ ৫০০ ॥

শ্রদ্ধাং ভাগবতে শাস্ত্রেঽনিন্দামন্যত্র চাপি হি।
মনোবাক্‌কায়দণ্ডঞ্চ সত্যং শমদমাবপি ॥ ৫০১ ॥

অনুবাদ—ভগবৎ-প্রতিপাদক শাস্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধা, অন্য শাস্ত্র বিষয়ে অনিন্দুক হওয়া, মনঃ, বাক্য ও শরীরের দণ্ডবিধান, যথার্থ ভাষণ ও শমদমাদি অর্থাৎ অন্তরিন্দ্রিয় ও বাহ্যইন্দ্রিয় সকলকে নিয়ন্ত্রিত রাখার শিক্ষা করিবে ॥ ৫০১ ॥

শ্রবণং কীর্ত্তনং ধ্যানং হরেরদ্ভুতকর্ম্মণঃ।
জন্ম-কর্ম্ম-গুণানাঞ্চ তদর্থেঽখিলচেষ্টিতম্ ॥ ৫০২ ॥

অনুবাদ—শ্রীহরি যিনি অদ্ভুত কর্ম্মা তাঁহার জন্ম, কর্ম্ম ও গুণসমূহের শ্রবণ কীর্ত্তন ও ধ্যান এবং তাঁহারই উদ্দেশ্যে যাবতীয় কর্ম্ম করিবে ॥ ৫০২ ॥

ইষ্টং দত্তং তপো জপ্তং বৃত্তং যচ্চাত্মনঃ প্রিয়ম্।
দারান্ সুতান্ গৃহান্ প্রাণান্
যৎ পরস্মৈ নিবেদনম্ ॥ ৫০৩ ॥

অনুবাদ—ইষ্ট, দান, তপস্যা, জপ, সদাচার, স্বপ্রিয় বস্তু, কলত্র, পুত্র, গৃহ ও প্রাণ এ সমুদায় পরমেশ্বরে নিবেদন করা উচিত ॥ ৫০৩ ॥

টীকা—'তত্র ভাগবতান্ ধর্ম্মান্ শিক্ষেৎ' (শ্রীভাঃ ১১।৩।২২) ইত্যুক্তান্ তান্ দর্শয়তি—সর্ব্বতঃ ইত্যষ্টভিঃ। যথোচিতমিতি হীনেষু দয়াং, সমেষু মৈত্রীম্, উত্তমেষু চ প্রশ্রয়ং শিক্ষেদিতি সর্ব্বত্র পূর্ব্ব-শ্লোকস্থেনান্বয়ঃ। শৌচং বাহ্যং মৃজ্জলাদিভিঃ, আভ্যন্তরঞ্চাদম্ভামানাদি, তপঃ স্বধর্ম্মাচরণম্, তিতিক্ষাং ক্ষমাং, মৌনং বৃথাবাচামনুচ্চারণম্, স্বাধ্যায়ং যথাধিকারং বেদপাঠাদি, আর্জ্জবং স্বচ্ছতাম্। ব্রহ্মচর্য্যং যস্য যাদৃগুচিতম্, ঋতুষু স্বদারনিয়মাদি, অহিংসা ভূতেষ্বদ্রোহঃ দ্বন্দ্বসংজ্ঞয়োঃ শীতোষ্ণসুখ-দুঃখাদি-রূপয়োঃ সমং হর্ষবিষাদরাহিত্যম্, আত্মেশ্বরান্বীক্ষাং সচ্চিদ্রূপেণাত্মেক্ষাং নিয়ন্তৃরূপেণেশ্বরেক্ষাঞ্চ, কৈবল্য-মেকান্ত-শীলত্বম্। অনিকেততাং গৃহাদ্যভিমান-রাহিত্যম্, বিবিক্তচীর-বসনং বিজনপতিতানাং বস্ত্র-খণ্ডানাং শুদ্ধানাং বা বল্কলাদীনাং পরিধানম্ ভাগবতে ভগবৎ-প্রতিপাদকে শ্রীভাগবতে বা, অন্যত্র শাস্ত্রাদৌ অনিন্দাং, মনসঃ প্রাণায়ামৈঃ, বাচো মৌনেন, কায়স্যানীহয়া দণ্ডম্। সত্যং যথার্থভাষণম্, শম-দমৌ অন্তঃকরণবাহ্যেন্দ্রিয়নিগ্রহৌ—ইমানি চ প্রায়ঃ সাধনান্যুক্তানি। ভক্তের্মুখ্যাঙ্গান্যাহ—শ্রবণমিতি চতুর্ভিঃ। হরের্জন্মকর্ম্মগুণানাং শ্রবণাদি, অদ্ভুত-কর্ম্মণ ইতি জন্মাদীনি সর্ব্বাণ্যেবাদ্ভুতানীতি সর্ব্বেষা-মপি জন্মাদীনামদ্ভুতত্বমিত্যর্থঃ। যদ্বা, অদ্ভুতানি জগদাশ্চর্য্যকরাণি কর্ম্মাণি পূতনাবধাদীনি যস্য তস্য হরেঃ শ্রীকৃষ্ণস্য, তদর্থে হর্য্যুদ্দেশেন শ্রীকৃষ্ণপ্রেমার্থং বা সর্ব্বং কর্ম্ম বিশেষতো যজনাদি তদর্থে শিক্ষেৎ। ইষ্টং দত্তমিত্যাদয়ো ভাবে নিষ্ঠাঃ। বৃত্তং সদাচারঃ, আত্মনঃ প্রিয়ং গন্ধপুষ্পাদি, দারাদীনপ্যালক্ষ্য পরস্মৈ পরমেশ্বরায় নিবেদনং, তৎ-সেবকতয়া সমর্পণং যত্তৎ শিক্ষেৎ ॥ ৪৯৮-৫০৩ ॥

এবং কৃষ্ণাত্মনাথেষু মনুষ্যেষু চ সৌহৃদম্।
পরিচর্য্যাং চোভয়ত্র মহৎসু নৃষু সাধুষু ॥ ৫০৪ ॥

অনুবাদ—এই প্রকারে কৃষ্ণভক্ত জনগণের সহিত মিত্রত্ব এবং স্থাবর জঙ্গমের পরিচর্য্যা, বিশেষতঃ মানুষের প্রতি, তারমধ্যে আবার ধর্ম্মশীল জনে, তার-মধ্যে আবার ভগবদ্ভক্তজনের পরিচর্য্যা বা সেবা শিক্ষা করিতে হইবে ॥ ৫০৪ ॥

টীকা—কৃষ্ণ এবাত্মা নাথশ্চ যেষাং, শ্রীকৃষ্ণ আত্মনঃ স্বস্য নাথো যেষামিতি বা ; যদ্বা, কৃষ্ণো জীবনস্বামী যেষাং তেষু। উভয়ত্র স্থাবরে জঙ্গমে চ যা পরিচর্য্যা তাং, বিশেষতো নৃষু, তত্রাপি সাধুষু স্বধর্ম্মশীলেষু, ততোঽপি মহৎসু শ্রীভাগবতবরেষু। যদ্বা, বিশেষতঃ সাধুষু দয়ালুষু মহৎসু নৃষ্বিতি ॥৫০৪

পরস্পরানুকথনং পাবনং ভগবদ্‌যশঃ।
মিথো রতির্মিথস্তুষ্টির্নিবৃত্তির্মিথ আত্মনঃ ॥ ৫০৫ ॥

অনুবাদ—তারপর ভগবদ্ভক্ত সঙ্গলাভ হইলে, পবিত্র ভগবদ্‌যশের পরস্পর কথোপকথন, অহঙ্কার, গর্ব্ব প্রভৃতি ত্যাগপূর্ব্বক পরস্পর প্রীতি বিনিময়, সন্তোষ ও দুঃখনিবৃত্তি শিক্ষা করিতে হইবে ॥ ৫০৫॥

টীকা—তৈশ্চ সহ সঙ্গম্য যৎ পাবনং ভগবদ্‌যশঃ, তস্য পরস্পরানুকথনং শিক্ষেৎ ; যদ্বা, যশঃ প্রতি, তত্র

সংস্পর্দ্ধাদিপরিত্যাগেন মিথো যা রতিঃ রমণং, যা চ তুষ্টিঃ সুখং, যা চ নিবৃত্তিঃ সমস্তদুঃখনিবৃত্তিস্তাং শিক্ষেৎ ॥ ৫০৫ ॥

শ্রীভগবতা চ (শ্রীভাঃ ১১।১১।৩৪-৪১)—

মল্লিঙ্গমদ্ভক্তজন-দর্শনস্পর্শনার্চ্চনম্ ।
পরিচর্য্যা স্তুতিঃ প্রহ্বা গুণকর্ম্মানুকীর্ত্তনম্ ॥৫০৬॥
মৎকথাশ্রবণে শ্রদ্ধা মদনুধ্যানমুদ্ধব ।
সর্ব্বলাভোপহরণং দাস্যেনাত্মনিবেদনম্ ॥ ৫০৭ ॥
মজ্জন্মকর্ম্মকথনং মম পর্ব্বানুমোদনম্ ।
গীততাণ্ডব-বাদিত্রগোষ্ঠীভির্মদ্গৃহোৎসবঃ ॥ ৫০৮ ॥
যাত্রা বলিবিধানঞ্চ সর্ব্ববার্ষিকপর্ব্বসু ।
বৈদিকী তান্ত্রিকী দীক্ষা মদীয়ব্রতধারণম্ ॥ ৫০৯ ॥
মমার্চ্চাস্থাপনে শ্রদ্ধা স্বতঃ সংহত্য চোদ্যমঃ ।
উদ্যানোপবনাক্রীড়-পুরমন্দিরকর্ম্মণি ॥ ৫১০ ॥
সংমার্জ্জনোপলেপাভ্যাং সেকমণ্ডলবর্ত্তনৈঃ ।
গৃহশুশ্রূষণং মহ্যং দাসবৎ যদমায়য়া ॥ ৫১১ ॥
অমানিত্বমদম্ভিত্বং কৃতস্যাপরিকীর্ত্তনম্ ।
অপি দীপাবলোকং মে নোপযুঞ্জ্যান্নিবেদিতম্ ॥ ৫১২
যদ্যদিষ্টতমং লোকে যচ্চাতিপ্রিয়মাত্মনঃ ।
তত্তন্নিবেদয়েন্মহ্যং তদানন্ত্যায় কল্পতে ॥ ৫১৩ ॥

অনুবাদ—একাদশস্কন্ধে শ্রীভগবানের বাক্য—আমার বিগ্রহ বা আমার ভক্তের দর্শন, স্পর্শন, পূজা, সেবা, নমস্কার, স্তুতি ও গুণকীর্ত্তন, আমার কথা শ্রবণে শ্রদ্ধা, মদনুধ্যান, সর্ব্বপ্রকার লব্ধবস্তু আমায় নিবেদন, দাস্য ভাবে আমাতে আত্মনিবেদন, আমার জন্ম-কর্ম্মের কথন, আমার পর্ব্বদিনে অর্থাৎ জন্মাষ্টমী প্রভৃতির অনুমোদন, আমার মন্দিরে গীত, নৃত্য, বাদ্য ও সদলে মহোৎসব, আমার বাৎসরিক পর্ব্বসকলে যাত্রা ও পূজোপহার বিধান, আমার বৈদিক ও তান্ত্রিক দীক্ষা, আমার ব্রত পালন, আমার শ্রীবিগ্রহ স্থাপনে শ্রদ্ধা এবং উদ্যান উপবন, ক্রীড়াস্থল, পুর, মন্দির প্রভৃতি আমার প্রীতিবিধানের জন্য নিজে বা বহুজন মিলিত ভাবে উদ্যোগ, সংমার্জ্জন, গোবর প্রভৃতির দ্বারা অনুলেপন, জল সেচন, সর্ব্বতোভদ্রমণ্ডলাদি অর্পণ, ভৃত্যবৎ অপকটভাবে আমার মন্দিরে সেবা করা, অমানিত্ব, অদাম্ভিত্ব, কৃত কার্য্যের উল্লেখ না করা, আমাতে অর্পিত দীপের আলোকে অন্য কার্য্য অকরণ, যে যে দ্রব্য লোকদের অভিলষিত এবং যাহা নিজের অতিশয় প্রিয়, সেই সেই বস্তু আমাকে নিবেদন করিবে এবং ইহা দ্বারাই অনন্ত ফল লভ্য হইবে ॥ ৫০৬-৫১৩ ॥

টীকা—কৃপালুরিত্যাদিভিঃ পঞ্চভিঃ শ্লোকৈঃ সাধু-লক্ষণমুক্ত্বা ইদানীং ভক্তের্লক্ষণমাহ—মল্লিঙ্গ ইত্যষ্ট-ভিঃ। লিঙ্গানি প্রতিমাদীনি, মল্লিঙ্গ-মদ্ভক্তজনানামেব পরিচর্য্যাদি, তত্র প্রহ্বো নমস্কারঃ, পর্ব্বাণি জন্মাষ্ট-ম্যাদীনি, তদনুমোদনং বলিবিধানং পুষ্পোপহারাদি-সমর্পণং, সর্ব্ববার্ষিকপর্ব্বস্বিতি চাতুর্মাস্যৈকাদস্যা-দিষু বিশেষতঃ ইত্যর্থঃ। উদ্যানাদিকরণে সামর্থ্যে সতি স্বতঃ, অসতি চান্যৈঃ সম্ভূয় চোদ্যমঃ। উদ্যানং পুষ্পপ্রধানং বনং, উপবনং ফলপ্রধানং, আক্রীড়ং ক্রীড়াস্থানং, সংমার্জ্জনং রজসোঽপাককরণং ; উপ-লেপঃ গোময়োদকাদিভিরালেপনং, সেকঃ তৈরেব প্রোক্ষণং, মণ্ডলবর্ত্তনং সর্ব্বতোভদ্রাদিকরণম্, মহ্যং মম ॥ ৫০৬-৫১১ ॥

টীকা—কৃতস্য ধর্ম্মস্য অপরিকীর্ত্তনং, স্বয়মন্যেন বা নিবেদিতং ন স্বীকুর্য্যাৎ। এতচ্চ সাধারণস্থাবর-বিষয়ং রাগপ্রাপ্তবিষয়ং বা ভক্ত্যা তু গ্রাহ্যমেব ; 'ষড়্-ভির্মাসোপবাসৈশ্চ যৎ ফলং পরিকীর্ত্তিতম্। বিষ্ণো-র্নৈবেদ্যসিক্থেন পুণ্যং তদ্ভুঞ্জতাং কলৌ ॥ হৃদি রূপং মুখে নাম নৈবেদ্যমুদরে হরেঃ। পাদোদকঞ্চ নির্ম্মাল্যং মস্তকে যস্য সোঽচ্যুতঃ ॥' ইত্যাদিবচ-নেভ্যঃ। যদ্বা, অন্যস্মৈ নিবেদিতং মে নোপযুঞ্জ্যাৎ, মহ্যং ন নিবেদয়েদিত্যর্থঃ, 'বিষ্ণোর্নিবেদিতান্নেন যষ্টব্যং দেবতান্তরম্। পিতৃভ্যশ্চাপি তদ্দেয়ং তদা-নন্ত্যায় কল্পতে। পিতৃশেষন্তু যো দদ্যাৎ হরয়ে পর-মাত্মনে। রেতোদাঃ পিতরস্তস্য ভবন্তি ক্লেশভাগিনঃ ॥' ইত্যাদিবচনেভ্যঃ। যদ্বা, পূর্ব্বং মে নিবেদিতং সন্তং পুনর্মে ন নিবেদয়েদিত্যর্থঃ। এতচ্চ স্থাবরাতিরিক্ত-নির্ম্মাল্যবিষয়কং জ্ঞেয়ং, ভূষণাদীনাং পুনরর্পণে দোষাভাবাৎ, স চ পূর্ব্বমেব তত্তৎপ্রকরণে লিখিতো-ঽস্তি। আনন্ত্যায় শ্রীবিষ্ণুলোকায়, মল্লিঙ্গেত্যাদিষু চাত্র ভক্তেরঙ্গান্যেব প্রায়েণোক্তানি, তত্র কানিচিন্মুখ্যানি চ, অমানিত্বমিত্যাদৌ চ সাধনান্যেবেতি বিবেচনীয়ম্ ॥ ৫১২-৫১৩ ॥

কিঞ্চ (শ্রীভাঃ ১১।১৯।২০-২৩)—

শ্রদ্ধামৃতকথায়াং মে শশ্বন্মদনুকীর্ত্তনম্ ।
পরিনিষ্ঠা চ পূজায়াং স্তুতিভিঃ স্তবনং মম ॥৫১৪॥
আদরঃ পরিচর্য্যায়াং সর্ব্বাঙ্গৈরভিবন্দনম্ ।
মদ্ভক্তপূজাভ্যধিকা সর্ব্বভূতেষু মন্মতিঃ ॥ ৫১৫ ॥

অনুবাদ—ঐ একাদশস্কন্ধেই বলা হইয়াছে—আমার কথাসুধায় সর্ব্বদা শ্রদ্ধা, আমার নামের নিত্য অনুকীর্ত্তন, আমার পূজায় বিশেষ নিষ্ঠা, স্তুতিসমূহ দ্বারা আমার স্তব, আমার পরিচর্য্যায় আদর, সাষ্টাঙ্গে প্রণাম এবং এই ভাবে আমার পূজা অপেক্ষাও আমার ভক্তের পূজা এবং সর্ব্বভূতে আমাকে দর্শন ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা আমার উত্তম পূজা ॥ ৫১৪-৫১৫ ।

মদর্থেষ্বঙ্গচেষ্টা চ বচসা মদ্গুণেরণম্ ।
ময্যর্পণঞ্চ মনসঃ সর্ব্বকামবিবর্জ্জনম্ ॥ ৫১৬ ॥
মদর্থেঽর্থপরিত্যাগো ভোগস্য চ সুখস্য চ ।
ইষ্টং দত্তং হুতং জপ্তং মদর্থং যদ্ব্রতন্তপঃ ॥৫১৭॥

অনুবাদ—আমার উদ্দেশ্যে লৌকিক কার্য্য, লৌকিক বাক্যেও আমার গুণকীর্ত্তন, আমাতে সমর্পিত চিত্ত, সর্ব্বপ্রকার কামনার ত্যাগ, আমার ভজনের জন্য অর্থ, ভোগ, সুখ পরিত্যাগ এবং ইষ্টাপূর্ত্ত, দান, জপ, হোম, ব্রত, তপস্যা এই সমস্ত আমার ভক্তির কারণ ॥ ৫১৬-৫১৭ ॥

টীকা—পুনশ্চ কথয়িষ্যামি মদ্ভক্তেঃ কারণমিতি প্রতিজ্ঞাতমেবাহ—শ্রদ্ধেতি চতুর্ভিঃ ; শ্রদ্ধা শ্রবণাদরঃ শশ্বদিতি সর্ব্বত্রানুষজ্যতে। মদনুকীর্ত্তনং শ্রবণানন্তরং মৎকথাব্যাখ্যানেমিত্যর্থঃ। অঙ্গচেষ্টা লৌকিকী ক্রিয়া, বচসা লৌকিকেনাপি মদ্গুণানামীরণং কথনং, মদর্থে মদ্ভজনার্থং তদ্বিরোধিনোঽর্থস্য পরিত্যাগঃ, ভোগস্য তৎসাধনস্য চন্দনাদেঃ, সুখস্য চ পুত্রোপলালনাদেঃ ; যদ্বা, অর্থো ধনং, ভোগো বিষয়োপভোগঃ, সুখং মোক্ষানন্দঃ, তেষাং পরিত্যাগঃ ; ইষ্টাদি বৈদিকং যৎ কর্ম্ম, তদপি মদর্থং চেদ্ভক্তেঃ কারণমিত্যর্থঃ। অত্রাদৌ প্রায়ো ভক্তের্মুখ্যান্যঙ্গান্যুক্তানি। সর্ব্বকামবিবর্জ্জনাদীনি চ প্রায়ঃ সাধনান্যেব ॥ ৫১৪-৫১৭ ॥

অপি চাগ্রে (শ্রীভাঃ ১১।২৯।৯-১২)—

কুর্য্যাৎ সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি মদর্থে শনকৈঃ স্মরন্ ।
ময্যর্পিতমনশ্চিত্তো মদ্ধর্ম্মাত্মমনোরতিঃ ॥ ৫১৮ ॥
দেশান্ পুণ্যানাশ্রয়েত মদ্ভক্তৈঃ সাধুভিঃ শ্রিতান্ ।
দেবাসুরমনুষ্যেষু মদ্ভক্তাচরিতানি চ ॥ ৫১৯ ॥

অনুবাদ—ঐ একাদশস্কন্ধে আরও বলা হইয়াছে—আমাকে স্মরণ করিয়া, আমাতে মন দিয়া, আমার ধর্ম্মে বুদ্ধি স্থির রাখিয়া, আমার জন্য অল্পে অল্পে সর্ব্বকর্ম্মই করণীয়। আমার ভক্ত সাধু কর্ত্তৃক আশ্রিত পুণ্য দেশে আশ্রয় লইবে ও দেবাসুর-মনুষ্য-মধ্যে আমার ভক্তকর্ত্তৃক আচরিত ব্যবহার পালন করিবে ॥ ৫১৮-৫১৯ ।

পৃথক্ সত্রেণ বা মহ্যং পর্ব্বযাত্রামহোৎসবান্ ।
কারয়েদ্গীতনৃত্যাদ্যৈর্মহারাজবিভূতিভিঃ ॥ ৫২০ ॥
মামেব সর্ব্বভূতেষু বহিরন্তরপাবৃতম্ ।
ঈক্ষেতাত্মনি চাত্মানং যথা খমমলাশয়ঃ ॥ ৫২১ ॥

অনুবাদ—সকলে একত্রে পৃথক্ পৃথক্ নৃত্য গীতাদি দ্বারা ও মহা আড়ম্বরে আমার জন্য সকল যাত্রা মহোৎসবের অনুষ্ঠান করিবে। নির্ম্মলাশয় ব্যক্তি আকাশবৎ সর্ব্বভূতের অন্তরে বাহিরে ও আত্মাতে অনাবৃতরূপে আমাকে দর্শন করিবে ॥৫২০-৫২১॥

টীকা—'হন্ত তে কথয়িষ্যামি মম ধর্ম্মান্ সুমঙ্গলান্' ইতি প্রতিজ্ঞায় তানেবাহ—কুর্য্যাদিতি চতুর্ভিঃ। মাং স্মরণ্ শনকৈঃ অসম্ভ্রমতঃ কুর্য্যাৎ, তদাহ—ময়ীতি, অর্পিতে মনশ্চিত্তে সঙ্কল্পবিকল্পানুসন্ধানাত্মিকে যেন, অতএব মদ্ধর্ম্মেষ্বেবাত্মমনসো রতির্যস্য সঃ, পুণ্যদেশলক্ষণং মদ্ভক্তৈরিতি। দেবাদিষু যে যে মদ্ভক্তাস্তেষামাচরিতানি কর্ম্মাণি চাশ্রয়েৎ। সত্রেণ সম্ভূয় বা। সর্ব্বভূতেষু আত্মনি চাত্মানমীশ্বরং স্থিতং মামবেক্ষেত। ননু কথমেকস্য সর্ব্বেষ্বনুবৃত্তিঃ ? তত্রাহ বহিরন্তশ্চ অপাবৃতং পূর্ণমিত্যর্থঃ। এষু চ ক্রমেণ সাধনানি ভক্ত্যঙ্গানি চ মুখ্যান্যপি পূর্ব্বলিখিতানুসারেণ বিবেচনীয়ানীতি দিক্ ॥৫১৮-৫২১॥

অথ শ্রীভগবদ্ধর্ম্ম-মাহাত্ম্যম্

উক্তঞ্চ সপ্তমস্কন্ধে শ্রীপ্রহলাদেন (৭।৩৩)—

এবং নির্জ্জিতষড্‌বর্গৈঃ ক্রিয়তে ভক্তিরীশ্বরে।
বাসুদেবে ভগবতি যয়া সংলভ্যতে রতিঃ ॥ ৫২২ ॥

অনুবাদ—অতঃপর শ্রীভগবদ্ধর্ম্মের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে সপ্তমস্কন্ধে শ্রীপ্রহলাদ মহারাজ দৈত্য বালকগণকে কহিয়াছেন—কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য্য এই ষড়্‌বর্গ এই সকল কর্ম্মদ্বারা জয় করিয়া শ্রীভগবান বাসুদেবে ভক্তি বিধান করিতে হয়, তাহা হইলেই ভগবদ্বিষয়া রতি লাভ হয় ॥ ৫২২ ॥

টীকা—এবমুক্ত-গুরুশুশ্রূষাদিপ্রকারেণ নির্জ্জিতঃ ষণ্ণাং কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ-মদ-মাৎসর্য্যাণামিন্দ্রিয়াণাং বা বর্গো যৈস্তৈঃ, ভক্তিঃ ঈশ্বরারাধনরূপৈব ; যয়া ভক্ত্যা, রতিঃ প্রেমা ॥ ৫২২ ॥

একাদশে শ্রীনারদেন (২।১২)—

শ্রুতোঽনুপঠিতো ধ্যাত আদৃতো বাঽনুমোদিতঃ।
সদ্যঃ পুনাতি সদ্ধর্ম্মো দেব বিশ্বদ্রুহোঽপি হি ॥৫২৩

অনুবাদ—একাদশস্কন্ধে শ্রীনারদ কহিয়াছেন—হে বাসুদেব! ভাগবত ধর্ম্ম শ্রুত বা পঠিত কিংবা ধ্যাত বা অনুমোদিত হইলে বিশ্বদ্রোহী জনকেও শীঘ্রই পবিত্র করিয়া থাকে, ইহার মাহাত্ম্যই এরূপ জানিবে ॥ ৫২৩ ॥

টীকা—আদৃতঃ আস্তিক্যে গৃহীতঃ, অনুমোদিতঃ পরৈঃ ক্রিয়মাণঃ সংস্তুতঃ, সদ্ধর্ম্মঃ ভগবদ্ধর্ম্মঃ, দেব হে বাসুদেবঃ ; যদ্বা, দেবেভ্যো বিশ্বস্মৈ চ দ্রুহ্যন্তি যে তানপি ॥ ৫২৩ ॥

তত্রৈব শ্রীকবিযোগেশ্বরেণ (শ্রীভাঃ ১১।২।৩৫)—

যানাস্থায় নরো রাজন্ ন প্রমাদ্যেত কর্হিচিৎ।
ধাবন্নিমীল্য বা নেত্রে ন স্খলেন্ন পতেদিহ ॥ ৫২৪॥

অনুবাদ—ঐ একাদশস্কন্ধেই শ্রীকবিযোগেশ্বর-বাক্য—হে রাজন্! মানুষ যদি ভাগবতধর্ম্ম আশ্রয় করে, তাহা হইলে চোখ বুঝিয়া দৌড়াইলেও কখনও তাহার বিঘ্ন ঘটে না বা সে স্খলিত বা পতিত হয় না ॥ ৫২৪ ॥

টীকা—যান্ ভগবদ্ধর্ম্মান্ আস্থায় আশ্রিত্য যোগাদিভিরিব ন প্রমাদ্যেত, বিঘ্নৈর্ন বিহন্যেত। কিঞ্চ, নিমীল্য নেত্রে ধাবন্নপি ইহ এষু ভাগবতধর্ম্মেষু ন স্খলেৎ। নিমীলনং নামাজ্ঞানং, যথাহ—'শ্রুতিস্মৃতী উভে নেত্রে বিপ্রাণাং পরিকীর্ত্তিতে। একেন বিকলঃ কাণো দ্বাভ্যামন্ধঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥' ইতি। অত্রায়মভিপ্রায়ঃ ; যথা পদন্যাস-স্থানমতিক্রম্য শীঘ্রং পরতঃ পদন্যাসেন গতির্ধাবনং, তদ্বদত্রাপি কিঞ্চিৎ কিঞ্চিদতিক্রম্যাতি-শীঘ্রমনুষ্ঠানং ধাবনং, তথানুতিষ্ঠন্নপি ন স্খলেৎ, ন প্রত্যবায়ী স্যাৎ, তথা ন পতেৎ, ফলান্ন ভ্রশ্যেৎ ॥ ৫২৪ ॥

শ্রীপ্রবুদ্ধযোগেশ্বরেণ (শ্রীভাঃ ১১।৩।৩৩)—

ইতি ভাগবতান্ ধর্ম্মান্ শিক্ষন্ ভক্ত্যা তদুত্থয়া।
নারায়ণপরো মায়ামঞ্জস্তরতি দুস্তরাম্ ॥ ৫২৫ ॥

অনুবাদ—ঐ স্থানেই শ্রীপ্রবুদ্ধ-যোগেশ্বরের বাক্য—এই প্রকার ভাগবতধর্ম্ম শিক্ষা করিলে তদুৎপন্ন প্রেমভক্তি সহকারে নারায়ণপর হইয়া অতি দুস্তরা মায়াকে জয় করা যায় ॥ ৫২৫ ॥

টীকা—তদুত্থয়া ভাগবতধর্ম্মোৎপন্নয়া ভক্ত্যা ভক্তিনিষ্ঠয়া নারায়ণপরঃ সন্ অতিদুস্তরামপি মায়াম্ অঞ্জঃ সুখেন তরতি ॥ ৫২৫ ॥

শ্রীভগবতা চ (শ্রীভাঃ ১১।১৯।২৪)—

এবং ধর্ম্মৈর্মনুষ্যাণামুদ্ধবাত্মনিবেদিনাম্।
ময়ি সংজায়তে ভক্তিঃ
কোঽন্যোঽর্থোঽস্যাবশিষ্যতে ॥ ৫২৬ ॥

অনুবাদ—শ্রীভগবান কহিতেছেন—হে উদ্ধব! এই প্রকার ধর্ম্মদ্বারা আত্মনিবেদিত নরগণের আমাতে ভক্তি জন্মে তখন আর অন্য কোন অর্থ অবশিষ্ট থাকে না অর্থাৎ কোন প্রকার অসম্পূর্ণতা থাকে না ॥ ৫২৬ ॥

টীকা—এবমীদৃশৈরেতৈর্বা আত্মনিবেদিনাং সতাং ভক্তিঃ প্রেমলক্ষণা সম্যগ্‌জায়তে। অস্য ভক্তস্য অন্যঃ কোঽর্থঃ সাধনরূপঃ সাধ্যরূপো বাবশিষ্যতে ? সর্ব্বোঽপি স্বত এব ভবতীত্যর্থঃ। যদ্বা, অস্য মম, ততশ্চ সতাং মদ্ভক্তিসম্যগাবির্ভাবে সতি মমৈব কৃতার্থতা স্যাদিত্যর্থঃ ॥ ৫২৬ ॥

কিঞ্চাগ্রে (শ্রীভাঃ ১১।২৯।২০)—

ন হ্যঙ্গোপক্রমে ধ্বংসো মদ্ধর্ম্মস্যোদ্ধবাণ্বপি।
ময়া ব্যবসিতঃ সম্যঙ্নির্গুণত্বাদনাশিষঃ ॥ ইতি ॥৫২৭

অনুবাদ—ঐ একাদশস্কন্ধেই বলা হইয়াছে—শ্রীভগবান উদ্ধব মহারাজকে কহিলেন, আমার এই ধর্ম্মে প্রাথমিক অবস্থায় বৈগুণ্য বা প্রাতিকূল্য আসিলেও নিষ্কাম ব্যক্তির অল্প পরিমাণত ধর্ম্ম নাশ হয় না, কেননা আমি যেরূপ নির্গুণ সেইরূপ এই ধর্ম্মও নির্গুণত্ব বশতঃ ইহা সম্যক্ ব্যবসিত ॥ ৫২৭॥

টীকা—অঙ্গ হে উদ্ধব। অনাশিষো নিষ্কামস্য; যদ্বা, ন বিদ্যতে আশীর্যস্মাৎ সতাং পরমাশীর্ব্বাদ-রূপস্যেত্যর্থঃ। উপক্রমে আরম্ভে সতি অণ্বপি ঈষ-দপি বৈগুণ্যাদিভির্নাশো নাস্ত্যেব, যতো মমৈব নির্গুণ-ত্বাদয়ং ধর্ম্মঃ সম্যগ্‌ব্যবসিতো নিশ্চিতঃ, ন তু মন্বাদি-মুখেন কথঞ্চিৎ; যদ্বা, নিরাশিষো মোক্ষস্য নির্গুণ ত্বাৎ ফলবিশেষাভাবাৎ সম্যক্ তস্মাদপি সমীচীন ইত্যয়ং ব্যবসিতঃ ইতি ॥ ৫২৭ ॥

অলাভে সৎসভায়াস্তু শুশ্রূষুঞ্চ নিজালয়ে।
দেবালয়ে বা শাস্ত্রজ্ঞঃ কীর্ত্তয়েদ্ভগবৎকথাম্ ॥৫২৮॥

অনুবাদ—যদি সৎসভার অভাব ঘটে, তাহা হইলে শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি নিজ গৃহে বা দেবালয়ে গিয়া শুশ্রূষুজনকে ভগবৎকথা স্বয়ং বলিবেন ॥ ৫২৮ ॥

টীকা—এবং সতাং সভায়াং গত্বা ভগবল্লীলা-কথাং শৃণুয়াৎ, ভগবদ্ধর্ম্মাংশ্চ পৃচ্ছেদিতি লিখিতম্। যত্র চ তাদৃশী সভা নাস্তি, তত্র কিং কার্য্যমিত্যপেক্ষয়াং লিখতি—অলাভে ইতি। শাস্ত্রজ্ঞশ্চেত্তর্হি শ্রোতুমিচ্ছুষু জনেষু ভগবৎকথাং স্বয়মেব কথয়েৎ। ক্ব? নিজা-লয়ে দেবালয়ে বা ॥ ৫২৮ ॥

অথ শ্রীভগবল্লীলাকথাকীর্ত্তনমাহাত্ম্যম্

উক্তঞ্চ স্কান্দে শ্রীভগবতা অর্জ্জুনং প্রতি—

মৎকথাঃ কুরুতে যস্তু বৈষ্ণবানাং সদাগ্রতঃ।
ইহ ভোগানবাপ্নোতি তথা মোক্ষং ন সংশয়ঃ ॥ ৫২৯

অনুবাদ—অনন্তর শ্রীভগবল্লীলাকথা শ্রবণের মাহাত্ম্য স্কন্দপুরাণে অর্জ্জুনকে স্বয়ং শ্রীভগবান কহি-তেছেন—বৈষ্ণবগণের নিকট সর্ব্বদা আমার কথা কীর্ত্তনকারী ব্যক্তি ইহলোকে ভোগ ও পরলোকে মোক্ষ লাভ করিবেন। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই ॥ ৫২৯ ॥

প্রথমস্কন্ধে শ্রীনারদেন (৫।২২)—

ইদং হি পুংসস্তপসঃ শ্রুতস্য বা
স্বিষ্টস্য সূক্তস্য চ বুদ্ধদত্তয়োঃ।
অবিচ্যুতোঽর্থঃ কবিভির্নিরূপিতো
যদুত্তমঃশ্লোকগুণানুবর্ণনম্ ॥ ৫৩০ ॥

অনুবাদ—প্রথমস্কন্ধে শ্রীনারদ-বাক্য—পণ্ডিতগণ উত্তমঃশ্লোক শ্রীহরির গুণানুবর্ণনকেই তপস্যা, বেদ-পাঠ, যজ্ঞ, মন্ত্রপাঠ, জ্ঞান ও দান এই সকল কর্ম্মের নিত্যফল বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছেন ॥ ৫৩০ ॥

টীকা—ভগবল্লীলাকথা-কীর্ত্তনেনৈব তপ-আদি সর্ব্বং সফলং স্যাৎ। যদ্বা, ভগবল্লীলাকথাকীর্ত্তন-মেব তপ-আদীনাং ফলমিত্যাহ—ইদং হীতি। শ্রুতা-দয়ো ভাবে নিষ্ঠা। ইদমেব তপঃশ্রবণাদেঃ অবিচ্যুতো নিত্যোঽর্থঃ ফলম্। কিন্তৎ? উত্তমঃশ্লোকস্য গুণানু-বর্ণনং লীলাকথাকীর্ত্তনমিতি যৎ ॥ ৫৩০ ॥

কিঞ্চ (শ্রীভাঃ ১।৬।৩৫)—

এতদ্ধ্যাতুরচিত্তানাং মাত্রাস্পর্শেচ্ছয়া মুহুঃ।
ভবসিন্ধুপ্লবো দৃষ্টো হরিচর্য্যানুবর্ণনম্ ॥ ৫৩১ ॥

অনুবাদ—আরও বলা হইয়াছে—ইহা আমি সুন্দর রূপেই বুঝিয়াছি যে পুনঃ পুনঃ বিষয়ভোগের ইচ্ছায় কাতরচিত্ত জীবগণের শ্রীহরিলীলাকীর্ত্তনই একমাত্র ভবসাগর পারের ভেলা ॥ ৫৩১ ॥

টীকা—মুহুর্মাত্রাণাং বিষয়াণামুপভোগস্যেচ্ছয়া আতুরাণি বিকলানি চিত্তানি যেষাং তেষামপি হরেঃ চর্য্যায়া লীলায়া অনুবর্ণনং যৎ; যদ্বা, মুহুরাতুর-চিত্তানাং মাত্রাস্পর্শেচ্ছয়াপি যৎ হরিচর্য্যানুবর্ণনং, এতদেব হি নিশ্চিতং ভবসিন্ধোঃ প্লবঃ, পোতঃ সুখো-ত্তারসাধনম্। ন কেবলং শ্রুতিপ্রামাণ্যেন, কিন্তু অন্বয়-ব্যতিরেকাভ্যাং দৃষ্ট এবেত্যর্থঃ ॥ ৫৩১ ॥

একাদশে শ্রীশুকেনাপি (৩১।২৮)—

ইত্থং হরের্ভগবতো রুচিরাবতার-
বীর্য্যাণি বাল্যচরিতানি চ শন্তমানি।

অন্যত্র চেহ চ শ্রুতানি গৃণন্ মনুষ্যো
ভক্তিং পরাং পরমহংসগতৌ লভেত ॥ ৫৩২॥

অনুবাদ—একাদশস্কন্ধে—শ্রীশুকদেব গোস্বামী পাদও বলিয়াছেন—হে রাজন্! ভগবান্ শ্রীহরির এই সকল পরম অদ্ভুত মনোজ্ঞ অবতার কথা এবং পূতনাবধাদি সুমঙ্গল বাল্যচরিত কথা ইহলোকে কিংবা অন্যলোকে শ্রবণ ও কীর্ত্তন করিয়া মনুষ্যগণ পরমহংসগণের গতি স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণে উৎকৃষ্টা ভক্তি লাভ করেন ॥ ৫৩২ ॥

টীকা—রুচিরাণামবতারাণাং মৎস্যাদীনাং বীর্য্যাণি পরমাদ্ভুত-চরিতানি বাল্যচরিতানি চ পূতনা-বধাদীনি লোকত্রয়েঽপি শন্তমানি মঙ্গলানি পরমসুখ-রূপাণি বা, পরামুৎকৃষ্টাং প্রেমলক্ষণামিত্যর্থঃ পরম-হংসানাং গতৌ শ্রীকৃষ্ণে ॥ ৫৩২ ॥

অতএব শ্রীপ্রহলাদেন নৃসিংহস্তুতাবুক্তম্
(শ্রীভাঃ ৭।৯।১৮)—

সোঽহং প্রিয়স্য সুহৃদঃ পরদেবতায়া
লীলাকথাস্তব নৃসিংহ বিরিঞ্চিগীতাঃ।
অঞ্জস্তিতর্ম্যনুগৃণন্ গুণবিপ্রমুক্তো
দুর্গাণি তে পদযুগালয়হংসসঙ্গঃ ॥ ৫৩৩ ॥

অনুবাদ—অতএব শ্রীপ্রহলাদ-কর্ত্তৃক শ্রীনৃসিংহ-দেবের স্তুতিতে (৭।৯।১৮ শ্লোকে) বলিয়াছেন—হে নৃসিংহদেব! আপনার দাস সেই আমি তোমার লীলা-কথা নিরন্তর কীর্ত্তন করিতে করিতে মহাদুঃখসমূহ অনায়াসে তরিয়া যাইব। দুঃখকে দুঃখ বলিয়া গণ্য করি না। তাহার কারণ বিষয়াসক্তি হইতে আমি বিশেষরূপে মুক্ত। তাহা কিরূপে হয়? তাহার উত্তরে বলি—তোমার শ্রীচরণ যুগলই যে ভক্তগণের একমাত্র আশ্রয়, তাঁহারাই সারাসারবিবেকী, তাঁহা-দের সঙ্গ যে আমার হইয়াছে, সেই আমি (সোঽহম্)।

কিরূপ ভগবানের কথা? যে তুমি প্রিয়সুহৃদ ও পরমদেবতা, তোমার কথাও তদ্রূপ। অতএব পরম সুখময়হেতু সর্ব্বদা কীর্ত্তনীয়। ইহা কিরূপে জানিলে—ব্রহ্মা-কর্ত্তৃক কীর্ত্তিত লীলাকথা সম্প্রদায় পরম্পরা প্রাপ্ত, শ্রীসনকাদি পরমহংসাচার্য্য সেবিত কথা। ইহার আনুষঙ্গিক ফলে সংসার দুর্গ অনা-য়াসে তরিয়া যাইব ॥ ৫৩৩ ॥

টীকা—সোঽহং ত্বদ্দাসঃ, ভো নৃসিংহ! তব লীলাকথা অনুগৃণন্ দুর্গাণি মহাদুঃখানি অঞ্জসা অনা-য়াসেন তিতর্ম্মি তরামি, ন গণয়িষ্যামীত্যর্থঃ। তত্র হেতুঃ—গুণৈ রাগাদিভির্বিশেষেণ প্রমুক্তঃ সন্। তৎ কুতঃ? তে পদযুগমেবালয়ো যেষাং ভক্তানাং ত এব হংসা জ্ঞানিনঃ সারাসারবিবেকিনো বা, তৈঃ সঙ্গো যস্য মম সোঽহম্। কথম্ভূতস্য কথাঃ? প্রিয়স্যেত্যাদি-বিশেষণত্রয়েণানেন কথায়া অপি প্রিয়ত্বা-দিবিবক্ষয়া পরমসুখময়ত্বাদিকং, তেন চ সদানুকীর্ত্তন-মভিপ্রেতম্। কুতো জ্ঞাতাঃ? বিরিঞ্চিনা গীতাঃ তৎসম্প্রদায়প্রবৃত্তাঃ। তথা চাথর্ব্বণী শ্রুতিঃ—'দেবা হ বৈ প্রজাপতিমব্রুবন্' ইত্যাদি। এতেন কথায়াঃ পরমপুরুষার্থতা চ দর্শিতা, সনকাদিপরমহংসাচার্য্যে-ণাপি সেবিতত্বাৎ। দুর্গাণি তিতর্ম্মীতি আনুষঙ্গিক-ফলমাত্রমিতি দিক্ ॥ ৫৩৩ ॥

গোপিকাভিরপি গীতম্ (শ্রীভাঃ ১০।৩১।৯)—

তব কথামৃতং তপ্তজীবনম্
কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহম্।
শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদাততম্
ভুবি গৃণন্তি তে ভূরিদা জনাঃ ॥ ৫৩৪ ॥

অনুবাদ—শ্রীমদ্ভাগবতে ব্রজদেবিগণও গান করিয়াছেন—তব কথামৃতং, হে জীবন কৃষ্ণ! তোমার কথাই অমৃত ইহার কারণ আমাদিগকে তোমার বিরহতাপ হইতে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে। প্রসিদ্ধ অমৃত হইতে কথামৃতের উৎকর্ষ ব্রহ্মাদি কবিগণ ইহার স্তব করিয়াছেন এবং দেবভোগ্য অমৃতকে তাহারা তুচ্ছ করিয়াছেন। এই কথামৃত কাম পীড়া নিবারণ করে। স্বর্গীয়া অমৃত কামপীড়া বর্দ্ধন করে। আরও কথামৃত শ্রবণমাত্রেই মঙ্গলপ্রদ, অনুষ্ঠানের অপেক্ষা নাই। আরও কথামৃত 'শ্রীমৎ' সুশান্ত। স্বর্গীয়া সুধামাদক। এইরূপ গুণবিশিষ্ট তোমার কথামৃত যাহাতে পৃথিবীতে বিস্তার লাভ করে, তজ্জন্য যাঁহারা প্রচার করেন, তাঁহারা ভূরিদা' বদান্য, দাতা-শ্রেষ্ঠ। জীবগণের প্রকৃত পারমার্থিক জীবন দান করেন। এইরূপ তোমার কথামৃত যাঁহারা কীর্ত্তন ও প্রচার করেন, তাঁহারা পূর্ব্বপূর্ব্বজন্মে পরমসুকৃতিমান ছিলেন ॥ ৫৩৪ ॥

টীকা—কথৈবামৃতম্ অত্র হেতুঃ—তপ্তজীবনম্। প্রসিদ্ধামৃতাদুৎকর্ষমাহুঃ—কবিভির্ব্রহ্মাদিভিরপীড়িতং স্তুতং, দেবভোগ্যং ত্বমৃতং তৈস্তুচ্ছীকৃতম্। কিঞ্চ, কল্মষাপহং কামকল্মষনিরসনং, তত্ত্বমৃতং নৈবম্ভূতম্। কিঞ্চ শ্রবণমঙ্গলং শ্রবণমাত্রেণ মঙ্গলপ্রদং, তত্তদনুষ্ঠানাপেক্ষম্ ; কিঞ্চ, শ্রীমৎ সুশান্তং, তত্তুমাদকম্। এবম্ভূতং ত্বৎকথামৃতং আততং যথা ভবতি, তথা ভুবি যে গৃণন্তি নিরূপয়ন্তি তে জনাঃ ভূরিদাঃ বহুদাতারঃ জীবিতং দদতীত্যর্থঃ। অধুনা চ তাদৃশালাভেন বয়ং মৃতা এবেতি ভাবঃ। যদ্বা, এবম্ভূতং যে গৃণন্তি, তে ভূরিদাঃ পূর্ব্বজন্মসু বহু দত্তবন্তঃ পরমসুকৃতিন ইত্যর্থঃ। অতো বয়ং তাদৃশাদৃষ্টাভাবেন ত্বৎকথাং কীর্ত্তয়িতুমশক্তাঃ কথং জীবামেতি ভাবঃ। যদ্বা, ত্বদ্বিরহে ত্বৎকথাস্ফূর্ত্তিবিশেষেণ বয়ং মারিতা এবেত্যাহুঃ—তৎকথৈব মৃতং মৃতিঃ সাক্ষান্মরণমেব। কুতঃ ? তপ্তং তাপাভিভূতং ভবতি জীবনং যস্মাৎ, পরমদাহকস্বভাবস্য প্রেমবিশেষস্য সদ্যোমৃত্যুজনকত্বাৎ। তথাপি কবিভিঃ কাব্যকৃদ্ভিরেবেড়িতম্। যতঃ কল্মষাপহম্। কিঞ্চ, শ্রবণয়োর্মঙ্গলং সুখকরম্। কিঞ্চ, শ্রিয়া মদো যেষাং ব্রহ্মাদীনাং তৈরাততং সর্ব্বতো বিস্তারিতম্। বস্তুতস্তু শ্রবণয়োরেব মঙ্গলং, শ্রীমদেরেবাততমিতি দোষঃ সূচিতঃ। অতঃ এবম্ভূতং ত্বৎকথামৃতং যে ভুবি গৃণন্তি, ত এব জনা ভূরি বহু দ্যন্তি অবখণ্ডয়ন্তি গলে কর্ত্তয়ন্তীতি তথা তে। এবঞ্চ তত্ত্বতঃ শ্রীকৃষ্ণকথায়া মহাফলবিশেষ এব সূচিত ইতি দিক্ ॥ ৫৩৪ ॥

কীর্ত্তনেঽপ্যত্র তজ্জ্ঞেয়ং মাহাত্ম্যং শ্রবণেঽস্য যৎ।
সিধ্যতি শ্রবণং নূনং কীর্ত্তনাৎ স্বয়মেব হি॥ ৫৩৫॥

অনুবাদ—প্রশ্ন হইতে পারে, এস্থলে শ্রীকৃষ্ণকথা শ্রবণ-মাহাত্ম্য বহু লিখিত হইল, সে অপেক্ষায় কীর্ত্তনের মহিমা অল্পই বলা হইয়াছে, ইহার উত্তরে বলিতেছেন—শ্রবণের মহিমা যাহা উল্লেখ করা হইল কীর্ত্তনের মহিমাও তদ্রূপ জানিতে হইবে। ইহা নিশ্চিত যে কীর্ত্তন হইতে স্বাভাবিকই শ্রবণ সিদ্ধ হয়। নিজমুখে কীর্ত্তনের ফলে স্বাভাবিকই শ্রবণ হয়। সুতরাং শ্রবণ হইতেও কীর্ত্তনের বিশেষ মহিমা অধিক। কীর্ত্তনের মহিমা এস্থলে অল্প হওয়ার কারণ গ্রন্থকার নিজই এস্থলে বক্তা, নিজের মহিমা স্বমুখে কীর্ত্তনহেতু লজ্জাবশতঃ অধিক উল্লেখ করেন নাই ॥ ৫৩৫ ॥

টীকা—ননু শ্রবণস্য মাহাত্ম্যবচনানি বহূনি লিখিতানি, কথং কীর্ত্তনস্যাল্পতরাণি ? ততোঽপ্যস্য বিশেষাৎ, তত্র লিখতি—কীর্ত্তনেঽপীতি। হি যতঃ নূনং নিশ্চিতং কীর্ত্তনাৎ স্বয়মেব শ্রবণং সিধ্যতি, শ্রোত্রেণ স্বকীয়কীর্ত্তনস্য স্বতঃ শ্রবণাৎ ; অতঃ শ্রবণাদপি কীর্ত্তনস্য মাহাত্ম্যবিশেষোঽপি জ্ঞেয়ঃ। তথাপ্যল্পবচনানি প্রায়ঃ কীর্ত্তনমাহাত্ম্যোক্ত্যা বক্তুর্মাহাত্ম্যোপত্তের্লজ্জাদিনা তথানুক্তেঃ। শ্রোতৄণাং শ্রবণাপেক্ষয়া বহুল কীর্ত্তনযোগ্যত্বাদিতি দিক্ ॥ ৫৩৫ ॥

শাস্ত্রাভ্যাসস্য চাভাবে পূর্ব্বেষাং লোকবিশ্রুতাম্।
সতামাধুনিকানাঞ্চ কথাং বন্ধুষু কীর্ত্তয়েৎ ॥ ৫৩৬॥
ইতি শ্রীগোপালভট-বিলিখিতে শ্রীভগবদ্ভক্তিবিলাসে
সৎসঙ্গমো নাম দশমো বিলাসঃ

অনুবাদ—পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে—শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিই কীর্ত্তন করিবেন, কিন্তু সর্ব্বত্র শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তির অভাবে এবং ভগবৎকথা শুশ্রূষু অধিক সমাগম না থাকিলেও ভগবৎকথা কীর্ত্তন কখনও পরিত্যাগ করিবেন না, প্রাচীন বা আধুনিক সাধু বৈষ্ণবগণের কীর্ত্তিত ভগবৎকথা নিজ নিজ বন্ধুগণ মধ্যে বা নিজ ভ্রাতা, পুত্র, পরিবারাদির সহিত মিলিত হইয়া শাস্ত্রীয় বা লোক প্রসিদ্ধ ভগবৎকথা কীর্ত্তন করিবেন ॥৫৩৬

টীকা—শাস্ত্রজ্ঞঃ কীর্ত্তয়েদিতি লিখিতং, কিন্তু শাস্ত্রজ্ঞত্বাভাবেঽপি তথা তেন ভগবৎ-কথাশুশ্রূষুবৈষ্ণবসমাগমবিশেষাভাবেঽপি কদাচিদপি ভগবৎকথা ন পরিত্যাজ্যেতি লিখতি—শাস্ত্রেতি। পূর্ব্বেষাং পুরাতনানাম্ আধুনিকানাঞ্চ তৎকালীনানাং সতাং শ্রীবৈষ্ণবানাং কথাং বন্ধুষু নিজভ্রাতৃপুত্রকলত্রাদিষু কীর্ত্তয়েৎ। ননু সাপি কথং জ্ঞেয়া ? তত্র লিখতি—লোকবিশ্রুতামিতি ॥ ৫৩৬ ॥

ইতি দশমো বিলাসঃ ॥

ইতি গোপালভট্ট-বিলিখিত শ্রীভগবদ্ভক্তিবিলাসে সৎসঙ্গম নামক দশম বিলাস ॥ ১০ ॥

প্রথমার্দ্ধ সমাপ্ত